ফতোয়ায়ে আলমগীরী

ইসলামী আইন শাস্ত্র

সকল খণ্ড একত্রে

সোলেমানিয়া বুক হাউস-ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

ফতোয়ায়ে আলমগীরী

(ইসলামী আইনশাস্ত্র)

অনুবাদ
মাওলানা আবূ জাফর মোহাম্মদ সালেহ
বি,এ অনার্স, এম এম, এম এ
মাহাদুল লুগাহ
কিং সউদ ইউনিভার্সিটি সৌদি আরাবিয়া
এডভাইজার
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়া
বাংলাদেশ ক্যাম্পাস

সম্পাদনায়
মাওলানা মিজানুর রহমান জাহেরী
চেয়ারম্যান
আল-কুরআন এণ্ড সুন্নাহ একাডেমী বাংলাদেশ

প্রকাশনায়
সোলেমানিয়া বুক হাউস
৩৬-৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
আলহাজ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী
সোলেমানিয়া বুক হাউস
৩৬ ও ৪৫, বাংলাবাজার, (২য় তলা) ঢাকা-১১০০

সর্বস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক কপিরাইট সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ❑ মার্চ ২০০৭ইং
সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ আগস্ট ঃ ২০০৯ইং
তৃতীয় মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০১১ইং
চতুর্থ মুদ্রণ ❑ জুন ঃ ২০১৩
সংশোধিত মুদ্রণ : জানুয়ারি-২০২১

মুদ্রণে
সোলেমানিয়া প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৩৭ আর এম দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

Kamal a. Nasser
Ruma Enterprize
1472 43st # D6
Brooklyn. ny-11219
U.S.A
Phone # 9179716331

হাদিয়া ঃ ৮৫০.০০ টাকা মাত্র ।

Bengali Translation
FOTOYAYA ALMGIR
Published by, Solemania Book House
36/45, Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : solemaniah@gamil.com

একমাত্র পরিবেশক
চৌধুরী এন্ড সন্স
৩৬, বাংলাবাজার, (২য় তলা) ঢাকা-১১০০

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর ইতিহাসে ফতোয়ায়ে আলমগীরী নামক বিখ্যাত কিতাবখানার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জিন্দাপীর নামে খ্যাত বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেবের তত্ত্বাবধানে সংকলিত বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব আলমগীরী ইসলামী আইনশাস্ত্র হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। নামায , রোযা, যাকাত, হজ্ব, বিবাহ, তালাক, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ইত্যাদি অর্থাৎ মানুষের জীবনের সর্বসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে এই কিতাবখানায় আলোচনা করা হয়েছে। একজন মুসলমানের সত্যিকার মুসলিম হিসেবে পরিচয় প্রদান করা এবং আপনাকে নিরেট ঈমানদার বলে দাবী করার জন্য তার একান্ত কর্তব্য হল নিজেকে ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা। মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান কর্তব্য হল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। যেই কাজগুলোকে সচরাচর ইবাদত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইবাদত বন্দেগী ছাড়াও মানুষের জীবনে ইহ-পরকালীন নাবাবিধ কাজ কর্ম রয়েছে।

ইবাদত বন্দেগী ও অপরাপর কাজকর্ম যাই হোক না কেন, যথার্থরুপে পালন করার জন্য ইসলামী জীবন বিধানে খুবই সুন্দর ও স্বার্থক পথনির্দেনা বিদ্যমান। এক কথায় বলতে গেলে তাই ইসলাম ধর্মের আদেশ নিষেধসমূহ। ইসলাম ধর্মের এই বিধি-বিধানসমূহ উৎসারিত হয়েছে মুলত চারটি উৎস হতে। উক্ত উৎস চতুষ্টয় ইসলামী শরীয়তের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত। উৎস চতুষ্টয় হল-(এক) মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম, (দুই) পবিত্র হাদীস শরীফ, (তিন) ইজমা এবং (চার) ক্বিয়াস।

সংক্ষেপে উক্ত উৎস চতুষ্টয়ের পরিচিতি হল-

আল কুরআনুল কারীমঃ ইহা মহামহিম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী।

আল হাদীস শরীফঃ মহান আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র কথা, কাজ, এবং তৎকর্তৃক অনুমোতিদ ও সমর্থিত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনগণের বাক্য ও কার্যসমূহ।

ইজমা বলা হয়, যে সকল বিষয়ে কুরআন এবং হাদীস শরীফের মধ্যে সরাসরি কোন সমাধান পাওয়া যায় না, তবে এতদোভয়ের নির্দেশ ও বিধানালীর সাথে সাজুয্যমূলক সমাধান যার উপর সম্মানিত উলামায়ে মুজতাহিদীন ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেউ কোন বিরোধিতা বা দ্বিমত পোষণ করছেন না।

আর ক্বিয়াস বলা হয়, যে সকল মাসয়ালার সমাধান পবিত্র কুরআনুল কারীম ও পবিত্র হাদীস দ্বারা উদঘাটন করা যায় না, বরং বাধ্য হয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন বিধি নিষেধের প্রতি নজর রেখে বিবেক ও বুদ্ধি এবং শিক্ষা-দীক্ষা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে সমাধানে উপণিত হওয়া যা শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই সম্ভব। যে শ্রেণীর সম্মানিত উলামায়ে কিরামগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে নিজস্ব প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান করতে সক্ষম । তাঁদেরকে ইমাম নামেও অভিহিত করা হয়।

পৃথিবীতে এ শ্রেণীর উলামায়ে কিরামগণের সংখ্যা খুবই কম। তাঁদের কার্যক্রম ছিল প্রধানত দুই রকমের। প্রথমতঃ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিস্কার এবং প্রকাশ্য বিধি-নিষেধ অবলম্বনে মানুষের করণীয়

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ও বর্জনীয় বিষয়াবলীকে সুষ্ঠু ও স্পষ্টভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করা। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনে কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে অনুদঘাটিত বিষয়াবলীতে আপনাপন ইলম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যথাযথ সমাধান প্রদান করা। যা সারা দুনিয়াতে একটি আলাদা শাস্ত্ররূপে পরিচয় লাভ করেছে। যার পারিভাষিক নামকরণ হয়েছে ইলমে ফিকাহ হিসেবে। ইলমে ফিকাহতে বুৎপত্তি অর্জন করা অনেকের মধ্যে যে চার ব্যক্তিত্ব সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ তাঁরা হলেন ইমামে আজম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)। এবং হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)। তাঁরা সারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্য জীবনপাত করে নানাবিধ সমস্যার সুন্দর সমাধান দিয়ে গেছেন।

ইলমে ফিকাহর বিভিন্ন বিষয়াবলী পৃথিবীর বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাবাদীতে বর্ণিত আছে। ফতোয়ায়ে আলমগীরীও এমন একটি কিতাব যাতে নানাবিধ সমস্যার সমাধান বিশাল আকারে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফতোয়ায়ে আলমগীরী একটি বিশাল গ্রন্থ। গ্রন্থটি ফার্সি ভাষায় রচিত। পরে তা উর্দু ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় কিতাবখানা অনুদিত হলেও একখণ্ডে প্রকাশ করতে কেউ এগিয়ে আসেননি। সোলেমানিয়া বুক হাউস তা উপলব্ধি করে এ কিতাবখানা সংক্ষেপে একখণ্ডে প্রকাশ করেছে। যা পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণীয় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ কিতাবখানার মূল বৈশিষ্ট্য হল - এর প্রতিটি ফতোয়া মুজতাহিদ ইমাম এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবের বিবরণসহ উল্লেখিত হয়েছে।

এ বিশাল গ্রন্থটি পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পারার আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। পাঠক সমাজ এর মাধ্যমে সামান্যতম উপকার লাভ করলেও আমরা আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

এ বিশাল গ্রন্থখানার অনুবাদে, মুদ্রণে এবং ভাষাগত পদ্ধতিতে ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। যদিও আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে গ্রন্থখানা নির্ভুল করার। এরপরও সম্মানীত পাঠক সমাজের চোখে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশায়াল্লাহ!

মহান আল্লাহ আমাদের সবার পরিশ্রম সার্থক করুন আমীন।

বিনীত প্রকাশক।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পবিত্রতা	২৫
অজুর ফরজ	২৫
অজুর সুন্নাতসমূহ	২৭
অজুর মুস্তাহাবসমূহ	২৯
অজুর মাকরূহ	৩০
অজু ভঙ্গের কারণসমূহ	৩০
গোসলের সুন্নাতসমূহ	৩৩
গোসল ফরজ হওয়ার কারণ	৩৩
পানির মাসয়ালা	৩৬
যা দিয়ে অজু করা যায় না	৪০
তাইয়াম্মুমের মাসয়ালা	৪৩
তাইয়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ	৪৭
তাইয়াম্মুমের অন্যান্য মাসায়িল	৪৮
মোজার উপর মোসেহের মাসয়ালা	৫১
মোজার উপর মোসেহ করা	৫১
মোসেহ করার নিয়ম	৫১
মহিলারদের খাছ রক্তের মাসায়েল	৫২
হায়েযের রক্তের রং	৫৩
নেফাসের মাসয়ালা	৫৪
নেফাসের সময়সীমা	৫৪
এস্তেহাজার মাসয়ালা	৫৫
হায়েজ, নেফাস ও এস্তেহাজার হুকুম	৫৫
মাজুরের হুকুমও এটার সাথে সংপৃক্ত	৫৭
নাজাসাত ও এর হুকুম	৫৯

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাজাসাতসমূহ পাক করার নিয়ম	৫৯
নাজাস বস্তুর মাসয়ালা	৬২
ইস্তেঞ্জার মাসয়ালা	৬৫
ইস্তেঞ্জা পাঁচ প্রকার।	৬৭
নামাযের মাসয়ালা-মাসায়েল	৬৮
নামাযের ওয়াক্ত ও নামায সম্পর্কিত মাসয়ালা-মাসায়েল	৬৮
নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ ও মাসয়ালা	৬৮
ওয়াক্তের ফজীলতের মাসায়েল	৭০
নামাযের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ ওয়াক্তের মাসায়েল	৭০
মাকরূহ ওয়াক্ত	৭১
আযানের নিয়ম ও মুয়াযযিনের মাসায়েল	৭২
আযান ও ইকামতের কলেমাসমূহ ও তার অবস্থা	৭৩
নামাযের শর্তাবলী	৭৬
পবিত্রতা ও সতরে আওরাতের মাসয়ালা	৭৬
অঙ্গ ঢাকার বস্তুর পবিত্রতা	৭৯
কিবলা মুখি হওয়া	৮২
কিবলার ব্যাপারে কা'বা শরীফের ভিতরে নামায পড়ার মাসায়েল	৮৫
নিয়তের মাসায়েল	৮৬
নামাযী কয় প্রকার	৮৮
নামাযের ছিফাতের মাসয়ালা	৮৮
নামাযের ফরজসমূহ	৮৮
নামাযের ওয়াজিবসমূহ	৯২
নামাযের সুন্নাতসমূহ	৯৪
কিরাতের মাসয়ালা	৯৯
কারীর ভুল-ত্রুটি	১০০
ইমামতীর মাসায়েল	১০৩
জামাতের মাসায়েল	১০৩

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমামতীর যোগ্য ব্যক্তি	১০৪
কে ইমামতী করার যোগ্য	১০৪
ইক্তিদা ও তা অশুদ্ধকারী বিষয়াবলী	১০৮
তিন বস্তু ইক্তিদা শুদ্ধ হওয়ার অন্তরায়	১০৮
ইমাম –মুক্তাদীর স্থান	১০৯
কিসে ইমামের অনুসরণ করতে হবে এবং কিসে করতে হবে না	১১১
মাসবুক এবং লাহেকের বিবরণ	১১৩
নামাযের মধ্যে অজু ভেঙ্গে যাওয়া	১১৬
প্রতিনিধি বা খলীফা বানিয়ে দেয়া	১১৯
যে সকল কাজে নামায ভঙ্গ এবং মাকরূহ হয়	১২০
নামায ভঙ্গকারী বিষয়াবলি	১২০
যা নামাযের মধ্যে মাকরূহ হয় ও যা মাকরূহ হয় না	১২৭
বেতেরের নামাযের মাসায়েল	১৩০
নফল নামাযসমূহের মাসায়েল	১৩১
তারাবীহ নামাযের মাসায়েল	১৩৪
ফরজে শরীক হওয়া	১৩৮
ছুটে যাওয়া নামায কাজা করা	১৪০
নামাযে সন্দেহ হওয়া	১৫০
সিজদাহে তিলাওয়াত	১৫১
অসুস্থ ব্যক্তির নামায	১৫৫
মুসাফিরের নামায	১৫৮
বাহন জন্তু এবং নৌকার মধ্যে নামায আদায় করার মাসায়েল	১৬৩
শহরের বাইরে জানোয়ারের উপর নামায আদায় করার সময়ে জানোয়ার তাড়া করা জায়েয হবে কিনা	১৬৪
জুমুআর নামাযের মাসায়েল	১৬৫
খুৎবার সুন্নাতসমূহ	১৬৭
ঈদের নামাযের মাসয়ালা	১৬৯

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূর্যগ্রহণের নামাযের মাসয়ালা	১৭১
চন্দ্রগ্রহণের নামাযের মাসয়ালা	১৭২
বৃষ্টির জন্য নামাযের মাসয়ালা	১৭২
ভয়ের নামাযের মাসায়েল	১৭৩
জানাযার নামাযের মাসায়েল	১৭৭
মাইয়্যিতকে গোসল দেওয়ার মাসয়ালা	১৭৮
কাফন পরানোর মাসয়ালা	১৮১
জানাযা বহন করার মাসায়েল	১৮৩
জানাযার নামায আদায়ের মাসায়েল	১৮৪
জানাযার নামায পড়াবার হকদারের মাসায়েল	১৮৪
কবর, দাফন এবং মাইয়্যিতকে	
একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যাবার মাসায়েল	১৮৬
শহীদ সম্পর্কিত মাসায়েল	১৮৮
সিজদাহ সম্পর্কিত মাসায়েল	১৯০
যাকাতের মাসায়েল	১৯১
যকাতের ব্যাখ্যা, হুকুম ও শর্ত	১৯১
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত	১৯২
বিচরণকারী জন্তুর যাকাত	১৯৭
সূচনা সম্পর্কিত মাসায়েল	১৯৭
দ্বিতীয় ভাগ ঃ উটের যাকাত	১৯৮
তৃতীয় ভাগ ঃ গরুর যাকাত	
ভেড়া ও বকরীর যাকাত	১৯৯
যেগুলির যাকাত ওয়াজিব হয় না সেসব জন্তুর মাসায়েল	১৯৯
স্বর্ণ, রৌপ্য এবং আসবাবপত্রের যাকাত	২০০
সোনা ও রুপার যাকাত	২০০
ব্যবসায়ী মালের যাকাত	২০১
ওশর আদায়কারী ও বাণিজ্য শুল্ক আদায়কারীর বর্ণনা	২০২

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
খনিজ পদার্থের যাকাত	২০৩
ফল ও ফসলের যাকাত	২০৪
ছদকাহ খরচের স্থানসমূহ	২০৬
ছদকায় ফিতরের মাসায়েল	২০৯
রোযার মাসায়েল	২১২
রোযার সংজ্ঞা, পরিচয়, বিভক্তি, ওয়াজিব হওয়ার কারণ, সময় এবং শর্ত	২১২
চাঁদ দেখার মাসায়েল	২১৫
রোযাদারের জন্য মাকরূহ এবং মাকরূহ-হীন কাজ	২১৭
রোযা ভঙ্গ হওয়ার ও না হওযার কারণসমূহ	২২০
যে সকল কারণে রোযা না রাখা যায়	২২৪
মানতের মাসায়েল	২২৬
ই'তিকাফের মাসায়েল	২২৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ হজ্জের মাসায়েল	২৩৪
হজ্জের শর্তসমূহ	২৩৯
হজ্জের রোকনসমূহ	২৩৯
হজ্জের ওয়াজিবসমূহ	২৩৯
হজ্জে সুন্নাতসমূহ	২৩৯
হজ্জে আদবসমূহ	২৩৯
মীকাতের মাসায়েল	২৪১
এহরামের মাসয়াল	২২৪
এহরামের পরে পালনীর কার্যাবলী	২৪৪
হজ্জ আদায় করার অবস্থার মাসায়েল	১৪৫
ওমরাহর মাসায়েল	২৫৭
কেরান এবং তামাত্তু'র মাসায়েল	২৫৭
হজ্জের মধ্যে গুনাহসমূহের মাসয়ালা	২৬০
সুগন্ধি তৈল লাগালে যা ওয়াজিব হয় তার মাসায়েল	২৬০
মাথা মুণ্ডান এবং নখ কাটা সম্পর্কিত মাসায়েল	২৬৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জেনা' সম্পর্কিত মাসায়েল	২৬৪
শিকার করা সম্পর্কিত মাসায়েল	২৫৯
মীকাত হতে এহরাম ছাড়া যাওয়ার মাসায়েল	২৭৪
এক এহরাম হতে অন্য এহরাম যুক্ত করার মাসায়েল	২৭৬
হজ্জ্ব হতে বিরত থাকার মাসায়েল	২৭৭
হজ্জ্ব ফউত হওয়া সম্পর্কিত মাসায়েল	২৭৮
বদলি হজ্জ্ব করার মাসায়েল	২৭৯
হজ্জ্বের অছিয়ত সম্পর্কিত মাসায়েল	২৮১
হাদিয়া সম্পর্কিত মাসায়েল	২৮৪
হজ্জ্বের মানত সম্পর্কিত মাসয়ালাসমূহ	২৮৬
হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর রাওদ্বা মোবারক যিয়ারাতের মাসায়েল	২৮৮
বিবাহের মাসায়েল	২৯১
বিবাহের শরয়ী অর্থ এবং ছিফাত, রোকন, শর্ত এবং হুকুমের মাসায়েল	২৯১
যে শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় এবং	
যে শব্দ ও বাক্য দ্বারা হয় না তার মাসায়েল	২৯৭
একত্র সমাবেশজনিত কারণে যে সকল মহিলা হারাম তাদের মাসায়েল	২৯৯
অলির মাসায়েল	৩০৩
কুফুর মাসায়েল	৩০৬
কেফায়াতের বংশীয় সমতা	৩০৬
আযাদীর দিক দিয়ে সমতা	৩০৬
সম্পদের দিক দিয়ে সমতা	৩০৭
দ্বীনী আমল, বিশ্বস্ততা ও তাকওয়ার দিক দিয়ে সমতা	৩০৮
মোহরের পরিমাণ এবং কি জিনিস মোহর হতে পারে কি মোহর হতে পারে না এর মাসায়েল	৩১৫
যে কাজের দ্বারা মোহর ও মোতা' পাকাপোক্ত হয়ে যায় এর মাসায়েল	৩১৬
মোহরের বিস্তারিত বিবরণ	৩২০
মোহর উল্লেখের মধ্যে শর্তারোপের মাসয়ালা	৩২০
অদেখা এবং অজানা বস্তুর মোহরের মাসায়েল	৩২২

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
মোহরে মুছাম্মার স্থলে মোহরের বস্তু বিপরীত হওয়ার মাসায়েল	৩২৩
মোহরের মধ্যে বেশ-কম করার মাসায়েল	৩২৪
প্রকাশ্য এবং গোপনীয় মোহরের মাসায়েল	৩২৫
মোহর প্রদান করার আগে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা এতে কারও হক আছে বলে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	৩২৫
মোহর হেবা করার মাসায়েলে	৩২৬
মোহরের কারণে স্ত্রীর নিজেকে স্বামীর নিকট হতে বিরত রাখা ও এর মিয়াদ ধার্য করে দেওয়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় প্রসঙ্গে .	৩২৭
মোহরের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ সংক্রান্ত মাসায়েল	৩২৭
রিওয়ায়াত	৩২৯
দুধপান করানোর মাসায়েল	৩২৯
তালাকের ইতিবৃত্ত	৩৩৪
কাদের তালাক পড়বে এবং কাদের তালাক পড়বে না তার মাসায়েল	৩৪১
তালাক পতিত হওয়ার মাসায়েল	৩৪৩
স্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়ার মাসায়েল	৩৪৩
সময়ের সাথে সম্পৃক্ত তালাকের মাসায়েল	৩৪৮
কোন কিছুর সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে তালাক দিবার মাসয়ালা	৩৫০
দুখুলের পূর্বে তালাক দিবার মাসায়েল	৩৫৩
তালাকে কেনায়ার (ইঙ্গিতসূচক) মাসায়েল	৩৫৪
লিখিত তালাকের মাসয়ালা	৩৫৯
তাফবীজের মাসায়েল	৩৬১
প্রথম ভাগ ঃ ইখতিয়ারের মাসায়েল	৩৬১
তালাকের সাথে ইচ্ছা করা শব্দ ব্যবহারের মাসায়েল	৩৬৫
ইলার মাসায়েল	৩৮০
ইলা কত প্রকার	৪৮৭
খোলা তালাকের মাসায়েল	৪৮৯
খোলা তালাকের শর্ত এবং হুকুম	৪৮৯
যে জিনিস দ্বারা খোলা জায়েয এবং যে জিনিসের দ্বারা জায়েয নয় এর মাসায়েল	৪৯১
মাসয়ালায়ে জেহার	৩৯৪

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
জেহারের আরকান	৩৯৪
মাসয়ালায়ে লিয়ান	৩৯৮
লিয়ানের হুকুম	৩৯৯
লিয়ানের শর্ত	৩৯৯
লিয়ানের ছিফাত	৪০০
ইদ্দতের মাসায়েল	৪০৫
তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর শোকের মাসায়েল	৪১৩
নছব ছাবেত হওয়ার মাসায়েল	৪১৬
শিশুকে দুধপান করানো এবং লালন-পালনের মাসায়েল	৪১৯
খোরপোষের মাসায়েল	৪২২
স্ত্রীর খোরপোষের মাসায়েল	৪২২
স্ত্রীর বাসস্থানের মাসায়েল	৪২৪
ইদ্দতকালীন খোর-পোষের মাসায়েল	৪২৫
শিশু সন্তানের খোর-পোষের মাসায়েল........	৪২৬
যাওয়িল আরহামের খোর- পোষের মাসায়েল	৪২৭
গোলাম বাঁদীদের খোরপোষের মাসায়েল	৪২৯
এতাকের মাসায়েল	৪৩১
এতাকের তাফসীর, রোকন, হুকুম, প্রকার এবং শর্ত, ...	৪৩১
এতাকের রোকন	৪৩১
এতাকের হুকুম	৪৩১
এতাকের প্রকারভেদ	৪৩১
এতাকের শর্ত	৪৩১
ছরীহ শব্দ দ্বারা মুক্ত করার মাসায়েল	৪৩২
কিছু পরিমাণ আযাদ করার মাসায়েল	৪৩৫
দুটির মধ্যে একটি গোলাম মুক্ত করার মাসায়েল	৪৩৭
মুক্ত করার সময় কসমের মাসায়েল	৪৪২
মালের বদলে মুক্তি দেয়ার মাসায়েল	৪৪৬

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
মোদাব্বের করার মাসায়েল	৪৪৭
দাসীর নিজ মালিক হতে সন্তান জন্মের মাসায়েল	৪৫২
কসমের মাসায়েল	৪৫৪
কসমের শরয়ী তাফসীর, রোকন, শর্ত এবং হুকুমের মাসায়েল	৪৫৪
যা কসম হয় এবং যা কসম হয় না	৪৫৭
সেগুলোর মাসায়েল	
প্রবেশ করা বা বাস করা ইত্যাদির	
উপর কসমের মাসায়েল	৪৫৮
বের হওয়া, আসা এবং সওয়ার হওয়া ইত্যাদির কসমের মাসায়েল	৪৫৯
পানাহারের উপর কসমের মাসায়েল	৪৬১
কথা না বলা সম্পর্কিত কসমের মাসায়েল	৪৬৬
তালাক এবং এতাকের কসমের মাসায়েল	৪৭৩
কেনা-বেচা এবং বিয়ে শাদীতে কসমের মাসায়েল	৪৭৪
শরাবখোরীর হদের মাসায়েল	৫০৪
চুরির হদের মাসায়েল	৫০৬
চুরি ও এবং চুরি সাব্যস্ত হওয়ার মাসায়েল	৫০৬
হাত কাটা এবং না কাটার ছুরতের মাসায়েল	৫২৫
যে সকল অবস্থায় হাত কাটা যাবে তার মাসায়েল	৫২৫
হাত কাটার নিয়ম এবং তা ছাবেত হওয়ার মাসায়েল	৫৩০
পথে লুণ্ঠন ছিনতাইর সাজার হুকুমের মাসায়েল	৫৩৪
জিহাদের মাসায়েল	৫৩৮
জিহাদের শরয়ী তাফছীর, শর্ত এবং হুকুম জিহাদের শর্ত	৫৩৮
জিহাদের হুকুম	৫৪৪
জিহাদের অবস্থার মাসায়েল	৫৪৬
জিহাদের সূচনা	৫৪৭
কাফের কয় প্রকার	৫৪৯
গনীমত এবং তা বন্টনের মাসায়েল	৫৫১

-২(ক)

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
গনীমতের মাসায়েল	৫৫১
গনীমত বণ্টন-নীতির মাসায়েল	৫৫৪
নফলের মাসায়েল	৫৫৬
কাফেরদের জয় লাভের মাসায়েল	৫৫৯
হাদিয়া বা উপহারের মাসায়েল	৫৬৩
ওশর এবং খেরাজের মাসায়েল	৫৬৩
জিযিয়ার মাসায়েল	৫৬৭
মোরতাদের হুকুমের মাসায়েল	৫৭২
বিদ্রোহীদের মাসায়েল	৫৭৬
ওয়াকফের মাসায়েল	৫৭৮
ওয়াকফের পরিচিতি, রোকন, কারণ, হুকুম, শর্ত এবং ওয়াকফ পূরণ হওয়া না হওয়া সম্পর্কিত বাক্যের বিবরণ	৫৭৮
ওয়াকফের রোকন	৫৭৯
ওয়াকফের শর্ত	৫৮০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৫৮১
মুশা' বস্তুর ওয়াকফের বিবরণ	৫৮২
ওয়াকফের সম্পদ খরচ করা যায় তার মাসায়েল	৫৮৩
কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ ব্যক্তির ওয়াক্ফের সম্পদ ভোগ করা যাবে	৫৮৩
নিজের প্রতি, সন্তানদের প্রতি ও আপন বংশধরদের প্রতি ওয়াকফের মাসায়েল	৫৮৮
আত্মীয়-স্বজনের উপর ওয়াকফ করার মাসায়েল	৫৯১
নিকটবর্তী ফকীরদের জন্য ওয়াকফের মাসায়েল	৫৯৩
প্রতিবেশীদের উপর ওয়াকফের মাসায়েল	৫৯৬
গৃহবাসী, আওলাদ, জ্ঞাতিগোষ্ঠি এবং পরবর্তীদের জন্য ওয়াকফের মাসায়েল	৫৯৭
মাওয়ালী, মুদাব্বির এবং উম্মে ওয়ালাদদের উপর ওয়াকফের মাসায়েল	৫৯৮
ফকীরদের উপর ওয়াকফ করার পর নিজের গরীব আওলাদদের ব্যাপারে হুকুম	৬০০
পরিশিষ্ট	৮৫১
কসমের আরো কতিপয় মাসায়েল	৮৬২
হদ কায়িম করার মাসায়েল	৮৬৮

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যবিচারের মাসায়েল	৮৬৮
মদ পানের হদের আরো কিছু কথা	৮৭২
চুরির হদের আরো কিছু মাসায়েল	৮৮৪
হাত কাটার নিয়ম কানুনের মাসায়েল	৯৮৬
ছিনতাই কারীর শাস্তির হুকুমের মাসায়েল	৯০১
জিহাদের আরো কিছু মাসায়েল	৯০৪
অন্যের পক্ষ হতে জিহাদ করা যায় কি?	৯০৮
সেনাধ্যক্ষের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা	৯০৯
অন্যান্য মাসায়েল	৯১১
কুফরীর প্রকারভেদ	৯১৪
গনীমতের মাসায়েল	৯১৬
গনীমত বণ্টন করার নিয়ম	৯১৯
অতিরিক্তের মাসায়েল	৯২০
কাফেরদের বিজয় লাভ করার মাসায়েল	৯২৩
উপহারের আরো কিছু মাসায়েল	৯২৭
ওশর এবং খেরাজের আরো কিছু মাসায়েল	৯২৮
জিযিয়ার আরো কিছু মাসায়েল	৯৩১
মোরতাদ কাকে বলে	৯৩৭
বিদ্রোহীদের বিবরণ	৯৪১
নামাযের আরো কিছু মাসয়ালা	৯৪২
তিলাওয়াতে সিজদাহ কয়টি	৯৪২
কসর নামায	৯৪৯
যানবাহনে নামায আদায় করার বিবরণ	৯৫৪
জুমুআর নামাযের আরো কিছু মাসায়েল	৯৫৬
খুৎবার সুন্নাত কতটি	৯৫৮
ঈদের নামাযের আরো কিছু মাসায়েল	৯৫৯
সূর্যগ্রহণের নামায সুন্নাত	৯৬২

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
চন্দ্রগ্রহণের নামায ইস্তিসকার নামায	৯৬৩
সালাতুল খাওফের আরো বিবরণ	৯৬৪
জানাযার নামাযের অতিরিক্ত বিবরণ	৯৬৭
মাইয়্যিতকে গোসল দেওয়ার বিবরণ	৯৬৮
কাফনের বিবরণ	৯৭১
দাফন করার বিবরণ	৯৭৫
শাহাদাতের মাসায়েল	৯৭৭
সিজদাহর অতিরিক্ত আলোচনা	৯৭৯
মাসবুক এবং লাহেকের আরো কিছু বর্ণনা	৯৮০
মাসবুকের হুকুম লাহেকের হুকুমের বিপরীত	৯৮৩
নামাযের ভিতর অজু ভেঙ্গে গেলে করণীয়	৯৮৩
প্রতিনিধি নির্বাচন করা	৯৮৬
নামায ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	৯৮৭
নামাযের মাকরূহসমূহ	৯৯৩
বেতের নামায ফরজ, সুন্নাত না ওয়াজীব	৯৯৬
নফল নামায	৯৯৮
তারাবীহ নামায	১০০০
ফরজ নামাযে অংশগ্রহণ করা	১০০৪
কাজা নামায	১০০৭

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়
পবিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অজুর বিবরণ

(এটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত)

প্রথম ভাগ

অজুর ফরজ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন ঃ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামায আদায় করিতে প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের (সমগ্র) মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুইসহ ধৌত কর। আর তোমাদের মাথা (এর কিছু অংশ) মোসেহ কর এবং তোমাদের পদদ্বয় গোড়ালিসহ ধৌত করিয়া লও।

এই আয়াত এর মাধ্যমে অজুতে চারটি ফরজ প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথম ফরজ ঃ সমগ্র মুখমণ্ডল পানি দ্বারা ধৌত করা।

জাহের বিবরণে মুখমণ্ডলের সীমা উল্লেখ করা হয়নি। আইনী কিতাবে আছে যে, মুখমণ্ডলের সীমা (উপরে) চুল উঠার স্থান হতে নিম্নে দাড়ি-গোঁফসহ থুতনি পর্যন্ত এবং দুই পার্শ্বে এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত।

যদি মাথার সামনের চুল টাক পড়া কিংবা অন্য কোন কারণে উঠে ছাফ হয়ে যায়, তবে বিশুদ্ধতর মতে সে স্থান ধৌত করা ফরজ নয়। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

আর যার মাথার চুল মুখমণ্ডলের সীমায় অর্থাৎ কপালে এসে পড়ে তার উপরে চুলসহ ঐস্থান ধৌত করা ফরজ। এটি আইনী কিতাবের বিবরণ। জহিরিয়াহ কিতাবে আছে, চোখের ভিতরে পানি প্রবেশ করানো ওয়াজিব নয় বিংবা সুন্নতও নয়। আর পালকের গোড়ায় চোখের কিনারায় পানি পৌছাবার জন্য চক্ষু খোলা ও বন্ধ করার প্রয়োজন নেই।

কাজীখান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চুল গজানোর স্থানে পানি পৌছানো ওয়াজিব নয়। অজুকারীর গোঁফ লম্বা হলেও অজু করার সময়ে এর মূলে পানি না পৌছলে অজু পরিশুদ্ধ হবে। তবে গোসল শুদ্ধ হবে না। এটি মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকটে দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মোসেহ করা ফরজ। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে দাড়ির উপর দিয়ে পানি বহিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। এই বর্ণনাই বিশুদ্ধ। থুতনির উপর উত্থিত দাড়ি যা লম্বাবস্থায় ঝুলে থাকে তা ধৌত করা ওয়াজিব নয়। থুতনির উপরের দাড়ি ধৌত করার পর তা মুন্ডিয়ে ফেললে পুনঃ থুতনি ধৌত করার প্রয়োজন নেই। তদ্রূপভাবে ভ্রূ বা গোঁফ অথবা মাথা মোসেহ করার পর মাথর চুল মুন্ডিয়ে ফেললে কিংবা অঙ্গুলের নখ ধুইবার পর কেটে ফেললে পুনরায় তা ধৌত করা আবশ্যক নয়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ফরজ ঃ কনুইসহ হাত ধৌত করা।

হানাফী মাযহাবের তিন ইমাম এবং সকল আলেমগণের মতে, হাত ধোয়ার মধ্যে কনুইও শামিল (অর্থাৎ কনুইও ধুতে হবে)। সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কারও অজুর (স্বাভাবিক) অঙ্গের সাথে অতিরিক্ত কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তাও ধৌত করা ওয়াজিব। যেমন হাতের আঙ্গুল ও কব্জি। যদি কারও এককাঁধে দুইখানা হাত থাকে, তবে যে খানা আসল হাত, তা ধুইতে হবে। আর অপূর্ণখানা অতিরিক্ত ধরতে হবে। তা ধৌত করা মুস্তাহাব। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ। ফতোয়ায়ে মা'ওয়ায়ুন নামরে বর্ণিত আছে, অজুর স্থানের কোন জায়গা যদি সূচাগ্র পরিমাণ শুকনা থাকে, কিংবা নখের গোড়ায় শুকনা থাকে বা ভিজা মাটি ভর্তি থাকে তবে অজু পরিশুদ্ধ হবে না। হাতে মেহেদি দেওয়া থাকলে কিংবা খামির লাগানো থাকলে অজু পরিশুদ্ধ হবে। নখের নীচের জায়গা অজুর মধ্যে ধুইতে হবে। তবে সেখানে আঠা লাগলে এর নীচে পানি পৌছাতে হবে। যদি নখ এমন লম্বা থাকে যে আঙ্গুলের অগ্রভাগ ঢেকে রাখে, তবে এর নীচে পানি পৌঁছানো প্রয়োজন।

তৃতীয় ফরজ ঃ উভয় পা ধৌত করা।

হানাফী মাযহাবের ইমামত্রয়ের নিকটে গোড়ালীসহ পা ধুইবে। যদি কারও হাত এবং পা কাটা যায় এবং কনুই ও গোড়ালীর কিছুই না থাকে, তবে তা ধুইবার হুকুম থাকে না। কিন্তু এর কিছু অংশ থেকে গেলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যে স্থান হতে কাটা যায় তা ধুইবারও এই হুকুম। যখীরাহ কিতাবে আছে, যদি কারও পায়ে তেল লাগাবার কারণে অজু করার সময় পানি চামড়া স্পর্শ না করে তবে অজু হয়ে যাবে। মাজমাউন নাওয়াযেলে বর্ণিত আছে, যদি কারও পা ফেটে যায় এবং উক্ত ফাটার ভিতরে চর্বি ভরে তার উপর পানি ঢালে এবং উক্ত চর্বির নীচে পানি না পৌছে, তবে চিন্তা করে দেখবে, যদি এমতাবস্থায় চর্বির নীচে পানি পৌছলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে অজু জায়েয হবে আর সম্ভাবনা না থাকলে জায়েয হবে না। এটি মুহীতের বিবরণ। আর যদি চর্বির উপর দিয়ে সেলাই করা হয় তবে নীচে পানি পৌছুক, কি না পৌছুক উভয় অবস্থায় অজু হয়ে যাবে। এটি খোলাছায় লিখিত আছে। শামসুল আইম্মা হালুয়ায়ী বলেন, যদি কারও অঙ্গ ফেটে যাবার কারণে তা ধুইতে অসুবিধা হয়, তবে ঐ স্থান ধৌত করা ফরজ থাকে না। এর উপর দিয়ে শুধু পানি গড়িয়ে দিবে। যদি তাতেও কষ্ট হয়, তবে তা শুধু মোসেহ করাই যথেষ্ট। যদি মোসেহ করতেও কষ্ট হয় তবে তাও লাগবে না, কেবল এর আশপাশ ধৌত করবে। এটি যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

চতুর্থ ফরজ ঃ মাথা মোসেহ করা। হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কপাল পরিমাণ অর্থাৎ মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ মোসেহ করা ফরজ। তবে বিশুদ্ধ মতে হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোসেহ করলেই হবে। পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকা অবস্থায় আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে মাথা মোসেহ করলে তা শুদ্ধ হবে। নতুবা হবে না। শরহে তাহাবী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জাহের বিবরণ অনুযায়ী এক আঙ্গুল বা দুই আঙ্গুল দ্বারা মোসেহ করলে তা শুদ্ধ হবে না। ফতোয়ায়ে কাজীখান এবং মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, শাহাদাত আঙ্গুল ও এর খোলা আংটি দিয়ে যদি মাথা মোসেহ করা হয় তবে তা জায়েয হবে। কেননা এমতাবস্থার একটি আঙ্গুল, একটি আংটি ও এতদুভয়ের মধ্যকার হাতের স্থানটুকু মিলিয়ে তিনটি আঙ্গুলের পরিমাণ ধরা যাবে। কারও মাথায় লম্বা চুল থাকলে, তিন আঙ্গুল দিয়ে মাথার উপরস্থ চুল মোসেহ করিয়া নিলে মাথা মোসেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শর্ত হল, ঐ চুল মাথার হওয়া লাগবে। চুল যদি ঘাড় বা গ্রীবাদেশের হয় তবে তা মোসেহ করলে শুদ্ধ হবে না। মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি মাথার উভয় পার্শ্বে চুলের বেণী বাঁধা থাকে, যেমন স্ত্রীলোকদের থাকে, তবে ঐ বেণীর অগ্রভাগ অধিকাংশ আলেমের মতে ঝুলন্ত থাকুক কি না থাকুক কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ হবে না। যদি কারও হাত ভিজা থাকে, তবে তা দিয়ে মোসেহ করা

www.nagorikpathagar.org

জায়েয হবে। কিন্তু মাথা বা মোজা মোসেহ করার পর (হাত ভিজা থাকলেও) সেই হাত দ্বারা পুনরায় মোসেহ করা শুদ্ধ হবে না। এটি খোলাছাহ কিতাবের বর্ণনা। এক ভিজা অঙ্গে হাত ভিজিয়ে তা দিয়ে অন্য অঙ্গ মোসেহ করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয় ভাগ
অজুর সুন্নাতসমূহ

অজুর মধ্যে তেরটি সুন্নাত আছে ঃ-

প্রথম ঃ বিসমিল্লাহ পড়া। সদা-সর্বদা অজু করতে বিসমিল্লাহ পড়া করা সুন্নাত। অজু আরম্ভ করতেই বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। যদি অজু শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়তে ভুল হয়ে যায় তারপর কোন কোন অঙ্গ ধৌত করার পর মনে হয়, তখন বিসমিল্লাহ পড়লে সুন্নাত আদায় হবে না। কিন্তু খাবার খাওয়া এবং অন্যান্য কাজের বেলায় বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম এরূপ নয়। (বরং যখন মনে হয় তখনই বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে)। সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ কিতাবে বর্ণিত আছে, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গিয়ে অজু শেষ করার পূর্বে মনে হলে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম। তাহাবী এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন বলিয়াছেন যে, অজুর মধ্যে পূর্ব হইতে নিম্নোক্তরূপ বিসমিল্লাহ পড়ার প্রচলন রয়েছে। যথাঃ "বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীমি ওয়ালহামদুলিল্লাহি আলা দ্বীনিল ইসলামি।" কানিয়া কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি অজুর প্রথমে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অথবা "আলহামদুলিল্লাহি" অথবা "আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করে তবে বিসমিল্লাহ পাঠের সুন্নাত আদায় হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঃ অজুর প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। পানির পাত্র ছোট হলে বাম হাতে পাত্র ধরে ডান হাতের উপর তিনবার পানি ঢেলে ধুইবে। তারপর ডানহাতে পাত্র ধরে বাম হাতের উপর তিনবার পানি ঢেলে ধুইবে। আর পানির পাত্র বড়, যেমন মটকা বা অনুরূপ বৃহৎ হলে নিকটে কোন ছোট পাত্র থাকলে বড় পাত্র হতে তা দিয়ে পানি উঠিয়ে উপরোক্তভাবে দুই হাত ধুইবে। যদি নিকটে কোন ছোট পাত্র না থাকে তবে বাম হাতের আঙ্গুলগুলি একত্রিত করে পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে পানি উঠিয়ে প্রথমে ডানহাত ধৌত করবে। তারপর ঐভাবে ডানহাতে পানি উঠিয়ে বামহাত ধুইবে।

তৃতীয় ঃ তিনবার কুলি করা ও তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। প্রথমে কুলি করবে, তারপর নাকে পানি দিবে এবং প্রত্যেক কাজের জন্য আলদা আলাদভাবে পানি নিতে হবে। খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কুলি করার নিয়ম হল- পানি দিয়ে সমস্ত মুখ ভরে নিবে এবং নাক পরিষ্কার করার নিয়ম হল- নাকের ভিতরকার নরম গোশত পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে। বিশুদ্ধ মত এই যে, কুলি করা ও নাকে পানি না পৌছালে গুনাহগার হবে। কেননা, অজুর মধ্যে এই কাজ দুইটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অবশ্য সুন্নাতে যায়েদাহর কোন কাজ ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। যদি পানি একবার হাতে নিয়ে তা দিয়ে তিনবার কুলি করে তবে তা জায়েয হবে, কিন্তু হাতে একবার পানি নিয়ে তিনবার নাকে পৌঁছালে তা জায়েয হবে না। কেননা একবার নাকে পানি দিলে ঐ ব্যবহৃত পানি নাকের ভিতর হতে বহে এসে হাতের পানির সাথে মিলে যাবে।

চতুর্থ ঃ মিসওয়াক করা। মিসওয়াক তিক্ত গাছের ডাল দিয়ে বানাবে। এতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁতের গোড়া শক্ত হয় এবং পাকস্থলির হজমশক্তি বাড়ে। মিসওয়াকের ডাল তাজা হওয়া আবশ্যক এবং এর দৈর্ঘ্য এক বিঘত ও তা কনিষ্ঠা আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হবে। মিসওয়াকের কাজ আঙ্গুল দিয়ে হয় না। অবশ্য মসওয়াকের গাছ না পাওয়া গেলে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াকের কাজ আদায় করিবে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম ঃ দাড়ি খেলাল করা। এটি অজুর অন্যতম সুন্নাত। কাজীখান এবং জামে' ছগীরের শরাহর মধ্যে লিখিত আছে যে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়ার পর দাড়ি খেলাল করা সুন্নাত। দাড়ি খেলাল করার নিয়ম হল, দাড়ির নীচের দিক দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলগুলি উপরের দিকে ছড়িয়ে দিবে।

ষষ্ঠ ঃ আঙ্গুল খেলাল করা অজুর আর এক সুন্নাত। এর নিয়ম হল, এক হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে খেলাল করবে। আঙ্গুলের ফাঁকে পানি না গেলে পানি দিয়ে ভিজাবে। কেননা পানিবিশিষ্ট আঙ্গুল দিয়ে খেলাল করা ওয়াজিব। আঙ্গুলগুলি পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে অজু করলে খেলাল করার দরকার হয় না। হাতের আঙ্গুল খেলাল করতে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। পায়ের আঙ্গুল খেলাল করিতে বামহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে খেলাল করবে। প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হতে আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত গিয়ে শেষ করবে। আঙ্গুল নীচের দিক দিয়ে প্রবেশ করাবে।

সপ্তম ঃ অজুর মধ্যে যে সকল অঙ্গ ধোয়া ফরজ তা তিনবার করে ধৌত করা। ফতোয়ায়ে হুজ্জাতের মধ্যে বর্ণিত আছে, অঙ্গসমূহ প্রত্যেকবারে এমনভাবে ধোয়া প্রয়োজন, যাতে অঙ্গের সমস্ত জায়গায় পানি পৌঁছে। মুজমিরাত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি অঙ্গ প্রথমবারে এমনভাবে ধোয়া হয় যে, কিছু অংশ শুকনা থেকে যায়, দ্বিতীয়বার ধোয়ার পরেও কিছু বাকি থাকে, তৃতীয়বার পানি দেওয়ায় সম্পূর্ণরূপে ধোয়া হল। তাতে তিনবার ধোয়া হল না। যদি কোন মারাত্মক অসুখের ভয় থাকে বা ঠাণ্ডার কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তবে একবার ধুইলে মাকরূহ হবে না।

অষ্টম ঃ অজুর মধ্যে অন্যতম সুন্নাত সম্পূর্ণ মাথা মোসেহ করা। এর নিয়ম এই যে, উভয় হাতের তালু এবং আঙ্গুলগুলি মাথার সামনে রেখে এভাবে পিছনের দিকে টানিয়া নিবে যে সমগ্র মাথা মোসহ হয়ে যায়। যে আঙ্গুল দিয়ে মাথা মোসেহ করা হয়নি, এরূপ দুই আঙ্গুল দিয়ে কান মোসেহ করবে।

নবম ঃ অজুর মধ্যে কান মোসেহ করা। কানের সামন- পিছন উভয় দিক ঐ পানি দিয়ে মোসেহ করবে যা দিয়ে মাথা মোসেহ করা হয়েছে। যদি কেউ মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় কানের সামন দিক মোসেহ করে নেয়, পরে মাথা মোসেহ করার সময়ে পিছন ভাগ মোসেহ করে তবে তা জায়েয। কিন্তু এর প্রথম নিয়মই উত্তম। কানের উপরের দিক অনামিকা আঙ্গুলের দ্বারা মোসেহ করবে এবং কানের ভিতরের দিক দুই শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে মোসেহ করবে।

দশম ঃ অজুর মধ্যে অন্যতম সুন্নাত নিয়ত করা। অজু করবর সময় এমন কোন ইবাদতের নিয়ত করবে যা পবিত্রতা ছাড়া পরিশুদ্ধ হয় না। অথবা অপবিত্রতা দূর ও পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ত করবে। নিয়ত অজু আরম্ভ করার সময় মনে মনে করলেই হবে। তবে মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব।

একাদশ ঃ অজুর মধ্যে অন্যতম সুন্নাত (অজুর কাজগুলির) তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। তারতীব বা ধারাবাহিকতা মহান আল্লাহ পাক যেভাবে কুরআন পাকে উল্লেখ করেছেন, সেই ধারাবাহিকতাই রক্ষা করতে হবে। কুদূরী কিতাবে নিয়ত, তারতীব ও সমস্ত মাথা মোসেহকে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বাদশ ঃ অজুর মধ্যকার অন্যতম সুন্নাত এর মধ্যকার পরস্পর কাজের মধ্যে অবিচ্ছন্নতা রক্ষা করা। অর্থাৎ একটি অঙ্গ ধুইয়া অপর অঙ্গ ধৌত বা মোসেহ করতে এত দেরি করবে না যে, তন্মধ্যে প্রথম অঙ্গ শুকিয়ে যায়। এতে অজু মাকরূহ হয়ে যায়।

ত্রয়োদশ ঃ ইতোপূর্বে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা এই দুটি কাজকে এক কাজ হিসেব করা হয়েছে। এটি ঠিক হয়নি। আসলে কুলি করা একটি সুন্নাত এবং নাকে পানি দেওয়া আর একটি সুন্নাত।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় ভাগ
অজুর মুস্তাহাবসমূহ

ডানদিক হতে অজু আরম্ভ করা মুস্তাহাব। যেমন প্রথমে ডানহাত ধুইবে তারপরে বামহাত। ঐরূপ প্রথমে ডান পা তারপরে বাম পা ধুইবে।

ঘাড় মোসেহ করা মুস্তাহাব। এটি হাতের পিঠ দিয়ে মোসেহ করতে হয়। বাহরুর রায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গলদেশ মোসেহ করা বিদয়াত।

অজুর মধ্যে পানি খুব বেশি বা খুব কম খরচ না করে মধ্যম পরিমাণ খরচ করাও মুস্তাহাব। এটি খোলাছার বিবরণ। আর পানির পরিমাণ কম হলে বেশি পানি খরচ করা জায়েয নয়। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। অজুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধুইবার সময় কালেমা শাহাদাত পাড়া মুস্তাহাব। মুহীত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, অজু করার সময় মানুষের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে না। অজু করার সময় কারও কোন সাহায্য ন নিয়ে নিজেই সবকিছু করবে। অজু শেষ করে পড়বে ঃ-

"সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা ওয়া আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

যে কাপড় দিয়ে ইস্তেঞ্জার স্থান মুছা হয়, সেই কাপড় দিয়ে অজুর অঙ্গসমূহ মুছবে না। অজু শেষ করে এই দোয়াটিও পড়বেঃ 'আল্লাহুম্মাজআলনী মিনাত্তাওয়্যাবীনা ওয়াজআলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।"

মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অজু শেষ হওয়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের অজুর জন্য পাত্রে পানি ভরে রাখবে। অজুর শেষে যে পানি অবশিষ্ট থাকবে পশ্চিম দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তা হতে সামান্য পানি পান করবে। অজুর ব্যবহৃত পানি যাতে নিজের কাপড়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখবে। নিজের ভিজা হাত ঝারবে না। ডানহাতে পানি নিয়ে নাকে দিবে এবং বামহাত দিয়ে নাক ঝাড়বে। অজুর অঙ্গ পানি দিয়ে মর্দন করা মুস্তাহাব।

কুলি করার সময় পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি ওয়া যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।"

নাকে পানি দিবার সময়ে পড়বে ঃ 'আল্লাহুম্মা আরিহনী রাইহাতাল জান্নাতি ওয়ালা-তারিহনী রাইহাতান্নার।"

মুখমণ্ডল ধুইবার সময় পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা বাইয়্যিদ্ব ওয়াজহী ইয়াওমা তাবইয়াদ্বু উজূহা ওয়া তাসওয়াদ্দু উজূহা।"

ডানহাত ধুইবার সময় পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী কিতাবী বিইয়ামীনি অ হাসিবনী হিসাবাই ইয়াসীরা।"

যখন বামহাত ধুইবে তখন পড়িবে ঃ "আল্লাহুম্মা লা-তু'ত্বীনী কিতাবী বি শিমালী ওয়া মিউওয়া-য়ি জাহরী।"

যখন মাথা মোসেহ করবে তখন পড়বেঃ "আল্লাহুম্ম আজিল্লিনী তাহতা যিল্লী আরশিকা ইয়াওমা-লা-যিল্লা আরশিকা।"

কান মোসেহ করার সময় পড়বেঃ "আল্লাহুম্মাজ'আলনী মিনাল্লাযীনা ইয়াস্তা'মিউনাল ক্বাওলা ফাইয়াত্তাবি'উনা আহসানাহু।"

ঘাড় মোসেহ করার সময় পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা আ'তিক্ব রাক্বাবাতী আনিন্নার।"

ডান পা ধুইবার সময় পড়বে ঃ ""আল্লাহুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামী আলাছ ছিরাত্বি ইয়াওমা তাযুল্লু আক্বদামী।"

বাম পা ধুইবার সময় পড়বে ঃ "আল্লা-হুম্মাজআল যাম্বী মাগফুরান ওয়া সা'য়ী মাশকূরান ওয়া তিজারাতী লান তাবূরা।"

প্রতিটি অঙ্গ ধুইবার পর দুরূদ শরীফ পড়বে। অজু এক মুদের কম পানি দিয়ে করবে না। এটি তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

অজু তিন প্রকার হতে পারে।

১। ফরজ অজু, যা নামায আদায়ের জন্য করা হয়। ২। ওয়াজিব অজু, যা খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করার জন্য করা হয়। ৩। মুস্তাহাব অজু, যা নিজের শরীর পবিত্র রাখার জন্য করা হয়।

চতুর্থ ভাগ
অজুর মাকরূহ

অজুর মধ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি মাকরূহ। আবু লাইছ রচিত খাযানাতুল ফিকাহ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুখমণ্ডলে সজোরে পানি নিক্ষেপ করা। বামহাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া আর বিনা ওজরে ডান হাতে নাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। অন্যান্য মাকরূহাত হল, তিনবার মাথা মোসেহ করা। অজু করার পর রুমাল দ্বারা অজুর অঙ্গসমূহ মুছে ফেললে ক্ষতির কিছু নেই।

পঞ্চম ভাগ
অজু ভঙ্গের কারণসমূহ

মলদ্বার ও মূত্রদ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। যথাঃ মলদ্বার দিয়ে মল, বায়ু, পোকা ইত্যাদি বের হওয়া এবং মূত্রদ্বার দিয়ে মূত্র, অদি, মজি, মণি, পোকা, এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ডাদি বের হওয়া। পাকস্থলিতে কোন জখম থাকলে তা দিয়ে বায়ু বের হলে অজু ভঙ্গ হবে না। (শিরা বেয়ে) পুংলিঙ্গ মধ্যে প্রস্রাব এলে অজু ভাঙ্গবে না। যদি প্রস্রাব বের হয়ে চামড়ার মধ্যে আটকে থাকে, যে চামড়া খাতনা করার সময় কেটে ফেলা হয়, তবে অজু নষ্ট হয়ে যাবে। যদি স্ত্রীলোকের অন্তঃলিঙ্গ হতে বহির্লিঙ্গে প্রস্রাব আসে, তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। যে পুরুষের লিঙ্গ কাটা হয়েছে, তার প্রস্রাবের স্থান হতে কোন কিছু বের হলে দেখতে হবে যে, সে তা বন্ধ করে রাখতে পারবে কিনা। যদি ইচ্ছামত বন্ধ করে রাখতে পারে অথবা বের করে দিতে পারে, তবে বুঝতে হবে যে তা প্রস্রাব। তবে তা দিয়ে অজু ভঙ্গ হবে। আর যদি বন্ধ করে রাখার শক্তি তার না থাকে তবে অজু ভাঙ্গবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বয়ে না যায়। ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে নপুংসক বলে গণ্য করা হয়েছে, তার লিঙ্গকে জখম হিসেবে মনে করতে হবে। তা হতে কিছু বের হলে অজু ভাঙ্গবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বয়ে না যায়। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখান, যখীরাহ এবং মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। কিন্তু তাবিয়ীনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার পুনরায় অজু করা ওয়াজিব। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনা বিশুদ্ধ বলে সকলের কাছে গ্রহণীয়।

হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ হাঁচি দেয় এবং তাতে নাক দিয়ে মুসুর ডালের মত রক্ত বের হয়, তবে অজু ভাঙ্গবে না। মশা-মাছি বা ঐরূপ অন্য কোন রক্তচোষা পোকা রক্ত চুষলে অজু ভাঙ্গে না। জোঁকে রক্ত চুষে পাকস্থলি পূর্ণ করে নিলে অজু ভঙ্গ হয়। ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে, যদি কারও চোখের শিরা দিয়ে মাঝে মাঝে পানি বের হয়, তবে তাকে জখম মনে করতে হবে। যখনই পানি বের হবে, তখন অজু চলে যাবে। ব্যথা বা অন্য কোন রোগের কারণে কারও চোখ হতে যদি পানি বের হয়, তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত নূতন অজু করে নেওয়ার হুকুম। মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি জখমের উপরিভাগ দিয়ে কোন কীট বের হয়, তবে অজু যাবে না। মুখ ভরে বমি হলে, পিত্ত বা খাদ্য বা পানি যাই হোক না কেন অজু ভেঙ্গে যাবে। পানি পান করার পরে অবিকল তদ্রূপ পরিষ্কার পানি বমি হলেও অজু চলে যাবে। মুখ ভরে শুধু কফ বমি হলে এবং তা মগজ দিয়ে এলে অজু ভাঙ্গবে না। আর

www.nagorikpathagar.org

পাকস্থলি দিয়ে এলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট অজু ভাঙ্গবে না। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট ভঙ্গ হয়ে যাবে। বমিতে কফের সহিত খাদ্য বা অন্য কিছু এলে এবং এতে মুখ ভরে গেলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। মুখ ভরে না গেলে ভাঙ্গবে না। মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে যে, বমির সহিত রক্ত এলে এবং উহা মস্তক হতে বয়ে এসে থাকলে সকলের নিকটই অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। জমাট রক্ত এলে কারও নিকট অজু ভাঙ্গবে না। কিন্তু রক্তে মুখ পরিপূর্ণ হয়ে গেলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। শরহে ঘানিয়ায় উল্লেখ আছে, যদি প্রবাহিত রক্ত মুখ ভর্তি পরিমাণ নাও হয়, তথাপি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট অজু ভঙ্গ হবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। যদি অল্প অল্প বমি হয়, এরূপ যে, তা একত্র করলে মুখ ভর্তি পরিমাণ হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে বমি যদি একই কারণে হয়ে থাকে, তা হলে অজু ভঙ্গ হবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। যদি কোন বস্তু শরীর হতে এমনভাবে বের হয় যে, তা নাজাসাত নয় এবং অজু ভঙ্গেরও কারণ নয়, যেমন সামান্য বমি বা সামান্য অপ্রবাহিত রক্ত, তবে অজু ভঙ্গ হবে না।

ঘুমানো অজু ভঙ্গের কারণ। এটি শায়িতাবস্থায় হোক বা নামাযের মধ্যে হোক। যে কোন অবস্থায় পূর্ণ নিদ্রা গেলেই অজু ভেঙ্গে যায়। এতে কারও দ্বিমত নেই। যদি কেউ কোন বস্তুর সাথে ঠেস দিয়ে ঘুমায়, আর ঐ বস্তু সরিয়ে নিলে সে পড়ে যায়, তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। যদি কেউ বসে ঘুমের ঘোরে বারে বারে ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু নিজের বসার স্থান হতে আলগা হয়ে পড়ার সাথে সাথে জ্ঞান আসে, এমতাবস্থায় জাহের রেওয়ায়েতানুযায়ী অজু ভঙ্গ হয় না। যদি কেউ কাত হয়ে তন্দ্রা যায়, এরূপভাবে যে, পার্শ্বে বসে যে কথাবার্তা হয়েছে, তা শুনেনি, তবে অজু ভঙ্গ হবে। কথাবার্তা শুনলে অজু ভাঙ্গবে না। বেহুঁশ হয়ে পড়লে অজু ভেঙ্গে যায়। পাগল বা মাতাল হলেও অজু থাকে না। কোন কিছুর নেশায় মত্ত হলেও অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। নেশায় মত্ত হওয়া তার চাল-চলনে পরিবর্তন দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। অট্ট হাসি দিলে অজু ভঙ্গ হয়। অট্টহাসি বলে এরূপ হাসিকে, যে হাসির শব্দ নিজেও শুনে এবং দুরের লোকেও শুনতে পায়। যে হাসির শব্দ নিজে শুনে কিন্তু অপরে শুনে না, তাকে সাধারণ হাসি বলে। আর যে হাসিতে শব্দ হয় না তাকে তাবাচ্ছুম বা মুচকি হাসি বলে। মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে, রুকু ও সিজদাহবিশিষ্ট নামাযের মধ্যে অট্টহাসি নামায ও অজু উভয়ই ভঙ্গ হয়ে যায়। সিজদায়ে তিলাওয়াত অথবা জানাযা নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে সিজদাহ ও নামায ভঙ্গ হয়, কিন্তু অজু ভঙ্গ হয় না। নামাযের মধ্যে হাসিলে নামায বাতিল হয়, কিন্তু অজু নষ্ট হয় না। নামাযের মধ্যে মৃদু বা মুচকি হাসি দিলে নামায বা অজু কিছুই নষ্ট হয় না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে অজু ভাঙ্গে না। নামাযের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় অট্টহাসি দিলে নামায বা অজু কিছুই নষ্ট হয় না। হাকীম আবু মুহাম্মদ কুরখী বলেন যে, এতে নামায ও অজু উভয়ই নষ্ট হবে। ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। অট্টহাসিতে যেরূপ অজু ভাঙ্গে, তদ্রূপ তাইয়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এতে গোসলের পবিত্রতা নষ্ট হয় না।

উলঙ্গভাবে কাম বাসনায় পুংলিঙ্গ স্ত্রী-লিঙ্গের সাথে স্পর্শ করালে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট সন্দেহজনিত কারণে অজু ভঙ্গ হবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট ভঙ্গ হবে না। এটিই বিশুদ্ধ মত। কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের লিঙ্গ একত্রে মিলে থাকলে স্ত্রীর অজু ভঙ্গ হয়, চাই পুরুষের কামাবেগ থাকুক কি না থাকুক। মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, পুরুষ স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিলে বা স্ত্রী পুরুষকে স্পর্শ করিলে অজু ভাঙ্গে না। নিজের লিঙ্গ বা অপরের লিঙ্গ ধরলে বা আমাদের মাযহাব মতে অজু যায় না। উলঙ্গাবস্থায় দুইজন স্ত্রীলোকের লিঙ্গ পরস্পর স্পর্শ করলে অথবা একজন পুরুষ ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক বালকের মধ্যে পরস্পর লিঙ্গদ্বয়ের দ্বারা স্পর্শিত হলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে অজু ভাঙ্গবে। এরূপ অবস্থা দুইজন পুরুষের মধ্যে হলেও অজু চলে যাবে। যদি অজুর প্রথম হতে

www.nagorikpathagar.org

সন্দেহ হয় যে, অমুক অঙ্গ ধোয়া হয়েছে কিনা, তবে সেই অঙ্গ পুনরায় ধৌত করতে হবে। যদি কারও মনে সন্দেহ আসা অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে সেই সন্দেহকে গুরুত্ব দিতে নেই। যে ব্যক্তির অজু ছিল কিন্তু এখন সন্দেহ হয়েছে যে, তার অজু আছে কিনা। তবে ঐ ব্যক্তির অজু সঠিক আছে বলেই মনে করতে হবে। আর যদি প্রথমাবস্থায় অজু ছিল না, তারপর পবিত্রতা অর্জন করার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে ঐ ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করেনি বলেই মনে করতে হবে। এখানে ধারণার প্রাধান্য অনুপাতে কাজ করা যাবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গোসলের মাসয়ালা

(এটি তিন ভাগে বিভক্ত)

প্রথম ভাগ
গোসলের ফরজসমূহ

গোসলের ফরজ তিনটি । (১) কুলি করা (২) নাকে পানি দেওয়া এবং (৩) সমস্ত শরীর ভাল করে ধৌত করা। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়ার বিশদ বিবরণ ইতোপূর্বে অজুর বয়ানে বলা হয়েছে। জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, জুনুব ব্যক্তি যদি মুখ ভরে পানি নিয়ে পান করে ফেলে, তবে তাই তার কুলির কাজস্বরূপ হবে, যদি ঐ পানি তার মুখের ভিতরের সর্বস্থলে পৌঁছে থাকে, যদি তার দাঁতে কিছু খালি জায়গায় কোন কিছু থেকে যায় অথবা দুই দাঁতের ফাঁকের মধ্যে কোন কিছু থাকে কিংবা নাকের ছিদ্রে কোন কিছু ভিজা থাকে, তবে সহীহ মতানুযায়ী গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে দাঁতের ফাঁকের খাদ্য বের করে নেয়া এবং সর্বস্থলে পানি পৌঁছানো প্রয়োজন ।

ফতহুল কাদীরের বর্ণিত আছে যে, যদি নাকের শ্লেষ্মা শুকনা থেকে যায় তবে গোসল শুদ্ধ হবে না। যদি আটার খামির নখে লেগে থাকে, তবে গোসল শুদ্ধ হবে না। অবশ্য মাটি লেগে থাকলে শুদ্ধ হবে। যদি চামড়ার তৈরী কিছু লেগে থাকে কিংবা নখপালিশ লাগানো থাকে, তবে গোসল শুদ্ধ হবে না। জহিরিয়াহ কিতাবে আছে যে, কোন কোন ইমা-মের মতানুযায়ী কষ্ট লাঘবের জন্য ঠেকাবশতঃ গোসল শুদ্ধ না হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। কেননা শরীয়তের বিধান ঠেকার স্থানে প্রয়োগ করা প্রয়োজনহীন। যদি অঙ্গে কোথাও মাছের চামড়া কিংবা চিবানো রুটি লেগে শুকিয়ে থাকে এবং গোসলের সময়ে উহার নীচে পানি না পৌঁছে তবে গোসল শুদ্ধ হবে না। মশা-মাছির মল লাগলে কোন ক্ষতি হবে না। বসন্তের রোগী হলে বসন্তের গুটির খোসা উঠে গিয়ে এর কিনারা পৃথক না হয়ে থাকলে এর নীচে পানি না পৌঁছলে কোন ক্ষতি হবে না। পরে খোসা উঠে গেলে পুনরায় সে জায়গা ধুইবার প্রয়োজন নেই। এটি জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। চোখের ভিতরে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। স্ত্রীলোকের চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে চুলের গুচ্ছ খুলতে হবে না। হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীলোকের চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে চুলের বেণী খুলিতে হবে। স্ত্রীলোকে চুল খোলা থাকলে এর মধ্যে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব, যেমন পুরুষের দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানো ফরজ। আর স্ত্রীলোকের চুল বেণী বাঁধা থাকলেও তা খুলে এর মধ্যে পানি পৌঁছাতে হবে। স্ত্রীলোকের চুলে কোন গাঢ় সুগন্ধি যদি এমনভাবে লেগে থাকে যে, পানি এর নীচে পৌঁছতে পারে না, তবে ঐ সুগন্ধি উঠিয়ে ফেলতে হবে, যাতে চুলের মধ্যে ও মূলদেশে পানি সহজে পৌঁছতে পারে। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ। বালি এবং হাতের আংটি শরীরের সাথে লেগে থাকলে তা নেড়ে চেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। কানে যদি কানপাশা না থাকে এবং পানি উপর হতে গড়িয়ে এসে কানের ছিদ্রে প্রবেশ করে, তবে তাই যথেষ্ট, আর প্রবেশ না করলে তার জন্য

www.nagorikpathagar.org

অন্য ব্যবস্থা করতে হয়। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ। নাভীর ছিদ্রে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব এবং তথায় উত্তমরূপে পানি পৌঁছাতে প্রয়োজনে অঙ্গুলি প্রবেশ করাতে হবে।

যে ব্যক্তির খাতনা হয় নাই, ফরজ গোসল করিবারকালে তার পুংলিঙ্গের অগ্রভাগের ঝুলন্ত চামড়ার মধ্যে পানি পৌঁছলেও গোসল জায়েয হবে। মুহীত, ওয়াকেয়াতে নাতেফী এবং দোররে শোখতার গ্রন্থেও এরূপ লিখিত আছে। তাতারখানিয়াহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, উক্ত ঝুলন্ত চামড়ার মধ্যে পানি পৌঁছানো মুস্তাহাব। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

জানাবাত এবং হায়েজ-নেফাসের গোসলের সময় স্ত্রীলোকের গুপ্তাঙ্গের বহির্ভাগ ধৌত করে নেওয়া ওয়াজিব এবং অজু করার সময় ধৌত করে নেওয়া সুন্নাত। এটি মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়ায় বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীলোকগণ গোসল করার সময় স্বীয় গুপ্তাঙ্গের ভিতরে আঙ্গুল প্রবেশ করাবে না। তাতারকানিয়াহ কিতাবে আছে যে, দোররে মোখতারেও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। শরহে বেকায়া কিতাবে আছে যে, শরীরে তেল মালিশ করে যদি পানি ঢালা হয় ও তার ফলে শরীরে পানি না দাঁড়িয়ে সাথে সাথে সব গড়িয়ে পড়ে যায় তবে তাতে গোসল জায়েয হবে।

দ্বিতীয় ভাগ
গোসলের সুন্নাতসমূহ

গোসলের মধ্যে সুন্নাত হল, প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইবে। তারপর নিজের গুপ্তাঙ্গ ধুইবে এবং শরীরের কোন স্থানে নাজাসাত লেগে থাকলে তা ধুইয়া দূর করে দিবে। তারপর নামায আদায়ের অজুর মতো অজু করবে। কিন্তু উভয় পা ধৌত করা বাকি থাকবে। এটি মুলতাকাত নামক কিতাবের বিবরণ। গোসলের সময়ে লজ্জাস্থান প্রথম ধোওয়া সুন্নাত। চাই সেখানে কোন নাজাসাত থাকুক বা নাই থাকুক। যেমনভাবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুইবার পূর্বে অজু করা সুন্নাত, অজু থাকুক বা নাই থাকুক। হাসানের বর্ণনা মতে ঐ অজুর মধ্যে মাথা মোসেহ করবে না। কিন্তু ইমাম যাহেদীর বর্ণনা মতে মাথা মোসেহ করবে এবং কাজীখান কিতাবে এর উপরেই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। যাহেদী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, অতঃপর স্বীয় মাথা এবং সর্বশরীরে তিনবার পানি বহিয়ে দিবে। সহীহ মতে প্রথমবার পানি ঢালা ফরজ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সুন্নাত। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ। পানি ঢালার নিয়ম হল, প্রথমে তিনবার ডানকাঁধে, তারপর তিনবার মাথা এবং সর্বশরীরে পানি ঢালবে। এটি মে'রাজুদ্দেরায়া নামক কিতাবের বিবরণ এবং এটিই সর্বাধিক সঠিক মত। পানি ঢালার পর নিজে গোসলের স্থান হতে একটু সরে গিয়ে দুই পা দৌত করবে। আর এই হুকুম তখন, যখন এমন স্থানে দাঁড়িয়ে গোসল করা হয়, যেখানে পানি জমে যায়। কিন্তু যদি কোন তখতি বা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গোসল করা হয়, তবে পদদ্বয় ধুইতে বিলম্ব করবে না।

তৃতীয় ভাগ
গোসল ফরজ হওয়ার কারণ

গোসল তিনটি কারণে ফরজ হয়। তা সবই নাপাকি। নাপাকি দুই কারণে হয়ে থাকে। এক কারণ হল, খাহেশের সাথে উত্তেজিত অবস্থায় বীর্য বের হওয়া, প্রবিষ্ট নাই বা হোক, স্পর্শকরণে বা দেখার কারণে বা স্বপ্নদোষের ফলে বা

www.nagorikpathagar.org

হস্তমৈথুনে যদি বীর্য বের হয়, তবে গোসল ফরজ হবে। চাই মহিলার হোক বা পুরুষের হোক, জাগ্রতাবস্থায় হোক বা নিদ্রিতাবস্থায় হোক। এটি হেদায়া কিতাবের বিবরণ। বীর্য স্বস্থানচ্যুত হওয়ার সময়ের খাহেশ বা কামভাব ধর্তব্য। লিঙ্গাগ্রভাগ হতে বের হওয়া ধর্তব্য নয়। যদি স্বপ্নদোষ হয় অথবা কোন মহিলাকে দেখে বীর্য নিজস্থান হতে খাহেশ ও উত্তেজনার সাথে অন্যত্র আসে, কিন্তু নিজ চেষ্টায় কামভাব দমন করে ফেলে, তারপর বিনা কামভাবেই বীর্য বের হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (হরঃ)-এর মতে গোসল ওয়াজিব হয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট ওয়াজিব হয় না। জানাবাতের পরে বিনা প্রস্রাবে ও বিনা নিদ্রায় গোসল করে নামায আদায়ের পরে যদি বাকি মণি বের হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট আবার গোসল ওয়াজিব হয়, কিন্তু হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট ওয়াজিব হয় না। অবশ্য এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ঐ নামায আর পুনরায় আদায় করতে হবে না। এটি যখীরাহ্ কিতাবের বিবরণ। পেশাব করার বা নিদ্রা যাবার বা হাঁটা-চলা করার পরে বীর্যপাত ঘটলে কারও নিকটই গোসল ওয়াজিব হবে না। কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কারও স্বপ্নদোষ হয়ে যদি বীর্য স্বস্থানচ্যুত হয় কিন্তু লিঙ্গাগ্রভাগ হতে বের না হয়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না। যদি কারও পেশাবের সাথে বীর্য বের হয়ে আসে, তবে দেখতে হবে, যদি লিঙ্গ শক্ত এবং দাঁড়ানো থাকে, তবে গোসল ওয়াজিব হবে। আর নরম এবং ঢিলা থাকলে ওয়াজিব হবে না; বরং তার অজুর প্রয়োজন হবে।

যদি কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করে, তারপর সে গোসল করিবার পরে যদি তাহার গুপ্তাঙ্গ হইতে তাহার স্বামীর বীর্য নির্গত হয়, তবে তাহার উপর অজু ওয়াজিব হইবে, গোসল ওযাজিব হইবে না। যদি কেহ নিদ্রা হইতে জাগিয়া নিজের বিছানায় কিংবা রানে সিক্ততা দেখিতে পায় এবং তাহার স্বপ্নদোষের কথাও স্মরণ পড়ে এবং দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, উহা মণি কিংবা মজি অথবা উহা মণি কি মজি তাহাতে সন্দেহ হয়, তবে তাহার উপর গোসল ওয়াজিব হইবে। যদি দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে উহা অদি, তবে গোসল ওযাজিব হইবে না। আর যদি সিক্ততা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে এবং উহা অদি বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তবে গোসল ওয়াজিব হইবে না। আর যদি উহা মণি বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস হয়, তবে গোসল ওয়াজিব হইবে। মজি বলিয়া বিশ্বাস হইলে ওযাজিব হইবে না। আর উহা মণি, না মজি তাহাতে সন্দেহ হইলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়া পর্যন্ত গোসল ওয়াজিব হইবে নাইকন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট গোসল ওয়াজিব হইবে।

ইমাম নাছাফী বলেন, হুসসাম (রহঃ) স্বীয় কিতাবে নাওয়াদেরে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর এই মত উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিদ্রা হতে জেগে স্বীয় লিঙ্গাগ্রভাগে আর্দ্রতা পায়, কিন্তু তার স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে, তবে দেখতে হবে যে, নিদ্রা যাবার পূর্বে তার লিঙ্গ দাঁড়ানো ছিল, না নরম ছিল। দাঁড়ানো থাকলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে। নরম থাকলে গোসল ওয়াজিব হবে না। যদি স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে ও বীর্য বের হওয়ার স্বাদ অনুভূত হওয়াও মনে পড়ে, কিন্তু কোনরূপ আর্দ্রতা পাওয়া না যায়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না। মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী বলেন, এই অবস্থাটি সচরাচর ঘটে থাকে কিন্তু লোকগণ এই ব্যাপারে অজ্ঞ ও উদাসীন। বিষয়টি মনে রাখা জরুরী।

যদি কারও বীর্য বের হওয়ার স্বাদ মনে পড়ে, কিন্তু আর্দ্রতা পাওয়া না যায়, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না। জাহের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রীলোকের প্রতিও এরূপ নির্দেশ আছে, কেননা তাদের উপর গোসল ফরজ হবার শর্ত হল, তার বীর্য তার বাইরের যোনীতে আসা। এই মতের ভিত্তিতেই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। মুহীত কিতাবে বর্ণিত

www.nagorikpathagar.org

আছে, যদি কেউ বসে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা হাঁটা অবস্থায় নিদ্রা যায় এবং জাগ্রত হয়ে আর্দ্রতা পায়, তবে শায়িতাবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার মতই তার হুকুম হবে। যদি বিছানার উপর বীর্য দেখা যায় এবং পুরুষ বলে যে, তা স্ত্রীর এবং স্ত্রী বলে যে, তা পুরুষের। এমত ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মতে উভয়ের গোসল করা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ বেহুঁশ হওয়ার পর পুনঃ হুঁশে এসে নিজের রানে বা কাপড়ে মজি দেখতে পায়, তবে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব হবে না। নেশাপানকারীর ক্ষেত্রেও এমন হুকুম। নিদ্রিত ব্যক্তির মতো তাদের হুকুম হবে না। যদি কোন ব্যক্তির নিদ্রা হতে জেগে স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে, কিন্তু কোন আর্দ্রতা না পায়, তবে একটু পরে তার মজি বের হলে তার গোসল ওয়াজিব হবে না।

রাত্রে কারও স্বপ্নদোষ হল। তারপর জেগে সে কোনরূপ আর্দ্রতা দেখল না। তারপর অজু করে সে ফজরের নামায আদায় করল, অতঃপর তার মণি বের হল। এই ব্যক্তির উপর গোসল করা ওয়াজিব হবে। এটি জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। আর সে তার নামায দোহরাবে না। আর এভাবে যদি নামাযের মধ্যে স্বপ্নদোষ হয় এবং বীর্যপাত না ঘটে, এমন কি এই অবস্থায় নামায সমাধা হয়ে যায়, অতঃপর নামায শেষে মণি বের হয়, তবে তার গোসল করতে হবে। কিন্তু নমায দোহরাতে হবে না। এটি ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

নাপাক হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, লিঙ্গ প্রবেশ করানো । চাই তা সম্মুখের কিংবা পিছনের যে রাস্তা দিয়েই হোক না কেন, লিঙ্গাগ্রভাগ ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র উভয়ের উপরই গোসল ওয়াজিব হবে। বীর্যপাত ঘটুক কি নাই ঘটুক। মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এটিই আমাদের মাযহাবের ওয়লামাদের বিশুদ্ধ অভিমত। ফতোয়ায়ে কাজীখানে এটি লিখিত হয়েছে। যদি কারও লিঙ্গাগ্রভাগ কাটা থাকে, তবে লিঙ্গাগ্রভাগ পর্যন্ত ঢুকলেই গোসল করা ফরজ হবে। মুহীত কিতাবে আছে যে, যদি কেউ কোন চতুষ্পদ জীবের সাথে বা কোন পুরুষের সাথে বা এমন কোন বালিকার সাথে সহবাস করে, যে সহবাস করার উপযুক্ত হয়নি, তবে বীর্যপাত ছাড়া গোসল ওয়াজিব হবে না। যদি কোন স্ত্রীলোকের বাইরের যোনীতে সঙ্গম করা হয় এবং বীর্য তার রেহেমে পৌঁছে যায়, সে বাকেরা বা ছাইয়্যেবা যাই হোক না কেন, তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। কেননা গোসলের দুটি কারণ। একটি বীর্যপাত হওয়া, দ্বিতীয়টি হাশফা প্রবিষ্ট হওয়া। এখানে তার কোনটিই হয়নি। কিন্তু কাজীখান কিতাবে আছে, তার গর্ভ সঞ্চার হলে গোসল ফরজ হবে, কেননা বীর্যপাতের প্রমাণ পাওয়া গেল। গর্ভবতী হলে সঙ্গমকালীন গোসল ফরজ ধরে পিছনের সমস্ত নামায পুনরায় আদায় করে নিতে হবে।

যদি কোন স্ত্রীলোক বলে যে, আমার কাছে জ্বিন আসে এবং তার কাছে আমি আমার স্বামীর সহবাসের অনুরূপ স্বাদ পাই, তবে তার উপর গোসল ফরজ হবে না। যদি দশ বৎসরের কোন বালক কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে, তবে স্ত্রীলোকটির উপর গোসল ফরজ হবে। বালকটির উপর হবে না। কিন্তু তাকে অভ্যস্ত করার জন্য গোসলের হুকুম দিতে হবে। যেমন তাকে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য নামাযের হুকুম দিতে হয়। যদি পুরুষ বালেগ এবং বালিকা নাবালেগা হয়, যদিও সহবাসের উপযোগী, এমতাবস্থায় পুরুষের উপর গোসল ফরজ হইবে, বালিকার উপর হবে না।

গোসল ফরজ হওয়ার তৃতীয় কারণ, হায়েজ-নেফাস হওয়া। যখন স্ত্রীলোকের হায়েজ ও নেফাসের রক্ত বের হয়ে বাইরের যোনীতে আসবে, তখনই গোসল ফরজ হবে। উক্ত স্থানে না আসা পর্যন্ত রক্ত বের হয়নি বলে ধরতে হবে। এমত ক্ষেত্রে গোসল ফরজ হবে না। জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব হওয়ার পর যদি রক্ত দেখা না যায়, তবুও গোসল ফরজ হবে।

গোসল নয় প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার গোসল ফরজ। যথা– একঃ জানাবাতের, দুইঃ হায়েজের, তিনঃ নেফাসের। আর এক প্রকার গোসল ওয়াজিব, যথা মৃত ব্যক্তির গোসল। জাহের রেওয়ায়েতে আছে, কাফির ব্যক্তি জুনুব অবস্থায়

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান হইলে তার উপরও গোসল করা ওয়াজিব। কাফির স্ত্রীলোকের হায়েজের রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মুসলমান হলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। বালিকা হায়েজ শুরু হয়ে বালেগা হলে ঐ হায়েজ শেষ হলে তার উপর গোসল ফরজ। বালক স্বপ্নদোষ হয়ে বালেগ হলে তার উপর গোসল করা ফরজ।

বাকি চার প্রকার গোসল সুন্নাত। যেমন, (ক) জুমুআর দিনের গোসল (খ) দুই ঈদের দিনের গোসল (গ) আরাফাতের দিনের গোসল এবং (ঘ) ইহরাম বাঁধার সময়ের গোসল। আর এক প্রকার গোসল মুস্তাহাব। যেমন, কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে এবং তখন সে জুনুব না হলে তৎকালীন গোসল।

জুমুআর দিনের গোসলের উদ্দেশ্য জুমুআর নামায আদায় করা। হেদায়ার বর্ণনায় এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। যদি জুমুআর দিন ফজরের পরে গোসল করার পর অজু ভঙ্গ হয়, তারপর অজু করে জুমুআর নামায আদায় করা হয়, কিংবা জুমুআর নামায আদায়ের পরে গোসল করা হয়, তবে তাদের সুন্নত আদায় হবে না। যাহেদী কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি জুমুআর দিনই ঈদেরও তারিখ হয় এবং সেদিন স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা হয়, তারপর গোসল করা হয়, তবে এর দ্বারা তিন বস্তুর গোসলই আদায় হয়ে যায়। কাফী কিতাবে আছে, ছোবহে সাদেকের পূর্বে গোসল করে উহাদ্বারা জুমুআর নামায আদায় করলে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জুমুআর গোসলের ফজীলত পাওয়া যাবে এবং আবুল হাসানের মতে পাওয়া যাবে না। ইহা ফতহুল কাদরে বর্ণিত হইয়াছে। তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন কোন মাশায়েখের মতে নিম্নোক্ত প্রকার গোসলসমূহ উত্তম। যেমন ঃ মক্কা প্রবেশকালীন, মুজদালেফা অবস্থানকালীন, মদীনা প্রবেশকালীন, পাগল ব্যক্তির আরোগ্যকালীন। বয়সের ভিত্তিতে বালকের সাবালেগ হওয়াকালীন গোসল। জুনুব ব্যক্তি, হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক বা অজুহীন ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত গোসল বা অজু করার অপেক্ষা করতে পারে, যে পর্যন্ত নামাযের ওয়াক্ত না আসে অথবা এমন কোন কাজ করার ইচ্ছা না করে, যা অজু বা গোসল ছাড়া আদায় করা যায় না। উক্ত কারণসমূহ ছাড়া গোসল বা অজু করা ওয়াজিব হতে পারে না। জুনুব ব্যক্তি নিদ্রা যাওয়ার পর পুনরায় অজু করা ছাড়া স্ত্রীসহবাস করলে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। অবশ্য অজু করে নেওয়া উত্তম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
পানির মাসয়ালা
প্রথম ভাগ

এই ভাগে অজু শুদ্ধ হয় এমন পানির বিবরণ রয়েছে।

তিন প্রকার পানি দিয়ে অজু করলে তা শুদ্ধ হয়।

প্রথম ঃ প্রবাহিত পানি দিয়ে অজু করলে তা শুদ্ধ হয়। খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রবহিত পানি ঐ পানিকে বলে, যে পানি দিয়ে খর-কুটা বয়ে বা ভেসে যায়। শরহে বেকায়ায় বর্ণিত আছে যে, প্রবাহিত পানি চিনতে কোন বেগ পেতে হয় না। কেউ কেউ বলেন যে, লোকজন যাকে প্রবাহিত পানি বলে তাই প্রবাহিত পানি। ঔ পানির পাক থাকার সীমা সম্পর্কে নেছাব কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যে পর্যন্ত ঐ পানির সাথে নাজাসাত মিশ্রিত হয়ে এর রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণ বদলে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পাক। মুনিয়াতুল মুছল্লী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, প্রবাহিত পানির মধ্যে যদি মৃতদেহ বা শরাব ফেলা হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এর রং স্বাদ ও ঘ্রাণ বদল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নাপাক হয় না। যদি কোন ক্ষুদ্র পুকুর বা খালে কুকুর আড় হয়ে পড়ে থাকে ও এর উপর দিয়ে পানি বয়ে যায়, তবে যে পানি ঐ কুকুরকে স্পর্শ করে যায়, তার পরিমাণ যদি কুকুরকে স্পর্শ করে যায় না, এমন পানির তুলনায় কম হয়, তবে এর

www.nagorikpathagar.org

নীচের দিকে বসে অর্থাৎ উক্ত বয়ে যাওয়া পানি দ্বারা অজু করা শুদ্ধ হবে। আর কুকুর স্পর্শ করে যাওয়া পানির পরিমাণ বেশি হলে শুদ্ধ হবে না।

শরহে বেকায়ায় বর্ণিত আছে যে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে পানির উল্লিখিত তিনটি গুণের একটিরও যতক্ষণ পর্যন্ত বদলে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত পানি দ্বারা অজু করা শুদ্ধ হবে। যদি ঘরের চালা বা ছাদের উপর নাজাসাত পড়ে থাকে, আর বৃষ্টির পানি এর নিকটবর্তী নালি বেয়ে নীচে নেমে আসে, তবে সব পানি বা অধিকাংশ পানি বা অর্ধ পরিমাণ পানি উক্ত নাজাসাত স্পর্শিত হয়ে এলে সম্পূর্ণ পানিই নাপাক বলে গণ্য হবে। আর অর্ধেকের কম পানি নাজাসাত স্পর্শিত হয়ে এলে পানি পাক বলে গণ্য হবে। আর চাল বা ছাদের উপর নাজাসাত ছিটানো অবস্থায় আলাদা আলাদাভাবে থাকলে এবং তা পয়ঃনালার নিকটে না থাকলে ঐ পয়ঃনালা বাহিত পানি নাপাক বলে বিবেচিত হবে না; বরং ঐ পানির হুকুম প্রবাহিত বিশুদ্ধ পানির মতো হবে। বর্ষণ অবস্থায় নাজাসাত মিশ্রিত পানির ফোঁটা কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে না–যতক্ষণ পযৃন্ত না পানির গুণ বদল হবে। মুহীত কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে নাজাসাত মিশ্রিত পানির ফোঁটা নালির ছিদ্র হতে টপকিয়ে পড়লে তা নাপাক গণ্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি পড়তে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নাপাক বলে বিবেচিত হবে না। তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন খালে বা কূপে নাজাসাত পড়ে এবং এর পাশ হতে পানি উঠিয়ে নেওয়া হয়, তবে তা জায়েয এবং ঐ পানি পাক বলে গণ্য হবে, যে পর্যন্ত না পানির মূল গুণের পরিবর্তন ঘটবে। ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে, খালের পানি উপরের দিক দিয়ে বন্ধ করে দিলে তার প্রবাহিত হওযার হুকুম পরিবর্তন হয় না। একটি ছোট কূপ হতে যদি কেউ খাল খনন করে পানি প্রবহিত করায় এবং তা দিয়ে অজু করে, পুনঃ ঐ পানি অন্যত্র গিয়ে জমা হয় এবং সেই স্থান হতে অন্য কেউ খাল খনন করে পানি প্রবাহিত করায় এবং তা দ্বারা সে অজু করে, এমতাবস্থায় সকলের অজুও শুদ্ধ হবে, যদি উভয়ের স্থানের মধ্যে কিছু দূরত্ব থাকে।

অবশ্য দূরত্ব কম-বেশি হওয়ায় কোন পার্থক্য নেই। এমন হুকুম ঐ ব্যক্তির সম্পর্কেও প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি পানি এক গর্ত হতে অন্য গর্তে যাবার সময়ে মাঝখানে বসে অজু করে, তার অজুও শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি কূপ ছোট হয় এবং একদিক হতে পানি আসে এবং অন্যদিকে দিয়ে পানি বের হয়ে যায়, তবে তার যে কোন স্থানে বসে অজু করলে অজু শুদ্ধ হবে। যে ছোট কূপের পানি নাপাক ছিল কিন্তু একদিক হতে পাক পানি এসে অন্যদিক দিয়ে বাইর হতে লাগল। ফকীহ আবু জাফরের মতে যখন অন্যদিক দিয়ে পানি বের হয়ে গেল, তখন হতে ঐ কূপের পানি পাক বলে মনে করতে হবে। যদি অন্যদিক দিয়ে বের না হয় এবং লোকগণ অপেক্ষা না করে নিজেরাই এর মধ্য হতে পানি বের করে দিতে থাকে, তবে তাতেও এর পানি পাক হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঃ গোসলখানার পানি পাক, যদি এর মধ্যে কোন নাজাসাত না পড়ে। যদি কেউ নাজাসাত লাগানো হাত হাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, তবে যদি পানি স্থির থাকে অর্থাৎ এর মধ্যে নারা দিয়ে পানি আসা যাওয়া করেনি, অথবা কেউ পাত্র দিয়ে পানি বের করে নেয়নি, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদি ঐ হাউসের পানি লোকজন পাত্র দিয়ে উঠিয়ে নেয়, অথবা নালা হতে পানি আসে, তবে বহু আলিমের মতে পানি নাপাক হবে না। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে, প্রবাহিত পানির কোন মূল গুণাগুণ যখন কোন নাজাসাত মিশ্রিত হয়ে বদল হয় এবং এর নাপাকীর হুকুম দেওয়া হয়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য পাক পানি এর সাথে মিলে এর উক্ত পরিবর্তন সংশোধন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর পাকীর হুকুম দেওয়া যাবে না।

বদ্ধ পানি বেশি পরিমাণ হলে এর হুকুম প্রবাহিত পানির মতো অর্থাৎ এর দ্বারা অজু, গোসল করা যায়। ঐ পানির একদিকে নাজাসাত পড়লে সব পানি নাপাক হয় না। কিন্তু তা দিয়ে রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ বদলে গেলে নাপাক হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

এই হুকুমের উপর সব ওলামায়ে কিরামই একমত পোষণ করেন এবং সমস্ত মাশায়েখও এই মতের সমর্থক। মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উক্তরূপ পানির যে স্থানে নাজাসাত পড়ে, তার হুকুম হল, যদি ঐ নাজাসাত দেখা যায়, তবে সেই নাজাসাত পড়ার স্থানটি নাপাক হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নাজাসাতের স্থান হতে এক ছোট হাউজ পরিমাণ দুরে সরে অজু করতে হবে। আর নাজাসাত দেখা না গেলেও ইরাকের মাশায়েখদের মতে এর হুকুমও পূর্বানুরূপ। আর মাশায়েখে বোখারাদের মতে নাজাসাত পতিত হওয়ার স্থানটিতেও অজু করা জায়েয। সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটিই বিশুদ্ধতর।

ছোট হাউজের পরিমাণ হল দৈর্ঘ্য চার গজ এবং প্রস্থও চার গজ। এটি কেফায়া কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন বৃহৎ গর্তের পানির হুকুম প্রবাহিত পানির অনুরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত এর গুণাগুণ বদল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নাপাক হয় না। আর কম পানি ও বেশি পানির মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক পানির তাছীর অন্য পানির মধ্যে পৌঁছলে, এভাবে যে একদিকের নাজাসাতের আছর অন্যদিকেও পৌঁছে যায়, তবে তা কম পানি। আর যদি তা না পৌঁছে তা বেশি পানি। আবু সোলায়মান জুরযানী বলেন যে, পানির কূপের দৈর্ঘ্য দশ গজ ও প্রস্থ দশ গজ হলে তার একদিকের আছর অন্যদিকে পৌঁছে না। ইমাম ও মাশায়েখগণও এই মতেরই সমর্থক। আর এই প্রকার কূপের গভীরতা এতটুকু হওয়া চাই যে, পানি হাত ভরে উঠাতে গিয়ে যেন হাত মাটি স্পর্শ না করে। এটিই বিশুদ্ধ মত। এখানে গজের পরিমাণ হল চব্বিশ আঙ্গুলে যে গজ হয় তাই।

কূপ গোলাকার হলে এর আয়তন আটচল্লিশ গজ ধরতে হবে। বড় কূপের পানিতে দুর্গন্ধ অনুভূত হলে কিন্তু এর নাজাসাতের কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলে এর পানি দ্বারা অজু করা শুদ্ধ হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে, আরও বর্ণিত আছে যে, একটি বড় কূপ আছে, কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে এতে পানি থাকে না, মানুষ বা পশুরা তখন এর মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে। আবার শীতের দিনে পানি এসে ভরে যায় এবং বরফও জমাট বাঁধে। যখন ঐ কূপে পানি এসে নাপাক জায়গায় পৌঁছে, তখন ঐ পানি এবং বরফ যা নাপাক স্থানে জমাট বেঁধে আছে, তা নাপাক মনে করতে হবে, যদিও পরে তা অধিক পরিমাণে হয়ে যায়। যদি পাক স্থান দিয়ে পানি আসে এবং ঐ স্থানে স্থির থেকে দশ গজ লম্বা ও দশ গজ চওড়া হয়ে পরে নাপাক স্থানে চলে যায়, তবে বরফ ও ঐ পানি পাক মনে করতে হবে।

তৃতীয় ঃ কুয়ার পানি দিয়ে অজু করা জায়েয আছে। যা কুয়ায় পড়লে সমস্ত পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব, তা নাজাসাত। নাজাসাত পড়লে কুয়ার সমস্ত পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব। হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে, ঐ কুয়ার পানি তুলে ফেলার অর্থ কুয়াকে পবিত্র করা। উট এবং বকরীর লাদ কুয়ায় পড়লে এবং তা পরিমাণে বেশি না হলে কূপ নাপাক হবে না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে বেশি পরিমাণ হল, কেউ দেখে মনে করে যে, তা বেশি, তবেই তাকে বেশি ধরতে হবে। আর যদি মনে করে যে, তা কম, তবেই তাকে কম ধরতে হবে। এটিই গ্রহণযোগ্য। খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, লাদ জমাকৃত, বিচ্ছিন্ন, ভিজা এবং শুকনা হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এভাবে গোবর ও লাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শহর বা গ্রামের কূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

হেদায়ায় বর্ণিত আছে, যদি কূপের মধ্যে কোন বকরী বা কুকুর বা মানুষ পড়ে মরে যায় অথবা কোনও জানোয়ার পড়ে মরে ফুলে ওঠে কিংবা ফুলে ফেটে যায, তবে জানোয়ার বড় হোক, ছোট হোক কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। যদি এর পশম পতিত হয় তা হলেও ঐরূপ করতে হবে। যদি বকরীরর মতো কোন জানোয়ার কূপে পতিত হয় এবং জীবিতাবস্থায় তুলে ফেলা হয়, তবে শুদ্ধ মত এই যে, যদি তা কোন নাপাক জানোয়ার না হয় বা তার শরীরে কোন নাপাক বস্তু লেগে না থাকে এবং এর মুখও পানিতে না ডুবে, তবে পানি নাপাক হবে না । যদি মুখ পানিতে ডুবে থাকে, তবে এর ঝুটার ময়লার মতো হুকুম হবে। যদি এর ঝুটা পাক হয়, তবে পানি পাক থাকবে। আর যদি

www.nagorikpathagar.org

ঝুটা নাপাক হয়, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে এবং কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। যদি ঝুটা মশকুক (সন্দেহযুক্ত) হয়, তবে পানিও মশকুক হবে এবং তা সমস্ত তুলে ফেলতে হবে। আর যদি ঝুটা মাকরূহ হয়, তবে পানি মাকরূহ হবে, তা তুলে ফেলা মুস্তাহাব। যদি জানোয়ার খাঁটি নাপাক হয়, যেমন শূকর। তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে, চাই এর মুখ পানিতে ডুবুক কি না ডুবুক। এটিই বিশুদ্ধ মত।

কুকুর মুলতঃ নাপাক নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এর মুখ পানিতে না ডুববে, ততক্ষণ র্যন্ত পানি নাপাক হবে না। ঐ সব জন্তুর ক্ষেত্রেও এই হুকুম, যাদের মাংস খাওয়া যায় না। কাফিরের মৃতদেহ চাই গোসলের আগে বা পরে কূপে পড়ুক পানি নাপাক হবে।

মুসলমানের মৃতদেহ গোসলের আগে কূপে পড়লে পানি নষ্ট হবে। গোসলের পরে পড়লে নষ্ট হবে না। এটিই বিশুদ্ধ মত। সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে কেঁদে থাকে, তারপর মারা যায়, তবে তার হুকুম বালেগ লোকের মতো হবে। যদি গোসলের পর কূপে পড়ে যায়, তবে পানি দূষিত হবে না। যদি সন্তান না কেঁদে থাকে, তবে অনেকবার গোসলের পর কূপে পড়লেও পানি নষ্ট হয়ে যাবে। শহীদ ব্যক্তি অল্প পানিতে পড়লেও পানি দূষিত হয় না। ফতায়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে যে, যদি শহীদের দেহ হতে রক্ত বের হয়, তবে পানি দুষিত হবে।

যখন কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এর মধ্যে স্রোত এসে যাওযায় তা সম্ভব না হওয়ার ক্ষেত্রে তাবিয়ীন কিতাবের বর্ণনা মতে দুইশত ডোল (বালতী) পানি বের করে ফেলবে। এটিই সর্বাদিক সহজ। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, যাদের পানির পরিমাণ জ্ঞান আছে, তাদের মধ্যকার দুই ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করিতে হবে যে, পানি ইতেপূর্বে যা ছিল, সব বের হয়েছে কিনা? ফকীহদের মতে এই সঠিক পথ। যদি কোন মোরগ অথবা বিড়াল অথবা কবুতর অথবা অন্য কোন প্রকার ময়লা কূপে পড়ে, আর যদি না ফুলে থাকে বা ফেটে না যায, তবে চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বালতী পানি তুলে ফেলবে। যদি কূপে চড়ুই কিংবা ইদুর পড়ে মরে এবং মৃতাবস্থায় বের করা হয়, কিন্তু ফুলে যায় নাই, এমতাবস্থায় বিশ হতে ত্রিশ বালতী পানি তুলে ফেললে চলবে। মৃত জীব বোর করে ফেলার পূর্বে যে পানি তুলে ফেলা হয়, তা ধরা যাবে না। জীবন্ত ইঁদুর কূপের মধ্যে পড়ে মরা আর মরে মৃতাবস্থায় কূপে পড়ার মধ্যে কোন পাথক্য নেই। অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম। যদিও ইঁদুরের ক্ষেত্রে ফেলবার হুকুম আছে।

গোসাপ কূপে পড়ে মরলে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিশ অথবা ত্রিশ বালতী পানি তুলে ফেলতে হবে। চড়ুইর অনুরূপ পাখির হুকুম ইঁদুরের হুকুমের মতো এবং বিড়ালের অনুরূপ জীবের হুকুম বিড়ালের হুকুমের মতো হবে। বাকি প্রাণী যেগুলি ইঁদুর ও মোরগের মাঝমাঝি, তাদের হুকুম ইঁদুরের হুকুমের মতো এবং যেগুলি মোরগ ও বকরীর মাঝামাঝি, তাদের হুকুম মোরগের হুকমের মতো হবে। কূপ পাক হলে ডোল (বালতী), রশি এবং কূপের পার্শ্ববর্তী স্থান এবং হাতও পাক হয়ে যায়। যদি কূপের মধ্যে কোন নাপাক কাপড়ের টুকরা বা কাঠের নাপাকা টুকরা পড়ে যায় ও তা উঠানো সম্ভব না হয়, কিংবা অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে ঐ কূপ পাক হওয়ার সাথে সাথে ঐ কাপড় অথবা কাঠের টুকরা পাক হয়ে যাবে।

যে কূপ হতে বিশ ডোল পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব, তা হতে প্রথম এক ডোল পানি তুলে অন্য এক পাক কূপে ফেলে দিলে তখন ঐ কূপ হতেও বিশ ডোল পানি ফেলে দিতে হবে। এখানে মূলনীতি হল, দ্বিতীয় কূপটি অত ডোল পানি উঠালে পাক হবে, যত ডোল পানি প্রথম কূপ হতে তুলে ফেললে তা পাক হবে। যেমন প্রথম কূপ হতে যদি দ্বিতীয় ডোল পানি তুলেই দ্বিতীয় কূপে ফেলা হয়, তবে দ্বিতীয় কূপ হতে উনিশ ডোল পানি তুলে ফেলতে হবে। যদি দশম ডোল পানি ফেলা হয়, তবে আবু হাফস (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী এগার ঢোল পানি ফেলতে হবে এবং এটিই বিশুদ্ধ মত। যদি এক কূপ হতে ইঁদুর বের করে অন্য কূপে ফেলা হয় এবং প্রথম কূপ হতে বিশ ডোল পানি তুলে দ্বিতীয়

www.nagorikpathagar.org

কূপে ফেলা হয়, তবে দ্বিতীয় কূপ হতে ঐ ইঁদুর বের করে বিশ ডোল পানি তুলে ফেলতে হবে। দুটি কূপের প্রত্যেকটি হতে বিশ ডোল করে পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব ছিল। এর একট হতে বিশ ডোল পানি তুলে অন্যটিতে ফেলা হবে। তখনও ঐ বশ ডোল পানি দ্বিতীয়টি হতে তুলে ফেলতে হবে। আর যদি এক কূপ হতে বিশ ডোল পানি বের করে দ্বিতীয়টিতে ফেলা হয়, তখন দ্বিতীয় কূপ হতে চল্লিশ ডোল পানি বের করে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে দেখার বিষয় হল যে, যে কূপ হতে পানি বের করা হয়েছে, সেই কূপ হতে কত ডোল পানি বের করা ওয়াজিব ছিল। আর যে কূপে তা ফেলান হয়েছে, সেই কূপ হতেই বা কত ডোল পানি বের করা ওয়াজিব ছিল। যদি উভয় কূপ হতে সমান সমান বের করা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে তাই বের করে ফেলবে। আর যদি একটি কূপ হতে কম এবং দ্বিতীয়টি হতে বেশি বের করা ওয়াজিব হয়ে থাকে, তবে কম ঐ বেশির মধ্যে প্রবেশ করবে।

এভাবে কূপ যদি তিনটি হয় এবং প্রত্যেক কূপ হতেই বিশ ডোল করে পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হয়, অতঃপর দুই কূপ হতে যে পরিমাণ পানি বের করে ফেলা ওয়াজিব ছিল, সেই পরিমাণ পানি বের করে তৃতীয় কূপে ফেলা হয়, তবে তৃতীয় কূপ হতে চল্লিশ ডোল পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হবে। এটি বেদায়া কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি তৃতীয় কূপে এক কূপ হতে ত্রিশ ডোল এবং দ্বিতীয় কূপ হতে দশ ডোল পানি বের করে ফেলা হয, তবে তৃতীয় কূপ হতে মোট ত্রিশ ডোল পানি বের করে ফেলবে। আর যদি এক কূপ হতে ত্রিশ ডোল এবং দ্বিতীয় কূপ হতে চল্লিশ ডোল পানি বের করে ফেলা ওয়াজিব হয়, তারপর উভয় কূপ হতে যত ডোল পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব ছিল, তা সবই তুলে তৃতীয় পাক কূপে ফেলল। তখন তৃতীয় কূপ হতে চল্লিশ ডোল পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হবে। তা পূর্ব বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী করা হবে। আর যদি এক কূপ হতে চল্লিশ ডোল পানি বের করা ওয়াজিব হয়, তারপর সেই কূপ হতে এক ডোল পানি বের করে এমন এক কূপে ফেলা হল, যা হতে বিশ ডোল পানি বের করা ওয়াজিব ছিল, তখন ঐ দ্বিতীয় কূপ হতে চল্লিশ ডোল পানি বের করে ফেলতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ

যা দিয়ে অজু করা যায় না।

এখানে অজু যা দিয়ে করা যায় না তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তরমুজ, শশা, কাকড়ি (খিড়াই) এবং গোলাপের পানি দিয়ে অজু করা জায়েয নেই। যে কোন প্রকার শরবত বা সিরকা দিয়ে অজু নাজায়েয । লবণের পানি, সাবানের পানি এবং ওসনানের পানি দিয়ে অজু করা নাজায়েয। সাবানের পানি ও ওসনানের পানি যদি পানির মতো পাতলা হয়, তবে তা দিয়ে অজু করা জায়েয আছে। মুহীত এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে যে, আঙ্গুরের পানি দিয়ে অজু করা নাজায়েয। সিরজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শীতের ঋতুতে যদি গাছের পাতা পড়ে পানির রং স্বাদ এবং ঘ্রাণ বদলে যায়, তবে তা দিয়ে অজু করা জায়েয আছে। জাফরান এবং কস্তুরির পানি দিয়ে অজু জায়েয করা আছে। তবে এর পানি গাঢ় এবং লাল হয়ে গেলে জায়েয হবে না। ফিটকারি অথবা ঐ শ্রেণীর কোন ঔষধ পানিতে ফেলা হলে তা দিয়ে অজু জায়েয আছে–যদি তা পানিতে প্রকাশ না পায়। আর প্রকাশ পেলে জায়েয হবে না। পানিতে পাটি, বালি অথবা চুনা মিশে পানির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হলে তা দিয়ে অজু করা জায়েয আছে। বৃষ্টির পানি দিয়ে অজু করা জায়েয আছে। পানির মধ্যে রুটি গলে গিয়ে তা পানির মতো থাকলে তা দিয়া অজু জায়েয করা আছে। আর ঘন হয়ে গেলে অজু করা নাজায়েয । পানির মধ্যে যদি কোন পাক দ্রব্য যেমন সিরকা, দুধ বা এই ধরনের অন্য কোন দ্রব্য মিলে এমন অবস্থা হয় যে, তখন আর এর নাম পানি না হয়ে তা অন্য নামে পরিচিত হয়, তবে তা দিয়ে অজু জায়েয করা হবে না।

www.nagorikpathagar.org

জামে' ছগীর এবং শরহে তাহাবী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে শুকনা খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা অজু করিবে, তাইয়াম্মুম করিবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ)-এর মতে তাইয়াম্মুম করিবে, অজু করিবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে অজু এবং তাইয়াম্মুম উভয়ই করিবে। উহার কোন একটি ত্যাগ করাই জায়েয হইবে না। আর উহার যেটাই আগে করুক না কেন ক্ষতি হইবে না। জামে' ছগীরে উল্লেখ আছে যে, ইমাম হাসান ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি শেষকালে ইাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত সমর্থন করিয়াছেন।

খোরমা ও খেজুর ভিজানো পানি ঘন হয়ে গেলে অথবা এর মধ্যে নেশা এসে পড়লে সকল ইমামের মতেই তা দিয়ে অজু করা শুদ্ধ হবে না। মাকরূহ পানি ও খেজুর ভিজানো পানি থাকলে খেজুর ভিজানো পানি দিয়ে অজু করবে। খেজুর বা খোরমা ভিজানো পানি, মাশকুক পানি ও পাক মাটি পাওয়া গেলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে খোরমা ভিজানো পানি দিয়ে অজু করবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে মাশকুক পানি দিয়ে অজু করবে এবং তাইয়াম্মুম করবে। খোরমা ভিজানো পানি দিয়ে অজু করবে না। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে তিনটি কাজ করতে হবে। অর্থাৎ খোরমা বা খেজুর ভিজানো পানি দিয়ে ও মাশকুক পানি দিয়ে অজু করবে এবং পাক মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুমও করবে। কোনটিই পরিত্যাগ করা যাবে না। কোনটির আগে পরে হওয়ায় কোন ক্ষতির কারণ নেই। ব্যবহৃত পানি অন্যকে পাক করতে পারে না। তা দিয়ে অজু করা শুদ্ধ হবে না। ব্যবহৃত পানি পাক হওয়া সম্বন্ধে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট তা পাক। ফতোয়াও প্রদত্ত হয়েছে এরই উপর। হেদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে যে, পানি দিয়ে নাপাকি দূর করা হয়, অথবা ইবাদাতের জন্য কাজে লাগান হয়, যখন তা অঙ্গ হতে পৃথক হয়ে পড়ে, তখনই তা ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে যায়। তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, অজুহীন ব্যক্তি, অথবা জুনুব ব্যক্তি অথবা সদ্য হায়েজ হতে মুক্ত হয়েছে, এমন স্ত্রীলোক যদি আবশ্যক মতে পানি তুলার জন্য পানিতে হাত প্রবেশ করায়, তবে পানি নাপাক হবে না। আর পানিও ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হবে না। এই রকমভাবে যদি মটকির মধ্যে পানি উঠানোর পাত্র পড়ে থাকে, তা উঠাবার জন্য হাত কনুই পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দেয়, তবে পানি ব্যবহৃত বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু হাত বা পা ঠাণ্ডা করার জন্য মটকির ভিতরে প্রবেশ করালে পানি ব্যবহৃত পানিরূপে পণ্য হবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে পানি ব্যবহৃত পানিরূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য পুরাপুরি অঙ্গ প্রবেশ করানো শর্ত। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। একটি বা দুটি আঙ্গুল প্রবেশ করালে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয় না, বরং পুরা হাত প্রবেশ করালে হয়।

যদি নাপাকি ব্যক্তি পানি তুলবার বালতী খোঁজ করতে কূপের মধ্যে নেমে হাবুডুবু খায়, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট তার জানাবাত বহাল থাকবে এবং কূপের পানিও নিজের অবস্থায় বহাল (পাক) থাকবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নাপাকি ব্যক্তি পাক হয়ে যাবে এবং কূপের পানিও পাক থাকিবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা আছে। একটি এই যে, নাপাকই থাকবে এবং কূপের পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনা এই যে, নাপাক ব্যক্তি পাক হয়ে যাবে, কারণ এই যে, পানি অঙ্গ হতে পৃথক হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত পানিরূপে বিবেচিত হয় না। হেদায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর এই বর্ণনাই অধিক গ্রহণীয়। আর যদি নামায আদায়ের জন্য গোসল করা হয়, তবে সকলের নিকটই পানি নাপাক হয়ে যায়। এটি নেহায়াহ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যদি হায়েজওয়ালি স্ত্রীলোক কুয়ায় পড়ে যায়, আর যদি সে স্রাব বন্ধ হওয়ার পরে পড়ে এবং তার অঙ্গে কোন নাজাসাত না থাকে, তবে তার হুকুম নাপাক ব্যক্তির হুকুমেরই মতো হবে। আর যদি স্রাব বন্ধ হওয়ার পূর্বে পড়ে, তবে তার হুকুম পাক ব্যক্তির মতো হবে। কেননা সে কুয়ায় পতিত না হওয়ার কারণে হায়েজ

www.nagorikpathagar.org

হতে পাক হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি অজুর অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ ধৌত করা হয়, তবে পানি ব্যবহারকৃত পানি বিবেচিত হবে না। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। আর যদি অজুর কোন অঙ্গ ধৌত করা হয়, তবে পানি ব্যবহৃত পানি হয়ে যাবে। জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে, অজু থাকা অবস্থায় যদি কেউ মাথা মুণ্ডাবার উদ্দেশ্যে পানি দিয়ে ভিজায়, তবে ঐ পানি ব্যবহৃত পানিরূপে বিবেচিত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি মাটি বা আটা অথবা ময়লা পরিষ্কার করার জন্য অজু করে কিংবা পাক ব্যক্তি ঠান্ডা হবার জন্য গোসল করে, তবে পানি ব্যবহৃত পানিরূপে গণ্য হবে না।

অজুহীন ব্যক্তি যদি ঠাণ্ডা হবার জন্য অথবা অন্যকে শিক্ষা দিবার জন্য অজু করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে পানি ব্যবহৃতরূপে বিবেচিত হবে এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ব্যবহৃতরূপে বিবেচিত হবে না। বুদ্ধিসম্পন্ন বালক অজু করলে পানি ব্যবহৃত হয়ে যায়। অবুঝ বালক অজু করলে পানি ব্যবহৃতরূপে বিবেচিত হয় না। খানা খাবার জন্য অথবা খানা খাবার পর হাত ধৌত করলে পানি ব্যবহৃত হয়ে যায়। সিরাজুল ওয়াহ্হাজ এবং জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, স্ত্রীলোক অন্যের চুলের সাথে নিজের চুল মিলিয়ে তারপর ঐ চুল ধৌত করলে পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। কর্তনকৃত মাথা যা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তা পানিতে ধুইলে সেই পানি ব্যবহৃতরূপে গণ্য হবে। নাপাকি ব্যক্তি গোসল করার সময় যদি গোসলের পানির ফোঁটা গোসলের পানির পাত্রে পরে, তবে পাত্রের পানি ব্যবহৃত পানি হবে না। কিন্তু যদি শরীরের প্রবাহিত পানি পাত্রে পড়ে, তবে পানি দূষিত হয়ে যাবে। এভাবে হাম্মামের পানিও নষ্ট হবে না-যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারকৃত অধিক পানি না পড়ে। মৃতদেহ ধোয়ার পানি যা প্রবাহিত হয়ে পড়ে, তা নাপাক হয়ে যায়। ব্যবহারকৃত পানি যদি কূপে পড়ে, তবে তা অধিক না হওয়া পর্যন্ত কূপ নাপাক হয় না।

মৃতদেহ ধৌতকৃত পানি নাপাক। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) তা নিঃশর্তরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধতর মত এই যে, যদি মৃতের দেহে নাজাসাত না থাকে, তবে পানি ব্যবহৃত পানিরূপে গণ্য হবে না। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ঐরূপ নিঃশর্তভাবে বলার কারণ হল, মৃত লাশ সাধারণতঃ নাজাসাত হতে কখনও মুক্ত থাকে না। এটি জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি সিরকা এবং গোলাপ পানি দ্বারা অজু করা হয়, তবে সকলেরই মতে তা ব্যবহৃত পানিরুপে বিবেচিত হয় না। ব্যবহৃত পানি কুয়ায় পড়িলে কুয়ার পানি নষ্ট হয় না। কিন্তু যখন কুয়ার পানির উপর ঐ পানির প্রাধান্য ঘটে তখন তা কুয়ার পানিকে নষ্ট করে দেয় এবং এটিই বিশুদ্ধ অভিমত।

হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক প্রাণীর ঘর্মের হুকুম তাদের ঝুটার হুকুমের অনুরূপ। গাধা ও খচ্চরের ঘর্ম বা লালা যদি অল্প পানিতে পড়ে, তবে তা নাপাক করে ফেলে, যদিও খুব সামান্য পড়ে। এটি মুহীত কিতাবের বিবরণ। কাপড়-চোপড় বেশি পরিমাণে লাগলেও জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে তা নামাযের সিদ্ধতার প্রতিবন্ধক হয় না। মানুষের ঝুটা পাক, এই হুকুমের মধ্যে নাপাক ব্যক্তি, হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক, কাফির সকলেই শামিল। কিন্তু শরাবখোর ও যার মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়, তার ঝুটা নাপাক। আর যদি কয়েকবার মুখ হতে থুক বের করে ফেলে, তবে সহীহ কওল অনুসারে মুখ পাক হয়ে যায়। যদি মদ্যপায়ীর গোঁফ লম্বা থাকে, তবে তার পানকৃত পানি নাপাক হয়ে যায়। যদিও মদ পানের একঘণ্টা পরে পানি পান করে। স্ত্রীলোকের ঝুটা অপরিচিত পুরুষের জন্য এবং পুরুষের ঝুটা অপরিচিতা স্ত্রীলোকের জন্য মাকরূহ। কিন্তু তা নাপাক হওয়ার জন্য নয়, বরং স্বাদ গ্রহণের জন্য।
আর বিশুদ্ধতর মত হল ঘোড়ার ঝুটা সকলের নিকটই পাক। ইহা যাহেদী কিতাবের বিবরণ। এভাবে যে সকল পশু-পাখীর মাংস হালাল, তাদের ঝুটা পাক। কিন্তু ছাড়া মুরগী, উট এবং গরু যারা নাজাসাত আহার করে, তাদের ঝুটা মাকরূহ। যদি মুরগী এমনভাবে আবদ্ধ থাকে যে, তার ঠোঁট তার পায়ের নীচে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তবে তার

www.nagorikpathagar.org

ঝুটা মাকরূহ নয়। আর যদি পৌঁছতে পারে, তবে তার ঝুটার হুকুম ছাড়া মুরগীর ঝুটার হুকুমের মতো। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। এই সকল প্রাণীর ঝুটা পাক, যাদের ধমণীতে রক্ত প্রবাহিত হয় না, যেমন পানিতে বসবাসকারী বা অন্য কোথাও বসবাসকারী প্রাণী। যে সকল কীট ঘরে বাস করে, যেমন সাপ, ইঁদুর এবং বিড়ালের ঝুটা মাকরূহ তানযীহ। তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কারও হাত বিড়ালে চাটে এবং তা না ধুইয়া নামায পড়ে, তবে মাকরূহ হয়। বিড়ালের ঝুটা খাওয়াও, মাকরূহ। এটি ধনীদের জন্য, গরীবদের জন্য নয়। বিড়াল ইঁদুর খাওয়ার পরই যদি পানি পান করে, তবে ঐ পানি নাপাক হয়ে যায়। তবে দুই এক ঘণ্টা পরে পান করলে নাপাক হয় না। শরহে মোখতার কিতাবে উল্লেখ আছে, পাক পানি থাকা সত্ত্বেও যদি মাকরূহ পানি দিয়ে অজু করে তবে অজু মাকরূহ হবে। পাক পানি না থাকলে মাকরূহ হয় না। কুকুর, শূকর ও চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর ঝুটা পাক নয়।

কুকুর পাত্র চাটলে তা তিনবার ধুইতে হয়। এটি হেদায়া কিতাবের বিবরণ। খচ্চর এবং গাধার ঝুটা মাশকুক। শুদ্ধ মত এই যে, তা পাক, তবে সন্দেহ এতে যে, তা অন্যকে পাক করাতে পারে কিনা। ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে এবং জমহুর ওলামায়ে কিরামদের মত এই যে, যদি ঐ ঝুটা পানি ছাড়া অন্য পাক পানি না থাকে, তবে ঐ মাশকুক পানি দিয়েই অজু করবে ও তাইয়াম্মুম করবে। দুটির মধ্যে যেটি ইচ্ছা আগে পিছে করা জায়েয আছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবে লিখিত আছে। উভয়ের মধ্যে শুধু একটিকে যথেষ্ট মনে করা জায়েয নহে। আর আমাদের নিকট উত্তম হল অজু আগে করা। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি গাধার ঝুটা পানির মধ্যে পতিত হয়, তবে তা দিয়ে অজু জায়েয হয়–যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পানির উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে। যেমন ব্যবহৃত পানির হুকুম আছে। ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে, চামচিকার পেশাব ও পায়খানা দ্বারা পানি অথবা কাপড় নাপাক হয় না। যে সকল প্রাণীর ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হয় না, এরা পানিতে পড়ে মরে গেলে পানি নাপাক হয় না। যেমন মশা, মাছি, ভ্রমর, বিচ্ছু ইত্যাদি। পানির জন্তু পানিতে মরলেও পানি নাপাক হয় না। যেমন, মাছ ব্যাঙ, কেচো ইত্যাদি। কিন্তু যাদের জন্ম পানিতে নয়, কিন্তু পানিতে বাস করে, তাদের দ্বারা পানি দূষিত হয়।

শিরাহ ভর্তি কূপে (শরবতের কূপে) যদি কোনরূপে পেশাব পতিত হয় এবং তা দশ দশ গজী কূপ হয়, তবে তা নষ্ট হবে না। আর যদি কূপ তা অপেক্ষা ছোট হয় তবে নষ্ট হবে, যেমন আবদ্ধ কূপ নষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
তাইয়াম্মুমের মাসয়ালা
প্রথম ভাগ

তাইয়াম্মুমের প্রথম ফরজ : নিয়ত করা। এমন উদ্দেশ্যমূলক ইবাদাতের নিয়ত করবে, যা পবিত্রতা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। পবিত্রতার জন্য নিয়ত করা অথবা নামায জায়েয হওয়ার জন্য নিয়ত করা, তা নামায পড়ার ইচ্ছায় হয়। অজুর জন্য তাইয়াম্মুম এবং জানাবাত দূর করার জন্য তাইয়াম্মুমের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। যদি নাপাক ব্যক্তি অজুর ইচ্ছায় তাইয়াম্মুম করে তবে তা জায়েয। জানাযার নামায অথবা সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার জন্য যদি তাইয়াম্মুম করা হয়, তবে জায়েয হবে। মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উক্ত তাইয়াম্মুম দ্বারা সকল ইমামই ফরজ নামায আদায় করা যাবে বলে মত দিয়েছেন। কুরআন শরীফ যবানী কিংবা দেখে পাঠ করার জন্য, কবর যিয়ারাত করার জন্য, মৃতদেহ দাফন করার জন্য, আযান- একামত দিবার জন্য, মসজিদে প্রবেশ বা তথা হতে বের হওয়ার জন্য অথবা পবিত্র কুরআন স্পর্শ করার জন্য তাইয়াম্মুম করতঃ সেই তাইয়াম্মুম দিয়ে নামায আদায় করা জায়েয হবে

www.nagorikpathagar.org

না। শোকরের সিজদাহর জন্য তাইয়াম্মুম করতঃ সেই তাইয়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হইবে না। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। যেহেতু তাঁর নিকট সিজদায় শোকর ইবাদাত বৈকি! কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট তা ইবাদাত নয়, এটি যখীরাহ কিতাবের বর্ণনা। ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে যে, সালাম দিবার জন্য তাইয়াম্মুম করে সেই তাইয়াম্মুম দিয়ে নামায পড়া যাবে। অন্যকে শিখাবার উদ্দেশ্যে যদি তাইয়াম্মুম করা হয়, তা দিয়ে নামায আদায়ের নিয়ত না থাকে, তবে সেই তাইয়াম্মুম দিয়ে তিনজন ইমামের নিকটই নামায আদায় করা জায়েয নয়। কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাইয়াম্মুম করল এবং মুসলমান হল, ঐ তাইয়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে না। রোগীকে যদি কেউ তাইয়াম্মুম করিয় দেয়, তবে নিয়ত রোগীরই করতে হবে, তাইয়াম্মুমের সাহায্যকারীর নয়।

তাইয়াম্মুমের দ্বিতীয় ফরজ ঃ দুবার হাত মাটিতে মারা। প্রথমবার মেরে মুখমণ্ডল মোসেহ করতে হয়। দ্বিতীয়বার মেরে দুহাত কনুই পর্যন্ত মোসেহ করবে। উল্লেখ্য যে, মোসেহের ভিতরে উভয় কনুই শামিল থাকবে এবং মুখমণ্ডলের সমগ্র স্থান মোসেহ করতে হবে। যদি মাটিতে একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মোসেহ করে, অন্য হাত দিয়ে একহাত মোসেহ করে, তবে মুখমণ্ডল এবং একহাত মোসেহ হয়ে যাবে। অন্য হাতের জন্য দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারতে হবে। যদি তাইয়াম্মুমের ইচ্ছা করে পড়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যায় এবং মুখমণ্ডল, বাহু ও হাতের তালুতে মাটি লাগে, তাতে তাইয়াম্মুম শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ সমস্ত স্থানে ধূলা বা মাটি না লাগলে তাইয়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। যার দুহাত কব্জি হতে কেটে ফেলা হয়েছে, সে দুই বাহু দিয়ে মোসেহ করবে। যার বাহুদ্বয় কর্তন করা হয়েছে, সে তার কর্তিত স্থানে মোসেহ করবে। কারও কনুইর উপর দিয়ে কেটে ফেলা হলে তার উপরে মোসেহ করা ওয়াজিব নয়। যদি কারও হাত অবশ হয়ে যায়, তবে হাত মাটির উপর ঘর্ষণ করবে এবং মুখমণ্ডল দেওয়ালের সাথে লাগাবে। তার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু নামায ত্যাগ করা যাবে না। যদি তাইয়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর অজু ভঙ্গের কারণ ঘটে, তবে ঐ হাত মারা হতে তাইয়াম্মুম করা জায়েয হবে না। যেমন, অজুর মধ্যে কোন কোন অঙ্গ ধৌত করার পর অজু ভঙ্গের কারণ ঘটিলে পুনঃ প্রথম হতে অজু করার আবশ্যক হয়।

তাইয়াম্মুমের মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণভাবে মোসেহ করা আবশ্যক। জাহের বর্ণনায় আছে, তাইয়াম্মুমের মধ্যে উভয় অঙ্গের উপর পরিপূর্ণভাবে মোসেহ করা ওয়াজিব। যদি কেউ ভ্রূর উপর এবং চোখের নীচে মোসেহ না করে, তবে তাইয়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। তাইয়াম্মুমের সময় আংটি ও কঙ্কন খুলে নেয়া চাই। এমনকি দুই নাকের ছিদ্রের পর্দার উপর মোসেহ করবে। আঙ্গুলির ফাঁকে ধুলি না ঢুকলে খেলাল করে নিবে।

তাইয়াম্মুম পাক মাটি দিয়ে করা আবশ্যক। মাটি জাতীয় পাক-পবিত্র বস্তুর দ্বারাও তাইয়াম্মুম করবে। যে সকল বস্তু আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যায়; যেমন, কাঠ, ঘাস বা এর মত অন্যান্য বস্তু এবং যে সকল বস্তু গলে নরম হয়ে যায়; যেমন, লোহা, কাঁসা, তামা, দস্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। এসব মাটি জাতীয় বস্তু নয় আর যেসব বস্তু ঐরূপ না হবে তা মাটি জাতীয় ধরা হবে। মাটি, বালি এবং মাটির লবণ, চুনা, সুরমা, হরিতাল, গন্ধক, ফিরোজ, আকীক, জমরুদ, জবরজদ ইত্যাদি (পাথর) দিয়ে তাইয়াম্মুম করা জায়েয। ইয়াকুত ও মারজান দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। পাকা ইট এবং মাটির পাকা পাত্রের উপর হাত মেরে তাইয়াম্মুম করা জায়েয। মাটির পাত্রের উপর এমন কোন বস্তু দিয়ে যদি রং করা হয়, যা মাটি জাতীয় নয়, তবে ঐ পাত্র দিয়ে তাইয়াম্মুম করা জায়েয হবে না। পাহাড়ের উপর হাত মেরে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। চাই তার উপর ধূলি থাকুক কি না থাকুক। লাল, সাদা, কাল ইত্যাদি যে কোন রংয়ের মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে।

www.nagorikpathagar.org

পানির তৈরি লবণ দ্বারা তাইয়াম্মুম করা সকল ইমামের মতে জায়েয। বাহরুর রায়েক কিভাবে বর্ণিত আছে যে, পাহ-াড়ে তৈরী (খনিজ) লবণের উপর হাত মেরে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। পোড়া মাটির উপর হাত মেরে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। মৃতি দিয়ে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। স্বর্ণ বা রৌপ্য মাটির সহি মিশানো থাকলেও মাটির অংশ বেশি থাকলে তা দিয়ে তাইয়াম্মুম করা জায়েয। ছাই, আম্বর, কর্পূর এবং মেশকের দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েয নেই। মাটি থাকা সত্ত্বেও ধূলি দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। ধূলি দিয়ে তাইয়াম্মুম করার নিয়ম এই যে, কাপড়, পশমি বিছানা অথবা তাকের উপর অথবা এই জাতীয় যে কোন বস্তুর উপর যখন ধূলি থাকে বা যখন ধূলি উভয় হাতের উপর পড়বে, তখন তাইয়াম্মুম করবে। অথবা নিজের কাপড় ঝেড়ে ধূলি উড়াবে এবং নিজের হাত বাতাসে খুলে রাখবে। যখন হাতে ধূলি লাগবে তখন তাইয়াম্মুম করবে। যদি ধূলি নিজের মুখমণ্ডলে ও উভয় হাতে পড়ে এবং তাইয়াম্মুমের নিয়ত করে তার উপর মোসেহ করে, তবে তাইয়াম্মুম শুদ্ধ হবে। মোসেহ করা না হলে শুদ্ধ হবে না।

যদি নিজের লম্বা চুলের উপর বা রানের উপর হাত রাখে অথবা যেখানেই হাত রাখুক, যদি হাতে ধূলি এসে পড়ে এবং ধূলির নিদর্শন দেখা যায়, তবে তা দিয়ে তাইয়াম্মুম জায়েয হবে। যদি ধূলির নিদর্শন না দেখা যায় তবে জায়েয হবে না, যদি মাটিতে মাটি জাতীয় বস্তু ছাড়া অন্য কোন জিনিস মিশে যায়, তবে অধিক পরিমাণের উপর হুকুম হবে। যদি পথিক ব্যক্তি কাদামাটির স্থানে অবস্থান করে, যেখানে শুকনা মাটি পাওয়া যায় না, কাপড়ে বা অন্য কিছুতে ধুলাও নাই, তবে নিজের কাপড়ে বা অন্য কিছুতে কাদামাটি মেখে রাখবে, যখন তা শুকিয়ে যাবে তখন তা দিয়ে তাইয়াম্মুম করবে। কিন্তু যতক্ষণ নামাযের নির্দ্ধারিত সময় চলে যাবার আশঙ্কা না থাকে, ততক্ষণ তাইয়াম্মুম করবে না। কেননা তাতে বিনা আবশ্যকে মুখমণ্ডল মাটি মাখা ছুরতে পরবর্তিত হয় এবং এটা জায়েয নয়। যদি ঐ কাদামাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করা হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। কারণ, শেষ পর্যন্ত তা মাটিরই অংশ যা পানির পরিমাণ থাকে, অবশ্যই শুকিয়ে যাবে, অবশ্য পানির অংশ বেশি থাকলে তাইয়াম্মুম জায়েয হবে না। নাপাক কাপড়ের ধূলি দিয়ে তাইয়াম্মুম জায়েয নাই। নেহায়া কিতাবে বর্ণিত আছে, কাপড় শুকাবার পর যদি ধূলি পড়ে, তবে তা দিয়ে তাইয়াম্মুম জায়েয আছে। মাটির উপর নাজাসাত থাকলে ও শুকিয়ে গেলে যদি তার নমুনা বিদ্যমান থাকে, তবে তাইয়াম্মুম নাজায়েয। তাইয়াম্মুমে তিন আঙ্গুল দিয়ে মোসেহ করা আবশ্যক। তিন অপেক্ষা কম আঙ্গুল দিয়ে মোসেহ করলে শুদ্ধ হবে না।

তাইয়াম্মুমের শর্ত ঃ পানি ব্যবহারে অক্ষম-অসমর্থ হওয়া। যে ব্যক্তি পানি হতে এক মাইল দূরে থাকবে, চাই শহরে বা গ্রামে হক, সে পথিক হোক বা মুকিম হোক, তার জন্য তাইয়াম্মুম করা জায়েয হবে। হিংস্র জন্তু অথবা শত্রুর ভয়ে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। সে ভয়ে নিজের প্রাণের বা মালামালের হোক না কেন। সাপ, বিচ্ছু অথবা আগুনের ভয়েও তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। লতফ কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি আমানতের মাল নষ্ট হওয়ার অথবা পাওনাদারের তাগাদার ভয় হয় যে, ঋণ আদায় করার শক্তি নাই, এমতাবস্থায় তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। যদি স্ত্রীলোকের ভয় হয় যে, পানি ফাসেক লোকের কাছে আছে, কিন্তু তার নিকট যেতে সাহস হয় না, তখন তাইয়াম্মুম করা জায়েয হবে।

যদি নিজের পিপাসার ভয় থাকে, অথবা নিজের সঙ্গীদের পিপাসার ভয় থাকে, অথবা কাফেলার মধ্যে অন্য কারও অথবা নিজের বাহনের পিপাসার ভয় অথবা শিকারী কুকুরের পিপাসার ভয় বা প্রহরি কুকুরের পিপাসার ভয় থাকে, অথবা বর্তমানে বা ভষ্যিতে পিপাসার জন্য অথবা আটা ছানার আবশ্যক থাকে, তবে এইসব কারণে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। সুরবা পাকানোর আবশ্যকে তাইয়াম্মুম করা জায়েয হবে না। নাপাক ব্যক্তির যদি আশঙ্কা হয় যে, গোসল করলে ঠাণ্ডায় প্রাণহানি ঘটবে অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে, তখন তাইয়াম্মুম করা জায়েয হবে। এই

www.nagorikpathagar.org

হুকুম যখন শহরের বাইরে থাকবে। শহরের মধ্যে থাকলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এই হুকুম। কিন্তু হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে এর ব্যতিক্রম হবে। উক্ত অবস্থায় যদি তার নিকট হাম্মামে গোসলের তাওফিক না থাকে, তবে তাইয়াম্মুম করা জায়েয আছে। আর তাওফিক থাকলে সকলের সম্মিলিত মতে নাজায়েয। ঐরূপ হুকুমই যদি পানি গরম করার শক্তি না থাকে। কিন্তু যদি পানি গরম করার শক্তি থাকে, তবে তাইয়াম্মুম নাজায়েয। অজুহীন ব্যক্তি ভয় করে যে, অজু করলে ঠাণ্ডায় মরে যাবে অথবা কঠিন অসুখ হবে, তবে তাইয়াম্মুম করবে। যদি রোগী পানি পায় কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, পানি ব্যবহার করলে রোগ বেশি হবে, অথবা রোগমুক্ত হতে দেরি হবে, তবে তাইয়াম্মুম করবে। যদি রোগী এমন হয় যে, সে নিজে অজু করতে পারে না এবং অন্য কাকেও সাহায্যকারী হিসাবেও পাচ্ছে না, তখন তাইয়াম্মুম করতে পারবে। যদি কোন খাদেম পায় বা মজদুর মিলে এবং মজুরী দিবার শক্তিও থাকে, অথবা কোন সাহায্যকারী পায়, তবে তাইয়াম্মুম করবে না। কেননা সে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম। রোগ বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা আলামত দ্বারা বুঝতে হবে। অথবা অভিজ্ঞতা অথবা বেশীর ভাগ ধারণা দ্বারা, অথবা কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা বুঝে নিতে হবে। যদি বসন্ত হয়, অথবা জখম হয়, তবে অধিকাংশ অংশের অবস্থা ধরে বিচার করবে। রোগী নাপাক হলে অধিকাংশ শরীরের অবস্থা বুঝে নিতে হবে। আর যদি রোগী অজুহীন হয় তবে অধিকাংশ অজুর অঙ্গ ধুইতে হবে। যদি শরীরের বেশির ভাগ অংশ ভাল থাকে ও কম অংশে জখম থাকে তবে ভাল অংশ ধুয়ে ফেলবে এবং জখমের অংশ সম্ভব হলে মোসেহ করবে। আর মোসেহ করা না গেলে পট্টির উপর দিয়ে মোসেহ করবে। ধৌত এবং মোসেহ একত্র করবে না, যদি অর্ধেক শরীর ভাল তাকে এবং অর্ধেকে জখম থাকে, তখন ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শুদ্ধ মতে তাইয়াম্মুম করবে, পানি ব্যবহার করবে না।

পথিক ব্যক্তি কূপের নিকট গিয়ে যদি দেখে যে, তার নিকটে বালতি নাই, অথবা বালতি আছে, রশি নাই। এমতাবস্থায় তাইয়াম্মুম জায়েয আছে। ফোকাহাগণ বলেছেন যে, যদি তার নিকট এমন কাপড়ও না থাকে, যা দ্বারা কূপ হতে পানি উঠতে পারে, তবে তাইয়াম্মুম করতে পারবে। যদি ঐরূপ কোন কাপড় থাকে, তবে তাইয়াম্মুম করবে না। আর যদি কাহারও নিজের বালতি তার বন্ধুর কাছে এবং সে বলে যে, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পানি উঠাইয়া তোমাকে বালতি দিতেছি। এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা মুস্তাহাব, আর যদি অপেক্ষা না করে তাইয়াম্মুম করে ফেলে, তবে এটা জায়েয হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি খালের উপরের পানি জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং তার নীচে পানি থাকে এবং নিজের নিকট জমাট বাঁধা বরফ কাটিবার হাতিয়ারও থাকে, তবে তাইয়াম্মুম করবে না এবং কেউ কেউ বলেন যে, তাইয়াম্মুম করবে। আর যদি তার নিকট বরফ গলানো যন্ত্র মৌজুদ থাকে, তবে তাইয়াম্মুম করবে না।

যদি কোন ব্যক্তি দারুল হরবে বন্দী হয় এবং কাফিরগণ তাকে অজু করতে ও নামায পড়তে বাধা দেয়, তবে তাইয়াম্মুম করে ইশারায় নামায পড়বে। তারপর মুক্তি পাবার পরে পুনরায় অজু করে ঐ নামায আদায় করবে। আর এই হুকুম ঐ ব্যক্তির উপরও প্রযোজ্য-যাকে কেউ বলে যে, যদি অজু কর ও নামায পড়, তবে তোমাকে আমি হত্যা করব অথবা বন্দী করে রাখব। তবে এই ব্যক্তিও তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে। পরে সুযোগ মত আবার অজু করতঃ নামায দোহরিয়ে নিবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। জেলখানায় বন্দী ব্যক্তি তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে। অতঃপর সুযোগ মত আবার অজু করে আদায় করে নিবে। এর কারণ হল, ওজর ও অধীনতা মানুষের কাজের দ্বারা সৃষ্টি হয়, কিন্তু মানুষের কার্য দ্বারা কখনও আল্লাহর হক বাতিল হতে পারে না। 'আর যদি সফর অবস্থায় বন্দী হয়, তবে তাইয়াম্মুম করতঃ নামায আদায় করবে। পুনরায় এটা দোহরাতে হবে না। এর কারণ হল, এখানে মূল

www.nagorikpathagar.org

ওজরের সাথে সফরের ওজরও যুক্ত হয়েছে। আর সফরে প্রায়শঃ পানির অভাব ঘটে থাকে। অতএব এখানে সবদিক দিয়েই পানির অভাব প্রমাণিত। মূলকথা হল পানি ব্যবহার করতে গিয়ে যদি কোনরূপ জান ও মালের ক্ষতির কারণ না ঘটে তবে পানি ব্যবহার দ্বারা অজু গোসল করা ওয়াজিব। যদি পানি ক্রয় করার প্রয়োজন হয় এবং এর মূল্য স্বাভাবিক মূল্যাপেক্ষা বেশি হয়, তবে তাও ক্ষতির মধ্যে শামিল বলে ধরা হবে। এমতাবস্থায় অজু করা আবশ্যক নয়। অবশ্যই পানি স্বাভাবিক আওতায় থাকলে অজু করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ভাগ
তাইয়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ

যে সকল কারণে অজু ভেঙ্গে যায় ঐ সকল কারণে তাইয়াম্মুমও ভেঙ্গে যায়। এটা হেদায়া কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এটা ছাড়া, যদি পূর্ণভাবে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এবং পানি আবশ্যকের চেয়ে বেশি হয়, তবে তাইয়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি জানাবাতের গোসল করে এবং শরীরের কিয়দংশ শুকনা থাকে অথবা পানি শেষ হয়ে যায়, তবে তার জানাবাত বাকি থাকে যায়। এর জন্য তাইয়াম্মুম করে নিবে। তারপর যদি অজু ভেঙ্গে যায়, তবে অজুর জন্য তাইয়াম্মুম করে নিবে। তারপর যদি ঐ পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, যা দিয়ে উভয় কাজই সারা যায়, তবে গোসল এবং অজুর কাজ সেরে নিবে। আর যদি উভয় কাজের কোন একটি সমাধা করা যায়, তবে সেই কাজই সারবে, অন্য কাজের জন্য তাইয়াম্মুম করবে। যদি অবস্থা এমন হয় যে দুটির কোন একটিই পূর্ণবাবে আদায় করা যায় না, তবে তা হতে যেটা করা যায়, সেটাই আদায় করবে। যেমন ইচ্ছা হলে অজু করবে বা গোসলে যে অংশ শুকনা ছিল, তা ধুয়ে নিবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে অজুর জন্য দ্বিতীয়বার অজু করে নিবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে দ্বিতীয়বার তাইয়াম্মুম করবে না। যদি ঐ পানি দিয়ে অজু করে নেয়, তবে জায়েয আছে কিন্তু সকলের সম্মিলিত মতানুসারে জানাবাতের জন্য দ্বিতীয়বার তাইয়াম্মুম করে নিবে।

যদি ঐ পানি পাবার আগে অজু ভঙ্গের কারণে তাইয়াম্মুম না করে থাকে এবং শুকনা অংশ ধুইবার পূর্বে অজুর জন্য তাইয়াম্মুম না করে থাকে, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে না। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। ঐ পানি যখন উভয় কাজের কোনটির জন্য যথেষ্ট নয়, তখন উভয়টির তাইয়াম্মুম বাকি থাকবে। জুনুব ব্যক্তির শরীরের যে অংশ শুকনা ছিল এবং এর তাইয়াম্মুম করার পূর্বে অজু ভঙ্গ হয়ে গেল, এখন উভয়ই কাজের জন্য নিয়ত করে এক তাইয়াম্মুম করলে যথেষ্ট হবে। যদি গোসল করায় পিঠের কোন অংশ বাকি থেকে যায় এবং অজু করতে কোন অংশ ধুইতে ভুলে যায় এবং পানি এমন পরিমাণ আছে যে, দুই কাজের একটি সম্পন্ন করা যায়, তবে যে কাজের জন্য ইচ্ছা করবে, ধুইতে পারবে, কিন্তু অজুর অংশ ধোয়া উত্তম।

পথিক যদি অজুহীন অবস্থায় থাকে এবং কাপড় নাপাক থাকে এবং তার নিকট এই পরিমাণ পানি আছে, যা দিয়ে একটি কাজ সারা যায়, তবে ঐ পানি দিয়ে কাপড় পাক করবে। এবং অজুর জন্য তাইয়াম্মুম করবে। যদি প্রথম তাইয়াম্মুম করে এবং পরে কাপড় পাক করে, তবে তাইয়াম্মুম আবার করতে হবে। কেননা যখন সে তাইয়াম্মুম করেছিল, তখন তার নিকট অজুর পরিমাণ পানি ব্যবহার করার শক্তি ছিল, যদি পানি দিয়ে অজু করে থাকে ও নাপাক কাপড় দিয়ে নামায পড়ে থাকে, তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে যে, সে এই কাজের জন্য গুনাহগার হবে।

www.nagorikpathagar.org

যে রোগের কারণে তাইয়াম্মুম জায়েয ছিল, সেই রোগ দূর হয়ে গেলে তাইয়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। মুসাফির পানি না পাওয়ার কারণে তাইয়াম্মুম করেছে। ঐ অবস্থায় সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় তাইয়াম্মুম তার জন্য মোবাহ হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় সে মুকীম হলে ঐ তাইয়াম্মুম দিয়ে নামায পড়া তার জন্য জায়েয হবে না। কারণ তাইয়াম্মুম জায়েয হওয়ার কারণ আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য একটির কারণ অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। প্রথম কারণ এখন সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গিয়েছে।

যদি কেউ পানির উপর দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় চলে যায়, তবে শুদ্ধতর মতে সকল ইমামের মতে তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। এটা যাহেদী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যদি কোন যানবাহন যোগে পানির উপর দিয়ে যায় কিন্তু হিংস্র জন্তু বা শত্রুর কারণে নামতে পারেনি। এমতাবস্থায় তাইয়াম্মুম ভাঙ্গবে না। এভাবে যদি কেউ কূপের নিকট যায় কিন্তু সাথে বালতী রশি নাই, অথবা পিপাসার ভয় থাকে, তবে তাইয়াম্মুম ভাঙ্গবে না। তাইয়াম্মুম করা অবস্থায় পানির উপর দিয়ে গেল কিন্তু তার তাইয়াম্মুমের কথা মনে নেই, তবে তার তাইয়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

বহু লোকই তাইয়াম্মুম করা অবস্থায় আছে। কেউ সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, এই পানি নিয়ে তোমাদের যে কোন একজনে অজু করে নাও। আর ঐ পানি মাত্র একজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে এদের সকলেরই তাইয়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। আর যদি বলে যে, এই পানি তোমাদের সকলের। আর যদি সেই পানি সকলেই হস্তগত করে নেয়, তবে কারও তাইয়াম্মুম ভাঙ্গবে না, যদি সকলে একজনকে ঐ পানি দিয়ে অজু করতে দেয়, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে তার তাইয়াম্মুম ভাঙ্গবে না। কিন্তু শুদ্ধ মত হল এই যে, সকল ইমামের মতেই তাইয়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন পথিক মাঠে-প্রান্তরে, মটকিতে বা অন্য কিছুতে রক্ষিত অবস্থায় পানি দেখে, তবে তার তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হবে না এবং তার জন্য ঐ পানি দিয়ে অজু করাও জায়েয হবে না। কিন্তু পানির পরিমাণ যদি অনেক হয় এবং বুঝা যায় যে, এটা অজু এবং পান করা উভয়ের জন্যই রক্ষিত আছে, তবে অজু করা জায়েয হবে। এটা কাজীখান কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যদি কোন মুসাফির তাইয়াম্মুম করার পর এই পরিমাণ পানি পায় যা দিয়ে অজুর অঙ্গগুলি একবার করে ধোয়া যায়, যা ফরজ তবে অজু করবে। যদি সুন্নাত মোতাবেক ধৌত করা না যায়, তবুও তাইয়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। এটা খোলাছাহ কিতাবের রায়। যদি কোন ব্যক্তি তাইয়াম্মুম করার পর মোরতাদ হয়ে যায়, তবে তাইয়াম্মুম ভাঙ্গবে না। এমনকি যদি পুনরায় মুসলমান হয়ে সেই তাইয়াম্মুম দিয়ে নামায আদায় করে, তবে আমাদের মাযহাবে জায়েয হবে। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

তৃতীয় ভাগ
তাইয়াম্মুমের অন্যান্য মাসায়িল

তাইয়াম্মুমে সুন্নাত সাতটি । যথাঃ মাটিতে হাত মেরে আগে-পিছে টানা। তারপর উভয় হাত একটু ঝেড়ে ফেলা। প্রথম বিসমিল্লাহ পাঠ করা। তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এক কাজ করার পর অন্য কাজ শুরু করার আগে থেমে না থাকা। তাইয়াম্মুম করার নিয়ম হল, উভয় হাত মাটিতে মেরে আগে ও পিছে একটু টেনে নিবে। তারপর হাত উঠিয়ে এমনভাবে ঝাড়বে যেন ধূলা পড়ে যায়। পরে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল এমনভাবে মোসেহ করবে যেন এর কোন অংশ বাকি না থাকে। তারপর দ্বিতীয়বার হাত মাটিতে মারবে এবং উভয় বাহু কনুই পর্যন্ত মোসেহ করবে। আমাদের মাশয়েখে কিরামগণ বলিয়াছেন যে, বাম হাতের চার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে ডান হাতের নীচের দিক কনুই পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

মোসেহ করবে। তারপর বাম হাতের তালুর দ্বারা ডান হাতের উপরের অংশ কব্জি পর্যন্ত মোসেহ করবে। বাম হাতের আঙ্গুলের ভিতরের পার্শ্ব ডান হাতের আঙ্গুলের উপরের পার্শ্ব স্পর্শ করবে। তারপর বাম হাতের মোসেহ (ডান হাত দ্বারা) ঐরূপেই করবে।

যদি নামাযের ওয়াক্ত আসার পূর্বে তাইয়াম্মুম করে নেয়, তবে আমাদের মতে জায়েয আছে। একবার তাইয়াম্মুম করে যত পরিমাণ ইচ্ছা ফরজ (ওয়াজিব, সুন্নত) ও নফল নামায পড়তে পারবে। যে ব্যক্তির ধারণা হয় যে, শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়া যাবে এবং পানির স্থানের দূরত্ব ঐস্থান হতে এক মাইল হয়, তবে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। যদি পাবার আশা না থাকে, তবে অপেক্ষা করবে না। মুস্তাহাব ওয়াক্তে তাইয়াম্মুম করে নামায আদায় করবে।

সফরে একজন নাপাক, একজন হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক, যে সদ্য হায়েজ হতে পাক হয়েছে এবং সেখানে একটি মৃত-দেহ আছে। কিন্তু পানি আছে এই পরিমাণ যে, একজনের কাজ সমাধা করা যায়। অতএব তাদের মধ্যে কেউ যদি ঐ পানির মালিক হয়ে থাকে, তবে সে তার কাজেই ঐ পানি খরচ করবে। যদি সকলেই ঐ পানির মালিক হয়ে থাকে, তবে কেউ ঐ পানি খরচ করবে না। সকলেরই তাইয়াম্মুম করা জায়েয হবে। আর যদি ঐ পানি মোবাহ থাকে, তবে জুনুব ব্যক্তির খরচ করা উত্তম। এইভাবে যদি হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের পরিবর্তে কোন অজুহীন ব্যক্তি থাকে, তবে ঐ পানি নাপাক ব্যক্তিই খরচ করবে। এটা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে ঐরূপ পানি হয়, তবে এটা পিতাই খরচের জন্য উত্তম। যদি নাপাক ব্যক্তির সাথে এই পরিমাণ পানি থাকে, যা দিয়ে অজু করা যায়, তবে তাইয়াম্মুম করবে। অজু করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু জানাবাতের সাথে এমন কারণ (হদছ) হয়েছে, যা অজুর কারণ হয়েছে। যদি অজুহীনের কাছে এমন পরিমাণ পানি থাকে, যা দ্বারা অজু পূর্ণ হয় না, শুধু কোন কোন অঙ্গ ধোয়া যায়, তখন সে তাইয়াম্মুম করবে, অঙ্গ ধুইবে না। একব্যক্তি তাইয়াম্মুম করল, অথচ তার সাথে পানি ছিল, কিন্তু তার জানা ছিল না অথবা ভুলে গিয়েছিল এবং এই তাইয়াম্মুম দ্বারা নামায পড়ল। এমতাবস্থায় হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) অন্যমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন যে, পানি সে নিজে রাখিয়াছিল অথবা তার হুকুমে অন্যে রেখেছিল অথবা বিনা হুকুমে রেখেছিল, কিন্তু তার জানা ছিল, যদি তার জানা থাকে, তবে তাইয়াম্মুম দ্বারা আদায়কৃত নামায পুনঃ পড়তে হবে। আর যদি জানা না থাকে, তবে ইমামদের সম্মিলিত মতে নামায পুনঃ পড়তে হবে না। আর ওয়াক্তের মধ্যে স্মরণ আসা এবং ওয়াক্তের পর স্মরণ আসা একই কথা। অর্থাৎ উভয় অবস্থার হুকুম একই। এটা হেদায়া কিতাবে লিখিত আছে।

যদি নিজের তাঁবু এমন কূপের নিকট স্থাপন করা হয়, যার মুখ আবৃত অথচ এতে পানি আছে কি নাই, তা জানা নাই, অথবা সে খালের কিনারে ছিল, কিন্তু তার জানা নাই, এমতাবস্থায় সে তাইয়াম্মুম করে নিল। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ)-এর মতে এটা জায়েয আছে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। যখন সন্দেহ হয়, অথবা ধারণ হয় যে, পানি আছে এবং তাইয়াম্মুম করে নামায আদায় করে এবং তারপরে পানি পায়, তখন সকলের মতে নামায দোহরাতে হবে। যদি তার পিঠের উপর পাত্রে পানি থাকে অথবা তার গলায় পানি ঝুলতে থাকে, অথবা তার সম্মুখে পানি আছে, কিন্তু সে ভুলে গিয়ে তাইয়াম্মুম করে, তবে ইমামদের সম্মিলিত মতে এটা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি পালানের মধ্যে পানি ঝুলতে থাকে, আর যে এর উপর সওয়ার থাকে অথবা পানি আসবাবপত্রের পিছনে ছিল, সে এটা ভুলে গিয়ে তাইয়াম্মুম করে নিল, এটা জায়েয হবে। যদি পানি পালানের সম্মুখে থাকে, তবে জায়েয হবে না। যদি চালক হয় এবং পানি যদি আসবাবপত্রের পিছনে

www.nagorikpathagar.org

থাকে, তবে জায়েয হবে না। সম্মুখে থাকলে জায়েয হবে। আর যদি চালক সম্মুখে বসে চালায় তবে পানি সম্মুখে পিছনে যেখানে থাকুক জায়েয হবে।

যদি রোগী অজু বা তাইয়াম্মুম করতে সক্ষম না হয় এবং তার নিকট অজু বা তাইয়াম্মুম করিয়ে দেওয়ার লোক না থাকে, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ঐ ব্যক্তি নামায পড়বে না। শায়েখ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফজল বলেন যে, আমি সুরুখসীর জামে' ছগীরে দেখেছি, যে ব্যক্তির হাত-পা উভয় কর্তিত এবং মুখের উপরও জখম, সে পবিত্রতা ছাড়াই নামায আদায় করবে। তাইয়াম্মুম করবে না। পরে আর তাকে নামায দোহরাইতে হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। কয়েদি ব্যক্তি পানি বা পাক মাটি না পেলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায পড়বে না। এটা যখন মাটি বা দেওয়াল খুঁড়ার হাতিয়ার না থাকবে। যদি থাকে, তবে পাক মাটি খুঁড়ে বের করে তাইয়াম্মুম করবে। কেউ অজু করামাত্র প্রস্রাব বের হলে (রোগবিশেষ) ও অজু না করলে, ঐরূপ না হলে তার জন্য তাইয়াম্মুম করা জায়েয। যদি কোন ব্যক্তি দূর প্রান্তরে অবস্থানকালে সাথে রাং দিয়ে মুখবন্ধপাত্র ভর্তি জমজমের পানি থাকে, তবে তার জন্য তাইয়াম্মুম জায়েয হবে না।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মোজার উপর মোসেহের মাসয়ালা

মোজার উপর মোসেহ করা শরীয়তের একটি সুযোগ বিশেষ। এটা জায়েয মনে করে আমল করা উত্তম।

প্রথম ভাগ
মোজার উপর মোসেহ করা

মোজা এমন হওয়া চাই, যেন এটা পরিধান করে সফর করা যায়, অবিরত চলা যায় এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা থাকে। গোড়ালির উপর ঢাকা আবশ্যক নয়। এমন মোজা যদি পরিধান করে, যা ছাক পর্যন্ত ঢাকে না, কিন্তু গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে থাকে, তবে ঐ মোজার উপর মোসেহ করা জায়েয। মোজা চামড়ার তৈরী হওয়া প্রয়োজন। এটার উপর ও নীচে চামড়া লাগানো থাকা দরকার। যদি গোড়ালি পর্যন্ত মোজা পরে এবং এর মধ্য হতে গোড়ালি বা পা দুই এক আঙ্গুল পরিমাণ দেখা যায়, তবে তার উপর মোসেহ করা জায়েয আছে। যদি মোজার উপর জারমুক পরে, যা শন, পাট অথবা সূতা দ্বারা তৈরী হয়, তবে এর উপর মোসেহ করা জায়েয, জারমুক যদি কাঁচা চামড়ার হয়, তবে এর উপর মোসেহ করা জায়েয আছে। যদি অজু ভঙ্গের পর মোজার উপর মোসেহ করার আগে অথবা মোজার উপর মোসেহ করার পর জারমুক পরে থাকে, তবে এর উপর মোসেহ করা নাজায়েয। যদি অজু ভঙ্গের আগে পরে থাকে, তবে এর উপর মোসেহ করা আমাদের ইমামদের মতে জায়েয। উভয় পায়ে মোজা পরে শুধু এক মোজার উপর জারমুক পরলেও তা জায়েয। যে মোজার উপর জারমুক পরেনি, এর উপর মাসেহ করবে এবং জারমুকের উপর মোসেহ করবে। মোজার উপর অন্য মোজা পরলে জারমুকের মতো হবে। দুই ভাঁজবিশিষ্ট মোজা পড়লে এর উপর মোসেহ করতে হবে।

মোসেহ করার নিয়ম

মোসেহ করার নিয়ম হল, প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুল ডান মোজার সম্মুখ ভাগের উপর এবং বাম হাতের আঙ্গুল বাম মোজার সম্মুখ ভাগের উপর রাখবে এবং আঙ্গুল খোলা অবস্থায় পিন্ডলির দিকে গোড়ালি পর্যন্ত টেনে আনবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। এটাই সুন্নাত। যদি গোড়ালির দিক হতে আঙ্গুলের দিকে টানা হয়, অথবা উভয় মোজার চওড়ার দিকে মোসেহ করা হয়, তবে জায়েয আছে। হাতের তালু অথবা শুধু আঙ্গুল রেখে টানলে ভাল। তবে হাত দিয়ে মোসেহ করাই উত্তম। হাতের তালুর উপরের দিক দিয়ে মোসেহ করা জায়েয। ভিতরের দিক দিয়ে মোসেহ করা মুস্তাহাব। মোসেহের মধ্যে রেখা প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক নয়। যাহেদী এবং শরহে তাহাবীর মধ্যে এটা বর্ণিত হয়েছে। ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, একবারের অধিক মোসেহ করা সুন্নাত হয়। ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে যে, মোজা মোসেহ করার জন্য নিয়ত করার প্রয়োজন নেই।

যদি অজু করে এবং মোজা মোসেহ করে এটা শিক্ষার নিয়তে করলেও জায়েয আছে। মোজা মোসেহের শর্ত হল, মোসেহকারী পূর্ণ পবিত্রাবস্থায় থাকাকালে মোজা পরবে। তারপর অজু ভঙ্গের কারণ হতে হবে। যদি উভয় পা ধোয়ার পর মোজা পরে নেয় এবং পূর্ণ পবিত্রতা লাভ না করতেই অজু ভঙ্গের কারণ ঘটে, তবে মোজার উপর মোসেহ করা নাজায়েয। অজু ভঙ্গ অবস্থায় মোজা পরল এবং পানির মধ্যে পা প্রবেশ করাল ও তার উভয় পা ভিজে গেল, এর পর অন্য আঙ্গুল ধৌত করে নিল, তারপর অজু ভঙ্গ হল। এমতাবস্থায় মোজার উপর মোসেহ করা জায়েয আছে। গাধার

www.nagorikpathagar.org

ঝুটা পানি দিয়ে অজু করে আবার তাইয়াম্মুমও করে তারপর মোজা পরার পর অজু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় পুনঃ ঐ গাধার ঝুটা পানি দিয়ে অজু করলে ও তাইয়াম্মুম করলে তদবস্থায় মোজার উপর মোসেহ করতে হবে। গাধার ঝুটা পানির বদলে খোরমার পানি হলে এবং বাকি অবস্থা উপরোক্ত রূপ হলে মোজার উপর মোসেহ করবে না। যে ব্যক্তির মোজা পরার পর অথবা আগে জানাবাতের গোসল ফরজ হয়, তার জন্য মোজার উপর মোসেহ করা জায়েয হবে না। কিন্তু যখন জানাবাতের জন্য তাইয়াম্মুম এবং অজু ভঙ্গের জন্য অজু করে নেয় ও উভয় পা ধুয়ে মোজা পরে নেয়, তখন জায়েয হবে। তারপর মোসেহের সময়সীমা পর্যন্ত অজু করবে এবং মোসেহ জায়েয হবে। পরে পানি পাওয়া গেলে এবং জানাবাত ফিরে আসলে তখন নাপাকী হওয়ার হুকুম হবে।

কোন নাপাক ব্যক্তি গোসল করলে ও শরীরের কোন অংশ শুকনা থেকে গেলে তারপর মোজা পরে নিয়ে পরে ঐ অংশ ধুয়ে নিল। এমতাবস্থায় অজু ভাঙ্গলে তখন মোসেহ করা জায়েয হবে। অজুর অঙ্গসমূহ হতে কোন অঙ্গে পানি না যাওয়ার কারণে ধুতে বাকি থেকে গেলে সে তা ধুয়ার পূর্বে অজু ভেঙ্গে গেলে তখন মোসেহ করা নাজায়েয হবে। মোসেহ করার ক্ষেত্রে মোসেহের সময়সীমার মধ্যে মোসেহ করার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। মুকীমের মোসেহের সময়সীমা একদিন একরাত। মুসাফিরের তিনদিন এবং এর রাতসমূহ। সফর চাই নেক উদ্দেশ্যে বা বদ উদ্দেশ্যে হোক–হুকুমে কোন তারতম্য হবে না। মোজা পরার পর যখন অজু ভঙ্গ হবে, সেই সময় হতে মোসেহের হিসাব করতে হবে। কেউ ফজরের সময় অজু করে মোজা পরে থাকলে এবং আছরের সময় তার অজু ভেঙ্গে গেলে তারপর সে অজু করল এবং মোজার উপর সে মোসেহ করল।

দ্বিতীয় দিন ঐ সময় পর্যন্ত মোসেহের নির্ধারিত সময় বাকি থাকবে, যে সময় প্রথম দিন অজু ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর মুসাফির হলে চতুর্থ দিন ঐ সময় পর্যন্ত মোসেহের সময় বাকি থাকবে। মুকীম ব্যক্তি সময়সীমার মধ্যে সফর আরম্ভ করলে সফরের সময়সীমা পূর্ণ করবে। মাজুরের অজুর সময় ওজর না থকলে এবং মোজা পরে নিলে তার নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত মোসেহ করা জায়েয আছে। যদি অজু করার সময়ে ওজর দেখা দেয়, তবে ওয়াক্তের ভিতরে মোসেহ করা জায়েয আছে। ওয়াক্তের বাইরে নাজায়েয। মোজা মোসেহ করার বিশেষ শর্ত হল, মোজা বেশি পরিমাণ ফাটা-ফুটা বা ছেঁড়া না হওয়া। বেশি ফাটা বা ছেঁড়ার সীমা হল পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান পূর্ণভাবে বের হয়ে গেলে চাই লম্বাভাবে, চওড়াভাবে অথবা উপরে বা নীচে যেভাবেই হোক মোসেহ জায়েয হবে না। যদি ছেঁড়া মোজা চাকে পরিহিত থাকে, তবে মোসেহ করা নিষেধ নয়। তিন আঙ্গুলের পরিমাণ ঐ স্থান ধরতে হবে, যেখানে আঙ্গুল ব্যতীত অন্য জায়গায় ছেঁড়া থাকে, যদি আঙ্গুল-ই বের হয়ে যায়, তবু তিন আঙ্গুল খুললেই হবে, তা যে কোন আঙ্গুল হোক না কেন। যদি আঙ্গুটি এবং এর সমান আঙ্গুল বের হয়ে যায় এবং পরিমাণে ছোট আঙ্গুরি তিন আঙ্গুলের সমান হয়, তবে মোসেহ করা জায়েয হবে। যদি আঙ্গুটি ও এর সাথের দুটি আঙ্গুল বের হয়ে যায়, তবে মোসেহ করা নাজায়েয হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহিলারদের খাছ রক্তের মাসায়েল

মহিলাদের খাছ রক্ত তিন প্রকার। যথাঃ হায়েজ, নেফাস এবং ইস্তেহাজা। এই খাছ রক্তের মাসয়ালা চার ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগ

ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে যে, হায়েজ ঐ রক্তকে বলে, যা সন্তান প্রসব ছাড়া মহিলাদের রেহেম হতে বের হয়। মলদ্বার দিয়ে বের হলে তা হায়েজ নয়। হায়েজ বন্ধ হওয়ার পরেই গোসল করা মুস্তাহাব। রক্ত হায়েজে পরিণত

www.nagorikpathagar.org

হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত বিদ্যমান। যেমন তার সময় হওয়া। তা অনূন্য নয় বৎসর হতে আরম্ভ করে নৈরাশ্যজনক বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তা বেদায়া কিতাবের বিবরণ। নৈরাশ্যজনক বয়স পঞ্চান্ন হতে শুরু হয়। এটাই সকল ইমামের বিশুদ্ধ অভিমত। এর পর যদি কোন প্রকার রক্ত প্রকাশ পায়, তবে তা হায়েজরূপে বিবেচিত হবে না। শরহে মাজমাআ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, রক্ত প্রবল হলে এটা হায়েজ বলে ধরতে হবে।

হায়েজ প্রকাশ হওয়ার জন্য রক্ত যোনির বাইরের অংশ পর্যন্ত বের হওয়া আবশ্যক–যদিও কাপড়ের ভাঁজের উপর পড়ে যায়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত যোনির বাইরের অংশে রক্ত এসে না পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা হায়েজ বলে ধরা যাবে না।

একজন স্ত্রীলোক পাক ছিল, সে কাপড়ের ভাঁজে রক্ত বা রক্তের নমুনা দেখল, তবে যে সময়ে কাপড়ের ভাঁজ উঠিয়ে দেখেছে, সেই সময় হতে হায়েজের হুকুম হবে। আর যে স্ত্রীলোকের হায়েজের রক্ত আসার অবস্থা ছিল, সে কাপড়ের ভাঁজ উঠিয়ে রক্তের চিহ্ন দেখল না, তবে সেই সময় হতে তার রক্ত বন্ধ হওয়ার হুকুম হবে। হায়েজের রক্ত প্রবাহিত হওয়া কোন শর্ত নয়।

হায়েযের রক্তের রং

হায়েজের রক্ত ছয়টি রংয়ের যে কোন একটি রং বিশিষ্ট হতে হবে। যেমন–লাল, কাল, নীল, হলুদ, সবুজ এবং মেটে। যদি কাপড় ভিজা থাকা পর্যন্ত রং খাঁটি সাদা এবং শুকিয়ে গেলে রং হলুদ হয়ে যায় তখন এর হুকুম সাদা রংয়ের হবে। আর যদি ভিজা থাকা পর্যন্ত রং লাল বা হলুদ দেখে, কিন্তু শুকিয়ে যাওয়ার পর এটা সাদা হয়ে যায়, তবে প্রথমে যে রং দেখেছিল, সেই রংয়ের হুকুম হবে। রংয়ের পরিবর্তন হওয়া এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। হায়েজের সময়-সীমা হওয়া আবশ্যক। জাহের বর্ণনানুযায়ী হায়েজের কম সময় তিনদিন এবং তিনরাত্রি। আর উর্ধ্ব মিয়াদ হল দশদিন ও দশরাত্রি।

হায়েজের জন্য আর একটি শর্ত হল, হায়েজের পূর্বে পবিত্রতার পরিপূর্ণ সময় শেষ হওয়া এবং গর্ভস্থিত সন্তান হতে খালি থাকা আবশ্যক। দুবার রক্তস্রাবের মধ্যে যদি পরিপূর্ণ পবিত্রতার সময় থাকে এবং হায়েজের সকল রক্ত ঐ সময়ে মধ্যে প্রবাহিত হয়, তবে তা হায়েজ বলে বিবেচিত হবে। যদি এক রক্ত হায়েজের সময় হতে বের হয়ে যায়, যেমন একদিন রক্ত দেখল এবং নয়দিন পবিত্র থাকল, পরে একদিন রক্ত দেখল, তবে এটা হায়েজ বলে ধরা যাবে না। কেননা শেষের রক্ত হায়েজের সময়ের ভিতরে নয়। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী হায়েজের আরম্ভ পবিত্রতার শেষে হয় না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে দুই হায়েজের মধ্যে পবিত্রতা এসে যায়, তবে তা পনের দিনের কম হলে হায়েজ বলে ধরা যাবে না। অধিকাংশ পরবর্তী যুগের ওলামা এই মত গ্রহণ করেছেন। কেননা ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী এবং ফতোয়া দানকারী উভয়ের পক্ষে জওয়াব দেওয়া সহজ। হেদায়া কিতাবেও এটা বর্ণিত হয়েছে। ছদরে শহীদ হেশামুদ্দীন (রহঃ)-এর রায় এর উপর ঠিক করে দিয়েছেন। এই রায় অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হয়। যদি ঐ রক্ত দশদিনের বেশি না হয় তবে ঐ পবিত্র দিনগুলি এবং রক্তের দিনগুলি সবই হায়েজ বলে ধরতে হবে। যে স্ত্রীলোক সর্বপ্রথম ঋতুবতী হয়েছে, অথবা তার অভ্যাস নির্দিষ্ট আছে, উভয় অবস্থায় একই হুকুম হবে। যদি দশদিনের বেশি হয়, তবে যদি স্ত্রীলোকটির প্রথমবার হায়েজ হয়ে থাকে, তবে দশদিন তার হায়েজ ধরতে হবে। আর যদি অভ্যস্ত থাকে, তবে তার হায়েজের সময় পবিত্র বুঝতে হবে। হায়েজের আরম্ভ পবিত্রতা দিয়ে ধরা জায়েয আছে। যদি এর আগে বা পরে আরম্ভ হয় এবং পবিত্রতার মধ্যে শেষ হয় তবে জায়েয আছে। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ। যদি পনের দিন অথবা এর চেয়ে বেশি পবিত্রতার সময় হয় তবে ঐ দুই হায়েজের পৃথককারী ধরে নিতে হবে। অতএব এ দুই হায়েজের প্রত্যেকটিকে অথবা একটিকে হায়েজ বুঝতে হবে–যেভাবে সম্ভব। পবিত্রতার

www.nagorikpathagar.org

সময় কমপক্ষে পনের দিন। বেশির কোন সীমা নেই। যদি অভ্যাস নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয়, যেমন যদি কোন স্ত্রীলোক এমনভাবে বালেগা হয়েছে যে, তার সবসময় রক্ত আসে, তবে প্রত্যেক মাসের দশদিন হায়েজ বুঝতে হবে এবং বাকি দিনগুলি পবিত্র বলে ধরে নিতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ
নেফাসের মাসয়ালা

সন্তান প্রসবের পরে যে রক্ত আসে তাকে নেফাস বলে অভিহিত করা হয়। যদি সন্তান প্রসবের পরে রক্ত প্রকাশ না পায়, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে গোসল করা ওয়াজিব হবে না এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সন্তানের সাথে যে নাজাসাত বের হয়, সেজন্য অজু করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতানুসারে গোসল করা ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ মাশায়েখ এই মত গ্রহণ করেছেন। যদি সন্তানের অধিকাংশ অঙ্গ বের হয়ে আসে, তবে নেফাস হবে। নতুবা নেফাস হবে না। এই হুকুম ঐ সময় হবে, যখন সন্তান মাতৃগর্ভে টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং এর অধিকাংশ বের হয়ে আসে। যদি সন্তানের আঙ্গুল, নখ, অথবা চুল ইত্যাদি সামান্য অংশ প্রকাশ পায়, তখন এটাই সন্তান বলে ধরে নিতে হবে। তা বের হলে স্ত্রীলোকটির নেফাস হবে। যদি তার সৃষ্ট শরীর হতে কিছু বের না হয়, হবে নেফাস হবে না, বরং যা কিছু রক্ত দেখা যায়, তা হায়েজ অথবা এস্তেহাজা হবে। সন্তান বের হবার আগে ও পরে রক্ত আসলে এবং সন্তানের কিছু অংশ প্রকাশ পেলে আগে আসা রক্ত হায়েজ হবে না; বরং পরে আসা রক্ত নেফাস হবে। সন্তানের কোন অংশ প্রকাশ না পেলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে যে রক্ত আসে, হায়েজ হতে পারলে হায়েজ হবে। বাচ্চা নাভির দিক দিয়ে ভূমিষ্ঠ হল–এভাবে যে, পেটে জখম ছিল, তা ফেটে গিয়েছে এবং এদিক দিয়ে সন্তান বের হয়ে এসেছে, তবে ঐ হুকুম হবে, যে হুকুম জখম হতে রক্ত বের হয়ে আসলে হয়ে থাকে, তাকে নেফাস ভাবতে হবে না। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

নাভির দিক দিয়ে সন্তান বের হওয়ার পর স্ত্রীঅঙ্গের দিক দিয়েও রক্ত আসলে তা নেফাস হবে। যদি যমজ সন্তান হয়, তবে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখন হতে নেফাস ধরতে হবে। দুই যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার শর্ত হল, দুই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাঝে ছয় মাসের কম সময় থাকতে হবে। ছয় মাস অথবা তদপেক্ষা বেশি সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হলে মনে করতে হবে যে, দুই গর্বে জন্মগ্রহণ করেছে এবং দুই নেফাস হবে। যদি তিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ছয় মাসের কম সময় ছিল, এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মধ্যেও ছয় মাসের কম সময়ের দূরত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় সন্তানের মধ্যে ছয় মাসের বেশি দূরত্ব হয়, তবে শুদ্ধ মতে একই গর্ভ মনে করতে হবে। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

নেফাসের সময়সীমা

নেফসের সর্বনিম্ন সময় হল যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত আসবে, যদিও একঘন্টা মাত্র আসে। তার উপরই ফতোয়া । আমাদের মতে নেফাসের উর্ধ্ব মুদ্দত চল্লিশ দিন। যদি চল্লিশ দিনের বেশি সময় রক্ত আসে, তবে প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোকদের জন্য চল্লিশ দিনই ধরতে হবে। আর যদি অভ্যস্ত স্ত্রীলোক হয়, তবে তার নির্দিষ্ট অভ্যাসের দিন পর্যন্ত তার নেফাস হবে। চল্লিশ দিনের ভিতর দুই রক্তের মধ্যে যতদিন পাক থাকবে, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-মতে তাও নেফাসের মধ্যে বিবেচিত হবে। যদিও পনের দিন বা তার চেয়ে বেশি হয়। এর উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

নেফাসের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেলে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নেফাসের সময়সীমা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ
এস্তেহাজার মাসয়ালা

হায়েজ ও নেফাসের উর্ধ্ব মুদ্দতের পরে এবং তোহর অর্থাৎ পাকী অবস্থায় সর্বনিম্ন মুদ্দতের মধ্যে যে রক্ত দেখা যায়, তবে যার প্রথম হায়েজ শুরু হয়েছে, তার বেলায় হায়েজের উর্ধ্ব মুদ্দতের পরে দেখা রক্ত এবং যার অভ্যাস মোতাবেক নির্দিষ্ট দিনের পরে দেখা রক্ত এস্তেহাজা বলে ধরে নিতে হবে! এভাবে হায়েজের সর্বনিম্ন মুদ্দতের কম সময় যে রক্ত দেখা যায়, তা এবং অতিবৃদ্ধা ও অতি কমবয়স্কা বালিকার রক্ত এস্তেহাজা। এভাবে কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভের প্রথমাবস্থার রক্ত অথবা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় বাচ্চা বের হবার পূর্বের রক্তও এস্তেহাজা। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ।

চতুর্থ ভাগ
হায়েজ, নেফাস ও এস্তেহাজার হুকুম

হায়েজ, নেফাস ও এস্তেহাজার হুকুম ঐ সময়ই প্রযোজ্য হয়, যখন রক্ত বের হয়। আমাদের সম্মানিত ইমামগণের প্রকাশ্য মতামত এটাই। সকল মাশায়েখে কিরামই এটা গ্রহণ করেছেন। এই অনুসারেই ফতোয়া দেওয়া হয়ে থাকে, এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যে সকল হুকুম হায়েজ ও নেফাসের সাথে মিশ্রিত, তার সংখ্যা আট। যথাঃ হায়েজওয়ালী ও নেফাসওয়ালীর জন্য নামায না পড়ার হুকুম দেওয়া হয় এবং এর কাজাও করতে হয় না। প্রথম যে সময় হতে রক্ত দেখবে, সেই সময় হতে নামায পড়বে না। যে নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে রক্ত দেখা যায়, সেই ওয়াক্তের ফরজ তার জিম্মা হতে রহিত হয়ে যায়। নামায পড়ার মত উপযুক্ত সময় থাকুক কি না থাকুক। যদি শেষ ওয়াক্তে নামায শুরু করে এবং হায়েজ হয়ে যায়, তবে তার উপরে সেই নামায কাজা করা লাগবে না। কিন্তু নফল নামায হলে কাজা করতে হবে। হায়েজওয়ালীর জন্য মুস্তাহাব হল, যখন নামাযের ওয়াক্ত হবে, তখন অজু করে নিজের ঘরে নামাযের স্থানে এসে বসে যতসময় নামায পড়তে আবশ্যক হয়, ততক্ষণ ধরে সুবহানাল্লা-হি ওয়া-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। হায়েজওয়ালী সিজদাহর আয়াত শুনলে সিজদাহ করা লাগবে না। হায়েজওয়ালীর ও নেফাসওয়ালীর রোযা রাখা হারাম। কিন্তু রোযা কাজা করতে হবে। যখন কোন স্ত্রীলোক নফল রোযা আরম্ভ করে হায়েজ হল, তখন ঐ রোযা সন্দেহযুক্ত হওয়ার জন্য কাজা করবে। হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক জুনুবের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। চাই মসজিদে বসার জন্য হোক বা সেখান দিয়ে অতিক্রম করার জন্য হোক। এটা মুনিয়াতুল মুছাল্লি নামক কিতাবের বিবরণ। তাহযীব কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক মসজিদের জামাতে শরীক হতে পারবে না।

হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকদের জন্য কাবাগৃহ তাওয়াফ করা হারাম, যদিও মসজিদের বাইরে তাওয়াফ করা হয়। অনুরূপ নাপাকীর জন্যও এটা তাওয়াফ করা হারাম এবং ঐ অবস্থায় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করাও হারাম। হায়েজ-নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক এবং জুনুব কোরআন শরীফের কালাম এতটুকুও পড়বে না। চাই পূর্ণ আয়াত হোক কিংবা আয়াতাংশ হোক। শুদ্ধ বর্ণনা মতে কম ও বেশি হারাম হওয়া সম্বন্ধে একই হুকুম। যদি এক আয়াতের কম

www.nagorikpathagar.org

হয় এবং শোকরিয়া জ্ঞাপনের ইচ্ছায় আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে বা খানা খাবার সময় কিংবা অন্য কোন কাজের প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে, তবে কোন দোষ হবে না। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি এমন কোন ছোট আয়াত যা কথাবার্তা বলার সময় সাধারণভাবে এসে যায়, তবে তা মুখে উচ্চারণ করতে দোষের কিছু নেই। নাপাকী ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠের জন্য কুলি করে নিলে তাতে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েয হয় না।

নাপাকী ব্যক্তি ও হায়েজ-নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকের জন্য তাওরাত, ইঞ্জীল ও জাবুর পাঠ করা মাকরূহ। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ। যদি শিক্ষয়িত্রীদের হায়েজ এসে যায়, তবে তাদের বালক-বালিকাদেরকে একেকটি করে শব্দ শিক্ষা দেওয়া এবং দুই শব্দের মধ্যে থেমে যাওয়া। কোরআন শরীফের (শব্দের) বানান করা তার জন্য মাকরূহ নয়। জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী দোয়া কুনুত পাঠ করা তার জন্য মাকরূহ নয়। এর উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়। নাপাকী, হায়েজ, নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকদের জন্য দেয়া পাঠ করা, আযানের জওয়াব দেওয়া এবং এই জাতীয় কিছু দোয়া কাল-াম পড়া জায়েয আছে। নাপাকী ও হায়েজ-নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকদের জন্য পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা নাজায়েয। অজুহীন ব্যক্তিরও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা নাজায়েয। কিন্তু কোরআন শরীফ যদি গেলাফে থাকে, যা কোরআন শরীফ হতে পৃথক, যেমন থলে বা ব্যাগ ইত্যাদি, তবে জায়েয আছে। আর যদি এটা কোরআনের সাথে মিলানো থাকে তবে নাজায়েয। এটাই বিশুদ্ধ মত এবং এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ। বিশুদ্ধ মত এই যে, কোরআন শরীফের হাশিয়া অথবা সাদা স্থান যেখানে লিখা নেই, তাও স্পর্শ করা নাজায়েয । পবিত্র অঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করা এবং অজুর যে অঙ্গ ধৌত করা হয়েছে তা দিয়ে অজু পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্পর্শকরণে মতভেদ আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, স্পর্শ করা অবৈধ। যে কাপড় পরনে আছে, তা দিয়েও স্পর্শ করা নিষেধ। তাফসীর, ফিকাহ এবং হাদীস গ্রন্থ স্পর্শ করা নাজায়েয। তবে আস্তিন দিয়ে স্পর্শ করলে দোষ হবে না।

কোন দেরহাম অথবা কোন তখতিতে অথবা অন্য কিছুর উপর যদি কোরআন শরীফের পূর্ণ আয়াত লিখা থাকে, তবে এটা স্পর্শ করাও নাজায়েয। যদি কোরআন শরীফ ফার্সী ভাষায় লিখা থাকে, তবে এটা স্পর্শ করা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মাকরূহ। এটাই বিশুদ্ধ বর্ণনা। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতও এটা। কোরআন শরীফ ছাড়া যার মধ্যে যিকির আযকার লিখা আছে, তাও স্পর্শ করা হারাম। এই মতই সম্মানিত ইমামগণ পোষণ করেছেন। নাপাকী, হায়েজওয়ালী ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকদের জন্য কোরআন মজীদ দেখা মাকরূহ নয়। নাপাকী, হায়েজওয়ালী ও নেফাসওয়ালীদের জন্য এমন কিছু লিখা মাকরূহ যার কোন কোন জায়গায় কোরআন শরীফের আয়াত আছে-যদিও লিখক তা পাঠ না করে। নাপাক ব্যক্তি কোরআন শরীফ লিখবে না, এটা যমিনে রেখেও নয়। এটার উপর হাতও রাখবে না। এক আয়াতের কম হলেও নয়। বাচ্চাদের হাতে কোরআন শরীফ দিলে কোন দোষ হবে না। যদিও তার অজু না থাকে।

হায়েজ ও নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা হারাম। এরূপ স্ত্রীলোকের চুম্বন গ্রহণ করা পুরুষের জন্য জায়েয আছে এবং তাদের নিকট এক বিছানায় ঘুমাতে পারে এবং শরীরের সবস্থান হতে স্বাদ গ্রহণও করতে পারে। শুধু হাঁটুর উপর এবং নাভীর নীচের স্থান হতে স্বাদ গ্রহণ করা যাবে না। সহবাস করা হারাম একথা জানা সত্ত্বেও যদি সহবাস করে, তবে তাওবাহ ইস্তেগফার ছাড়া আর কোন কাফফারা নাই। এক দীনার বা অর্ধ দীনার ছদকাহ করা মুস্তাহাব।

হায়েজ বা নেফাসওয়ালীর হায়েজ বা নেফাস বন্ধ হলেই গোসল করা ওয়াজিব। যদি সময়সীমার বেশি অর্থাৎ দশদিনের সময়ের স্ত্রীলোক হয়, তবে তার সাথে গোসলের আগে সহবাস করা জায়েয আছে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি হায়েজের রক্ত দশদিনের কমে বন্ধ হয়ে যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল না করে অথবা

www.nagorikpathagar.org

তার উপর নামাযের শেষ ওয়াক্ত এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত না হয়, যে পরিমাণ সময়ে তাহরীমা বাঁধা এবং গোসল করার যথেষ্ট সময় পায়, এমতাবস্থায় তার সাথে সহবাস করা নাজায়েয। কেননা নামায ঐ সময় ওয়াজিব হয়, যে সময়ে সে নামাযের শেষ ওয়াক্ত পায়। নামাযের পূর্ণ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়া যেমন সে প্রথম ওয়াক্তে পাক হয়েছে এবং সেভাবে পূর্ণ ওযাক্ত অতিবাহিত হয়েছে, এরূপ সময় পাওয়া নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত নয়। যদি রক্ত মুদ্দতের কম সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার সাথে সহবাস করা মাকরূহ, যদিও সে গোসল করে নেয়। কেননা তার অভ্যাসের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সন্দেহের কারণে সতর্কতা হিসেবে তার জন্য রোযা রাখা ও নামায আদায় করা জরুরী।

দশদিনের কমে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে এবং পানি না পাওয়ার জন্য তাইয়াম্মুম করে নিলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তার সাথে সহবাস করা নাজায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামায আদায় করে না নেয়। তারপর পানি পেলে তার কোরআন শরীফ পাঠ করা হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু সহবাস করা হারাম হবে না। যে স্ত্রীলোকের প্রথমবারের মত হায়েজ হয়েছে এবং দশদিনের কমে সে পবিত্র হয়েছে, অথবা অভ্যস্ত স্ত্রীলোক নিজের অভ্যাসের চেয়ে কম দিনে পাক হয়েছে। তবে অজু ও গোসলের জন্য এমন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে, যাতে নামাযের ওয়াক্ত মাকরূহ না হয়ে যায়।

অভ্যস্ত স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব হওয়ার পর যদি দেখে এবং সে তার অভ্যাস ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তার রক্ত চল্লিশদিনের বেশি না হলে এবং চল্লিশদিনের মধ্যে পবিত্রতা লাভ করলে তার যে নামায চলে গিয়েছে, তা কাজা করা লাগবে না। যদি উক্ত চল্লিশদিনের বেশি হয় অথবা বেশি হয়নি, কিন্তু চল্লিশদিনের পর পবিত্র পনের দিন হয়নি, তবে তার উচিত নিজের মনে মনে চিন্তা করা। যদি দৃঢ় ধারণায় কোন অভ্যাসের কথা মনে পড়ে, তবে তদনুযায়ী আমল করবে। আর যদি কোন কিছু মনে না পড়ে, তবে সন্দেহের জন্য চল্লিশদিনের নামায কাজা আদায় করবে। যদি এখনও তার রক্ত বন্ধ না হয়, তবে দশদিন অপেক্ষা করবে, তারপর চল্লিশদিনের নামায কাজা করবে।

কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হল এবং সন্দেহ হল যে, সন্তানের কোন অঙ্গ পয়দা হয়েছিল কিনা! এবং তার রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, তখন যদি তার হায়েজের অভ্যাস অনুযায়ী তার প্রথম গর্ভপাত হয়ে থাকে, তবে অভ্যাস পরিমাণ দিনের নামায বাদ দিয়ে দিবে। কারণ, তার এটা হয়ত হায়েজ অথবা নেফাস হবে। তারপর গোসল করে পবিত্রতার অভ্যাস পরিমাণ দিনের নামায সন্দেহ স্থলে আদায় করবে। কেননা তার এটা পবিত্রতা অথবা নেফাস। তারপর তার হায়েজের অভ্যাস পরিমাণ দিনগুলির নামায বাদ দিবে। কেননা তার এটা পবিত্রতা অথবা নেফাস। তারপর তার হায়েজের অভ্যাস পরিমাণ দিনগুলির নামায বাদ দিবে। তারপর গর্ভপাত হতে চল্লিশদিন পূর্ণ হলে গোসল করে পবিত্রতার অভ্যাসের দিনগুলির নামায দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে আদায় করে নিবে। আর চল্লিশদিন পূর্ণ না হলে চল্লিশদিনের মধ্যে যে পরিমাণ থাকে সেই পরিমাণ সন্দেহের সাথে নামায আদায় করবে। এর পর দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে নামায পড়বে। তারপর সব সময় এরূপ করবে। হায়েজের দিনের পর গর্ভপাত হলে সেই সময় হতে হায়েজের অভ্যাসের পরিমাণ দিনগুলির নামায সন্দেহের সাথে আদায় করবে। তারপর হায়েজের দিনসমূহে নামায ছেড়ে দিবে। মূলকথা হল, সন্দেহের স্থলে কোন হুকুম নেই। তবে সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

মাজুরের হুকুমও এটার সাথে সংপৃক্ত ঃ

ওজরের শর্ত হল এই যে, এক নামাযের পূর্ণ ওয়াক্ত পর্যন্ত ওজর বাকি থাকতে হবে। এভাবে ওজর দূর হওয়াও ঐ সময় পর্যন্ত হতে হবে, যখন নামাযের এক ওয়াক্ত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ওজর না থাকে। যদি নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

কোন এক সময় রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ নামায পুনরায় আদায় করে নিবে। কেননা পূর্ণ ওয়াক্ত ওজর ছিল না। যদি দ্বিতীয় ওয়াক্তে ওজর দূর হয়ে না যায় এবং ঐ ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে নামায দোহরিয়ে পড়বে না। কেননা পূর্ণ ওয়াক্ত ভরে ওজর ছিল। ওজর বাকি থাকার শর্ত হলে নামাযের কোন ওয়াক্ত এমনভাবে অতিবাহিত না হওয়া যে, সে তখন মাজুর ছিল না। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

ইস্তেহাজাওয়ালী স্ত্রীলোক, অনবরত প্রস্রাব জারী হওয়ার রোগী, অনবরত দাস্তের রোগী, সর্বদা বায়ু নির্গত হওয়ার রোগী অথবা জখম হতে সর্বদা খুন বা রক্ত প্রবাহিত হয়, এরূপ লোক, এরা প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য অজু করবে এবং তা দিয়ে ঐ ওয়াক্তের ফরজ, নফল, যত রকমের নামায আছে, যত ইচ্ছা পড়বে। তবে যদি অজু করার সময় রক্ত প্রবাহিত হয় এবং নামাযের সময় বন্ধ থাকে এবং অন্য নামাযের ওয়াক্তের সর্বসময় রক্ত বন্ধ থাকে, তবে সেই নামায আবার দোহরিয়ে পড়বে। এটা শরহে মুনিয়াতুল মুছল্লী কিতাবের বিবরণ। মুজামিরাত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উপরোক্ত হুকুম তখনকার জন্য, যখন নামাযের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্য নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত রক্ত বন্ধ থাকে।

মাজুর লোকের অজু ফরজ নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে ঐ কারণে ভেঙ্গে যায়, যাতে প্রথম অবস্থায় ভঙ্গ ছিল। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি মাজুর ব্যক্তি ঈদের নামাযের জন্য অজু করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট তা দিয়ে জোহরের নামাযও পড়তে পারে এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা ঈদের নামায চাশতের নামাযের মতো। যদি একবার জোহরের নামায পড়ার জন্য জোহরের ওয়াক্তে অজু করে এবং দ্বিতীয়বার ঐ জোহরের ওয়াক্তে আছরের নামাযের জন্য অজু করে, তবে উক্ত ইমামদ্বয়ের নিকট ঐ অজু দিয়ে আছরের নামায পড়া নাজায়েয। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ। অজুর পবিত্রতা ঐ সময় চলে যায়, যে সময় অজু করে এবং রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা অজুর পর নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে রক্ত বের হয়। অজুর পর রক্ত বন্ধ থাকলে ও তদবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে গেলে ঐ অজু বহাল থাকবে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী ঐ অজু দিয়ে নামায পড়তে পারবে। যদি নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে বিনা কারণে অজু করে, তারপর রক্ত বের হয়, তবে ঐ ওয়াক্তের নামায পড়ার জন্য পুনরায় অজু করতে হবে এবং এ হুকুমই হবে। ঐ অবস্থায় যখন সে রক্ত প্রবাহ ছাড়া অন্য কোন অজু ভঙ্গের কারণের জন্য অজু করে। তারপর অন্য কোন জায়গা হতে রক্ত বের হতে থাকে। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ।

কারও গুটি বসন্ত হয়ে এটা হতে আর্দ্রতা বের হয়েছিল। তারপর সে অজু করল, তারপর আবার অন্য একস্থান হতে আর্দ্রতা বের হল, যা আগে ছিল না, তবে তার অজু ভেঙ্গে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবে লিখিত আছে। এভাবে যদি কারও নাকের এক ছিদ্র হতে রক্ত বের হয় এবং সে অজু করে, তারপরে নাকের দ্বিতীয় ছিদ্র হতেও রক্ত বের হতে শুরু করে, তবে তার পুনরায় অজু করা উচিত। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। ইস্তেহাজাওয়ালী মহিলা অজু করে নফল নামায পড়তে শুরু করল, এক রাকাত পড়বার পর নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল, এমতাবস্থায় তার নামায ভেঙ্গে যাবে এবং এটা কাযা করতে হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যদি মাজুর ব্যক্তির বাঁধন দ্বারা কিংবা তুলা দিয়ে রক্ত বন্ধ করার সামর্থ্য থাকে, বা বসা অবস্থায় রক্ত প্রবাহিত না হয়, দাঁড়ালে প্রবাহিত হয়, তবে তার রক্ত বন্ধ করে নেয়া ওয়াজিব। আর এটা বন্ধকরণের কারণে ওজর থকবে না। কিন্তু হায়েওজওয়ালী মহিলা যদি নেকড়া দিয়ে রক্ত বন্ধ করে, তবে তাতে তার হায়েজ অবস্থাই থাকে। নেফাসওয়ালী অথবা ইস্তেহাজাওালী মহিলা যদি তুলা দিয়ে রাখে, তবে নেফাস অথবা ইস্তেহাজা হতে মুক্ত হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ
নাজাসাত ও এর হুকুম
প্রথম ভাগ
নাজাসাতসমূহ পাক করার নিয়ম

নাজাসাতসমূহ পাক করার দশটি নিয়ম আছে। যথা ঃ ধৌত করা। পানি দ্বারা ধুয়ে নাজাসাত পাক করা জায়েয এবং সমস্ত প্রবাহিত পাক বস্তু দ্বারা, যা দিয়ে নাজাসাত দূর করা যায়, যেমন সিরকা এবং গোলাপ পানি, এছাড়া এমন সব অন্যান্য বস্তু যা দিয়ে কাপড় ভিজিয়ে নিংড়ানো যায়। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ। আর যা দিয়ে নিংড়ানো যায় না, যেমন তেল ইত্যাদি, তা দিয়ে নাজাসাত দূর করা জায়েয নয়। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ। আঙ্গুরের রস, দুধ এবং শিরা সম্বন্ধেও এ একই হুকুম বর্তায়। নাজাসাত বইতে থাকে, এমন প্রবাহিত বস্তু দ্বারা, ব্যবহারকৃত পানি দ্বারা নাজাসাত ধৌত করা নাজায়েয। এটা হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এরও এরূপ এক মন্তব্য রয়েছে এবং ফতোয়াও এর উপরে। এটা যাহেদী কিতাবের বিবরণ। যদি নাজাসাত দেখা যায়, তবে এটা দূর করবে এবং এর আছরও দূর করতে হবে। যদি ঐ বস্তু এ প্রকার হয় যে, আছর দূর হয়ে যায়, তবে এটা ধুবার সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যদি একবার মাত্র ধুলেই নাজাসাত এবং এর আছর দূর হয়ে যায়, তবে একবারই ধোয়া কাফী। আর যদি তিনবার ধুলেও নাজাসাত ও এর আছর দূর না হয়, তবে যতক্ষণে তা দূর না হয়, ততক্ষণই তা ধুতে থাকবে। এটা সিরাজিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি নাজাসাত এমন হয় যে, তার আছর বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া দূর করা যায় না। অথবা এমন বস্তু যে, তার আছর দূর করতে পানি ছাড়া অন্য বস্তুরও দরকার হয়, যেমন শাবান বা গরম পানি, তবে এত কষ্ট করার আবশ্যক করে না। এটা তাবিয়ীন ও সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ। এ সূত্র ধরে ফোকাহাগণ বলেছেন যে, যদি কেউ হাত বা বস্ত্র, মেহেদী অথবা এমন কোন দ্রব্য দ্বারা রঞ্জিত করেছে যে, তা নাপাক হয়ে গিয়েছে, তবে ধুতে ধুতে যখন পানি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন ঐ হাত বা কাপড় পাক হয়ে যাবে। যদিও রং বাকি থাকে। এটা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ নাপাক ঘির মধ্যে হাত প্রবেশ করায় কিংবা তা কাপড়ে লেগে যায় এবং ঐ হাত কাপড় উশনান ছাড়া পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে, তবে ঘিয়ের আছর হাত বা কাপড়ে অবশিষ্ট থাকলেও এটা পাক হয়ে যাবে। নাজাসাত দৃশ্যমান না হলে পানি দিয়ে তিনবার ধুলেই চলবে। প্রত্যেকবার নিংড়াতে হবে, শেষবার এমন উত্তমরূপে নিংড়াতে হবে যে, আর পানি বের না হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের ব্যাপারেই তার শক্তি সাধ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধ্যের বাইরে কিছু করতে হবে না। অবশ্য নিয়মের বাইরে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, পানি দ্বারা তিনবার ধুয়ে একবার নিংড়ালেই চলবে। এটাই সহজ বলে মনে করা হয়। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ এবং এর উপর ফতোয়া দেওয়া হয়। যদি প্রত্যেকবারই নিংড়ানো হয়, কিন্তু জোর দিয়ে না নিংড়িয়ে আস্তে নিংড়ানো হয়, তবে জায়েয হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি তিনবার ধোয়া হয় এবং তিনবারই নিংড়ানো হয়, পরে একফোঁটা পানি টপকিয়ে কোন জিনিসের উপর পড়ে, যদি তৃতীয়বার এটা খুব উত্তমরূপে নিংড়িয়ে নেওয়া হয়– এমনভাবে যে, যদি এটা পুনরায় নিংড়ানো হয়, তবে পানি বের হয় না। তা হলে কাপড়, হাত এবং যে জিনিসের উপর ঐ পানি পড়েছে, তা সবই পাক মনে করতে হবে। আর যদি উক্তরূপে না নিংড়ানো হয়ে থাকে, তবে সবই নাপাক হয়ে যাবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যে বস্তু নিংড়ানো যায় না, তা তিনবার ধুইলে এবং তিনবার শুকালেই পাক হয়ে যাবে। কেননা শুকানোই নাজাসাত দূর করার একটি প্রক্রিয়া। আর শুকানোর সীমা এখানে এই যে, জিনিসটি এমনভাবে খুলে মেলে রাখবে যে, এটা হতে ক্রমে পানি টপকানো বন্ধ হয়ে যায়। একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার শর্ত নয়। এটা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ হওয়ায় নাজাসাত তার ভিতরে বিশেষভাবে শোষিত হয়ে যায়। আর যদি তা না যায় বা সামান্য শোষিত হয় তবে তিনবার ধুবার ফলে এটি পাক হয়ে যায়। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

কোন স্ত্রীলোক আটা অথবা গোশত শরাব মেখে পাকাল। এমতাবস্থায় হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর বক্তব্য এ যে, তা পুনরায় তিনবার পানিতে পাকাবে এবং প্রত্যেবারই এটা শুকায়ে নিবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, তা কোনক্রমেই পাক হবে না এবং ফতোয়া এরই উপরে। যদি এমন জিনিসের সাথে নাজাসাত মিলিত হয় যা নিংড়ানো যায় না। যেমন, ছুড়ি অথবা মাটির তৈরি তাজা বসন। যেমন ছুড়ি হয়ত নাপাক রং দিয়ে রঞ্জিত করা হয়েছে। অথবা বাসন বা ইটে হয়ত শরাব পড়ে গিয়ে অথবা গমের ভিতরে শরাব পতিত হওয়ায় এটা শুষিয়ে নিয়ে ফুলে গিয়েছে, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট পাক পানি দিয়ে উক্ত ছুড়ি, বাসন বা ইট তিনবার ধুইবে এবং তিনবারই শুকিয়ে নিবে। এতে তা পাক হয়ে যাবে। আর উক্ত গম পানির ভিতরে এমনভাবে ভিজিয়ে রাখবে যে, তা পানিতে ঐরূপভাবে শুষিয়ে নিবে যেমনভাবে শরাব শুষিয়ে নিয়েছে। অতঃপর তা শুকিয়ে ফেলবে। এরূপভাবে তিনবার করলেই তা পাকীর হুকুম লাভ করবে। আর যদি ঐ গম শরাব শুষে না ফুলে থাকে, তবে তা তিনবার ধুবে এবং তিনবার শুকিয়ে নিবে। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, ঐ গমের মধ্যে যেন শরাবের স্বাদ এবং ঘ্রাণ বাকি না থাকে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি বাসন ও ইট পুরানো হয়ে থাকে, তবে এটা একইসাথে তিনবার পানি দিয়ে ধোয়াই যথেষ্ট।

মধু নাপাক হয়ে গেলে তা একটি কড়াইর মধ্যে ঢেলে তাতে পানি মিলিয়ে জ্বাল দিয়ে এমনভাবে জোস করবে যে বাষ্প হয়ে সব পানি শেষ হয়ে যায় এবং মধু যতটুকু ছিল ঠিক ততটুকু পরিমাণই তা বাকি থাকে। এরূপ তিনবার পানি মিশিয়ে জ্বাল দিলে শেষবারও মূল মধু পরিমাণ অবশিষ্ট রাখলেই তা পাক হয়ে যাবে। ফকীহগণের মতে আঙ্গুরের শিরাও এভাবে পাক হতে পারে। নাপাক তৈল একটি পাত্রে নিয়ে তার মধ্যে তৈল পরিমাণ পানি ঢালবে। তারপর এটা দোলায়ে ছাড়িয়ে দিবে। যাতে তৈল উপরে উঠে আসে। অতঃপর এটা তুলে নিবে, অথবা পাত্রটি ছিদ্র করে দিবে যাতে পানি ছিদ্র দিয়ে পড়ে যেতে পারে। এভাবে তিনবার করার পরে তেল পাক হয়ে যাবে। এটা যাহেদী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। নাপাক কাপড় তিন পাত্রে তিনবার অথবা একপাত্রে তিনবার ধুবে এবং প্রত্যেকবার নিংড়াবে। তবে এটা পাক হয়ে যাবে। এটা ধুবার অভ্যাস বজায় রাখার জন্য। কেননা নাপাক অবস্থা মানুষের কাছে কষ্টদায়ক বৈ কি। কোন নাপাক অঙ্গ ধৌত করা ও এমন নাপাক যে ইস্তেঞ্জা করে নি, তার কোন পানির মধ্যে গোসল করার হুকুম কাপড় ধোয়ার হুকুমের অনুরূপ। এমনতাবস্থায় পানি ও বরতন নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি চতুর্থ বরতনেও ধৌত কর, তবে কাপড় ধুবার অবস্থায় এর পানি অন্য বস্তু পাক করার অবস্থায় থাকবে। কিন্তু অঙ্গ ধুবার অবস্থায় পানি তদ্রূপ অবস্থায় থাকবে না অর্থাৎ এটা দ্বারা অন্য বস্তু পাক করা চলবে না। কেননা এটা ইবাদাত করার জন্য খরচ হয়েছে। সুতরাং ঐ পানি ব্যবহারকৃত পানিতে পরিণত হয়েছে। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ। উক্ত তিন বরতনের পানিই নাপাক হয়ে গিয়েছে। তবে ঐ নাপাকীর মধে অবশ্য ব্যবধান রয়েছে। যেমন প্রথমবার কাপড় ধোয়া পানি কোন কাপড়ে লাগলে তা তিনবার ধুলে পাক হবে। দ্বিতীয়বার ধোয়া পানি লাগলে দুবার ধুলে পাক হবে এবং তৃতীয়বার ধোয়া পানি লাগলে একবার ধুলেই পাক হবে। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। তানবীর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ঐ পানি অন্য কোন দ্বিতীয় কাপড়ে লাগে, তখন তার হুকুম প্রথম কাপড়ের অনুরূপ হবে এবং তৃতীয়বার ধোয়ার ফলে তৃতীয় বরতনও পাক হয়ে যাবে। যেমন কাসার বাটি এবং সেই মটকি, যাতে শরাব সিরকায় পরিণত হয়।

www.nagorikpathagar.org

যদি এ মোজার আস্তার পাটের তৈরি হয় এবং তা ফেটে তার মধ্যে নাপাক পানি প্রবেশ করে, তারপর ঐ মোজা ধৌত করে ও হাত দিয়ে রগড়ায় এবং এর মধ্যে তিনবার পানি ভরে ও তা ফিকিয়ে ফেলে দেয়, কিন্তু ঐ মোজা নিংড়াতে পারে না। এমতাবস্থায় ঐ মোজা পাক হয়ে যাবে। কিন্তু নাওয়াযেল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেকবারই পানি এমন দেরি করে ভরে যেন প্রথমবারের পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সূতা দ্বারা খুব কসানো চামড়ার খোরাসানী মোজা–যার সমস্ত চামড়াই সূতা জড়ানো মনে হয়, এর নিচে নাজাসাত লেগে গেলে তা তিনবার ধুবে এবং প্রত্যেকবারই শুকিয়ে নিবে। কারও করও মতে প্রত্যেকবারই এ সময় অপেক্ষা করতে হবে যে, পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মাটি এবং কাঠের মধ্যে যদি নাজাসাত লাগে এবং তারপর যদি বৃষ্টি হয়ে এরূপ ধুয়ে যায় যে, নাজাসাতের নমুনা বাকি না থাকে, তবে তা পাক হয়ে যাবে। মাটি প্রস্রাব লেগে নাপাক হয়ে গেলেও তা ধুবার আবশ্যক হলে যদি নরম মাটি হয়, তবে পানি তিনবার ঢেলে বইয়ে দিলে পাক হবে। আর মাটি শক্ত হলে ফেকাহাদের মতে তাতে পানি ঢেলে হাত দিয়ে রগড়িয়ে ধুয়ে পাক কাপড় দিয়ে শুষে ফেলা দরকার। তিনবার এরূপ করলে পাক হবে। যদি তার উপর এ পরিমাণ পানি ঢালা হয় যে, নাজাসাত পৃথক হয়ে যায় এবং তার রং ও ঘ্রাণও বাকি না থাকে, তারপর এটা ফেলে রাখবে, শুকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি চাটাইয়ে নাজাসাত লেগে যায়, আর যদি চাটাই শুকনা হয়, তবে এটা ঘষে ফেলে দিবে। আর চাটাই ভিজা হলে বা বেত বা ঐরূপ কোন কিছুর দ্বারা তৈরি হয়, তবে ধুলেই পাক হয়ে যাবে আর কিছু করতে হবে না। এটা ওলামাদের সম্মিলিত মত। কেননা এতে নাজাসাত শোষিত হয় না।

খোরমা বা অন্য কিছুর খোসা নাপাক হলে তা ধুতে হবে এব প্রত্যেকবার শুকাতে হবে। এতে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)- এর মতে পাক হয়ে যাবে। ফতোয়া এর উপরই দেওয়া হয়েছে। চাটাই নাপাক পানিতে পড়ে গেলে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তা পাক করার জন্য তিনবার ধুইতে হবে এবং প্রত্যেকবার নিংড়াতে হবে অথবা শুকিয়ে নিতে হবে। এই মত মাশায়েখে কিরামও গ্রহণ করেছেন। নাপাক পাত্র কোন প্রবাহিত স্রোতস্বিনিতে ফেলে রাখলে ও তার উপর দিয়ে পানি বয়ে গেলে তা পাক হয়ে যাবে। পেয়ালার মধ্যে শরাব লাগলে তিনবার এর মধ্যে পানি ঢাললে তা পাক হয়ে যাবে। পেয়ালা অব্যবহারকৃত হলে প্রত্যেকবার পানি ঢালার পর একঘণ্টা অপেক্ষা করবে। এটা হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত। মদের মটকি ব্যবহারকৃত এবং পুরাতন হলে তা পাক করার জন্য তিনবার এমনভাবে ধুতে হবে, যাতে মদের ঘ্রাণ বাকি না থাকে।

দাবাগাতকৃত চামড়ায় নাজাসাত লাগলে ও এরূপ শক্ত হলে যে, এতে নাজাসাত শোষিত হয় না, তবে ইমামদের মতে ধুলেই পাক হয়ে যায়। যদি তা নাজাসাত শুষন করে নেয় এবং তা নিংড়ানোও যায়, তবে তিনবার ধুবে এবং প্রত্যেকবার নিংড়াবে। এতে পাক হয়ে যাবে। নিংড়ানো সম্ভব না হলে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তিনবার ধুবে এবং প্রত্যেকবার শুকিয়ে নিবে। কাপড়ের কোন কিনারা নাপাক হয়ে গেছে তা ভুলে গেলে সে চিন্তা করে দৃঢ় ধারণা না করে কোন এক কিনারা ধৌত করল। তবে ঐ কাপড় পাক হওয়ার প্রদত্ত হবে। ঐ কাপড় পরে অনেক নামায পড়ার পর নাজাসাত প্রকাশ পেলে সেই কিনারা না ধুয়ে অন্য কিনারা ধুয়ে নামায পড়ে থাকলে ঐ অবস্থায় যত নামায পড়েছে, তা দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব। সন্দেহ স্থলে সমস্ত কাপড়ই ধুয়ে নিতে হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। এভাবে আস্তিনে নাজাসাত লাগলে কোন আস্তিনে লেগেছে স্মরণ না থাকলে উভয় আস্তিন ধুয়ে নিতে হবে। যখন কাপড় নাপাক হয়ে যায় এবং তিনবার ধোয়া ওয়াজিব হয, তখন একদিন একবার ধুলে এবং অন্যদিন দুবার ধুলে তা পাক হয়ে যাবে। যে বস্তু মুছে পাক করা যায়, যেমন মরিচা ধরা লোহা, রূপান্তরিত লোহা যেমন তরবারি, চাকু প্রভৃতি এবং আয়না বা এই জাতীয় অন্যান্য বস্তু, এইসব বস্তুর উপর নাপাকী পড়লে এবং তা তার

www.nagorikpathagar.org

ভিতরে শোষিত না হলে তা যেমন ধুলে পাক হয়, পাক কাপড় দিয়ে মুছে নিলেও তদ্রূপ পাক হয়ে যায়। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

শূকর বা গাধা যদি লবণের স্তুপে পড়ে লবণ হয়ে যায়, তবে এটা নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু কোন গাধার বাচ্চা পড়ে মাটি হয়ে যায়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে পাক হবে। মটকিতে শিরা আছে, এতে জোস এসে শক্ত হয়ে উপরে সর পড়েছে। এখন জোস নেই। কমে গেছে এবং সিরকায় পরিণত হয়েছে। যদি ঐ সিরকা এর মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত থাকে এবং সিরকার বাষ্প মটকির মুখ পর্যন্ত আসে, তবে ঐ মটকি পাক হবে এবং এভাবে যে কাপড়ে মদ লেগেছে এবং তা সিরকা দ্বারা ধোয়া হয়েছে, তা পাক হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বর্ণনা। যদি নাপাক তৈল সাবানের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়, তবে তা পাক হয়ে যায়। কারণ, তার মধ্যে পরিবর্তন আসে। চামড়া দাবাগাত করায়, জীবের মাংস ও চামড়া যবেহ করায় এবং কূপের পানি বের করে ফেলায় তা পাক হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে এসব মাসয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কারও অঙ্গে নাপাকী লেগে যায় এবং জিহ্বা দিয়ে চেটে দূর করে দেয়, তবে পাক হয়ে যায়। এভাবে যদি ছুড়িতে নাজাসাত লেগে নাপাক হয়ে যায় এবং জিহ্বা দিয়ে চেটে অথবা থুক দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে, তবে পাক হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি কাপড় জিহ্বা দিয়ে চেটে নাজাসাতের চিহ্ন দূর করে ফেলে, তবে পাক হবে। মুখ ভরে বমি করে কুলি না করে অজু করতঃ নামায পড়লে জায়েয হবে। কেননা মুখ থুক দ্বারা পাক হয়ে যায়।

শিশু সন্তান মাতার স্তনের উপর বমি করে দিল। তারপর বহুবার সে ঐ স্তন চোষণ করল। এতে স্তন পাক হয়ে গেল। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। ধুনা তুলা নাপাক থাকলে তা যদি পুনরায় ধূনা হয়, তবে যদি তুলার অর্ধেক বা তার বেশি নাপাক থাকে, তবে তা পাক হবে না। আর যদি সামান্য কিছু নাপাক থাকে এবং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ধূনবার সময় নাজাসাত দূর হয়ে গিয়েছে, তবে তার প্রতি পাক হওয়ার হুকুম হবে। যেমন শস্যের স্তুপ, যা নাপাক হয়েছে, কৃষক এবং মজুর তা ভাগ করে নেওয়ার পর তা পাক হয়ে যায়। গম-যা গাধায় খেয়ে থাকে, তার উপর গাধার লাদ ও প্রস্রাব পড়লে যে গমের উপর তা পড়ল তা অন্য গমের সাথে মিশিয়ে দিলে তা খাওয়া জায়েয হবে। এরূপ হুকুম হবে তদবস্থায়, যখন সামান্য গম তা হতে বের করে কাকেও দান করবে। নাপাক রং গলালে পাক হয়ে যায়, কিন্তু নাপাক মোম গলালে পাক হয় না। ইঁদুর ঘির মধ্যে পড়ে মরে গেলে ঘি যদি জমাট থাকে, তবে তার চারপাশের কিছু পরিমাণ ঘি উঠিয়ে ফেলে দিবে বাকি ঘি পাক মনে করবে এবং তা খাওয়া জায়েয হবে। আর ঘি যদি পাতলা হয়, তবে তা খাওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য খাওয়া ছাড়া তা দিয়ে জ্বালানীর কাজ, চামড়ার দাবাগাতের কাজ ইত্যাদি করা জায়েয আছে। তবে ঐ চামড়া ধুতে হবে। যদি নিংড়ানো যায়, তবে তিনবার ধুবে এবং নিংড়াবে। আর নিংড়ানো না গেলে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তিনবার ধুইবে এবং প্রত্যেকবার শুকিয়ে নিবে। জমাট ঘির নিদর্শন হল, যদি এক কিনারা হতে ঘি বের করা হয়, তখন সমস্ত মিলিয়ে এক হয়ে না যায়। আর যদি ঐ সময়ই মিলিয়ে এক হয়ে যায়, তবে তাকে পাতলা বলতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ
নাজাস বস্তুর মাসয়ালা

নাজাস বস্তু দুই প্রকার, এক প্রকার হল মুগাল্লজা। এটা এক দিরহাম পরিমাণ। দিরহামের পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বর্ণনা হল, যদি দৃশ্যমান বস্তুবিশেষ হয়, তবে তার ওজন ধর্তব্য হবে। নাজাসাত বড়

www.nagorikpathagar.org

দিরহামের এক দিরহাম পরিমাণ ওজনের হওয়া চাই। আর যদি অদৃশ্যমান নাজাসাত হয়, তবে তা ধর্তব্য হবে মাপের দিক দিয়ে এবং এটা হাতের তালুর চওড়া পরিমাণ স্থান। এটা তাবিয়ীন এবং কাফী কিতাবের বিবরণ । সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবে নূরুল ইজাহ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, যে বস্তু মানুষের শরীর হতে এমনভাবে বের হয়, যাতে অজু ভেঙ্গে যায় এবং গোসর ফরজ হয়, ঐসব বস্তুই নাজাসাতে মুগাল্লাজা। যেমন, মল, মূত্র, মণি, মজি, অদী, পুঁজ এবং মুখ ভর্তি বমি ইত্যাদি। হায়েজ, নেফাস ও ইস্তেহাজার রক্ত সম্বন্ধে একই হুকুম। বাচ্চাদের প্রস্রাব সম্বন্ধেও একই হুকুম। এতে বালক ও বালিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। খানা খায় না বা খায় তাতেও কোন তারতম্য নেই। একই হুকুম। মদ, প্রবাহিত রক্ত, মৃত জন্তু, যে সব জন্তুর মাংস হালাল নয়, তাদের প্রস্রাব ও লাদ, গোবর, মল, কুকুরের মল, হাঁস-মোরগের বিষ্ঠা এই সমস্তই নাজাসাতে মুগাল্লাজার অন্তর্ভুক্ত। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। সাপের মল এবং পেশাব নাজাসাতে গালীজা। পানি জোঁকের পায়খানারও এই একই হুকুম। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ। বড় গুইসাপ এবং রক্তচোষার প্রবাহিত রক্ত নাপাক। এই রক্ত দিরহাম পরিমাণের বেশি কাপড়ে লাগলে নাজায়েয হবে ।

দ্বিতীয় প্রকার নাজাসাত হল, নাজাসাতে মুখাফফাফা। এটা কোন কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের কম জায়গায় লাগলে তা ক্ষমাযোগ্য। কাপড়ের এক-চতুর্থাংশের হিসেবে ধরা হয়েছে। যেমন আঁচল, আস্তিন, কলি ইত্যাদি। এই হুকুম কাপড়ে নাজাসাত লাগার ক্ষেত্রে, আর শরীরের কোন অঙ্গে যদি নাজাসাত লাগে তবে যে অঙ্গে লাগবে, সেই অঙ্গের চার ভাগের এক ভাগের হিসেব করা হবে। যেমন হাত-পা (পেট, পিঠ) ইত্যাদি। ঘোড়া হালাল জন্তুর প্রস্রাব এবং যেসব জীবের মাংস হালাল নয়, তাদের মলও নাজাসাতে খাফীফা। নাজাসাতে খাফীফার হুকুম কাপড়ের মধ্যে ধর্তব্য, পানির মধ্যে ধর্তব্য নয়। এই মাসয়ালা কাফী কিতাবের। শহীদের রক্ত শরীরের উপর থাকা পর্যন্ত পাক। শরীর হতে পৃথক হয়ে গেলে নাপাক হয়ে যায়। সূঁচাগ্র রক্ত শরীরের উপর থাকা পর্যন্ত পাক। শরীর হতে পৃথক হয়ে গেলে নাপাক হয়ে যায়। সূঁচাগ্র পরিমাণ পেশাব পানিতে উড়ে পরলে মাফ করা হয়েছে–যদিও সমস্ত কাপড়ে বা শরীরে উড়ে পড়ে। কিন্তু এটা উড়ে পানিতে পড়লে পানি নাপাক হয়ে যাবে। কেনন শরীর, কাপড় এবং স্থানের চাইতে পানির পবিত্রতার প্রতি বেশি জোড় দেওয়া হয়েছে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ। যদি প্রস্রাব বড় সুঁচের অগ্রভাগ পরিমাণ উড়ে কাপড়ে পড়ে, তবে ঐ কাপড় পরে নামায হবে। সাপের চামড়া নাপাক, যদিও যবেহ করা হয়। কেননা এটা দাবাগাত কবুল করে না। অবশ্য সাপের আঁইশ পবিত্র।

ঘুমন্ত মানুষের থুথু পাক। মুখ হতে বের হোক, অথবা পাকস্থলি হ বের হোক। এতে কোন তারতম্য নেই। মানুষের লালাকে কেউ কেউ নাপাক বলেছেন। রেশমের পোকার পানি, এর চক্ষু এবং পায়খানা পবিত্র। যে পাখীর মাংস হালাল, তার বিষ্ঠা আমাদের মাযহাবে পবিত্র। যেমন কবুতর, চড়ুই ইত্যাদি। গাধার দুধ পবিত্র। এটা হেদায়েতে উল্লেখ আছে, কিন্তু এটা হালাল নয়; সুতরাং এটা পান করা যাবে না। জন্তু যবেহ করার পর যে রক্ত এর রগে থেকে যায়, অনেক সময় তা কাপড়ে লেগে যায় তাতে কাপড় নাপাক হয় না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। গোশতের মধ্যে যে রক্ত থেকে যায়, তার হুকুম এরূপ। কেননা যে রক্ত প্রবাহিত রক্তের হুকুম রাখে না। প্রবাহিত রক্ত যা গোশতে লেগে যায় তা নাপাক। কলিজা ও গুরদার রক্ত নাপাক নয়। মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত পরিমাণে বেশি হলেও পাক। মাছ এবং পানিতে জন্মগ্রহণকারী অন্যান্য প্রাণীর হযরত রক্ত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট কাপড় নাপাক করতে পারে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া । ইঁদুরের লাদ গমের স্তূপের মধ্যে পড়লে ও গমের সাথে পিষা হলে অথবা তেলের মধ্যে পড়লে তবে ঐ আটা বা তেলের স্বাদ যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নাপাক হবে না। যদি তা শিরা বা সিরকার মধ্যে পড়ে,

www.nagorikpathagar.org

তবে তা নাপাক হবে না। যদি নাপাক তেল কাপড়ে এক দিরহামের কম পরিমাণ জায়গায় লাগে, পড়ে ছড়িয়ে তা অপেক্ষা বেশি জায়গায় যায়, তবে কোন কোন ইমামের মতে ঐ কাপড়ে নামায পড়লে আদায় হবে না।

নাপাক কাপড় যদি পাক কাপড়ের মধ্যে মুড়ে লওয়া হয় এবং তা ভিজে উঠে আর আর্দ্রতা পাক কাপড়ে প্রকাশ পায় এবং পাক কাপড় হতে এমন ভাবে ভিজে না উঠে যে নিংড়ালে পানি বের হয়, তবে শুদ্ধ মতে ঐ কাপড় নাপাক হবে না। এভাবে যদি পাক কপড় ভিজা নাপাক কাপড় বা নাপাক যমিনের উপর রাখা হয় অথবা বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং নাজাসাত কাপড়ের মধ্যে সক্রিয় হয়, কিন্তু এমনভাবে ভিজে যায়নি যে, নিংড়ালে পানি বের হয়, কিন্তু নাজাসাতের স্থানটি চিনা যায়, তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, তা নাপাক হবে না। ভিজা পা নাপাক মাটি অথবা নাপাক বিছানার উপর রাখলে তা নাপাক হবে না। অবশ্য শুকনা পা যদি নাপাক বিছানার উপর রাখে ও ভিজে যায়, তবে নাপাক হয়ে যাবে, তা দৃশ্যমান হওয়া শর্ত নয়। গোবর মাটির সাথে মিলিয়ে ঘরের মেঝে বা ছাদ লেপন করলে শুকিয়ে যাবার পর তার উপর ভিজা কাপড় রাখলে নাপাক হবে না। শুকনা গোবর ও নাপাক মাটি যদি বাতাসে উড়ে কাপড়ে পড়ে, তবে নাজাসাতের চিহ্ন দেখা না যাওয়া পর্যন্ত কাপড় নাপাক হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ভিজা কাপড়ে এসে লাগলে যদি কাপড় হতে নাজাসাতের দুর্গন্ধ আসতে শুরু করে, তবে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। নাজাসাতে চাপ লাগলে নাপাক হয় না। নাজাসাতের ধূয়া কাপড়ে বা শরীরে লাগলে শুদ্ধ মতে নাপাক হয় না। পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করে কাপড় দিয়ে না মুছে যদি বায়ু ত্যাগ করে, তবে ফোকাহাদের মতে তার চারিপার্শ্ব নাপাক হবে না। এইভাবে ইস্তেঞ্জা করে নাই কিন্তু পায়জামা ঘাম কিংবা পানিতে ভিজে গিয়েছে, তারপর বায়ু ত্যাগ করল, তবে তাতে চারিপার্শ্ব নাপাক হবে না। ঘোড়া বা গরুর লাদ-গোবর জ্বালালে ও তার ধূয়া বের হতে থাকলে তার গরমে যদি ভিজা কাপড় শুকিয়ে যায় তবে তাতে তা নাপাক হবে না। তবে যদি তাতে নাজাসাতের কোন চিহ্ন দেখা পায়, যেমন সাদা পায়জামায় হলদে দাগ পড়ে, তবে তা নাপাক হবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি এমন বিছানায় শোয় যার উপর মণি লেগে শুকিয়ে গেছে আর তার ঘামে ঐ বিছানা ভিজে যায়, এম-তাবস্থায় বিছানায় আর্দ্রতার চিহ্ন তার শরীরে প্রকাশ না পেলে দেহ নাপাক হবে না। আর যদি প্রকাশ পায় তবে নাপাক হয়ে যাবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। গাধা পানিতে প্রস্রাব করলে এবং তার কিছু ছিটা কারও কাপড়ে পড়লে ঐ কাপড় দিয়ে নামায পড়া নিষেধ নয়। যদিও তা পরিমাণে বেশি হয়। কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, এটা নিশ্চয়ই প্রসাব, তবে ঐ কাপড়ে নামায হবে না। নাজাসাতে গালীজা পানিতে পড়লে পানি ছিটে কাপড়ে লাগলে একই হুকুম হবে। নাজাসাতের চিহ্ন কাপড়ে প্রকাশ পেলে এটা নাপাক হয়ে যাবে। নতুবা হবে না। যদি ঘোড়ার পায়ে নাজাসাত থাকে এবং ঘোড়া পানির মধ্য দিয়ে হাঁটার সময় তা ছিটে আরোহীর কাপড়ে লাগে, তবে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে–চাই পানি বদ্ধ হোক বা প্রবাহিত হোক। পায়খানার মাছি উড়ে কারও কাপড়ে বসলে কাপড় নাপাক হবে না। কিন্তু তা বেশি হলে নাপাক হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। কারও পা কাদায় পরিপূর্ণ বা সে কাদার মধ্যে হাঁটির পা ধোয়া নাই, তদবস্থায় নামায পড়ল। যদি পায়ে নাজাসাতের কোন নমুনা না থাকে, তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু সন্দেহের জন্য পা ধুয়ে নেয়া উত্তম। পাক পানিতে নাপাক মাটি ফেললে অথবা পাক মাটিতে নাপাক পানি ঢাললে ঐ পানি নাপাক হয়ে যাবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় ভাগ
ইস্তেঞ্জার মাসয়ালা

ঐ সব বস্তু দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা জায়েয, যা পাথরের মতো নাজাসাত পরিষ্কার করতে পারে। যেমন, ঢিলা, বালিমাটি, কাঠের টুকরা, চামড়া প্রভৃতি। বিশুদ্ধ মতে এর মধ্যে কোন তারতম্য নেই যে, যা অভ্যাসগত কারণে বের হয় অথবা অভ্যাসের বিরুদ্ধে বের হয়, এমন কি উভয় রাস্তা দিয়ে রক্ত বা অন্য কিছু বের হলেও পাথর দিয়ে পবিত্র হওয়া যায়। পাথর বা মাটি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করার নিয়ম এই যে, বাম পায়ে একটু বেশি জোর দিয়ে বসবে। কিবলা বা চন্দ্র-সূর্যের দিকে ফিরে বসবে না। তিন টুকরা মাটির ঢিলা বা পাথর নিয়ে প্রথম টুকরা পিছনের দিকে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি সামনের দিকে আনবে এবং তৃতীয়টি পিছনের দিকে নিবে। হযরত ইমাম আবু জাফর বলেন যে, গরমের দিনে এরূপ করবে এবং শীতকালে প্রথম ঢিলা সামনের দিকে টানবে, দ্বিতীয়টি পিছনের দিকে এবং তৃতীয়টি সামনের দিকে আনবে। আর মহিলারা সর্বদা পুরুষদের শীতকালীন আমলের মতো আমল করবে।

ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনদের মতে ঢিলা ব্যবহার করার পরে তার হুকুম ঘামের মতো হবে। এমন কি বসার স্থান হতে ঘর্মাক্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগলে নাপাক হবে না। আর যদি সামান্য পানির মধ্যে বসে পড়ে তবে নাপাক হবে। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ এবং তাই শুদ্ধ মত। ঐ কিতাবে আরও লিখিত আছে যে, ইস্তেঞ্জার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত নয়; বরং শুধু পরিষ্কার হওয়া শর্ত। মাত্র এক ঢিলা দিয়েও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, তিন ঢিলা দিয়েও তা লাভ না হলে সুন্নাত আদায় হবে না। এটা মুজমিরাত কিতাবে বর্ণিত আছে। ইস্তেঞ্জার মুস্তাহাব নিয়ম হল, পাক ঢিলা ডানদিকে রাখবে এবং ব্যবহারকৃত ঢিলা বামদিকে রাখবে এবং নাজাসাতের দিক নীচের দিক করে দিবে। সতর ঢেকে রেখে পানি দিয়ে ইস্তেজা করাই উত্তম। আর যদি সতর খোলার দরকার হয় তবে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা না করে ঢিলা দিয়ে করবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। তবে সর্বোত্তম দুটাই একসাথে করা। কারও কারও মতে এই যমানায় এটাই সুন্নাত। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা সব যমানায়ই সুন্নাত। বিশুদ্ধতম মতও এটাই এবং তার উপরেই ফতোয়া।

শুধু ঢিলা দিয়ে ইস্তেজা করা ঐ সময় জায়েয, যখন নাজাসাত শুধু বের হওয়ার স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর চারদিকে লেগে যাওয়ার ক্ষেত্রে সকলেরই মতে যদি বেশ পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে তবে পানি দিয়ে ধোয়া ফরজ। শুধু ঢিলায় চলবে না। এভাবে যদি লিঙ্গের অগ্রভাগের আশেপাশে প্রস্রাব দিরহাম পরিমাণের বেশি লেগে যায়, তবে এটা ধোয়া ওয়াজিব। আর যদি দিহরাম পরিমাণের কম বা দিরহাম পরিমাণ স্থানে লাগে, কিন্তু বের হওয়ার স্থান এর সাথে যোগ করলে যদি দিরহাম পরিমাণ স্থানের বেশি হয়, তবে যদি এটা ঢিলা দিয়ে পরিষ্কার করে নেয় এবং পানি দিয়ে না ধোয়, তবে এটা হযরত ইমাম আবু হানীফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রগঃ) এর মতে জায়েয হবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। যে নাজাসাত নির্গতস্থল হতে দিরহাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি স্থান অতিক্রম করেছে এবং ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা হয়েছে, পানি দিয়ে ধোয়া হয়নি। এই মাসয়ালা সম্পর্কে শরহে তাহাবীতে আছে যে, এতে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে যদি তিন ঢিলা দিয়ে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে, তবে তা জায়েয হবে। যদি লিঙ্গের অগ্রভাগের পাশে এক দিরহামের কম স্থানে লাগে এবং অন্য জায়গায় নাজাসাত দিরহাম পরিমাণের কম হয়, কিন্তু উভয় স্থানের নাজাসাত একত্র করলে দিরহাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়, তবে ঐ দুই স্থান একত্র করবে। যদি বসার স্থান প্রশস্ত হয় এবং নাজাসাত এর মধ্যে দিরহাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি লাগে কিন্তু বসার স্থান অতিক্রম করেনি, তবে ঢিলা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করাই উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

প্রস্রাবের ইস্তেঞ্জার নিয়ম হল, মূত্রাঙ্গ বাম হাতে ধরে এটা দেওয়াল অথবা পাথর অথবা ঢিলার উপর যা মাটি হতে কিছু উঁচু হয়, তার উপর চাপ দিয়ে। ঢিলা ডানহাতে নিবে না এবং মূত্রাঙ্গ ডানহাতে ধরবে না। যদি এরূপ করা সম্ভব না হয়, তবে ঢিলা ডান দুই এড়ির মধ্যে রেখে বামহাতে মূত্রাঙ্গ ধরে ঢিলার সাথে চেপে ধরবে। আর যদি এরূপ করা সম্ভব না হয়, তবে ঢিলা ডানহাতে ধরবে এবং এটা নাড়াচাড়া করবে না। এটা যাহেদী কিতাবের বিবরণ।

যখন সুদৃঢ় ধারণা জন্মিবে যে, প্রস্রাব আর আসবে না, তখন পর্যন্ত পবিত্র করার চেষ্টায় রত থাকতে হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। কারও কারও মতে কয়েক পা হেঁটে ইস্তেঞ্জা করতে হবে। কেউ কেউ বলেন যে, মাটিতে পা মারবে এবং গলা খাকার দিবে। ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার উপর চেপে ধরবে। উঁচুস্থান হতে নীচুস্থানে নামবে। আসল কথা হল, মানুষের স্বভাব ও অভ্যাস বিভিন্ন রকম। যখন যার মনে এরূপ নিশ্চিন্তা আসবে যে, মূত্রাঙ্গের ছিদ্রে যে প্রস্রাব ছিল তা সবই বের হয়ে এসেছে, তখন ইস্তেঞ্জা শেষ হয়ে যাবে। এতে শয়তান প্রদত্ত কুমন্ত্রণার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেমন নামাযের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণার দিকে লক্ষ্য করা হয় না। প্রস্রাবের স্থানে পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা সেখানে পানি দেখে মনে করতে পারবে যে, এটা সেই পানি।

পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করার নিয়ম হল, যদি রোযাদার না হয়, তবে গুহ্যদ্বার খুব ঢিলা করে বামহাতে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করবে। মধ্যমা আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুল হতে কিছু উঁচু করবে এবং যথাস্থানে ধৌত করবে। তারপর অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলের দ্বারা এমনভাবে ধুইবে, যাতে মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদি রোযাদার হয় তবে কোন কিছু অতিরিক্ত করবে না। ধোয়ার কোন সীমা নেই। সন্দেহপ্রবণ মানুষ হলে তিনবার ধোয়ার অভ্যাস করবে। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ। ইস্তেঞ্জায় তিন অঙ্গুলের বেশি ব্যবহার করবে না। আঙ্গুলের চওড়ার দিক দিয়ে ঘর্ষণ করবে। অগ্রভাগ দিয়ে করবে না। পানি ধীরে ধীরে ঢালবে। বেশি জোরে ঢালবে না, মোলায়েমভাবে ঘর্ষণ করবে। মাশায়েখগণ বলেন যে, আঙ্গুলের বদলে হাতের তালু দিয়ে ধোয়াই যথেষ্ট। তাঁরা আরও বলেন যে, স্ত্রীলোগণ আরও প্রশস্তভাবে বসবে এবং হাতের তালু দিয়ে উপরিভাগ ধুইবে। আঙ্গুল ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করাবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। মহিলাগণ পুরুষ অপেক্ষা প্রশস্তভাবে বেশি ছড়িয়ে বসবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মলদ্বার আগে ধুইবে এবং প্রস্রাব দ্বার পরে ধুইবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহম্মদ (রহঃ)-এর মতে প্রস্রাব দ্বার আগে এবং মলদ্বার পরে ধুইবে। মলদ্বার পাক হওয়ার সাথে সাথে হাত পাক হয়ে যায়। এটা সিরাজিয়াহ কিতাবের বিবরণ। ইস্তেঞ্জার পরে হাতও ধুয়ে ফেলবে। যেমন প্রথম ধোয়া হয়। তাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা লাভ করা যায়।

হাদিস শরীফে আসছে, হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইস্তেঞ্জার পর হাত ধুইতেন এবং দেওয়ালের সাথে হাত মাজতেন। এটা তানযীল কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। গরমের দিনে যেভাবে উত্তমরূপে ইস্তেঞ্জা করবে শীতের দিনে আরও ভালো রূপে ইস্তেঞ্জা করবে। তাতেই ভালোরূপে পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে। ইস্তেঞ্জাওয়ালী মহিলার প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে পায়খানা-প্রস্রাব ছাড়াও ইস্তেঞ্জা করা উচিত। যদি বাম হাত বাতের রোগবশতঃ অবশ থাকে যে, এটা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যায় না, আর যদি পানি ঢেলে দেওয়ার লোক না থাকে, তবে ইস্তেঞ্জা করবে না। প্রবাহিত পানি দিয়ে করতে পারলে ডান হাত দিয়ে করবে। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। রোগীর যদি স্ত্রী বা দাসী না থাকে এবং তার পুত্র ও ভাই থাকে এবং সে নিজে অজু করতে পারে না, তবে তার পুত্র বা ভাই অজু করিয়ে দিবে। তবে (তারা) ইস্তেঞ্জা করাবে না। কেননা তারা তার লজ্জাস্থন স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ইস্তেঞ্জা করতে হবে না। এটা মুহীত কিতাবে আছে।

www.nagorikpathagar.org

রোগীনীর যদি স্বামী না থাকে, যদি তার অজু করতে হয়, যদি তার কন্যা ও বোন থাকে তবে কন্যা বা বোন তাকে অজু করিয়ে দিবে, কিন্তু ইস্তেঞ্জা করাবে না। কেননা এ অবস্থায় তার ইস্তেঞ্জার দরকার নেই। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। ইস্তেঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা মাকরূহ। যদি কেউ এভাবে বসে যায়, তবে যতদূর সম্ভব কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা হতে সরে থাকবে। যাদের মাযহাবে তৈয়ারকৃত পায়খানা বা বনে-জঙ্গলে পায়খানা পেশাবে বসায় কোন ফরখ নেই। মহিলাদের জন্য সন্তানদেরকে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসিয়ে দেওয়া মাকরূহ। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। হাড়, গোবর, লাদ, খাদ্য-দ্রব্য, কাঁচা বৃক্ষপত্র, চুল প্রভৃতি দ্বারা ও ডান হাত দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহ। যদি বামহাতে এমন কোন ওজর থাকে যে, ইস্তেঞ্জা করতে অক্ষম, তবে ডানহাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করলে মাকরূহ হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন নাপাক বস্তু দিয়ে ইস্তেঞ্জা করবে না। এভাবে ইস্তেঞ্জায় ব্যবহারকৃত ঢিলা দ্বারা পুনঃইস্তেঞ্জা করবে না। কিন্তু পাথর যদি কয়েকটি কোণ বিশিষ্ট হয়, তবে প্রত্যেকবার এরূপ কোণা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করলে মাকরূহ হবে না, যে কোণ দ্বারা ইতোপূর্বে ইস্তেঞ্জা করা হয়নি। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ। কাগজ দিয়ে ইস্তেঞ্জা করবে না-যদিও তা অলিখিত হয়। এটা মুজমিরাতে লিখিত আছে। আর পাকা ইট, কয়লা এবং মূল্যবান বস্তু যেমন রেশমী কাপড় দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহ। এটা যাহেদী কিতাবে বর্ণিত আছে।

ইস্তেঞ্জা পাঁচ প্রকার।

তন্মধ্যে দুই প্রকার ওয়াজিব।

(১ম) গুহ্যদ্বার ধোয়া। এটা তখন, যখন জানাবাত, হায়েজ অথবা নেফাসের কারণে গোসল করা হয়। কেননা তা হলে নাজাসাত শরীরের অন্যস্থানে লাগতে পারে না।

(২য়) যখন নাজাসাত বের হবার স্থান হতে অতিক্রম করে যায়, চাই কম হোক কি বেশি হোক। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ধোয়া ওয়াজিব। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে যখন নাজাসাত গুহ্যদ্বার হতে দিরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশি অতিক্রম করে, তখন ধোয়া ওয়াজীব। কেননা যে পরিমাণ নাজাসাত গুহ্যদ্বারে থাকে, তা ধর্তব্যের ভিতরে নয়। কারণ তা কোন দ্রব্য দিয়ে মুছে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু ধর্তব্যের বিষয় সেই নাজাসাত, যা গুহ্যদ্বার ছাড়া অন্য স্থানেও রয়েছে।

(৩য়) ইস্তেঞ্জা সুন্নাত-যখন নাজাসাত গুহ্যদ্বার হতে অতিক্রম না করে।

(৪র্থ) ইস্তেঞ্জা মুস্তাহাব-তা তখন, যখন শুধু প্রস্রাব করল, পায়খানা করল না। তখন প্রস্রাবের স্থান ধুয়ে নিবে।

(৫ম) ইস্তেঞ্জা বিদয়াত-গুহ্যদ্বার হতে বায়ু বের হওয়ার পর তা ধৌত করা।

শরহে মোখতার কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যে কাপড় পড়ে নামায পড়া হয়, সম্ভব হলে তা বাদে অন্য কাপড় পড়ে ইস্তেঞ্জা করবে। আর সম্ভব না হলে পরিহিত কাপড় নাজাসাত এবং ব্যবহারকৃত পানি হতে বাঁচিয়ে রাখবে। মাথা ঢেকে পায়খানায় যাবে। যদি আংটিতে মহান আল্লাহ তায়ালার নাম, আয়াতে কোরআন খোদিত থাকে, তবে তা পরে ইস্তেঞ্জায় যাওয়া মাকরূহ। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ। পায়খানায় প্রবেশকলে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবায়িছে' দোয়াটি পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। অর্থাৎ হে মাবুদ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র বস্তুসমূহ হতে আশ্রয় কামনা করছি।

পায়খানায় প্রবেশকালে বাম পা আগে দিবে এবং তা হতে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বাড়াবে। দাঁড়ানো অবস্থায় সতর খুলবে না। (বসা অবস্থায়) উভয় পা দূরে রাখবে। বামদিকে ঝুঁকে থাকবে। কথা বলবে না, আল্লাহর যিকির

www.nagorikpathagar.org

করবে না। হাঁচির, সালামের ও আযানের জবাব দিবে না। হাঁচি আসলে মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিবে। জিহ্বা নাড়াবে না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া, নিজের সতর দেখবে না। প্রস্রাব-পায়খানার দিকে তাকাবে না। থুক ফেলবেনা, নাক ঝাড়বে না। গলা খাকার দিবে না। এদিকে-সেদিকে তাকাবে না। নিজের শরীর নিয়ে খেলা করবে না। আকাশের দিকে চাইবে না। পায়খানা-পেশাব করতে বেশি দেরি করবে না। বের হবার সময় পড়বে 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নীল আযা ওয়া আফানী। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার থেকে আমার ক্ষতিকারক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমার উপকারক বস্তু বাকি রেখেছেন।

প্রবাহিত পানিতে, আবদ্ধ পানিতে, খালে, কূপে, হাওজের কিনারায়, ফলবান গাছের নিচে, শস্যের ক্ষেতে অথবা এমন ছায়ার নিচে, যেখানে বসে আরাম পাওয়া যায়, মসজিদ কিংবা ঈদগাহের সামনে, কবরের মধ্যে, প্রস্রাব করা মাকরূহ। ইঁদুর, সাপ এবং পিপীলিকার গর্তে এবং যে কোন গর্তে প্রস্রাব করা মাকরূহ। অবশ্য ওজরে এমন করায় দোষ নেই। প্রস্রাব করতে হলে মাটি খুব শক্ত থাকলে পাথর দিয়ে নরম করে নিবে অথবা খুদিয়ে নিবে। তা হলে প্রস্রাব ছিটিয়ে গায়ে পড়বে ন। প্রস্রাব করে সে জায়গায়ই অজু বা গোসল করা মাকরূহ। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের ফতোয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নামাযের মাসয়ালা-মাসায়েল

নামায আদায় করা ফরজ। আর এর ফরজিয়ত অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। এটা খোলাছাহ কিতাবে আছে। যে ব্যক্তি নামাযের ফরজিয়ত অস্বীকার করে না; বরং জেনে বুঝে ছেড়ে দেয়, তাকে হত্যা করার হুকুম দেওয়া যায় না; বরং তাকে তাওবাহ না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখার হুকুম বর্তাবে। শরহে মাজমাউল বাহরাইনে বর্ণিত আছে, নামাযের শেষ ওয়াক্তে তাহরীমা বাঁধার সময় পেলে আমাদের মাযহাবে তার নামায পড়া ওয়াজিব হবে। যদি কাফির মুসলমান হয়, নাবালেগ বালেগ হয়, পাগল সুস্থ হয়, মহিলা হায়েজ হতে পবিত্র হয়, তবে নিয়ত বাঁধার মতো নামাযের ওয়াক্ত বাকি থাকলে আমাদের মাযহাবে সে নামায আদায় করে নেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি এ সকল কারণ নামাযের শেষ ওয়াক্তে পাওয়া যায়, যেমন শেষ ওয়াক্তে পাগল হয়েছে অথবা শেষ ওয়াক্তে হায়েজ এসেছে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে নামায পড়তে হবে না। এটা মোখতারুল ফতোয়ার বর্ণিত আছে। বাচ্চা প্রসবকারিণী দাইয়ের যদি আশঙ্কা থাকে যে, নামাযে মশগুল হতে গেলে বাচ্চা মারা যাবে, তবে তার জন্য সে নামায দেরী করে পড়া জায়েয আছে। চোরের ভয়ে এবং এরূপ অন্যান্য কারণে নামায দেরী করে পড়া জায়েয আছে। এটা খোলাছাহ কিতাবের ওয়াক্তের বিবরণের চতুর্থ ভাগে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
নামাযের ওয়াক্ত ও নামায সম্পর্কিত মাসয়ালা-মাসায়েল

প্রথম ভাগ
নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ ও মাসয়ালা

ফজরের ওয়াক্ত ছোবহে ছাদেক উদিত হলেই আরম্ভ হয়। ছোবহে ছাদেক সে শুভ্রকে বলে, যা সূর্য উদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আকাশের কিনারে বিস্তার লাভ করে থাকে। ছোবহে কাযেব ধর্তব্য নয়। ছোবহে কাযেব সে শুভ্রকে বলা হয়, যা

www.nagorikpathagar.org

কেবল লম্বিতভাবে পূর্বকাশে দেখা যায়। পরে আবার অন্ধকার ঘিরে আসে। ছোবহে কাযেব হতে নামাযের ওয়াক্ত ধরা হয় না এবং রোযাদারের পক্ষে সেহরি খাওয়া হারাম হয় না। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ।

জোহরের ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিমাকাশের দিকে ঝুঁকলে শুরু হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর ছায়া ছায়া-আছলি ছাড়া এর দ্বিগুণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকবে। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ এবং এটাই বিশুদ্ধ এবং এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। সূর্য পশ্চিমে ঝুঁকে পড়ার চিহ্ন হল, কোন কিছুর ছায়া পূর্বদিকে বেড়ে যাওয়া। ছায়া-আছলি ঠিক করার পদ্ধতি হল, সোজা একখণ্ড খড়ি বা কাঠের টুকরো মাটিতে পুঁতে খাড়া করে রাখবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া কমতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য বাড়তে থাকবে। অতঃপর যে মুহূর্ত হতে আবার ছায়া বাড়তে শুরু করবে, ঠিক তন্মুহূর্ত হতেই সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে বলে বুঝতে হবে। সুতরাং তার পূর্বক্ষণে যখন ছায়া কমে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে এবং বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ছায়া যে পরিমাণ থাকবে, তার মাথায় একটি দাগ কাটবে। ঐ দাগ হতে লাঠি পর্যন্ত যে ছায়া থাকবে, তাই ছায়ায়ে আছলি। যখন ঐ বস্তুর ছায়া বেড়ে ছায়ায় আছলি বাদ দিয়ে বস্তুটির দ্বিগুণ লম্বা হয়, তখন আর জোহরের ওয়াক্ত থাকে না। অর্থাৎ এর পূর্ব পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। এটা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত। এটা কাজীখানের ফতোয়া এবং এটা বিশুদ্ধ অভিমত। অন্যান্য ফোকাহাগণ বলেন যে, সতর্কতাস্বরূপ জোহরের নামায ছায়া-আছলি বাদ দিয়ে বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়ার আগেই পড়া উচিত এবং দুগুণ হওয়ার পর আছরের নামায পড়া দরকার। তাতে উভয় নামায নিশ্চিতরূপে নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করা হবে।

আছরের ওয়াক্ত আছলী ছায়া ছাড়া কোন কাঠির দ্বিগুণ ছায়া হলেই আরম্ভ হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাকি থাকে।

মাগরিবের ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হতে শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে শোফক' অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। ' শোফক' হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর যে লাল আভা প্রকাশ পায় তাকে বলে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে লাল আভা অস্ত যাওয়ার পর যে শুভ্রতা প্রকাশ পায়, তাকে বলে। ফতোয়া এর উপরই প্রদত্ত হয়েছে। এটা কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে। ছাহেবাইন তথা হযরত ইমাম আবু ইউসুফ ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতের মধ্যে মানুষের আছানী বিদ্যমান রয়েছে। আর হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। কেননা নামায সম্বন্ধে মূল হল যে, নামাযের শর্ত রোকন ও ঐ বস্তু দ্বারা প্রমাণ হতে হবে, যা দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারা হয়।

এশা এবং বেতের নামাযের ওয়াক্ত শোফক গায়েব হতে শুরু হয় এবং ছোবহে সাদেক পর্যন্ত বহাল থাকে। এটা কাফী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। বেতের এশার পূর্বে পড়বে না। কেননা তারতীব ওয়াজিব। এজন্য নয় যে, বেতেরের ওয়াক্ত হয়নি। কেউ ভুলবশতঃ এশার আগেই বেতের পড়ে ফেললে অথবা এশা ও বেতের উভয় নামায পড়েছে, কিন্তু পরে এশার নামায ফাসেদ হয়েছে বলে জানতে পারল। অথচ বেতের নামাযের ওয়াক্ত পায়নি, যেমন সে এমন শহরে বাস করে, যেখানে শোফক গায়েব হলেই ফজর উদয় হয় অথবা শোফক গায়েব হবার পূর্বেই ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। তার উপর এশা এবং বেতের ফরজ হবে না। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ভাগ
ওয়াক্তের ফজীলতের মাসায়েল

ফজরের নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু এত বিলম্ব করবে না যে, সূর্য উদয়ের ভয় থাকে এবং এরূপ আলো প্রকাশ পেলে নামায পড়বে যে, কোন কারণবশতঃ নামায ফাসেদ হয়ে গেলে যেন ওয়াক্তের মধ্যে মুস্তাহাব কিরাতের সাথে নামায আবার আদায় করা যায়। এটা ত্যবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে। এ হুকুম সব সময়ের জন্য, তবে কুরবানীর দিন হাজীরের জন্য মুজদালিফায় এর বিপরীত করতে হয়। কেননা সেখানে অন্ধকার থাকতে নামায পড়া উত্তম। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

জোহরের নামায গরমের দিন দেরি করে পড়া এবং শীতের দিনে তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। একাকী হোক কিংবা জামাআতের সাথে পড়া হোক, তাতে কোন তারতম্য নেই। এটা শরহে মাজমাআর বিবরণ।

আছরের নামায তখন পর্যন্ত দেরি করে পড়া মুস্তাহাব, যে পর্যন্ত না সূর্যের রং বদলহয়। এটা সব সময়ের জন্য মুস্তাহাব। রং বদলের অর্থ সূর্যের আশপাশে বদল হওয়া, রৌদ্রের বদল হওয়া নয়। যখন সূর্যের আশপাশ এমন হবে যে, এর প্রতি দৃষ্টি দিলে চক্ষু ঝলসে যায় না। তখন সূর্যের রং বদল হয়েছে বলে বুঝা যাবে। যখন পর্যন্ত এরূপ না হবে, তখন পর্যন্ত সূর্যের রং বদল হয় নি বুঝা যাবে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এটা হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি রং বদল হওয়ার পূর্বে নামায শুরু করা হয় এবং বদল হওয়ার মধ্যেও শেষ না হয়, তবে মাকরূহ হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের ফতোয়া।

মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা সব সময়ের জন্যেই মুস্তাহাব।

এশার নামাযে রাত্রির তিন ভাগের একভাগ পর্যন্ত দেরি করা মুস্তাহাব এবং বেতেরের নামায যার শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার উপর বিশ্বাস আছে, তার পক্ষে শেষ রাত্র পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। আর যার তা নেই, সে নিদ্রা যাবার পূর্বেই বেতের পড়ে নিবে। মেঘের দিনে ফজরের নামায আলো প্রকাশ পেলে পড়বে। যেমন অন্যান্য দিনে পড়া হয়। মেঘের দিনে জোহরের নামায দেরি করে পড়বে যেন যাওয়ালের পূর্বে পড়া না হয় এবং আছরের নামায তাড়াতাড়ি পড়বে, কারণ মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যেতে পারে। মাগরিবের নামায দেরি করে পড়বে কারণ যাতে সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে পড়া না হয়। এশার নামায তাড়াতাড়ি পড়ে নিবে। যাতে বৃষ্টি বা বরফ জামাআতে বাধাদান না করতে পারে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এটা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। দুই ওয়াক্তের ফরজ নামায এক ওয়াক্তে কোন ওজরে একত্র করবে না-সফরে হোক বা স্বগৃহে হোক। কেবলমাত্র আরফা এবং মুযদালিফা ছাড়া। এটা মুহীতের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ
নামাযের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ ওয়াক্তের মাসায়েল

তিন সময়ে ফরজ নামায, জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয নেই। এটা হল (১) সূর্য উদিত হওয়া হতে একটু উপরে উঠা পর্যন্ত। (২) সূর্য ঠিক খাড়া হওয়া হতে পশ্চিমাকাশে ঝুঁকে যাওয়া পর্যন্ত এবং (৩) সূর্য লাল হওয়া হতে অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু ঐ দিনের আছরের নামায সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে পড়লে আদায় হয়ে যাবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

যখন পর্যন্ত মানুষ সূর্যের আশপাশ দেখতে পারে তখন সূর্য উদিত হওয়ার অবস্থায় থাকে। এ হুকুম ঐ সময় হবে, যখন জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়েছে। যে সময় এটা আদায় করা মোবাহ ছিল, পরে নিষিদ্ধ সময় পর্যন্ত দেরি করেছে। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ে যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং ঐ ওয়াক্তে আদায় করে থাকে, তবে জায়েয আছে। কেননা যেমন এর ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে ত্রুটি ছিল, তেমনি আদায়ের মধ্যেও ত্রুটি আছে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য দেরি করা উত্তম। আর জানাযা নামাযে বিলম্ব করা মাকরূহ। ঐ ওয়াক্তসমূহের মধ্যে ফরজসমূহ এবং ওয়াজিবসমূহ যেমন বেতের, এদের ওয়াক্ত চলে যাওয়ায় এটা ঐ সময় কাজা করাও জায়েয নেই। নফল নামায এসব ওয়াক্তে জায়েয আছে; কিন্তু মাকরূহর সাথে। এটা কাফী এবং শরহে তাহাবীর বিবরণ।

যদি সূর্যোদয়ের সময়ে অথবা সূর্যাস্তের সময়ে নফল নামায আরম্ভ করে এবং এর মধ্যে উচ্চস্বরে হাসে, তবে তার অজু করা ওয়াজিব হবে। যদি ঐ দিনের আছরের নামায ব্যতীত অন্য কোন ফরজ নামায ঐ ওয়াক্তে পড়ে তবে উক্তরূপ হাসি দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। ঐ নামায ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য ওয়াক্তে কাজা করা জাহের বর্ণনানুযায়ী ওয়াজিব। যদি নামায শেষ করে নেয় তবে শুরুকরণে যা ওয়াজিব হয়েছিল, তা তার যিম্মা হতে আদায় হয়ে যাবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সে পাপী হবে। অন্য কিছু তার উপরে আর ওয়াজিব রইল না। এটা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে। যদি মাকরূহ ওয়াক্তে এটা কাজা করে, তবে জায়েয আছে। কিন্তু পাপী হবে। যদি কেউ মানত করে যে, সে মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়বে, তবে তার সেই ওয়াক্তে নামায পড়া জায়েয আছে। কিন্তু পাপী হবে এবং অন্য ওয়াক্তে ঐ নামায আদায় করে নিবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি মানত করে থাকে যে, কোন ওয়াক্তে নামায পড়বে অথবা এ মানত করে যে, ঐ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য কোন ওয়াক্তে নামায পড়বে, তবে ঐ নামায মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয হবে না।

কতিপয় ওয়াক্ত এমন আছে, যার মধ্যে নফল নামায এবং অনুরূপ যত নামায আছে, আদায় করা মাকরুহ। ফরজ নামায আদায় করা মাকরূহ নয়। ঐ ওয়াক্তসমুহের মধ্যে কাজা নামায এবং জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয আছে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

মাকরূহ ওয়াক্ত

(১) এর মধ্যে প্রথম হল, ছোবহে ছাদেক হওয়ার পর ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়। এটা নেহায়া এবং কেফায়ার বিবরণ। ঐ সময়ে শুধু ফজরের সুন্নাত ছাড়া আর যে কোন নামায মাকরূহ। যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে নফল নামায পড়ছিল এবং এক রাকাত পড়ার পর ছোবহে সাদেক উদিত হল, তখন নামায শেষ করে নেওয়া উত্তম। কেননা ফজরের পর নফল পড়তে সে নিজে ইচ্ছা করে শুরু করেনি। ঐ নফল নামায শুদ্ধ মতে ফজরের সুন্নাতের পরিবর্তে হতে পারে না। যদি (নফল) চার রাকাত পড়ে তবে দুই রাকাত ফজর তুলু হওয়ার পরে পড়েছে। তা ফজরের সুন্নাতের পরিবর্তে হবে।

(২) ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়। যদি ফজরের সুন্নাতও ফাসেদ হয়ে থাকে, ফজরের পরে কাজা করা জায়েয নেই। এটা মুহীত সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

(৩) আছরের নামাযের পর সূর্যের রং পরিবর্তন হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়। যদি নফল নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তে শুরু করে থাকে, পরে ভঙ্গ হয়ে গেছে। তারপর আছরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে এই নফল নামাজ নামায কাজা করা জায়েয নয়।

www.nagorikpathagar.org

(৪) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিবের নামায পড়ার পূর্বের সময়।

(৫) যে সময়ে জুমুআর নামাযের ইকামত হতে থাকে।

(৬) যে সময়ে জুমুআর অথবা ঈদের কিংবা কুছুফের অথবা ইস্তেস্কার খুৎবাহ পড়তে থাকে। এটা নেহায়া এবং কেফায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

(৭) যখন হজ্জ অথবা নিকাহর খুৎবাহ্ পড়তে থাকে, তখন নফল নামায পড়া মাকরূহ। এটা মুনিয়াতুল মুছল্লির মধ্যে উল্লেখ আছে।

(৮) যখন জুমুআর দিন ইমাম খুৎবাহ পড়ার জন্য বের হন, তখন নফল নামায পড়া মাকরূহ। এটা মুনিয়াতুল মুছল্লির বিবরণ।

(৮) যখন জুমুআর দিন ইমাম খুৎবা পড়ার জন্য বের হন, তখন নফল নামায পড়া মাকরূহ। এটা মুনিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি চার রাকাতের সুন্নাত শুরু করে এবং ইমাম খুৎবাহ দিবার জন্য বের হন, তবে বিশুদ্ধ মতে চার রাকাত পূর্ণ করে নিবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

(৯) যখন নামাযের ইকামত শুরু হয়, তখন নফল নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু যখন জামাত চলে যাবার আশঙ্কা না থাকে, তখন ফজরের সুন্নাত পড়ে নেওয়া যাবে।

(১০) ঈদের নামায পড়ার পূর্বে ঘরে বা মসজিদে বা ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ।

(১১) দুই ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে বা মসজিদে নফল নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু ঘরে পড়া মাকরূহ নয়।

(১২) আরাফা এবং মুজদালিফায় যে নামায একত্রিত করা হয়, উক্ত একত্রিত নামাযদ্বয়ের মধ্যে নফল নামায পড়া মাকরূহ হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

(১৩) যখন নামাযের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন ঐ ওয়াক্তের ফরজ ছাড়া অন্য নামায পড়া মাকরূহ। এটা শরহে মুনিয়াতুল মুছল্লির বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযানের মাসয়ালা

প্রথম ভাগ

আযানের নিয়ম ও মুয়াযযিনের মাসায়েল

দৈনন্দিন ফরজ নামায (ও জুমুআর নামায) জামাতের সাথে আদায় করার জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। এটা কাজীখানের ফতোয়। কারও কারও মতে, এটা ওয়াজিব। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এটা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। এটাই অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত। ইকামতও শুধু ফরজ নামাযের জন্য আযানের মতো সুন্নাত। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায এবং জুমুআর নামায ছাড়া যে সকল নামায যেমন সুন্নাতসমূহ, বেতের, নফল, তারাবীহ এবং দুই ঈদের নামায এটাতে আযান ও ইকামত নেই। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ। এভাবে মানতের নামায, জানাযা, এস্তেস্কা, চাশত এবং বারা-মুছীবতের নামাযে আযান এ ইকামত নেই। এটা তাবিয়ীন কিতাবে উল্লেখ আছে। কুছুফ ও খুছুফের নামাযেরও এই হুকুম। এটা শরহে কানয কিতাবে উল্লেখ আছে। মহিলাদের উপর আযান ইকামতের বিধান নেই। যদি তারা জামাতে নামায পড়ে, তবে আযান ইকামত ছাড়া পড়বে। যদি আযান ইকামত বলে তবে নামায জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু পাপ হবে।

www.nagorikpathagar.org

আযান ও ইকামত বলা মুসাফির এবং গৃহে নামায আদায়কারী মুকীমের জন্য মুস্তাহাব, গোলামদের আযান ইকামত বলার প্রয়োজন নেই। এটা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে। ফজরের নামায ছাড়া ওয়াক্তের পূর্বে কোন ওয়াক্তের আযান দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। এভাবে ফজরের আযান ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নাজায়েয। ওয়াক্ত আসলে আবার আযান দিবে। এটা শরহে মাজমাউল বাহারে বর্ণিত আছে এবং এটার উপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবে হুজ্জাত হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ইকামত বলার ক্ষেত্রে সকলেই একমত যে, ইকামত ওয়াক্ত আসার পূর্বে জায়েয নয়। মুয়াযযিন ইকামত বলার একঘন্টার পর ইমাম আসলেন অথবা ইকামতের পর তিনি সুন্নাত নামায পড়লেন, এমতাবস্থায় ইকামত পুনঃ বলা ওয়াজিব হবে না। এটা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

মুয়াযযিনের আযানের মধ্যে বেহুঁশী এসে গেলে অন্য ব্যক্তি আযান দিবে। এভাবে মুয়াযযিন যদি মরে যায়, সেক্ষেত্রে ঐ হুকুম প্রযোজ্য। আর যদি মুয়াযযিনের অজু ভঙ্গ হওয়ায় সে অজু করতে চলে যায, তবে অন্য ব্যক্তি প্রথম হতে আযান দিবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আমাদের মাশায়েখগণ (আল্লাহ পাক তাদের উপর রহম করুন) বলেন, অজু ভঙ্গ হলে আযানে হোক তা সম্পূর্ণ করে নিবে। তারপর অজু করতে যাবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি মুয়াযযিন আযানের মধ্যে বা ইকামতের মধ্যে থেমে যায় এবং তাকে বলে দেবার মত লোকও না থাকে, এই অবস্থায় প্রথম হতে আযান বলা ওয়াজিব হবে এবং এভাবে যদি আযান বা ইকামতের মধ্যে মূক হয়ে যায়, শেষ করার শক্তি না তাকে, তবে তা অন্য ব্যক্তি প্রথম হতে বলবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। আযানের মধ্যে থেমে যাওয়ার যদি বাক্য পৃথক হওযা অনুমতি হয়, তবে পুনরায় প্রথম হতে বলবে। আর সামান্য বিরাম হলে যেমন গলা খাকরান বা কাশি দেওয়ার মতো অবস্থা হয়, তবে প্রথম হতে বলতে হবে না। এটা তাতারকানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

আযানের মধ্যে বিনা ওজরে গলা খাকরান মাকরূহ, ওজরে খাকরাইলে ক্ষতি হবে না। আযান বা ইকামতের মধ্যে সালামের জওয়াব দেওয়া মাকরূহ। শুদ্ধ মতে আযান বা ইকামতের পরও সালামের জওয়াব দেওযা ওয়াজিব নয়। মুযাযযিনের আযান বা ইকামতের মধ্যে কথা বলা বা চলা উচিত নয়। যে সময় মুকাব্বির ইকামতের মধ্যে কাদ ক্বামাতিছ ছালাতু পর্যন্ত পৌঁছে, তখন সে ইচ্ছা হলে ঐ জায়গায় বসেও আযান বা ইকামত শেষ করতে পারে, অথবা নামাযের স্থানেও চলে যেতে পারে। এটা কাজীখানে এবং মুহীত কিতাবের ফতোয়া।

দ্বিতীয় ভাগ

আযান ও ইকামতের কলেমাসমূহ ও তার অবস্থা

আযানের পনেরটি শব্দ আছে। আমাদের নিকট তার শেষ হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আযানের শব্দসমূহ এইঃ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলছছালাহ, হাইয়্যা আলছছালাহ। হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

www.nagorikpathagar.org

ইকামতে সতেরটি শব্দ আছে। পনেরটি আযানের এবং দুটি হল, ইকামতের 'ক্বাদক্বামাতিছ ছালাহ, ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ'। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। ফজরের আযানের মধ্যে হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার পর আছছালাতু খাইরুম মিনান্নাউম'দুবার বলবে। এটা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে। আরবী ছাড়া ফার্সী বা অন্য কোন ভাষার শব্দে আযান দিবে না। ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে, এটাই শুদ্ধ মত। আযান ও ইকামত উচ্চঃস্বরে বলা সুন্নাত। তবে ইকামত আযানের তুলনায় কিছু নীচু করবে। মসজিদের ভিতরে বসে আযান দিবে না। মসজিদের বাইরে থেকে আযান দিবে। উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চঃস্বরে আযান দেওয়া সুন্নাত। কেননা প্রতিবেশীগণ উত্তমরূপে শুনতে পারবে। মুয়াযযিনের সাধ্যাতিত আওয়াজ করতে যাওয়া মাকরূহ।

মাটিতে দাঁড়িয়ে ইকামত বলবে। এটা কানিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। মসজিদের মধ্যে ইকামত বলবে। আযানের মধ্যে তারজী করবে না। তারজী বলা হয়, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুবার নীচু আওয়াজে বলা এবং দুবার উচ্চ আওয়াজে বলা। এতে এই সাক্ষ্যবাণী চারবার উচ্চরিত হওয়া। দুবার নীচু আওয়াজে এবং দুবার উচ্চ আওয়াজে। এটা কেফায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আযান একটু থেমে থেমে এবং ইকামত তামা ছাড়াই বলবে। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি উভয়েই থেমে থেমে বলে বা উভয় থামা ছাড়া বলে অথবা ইকামত থেমে বলে এবং আযান তামা ছাড়া বলে, তবে জায়েয হবে। এটা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা মাকরূহ হবে এবং এটাই শুদ্ধ মত। এটা ফতহুল ক্বাদীরের বিবরণ। থেমে বলা এরূপঃ যেমন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' বলে কিছুক্ষণ থামবে। পরে দ্বিতীয়বারও ঐরূপ করবে। এভাবে আযানের শেষ পর্যন্ত দুই শব্দের মধ্যে থামবে। যদি বিনা থামায় বলা হয়, তবে মিলানো হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে। আযান এবং ইকামতের প্রত্যেক শব্দের উপর সুকুনের ওয়াকফ হবে। কিন্তু আযানের মধ্যে প্রকৃত সুকুন করবে এবং ইকামতের মধ্যে সুকুনের নিয়ত করবে। এটা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে। আল্লাহু আকবারের প্রথম দীর্ঘ উচ্চারণ করা কুফরী। 'আ-ল্লা-হু' এর মধ্যে দীর্ঘস্বর, এ প্রকারে 'আকবা-র' এর শেষে দীর্ঘ উচ্চারণ করাও গুনাহর কাজ। শরীয়ত অনুযায়ী আযান ও ইকামতের শব্দের তারতীব রক্ষা করবে। যদি আযান ও ইকামতের কোন কোন শব্দ কোন কোন শব্দের আগে উচ্চারণ করা হয়, যেমনঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' আগে বলা হল। তবে যেক্ষেত্রে পরের শব্দ আগে বলে ফেলা হয়, সে শব্দ সেখানে ধর্তব্য নয়; বরং যথাস্থানে তা আবার বলতে হবে। না বললে নামায জায়েয হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি আযান ও ইকামতের শব্দগুলি পার্থক্য না করে পরস্পর বলে ফেলে, যখন আযান দিতেছে, তখন মনে হচ্ছে যেন ইকামত দিতেছে। শেষ হবার পর জানতে পেরেছে যে, আযান দিয়েছে। তবে উত্তর হল যে, আযান পুনরায় দিবে এবং ইকামত প্রথম হতে বলবে। এভাবে যদি ইকামত আরম্ভ করে যে, তাকে আযান বলে ধারণা করে, পরে জানল যে, এটা ইকামত, তবে উত্তম হল যে, পুনরায় প্রথম হতে ইকামত বলবে, এটা বেদায়া এবং গয়ার সুরুজী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আযান ও ইকামতের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে নিবে। না হলেও জায়েয হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে। এটা হেদায়াতে বর্ণিত আছে। যখন হাইয়্যা আলাছছালাহ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলবে তকন মুখ যথাক্রমে ডানদিকে এবং বামদিকে ঘুরাবে। পা একই স্থানে ঠিক রাখবে।

আযান দিবার মিনারাহ প্রশস্ত হলে তার মধ্যে ফিরে যাওয়া উত্তম। হাইয়্যা আলাছছালাহ বলার সময় ডানদিকের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে দিবে। আর হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময় বামদিকের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে দিবে। কেউ কেউ বলেন যে, হাইয়্যা আলাছছালাহ বলার সময় ডান ও বাম উত্তর দিকে যাবে। আবার হাইয়্যা আলাল বলার সময়ও উভয় দিকে যাবে। তবে শুদ্ধ হল প্রথম বর্ণনা। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আযানের মধ্যে তালহীন

www.nagorikpathagar.org

মাকরূহ। তালহীন বলা হয়, এমন রাগিনীর সাথে শব্দ বলাকে, যে শব্দ বদল হয়ে যায়। এমন মধুর স্বরে আযান দেওয়া চাই। আযান দিবার সময়ে দুই আঙ্গুল দুই কর্ণকুহরে দিয়ে রাখবে। তাতে আওয়াজ বেশি হয়, আর না রাখলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা এটা মূল সুন্নাত নয়। তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, দুই আঙ্গুল কানে দিয়ে রাখাই উত্তম। কানে আঙ্গুল দেওয়া আযানের নিদর্শন, ইকামতের সময় এটা করতে হয় না।

ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মতে মাগরিব ছাড়া প্রত্যেক নামাযের সময়ে তাছবীব বলা উত্তম। তাছবীব বলা হয়, আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষকে নামাযের কথা পুনরায় জানিয়ে দেওয়াকে। প্রত্যেক শহর বা জায়গার তাছবীব সেই শহর বা জায়গার রীতিনীতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। গলা খাকরাই অথবা ছালাত ছালাত ও ক্বামাত ক্বামাত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাছবীব বলতে হয়। তাছবীবের উদ্দেশ্য হল ভাল করে জানিয়ে দেওয়া। তাই এটা যেখানে যেরূপ নিয়ম আছে, সেখানে সেই নিয়মেই বলা যথিষ্ট। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ। ফজরের আযানের পর বিশ আয়াত কোরআন শরীফ পড়া যায় পরিমাণ সময় দেরি করবে। তারপর তাছবীব বলবে। তারপর ঐ পরিমাণ সময় বসে তারপর ইকামত বলবে। আযান ও ইকামত মিলিয়ে বলা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। মুয়াযযিনের জন্য উত্তম হল, যে নামাযের প্রথমে সুন্নাত অথবা নফল পড়া হয়, তা আযান ও ইকামতের মাঝখানে পড়বে। আর না পড়লে আযান ও ইকামতের মধ্যে বসে থাকবে।

মাগরিবের ওয়াক্তেও ফোকাহাদের মতে আযান ও ইকামতের মাঝে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। এটা এতাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য বিলম্বের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে যতক্ষণে তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পড়তে পারা যায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। তারপর ইকামত বলবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, যে পরিমাণ সময় দুই খুৎবাহর মধ্যে অপেক্ষা করা হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করবে। ইমাম হালুযায়ী (রহঃ) লিখেছেন যে, মতভেদ শুধু এই কথার মধ্যে যে খাড়া হওয়া কি ভাল, না বসা ভাল? হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে বসে যাওয়া জায়েয আছে কিন্তু খাড়া হওয়া উত্তম। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে খাড়া থাকা জায়েয আছে কিন্তু বসাই উত্তম। আযান ও ইকামতের মাঝে দোয়া-প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। মুয়াযযিন লোক আসার অপেক্ষা করবে। যে ব্যক্তি দুর্বল, তাড়াতাড়ি আসতে পারে না, তার জন্য খাড়া থাকবে। মহল্লার মাতব্বর এবং বড় লোকের জন্য অপেক্ষা করবে না। এটা যে'রাজুদ্দেরায়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। আযান প্রথম ওয়াক্তে দেওয়া দরকার এবং ইকামত বলবে মধ্যম ওয়াক্তে। তা হলে অজুকারী ব্যক্তি অজু সেরে, নামাযরত ব্যক্তি নামায শেষ করে এবং বাহ্য-প্রস্রাবরত ব্যক্তি তার কাজ সমাধা করে এসে নামাযে শরীক হতে পারে। ইকামতের সময়ে কেউ (মসজিদে) প্রবেশ করে খাড়া হয়ে অপেক্ষা করা মাকরূহ; বরং বসে যাবে এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময়ে খাড়া হয়ে যাবে। এটা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। যদি মুযাযযিন ইমাম ছাড়া অন্য কেউ হয় এবং নামাযীরা ইমামের সাথে মসজিদের মধ্যে থাকে, তবে মুয়াযযিন যখন ইকামতের মধ্যে হাইয়্যা আলাল ফালাহ পর্যন্ত পৌঁছবে, সেই সময় আমাদের তিন ইমামের মতে ইমাম ও মুক্তাদীগণ খাড়া হয়ে যাবে। এটাই শুদ্ধ মত। যদি ইমাম বাইরে থাকে এবং কাতারের দিক দিয়ে প্রবেশ করেন, তবে যখন তিনি কাতারের দিকে যান তখন ঐ কাতার দাঁড়িয়ে যাবে। যদি ইমাম ও মুয়াযযিন একই ব্যক্তি হন, তবে তিনি যদি ইকামত মসজিদের মধ্যে বলেন, তবে যতক্ষণ ইকামত বলে শেষ না করবেন, ততক্ষণ নামাযীগণ খাড়া হবে না। যদি তিনি ইকামত মসজিদের বাইরে বলেন, তবে আমাদের মাশায়েখদের সম্মিলিত মত হল যে, যতক্ষণ ইমাম মসজিদে প্রবেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তাদীগণ খাড়া হবে না। ক্বাদক্বামাতিছ ছালাহ বলার কিছু আগে ইমাম তাকবীর বলবেন। ইহাই বিশুদ্ধ মত।

www.nagorikpathagar.org

মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আযানের সময় আযানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। আযানে যা বলা হয় তা বলেই জওয়াব দিবে। কিন্তু হাইয়্যা আলাছ ছালাহ এর স্থলে ঐ শব্দ না বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময়ে মাশা আল্লাহু কানা ওয়ামা লামইয়াশা লামইয়াকুন বলবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত হয়েছে। এটাই শুদ্ধ মত এবং এটা ফতোয়ায়ে গারায়েবের মধ্যে বর্ণিত আছে। এভাবে আছছালাতু খাইরুম মিনান্নাউমের জওয়াবে শ্রোতা তা না বলে 'ছাদ্দাক্‌তা ওয়া বাররতা' বলবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। চলার সময় আযান শুনলে একটু একটু থেমে উত্তর দেওয়া উত্তম। এটা কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নামাযের শর্তাবলী

আমাদের মাযহাব অনুযায়ী নামাযের মধ্যে মোট সাতটি শর্ত আছে। যথাঃ (১) অজু করা (২) শরীর পাক করা (৩) সতর ঢাকা (৪) কিবলামুখী হওয়া (৫) ওয়াক্ত হওয়া (৬) নিয়ত করা এব (৭) তাকবীরে তাহরীমা বলা। এটা যাহেদী কিতাবের বিবরণ।

প্রথম ভাগ
পবিত্রতা ও সতরে আওরাতের মাসয়ালা

নামাযীর জন্য শরীর, কাপড় এবং নামাযের স্থান পাক হওয়া ওয়াজিব। এটা তখন, যখন নাজাসাত ঐ পরিমাণ থাকবে, যা নিয়ে নামায আদায় করা যায় না এবং তা দূরীকরণে এর চেয়ে অধিক কোন খারাপ কাজ করতে হয় না। যদি মানুষের সামনে সতর খুলে নাজাসাত পাক করতে না পারে, তবে ঐ নাজাসাতসহ নামায পড়বে। নাজাসাত দূর করতে মানুষের সামনে সতর খুললে ফাসেক হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। এখানে নাজাসাত শরীরের উপরে লাগা শর্ত। যদি নাপাক সুরমা চক্ষে লাগায়, তবে চক্ষু ধোয়া ওযাজিব নয়। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। নাজাসাতে গলীজা এক দিরহাম পরিমাণ হলে তা ধোয়া ফরজ। ঐ পরিমাণ নাজাসাত নিয়ে নামায পড়লে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নাজাসাত এক দিরহামের কম পরিমাণ হলে তা ধোয়া সুন্নাত। আর নাজাসাতে খফীফা হলে তার পরিণাম অনেক না হলে নামাযের ব্যাঘাত ঘটবে না। সতরে আওরাত (লজ্জাস্থান ঢাকা) নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। যদি এর জন্য সক্ষম থাকে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। পুরুষের জন্য নাভীর নীচ হতে হাঁটু পর্যন্ত আওরাত (লজ্জাস্থান)। পুরুষের হাঁটুর নীচ পর্যন্ত আমাদের ইমামত্রয়ের নিকট ঢাকতে হবে না। হাঁটুর গিরা আলেমদের নিকট ঢেকে রাখা শর্ত। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

স্বাধীনা মহিলার মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত আছে এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। এটার উপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। এটা মে'রাজুদ্দেরায়েতে বর্ণিত আছে। দাসীর জন্য ঐ পরিমাণ ঢাকতে হবে, যা পুরুষের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু তার পেট ও পিঠ ঢাকা শর্ত। এই হুকুমের মধ্যে দাসীও শামিল। দাসী উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বিরাহ অথবা মুকাতাবাহ হওয়াতে কোন তারতম্য নেই। এটা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে। মুস্তারাত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মুকাতাবাহার ন্যায় হুকুম রাখে। খুনচাযে মুশকিল যদি গোলাম হয়, তবে তার সতর দাসীর সতরের মতো হবে। আর আযাদ থাকলে আমাদের ফকীহদের মতে সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে। আর কিছু সংখ্যক আলেমের মতে পূর্ণভাবে ঢাকা কর্তব্য এবং অন্যান্য আলেমের মতে পূর্ণভাবে ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

আবশ্যক করে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যে বালিকা বালেগের নিকটবর্তী হয়, যদি উলঙ্গ হয়, যদি উলঙ্গ অবস্থায় অথবা বিনা অজুতে নামায পড়ে তবে পুনঃ পড়তে হুকুম করবে। যদি ওড়না ছাড়া নামায পড়ে, তবে জায়েয হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। নামাযের মধ্যে নিজের সতর অন্য লোক হতে ঢেকে রাখা সকল ইমামদের মতে ফরজ। নিজের অঙ্গকে নিজ হতে ঢেকে রাখা ফরজ নয়।

যদি পিরহান পরে লুঙ্গি ছাড়া নামায পড়ে, আর পিরহান যদি এমন হয় যে, এর ফারা বুক হতে তাকালে লজ্জাস্থান দেখা যায়, তবে আইম্মা ও মাশায়েখদের মতে নামায ফাসেদ হবে না। এটা বিশুদ্ধ মত। অন্ধকার ঘরের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে নামায পড়লে ও তার নিকট পাক কাপড় থাকলে সকল আলেমের মতেই নামায জায়েয হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। শরীর দেখা যায়, এমন পাতলা কাপড় পরে নামায পড়তে নামায জায়েয হবে না। এটা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কারও নিকট কামিছ থাকে এবং তাছাড়া আর কোন কাপড় না পরে এবং কেউ যদি তার সিজদার মধ্যে লজ্জার স্থান না দেখে বা মালুম করতে না পারে, কিন্তু কেউ এটার নীচের দিক দিয়ে দেখলে যদি লজ্জার স্থান নজরে আসে, তবে এটাতে কোন ক্ষতি হবে না। সামান্য খুলে গেলেও এটা ক্ষমার যোগ্য। কেননা এটাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি আরও বেশি কিছু হয়, তবে অসুবিধা আছে। কেননা এটা ক্ষমার যোগ্য নয়। এক-চতুর্থাংশ এবং তদপেক্ষা বেশি অংশকে অধিক বুঝায় এবং এক-চতুর্থাংশের কম হলে সামান্য বুঝায়। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। বিশুদ্ধ মত হল, সতরে গালীজ হউক অথবা সতরে খাফীফ, এটার হিসাব চতুর্থাংশ দিয়েই করা হয়। এটা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি এক অঙ্গ হতে এক-চতুর্থাংশের কম খুলে যায, তবে এটা ক্ষমাকৃত। যদি দুই অঙ্গ অথবা দুই এর অধিক অঙ্গ হতে খুলে যায, তবে এটা একত্র করতে হবে। যদি সমস্ত মিলিয়ে অঙ্গসমূহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোট, এর এক-চতুর্থাংশ হয়, তবে নামায জায়েয হবে না। ঢেকে রাখার অঙ্গ একত্র করণে অংশের হিসাব, যেমন ষষ্ঠাংশ অথবা নবমাংশ এইরূপ ধরা যায় না; বরং পরিমাণের হিসাব ধরতে হবে। এমন কি যদি কানের নবমাংশ খুলে যায় এবং পিন্ডলির নবমাংশ খুলে যায, তবে নামায জায়েয হবে না। কেননা যা কিছু খুলেছে, তা কানের এক-চতুর্থাংশের সমান হবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে ডেকে রাখার অঙ্গ খুলে যায় এবং সাথে সাথে তা ঢেকে লয, তবে পোকাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে তার নামায জায়েয হবে। যদি ঐরূপ খোলা অবস্থায় কোন রোকন আদায় করে, তবে সকল ইমামের মতেই তার নামায ফাসেদ হবে। যদি এভাবে ঢেকে রাখার অঙ্গ খোলা অবস্থায় রোকন আদায় না করে কিন্তু এমন পরিমাণ অপেক্ষা করে যে, আর মধ্যে রোকন আদায় করা যায, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে, কিন্তু হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে না। দাসী যদি ওড়না ছাড়া নামায পড়ে এবং নামাযের মধ্যে আযাদ হয়ে যায় এবং ঐ সময় সে তার গায়ে ওড়না না দিয়ে থাকে, তবে নামায পড়ে এবং নামাযের মধ্যে আযাদ হয়ে যায় তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি সে ওড়না দিতে সামান্য নড়াচড়া করে থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। সামান্য কাজ এরূপ যে, শুধু একহাত দিয়ে ধরবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে।

লিঙ্গ একটি স্বতন্ত্র অঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গের দুই অংশ সেরূপ পৃথক দুটি অঙ্গ। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। প্রত্যেক উরু পৃথক পৃথক অঙ্গ। মলদ্বার এটার মধ্যে তৃতীয় অঙ্গ। হাঁটুর গিরা উরুর শেষ পর্যন্ত অংশ একত্রে এক অঙ্গ। যদি কেউ তার হাঁটু খোলা রেখে ও উরু ঢেকে নামায পড়ে, তবে তার নামায জায়েয হবে। এভাবে গোড়ালিসহ পিন্ডলি এক অঙ্গ। পুরুষের নাভীর নীচ হতে নীচের হাড় পর্যন্ত আশ-পাশ দিয়ে এক অঙ্গ। যদি এটার এক-চতুর্থাংশ খুলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। পিঠ, পেট ও এবং বক্ষ পৃথক

www.nagorikpathagar.org

পৃথক অঙ্গ। পাঁজর পেটের সাথে ধরা হয়েছে। স্ত্রীলোকের বুক যদি উঠতে শুরু করে এবং এটা ছোট থাকে, তবে বক্ষের সাথে ধরা হয, যদি বড় হয, তবে পৃথক অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়। এটা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। এভাবে প্রত্যেকটাই পৃথক পৃথক অঙ্গ হবে। কানেরও এরূপ হুকুম। যদি এক কানের এক-চতুর্থাংশ খুলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হবে।

যার কাপড় জুটবে না, সে বসে নামায পড়বে এবং রুকু, সিজদাহ ইশারায় করবে। অথবা খাড়া হয়ে রুকু ও সিজদাহর সাথে পড়বে। কিন্তু প্রথম অবস্থাই উত্তম। এটা কাজী কিতাবে উল্লেখ আছে। রাতে বা দিবসে, মাঠে-ময়দানে বা গৃহে সকল ক্ষেত্রেই এই হুকুম। কাপড় জোটার অর্থ কাপড় ব্যবহারে সক্ষম হওয়া। যদি কেউ কাকে নামায পড়তে কাপড় দেয়, তবে তার জন্য ব্যবহার করা ওয়াজিব। যদি উলঙ্গ ব্যক্তির কাছে এমন লোক তাকে যার নিকট কাপড় আছে, তবে তার নিকট কাপড় চাইবে। না দিলে উলঙ্গাবস্থায় নামায পড়বে। নামাযের মধ্যে ঐ অবস্থায় কাপড় পাওয়া গেলে ঐ নামায ছেড়ে দিয়ে প্রথম হতে নামায পুনরায় পড়বে। এটা তাতারখানিয়াহ এবং দেরাজিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। কাপড় পাওয়ার আশা থাকলে কাপড় পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা না হয়। যেমন নামায পড়ার জন্য পাক জায়গা পাওয়া যায় না। যদি পাবার আশা থাকে, তবে ঐ অবস্থায় ঐ পরিমাণ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

উলঙ্গ লোক দূরে পৃথকভাবে নামায পড়বে। যদি জামাতে পড়ে, তবে ইমাম মধ্যে থাকবে এবং প্রত্যেক পা কিবলার দিকে করবে এবং উভয় হাত দুই উরুর মধ্যে রাখবে এবং ইশারায় নামায পড়বে। অথবা বসে রুকু ও সিজদাহর সাথে নামায পড়বে। এটা যাহেদীতে উল্লেখ আছে। হুজ্জাতের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, উলঙ্গ ব্যক্তি কোন চাটাই বা বিছানা পেলে তা দিয়ে সতরে আওরাত করতঃ নামায পড়বে। কিন্তু উলঙ্গাবস্থায় পড়বে না। এই হুকুম তখন হবে যখন গাস দিয়ে সতর করতে পারবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। উলঙ্গ ব্যক্তি যদি কোন ফুলের পাতা পায়, তবে তা দিয়ে সতর করবে। যদি মনে করে যে, তা শরীরে লেগে থাকবে, তবে তা ছাড়া নামায হবে না। এই রকম কোন গাছের পাতা পেলে তদবস্থায় এই হুকুম হবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। যদি শুধু এতটুকু কাপড় পাওয়া যায় যে, কিছু অংশের সতর করা যায়, তবে সকল ইমামের মতেই তা পরা ওয়াজিব। এটা দিয়ে প্রস্রাব-পায়খানার অঙ্গ ঢেকে নিবে। যদি কাপড় টুকরা দ্বারা শুধু এক অঙ্গ আবৃত করা যায, তবে কেউ বলেন যে, শুধু মলদ্বার ঢেকে নিবে। কেননা রুকুর সময়ে তা খুলে গেলে খুবই দৃষ্টি কটু হয়। আর কেউ কেউ বলেন যে, মুত্রাঙ্গ ঢেকে নিবে। কেননা এটা কিবলার দিকে থাকে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে।

রেশমী বস্ত্র পরে পুরুষের নামায পড়া নাজায়েয। মহিলার জায়েয আছে। ঐ কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় না থাকলে তাই পরে নামায পড়বে। উলঙ্গাবস্থায় পড়বে না। এটা ফতহুল কাদীরে আছে। যদি কোন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে নামায পড়লে অঙ্গ এমন পরিমাণ খুলে যায় যে, তাতে নামায হয় না। কিন্তু বসে পড়লে কিছুই খুলে যায় না। ঐ অবস্থায় তার বসে নামায পড়া আবশ্যক। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। যদি সিজদাহ করণে স্ত্রীলোকের এক-চতুর্থাংশ খুলে যায়, তবে সিজদাহ করবে না। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। পুরুষের তিন কাপড় পড়ে নামায পড়া মুস্তাহাব। যথাঃ লুঙ্গি, জামা, পাগড়ী। যদি এক কাপড়ে শরীর ঢেকে নামায পড়ে, তবে বিনা কিরাহাতে জায়েয হবে। যদি শুধু লুঙ্গি দিয়ে পড়ে, তবে জায়েয আছে, কিন্তু মাকরূহ হবে। স্ত্রীলোকদেরও তিন কাপড় পড়ে নামায পড়া মুস্তাহাব। তারা পিরহান, লুঙ্গি এবং ওড়না পরে নামায পড়বে। স্ত্রীলোকেরা দুই কাপড় নিয়ে নামায পড়লেও জায়েয হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। কিন্তু এক কাপড় পেঁচিয়ে নামায পড়লে জায়েয হবে না এবং তা দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে নিতে পারলে জায়েয হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে আছে। যদি দুই ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়ে এবং প্রত্যেকেই তার এক

www.nagorikpathagar.org

কিনারা দিয়ে সতর করে লয়, তবে জায়েয হবে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি কাপড়ের এক কিনারা দিয়ে নিজের সতর করে এবং অন্য কিনারা কোন শায়িত ব্যক্তির উপর বিছিয়ে রাখে, তবে নামায জায়েয হবে।

যদি কোন স্ত্রীলোকের নিকট তার মাথা ও শরীরের এক-চতুর্থাংশ ঢাকার মত কাপড় থাকে, তারপর সে যদি মাথা না ঢেকে নামায পড়ে, তবে তার নামায জায়েয হবে না। আর যদি কাপড় এই পরিমাণ থাকে যে, মাথার এক-চতুর্থাংশের কম ঢাকে, আর এমতাবস্থায় সে যদি মাথা না ঢেকে নামায পড়ে, তবে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যতটুকু ঢাকে, ততটুকু ডেকে নেওয়া উত্তম। উলঙ্গ শুধু এতটুকু যে, কাপড়ের টুকরা পেল যা দিয়ে সে সতরের অঙ্গসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রটি ঢাকতে পারে, কিন্তু সে ঢাকে না, তবে নামায ফসেদ হবে। এমন না হলে ফাসেদ হবে না। এটা কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। উলঙ্গাবস্থায় পানির মধ্যে নামায পড়লে এবং পানি ঘোলা থাকলে নামায শুদ্ধ হবে। পানি পরিষ্কার থাকলে এবং সতরের অঙ্গ দেখা গেলে শুদ্ধ হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ
অঙ্গ ঢাকার বস্তুর পবিত্রতা

নামাযী এমন কাপড় পেল, যার এক-চতুর্থাংশ পাক। সে উলঙ্গাবস্থায় নামায পড়লে তার নামায জায়েয হবে না। যদি এক-চতুর্থাংশ অপেক্ষা কম পাক থাকে, অথবা সম্পূর্ণ কাপড়ই নাপাক থাকে, তবে ইচ্ছাধীন থাকবে। অর্থাৎ সে উলঙ্গাবস্থায় বসে ইশারায় নামায পড়তে পারবে অথবা ঐ কাপড় পরে দাঁড়িয়ে রুকু সিজদাহ সহকারেও পড়তে পারবে। এটাই উত্তম এবং এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দাবাগাত না করা মৃতের চামড়া পেলে এবং অঙ্গ ঢাকার মত আর কিছুই না থাকলে ঐ চামড়া দিয়ে অঙ্গ ঢেকে পড়া জায়েয নেই। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

যদি কারও নিকট দুখানা কাপড় থাকে এবং প্রত্যেক খানার মধ্যে এক দিরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশিনাজাসাত আছে, কিন্তু এর মধ্যে কোনটিরই এক-চতুর্থাংশ নাপাক নয়। এমতাবস্থায় সে ইচ্ছামত যেটিই হোক পরে নামায পড়তে পারবে, কেননা নামায শুদ্ধ না হওয়ার জন্য দু'টিই সমান। মুস্তাহাব হল, যেটিতে নাজাসাত কম সেটি পরে নামায পড়বে। যদি একটি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ রক্ত লেগে থাকে এবং অন্যটিতে এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম থাকে, তবে কম রক্তযুক্ত কাপড়টি পরে নামায পড়বে। এর বিপরীত করা জায়েয নয়। যদি কাপড়ের এক কিনারায় রক্ত লাগে এবং এর এই পরিমাণ অংশ পাক আছে, যা দিয়ে লুঙ্গির মতো বাঁধতে পারে, কিন্তু সে বাঁধল না। তবে নামায জায়েয হবে না। কেননা সে পবিত্র কাপড় দিয়ে অঙ্গ ঢাকতে পারত।

এসব মাসয়ালার মূল হল, যে ব্যক্তি দু'প্রকার বিপদে পড়ে এবং উভয় প্রকারই সমান, তবে সে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। আর যদি বিপদ বিভিন্ন রকম হয়, তবে সহজটিকে গ্রহণ করবে। এটি বাহরুর রায়েকে উল্লেখ আছে। যদি তার পাক এবং নাপাকের মধ্যে সন্দেহ হয়, তবে প্রবলতর ধারণার উপর আমল করবে এবং নামায আদায় করে নিবে, যদিও প্রবলতর ধারণার নাজাসাতই পড়ে যায়। যদি তার বেশির ভাগ ধারণায় এক কাপড় পড়ল এবং এর মাধ্যমে জোহরের নামায আদায় করল, পরে বেশির ভাগ ধারণায় দ্বিতীয় কাপড় পড়ল এবং এদিয়ে আছরের নামায পড়ল, তবে আছরের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।যদি কারও নিকট দু'খানা কাপড় থাকে, কিন্তু সে জানে না যে কোন কাপড় নাজাসাত আছে। পরে একটি পড়ে জোহরের নামায পড়ল এবং অন্যটি দিয়ে আছরের নামায পড়ল, তারপর প্রথম কাপড় দিয়ে মাগরিব পড়ল এবং দ্বিতীয় কাপড় পরে এশার নামায পড়ল, এর পর একটি কাপড়ে নাজাসাত এক দিরহামের বেশি পরিমাণ লেগেছে বলে জানতে পারল। কিন্তু সে তা জানে না যে, এর মধ্যে প্রথম কোনটি কিছু এবং

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় কোনটি ছিল। এমতাবস্থায় তার জোহর এবং মাগরিব জায়েয হবে আর আছর ও এশা ফাসেদ হয়ে যাবে। কেউ এমন কাপড় পড়ে নামায পড়ছে, যা তার ধারণায় নাপাক ছিল, তারপর নামায পড়ে জানতে পারল যে, ঐ কাপড় পাক ছিল, তবে তার নামায জায়েয হবে। এটি মুহীতের বিবরণ। যদি উলঙ্গের নিকট রেশমী কাপড় থাকে এবং এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণ নাজাসাতযুক্ত সূতার কাপড় থাকে, তবে রেশমী কাপড় পরে নামায পড়বে। নামায আদায়কারী যদি নিজের কাপড়ে এক দিরহামের চেয়ে কম জায়গায় নাজাসাত পায় এবং ওয়াক্ত বাকি থাকে, তবে উত্তম হল, সে কাপড় ধুবে এবং পুনরায় নামায পড়বে। যদি ঐ জামাত চলে যায় তবে অন্য জামাত অন্যস্থানে পায়, তবে একই হুকুম হবে। যদি জামাত না পাবার বা ওয়াক্ত বাকি থাকে, তবে উত্তম হল, সে কাপড় ধুইবে এবং পুনরায় নামায পড়বে। যদি ঐ জামাত চলে যায় তবে অন্য জামাত অন্যস্থানে পায় তবে একই হুকুম হবে। যদি জামাত না পাবার ও বা ওয়াক্ত চলে যাবার আশঙ্কা থাকে, তা হলে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়বে। এটি যখীরায় বর্ণিত হয়েছে। এ হুকুম হল নামাযে থাকার অবস্থায়, যদি নামাযের মধ্যে না হয়, নিন্তু জামাতের নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং জামাতের লোক নামায আছে, তার আশঙ্কা আছে যে, যদি কাপড় ধুইতে যায় তবে জামাত চলে যাবে। তবে উত্তম হল, জামাতে শামিল হওয়া। কাপড় ধুইবে না, এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি নিজের কাপড়ে নাজাসাতে গলীজা এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণে দেখে, কিন্তু তা কখন লেগেছে তা জানা নেই, তবে ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে কোন নামাযই দোহরাতে হবে না। এটিই শুদ্ধ মত। এটি মুহীতে সুরুখসী এবং জাওহারাতুন নাইয়্যাররায় বর্ণিত আছে। যদি ইমামের কাপড়ে নাজাসাত এক দিরহামের কম দেখা যায়, যদি মুক্তাদীর মাযহাবে নাজাসাত কম হলে নামায শুদ্ধ হয় এবং ইমামের মাযহাব হল নাজাসাত কম হলেও শুদ্ধ হবে না এবং ইমাম না জানা অবস্থায় নামায পড়ে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মুক্তাদীর নামায জায়েয হবে, ইমামের নামায জায়েয হবে না। দু'জনের মাযহাব বিপরীত হলে দু'জনের হুকুমও বিপরীত হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। নাজাসাত মোজা এবং কাপড় উভয়ে লাগলে এবং এর উভয়ের পৃথক পৃথক এক দিরহামের কম পরিমাণ স্থানে লাগলে এবং তা একত্র লাগলে এবং এর উভয়ের পৃথক পৃথক এক দিরহামের কম পরিমাণ স্থানে লাগলে এবং তা একত্র করলে এক দিরহামের পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে তা লয়ে নামায পড়া জায়েয হবে না। যদি কাপড়ের কয়েক স্থানে নাজাসাত লাগে, তবে সেখানে এ হুকুম হবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত হয়েছে।

যদি একভাঁজ বিশিষ্ট কাপড়ে নামায পড়ে, যেমন জামা, পানজাবী ইত্যাদি এবং এতে এক দিরহামের কম পরিমাণ স্থানে নাজাসাত লেগে থাকে এবং অপর পার্শ্ব দিয়ে প্রকাশ পায়, তবে যদি উভয় দিকের নাজাসাত একত্রিত হয়, আর এক দিরহামের চেয়ে বেশি পরিমাণ হয়, তবে ফকীহদের বর্ণনা মতে নামায জায়েয না হওয়ার কোন কারণ নেই। কে কাপড়ে যে নাজাসাত আলাদা আলাদা স্থানে লাগে, সেই হুকুম এখানে হবে না।

যদি দু'কাপড়ে নামায পড়ে থাকে এবং প্রত্যেক কাপড়ে নাজাসাত এক দিরহামের চেয়ে কম স্থানে লেগে থাকে, কিন্তু উভয় নাজাসাত একত্রিত করলে এক দিরহাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়, তবে একত্র করবে এবং তা দিয়ে নামায জায়েয হবে না। যদি দু'ভাঁজের কাপড় পরে নামায পড়ে থাকে এবং একভাঁজের উপর নাজাসাত লেগে দ্বিতীয় ভাঁজ ভেদ করে বের হয়ে গিয়ে থাকে, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তা এক কাপড়ের হুকুম রাখবে এবং নামায জায়েয হবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায জায়েয হবে না। যদি নামাযের মধ্যে কারও নিকট এমন দিরহাম থাকে, যার উভয় পার্শ্বেই নাজাসাত আছে। তবে উত্তম মত হল যে, তা দিয়ে নামায জায়েয না হওয়ার কোন কারণ নেই। এটি খোলাছায় লিখিত আছে। যদি নাক রাখার জায়গা নাপাক এবং কপাল রাখার জায়গা পাক থাকে, তবে কোন মতভেদ ছাড়াই নামায জায়েয হবে। যদি শুধু নাকের উপর সিজদাহ করে,

www.nagorikpathagar.org

তবে মতভেদ ছাড়াই সকলের মতে নামায জায়েয হবে। যদি নাক এবং কপাল উভয়ের স্থান নাপাক থাকে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে শুধু নাকের উপর সিজদাহ করবে। কপালের উপর করবে না। এমতাবস্থায় তার নামায জায়েয হয়ে যাবে, যদিও কপালের ওপর সিজদাহ করতে কোন ওজর না থাকে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায জায়েয হবে না, কিন্তু ঐ অবস্থায় জায়েয হবে, যখন কপালে কোন ওজর থাকবে। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নাক এবং কপাল উভয়ের দ্বারা সিজদাহ করে, তবে শুদ্ধ মত হল এই যে, তার নামায শুদ্ধ হবে না।

এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যে, উভয় পায়ের সমস্ত জায়গায় নাজাসাত আছে। অথবা শুধু আঙ্গুলের জায়গায় নাজাসাত আছে। যদি এক পায়ের জায়গা পাক এবং অন্য পায়ের জায়গা নাপাক থাকে এবং উভয় পা রেখে নামায পড়া হয়, তবে মাশায়েখদের এক্ষেত্রে মতবেধ আছে। শুদ্ধ মত হল উভয় পা রেখে নামায পড়লে জায়েয হবে না। আর যদি পাক জায়গায় এক পা রাখে আর নাপাক জায়গায় পা না রেখে ওপরে উয়ে রাখা হয়, তবে নামায জায়েয হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি সিজদাহর মধ্যে হাঁটু ও হাতের নীচে নাজাসাত থাকে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী নামায ফাসেদ হবে না। নামাযী পাক জায়গায় নামায পড়ল ও সিজদাহ করল, কিন্তু সিজদাহর সময় তার কাপড় এমন জায়গায় পড়ল, যে স্থান নাপাক ও শুকনা, কিন্তু শুকনা নাজাসাতে কাপড় পড়ল তবে নামায জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীকানে কাপড়ের উপর নাজাসাত লাগার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। এ মতই উত্তম।

যদি নামাযীর কাপড়ে নাজাসাত পরিমাণে এক দিরহামের কম হয় এবং তার উভয় পায়ের নীচের নাজাসাত এক দিরহামের চেয়ে কম থাকে, কিনতু উভয়কে একত্র করলে এক দিরহাম অপেক্ষা বেশি হয়, তবে একত্র করবে না। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। নামাযী পাক জায়গায় দাঁড়াল। পরে নাপাক জায়গায় চলে গেল। আবার প্রথম জায়গায় আসল। কিন্তু নাজাসাতের উপর এ পরিমাণ দেরি করে নেই, যে সময়ের মধ্যে একটি রোকন আদায় করা যায়। এ অবস্থায় তার নামায জায়েয হবে। আর ঐ পরিমাণ সময় দেরি করলে নামায জায়েয হবে না। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি নামায নাপাক জায়গায় শুরু করে থাকে, পরে পাক জায়গায় চলে যায়, তবে ধরতে হবে যে, নামায শুরু করে নাই। এটি খোলাছায় বর্ণিত হয়েছে। যদি নামায পশুর পিঠের ওপর পড়ে এবং তার জীনের ওপর নাজাসাত থাকে, যদি তা এক দেরহাম অপেক্ষা বেশি থাকে, তবে নামায ফাসেদ হবে।

যদি এমন ফরাশের ওপর নামায পড়ে যার এক পার্শ্বে নাজাসাত আছে। যদি তার দু'পা এবং সিজদাহর স্থানে নাজাসাত না থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। ফরাশ চাই বড় হোক বা এমন ছোট হোক যে, এক পার্শ্বে নাড়া দিলে অন্য পার্শ্বে নড়ে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। হুজ্জাতে উল্লেখ আছে, ফরাশের ওপর যদি নাজাসাত লাগে এবং জানা না থাকে যে, কোন জায়গায় নাজাসাত আছে, তবে মনে মনে চিন্তা করবে এবং যেস্থান পাক বলে মনে দৃঢ় ধারণা হবে, সেই স্থানে নামায পড়বে। এটি তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে। যদি জায়নামাযের আস্তর বা ভাঁজের মধ্যে নাজাসাত থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। এ হুকুম তখন হবে, যখন টাক লাগান বা সেলাই করা না হয়। যদি সেলাই করা বা টাক লাগানো হয়, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে না। যদি নাজাসাত ভিজা হয় এবং নামাযী এর ওপর কাপড় দিয়ে নামায পড়ে, যদি কাপড় লুঙ্গির মতো চওড়া দু'ভাঁজ হয়, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। যদি দু'ভাঁজ না হয়, তবে জায়েয হবে না। নাজাসাত যদি শুকনা থাকে, আর কাপড় এমন পরিমাণ থাকে যা দিয়ে সতরের অঙ্গ ঢাকা যায়, তবে জায়েয হবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কাপড় দু'ভাঁজ করে লয় এবং এর উপরের ভাঁজ পাক এবং নীচের ভাঁজ নাপাক হয়, তবে নামায জায়েয আছে। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি নাজাসাতের ওপরে খাড়া হয় এবং পায়ে জুতা বা চামড়ার মেজা থাকে, তবে নামায জায়েয হবে না। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি জুতা খুলে এর ওপর খাড়া হয়, তবে জুতার ওপর পা রাখার স্থান পাক থাকে আর জুতার নীচে পাক থাকুক কি না থাকুক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। নামায জায়েয হবে। যদি ইটের একদিক পাক থাকে এবং অন্যদিক নাপাক থাকে, তবে পাক দিকের ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লে জায়েয হবে। ঐ ইট দিয়ে মাটিতে ফরাশ করা হোক বা ঐখানে এমনিভাবে রাখা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এটি কাজীখানের ফতোয়া আছে। যদি চাকার পাথর, দরজা, মোটা বিছানা অথবা চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া হয়, যার ওপরের দিক পাক, নীচের দিক নাপাক তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। যদি নাপাক যমিনের ওপর নামায পড়তে চায় এবং এর ওপর কিছু মাটি বিছিয়ে দেয়, মাটি যদি এত কম হয়, নাজাসাতের ঘ্রাণ বলবৎ থাকে, এটি লোপ পায় না, তবে নামায জায়েয হবে না। আর যদি মাটি এমন বেশি হয় যে, নাজাসাতের ঘ্রাণ লোপ পায়, তবে নামায জায়েয হবে। এটি তাতারখানিয়ার বিবরণ।

যদি নাপাক কাপড় বিছিয়ে তার ওপর মাটি ছিটিয়ে দিয়ে নামায পড়ে, তবে জায়েয হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। যদি নাজাসাতের ওপর নিজের আস্তিন বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর সিজদাহ করে, তবে বিশুদ্ধ মতে তা জায়েয হবে না। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি একটি জুব্বা পরে নামায পড়ে, এর মধ্যে কোন কিছু ভর্তি থাকে, নামায শেষে এর মধ্যে একটি মৃত শুকনা ইঁদুর পাওয়া গেল। যদি ঐ জুব্বায় ছিদ্র বা ফাটা থাকে, তবে তিনদিনের নামায দোহরাতে হবে। আর যদি কোন ছিদ্র বা ফাটা না থাকে, তবে যতদিন ঐ জুব্বা দিয়ে নামায পড়েছে, সমস্ত নামাযই দোহরিয়ে পড়তে হবে। এটি সিরাজুল ওহাহ্হাজের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ
কিবলা মুখি হওয়া

ফরজ, নফল, জানাযার এবং সিজদাহ-ই তিলাওয়াত কিবলার দিকে মুখ করা ছাড়া জায়েয হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। ফোকাহাদের সর্বসম্মত মত হল যে, যে ব্যক্তি মক্কায় থাকে, তার জন্য নির্দিষ্ট কা'বাই হল সঠিক কিবলা। অতঃপর তার মুখ ঠিক কা'বার দিকে করতে হবে। এটি কাজীখানের ফতোয়া । তার মধ্যে ও কা'বার মধ্যে কোন দেযাল থাকুক বা নাই থাকুক, তাতে কোন তারতম্য নেই।

যদি মক্কাবাসী নিজের ঘরে বসে নামায পড়ে, তবে এভাবে পড়বে যে, যদি দেয়াল মাঝখান হতে সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে কা'বা ঘরের কোন অংশ যেন তার সম্মুখে পড়ে। এটি কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি হাতীমের দিকে মুখ করে নামায পড়ে, তবে জায়েয হবে না। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি মক্কার বাইরে থাকে, তার জন্য কা'বার দিক কিবলা হবে। এটি অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কা'বার দিক কা'বার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। শহর এবং গ্রামবাসীদের জন্য মিহরাব অবলম্বন করা ওয়াজিব, যা ছাহাবায় কিরাম এবং তাবেয়ীনগণ তৈয়ার করেছেন। যদি মিহরাব না থাকে, তবে ঐ গ্রামের লোকের কাছে কিবলার দিক জিজ্ঞাসা করবে। সাগরে এবং মাঠে-ময়দানে বসে তারকা দেখে কিবলার দিক ঠিক করে নিবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। কা'বা ঘরের জায়গার দিকে মুখ করতে হবে। কা'বা গরের দিকে নয়। ফতোয়ায়ে হুজ্জাতে আছে যে, গভীর কুপের মধ্যে, পাহাড়ে, উঁচু টিলার ওপরে এবং কা'বা ঘরের ছাদের ওপরে নামায জায়েয আছে। কেননা কিবলা সপ্তম যমিন হতে সপ্তম আসমান পর্যন্ত সম্মুখে কা'বা আরশ পর্যন্ত। এটি মুজমিরাতে বনি্ত আছে। কা'বার ভিতরে অথবা চাদের ওপর যেদিকে মুখ করে নামায পড়বে, নামায জায়েয হবে। কা'বার দেয়ালের ওপর নামায পড়লে যদি তার মুখ কা'বার ছাদের দিকে হয়, তবে নামায জায়েয হবে। আর ছাদের দিকে না হলে নামায জায়েয হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন শয্যাশায়ী রোগী কিবলার দিকে মুখ ফিরাতে না পারে এবং তার নিকট এমন কোন লোকও নেই যে, মুখ কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিবে, তবে যেদিকে সে পারে নামায পড়ে নিবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে দেওয়ার লোক থাকে কিন্তু ফিরালে ক্ষতি হয়, তখনও এ হুকুম হবে। এটি যখীরায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি কিবলার দিকে মুখ ফিরাতে ভয় পায়, তবে সে যেদিকে মুখ ফিরাতে পারে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ে নিবে। এটি হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে। শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা চোরের ভয় হোক তাতে কোন তারতম্য নেই। এ ভাবে যদি নদীর মধ্যে কাটের উপর শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা চোরের ভয় হোক এতে কোন তারতম্য নেই। এ ভাবে যদি নদীর মধ্যে কাঠের ওপর থাকে এবং তার ভয় হয় যে, কিবলার দিকে মুখ করলে ডবে যাবে, তবে সেখানেও এ রূপ হুকুম হবে। এভাবে ফরজ নামায ওজর থাকলে অথবা নফল নামায ওজর ছাড়া সওয়ারীর ওপর পড়লে জায়েয হবে। সওয়ারীর ওপর মুখ যেদিকেই থাক, নফল নামায পড়ে নিবে।

যে ব্যক্তি নৌকার মধ্যে নামায পড়বে, ফরজ হোক অথবা নফল, তার জন্য ওয়াজিব কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়া। তার জন্য তা জায়েয হবে না যে, সে যেদিকে ইচ্ছা মুখ, করে নামায পড়বে। যদি নৌকা ঘুরে যায় এবং সে নামাযে থাকে, তবে নৌকা ঘুরার সাথে সাথে সেও কিবলার দিকে ফিরে যাবে। তা শরহে মুনিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কিবলার দিক নির্ণয়ে সন্দেহের উদয় হয় এবং নিকটে এমন লোকও নেই,যার কাছে কিবলার দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যায়, তখন সে মনে মনে কিবলার দিক ঠিক করে সেই দিকে ফিরে নামায পড়বে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি নামায পড়ার পর জানতে পারে যে, তার ধারণা বুল হয়েছে, তবে নামায দোহরাতে হবে না। যদি নামাযের মধ্যে বসে কিব্লার দিক সম্পর্কে তার ভুল জানা যায়, তবে কিবলার দিকে ফিরে যাবে এবং বাকি নামায সেভাবেই আদায় করবে। তা যাহেদী কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি তার নিকট এমন লোক থাকে, যার নিকট জিনতে পাারে এবং সে লোক সেখানেরই বাসিন্দা এবং সে কিবলার দিক জানে, তবে নিজের ধারণানুযায়ী নামায পড়া জায়েয হবে না। এটি মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি তার নিকট এমন লোক থাকে, যার নিকট কিবলার দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যায়, কিন্তু তার নিকট জিজ্ঞাসা না করে নিজের ধারণ-ানুযায়ী নামায পড়ে লয়, তবে যদি ঠিক কিবলার দিকে হয়, তবে নামায জায়েয হবে। নতুবা জায়েয হবে না। এটি মুনিয়ায় উল্লেখ আছে। কোন লোক কাছে থাকার তাৎপর্য হল, যদি তাকে চীৎকার দিয়ে ডাকে, তবে সে ডাক শুনতে পারে। যদি বন-জঙ্গলে বসে কিবলা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়ে যায় এবং সে ধারণা করে কোন একদিকে কিবলা টিক করে নিযে থাকে এবং দু'জন নির্ভরশীল লোক তাকে বলে থাকে যে, কিবলা অন্যদিকে, তবে তারা যদি মুসীপর হয়, তবে তাদের কথার প্রতি লক্ষ্য করবে না। আর যদি তারা ঐ স্থানের বাসিন্দা হয় এবং তাদের কথা অমান্য করা হয়, তবে নামায জায়েয হবে না। এটি খোলাছাহর বিবরণ।

যদি ধারণা করে একদিকে কিবলা ঠিক করে লয় ও অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়ে, তবে ঐ নামায পুনঃ আদায় করবে। যদিও ঐ নামায ঠিক কিবলার দিকে হয়েছিল। এটি মুনিয়ার মধ্যে রয়েছে। যদি সে কোন একদিকে নামায শুরু করে এবং কিবলা সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ না থাকে, কিন্তু নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায সন্দেহ হয়ে যায়, তবে সে ঐভাবেই নামায পড়তে থাকবে। কিন্তু যখন তার দৃঢ়বিশ্বাস হবে যে, ঐদিক তার ভুল ছিল, তবে পুনঃ আদঅয় করা ওয়াজিব হবে। যদি নামাযের মদ্যেই দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সে ভুলের ওপর আছে, তবে প্রথম হতে নামায পড়া ওয়াজিব হবে। যদি প্রকাশ হয়ে যায় যে, সে ঠিক কিবলার দিকে নামায পড়েছে, তবে এখানে ইমামদের মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত হল এই যে, সে তার নামায পূর্ণ করে নিবে। প্রথম হতে পড়া দরকার হবে না। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

যদি কারও কিবলা সম্পর্কে সন্দেহ হয় বেং ধারণা করে কোন দিক ঠিক করে না নিয়ে নামায পড়ে নেয় এবং নামাযের মধ্যেই সন্দেহ দূর হয়ে থাকে যে, কিবলার দিক নামায পড়ছে অথবা ভুল করেছে, তবে প্রথম হতে নামায পড়বে। নামায শেষ করার পর ভুল ধরা পড়লে বা কিছুই জানতে না পারলে এমতাবস্থায নামায পুনঃ পড়বে। আর যদি প্রকাশ হয়ে যায় যে, ঐদিকই কিবলার দিক ঠিক আছে, নামায জায়েয হবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কোন একদিকে মুখ করে নামায পড়ে নেয়, তবে যদি প্রকাশ পায় যে, ঠিক কিবলার দিকে পড়েছে অথচ সে ভুল করেছে অথবা কিছুই প্রকাশ না পায়, তবে সকল অবস্থায়ই নামায জায়েয হবে। এটি জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন শহরে যায় এবং সেখানে মিহ্‌রাব দেখতে পায়, তবে সেদিকে ফিরে নামায পড়বে। ধারণা করে নামায পড়বে না। যদি বন-জঙ্গলে থাকে এবং আকাশ পরিস্কার থাকে এবং তারকা দেখে কিবলার দিক ঠিক করতে পারে, তবে নিজের ধারণায় নামায পড়বে না।এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে, সেখানে কোন মেহরাব নেই এবং তার কিবলার দিক জানা নেই এবং নিজের ধারণানুযায়ী নামায পড়ে নেয়, তারপর যদি প্রমাণ হয় যে, ধারণায় ভুল হয়েছে, তবে পুনঃ নামায আদায় করতে হবে। কেননা সে সেখানের বাসিন্দাদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে পারত। যদি প্রকাশ পায় যে, সে কিবলার দিকেই নামায পড়েছে, তবে নামায জায়েয হবে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। যদি সে কারও নিকট জিজ্ঞাসা করে থাকে, কিন্তু সে তাকে বলে দেয় নাই এবং ঐভাবে নামায আদায় করে নিয়েছে, তবে তার নামায জায়েয হবে। যদিও পরে প্রকাশ পায় যে, সে ভুলের দিকে নামায পড়েছে। এটি মুহীতের বিবরণ। কোন ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে অন্ধকারে নিজের ধারণানুযায়ী নামায পড়ছে। ইহা মুহীতের বিবরণ। কোন ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে অন্ধকারে নিজের ধারণানুযায়ী নামায পড়ল, পরে প্রকাশ পেল যে, সে কিবলার দিকে নামায পড়েনি। তবে নামায জায়েয হয়ে যাবে। কেননা, তার ওপর তা ওয়াজিব নয় যে, সে কিবলার দিক জিজ্ঞাসার জন্য লোকের দরজায়, দরজায় ঘুরবে।

যদি নামাযী নিজের খেয়াল অনুযায়ী একদিকে ফিরে এক রাকাত নামায পড়ার পরে খেয়াল বদলে দ্বিতীয় রাকাত অন্যদিকে ফিরে পড়ে, তারপর আবার তার খেয়াল অন্যদিকের প্রতি যায়, যেদিকে ফিরে প্রথম রাকাত পড়েছিল, তবে এক্ষেত্রে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। কারও মতে সে প্রথমদিকে ফিরে নামায শেষ করবে। কারও মতে সে আবার প্রথম হতে নামায আদায় করবে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। কোন ব্যক্তি জঙ্গলে বা প্রান্তরে নিজ ধারণানুযায়ী নামায শুরু করল এবং তার পিছনে কোন ব্যক্তি কোন কিছু চিন্তা না করে ইকতিদা করল, ইমামের নামায ঠিক করার দিকে হয়ে থাকলে উভয়ের নামায জায়েয হবে। আর ইমামের কিবলা ভুল হলে তার নামায হয়ে যাবে, কিন্তু মুকতাদির নামায হবে না। এটি খোলাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কারও মক্কায় থাকে কিবলা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, যেমন সে বন্দী ছিল এবং তার নিকটে এমন কোন লোক ছিল না যার কাছে কিবলার দিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারে, এমতাবস্থায় সে নিজের ধারণা মত নামায আদায়ের পর প্রকাশ পেল যে, সে ভুল করেছে, এমতাবস্থায় হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী তার নামায পুনঃ পড়া ওয়াজিব নয়। এটিই অধিকাংশ কিয়াসের অনুকূল। মদীনায় থাকাকালে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে তার হুকুমও অনুরূপ হবে। যদি কিবলা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় এবং একদিক (কিবলা) ধারণা করে এক রাকাত নামায পড়ার পর অন্যদিকে ঘুরে যায় এবং দ্বিতীয় রাকাত সেদিকে পড়ে, এভাবে চার রাকাত চারদিকে ফিরে পড়ে, এ অবস্থায় হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী তার নামায জায়েয হবে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। যদি এক রাকাত একদিকে কিবলা ধারণা করে পড়ে এবং তার ধারণা পরিবর্তন হওয়ায় অন্যদিকে এক রাকাত পড়ে, তারপর হঠাৎ স্বরণ হয় যে, তার প্রথম রাকাত হতে একটা সিজদাহ ছুটে গিয়েছে, এমতাবস্থায় মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত হল যে, তার নামায ভেঙ্গে যাবে। এটি কানিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন দলের কিবলা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, রাত্র অন্ধকার ছিল, দলটি একটি ঘরের মধ্যে ছিল, তাদের কাছে স্থানীয় এমন কোন লোক ছিল না যার নিকট জিজ্ঞাসা করবে, সেখানে কোন কিবলার দিক নির্দেশক চিহ্ন বা নিদর্শনও ছিল না, কিংবা তারা কোন প্রান্তরে ছিল, তারপর দলের প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণানুযায়ী কিবলা ঠিক করে নামায আদায় করে, যদি আলাদা আলাদাভাবে নামায আদায় করে থাকে তবে জায়েয হবে, চাই ঠিক কিবলার দিকে নামায আদায় করে থাকুক বা অন্যদিকে পড়ে থাকুক। জামাতের সাথে নামায পড়ে থাকলেও জায়েয হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হবে না, যে ইমাম হতে আগে থাকে এবং ঐ ব্যক্তির নামায হবে না, যে নামাযের মধ্যে জানতে পেড়েছে যে, ইমামসহ সকলেই বিপরীত দিকে আছে। এ হুকুম হবে সে লোকের জন্যও যার ধারণা ছিল যে, সে ইমামের আগে আছে, অথবা ইমামসহ নামায পড়ছে। একদল লোক জঙ্গলে নামায পড়ল এবং তারা ধারণানুযায়ী নামায পড়ল এবং ইহার মধ্যে মাছবুক ও লাহেক ছিল। যখন ইমাম সালাম ফিরাল এবং তারা উভয়েই দাঁড়িয়ে বাকি নামায আদায় করছিল, এ সময় প্রকাশ পেল যে, ইমাম যেদিকে নামায পড়েছে সেদিকে কিবলা ছিল না, তবে মাছবুক কিবলার দিকে ফিরে গেলে তার নামায জায়েয হবে; কিন্তু লাহেক ফিরে গেলে জায়েয হবে না। এটি খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। ধারণা করে যেমন নামাযের জন্য কিবলা ঠিক করা জায়েয আছে, ঐরূপ তিলাওয়াতে সিজদাহর জন্যও জায়েয আছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ।

কিবলার ব্যাপারে কা'বা শরীফের ভিতরে নামায পড়ার মাসায়েল

ফরজ এবং নফল নামায কা'বা শরীফের ভিতরে পড়া জায়েয আছে। যদি কা'বাগৃহের ভিতরে জামাতের সাথে নামায পড়ে এবং মুকতাদীগণ ইমামের চারপার্শ্বে থাকে, তবে যার পিঠ ও মুখ ইমামের পিঠের দিকে থাকে তার নামায জায়েয হবে এবং যার মুখ ইমামের মুখের দিকে থাকে এবং ইমাম ও ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন দেয়াল না থাকে, তবে তার নামাযও জায়েয হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে। আর যার পিঠ ইমামের মুখের দিকে থাকে তার নামায জায়েয হবে না। এটি জাওহারাতুন নাইয়্যারাহ কিতাবের বিবরণ। আর যে ব্যক্তি ইমামের ডান অথবা বামদিকে থাকে, তার নামায জায়েয হবে। তবে শর্ত হল, যে দেওয়ালের দিকে ইমাম মুখ করে দাঁড়ায়, ঐ লোকের নিকট উক্ত দেওয়ালের দূরত্ব যেন ইমামের দূরত্ব হতে কম না হয়। এটি জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। যদি ইমাম মসজিদে হারামের মধ্যে নামায পড়ে এবং জামাতের লোক গোলাকারে চারদিকে দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে জামাতে শরীক হয়ে যায় তবে যে ব্যক্তিক ইমাম অপেক্ষা কা'বার বেশি নিকটবর্তী হবে, যদি সে ইমামের দিকে না হয়, তবে তার নামায জায়েয হবে। তা হেদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি ইমাম কা'বার ভিতরে দাঁড়ায় এবং মুকতাদীগণ কা'বার বাইরে এর আশে-পাশে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে যায়, তবে কা'বাগৃহের দরজা খোলা থাকলে জায়েয হবে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি কোন স্ত্রীলোক ইমামের সামনে থাকে এবং ইমাম তার ইমামতীর নিয়্যম করে থাকে, তবে সেও যদি সে দিকে ফিরে দাঁড়ায়, যেদিকে ফিরে ইমাম দাঁড়িয়েছেন, তবে ইমামের নামায ফাসেদ হবে। আর যদি অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ায়, যেদিকে ফিরে ইমাম দাঁড়িয়াছেন, তবে ইমামের নামায ফাসেদ হবে। আর যদি অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ায়, তবে ফাসেদ হবে না। এটি জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে একরাকাত একদিকে ফিরে এবং অন্য রাকাত আর একদিকে ফিরে পড়ে, তবে সে নামায জায়েয হবে না। কেননা যেদিকে তার কিবলা হওয়ার বিশ্বাস ছিল, অহেতুক সে সেদিক হতে ফিরে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ ভাগ

নিয়তের মাসায়েল

নামাযে প্রবেশ করার এরাদাহকে নিয়ত বলে। এর শর্ত হল, সে কোন নামায পড়ছে তা অন্তরে জানা। অন্তর জিজ্ঞাসিত হলে যেন সে মোটেই দেরি না করে বলতে পারে যে, সে কোন নামায পড়ছে। চিন্তা ছাড়া বলতে না পারলে তার নামায জায়েয হবে না। মুখে বলার কোন গুরুত্ব নেই। মুখে বলা শুধু এ জন্য যে, মনের ইচ্ছার সাথে মিলে মুখ ও অন্তর এক হয়ে যায়, এটিই উত্তম। এটি কাফীতে বর্ণিত আছে। যার অন্তরে স্থিরতা নেই, তার জন্য মুখে বললেই হয়। এটি যাহেদীতে উল্লেখ আছে। শুধু নামাযের নিয়ত করে নেয়াই নফল, সুন্নত এবং তারাবীহর জন্য যথেষ্ট। এটিই বিশুদ্ধ মত। এটি তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। এটিই প্রকাশ্য জওয়াব এবং অধিকাংশ মাশায়েখ কর্তৃক গৃহীত। তারাবীহর সুন্নাতের মধ্যে সন্দেহ হতে তারাবী অথবা সুন্নাতে ওয়াক্ত অথবা কিয়ামুল্লাইলের নিয়ত করে বাঁচবে। এটি মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। সুন্নাতের মধ্যে সন্দেহ হতে এভাবে বাঁচবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর অনুসরণে তারাবীহের নামায পড়ছি।

ওয়াজিব এবং ফরজ নামাযে শুধু নামাযের নিয়তে আলেমগণের সম্মিলিত মতে জায়েয হবে না। এটি গিয়াসিয়ায় উল্লেখ আছে। অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। অতএব এভাবে বলতে হবে যে, আমি আজকের দিনের জোহরের নামায অথবা আজকের দিনের আছরের নামায অথবা ঐ ওয়াক্তের ফরজ অথবা ঐ ওয়াক্তের সুন্নাত নামাযের নিয়ত করছি। শুধু ফরজ নামাযের নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। যদি ওয়াক্তের ফরজের নিয়ত করে, তবে জায়েয হবে। কিন্তু জুমুআর নামাযের মধ্যে জায়েয হবে না। যদি জুমুআর দিনের ছাড়া জোহরের মধ্যে এ নিয়ত করে, তবে জায়েয হবে, এটিই শুদ্ধ মত। ফরজ ওয়াক্তের নিয়ত ঐ সময় জায়েয হবে, যখন সেই ওয়াক্তের নামায পড়বে। কিন্তু ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর নামায পড়লে এবং ওয়াক্ত চলে যাওয়া সম্বন্ধে, তার খবর না থাকলেও ফরজ ওয়াক্তের নিয়ত করলে জায়েয হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যদি আজকের দিনের জোহরের নামাযের নিয়ত করে, তবে জায়েয হবে। যদিও ওয়াক্ত চলে যায়। এটি তার জন্য যার ওয়াক্ত যাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। এটি তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে।

জানাযার নামাযে নিয়ত করবে যে, নামায আল্লাহর জন্য এবং দোয়া মাইয়্যেতের জন্য। আর দুই ঈদের মধ্যে ঈদের নামায বলে উল্লেখ করবে। বেতের নামাযে বেতের নামাযের নিয়ত করবে। এটি যাহেদী কিতাবে উল্লেখ আছে। গিয়াসিয়ায় আছে যে, বেতেরে ওয়াজিব বলে নিয়ত করবে না। কেননা এতে মতভেদ বিদ্যমান। এটি তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। এভাবে মানতের নামায এবং তাওয়াফের উভয় রাকাত নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ। রাকাতের সংখ্যার নিয়ত করা শর্ত নয়। এটি শরহে বেকায়ায় উল্লেখ আছে। এমন কি পাঁচ রাকাতের নিয়ত করে চতুর্থ রাকাতে বসে গেলেও জায়েয হবে এবং পঞ্চম রাকাতের নিয়ত বেহুদা যাবে। এটি শরহে মুনিয়াতে বর্ণিত আছে। কিবলার দিকে মুখ করার নিয়ত করা মুখ্য নয়। এটি বিশুদ্ধ মত এবং এর ওপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। অনেক নামায ছুটে গেলে এর কাজা আদায়ে রত হলে একান্ত আবশ্যক জোহর বা আছর ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা। এটিও নিয়ত করা চাই যে, অমুক দিনের জোহর বা অমুক দিনের আছর পড়ছি। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। সহজ করতে চাইলে এরূপ নিয়ত করবে যে, প্রথম জোহর বা তার ওপর ছিল। যদি নফল নামায শুরু করে ভেঙ্গে করে ফেলে, তবে তারও নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে। মনে জোহরের থাকলে মুখে আছরের নিয়ত বলে ফেললেও জোহরের নিয়তই জায়েয হয়ে যায়।

-৬(খ)

www.nagorikpathagar.org

কেউ ফরজ নামায পড়তে শুরু করে পরে ধারণা হল, নফল পড়ছে এবং নফলের নিয়তের ওপরই নামায শেষ করল। তবে ফরজ নামায আদায় হয়ে যাবে। এর বিপরীত হলে জওয়াবও বিপরীত হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি জোহরের নামায আরম্ভ করে, তারপর নফলের অথবা আছরের নামাযের অথবা জানাযার নামাযের নিয়ত করে এবং তাকবীর দেয়, তবে প্রথম নামায হতে বের হয়ে যাবে এবং অন্য নামায আরম্ভ হয়ে যাবে। যদি তাকবীর না বলে, শুধু নিয়ত করে তবে নামায হতে বের হবে না। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। কেউ জোহরের নামাযের এক রাকাত পড়ল, তারপর জোহরের নামাযের নিয়ত তাকবীর বলল, তবে ঐ নামায ঐভাবেই থাকবে, ঐ প্রথম রাকাত জায়েয হয়ে যাবে। এ হুকুম ঐ সময়ও প্রযোজ্য, যখন নিয়ত শুধু অন্তর হতে করে, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ঐ রাকাতও জায়েয হবে না। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি নফল নামাযের নিয়তে তাকবীর বলে, পরে ফরজ নামাযের নিয়তে তাকবীল বলে, তবে ফরজ নামায শুরু হবে। এটি কাজীখনে উল্লেখ আছে।

একাকী নামায আদায়কারীর তিন বিষয়ের নিয়ত করতে হবে। যথাঃ প্রথম হল, আল্লাহর জন্য নামায পড়ছে। দ্বিতীয় হল, নির্দিষ্ট করতে হবে। তৃতীয় হল, কিবলার নিয়ত করতে হবে। সকল ইমামের মতে এতে নামায জায়েয হয়ে যাবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। ইমামও ঐরূপ নিয়ত করবেন। যেমন একাকী নিয়ত করে। ইমামতী করার নিয়ত করার আবশ্যক করে না। যদি ইমাম এরূপ নিয়ত করে যে, অমুকের ইমামতী করার নিয়ত করি না এবং ঐ ব্যক্তি যদি তার পিছনে ইক্তেদা করে, তবে জায়েয হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোকের ইমাম নিয়ত ছাড়া হতে পারে না। এটি মুহীতে লিখিত আছে। আর মুক্তাদী হলে একা নামায পড়ার মতো নিয়ত করবে এবং ইক্তিদারও নিয়ত করবে। কেননা ইক্তেদা নিয়ত ছাড়া হয় না। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি এভাবে নিয়ত করে যে, ইমামের নামায আরম্ভ করতেছি অথবা ইমামের নামাযের মধ্যে ইক্তেদা করছি, তবে জায়েয হবে। এ হুকুম ঐ অবস্থায়ও প্রযোজ্য, যখন সে ইক্তেদার নিয়ত করে। অন্য কিছুর নিয়ত না করে। এটিই বিশুদ্ধ মত। যদি ইমামের নামায বা ইমামের ফরজের নিয়ত করে, তা যথেষ্ট নয়। যদি ইমামের নামায বা ইমামের ফরজের নিয়ত করে, তা যথেষ্ট নয়। তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। উত্তম হল, যখন ইমাম তাকবীর বলে ফেলেছে, তখন ইমামের ইক্তেদার নিয়ত করবে। এরূপ করলেই নামাযের ইক্তেদা হবে। ইমাম ইমামতীর জায়গায় খাড়া হবার সময় ইক্তেদার নিয়ত করলে সকল ওলামার মতে জায়েয। যদি সে ইমামের নামাযের মধ্যে শুরু করার নিয়ত করে এবং ইমাম এখন পর্যন্ত নামায শুরু করেনি এবং সে একথা জানে, তবে ইমাম যখন নামায শুরু করবে, তখন তার নামায শুরু হবে। এটি মুহীতে এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি ইমামের নামায শুরু করার নিয়ত করে থাকে এবং তার ধারণা যে, ইমাম নামায শুরু করেছি, তবে নামায জায়েয হবে না। এটিই কাজীখানের ফতোয়া। কেউ যদি ইমামের ইক্তেদা করে এবং ইমামের নামাযের নিয়ত করে নেয় কিন্তু সে জানে যে, ইমাম কোন নামাযে আছে! জোহর না জুমুআর নামাযে? তবে যে নামাযেই হোক জায়েয হবে। মুক্তাদী শুধু ইমামের ইক্তেদার নিয়ত করেছে, ইমামের নামাযের নিয়ত করেনি। সে জোহরের নিয়ত করেছে এবং ইমাম জুমুআ পড়ছে, এমতক্ষেত্রে নামায জায়েয হবে না। মুক্তাদী সহজ চাইলে এরূপ নিয়ত করবে, ইমামের পিছনে ইমামের সাথে ঐ নামায পড়ছি যা ইমাম পড়ছেন। এটি মুহীতের বিবরণ।

জুমুআর নামাযে ইমামের ইক্তেদার নিয়ত করলে এবং জোহর ও জুমুআ উভয়ের ইক্তেদার নিয়ত করলে কেউ কেউ জায়েয রেখে ইক্তেদার কারণে জুমুআর নিয়তের প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি ইমামের ইক্তেদার নিয়ত করে কিন্তু তার খেয়াল নেই যে, সে কে, যায়েদ না আমর? অথবা সে যায়েদ না আমর তা খেয়াল আছে, তবে ইক্তেদা শুদ্ধ হবে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। যদি মুক্তাদী ইমামকে দেখে বলে, আমি এ ইমামের ইক্তেদা করছি এবং সে ইমাম

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহ অথবা ইমামকে দেখে বলে আমি ঐ ইমামের ইক্তেদার নিয়ত করছি, যে মিহরাবে আছে এবং সে আবদুল্লাহ। কিন্তু ইমাম আসলে জাফর। তবে নামায জায়েয হবে। এটি মুহীতের বিবরণ। যদি নিয়ত করে যে, আমি যায়েদের ইক্তেদা করছি এবং ইমাম আসলে আমর। এমতক্ষেত্রে নামায জায়েয হবে না। জামাত খুব বড় হলে মুক্তাদীর কাকেও ইমাম নির্দিষ্ট না করা উচিত। এভাবে জানাযার নামাযে মাইয়্যেতকে নির্দিষ্ট না করা চাই। এটি জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

নামাযী ছয় প্রকার?

নামাযী ছয় প্রকারঃ-

প্রথম : যে ফরজ এবং সুন্নত জানে এবং ফরজের অর্থ এই জানে যে, এটি করলে ছওয়াব আছে, না করলে শাস্তি পাওয়া লাগবে। সুন্নাতের অর্থ এ জানে যে, তা আদায় করলে ছওয়াব আছে, না করলে শাস্তি হবে না। সে যদি শুধু ফজর বা জোহরের নিয়ত করে তবে যথেষ্ট। জোহরের নিয়ত ফরজের বদলে হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় : এ ব্যক্তি, যে এসব জানে এবং ফরজ নামাযের ইচ্ছায় ফরজের নিয়ত বাঁধে, কিন্তু এতটুকু জানে না যে, ঐ সময় কতটি ফরজ এবং সুন্নাত আছে। তখন তার নিয়ত জায়েয হবে।

তৃতীয় : ঐ ব্যক্তি যে ফরজের নিয়ত করে কিন্তু ফরজের অর্থ জানে না। তার নিয়ত জায়েয হবে না।

চতুর্থ : ঐ ব্যক্তি, যে জানে যে, সে যে নামায পড়ে তার মধ্যে কিছু ফরজ এবং কিছু সুন্নাত আছে এবং যেভাবে অন্যান্য লোক নামায পড়ে সেও সেভবে পড়ে। ফরজ ও নফলে পার্থক্য করতে পারে না। তার নামায জায়েয হবে না।

পঞ্চম : ঐ ব্যক্তি যার এ বিশ্বাস আছে যে, সকল নামাযে ফরজ আছে। তার নামায জায়েয হবে।

ষষ্ঠ : ঐ ব্যক্তি, যে জানে না মহান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দার ওপর নামায ফরজ করেছেন কিন্তু সে নামাযের ওয়াক্তে নামায পড়ে, তার নামায আদায় হবে না। এটি কানিয়ার ফতোয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নামাযের ছিফাতের মাসয়ালা

প্রথম ভাগ

নামাযের ফরজসমূহ

নামাযের ফরজের মধ্যে একটি হল তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা অর্থাৎ তাকবীর বলা। আমাদের মাশায়েখদের মতে তাহরীমা বাঁধা নামাযের শর্ত, রোকন নয়। আমাদের মাযহাব অনুসারে যদি কেউ ফরজ নামাযের জন্য তাহরীমা বাঁধে তবে তার ইচ্ছাধীন যে, এর মাধ্যমে সে নফল নামাযও আদায় করতে পারে। এটি হেদায়ার বিবরণ। কিন্তু এটি মাকরূহ হবে। কেননা ফরজ হতে বের হওয়ার শরীই নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। এক ফরজের ভিত্তির ওপর অন্য ফরজের ভিত্তি করা সকল ইমামের মতেই জায়েয নয়। এভাবে নফলের ভিত্তির ওপর ফরজের ভিত্তি করাও জায়েয নয়। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যদি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়ে তার ওপরে নাজাসাত থাকে, কিন্তু তাকবীর বলার পরপরই তা ফেলে দেয়, অথবা সতরের অঙ্গ খোলা থাকে, তাকবীর বলেই সামান্য আমলে এটি ঢেকে নেয় অথবা নাজাসাত দূর হবার পূর্বেই তাকবীর বলে এবং তাকবীর শেষ হতেই নাজাসাত দূর হয়ে যায়। অথবা তাকবীর বলার সময় কিবলার দিক হতে অন্যদিকে ফিরে যায়, তাকবীর বলেই কিবলামুখী হয়, তবে নামায জায়েয হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহু আকবারের স্থলে সুবাহানল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে নামায শুরু করে, তবে শুরু হবে। কিন্তু তাকবীর দিয়ে শুরু করা উত্তম। তাকবীর ছাড়া নামায শুরু করার মধ্যে মাশায়েখদের মতভেদ বিদ্যমান। কারও কারও মতে মাকরূহ। ইহা যখীরাহ, মুহীত এবং জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মূল নিয়ম হল, আল্লাহর নামের মধ্যে যে নামায শুদ্ধ তাজীমজ্ঞাপক, তা দিয়ে নামায শুরু করা জায়েয আছে। যেমন আল্লাহ, লা-ইলাহা, সুবহানাল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এভাবে আলহামদুলিল্লাহ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি। এটি মুহীতের বিবরণ। এভাবে আল্লাহু আজামু অথবা আল্লাহু আজাল্লু অথবা আর রাহমানু আকবারু বলে, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। কিন্তু প্রথম যদি আজাল্লু আজামু এবং আকবারু বলে এবং আল্লাহর নাম এ ছিফাতসমূহের সাথে না মিলায় তবে সম্মিলিত মতে নামায শুরু করা জায়েয হবে না। এটি জাওহারাতুন নাইয়েরাহ এবং সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যদি আল্লাহুম্মা বলে, তবে ফোকাহাদের মতে নামায শুরু হয়ে যাবে। এটি খোলাছার এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। এটিই বিশুদ্ধ মত। যদি শুধু আল্লাহর নাম নেয়, ছিফাত উচ্চারণ না করে, যেমন আল্লাহ রাহমান কিংবা রাব বলে, এর পর অন্য কিছু না বলে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে নামায শুরু হয়ে যাবে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে এবং এটিই শুদ্ধ মত। অন্যান্য ফোকাহাদের ভিতরে দ্বিমত রয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ঐ নামসমূহের দ্বারা নামায শুরু হয়। যা আল্লাহর খাস নাম। অথবা খাস ও মুশতারিক উভয় প্রকার নাম দেয় শুরু করা হয়, যেমন রাহীম, কারীম ইত্যাদি। কিন্তু শুদ্ধ মত হল, আল্লাহর যে কোন নাম দিয়ে শুরু করা জায়েয আছে।

আল্লাহুম্মাগফিরলী বাক্য দ্বারা নামায শুরু করা জায়েয হবে না। যেহেতু এতে খালেছ তাজীমের অভাব; বান্দার উদ্দেশ্য এবং গরজ নিহিত। এটি মুহীতে সুরুখসীতে আছে। আস্তাগফিরুল্লাহ, আউযুবিল্লাহ অথবা ইন্নালিল্লাহ অথবা লাহাওলা ওয়ালাকুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি অথবা মাশাআল্লাহ বললে নামায শুরু হবে না। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। আশ্চর্যান্বিত হয়ে আল্লাহু আকবার বললে তা দিয়ে তাজীমের ইচ্ছা না করলে কিংবা মুয়াযযিনের জওয়াবের ইচ্ছা করলে তা জায়েয হবে না, যদিও নামাযের নিয়্যত করে। তা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বললে নামায শুরু হবে না। তা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আল্লাহু আকবরের মধ্যে প্রশ্নবোধক আলিফ বললে সকলের মতে নামায শুরু হবে না। তা তাতারখানিযায় উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহু আকবারের কাফ কাপে ফার্সী দিয়ে বললে নামায শুরু হয়ে যাবে। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। তাকবীর খাড়া হয়ে বললে অথবা রুকু হতে খাড়ার দিকে বেশি ধরা হয়, এমন অবস্থায় বললে নামায শুরু হয়ে যাবে। এটি যাহেদীতে বর্ণিত আছে। বসে তাকবীর বলে পরে খাড়া হলে নামায শুরু হবে না। নফল নামায খাড়া হয়ে পড়বার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসে শুরু করা জায়েয আছে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ইমামের তাহরীমার সাথে সাথে মুক্তাদীগণ তাহরীমা বাঁধবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ইমামের তাহরীমা বাঁধার পর তাহরীমা বাঁধবে। এই দুই ইমামের মতানুযায়ী ফতোয়া দেওয়া হয়। এটি মাআদানে বর্ণিত আছে। কোন কোন ফকীহর মতে জায়েয হওয়ার মধ্যে দ্বিমত নেই। এটিই শুদ্ধ মত। এটি তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ইমামের তাহরীমার সাথে মুক্তাদীর তাহরীমা এমনভাবে মিলানো হওয়া প্রয়োজন যেমন আঙ্গুলের নড়ার সাথে আংটি নড়ে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে যে তাহরীমা ইমামের তাহরীমার পর হবে, তা এ পরিমাণ পরে হওয়া প্রয়োজন যে, ইমামের আল্লাহু আকবারের উচ্চারণের সাথে মুক্তাদীর আল্লাহু শব্দের আলিফ মিশিয়ে দিবে।

www.nagorikpathagar.org

মুক্তাদীর উচ্চারিত আল্লাহু আকবারের আল্লাহু শব্দ ইমামের আল্লাহু শব্দের সাথে সাথে হয় এবং আকবার শব্দ ইমামের আকবার শব্দের আগে হয়ে যায়, তবে ফকীহ আবু জাফর বলেন যে, শুদ্ধ মতানুসারে ফোকাহাদের মতে নামায শুরু হবে না। এভাবে ইমামকে রুকুর মধ্যে পেলে এবং আল্লাহু শব্দ খাড়া অবস্থায় ও আকবার শব্দ রুকুর মধ্যে দিয়ে বললে নামায শুরু হবে না। ফোকাহাদের সর্বসম্মত মত হল, মুক্তাদী আল্লাহু শব্দ বলে ইমামের আগে শেষ করে ফেলল এবং ইমামের ইক্তেদার নিয়ত করলে নামায শুরু হবে না। ইক্তেদার নিয়ত না করলে তার নামায পৃথকভাবে শুরু হবে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। তার প্রথম তাকবীরের ফযীলত পাওয়া সম্বন্ধে দ্বিমত রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সে প্রথম রাকাত পাবে এবং প্রথম রাকাতের ফযীলতও পাবে।এটি হাছরের বাবে আবু ইউসুফের মধ্যে লিখিত আছে। মুক্তাদী ইমামকে রুকুর মধ্যে পেলে এবং সে খাড়া হয়ে থাকবীর বললে এবং রুকুর তাকবীরের ইচ্ছা করে থাকলে তার নামায জায়েয হবে এবং নিয়ত অনর্থক হয়ে যাবে।

ফার্সীতে তাকবীর বললে নামায জায়েয হবে। এটি মতনে বর্ণিত আছে। মুছল্লী তাকবীর আরবীতে বলতে পারুক বা না পারুক তা বিবেচ্য নয়। কিন্তু আরবীতে ভালভাবে বলতে না পারলে নামায জায়েয হবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। নামাযের সমস্ত যিকিরের মধ্যে তাশাহহুদ, কুনূত, দোয়া এবং রুকু সিজদাহর তাসবীর মধ্যেও দ্বিমত আছে। ফার্সী ভাষায় যে হুকুম আছে, আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষারও সেই হুকুম হবে। যেমন তুর্কী, হাবশী, মাবতী ইত্যাদি ভাষা। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখনে আছে। বোবা বা এমন মূর্খ যে কিছুই পড়তে পারে না, তাদের নামায শুধু অন্তরের নিয়ত দ্বারা শুরু হয়ে যায়। মুখের উচ্চারণ ওয়াজিব নয়। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

দাঁড়িয়ে নামায পড়া নামাযের একটি ফরজ। এটি ফরজ নামাযে ও বেতের নামাযে ফরজ। এটি জাওহারাতুন নাইয়্যারাহ এবং সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। সামান্য বাঁকিয়া থাকা যাকে খাড়া হওয়া বলে, তাতেই ফরজ আদায় হয়ে যায়। এটি কাফীর কিরাতের পাঠের শেষে বর্ণিত আছে। খাড়া হওয়ার নমুনা এরূপ যে, নিজের হাত লম্বা করলে ওজর ছাড়া হাটু পর্যন্ত পৌঁছবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

কিরাত পাঠ করা নামাযের মধ্যে আর এক ফরজ। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এক আয়াত পাঠে ফরজ আদায় হয়ে যায়, যদিও আয়াত ছোট হয়। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। খোলাছার বর্ণনায় এটিই শুদ্ধ মত। এটি তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে। কিন্তু কেউ এর ওপরই শেষ করলে সে গুনাহগার হবে। এটা বেকায়ায় বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে, অনেক শব্দ বা দুই শব্দবিশিষ্ট ছোট আয়াত পড়লে যেমন 'ছুম্মা ক্বাতালা' বা 'কাইফা ক্বাদ্দারা' এবং 'ছুম্মা নাজারা' তবে নামায জায়েয হবে। এতে মাশায়েখদের ভিতরে দ্বিমত নেই। যদি মাত্র একশব্দ বিশিষ্ট আয়াত পড়ে, যেমন মুহাম্মাতান অথবা এমন আয়াত পড়ে, যাতে মাত্র একটি হরফ আছে। যেমন ছোঁয়াদ, নুন এবং ক্বাফ তবে তাতে মাশায়েখদের মধ্যে দ্বিমত আছে। শুদ্ধ মতানুসারে নামায জায়েয হবে না। এটি শরহে মুজমুয়ায়ে বর্ণিত আছে। যদি বড় আয়াত দুই রাকাতে পড়ে যেমন আয়াতুল কুরসী অথবা আয়াতুল মাদানিয়া অথবা কিছু অংশ এক রাকাতে এবং কিছু অংশ অন্য রাকাতে পড়ল, তখন সমস্ত ফোকাহাদের মতে জায়েয হবে।

কিরাতে হরফ শুদ্ধ হওয়া খুব দরকার। যদি হরফের শুদ্ধ উচ্চারণ না করে এবং নিজে তা না শুনে তবে জায়েয হবে না। সকল মাশায়েখই এটি অবলম্বন করেছেন। এটি মুহীতের বিবরণ। এ হুকুমই যবেহের বিসমিল্লাহ বলার মধ্যে, কসমের মধ্যে, ইস্তেছনার মধ্যে, তালাক, আযাদ, ইলা এবং বেচাকেনার মধ্যে। কিরাতের স্থান ফরজের দু'রাকাতের মধ্যে প্রযোজ্য, দু'রাকাতবিশিষ্ট নামায হোক বা তিন চার রাকাতবিশিষ্ট হোক। প্রথম দু'রাকাতে হোক অথবা শেষ দু'রাকাতে হোক, অথবা প্রথম দুরাকাতের এক রাকাতে এবং শেষের দুই রাকাতের এক রাকাতে হোক একই হুকুম হবে। এটি শরহে বেকায়ায় উল্লেখ আছে। যদি এক রাকাতেও কিরাত না পড়ে অথবা শুধু এক রাকাতে পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

বেতের এবং নফলের সব রাকাতেই কিরাত পড়া ফরজ। এটি মুহীতের বিবরণ। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় কিরাত পড়ে, তবে শুদ্ধ মতে জায়েয হবে না। এটি জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। ফার্সীতে কিরাত পড়া হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ওজর ছাড়া জায়েয নেই। এর ওপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ফার্সী অথবা অন্য কোন ভাষায় কিরাত পড়া জায়েয আছে। এটি শুদ্ধমত। বর্ণিত রয়েছে, হযরত ইমাম আজম সাহেব (রহঃ), ছাহেবাইন (রহঃ)-এর মতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এটিই নির্ভরযোগ্য। এটি হেদায়ায় উল্লেখ আছে। রুকু করা নামাযের মধ্যে আর এক ফরজ। রুকুর ওয়াজিব পরিমাণ হল, যাকে রুকু বলা হয়, তার শেষ পর্যন্ত আদায় করা। রুকুর সংজ্ঞা হল, যদি নিজের হাত লম্বা করে তবে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যদি রুকু না করে খাড়া হতে সিজদায় চলে যায় এবয় সুন্নাতের বিপরতি উটের মতো পড়ে যায়, তবে এরূপ না করার চাইতে রুকুর বদলে সামান্য ঝুঁকাই যথেষ্ট। কোন কুজলোকের পিঠ রুকুর সীমা পর্যন্ত ঝুঁকে গেলে রুকুর বদলে মাথা দিয়ে ইশারা করে নিবে। কিরাত শেষ হলেই রুকুর সময় হয়। এটি শুদ্ধ মত। ইহা মুহীতের বিবরণ।

সিজদাহ নামাযের আর এক ফরজ। দ্বিতীয় সিজদাহ প্রথম সিজদাহর মতো সকলের নিকট ফরজ। এটি যাহেদীতে উল্লেখ আছে। এর সুষ্ঠু সুন্নাত তরীকা হল, কপাল এবং নাসিকা উভয়ই সিজদাহর সময়ে যমিনে মিশাবে। ওজরবশতঃ শুধু একটি মিশালে মাকরূহ হবে না। যদি ওজর ছাড়া শুধু একটি মিশায়, তবে শুধু কপাল মিশালে নাসিকা না মিশালে মাকরূহ হবে না। যদি ওজর ছাড়া শুধু একটি মিশায় তবে শুধু কপাল মিশালে নাসিকা না মিশালে জায়েয হবে। তবে মাকরূহ হবে। যদি নাসিকা মিশায়, কপাল না মিশায়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে একই হুকুম। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে না এবং এর ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়ে থাকে। যদি শুধু চেহারা অথবা থুতনি মিশায় তবে জায়েয হবে না, ওজর-বেওজর যে কোন অবস্থায়। কপালেও নাসিকায় ওজর থাকলে ইশারা করে নিবে। সিজদাহ করবে না। এটি খাযানাতুল মুফতীনে উল্লেখ আছে। শুধু নাসিকার উপর সিজদাহ করা এ সময য যথেষ্ট হবে, যখন নাসিকার শক্ত জায়গা পর্যন্ত যমিনে লাগাবে। শুধু নরম জায়গা অর্থাৎ ছিদ্রের স্থান লাগালে জায়েয হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে।

ঘাস, ভূষি, তুলা, বিছানা অথবা বরফের উপর সিজদাহ করলে যদি কপাল ও নাসিকা এর ওপর থেমে থাকলে এবং এর দৃঢ়তা অনুভব না করা যায়, তবে জায়েয হবে। আর থেমে না থাকলে জায়েয হবে না। গাড়ীর ওপর সিজদাহ করলে তা যদি গরুর ওপর থাকে, তবে জায়েয হবে না। মাটির ওপর থাকলে জায়েয হবে। যেমন তখতের ওপর জায়েয হয়। মাচানের উপর জায়েয হয়। গমের ওপর কেউ সিজদাহ করলে জায়েয আছে। তরকারির থলিয়ার ওপর কিংবা ধূনা তুলার ওপর সিজদাহ করলে জায়েয আছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

যদি কেউ কোন নামাযরত মানুষের পিঠের উপর সিজদাহ করে, তবে জায়েয হবে। যদি নামাযে না থাকে বা নামাযে থাকলেও তার সাথে জামাতে নেই। তবে জায়েয হবে না। নিজের উরুর ওপরে বিনা ওজরে সিজদাহ করা শুদ্ধমতে জায়েয নেই। ওজরে করলে জায়েয আছে। নিজের হাঁটুর ওপরে ওজরে বা বিনা ওজরে সিজদাহ করা জায়েয নেই। এটি খোলাছার বর্ণিত আছে। মাটির ওপর হাতের তালু রেখে এর ওপর সিজদাহ করা জায়েয আছে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি মৃতের পিঠের উপর সিজদাহ করে তবে সিজদাহ করা জায়েয আছে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি মৃতের পিঠের ওপর সিজদাহ করে এবং এর ওপর সিজদাহ করে কাঠিন্যতা অনুভব করে, তবে জায়েয হবে না। যদি তেমন অনুভব না করে তবে জায়েয হবে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি সিজদাহর জায়গা পায়ের জায়গা হতে একটি বা দুটি খাড়া ইটের সমান উঁচু হয়, তবে জায়েয আছে। তদপেক্ষা বেশি হলে জায়েয হবে না।

www.nagorikpathagar.org

এটি যাহেদীতে উল্লেখ আছে। এক ইটের দৈর্ঘ্য এক গজের চার ভাগের একভাগ, এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

সিজদাহর স্থানে বহু কাটা বা কাঁচ ভাঙ্গা থাকলে ঐ স্থান হতে মাথা উঠিয়ে অন্যস্থানে রাখলে তা জায়েয হবে। তা দ্বিতীয় সিজদাহ হবে না। বরং একই সিজদাহর মধ্যে বিবেচিত হবে। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। হাত ও হাঁটু মাটিতে না রাখলে সকলের মতে নামায জায়েয হবে। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। কেউ সিজদাহ কালে উভয় পা মাটিতে না রাখলে জায়েয হবে না। বিনা ওজরে এক পা রাখলে কারাহাতের সাথে জায়েয হবে।এটি শরহে মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। পা রাখা আঙ্গুল রাখা দ্বারা হয়-যদিও এক আঙ্গুল হয়। যদি পায়ের পিঠ রাখে ও জায়গার অভাবে আঙ্গুল রাখতে না পারে কিংবা এক পা রেখে নেয়, তবে নামায জায়েয হবে। যেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে।

শায়িতাবস্থায় সিজদাহ করলে সিজদাহ পুনরায় করতে হবে। রুকু বা সিজদাহর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে কোনটাই পুনঃ আদায় করতে হবে না। যদি কোন বাচ্চার কোলে কপাল রাখে এবং কপালের বেশির ভাগ যমিনে থাকে তবে জায়েয হবে। নতুবা জায়েয হবে না।

শেষ বৈঠক নামাযের আর এক ফরজ। তাশাহহুদ পরিমাণ বসা ফরজ। এটি তাবিয়্যীনের বিবরণ। তাশাহহুদ হল আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি হতে ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত। এই শুদ্ধ মত। এমন কি মুক্তাদী যদি ইমামের তাশাহহুদ শেষ করার আগে নিজে তাশাহহুদ শেষ করে নামায হতে বের হয়ে যায় এবং কথা বলে, তবে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। এটি জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে। শেষ বৈঠক ফরজ ও নফল দুই প্রকার নামাযেই ফরজ। যদি দু'রাকাত নামায পড়ে এবং তার শেষে না বসে উঠে দাঁড়িয়ে চলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। নিজের ইচ্ছায় নামায হতে বের হওয়া ফরজ নয়। এটিই শুদ্ধ মত।

দ্বিতীয় ভাগ
নামাযের ওয়াজিবসমূহ

ফরজ কিরাত পড়ার জন্য প্রথম দু'রাকাতকে নির্দিষ্ট করে ফরজ নামাযের মধ্যে ওয়াজিব (নামায দুই রাকাত, তিন রাকাত বা চার রাকাতবিশিষ্ট হোক)। যদি চারি রাকাতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম দু রাকাতে কিরাত না পড়ে শেষ দুরাকাতেপড়ে অথবা প্রথম দুরাকাতের এক রাকাতে পড়ে এবং ভুলবশতঃ শেষ দুই রাকাতের এক রাকাতে পড়ে, তবে সিজদাহে সাহু করা ওয়াজিব হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

সূরা ফাতিহা পড়া এবং অন্য সূরা কিংবা তার পরিবর্তে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় আয়াত প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পড়া ওয়াজিব। এটি নাহরুল ফায়েকে উল্লেখ আছে। নফল এবং বেতেরের সকল রাকাতেই সূরা ফাতিহার পরে অন্য সূরা পড়া ওয়াজিব। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ। সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার আগে পড়া ওয়াজিব। প্রথম অথবা দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গিয়ে অন্য সূরা পড়লে ও পরে স্মরণ হলে পুনঃ সূরা ফাতিহা পড়বে এবং অন্য সূরাও মিলবে। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তি এশার নামাযের প্রথম দু রাকাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে অন্য সূরা পড়ে, তবে শেষের দুই রাকাতে তা পুনঃ পড়বে না। যদি সূরা ফাতিহা পড়ে ও এর সাথে অন্য সূরা না পড়ে তবে শেষের দু রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়বে এবং উভয় শব্দ করে পড়বে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। প্রথম দুই রাকাতে কোন কিছুই না পড়লে শেষের দুই রাকাতে পড়ে নিবে ও উভয় শব্দ করে পড়বে এবং সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা একেকবার করে পড়া ওয়াজিব। একবারের বেশি নয়। এটি মুনিয়াতে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

যে কাজ প্রত্যেক রাকাতে বা বার করতে হয়, যথা সিজদাহ অথবা সমস্ত নামাযের বা বার করতে হয়, যথা রাকাতের সংখ্যা এর মধ্যে তারতীব ওয়াজিব ফরজ নয়। যদি প্রথম রাকাতের এক সিজদাহ ভুলে যায় এবং তা শেষ রাকাতে কাজা করে, তবে জায়েয আছে।

মাসবুক- যে ইমামের নামায শেষ হলে বাকি নামায পড়ে, তা আমাদের মাযহাবে তার প্রথম রাকাত। যদি তারতীব ফরজ হত তবে তা শেষের নামায হত। অতএব যে কাজ প্রত্যেক রাকাতে বার বার করতে হয় না, যেমন খাড়া হওয়া, রুকু করা, অথবা সমস্ত নামাযে বার বার আসে না, যেমন শেষ বৈঠক, এর মধ্যে তারতীব ফরজ। যদি খাড়া হবার আগে রুকু করে অথবা রুকুর আগে সিজদাহ করে, তবে জায়েয হবে না। এভাবে যদি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পরে কারও স্মরণ হয় যে, একটি সিজদাহ বা অন্য কোন রোকন ছুটে গেছে, তবে বৈঠক বাতিল হবে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ফোকাহাদের সম্মিলিত মত হল রুকু হতে খাড়া হওয়া ওয়াজিব নয়। এভাবে দুই সিজদাহর মধ্যে নিশ্চিতভাবে বসাও ওয়াজিব নয়। এটি কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। রুকু এবং সিজদাহর মধ্যে এবং ঐ সমস্ত কাজের মধ্যে যা মূল রোকন, এদের মধ্যে সোজা হওয়া সম্পর্কে করখী বলেন, যে ছাহেবাইনের মতে ওয়াজিব। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে এবং এটিই বিশুদ্ধ মত। উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ ।

সালাম ফিরান ওয়াজিব। ইহা কানযে লিখিত আছে। বেতের নামাযে দোয়া কুনূত পড়া ওয়াজিব এবং দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা ওয়াজিব। ইহা না বললে সোহ সিজদাহ করা ওয়াজিব। কেরাত শব্দ করে পড়ার নামাযে শব্দ করে পড়া এবং নিঃশব্দে পড়ার নামাযে নিঃশব্দে পড়া ওয়াজিব। ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দু রাকাতেইমাম শব্দ করে পড়বে এবং শেষ দুই দুই রাকাতে নিঃশব্দে পড়বে। জোহর এবং আছরে ইমাম নিঃশব্দে পড়বে, যদিও আরাফাতের মাঠে হয়, জুমআ এবং দুই ঈদে শব্দ করে পড়বে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। এভাবে তারাবীহ এবং বেতেরে ইমাম থাকল শব্দ করে পড়বে। একাকী পড়লে যদি নিঃশব্দে পড়ার নামায হয়, তবে নিঃশব্দে পড়া ওয়াজিব। ইহাই বিশুদ্ধ মত। নামায শব্দ করে পড়ার হলে তা ইচ্ছাধীন থাকবে। তবে শব্দ করে পড়া উত্তম। কিন্তু ইমামের ন্যায় শব্দ করবে না। কেননা উহা অন্যকে শুনানোর জন্য নহে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ইমাম চীৎকার দিয়ে শব্দ করতে চেষ্টা করবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবশ্যক অপেক্ষা বেশী চীৎকার করলে গুনাহগার হবে। কেননা সে শুধু লোকদেরকে শুনানোর জন্য শব্দ করবে। তা হলে মুক্তাদীগণ কিরাতের মধ্যে চিন্তা ফেকের করবে এবং অন্তরে জাগরুক রাখবে।

যে সকল যিকির নামাযের জন্য ওয়াজিব, তা শব্দের সাথে আদায় করবে, যেমন নামায শুরু করার তাকবীর, যা ফরজ নয়; বরং আলামতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এটি আদায় করতে শব্দ করবে, যেমন অবস্থা পরিবর্তনের তাকবীরসমূহ, ঝুঁকে পড়ার সময়ের এবং উঠবার সময়ের যিকির। এ হুকুম ইমামের জন্য, একাকী নামায পড়ার জন্য অথবা মুক্তাদীর জন্য শব্দ করা নিষেধ। যিকির যে নামাযের জন্য খাছ, যেমন দুই ঈদের নামাযের তাকবীর, এটি শব্দের সাথে আদায় করবে। ইরাকীদের মাযহাবে দোয়া কুনুত শব্দ করে পড়বে। ছাহেবে হেদায়ার মতে কুনুত নিঃশব্দে আদায় করবে। এছাড়া যা কিছু পড়া হয়, যেমন তাশাহহুদ, আমীন, রুকু ও সিজদাহর তাসবীহ নিঃশব্দে পড়বে, শব্দ করবে না। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ। রাত্রির নামাযের কোন নামায ভুলবশতঃ ছেড়ে দিলে এবং তা দিনে জামাতের সাথে কাজা করলে এবং ইমাম শব্দ করে আদায় না করে থাকলে তার ওপর সিজদাহে সাহু করা ওয়াজিব হবে। যদি দিনের নামায রাতে জামাতের সাথে কাজা করে, তবে ইমামের নিঃশব্দে পড়া আবশ্যক। শব্দ করবে না। ভুলে শব্দ করলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে সিজদায়ে সাহুর পাঠে উল্লেখ করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। কোন লোক শব্দ করে পড়ার নামায কাজা করলে তা শব্দের সাথে কাজা করার ব্যাপারে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। শুদ্ধ মতে সশব্দে আদায় করা উত্তম। নিঃশব্দে পড়া ও শব্দ করে পড়ার সীমা নিয়া মতভেদ আছে। শুদ্ধমত এই যে, শব্দ করে পড়ার অর্থ কমপক্ষে যাতে তার শব্দ অন্যে শুনে এবং নিঃশব্দে পড়ার অর্থ নিজে শুনে, অন্যে না শুনে।

তৃতীয় ভাগ
নামাযের সুন্নাতসমূহ

নামাযের সুন্নাতসমূহ হল এই তাহরীমার সময়ে হাত উঠানো। আঙ্গুলসমূহ খোলা রাখা, ইমাম সাহেব তাকবীর বলার সময়ে শব্দ করে বলা। সানা সুবহানাকা, তায়াব্বুয, তাসমিয়া এবং আমীন নিঃশব্দে পড়া, নাভির নীচে ডানহাত বামহ-াতের ওপর রাখা, রুকু এবং সিজদাহর তাসবীহ, রুকুর মধ্যে দুই হাঁটু দুহাত দিয়া ধরা, আঙ্গুলগুলি খুলে রাখা, সিজদায় যাওয়ার সময়ে এবং সিজদাহ হতে উঠার সময়ে তাকবীর বলা, সিজদাহর মধ্যে হাত এবং হাঁটু মাটিতে রাখা, বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে বসা, খাড়া হওয়া এবং বসা। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। ওঠা ও বসার মাঝখানে তাসবীহ পরিমাণ সময় অপেক্ষা করা। তাশাহহুদের পর দুরূদ ও দোয়া পড়া। নামাযের মধ্যে মুস্তাহাব এই যে, খাড়া অবস্থায় সিজদাহর স্থানে, রুকুর মধ্যে দুই পায়ের পিঠের উপর, সিজদাহর মধ্যে নাকের অগ্রভাগের উপর, বসা অবস্থায় নিজের কোলের উপর, প্রথম সালামে নিজের ডান কাঁধের উপর, দ্বিতীয় সালামে নিজের বাম কাঁধের উপর নজর রাখা। হাই উঠলে মুখ বন্ধ করা, তাকবীর-তাহরীমার সময় উভয় হাত আস্তিন হতে বের করা, যতদূর সম্ভব কাশি দমন করে রাখা। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

নামাযের অবস্থা ও রীতি হল এই যে, নামাযে প্রবেশ করার সময়ে তাকবীর বলবে এবং দু'হাত কান পর্যন্ত এমনভাবে উঠাবে, যেন দুই আঙ্গুল দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠে এবং আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ যেন কানের পার্শ্বদ্বয়ের বিপরীতে থাকে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। তাকবীরের সময় মাথা নত করবে না। ফকীহ আবু জাফর বলেন,যে, দুই হাত এমনভাবে উঠাবে যে, হাতের তালু যেন কিবলার দিকে থাকে এবং আঙ্গুলগুলি আলাদা আলাদা ভাবে খোলা থাকে। যখন আঙ্গুল কানের লতি বরাবর হয় তখন তাকবীর বলবে। তাকবীরের আগে হাত উঠাবে।এটি হেদায়ার বর্ণিত আছে।

কুনুতের সময় এবং দুই ঈদের তাকবীরের সময়ও এভাবে হাত উঠাবে। এছাড়া অন্য কোন সময় হাত উঠাবে না। কেউ হাত উঠালে আমাদের মাযহাবের শুদ্ধ মতে নামায ফাসেদ হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। মহিলারা হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এটিই শুদ্ধ মত। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। হাত উঠাবার সময় আঙ্গুলগুলি একেবারে খুলে রাখবে না এবং একেবারে বন্ধ করে রাখবে না; বরং সাধারণ অবস্থায় যেভাবে থাকে, সেভাবে রাখবে। এটি নেহায়া এবং মুহীতে উল্লেখ আছে। হাত না উঠিয়ে তাকবীর বলে ফেললে পরে আর হাত উঠাবে না। তবে তাকবীর বলার সময় মনে হলে উঠাবে। যদি সুন্নাত পর্যন্ত উঠাতে সক্ষম না হয়, তবে সম্ভব মত উঠাবে। যদি এক হাত উঠাতে পারে অন্য হাত না পারে, তবে এক হাত উঠাবে। যদি কারও হাত সুন্নাত তরীকার ওপর উঠে, তাছাড়া সে উঠাতে পারে না, তবে সে ঐ পর্যন্তই উঠাবে।

যদি আল্লাহ শব্দের আলিফকে মদের মত দীর্ঘ করে, অথবা বা কে দীর্ঘ করে, তবে তার নামায শুরু হবে না। যদি ইচ্ছা করে দীর্ঘ করে, তবে কাফের হবার সম্ভাবনা আছে।এরকমভাবে যদি ইচ্ছাকরে আল্লাহ শব্দের আলিফকে অথবা এর বা কে দীর্ঘ করে, তবে নামায শুরু হবে না। যদি আল্লাহ শব্দের হু কে দীর্ঘ করে, তবে অর্থের দিক দিয়ে ভুল করা হয়। বা কে দীর্ঘ করা হলেও এরূপ হুকুম হবে। আল্লাহ শব্দের লামকে দীর্ঘ করা শুদ্ধ। 'হা' এর ওপর জযম

www.nagorikpathagar.org

করা ভুল। এটি ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি আল্লাহু আকবারের মধ্যে আল্লাহুর অথবা আকবারের হামযাহকে দীর্ঘ করে, তবে অর্থের মধ্যে সন্দেহ হওয়ায় নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি বা এবং রা এর মধ্যে এক আলিফ ভরে দেয়, তবে কারও মতে নামায ফাসেদ হবে এবং কারও কারও মতে ফাসেদ হবে না। এটি নেহায়ায় বর্ণিত আছে। তাকবীর শেষ হলেই নাভীর নীচে ডান হাত নিজের বাম হাতের ওপর রাখবে। মহিলারা নিজ নিজ হাত সিনার ওপর বাঁধবে।

যে খাড়া অবস্থায় কিয়ামে যিকির করা সুন্নাত, সেই কিয়ামে হাত বাঁধা সুন্নাত। যেমন সুবহানাকা আল্লাহুম্মা, কুনুত। জানাযার নামায এবং যে খাড়ার মধ্যে যিকির সুন্নাত নয়, যেমন দুই ঈদের তাকবীর বলা, এখানে হাত ছেড়ে দেওয়া সুন্নাত। এটি নেহায়ায় বর্ণিত আছে। রুকু হতে খাড়া হওয়ার সময় হাত ছেড়ে দিবে, সুন্নাত যিকির হতে পরিবর্তনের জন্য, খাড়া হবার জন্য নয়। হাত বাঁধার নিয়ম হল, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর রেখে কনিষ্ঠ এবং বৃদ্ধ আঙ্গুল যতদূর সম্ভব ধরবে। বাকি আঙ্গুলগুলি হাতের কব্জার ওপর ছেড়ে দিবে। খাড়া হবার অবস্থায় দুই পায়ের মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত, আছে। তারপর সানা পড়বে। এটি হেদায়ায় উল্লেখ আছে। ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী সবার জন্য একই হুকুম। এটি তাতারখানিয়ার বর্ণিত আছে। তাহরীমা বাঁধারপর ইন্নী ওয়াজ্জাহতু পড়বে না এবং ছানার পরও পড়বে না। উত্তম হল যে, তাকবীরের আগে ও পরে এর সাথে নিয়ত করার জন্য পড়বে না। এটিই শুদ্ধ মত এবং হেদায়ায় ইহা বর্ণিত আছে। তারপর তায়াব্বুয পড়বে। এটিই উত্তম। এটি খোলাছায় উল্লেখ আছে। এর ওপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। তায়াব্বুয নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত।এই আমাদের ওলামাদের মাযহাব। তায়াব্বুয কিয়ামের অধীন। সানার অধীনে নয়। এটি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত। কেননা মাসবুক যখন নিজের নামায পড়ার জন্য খাড়া হয় তখন তায়াব্বুয পড়বে, মুক্তাদীগণ পড়বে না। ঈদের তাকবীরের পর তায়াব্বুয পড়বে। এটি হেদায়ায় উল্লেখ আছে।

নামায আরম্ভ করার সময় তায়াব্বুজ পড়বে, তারপরে আর পড়বে না। এটি খোলাছায় উল্লেখ আছে। তায়াব্বুযের পর নিঃশব্দে তাসমিয়া পড়বে। তাসমিয়া কোরআনেরএকটি আয়াত, সূরাসমূহের মধ্যে পৃথক করার জন্য জায়েয হয়েছে। এটি জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। মাকরূহাতে ছালাতের পাঠে উল্লিখিত হয়েছে যে, শুধু তাসমিয়ার দ্বারা ফরজ কিরাত আদায় হয় না। এটি জাওহারাতুন নাইয়্যারায় বর্ণিত আছে। প্রত্যেক রাকাতের প্রথমে তাসমিয়া পড়বে। এটি ইমাম আবু ইউসুফের মত। ফাতিহা এবং অন্য সূরার সাথে বিসমিল্লাহ পড়বে না। এটি বেকায়া ও নেহায়ায় উল্লেখ আছে। এটিই শুদ্ধ মত। বিসমিল্লাহর পর সূরা ফাতিয়া পড়বে। এটি পড়া শেষ হলে আস্তে আমীন বলবে। আমীন নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত। একাকী নামায আদায়কারী এবং ইমামের একই হুকুম, এমন কি মুক্তাদীগণ কিরাত শুনলে তারাও আমীন বলবে। আমীনের মধ্যে দুই প্রকার আছে। দীর্ঘ ও খাট করে পড়া। আমীনের অর্থ হল কবুল করা। তা তাশদীদের সাথে পড়লে নামায ফাসেদ হবে না। কারণ তা পবিত্র কোরআনে আছে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি মুক্তাদী চুপে কিরাত পড়া নামাযের মধ্যে ইমামের ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন শুনে ফেলে তবে কোন কোন মাশায়েখের মতে সে আমীন বলবে। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে।

জুমা এবং দুই ঈদের নামাযে যদি মুক্তাদী অন্য মুক্তাদীর আমীন শুনে ফেলে তবে ইমাম জহীরুদ্দীনের মতে সে আমীন বলবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে ফতোয়া হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা অথবা অন্যূন তিন আয়াত মিলাবে। এটি শরহে মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। বড় আয়াত একটি ছোট তিনটির হুকুম রাখে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ঝুঁকার সাথে সাথেই তাকবীর বলবে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। তাকবীর শুরু হবে ঝুঁকার সাথে সাথে এবং শেষ হবে পূর্ণ রুকু শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। আল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আকবার শব্দের 'রা' কে জযম করবে। নিজের দুহাত দিয়ে হাঁটুর ওপর ভর দিবে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। আঙ্গুলগুলি খুলে দিবে। আঙ্গুল খোলা এ সময় ছাড়া এবং আঙ্গুল বন্ধ করা সিজদাহর অবস্থা ছাড়া অন্য কোন সময়ে মুস্তাহাব নয়। এই দুই সময় ছাড়া অন্য সকল সময় আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। পিঠ এমনভাবে বিছিয়ে রাখবে যেন পানির পেয়ালা পিঠের ওপর রেখে দিলে স্থিরভাবে থাকে। মাথা ঝুঁকিয়ে রাখবে না এবং ওপরের দিকেও রাখবে না; বরং সোজা রাখবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। নিজের হাঁটু কামানের মতো বাঁকা করা মাকরূহ। মহিলা রুকুর মধ্যে সামান্য ঝুঁকবে। নিজের হাতের উপর ভর দিবে না। আঙ্গুলগুলি খুলবে না; বরং বন্ধ অবস্থায় হাঁটুর ওপর রেখে দিবে। নিজের হাঁটু ঝুঁকিয়ে দিবে। বাজু শরীর হতে পৃথক করবে না।

রুকুর মধ্যে তিনবার সুবাহানা রাব্বিয়াল আজীম বলবে। এটি নিম্নতম সংখ্যা যদি তাসবীহ মোটেই না পড়ে বা একবার পড়ে, তবে জায়েয হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে। রুকুতে গিয়ে শান্ত হবার পর মাথা উঠাবে। যদি শান্ত না হয়ে মাথা উঠায়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায জায়েয হবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। ইমাম হলে সে সকলের মতেই সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে। মুক্তাদী হলে সে মতভেদ ছাড়াই রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। মুক্তাদী সামিআল্লাহু-বলবে না। একাকী নামায পড়লে শুদ্ধমত হল, উভয়ই বলবে। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। রুকু হতে উঠবার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে এবং সোজা হয়ে রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।

অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যে প্রকার যিকির করার হুকুম আছে, তা অন্যস্থানে আদায় করবে না। যেমন তাকবীর খাড়া হতে রুকুর দিকে ঝুঁকার সময় অথবা রুকু হতে সিজদায় যাওয়ার সময় বলা হয়। এভাবে সিজদাহর যে তাসবীহ বাকি তাকে তা মাথা উঠাবার পর বলবে না। প্রত্যেক বস্তু তার নিজ নিজ স্থানে আদায় করা ওয়াজিব। ইহা তাতারখানিয়া হুজ্জাত হতে উদ্ধৃত করেছে। সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহর 'হা' কে জযম করে পড়বে। তারপর সোজা খাড়া হয়ে যাবে এবং তাকবীর বলে সিজদায় যাবে।এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ঝুঁকবার সময় তাকবীর বলবে। সিজদায় অন্ততঃ তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলবে।

রুকু ও সিজদাহর তাসবীহ তিনবারের বেশি পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু বেজোড় সংখ্যায় পড়বে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। তাসবীহর নিম্নতম সংখ্যা তিনবার, মধ্যম সংখ্যা পাঁচবার এবং পূর্ণ সংখ্যা সাতবার। এটি জাদ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম হলে তাসবীহ বেশি পড়বে, তা হলে জামাতীদের কষ্ট হবে না। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ফোকাহাগণ বলেছেন, যদি সিজদাহর ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে যমিনের উপর শরীরের ঐ অংশ রাখবে, যা যমিনের নিকটে থাকে, পরে হাঁটু তারপর দু হাত, তারপর নাক, তারপর ললাট রাখবে। উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর দু হাত, তারপর হাঁটু উঠাবে, যে সময় পা খালি থাকবে তখন এরূপ করবে। কিন্তু মোজা পরিহিত অবস্থায় থাকলে প্রথমে হাঁটু রাখতে পারবে না বরং দু হাত হাঁটুর আগে রাখবে। ডান হাত বাম হাতের আগে রাখবে। স্ত্রীলোকগণ নিজের রুকু ও সিজদাহর মধ্যে উভয় মিলিয়া রাখবে। আলাদা আলাদা রাখবে না। সিজদাহর মধ্যে উভয় পায়ের ওপর বসবে। পেট উরুর ওপর বিছিয়ে দিবে।

দাসীর হুকুম স্বাধীন স্ত্রীলোকের হুকুমের অনুরূপ। কিন্তু তাহরীমার সময় হাত পুরুষের মতো উঠাবে। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের-বিবরণ। তারপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বলবে। এর মধ্যে সুন্নাত হল সোজা উঠে বসে যাবে। ঐ বৈঠকে আমাদের মাযহাবে কোন যিকির নেই। যদি সোজা না বসে এবং দ্বিতীয় সিজদাহ করে নেয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী পূর্ণ হয়ে যাবে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। সিজদাহ হতে মাথা উঠান রোকন নয়। রোকন হল পরিবর্তন হওয়া, অর্থাৎ সিজদাহর দিকে মাথা উঠান ছাড়া অবস্থার

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তন হতে পারে। এ জন্য মাথা উঠান কর্তব্য, এমনকি যদি মাথা উঠান ছাড়া সম্ভব হয়। যেমন তাকের ওপর সিজদাহ করিল, তারপর এ তাক সরিয়ে নেওয়া হল, ঐ সময় তার কপাল যমিনে লেগে গেল, তবে যথেষ্ট হবে। মাথা উঠানোর পরিমাণের মধ্যে মতভেদ অছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি বসার দিকে বেশি ওঠে তবে জায়েয আছে। আর যদি যমিনের দিকে বেশি থাকে, তবে জায়েয নেই। এটিই শুদ্ধ মত। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে, যখন মাথা এমন পরিমাণ উঠাবে যাকে সিজদাহ হতে মাথা উঠিয়েছে বলা যাবে, তবে জায়েয হবে। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। তারপর তাকবীর বলবে এবং দ্বিতীয় সিজদাহর জন্য ঝুঁকে পড়বে। দ্বিতীয় সিজদায় ও প্রথম সিজদাহর মতো তাসবীহ পড়বে। যখন সিজদাহ শেষ হবে তখন হাতের পাঞ্জার ওপর ভর দিয়ে ওঠবে। দুই হাতে টেক লাগিয়ে খাড়া হবে না। হাঁটুর ওপর ভর দিবে। কারও ওজর থাকলে তার ভর দেওয়া আমাদের মতে মুস্তাহাব। অনেক কিতাবে তা উল্লেখ রয়েছে। যদি বসে এবং উভয় হাত যমিনে টেক দেয়, যেমন শাফেয়ী মাযহাবে আছে, তবে কোন দোষ নেই। এটি জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় রাকাতেও ঐরূপ করবে, যেমন প্রথম রাকাতে করা হয়েছে। কিন্তু সানা ও তায়াব্বুয পড়বে না। এটি কুদুরীতে উল্লেখ আছে। যখন দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদাহ হতে মাথা উঠাবে, তখন বাম পা বিছিয়ে এর ওপর বসেব এবং পা খাড়া রাখবে। আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখবে। দুই হাত উরুর ওপর রাখবে আঙুলগুলো খুলে দিবে। তা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। হাঁটু ধরবে না। মহিলা হলে বাম উরুর ওপর বসবে। দুই পা ডান দিকে বের করে দিবে। দু'পা ডানদিকে বের করে দিবে।

বসার পর ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত তাশাহহুদ ছাড়া বেশি কিছু পড়বে না। যখন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়বে, তখন শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। শুধু ইশারা করাই উত্তম। অনেক মাশায়েখের মতে ইশারা করা নাজায়েয। মুনিয়ায় একে মাকরূহ বলা হয়েছে। তাশাহহুদ শেষ হলে খাড়া হয়ে যাবে। বৈঠক হতে ঐরূপ পাঞ্জার ওপর খাড়া হবে। যেমন সিজদাহ হতে খাড়া হয়। তাহাবী বলেন যে, হাত যমিনে টেক দিলে কোন ক্ষতি নেই।খাড়া হয়ে পরে শেষ দুরাকাত ঐভাবে আদায় করবে, যেভাবে প্রথম দুরাকাতের মধ্যে কিয়াম, রুকু এবং সিজদাহসমূহ করেছে। শেষ দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। এটি কাফীতে বর্ণিত আছে। সূরা ফাতিহা ছাড়া বেশি কিছু পড়া মাকরূহ। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজে শরহে মোখতার হতে নকল করা হয়েছে। কিরাত ও তাসবীহ না পড়লে ক্ষতি নেই। ভুলে গেলে সোহ সিজদাহও করতে হবে না। কিন্তু কিরাত পড়া উত্তম। এটি সকল বর্ণনায়ই শুদ্ধ বলা হয়েছে। এটি যখীরাহ এবং কাজীখানে বর্ণিত আছে। চুপ থাকা মাকরূহ। এটি খোলাছায় উল্লেখ আছে। শেষ বৈঠকেও প্রথম বৈঠকের মত বসবে। তারপর তাশাহহুদ পড়ে দুরূদ পড়বে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট দুরূদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, এভাবে দুরূদ পড়বে আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

তাশাহহুদ পড়া শেষ হলে নিজের জন্য, মাতাপিতার জন্য সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য মাগফিরাতের দোয়া চাইবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। তারপর এভাবে বলবে, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।' এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। মানুষের সাথে কথা বলার মত এবং মানুষের কাছে চাইবার মত দোয়া করবে না। যেমন এভাবে বলা যে, 'আয় আল্লাহ! আমাকে অমুক মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও' এটিতো মানুষের কাছে বলার বিষয়। আর যা মানুষের নিকট চাওয়া অসম্ভব, যেমন এভাবে

www.nagorikpathagar.org

বলা যে, 'আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।' একথা মানুষের নিকট বলার নয় এবং 'আয় আল্লাহ! আমাকে রিজিক দাও' প্রথম প্রকারের মধ্যে শামিল হয়। অতএব এই রকম শব্দ দিয়ে দোয়া করা জায়েয নেই। ইহাই শুদ্ধ। এটি আইনী শরহে হেদায়ায় লিখেছেন। আর 'আল্লাহুম্মারযুক্নী মালান আজীমান' অর্থাৎ হে মাবুদ! আমাকে প্রচুর মাল দাও' বললে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে 'আল্লাহুম্মারযুক্নী ইলমা আল ইযযা' ইত্যাদি বললে নামায ফাসেদ হবে না। এটি মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। নামাযের শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক না করলে নামায ফাসেদ হবে। বৈঠক করলে নামায পূর্ণ হবে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। দোয়াসমূহ হতে যে দোয়া মহানবী (সাঃ) হতে প্রমাণিত আছে, তা হল 'আল্লাহুম্মারযুক্নী ইলমা ওয়াল ইযযা' ইত্যাদি বললে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। নামাযের শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক না করিলে নামায ফাসেদ হবে। বৈঠক করলে নামায পূর্ণ হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। দোয়াসমূহ হতে যে দোয়া মহানবী (সাঃ) হতে প্রমাণিত আছে, তা হল 'আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসী জুলমান কাছীরাও ওয়া আল্লাহু লা-ইয়াগফিরুজ জুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম'। নামাযীর জন্য মুস্তাহাব হল, নামাযের শেষে যে দোয়া আছে, তা পাঠ করে নিজের দোয়া পড়বে :

'রাব্বিজআলনী মুক্বীমাছ সালাতি ওয়ামিন যুররিয়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল দো'আই, রাব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।' এটি তাতারখানিয়ায় হুজ্জাত হতে উদ্ধৃত হয়েছে। তারপর দুই সালাম ফিরাবে। এক সালাম ডানদিকে এমনভাবে ফিরাবে যেন তার চেহারায় শুভ্রতা দেখে এরকমভাবে অন্যদিকে মুখ করবে। এটি কানিয়ায় বর্ণিত আছে। 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি' বলবে। এ সালামে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী 'ওয়া বারাকাতুহু' বলবে না। প্রথম সালাম হতে দ্বিতীয় সালাম একটু নীচু স্বরে হওয়া আমাদের মতে সুন্নাত। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি শুধু (এক) সালাম ফিরিয়ে খাড়া হয়ে যায় এবং কোন কথা না বলে ও মসজিদ হতে বের না হয়, তবে বসে দ্বিতীয় সালাম ফিরাবে। তা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। শুদ্ধ মত হল যে, যখন কিবলার দিকে মুখ ফিরান হত তখন দ্বিতীয় সালাম ফিরাবে না। এটি কানিয়ায় বর্ণিত আছে। ভুলে বামদিকে সালাম ফিরিয়ে ফেললে যখন পর্যন্ত কথা না বলা হয়, ডানদিকে সালাম ফিরাবে এবং বামদিকের সালাম পুনঃ ফিরাবে না। সম্মুখের দিকে সালাম ফিরান হলে (পরে) বামদিকে সালাম ফিরাবে।

মুক্তাদির সালামের মধ্যে মতভেদ আছে। ফকীহ আবু জাফর বলেন, যে উত্তম হল, মুক্তাদী অপেক্ষা করতে থাকবে, যখন ইমাম ডানদিকে সালাম ফিরায় তখন মুক্তাদী ডানদিকে সালাম ফিরাবে এবং যখন ইমাম বামদিকে সালাম ফিরিয়ে শেষ করে, তখন মুক্তাদী বামদিকে সালাম ফিরাবে। তা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যে সকল তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা এবং মুসলমান তার উভয়দিকে থাকে, তাদের জন্য সালামের নিয়ত করবে। এটি যাহেদীতে বর্ণিত আছে। আমাদের মতে মহিলা এবং যারা নামাযে শরীক হয়নি, তাদের নিয়ত করবে না। এটিই শুদ্ধমত।

মুক্তাদী ঐ সমস্ত লোকের সাথে ইমামের জন্যও নিয়ত করবে। যদি ইমাম ডানদিকে থাকে, তবে ঐ দিকের লোকের সাথে ইমামেরও নিয়ত করবে। আর যদি বামদিকে থাকে, তবে আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী উভয়দিকের লোকের সাথে ইমামের নিয়ত করবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী ডানদিকের লোকের সাথে ইমামের নিয়ত করবে। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। একাকী নামায পড়লে ফেরেশতাদের নিয়ত করব। এছাড়া অন্য কারও নিয়ত করবে না। ফেরেশতাদের নিয়তের মধ্যে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করবে না।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ ভাগ
কিরাতের মাসয়ালা

সফরের মধ্যে কোন ভয় থাকলে অথবা তাড়াতাড়ি করতে হলে তখন সুন্নাত হল, সূরা ফাতিহার সাথে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সূরা পাঠ করা। মুকীম অবস্থায় ব্যস্ততা থাকলে, যেমন ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে বা নিজের জান বা মালের ক্ষতির ভয় রয়েছে, তখন সুন্নাত হল, এ পরিমাণ পড়া যাতে ওয়াক্ত এবং নিরাপত্তা চলে না যায়। এটি যাহেদীতে উল্লেখ আছে।

যদি সফরের মধ্যে স্বাধীনতা থাকে, যেমন ওয়াক্তের প্রশস্ততা আছে এবং নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা আছে, তখন সুন্নাত হল, ফজরের নামাযে সূরা বুরুজ কিংবা অনুরূপ যে কোন সূরা পড়া। তা হলে কিরাতের সুন্নাত এবং সংক্ষিপ্ততা উভয় রক্ষা পায়। এটি শরহে মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। জোহরেও এ পরিমাণ পড়বে। আছর এবং ইশায় এর থেকে কম পড়বে। মাগরিবে খুব ছোট সূরা পড়বে। এটি যাহেদীতে বর্ণিত আছে। মুকীম অবস্থায় সুন্নাত হল, ফজরের নামাযের উভয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ আয়াত পড়বে। জামে ছগীরে বর্ণিত আছে যে, জোহরের নামাযও ফজরের নামাযের মতো পড়বে, অথবা তা হতে কম পড়বে। আছর এবং ইশার মধ্যে সূরা ফাতিহা ছাড়া বিশ আয়াত পড়বে এবং মাগরিবে প্রত্যেক রাকাতে ছোট সূরা পড়বে।

ফকীহগণ মুকীম অবস্থায় ফজর এবং জোহরে আওসাতে মুফাচ্ছালের কোন সূরা পড়া ভাল মনে করেন। আছর এবং ইশার মধ্যে আওসাতে মুফাচ্ছালের কোন সূরা পড়বে। আর মাগরিবে ছোট সূরা পড়বে। এটি বেকায়ায় লিখা আছে। তিওয়ালে মুফাচ্ছাল হুজরাত হতে বুরুজ পর্যন্ত সূরাসমূহ এবং আওসাত মুফাচ্ছাল হল বুরুজ হতে লামইয়াকুন সূরা পর্যন্ত এবং ছোট সুরা হল সুরা লামইয়াকুন হতে শেষ পর্যন্ত। ইহা মুহীত, বেকায়া এবং মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। মাকরূহ ওয়াক্তে আছর পড়লে মাসনুন কিরাত পড়া ঠিক আছে। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। বেতের নামাযে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই। অতএব যে কোন সূরা পড়া যায়। তা মুহীতে বর্ণিত আছে। কিন্তু হুযুর (সাঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে, তিনি সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং কাফিরুন ও সূরা ইখলাছ পড়তেন। অতএব কখনও কখনও তাবাররুকান ঐ সূরা এবং কোন কোন সময় অন্য সূরা দিয়ে পড়বে। তা হলে কোরআনের বাকি সূরা পরিত্যাগ করা হবে না।

মুস্তাহাব কিরাতের ক্ষেত্রে বেশি করবে না। নামায পড়া জামাতের জন্য যেন কষ্টকর না হয়। কিন্তু পুরা সুন্নাত ও মুস্তাহাব কিরাত পড়ার মধ্যে যথাসাধ্য সহজ করবে। এটি মুজমিরাতে তাহাবী হতে নকল করা হয়েছে। ফরজ নামাযের প্রথম রাকাতে কিরাত দ্বিতীয় রাকাত হতে লম্বা করবে। ইহা সকল ইমামের মতে সুন্নত। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, আমার মতে সুন্নাত হল সব নামেই প্রথম রাকতে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা কিরাত লম্বা করা এবং এর ওপরে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এটি যাহেদী এবং মে'রাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত, হয়েছে। জুমুআ এবং দুই ঈদের নামাযের উভয় রাকাতে একই রকম লম্বা কিরাত পড়বে। এটি বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে যে, যখন আয়াত সমান সমান হয়, তখন লম্বা খাট হিসাব করা হয়। যদি আয়াত বড় ছোট হয়, তবে শব্দ ও হরফ দিয়ে ছোট বড় হিসেব করা হয়। কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেওয়া মাকরূহ। তবে তা ঐ সময় হবে, যখন মনে হবে যে, উক্ত সূরা ছাড়া ঐ নামায পড়া জায়েয নয় বা মাকরূহ হয়ে থাকে। কিন্তু যদি সহজ হিসাবে কোন সূরা নির্দিষ্ট করে নেয় বা যে সূরা দিয়ে হুযুরে পাক (সাঃ-এর নামায পড়া প্রমাণিত আছে, তাবাররুকান তা দিয়ে নামায পড়া মাকরূহ নয়। কিন্তু শর্ত এই যে, কোন কোন সময় ঐ সূরা দিয়েও নামায পড়া চাই। তা হল কেউ মনে করবে না যে, এছাড়া অন্য সূরা দিয়ে পড়া জায়েয নয়।

www.nagorikpathagar.org

উত্তম এই যে, ফরজ নামাযে সূরা ফাতেহার পর একটি পূর্ণ সূরা পড়বে। একটি সূরা পূর্ণ করতে না পারলে একটি সূরা দুই রাকাতে শেষ করবে। তা খোলাছায় বর্ণিত আছে। এক সূরার কিছু অংশ এক রাকাতে এবং কিছু অংশ অন্য রাকাতে পড়াকে কেউ কেউ মাকরূহ বলেন এবং কেউ কেউ তা বলেননি। না বলাই শুদ্ধমত। এটি জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। তবে এরকম না করা ভাল। অবশ্য করলে কোন ক্ষতি হবে না। এটি যখীরায় উল্লেখ আছে। হুজ্জাতে বর্ণিত আছে, যদি এক রাকাতে এক সূরার শেষ হতে পড়ে, দ্বিতীয় রাকাতে অন্য কোন ছোট সূরা পড়ে, যেমন এক রাকাতে আমানার রাসুলুর এক রুকু পড়ল এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়ল, তবে মাকরূহ হবে না। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। উভয় রাকাতে সূরার শেষ ভাগ পড়া এরূপ ছোট সূরা পড়া অপেক্ষা ভাল। যদি তার আয়াত সংখ্যা বেশি হয়। যদি ছোট সূরার আয়াত বেশি হয় তবে ছোট সূরা পড়া ভাল। এটি যখীরায় উল্লেখ আছে।

যদি কেউ এক রাকাতে কোন দুই সূরা পড়ে এবং ঐ দুই সূরার মাঝে এক অথবা একাধিক সূরার ব্যবধান থাকে, তবে মাকরূহ হবে। যদি দু রাকাতে দুই সূরা পড়ে এবং ঐ সূরার মধ্যে একাধিক সূরা থেকে যায় তবে মাকরূহ হবে না। যদি এক সুরা মাঝে থাকে তবে কেউ কেউ মাকরূহত বলেছেন আর কেউ কেউ বলেছেন, যদি বড় এক সূরা মাঝে থাকে তবে মাকরূহ হবে না। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। যেমন ছোট দুই সূরা মাঝে থাকলে মাকরুহ হয় না। এটি খোলাছায় উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, যে কোন অবস্থায় মাকরূহ হবে না। যদি এক রাকাতে এক সূরা পড়া হয়, অন্য রাকাতে অথবা ঐ রাকাতেই এর ওপরের সূরা পড়া হয় তবে মাকরূহ হবে। যদি এক রাকাতে অথবা উভয় রাকাতে দুই আয়াত পড়া হয়, যার মাঝে এক বা একাধিক আয়াত বাদ পড়ে যায়, তবে ঐ একই হুকুম হবে।

এ সমস্ত হুকুম ফরজ নামাযের মধ্যে হবে। সুন্নাত নামাযের মধ্যে মাকরূহ হবে না। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি এক রাকাতে এক সূরা পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতে এমন সূরা পড়ে, যার মধ্যে মাত্র এক সূরা বাদ থাকে অথবা এর ওপরের সূরা পড়ে, তবে উত্তম এ যে, ঐরূপভাবে পড়ে যাবে, ছেড়ে দিবে না। এটি যখীরায় উল্লেখ আছে। এক সূরা শুরু করে দুই এক আয়াত পড়বার পর অন্য সূরা পড়তে যাওয়া মাকরূহ হবে। এরূপ হুকুম এ অবস্থায় হবে, যখন এক আয়াত হতে কম পড়ে যদিও এক হরফ কম হয়, যদি রুকুর জন্য তাকবীর বলা হয়, তারপর কিরাত আরও বাড়াতে চায়, তবে রুকু না করে থাকলে বাড়াতে ক্ষতি নেই। যদি মুদু সূরা ফাতিহা পড়ে থাকে বা তার সাথে এক অতবা দুই আয়াত পড়ে থাকে, তবে ইহা মাকরূহ হবে না। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সমস্ত কুরআন শরীফ শেষ করবে মনে করে মুয়াওয়াযাতাইন এক রাকাতে পড়ে থাকে সে দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে সূরা বাকারাহ হইতে কিছু পরিমাণ পড়বে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। হুজ্জাতে উল্লেখ আছে যে, কুরআন সাত কিরাত এবং সকল রিওয়ায়েত অনুযায়ী পড়া জায়েয। কিন্তু আমাদের নিকট এটি ঠিক যে, নজিব কিরাতসমূহ এ মালার সাথে পড়বে এবং গরীব রেওয়য়াত দ্বারা প্রমাণিত কিরাত পড়বে না।

পঞ্চম ভাগ

কারীর ভুল-ত্রুটি

কারী সাহেবদের অন্যতম ত্রুটি হল এক শব্দের অক্ষর অন্য শব্দের অক্ষরের সাথে মিলিয়ে দেওয়া, যেমন ইয়্যাকা না'বুদু এভাবে পড়ে যে কাফ নুনের সাথে মিলে গেল অথবা গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম এভাবে পড়ে যে, বে আইনের সাথে মিলে যায়, তবে শুদ্ধ মত হল, যদিও ইচ্ছা করে এরূপ পড়ে, তবু নামায ফাসেদ হবে না। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর একটি হল এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষর উল্লেখ করা। যদি এরূপ করে ফেলে, যেমন ইন্নাল মুসলিমীনা স্থানে ইন্নাল মুসলিমুনা এবং ইন্নাজ জোয়ালিমীনা স্থানে ইন্নাজ জোয়ালিমুনা পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি অর্থ পরিবর্তিত হয় এবং ঐ দুই অক্ষর এমন ছিল যে, এর মধ্যে সহজেই পার্থক্য করা সম্ভব হয়, যেমন তোয়া ও ছোয়াদ, অতএব যদি কেউ ত্বারিহাতির স্থানে ছালিহাতি পড়ে, তবে সকলেরই মতে নামায ফাসেদ হবে। আর যদি ঐ দুই অক্ষর এমন হয় যে, এর মধ্যে কষ্ট ছাড়া পার্থক্য করা যায় না। যেমন জোয়া ও দ্বোয়াদ এবং ছোয়াদ ও ছীন এবং ত্বোয়া ও তা তবে এতে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। অধিকাংশের মত হল, নামায ফাসেদ হবে না। এটি কাজীখানে বর্ণিত আছে এবং এর ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবুল হাসান এবং কাজী ইমাম আবু আছেম বলেন, যে, যদি ইচ্ছা করে এরূপ করে, তবে নামায ফাসেদ হবে এবং যদি মুখ হতে হঠাৎ বের হয়ে যায়, অথবা এর মধ্যে পার্থক্য না করতে পারে কিংবা পার্থক্য করা জানে না, তবে নামায ফাসেদ হবে না। এটিই সর্বাধিক সঠিক রায়।

যে ব্যক্তি অক্ষর উত্তমরূপে আদায় করতে পারে না, তার চেষ্টা করা চাই। যদি কোন কোন অক্ষর মুখে উচ্চারিত হতে না চায়, তবে যদি তার এমন কোন আয়াত না মিলে, যাতে এ অক্ষর না থাকে, তবে সকলের মতে তার নামায জায়েয হবে। কিন্তু যেন অন্যের ইমামতী না করে। যদি তার এমন আয়াত মিলে যাতে ঐরূপ অক্ষর নেই যে, ইহা পড়বে, এতে সকলের মতে নামায জায়েয হবে। আর যদি ঐ আয়াত পড়ে, যার মধ্যে ঐ অক্ষর আছে, তবে কারও কারও মতে তার নামায হবে না।

আর একটি ত্রুটি হল অক্ষর লোপ করে দেওয়া যদি লোপ করা ইজায ও তারতীব মত হয় এবং এতে শর্তসমূহ পাওয়া যায়, যেমন এভাবে পড়া হয় ওয়া নাদু অথবা মালা, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি ইজায ও তারতীব মত না হয় এবং অর্থ পরিবর্তন না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি অর্থ পরিবর্তন হয়, তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে নামায ফাসেদ হবে।

আর একটি ত্রুটি হল, অক্ষর বেশি করা। যদি কেহ অক্ষর বাড়ায়ে দেয় এবং অর্থ পরিবর্তন না হয় যে, 'অন্নাহয়ূ আ-নল মুনকারি'কে অয়াননিহি আনিল মুনকারি পড়া হল, তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে নামায ফাসেদ হবে না। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। এভাবে যদি 'হুমুল্লাযীনা কাফারূ'কে এভাবে পড়ে যে হুমের মীমকে জযম দিয়ে পড়ল, তবে ফাসেদ হবে না। যদি অর্থ পরবর্তন হয়ে যায়, তবে নামায ফাসেদ হবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে।

আর একটি ত্রুটি হল, এক শব্দ ছেড়ে এর স্থানে অন্য শব্দ বাড়িয়ে নেওয়া। যদি এমন শব্দ বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে অন্য শব্দ এমনভাবে পড়া হয় যা অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যশীল এবং কোরআনের অন্যস্থানে আছে। যেমন 'আলীমুন' এর স্থানে 'হাকীমুন' পড়ল, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি এ শব্দ কোরআনের কোন স্থানে না থাকে কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য রাখে যেমন তাওয়্যাবীনের স্থানে তাবনিয়াবীন পড়ল, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে, নামায ফাসেদ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে নামায ফাসেদ হবে। যদি ঐ শব্দ কোরআনে না থকে এবং দুই শব্দের মধ্যে অর্থের সামঞ্জস্যও নেই এবং ঐ শব্দ তাসবীহ অথবা তাহমীদ অথবা যিকিরের মতোও নয়, তবে মতভেদ ছাড়াই নামায ফাসেদ হবে। যদি ঐ শব্দ কোরআনে থাকে, কিন্তু শব্দের অর্থের দিক দিয়ে নিকটবর্তী নয়। যেমন 'ইন্না কুন্না ফায়েলীন' এর স্থলে গাফেলীন পড়ল অথবা এ রকম কোন শব্দ পরিবর্তন করল, যাতে বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যায়। তখন সকল মাশাযেখের নিকট নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মাযহাবও তদ্রূপ। যদি কোন বস্তুর সম্বন্ধ এমন কিছুর দিকে করে দেয়, যার দিকে এর সম্বন্ধ হয় না। তবে ঐ বস্তুর যার দিকে সম্বন্ধ করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, এটি কোরআনে না থাকে যেমন মরিয়ম বিনতে গায়লান পড়ল। তবে মতভেদ ছাড়াই নামায ফাসেদ হবে। আর যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, এটি যদি কোরআনে থাকে যেমন বিনতে লোকমান অথবা মুসা ইবনে ঈসা পড়া হয়, তবে হয়ত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নামায ফাসেদ হবে না এবং এটিই ইমামদের মাযহাব।

যদি ঈসা ইবনে লোকমান পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে। অনুরূপ যদি মুসা ইবনে লোকমান পড়ে, তবু নামায ফাসেদ হবে না। কেননা ঈসার পিতা নেই। আর মূসার পিতা আছে বটে কিন্তু তার নামে ভুল করেছে। এটি যখীরায় বর্ণিত আছে। আর একটি এই যে, কোন অতিরিক্ত করা, এমন শব্দ বলেছে যা কোন শব্দের বদলে হয়নি। অতিরিক্ত শব্দের দ্বারা যদি অর্থের পরিবর্তন হয় এবং ঐ শব্দ কোরআনের অন্যত্র আছে, অথবা নাই। তবে মতবেদ ছাড়াই নামায ফাসেদ হবে। যদি অর্থের পরিবর্তন না হয় এবং ঐ শব্দ কোরআনের অন্যত্র আছে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি ঐ শব্দ কোরআনে না তাকে, তবে সকল মাশায়েখের মতে নামায ফাসেদ হবে। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। আর একটি এ যে, অক্ষর অথবা শব্দ বারবার উচ্চারণ করা। যদি একটি অক্ষর দুবার উচ্চারণ করে, আর যদি এর কোন দুর্বল অক্ষর প্রকাশ পায়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি কোন অক্ষর বেশি হয়ে যায়, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি একই শব্দ দুবার উচ্চারণ করে অর্থ পরিবর্তন না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। আর যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে নামায ফাসেদ হবে। তা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। আর একটি এ যে, আগের শব্দ পরে, পরের শব্দ আগে উচ্চারণ করে অথবা পরে করে। তবে যদি অর্থ পরিবর্তন না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি অর্থ পরিবর্তন হয়, তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে নামায ফাসেদ হয়েযায়। ইহাই শুদ্ধ মত এবং জহিরিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। যদি দুই শব্দ দুই শব্দের আগে উচ্চারণ করে এবং অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যায়। অর্থ পরিবর্তন না হলে নামায ফাসেদ হবে না।

যদি এক অক্ষর অন্য অক্ষরের আগে উচ্চারণ করে এর অর্থ পরিবর্তন হয়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর অর্থ পরিবর্তন না হলে নামায ফাসেদ হবে না। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে । আর একটি হল, এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত পড়া, যদি আয়াতের উপর পূর্ণ ওয়াকফ করে অন্য আয়াতে পুরা অথবা কিছু পরিমাণ পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি ওয়াকফ না করে অন্য আয়াত মিলিয়ে দেয়, তবে অর্থ পরিবর্তন না হলে নামায ফাসেদ হবে না। আর অর্থ পরিবর্তন হলে সমস্ত ওলামাদের মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটাই শুদ্ধ মত। এটি খোলাছায় উল্লেখ আছে। আর একটি হল, ওয়াকফ অছল এবং ইবতেদা; যেখানে এর স্থান না হবে, সেখানে যদি ওয়াকফ করে অথবা এমন জায়গা তে আরম্ভ করেছে, যেখান দিয়ে আরম্ভ করার নয়, তবে যদি অর্থের দিক দেয় তেমন কোন পরিবর্তন না হয়, তবে আমাদের ওলামাদের সকলের মত হল যে, নামায ফাসেদ হবে না। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। যদি এমন জায়গায় অছল করে থাকে, যেখানে অছর করার নয়, যেমন 'আছহাবুন নারে'র ওপর ওয়াকফ না করে একে 'আল্লাযীনা ইয়াহমিলুনা'র সাথে মিলিয়ে ফেলেছে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি অর্থের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে অধিকাংশ আলেমের নামায ফাসেদ হবে না এবং কেউ কেউ বলেছেন, ফাসেদ হবে। এর ওপর ফতোয়া দেওয়া হয় যে, কোন অবস্থায়ই নামায ফাসেদ হবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। কাজী ইমাম সাঈদ নাজীব আবু বকর বলেছেন যে, যখন ইমাম কিরাত পড়ে শেষ করে এবং রুকু দিবার ইচ্ছা করে, তবে যদি কিরাত আল্লাহর প্রশংসার ওপর শেষ হয়, তবে আল্লাহু আকবার এর সাথে মিলিয়ে বলা উত্তম। যদি আল্লাহর প্রশংসার ওপর শেষ না হয়ে থাকে, তবে পৃথক করা ভাল।

আর একটি হল, এরাবের ভুল হওয়া। যদি অর্থ পরিবর্তন হয়, অথবা এ প্রকার অনেক ভুল করে, য দিয়ে কাফের হয়ে যায়, যদি ভুলে পড়ে থাকে, তবে মুতাকাদ্দিমীনদের মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, মুতায়াখখিরীনদের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

মতভেদ আছে। কারও কারও মতে নামায ফাসেদ হবে না। আর একটি হল, তাশদীদ এবং মদ। এর জাযগা হতে বাদ দিয়ে দেয়া। যদি 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈনু' হতে তাশদীদ বাদ দেয় এবং রাব্বিল আলামীনের 'বা' এর তাশদীদ না পড়ে, তবে উত্তম হল যে, নামায ফাসেদ হবে না এবং প্রত্যেক স্থানেই এরূপ হুকুম হবে। কিন্তু অধিকাংশ মাশাযেখের মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

আর একটি হল, ইদগাম। এর নিজ স্থান হতে বাদ দেওয়া এবং এমন জাযগায় ইদগাম করা হয়, যেখানে কেউ ইদগাম করে না এবং ইদগাম দ্বারা ইবারাত পরিবর্তন হয়ে যায় এবং শব্দের অর্থ বুঝে আসে না, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি এমন স্থানে ইদগাম করে যে, কেউ ইদগাম করেনি, কিন্তু শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয় না এবং ঐরূপই বুঝা যায় যেমন ইদগাম ছাড়া বুঝায়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি ইদগাম এর স্থান হতে ছেড়ে দিয়ে থাকে, যদিও ইবারাত পরিবর্তন হয়ে যায়, কিন্তু নামায ফাসেদ হবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইমামতীর মাসায়েল

প্রথম ভাগ

জামাতের মাসায়েল

খোলাছাহ এবং মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে যে, জামাতে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আমাদের শায়েখগণ জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব বলেছেন। মুফীদে বর্ণিত আছে যে, এমন পুরুষ, যারা আকেল, বালগ এবং স্বাধীন, বিনা বাধায় জামাতে শামিল হতে পারে, তাদের জন্য জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব। যদি কোন নামাযের জামাত শেষ হয়ে যায়, তবে অন্য মসজিদে জামাতের তালাসে যাওয়া ওয়াজিব নয়। তবে অন্য মসজিদে যাওয়া উত্তম বটে। কুদুরীতে বর্ণিত আছে যে, তখন নিজ গৃহের লোকেরা একত্র হয়ে জামাতে নামায পড়বে। শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) বলেছেন যে, আমাদের যামানায় উত্তম হল যে, যদি নিজের মহল্লার মসজিদে প্রবেশ না করে থাকে, তবে অন্যত্র জামাত খোজ করবে। আর প্রবেশ করে থাকলে সেখানেই নামায আদায় করে নিবে।

বিভিন্ন ওজরবশঃ জামাত আবশ্যক করে না। যেমন রোগী, লেংড়া, অচল অথবা ঐ ব্যক্তি যার ডানহাত কর্তন করা বা এর বিপরতি হাত কাটা হয়েছে। শুধু পা কাটা হয়েছে, অথবা বাত ব্যাধিতে অবশ হয়ে গেছে। চলতে অক্ষম অথবা বয়সাধিক্য হেতু মাজুর অথবা অন্ধ হয়ে গেছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এদের ওপর জামাত ওয়াজিব নয়। অতিবৃষ্টি, কাদা, অতি মাত্রায় অন্ধকার হলে জামাতে নামায পড়ার দরকার নেই। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। অন্ধকার রাত্রে খুব বেগে বাতাস প্রবাহিত হলে জামাত না করলেও চলে। দিনের বাতাসে এ হুকুম হবে না। এভাবে প্রস্রাব, পায়খানা বা এর যে কোন একটির আবশ্যক হলে জামাত ছেড়ে দিতে পারে। আশঙ্কা থাকলে যে বাইরে হলে পাওনাদার তাকে আবদ্ধ করবে অথবা সফরে যাত্রাকালে জামাত দাঁড়িয়েছে, জামাতে শরীক হলে কাফেলা ফেলে যাবে অথবা কোন রোগীর খেদমত করছে অথবা নিজের মালের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এভাবে যখন খানা উপস্থিত হয়েছে এবং জামাত খাড়া হয়েছে। আত্মা খানার দিকে আকাঙ্ক্ষিত, এরূপভাবে যখন ইশার ওয়াক্ত ছাড়া খানা উপস্থিত হয় এবং আত্মা খেতে আকাঙ্ক্ষিত থাকে, তবে এ সকল অবস্থায় জামাত ত্যাগ করা জায়েয আছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ভাগ

ইমামতীর যোগ্য ব্যক্তি

ইমামতীর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত এ ব্যক্তি, যে নামাযের আহকাম সম্পর্কে বেশি জানে এবং সে কিরাতও এরূপ জানে যে, তাতে সুন্নাত কিরাত আদায় হয়ে যায়। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। তার ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কোন ত্রুটি না থাকে। এটি কেফায়া এবং নেহায়ায় বর্ণিত আছে এবং প্রকাশ্য গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকে। এরূপ ব্যক্তিই ইমামতীর জন্য বেশি উপযুক্ত যদিও অন্য কোন লোক তদপেক্ষা বেশি পরহেজগার থাকে না কেন। ইহা মুহীতে ও যাহেদীতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নামায সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে, কিন্তু নামায ছাড়া আর কিছু জানে না, তবে সেই ব্যক্তিও ইমাম হবার উপযুক্ত। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি দু'ব্যক্তি নামাযের আহকাম সমান সমান জানে, তবে এদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইলমে কিরাত বেশি জানে, সেই ব্যক্তিই ইমামতীর জন্য বেশি উপযুক্ত। এটি কেফায়ায় বর্ণিত আছে। যদি কিরাতেও সমান সামন হয়, তবে যে বেশি পরহেজগার হবে, সেই বেশি হকদার হবে। যদি পরহেজগারীতেও সমান সমান হয়, তবে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই বেশি উপযুক্ত। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। বয়সেও সমান সমান হলে চরিত্রে উত্তম ব্যক্তি বেশি দাবীদার হবে। চরিত্রেও সমান সামন হলে বংশে অধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই বেশি হকদার হবে। তাতেও সমান সমান হলে চেহারায় অধিক সুন্দর ব্যক্তি বেশি অধিকারী হবে। এটি ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। উত্তম চেহারা দ্বারা রাতে অধিক নামায আদায়কারীকে বুঝানো হয়েছে। সবদিক দিয়ে সমান সমান হলে লটারী দ্বারা বা মুছল্লিদের অধিকাংশের মতের মাধ্যমে ইমাম নিয়োগ করা করবে।

যদি কোন ঘরে জামাত হয় এবং তাতে মেহমান ও ঘরের মালিক থাকে, তখন ঘরের মালিকই ইমাম হবার যোগ্য কিন্তু তাদের মাঝে বাদশাহ বা কাজীও উপস্থিত থাকলে ঘরের মালিক তাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে ইমামতীর জন্য দিয়ে দিলে উত্তম। আর তাদের মধ্যে কেউ নিজেই ইমামতীর জন্য এগিয়ে গেলে জায়েয হবে।

যদি কোন ঘরে ভাড়াটিয়া থাকে এবং বাড়ীর মালিক ও মেহমানও উপস্থিত হয়, তবে জামাতের হুকুম দেওয়ার মালিক বাড়াটিয়াই হবে এবং হুকুম তার নিকটই চাইবে। এটি তাতারকানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ কারও নিকট হতে ঘর ধার নিয়ে থাকে, তবে ধার গ্রহীতা ব্যক্তি দার ধাতার চাইতে অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে। এটি সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজে বর্ণিত আছে। যদি মসজিদে এরূপ কোন ব্যক্তি আসে যে মহল্লার ইমামের অপেক্ষা ইমামতীর গুণে বেশি পরিপূর্ণ, তবে মহল্লার ইমামই উত্তম বিবেচিত হবে। এটি কানিয়ায় বর্ণিত আছে। বোবা ব্যক্তি বোবা ব্যক্তির ইমাম হলে তা জায়েয আছে। যদি এরূপ ব্যক্তি কোন মূর্খের অর্থাৎ কোরআন পড়তে জানে না এমন ব্যক্তির ইমাম হয়, তবে আম-াদর ইমামদের মতে নামায জায়েয হবে না। শায়খুল ইসলাম বলেন, যে, বোবা ব্যক্তি ও উম্মি ব্যক্তি একত্রে নামায পড়লে উম্মি ব্যক্তি ইমামতী করবে। উম্মি বোবার ইমামতী করলে উভয়ের নামায জায়েয হবে। এটি তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে।

তৃতীয় ভাগ

কে ইমামতী করার যোগ্য

বিদয়াতী লোকের পিছনে নামায জায়েয আছে। কিন্তু রাফেজী, কাদরী, জাহমী এবং এদের মতো যারা, যেমন কোরআনকে যারা মাখলুক বলে, এদের পিছনে নামায জায়েয নেই। মোটকথা, ধর্মের কাজ ঐ পরিমাণ খারাপ নয়

www.nagorikpathagar.org

যাতে সে কাফের হয়ে যায়। তবে কারাহাতের সাথে নামায জায়েয হবে। এটি তাবিয়ীনে এবং খোলাছায় বর্ণিত আছে। মে'রাজ অস্বীরকারী, যদি মক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত যাওয়ার অস্বীকার করে, তবে সে কাফির। যদি বাইতুল মুক্বাদ্দাস হতে সামনের মেরাজের ঘটনা অস্বীকার করে, তবে সে কাফির নয়।

বিদয়াতী বা ফাসেকের পিছনে নামায আদায়কারী জামাতের ছওয়াব পাবে। কিন্তু পরহেজগারের পিছনে পরার তুল্য ছওয়াব পাবে না। এটি খোলাছায় লিখিত আছে। শাফেয়ী মাযহাবের লোকের পিছনে নামাযের ইক্তেদা করলে তা শুদ্ধ হবে। যদি ইমাম মতভেদের স্থানগুলো রক্ষা করে চলে। যদি মুক্তাদী ইমাম সম্পর্কে এমন কোন কথা জানে, যদ্বারা ইমামের নিকট নামায ফাসেদ হয়ে যায়। যেমন স্ত্রীলোক অথবা লিঙ্গ স্পর্শ করা কিন্তু ইমামের এই খবর নেই,তবে অধিকাংশ ফোকাহাদের মতে তার নামায জায়েয হবে। কোন কোন ফকীহের মতে জায়েয হবে না। তাইয়াম্মুমকারী অজুকারীর ইমামতী করলে হযরত ইমাম আবু হানীফা এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। এটি হেদায়ায় লিখিত আছে। শায়খুল ইসলাম বলেন, এ মতভেদ ঐ অবস্থায় যখন অজুকারীর নিকট কোন পানি নাই। যদি থাকে, তবে তাইয়াম্মুমকারী অজুকারীর ইমামতী করবে না। জানাযার নামাযে অজুকারীর ইক্তেদা তাইয়াম্মুমকারীর পিছনে মতভেদ ছাড়াই জায়েয আছে।

দুই ব্যক্তির একই রকম ওজর থাকলে একে অন্যের ইমামতী করা জায়েয আছে। বিভিন্ন রকম ওজর থাকলে জায়েয নেই। এটি তাবিয়ীনে লিখিত আছে। যার বদবায়ু নির্গত হওয়ার ওজর আছে, তার পিছনে প্রস্রাব নির্গত হয় এমন ব্যক্তির ইক্তেদা করা জায়েয হইবে না।এটি বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। এভাবে যার প্রস্রাব প্রবাহিত হওয়া রোগ আছে, সে ঐ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়বে যার বায়ু নির্গত হয়। পাক ব্যক্তি প্রস্রাব প্রবাহিত হয় এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়বে না। নাপাক স্ত্রীলোক ঐ স্ত্রীলোকের পিছনে নামায পড়তে পারবে, যার ইস্তেহাজার রোগ আছে। ইহা তখন, যখন অজু করে, অথবা অজুর পর অজু ভঙ্গ হয়ে গেছে। ইহা যাহেদীতে লিখিত আছে। মোজার মোসেহকারীর পিছনে পা ধৌতকারীর ইক্তেদা করা জায়েয আছে।

সিঙ্গা লাগানো ব্যক্তির যদি রক্ত বের হবার আশঙ্কা না থাকে, তবে সুস্থ ব্যক্তির ইমামতী করা জায়েয আছে। জানোয়ারের ওপর সওয়ার ব্যক্তি জানোয়ারের ওপর সওয়ার ব্যক্তির ইমাম হতে পারে। ইশারায় নামায আদায়কারী ইশরায় নামায আদায়কারীর এং উলঙ্গাবস্থায় নামায আদায়কারী উলঙ্গাবস্থায় নামায আদায়কারীর ইমাম হওয়া জায়েয আছে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। উত্তম এই যে, উলঙ্গ ব্যক্তিরা পৃথক পৃথকভাবে বসে ইশারায় নামায পড়বে। একে অন্যের হতে দূরে থাকবে। যদি জামাতে নামায পড়তে হয়, তবে ইমাম স্ত্রীলোকদের জামাতের মতো মাঝখানে দাঁড়াবে। যদি ইমাম আগে বেড়ে যায়, তবে জায়েয হবে। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। বসে নামায আদায়কারীর পিছনে দাঁড়ায়ে ইক্তিদা করা জায়েয আছে। রুকু ও সিজদাহ আদায়কারীর পক্ষে ইশারায় নামায আদায়কারীর পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয নেই।

কুজ ব্যক্তি খাড়া হয়ে নামায আদায়কারীর ইমামতী করতে পারে। যেমন বসে নামায আদায়কারী দাঁড়ানো ব্যক্তির ইমামতী করতে পারে। এটি যখীরাহ ও মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। নজমের মধ্যে আছে যে, যদি তার রুকু এবং সিজদায় পার্থক্য হয়, তবে সম্মিলিত মতে জায়েয আছে। আর যদি পার্থক্য প্রকাশ না পায়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয আছে। ইহাই অধিক সংখ্যক ওলামাগণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) দ্বিমত করেছেন। ইহা কেফায়ায় উল্লেখ আছে। যদি ইমামের পা টেরা হয় এবং সে পায়ের সামান্য অংশ দিয়ে দাঁড়াতে পারে, পূর্ণ পায়ে দাঁড়াতে পারে না। তার ইমামতী জায়েয আছে। যদি অন্য লোকে ইমাম হতে পারে, তবে উত্তম হয়। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। নফল নামায আদায়কারী ফরজ

www.nagorikpathagar.org

নামায আদায়কারীর পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয আছে। এটি হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদিও শেষ দু'রাকাতে সে কিরাত না পড়ে। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি নফল নামায আদায়কারী ফরজ নামায আদায়কারীর পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয আছে। এটি হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদিও শেষ দুই রাকাতে সে কিরাত না পড়ে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি নফল নামায নফল নামায আদায়কারী ফরজ নামায আদায়কারীর পিছনে ইক্তেদা করে পরে নামায ছেড়ে আবার ঐ ফরজের মধ্যে তার পিছনে ইক্তেদা করে এবং ঐ নফল নামায ভঙ্গ করায় যে কাজা ওয়াজিব হয়, তার নিয়ত করে, তবে আমাদের নিকট এটি জায়েয হবে। এটি কাফীতে উল্লেখ আছে। সর্বদা যে ব্যক্তি মজনুন থাকে, এমন ব্যক্তির এবং নেশাগ্রস্তের পিছনে ইক্তেদা করা শুদ্ধ নয়। যদি কখনও কখনও পাগল হয় এবং কখনও কখনও সুস্থ থাকে, তবে সুস্থ অবস্থায় তার পিছনে ইক্তেদা করা শুদ্ধ আছে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিখিত আছে। মুকীমের মুসাফিরের পিছনে ইক্তেদা করা ওয়াক্তের মধ্যে হোক অথবা ওয়াক্তের বাইরে হোক শুদ্ধ আছে। এভাবে মুসাফিরের পিছনে ইক্তেদা করা ওয়াক্তের মধ্যে হোক অথবা ওয়াক্তের বাইরে হোক শুদ্ধ আছে। এভাবে মুসাফিরের মুকীমের পিছনে ওয়াক্তের মধ্যে ইক্তেদা করা শুদ্ধ আছে, কিন্তু ওয়াক্তের বাইরে শুদ্ধ নয়। মুকীম আছরের দু'রাকাত আদায় করার পর সূর্য ডুবে গেল, তারপর মুসাফির ঐ আছরের ইক্তেদা তার পিছনে করল, তবে শুদ্ধ হবে না। অসদাচারী লোক, অন্ধলোক, গোলাম, জিনার সন্তান এবং ফাসেক এদের ইমামতী জায়েয আছে, কিন্তু মাকরূহ।

স্ত্রীলোকের ইমামতী পুরুষের জন্য জায়েয আছে, কিন্তুশর্ত এযে, ইমাম তার ইমামতীর নিয়ত করতে হবে এবং নির্জন স্থানে না হওয়া চাই। যদি নির্জনে হয়, তবে ইমাম স্ত্রীলোকের সকলের অথবা কতকের মোহরেম হতে হবে, তা হলে জায়েয হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে। এটি নেহায়ায় শরহে তাহাবী হতে উদ্ধৃত হয়েছে। স্ত্রীলোকের জুমুআর নামায পুরুষের পিছনে জায়েয আছে, যদিও পুরুষে তাদের নিয়ত না করে। এভাবে দুই ঈদের নামাযেও জায়েয আছে। এটিই বিশুদ্ধ মত।

খুনছায় মুশকিলের ইমামতী পুরুষের জন্য এবং খুনছায় মুশকিলের জন্য জায়েয নেই। যে বালক বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে, তার মতো অন্যান্য বালকের ইমামতী করা তার জন্য জায়েয আছে। ইহা খোলাছায় উল্লেখ আছে। বালকদের পিছনে তারাবীহ এবং সাধারণ সুন্নাতের মধ্যে বালকের ইমামদের অনুযায়ী ইক্তেদা জায়েয আছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। কিন্তু উত্তম এই যে, নামাযে বালকদের পিছনে ইক্তদা নাজায়েয । ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। বোবা লোক কারীর পিছনে ইক্তেদা করতে পারে। কিন্তু পৃথক নামায পড়লে জায়েয হবে। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। এক উম্মি অন্য উম্মির ইমাম হওয়া জায়েয আছে। যদি উম্মি এমন কোন উম্মি বা অন্য ব্যক্তির ইমাম হয় যে কিরাত পড়তে পারে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে সকলের নামাযই হয়ে যাবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট শুধু কারীর নামায ফাসেদ হবে। যদি তারা পৃথক পৃথক নামায পড়ে, তবে কারও কারও মতে এতে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে নামায শুদ্ধ হবে। এটিই শুদ্ধ রায়। এটি শরহে মাজমাউল বাহারে বর্ণিত আছে। যদি উম্মি ইমাম হয়ে নামায শুরু করে, তারপর কারী আসে, কোন কোন ফকীহ বলেন যে, নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কুরখী বলেন, যে নামায ফাসেদ হবে না। যদি একজন কারী নামায পড়তে থাকে, তারপর এক উম্মি আসে এবং কারীর পিছনে ইক্তেদা না করে, বরং পৃথকভাবে নামায পড়তে থাকে, তারপর এক উম্মি আসে এবং কারীর পিছনে ইক্তেদা না করে, বরং পৃথকভাবে নামায পড়ে, এখানে ফোকাহাদের দ্বিমত আছে। শুদ্ধ মত এ যে, উম্মির নামায ফাসেদ হবে।

www.nagorikpathagar.org

কারী মসজিদের দরজায় বা এর পাশে থাকলে এবং উম্মি মসজিদের ভিতরে একাকী নামায পড়লে মতভেদ ছাড়াই উম্মির নামায জায়েয হবে। কারী এক নামায পড়ে এবং উম্মি আর এক নামায পড়তে চায়, তবে মতভেদ ছাড়া উম্মির নামায জায়েয হবে। উম্মি পৃথকভাবে নামায পড়বে, কারীর নামায শেষ করার অপেক্ষা করবে না। ইমাম তামারতাশী বলেন যে, উম্মিদের ওপর ওয়াজিব হল, দিন-রাত চেষ্টা করে এই পরিমাণ কোরআন পাঠ শিক্ষা করে নিবে, যদ্বারা নামায জায়েয হয়। যদি ত্রুটি না করে, আল্লাহর নিকট কোন ওজর থাকবে না। এটি নেহায়ার মধ্যে লিখিত আছে। কারীর জন্য উম্মি এবং বোবার পিছনে ইক্তেদা করা নাজায়েয। এভাবে উম্মির ইক্তিদা বোবার পিছনে, কাপড় পরিধানকারীর উলঙ্গের পিছনে এবং মাসবুকের পিছনে শুদ্ধ হবে না। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। লাহেকের ইক্তেদা লাহেকের পিছনে এবং সওয়ারী হতে নেমে এসে নামাযীর ইক্তিদা সওয়ারীর পিছনে জায়েয নয়। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে।

জোহরের নামায আদায়কারীর ইক্তিদা আছরের নামায আদায়কারীর পিছনে, আজকের জোহরের নামায আদায়কারীর ইক্তেদা গত কালের জোহর আদায়কারীর পিছনে অথবা জুমুআ আদায়কারীর ইক্তেদা জোহর আদায়কারীর পিছনে এবং ফরজ আদায়কারীর ইক্তিদা নফল আদায়কাররি পিছনে জায়েয হবে না। মানতের নামায আদায়কারীর ইক্তিদা মানতের নাময আদায়কারীর পিছনে জায়েয নয়। কিন্তু কেউ যদি অন্যের নামাযের মানত করে এবং একজনে এদের মধ্যে অন্যজনের ইক্তিদা করে, তবে শুদ্ধ হবে। যদি দুই ব্যক্তি এরূপ কসম করে যে, আমরা নামায পড়ব। তারপর তারা একে অন্যের ইক্তিদা করলে শুদ্ধ হবে। মানতের নামায আদায়কারীর ইক্তিদা কসমের নামায আদায়কারীর পিছনে শুদ্ধ হবে না। কিন্তু কসমের নামায আদায়কারীর ইক্তিদা মানতের নামায আদায়কারীর পিছনে শুদ্ধ হবে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে লিখিত আছে। যদি উলঙ্গ কিছু উলঙ্গের এবং কিছু কাপড় পরিধানকারীর ইমাম হয়, তবে উলঙ্গের নামায শুদ্ধ হবে, কাপড় পরিধানকারীদের নামায সম্মিলিত মতেই জায়েয হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কোন সুস্থ ব্যক্তির কাপড় নাপাক হয়, ধুইতে পারে না, তার ইক্তিদা সব সময় অজু ভঙ্গ হয় এমন ব্যক্তির পিছনে করা জায়েয হবে না।

তোতলা, যে কোন কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না, তার ইমামতী জায়েয নয়। কিন্তু নিজের ন্যায় তোতলাদের ইমামতী ঐ সময় করতে পারে, যখন দলের এমন কোন ব্যক্তি থাকে না, যে ঐ সকল অক্ষর আদায করতে পারে। দলের মধ্যে ঐরূপ লোক বর্তমান থাকলে তোতলা ইমাম এবং দলের সকল লোকের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি জায়গা ছাড়া ওয়াকফ করে এবং ওয়াকফের জায়গায় ওয়াকফ করে না, তার ইমাম হওয়া উচিত নয়। এভাবে যে ব্যক্তি কোরআন পাঠের মধ্যে বেশি গলা খাকরায় এবং যে তা-তা অনেকবার করে আদায় করতে পারে না অথবা যে ফা-ফা অনেকবার উচ্চারণ না করে আদায় করতে পারে না, তাদেরও ইমাম হওয়া অনুচিত। তবে যে ব্যক্তি বহু আয়াসসাধ্য ছাড়া অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু তা-তা বা ফা-ফা করতে হয় না, যখন অক্ষরের উচ্চারণ বের হয় তখন শুদ্ধ উচ্চারণ বের হয়, তার ইমামতী মাকরূহ হবে না। কারী উম্মির পিছনে ইক্তেদা করলে তার নামায হবে না–নফল নামায হলেও যদি নামায ভঙ্গ করে ফেলে তবে কাজা ওয়াজিব হবে না। ইহাই শুদ্ধ মত। এভাবে হুকুম হবে, যদি পুরুষ স্ত্রীলোকের পিছনে অথবা বালকের পিছনে অথবা অজুহীন ব্যক্তির বা জুনুবের পিছনে নফল নামাযে ইক্তেদা করে এবং ভঙ্গ করে ফেলে।

এসব মাসয়ালার মূলনীতি হল, যদি ইমামের অবস্থা মুক্তাদীর অবস্থার সমান হয় কিংবা বেশি হয়, তবে সকলের নামায ওয়াজিব হবে। আর ইমামের অবস্থা মুক্তাদীর অবস্থার চেয়ে কম হলে ইমামের নামায জায়েয হবে, মুক্তাদীর নামায জায়েয হবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইমাম উম্মি হলে এবং মুক্তাদী কারী হলে অথবা ইমাম বোবা হলে

www.nagorikpathagar.org

এবং মুক্তাদী উম্মি হলে ইমামের নামাযও জায়েয হবে না। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি উম্মি এবং বোবার জানা থাকে যে তাদের পিছনে কারী আছে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তাদের নামায ফাসেদ হবে। জানা না থাকলে ফাসেদ হবে না। ছাহেবাইনের মতও এরূপ। জাহের রেওয়ায়েত জানা থাকা এবং জানা না থাকায় কোন পার্থক্য নাই। এটি নেহায়ায় বর্ণিত আছে।

দুই ব্যক্তি একসাথে নিয়ত করল এবং একে অন্যের ইমামতীর নিয়ত করলে, তবে উভয়ের নামায জায়েয হয়ে গেল। আর উভয় যদি একে অন্যের ইক্তিদার নিয়ত করে, তবে উভয়ের নামাযই হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ইমামের শরীরের উপর কোন প্রাণীর ছবি থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। কেননা তা তার কাপড় দ্বারা আবৃত আছে। এরূপ হুকুম ঐসব অবস্থায়ও হবে, যেমন যদি ছোট ছবিযুক্ত আংটি পরে নামায পড়ে বা এমন এক দিরহাম সাথে রেখে নামায পড়ে যাতে ছবি থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। কেননা ইহা খুবই ছোট ছবি। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। কারও ইমামতীর যোগ্যতা আছে। সে নিজের মহল্লার মসজিদে ইমামতী না করে রমজান মাসে অন্য মসজিদে ইমামতী করতে যায়। তবে তার ইশার নামাযের ওয়াক্তের আগে নিজের মহল্লা হতে বাইর হওয়া চাই। ইশার ওয়াক্তের পর বের হলে মাকরূহ হবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে।

চতুর্থ ভাগ

ইক্তিদা ও তা অশুদ্ধকারী বিষয়াবলী

তিন বস্তু ইক্তিদা শুদ্ধ হওয়ার অন্তরায়

প্রথম : সর্বসাধারণের এমন রাস্তার ওপর ইক্তিদা করা, যার ওপর দিয়ে গাড়ী, ঘোড়া এবং উট প্রভৃতি চলাচল করে। এটি শরহে তাহাবীতে লিখিত আছে। যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে ছোট রাস্তা থাকে যাতে গাড়ী বা মালবাহী জানোয়ার না চলে, তবে ইক্তিদা করা নিষেধ নয়। তবে গাড়ী ও মালবাহী জানোয়ার চলাচল করার মত চওড়া রাস্তায় ইক্তিদা করা নিষেধ। এটি কাজীখানের ফতোয়া । এটি অবশ্য তখন, যখন কাতারসমূহ রাস্তার ওপর দিয়ে মিলিত অবস্থায় না হয়। মিলিত হলে ইক্তিদা করতে নিষেধ নেই। পথের ওপর একব্যক্তি খাড়া হলে কাতার মিলিত হয় না। তিন ব্যক্তি খাড়া হলে সকলের নিকট মিলিত হয়।

দ্বিতীয় : বড় খাল, যা কোনরূপ চেষ্টা ছাড়া পার হওয়া যায় না। যেমন পুল ইত্যাদি। এটি শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে। যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে একটি বড় খাল থাকে যার মধ্য দিয়ে নৌকা বা ডোঙ্গা চলে, তবে ইক্তিদা করা নিষেধ। যদি নৌকা চলে না এমন ছোট খাল হয়, তবে ইক্তেদা করা নিষেধ নয়। ইহাই উত্তম। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। জামে মসজিদের মধ্যে খাল থাকলেও এ রকম হুকুম হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে লিখিত আছে। যদি খালের ওপর পুল থাকে এবং এর ওপর কাতার মিলিত থাকে, তবে যে ব্যক্তি অপর পারে থাকবে, তার ইক্তিদা করায় নিষেধ নেই। তিন ব্যক্তি হলেই সবের মতে কাতার হয়ে যায়। একব্যক্তি হলে সকলের মতে কাতার হয় না। দুই ব্যক্তির মধ্যে দ্বিমত আছে। যেমন রাস্তার বিবরণের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি ইমাম ও মুক্তাদির মধ্যখানে হাওজ বা কূপ থাকে এবং ইহা এমন পরিমাণ হয় যে, একপার্শ্বে নাজাসাত পড়লে অন্যপার্শ্বে নাপাক হয়ে যায়, তবে ইক্তেদা করায় নিষেধ নেই। যদি নাপাক না হয়, তবে নিষেধ।

তৃতীয় : স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পূর্ণ কাতার পরিপূর্ণ হওয়া। এটি শরহে তাহাবীতে উল্লেখ আছে। পূর্ণ কাতার স্ত্রীলোক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকলে এবং তা ইমামের পিছনেও হলে এবং এদের পিছনে পুরুষের কাতার থাকলে ঐসব কাতারের নামায সকলের জন্য ফাসেদ হয়ে যাবে। এটি মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কিছু লোক মসজিদের ছাদের ওপর নামায পড়তে

www.nagorikpathagar.org

থাকে এবং নীচে এদের সম্মুখে স্ত্রীলোক থাকে অথবা রাস্তা থাকে, তবে তাদের নামায জায়েয হবে না। যদি তিনজন স্ত্রীলোক থাকে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী প্রত্যেক কাতারের তিন ব্যক্তির নামায শেষ কাতার পর্যন্ত ফাসেদ হয়ে যাবে। বাকি লোকের নামায জায়েয হবে। যদি স্ত্রীলোকের কাতার পূর্ণ থাকে, তবে সকলের নামায ফাসেদ হবে। যে লোক ছাদের ওপর নামায পড়তেছে, তাদের নীচে, তাদের সম্মুখে স্ত্রীলোক থাকলে যারা ওপরে আছে, তাদের নামায জায়েয হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে মাসায়েলে শকের মধ্যে বর্ণিত আছে।

মসজিদের মধ্যে বালাখানা থাকলে এবং বালাখানার ওপর ইমামের সাথে ইক্তিদাকারিণী স্ত্রীলোকের কাতার থাকলে বালাখানার নীচে পুরুষের কাতার থাকলে যারা স্ত্রীলোকদের পছনে থাকবে তাদের নামায ফাসেদ হবে না। ইমাম যদি পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামায পড়ায়, স্ত্রীলোকের কাতার পুরুষ লোকের কাতারের একই বরাবর হয়, তবে একব্যক্তি যে স্ত্রীলোক এবং পুরুষের মধ্যখানে থাকে, তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং পুরুষের মধ্যে সোতরার পরদার ন্যায় হয়ে যাবে।

এভাবে যদি পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কাঠের ন্যায় তোরা হয়, যা উটের হাওদাজের শেষে থাকে, তবে পুরুষের জন্য পর্দা হয়ে যায় এবং কারও নামায ফাসেদ হবে না। আর যদি মধ্যে একহাত পরিমাণ দেওয়াল উঁচু থাকে, তবে তাও সোতরা হয়ে যাবে। যদি এর চাইতে কম হয়, তবে সোতরা হবে না। কিন্তু যদি স্ত্রীলোকেরা ওপরে থাকে এবং দেওয়াল একগজের হয় তবে সোতরা হবে না। যদি ঐ দেয়াল একটি মানুষ পরিমাণ উঁচু হয় তবে মাটিতে দাঁড়ানো পুরুষদের জন্য সোতরা হবে এবং যারা দেওয়ালের ওপর আছে তাদের জন্য হবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

আর যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দেয়াল এই পরিমাণ হয় যে, মুক্তাদী যদি ইমামের নিকট পৌছতে চায়, তবে পৌছতে পারে না, এমতাবস্থায় ইক্তেদা শুদ্ধ হবে না। ইমামের অবস্থা তার নিকট সন্দেহপূর্ণ হোক বা না হোক। এটি যখীরায় বর্ণিত আছে।

যদি দেওয়াল ছোট হয়, মুক্তাদী ইমামের নিকট পৌছতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় অথবা বড় হয় কিন্তু এতে দরজা থাকে, ইমাম পর্যন্ত যাতে বাধা হয় না, তবে ইক্তদা করা শুদ্ধ হবে। এ হুকুম হবে ঐ অবস্থায়, যদি ছোট ছিদ্র থাকে এবং ইমাম পর্যন্ত পৌছতে বাধা থাকে। কিন্তু শুনা যায় এ কারণে অথবা দেখা যায় এ অবস্থায় ইমাম সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না। ইহাই শুদ্ধ মত। কিন্তু যদি দেওয়াল ছোট হয় এবং ইমাম পর্যন্ত পৌছা যায় না, বাধা আছে। অথচ ইমামের অবস্থা জানা যায়, অজ্ঞাত থাকে না। এমতাবস্থায় কেউ কেউ বলেছেন যে, ইক্তেদা শুদ্ধ হবে। এটিই শুদ্ধমত। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

পঞ্চম ভাগ
ইমাম –মুক্তাদীর স্থান

যদি ইমামের সাথে একজন মুক্তাদী অথবা এমন একটি বালক থাকে, যে নামায আদায় করা বুঝে, তবে ডানদিকে খাড়া হবে। এটিই উত্তম। ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। বামদিকে দাঁড়ালে জায়েয হবে, কিন্তু খারাপ দেখায়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। পিছনে দাঁড়ালেও জায়েয হবে। এ পরিস্থিতিতে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) পরিষ্কার কারাহাতের কথা বলেননি। মাশায়েখে ফোকাহাগণ মাকরূহ বলেছেন। ইমামের সাথে দুই ব্যক্তি হলে তারা ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। একব্যক্তি এবং একটি বালক হলেও পিছনেই দাঁড়াবে। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হলে পুরুষ ডাইনে এবং স্ত্রীলোকটি পিছনে দাঁড়াবে। ইমামের সাথে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হলে পুরুষ ডাইনে এবং স্ত্রীলোকটি পিছনে দাঁড়াবে। ইমামের সাথে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হলে

www.nagorikpathagar.org

পুরুষ দু'জন ইমামের পিছনে দাঁড়াবে এবং স্ত্রীলোকটি তাদের পিছনে দাঁড়াবে। ইমামের সাথে দু'জন পুরুষ হলে এবং ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে এবং স্ত্রীলোকটি তাদের পিছনে দাঁড়াবে। ইমামের সাথে দু'জন পুরুষ হলে এবং ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নামায জায়েয হবে। যদি দুই ব্যক্তি মাঠে নামায পড়তে থাকে, একজন ইমামের ডানে দাঁড়িয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তি এসে মুক্তাদীকে প্রথম তাকবীর বলার আগে নিজের দিকে টেনে নেয়, তবে শেখ ইমাম আবু বকর তরখান হতে নকল করা হয়েছে যে, মুক্তাদীকে নামায অবস্থায় কেউ টানলে নামায ফাসেদ হবে না। তাকবীরের আগে টানুক বা তাকবীরের পরে টানুক। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। ফতোয়ায় এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে যে, এটিই শুদ্ধ এটি তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে। যদি দুই ব্যক্তি নামায পড়তে থাকে, একজন ইমাম হয়, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে নামাযে শামিল হয়, ইমাম নিজের সিজদাহর জায়গা হতে এমন পরিমাণ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যায়, যে পরিমাণ স্থান ইমাম হতে প্রথম কাতারের মধ্যে ফাঁকা থাকে, তবে কারও নামায ফাসেদ হবে না।

বালক, খুনছা এবং স্ত্রীলোক ও বালেগার নিকটবর্তী বালিকারা একত্র হয়েছে, তবে পুরুষেরা ইমামের ঠিক পিছনে খাড়া হবে, তার পিছনে স্ত্রীলোক, তারপর বালিকারা দাঁড়াবে। ইহা শরহে তাহ্যবীতে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোক জামাতে হাজির হওয়া মাকরূহ। কিন্তু বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পক্ষে ফজর, মাগরিব এবং ইশার নামাযের জামাতে হাজির হওয়া মাকরূহ নয়। কিন্তু এ যমানায় ফেতনা-ফাসাদের জন্য সমস্ত নামাযেই স্ত্রীলোকদের আসা মাকরূহ। এর ওপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। ইহা কাফীতে উল্লেখ আছে। ইহাই উত্তম-তাবিয়ীনে লিখা আছে।

জামাতীদের নামাযে খাড়া হবার কালে সোজা হয়ে কাতার করে খাড়া হওয়া উচিত, যাতে মাঝে কোন ফাকা স্থান না থকে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করবে। যদি ইমাম তাদেরকে হুকুম করে, তবে ক্ষতি নেই। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। কাতারের মাঝ বরাবর সম্মুখে খাড়া হওয়া সুন্নাতের খেলাফ। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ইমামের ঠিক পিছনে ঐ লোক থাকবে, যারা জামাতের মধ্যে নামাযের মাসয়ালাসমূহ উত্তমরূপে জানে। ইহা শরহে তাহ্যবীতে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রথম কাতারে খাড়া হওয়া দ্বিতীয় কাতারের চেয়ে উত্তম। দ্বিতীয় কাতার তৃতীয় কাতারের চেয়ে উত্তম। যদি প্রথম কাতারে এক ব্যক্তির জায়গা খালি থাকে এবং দ্বিতীয় কাতারে খালি না থাকে, তবে দ্বিতীয় কাতার ছেড়ে চলে গিয়ে ঐস্থান পূর্ণ করবে। ইহা কানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। মুক্তাদীর জন্য ঐস্থান উত্তম যা ইমামের নিকট হবে। যদি কয়েক স্থান ইমামের নিকটবর্তী খালি থাকে, তবে ইমামের ডানের স্থানে খাড়া হবে, ইহাই উত্তম-ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

স্ত্রীলোক পুরুষের সম্মুখে দাঁড়ানো নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর জন্য অনেক শর্ত আছে।

এক : সম্মুখে স্ত্রীলোকের সাথে মিলনের আগ্রহ জন্মে। বয়সের দিকে লক্ষ্য করা যাবে না। ইহাই শুদ্ধ রায়। তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে– যদি এমন বালিকা হয়, যার দিকে আকাঙ্ক্ষা হয় না। সে নামায বুঝে। এই রকম বালিকা সম্মুখে হলে নামায ফাসেদ হয় না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে।

দুই : রুকু এবং সিজদাহবিষ্টি নামায হওয়া প্রয়োজন। যদিও তারা উভয়েই ইশারায় নামায পড়ে।

তিন : যারা উভয়েই একই নামাযের তাহরীমা এবং আদায়ের মধ্যে শরীক থাকে। তাহরীমার মধ্যে শরীক থাকার অর্থ– ঐ দুই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ইমামের তাহরীমার সাথে তাহরীমা বেঁধেছে এবং আদায়ের মধ্যে শরীক থাকার অর্থ– যে নামায আদায়কারী এদের উভয়ের জন্য প্রকৃতপক্ষে একজনই ইমাম, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এক ইমামের সাথে নামায পড়ছে এবং ইমামের তাহরীমার সাথে তাহরীমা বেঁধেছে। তার আদায়ের সাথে নামায আদায় করছে। লাহেক

www.nagorikpathagar.org

মূলতঃ ইমামের তাহরীমার সাথে তাহরীমা বাঁধে এবং যে নামায ইমামের পরে আদায় করে, এর মধ্যে সে ইমামের তাহরীমার সাথে উভয়ভাবে থাকে। মাসবুকের তাহরীমা ইমামের তাহরীমার সাথে হয়, পরে যে নামায পড়ে, ইহা আদায় করা সম্বন্ধে সে পৃথক হয। অতএব যদি স্ত্রীলোক পুরুষের সাথে ঐ নামাযে সম্মুখে হয়ে যায়। যা পরে উভয়কে আদায় করতে হয়। তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আর একটি এই যে, তারা উভয়েই এক জায়গায় হবে। এমন কি যদি পুরুষটি উঁচু তাকের ওপর হয় এবং স্ত্রীলোক মাটিতে থাকে এবং তাকের উচ্চতা মানুষ বরাবর হয়, তবে পুরুষটির নামায ফাসেদ হবে না। আর একটি এ যে উভয়ের মধ্যে কোন বেড়া না থাকে, এমন কি তারা যদি একস্থানে হয় আর মধ্যে বেড়া থাকে, তবে পুরুষের নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আর একটি এ যে, স্ত্রীলোকটি এমন হবে, যার নামায শুদ্ধ হয়, যদি পাগল স্ত্রীলোক হয়, তবে পুরুষের নামায ফাসেদ হবে না।

আর একটি এই যে, ইমাম ঐ স্ত্রীলোকের ইমামতীর নিয়ত করেছে। স্ত্রীলোকের ইমামতীর নিয়ত প্রথমেই করতে হয়, পরে হয় না। স্ত্রীলোকের ইমামতীর নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য স্ত্রীলোকদের হাজির হওয়া শর্ত নয়। আর একটি এই যে, পূর্ণ রোকনাদি সমান আদায় করতে হবে। এমন কি যদি তাকবীর এক কাতারে বলে এবং দ্বিতীয় কাতারে রুকু করে এবং তৃতীয় কাতারে সিজদাহ করে, তবে প্রত্যেক কাতারের যে ব্যক্তি তার ডানে, বামে এবং পিছনে থাকবে তাদের নামায ফাসেদ হবে। আর একটি এ যে, তাদের উভয়ের নামায পড়ার দিক একই দিক হবে। এমন কি যদি দিক ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ভিন্ন দিক কেবল দুই অবস্থায় হতে পারে। যেমন কা'বা ঘরের মধ্যে উভয়ে নামায পড়তেছে। অথবা অন্ধকার রাত্রি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের উপর কিবলার দিক ভিন্ন ভিন্ন করে নিয়েছে।

ষষ্ঠ ভাগ
কিসে ইমামের অনুসরণ করতে হবে এবং কিসে করতে হবে না

মুক্তাদী তাশাহহুদের মধ্যে শরীক হলে এবং ইমাম মুক্তাদীর তাশাহহুদ পুরা করার পূর্বে খাড়া হয়ে গেলে অথবা ইমাম মুক্তাদীর তাশাহহুদ পূর্ণ করার পূর্বে সালাম ফিরিয়ে নিল মুক্তাদী ইচ্ছা করলে তাশাহহুদ পূর্ণ করতে পারে, পূর্ণ না করলেও জায়েয হবে। তাশাহহুদ শেষ করার আগে ইমাম কথা বললে মুক্তাদী তাশাহহুদ ঐভাবে পূর্ণ করবে, যেভাবে সালাম ফিরানোর অবস্থায় করত। ইমাম মুক্তাদীর তাশাহহুদ পূর্ণ করার আগে ইচ্ছা করলে অজু ভঙ্গের কারণ ঘটালে মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

ইমাম প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু কোন একজন মুক্তাদী তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেল, অন্য সকলে দাঁড়িয়ে গেল। এমতাবস্থায় যে তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গিয়েছিল, সে পুনঃ বসে তাশাহহুদ পড়ে ইমামের সাথে যোগ দিবে, যদিও তার রাকাত ছুটে যাবার আশঙ্কা হয়। এটি কেফায়ায় বর্ণিত আছে। যদি ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলে এবং মুক্তাদী তাশাহহুদের পর দোয়া শেষ করতে পারেনি বা দোয়া পাঠ শুরুই করেনি, তবে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। যদি ইমাম রুকু অথবা সিজদাহ করতে মাথা উঠিয়ে নেয় এবং মুক্তাদী তখনও তিনবার তাসবীহ পুরা করেনি, তবে শুদ্ধ মত এই যে, সে ইমামের অনুসরণ করবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। মুক্তাদী ইমামের আগে রুকু অথবা সিজদাহ হতে মাথা উঠিয়ে ফেলল পুনঃ রুকু অথবা সিজদায় চলে যাবে। এটি দুই রুকু বা দুই সিজদাহ হবে না।

যদি ইমাম প্রথম সিজদায় অনেক সময় থাকে এবং মুক্তাদীর এই ধারণা জন্মে যে, ইমাম বোধ হয় দ্বিতীয় সিজদায় আছে। এ সময় সে মাথা উঠিয়ে আবার দ্বিতীয় সিজদায় চলে যায়। তখন সে যদি প্রথম সিজদাহর নিয়ত করে বা

www.nagorikpathagar.org

কোন নিয়তই না করে, অথবা ইমামের অনুসরণের নিয়ত করে দ্বিতীয় সিজদাহ করে, তবে প্রথম সিজদাহ হবে। আর যদি শুধু দ্বিতীয় সিজদাহর নিয়ত করে থাকে এবং এর সাথে আর কিছু নিয়ত না করে, তবে দ্বিতীয় সিজদাহ হবে। অতএব ইমাম যদি তার সাথে শরীক হয়ে গিয়ে থাকে, তবে জায়েয হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

যদি মুক্তাদী নিজের মাথা সিজদাহ হতে ঐ সময় উঠিয়ে নিয়ে থাকে, যে সময় ইমাম কপাল মাটিতে রাখেনি। তবে জায়েয হবে না। ঐ সিজদাহ তার জন্য পুনঃ করা ওয়াজিব হবে। যদি পুনঃ আদায় না করে তবে নামায ফাসেদ হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে এবং খোলাছায় লিখিত আছে। যদি মুক্তাদী সিজদায় দেরী করে এবং ইমাম মাথা উঠিয়ে দ্বিতীয় সিজদাহ করে, ঐ সময় মুক্তাদী প্রথম সিজদাহ হতে মাথা উঠায় এবং ধারণা করে যে, ইমাম এখনও প্রথম সিজদায় আছে পুনঃ সে দ্বিতীয়বার সিজদায় চলে যায়, তবে তার দ্বিতীয় সিজদাহ হবে। যদিও সে প্রথম সিজদাহর নিয়ত করে থাকে অথবা নিয়ত না করেথাকে। কেননা তার নিয়ত জায়গা অনুযায়ী হয়নি বা তার নিজের কার্যানুযায়ী হয়নি আর ইমামের কাজ অনুযায়ীও হয়নি। এটি মুহীতে সুরুখসীতে লিখিত আছে।

পাঁচটি বস্তু ইমাম ছেড়ে দিলে মুক্তাদীও ছেড়ে দিবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে। যথা : (১) ঈদের তাকবীর, (২) প্রথম বৈঠক, (৩) তিলাওয়াতের সিজদাহ, (৪) সিজদায় সাহু এবং (৫) দোয়া কুনূত, যদি রুকু ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। এটি আত্তাবীযে কারদারীতে লিখিত আছে। আর ভয় না থাকলে কুনূত পড়ে নিবে এবং রুকু করবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

চারটি বস্তু এমন আছে, যা ইমাম ইচ্ছা করে আদায় করলে মুক্তাদী তার অনুসরণ করবে না। যথা : (১) যদি ইমাম নামাযের মধ্যে কোন সিজদাহ বেশি করে, (২) ঈদের তাকবীরের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার বেশি করে, (৩) জানাযা নামাযের মধ্যে পাঁচ তাকবীর বলে অথবা (৪) ভুলে পঞ্চম রাকাতর জন্য খাড়া হয়, পরে যদি ইমাম পঞ্চম রাকাতের সিজদাহ করার পূর্বে বসে পড়ে এবং সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবে মুক্তাদীও তার সাথে সালাম ফিরাবে। আর যদি ইমাম না বসে পঞ্চম রাকাতের সিজদাহ করে নেয়, তবে মুক্তাদী সালাম ফিরিয়ে দিবে। যদি ইমাম চতুর্থ রাকাতে না বসে ভুল করে পঞ্চম রাকাতে সিজদাহ করে, তবে সকলের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম ভাগ
মাসবুক এবং লাহেকের বিবরণ

মাসবুক ঐ ব্যক্তি, যে প্রথম রাকাত ইমামের সাথে পায়নি। তার জন্য অনেক আহকাম আছে। এর মধ্যে একটি এই যে, সে যদি এমন রাকাতের মধ্যে শরীক হয়ে থাকে, যার মধ্যে ইমাম কিরাত শব্দ করে পড়েছেন, তবে ছানা পড়বে না। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে এবং এটিই শুদ্ধ মত। সে ইমামের নিকটে হোক অথবা দূরে হোক কিংবা বধির হওয়ার কারণে শুনতে না পাক। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। যখন নিজের বাকি নামায কাজা করবার জন্য খাড়া হবে, তখন ছানা ও তায়াব্বুয পড়বে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম সশব্দে কিরাত না পড়লে তখনই ছানা পড়ে নিবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। ইমামকে রুকু বা সিজদাহর মধ্যে পেল, চিন্তা করে দেখবে, যদি মনে করে যে, ছানা পাঠ করে ইমামকে রুকু বা সিজদাহর মধ্যে পাবে, তবে ছানা পরে নিবে। কিন্তু ইমামকে বৈঠক অবস্থায় পেলে ছানা পড়বে না। বরং নামায শুরুর তাকবীর বলবে এবং আল্লাহু আকবার বলে বসে যাবে। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

আর একটি এই যে, প্রথমে ইমামের সাথে নামায পড়বে। তারপর যে নামায ছুটে গেছে, এর কাজা করবে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। নিজের ছুটে যাওয়া নামায প্রথমে পড়ে তারপর ইমামের সাথে নামাযে শামিল হলে কারও কারও মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটিই শুদ্ধ এবং জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। জামে ফতোয়ায়ে বর্ণিত আছে যে, মুতায়াখখিরীনদের কারও কারও মতে নামায জায়েয হবে। এর ওপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। এটি মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রকাশ্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী নামায ফাসেদ হবে।

আর একটি এই যে, তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের সালামের আগে খাড়া হবে না। কিন্তু কয়েক অবস্থায় ইমামের সালামের আগে খাড়া হওয়া জায়েয আছে। যথা : মাসবুক মোজার উপর মাসেহ করে থাকলে এবং এর সময়সীমা চলে যাওয়ার ভয় হলে অথবা মাজুর থাকলে এবং ওয়াক্ত চলে যাবার ভয় থাকলে অথবা মাসবুকের জুমুআর মধ্যে আছরের ওয়াক্ত প্রবিষ্ট হয়ে যাবার ভয় হলে অথবা দুই ঈদের নামাযের মধ্যে জোহরের ওয়াক্ত প্রবিষ্ট হয়ে যাবার ভয় হলে অথবা ফজরের নামাযে সূর্য উদিত হবার ভয় হলে অথবা তার অজু ভঙ্গের ভয় থাকলে, জায়েয আছে যে, ইমাম নামায শেষ করার অথবা সাহু সিজদাহ দিবার অপেক্ষা করবে না। কিন্তু যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ায় নামায ফাসেদ হওয়ার ভয় না থাকে তবে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। এভাবে যদি মাসবুকের ভয় হয় যে, ইমা-মের সালামের অপেক্ষা করলে মানুষ তার সম্মুখ দিয়ে চলতে থাকবে, তবে ইমাম নামায শেষ করবার পূর্বেই নিজের নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। এটি অজীয়ে কারদারীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এ সমস্ত অবস্থা ছাড়া সে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে খাড়া হলে নামায শুদ্ধ হবে, কিন্তু মাকরূহ তাহরীমী হবে। ফতহুল কাদীর এবং বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে যে, তাশাহহুদ পরিমাণ আগে খাড়া হলে নামায জায়েয হবে না।

মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সালামের আগেই নামায শেষ করলে ও সালামের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করলে কারও কারও মতে নামায ফাসেদ হবে এবং কারও কারও মতে ফাসেদ হবে না। এর ওপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়। ইহা খোলাছা এবং ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর একটি এই যে, উভয় সালামের পরও মাসবুক নিজের নামায পড়ার জন্য খাড়া হবে না বরং ইমাম ফারেগ হবার জন্য অপেক্ষা করবে। ঐ নামাযের পর সুন্নাত নামায থাকলে ইমাম সুন্নতের জন্য খাড়া হয়ে যাবে। আর সুন্নত না থাকলে মেহরাব হতে ফিরে যাবে অথবা নিজের স্থান হতে সরে যাবে। অথবা এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে যে, যদি তার ওপর সাহু-সিজদাহ থাকত, তবে সে আদায় করে নিত।

www.nagorikpathagar.org

আর একটি এই যে, শেষ তাশাহহুদে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। তাশাহহুদ পড়া শেষ হয়ে গেলে তার ওপর দোয়া পড়ব না– এই মাসয়ালার মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, সে কি করবে? ইবনে সুজা হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পুনঃ পুনঃ পাঠ করবে। শুদ্ধ মত হল যে, মাসবুক তাশাহহুদ এমনভাবে ধীরে ধীরে পড়বে যেন, ইমামের সালাম পর্যন্ত পৌছে যায়।

আর একটি এই যে, ভুলবশতঃ ইমামের সাথে বা ইমামের আগে সালাম ফিরালে তার ওপর সাহু-সিজদাহ ওয়াজিব হবে। ইমামের আগে সালাম ফিরালে সাহু-সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি ইমামের সাথে জানিয়াই সালাম ফিরিয়ে থাকে যে, তাকেও ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হবে। তবে ঐ সালাম ইন্দ্রাসূত্রে হয়েছে। যদি ইমামের সাথে সালাম ভুল করে ফিরিয়ে থাকে এবং ধারণা করেছে যে, এতে নামায ফাসেদ হয়েছে এবং পুনরায় তাকবীর বলে নামায প্রথম হতে আরম্ভ করার নিয়ত করেছিল, তবে নামায হতে বের হবে না। এটি কাজীখানের ফতোয়া ।

আর একটি এই যে, মাসবুক নিজে যে নামায পড়ে, ইহা তার পক্ষে কিরাত সম্বন্ধে তার প্রথম নামায মনে করতে হবে এবং তাশাহহুদ সম্বন্ধে তার শেষ নামায মনে করতে হবে। এমন কি যদি এক রাকাত মাগরিবের নামায পেয়ে থাকে, তবে দুই রাকাত কাজা পড়বে এবং এর মধ্যে বৈঠক দিবে। অতএব তার তিন বৈঠক হয়ে যাবে। এ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে, এ দুই রাকাতের মধ্যে এক রাকাতে কিরাত ছেড়ে দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে এক রাকাত পায়, তবে তার উচিত এক রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়ে বৈঠক দিবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। তারপর এক রাকাত উক্তরূপেই কাজা পড়বে, কিন্তু তাশাহহুদ পড়বে না। তৃতীয় রাকাতে সে ইচ্ছাধীন, তবে কিরাত পাঠ করা উত্তম।

ইমামের সাথে দুই রাকাত পেলে দুই রাকাত কিরাতের কাজা করবে। এক রাকাতে কিরাত ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় দুই রাকাতে তা কাজা করতেছে এবং মাসবুক এতে শরীক আছে, তবে যখন নিজের নামায কাজা করবে, তখন তার মধ্যে কিরাত পড়বে। এমনকি কিরাত ছেড়ে দিলে নামায ফাসেদ হযে যাবে।

আর একটি এই যে, মাসবুক নিজের নামায পড়ার মধ্যে পৃথকভাবে নামায পড়ার হুকুমের মধ্যে শামিল থাকবে। কিন্তু চার মাসায়ালার মধ্যে পৃথকভাবের হুকুমের মধ্যে হবে না। প্রথম হলে যে, তার কারও সাথে ইক্তেদা জায়েয নাই এবং তারও সাথে কেউ ইক্তিদা করতে পারবে না। মাসবকু অন্য মাসবুকের ইক্তেদা করলে ইমামের নামায ফাসেদ হবে না। মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হবে, কিরাত পড়ুক বা না পড়ুক। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

যদি দুই মাসবুকের মধ্য হতে একজনে ভুলে গেল–তার কত পরিমাণ নামায পড়তে হবে, কিন্তু দ্বিতীয়জনকে দেখে কাজা করল, কিন্তু তার ইক্তিদা করল না, তবে নামায শুদ্ধ হবে। খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি ইমামের সাহু-সিজদাহর ধারণা হয়ে থাকে এবং সে সাহু-সিজদাহ করল এবং মাসবুক তার অনুসরণ করল, তারপর জ্ঞাত হল যে, তার ওপর সাহু-সিজদাহ ছিল না, তবে এই সম্বন্ধে দুই রেওয়ায়েত আছে। প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত হল যে, মাসবুকের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, কেননা সে পৃথক হওযার স্থানে ইমামের ইক্তেদা করেছে। ফকীহ আবু লাইছ বলেছেন যে, আমাদের যমানায় ফাসেদ হবে না– যদি জ্ঞাত না হয়। তবে ফোকাহাদের বর্ণনানুযায়ী মাসবুকের নামায ফসেদ হবে না।

যদি ইমাম পঞ্চম রাকাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং মাসবকু অনুসরণ করে থাকে, তবে যদি চতুর্থ রাকাতে বৈঠক করে থাকে, তা হলে মাসবুকের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি না বসে থাকে, তবে ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চম রাকাতের সিজদাহ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফাসেদ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় হল যে, মাসবুক যদি প্রথম হতে নামায মুরু করার নিয়ত করে তাকবীর বলে, তবে তার নামায প্রথম হতে শুরু হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

পিছনের নামায বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু সে যদি একা হয় তবে পিছনের নামায বাদ পড়বে না। তৃতীয় হল যে, যদি মাসবুক নিজের নামায কাজা করার জন্য খাড়া হয় এবং ইমামের ওপর দু'টি সাহু-সিজদাহ থাকে, মাসবুক দাখেল হবার পূর্বে ইমাম সাহু সিজদাহ করে, তবে মাসবুকের উচিত যখন ইমাম রাকাতের সিজদাহ না করে, তবে ফিরে ইমামের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাবে।

যদি ফিরে না আসে এবং সিজদাহ করে নেয়, তবে ঐভাবে পড়তে থাকবে এবং শেষে সাহু-সিজদাহ আদায় করে নিবে। কিন্তু একাকীর জন্য এ অবস্থা হবে না, কেননা তার ওপর ভুলের সিজদাহ আসবে না। চুতর্থ হল এই যে, আয়েম্মাদের সম্মিলিত মতে এই হুকুম আছে যে, মাসবুক তাশরীকের তাকবীর বলবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে একাকীর জন্য তাশরীকের তাকবীর ওয়াজিব নয়।

আর একটি হল এই যে, সাহু-সিজদাহর মধ্যে ইমামের অনুসরণ করবে। সালাম, তাকবীর এবং লাব্বাইকের মধ্যে অনুসরণ করবে না। যদি সালামের এবং লাব্বাইকের মধ্যে অনুসরণ করে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি তাকবীরের মধ্যে অনুসরণ করে এবং সে নিজেকে মাসবুক বলে জানে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। তাকবীর দ্বারা তাশরীকের তাকবীর ধরা হয়েছে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত হয়েছে।

আর একটি হল এই যে, যদি ইমামের সিজদায় তিলাওয়াতের কথা স্মরণ আসে এবং ইহা কাজা করার জন্য ফিরে যায়, তবে যদি মাসবকু নিজের রাকাতের সিজদাহ না করে থাকে, তবে ইহা ছেড়ে দিয়ে ইমামের অনুসরণ করবে এবং তার সাথে সাহু-সিজদাহ করবে এবং পরে নিজের নামায কাজা করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যদি ঐ মুক্তাদী ফিরে না আসে, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি নিজের নামাযের রাকাতের সিজদাহ করার পর ইমামের অনুসরণ করে, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটি হল এক রেওয়ায়েত। যদি অনুসরণ না করে, তা হলেও মূল রেওয়ায়েত অনুযায়ী নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

ইমাম সিজদায় তিলাওয়াতের দিকে ফিরে না গেলে মাসবুকের নামায সকল অবস্থায় পূর্ণ হয়ে যাবে। যে পরিমাণ তার জিম্মায় থাকে, তা সবই আদায় করবে। এটি তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমামের নামাযের সিজদাহ স্মরণ হওয়ায় সে ঐ সিজদাহর দিকে ফিরে গেলে মাসবুক তার অনুবর্তী হবে। অনুবর্তী না হলে তার নামায ফাসেদ হবে এবং যে সময়ে মাসবুক নিজের নামাযের রাকাতের সিজদাহ করেছে, সেই সময়ে সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, সে ফিরে আসুক কিনা আসুক। মূল নিয়ম হল এই যে, যদি মাসবুক পৃথক হবার সময়ে ইক্তেদা করে এবং ইক্তেদার স্থানে পৃথক হয়ে যায়, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

লাহেক হল, যে প্রথমেই ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়েছিল, কিন্তু বাকি নামায ছুটে গেছে। সে নিদ্রা বা অজু ভঙ্গের কারণে অথবা ভীরের কারণে ইমামের সাথে নামায শেষ না করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ের নামাযের প্রথম দলকেও লাহেক বলা হয়। লাহেক শুধু ইমামের পিছনে আছে, তাই কিরাত পড়বে না এবং সাহু-সিজদাহ করবে না। ইমাম সাহু-সিজদাহ করলে লাহেক নিজের বাকি নামায আদায় করার আগে ইমামর অনুসরণ করবে না, কিন্তু মাসবুকের হুকুম এর বিপরীত। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। লাহেক অজু করে ফিরে আসার পর তার উচিত যে, সে প্রথমেই ঐ নামায কাজা করবে, যা ইমাম তার আগে পড়েছে। ইমামের খাড়া হওয়ার পরিমাণ সময় কিরাত ছাড়া খাড়া থাকবে এবং রুকু ও সিজদাহ করবে। ইমাম হতে কম বা বেশি হলে কোন ক্ষতি নেই। ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে তাকবীর বলে নিদ্রা গেল এবং ইমাম এক রাকাত পড়ে ফেলল। তখন ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হল। তবে যদিও ইমাম দ্বিতীয় রাকাতে থাকে, তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রথম রাকাত পড়তে হবে। ইহা যখরায় লিখিত আছে। যদি প্রথম রাকাত পড়তে মশগুল না হয় বরং প্রথমে ইমামের অনুসরণ করে থাকে, ইমামের সালাম ফিরানোর পরে নিজের বাকি নামায কাজা করে, তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তার নামায জায়েয হয়ে যাবে। ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে।

লাহেক মুসাফির ছিল এবং ইমামের সাথে যে নামায পড়তে গিয়ে কিছু ছুটে গেছে, ইহা কাজা করতেছিল, এমতাবস্থায় সে ইকামতের নিয়ত করে নিল অথবা মুসাফিরের অজু ভঙ্গ হল এবং সে নিজেই শহরে প্রবেশ করল। তবে সফরের নামায পূর্ণ করবে, এই হুকুম ঐ সময় হবে, যে সময়ের মধ্যে ইমাম নামায শেষ করে নিয়েছে। যদি ইমাম এখন পর্যন্ত নামায শেষ না করে থাকে, তবে সকলের সম্মিলিত মতে চার রাকাতই পড়বে। ইমাম যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে প্রথম ভুলে ছেড়ে দেয় এবং তার পিছনে লাহেক ছিল। যেমন কিছু সময় নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হল। অথবা তার অজু ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং অজু করার জন্য চলে গেল, তারপর আসল, এই সময়ের মধ্যে ইমাম কয়েক রাকাত পড়ে নিল, তবে বৈঠক ইমামের ছুটে গেছিল। আমাদের নিকট এর মধ্যে সেও বসবে না। ইমামজাফরের নিকট বসবে। মাসবুকের হুকুম এর বিপরীত।

মাসবুকের হুকুম নিজের নামায কাজা করার মধ্যে ছয়টি ক্ষেত্রে লাহেকের হুকুমের বিপরীত। স্ত্রীলোকরা বরাবর হয়ে খাড়া হওয়ার এবং কিরাতের মধ্যে সাহু-সিজদায়, প্রথম বৈঠকের মধ্যে যদি ইমাম ছেড়ে দেয়, সালামের স্থানে যদি ইমাম হেসে দেয়, যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং ইকামতের নিয়ত করে নেয় এবং মাসবুক নিজের নামাযের মধ্যে রাকাতের সিজদাহ করে নেয়। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। আর মাসবুক দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের সাথে শরীক হয়ে নিদ্রা গেল এবং তৃতীয় রাকাতের মধ্যে ঘুমাচ্ছিল। তারপর হুঁশ হল, তবে প্রথমে ঐ নামায কাজা করবে, যার মধ্যে সে ঘুমাচ্ছিল, এর মধ্যে কিরাত পড়বে না এবং ইমামের অনুসরণ করার জন্য বৈঠকে বসবে। তারপর খাড়া হয়ে এক রাকাত কিরাতের সাথে পড়বে, তারপর বসবে এবং নামায শেষ করবে। যদি দুই রাকাত ঘুমায়ে থাকে এবং এক রাকাতের মধ্যে তার সন্দেহ হয় যে, ইমামের সাথে মিলেছিল কিনা, তবে যে রাকাতে সন্দেহ হয়, তা নামাযের শেষে কাজা করবে, ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নামাযের মধ্যে অজু ভেঙ্গে যাওয়া

নামাযের মধ্যে যার অজু ভেঙ্গে যাবে, সে অজু করে ঐস্থান হতেই নামায শুরু করবে। এটি কানযে লিখিত আছে। স্ত্রীলোক এবং পুরুষের নামাযের একই হুকুম। যে রোকনের মধ্যে অজু ভেঙ্গে যায়, তা ধর্তব্য নয়। ইহা পুনরায় আদায় করতে হবে, ইহা হেদায়া এবং কাফীতে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রথম হতে নামায পড়া উত্তম। কোন কোন মাশায়েখের মতে সকলের জন্য এ হুকুম। কারও কারও মতে ইহা একাকী নামাযের জন্য। ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য হুকুম হল, যদি অন্য জামাত পায় তবে প্রথম হতে নামায পড়া তাদের জন্য উত্তম। যদি অন্য জামাত না পায়, তবে ঐ নামাযের ওপর ভিত্তি করাই উত্তম। তা হলে জামাতের ফযীলত বাকি থাকবে। ফতোয়ার মধ্যে একেই শুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। ভিত্তি জায়েয হওয়ার জন্য অনেক শর্ত আছে। তার একটি এ যে, অজু ভঙ্গ হলে অজু করা ওয়াজিব বলে কারণ হবে। এমন না হয় যে, ঘটনাক্রমে হয়েছে। বান্দার এর মধ্যে বা এর কারণের মধ্যে কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

অতএব নামাযী যদি নামাযের মধ্যে পেশাব বা পায়খানা অথবা বদবায়ু ইচ্ছা করে করে তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এর ওপর অবশিষ্ট নামায ভিত্তি করবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না করে থাকে, তবে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ ঘটলে ঐ একই হুকুম হবে। যদি অজু করা ওয়াজিব হয, তবে ইহা যদি কোন মানুষের কারণে হয়, তবে ঐ হুকুমই হবে। এখানে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বিরোধিতা করেছেন। যদি তার ইচ্ছা ছাড়া মুখ ভরে বমি আসে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবে না, অজু করে ভিত্তি করতে পারবে। যদি ইচ্ছা করে বমি করে, তবে ভিত্তি করতে পারবে না। যদি নামাযীর নিজের কার্য ছাড়া অন্য কোন কারণে অজু ভঙ্গ হয়, যেমন তার কোন গুলী লেগেছে অথবা কোন লোকে কোন পাথর কিংবা ঢিলা মেরেছে এবং মাথা ফেটে গেছে অথবা কোন লোকে তার যখম স্পর্শ করেছে এবং এর মধ্য হতে রক্ত বের হতে শুরু করেছে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী ভিত্তি করা জায়েয হবে না।

যদি ছাদ হতে কোন ঢিল বা কাঠের খণ্ড পড়ে তার মাথা ফেটে যায়, তবে যদি কারও চলে যাওয়ার কারণে ইহা পড়ে থাকে তবে প্রথম হতে নামায আদায় করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এর বিরোধিতা করেছেন। যদি কারও চলে যাওয়ার কারণ না পড়ে থাকে, তবে কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, কোনরূপ মতভেদ ছাড়া ভিত্তি করবে এবং কেউ কেউ বলেছেন, এর মধ্যে মতভেদ আছে এবং ইহাই শুদ্ধমত। এভাবে যদি কোন গাছের নীচে ছিল এবং ইহা হতে কোন ফল পড়ল ও যখম হল, তখনও উক্ত হুকুম হবে। যদি তার পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়, অথবা সিজদাহ করার সময়ে ললাটে কাঁটা বিঁধে যায় এবং ইচ্ছা ছাড়া ইহা হতে রক্ত বের হতে শুরু করে, তবে এর ওপর ভিত্তি করবে না। এরূপ হুকুম হবে ঐ সময়ে যে সময়ে ভোমরা তাকে হুল ফুটাল এবং ইহা হতে রক্ত বের হতে লাগল। যদি হাঁচি দেওয়ায় অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, অথবা গলা খাকড়ানিতে বদবায়ু বের হয়ে যায়। তবে কারও কারও মতে ভিত্তি করবে না, ইহাই শুদ্ধ এবং জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রীলোকের পাট্টা অথবা নেকড়া তার নিজের কার্য ছাড়া বের হয়ে পড়ে এবং ভিজা হয়, তবে প্রত্যেকের বর্ণনানুযায়ী সে ভিত্তি করবে। যদি তার নাড়াচাড়া দেয়ায় পড়ে যায়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সে ভিত্তি করবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ভিত্তি করবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি কারও ফোড়া হতে রক্ত বের হয, তবে তা ধুয়ে অজু করে ভিত্তি করবে। যদি চাপ দিলে চাপের দরুন রক্ত বের হয়, অথবা তার হাঁটুতে ফোড়া ছিল, সিজদাহর মধ্যে যখন সে হাঁটুর ওপর ভর দিয়েছে, তখন যখমের মুখ খুলে গেছে। তবে ইহা ইচ্ছাসূত্রে অজু ভঙ্গের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, এ অবস্থায় নিজের নামাযের ওপর ভিত্তি করতে পারবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে বেহুঁশ হযে যায় অথবা পাগল হয়ে যায়, অথবা সজোরে হাসে, তবে অজু করে প্রথম হতে নামায পড়বে। এরকম হুকুম হবে যদি নামাযের মধ্যে নিদ্রা যায় এবং স্বপ্নদোষ হয়ে যায়, তবে ভিত্তি করবে না। যদি কোন স্ত্রীলোকের লজ্জার স্থান দেখায় বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে ভিত্তি করবে না। যদি নামাযীর কাপড়ে পেশাবের ছিটা দিরহাম পরিমাণে চেয়ে বেশি জায়গায় পড়ে এবং তা ধুইয়ে নেয় তবে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভিত্তি করবে না।

আর একটি এ যে, অজু ভঙ্গ হলেই নামায হতে ফিরে যাবে। এমন কি যদি এক রোকন অজু ভঙ্গ অবস্থায় আদায় করে অথবা ঐ জায়গায় এ পরিমাণ সময় দাঁড়ায়, যে সময়ে এক রোকন আদায় করা যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি যাওয়ার মধ্যে কিরাত পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি আসার সময় পড়ে তবে ফাসেদ হবে না। কেউ কেউ এর বিপরীত হুকুম দিয়েছেন। শুদ্ধমত এ যে, উভয় অবস্থায়ই নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। তাসবীহ ও তাহলীল শুদ্ধ বর্ণনা মতে ভিত্তি করা নিষেধ নয়। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি ইমামের রুকুর মধ্যে অজু ভঙ্গ

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যায় এবং সে মাথা উঠিয়ে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, অথবা সিজদাহর মধ্যে অজু ভঙ্গ হয়েছে এবং মাথা উঠিয়ে 'আল্লাহ আকবার' বলেছে এবং বলার মধ্যে নামাযের রোকন আদায়ের নিয়ত করেছে, তবে সকলের নামায ফাসেদ হবে। যদি রোকন আদায়ের নিয়ত না করে থাকে, তবে তার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে দুই রেওয়ায়েত আছে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। ইমামের সিজদাহর মধ্যে অজু ভঙ্গ হয়েছে এবং সে আল্লাহু আকবার বলা অবস্থায় মাথা উঠাল, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি তাকবীর ব্যতীত মাথা উঠায় তবে নামায ফাসেদ হবে না এবং অন্যকে প্রতিনিধি করে দিবে। যদি নিদ্রিত অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয় এবং কিছুক্ষণ পরে হুঁশ হয়, তবে ঐ সময়ে ভিত্তি করবে। যদি কিছুক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় কাটায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা মে'রাজুদদেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর একটি এ যে, অজু ভঙ্গের পর এমন কোন কাজ করবে না যে, যদি অজু ভঙ্গ না হত তবে নামাযের নিষেধকারী হত। শুধু এতটুকু কাজ করতে পারবে, যা ঐ সময়ে একান্ত আবশ্যক অথবা আবশ্যকীয় কাজের কোন অংশ অথবা তার পরিপূরক বা শেষ অংশ। যদি কারও অজু ভঙ্গ হয় অথবা সে কথা বলে অথবা ইচ্ছাক্রমে অজু ভঙ্গ করেছে অথবা সজোরে হাসছে অথবা কিছু খেয়েছে এবং পান করেছে অথবা এর ন্যায় কোন কাজ করেছে, তবে ভিত্তি করা জায়েয হবে না। এ রকম হুকুম হবে ঐ অবস্থায়, যে সময়ে নামাযে পাগল হয়ে যাবে অথবা বেহুঁশ হয়ে যাবে অথবা জুনুব হয়ে যাবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে। অথবা কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান দেখার দরুন বীর্যপাত হল, ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন কূপ বা পাত্র হতে পানি লওয়া হয় এবং আবশ্যক হওয়ায় অজু করে লয় তবে জায়েয হবে। যদি এস্তেঞ্জা করে থাকে এবং সতরের স্থান খুলে গিয়ে থাকে। তবে ভিত্তি বাতিল হয়ে যাবে। মুছল্লির অজু ভঙ্গ হওয়ায় অজু করার জন্য বাইরে গেল, তার সতর অজুর মধ্যে খুলে গেল অথবা সে নিজেই খুলল, যদি ইহা খোলা ছাড়া অজু করা সম্ভব না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীলোকের বাহু খুলে যায়, তবে তার নামায হয়ে যাবে, ইহাই শুদ্ধ মত।

মুছল্লির অজু ভঙ্গ হল এবং অজু করার জন্য নিজের ঘরে গেল, দরজা বন্ধ ছিল, ইহা খুলল এবং অজু করল, এখন যদি চোরের ভয় থাকে, তবে দরজা বন্ধ করবে, নতুবা বন্ধ করবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি পাত্র পানি ভরে দু'হাত দিয়ে উঠিয়ে নেয় তবে ভিত্তি জায়েয আছে। যদি এমন কোন নাজাসাত লেগে যায়, যাতে নামায জায়েয হয় না, তা ধুলে ঐ নাজাসাত যদি অজু ভঙ্গের কারণে হয়, তবে ভিত্তি করতে পারে নতুবা নয়– যদিও উভয় নাজাসাত একই জায়গায় লাগে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি তার কাপড়ে নাজাসাত লেগে যায় এবং ঐ কাপড় বের করা সম্ভব হয় এবং অন্য কাপড় পেয়ে থাকে, ঐ সময় ঐ কাপড় বের করে দিল, তবে জায়েয আছে। যদি ঐ কাপড় বের করা সম্ভব না হয় এবং অন্য কাপড় পাওয়া না যায়, তবে ঐ কাপড় দিয়ে নামাযের কোন অংশ আদায় করে, তবে সকলের মতানুযায়ী নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

যদি ঐ কাপড় দিয়ে নামাযের কোন রোকন আদায় না করে বরং কিছু সময় অপেক্ষা করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি সেই সময় বের করে লওয়া সম্ভব হয়। যেমন অন্য কাপড় পাওয়া যায় কিন্তু সে ঐ কাপড় বের করে দিল না এবং ঐ কাপড় দিয়ে নামাযের কোন অংশ আদায়ও করলে না তবে ঐ মাসয়ালায় আমাদের আয়েম্মাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি মুছল্লির অজু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অজু করতে গিয়ে পুনঃ ইচ্ছা করে অজু ভঙ্গের কারণ ঘটায়, তবে তার জন্য ভিত্তি জায়েয নেই। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

আর একটি হল, আসমানী কারণে অজু হওয়ার পর অন্য কোন আগের কারণে অজু ভঙ্গ না হয়। যদি কোন ব্যক্তি মোজার ওপর মাসেহ করে নামায পড়তে থাকে কিন্তু তার অজু ভঙ্গ হওয়ায় সে অজু করতে যায়, অজুর মধ্যে মাসেহের মুহূর্ত শেষ হয়ে যায়, তবে প্রথম হতে নামায পড়বে। যেমন কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়তে থাকে এবং অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। আবার তায়াম্মুমের জন্য গিয়ে পানি পায় তবে ভিত্তি করবে না। এভাবে হুকুম হবে মুস্তাহাজা স্ত্রীলোকের- যখন তার নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হবে এবং ইহা দূর করবার জন্য যাবে। পট্টির ওপর মাসেহকারীর হুকুমের ন্যায় হবে। যদি সেই সময় জখম ভাল হয়ে যায় অথবা কোন জখম হতে রক্ত বইতে থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়, তবে ভিত্তি জায়েয হবে না।

আর একটি এই যে, যদি সে মুক্তাদী হয় এবং ইমাম এখন পর্যন্ত নামায শেষ করেননি, ইমাম এবং তার মধ্যে এমন বাধা পড়ে গেছে যে, তার অজুর স্থান হতে ইক্তেদা করা নাজায়েয । তবে ইমামের নিকট পুনঃ আসবে। যদি ইমাম নামায হতে বের হয়ে গিয়ে থাকে, তবে পুনরায় আসবে না। যদি ফেরে আসে তবে তার নামায ফাসেদ হবে। ফাসেদ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যদি সে নিজের স্থানে বসে ইক্তিদা করতে পারে, ইক্তিদা করার কোন নিষেধকারী না থাকে, তবে ঐ স্থান হতে ইক্তিদা করে নিবে। ইমামের নিকট আসবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

প্রতিনিধি বা খলীফা বানিয়ে দেয়া

যে সমস্ত অবস্থায় নামাযের ভিত্তি করা জায়েয আছে, তার মধ্যে ইমামের উচিত যে, সে যেন কাকেও প্রতিনিধি বানিয়ে দেয়। যে সকল অবস্থায় ভিত্তি করা জায়েয নেই, সেসব অবস্থায় প্রতিনিধি করাও নাজায়েয। যে ইমামের অজু ভঙ্গ হবে, যে ব্যক্তি প্রথম হতে তার ইমাম হবার যোগ্যতা রাখে, সে তার প্রতিনিধি হবারও ক্ষমতা রাখে এবং যে ব্যক্তি প্রথম হতে তার ইমাম হবার ক্ষমতা রাখে না, সে তার প্রতিনিধি হবারও যোগ্যতা রাখে না। প্রতিনিধি করার নিয়ম হল, কিছু ঝুঁকে পিছনে সরবে এবং নাকের ওপর হাত রাখবে তবে অন্য লোকের সন্দেহ হবে যে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, প্রথম কাতার হতে ইশারা করে কাকেও প্রতিনিধি বানাবে। মুখে বলবে না। খোলা মাঠ হলে যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার হতে বের না হবে এবং মসজিদে হলে মসজিদ হতে যখন পর্যন্ত বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিনিধি করার অধিকার থাকবে।

যদি ইমামের অজু ভঙ্গ হয় এবং সে কাকেও প্রতিনিধি করে, যে মসজিদের বাইরে ছিল, কিন্তু সে পর্যন্ত কাতার মসজিদের কাতারের সাথে মিলিত ছিল, তবে তার প্রতিনিধি করা শুদ্ধ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সমস্ত মুক্তাদীর নমায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং ইমামের নামায ফাসেদ হওয়া সম্বন্ধে দুই রেওয়ায়েত আছে। শুদ্ধ মত হল, ফাসেদ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। উত্তম হল ইমাম মাসবুককে প্রতিনিধি বানাবে না। যদি ইমাম মাসবুককে প্রতিনিধি করে, তবে তার উচিত ইহা গ্রহণ না করা, যদি গ্রহণ করে, তবে জায়েয হবে।

যদি মাসবকু এগিয়ে যায়, তবে ইমাম যেখান হতে ছেড়ে দিয়েছে, সেখান হতে নামায শুরু করবে। যখন সালামের নিকট যাবে, তখন কোন এমন ব্যক্তিকে এগিয়ে দিবে,যে পূর্ণ নামায পেয়েছে। সে জামাতের সাথে সালাম ফিরাবে। যদি মাসবকু প্রতিনিধি ইমামের নামায শেষ হবার সময় সজোরে হাসে অথবা ইচ্ছা করে অজু ভঙ্গ করে অথবা কথা বলে অথবা মসজিদ হতে বের হয়ে যায়, তবে তার প্রথম ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। মুক্তাদীদের নামায পূর্ণ হবে এবং প্রথম ইমাম যদি নামায হতে ফারেগ হয়ে থাকে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। যদি ফারেগ না হয়ে থাকে, তবে ফাসেদ হবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি ইমামের রুকু ছুটে গিয়ে থাকে, তবে প্রতিনিধিকে এভাবে ইশারা দ্বারা তা বাতায়ে দিবে যে, নিজের হাত হাঁটুর ওপর রাখবে। সিজদাহ ছুটে গলে পেশানীর ওপর হাত রাখবে, কিরাত ছুটে গেলে মুখের ওপর হাত রাখবে। ইহা বাহ্রুর রায়েকের বিবরণ। কোন এক রাকাত বাকি থাকলে এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে। দুই রাকাত বাকি থাকলে দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে। সিজদায় তেলাওয়াত বাকি থাকলে পেশানি এবং জিহ্বার ওপর আঙ্গুল রাখবে। সাহু-সিজদাহ বাকি থাকলে বক্ষের ওপর হাত রাখবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। ইহা ঐ সময় করবে, যে সময় প্রতিনিধি জানা না থাকবে। যদি জানা থাকে, তবে কিছু আবশ্যক নেই।

কোন ব্যক্তি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে ইমামের ইক্তেদা করল। ইমামের অজু ভঙ্গ হয়ে গেল। সে ঐ ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু মুক্তাদীর জানা নেই যে, ইমাম কি পরিমাণ নামায পড়েছে এবং কি পরিমাণ বাকি আছে। তবে মুক্তাদীর উচিত যে, সে চার রাকাত পড়বে এবং সন্দেহ দূর করার জন্য প্রত্যেক রাকাতে বসবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মাসবুকের পাঠে বর্ণিত আছে। যদি লাহেককে প্রতিনিধি করে তবে তার উচিত হবে জামাতকে ইশারা করা এবং নিজের নামায আদায় করে নেওয়া, পরে জামাতের নামায শেষ করিয়ে দিবে। যদি ঐ রকম না করে এবং ইমামের নামায পড়তে থাকে, যখন সালামের স্থানে পৌছবে তখন অন্যকে সালাম ফিরাবার জন্য প্রতিনিধি করে দিবে। ইহা আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জায়েয হবে।

যে ইমামের অজু ভঙ্গ হয়েছে, তার ইমামতী এ সময় পর্যন্ত কায়েম থাকবে যে পর্যন্ত মসজিদ হতে বের না হবে অথবা অন্য কাকেও প্রতিনিধি না করে দিবে এবং ঐ প্রতিনিধি এসে তার স্থানে খাড়া হবে এবং ইমামতীর নিয়ত করে নিবে অথবা দলের অন্য কাকেও প্রতিনিধি করে দিবে। এ সমস্ত কাজের মধ্যে যদি একটিও বাকি থাকে, ইমাম মসজিদের পাশে অজু করে এবং জামাত তার অপেক্ষা করতে থাকে এবং ইমাম নিজের স্থানে আসে এবং তাদের সাথে নামায শেষ করে, তবে জায়েয হবে। যদি ইমাম কাকেও প্রতিনিধি না করে এবং মুক্তাদীরাও কাকেও প্রতিনিধি বানাল না, ইমাম মসজিদ হতে বের হয়ে গেল তখন দলের নামায ফাসেদ হয়ে গেল এবং ইমাম অজু করে ভিত্তি করে নিবে,কেননা সে নিজের জন্য একাকীর হুকুমের মধ্যে হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কারও হুকুম ছাড় নিজেইএগিয়ে গিয়ে ইমাম মসজিদ হতে বের হয় যাবার আগে ইমামের স্থানে দাঁড়ায়, তবে জায়েয হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যে সকল কাজে নামায ভঙ্গ এবং মাকরূহ হয়

প্রথম ভাগ

নামায ভঙ্গকারী বিষয়াবলি

নামায ভঙ্গকারী বিষয় দুই প্রকার আছে। যেমন : কথা ও কাজ।

প্রথম প্রকার কথাবার্তা সম্বন্ধে : যদি নামাযের মধ্যে ভুলবশতঃ অথবা জানা অবস্থায় ত্রুটি করে অথবা ইচ্ছাক্রমে সামান্য হোক অথবা বেশি হোক কোন কথা বলে, চাই তা নিজের নামায শুদ্ধ করার জন্য বলা হোক, যেমন ইমাম বসার স্থানে খাড়া হয়ে গেল। মুক্তাদী বলল, বসে যান, অথবা ইমাম খাড়া হবার স্থানে বসে গেল, মুক্তাদী বলল, খাড়া হয়ে যান অথবা ঐ কথা নামাযের শুদ্ধ হবার জন্য নয়, যেমন লোকগণ পরস্পর কথাবার্তা বলে, সেরূপ কথাবার্তা। এ সমস্ত অবস্থায় আমাদের মাযহাব মতে নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় প্রথম হতে পড়তে হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। এ অবস্থা এ সময় হবে, যে সময়ে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পূর্বে কথা বলে। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

কথার শব্দ অপরে শুনা অথবা আস্তে হলে নিজে শুনা, উভয় অবস্থায় নামায বাতিল হবে। যদি নিজেও না শুনে, কিন্তু অক্ষর পূর্ণ বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। নামাযের মধ্যে যদি নিদ্রিত অবস্থায় কথা বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি ইচ্ছা করে সালাম না ফিরায় এবং তার ধারণা ছিল যে, নামায শেষ হয়ে গেছে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি নামাযও ভুলে গিয়ে থাকে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি কাকেও সালাম করে, তবে সকল অবস্থায় নামায ফাসেদ হবে। মাসবুক যদি ইহা জেনে সালাম ফিরায় যে, ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হয়, তবে ইচ্ছাপূর্বক সালাম হয়েছে। এমতাবস্থায় এর ওপর ভিত্তি নাজায়েয ।ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে, কাজীখানেও উল্লেখ আছে।

মাসবুক যদি ইমামের সাথে ভুলে সালাম ফিরায় তবে নামায ফাসেদ হবে না। কেননা ভুল করে সালাম করলে নামাযের তাহরীমা হতে বের করে না। ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি ইশার নামায পড়ছিল, দু'রাকাত পড়ে তারাবীহ মনে করে সালাম ফিরিয়ে দিল অথবা জোহরের নামায পড়ছিল, দু'রাকাত পড়ে জুমুআ মনে করে সালাম ফিরাল অথবা মুকীম দু'রাকাত পড়ে মুসাফির মনে করে সালাম ফিরাল। এমতাবস্থায় প্রথম হতে নামায পড়বে। যদি দু'রাকাতের পর এ ধারণা করে সালাম ফিরায় যে, ইহা চতুর্থ রাকাত, তবে সে ঐভাবে নামায আদায় করবে এবং সাহু সিজদাহ করবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ।

এসব মাসয়ালার মূল নিয়ম হল এই যে, সালামের মধ্যে যে ভুল হয়, তা যদি মূল নামাযের মধ্যে হয়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং যদি নামাযের আনুষঙ্গিক ব্যাপারে হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি ভুলবশতঃ কাকেও সালাম করার ইচ্ছা করে এবং সালাম করার সময় স্মরণ হয় যে, নামাযের মধ্যে সালাম করা নাজায়েয, অতএব চুপ হযে যায়, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

সালামের নিয়তে মুসাফাহা করলেও নামায ফাসেদ হবে। কেননা মূলতঃ ইহাও কালাম। ইশারায়ও সালামের জওয়াব দিবে না। ইশারায় সালামের জওয়াব দিলে অথবা নামাযীর কাছে কিছু চাইলে সে হাত দিয়ে বা মাথা দিয়ে হা বা না ইশারা করল নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত। কিন্তু মাকরূহ হবে। কোন ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং নামাযী ব্যক্তি এর জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলল, তবে নামায ফাসেদ হবে। নামাযীর নিজের হাঁচি আসলে এবং সে নিজেই নিজেকে খেতাব করে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। কেউ নামাযের মধ্যে হাঁচি দিলে, অন্য ব্যক্তি হাঁচির জওয়াব দিলে তার উত্তরে নামাযী ব্যক্তি আমীন বললে নামায ফাসেদ হবে। এটি মুনিযা এবং মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোরআন পড়ে অথবা আল্লাহর যিকির করে এবং ইহা দ্বারা কোন মানুষকে হুকুম করা বা নিষেধ করা নিয়ত করে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি নামাযের ক্ষতি করে, তাকে হুঁশিয়ার করার নিয়ত করে, তবে অর নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাহযীবে উল্লেখ আছে। যদি ইমামের কিছু ভুল হয় এবং মুক্তাদী সুবহানাল্লাহ বলে, তবে কোন ক্ষতি হবে না। কেননা এর উদ্দেশ্য সংশোদন করা। ইমাম যখন বৈঠক দিয়ে তৃতীয় রাকাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন সুবহানাল্লাহ বলবে না। কারণ দাঁড়ানোর দিক হতে বসার দিকে আসা জায়েয নেই। তাই সুবাহানাল্লাহ বলায় কোন ফয়েদাহ নেই। নিজের ইমাম ছাড়া কাকে লোকমা দিলে তার নামায ফাসেদ হবে। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়ে তিলাওয়াতের জন্য হলে ফাসেদ হবে না। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। একবার লোকমা দিলে নামায ফাসেদ হবে। একাধিকবার দেওয়ার দরকার করে না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। নামাযী ছাড়া নামাযীকে অন্য কেউ লোকমা দিলে একা নামাযী তা গ্রহণ করলে নামায ফাসেদ হবে। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। নিজের ইমামকে লোকমা দিলে নামায ফাসেদ হবে না। শুদ্ধ মত এই যে, লোকমাদাতার নামায কোন অবস্থাতেই বাতিল হবে না এবং ইমাম যদি লোকমা কবুল করে, তবে তার নামাযও ফাসেদ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

মুক্তাদী সাথে সাথে লোকমা দিবে না। কোন কারণও থাকতে পারে, ইমামের সেই সময়ে স্মরণে এসে যেতে পারে। অতএব মুক্তাদীর আবশ্যক ছাড়া ইমামের পিছনে কিরাত হয়ে গেল। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ইমামেরও উচিত যেন মুক্তাদীকে লোকমা দেওয়ার আবশ্যকে না ফেলে। কেননা ঐ অবস্থায় মনে হয়, তা যেন সে মুক্তাদীর ওপর কিরাতের আবশ্যক ফেলে। মুক্তাদীর কিরাত মাকরূহ; বরং এই পরিমাণ পড়ে লওয়া হয়েছে, যাদ্বারা নামায জায়েয আছে। তবে রুকু করবে এবং অন্য আয়াতের দিকে যাবে না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। ইমাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তাকে এমন ব্যক্তি লোকমা দিয়েছে, যে নামাযের মধ্যে শরীক নয় এবং ঐ সময়েই ইমামের স্মরণ হল। অতএব ইমাম যদি তার লোকমা শেষ হবার আগেই পড়তে শুরু করে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু লোকমা শেষ হবার পর পড়লে নামায ফাসেদ হবে। কারণ তার স্মরণ হওয়া লোকমার ওপর নির্ভরশীল হল।

যদি কোন বালেগের নিকটবর্তী বালক লোকমা দেয়, তার লোকমার ঐ হুকুম হবে, যা বালেগের হুকুম হয়। যদি মুক্তাদী এরূপ কোন ব্যক্তি হতে শুনে থাকে, যে নামাযে নেই এবং শুনে নিজেই ইমামকে লোকমা দেয়, তবে নিশ্চয় সকলের নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বাইর হতে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ইহা বাহরুর রায়েকে এবং কানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে কোন খুশীর খবর শুনে তার উত্তরে আলহামদু পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি জওয়াবের ইচ্ছা না করে থাকে, অথবা নিজে নামাযের মধ্যে থাকার খবর দেয়ার ইচ্ছা করে থাকে, তবে সকল ইমামের মতে নামায ফাসেদ হবে না।

যদি কোন আশ্চর্যজনক খবর শুনে সুবহানাল্লাহ অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবার বলে, তবে জওয়াবের নিয়ত না করলে নামায ফাসেদ হবে না। জওয়াবের নিয়ত করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে। কেউ কেউ বলেন ফাসেদ হবে না। কেননা ইহা এমন কথা নয়, যা মানুষে মানুষে পরস্পর বলাবলি করে। যদি চন্দ্র দেখে বলে, রাব্বী ওয়া রাব্বাকা আল্লাহু, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী নামায ফাসেদ হবে। যদি জ্বর অথবা অন্য কোন রোগের জন্য কোরআনের কিছু অংশ পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে। রোগী যদি দাঁড়াবার সময়ে, ঝুঁকবার সময়ে কেউ বা ব্যথার কারণে বিসমিল্লাহ বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি জাওয়াবে 'ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদ অথবা আল্লাহু আকবার বলে এবং জওয়াবের ইচ্ছা না করে থাকে, তবে নামায ফাসেদ হবে না।

জওয়াবের ইচ্ছা করে থাকলে নামায ফাসেদ হবে। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর ওপর দুরূদ শরীফ পড়লে এবং অন্যের জওয়াবে না হলে নামায ফাসেদ হবে না। হুজুরে পাক (সাঃ)-এর নাম শুনে তার জওয়াবে দুরূদ পড়লে নামায ফাসেদ হবে। যদি কোন ব্যক্তি 'মা কানা মুহাম্মদুন আবা আহাদিম মিররিজালিকুম' পড়ে এবং অন্য ব্যক্তি নামাযের মধ্যে শুনে দুরূদ পড়ে তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি এমন আয়াত পাঠ করে যার মধ্যে শয়তান উল্লেখ আছে, অন্য ব্যক্তি তা শুনে 'লা'নাতুল্লাহি' পড়ে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। যদি কোন ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলে যে, তোমার বাঞ্ছিত কো আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য সূরা ফাতেহা পড় এবং মাসবুক সূরা ফাতিহা পাঠ করল, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

যদি এমন কোন কবিতা পাঠ করে, যা পুরাপুরি কোরআনে আছে ও ইহা দ্বারা কবিতা পাঠের নিয়ত করে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন কবিতা বা কোন খুৎবাহ নিজের মনে রচনা করে কিন্তু যবানে উচ্চারণ না করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু ইহা দোষণীয় কাজ হবে। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। ফতোয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি নামাযের মধ্যে চিন্তা করে কোন হাদীস অথবা কবিতা অথবা

খুৎবাহ অথবা কোন মাসয়ালা বের করে, তবে নামায মাকরূহ হবে, ফাসেদ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যদি নামাযের মধ্যে 'নাআম' শব্দ মুখ হতে বের হয়, তবে তা যদি তার অভ্যাস অনুযায়ী বের হয়ে থাকে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। কেননা ইহা শেষ পর্যন্ত কোরআনের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

যদি ফার্সিতে 'আরে' শব্দ বলে তবে তার হুকুমও ঐ রকম হবে, যা নামাযের বেলায় ছিল। যদি অভ্যাস অনুযায়ী হয়ে থাকে, তবে নামায বাতিল হবে। আর যদি অভ্যাস না থাকে, তবে বাতিল হবে না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে এমন দোয়া করা হয় যার প্রশ্ন বান্দাদের কাছে করা অসম্ভব, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি এমন দোয়া করা হয়, যা মানুষের করা অসম্ভব নয়, তবে ফাসেদ হবে। যদি 'আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা' পড়ে তবে নামায ফাসেদ হবে না। কেননা ইহা কোরআনে আছে। যদি 'আল্লাহুম্মা লি ওয়ালি আখী' বলে তবে নামায ফাসেদ হবে। কিন্তু শুদ্ধ রায় হল, নামায ফাসেদ হবে না। কারণ ইহা কোরআনে রয়েছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি হজ্জব্রত পালনকারী নামাযের মধ্যে লাব্বাইকা বলে, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি ইমাম আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' বলে, তবে তার নামায বাতিল হবে না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে আযানের কালাম আযানের নিয়তে উচ্চারণ করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে নামায বাতিল হবে। নামাযের মধ্যে আযান শুনে জওয়াব দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নতুবা বাতিল হবে না। কোন নিয়ত ছাড়া আযানের শব্দ উচ্চারণ করলেও নামায ফাসেদ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। নামাযীর অন্তরে শয়তান দাগা দিলে এবং 'লা হাওলা ওয়ালা' পড়লে আর এ দাগা আখেরাত সম্পর্কিত হলে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু দুনিয়া সম্পর্কিত হলে বাতিল হবে।

যদি নামাযের শেষে তাশাহহুদ ভুলে গিয়ে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তারপর মনে হওয়ায় তাশাহহুদ পড়তে শুরু করে, কিছু পড়ে শেষ করার আগে সালাম ফিরায়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায বাতিল হবে। কেননা প্রথম বৈঠক তাশাহহুদের দিকে যাওয়ায় বাতিল হয়ে গিয়েছে। অতএব যখন তাশাহহুদ পূর্ণ হওয়ার আগে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন নামায ফাসেদ হয়ে গেছে। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা হয়নি। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে না। কেননা প্রথম বৈঠকে তার তাশাহহুদর দিকে যাওয়ায় পুরা বাতিল হয়নি। শুধু তার তাশাহহুদের পঠিত অংশ পরিমাণ বাতিল হবে অথবা কিছুই বাতিল হবে না, কেমনা তাশাহহুদ পাঠের জায়গা বৈঠক, ইহা বাতিল করার কোন দরকার নেই। এর ওপরেই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। এজন্য মাশায়েখগণের মধ্যে এ মাসয়ালায় মতভেদ আছে, যার মধ্যে ইমামদের নিকট হতে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐ মাসয়ালা হল এই যে, আলহামদু এবং অন্য সূরা পড়তে ভুলে রুকু করলে। রুকুর মধ্যে স্মরণ হওয়ায় কিরাত পড়তে পুনরায় দাঁড়াল। পরে লজ্জিতাবস্থায় সিজদায় চলে যায় কিন্তু পুনঃ রুকু করলে না। এমতাবস্থায় কারও কারও মতে নামায বাতিল হয়ে যাবে, কেননা তার কিরাতের জন্য খাড়া হওয়ার কারণে রুকু বাতিল হয়ে গেল। তারপর পুনঃ রুকু না করার কারণে তার নামায বাতিল হল। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত রুকু বাতিল হবে না, অথবা কিছুই বাতিল হবে না। কেননা রুকু বাতিল হওয়া কিরাতের কারণে ছিল। কিন্তু যখন সে কিরাত পড়ল না, তখন সে কিছু করল না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

নামাযের মধ্যে উচ্চঃস্বরে আহ, আহ বা উহ, উহ শব্দ করলে অথবা শব্দ করে কাঁদলে ও তা দ্বারা অক্ষর সৃষ্টি হলে এবং তা বেহেশত অথবা দোযখের উল্লেখের জন্য হয়ে থাকলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। আর কোন ব্যথা অথবা মুছীবতের কারণে হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নিজের গুনাহের আধিক্যের খেয়াল করে আহ শব্দ করলে নামায

www.nagorikpathagar.org

ফাসেদ হবে না। নামাযের মধ্যে শুধু অশ্রুপাত করে কাঁদলে শব্দ না হলে নামায ফাসেদ হবে না। যদি উখ উখ বলে এবং শুনা না যায়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু মাকরূহ হবে। কেননা এতে বাক্য হয়নি। নিজের সিজদাহর স্থানে ফুঁক দিয়ে ধুলা পরিস্কার করলে এবং তা শ্বাস গ্রহণের মতো হলে এবং আওয়াজ শুনা না গেলে নামায বাতিল হবে না।

কিন্তু ইচ্ছা করে এরূপ করা মাকরূহ। আওয়াজ শুনার মত হলে এবং ইহা দ্বারা অক্ষরসমূহ সৃষ্টি হলে তা দ্বারা বাক্যের মত হবে এবং নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। জানোয়ারকে সর বলে অথবা কুকুরকে ছো বলে সরায়ে দিলে নামায ফাসাদ হবে। যদি এভাবে তাড়ায় যাতে বর্ণমালা সৃষ্টি না হয়, তবে নামায ফাসাদ হবে না। বিনা ওজরে গলা খাকরালে এবং তা দ্বারা সৃষ্টি হলে নামায ফাসাদ হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এ দ্বারা অক্ষর সৃষ্টি না হলে সকল ইমামের মতে নামায বাতিল হবে না। কিন্তু এতে মাকরূহ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি ওজরে গলা খাকরায় যে, না খাকরিয়ে উপায় ছিল না, তবে নামায ফাসাদ হবে না। এভাবে যদি কোন রোগী আহ আহ বা উহ উহ শব্দ করে, কারণ শক্তির অভাবে সে এরূপ না করে পারে না, তবে তারও ঐরূপ হুকুম হবে। ঐ সময় উহা হাঁচি বা ঢেকুরের ন্যায় ধরতে হবে। যদি নিজের আওয়াজ ঠিক করার জন্য বা গলার স্বর সুন্দর করার জন্য গলা খাকরায় তবে শুদ্ধ বর্ণনা মতে নামায ফাসাদ হবে না। এভাবে যদি ইমামের ভুল হয় এবং মুক্তাদী ইহা সংশোধনের জন্য গলা খাকরায় তবে নামায ফাসাদ হবে না।

কোরআন শরীফ দেখে পড়লে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসাদ হবে। ছাহেবাইনের মতে ফাসাদ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে কোরআন লওয়া, এর পাতা উল্টান ও দেখা আমলে কাছীর বলে গণ্য এবং ইহা ব্যতীত নামায আদায় হতে পারে। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, যদি কোরআন তার সম্মুখে রেহাল এর ওপর রেখে না উল্টিয়ে এবং পাতা না বদলায়ে বা মেহরাবের মধ্যে রেখে লয় এবং ইহা হতে পাঠ করে তবে নামায ফাসাদ হবে না। দ্বিতীয় দলীল, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এ যে, কোরআন হতে শিক্ষা লওয়া নামাযের ভিতরের কাজ নয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোরআন লওয়া হোক বা না হোক সকল অবস্থায় নামায বাতির হবে। ইহাই শুদ্ধ এবং কাফীতে ইহা বর্ণিত আছে।

যদি কোরআন স্মরণ থাকে এবং লিখিত কোরআন হতে না উল্টিয়ে পড়ে, তবে নামায ফাসাদ হবে না। কেননা কোরআন উল্টাল না এবং ইহা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা হল না। মোখতাছার এবং জামে' ছগীরের মধ্যে আছে যে, কোরআন হতে দেখে সামান্য পড়া এবং অনেক পড়ার মধ্যে পার্থক্য নেই। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এক আয়াত পরিমাণ পড়লে নামায ফাসেদ হবে, নতুবা ফাসেদ হবে না। কেউ কেউ বলেন যে, সূরা ফাতিহা পরিমাণ পড়লে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহার কম পড়লে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে লিখিত কোরআনের কোন আয়াতের ওপর নজর পড়ে এবং ইহা বুঝে ফেলে, তবে মতভেদ ছাড়া নামায জায়েয হবে। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে যে, যদি নামাযের মধ্যে কারও ফিকাহ কিতাবের ওপর নজর পড়ে এবং বুঝে ফেলে, তবে সকলের মতে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি মেহরাবের মধ্যে কোরআনের এক টুকরা লিখা পড়ে থাকে এবং মুছল্লি ইহা দেখে চিন্তা করে বুঝে ফেল, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে না। ইহাই আমাদের মাশায়েখগণ অবলম্বন করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে। শুদ্ধ রায় হল, তার নামায সর্বসম্মতিক্রমে ফাসেদ হবে না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ ইচ্ছা করে বুঝে অথবা ইচ্ছা না করে বুঝে, তাতে কোন কিছু

www.nagorikpathagar.org

পার্থক্য নেই। যদি নামাযের মধ্যে ইঞ্জীল অথবা তাওরাত অথবা জাবুরের মধ্য হতে কিছু পড়ে সে কোরআন ভালরূপে পড়তে পারুক আর না পারুক, নামায বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার হল, ঐ কার্যসমূহ সম্বন্ধে বর্ণনা, যদ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তা হল, আমলে কাছীর অর্থাৎ বাহ্যিক কোন কাজ বেশি পরিমাণে করলে নামায ফাসেদ হয়ে যায়। সামান্য কাজ দ্বারা নামায ফাসেদ হয় না। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

বেশি কাজ ও সামান্য কাজের মধ্যে পার্থক্য করার মধ্যে তিন প্রকার বর্ণনা রয়েছে। প্রথম হল : যে কাজ করতে উভয় হাতের দরকার হয় তাকে বেশি কাজ বলে, যদিও এক হাত দিয়ে করে। যেমন পাগড়ী বাঁধা, জামা পরিধান করা, পায়জামা পরিধান করা, কামান হতে তীর নিক্ষেপ করা। যে কাজ করতে একহাত আবশ্যক হয়, ইহাকে সামান্য কাজ বলে, যদিও উভয় হাত দিয়ে করে। যেমন টুপী নামান, পায়জামা খোলা, জামা রাখা এবং লাগাম রাখা। যে কাজ একহাত দিয়ে করা যায়, তা পুনঃ পুনঃ না হওয়া চাই। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় বর্ণনা হল নামাযী নিজের মতে যা সামান্য মনে করে, তাই সামান্য এবং যা অধিক মনে করে, তাই অধিক বলে ধরতে হবে। এ বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বর্ণনার প্রায় অনুরূপ।

তৃতীয় বর্ণনা হল : যদি দূর হতে কোন দর্শনকারী ইহা দেখে মনে করে যে, এ ব্যক্তি নামাযের মধ্যে নেই। তবে তাই অধিক কাজ গণ্য হবে। ইহা দ্বারা নামায ফাসেদ হবে। আর সন্দেহ হলে ফাসেদ হবে না। ইহাই শুদ্ধ মত। ইহা মুহ-ীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ইহা অধিকাংশ ফকীহগণের দ্বারা গৃহীত। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি তরবারি গলায় দেয় বা খুলে ফেলে তবে নামায ফাসেদ হবে না। এরূপ যদি নিজের চাদর উঠিয়ে দেয় অথবা হালকা বস্তু উঠিয়ে নেয়, যা একহাত দিয়ে লওয়া হয় অথবা কোন বান্দা অথবা কোন কাপড় নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, তবে তাতে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি এমন কোন বস্তু উঠিয়ে নেয়, যা উঠাতে কষ্ট হয় এবং সময় লাগে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি জেনে বা ভুলে কিছু খায় অথবা পান করে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি মুছল্লির দাঁতের মধ্যে কিছু খাদ্য লেগে থাকে এবং ইহা বের হওয়ায় গিলে ফেলে, আর যদি একটি বুটের সমান হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি বুটের চেয়ে কম হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যদি দাঁতের মধ্য হতে রক্ত বের হয় এবং ইহা গেলে ফেলে, ইহাতে যদি থুক বেশির বাগ থাকে, তবে নামায ফাসাদ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যদি কেউ নামায আরম্ভ করার পূর্বে কিছু খায় বা পান করে, তারপর নামায শুরু করে এবং তার মুখের মধ্যে কিছু খাদ্য বা পানীয় অবশিষ্ট থাকে এবং সে ইহা খেয়ে ফেলে বা পান করে নেয়, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না।

এরূপভাবে যদি কোন বস্তু দাঁতের মধ্যে থেকে যায় এবং নামাযের মধ্যে ইহা গেলে ফেলে, তবে যদিও বুট পরিমাণ হয় তথাপি নামায ফাসেদ হবে না। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি দাঁতের মধ্য হতে রক্ত বের হয় এবং গিলে ফেলে, তবে যদি মুখ পরিপূর্ণ না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা কাজীখানে এবং খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি মুছল্লি বাইর হতে একতিল পরিমাণ কিছু নিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি কোন মিষ্টান্ন খায় বা গিলে ফেলে তারপরে নামাযে খাড়া হয়, কিন্তু এর মিষ্টান্ন মুখে ছিল এবং ইহাও গিলে ফেলে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি মিশ্রি অথবা চিনি মুখে রাখল, ইহা নামাযের মধ্যে চিবাল বা চিবাল না, কিন্তু নামায পড়ার সময়ে ইহার মিষ্টি গলে গলার মধ্যে যেতে লাগল, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি সুপারী চিবায়, কিন্তু টুকরা হয় না, যদি অনেক চিবায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা ইহা অধিক কাজের মধ্যে বিবেচিত হয়ে যায়। যদি এর মধ্যে কিছু ভেঙ্গে গলার মধ্যে যায় তবে যদি সামান্য হয়, তথাপি নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি এর মধ্যে কিছু ভেঙ্গে গলার মধ্যে যায় তবে যদি সামান্য হয়, তথাপি নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি ইহা না চিবায় এবং থুকের সাথে গলার মধ্যে চলে যায় তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি কোন বরফের টুকরা মুখে দিয়ে গিলে ফেলে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি নামাযের মধ্যে চেরাগের বাতি উঠায়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা কাজীখানের বিবরণ। যদি নামাযের মধ্যে চেরাগের বাতি রাখে, তবে নামায ফাসেদ হয় না। কেননা ইহা সামান্য কাজ। যদি মুখ ভরে বমি করে, তবে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু নামায ফাসেদ হয় না। যদি মুখ ভরে বমি না করে তবে অজু ভঙ্গ হয় না এবং নামাযও ভঙ্গ হয় না। যদি মুখ ভরে বমি করে গিলে ফেলে, কিন্তু ইচ্ছা করলে ইহা ফেলে দিতে পারত, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি মুখ ভরে বমি না করে থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে। ইমাম মুহাম্মাদের মতে সন্দেহ দূর হয়। মুখ ভরে বমি হলে নামায ফাসেদ হবে। যদি নামাযের মধ্যে কিবলার দিকে চলে, তবে যদি লাহেক না হয় এবং মসজিদ হতে বের না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি কিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দেয়, তবে নামায ফাসাদ হয়ে যাবে।

নামাযের মধ্যে রুকু অথবা সিজদাহ বেশি করে ফেললে নামায ফাসেদ হবে না। এ রকমভাবে দুই সিজদাহ হতে বেশি করলে নামায ফাসেদ হবে না। যদি নামায শেষ করার পূর্বে এক রাকাত বেশি পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যখন ইমাম রুকু করে এক সিজদাহ বেশি করল, তখন একব্যক্তি এসে তার সাথে নামাযে শরীক হল, সে রুকু করে দুই সিজদাহ আদায় করলে তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা সে পূর্ণ এক রাকাত পড়ল। অর্থাৎ রুকু এবং সিজদাহ করল, এতে নামায ফাসেদ হয়ে গেল। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি জোহরের নামায পড়ছিল এবং নূতন তাকবীর বলে আছর না নফল নামায শুরু করে দিল, তবে তার প্রথম নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ অন্য নামায শুরু করা হয়েছে এবং তা নফল নামায। যদি নফলের নিয়ত করে থাকে, অথবা আছরের নামায ছাহেবে তারতীবে আরম্ভ করেছিল, যদি ছাহেবে তারতীব না হয়, তথাপি তার নামায বাতিল হবে।

যদি একা নামায শুরু করে এবং তার সাথে অন্য একব্যক্তি ইক্তেদা করে, ইমাম তার কারণে দ্বিতীয়বার নামায শুরু করে, তবে দ্বিতীয়বার শুরু করা ধর্তব্য হবে না। প্রথম বার শুরু করাই ধরতে হবে। কিন্তু ইক্তেদাকারী স্ত্রীলোক হলে দ্বিতীয়বার শুরু করা শুদ্ধ হবে।

যদি জোহরের নামায আরম্ভ করে, পরে তাকবীর বলে কোন ইমামের সাথে জোহরের নামাযের ইক্তেদা করে, তবে প্রথম নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি ঘরে বসে জোহরের নামায পড়ে, পরে ঐ নামাযই জামাতের সাথে আদায় করে, তবে প্রথম নামায বাতিল হবে না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। জোহরের নামায চার রাকাত পড়ে সালাম ফিরালে মনে পড়ল যে, এক সিজদাহ ভুলে গেছে। তারপর খাড়া হয়ে প্রথম হতে নিয়ত করে নামায আরম্ভ করল এবং চার রাকাত পড়ে সালাম ফিরাল তবে তার জোহরের নামায ফাসাদ হয়ে গেল। কেননা দু'বার জোহরের মধ্যে দাখিল হওয়ার নিয়ত তার অযথা হয়েছে। যখন সে এক রাকাত আবার পড়ল, তখন ফরদজ নামায হবার পূর্বে নফল নামায মিলিয়ে ফেলল। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি মাগরিবের দু'রাকাত পড়ে বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে ধারণা হল যে, তার নামায শেষ হয়ে গেছে এবং সালাম ফিরিয়ে খাড়া হয়ে গেল এবং তাকবীর বলে সুন্নাতের মধ্যে দাখিল হবার নিয়ত করল, তবে সে সুন্নাতের সিজদাহ করে থাকুক কিনা থাকুক, মাগরিবের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা সে ফরজ হতে বের হবার পূর্বে

www.nagorikpathagar.org

নফলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যদি মাগরিবের দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে তার স্মরণ হয় যে, নামায শেষ হয়নি এবং ভাবল যে, নামায ফাসেদ হয়ে গেছে, পুনঃ খাড়া হয়ে দ্বিতীয়বার তাকবীর বলে তিন রাকাত পড়ল, তবে যদি এক রাকাতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ বসে, তবে মাগরিবের প্রথম নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। নতুবা শুদ্ধ হবে না। মাগরিবের নামায আরম্ভ করে এক রাকাত পড়ে তার ধারণা হল যে, সে আরম্ভকালীন তাকবীর বলেনি, পুনঃ নামায প্রথম হতে শুরু করল এবং তিন রাকাত পড়ল, তবে তার নামায জায়েয হবে। যদি দুই রাকাত পড়ে ধারণা হয় যে, আরম্ভের তাকবীর বলা হয়নি, অতএব প্রথম হতে আরম্ভ করে তিন রাকাত পড়ল, তবে তার নামায জায়েয হবে না। এ অবস্থা তখন, যখন সে নামায আরম্ভ করে এক রাকাতের পর বৈঠক করেনি, কেননা ইহা দ্বারা সে শেষ বৈঠক ত্যাগ করেছে- ফরজ শেষ হবার আগে নফলে চলে গেছে।

দ্বিতীয় ভাগ

যা নামাযের মধ্যে মাকরূহ হয় ও যা মাকরূহ হয় না

নামাযী নিজের কাপড়, দাড়ি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলা করা অথবা সিজদায় যাবার সময়ে সামুন অথবা পিছন দিয়ে কাপড় উত্তোলন করা মাকরূহ। কাপড় রুকুর মধ্যে শরীরে পেঁচিয়ে না যায়, এ উদ্দেশ্যে গুছিয়ে নিলে দোষ নাই, যদি নামায হতে বের হওয়ার পর অথবা আগে পেশানী হতে মাটি বা ধুলা মুছে, যদি ক্ষতির কারণে বা নামাযে লোকসান হওয়ার কারণে হয়, তাতে দোষ নেই। কোন ক্ষতির কারণ না থাকলে মোছা মাকরূহ। তাশাহহুদ এবং সালামের আগে মোছা মাকরূহ নয়। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। না মোছা উত্তম। নামাযের মধ্যে নিজের পেশানী হতে ঘর্ম মোছায় কোন দোষ নেই।

হুযুরে পাক (সাঃ) হতে প্রমাণ আছে যে, তিনি নামাযের মধ্যে পেশানী হতে ঘাম মুছতেন এবং যখন সিজদাহ হতে খাড়া হতেন, তখন কাপড় ডানে কিংবা বামে ঝাড়তেন। যে কাজ মুফীদ নয়, তা নামাযের মধ্যে করা মাকরূহ। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে নাকে আর্দ্রতা আসলে তার ফোটা যমিনে পড়ার চেয়ে মুছে ফেলা উত্তম। আয়াত এবং সুবহানাল্লাহ হাতে গণনা করা মাকরূহ। ছাহেবাইনের নিকট কোন দোষ হয় না। কেউ কেউ বলেন যে, ইহা ফরজ নামাযের মধ্যে, নফলের মধ্যে নয়। কেউ কেউ বলেন যে, মতভেদ শুধু নফলের মধ্যে, ফরজের মধ্যে সকলের নিকট মাকরূহ। কারও গণনার দরকার হলে ইশারা করে গণনা করবে, প্রকাশ্যে নয়। মাজবুর ব্যক্তি ছাহেবাইনের বর্ণনার ওপর আমল করবে। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে ইশারা করলে মাকরূহ হবে না।

নামাযের বাইরে তাসবীহ গণনা করায় মতভেদ আছে। মুসতাছফীর মধ্যে আছে যে, শুদ্ধ মত অনুযায়ী মাকরূহ নেহ। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। সূরাসমূহ গণনা করা মাকরূহ। কেননা ইহা নামাযের মধ্যের কাজ নয়। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কঙ্কর সরানো মাকরূহ। এর কারণে সিজদাহর অসুবিধা হলে একবার অথবা দুবার দূর করা মাকরূহ নয়। ইহা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল দেওয়া এবং মটকানো মাকরূহ। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। নামাযের বাইরে আঙ্গুল মটকানো অনেকেই মাকরূহ বলেন। ইহা যাহেদীতে উল্লেখ আছে। নিজের চুলের জোড়া মাতার ওপর বাঁধা মাকরূহ। এর পদ্ধতি হল এ যে, নিজের চুলগুলি মাথার ওপর একত্রিত করে কোন কিছু দিয়ে বাঁধা, যেন খুলে না যায়। নামাযের মধ্যে নিজের পাঁজরে হাত রাখা মাকরূহ। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

নামাযের বাইরেও পাঁজরের ওপর হাত রাখা দূষণীয়, ডানে বামে এভাবে দেখা যাতে মুখ কিবলার দিক হতে ফিরে যায়, ইহাও মাকরূহ। শুধু আড় চোখে দেখলে কোন দোষ নেই। ইহা কাজীখানের বিবরণ। আকাশের দিকে

তাকানো মাকরূহ। তাশাহহুদের মধ্যে এবং দুই সিজদাহর মাঝে নিতম্বের ওপর বসা মাকরূহ। ইহা কাজীখানের বিবরণ। নিতম্বের ওপর বসার অর্থ নিজের চোতর মাটিতে বিছিয়ে হাঁটু খাড়া রেখে বসা। ইহা হেদায়া বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এড়ির ওপর বসা, কেউ কেউ বলেন যে, হাঁটু বুকের সাথে মিলিয়ে দু'হাতে মাটিতে ভর দিয়ে বা- ইহা কুকুরের মতো বসার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এ সমস্ত অবস্থায় বসা মাকরূহ। হাত দিয়ে সালামের জওয়াব দেওয়া এবং ওজর ছাড়া চারজানু হয়ে বাস মাকরূহ। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। উভয় বাহু মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া। রুকু হতে মাথা উঠাবার সময়ে হাত জাগান এবং কাপড় ঝুলায়ে রাখা মাকরূহ। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে।

কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া অর্থ নিজের মাথার অথবা দুই কাঁধের ওপর ফেলে দুদিক দিয়ে ঝুলায়ে রাখা। কাবা কাঁধের ওপর ফেলে দুদিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া এবং হাতার মধ্যে হাত প্রবেশ না করান। ইহাকেও কাপড় ঝুলিয়ে রাখার মধ্যে ধরা হয়েছে। উঁচু পশমী টুপী মাথায় দিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু যুদ্ধের মাঠে পরিধান করা মাকরূহ নয়। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

আস্তিন কনুই পর্যন্ত উঠিয়ে রেখে নামায পড়া মাকরূহ, ইহা কাজীখানের ফতোয়া। শরীরে এমনভাবে কাপড় পরিধান করা, যেমন মাথা হতে পা পর্যন্ত ঝুলির মতো হয়ে যায়, কোনদিকই এমন থাকে না যে, হাত বের করবে, এরূপ করা মাকরূহ। অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে। নামাযে নাক-মুখ ঢেকে নেয়া, হাই তোলা মাকরূহ। হাই যথাসাধ্য ফিরাতে চেষ্টা করবে। যদি উঠিয়ে যায়, তবে নিজের হাত বা আস্তিন মু-খের ওপর রেখে দিবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। হাই তোলার সময়ে মুখ বন্ধ না করা মাকরূহ। হাত মুখে রাখ-লে হাতের পিঠ মুখের দিকে রাখবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। খাড়া অবস্থায় হাই আসলে ডানহাত রাখবে এবং বসা অবস্থায় আসলে বাম হাত রাখবে।

অলস্য বা আড়মোড়া দেওয়া, চক্ষু বন্ধ রাখা নামাযের মধ্যে মাকরূহ। পেশাব বা পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। উক্ত প্রাকৃতিক বেগ নামাযের ক্ষতি করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। বদবায়ুর জন্যও ঐরূপ হুকুম। ঐরূপ বেগ নিয়ে নামায পড়তে থাকলে জায়েয আছে তবে কাজটি অপছন্দনীয়। যদি ওয়াক্ত এরূপ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে যে, অজু করতে গেলে ওয়াক্ত চলে যাবে, তবে ঐভাবে নামায পড়ে নিবে। কেননা কাজা করা অপেক্ষা কারাহাতের সাথে আদায় করা উত্তম। নামাযের মধ্যে আস্তিন অথবা পাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করা মাকরূহ। অবশ্য তেমন বেশী না করা হলে নামায ফাসাদ হয় না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক কাশি দেওয়া, গলা খাকরান মাকরূহ। ঐরূপ করতে বাধ্য হলে মাকরূহ হয় না।

নামাযের মধ্যে থুথু ফেলা, রুকু এবং সিজদাহর মধ্যে বিরাম না করা অথবা রুকু ও সিজদাহ এমনভাবে করা যে, পিঠ সোজা হয় না, তবে মাকরূহ হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। এই উঠা ও বসার মধ্যে বিরাম না নেওয়া মাকরূহ। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। একাকী নামাযীর জন্য জামাতের কাতারের মধ্যে খাড়া হওয়া মাকরূহ। কেননা উঠা ও বসায় তাদের বিপরীত করা হবে। জামাতের কাতারে জায়গা থাকলে মুক্তাদীর পিছনে খাড়া হওয়া মাকরূহ। জায়গা না থাকলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মুক্তাদীর পিছনে খাড়া হওয়া মাকরূহ নয়। যদি কাতারের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে নিজের দিকে টেনে নেয় এবং খাড়া হয়ে যায়, তবে উত্তম। ঐ ব্যক্তির এ মাসয়ালা জানা থাকলে নিজের নামায ফাসেদ করবে না। মুছল্লির নিকট কবর থাকলে মাকরূহ হয় না। কেননা যদি নামাযী এবং কবরের মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব থাকে যে ঐ পরিমাণ দূরত্ব হতে মুছল্লির সম্মুখ দিয়ে কোন লোক চলে গেলে নামায মাকরূহ হয় না তবে নামাযের মধ্যে মাকরূহ হবে না। এভাবে এখানেও মাকরূহ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

নামাযের মধ্যে সামনে অথবা ওপরে অথবা ডানে বা বামে অথবা নামাযীর কাপড়ে ছবি থাকলে নামায মাকরূহ হবে। ছবিবিশিষ্ট ফরাশের ওপর নামায পড়লে তদসম্বন্ধে দুরূপ বর্ণনা আছে। শুদ্ধ বর্ণনা হল, ছবির ওপর সিজদাহ না করলে মাকরূহ হবে না। ইহা তখন, যখন ছবিগুলি বড় বড় হবে, প্রকাশ্যভাবে দেখা যাবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি এমন ছোট ছোট হয় যে, খেয়ালের সাথে দৃষ্টি না কলে দেখা যায় না। তবে মাকরূহ হবে না। যদি ছবির মাথা কাটা থাকে, তবে কোন অবস্থায়ই দূষণীয় নয়। মাথা কাটা এভাবে হয় যে, ইহার মাথায় এমনভাবে ছাপ মারা হয়েছে যে, মাথার চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। সবচাইতে বেশি মাকরূহ ছবি নামাযীর সম্মুখে থাকা, তারপর মাথার ওপরে থাকা। সম্মুখে রাখা কোন বালিশে ছবি থাকলে মাকরূহ হবে। যদি ঐ বালিম মাটিতে ফেলান থাকে, তবে মাকরূহ হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। জড়বস্তুর ছবি মাকরূহ হয় না। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে।

ফরজ নামাযে এক সূরা বার বার পাঠ করা মাকরূহ। নফলের মধ্যে দোষ নাই। ইহা কাজীখানের বিবরণ। এক আয়াত বার বার এক নফলের মধ্যে পড়লে দোষ নেই। তবে নফলের ইচ্ছা করে পড়লে মাকরূহ হবে। ওজর অবস্থায় ও ভুলে পড়লে দোষ নেই। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। জুমআর নামাযে সিজদাহবিশিষ্ট সূরা পড়া মাকরূহ। এরকম ঐ সমস্ত নামাযে পড়াও মাকরূহ হবে, যাতে সূরা কিরাত শব্দ করে পড়া হয় না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। সিজদায় যাবার সময়ে হাঁটুর আগে হাত রাখা, সিজদাহ হতে উঠার সময় হাতের আগে হাঁটু উঠান মাকরূহ হবে। অবশ্য ওজর থাকল মাকরূহ হয় না। মুক্তাদীর জন্য রুকু অথবা সিজদাহর মধ্যে ইমামের আগে যাওয়া মাকরূহ। ইমামের আগে সিজদাহ হতে মাথা উঠান মাকরূহ।

বিসমিল্লাহ এবং আমীন শব্দ করে বলা এবং কিরাত রুকুর ভিতরে শেষ করা এবং যা অবস্থা পরিবর্তনের সময় পড়তে হয়, ইহা অবস্থা পরিবর্তন করা শেষ করে পড়া এবং ফরজ নামাযে বিনা ওজরে লাঠিতে ভর দেয়া মাকরূহ। বাচ্চা নিয়ে নামায পড়া জায়েয আছে, তবে মাকরূহ হয়। যদি দেখা-শুনার জন্য কোন লোক না থাকে, খবর নিবার জ্য কেউ না থাকে এবং সে কাঁদে, তবে মাকরূহ হয় না। নামাযের মধ্যে জামা অথবা টুপী খোলা অথবা পরিধান করা অথবা মোজা সামান্য কাজ দ্বারা খোলা মাকরূহ হবে। যদি নিজের পাগড়ী কাঁধ হতে উঠিয়ে অথবা মাটি হতে উঠিয়ে মাথায় রাখে, তবে নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু মাকরূহ হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। পাগড়ীর ওপর সিজদাহ করা মাকরূহ হবে এবং মাকরূহ ঐ সময় হবে, যখন মাটির কাঠিন্যতা অনুভব করতে বাধা না হয়। যদি কাঠিন্যতা অনুভব করতে বাধা হয়, তখন নামাযই জায়েয হবে না।

নিজের মুখমণ্ডলে ধূলি না লাগাবার জন্য নিজের আস্তিন বিছিয়ে সিজদাহ করা মাকরূহ হবে। কাপড়ে এবং পাগড়ীতে মাটি না লাগাবার জন্য বিছালে মাকরূহ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। মাটির ওপর নামায পড়লে এবং মাটির অধিক গরম হতে বাঁচার জন্য সম্মুখে কাপড় বিছিয়ে নিলে, তবে মাকরূহ হবে না। যদি কেউ রহমের আয়াত পাঠ করে রহমত তলব করে, আর দোযখের আয়াত পড়ে দোযখ হতে আশ্রয় এবং মাগফেরাত চায় তবে ফরজ নামাযে এরূপ করা মাকরূহ হবে। ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের জন্য মাকরূহ হবে। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। কোন সময়ে ডানে ও কোন সময়ে বামে ঝুঁকে যাওয়া মাকরূহ হবে।

নামাযের মধ্যে কখনও ডান পায়ে জোর দেওয়া এবং কখনও বাম পায়ে জোর দেওয়া মাকরূহ হবে। অবশ্য ওজর থাকলে মাকরূহ হবে না। এ ভাবে একপায়ে খাড়া হওয়াও মাকরূহ হবে। খাড়া হবার সময়ে পা আগে বাড়ান মাকরূহ। বসার সময়ে ডান অঙ্গের ওপর এবং ওঠার সময়ে বাম অঙ্গের ওপর জোর দেওয়া মুস্তাহাব। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে সুগন্ধি বস্তুর ঘ্রাণ লওয়া মাকরূহ। রুকু, সিজদাহ ও অন্যান্য সময়ে নিজের হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিক হতে ফিরিয়ে রাখা মাকরূহ। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমামের জন্য একা মেহরাবে খাড়া

www.nagorikpathagar.org

হওয়া মাকরূহ। মেহরাবের বাইরে খাড়া হলে বেং সিজদাহ মেহরাবের মধ্যে পড়লে মাকরূহ হবে না। ইমামের পিছনের স্থান সংকীর্ণ হলে মেহরাবের মধ্যে খাড়া হওয়া মাকরূহ হবে না।

যদি ইমাম উঁচ তাকের ওপর খাড়া হয় অথবা মুক্তাদীরা তাকের ওপর থাকে এবং ইমাম একা নীচে থাকে, তবে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী মাকরূহ হবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কিছুসংখ্যক মুক্তাদী ইমামের সাথে থাকলে মাকরূহ হবে না। ইহা ঐ তাকের হুকুম, যার উচ্চতা মানুষ পরিমাণ। এর চেয়ে কম উচ্চতায় কোন ক্ষতি হবে না। ইহা তাহাবীতে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, তাক আনুমানিক একগজ উঁচু হওয়া দরকার। ইহা সোতরার ওপর কিয়াস করে বলা হয়েছে। কা'বাগৃহের ছাদের ওপর নামায পড়া মাকরূহ হবে। কেননা এর তাজীমের খেলাফ হয়, কোন ব্যক্তির জন্য মসজিদে নামাযের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে লওয়া মাকরূহ। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তির সম্মুখের দিকে নামায পড়া মাকরূহ। ইহা মা'দানে উল্লেখ আছে। মাঝখানে একটি লোক থাকল ও তার পিঠ নামাযীর দিকে থাকলে মাকরূহ হবে না। নামাযীর দিকে মুখ ফিরান মাকরূহ। চাই প্রথম কাতার হউক কিংবা শেষ কাতারে থাকুক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেতেরের নামাযের মাসায়েল

বেতেরের নামায সম্বন্ধে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে তিনটি বর্ণনা আছে। এক বর্ণনায় এটি ফরজ বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়েছে। তৃতীয় বর্ণনায় তিনি একে ওয়াজিব বলে মন্তব্য করেছেন। এ তৃতীয় বর্ণনাটিই তাঁর শেষ মত। ইহাই বিশুদ্ধ। যদি বেতের ইশার অধীন সুন্নাত হত, তবে শেষ রাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ হত। যেমন ইশার সুন্নাত আদায় করতে ঐ পর্যন্ত দেরি করা মাকরূহ। যার দাঁড়াবার সামর্থ্য আছে, তার বসে বেতের পড়া এবং বিনা ওজরে সওয়ারীর ওপর বসে বেতের পড়া নাজায়েয। যদি ভুলবশতঃ বা জেনে বেতের ছেড়ে দেয়, তবে অনেকদিন হয়ে গেলেও কাজা করা ওয়াজিব। নিয়ত ছাড়া বেতের নামায পড়া নাজায়েয। বেতের কাজা পড়লে দোয়া কুনুত পড়তে হবে। বেতের নামায তিন রাকাত পড়তে হবে। এর মধ্যে সালাম ফিরিয়ে রাকাত পৃথক করবে না। শুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজিব। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় রাকাতে যখন কিরাত পড়ে শেষ করবে, তখন তাকবীরে তাহরীমা বলে কান পর্যন্ত দুইহাত উঠাবে এবং সমস্ত বৎসর রুকুর আগে কুনুত পড়বে এবং কুনুতের মধ্যে খাড়া থাকার পরিমাণ হল, সূরা ইনশাক্কাত পরিমাণ করবে। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। কুনুতের মধ্যে বেঁধে রাখবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম ও জামাতের পক্ষে কুনুত চুপে চুপে পড়া আবশ্যক। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছ। যে ব্যক্তি একা বেতের পড়বে, সেও চুপে চুপে পড়বে। কুনুতের দোয়া নির্দিষ্ট নাই। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। কিন্তু উত্তম হল, এ দোয়া পড়বে, "আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ....." যে ব্যক্তি কুনুত ভালভাবে পড়তে পারবে না, সে "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ...." শেষ পর্যন্ত পড়বে। যদি কুনূত পড়তে ভুলে যায় এবং রুকুর মধ্যে স্মরণ হয়, তবে রুকুর মধ্যে কুনুত পড়বে না। পুনঃ খাড়াও হবে না। যদি পুনঃ খাড়া হয় এবং কুনুত পড়ে, রুকু না করে তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। কিন্তু রুকু হতে মাথা উঠাবার পর স্মরণ হল যে, কুনুত ভুলে গিয়েছে তবে সম্মিলিত মতে হুকুম হল যে, যা ভুলে গেছে তা পড়ে নিবে। যদি আলহামদুর পর কুনূত পড়ে রুকু করে, সূরা ত্যাগ করে, পরে রুকুর মধ্যে স্মরণ হয়, তবে মাথা উঠিয়ে সূরা পড়বে এবং কুনূত ও রুকু পুনঃ আদায় করবে এবং সাহু সিজদাও করবে। যদি

www.nagorikpathagar.org

আলহামদু ছেড়ে দিয়ে থাকে, তবে আলহামদুর সাথে সূরা এবং কুনূত পুনঃ আদায় করবে। রুকুও দ্বিতীয়বার করবে। যদি রুকু দ্বিতীয়বার না করে, তবে নামায জায়েয হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

ইমামের যদি রুকুর মধ্যে স্মরণ হয় যে, সে কুনূত পড়ে নাই, তবে তাকে পুনঃ দাঁড়াবার দিকে না যাওয়া চাই। যদি দাঁড়ায়ে কুনূত পড়ে নেয়, তবে রুকু পুনঃ করা উচিত নয়। যদি সে রুকুও পুনঃ আরম্ভ করে, জামাতের লোকেরা তার প্রথম রুকু অনুসরণ করেনি, দ্বিতীয় রুকুতে অনুসরণ করছে অথবা প্রথম রুকুতে অনুসরণ করছে দ্বিতীয় রুকুতে অনুসরণ করেনি, তবে তাদের নামায ফাসেদ হবে না। কুনূতের মধ্যে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম মুক্তাদীর কুনূত শেষ হবার পূর্বে রুকু করলে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম কুনূত না পড়ে রুকু করলে এবং মুক্তাদীরা এখন পর্যন্ত কুনুত না পড়ে থাকলে রুকু চলে যাওয়ার ভয় হয়, তবে রুকু করবে। ভয় না থাকলে কুনুত পড়বে এবং রুকু করবে। যদি বেতেরের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, সে প্রথম রাকাতে আছে অথবা দ্বিতীয় রাকাতে কিংবা তৃতীয় রাকাতে আছে, তবে যে রাকাতে আছে, সেই রাকাতেই কুনূত পড়বে। পরে বসবে, আবার খাড়া হয়ে দু রাকাত দুই বৈঠকে আদায় করবে এবং উভয় রাকাতেই সন্দেহ দূর করার জন্য কুনুত পড়বে। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী কোন রাকাতে কুনুত পড়বে না। প্রথম বর্ণনা শুদ্ধতর, কেনান কুনূত পড়া ওয়াজিব। যে বস্তু ওয়াজিব হওয়া ও বিদয়াত হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, তা সন্দেহ দূরীকরণার্থে আদায় করা উচিত। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। মাসবুকের ইমামের সাথে কুনূত পড়া উচিত। এভাবে ইমামের সাথে কুনূত পড়ে নিলে পরে নিজের কাজা নামায আদায়ের সময় আর কুনূত পড়বে না।

তৃতীয় রাকাতের রুকুতে শরীক হলে এবং ইমামের সাথে কুনূত না পড়ে থাকলে নিজের বাকি নামাযে কুনুত পড়বে না। বেতের ছাড়া অন্য নামায কুনুত পড়বে না। যদি বেতের এমন কোন ব্যক্তির পিছনে পড়ে, যে রুকুর পর খাড়া হওয়ার মধ্যে কুনুত পড়ে এবং মুক্তাদীরা ঐ মাযহাবভুক্ত নয়, তবে তার অনুসরণ করবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম ফজরের নামাযে কুনুত পড়ল মুক্তাদী তার সাথে চুপ থাকবে, ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নফল নামাযসমূহের মাসায়েল

ফজরের ফরজ নামাযের আগে এবং জোহর, মাগরিব ও ইশার ফরজ নামাযের পরে দুই রাকাত করে সুন্নাত আছে। জোহর এবং জুমুআর ফরজের পরে চার রাকাত করে সুন্নাত আছে। আমাদের মাযহাবে চার রাকাত এক সালামে পড়তে হয়। দুই সালামে পড়লে সুন্নাতের মধ্যে বিবেচিত হবে না। সর্বাপেক্ষা বেশি তাকীদ এসেছে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের ওপর, তারপর জোহরের ফরজের পরের সুন্নাত, তারপর ইশার ফরজের পরের দুরাকাত সুন্নাত এবং জোহরের ফরজের আগের চার রাকাত সুন্নাতের ওপর। আলিমের কাছে লোকের যখন ফতোয়ার জন্য ভীর থাকে, তখন আলিমের সকল সুন্নাত তরক করা জায়েয আছে। কেননা লোকের জন্য তার ফতোয়ার জন্য ভীড় থাকে, তখন আলিমের সকল সুন্নাত তরক করা জায়েয আছে। কেননা লোকের জন্য তার ফতোয়ার আবশ্যক আছে। কিন্তু ফজরের সুন্নাত তরক করতে পারবে না।

কারও ফজরের সুন্নাত পড়ে ধারণা হল যে, এখনও রাত বাকি আছে, পরে প্রকাশ পেল যে, ফজর হয়ে গেছে। তবে মুতায়াখখিরীন ওলামাদের নিকট ফজরের সুন্নাত আদদায় হয়ে গেছে। খাড়া হয়ে পড়তে সামর্থবান ব্যক্তির বসে ফজরের সুন্নাত নামায পড়া জায়েয হবে না। এ জন্য ফকিহগণের মতে ফজরের সুন্নাত নামায ওয়াজিবের নিকটবর্তী। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

ফজরের সুন্নাত ওজর ছাড়া সওয়ারীর ওপর পড়া জায়েয নয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। সুন্নাত এ যে, ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়বে। ঐ সুন্নাত প্রথম ওয়াক্তে ঘরে পড়বে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে সুন্নাত পড়া নাজায়েয। তবে যদি সুন্নাত আরম্ভ করতেই ফজর উদিত হলে জায়েয হবে। উদয়ের মধ্যে সন্দেহ হলে জায়েয হবে না। ফজর উদিত হবার পর দুবার সুন্নাত পড়লে শেষে আদায়কৃত নামাযকেই সুন্নাত ধরতে হবে। কেননা ইহা ফরজ নামাযের নিকটবর্তী। সুন্নাত ফরজের সাথে মিলানো থাকা চাই। সুন্নাত নিজের ওয়াক্ত হতে বলে গেলে এর কাজা করতে হবে না। কিন্তু ফজরের সুন্নাত এর ফরজের সাথে চলে গেলে সূর্য উদয়ের পর যাওয়ালের পুর্বে কাজা করবে। তারপর কাজা করার অবশ্যক নাই। যদি ফরজ ছাড়া কাজা হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে কাজা করবে।

জোহরের চার রাকাত সুন্নাত ছুটে গেলে যেমন ইমামের সাথে জামাতে শরীক হওয়ায় সুন্নাত নামায পড়া বাকি থেকে গেলে সমস্ত ফকীহদের মতে ফরজ ফারেগ হবার পর ওয়াক্তের মধ্যে ইহা পড়ে নিবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জোহরের পরে দুই রাকাত সুন্নাতের পরে পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে উক্ত চার রাকাত দুই রাকাতরে আগে পড়বে এবং এর ওপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। কেউ কেউ বলেন যে, যদি একা একা নামায পড়ে, তবে ফজর এবং জোহরের সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ায় কোন দোষ.নেই। কেউ কেউ বলেন যে, কোন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া জায়েয নেই, যদি কেউ ছেড়ে দেয় এবং সুন্নাতের মর্যাদা না বুঝে, তবে কাফের হবে। কেননা সে সুন্নাতকে হালকা মনে করে ছেড়ে দিয়েছে। যদি সে সুন্নাতের মর্যাদা বুঝে থাকে তবে গুনাহগার হবে। যদি জোহরের চার রাকাত নামাযের মধ্যে বৈঠক না দিয়ে আদায় করে, তবে জায়েয হবে।

চাশতের নামায পড়া মুস্তাহাব। কমপক্ষে দুই রাকাত এবং বেশির পক্ষে বার রাকাত পড়বে। এর ওয়াক্ত সূর্য উচ্চে উঠার পর হতে যাওয়াল পর্যন্ত। তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাহিয়্যাতুল অজু, ইস্তেকারাহ এবং হাজতের নামায দুই রাকাত করে মুস্তাহাব। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া মুস্তাহাব। হুযরে পাক (সাঃ)-এর তাহাজ্জুদ আট রাকাত ছিল, কমপক্ষ দুই রাকাত। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। নির্দিষ্ট না করে নফল নামায প্রত্যেক ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। দিনের নফল নামায এক সালামে চার রাকাতের বেশি পড়া এবং রাতের নফল নামায এক সালমে আট রাকাতের বেশি পড়া মাকরূহ। উত্তম হল, চার রাকাত করে পড়া, কেননা এর মধ্যে বেশি সময়ে তাহরিমার মধ্যে থাকা হয়। অতএব এর মধ্যে কষ্টও বেশি হবে এবং ফজীলতও বেশি মিলবে। কেউ এক সালামে চার রাকাত পড়ার মানত করে দুই সালামে চার রাকাত পড়লে মানত আদায় হবে। কেউ দু সালামে চার রাকাত পড়ার মানত করে উহা এক সালামে আদায় করলে মানত আদায় হবে।

সুন্নাত এবং নফল নামায নিজের ঘরে পড়া উত্তম। কেননা হুযরে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, পুরুষের (সুন্নাত) নামায ঘরেই উত্তম। কিন্তু ফরজ নামায মসজিদে পড়া উত্তম। যদি ইমাম মসজিদের মধ্যে জামাত পড়তে থাকে, তবে মসজিদের দরজার নিকট সুন্নাত পড়বে। মসজিদের বারান্দা থাকলে মসজিদের মধ্যে জামাত চলাকালে সুন্নাত বারান্দায় পড়বে। আর বারান্দায় জমাত হতে থাকলে মসজিদের ভিতরে সুন্নাত পড়বে। মসজিদ একই হলে খাম্বার আড়ালে পড়তে পারে। ফরজ নামাযের জামাতের কাতারের সাথে মেলে সুন্নাত পড়া শক্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। এসব অবস্থা, যখন ইমাম জামাত পড়তে থাকবে। ইমাম জামাত শুরু করার আগে মসজিদের যথায় বসে ইচ্ছা পড়তে পারে। যে সুন্নাত ফরজের বাদেই পড়তে হয়, তা ফরজ পড়ার স্থানে বসেই পড়বে। মুস্তাহাব এ যে, এক পা পিছিয়ে

www.nagorikpathagar.org

যাবে, ইমাম নিজের স্থান হতে অবশ্যই সরে যাবে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। জোহরের আগে এবং জুমুআর আগে ও পরে যে চার রাকাত সুন্নাত পড়তে হয়, এর মধ্যে প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়বে না। ইহা যাহেদীতে বর্ণিত আছে।

নফল নামাযের চার রাকাতের মধ্যে প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়বে এবং তৃতীয় রাকাতে ছানা পড়বে। ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত এবং জোহরের চার রাকাত সুন্নাত পড়ে ক্রয়-বিক্রয় করলে অথবা পানাহার করলে সুন্নাত পুনঃ পড়তে হবে। কিন্তু এক লোকমা আহার বা একবার পান করলে সুন্নাত বাতিল হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। ফরজের পর কথা বললে কোন কোন ফকীহের মতে সুন্নাত বাতিল হয়ে যায়। আর কারও কারও মতে বাতিল হয় না, কিন্তু ছওয়াব কমে যায়।

নফলের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা মিলাতে হয়। যদি এক বা দুই রাকাতে কিরাত ছেড়ে দেয়, তবে ঐ দুই রাকাত বাতিল হয়ে যায়। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি কোন রাকাতর উল্লেখ না করে শুধু নফল নামাযের নিয়ত করে তবে দুই রাকাতের বেশি পড়া প্রয়োজন নয়। চার রাকাতের নিয়ত করলে তার মধ্যে মতভেদ আছে। চার রাকাত নফলের নিয়ত করে যখন নামায আরম্ভ করে, তখন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে তার দুই রাকাত নামায আরম্ভ হয়।

যে ব্যক্তি চার রাকাত নফল পড়ল এবং ইচ্ছা করে মধ্যের বৈঠক ছেড়ে দিল, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তার নামায ফাসেদ হবে না। কিয়াস অনুযায়ী ফাসেদ হয় এবং তাই হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত। যদি তিন রাকাত নফল পড়ে এবং দুই রাকাতের বৈঠক না দেয়, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি ছয় রাকাত অথবা আট রাকাত এবং বৈঠকে পড়ে, তবে তাতে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে না। যদি কোন নফল নামাযের প্রথম বৈঠক না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে বসার দিকে ফিরে যাবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে বসতে যাবে না। শেষে সাহু সিজদাহ করবে।

যদি অজু ছাড়া অথবা নাপাক কাপড়ে নফল নামায শুরু করে দেয়, তবে নামাযে দাখেলই হল না। অতএব যখন আরম্ভ শুদ্ধ হল না, কাজা আবশ্যক করবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। খাড়া হয়ে নামায পড়তে সামর্থ্যবান ব্যক্তির বসে নফল নামায পড়া জায়েয আছে। ইহা শরহে মাজমাউল বাহারে বর্ণিত আছে। নফল নামায দাঁড়ায়ে পড়তে শুরু করে পরে ওজর ছাড়াই বসে পড়তে ইচ্ছা করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। দাঁড়ায়ে নফল নামায শুরু করে পরে ক্লান্ত হয়ে লাঠি অথবা দেয়ালের ওপর ভর দেয়ায় কোন দোষ হবে না। ওজর ব্যতীত নফল নামায ইশারায় পড়া নাজায়েয।

যদি নফল নামায শুরু করে ছেড়ে দেয়, এমনভাবে যে, তাহরীমা হতে বের হয়ে যায়। যেমন অজু ভঙ্গ হয়ে গেছে। তবে অন্য দুই রাকাত এর ওপর ভিত্তি করা জায়েয হবে না। যদি এভাবে ফাসেদ করে থাকে যে, তাহরীমা হতে বের হয়নি। যেমন কিরাত পড়া ছেড়ে দিয়েছে, তবে অন্য দু রাকাত এর ওপর ভিত্তি করা জায়েয আছে।

যদি ফরজ অথবা নফল নামায বসে পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়ার শক্তি রাখে না, তবে কিরাত পড়ার সময়ে দুহাত দুই হাঁটুর বামে রাখতে পারে অথবা চারজানু বসতে পারে। কিন্তু তাশাহহুদের বসাই উত্তম। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি নফল নামায সামান্য বসে বাদবাকী দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে সকলের মতেই জায়েয হবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি চার রাকাতের নিয়ত না করে এবং দু রকাতের পর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং তার স্মরণ এসে যায় যে, বসা হয়নি, তবে সকলের নিকট হুকুম এ যে, বসার দিকে চলে যাবে। না বসলে নফল নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। চার রাকাতের নিয়ত করে প্রথম দু রাকাতের পর বসে সালাম ফিরিয়ে নিলে অথবা কথা বললে তার ওপর কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তার দুরাকাত কাজা করতে হবে, যদি চার রাকাত নফলের নিয়ত করে। যদি কোন রাকাতে কিরাত না পড়ে থাকে, অথবা শেষের দুরাকাতের এক রাকাতের মধ্যে শুধু কিরাত পড়ে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে তার প্রথম দুরাকাত কাজা করতে হবে। যদি প্রথম দুরাকাতের এক রাকাতে কিরাত পড়ে থাকে, আর কোন রাকাতে কিরাত না পড়ে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে চার রাকাতের কাজা করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে প্রথম দুরাকাত কাজা করতে হবে।

কোন ব্যক্তি জোহরের নামায পড়তেছিল, অন্য এক ব্যক্তি বলল, আমি এর পিছনে নামায পড়ার মানত করেছি, পরে মনে হল যে, জোহরের নামায সে পড়েনি। তাই তার সাথে জোহরের নিয়ত করে দাখেল হয়ে গেল, তবে তার জোহরের নামায হয়ে যাবে বেং কোন কাজা করতে হবে ন। কোনো ব্যক্তি চার রাকাত নফল নামায পড়ে পঞ্চম রাকাতে খাড়া হয়ে গেল, অন্য এক ব্যক্তি এসে পঞ্চম রাকাতে তার ইক্তেদা করল, ইমাম পরে নামায ফাসেদ করে দিল, তবে মুক্তাদী ছয় রাকাতের কাজা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি দুরাকাত পড়ে থাকে, এ সময় এক ব্যক্তি তার পিছনে ইক্তেদা করল। পরে মুক্তাদীর তাকবীর ছুটে গেল এবং অজু করতে চলে গেল। এর পর ইমাম তিন রাকাত পড়ল এবং মুক্তাদী কথা বলে ফেলল। ইমাম ছয় রাকাত পড়ে নামায শেষ কলে ফেলল, তখন মুক্তাদীর চার রাকাতের কাজা করবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

তারাবীহ নামাযের মাসায়েল

পাঁচ তারাবীহ হতে পারে, প্রত্যেক তারাবীহ চার রাকাত দুই সালামে হবে। যদি জামাতের সাথে পাঁচ তারাবীহর বেশি করে, তবে মাকরূহ হবে। শুদ্ধ মতে তারাবীহ নামাযের ওয়াক্ত হল ইশার পরে বেতেরের আগে, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। যদি প্রকাশ পায় যে, ইশা বিনা অজুতে পড়েছিল এবং তারাবীহ ও বেতের অজুর সাথে পড়ল, তবে ইশার সাথে তারাবীহ নামায পুনঃ পড়তে হবে। বেতের পুনঃ পড়তে হবে না। কেননা তারাবীহ ইশার অধীন। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মত। বেতের ইশার অধীন নয়। ইশার নামায বেতের আগে পড়া তারতীবের জন্য ওয়াজিব। ভুলে গেলে তারতীব বাতিল হয়ে যায়। যদি ভুল করে বেতের ইশার আগে পড়ে, তবে শুদ্ধ হবে না। কেননা ইশার নামায আদায় করার পর তারাবীহ নামাযের ওয়াক্ত হয়। অতএব ইশার আগে পড়া নামাযের কোন মূল্য হবে না। ছাহেবাইনের মতে তারাবীহর মতো বেতেরও ইশার অধীন। অতএব ইশার নামায আদায় করার পর এর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ভুলেও ইশার আগে বেতের পড়লে তারাবীহর মতো ছাহেবাইনের মতে ইহা পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব হবে। সারমর্ম হল, বেতের পুনঃ আদায় করার মধ্যে মতভেদ আছে এবং তারাবীহ ও ইশার সুন্নাতের মধ্যে যদি ওয়াক্ত বাকি থাকে, তবে সকলেই একমত আছে। দুই তারাবীহের মধ্যে এক তারাবী পরিমাণ বসা, এ রকমভাবে পাঁচ তারাবীহের মধ্যে বেতেরে বসা মুস্তাহাব।

যদি ইমাম মনে করে যে, পাঁচ তারাবীহ এবং বেতেরের মধ্যে বসলে জামাতের লোকের কষ্ট হবে, তবে বসবে না। ইহা সিরাজিয়ায় উল্লেখ আছে। বসার মধ্যে লোকের ইচ্ছা তাসবীহ পড়ুক, কিনা পড়ুক। মক্কার লোক সাতবার তাওয়াফ করে নেয় এবং দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়। মদীনার লোক অন্য চার রাকাত পড়ে নেয়। ইহা তাবিয়্যীনে

www.nagorikpathagar.org

বর্ণিত আছে। পাঁচ সালামের বাদে আরাম লওয়া মাকরূহ। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। তারাবীহ নামায রাতের তিন ভাগের একভাগ অথবা অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরি করা মুস্তাহাব। অর্ধ রাতের পর আদায় করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত হল, মাকরূহ হবে না। তারাবীহর নামায হুজুরে পাক (সাঃ)-এর সুন্নাত। কেউ কেউ বলেন, যে, ইহা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সুন্নাত। প্রথমোক্ত মতই শুদ্ধ।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই জন্য তারাবীহ সুন্নাত। ইহা যাহেদীতে বর্ণিত আছে। আমাদের নিকট মূলতঃ তারাবীহ সুন্নাত। কারও কারও মতে ইহা মুস্তাহাব। তারাবীহর জামাত সুন্নাতে কেফায়া। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। তারাবীহ জামাত ছাড়া পড়লে এবং স্ত্রীলোকগণ পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের ঘরে বসে পড়লে তারাবীহ আদায় হয়ে যাবে। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে। মসজিদের সখল মুছল্লি তারাবীহর জামাত ছেড়ে একাকি ঘরে বসে পড়লে সে ফযীলত ছেড়ে দিল। এতে কোনরূপ গুনাহ বা সুন্নাত ছেড়ে দেয়া হবে না। যদি কোন ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হয় যে, লোকগণ তার ইক্তিদা করে এবং সে আসলে জামাত বড় হয়, না আসলে জামাত ছোট হয়, তবে তার জামাত ছাড়া উচিত নয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

নিজের ঘরে তারাবীহ জামাত করে পড়ার ব্যাপারে মাশায়েখদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত এই যে, ঘরে জামাত করে পড়লেও ফযীলত আছে এবং মসজিদে অন্য প্রকার ফযীলত আছে। অতএব ঘরে জামাতের সাথে তারাবীহ আদায় করলে ফযীলত পাবে, কিন্তু অন্য ফযীলত ছুটে যাবে। শুদ্ধ রায় হল যে, তারাবীহ মসজিদে জামাতের সাথে পড়া উত্তম। ফরজ নাযেরও এরূপ হুকুম। ফকীহ এবং কারী হলে উত্তম এ যে, নিজে কিরাত পড়ে তারাবীহ পড়বে। অন্যের ইক্তেদা করবে না, ইহা কাজীখানের ফতোয়া। নিজ মহল্লার মসজিদের ইমামের কিরাতে ভুল থাকলে ঐ মসজিদ ছেড়ে অন্য জায়গায় তারাবীহের জামাত তালাস করায় কোন ক্ষতি নেই। এ হুকুম তখন হবে, যখন অন্য মসজিদের ইমাম কিরাত শুদ্ধ এবং সুন্দর করে পড়বে। ইহা দ্বারা একটি বিষয় প্রকাশ পায় যে, যদি নিজ মহল্লার মসজিদে তারাবীহতে কোরআন খতম না হয়, তবে অন্য মসজিদে কোরআন খতম তালাশ করা যায়। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। জামাতী লোকদের তারাবীহ জামাতে সুন্দর লিহানের ইমাম নিয়োগ না করে শুধু পাঠকারীকে ইমাম নিয়োগ করবে। কেননা ইমামের সুন্দর আওয়াজ ও ইলহানের সাথে কিরাত পাঠ নামাযে হুযুরে কলব এবং একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়।

বেতেরের নামায জামাতের সাথে শুধু রমজান মাসে পড়বে। এতেই সব মুসলিম একমত। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। রমজানে বেতের নামায ঘরে পড়া অপেক্ষা জামাতের সাথে পড়া উত্তম। কারও করও মতে বেতের নামায ঘরে একাকী পড়া ভাল। ইহাই পছন্দনীয় মত। কোন ব্যক্তিকে ঘয়ে তারাবীহর নামায জামাতে পড়বার জন্য বেতরের বিনিময়ে নিয়োগ করা মাকরূহ। কেননা ইমাম বেতন দিয়ে ঠিক করা জায়েয নেই। একই মসজিদে দুবার তারাবীহ জামাত করা মাকরূহ। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। কোন ইমামের দুই মসজিদে পূর্ণ তারাবীহর জামাত পড়ানো নাজায়েয।

মুক্তাদীর দুই মসজিদে তারাবীহর জামাত পড়লে কোন দোষ নেই। তবে দ্বিতীয় মসজিদে বেতের পড়বে না। যদি কোন মসজিদে তারাবীহর জামাত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে লোকগণ তারাবীহ পড়তে চাইলে পৃথক পৃথকভাবে পড়বে। যদি কেউ নিজের ঘরে ইশা, তারাবীহ, বেতের নামায পড়ে নেয়, তারপর অন্য লোকের তারাবীহর জামাতে তার ইমামতী করা মাকরূহ। কিন্তু জামাতী লোকদের মাকরূহ হবে না। যদি প্রথমে নিয়ত না করে থাকে, নামায শুরু করার পর অন্য লোক তার পিছনে তারাবীহের ইক্তিদা করে, তবে কারও জন্য মাকরূহ হবে না। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

একজন ইমামেরই পুরা তারাবীহ পড়া উত্তম। দুই ইমামে পড়ালে প্রত্যেক ইমামেরই তারাবীহ পূর্ণ করা উত্তম। যখন দুই ইমামের পিছনে তারাবীহ জায়েয আছে, তখন ইহাও জায়েয যে, ফরজ এক ব্যক্তি পড়াবে এবং তারাবীহ অন্য ব্যক্তি পড়াবে। হযরত ওমর (রাঃ) ফরজ এবং বেতেরে ইমামতী করতেন এবং উবাই ইবনে কা'ব তারাবীহর নামায ইমামতী করতেন। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। বুদ্ধিসম্পন্ন বালকের তারাবীহ নামায এবং বিশেষত্বহীন নফল নামাযের ইমামতী করা কোন কোন ইমামের মতে জায়েয আছে। কিন্তু অধিকাংশের মতে জায়েয নেই। ইহা মুহ-ীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। তারাবীহ ছুটে গেলে তার কাজা করতে হবে না। ইহাই শুদ্ধ মত। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

যদি স্মরণ হয় যে, গত রাতে দু'রাকাত ফাসেদ হয়ে গেছে, তবে তা তারাবীহর নিয়তে কাজা করলে মাকরূহ হবে। দু'রাকাত ছুটে যাবার কথা বেতের পড়ার পর মনে হলে, মুহাম্মদ ইবনে ফজলের মতে তা জামাতে পড়বে না। ছদরে শোহাদা বলেন যে, ইহা জামাতের সাথে আদায় করবে। এটি সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। ইহা সালাম ফিরিয়ে ফেলার পর যদি জামাতের কেউ কেউ বলে যে, তিন রাকাত পড়া হয়েছে, কেউ কেউ বলে যে দু'রাকাত পড়া হয়েছে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-রে মতে ইমাম নিজ রায় অনুযায়ী কাজা করবে। যদি ইমামের কোন কথার বিশ্বাস না থাকে, তবে ইমাম তাদের কথা গ্রহণ করবে, যাদিগের কথা সত্য বলে মনে করবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ। যদি সালামের গণনায় সন্দেহ হয়, তবে সেখানে মাশায়েখদের মতভেদ আছে যে, পুনঃ আদায় করবে, কি করবে না, জামাতের সাথে করবে, কি একা একা করবে। শুদ্ধ মত হল, পৃথক পৃথকভাবে পুনঃ আদায় করবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

কোন ব্যক্তির ইশার নামায একাকী পড়ে তারাবীহর নামায জামাতের সাথে পড়া জায়েয আছে। কিন্তু সকল লোকের ইশার জামাত ছেড়ে; তারাবীহর নামায জামাতের সাথে পড়া জায়েয নেই। যদি কেউ সামান্য তারাবীহ এক ইমামের সাথে পড়ে থাকে, অথবা কিছু তারাবীহ ইমামের সাথে পড়েছে, তবে তার বেতের ঐ ইমামের সাথে পড়া জায়েয আছে। ইহা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তির এক তারাবীহ বা দুই তারাবীহ ছুটে গেছে, যদি তা পড়তে লিপ্ত হয়, তবে বেতের নামায চলে যাবে, তখন সে বেতের জামাতের সাথে পড়ে নিবে, পরে ঐ ছুটে যাওয়া তারাবীহের প্রত্যেক দু'রাকাতে নিয়তের দরকার নেই। কেননা এর সমস্ত নিয়ত এক নামাযের মতো। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

তারাবীহের মধ্যে একবার কোরআন খতম করা সুন্নাত। মুক্তাদীদের আলেস্যের দুরুন ইহা ছেড়ে দিবে না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। তাশাহহুদের পরের দোয়া জামাতীদের জন্য ক্লেশকর হলে ইহা ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু দুরূদ ছাড়বে না। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। দুবার কোরআন খতম করার মধ্যে ফযীলত আছে। তিনবার খতম করা অতি উত্তম। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। তারাবীহ উভয় কিরাত সমান সমান পড়বে। কম-বেশি হলে ক্ষতির কারণ নেই। প্রথম রাকাতের ওপর বৃদ্ধি করলে কোন দোষ নেই। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে উভয় রাকাতেই সমান কিরাত পড়া মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা বেশি কিরাত পড়বে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। কিরাত পাঠ ও আরকান আদায়ে খুব বেশি তাড়াতাড়ি করা মাকরূহ।

আমাদের যমানায় এমনভাবে কিরাত পড়বে, যাতে জামাতের লোকেরা নিজেদের আলস্যের কারণ বেজার না হয়ে পড়ে, কেননা জামাতে লোক বেশি হওয়া কিরাত বেশি পড়া অপেক্ষা উত্তম। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। আমাদের যমানায় আলেমগণ প্রদত্ত ফতোয়া এ যে, প্রত্যেক রাকাতে এক বড় আয়াত অথবা তিন ছোট আয়াত

www.nagorikpathagar.org

পড়বে। তাতে মুক্তাদীগণ অসন্তুষ্ট হবে না এবং মসজিদ খালি থাকবে না। ইহা যাহেদীতে বর্ণিত আছে। কোরআন খতমের ইচ্ছা করলে ২৭ শে রাতে করবে। কোরআন খতমে তাড়াতাড়ি করে ২১ শে রাতে বা তার আগে খতম করা মাকরূহ হবে। মাশায়েখে কিরামগণ সমস্ত কোরআনকে পাঁচশত চল্লিশ রুকু বিশিষ্ট করে দিয়েছেন এবং কোরআনের মধ্যে এর চিহ্ন করে দিয়েছেন- যেন কোরআনে পাক ২৭শে রাতের খতম হয়ে যায়।

অন্যান্য দেশে কোরআনের মধ্যে দশ দশ আয়াতে চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বেং একে রুকু করে দেওয়া হয়েছে। ইহা দ্বারা তারাবীহর প্রত্যেক রাকাতে সুন্নাত পরিমাণ আয়াত পড়া যাবে। যদি উনিশ বা একুশের রাতে শেষ হয়ে যায়, তবে বাকি দ্রিনগুলিতে তারাবীহ ছেড়ে দিবে না। কেননা তারাবীহ সুন্নাত। ইহা ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। তারাবীহর নামাযে কিরাত ভুল হলে এবং কোন সূরা বা আয়াত বাদ দিয়ে তার পরের সূরা বা আয়াত পড়া হলে মুস্তাহাব হল, বাদকৃত সূরা বা আয়াত পড়ে পুনঃ ঐ পঠিত বস্তু দ্বিতীয়বার পড়বে। তবে তারতীব ঠিক থাকবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ। যদি দু'রাকাতের মধ্যে কিছু আয়াত পড়া হয়ে থাকে, পরে দু'রাকাত ফাসেদ হয়ে যায়, তবে ঐ দু'রাকাতের কিরাত গণনা করা যাবে না এবং ঐ দু'রাকাতের কিরাত আবার পড়বে। তা হলে শুদ্ধ খতম নামাযের মধ্যে আদায় হবে। কারও কারও মত ঐ কিরাতও গণনা করতে হভে। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

কোন কোন স্থানে লোকগন খতম ছেড়ে দিয়েছে, কেননা দিনের বেলা কাজের দরুন শ্রান্তি এসে গেছে। এদাদের মধ্যে কেহ কেহ তারাবীহর প্রত্যেক রাকাতে সুরা ইখলাছ পাঠ করা পছন্দ করে নিয়েছে এবং কেউ কেউ সূরা ফীল হতে কোরআনের শেষ পছন্দ করে নিয়েছে। এ দুই রীতির শেষোক্ত রীতি উত্তম। কেননা রাকাতের গণনার মধ্যে ভুল হতে পারে না এবং ইহা স্মরণ রাখতে মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় না। ইহা তানজীসে বর্ণিত আছে। ওজর ব্যতীত তারাবীহর নামায বসে পড়া মুস্তাহাব নয়। ইহা জায়েয হওয়ার মধ্যে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে জায়েয আছে। কিন্তু খাড়া হয়ে পড়ার অর্ধেক ছওয়াব পাবে। যদি ইমাম ওজরে বা বিনান ওজরে বসে তারাবীহ পড়ে এবং মুক্তাদীগণ দাঁড়ায়ে পড়ে, তবে নামায শুদ্ধ হবে। বসার ব্যক্তির পিছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের ইক্তিদা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ আছে যে, জামাতীদের পক্ষে মুস্তাহাব কি? কারও কারও মতে বসে পড়াই মুস্তাহাব। তাতে ইমামের কাজে প্রতিকূলতা থাকে না।

চার রাকাত এক সালামে পড়লে এবং দু'রাকাতের পর বৈঠক না দিলে আসানির জন্য নামায ফাসেদ হবে না। দু'রাকাতের পরে বৈঠক দিলে এবং তাশাহহুদ পরিমাণ বসে উঠলে অধিকাংশের মতে দুই সালামে আদায় হবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি তারাবীহ দশ সালামে পড়ে এবং প্রত্যেক সালামে তিন রাকাত পড়ে এবং দু'রাকাতের পর বৈঠক না দেয় তবে তার তারাবীহ কাজা করতে হবে, অন্য কিছু করতে হবে না। এটি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ঐ ব্যক্তির কথানুযায়ী, যে তারাবীহর মধ্যে এরূপ জায়েয রাখে না, তার কাজা করতে হবে। ইমাম সাহেবের মতে তৃতীয় রাকাতের দরুন কোন কিছু কাজা করতে হবে না। চাই সে ভুলে পড়ে থাকুক বা ইচ্ছা করে পড়ে থাকুক। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ভুলে পড়ে থাকলে উক্ত হুকুম হবে। ইচ্ছা করে পড়ে থাকলে ঐ তৃতীয় এক রাকাতের জন্য দু'রাকাত করে দশ রাকাতে বিশ রাকাত কাজা করতে হবে। অতএব তারাবীহর সাথে আও বিশ রাকাত পড়তে হবে। যে ব্যক্তির মতে তারাবীহর মধ্যে এরূপ হতে পারে, সে অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে যদি ভুলে পড়ে থাকে, তবে কিছুই করতে হবে না। যদি ইচ্ছা করে পড়ে থাকে, তবে বিশ রাকাত কাজা করতে হবে। ইহা কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি তারাবীহর নামায ছয় অথবা আট অথবা দশ রাকাত এক সালামে পড়ে এবং দু'রাকাতের পর বসে, তবে অধিকাংশের মতে প্রত্যেক দু'রাকাত এক তাসলীমা হয়ে যাবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ ।

যদি সমস্ত তারাবীহ এক সালামে পড়ে এবং প্রত্যেক দু'রাকাতের পর বসে থাকে, তবে সব তারাবীহ আদায় হয়ে যাবে। যদি দু'রাকাতে না বসে থাকে, শুধু শেষ রাকাতের পর বসে, তবে শুদ্ধ মতানুযায়ী এক তাসলীমা আদায় হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। তারাবীহর মধ্যে মুক্তাদী বসে থাকা এবং যখন ইমাম রুকুতে যায়, তখন উঠে খাড়া হয়ে ইমামের সাথে রুকুতে যাওয়া মাকরূহ হবে। অত্যধিক ঘুমের চাপ নিয়ে তারাবীহ পড়া মাকরূহ। তারাবীহ পড়ার সময়ে খুব হুঁশিয়ার থাকা চাই। কেননা ঘুমের অবস্থায় নামায পড়লে নামাযের মধ্যে অবহেলা এসে যায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। কিরাতের মধ্যে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

কোন ব্যক্তি তারাবীহর নামায ইমামের সাথে পড়তে শুরু করল। যখন ইমাম বৈঠকে গেল, সে ঘুমিয়ে পড়ল, সময়ের মধ্যে ইমাম সালাম ফিরিয়ে দ্বিতীয় দু'রাকাত পড়ল এবং তাশাহহুদ পড়তে বসল। এ সময় ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হল। যদি তার ইমামের অবস্থা জানা থাকে, তবে সালাম ফিরিয়ে পুনঃ দ্বিতীয়বার নিয়ত করে ইমামের তাশাহহুদে শরীক হয়ে যাবে এবং ইমাম যখন সালাম ফিরাবে, তখন খাড়া হয়ে ঐ দু'রাকাত তাড়াতাড়ি পড়ে নিবে এবং সালাম ফিরিয়ে পুনঃ ইমামের সাথে তৃতীয় দু'রাকাতে শরীক হয়ে যাবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে।

দশম পরিচ্ছেদ
ফরজে শরীক হওয়া

ফজর অথবা মাগরিবের নামাযের এক রাকাত পড়া হলে জামাত শুরু হয়ে গেলে তদবস্থায় ঐ রাকাত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরীক হবে। যদি দ্বিতীয় রাকাতে থাকে এবং এখন পর্যন্ত সিজদাহ না করে থাকে, তবে তাও ছেড়ে দিবে। আর দ্বিতীয় রাকাতের সিজদাহ করা হয়ে গেলে ছেড়ে দিবে না; বরং রাকাত পূর্ণ করে নিবে। কেননা ফজরের নাম-াযের পর নফল পড়া মাকরূহ এবং মাগরিবের মধ্যে বেজোড় রাকাত নফল নাজায়েয। অথবা চার রাকাত পড়লে ইমামের বিরোধিতা করা হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ঐ সমস্ত বিদয়াত। ইমামের সাথে শরীক হলে চার রাকাত পড়বে। কেননা সুন্নাতের অনুসরণ করা ইমামের অনুসরণ করা অপেক্ষা বেশি পালনীয়। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। এরূপ কাজ অপছন্দনীয়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং তার চার রাকাত কাজা করতে হবে। কারণ ইক্তেদা করার কারণে তার পক্ষে আদায় করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। যদি ঐরূপ নফল আদায়কারী ব্যক্তি এমন ইমামের পিছনে ইক্তেদা করে, যে তৃতীয় কিরাত পড়ল না, তবে যদি মুক্তাদী কিরাত পড়ে নেয়, তবে তার নামায জায়েয হবে। যদি ইমাম চতুর্থ রাকাতকে তৃতীয় রাকাত মনে করে খাড়া হয়ে যায়, মুক্তাদীও ঐ রাকাতে ইমামের অনুসরণ করে, তবে মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হয়ে যাবে– ইমাম তৃতীয় রাকাতে বৈঠক দিয়ে থাকুক আর না থাকুক। যদিও ইমামের নামায নফল হয়ে গেছে, কিন্তু প্রথম ফরজ ছিল, পরে ফরজ হতে নফলের দিকে চলে গেছে, সে যেন দুই নামায এক তাহরীমায় পড়ল। এ অবস্থায় মুক্তাদীর এক নামায অজু ভঙ্গের ওজর ছাড়া দুই ইমামের পিছনে হবে। এজন্য জায়েয হবে না।

কেউ নফল নামায শুরু কবার পর জামাত আরম্ভ হয়ে গেল, সিজদাহ করে থাকুক, কি না থাকুক, উত্তম এ যে, নামায ভঙ্গ করবে না। এরূপ হুকুম তখন হবে, যখন মানতের নামায অথবা কাজা আরম্ভ করবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। কেউ জোহরের নামায এক রাকাত পড়ছে, এমন সময় জামাত শুরু হয়েছে। তখন আরও এক রাকাত পড়ে জামাতে শরীক হয়ে যাবে। যদি প্রথম রাকাতে সিজদাহ না করে থাকে, তবে উহা ভঙ্গ করে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি ভিন্ন স্থানে জামাত শুরু হয়, যেমন কেউ নিজের ঘরে নামায পড়ছে এমন সময়ে মসজিদে জামাত শুরু হয়েছে, অথবা মসজিদে নামায পড়ছে এমন সময়ে অন্য মসজিদে জামাত শুরু হয়েছে, তবে কোন অবস্থায়ই নামায ভাঙ্গবে না। জোহরের নামাযের তিন রাকাত পড়া হলে যদি জামাত শুরু হয়ে যায়, তবে নিজের নামায পূর্ণ করবে, তারপর নফলের নিয়তে ইমামের সাথে ইক্তেদা করবে। তৃতীয় রাকাতের সিজদাহ না করে থাকলে নামায ভঙ্গ করবে। এটি তার ইচ্ছাধীন থাকবে। সে বসে সালাম ফিরাবে অথবা সালাম না ফিরিয়ে ঐভাবে খাড়া অবস্থায় তাকবীর বলে ইমামের সাথে নামায শুরু করবে। খাড়া অবস্থায় সালাম ফিরাবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, ঐভাবে খাড়া অবস্থায় একদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায ভঙ্গ করে দিবে। ইহাই শুদ্ধ মত। কেননা বৈঠক নামায শেষ হওয়ার জন্য শর্ত ছিল এবং ইহা হল নামায ভঙ্গ করা, নামায শেষ করা নয়। কেননা জোহরের নামায দু'রাকাতে শেষ হয় না। এক সালাম করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে।

এ একই হুকুম ইশা এবং আছরের নামাযের মধ্যে, যখন এর জামাত আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু আছরের নামায শেষ করার পর নফলের নিয়তে জামাতের মধ্যে শরীক হবে না। যে ব্যক্তি জোহরের এক রাকাত ইমামের সাথে পেল, তার সমস্ত নামায ইমামের সাথে জামাতে পড়া হল না। কিন্তু সে সকল ফোকাহাদের মতে জামাতের ফজীলত পাবে। যদি তিন রাকাত ইমামের সাথে পায়, তবে সকলেরই মতে তার সমস্ত নামায জামাতে পড়া হল। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত হয়েছে। যদি জোহর অথবা জুমুআর সুন্নাত পড়তে থাকে, তখন জোহরের জামাত অথবা জুমআর খুৎবাহ শুরু হয়, তবে দু'রাকাত পড়ে নামায ছেড়ে দিবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত। কেউ কেউ বলেন যে, নামায পূর্ণ করে দিবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি ইমামকে ফজরের নামায পড়তে পেল এবং সে ফজরের সুন্নাত পড়েনি। যদি সে মনে করে যে, এক রাকাত ফৌত হয়ে যাবে, দ্বিতীয় রাকাত পাবে, তবে মসজিদের দরজার কাছে কোন জায়গায় সুন্নাত পড়ে নিবে এবং পরে জামাতে দাখেল হয়ে যাবে। যদি উভয় রাকাত ফৌত হবার আশংকা থাকে, তবে সুন্নাত পড়বে না, বরং ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ইহা ছাড়া অন্য সুন্নাতে হুকুম হল, যদি ইমাম রুকুক করার পূর্বে শেষ করতে পারে, তবে মসজিদের বাইরে পড়ে নিবে। যদি রাকাত ফৌত হবার আশংকা থাকে, তবে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

যদি ইমামকে রুকুর মধ্যে পায়, কিন্তু ধারণা করতে পারে না যে, সে কোন রুকুতে আছে, প্রথম রুকুতে, না দ্বিতীয় রুকুতে আছে। তখন সুন্নাত ছেড়ে দিবে এবং ইমামের সাথে শরীক হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কোন মসজিদে দাখেল হয় এবং ঐখানে আযান হয়েছে, তবে নামায না পড়ে ঐ স্থান ত্যাগ করা মাকরূহ হবে। কিন্তু সে যদি অন্য কোন মসজিদের ইমাম বা মুয়াযযিন হয় এবং সে না গেলে জামাত হবে না, তবে তার চলে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এখন পর্যন্ত নামায পড়েনি। যদি একবার পড়ে থাকে তবে ইশা এবং জোহরের নামাযে যখন পর্যন্ত মুয়াযযিন ইকামত না বলে, মসজিদ হতে বাইরে চলে যাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। মুয়াযযিন ইকামত শুরু করে দলি তখন মসজিদ হতে বাইরে যাবে না। নফল নামাযের নিয়তে ঐ নামায পড়বে। আছর, মাগরিব এবং জোহরের নামাযে বাইরে চলে যাবে। যদি থেকে যায় এবং নামায না পড়ে, তবে মাকরূহ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পায় বেং সে তাকবীর বলে খাড়া হয়ে যায়, ইতোমধ্যে ইমাম রুকু হতে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তবে তার সে রাকাত পাওয়া হয় না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। এতটুকু সময়ের মধ্যে সে রুকুর মধ্যে শরীক হতে পারুক কি না পারুক উভয় অবস্থায় একই হুকুম। এভাবে যদি তাকবীর বলে বিলম্ব না করে ঝুঁকে

যায়, কিন্তু এর পূর্বে ইমাম মাথা উঠিয়ে নেয়, তথাপি সে সেই রাকাত পেল না। কেউ বলেন যে, যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ইমাম রুকুতে আছে, আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন যে, সে যেন সেখানেই তাকবীর বলে রুকু করে, পরে সরে কাতারে মিলিত হয়, তবে রুকু ফৌত হবে না। আমাদের মাযহাবে একাধারে তিন পা চললে নামায বাতিল হয়ে যায়, অধিকাংশের মত হল যে, সে যেন তাকবীর না বলে, তা হলে নামাযে চলতে হবে না।

কোন ব্যক্তি ইমামকে খাড়া অবস্থায় পেয়েছে এবং তাকবীর বলেছে এবং ইমামের সাথে রুকু করেনি, এমনকি ইমাম রুকু করে ফেলল, পরে সে রুকু করল, তবে তার ঐ রাকাত পাওয়া হয়ে গেল। এ কথায় ফকীহগণের সম্মিলিত মত এ যে, যদি কেউ রুকু হতে খাড়া অবস্থায় ইমামের ইক্তেদা করে, তবে তার ঐ রাকাত পাওয়া হয় না। ইহা রাহরুর রায়েকের ফতোয়া।

যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পাবে, সে খাড়া হয়ে তাহরীমা বাঁধবে এবং তাকবীর বলবে এবং যখন বেশির ভাগ ধারণা হবে যে ইমামকে রুকুতে পাবে, তখন রুকুর তাসীবহ পড়বে। যদি ঈদের নামায হয়, তবে এর তাবীরও খাড়া হয়ে বলে নিবে। যদি রুকু ফৌত হবার ভয় হয়, তবে তাকবীর বলবে না, রুকুতে চলে যাবে। রুকুর মধ্যে ঈদের তাকবীর বলবে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুর মধ্যে পাবে, তার দুই তাকবীরের দরকার নাই। এক তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলে জায়েয হবে। নিয়ত করা তার এমনিই হয়ে যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

যদি রুকু সিজদাহ ইমামের পর পরই করে, তবে নামায জায়েয হবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি ইমামকে রুকু এবং সিজদাহর শেষে পেয়ে থাকে, তথাপি নামায জায়েয হবে। যদি ওয়াক্তের সময় থাকে, তবে ফরজের আগে যত পরিমাণ ইচ্ছা নফল পড়তে পারে। এতে কোন দোষ নেই। যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, তবে নফল ত্যাগ করে দিবে। কেউ কেউ বলেন যে, ফজর এবং জোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য নফলের হুকুমও উক্তরূপ। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, সুন্নাতের জন্য উক্ত হুকুম। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। উত্তম এ যে, ফজর এবং জোহরের সুন্নাত কোন অবস্থায়ই ছাড়া যাবে না, সে জামাতে ফরজ পড়ে থাকুক, আর না থাকুক। কিন্তু যদি ফজরের ওয়াক্ত চলে যেতে থাকে, তবে সুন্নাত ছেড়ে দিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ
ছুটে যাওয়া নামায কাজা করা

নামায যে ওয়াক্তে ফরজ হয়েছে, ঐ ওয়াক্ত চলে গেছে, কিন্তু আদায় করা হয়নি। ইহা কাজা করা ওয়াজিব। যে নামায জানা থাকা সত্ত্বেও ছুটে গেছে অথবা ভুলে ছুটে গেছে, অথবা নিদ্রার কারণে চলে গেছে অথবা অনেক নামায চলে গেছে অথবা কম চলে গেছে, এতে কোন পার্থক্য নেই। পাগলের জন্য পাগলামি অবস্থায় যা ছুটে যায়, তা কাজা করা ওয়াজিব নয়। অথবা, সুস্থ অবস্থায় যে নামায ছুটে গেছে, ইহা পাগলামির অবস্থায় কাজা করা ওয়াজিব নয়। ধর্মত্যাগীর উপর ধর্মত্যাগ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাযের কাজা করা ওয়াজিব নয়।

যদি কোন ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান হয়ে থাকে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে নামায না পড়ে থাকে, এজন্য যে, নামায ফরজ হওয়া তার জন্য ছিল না, তবে তার ঐ নামায কাজা করতে হবে না। যে ব্যক্তি বেহুঁশ ছিল বা তার এমন রোগ ছিল যে, সে ইশারায়ও নামায পড়তে সমর্থ ছিল না, তবে তার এ অবস্থায় যে নামায ছুটে গেছে, তা যদি একদিন এক রাতের চাইতে বেশি নামায হয়, তবে তার ঐ নামায কাজা করতে হবে না।

কাজার হুকুম হল এ যে, যে রকমভাবে ফরজ হয়ে ছুটে গেছে, ঠিক সেভাবে আদায় করতে হবে। কিন্তু ওজন ও জরুরী অবস্থার জন্য এ হুকুমের ব্যতিক্রম হতে পারে যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামায কাজা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, সে সফল অবস্থায় ঐ চার রাকাতই কাজা করবে। যদি সফরের মধ্যে কাজা হয়ে থাকে, তবে মুকীম অবস্থায় ঐ রাকাতই কাজা করবে।

কোন ব্যক্তি নামায পড়ে ধর্ম ত্যাগ করল, তারপর ঐ নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে আবার মুসলমান হল। তার উপর ঐ নামায পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। কোন বালক ইশার নামায পড়ে শুয়ে পড়ল এবং স্বপ্নদোষ হল, ফজর উদয় হওয়ার আগেই বুঝতে পারল, তবে ইশার নামায কাজা করতে হবে। বালিকাদের হুকুম এর বিপরীত। যদি কোন বালিকা ফজর উদয় হবার পূর্বে হায়েজ হয়ে বালেগা হয়, তবে ইশার কাজা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি ওয়াজিব হবার ওয়াক্তে হায়েজ এসে যায়, তবে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়। যখন ওয়াজিব হবার ওয়াক্তে হায়েজ এসেছে, তখন হায়েজ উত্তমরূপে নিষিদ্ধকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি নিজের বয়স হিসাব করে বালেগা হয়, তবে তার ইশা কাজা করতে হবে। যদি বালক ফজর উদয় হয়ার আগে স্বপ্নদোষ সম্বন্ধে অবগত না হয়ে থাকে, তথাপিও ইশার কাজা করা ওয়াজিব হবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ।

কাজা নামায জামাতের সাথে আদায় করলে উচ্চঃস্বরে পড়বার বিষয়গুলি উচ্চঃস্বরেই পড়বে এবং চুপে চুপে পড়বার বিষয়গুলি চুপে চুপেই পড়বে। আর একা একা কাজা নামায পড়লে সশব্দে পড়ার বিষয়গুলি সশব্দে পড়াই উত্তম, চুপে চুপে পড়াও জায়েয আছে। আর চুপে চুপে পড়া বিষয়গুলি চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব। ইহা জাহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। ওয়াক্তের নামায এবং কাজা নামাযের মধ্যে তারতীব আছে। এরূপভাবে কয়েক ওয়াক্ত কাজা নামাযের মধ্যেও তারতীব ওয়াজিব। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। ওয়াক্তের নামায কাজা নামাযের আগে আদায় করা জায়েয নেই। এ রকম ফরজ এবং বেতেরের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব। ইহা শরহে বেকায়ায় বর্ণিত আছে। যদি ফজরের নামায পড়ে স্মরণ হয় যে, বেতের পড়া হয়নি। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ফজর নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি নফল নামাযের মধ্যে কোন ফরজ বা ওয়াজিব নামায কাজা হওয়ার কতা মনে পড়ে, তবে নফল ফাসেদ হবে না। কেননা তারতীব ফরজসমূহের মধ্যে ওয়াজিব হওয়া কিয়াসের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য যা ফরজ নয়, এর মধ্যে তা নেওয়া হয়নি। ইহা মুহীতে সুরুখসীরে মধ্যে বর্ণিত আছে।

বালক যখন বালেগ হয় এবং ওয়াক্তের মধ্যে নামায পড়ে তখন সে ছাহেবে তারতীব হয়ে যায়। যেমন স্ত্রীলোক যখন বালেগা হয় এবং শুদ্ধ রক্ত দেখে, তবে একবার হায়েজ হওয়া দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে আমাদের মতে কোন ক্ষেত্রে পরস্পর তারতীব ফরজ নয়। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। এমন কি, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রথম হতে শরীক হল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল অথবা তার অজু ভঙ্গ হল এবং ইমাম নামাযে অগ্রসর হয়ে গেল, তারপর জাগ্রত হল অথবা অজু করে এসে নামাযে শরীক হল, তবে তার ওয়াজিব হবে যে, যে নামায ছুটে গেছে, তা প্রথম আদায় করবে এবং পরে ইমামের অনুসরণ করবে। যদি ইমামকে নামাযে পায় এবং প্রথমে ইমামের অনুসরণ করে, তারপর ইমাম সালাম ফিরানোর পর প্রথমের নামায কাজা করে, তবে আমাদের তিন ইমামের নিকট নামায জায়েয হবে। এভাবে জুমুআর নামাযে যদি মানুষের ভীড়ের কারণে প্রথম রাকাত না পায়, দ্বিতীয় রাকাত পায়, তবে দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের আগে আদায় হয়ে যায়, পরে ইমামের সালাম ফিরানোর পর প্রথম রাকাত কাজা করে, তবে আমাদের নিকট জায়েয হবে। ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে।

অজ্ঞাত কারণে তারতীব ভুলে গেলে তারতীব রহিত হয়ে যায়। ইহা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর কোন ভুলের নামায স্মরণে আসলে ওয়াক্তের নামায জায়েয হয়ে যাবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি জোহরের নামায কেউ অজু আছে ধারণায় পড়লে থাকে, এর পর অজু করে আছরের নামায আদায় করে,

www.nagorikpathagar.org

তারপর প্রকাশ পেল যে, সে জোহরের নামা বিনান অজুতে পড়ছে, তবে শুধু জোহরের নামায পুনঃ পড়বে। কেননা সে জোহরের নামাযের ব্যাপারে ভ্রান্ত লোকের মতো হবে। কিন্তু আরফার দিন এর বিপরীত হুকুম হবে আরফার দিন যদি জোহরের নামায অজু আছে ধারণায় পড়ে থাকে এবং অজু করে আছরের নামায পড়ে, তারপর প্রকাশ পায় যে, জোহরের নামায অজু ছাড়া পড়া হয়েছে, তবে উভয় নামায পুনঃ পড়তে হবে। কেননা আছরের নামায সেখানে জোহরের অধীন। ইহা মহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে।

যদি জুমআর নামায আদায়কারীর স্মরণে আসে যে, সে ফজর পড়ে নাই, তবে যদি এরূপ অবস্থা হয় যে ঐ নামায ভঙ্গ করে ফজর পড়তে শুরু করে, তবে জুমুআ ফৌত হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াক্ত ফৌত হবে না, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জুমুআ ভঙ্গ করে ফজরের নামায পড়বে। তারপর জোহরের নামায পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে প্রথমে জুমআ শেষ করবে। আর ফজর কাজা করে জুমআর জামাত পাবার মত পরিস্থিতি হলে সম্মিলিত মতে প্রথমে ফজরের নামায পড়বে। যদি তা না হয়। তবে সম্মিলিত মতে প্রথমে জুমআর নামায আদায় করবে। তারপর ফজরের কাজা পড়বে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে।

ওয়াক্তের সংকীর্ণতায় তারতীব বাতিল হয়ে যায়। সংকীর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে কাজা নামায আদায় করা জায়েয, তবে গুনাহগার হতে হয়। সংকীর্ণ ওয়াক্তের অর্থ হল, এমন পরিমাণ সময় আছে যে, এর মধ্যে ওয়াক্তের নামায এবং কাজা আদায় করা যায় না। যেমন যদি ইশার নামায বাকি থাকে এবং ফজরের ওয়াক্তে যদি মনে করে যে, যদি আমি ইশার নামায কাজা করতে রত হই এবং ফজরের নামায পড়ে তাশাহহুদ পরিমাণ বসবার পূর্বে সূর্য উদয় হয়ে যাবে, তবে ফজরের নামায ওয়াক্তের মধ্যে পড়বে। তারপর সূর্য উচ্চে উঠলে ইশার কাজা করবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি এমন পরিমাণ বাকি থাকে যে, ওয়াক্তের নামায এবং কাজা নামায উত্তমরূপে আদায় করা যায় না, তথাপিও তারতীবের লেহাজ করতে হবে। যেমন এমন ওয়াক্ত আছে, যদি কাজা পড়ে, তবে ওয়াক্তের নামাযে সংক্ষিপ্ত কিরাত এবং অন্যান্য রোকন খাট করে আদায় করতে হবে। তবে অবশ্যই তারতীব রক্ষা হবে। ওয়াক্তের সংকীর্ণতা নামায শুরু করা হতেই লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে অবশ্যই তারতীব রক্ষা হবে। ওয়াক্তের সংকীর্ণতা নামায শুরু করা হতেই লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করতে হবে, নামাযীর ধারণার কোন মূল্য নাই। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

কারও ইশা কাজা আছে এবং তার ধারণা এ যে, ফজরের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং ফজরের নামায পড়ে নিয়েছে। পরে প্রকাশ পেল যে, ফজরের ওয়াক্ত আরও বাকি আছে। তবে ফজরের নামায বাতিল হবে। তারপর চিন্তা করবে যে, যদি দুই ওয়াক্ত পড়ার সময় থাকে, তবে উভয় ওয়াক্তই পড়বে। নতুবা ফজরের নামায পুনঃ পড়বে, যদি ইশার নামায পড়ে নেয় এবং ফজর পুনঃ পড়ে নেয় এবং বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পূর্বে সূর্য উঠে যায়, তবে ফজরের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এভাবে যদি জোহরের শেষে ফজরের কাজা স্মরণে আসে এবং তার ধারণা হয় যে, ওয়াক্তের মধ্যে জোহর এবং ফজর উভয় পড়তে পারে, তবে তার আদায়কৃত জোহর বাতিল হয়ে যাবে। তার প্রথম ফজর পড়তে হবে, জোহর পুনঃ আদায় করবে। এ হুকুম তখন হবে, যখন ওয়াক্ত এ পরিমাণ বাকি আছে যে, ফজর পড়ে জোহরের এক রাকাত পড়তে পারে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কাজা নামায একাধিক হয় এবং ওয়াক্তের মধ্যে শুধু এতটুকু হয় যে, ঐ ওয়াক্তের ফরজের সাথে কিছু কাজা নামায পড়তে পারা যায়, সব পারা যায় না, তবে ঐ কিছু পরিমাণ কাজা নামায না পড়া পর্যন্ত ওয়াক্তের নামায জায়েয হবে না। যদি ফজরের সময় ইশা এবং বেতেরের কাজার কথা স্মরণ হয় এবং সময় মাত্র পাঁচ রাকাতের থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে প্রথমে বেতেরের কাজা পড়বে, তারপর ফজরের নামায পড়বে, তারপর সূর্য

www.nagorikpathagar.org

উদয়ের পরে ইশার কাজা আদায় করবে। যদি আছরের সময়ে স্মরণ হয় যে, সে ফজর এবং আছর পড়েনি এবং ওয়াক্তের মধ্যে আট রাকাতের কাজা পড়া সম্ভব নয়, তবে প্রথমে জোহরের কাজা করবে, তারপর আছর পড়বে। যদি ওয়াক্তে ছয় রাকাতের বেশি পড়া না যায়, তবে প্রথমে ফজরের কাজা তারপর আছর পড়বে। তারপর জোহরের কাজা পড়বে, ইহা কাজীখানের বিবরণ।

আছরের ওয়াক্ত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত ধরতে হবে। যদি মুস্তাহাব ওয়াক্ত এমন পরিমাণ বাকি থাকে যে, তার মধ্যে জোহর আদায় করা যায় না। তবে সকলের নিকট তারতীব রহিত হয়ে যাবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ওয়াক্ত সংকীর্ণ হলে তারতীব রহিত হয়ে যাওয়ার অর্থ বর্ণনানুযায়ী এ যে, ওয়াক্তের নামায আদায় করতে ওয়াক্ত চলে যায়, পুনঃ পাওয়া যায় না। এমন কি যদি ওয়াক্তের নামায পড়ার মধ্যে ওয়াক্ত চলে যায়, তবে শুদ্ধ মতে ঐ নামায ফাসেদ হবে না, বরং ঐ নমায আদায় হবে, কাজা হবে না। ইহা যাহেদীতে বর্ণিত আছে। ভুলের অবস্থায় যতক্ষণ ভুলে থাকে, ততক্ষণে তারতীব ওয়াজিব নহে, যখন স্মরণ হয়, তখনই তারতীব ওয়াজিব হয়।

কাজা নামায অনেক হয়ে গেলে তারতীব রহিত হয়ে যায়। অনেকের সীমা হল, ছয় ওয়াক্তের ছয় নামায কাজা করা একত্রিত হয়ে যাওয়া– যদিও ভিন্ন ভিন্ন ওয়াক্তের হয়। এর ফায়েদাহ ঐস্থানে বের হয়, যেখানে যেমন তিন নামায ছুটে গেছে একদিনের জোহর, একদিনের আছর এবং একদিনের মাগরিব, কিন্তু জানা নেই যে, কোন ওয়াক্ত আগের বা পরের। তবে প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী তারতীব রহিত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী রহিত হবে না। কেননা উক্ত বর্ণনায় ছয় ওয়াক্ত জমা হওয়া দরকার, তবে এখন তাকে সাত ওয়াক্ত পড়তে হবে। প্রথম জোহর, তারপর আছর, তারপর জোহর, তারপর মাগরিব, তারপর জোহর, পুনঃ আছর পড়বে, তারপর জোহর পড়বে। প্রথম বর্ণনা অধিক শুদ্ধ, ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এতে বেশি আছানী আছে। অনেক নামায ছুটে গেলে যেমন আদায়ের মধ্যে তারতীব রহিত হয়ে যায়, তেমনি কাজার মধ্যেও তারতীব রহিত হয়ে যায়। যেমন যদি কারও এক মাসের নামায ছুটে গেল এবং সে এভাবে কাজা করল যে, প্রথমে ত্রিশ নামায ফজরের পড়ল, তারপর ত্রিশ নামায জোহরের পড়ল, তবে শুদ্ধ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মদ্রে বর্ণিত আছে। যখন অনেক নামায ছুটে তারতীব রহিত হয়ে গেল, এর মধ্যে কতক কাজা পড়ল এবং বাকী নামা ছয় ওয়াক্তের কম রইল, তবে শুদ্ধ রায় অনুযায়ী তারতীব ফিরে আসবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

কাজা নামায দু'রকম হতে পারে, এক নূতন এবং দ্বিতীয় পুরাতন। নূতন কাজা হতে সকলের মতে তারতীব ছুটে যায়। পুরাতন কাজার মধ্যে মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন কোন ব্যক্তির একমাস পর্যন্ত নামায কাজা হয়েছে। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত নামায পড়ছে। আগের নামায কাজা করে নাই। তারপর আবার এক ওয়াক্ত ছেড়ে দিল। এর পর এ নূতন কাজা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও অন্য নামায পড়ল, তবে কোন কোন ফোকাহার মতে এ দ্বিতীয় নামায জায়েয হবে না এবং কোন কোন ফোকাহার মতে জায়েয হবে। এর উপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। ইহা কাফীতে বর্ণিত হয়েছে।

যদি কাজা নামায স্মরণ হয় এবং আদায় করার সামর্থ্য থাকে ও আদায় না করে, তবে মাকরূহ হবে। কেননা যে সময় তার স্মরণ হয়েছে, ঐ সময়েই এর ওয়াক্ত ছিল। ওয়াক্ত হতে দেরী করা সকলের মতে মাকরূহ। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ আছরের নামায পড়ে এবং তার স্মরণ ছিল যে, সে জোহর পড়েনি, তবে আছর ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে শেষ ওয়াক্তে পড়ে থাকলে ফাসেদ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট তার ফরজিয়ত ফাসেদ হয়, নামায ফাসেদ হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে মূল নামাযও ফাসেদ হয়।

www.nagorikpathagar.org

এটি প্রসিদ্ধ মাসয়ালা যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট মওকুফ ফাসেদ হয়। অর্থাৎ যদি কেউ জোহরের নামায কাজা হওয়ার পর ছয় ওয়াক্ত নামায অথবা তার চেয়ে বেশি নামায পড়ে এবং জোহর কাজা না করে, তবে ঐ আছরের নামায জায়েয হয়ে যাবে, ইহা পুনঃ পড়া আবশ্যক হবে না। ছাহেবাইনের নিকট একান্তভাবে ফাসেদ হয়ে যাবে, কোন অবস্থায়ই জায়েয হবে না। এ মাসয়ালার মূল হল এ যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে কাজা এবং ওয়াক্তের নামাযের মধ্যে তারতীব রক্ষা করা। যেমন অনেক নামায ছুটে গেলে আবশ্যক করে না, তেমনি অনেক নামাযের আদায় জমা হলে তারতীব থাকে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায ফাসেদ হয়ে গেল এবং সে ভুলে গেল যে, ইহা কোন ওয়াক্ত ছিল এবং চিন্তা করেও তা ঠিক করতে পারল না, তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী একদিন একরাতের নামায পুনঃ আদায় করবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। এভাবে যে কয়দিনের যে কয় ওয়াক্ত নামায হবে, তত কয়দিনের নামায পুনঃ পড়তে হবে। যদি কেউ নামায কাজা করতে থাকে, তবে সে বেতেরও কাজা করবে। যদি এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাস না থাকে যে, তার উপর কোন বেতের বাকি আছে, অথবা বাকি নেই, তবে তৃতীয় রাকাতে কুনুত পড়বে, তারপর তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক দিয়ে আরও এক রাকাত পড়বে। অতএব যদি বেতের বাকি থাকে, তবে আদায় হয়ে গেল, নফল নামাযে কুনূত পড়ায় কোন দোষ নাই। হুজ্জাতের মধ্যে আছে যে, কাজা নামায পড়া নফল নামায পড়ার চাইতে উত্তম। প্রসিদ্ধ সুন্নত চাশতের নামায, ছালাতে তাসবীহ এবং ঐ সমস্ত নামায যার মধ্যে বিশেষ বিশেষ সূরাসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ যিকিরসমূহের পাঠ প্রচলিত আছে। ইহা নফলের নিয়তে পড়বে। এছাড়া সকল নামায কাজার নিয়তে পড়বে।

কাজা নামায মসজিদে পড়বে না, নিজের ঘরে বসে পড়বে। যদি পিতা পুত্রকে নির্দেশ করে যে, আমার তরফ হতে কয়েকদিনের নামায এবং রোযা কাজা কর। ইহা আমাদের মাযহাবে জায়েয নেই। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে যদি কোন ব্যক্তি মরে যায় এবং তার উপর অনেক নামায থাকে এবং সে নামাযসমূহের কাফফারা দিতে অছিয়ত করে যায়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ মাল হতে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য অর্ধ ছাআ গম এবং বেতেরের জন্যও অর্ধ ছাআ গম এবং প্রত্যেকটি রোযার জন্যও অর্ধ ছাআ করে গম দিবে। যদি সে কোন মাল না রেখে গিয়ে থাকে, তবে তার ওয়ারিছ অর্ধ ছাআ গম কর্জ নিবে এবং কোন মিসকীনকে দিবে। পরে ঐ মিসকীন তার কোন ওয়ারিছকে ইহা ছদকাহ দিবে। আবার ইহা সেই মিসকীনকে দিবে। এভাবে সমস্ত কাফফারা আদায় করে দিবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। ফতোয়ায়ে হুজ্জাতের মধ্যে আছে যে, যদি সে উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়ত না করে যায় এবং কোন কোন উত্তরাধিকারী নিজেদের তরফ হতে দান করতে চায়, তবে জায়েয আছে। যদি সমস্ত গম এক জন ফকীরকে দেওয়া হয়, তা জায়েয হবে কিন্তু কসম, জেহার এবং রোযার কাফফারা একজনকে দেওয়া জায়েয নেই। তামীমায় বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মৃত্যুকালীন রোগের সময়ের নামাযের ছদকাহ দেওয়া জায়েয আচে কিনা? তিনি উত্তর করলেন যে, জায়েয নেই। হামীরে ওয়াবেরী এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইবনে মুহাম্মদ (রহ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, অতি বৃদ্ধ অবস্থায় নামাযের ছদকাহ দেওয়া কি ওয়াজিব? তারা জবাবে বললেন যে, না, ওয়াজিব নয়। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামায তরক করে, তাকে হত্যা করবে না। ইহা কাফীতে কাজায়ে ফাওয়ায়েতের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সিজদাহে সাহু

সিজদাহে সাহু করা ওয়াজিব। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ইহাই বিশুদ্ধ মত, এটি হেদায়ায় উল্লেখ আছে। সাহু সিজদাহ ঐ সময়ে ওয়াজিব হবে, যখন ওয়াক্তের মধ্যে ইহা আদায় করা সম্ভব হবে। অতএব যদি কারও ফজরের

www.nagorikpathagar.org

নামাযে সোহ সিজদাহ ওয়াজিব ছিল এবং সে এখন পর্যন্ত সিজদাহ করেনি এবং প্রথম সালাম ফিরাল, সূর্য উদিত হল, তবে সাহু সিজদাহ তার জিম্মা হতে রহিত হয়ে গেল। এভাবে যে ব্যক্তি আছরের পর কাজা পড়তেছিল এবং তার মধ্যে সাহু সিজদাহর কারণ করল। কিন্তু ঐ সিজদাহ করার আগে সূর্য লাল হয়ে গেল। তখন সোহ সিজদাহ তার জিম্মা হতে রহিত হয়ে গেল। যে সমস্ত বস্তুতে নামাযের পর অন্য নামাযের ভিত্তি করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, ঐ সমস্ত বস্তু সালামের পর ঘটলে সাহু সিজদাহ রহিত হয়ে যায়। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

কানিয়ায় বর্ণিত হয়েছে, যদি কারও উপর নামাযে সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হয় এবং এর উপর যদি নফল ভিত্তি করে নেয়, তবে সাহু সিজদাহ করবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। সোহ সিজদাহর সময় হল সালামের পরে, ইহা ভুলে নামাযের মধ্যে কিছু বেশি করার কারণে হোক অথবা কম করার কারণে হোক। যদি সালামের আগে সিজদাহ করে, তবে আমাদেরে মাযহাবে তা জায়েয আছে। উছুলের বর্ণনা ইহাই এবং দু'সালাম ফিরাবে। ইহাই শুদ্ধ মত। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কিন্তু ঠিক হল এ যে, প্রথম সালামের পর তাকবীর বলে সিজদায় ঝুকে পড়বে। সিজদাহর মধ্যে তাসবীহ পড়বে। তারপর দ্বিতীয় সিজদাহ এভাবে করবে। তারপর আবার দ্বিতীয়বার তাশাহহুদ পড়বে। তারপর সালাম ফিরাবে। দুরূদ এবং দোয়া সাহু সিজদাহর মধ্যে পড়বে। ইহাই শুদ্ধ রায়। কেউ কেউ বলেন যে, প্রথমে পড়ে নিবে। সন্দেহ দূর করার জন্য উভয় বৈঠকে পড়ে নিবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। সাহুর হুকুম ফরজ এবং নফলের মধ্যে একই প্রকার।

ফতোয়ার মধ্যে আছে যে, সাহুর দুই সিজদাহর পর বৈঠক দেওয়া নামাযের রোকন নয়, সাহু সিজদাহর পরে এজন্য হয়েছে যে, নামাযের শেষ বৈঠক দ্বারা হয়। যদি কেউ উভয় বৈঠক ছেড়ে দিয়ে খাড়া হয়ে যায় এবং চলে যায়, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। কেননা নামায কায়েম আরকানে নামায দিয়ে হয় এবংতা আদায় হয়ে গিয়েছে। এটাতে সাহু সিজদাহ ওয়াজিব নয়। যদি ওয়াজিব ছুটে যায়, তবে সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি ভুলে ছুটে যায়, তবে সাহু সিজদাহ অবশ্যই দিতে হবে। যদি জেনে ছেড়ে দেয়, তবে সাহু সিজদাহ ওয়াজিব নয়। অতএব বড় জামাতের কথা হল এই যে, যদি জেনে ওয়াজিব ছেড়ে দেয় , তবে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব নয়, বরং ঐ ক্ষতিপূরণের জন্য আবার নামায পড়া ওয়াজিব। এটা বাহরুর রায়েকের ফতোয়া।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হয়, যেমন কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করলে অথবা ওয়াজিব কাজ আদায় করতে বিলম্ব করলে অথবা ফরজ আদায় করতে বিলম্ব হলে অথবা ফরজ কাজ সময়ের আগে করে ফেললে অথবা ফরজ কাজ দুবার আদায় করলে অথবা ওয়াজিব কাজ বদল করলে যেমন চুপে চুপে পড়ার নামায শব্দ করে পড়লে এবং প্রকৃতপক্ষে সিজদাহে সাহু ওয়াজিবের স্থানসমূহের সিজদাহ তরক করলে। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। তায়াউয, তাসমিয়া, ছানা এবং ঝুঁকা ও উঠার মধ্যে তাকবীর পরিত্যাগ করলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হয় না।

কিন্তু ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর তাকবীর পরিত্যাগ করলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। দুই ঈদের নামাযের এবং অন্যান্য নামাযের তাকবীরের মধ্যে হাত উঠান পরিত্যাগ করলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হয় না। ভুল করে ডানে অথবা বামে সালাম ফিরালে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হয় না। যদি ভুল করে খাড়া হওয়া ত্যাগ করে রুকুতে যেয়ে সিজদায় চলে যায়, তবে কাজীখানে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। নামাযের ওয়াজিব কয়েক প্রকার আছে। একটি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য একটি সূরা পাঠ করা। প্রথম দুই রাকাত বা এক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। যদি বেশির ভাগ সূরা ফাতিহা ঠিকমত পড়ে, সামান্য স্থানে ভুল করে, তবে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। যদি অল্প কিছু পড়ে, বেশির ভাগ বাকি থাকে, তবে সিজদাহে সাহু

www.nagorikpathagar.org

ওয়াজিব হবে, চাই ইমাম হোক বা একাকী নামায আদায়কারী হোক, এতে কোন তারতম্য নেই। এটা কাজীখানের বিবরণ। শেষের দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা পরিত্যাগ করলে এবং এটা ফরজ নামায হলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। নফল অথবা বেতের হলে ওয়াজিব হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। প্রথম দুই রাকাতে ঐ সূরা দুবার করে পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। যদি অন্য সূরা পড়ার পর পড়ে, অথবা শেষের দুই রাকাতে এটা দুবার করে পড়ে, তবে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। যদি শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে, অন্য সূরা না পড়ে, তবে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। সূরা ফাতিহার পর মাত্র ছোট একটি আয়াত পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

সূরা ফাতিহার পর দুই আয়াত পড়ে ভুলে রুকুতে গেলে এবং রুকুতে গিয়ে এটা মনে হলে পুনঃ খাড়া হবে এবং তিন আয়াত পূর্ণ করবে পরে সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। শেষের দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করলেও সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। এটা-ই শুদ্ধ মত। রুকুর মধ্যে অথবা সিজদাহর মধ্যে অথবা তাশাহহুদের মধ্যে কিরাত পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা তখন, প্রথম কিরাত পড়ে পরে তাশাহহুদ পড়বে। প্রথম তাশাহহুদ পড়ে পরে কিরাত পড়লে সোহ সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা না পড়লে প্রকাশ্য বর্ণনানুযায়ী সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত ফতোয়া। যদি শেষ দু রাকাতে মোটেও কিরাত না পড়ে, কোন তাসবীহও না পড়ে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতানুযায়ী ইচ্ছাপূর্বক এমন করা খুবই খারাপ কাজ। আর ভুলে এমন করলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভুলে করুক, ইচ্ছায় করুক কিছুই ওয়াজিব হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

প্রথম বা দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুল করে অন্য সূরার কিছু পড়ে মনে হলে ঐ সূরা ছেড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে নিবে। তারপর ঐ সূরা পড়বে। ফকীহ আবুল্লাইছ বলেন যে, অন্য সূরার এক অক্ষর পড়লেও সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। যদি পূর্ণ সূরা পাঠ করে রুকু করার পর বা রুকু হতে মাথা উঠাবার পর মনে হয়, তথাপি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। সূরা না পড়ে রুকু করলে, রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সূরা পড়বে এবং দ্বিতীয়বার রুকু করবে এবং তার সিজদাহে সাহু আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটাই শুদ্ধ এবং এটা তাতারখানিয়ার বর্ণিত ফতোয়া। প্রথম রাকাতে কোন এক সূরা পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে এর আগের সূরা পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

নামাযের মধ্যে সিজদাহ তিলাওয়াতের আয়াত পাঠ করলে এবং তখন সিজদাহ করতে ভুলে গেলে, পরে মনে হওয়ায় সিজদাহ করল, তবে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। কেননা তিলাওয়াতের সিজদাহর আয়াত পড়ার সাথে সাথে সিজদাহ করা ওয়াজিব ছিল, তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, এ অবস্থায় সিজদাহে সাহু আদায় করা ওয়াজিব নয়। এটা কাজীখানের বর্ণিত ফতোয়া।

যে কাজ বার বার করতে হয়, তার ধারবাহিকতা রক্ষা করা। যদি কোন এক আয়াতে এক সিজদাহ ছেড়ে দেয় এবং নামাযের শেষে মনে হয়, তবে ঐ সিজদাহ করে নিবে এবং সিজদাহে সাহু আদায় করবে। কেননা ঐ সিজদাহর ধারাবাহিকতা ছুটে গিয়েছিল। এর পূর্বে যত কাজ করেছে, তা পুনঃ আদায় করতে হবে না। যদি কেউ কিরাতের আগে রুকু করে নেয়, তবে সিজদাহে সাহু করতে হবে না এবং ঐ রুকু ধর্তব্য হবে না। কিরাতের পর এটা পুনঃ আদায় করা ফরজ হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

অন্য একটি তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু সিজদাহ ধীর-স্থিরভাবে আদায় করবে। এটা না হলে সিজদাহে সাহু আদায় করার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেননা এটা ওয়াজিব অথবা সুন্নত হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। সঠিক নিয়ম হল, এটা ওয়াজিব। ভুলে এটা ছেড়ে দিলে সিজদাহে সাহু আদায় করা ওয়াজিব হবে।

প্রথম বৈঠক করা। এটা ছেড়ে দিলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা তাবিয়ীনের বর্ণিত ফতোয়া। এটা ফরজ নামাযে হোক বা নফল নামাযে হোক। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি খাড়া অবস্থায় তাশাহহুদ পড়ে এবং প্রথম রাকাতে পড়ে, তবে কিছু করতে হবে না। যদি দ্বিতীয় রাকাতে পড়ে, তবে সেখানে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত এই যে, সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। সূরা ফাতিহার আগে তাশাহহুদ পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। কেননা সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়ার স্থান। এটা তাবিয়ীনের বর্ণিত বিবরণ।

যদি শেষের উভয় রাকাতে খাড়া অবস্থায় তাশাহহুদ পড়ে, তবে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। তাশাহহুদের স্থানে সূরা ফাতিহা পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

প্রথম বৈঠকে দুবার তাশাহহুদ পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। তাশাহহুদের পর প্রথম বৈঠকে কিছু বেশি পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা তাবিয়ীনের বর্ণিত বিবরণ। দ্বিতীয় বৈঠকে দুবার তাশাহহুদ পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। তাশাহহুদ পড়া ভুলে সালাম ফিরিয়ে দিলে, পরে মনে হওয়ার পুনঃ তাশাহহুদ পড়লে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সিজদাহে সাহু করতে হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি খাড়া হবার স্থানে বসে এবং বসবার স্থানে খাড়া হয়, তবে ইমাম হোক বা একাকী নামাযী হোক সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে।

খাড়া হয়ে পুনঃ বসে গেলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। খাড়ার নিকটবর্তী না হয়ে থাকলে বসতে পারে এবং তার সিজদাহে সাহু করতে হবে না। এটা কাজীখানের বর্ণিত ফতোয়া। এর বিবেচনা মানুষের অর্ধ অঙ্গ দিয়ে করতে পারা যায়।

রুকুর স্থানে সিজদাহ করলে এবং সিজদাহর স্থানে রুকু করলে অথবা কোন রোকন দুবার আদায় করলে অথবা কোন রোকন যথাস্থানের আগে বা পিছনে আদায় করলে এসব অবস্থায় সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। কুদুরীতে আছে যে, নামাযের কোন নির্দিষ্ট যিকির বিশিষ্ট কাজ ছেড়ে দিলে এ কথায় প্রমাণ করে যে, ঐ কাজ প্রকৃত ফরজ বলে ধরা হয়, এটা ছুটে গেলে নামাযের ক্ষতি হয়। অতএব এর বদলে সিজদাহে সাহু দিতে হবে। যদি এমন কাজ হয়, যার মধ্যে কোন যিকির নির্দিষ্ট নেই, তবে তার জন্য সিজদাহে সাহু দিতে হবে না। যেমন ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, রুকু সিজদাহর মাঝে খাড়া হওয়া। যদি নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে এবং সন্দেহ হয় যে, তিন রাকাত পড়ল, না চার রাকাত। এ চিন্তায় নামাযে বিলম্ব হল, তারপর একীন হল যে, চার রাকাতই পড়েছে। তবে তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এক সালাম ফিরানোর পরে সন্দেহ হলে সিজদাহে সাহু আদায় করতে হবে না। নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হলে এবং অজু করতে গেলে তখন সন্দেহ হল এবং চিন্তা করতে করতে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল, তবে সিজদাহে সাহু আদায় করতে হবে। দোয়া কুনুত। কুনুত বাদ দিলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। কুনুত বাদ দেওয়া তখন হবে, যখন রুকু হতে মাথা উঠাবে। কিরাতের পরের এবং কুনুতের আগের তাকবীর ছেড়ে দিলে সিজদাহে সাহু করবে। কেননা এটা ঈদের তাকবীরের অনুরূপ।

দুই ঈদের তাকবীরসমূহ। ঈদের তাকবীর ছেড়ে দিলে অথবা কম বেশি করলে অথবা, অন্যস্থানে আদায় করলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। কম ও বেশি, সামান্য ও অনেক একই অবস্থা হবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)

www.nagorikpathagar.org

হতে বর্ণিত আছে, ইমাম ঈদের নামাযের এক তাকবীরও ছেড়ে দিলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রুকুতে তাকবীর ছেড়ে দিলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। কেননা এটাও ঈদের তাকবীরের সাথে মিলে ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু প্রথম রুকুর তাকবীর ওয়াজিব নয়। কেননা এটা ঈদের তাকবীরের সাথে মিলানো নয়।

সিজদাহে সাহু জুমুআ. দুই ঈদ ফরজ নামায এবং নফল নামাযে একই রকম। কিন্তু মাশায়েখগণ বলেন যে, জুমুআ এবং দুই ঈদে সিজদাহে সাহু করবে না। কেননা এতে লোক ফেতনায় পড়বে। এটা মুজমিরাত এবং মুহীতের বিবরণ।

সশব্দে এবং চুপে চুপে পড়া। সশব্দে পড়ার স্থানে চুপে চুপে পড়লে এবং চুপে চুপে পড়ার স্থানে সশব্দে পড়লে সিজদাহে সাহু আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে মতভেদ আছে যে, সশব্দে এবং চুপে ছুপে পড়ার পরিমাণ কিরূপ হলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। কেউ কেই বলেন যে, যে পরিমাণ পড়লে নামায জায়েয হয়, উভয় স্থানে ঐ পরিমাণ পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। একা একা নামায পড়লে চুপে চুপে এবং সশব্দে কোন অবস্থায়ই সিজদাহে সাহু আদায় করা ওয়াজিব হবে না। কেননা এ দুই অবস্থা জামাতের বিশেষত্ব। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। তায়াউয, তাসমিয়া অথবা আমীন জোরে পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

ইমামের সাহু দ্বারা ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের সিজদাহে সাহু করতে হবে। মুক্তাদীর জন্য ইমামের সাহু এর সময়ে নামাযে শরীক থাকা শর্ত নেই। অতএব যদি কেউ ইমামের ভুলের পর নামাযে শরীক হয়ে থাকে, তবে ইমামের অনুসরণের জন্য তাকেও সিজদাহে সাহু করতে হবে। যদি কেউ ইমামের একটি সিজদাহে সাহু করার পর নামাযে শরীক হয়, তবে সে দ্বিতীয় সিজদায় ইমামের সাথে শামিল হবে। প্রথম সিজদাহর কাজা করতে হবে না। উভয় সিজদাহ করে ফেলার পর শরীক হলে ঐ দুই সিজদাহর কাজা করতে হবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। মুক্তাদীর কোন ভুলে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হয় না।

মাসবুক ইমামের সাথে সিজদাহে সাহু করার পর নিজের বাকি নামায আদায় করবে। লাহেক ইমামের সাথে যে সিজদাহ করেছে, এটা ধর্তব্য নয়। নিজের নামাযের শেষে সিজদাহে সাহু করবে। মাসবুকের উচিত ইমামের সালামের পর কিছু সময় অপেক্ষা করা। কারণ ইমামের সিজদাহে সাহু থাকতে পারে। মুক্তাদী ইমামের সাথে সিজদাহে সাহু না করে নিজের নামায পড়তে খাড়া হয়ে গেলে তার সিজদাহ রহিত হবে না। নিজের নামায শেষে সিজদাহ করবে। যদি ইমাম সালাম ফিরায় এবং মাসবুক খাড়া হয়ে যায়, পরে ইমামের সিজদাহে সাহুর কথা মনে হয় এবং সিজদাহ করে, তবে মাসবুক নিজের রাকাতের সিজদাহ না করে থাকলে পুনঃ ইমামের সাথে সিজদাহ আদায় করবে। পরে ইমামের সালাম ফিরাবার সময় উঠে নিজের নামায কাজা করবে। কিয়াম, রুকু, কিরাত–যা প্রথমে করেছিল, তার কোন কিছু ধরা হবে না। যদি ইমামের অনুসরণ না করে থাকে এবং ঐভাবে নিজের নামায পড়তে থাকে, তবে তার নামায জায়েয হবে। তবে শেষে সিজদাহে সাহু আদায় করবে।

যদি মাসবুকের নিজের রাকাতের সিজদাহ করে থাকে, তখন ইমাম সিজদাহে সাহু করে, তবে মাসবুক ইমামের অনুসরণ করবে না। ইমামের অনুসরণ করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজের বিবরণ।

যদি ইমাম ছালাতুল খাওফের মধ্যে সিজদাহে সাহু করে এবং দ্বিতীয় দল ইমামের অনুসরণ করে, তবে প্রথম দর যখন নিজেদের নামায শেষ করবে, তখন সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। লাহেক নিজের নামায কাজা করার সময় সিজদাহে সাহু হলে তা আদায় করা ওয়াজিব। মুকীম যদি মুসাফিরের পিছনে নামায পড়ে, তবে সিজদাহে সাহু সম্বন্ধে মাসবুকের মতো হবে। ইমামের সিজদাহে সাহু হল এবং পরে অজু ভঙ্গ হল, এখন

www.nagorikpathagar.org

যে এক মাসবুককে আগে বাড়িয়ে দিল, ঐ মাসবুক নামায শেষ করবে কিন্তু সালাম ফিরাবে না। এমন ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিবে, যে প্রথম হতে নামায পেয়েছে। সে-ই সালাম ফিরাবে এবং সিজদাহে সাহু আদায় করবে। মাসবুক তার সাথে সিজদাহ আদায় করবে। যদি তাদের সাথে প্রথম হতে নামায পড়েছে এমন লোক না তাকে, তবে সকলেই নিজ নিজ নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ নামায শেষে সিজদাহে সাহু আদায় করে নিবে। এটা মুহীতের ফতোয়া।

কেউ জোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়ল চতুর্থ রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করেছে, যদি পঞ্চম রাকাতে সিজদাহ করার আগে মনে হয় যে, সে পঞ্চম রাকাত পড়ছে, তবে বসে গিয়ে সালাম ফিরাবে এবং সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটা মুহীতের বিবরণ। যদি পঞ্চম রাকাতের সিজদাহ করার পর মনে হয়, তবে না বসে বরং আরও এক রাকাত পড়ে দুই রাকাত পুরা করবে। তারপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং উত্তম হিসাবে সিজদাহে সাহু আদায় করে। এই দুই রাকাত নফল নমাযে বলে বিবেচিত হবে, জোহরের দুই রাকাত সুন্নাতে বদল হবে না। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। ফকীহগণ বলেন যে, আছরের নামাযে ষষ্ঠ রাকাত মিলাবে না। কেউ কেউ বলেন যে, মিলাবে এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা আছরের নামাযের পর ইচ্ছাপূর্বক নফল পড়লে মাকরূহ হবে, ইচ্ছাপূর্বক না হলে মাকরূহ হবে না, এটা কাজীখানের ফতোয়া।

ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করে উঠে গিয়ে তৃতীয় রাকাত পড়ে সিজদাহ করে ফেললে তার সাথে চতুর্থ রাকাত মিলাবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। তাজনীসে বর্ণিত আছে যে, ফতোয়ায়ে হেশামিয়াহর এক রেওয়ায়েতে আছে, এক রাকাত আরও মিলানোর মধ্যে ফজর এবং আছরের মধ্যে কোন তারতম্য নেই এবং আছরের মধ্যে মিলানো মাকরূহ হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি ফজরের নামাযে দুই রাকাতের পরে বৈঠক না করে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ফজরের আগে দুই রাকাতের বেশি নফল পড়া মাকরূহ। আছরের বেলায় ব্যতিক্রম হবে। আছরের নামাযে চতুর্থ রাকাতের শেষে যদি বৈঠক না করে খাড়া হয়ে যায় এবং পঞ্চম রাকাতের সিজদাহ করে নেয়, তবে ষষ্ট রাকাত মিলিয়ে নিবে। কারণ আছরের আগে নফল মাকরূহ হয় না। যদি আচরের চতুর্থ রাকাতে বৈঠক না করে পঞ্চম রাকাতে খাড়া হয়ে যায় এবং এখন পর্যন্ত সিজদাহ না কর, তবে বৈঠকে ফিরে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

জোহরের নামাযে চতুর্থ রাকাতে বৈঠকে না করে ৫ম রাকাতে খাড়া হয়ে গেলে এবং তার সিজদাহ করে নিলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তার জোহর ফাসেদ হয়ে যাবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী তার ফরজ নফলে বদল হয়ে যাবে এবং ষষ্ঠ রাকাত মিলিয়ে নিবে। না মিলালে তার কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি দুই রাকাত দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, এর মধ্যে হয়ে যায় এবং সিজদাহে সাহু করে, এটার পর সে অন্য নামায এর উপর ভিত্তি করতে পারবে না। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ভিত্তি করে নিলে শুদ্ধ হবে। কেননা তাহরীমা বাকি আছে। কিন্তু উত্তম এই যে, পুনঃ সিজদাহে সাহু করবে।

কোন ব্যক্তি এশার নামায পড়ল, এটার মধ্যে সে ভুল করল এবং নামাযে সে সিজদাহর আয়াত পড়ল, এর সিজদাহও করল না এবং এক রাকাতের এক সিজদাহ ছেড়ে দিল এবং পরে সালাম ফিরিয়ে দিল। এখন এই মাসয়ালায় চার অবস্থায় হবে। হয়ত তিলাওয়াতের সিজদাহ ভুলে ছেড়েছে এবং নামাযের সিজদাহ ইচ্ছাপূর্বক ছেড়েছে। অথবা নামাযের সিজদাহ ভুলে ছেড়ে দিয়েছে এবং তিলাওয়াতের সিজদাহ ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অবস্থায় তার নামায সম্মিলিত মতে বাতিল হবে না কেননা ভুলে সালাম ফিরালে নামাযে তাহরীমা হতে বের হয় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থায় সম্মিলিত মতে নামায বাতিল হবে। কেননা ইচ্ছা করে সালাম ফিরালে নামায তাহর-ীমা হতে বাইরে আসা হয়। চতুর্থ অবস্থায় প্রকাশ্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী নামায বাতিল হয়ে যাবে।

যদি রাত্রে নফল নামাযের ইমামতী করে এবং কিরাত চুপে চুপে পড়ে, তবে তা সঠিক কাজ হল না। ভুলে পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা কাজীখানের বর্ণিত ফতোয়া। তারাবীহ এবং বেতের নামাযে সূরা কিরাত উচ্চঃস্বরে না পড়লে সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। ইমামের ভুল হলে এবং সে কাউকেও খলীফা করে দিলে খলীফা সালামের পর সিজদাহে সাহু করবে। যদি খলীফারও সিজদাহে সাহু হয়, তবে দুই সিজদাহ করবে। যেমন ইমামের দুবার ভুল হলে দুই সিজদাহ করতে হয়। যদি প্রথমে ইমামের ভুল না হয়ে থাকে, খলীফা হয়েছে তবে খলীফার ভুলের কারণে প্রথম ইমামের উপরও সিজদাহে সাহু ওয়াজিব হবে। যদি চতুর্থ রাকাতের মধ্যে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং তাশাহহুদ না পড়ে, তবে তার তাশাহহুদ পড়া এবং পুনঃ সালাম ফিরানো ওয়াজিব হবে এবং তারপর সিজদাহে সাহু আদায় করবে ও তাশাহহুদ পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

নামাযে সন্দেহ হওয়া

যে ব্যক্তির নামাযে সন্দেহ হয়, সে তিন রাকাত না চার রাকাত আদায় করেছে এবং ঘটনাক্রমে এটা প্রথম হতে হয়েছে কি? তবে প্রথম হতে আবার নামায আদায় করতে হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। প্রথম হতে নামায পড়তে হয় তখন, যখন প্রথমে নামায হতে বের হতে পারে। এটা সালাম দ্বারা হতে পারে অথবা কথা বলে অথবা অন্য কোন কাজ করে যা নামাযে বারণ। বসে সালাম ফিরান উত্তম। শুধু নিয়্যত করে নিলে কোন ফায়দাহ হয় না, কারণ এটাতে নামায হতে বের হওয়ার দরকার হয় না। এটা তাবিয়ীনের বর্ণিত ফতোয়া। মাশায়েখে কিরামদের এই কথায় মতভেদ আছে যে, প্রথমবার সন্দেহ হওযার অর্থ কি? কেউ কেউ বলেন যে, প্রথমেই তার ভুল হয়েছে। যদি বেশি সন্দেহ হয, তবে বেশি ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি চিন্তা করার পরও কোনটা ঠিক করা না যায়, তবে কমের উপর আমল করতে হবে। যেমন যদি সন্দেহ হয় যে, এক রাকাত বা দুই রাকাত ঠিক করা যায় না, তবে এক রাকাতই ধরে নিতে হবে। কিন্তু যে যে স্থানে বৈঠকের সন্দেহ হয়, সেই সেই স্থানে বৈঠক করবে, নামায ফরজ হোক বা নফল হোক না কেন। তবে বৈঠক যে ওয়াজিব, এটা ত্যাগ করবে না। যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, এক রাকাত অথবা দুই রাকাত পড়েছে, তবে এক রাকাত ঠিক করে ধরে নিবে এবং এটার মধ্যেই বৈঠক করবে। পরে খাড়া হবে এবং এক রাকাত পড়বে এবং বৈঠক করে নামায শেষ করবে। মোট চার বৈঠক হবে, তৃতীয় এবং চতুর্থ বৈঠক ফরজ হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

কারও সন্দেহ হল যে, নামায পড়েছে কিনা! তবে ওয়াক্ত থাকলে পুনরায় পড়বে, আর ওয়াক্ত না থাকলে কিছু করতে হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ। যদি ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ হয় যে, এটা প্রথম রাকাত না দ্বিতীয় রাকাত, তবে পুরা না করে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করবে। পুনঃ খাড়া হয়ে দুই রাকাত পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে, তারপর তাশাহহুদ পড়ে সিজদাহে সাহু আদায় করবে। যদি সিজদাহর মধ্যে সন্দেহ হয় যে, এটা প্রথম রাকাত না দ্বিতীয় রাকাত? তবে ঐভাবে নামায পড়বে, সে প্রথম রাকাতের সিজদায় হোক বা দ্বিতীয় রাকাতের। কেননা যদি প্রথম রাকাতের সিজদায় হয়, তবে ঐভাবে পড়তে থাকা ওয়াজিব আর যদি দ্বিতীয়

www.nagorikpathagar.org

রাকাতের সিজদায় হয়, তবে এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব। যখন দ্বিতীয় সিজদাহ হতে মাথা তুলে নিবে, তখন তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করবে। পরে দাঁড়িয়ে আরও এক রাকাত পড়বে।

যদি ফজর নামাযের সিজদাহর মধ্যে সন্দেহ হয় যে, দুই রাকাত পড়েছে, না তিন রাকাত পড়েছে? যদি প্রথম সিজদায় থাকে, তবে নামায ঠিক করে নেওয়া সম্ভব আছে। যদি সে দুই রাকাত পড়ে থাকে, তবে এটা দ্বিতীয় রাকাত, সুতরাং এটা পূর্ণ করা তার পক্ষে আবশ্যক। এমতাবস্থায় তার নামায হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাত হয়, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী তার নামায বাতিল হবে না। কেননা যখন তার প্রথম সিজদায় স্মরণ হয়েছে, তখন তার সিজদাহ যেন সিজদাহ হয়নি। যেমন পঞ্চম রাকাতের প্রথম সিজদায় অজু ভঙ্গ হলে অজু নাই হয়ে যায়। এই মাসয়ালাকে মাসয়ালা জাহ বলা হয়।

যদি সন্দেহ দ্বিতীয় সিজদায় হয়, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি বেতের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ হয় যে, এটা দ্বিতীয় রাকাত, না তৃতীয় রাকাত তবে ঐ রাকাতে কুনুত পড়ে শেষ করে বৈঠক করবে। পড়ে দাঁড়িয়ে এক রাকাত পড়বে এবং এতেও কুনুত পড়বে, এটাই উত্তম। সন্দেহের প্রত্যেক স্থানে সিজদাহে সাহু করা ওয়াজিব। যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, সে মুসাফির, না মুকীম, তবে চার রাকাত পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করবে। এটা তাতারকানিয়ায় বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি ইমামতী করছিল, দুই রাকাত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতের সিজদাহ করে সন্দেহ হল যে, এটা কি প্রথম রাকাত না দ্বিতীয় রাকাত অথবা তৃতীয় না চতুর্থ রাকাত? তখন নিজের মুক্তাদীদিগের প্রতি লক্ষ্য করবে। যদি তারা দাঁড়িয়ে যায়, তবে দাঁড়িয়ে যাবে আর বসে গেলে বসে পড়বে। এটার উপর বিশ্বাস করায় কোন দোষ নেই এটাতে সিজদাহে সাহুর দরকার হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি ইমামের সন্দেহ হয় এবং দুজন বিশ্বাসযোগ্য লোকে খবর দেয়, তবে তাদের কথা গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি একা নামায পড়ছিল অথবা ইমাম হিসেবে নামায পড়াতেছিল, যখন সালাম ফিরাল তখন কোন নির্ভরশীল লোকে বলল যে, তুমি জোহরের তিন রাকাত পড়েছ, তখন যদি নামাযীর দৃঢ়বিশ্বাস থাকে যে, চার রাকাত পড়েছে, তবে খবরদাতার কথার কোন মূল্য হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নামাযীর খবরদাতার বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তথাপি নামায পুনরায় আদায় করবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে। যদি খবরদাতা বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে তার কথা বিশ্বাস করবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
সিজদাহে তিলাওয়াত

পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের সিজদাহ মোট চৌদ্দটি, এটা হেদায়ার বিবরণ। সূরা আল-আরাফের শেষে, সূরা আর-রা'দের মধ্যে, সূরা আন-নহলের মধ্যে, সূরা বনি ইসরাইলের মধ্যে, সূরা মারইয়ামের মধ্যে, সূরা হজ্জের মধ্যে, সূরা ফোরকানের মধ্যে, সূরা নমলের মধ্যে, সূরা আলিফ লাম তানযীলের মধ্যে, সূরা হামীম সিজদাহের মধ্যে, সূরা ইযাসসামাউন শাক্কাতের মধ্যে এবং সূরা ইকরা বিসমির মধ্যে। এই সমস্ত স্থান পাঠকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপরই সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব। কুরআন শরীফ শুনার ইচ্ছা করুক আর না করুক। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ সিজদাহর আয়াত শুধু ঠোট নাড়িয়ে পড়ে। তবে তার উপর সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যখন সে শুদ্ধ অক্ষর উচ্চারণ করে শব্দ করবে, যা সে শুনবে এবং যে ব্যক্তি তার নিকটে থাকবে, সেও শুনবে, তখন সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং তার শেষ অক্ষর না

www.nagorikpathagar.org

পড়ে, তবে তার সিজদাহ করতে হবে না। যদি শুধু ঐ অক্ষর পড়ে, যার উপর সিজদাহ করতে হয়, মুখতাছারুল বাহরাইনের মধ্যে আছে যে, যদি 'ওয়াসজুদ' পড়ে এবং চুপ থাকে, ওয়াকৃতারিব পড়ল না, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি সিজদাহর পূর্ণ আয়াত একদল লোক হতে এভাবে শ্রবণ করে থাকে যে, এক এক অক্ষর এক এক ব্যক্তি হতে শুনেছে, তবে তার উপর সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব নয়। কেননা সে কোন তিলাওযাতকারী হতে শুনে নাই। এটা কাজীখানের ফতোয়া। সিজদাহ ওয়াজিব হওয়ার মূল নিয়ম হল এই যে, যার মধ্যে নামায ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ততা আছে, চাই আদায়ের পদ্ধতিতে হোক অথবা কাজার পদ্ধতিতে। তার মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদাহ ওয়াজিব হওযার উপযুক্ততা বিদ্যমান আছে। যদি উক্ত শর্ত না পাওয়া যায়, তবে তার উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এটা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে।

এমন কি যদি তিলাওয়াতকারী কাফির হয়, অথবা পাগল হয় অথবা বালক হয় অথবা এমন স্ত্রীলোক, যে হায়েজ বা নেফাসের মধ্যে আছে, অথবা সে দশদিনের কমে হায়েজ অথবা চল্লিশদিনের কমে নেফাস হতে পবিত্র হয়ে তিলাওয়াত করছে। তবে তিলাওয়াতের সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এমনভাবে শ্রোতার উপরও ওয়াজিব হবে না। যদি তাদের নিকট হতে কোন মুসলমান আকেল ও বালেগ শুনে, তবে তার উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি অজুহীন অবস্থায় অথবা নাপাক অবস্থায় সিজদাহর আয়াত পড়ে অথবা শুনে, তবে তাদের উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে। রোগীরও উক্ত হুকুম হবে। যদি কোন জানোয়ার হতে সিজদাহর আয়াত শুনে, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এটাই উত্তম অভিমত। যদি নিদ্রিত ব্যক্তি হতে শুনে, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি কেউ গোম্বুজের মধ্যে বসে চীৎকার করে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং এটার প্রতিশব্দ কেউ শুনে, তবে তার সিজদাহ ওযাজিব হবে না। এটা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ আছে।

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে যদি খবর দেওয়া হয় যে, সে ঘুমের মধ্যে সিজদাহর আয়াত পড়েছে, তবে তার উপর সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সিজদাহর আয়াত পড়ে, তবে তার উপর এবং তার শ্রোতার উপর সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোক যদি নামাযের মধ্যে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং সিজদাহ করে না , তার হায়েজ ফরজ হল, তবে তার জিম্মা হতে সিজদাহ রহিত হয়ে গেল। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নফল নামাযে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং সিজদাহ করে তবে তার নামায বাতিল হয়ে যায়, নামায কাজা করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু সিজদাহ পুনঃ করা ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি কোন মুসলমান সিজদাহর আয়াত পড়ে মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুসলমান হয়, তবে তার উপর ঐ সিজদাহ ওয়াজিব হয় না। এটা কাজীখানের ফতোয়া ।

সিজদাহর আয়াত ফার্সীতে পড়লে পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে। চাই শ্রবণকারী বুঝতে পারুক, কি না পারুক। এটা তখন, যখন শ্রোতাকে খবর দেওয়া হয় যে, সিজদাহর আয়াত পড়া হয়েছে ও ছাহেবাইনের মতানুযায়ী যদি শ্রবণকারী জানে যে, কুরআন পাঠ করছে, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে, নতুবা হবে না। এটা খোলাছায় বর্ণিত হয়েছে। আরবীতে কোরআন পড়লে সব অবস্থায় সিজদাহ ওযাজিব হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে। বধির ব্যক্তি সিজদাহর আয়াত পড়লে এবং নিজে সে না শুনলে তার উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে।

বানান করে সিজদাহর আয়াত পড়লে সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এটা সিরাজিয়ায় বর্ণিত আছে। ইমাম সিজদাহর আয়াত পড়লে সিজদাহ করবে। মুক্তাদীও সাথে সাথে সিজদাহ করবে, সে শুনে থাকুক বা না থাকুক, প্রকাশ্য কিরাত হোক বা নিঃশব্দ কিরাত হোক। কিন্তু মুস্তাহাব হল, নিঃশব্দ কিরাতে সিজদাহর আয়াত পড়বে না। যদি ইমামের নিকট

www.nagorikpathagar.org

হতে অন্য কোন সিজদাহর আয়াত শুনে, যে ইমামের সাথে নামাযে নেই এবং পরেও নামাযে শরীক হয়নি, তবে তার সিজদাহ করতে হবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি এক ইমাম হতে সিজদাহর আয়াত শুনেছে, তার সিজদাহ করার পূর্বে নামাযে শরীক হয়ে গেছে, তবে তার সাথে সিজদাহ করবে, যদি ইমামের সিজদাহ করার পর নামাযে শরীক হয়, তবে সিজদাহ করবে না। যদি দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হয়, তবে নামায শেষ করে সিজদাহ করবে। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন মুক্তাদী সিজদাহর আয়াত পড়ে, তবে ইমাম এবং অন্য মুক্তাদীর উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। নামাযের মধ্যে বা পরে কখনই না।

যদি নামায পড়ায় রত ব্যক্তি বাইরের কোন লোকের মুখে সিজদাহর আয়াত শুনে। তবে নামায হতে বের হওয়ার পর সিজদাহ করবে। নামাযের মধ্যে সিজদাহ করলে যথেষ্ট হবে না এবং তার নামায বাতিলও হবে না। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। সিজদাহর আয়াত নামাযে পড়লে যদি তা সূরার মধ্যখানে হয়, তবে উত্তম হল, সাথে সাথে সিজদাহ করে পুনঃ দাঁড়িয়ে গিয়ে সূরা পাঠ শেষ করতঃ রুকু করবে। যদি সিজদাহ না করে এবং সেই রুকুর মধ্যে সিজদাহর নিয়ত করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী জায়েয হবে। এটাই আমরা পছন্দ করে নিয়েছি। যদি রুকু এবং সিজদাহ না করে তাকে, সূরা শেষ করার পর রুকু করে এবং ঐ রুকুর মধ্যে সিজদাহ করার নিয়ত করে, তবে যথেষ্ট হবে না এবং তার তিলাওয়াতের সিজদাহ রহিত হবে না, যখন পর্যন্ত সে নামাযে থাকবে, তার সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ার পর তিন আয়াত পড়ে, তবে আর তখনই সিজদাহ করতে হবে না। রুকু সিজদাহর পরিবর্তে হতে পারে না । শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, যখন পর্যন্ত তিন আয়াত অপেক্ষা বেশি না পড়ে, এই হুকুম রদ হয়ে যাবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি সিজদাহর আয়াত সূরার শেষে থাকে তবে উত্তম হল যে, এটার পরিবর্তে রুকু করবে। যদি সিজদাহ করে এবং রুকু না করে তবে জরুরী মনে করে সিজদাহ হতে মাথা তুলবার পর সামান্য আরও কিছু সূরা পড়বে। যদি সিজদাহ হতে মাথা তুলবার পর আরও কিছু সূরা না পড়ে এবং রুকু করে, তবে জায়েয হবে। যদি রুকু বা সিজদাহ কিছুই না করে নামাযে চলতে থাকে, তবে রুকু দ্বারা সিজদায় তিলাওয়াত আদায় হবে না। যখন পর্যন্ত নামাযে থাকবে, সিজদাহ আদায় করা তার পক্ষে ওয়াজিব হবে। যদি সিজদাহর আয়াত সূরার শেষে হয় এবং এটার পর দুই বা তিন আয়াত থাকে, তবে তার ইচ্ছানুযায়ী সিজদাহর রুকু করে নিতে পারে অথবা সিজদাহও করতে পারে, যদি এটার রুকু করে, তবে সূরা খতম করে রুকু করলে জায়েয হবে। যদি এটার সিজদাহ করে তবে পুনঃ দাঁড়িয়ে সূরা শেষ করবে এবং পুনঃ রুকু করবে। যদি এটার সাথে অন্য সূরা মিলায়, তবে উত্তম হয়।

যদি ইমাম সালাম ফিরানোর পর সিজদাহ করে, তবে আবার বৈঠক করবে। বৈঠক না করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। এ কথায় সকলেই একমত যে, তিলাওয়াতের সিজদাহ নামাযের সিজদাহ হতে আদায় হয়ে যায়–যদিও তিলাওয়াতের সিজদাহর নিয়ত না করে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। নামাযী যদি তার তিলাওয়াতের সিজদাহর স্থান হতে ভুলে যায় এবং রুকু বা সিজদায় অথবা বৈঠকের মধ্যে মনে হয়, তবে তখনই আদায় করে নিবে। তারপর যে রোকনে ছিল, সেই রোকনে এসে যাবে। ঐ রোকন আবার আদায় করা উত্তম। আদায় না করলে তার নামায জায়েয হবে। এটা জহিরিয়ার বিবরণ।

ইমাম তিলাওয়াতে সিজদাহর জন্য তাকবীর বলল এবং যারা মসজিদের ছেহেনে ছিল, তারা মনে করল যে, রুকুর জন্য তাকবীর বলেছে, অতএব তারা রুকু করল এবং ইমাম যখন তাকবীর বলে সিজদাহ হতে মাথা উঠাল, তখন তারা রুকু হতে মাথা উঠাল, তারা অন্য বেশি কিছু করল না, তবে তাদের নামায বাতিল হবে না। যদি নামাযের বাইরে সিজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনে, তবে মুস্তাহাব হল যে, তিলাওয়াতকারী সামনে এগিয়ে যাবে, অন্য

www.nagorikpathagar.org

লোক তার পিছনে কাতার বেঁধে সিজদাহ করবে। আবুবকর উল্লেখ করেছেন যে, এই সিজদাহর মধ্যে স্ত্রীলোক পুরুষের ইমাম হতে পারে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

এই সিজদাহর মধ্যে উভয় দিকের হুকুম আছে, যেমন তিলাওয়াতকারী নিজে পড়ে এবং শুনেও। তবে উভয়ের জন্য এক সিজদাহ করলে যথেষ্ট হবে। কয়েক সিজদাহর জন্য এক সিজদাহ যথেষ্ট হবার শর্ত হল, একই আয়াত এবং একই মজলিসে হতে হবে। অতএব মজলিস আলাদা হলে এবং আয়াত একই হলে অথবা মজলিস একই হলে এবং আয়াত আলাদা হলে কয়েক সিজদাহর জন্য এক সিজদাহ যথেষ্ট হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। শ্রবণকারীর মজলিস যদি বদল হয় এবং তিলাওয়াতকারীর পরিবর্তন না হয়, তবে শ্রবণকারীর সিজদাহ পুনঃ করতে হবে। যদি তিরাওয়াতকারীর মজলিস বদল হয় এবং শ্রবণকারীর বদল না হয়, তবে তিলাওয়াতকারীর পুনঃ সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ মাশায়েখের মতে পুনঃ সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। অনেক সময় পর্যন্ত এক অবস্থায় বসে থাকলে অথবা এক লোকমা খেলে অথবা একবার পান করলে অথবা দাঁড়ায়ে গেলে অথবা এক পা দুই পা হাঁটলে অথবা ঘরের বা মসজিদের এককোণ হতে অন্য কোণে গেলে মজলিস পরিবর্তন হয় না। সওয়ারীর জানোয়ার চললে যদি আরোহী নামাযে না হয়, তবে মজলিস বদল হয়। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি তাসবীহ বা তাহলীল বা কিরাতে মশগুল থাকে, তবে মজলিস বদল হয় না। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ে জানোয়ারের উপর চড়ে, আবার এটা চলার পূর্বে অবতরন করে, তবে মজলিস বদল হয় না। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ে সিজদাহ করে পড়ে অনেক কিরাত পাঠ করে, পুনঃ ঐ আয়াত পড়ে তবে দ্বিতীয়বার সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। কাপড়ের তানা করায, কোন বস্তু লাফ ঝাঁপ দিয়ে পা দ্বারা চূর্ণ করায় এবং যমিন চাষ করায় মজলিস বদল হয়। তখন পুনঃ সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। গাছের এক শাখা হতে অন্য শাখায় গেলে ওয়াজিব হবে। এটা মুজমিরাতের বিবরণ।

যদি চলা অবস্থায় সিজদাহর আয়াত পড়ে, তবে যতবার পড়বে, ততবার সিজদাহ করতে হবে। এইভাবে যদি বড় নদী বা বড় খালের মধ্যে সাঁতার কাটে, তবে ঐরূপ হুকুম হবে। যদি এমন কোন কূপে বা পুষ্করিণীতে যার সীমা জানা আছে, তথাপি শুদ্ধ মতে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যে কাজ দ্বারা মজলিসের নাম বদল হয়, তাতে মজলিসও বদল হয়। যে সিজদাহ নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয়েছিল, তা বাইরে আদায় করলে চলবে না। এটা সিরাজিয়াহ এবং কাফীতে বর্ণিত হয়েছে। এটা ছাড়লে গুনাহগার হবে। এই হুকম তখন হবে, যকন সিজদাহ করার পূর্বে নামায বাতিল করবে না। যদি তা করে, তবে নামাযের বাইরে আদায় করবে। সিজদাহর আয়াত কোন এক রাকাতে পড়ল, তারপর অজু ভঙ্গ হল, অজু করতে গেল, এসে অন্য কারও হতে ঐ সিজদাহর আয়াত শুনল, তবে তার দুই সিজদাহ ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখীতে বর্ণিত আছে।

যদি সিজদাহর আয়াত নামাযে পড়ে, পরে পরেই অজু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অজু করে এসে তার উপর ভিত্তি করে এবং পুনঃ ঐ আয়াত পাঠ করে, তবে দ্বিতীয়বার সিজদাহ ওয়াজিব হয় না। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি মোবাহ ওয়াক্তে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদাহ করে, তবে জায়েয হবে না। মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদাহর আয়াত পড়ে ঐ ওয়াক্তেই সিজদাহ করলে তা জায়েয হবে। যানবাহন হতে নেমে সিজদাহর আয়াত পড়ল পরে কোন ভয়ের কারণে বাহনে চড়ে চলে গেল এবং ঐ অবস্থায় সিজদাহ করল, এটা ভীতির অবস্থায় জায়েয আছে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ভীতিহীন অবস্থায় জায়েয নেই। তাহরীমা ছাড়া সিজদায় তিলাওয়াতের জন্য ঐ শর্ত, যা নামাযের সিজদায় আছে। যে সমস্ত কারণে নামায বাতিল হয়, ঐ সমস্ত কারণে সিজদাহও বাতিল হয়। তারতম্য কেবল এতটুকু যে, নামাযে সজোরে হাসলে অজু ভঙ্গ হয়, কিন্তু সিজদায় তিলাওয়াতে তা হয় না। স্ত্রীলোক

www.nagorikpathagar.org

সামনে এলে সিজদাহ ভঙ্গ হয় না। সুন্নাত এই যে, প্রথমে এবং শেষে তাকবীর বলবে। এটা মুহীতে সুরুখসী এবং তাবিয়ীনের বিবরণ।

সিজদাহর ইচ্ছা করলে আল্লাহ আকবার বলবে, কিন্তু হাত উঠাবে না এবং সিজদাহ করবে। পুনঃ তাকবীর বলে মাথা উঠাবে। তাশাহহুদ এবং সালাম ফিরান ওয়াজিব নয়। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। সিজদাহর মধ্যে অন্যূন তিনবার তাসবীহ পড়বে। তিনবারের চেয়ে কম নয়। এটা কাজীখানের ফতোয়া। সিজদাহর মধ্যে কিছু না পড়লেও জায়েয হবে। মুস্তাহাব এই যে, সিজদাহর ইচ্ছা করলে দাড়িয়ে যাবে, তারপর সিজদাহ করবে। সিজদাহ করার পর দাঁড়াবে, তারপর বসবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। পুনঃ সিজদাহ করার ইচ্ছা করলে তার নিয়ত মনে মনে করবে এবং মুখে তাকবীর বলবে এবং বলবে যে, আল্লাহর জন্য সিজদাহ করছি। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। সিজদাহ সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব নয়। অতএব অন্য সময়ে আদায় করলে কাজা হবে না, আদায় হবে। এটা তাতারখ-ানিয়ার বিবরণ।

এই হুকুম সেই সিজদাহর যা নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয়নি। যে সিজদাহ নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয়, তাতে যদি বিলম্ব করে এমন কি অনেক সময় কিরাত পড়ে, তবে কাজা হয়ে যাবে এবং পাপী হবে। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি তিলাওয়াতকারীর নিকট এমন লোক থাকে যে, তাদের সিজদাহ করার অভ্যাস আছে, তাদের উপর সিজদাহ করা ক্লেশকর হয় না। তবে শব্দ করে পড়বে। আর যদি তারা অজুহীন তাকে অথবা শুনে সিজদাহ করবে না অথবা তাদের সিজদাহ করা কষ্টকর হবে, তবে নিঃশব্দে পড়বে। চাই তারা নামাযে থাকুক বা নামাযের বাইরে থাকুক। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। সূরা পাঠ করবে এবং তার সিজদাহর আয়াত পাঠ করবে না, এরূপ করা মাকরূহ হবে। যদি শুধু সিজদাহর আয়াত নামাযের বাইরে পড়ে, তবে মাকরূহ হবে না। মুস্তাহাব হল, এটার সাথে এক দুই আয়াত আরও পড়বে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

এই প্রসঙ্গে শোকরের সিজদাহর মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে শোকরের সিজদাহ আদায় করা মাকরূহ। এটাতে কোন ছওয়াব নেই। এটা না করাই ভাল। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে এটা একরূপ ইবাদাত, যাতে ছওয়াব হয়। তাঁদের নিকট এটার নিয়ম হল, যদি কোন ব্যক্তির উপর কোন নেয়ামত প্রকাশ পায় অথবা আল্লাহ তাকে কোন সুসন্তান দান করেন অথবা কোন মাল দান করেন অথবা কোন হারান বস্তু যদি ফিরিয়ে পায় অথবা তার কোন বিপদ দূর হয়ে যায় অথবা কোন রোগমুক্তি পায় অথবা কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েছিল, ফিরে আসে, তার জন্য মুস্তাহাব হল, আল্লাহর ওয়াস্তে কিবলামুখী হয়ে শোকরের সিজদাহ করবে। এটার মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাসবীহ পড়বে। পরে দ্বিতীয় তাকবীর বলে মাথা উটাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

হুজ্জাতে বর্ণিত আছে যে, লোকদিগকে শোকরের সিজদাহ হতে বারণ করবে না, কারণ এটাতে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং ইবাদাতও হয়। এটার উপরই ফতোয়া দেয়া হয়। নামাযের পর যখন নফল পড়া মাকরূহ, তখন সিজদাহ করাও মাকরূহ। এটা কানিয়ার বিবরণ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
অসুস্থ ব্যক্তির নামায

দাঁড়াতে অক্ষম রোগী বসে নামায আদায় করবে এবং রুকু সিজদাহ করবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। অক্ষমের অর্থ দাঁড়াতে ক্ষতি হয়, এটাই শুদ্ধ মত। দাঁড়ানোতে রোগ বাড়ার আশংকা থাকলে অথবা আরোগ্য লাভে দেরি হলে

www.nagorikpathagar.org

অথবা মাথায় যন্ত্রণার ভয় থাকলে তখনও অক্ষমের মধ্যে বিবেচিত হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। সামান্য কষ্টের জন্য দাঁড়ানো জায়েয নেই। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। যদি অল্প সময় দাঁড়াতে পারে, দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতে পারে, কিরাতের জন্য দাঁড়াতে পারে না অথবা সামান্য কিরাত পড়তে পারে, সব পড়তে পারে না, তবে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে যতটুকু পারে কিরাত পড়বে, পরে অক্ষম হলে বসে যাবে। শামসুল আয়েম্মা বলেন যে, এটাই সঠিক মাযহাব। এটা ত্যাগ করলে আমার ভয় হয় যে, নামায নাজায়েয হয় না কি। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। রোগী যদি ঘরে দাঁড়িয়ে হয়ে নামায পড়তে পারে আর বাইরে যেয়ে না পারে, তবে ঘরে থেকেই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এটার উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এটা মুজমিরাতের বিবরণ।

রোগী বসে নামায কিভাবে পড়বে? এতদসম্পর্কে শুদ্ধ মত হল, যেভাবে সে শান্তি পায়, সেভাবে সে বসে পড়বে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ এবং আইনী শরহে হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। দেওয়াল বা মানুষের সাথে ভর দিয়ে বসতে পারলে সেভাবে বসেই নামায পড়া ওয়াজিব হবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। তার পক্ষে শুয়ে নামায পড়া জায়েয হবে না। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ। যদি বসতে পারে কিন্তু রুকু সিজদাহ্ করতে না পারে, তবে বসে ইশারায় নামায পড়বে এবং সিজদায় রুকু হতে একটু বেশি মাথা নীচু করবে। এটা কাজীখানের বিবরণ।

রুকু সিজদাহ একই রকম করলে নামায জায়েয হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি রুকু করতে না পারে এবং দাঁড়াতে পারে, তবে মুস্তাহাব এই যে, বসে ইশারায় নামায পড়বে। যদি দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায পড়ে, তবে আ-মাদের নিকটে জায়েয হবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। ইশারায় নামায আদায়কারী সাহু সিজদাহ ইশারায় করবে। এটা মুহীতের বর্ণনা। ইশারায় নামায আদায়কারীর জন্য কোন কাঠ বা তাক জাগাইয়া দেওয়া মাকরূহ হবে। এরূপ করে দিলেও তার মাথা রুকুর চাইতে সিজদায় বেশি ঝুঁকতে পারলে জায়েয হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি রুকু সিজদাহর জন্য মাথা মোটেও ঝুঁকাতে না পারে, তবে তার জন্য কাঠ কপালে লাগিয়ে দিলে নামায জায়েয হবে না। কাঠ বা তাক মাটিতে পড়ে থাকলে এবং তার উপর সিজদাহ করতে পারলে নামায হয়ে যাবে। পেশানীতে জখম থাকলেও তজ্জন্য সিজদাহ করতে না পারলে সে ইশারায় নামায পড়বে না বরং নাকের উপর সিজদাহ করে নামায পড়বে। বসতে না পারলে কিবলার দিকে পা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারা করে রুকু সিজদাহ করবে। মাথার নীচে একটি বালিশ রেখে দেওয়া ভাল, তবে রুকু সিজদাহ করতে সুবিধা হবে। কাত হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে মুখ করে ইশারায় নামায পড়লে হয়ে যাবে। তবে প্রথম অবস্থাই উত্তম।

ডানকাতে শুতে না পারলে বামকাতে শুয়ে মুখ কিবলার দিকে করবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়লে বসে নামায পড়বে, রুকু সিজদাহ করবে। রুকু সিজদাহও করতে না পারলে ইশারায় নামায পড়বে। বসতেও না পারলে শুয়ে পড়বে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি বসে রুকু সিজদাহ করে নামায পড়ে থাকে, পরে নামাযের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়, সে বাকি নামায দাঁড়িয়ে পড়বে। কিছু নামায ইশারায় পড়ে পরে রুকু সিজদাহ করতে সক্ষম হলে প্রথম হতে নামায পুনঃ পড়বে। এটা হেদায়ার বিবরণ।

যদি নামায শুরু করার পর এবং রুকু সিজদাহ করার পূর্বে তার মুক্তি হয়, তবে ঐ নামায শেষ করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে। রোগী মাথার ইশারায়ও নামায পড়তে না পারলে তার জিম্মা হতে নামায রহিত হয়ে যায়। চক্ষু এবং ভ্রূ দিয়ে ইশারা করার কোন অর্থ হয় না। অতঃপর ঐ ব্যক্তির রোগ ভাল হয়ে গেলে ঐ নামাযসমূহ কাজা করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, যদি এই অবস্থায় তার উপর একদিন একরাত হতে

বেশী সময় অতিবাহিত হয়, তবে কাজা করা ওয়াজিব নয়। কম সময় গেলে কাজা ওয়াজিব হবে। যেমন বেহুঁশ অবস্থায় হুকুম রয়েছে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। ঐ রোগে মরে গেলেও ঐ নামায ওয়াজিব হবে না এবং ফিদইয়া আদায় করাও আবশ্যক হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

চার রাকাতবিশিষ্ট নামায বসে পড়লে এবং চতুর্থ রাকাতে বসে তাশাহহুদ পড়ার আগে সে কিরাত পড়লে এবং রুকু করলে খাড়ার মতো হয়ে গেল, ঐভাবে পড়ে শেষ করবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সিজদাহ হতে উঠে দাঁড়াবার নিয়ত করলে এবং কিরাত না পড়লে কিন্তু তা মনে হলে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। রোগী বসে নামায পড়ল, যখন চতুর্থ রাকাতের শেষের সিজদাহ হতে মাথা উঠাল, তখন তার ধারণা হল যে, তৃতীয় রাকাতে আছে। পুনঃ কিরাত পড়ল এবং ইশারায় রুকু সিজদাহ করল, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাতে থাকে এটা দ্বিতীয় রাকাত মনে করে এবং কিরাত পাঠ শুরু করে দেয়, পরে বুঝতে পারে যে, তৃতীয় রাকাত পড়ছে, তবে তাশাহহুদ পাঠ শুরু করবে না; বরং ঐভাবে কিরাত পড়তে থাকবে এবং নামাযের শেষে সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

রোগী যদি সুস্থ ব্যক্তির মতো কিরাত, তাসবীহ এবং তাশাহহুদ পড়তে না পারে, তবে ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। সুস্থ এবং রোগীর মধ্যে শুধু ঐ সকল বিষয়ে পার্থক্য, যার মধ্যে রোগী অপারগ এবং যে সকল বিষয়ে রোগী শক্তি রাখে, তা সুস্থ ব্যক্তির মতো করবে। রোগী কিবলার দিক জানে, কিন্তু সেদিকে মুখ করতে শক্তি রাখে না এবং সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দিবার মত লোকও নেই, তখন ঐভাবেই নামায পড়বে। যদি মুখ ফিরিয়ে দিবার মত লোক পাওয়া যায়, তবে তাকে ফিরিয়ে দিতে বলবে। যদি না বলে এবং সেদিকেই নামায পড়ে, তবে নামায জায়েয হবে না। যদি নাপাক বিছানায় থাকে, পাক বিছানা পাওয়া যায় না বা যায় কিন্তু এমন কোন লোক নেই যে, বিছানা বদলিয়ে দেয়, তবে নাপাক বিছানায় নামায পড়বে। যদি বিছানা বদলে দিবার মত লোক থাকে, তবে তাকে বদলে দিতে বলবে। না বলে ঐ বিছানায় নামায পড়লে জায়েয হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি রোগীর নীচে নাপাক বিছানা তাকে এবং অবস্থা যদি এমন হয় যে, বদলো দিলে সাথে সাথে নাপাক হয়ে যায়, তবে ঐ বিছানায় নামায পড়বে অথবা বিছানা বদলে দিলে রোগীর কষ্ট হলে তা বদলাবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। রোগী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত বেহুঁশ থাকলে এটা কাজা করতে হবে। এর চাইতে বেশি থাকলে তার কাজা করবে না। যে বেহুঁশ ব্যক্তি সবসময় বেহুঁশ থাকে, তার জন্য ঐ হুকুম। আর যদি কোন এক নির্দিষ্ট সময় হুঁশ হয় এবং নামাযের ওয়াক্ত পরিমাণ হুঁশ তাকে, যেমন ফজরের ওয়াক্তে সুস্থ হয়, অল্প সময় ভাল তাকে, তারপর আবার ঐ রোগ এসে যায় এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তবে ঐ সময়কে সুস্থের সময় ধরতে হবে। যদি ঐ সুস্থের পূর্বে একদিন এক রাতের কম হয, তবে ঐ হুকুম বাতিল হবে। যদি হুঁশ হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় না তাকে; বরং কখনও কখনও হঠাৎ হুঁশ হয় এবং সুস্থ লোকের মতো কতাবার্তা বলে, আবার বেহুঁশ হয়ে যায, তবে ঐ হুঁশের কোন মূল্য নাই। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

কোন জীব-জন্তু বা মানুষের ভয়ে একদিন এবং একরাতের বেশি বেহুঁশ থাকলে সকলের মতে কাজা রহিত হয়ে যায়। শরাব পানে একদিন একরাতের বেশি বেহুঁশ থাকলে নামায রহিত হবে না, বরং কাজা করতে হবে। যদি বাং অথবা অন্য কোন ঔষধ পান করে একদিন এবং রাতের চাইতে বেশি সময় পর্যন্ত জ্ঞানশূন্য থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নামায রহিত হবে না। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি একদিন একরাত অপেক্ষা বেশি নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে, তবে নামায কাজা করবে। কোন লোক আছে যে, রোযা রাখলে বসে নামায পড়ে এবং রোযা না রাখলে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তার উচিত রোযা রেখে নামায পড়া।

www.nagorikpathagar.org

যদি রোগী জেনে হোক বা না জেনে হোক এই খেয়ালে ওয়াক্তের পূর্বে নামায পড়েছে যে, পুনঃ রোগের দরুন সে নামায পড়তে পারবে না, তবে ঐ নামায যথেষ্ট হবে না। এই রকম যদি কিরাত ছাড়া বা অজু ছাড়া নামায পড়ে, তবে তা জায়েয হবে না। রোগী যদি কারও গোলাম হয়, যে অজু করতে সক্ষম নয়, তবে মুনিব অজু করিয়ে দিবে। যদি কারও স্ত্রী হয়, তবে ঐ লোকের উপর স্ত্রীকে অজু করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, নামাযের কোন নির্দিষ্ট রোকন অজু ভঙ্গের কারণে আদায় করতে পারে না, তবে এ রোকন তার জিম্মা হতে ছুটে যাবে।

যদি কারও কোন জখম থাকার কারণে সিজদাহ করার সময় জখম হতে রক্ত বের হয়। এটা ছাড়া সে কিয়াম, কিরাত এবং রুকুতে সক্ষম আছে। তার উচিত বসে ইশারায় নামায আদায় করা। যদি রুকু করে নামায পড়ে এবং বসে ইশারায় সিজদাহ করে, তবে জায়েয হবে। তবে প্রথম অবস্থা উত্তম। এটা মুহীতের বিবরণ। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তার পেশাব নির্গত হতে থাকে অথবা কিরাত পড়তে পারে না, বসে পড়লে এইসব কোন দোষই দেখা দেয় না, তার উচিত বসে নামায পড়া।

যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে শত্রুর ভয় তাকে অথবা এমন তাঁবুর মধ্যে আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়া যায় না, বাইরে গিয়ে কাদা ও বৃষ্টির জন্য নামায পড়া যায় না, তবে তার বসে নামায পড়া উচিত। রোগীর যদি নামায ছুটে যায় এবং সুস্থ অবস্থায় কাজা করে, তবে সুস্থ ব্যক্তির মতো আদায় করবে। যে অবস্থায় ফৌত হয়ে গিয়েছে সেই অবস্থায় আদায় করলে জায়েয হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি রোগের অবস্থায় নামায কাজা করে, সুস্থাবস্থায় নামাযের কাজা যেভাবে আদায় করতে পারা যায়, সেই অবস্থায়ই আদায় করবে। যদি নামাযী এমন কোন লোক নিকটে বসিয়ে নেয় যে, রুকু সিজদায় ভুল করলে তা বাতিয়ে দিবে, যদি এই ব্যবস্থা ছাড়া নামায শুরু করে পড়তে না পারে তবে জায়েয হবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। রোগীর জন্য মুস্তাহাব হল, জোহর নামাযের জন্য এমন পরিমাণ দেরি করবে, যেন জুমুআর নামায হতে ইমাম ফারেগ হতে পারে। যদি এমন পরিমাণ দেরি না করে, তবে মাকরূহ হবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মুসাফিরের নামায

তিনদিন চলার পর যে দূরত্ব শেষ হয়ে যায়, এমন পরিমাণ দূরত্ব হলে হুকুম বদল হয়ে যায়। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। সফরে যেসব আহকাম বদল হয়ে যায, তা হল নামায কছর পড়া, রোযা না রাখা ইত্যাদি। মোজা মোসেহ করার মুদ্দত তিনদিন হওয়া। দুই ঈদ এবং জুমুআ ও কোরবানীর ওয়াজিব হওয়া রহিত হয়ে যাওয়া। আযাদ স্ত্রীলোকের মোহরম ছাড়া বের হওয়া হারাম হয়ে যায়। উক্ত দূরত্ব মধ্যম নিয়মে চলার বিধান হবে। এটা সিরাজিয়ায় উল্লেখ আছে। এটা উটের উপর অথবা হেঁটে চলার চলন ধরতে হবে এবং বৎসরের ছোট দিনসমূহের পরিমাণ ধরতে হবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

এই মাসয়ালার মধ্যে মাইলের হিসাব ধরার উপযোগী নয়। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। স্থলপথের চলন নদীপথের চলনের মধ্যে এবং নদীপথের চলন স্থলপথের চলনের মধ্যে ধরা যাবে না; বরং প্রত্যেক স্থানে ঐ চলন ধর্তব্য হবে যা তার সময়োপযোগী হবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে। যে রাস্তা দিয়ে যাবে, সেই রাস্তার হিসেবে মুদ্দত ধরতে হবে। যেমন যদি কোন শহরে যাবার নিয়তে করে থাকে, ঐ শহরে যাবার দুপথ আছে। একটা হল যাতে

www.nagorikpathagar.org

তিনদিন লাগে এবং অন্যটি হল কম সময় লাগে। যদি দূরের রাস্তা যায়, তবে আমাদের নিকট মুসাফির হবে। এটা কাজীখানের বিবরণ। যদি নিকটের রাস্তা দিয়ে চলে, তবে পুরা নামায পড়তে হবে। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

যদি এমন দুইপথ থাকে যে, একটি জলপথ ও একটি স্থলপথ। জলপথ দিয়ে যেতে তিনদিন লাগে ও স্থলপথ দিয়ে যেতে দুইদিন লাগে। যদি জলপথ দিয়ে যায়, তবে নামায কছর পড়বে। আর যদি স্থলপথ দিয়ে যায়, তবে কছর করবে না। এটার বিপরীত হলে ঐ রকম হুকুম হবে। যদি দূরত্ব তিনদিনের থাকে এবং কোন ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে খুব তেজে চরে দুইদিনে অথবা কম সময়ে পৌঁছে যায়, তবে কছর করতে হবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে।

চার রাকাত নামাযে মুসাফিরের উপর দুই রাকাত ফরজ। কছর করা আমাদের নিকট ওয়াজিব। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি চার রাকাত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করে থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। শেষের দুই রাকাত নফল হয়ে যাবে। কিন্তু সে অন্যায় করল, কারণ সে সালাম ফিরাতে দেরি করল। যদি দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক না করে, তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

এই রকম প্রথম দুই রাকাতে অথবা এক রাকাতে কিরাত না পড়লে আমাদের নিকট নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। সফরের হুকুম প্রত্যেক মুসাফিরের উপর প্রযোজ্য, চাই সে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সফর করুক, চাই পাপ কাজের উদ্দেশ্যে করুক, সকলই সমান। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। এভাবে সওয়ারী এবং পায়দলে চলার জন্যও একই হুকুম। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। সুন্নাত নামাযে কছর করতে হবে না। কোন কোন ফকীহ মুসাফিরের জন্য সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া জায়েয বলেছেন। উত্তম এই যে, ভয়-ভীতির অবস্থায় সুন্নাত পড়বে না। নিরাপদ ও নিশ্চিন্তের অবস্থায় সুন্নাত আদায় করবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নিজের শহর হতে বের হয়ে গেলে এবং নিজ শহরের ঘর দরজা চোখের আড়ালে গেলেই কছর শুরু করবে। এটা মুহীতের বিবরণ। শুদ্ধ মত হল, শহরের লোকালয় হতে বের হয়ে গেলে কছর পড়বে। শহরের সাথে গ্রাম মিলিত থাকলে তা হতেও বের হয়ে যাওয়া ধরতে হবে। শহরের সীমান্তে সে গ্রাম মিলানো থাকে তা হতে বের হওয়ার পূর্বে কছর পড়তে পারে। এটা মুহীতের বিবরণ।

এভাবে যখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন নিজের লোকালয়ে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কছর পড়বে। নিজের শহর হতে বের না হয়ে শুধু নিয়ত করলে মুসাফির হবে না কিন্তু শুধু নিয়ত করলেই হয়ে যায় বলে মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যেদিক দিয়ে শহর হতে বের হবে, সেই দিকই ধরতে হবে। যদি একদিক দিয়ে শহর হতে বের হয় এবং অন্যদিক দিয়ে শহর সমান থাকে, তবে কছর পড়বে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি এমন দিক দিয়ে বের হয়, যেদিকের কোন মহল্লা এখন শহর হতে পৃথক হলেও আগে শহরের সাথে সংলগ্ন ছিল, তবে ঐ মহল্লা হতে বের না হওয়া পর্যন্ত কছর পড়বে না।

মুসাফির তিন মঞ্জিল সফর করার নিয়ত করলেই তার রোখছতের হুকুম হবে। ঐ পরিমাণ নিয়ত করা পর্যন্ত দুনিয়া ঘুরে আসলেও সফরের রোখছতের হুকুম হবে না। যেমন কেউ যদি পলায়নরত অথবা কর্জদার ব্যক্তির পিছনে অনুসরণ করে চলতে থাকে, এটার মধ্যে তিনদিনের নিয়ত নেই, তবে সফরের রোখছত পাবে না। এই নিয়তের মধ্যে শুধু ধারণা করাই যথেষ্ট, দৃঢ়বিশ্বাসের দরকার হয় না। অর্থাৎ যদি মোটামুটি ধারণা তাকে যে, তিনদিনের সফর করবে, তবে কছর পড়বে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

এটাও লক্ষ্য রাখার বিষয় বটে যে, সে সফরের উপযুক্ত কিনা। যদি একটি বালক ও একজন খৃষ্টান সফর করে এবং দুইদিন চলার পর বালক বালেগ হয়ে যায় এবং খৃষ্টান মুসলমান হয়ে যায়, তবে বালক পূর্ণ নামায পড়বে এবং খৃষ্টান যে মুসলমান হয়েছে কছর পড়বে। এটা যাহেদীতে বর্ণিত আছে। যখন পর্যন্ত কোন গ্রামে বা শহরে পনেরদিন বা তার বেশি থাকার নিযত না করে ততদিন কছর পড়বে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। তিনদিন চলার পর এই হুকুম হবে। তিনদিন না চলে ফিরে আসার নিয়ত করলে মুকীম হয়ে যাবে।

ইকামাতের নিয়ত পাঁচটি শর্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা ঃ

(১) চলা বন্ধ করে দেওয়া। ইকামতের নিয়ত করে চলতে থাকলে নিয়ত শুদ্ধ হয় না।

(২) যে স্থানে থাকবার নিয়ত করে, সেস্থান থাকার উপযুক্ত হওয়া। যেমন, ময়দানে অথবা সাগরে অথবা দ্বীপে থাকার নিয়ত করলে তা শুদ্ধ হবে না।

(৩) একইস্থানে থাকার নিয়ত করা।

(৪) একাধারে পনেরদিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করা।

(৫) তার মত স্থায়ী হওয়া। এটা মেরাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে।

শামসুর আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, যদি মুসলিম সৈন্য কোন জায়গায় থাকার ইচ্ছা করে এবং তাদের সাথে শামিয়ানা এবং ছোট বড় তাঁবু আছে এবং পথে কোন ময়দানে নেমে তাঁবু স্থাপন করে এবং তথায় পনেরদিন থাকার নিয়ত করে, তবে মুকীম হবে না। কেননা তারা সবকিছু নিয়ে চলার আসবাবপত্র রাখে। ঐস্থান বাস করার স্থান নয়। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যাযাবর লোক যারা তাঁবু প্রভৃতিতে থাকে, তাদের মুকীম হওয়ার নিয়ত করার মধ্যে ফোকাহাদের মতভেদ আছে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর দুইটি রেওয়ায়েতের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মুকীম হবে না এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুকীম হবে। এটার উপরই ফতোয়া দেয়া হয়, এটা গিয়াসিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

পনের দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করলে কছর পড়বে। এটা হেদোয়ায় বর্ণিত আছে। যদি কোন শহরে বৎসর ভরে এই নিয়তে থাকে যে, কাজ শেষ হলেই চলে যাবে; কিন্তু পনেরদিন থাকার নিয়ত করেনি, তবে নামায কছর করবে। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। হজ্জে যাওয়ার লোক বাগদাদে পৌঁছে সেখানে থাকার নিযত করল না, কিন্তু এই ইচ্ছা করল যে, কাফেলা ছাড়া যাবে না। যখন কাফেলা যাবে, তখন যাবে। কিন্তু একথা জানা আছে যে, কাফেলা আজ হতে পনের দিনের মধ্যে অথবা পনের দিন হতে বেশি দিনের মধ্যে আসতে পারে, তবে নামায পূর্ণ চার রাকাত আদায় করবে, কছর পড়বে না।

কেউ দুইস্থানে পনের দিন থাকার নিয়ত করলে যেমন মক্কা এবং মিনা, কুফা এবং হিরা, তবে সে মুকীম হবে না। যদি একস্থান অন্যস্থানের অধীনস্থ হয়, এমন কি সেখানের লোকের উপর জুমুআ ফরজ হয় না, তবে মুকীম হবে। যদি দুই মহল্লায় পনেরদিন থাকার জন্য এমনভাবে নিয়ত করে যে, দিনে এক মহল্লায় থাকবে এবং রাত্রে অন্য মহল্লায় থাকবে, তখন রাত্রির মহল্লায় ঢুকবার সময়ে মুকীম হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। দিনে থাকার মহল্লায় ঢুকার সময়ে মুকীম হয়নি, এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

হজ্জ গমনকারী লোকেরা যদি যিলহজ্জের প্রথম দশম দিনে মক্কায় প্রবেশ করে এবং তথায় অর্ধমাস থাকার নিয়ত করে, তবে শুদ্ধ হবে না, কেননা হাজ্জের মধ্যে আরাফাতে অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যথায় হজ্জের শর্ত পূরণ হবে না। যদি দারুল হরবে কোন শহরে অথবা দারুল ইসলামে এমন জায়গা শত্রুবাহিনী অবরোধ করে, যেখানে কোন শহর নাই এবং পনেরদিন থাকার নিয়ত করে, তথাপি নামায কছর করবে, কেননা এমন স্থানে থাকতেও পারে,

www.nagorikpathagar.org

ভেগেও যেতে পারে, ঘরে বাস করলেও নিয়তের বিশ্বাস নেই। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। এজন্য আমাদের আয়েম্মাদের মতে কোন ব্যবসায়ী কোন আবশ্যকে কোন শহরে প্রবেশ এবং পনেরদিন থাকার নিয়ত করলেও সে মুকীম হবে না। কারণ তার অবস্থা হল আবশ্যক পুরা হওয়া মাত্র সে চলে যাবে। আবশ্যক পুরা হওয়ার পর সে থাকবে না। কাজেই তার নিয়ত মজবুত নয়। যে ব্যক্তি দারুল হরবে আমান চেয়ে প্রবেশ করেছে এবং থাকার স্থানে ইকামতের নিয়ত করেছে, তার নিয়ত শুদ্ধ হবে।

যদি হরবীদের মধ্য হতে কেউ দারুল হরবে মুসলমান হয় এবং হরবীদের মধ্যে তা প্রকাশ পাওয়ায় তারা তাকে হত্যা করার জন্য তালাস করে, তখন সে তাদের ভয়ে তিনদিনের জন্য সফরের নিয়ত করে ভেগে যায়, তবে সে মুসাফির হবে-যদিও সে কোনখানে একমাস বা তদপেক্ষা বেশি দিন পালিয়ে থাকে। কেননা সে এখন তাদের সাথে বিবাদকারী হয়ে গিয়েছে। এরূপ হুকুম হবে সেই ব্যক্তির জন্যও যে আমান চেয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করেছে ও তারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। যদি তাদের মধ্য হতে কেউ দারুল হরবের কোন শহরের মুকীম ছিল এবং যখন তথাকার লোক তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, তাই সে এ শহরে কোন জায়গায় লুকিয়ে রইল,তবে নামায পুরা পড়বে, কেননা সে ঐ শহর হতে বের না হওয়া পর্যন্ত সেকানে মুকীম ছিল, মুসাফির নয়।

এভাবে যদি দারুল হরবের কোন শহরের লোক মুসলমান হয়ে যায় এবং হরববাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয় এবং যারা মুসলমান হয়ে যায়, তারা নিজেদের শহরে সাধারণ অবস্থায় পূর্ণ নামায পড়বে। যদি হরববাসীরা তাদের উপর জয়লাভ করে এবং মুসলমান দল আর এক মঞ্জিল চলার ইচ্ছা করে সেখান হতে বের হয়ে যায়, তথাপি তারা পুরা নামায পড়বে। যদি তিনদিনের সফরের নিয়ত করে বের হয়, তবে নামায কছর করবে। যদি পুনঃ নিজেদের শহরে ফিরে আসে এবং মুশরিকগণ সেখানে না তাকে, তবে নামায পূর্ণ পড়বে। যদি মুশরিকগণ তাদের শহরের উপর জয়ী থাকে এবং সেখানে মুকীম থাকে এবং মুসলমানগণ শহরে আসে, মুশরিকরা শহর খালি করে দেয়, মুসলমানগণ ঘর দরজা করে বসবাস শুরু করে, সেখান হতে বের হওয়ার নিয়ত না থাকে, তবে ঐ শহর দারুল ইসলাম হয়ে যায়, তার মধ্যে পুরা নামায পড়বে। যদি সেখানে ঘর বানাবার ইচ্ছা না তাকে, সেখানে একমাস থেকে দারুল ইসলামে আসার ইচ্ছা রাখে, তবে নামায কছর করবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

অতএব শহরে নেতার ইকামতের নিয়তে সেনাদল ময়দানে মুকীম হয়ে যায়। এটা কাফীতে বর্ণিত আছেল নিয়ম হল, যে ব্যক্তি ইকামত নিজের নিয়তে করতে পারে, সে নিজের নিয়তে মুকীম হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি ইকামত নিজের ইচ্ছায় করে না, সে নিজের নিয়তে মুকীম হয় না। এমন কি স্ত্রী নিজের স্বামীর সাথে, গোলাম নিজের মালিকের সাথে, শাগরিদ তার ওস্তাদের সাথে, চাকর নিজের প্রভুর সাথে এবং সৈন্য নিজের সেনাপতির সাথে সফর করলে প্রকাশ্য রেওযায়েত অনুযায়ী নিজের নিয়তে মুকীম হবে না। স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর অধীন তখন, যখন তার মহরে মুআজ্জল আদায় করে দেওয়া হয়। আদায় না করা হলে সহবাস করার পূর্বে অধীন হয় না। সৈন্য নিজের নেতার অধীন তখন হয়, যখন তার খোরাক নেতার নিকট হতে পায়। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

সৈন্য নিজের খরচে খাবার খেলে তার নিজের নিয়তের উপরে নির্ভর করে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি নিজের কর্জের জন্য বন্দী হয় এবং পাওনাদারের জিম্মায় তাকে, তখন পাওনাদারের নিয়তের উপর নির্ভর করে। এটা তখন, যখন করজ পরিশোধ করতে না পারে। আদায় করতে পারলে করজদারের নিয়তের উপর নির্ভর করবে। করজ আদায় না করার নিয়ত করলে সে মুফলিসের মতো হয়ে যাবে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি কোন গোলামের সফরের মধ্যে দুজন মালিক হয়, তার একজন ইকামতের নিয়ত করেছে আর একজন ইকামতের নিয়ত করেনি, তবে গোলাম মুকীমের খিদমতে থাকার সময় পূর্ণ নামায পড়বে এবং মুসাফিরের খিদমতে থাকার সময় নামায কছর

করবে। যদি জানে খিদমত করা নির্দিষ্ট নেই, তবে আসল হিসোবে চার রাকাত পড়বে। দুই রাকাতের পর সন্দেহ দূর করার জন্য নিশ্চয়ই বসবে।

অধীনস্থের নিজের আসল অবস্থা জানা না থাকলে কেউ কেউ বলেন যে, সে মুকীম হয়ে যায় এবং কেউ কেউ বলেন যে, সে মুকীম হয় না। কেননা জানার পূর্বে হুকুম কর্তব্য হয়ে যাওয়ার মধ্যে ক্ষতি আছে। এটা শরীয়ত-নিষিদ্ধ। গোলাম মালিকের সাথে সফরে যাবার সময় মালিককে জিজ্ঞাসা করা উচিত। সে না বললে পুরা নামায পড়বে। কয়েকদিন চার রাকাত পড়ার পর মালিক জানাল যে, সফর শুরু করার দিন হতেই সে মুসাফির। তবে শুদ্ধমত এই যে, গোলাম তা পুনরায় আদায় করবে না, যদিও সে দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করে না থাকে। যদি গোলাম নিজের মালিকের ইমামতী করে এবং এ জামাতে আরও মুসাফির থাকে এবং এক রাকাতের পর মালিক ইকামতের নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত তার গোলাম সম্বন্দে শুদ্ধ আছে। জামাতের অন্যান্যদের উপর ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

অতএব গোলাম দুই রাকাত পড়বে এবং মুসাফিরদের মধ্য হতে কাউকেও সালাম ফিরানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দিবে। তারপর গোলাম ও মালিক দাঁড়িয়ে নিজেদের বাকি নামায আদায় করে নিবে এবং প্রত্যেকেই চার রাকাত করে পড়বে। কেউ কেউ বলেন যে, মালিক নিজের নিয়ত গোলামকে এভাবে জানাবে যে, গোলামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গিয়ে দুই আঙ্গুল উঁচু করে ইশারা করবে। তারপর চার আঙ্গুল উঁচু করে তা দিয়ে ইশারা করবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ কোন নামাযের প্রথম ওয়াক্তে মুসাফির থাকে ও কছরের সাথে তা আদায় করে, পরে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে সে ইকামতের নিয়ত করে নেয়, তবে নামাযের ফরজ পরিবর্তন হবে না। যদি নামায এখন পর্যন্ত না পড়ে থাকে, এমন কি নামাযের শেষ ওয়াক্তে ইকামতের নিয়ত করে নেয়, তবে তার ফরজ চার রাকাত হবে–যদিও এমন পরিমাণ ওয়াক্ত নেই যে, এর মধ্যে চার রাকাত পড়া যায়। যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর ইকামতের নিয়ত করে, তবে সফরের নামায কাজা করবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

কেউ জোহরের নামায পড়ে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে সফর আরম্ভ করল, আছরের নামায ওয়াক্ত মত পড়ল, তারপর সূর্যাস্ত যাবার পূর্বে সফর ত্যাগ করল। অতঃপর মনে হল যে, সে বিনা অজুতে জোহর এবং আছর পড়েছে। তবে জোহরের দুই রাকাত এবং আছরের চার রাকাত পড়বে। যদি জোহর এবং আছরের নামায মুকীম অবস্থায় পড়ে থাকত, সূর্য ডুবার আগে সফর করত, তারপর মনে হত যে, সে জোহর ও আছর বিনা অজুতে পড়েছে, তবে জোহরের চার রাকাত এবং আছরের দুই রাকাত কাজা করতে হত।

কোন মুসাফির অন্য মুসাফিরদের ইমাম হল এবং ইমামের অজু ভেঙ্গে গেল, সে অন্য কোন মুসাফিরকে প্রতিনিধি বানিয়ে ইকামতের নিয়ত করল, তবে মুক্তাদীর ফরজ বদল হবে না। ইমাম ইকামতের নিয়ত অজু ভঙ্গের পর মসজিদ হতে বের হবার আগে করলে তার এবং মুক্তাদীদের চার রাকাত পড়তে হবে। এটা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। কোন মুসাফির কোন মুসাফিরের পিছনে ইক্তেদা করল। পরে ইমামের অজু ভঙ্গ হল এবং সে কোন মুকীমকে প্রতিনিধি করে দিল, তবে মুক্তাদীগণকে পুরা নামায আদায় করতে হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। মুসাফির মুকীমের পিছনে ইক্তেদা করলে চার রাকাত পুরা করবে। নামায বাতিল করে ফেললে দুই রাকাত পড়বে। নফলের নিয়তে ইক্তেদা করে তারপর নামায বাতিল করে দিলে চার রাকাত পড়তে হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

ইমাম মুসাফির হলে এবং মুক্তাদী মুকীম হলে ইমাম দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে এবং মুক্তাদী নিজের নামায পুরা করবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। তারা সকলে মাসবুকের মতো একা একা হয়ে যাবে। কিন্তু শুদ্ধ মতে তারা

www.nagorikpathagar.org

কিরাত পড়বে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ইমামের জন্য মুস্তাহাব হল, মুক্তাদীগণকে তাদের নামায পুরা করে নিতে বলে দিবে ও নিজের মুসাফির হওয়ার কথাও বলবে। এটা হেদায়ার বিবরণ।

বাদশাহ সফর করলে কছর করবে। এটা যখীরাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। জুমুআর দিন যাওয়ালের আগে এবং পরে সফরের জন্য বের হওয়া মাকরূহ হবে না। যদি সে জানে যে, আমি নিজের শহর হতে জুমুআর ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর বের হব, তবে জুমুআর জন্য উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব এবং জুমুআ আদায় করার আগে বের হওয়া মাকরূহ হবে। এটা মুহীতে সুরখসীতে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোক তিনদিন বা এর বেশীদিনের জন্য মোহরিম লোক ছাড়া সফর করবে না, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং অজ্ঞান ব্যক্তি মোহরিম হতে পারবে না। বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেনি, এমন বৃদ্ধ মোহরিম হবে। এটা মূহীতে বর্ণিত আছে। মুসাফির নিজের শহরে প্রবেশ করলে নিয়ত ছাড়াই মুকীম হয়ে যাবে। নামায পুরা করতে হবে। চাই সে তথায় ইচ্ছায় আসুক বা প্রয়োজনে আসুক।

মাশায়েখে কিরামগণের মতে নিজের ঠিকানা তিন প্রকার। যেমন ঃ

প্রথম ঃ নিজের জন্মভূমি বা যেস্থানে তার আওলাদ-ফরজন্দ থাকে।

দ্বিতীয় ঃ সফর বা ভ্রমণ ভূমি, তার নাম, থাকার ঠিকানা। তা এমন স্থান, যেখানে সে পনেরদিন থাকার নিয়ত করে।

তৃতীয় ঃ ছোকনা। ছোকনা বলে এরূপ ঠিকানাকে, যেখানে মুসাফির পনেরদিনের কম থাকার নিয়ত করে।

আমাদের মাশায়েখদের খাঁটি মত হল এই যে, ঠিকানা দুই প্রকার। **এক** ঃ প্রকৃত ঠিকানা, **দ্বিতীয়** ঃ থাকার ঠিকানা। আসল ঠিকানা আসল ঠিকানা দ্বারা বদল হয়ে থাকে-যখন প্রথম স্থান হতে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। যদি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে না যায় এবং অন্য শহরে অন্য স্ত্রী বিবাহ করে, তবে প্রথম ঠিকানা বাতিল হবে না এবং উভয়স্থানে পুরা নামায পড়বে।

যদি নিজের আসল ঠিকানা হতে নিজের পরিবার-পরিজন এবং আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র যায় এবং প্রথম ঠিকানায় তার বাড়ী-ঘর জায়গা-যমিন থাকে, তবে প্রথম স্থানে তার ঠিকানা বহাল থাকবে। প্রকৃত ঠিকানার জন্য সফর করা শর্ত নয়। কেননা সকলের নিকট এটা আসল। ওয়াতনে ইকামত বা থাকার ঠিকানা নির্দিষ্ট করার জন্য সফর করা শর্ত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, ওয়াতনে ইকামত তিনদিন সফর করার পর নির্দিষ্ট হয়ে তাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনদিনের আগেও নির্দিষ্ট হয়ে যায়, যদিও ঐ স্থানে তার পরিবর-পরিজন এবং তার তিনদিনের দূরত্ব না হয়, তাই প্রকাশ্য বর্ণনায় আছে। যদি মুসাফিরের চোর-ডাকাতের ভয় থাকে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবের আগমনের আশা না তাকে, তবে তার নামায পড়তে দেরি করা জায়েয আছে। কেননা সে মাজুর ব্যক্তি। এটা ফতোয়ায়ে গারায়েবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

বাহন জন্তু এবং নৌকার মধ্যে নামায আদায় করার মাসায়েল

শহরের বাইরে বাহন জন্তুর উপর চড়ে নফল নামায পড়া জায়েয আছে। যেদিকে বাহন যাবে, সেদিকেই ইশারা করবে। বাহনের যেদিক সম্মুখে থাকে, তার বিপরীত দিকে নামায পড়া জায়েয হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে শহরের মধ্যে জানোয়ারের উপর চড়ে নামায পড়া নাজায়েয। শহর হতে বের হলে মুসাফির এবং মুকীম একই রকম হবে। যদি কেউ নিজের মাঠে যায়, কিন্তু সে মুসাফির নয়, তার জন্য নফল নামায জানোয়ারের উপর পড়া জায়েয আছে। এটা মুহীতের বিবরণ।

শহর হতে বের হওয়ার সীমা সম্বন্ধে অবশ্য মতের তারতম্য রয়েছে। শুদ্ধ মত হল এই যে, মুসাফিরের জন্য কছর পড়ার সীমা যে পর্যন্ত, এই মাসয়ালায়ও সীমার হুকুম তাই হবে। বাহনের উপর নামায পড়ার নিয়ম হল, ইশারা করে নামায পড়বে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে এবং হুজ্জাতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, জীন অথবা পালানের উপর বসে

www.nagorikpathagar.org

নামায আদায় করবে, রুকু-সিজদাহ করবে, কিরাত পাঠ করবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

সিজদায় রুকু অপেক্ষা বেশি ঝুঁকবে, কিন্তু কোন বস্তুর উপর নিজের মাথা রাখবে না, চাই জানোয়ার চলুক বা না চলুক। নিজের কাছে রক্ষিত কোন বস্তুর উপর অথবা জীনের উপর সিজদাহ করলে জায়েয হবে না। যে কোন জানোয়ারের উপর ইচ্ছা ইশারায় নামায পড়তে পারে। নামায কিবলার দিকে ফিরে পড়ুক অথবা কিবলার দিকে পিছন দিয়ে পড়ুক সবই সমান। এটা মুহীতের বিবরণ। আলাদা আলাদা নামায পড়বে। জামাতে পড়লে ইমামের নামায জায়েয হবে, মুক্তাদীর নামায বাতিল হয়ে যাবে। এটা খোলাছার বিবরণ।

শহরের বাইরে জানোয়ারের উপর নামায আদায় করার সময়ে জানোয়ার তাড়া করা জায়েয হবে কিনা?

যদি জানোয়ার আপনা হতে চলে, তবে তাড়া করা নাজায়েয। আর তা না চললে লাটি দিয়ে তাড়া করলে বা ভয় দেখালে নামায বাতিল হয় না। কারণ এটা সামান্য আমল। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নফলের হুকুমের মধ্যে হবে; সুতরাং জানোয়ারের উপর তা পড়া জায়েয আছে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ। যদি নফল নামায শহরের বাইরে পড়তে শুরু করা হয়, কিন্তু নামায শেষ না হতে যদি তা আবার শহরে প্রবেশ করে, তবে অধিকাংশ ইমামের মতে জানোয়ারের উপর হতে নেমে নামায পূর্ণ করবে। এটা গিয়াসিয়ায় বর্ণিত আছে।

নফল নামায যমিনে শুরু করে জানোয়ারের উপর শেষ করলে নাজায়েয হবে। জানোয়ারের উপর শুরু করে যমিনের উপর শেষ করলে জায়েয হবে। দুই ব্যক্তি একই সোয়ারির আরোহী। নফল নামাযে একে অন্যের ইক্তেদা করেছে, এটা জায়েয। এভাবে ফরজে করলেও জায়েয হবে। চাই তারা একদিকে থাকুক বা দুইদিকে থাকুক। দুইজনের মধ্যে এমন কোন আড়াল নেই, যাতে ইক্তেদা নিষিদ্ধ হতে পারে। যদি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জানোয়ারের উপর সওয়ার থাকে, তবে মুক্তাদীর নামায জায়েয হবে না, কেননা উভয় জানোয়ারের মধ্যে পথ রয়ে গিয়েছে এবং এটা ইক্তেদা শুদ্ধ হওয়াকে বারণ করে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে লিখিত আছে।

ফরজ নামায জানোয়ারের উপর আদায় করা নাজায়েয। কিন্তু ওজরবশতঃ জায়েয আছে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। এভাবে বেতেরের নামায, মানতের নামায এবং যে নামায আরম্ভ করে বাতিল করেছে এবং জানাযার নামাযও। যে সিজদায় তিলাওয়াত যমিনে বসে ওয়াজিব হয়েছে, তা বাহনের আদায় করা উপর নাজায়েয। ওজরবশতঃ জায়েয আছে। এটা আইনীতে উল্লেক আছে। ওজরের মধ্যে হলে যেমন জানোয়ার হতে অবতরণ করলে প্রাণের ভয় বা কাপড়ের ভয় বা জানোয়ারের ভয় বা চোরের ভয় বা হিংস্র জন্তু বা শত্রুর ভয় আছে অথবা জানোয়ার এমন বদ স্বভাবের হয় যে, এটার উপর হতে নামলে অন্যের সাহায্য ছাড়া পুনরায় আরোহন করা যাবে না অথবা এমন বৃদ্ধ অবস্থায় যে, নিজে চড়তে পারে না, অন্য কেউ চড়িয়ে দিবার মত নেই, অথবা সমস্ত যমিনে কাদা আছে, কোন স্থান শুকনা নেই। এটা তখন, যখন কাদায় নামলে ডুবে যাবে। যদি ঐ রকম না হয়, অর্থাৎ ভিজা হয়, তবে নেমে নামায আদায় করবে। এটা খোলছায় বর্ণিত আছে।

মাজুর ব্যক্তি জানোয়ার থামিয়ে পড়তে পারলে থামিয়ে ইশারায় নামায আদায় করবে, না থামিয়ে নিলে নামায জায়েয হবে না। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। জানোয়ারের শরীরে যদি নাপাকী থাকে, তবে কোন ক্ষতি হবে না। কেউ কেউ বলেন, যদি জীনের উপর অথবা রেকাবের উপর নাপাকী তাকে, তবে নামায নাজায়েয হবে।

www.nagorikpathagar.org

নৌকায় নামায পড়তে হলে, মুস্তাহাব হল, ফরজ নামায সম্ভব হলে নৌকা হতে বের হয়ে পড়বে। এটা মুহিতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। নৌকা চলতে থাকলে ও দাঁড়িয়ে নামায পড়ার শক্তি থাকলে তদবস্থায় বসে নামায পড়লে আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মাকরূহের সাথে জায়েয হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নাজায়েয হবে। যদি নৌকা বাঁধা থাকে, চলমান অবস্থায় না তাকে, তবে তার মধ্যে বসে নামায পড়া সকলের মতে নাজায়েয। এটা তাহযীবের বিবরণ।

বাঁধা নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে জায়েয হবে। যদি যমিনে নৌকা স্থিরিকৃত না হয় এবং তা হতে বের হওয়া সম্ভব থাকে, তবে তার মধ্যে নামায পড়া নাজায়েয । এটা মুহীতে সুরুখসীতে আছে। যদি নদীর মধ্যে স্থিরিকৃত থাকে এবং হেলে-দোলে, যদি বায়ু এটাকে নাড়ায়, তবে চলন্ত নৌকার হুকুম হবে। কিন্তু সামান্য হেলাইলে স্থিরিকৃতের ন্যায় হুকুম হবে। এটা তামারতাশীতে উল্লেক আছে। যদি নৌকায় দাড়িয়ে নামায পড়লে মাথায় ব্যথা পাওয়া যায়, তবে বসে নামায পড়া সকলের নিকট জায়েয হবে। এটা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ আছে। নৌকায় নামায আরম্ভ করার সময় কিবলার দিকে মুখ করে নেওয়া কর্তব্য। নৌকার মুখ ঘুরে গেলে নামাযীর মুখও ঘুরিয়ে কিবলার দিকে করে নিবে। মুখ ঘুরার শক্তি থাকা সত্ত্বেও না ঘুরালে নামায জায়েয হবে না। নৌকায় রুকু সিজদাহ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইশারায় নামায পড়লে তা জায়েয হবে না। নৌকায় ইকামতের নিয়ত কররে মুকীম হবে না। নৌকার মালিক এবং মাঝির জন্যও এই একই হুকুম। কিন্তু নৌকা যদি তার শহর বা গ্রামের নিকট হয় তবে মূল হুকুম অনুযায়ী মুকীম হয়ে যাবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

মুকীম ইকামতের অবস্থায় নদীর তীরে নৌকায় নামায পড়তে থাকে এবং ঝড় তুফান নৌকা ছুটিয়ে বের করে নেয়া যায় এবং সে নৌকার ভিতরে নামাযরত থাকে আর ঐ সময় সফরের নিয়ত করে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সম্পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে।

এতাবিয়ার ভিতরে বর্ণিত আছে যে, মুসাফির যদি শহরের বাইরে নৌকায় নামায আরম্ভ করে আর ঐ অবস্থায় নৌকা চলতে চলতে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে পূর্ণ চার রাকাত নামায পড়বে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত রয়েছে। এক নৌকার মধ্যে থাকা পর্যন্ত অন্য নৌকার নামাযীর সাথে ইক্তেদা করতে পারবে না। অবশ্য উভয় নৌকা মিলানো থাকলে ইক্তেদা জায়েয আছে। এটা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি যমিনে দাঁড়ানো আছে, সে যদি নৌকার ইমামের সাথে ইক্তেদা করে, তবে তাদের মাঝখানে কোন খাল বা রাস্তা থাকলে ইক্তেদা জায়েয হবে না। অন্যথায় ইক্তেদা করা জায়েয। নৌকার মধ্যে দাঁড়ানো ইমামের পিছনে নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে কেউ ইক্তেদা করলে তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমামের আগে গেলে জায়েয হবে না। যদি কেউ নামাযের মধ্যে নৌকা বাঁধে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা আমলে কাছীরের মধ্যে গণ হয়ে যায়।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ
জুমুআর নামাযের মাসায়েল

জুমুআর নামায আদায় করা ফরজে আইন। জুমুআর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য নামাযীর মধ্যে কতকগুলি শর্ত বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যেমন : সুস্থ, স্বাধীন এবং মুকীম হতে হবে। এটা কাফীর ভিতরে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোক, গোলাম, মুসাফির এবং রোগীর উপরে জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। খোড়া ব্যক্তির উপরে সম্মিলিত মতে জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। অন্ধ ব্যক্তির উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। অতি বৃদ্ধ বা রোগীর উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। যদি খুব বেশি বৃষ্টি হয় অথবা কোন ব্যক্তি অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে লুকিয়ে থাকে, তবে তার উপর হতে জুমুআ রহিত হয়ে যায়। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

গোলামকে জুমুআ বা দুই ঈদের নামাযে যেতে বারণ করা না করা মালিকের ইচ্ছা। মুকাতেবের উপর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব। যে গোলাম কিছু অংশ আজাদ হয়েছে, বাকি অংশ আজাদের জন্যও চেষ্টা করছে, তার উপরও জুমুআ ওয়াজিব হবে। মাজুর গোলাম এবং যে গোলাম প্রত্যহ কিছু আদায় করে, তার উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যে গোলাম জামে মসজিদের দরজার উপর স্বীয় মালিকের জানোয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকে, তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত এই যে, যদি জানোয়ার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তবে জুমুআ পড়বে। এটা আইনীতে বর্ণিত আছে।

নিজের গোলামকে জুমুআয় যেতে বারণ করা বা না করা মালিকের ইচ্ছাধীন। কেউ কেউ বলেন যে, শহরের মধ্যে নিষেধ করা অনুচিত।

জুমুআর নামায আদায় হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যা নামাযীর ব্যাপারে নয়, বাইরের বিষয়। যেমন :

(১) প্রথমশর্ত : শহর হওয়া প্রয়োজন। শহর ঐ স্থানকে বলে, যেখানে মুফতী এবং কাজী থাকে। তারা ন্যায়বিচার কায়েম করে এবং ইসলামের হুকুম আহকাম জারী করে। লোকসংখ্যা মিনা শহরের অনুরূপ হয়। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। শহরে যেমন জুমুআ আদায় করা জায়েয আছে, সেরূপ শহর-সীমান্তের স্থানসমূহেও জুমুআ জায়েয আছে। শহর সীমান্ত বা শহরের কিনারা অর্থ শহরের উপকার ও সুবিধার্থে যেসব জনপদ শহরের সংলগ্ন আছে।

গ্রামের অধিবাসী যখন শহরে প্রবেশ করে এবং জুমুআর দিন সেখানে থাকার নিয়ত করে,তবে তার উপরও জুমুআ পড়া আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা সে দিনের জন্য তার উপরও শহরবাসীদের হুকুম প্রযোজ্য হয়। আর যদি এরূপ নিয়ত করে যে, সে জুমুআর নামাযের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে চলে যাবে, তবে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু জুমুআ পড়ে নিলে সে তার ফল পাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখান, তানজীস এবং মুহীতে বর্ণিত হয়েছে।

পল্লী, গ্রাম ও বন-জঙ্গলের অধিবাসীদের জন্য—যাদের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়, তারা জুমুআর দিন আযান-ইকামত ও জামাতের সাথে জোহরের নামায আদায় করবে আর মুসাফিরগণ শহরে বসে আলাদা আলাদাভাবে জোহর পড়বে। যে সকল শহরবাসী জুমুআর নামায ফৌত করে ফেলবে, তারাও এরূপ আলাদাভাবে জোহর পড়বে। কয়েদী এবং রোগীদেরও হুকুম এই। কেননা এদের জামাতের সাথে নামায পড়া মাকরূহ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

(২) দ্বিতীয় শর্ত : বাদশাহ বা শাসক থাকা প্রয়োজন, সে আদেল হোক বা জালেম। অথবা বাদশাহর প্রতিনিধি থাকা। বাদশাহ বা বাদশাহর প্রতিনিধির হুকুম ছাড়া জুমুআ কায়েম করা জায়েয নয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। জুমুআর দিন উপস্থিত ইমামের হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তির খুৎবাহ পাঠ করা জায়েয নয়। অবশ্য ইমাম হুকুম করলে জায়েয হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

আমীর রোগগ্রস্ত হওয়ায় তার কোতওয়াল নামায পড়ালে জায়েয হবে না। তবে তার হুকুম নিয়ে পড়ালে জায়েয হবে। গোলাম কোন জিলায় শাসনকর্তা হয়ে গেলে যদি জুমুআ পড়ায় তবে জায়েয হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। জুমুআর নামায এমন ব্যক্তির পিছনে পড়া জায়েয আছে, যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা প্রশাসক হয়েছে, খলীফার পক্ষ হতে কোন নির্দেশ না-ই থাকুক, যদি স্বভাব-প্রকৃতি তার আমীরের অনুরূপ হয় এবং জনসাধারণের উপর তার ফরমান চালু থাকে, তবে তার পিছনে জুমুআর আদায় করা জায়েয হবে।

স্ত্রীলোক বাদশাহ বা প্রশাসক হলে জুমুআ কায়েম করার জন্য তার হুকুম করা জায়েয আছে। নিজে জুমুআ পড়ান জায়েয নেই। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। কোতওয়াল, কাজী এবং নেতার নামে, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে জুমুআ কায়েম করাবে না। কেননা তার অধিকার এটা নেই। তবে এ কাজ তার জিম্মায় থাকলে জায়েয আছে।

www.nagorikpathagar.org

কোন শহরের অলী মরে গেলে ঐ মৃতের প্রতিনিধি অথবা কাজী নামায পড়ালে জায়েয হবে। যদি সেখানে এদের মধ্যে কেউ না থাকে এবং সকলে মিলে একজনকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে জায়েয হবে। এটা সিরাজিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি ইমাম হতে হুকুম নিতে না পেরে সকলে মিলে এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে এবং সে নামায পড়ায় তবে জায়েয হবে।

খলীফা মরে যাওয়ায় তার তরফ হতে অলী বা আমীর মুসলমানদের শৃংখলা রক্ষার্থে নির্দিষ্ট করা ছিল, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত না করা হবে, সে নিজের কর্তৃত্বের উপর বহাল থাকবে এবং জুমুআ পড়াবে। আমীরের খুৎবাহর জন্য আদেশ দেওয়ায় জুমুআর জন্যও আদেশ দেওয়া হয়। আর যদি আমীর কাউকে এরূপ হুকুম করে যে, খুৎবাহ পড়, নামায পড়িও না, তবে তার পড়ানো জায়েয হবে।

(৩) তৃতীয় শর্ত হল : জোহরের ওয়াক্ত হওয়া। জুমুআর নামাযের মধ্যে জোহরের ওয়াক্ত চলে গেলে জুমুআর নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর ওয়াক্ত চলে যায়, তথাপি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এটা বাতিল হয়ে যাবে। জুমুআ আদায়কারীর পক্ষে এর উপর জোহরের নামায ভিত্তি করা জায়েয হবে না। কেননা দুই নামায ভিন্ন প্রকারের। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। মুক্তাদী যদি জুমুআর নামাযের মধ্যে নিদ্রা যায় এবং ওয়াক্ত চলে যায়, পরে জাগ্রত হয়, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যায়। যদি ইমাম ফারেগ হওয়ার পর জাগ্রত হয় এবং ওয়াক্ত তখনও বাকি থাকে, তবে জুমুআ পুরা করে নিবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

(৪) চতুর্থ শর্ত হল : জুমুআর ফরজ নামাযের আগে খুৎবাহ পাঠ করা। বিনা খুৎবাহর মধ্যে ফরজও আছে এবং সুন্নাতও রয়েছে। খুৎবাহর মধ্যে ফরজ দুটি : একটি হল ওয়াক্ত এবং এটা যাওয়ালের পর এবং নামাযের পূর্বে। অতএব খুৎবাহ যাওয়ালের আগে এবং নামাযের পর পড়লে জায়েয হবে না। এটা আইনীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ফরজটি হল আল্লাহর জন্য 'আলহামদু লিল্লাহ অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অথবা সুবহানাল্লাহি' পড়া যথেষ্ট হবে। এটা তখন হবে, যখন খুৎবাহর নিয়তে পড়া হবে। কিন্তু হাঁচির জবাবে বা কোন কিছু দেখিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে হবে না। খুৎবাহ একা পড়লে বা স্ত্রীলোকদের সামনে পড়লে জায়েয হবে না। এটা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি একজন বা দুজন মানুষের সম্মুখে পড়ে এবং তিনজনের সাথে নামায পড়ে তবে জায়েয হবে। যদি খুৎবাহ পাঠ করে আর সব লোক ঘুমিয়ে যায় অথবা সবলোক বধির হয়, তবে জায়েয হবে।

খুৎবার সুন্নাতসমূহ

খুৎবায় মোট পনেরটি সুন্নাত আছে। প্রথম : খুৎবাহ পাঠকারীর পাক পবিত্র হওয়া আবশ্যক। অজুহীন অথবা নাপাকী ব্যক্তির খুৎবাহ পাঠ করা মাকরূহ। দ্বিতীয় : খুৎবাহ দাঁড়িয়ে পড়বে। বসে অথবা শায়িতাবস্থায় খুৎবাহ পড়লে, জায়েয হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া। তৃতীয় : জামাতের লোকদের দিকে ফিরে পড়বে। চতুর্থ : খুৎবাহ পাঠ শুরুর আগে মনে মনে আউজুবিল্লাহ পড়ে নিবে। পঞ্চম : জামাতের লোককে খুৎবাহ শ্রবণ করান। ষষ্ঠ : আলহামদু শব্দ বলে পাঠ শুরু করা। সপ্তম : আল্লাহ পাকের এ প্রকার প্রশংসা করা, যা তার জন্য উপযুক্ত হয়। অষ্টম : শাহাদাত পাঠ করা। নবম : হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। দশম : ওয়াজ নছিহত পেশ করা। একাদশ : পবিত্র কোরআন পাঠ করা। এটা পাঠ না করা বিশেষ গুণাহর কাজ। তাই কমপক্ষে তিন আয়াত পড়তেই হবে। দ্বাদশ : আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। দ্বিতীয় খুৎবায় হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর উপর পুনঃ দুরূদ শরীফ পাঠ করা। ত্রয়োদশ : মুমিন মুসলমান নর ও নারীর জন্য দোয়া করা। চতুর্দশ : খুৎবাহ অত্যাধিক দীর্ঘ না করে সংক্ষিপ্ত করা। যেমন তেওয়ালে মুফাছছালের কোন-সূরার অনুরূপ হয়। পঞ্চদশ : উভয় খুৎবাহর মাঝে কিছু সময় বসা। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

উভয় খুৎবাহর মধ্যে বসার সময়ের পরিমাণ তিনটি আয়াত পড়তে যে সময় লাগে এতটুকু সময় পর্যন্ত বসা। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। খুৎবাহ পাঠ শুরুর আগে একটু বসে নেওয়া সুন্নাত। এটা আইনীর মধ্যে উল্লেখ আছে। জুমুআর খতীব বা ইমামের জন্য শর্ত এই যে, তার যেন জুমুআর ইমামতী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং সুন্নাত এই যে, ইমাম যেন হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ পাঠ করে। খুৎবায় আওয়াজ উচ্চ ও স্পষ্ট কর প্রয়োজন ।

দ্বিতীয় খুৎবাহ 'নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু' দ্বারা আরম্ভ করবে। ঐ খুৎবাহ প্রথম খুৎবাহ হতে কম আওয়াজে পড়বে। এ খুৎবায় খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর দুই চাচার কথা উল্লেখ করবে। এ রীতি ও অভ্যাসই বরাবর চলে আসছে।

খতীবের জন্য খুৎবাহর মধ্যে অন্যকথা বলা মাকরূহ, কিন্তু সৎকর্মের জন্য আদেশ প্রদান করা জায়েয আছে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। খতীব ছাড়া অন্য কারও জুমুআর নামায পড়ানো উচিত নয়। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি খতীবের খুৎবাহ পাঠ করার পর অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে খুৎবাহর মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তাদের একজনকে প্রতিনিধি বানাবে। যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের কাকেও প্রতিনিধি বানালে জায়েয হবে না। নামায শুরু করার পর "অজু ভেঙ্গে গেলে যে কোন একজনকে খলীফা বানান জায়েয আছে। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। যখন ইমাম খুৎবাহ পাঠের জন্য বের হবে, তখন কেউ কোন নামায পড়বে না এবং কোন কথাও বলবে না। খুৎবাহ শুনার সময়ে দূরে বসা ব্যক্তিও নিকটে বসা ব্যক্তির মতো নীরব থাকবে, যা নামাযের মধ্যে হারাম, খুৎবাহর মধ্যেও হারাম। এমনকি, যখন ইমাম খুৎবাহ পড়বে তখন কেউ আহার করবে না।

খতীবের দিকে মুখ করে থাকা মুস্তাহাব। জামাতের সকলেই প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত খুৎবাহ শুনা ওয়াজিব। ইমামের নিকটে থাকা দূরে থাকা হতে উত্তম। তবে ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবে না। জামাতীদের উচিত খুৎবাহ আরম্ভ করার পূর্বে মিহরাবের দিকে অগ্রসর হয়ে বসা। তা হলে পরে আসা লোকদের বসতে আর জায়গায় অভাব হবে না। যদি প্রথম এরূপ না করে, তবে পূর্বে আসা লোকেরা বিনা কারণেই নিজেদের স্থান ছেড়ে দিল। পরে আসা ব্যক্তির সেস্থানে বসার অধিকার আছে।

(৫) পঞ্চম শর্ত হল : জুমুআর নামাযে জামাত হওয়া। ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিনজন মুক্তাদী হওয়া চাই। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

খুৎবাহর সময়ে জামাতের সকলেরই হাজির থাকা শর্ত নয়। ইমাম জুমুআর খুৎবাহ পড়ার পর খুৎবাহ শ্রবণকারী সমস্ত লোক চলে গেলে এবং অন্য লোক এসে যোগদান করলে তাদেরকে নিয়ে জুমুআর জামাত করলে জায়েয হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

(৬) ষষ্ঠ শর্ত হল : মসজিদে সর্বসাধারণের প্রবশাধিকার থাকতে হবে। এটা এরূপ যে, মসজিদের দরজা খোলা থাকবে এবং সকল লোকের প্রবেশ করার অনুমতি থাকবে। যদি কতক লোক প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতঃ নামায পড়ে, তবে জায়েয হবে না। যদি বাদশাহ নিজের ঘরে নিজের লোক নিয়ে নামায পড়তে যায় এবং দরজা খুলে দিয়ে সকলকে প্রবেশের অনুমতি দান করে, তবে নামায জায়েয হবে। চাই অন্য লোক আসুক কি না আসুক। এটা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। মুসাফির, গোলাম এবং রোগীর জন্য জুমুআর ইমাম হওয়া জায়েয আছে। এটা কুদুরীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ঈদের নামাযের মাসয়ালা

দুই ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ঈদুল ফিতরের নামাযে পুরুষের জন্য মুস্তাহাব হল এই যে, মিসওয়াক করে গোসল করবে এবং উত্তম পোশাক পরে নামাযে যাবে। পোশাক পুরাতন হোক বা নূতন। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আংটি পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, ভোরে উঠে ঈদের ময়দানে যাওয়া, রোযার ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বেই আদায় করা, ফজরের নামায নিজ মহল্লার মসজিদে আদায় করা, পায়ে হেঁটে এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা এই কাজগুলি মুস্তাহাব। এটি কানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

জুমুআ এবং দুই ঈদের নামাযে যানবাহন আরোহণ করে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। শক্তি সামর্থ থাকলে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। ঈদুল ফিতরের নামাযে যাবার পূর্বে কয়েকটি খেজুর অথবা মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে নিবে। নামাযের পূর্বে কিছু পানাহার না করলে কোনরূপ পাপ হবে না। অবশ্য সমস্ত দিনে কিছু না খেলে গুনাহগার হবে। ঈদুল আজহার নামাযের পূর্বে কিছু আহার করা মাকরূহ হওয়া সম্বন্ধে দুই রকম বর্ণনা আছে। ঐদিন সর্বপ্রথম কোরবানীর গোশত আহার করা মুস্তাহাব। এটা আইনীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

ঈদের নামায আদায়ের জন্য জামে মসজিদে সংকুলান হওয়া সত্ত্বেও ঈদগাহে বা মাঠে যাওয়া সুন্নাত। এটাই সমস্ত মাশায়েখে কিরামের অভিমত। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। ঈদের নামায দুই তিন জায়গায়ও পড়া জায়েয আছে। ঈদের দিন ঈদগাহে মিম্বর নিয়ে যাবে না। ঈদগাহে মিম্বর বানানোর মধ্যে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে এটা মাকরূহ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মাকরূহ নয়। ঈদগাহে শান্ত এবং ধীরস্থিরভাবে যাবে। যে সকল বস্তু দেখা জায়েয নেই, সেগুলির দিকে তাকাবে না। ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহে গমনাগমনের পথে উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলে জায়নামাযে গিয়ে তাকবীর পাঠ শেষ করবে। ঈদুল ফিতরের দিন চুপে চুপে তাকবীর বলবে। যাদের উপর জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব তাদের উপর ঈদের নামাযও ওয়াজিব। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

খুৎবাহ ছাড়া জুমুআর যা শর্ত, ঈদের জন্যও ঠিক তাই শর্ত। খুৎবাহ ঈদের নামাযের পরে পড়া সুন্নাত। খুৎবাহ ছাড়াও ঈদের নামায আদায় করা জায়েয আছে। আর তা নামাযের আগে পড়াও জায়েয আছে। তবে মাকরূহ হয়। যদি খুৎবাহ আগে পড়ে, তবে নামায পুনঃ পড়তে হয় না। এটা কাজীখানের ফতোয়া। ঈদের নমায পড়ে এসে ঘরে চার রাকাত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সূর্য সাদা হলে শুরু হয় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকে। এটা সিরাজিয়াহ এবং তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। ঈদুল ফিতরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া ভাল এবং ঈদুল আজহার নামায দেরি করে পড়া উত্তম। এটা খোলাছায় উল্লেখ আছে।

ইমাম দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রথম তাকবীর বলে ছানা পড়ে তিনবার তাকবীর বলবে। তারপর উচ্চশব্দে কিরাত পড়বে, তারপর রুকু সিজদাহ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রথমে কিরাত পড়ে তারপর তিনবার তাকবীর বলবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। ঈদের নামাযে এরূপ অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলতে হয়। তিনবার প্রথম রাকাতে বলতে হয় এবং তিনবার দ্বিতীয় রাকাতে। উভয় রাকাতে কিরাত পড়তে হয় এবং অতিরিক্ত তাকবীরসমূহে কান পর্যন্ত হাত তুলতে হয়। এক তাকবীর হতে অন্য তাকবীরে যেতে তিন তাসবীহ পরিমাণ থামতে হয়। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ বলার সময়ে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত তুলে আবার ছেড়ে দিতে হয়। নামায শেষে দুইটি খুৎবাহ পাঠ করতে হয়। দুই খুৎবাহর মধ্যস্থলে একটু সময় ইমামের বসতে হয়। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। প্রথম খুৎবাহ পাঠ শুরু করার সময় ইমাম মিম্বরে উঠে বসবে না। খুৎবাহর মধ্যে তাকবীর, তাসবীহ্ এবং হুযুরে পাক (সাঃ)-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। প্রথম খুৎবায় নয়বার তাকবীর পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় খুৎবায় সাতবার তাকবীর পাঠ করবে। এটা যাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। খুৎবাহর মধ্যে লোকদিগকে ছদকায়ে ফিতের এবং তার হুকুম আহকাম সম্বন্ধে বর্ণনা করবে।

ঈদুল আজহার খুৎবাহর মধ্যে ইমাম তাকবীর ও তাসবীহ্ পড়বে এবং ওয়াজ পেশ করবে। কোরবানী এবং যবেহ করার হুকুম আহকাম বাতলাবে। এটা তাতারখানিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীরসমূহ শিক্ষাদান করবে। এটা যাহেদীর বর্ণিত আছে।

যখন ইমাম খুৎবাহর মধ্যে তাকবীর বলবে, তখন জামাতের লোকগণও তার সাথে সাথে তাকবীর বলবে। যখন ইমাম দুরূদ পড়বে, তখন শ্রোতাগণও তার সাথে মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়বে। (শ্রোতাদের) চুপ থাকা সুন্নাত। যদি ইমাম ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরে হাত না উঠায়, তবে মুক্তাদীগণ হাত তুলবে। কেননা এই সামান্য বিষয়ে ইমামমের অনুসরণ না করলে কোন ক্ষতি হয় না।

ঈদের নামাযে ইমাম যখন রুকুতে চলে যায, মুক্তাদী ঐ সময়ে উপস্থিত হলে সে দাঁড়িয়ে নামায শুরুর তাকবীর বলবে। যদি এভাবে তাকবীর বলে রুকু পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাকবীর বলবে, আর যদি রুকু না পাওয়া যায়, তবে রুকুতে চলে যাবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে মুক্তাদী তাকবীর বলতে রত হয়ে যাবে। যখন ঈদের নামাযের তাকবীর রুকুর মধ্যে বলতে হবে, তখন হাত তুলা দরকার হবে না। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি এই ব্যক্তি পুরা তাকবীর না বলতে পারে, ইতোমধ্যে ইমাম রুকু হতে মাতা উত্তোলন করে, তবে সেও মাথা তুলবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে। বাকি তাকবীর তার বলতে হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি ইমামকে দাঁড়ানোর সময়ে পায় তবে তাকবীর বলবে না, কেননা ঐ প্রথম রাকাত তাকবীরসহ শেষে আদায় করবে। লাহেক ইমামের মাযহাব অনুযায়ী তাকবীর বলবে। কেননা সে ইমামের পিছনে আছে। কিন্তু মাসবুক ব্যক্তি নিজের নামাযে ইমামের মুক্তাদী নয়। এটা কাফীরর বিবরণ।

যদি ঈদের নামাযে কেউ ঐ সময় শরীক হয়, যখন ইমাম তাশাহহুদ পড়ে ফেলেছে, কিন্তু এখনও সালাম ফিরায় নাই। তবে দাঁড়িয়ে নিজের নামায পড়বে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ঈদের নামাযে রুকুর তাকবীর ওয়াজিব। কেননা সাধারণতঃ এটাও ঈদের তাকবীর এবং ঈদের তাকবীর ওয়াজিব ।

নামায আরম্ভ করার তাকবীরের মধ্যে ঠিক আল্লাহু আকবার শব্দ বলাই ওয়াজিব। এমন কি যদি কেউ ঈদের নামাযে আল্লাহু আজম অথবা আল্লাহু আজাল্লু বলে, তবে সাহু সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে। অন্য নামাযে এই হুকুম নেই।

যদি ইমাম ঈদের তাকবীর বলতে ভুলে গিয়ে কিরাত শুরু করে, তবে কিরাতের পর তাকবীর বলবে, অথবা রুকু হতে মাথা উঠাবার পূর্বে বলবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কোন কারণবশতঃ ঈদুল ফিতরের নামায নির্দিষ্ট দিন আদায় না করে, যেমন মেঘের কারণে চাঁদ দেখা যায় নাই এবং দ্বিতীয় দিন দুপুরের পর ইমাম জানতে পারল যে, চাঁদ উঠেছিল। অথবা দুপুরের আগে যে সময় জেনেছে, সে সময় লোক জমা হতে পারে না অথবা ঈদের নামায যে সময় পড়েছে, ঐ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, পরে বুঝতে পারল যে, ঐ সময় দুপুরের পর নামায পড়া হয়েছে, তবে দ্বিতীয় দিন নামায পড়ে নিবে। দ্বিতীয় দিন যদি ইমাম

www.nagorikpathagar.org

জামাতের সাথে ঈদের নামায পড়ে নেয় এবং কতক লোকে নামায না পায, তবে তারা আর ঐ নামায পড়বে না–চাই ওয়াক্ত চলে গিয়ে থাকুক অথবা না গিয়ে থাকুক। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

ঈদুল আজহার নামাযে যদি ঈদের দিন কোন ওজর হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন পড়তে পারে। এটার পরে আর পড়বে না। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। ঈদুল আজহার মধ্যে ওজর হলে কারাহাত দূর করার জন্য এমনকি ওজর ছাড়াও যদি তৃতীয় দিন পর্যন্ত দেরি করে, তবে নামায জায়েয হবে। কিন্তু এটা অপছন্দনীয় হয়, তবে ঈদুল ফিতরের মধ্যে দ্বিতীয় দিন নামায শুধু ওজরের কারণে জায়েয আছে। ওজর ছাড়া দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত দেরি করা নাজায়েয । এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি ঈদুল ফিতরের দিন ইমাম নামায পড়িয়ে দেয় এবং নামায শেষ করার পরে জানতে পারে যে, বিনা ওজুতে নামায পড়াচ্ছে এবং ওয়াক্ত এখনও বাকি আছে, তবে নামায পুনঃ আদায় করবে। যদি যাওয়ালের পর জানতে পারে, তবে দ্বিতীয় দিন নামায পুনঃ আদায় করবে। যদি দ্বিতীয় দিন যাওয়ালের পর জ্ঞাত হয়, তবে ঐ নামায আর পড়বে না। ঈদুল আজহার মধ্যে যদি ঐ রকম হয় এবং যাওযালের পর জানতে পারে এবং লোকগণ কোরবানী করে ফেলে, তবে ঐ কোরবানী জায়েয হবে। দ্বিতীয় দিন নামায পড়ব। যদি দ্বিতীয় দিন জানতে পারে, তবে যাওয়ালের পূর্বে জানলে ঐদিনই নামায পড়ে নিবে আর পরে জানলে তৃতীয় দিন নামায পড়বে। কিন্তু যদি তৃতীয় দিন যাওয়ালের পর জানতে পারে, তবে আর ঈদুল আজহার নামায পড়বে না। যদি ঈদের নামাযের সময়ে জানাযার লাশ হাজির হয়, তবে ঈদের নামায আগে পড়ে নিয়ে খুৎবাহ পাঠের আগে জানায়ার নামায পড়বে। তারপর খুৎবাহ পড়বে। এটা কানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
সূর্যগ্রহণের নামাযের মাসয়ালা

সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করা সুন্নাত। এটা যখীরার মধ্যে বর্ণিত আছে। সম্মিলিত মতে হুকুম আছে যে, এই নামায জামাতের সাথে আদায় করবে। তবে তা আদায় করার পদ্ধতিতে মতভেদ আছে। আমাদের মাযহাবের ওলামাগণ বলেন যে, দুই রাকাত নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে অন্যান্য নামাযের মতো একটি রুকু এবং দুইটি করে সিজদাহ করবে আর ইচ্ছানুযায়ী কিরাত পড়বে। এটা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। উত্তম এই যে, উভয় রাকাতে লম্বা কিরাত তিলাওয়াত করবে।

নামায শেষ করার পর সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে লিখিত আছে। কিরাত লম্বা করা কিংবা ছোট করা অথবা দোয়া লম্বা করা কিংবা খাট করা উভয়ই জায়েয আছে। যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযে ইমামতী করে, সেই ব্যক্তিই এই নামায পড়াবে। যদি জুমুআ বা ঈদাইনের নামায পড়ার প্রধান ইমাম উপস্থিত না থাকে, তবে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে নিজ নিজ মসজিদে নামায পড়বে। এটা শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যদি বড় ইমামের তরফ হতে মহল্লার মসজিদের ইমামের প্রতি অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে তার ইমামতীতে ঐ নামায জামাতের সাথে আদায় করবে। এটা জায়েয আছে।

আমাদের মাযহাবের ইমাম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে সূর্যগ্রহণের নামাযের কিরাত উচ্চঃস্বরে পড়বে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। এটাই শুদ্ধ মত। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত হয়েছে। এই নামাযে খুৎবাহ পড়তে হবে না। এটা ঈদগাহে অথবা জামে মসজিদে আদায় করবে। অন্য কোন স্থানে পড়লেও তা আদায় হবে। তবে প্রথমোক্ত স্থানদ্বয়ে আদায় করাই উত্তম। যদি প্রত্যেকে আলাদা আদা ভাবে নিজ নিজ ঘরে এটা আদায় করে তাও জায়েয হবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি সবলোক একত্রিত হয়ে নামায না পড়ে শুধু দোয়া করে, তবে তাও জায়েয হবে। এটা খাযানাতুল মুফতীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। দোয়া করার জন্য ইমামকে মিম্বরে আরোহণ করতে হবে না। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি সূর্যগ্রহণের সময়ে নামায না পড়া হয়, তবে গ্রহণ ছেড়ে যাবার পরে আর নামায পড়ার দরকার নেই। হাঁ, তবে যদি গ্রহণ কিছু ছেড়ে গিয়ে থাকে এবং কিছু এখনও বাকি থাকে, তবে নামায পড়া আরম্ভ করবে। যদি সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের উপর মেঘের আগমন ঘটে, তা হলেও নামায পড়বে। যদি গ্রহণ অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, তবে দোয়া করা বন্ধ করে দিবে এবং সকলে মাগরিবের নামায আদায়ে রত হয়ে যাবে।

সূর্যগ্রহণের নামায পড়ার সময় জানাযা উপস্থিত হলে প্রথম জানাযা নামায পড়বে। তারপর সূর্যগ্রহণের নামায পড়বে না। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

চন্দ্রগ্রহণের নামাযের মাসয়ালা

চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেলে তখনও দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এই নামায জামাতের সাথে আদায় করবে না, বরং প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে আদায় করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে।

এভাবে যদি কখনও কোন ভীতিব্যঞ্জক অবস্থার উদ্ভব হয়, যেমন ভয়াবহ ঝড় বাদল অথবা তুষার ঝড়, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত, বরফ ও শিলা পতন শুরু হয়ে যায় অথবা আসমান লাল রং ধারণ করে কিংবা দিবাভাগে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়, অথবা দেশে ভয়াবহ মহামারীর আবির্ভাব ঘটে অথবা আসমান হতে নক্ষত্র ছুটে পড়তে শুরু করে, অথবা রাত্রিবেলায় ভীতিব্যঞ্জক তীব্র আলোকরশ্মির উদ্ভব হয় অথবা শত্রুর দ্বারা মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় কিংবা এই ধরনের অন্য যে কোন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তাতেও এভাবে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে লিখিত রয়েছে এবং বাদায়ের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এই সমস্ত অবস্থা দেখা দিলে সবাই আলাদ আলাদাভাবে নিজ নিজ ঘরে বসে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ
বৃষ্টির জন্য নামাযের মাসয়ালা

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, এস্তেস্কার মধ্যে নামায পড়া সুন্নাত। এটা হেদায়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই নামাযের মধ্যে খুৎবাহ পড়তে হয় না, কিন্তু এটাতে দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা আছে। যদি আলাদা আলাদা নামায আদায় করে, তবে কোন অসুবিধা নেই। এটা যখীরায় বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এটার মধ্যে চাদর ঝুলিয়ে নেওয়ার কোন বিধান নেই। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ইমাম নামাযের জন্য বের হয়ে দুই রাকাত নামায পড়িয়ে দিবে এবং এটার উভয় রাকাতে উচ্চশব্দে কিরাত পড়বে। এটা মুফমিরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম হল, এই নামাযের প্রথম রাকাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' এই সূরা দুইটি পাঠ করবে। এটা আইনীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

এই নামাযে ইমাম দুইটি খুৎবাহ পড়বে এবং যমিনের উপর লোকের দিকে ফিরে বসবে। মিম্বরে বসবে না। উভয় খুৎবাহর মাঝখানে ইমাম একবার বসে যাবে। ইমাম ইচ্ছা করলে এবং খুৎবাহ পড়তে পারে। ইমাম আল্লাহকে ডাকবে এবং তাসবীহ-তাহলীল পড়বে। মুসলমান নর ও নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিজের লাঠিতে ভর দিয়ে যখন কিছু খুৎবাহ পাঠ করা হবে, তখন নিজের চাদর ঝুলিয়ে দিবে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। চাদর ঝুলানোর

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতি হল, যদি তা চতুষ্কোণবিশিষ্ট সমান সমান হয়, তবে তার নীচের দিক উপরে এবং উপরের দিক নীচে করবে। আর যদি তা গোলাকারবিশিষ্ট হয়, তবে তার ডানদিক বামে এবং বামদিক ডানে করবে। কিন্তু ইমাম ছাড়া সমবেত লোকদের অন্য কেউ চাদর ঝুলাবে না। এটা কাফী, মুহীত এবং সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

তোহফার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম খুৎবাহ পাঠ শেষ করবে, তখন লোকদের দিকে পিছন করে কিবলার দিকে মুখ করবে। পুনঃ চাদর ঝুলাবে। তারপর খাড়া হয়ে এস্তেস্কার দোয়া তাসবীহ পাঠে রত হবে। জামাতের লোকগণ খুৎবাহ পাঠ ও দোয়া করার সময়ে কিবলার দিকে মুখ করে নীরবে বসে থাকবে। ইমাম দোয়া করতে থাকবে এবং লোকগণ সকলেই মনে মনে তাওবা করতে থাকবে আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ইমাম উভয় হাত আসমানের দিকে উঠালে বেশি ভাল হয়। যদি হাত না তুলে তবে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। এভাবে জামাতের লোকগণও সকলে উপরের দিকে হাত তুলবে। কেননা দোয়ার ভিতরে হাত উত্তোলন করা সুন্নাত। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। খুৎবাহর সময়ে সকলে চুপ করে তা শুনতে থাকবে। ইমাম একাধারে তিনদিন পর্যন্ত এস্তেস্কার নামায পড়াবে। এস্তেস্কার নামায আদায় করা মুস্তাহাব। এটা যাহেদীতে উল্লেখ আছে।

মাঠে মিম্বর নিয়ে যাবে না। নামায পড়তে সকলে পায়ে হেঁটে যাবে। পুরাতন কাপড় পরে যাবে। আল্লাহর নিকট আযীযী এবং নম্রতা সহকারে অনুনয়-বিনয় এবং কাকুতি-মিনতির সাথে মাথা অবনত করে গমন করবে। প্রত্যেকদিন যাবার আগে কিছু ছদকাহ খয়রাত করে নিবে। এটা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

মুসলমানদের সাথে কোন জিম্মি লোকের যাওয়া চাই না। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। তবে জিম্মি ব্যক্তি যদি নিজে কোন কিছু বেচাকিনার জন্য বা নিজেদের ইবাদাতখানার উদ্দেশ্যে অথবা নিজস্ব কোন কাজের জন্য যায় তবে তাকে নিষেধ করবে না। এটা আইনীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

এস্তেস্কা তখন হয়, যখন কুয়া, পুষ্করিণী অথবা খাল-বিল, নদী-নালায় পানি না থাকে যে, নিজেরা পান করবে কিংবা জীব-জানোয়ারকে পান করাবে এবং শস্যক্ষেত ইত্যাদিতে সেচন করবে।

যখন দেশের নদী-নালা, কুয়া, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে পানি থাকবে তখন এস্তেস্কার নামাযের জন্য বের হবে না। কেননা ছালাতুল এস্তেস্কা বা এস্তেস্কার নামাযের জন্য শুধু তখনই বের হতে হয়, যখন পানির অত্যন্ত অভাব ও অনটন দেখা দেয়। এটা মুহীতের বিবরণ।

বিশতম পরিচ্ছেদ
ভয়ের নামাযের মাসায়েল

এটাতে কোন দ্বিমত নেই যে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সময় ভীতির নামাযের নিয়ম প্রচলিত ছিল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এখনও ঐ হুকুম বাকি আছে। যখন কোন ভয়ানক ভীতির কারণ ঘটে, তখন জামাতের সব লোককে দুইটি ভাগে বিভক্ত করবে। একভাগ শত্রুর মোকাবিলায় থাকবে এবং অন্যভাগ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। এটা কুদুরীর বিবরণ।

ভয়ানক শত্রু-ভীতির অবস্থা এই যে, শত্রু এত নিকটবর্তী হয়েছে যে, তারা চোখের সামনে এসে গিয়েছে। নামাযে আরম্ভ করলেই তারা আক্রমণ করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কিছু সময় পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে তাদেরকে শত্রু বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে ভীতির নামায আদায় করবে। তারপরে ধারণা সত্যে পরিণত হলে অর্থাৎ তারা বাস্তবিকই শত্রু হলে ভয়ের নামায জায়েয হবে এবং মিথ্যায় পর্যবসিত হলে নামায নাজায়েয হবে। কিন্তু তাদের ধারণার ভুল যদি সেই সময় ধরা পড়ে, যখন একদল নিজেদের পালার নামায পড়ে বের হয়েছে কিন্তু এখনও কাতার হতে বের হয়নি, তবে এটার উপর ভিত্তি করা জায়েয আছে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি প্রত্যেকেই উক্ত ইমামের পিছনে নামায পড়ার জন্য ঝগড়া করে, তবে সৈন্যদলকে দুইদলে বিভক্ত করে একদলকে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দিবে এবং অন্যদলকে নিয়ে এক রাকাত নামায পড়বে। তারপর এক রাকাত আদায়কারী দল নিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়াবে এবং শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়ানো দল এসে ইমামের সাথে এক রাকাত নামায আদায় করবে। ইমাম তাদের এসে পৌঁছা পর্যন্ত থেমে থাকবে। তাদের সাথে এক রাকাত আদায় করে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু তার পিছনে জামাতের লোকেরা সালাম না ফিরিয়ে উঠে শত্রুর সামনে চলে যাবে। এ সময় প্রথম দল নিজেদের নামাযের স্থানে আসবে এবং তাদের বাকি এক রাকাত নামায কিরাত ছাড়া আদায় করবে। যখন এক রাকাত পড়া হবে তখন তাশাহহুদ পরিমাণ বসে সালাম ফিরিয়ে উঠে শত্রুর সামনে চলে যাবে। পুনঃ দ্বিতীয় দল নিজেদের নামাযের স্থানে এসে কিরাতের সাথে তাদের বাকি এক রাকাত নামায আদায় করবে।

যদি ইমাম এবং মুক্তাদী উভয় মুকীম হয় এবং নামায চার রাকাত বিশিষ্ট হয়। তবে একদল শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ইমাম দ্বিতীয় দল নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করবে। তারপর এইদল উঠে শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে। আর অন্যদল যারা শত্রুর মোকাবেলায় ছিল, তারা নামাযের স্থানে আসবে। ইমাম বসে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

তারা আসলে ইমাম তাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং ঐদলসহ শত্রুর সামনে চলে যাবে। তারপর পুনঃ শত্রুর সম্মুখে দাঁড়ানো দল নিজেদের নামাযের স্থানে এসে কিরাতের সাথে তাদের বাকি দুই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরাবে।

যদি ইমাম মুকীম হয় এবং মুক্তাদী মুসাফির হয় অথবা কিছুসংখ্যক লোক মুসাফির হয়, তবে ঐরূপ হবে, যেরূপ হুকুম সবলোক মুকীম হলে হয়, যদি ইমাম মুসাফির হয এবং জামাতের সবলোক মুকীম হয়, তবে একদলের সাথে এক রাকাত পড়বে, তারপর শত্রুর সামনে চলে যাবে। তারপর অন্যদলের সাথে এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর প্রথমদল আসবে এবং তিন রাকাত নামায কিরাত ছাড়া আদায় করবে। কেননা তারা প্রথম হতে নামাযে শরীক ছিল। তারপর যখন তাদের নামায পুরা হল, তখন তারা শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে।

এই সময় অন্যদল শত্রুর সামন হতে নামাযের স্থানে আসবে এবং নিজেদের বাকি তিন রাকাত নামায আদায় করবে। তারা তার প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে। কেননা তারা মাসবুক। শেষের দুই রাকাতে তারা শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

যদি ইমাম মুসাফির হয এবং মুক্তাদী কিছু মুকীম এবং কিছু মুসাফির হয়, তবে ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাকাত পড়বে। তারপর ঐদল শত্রুর সামনে চলে যাবে এবং শত্রুর সামন হতে অন্যদল আসবে। ইমাম তাদের নিয়ে এক রাকাত পড়বে। অতএব ইমামের পিছনে যারা মুসাফির ছিল তাদের শুধু এক রাকাত বাকি থাকল। তারপর তারা শত্রুর সামনে চলে যাবে এবং প্রথম দল নামাযের স্থানে আসবে। এদের মধ্যে যে মুসাফির সে এক রাকাত কিরাত ছাড়া পড়বে। কেননা সে প্রথম হতে নামায পেয়েছে এবং যে মুকীম, সে তিন রাকাত কিরাত ছাড়া আদায় করবে।

এভাবে প্রথম দল নামায পূর্ণ করে শত্রুর সামনে চলে যাবে। দ্বিতীয় দল নিজেদের নামাযের স্থানে আসবে। যে এট-াদের মধ্যে মুসাফির সে এক রাকাত নামায কিরাতের সাথে পড়বে। কেননা মাসবুক এবং যে মুকীম সে তিন রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। শত্রু চাই কিবলার দিকে হোক বা অন্যদিকে, এটার মধ্যে কোন তারতম্য নেই। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি প্রথম দরের সাথে এক রাকাত পড়া হয় ও তারা চলে যায়, পুনঃ দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়া হয় ও তারা চলে যায়, আবার দ্বিতীয় দরের সাথে এক রাকাত পড়া হয় ও তারা চলে যায়, একন সকলের নামাযই বাতিল হয়ে যায়। মূলকথা হল এই যে, নামায হতে এমন সময় ফিরে যাওয়া, যে সময় ফিরে যাওয়ার সময় নয়, তাতে নামায বাতিল হয়ে যায়। যথাসময়ে নামায ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয় না।

যদি ইমাম জোহরের দুই রাকাত প্রথম দলের সাথে পড়ে এবং তারা সকলে চলে যায়, কিন্তু একব্যক্তি বাকি থেকে গেল, ইমাম দ্বিতীয় দলের সাথে নামায পড়ল, তারপর সে চলে গেল, তার নামায পুরা হয়ে গেল। কেননা যদিও সে দ্বিতীয় দলের সাথে মিশে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্য হতে হয়নি। নিজের নামায হতে ফারেগ হয়েছে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি মাগরিবের নামাযে প্রথম দলের সাথে দুই রাকাত পড়ে, দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়ে, তারপর তারা চলে যায়, তারপর দ্বিতীয় দলের সাথে দুই রাকাত পড়ল, তবে সকলের নামায বাতিল হয়ে গেল। যদি প্রথম দলের সাথে এক রাকাত পড়ে এবং তারা চলে যায় এবং দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়ে এবং তারা চলে যায, আবার প্রথম দলের সাথে তৃতীয় রাকাত পড়ে, তবে প্রথম দলের নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় দলের নামায শুধু হবে এবং তারা নিজেদের দুই রাকাত পড়ে নিবে। এক রাকাত কিরাত ছাড়া এবং অন্য রাকাত কিরাতসহ পড়বে। যদি মাগরিবের নামাযে তিনদলে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকাত পড়ে, তবে প্রথম দলের নামায বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলের নামায বাতিল হবে না। দ্বিতীয় দল দুই রাকাত পড়ে নিবে। দ্বিতীয় রাকাত কিরাত ছাড়া পড়বে এবং তৃতীয় দল দুই রাকাত কিরাতের সাথে কাজা করে নিবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত রয়েছে। ভীতিব্যঞ্জক অবস্থা, শত্রু এবং হিংস্র জন্তু হতে সমানভাবে ভয় পেতে পারে। ভয়ে যদিও নামায কছর হয় না, কিন্তু চলা জায়েয আছে।

নামাযের মধ্যে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। যদি করে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যুদ্ধ নামাযের মধ্যকার কাজ নয়। এভাবে যদি ফেরার সময়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়, তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। দরিয়ায় ভ্রমণ করতে করতে এবং পায়দল চলতে চলতে নামায পড়বে না। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি শত্রু হতে ভেগে পায়ে হেঁটে চলতে থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়, কিন্তু নামাযের জন্য থামতে পারে না, এমতাবস্থায় আমাদের নিকট চলমান অবস্থায় নামায পড়বে না। বরং নামাযের জন্য বিলম্ব করবে। যদি ভয়ের নামায সাহু সিজদাহ হয়, তবে দুই সিজদাহ করতে হবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি ভয়ানক ভয়ের কারণ থাকে, তবে বাহনের উপর আলাদা আলাদাভাবে নামায পড়ে নিবে এবং রুকু সিজদাহ ইশারায় করবে। যদি কিবলার দিকে মুখ করা সম্ভব না হয়, তবে যেদিকে সম্ভব হয়, সেদিকে করে নিবে। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

ভয়ানক ভয়ের অর্থ শত্রু কর্তৃক বাহন হতে নামতে ভাধাপ্রাপ্ত হওয়া। শত্রু যদি যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে, তবে বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় নামায পড়বে না।

যদি ইমাম এবং মুক্তাদী উভয় জানোয়ারের উপর সওয়ার থাকে, তবে ইক্তেদা করা শুদ্ধ হবে। যদি ইশারা করে নামায পড়ে, তবে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে ওজর দূর হয়ে গেলে পুনঃ ঐ নামায পড়া ওয়াজিব হবে না। পায়দল চলা ব্যক্তি যদি শত্রু পিছনে পিছনে ধাবিত হয়, তবে জানোয়ারের উপর নামায পড়বে। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি নামায পড়ার মধ্যে শত্রু চলে যায়, তবে ভয়ের নামায পুরা করা জায়েয হবে না। যে পরিমাণ নামায বাকি থাকবে, তা শান্তভাবে যথারীতি আদায় করবে। শত্রু চলে যাবার পর যদি কিবলার দিক হতে মুখ ফিরায়। তবে নামায

www.nagorikpathagar.org

বাতিল হয়ে যাবে। যদি শত্রু চলে যাওয়ার আগে নামাযের জন্য মুখ ফিরিয়ে থাকে, তারপর শত্রু চলে গেলে তার উপরই নামাযের ভিত্তি করবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) যিয়াদাতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম ভীতির নামায পড়ল। সকলেই মুকীম ছিল, ইমাম এক দলের সাথে দুই রাকাত পড়ল, সবলোক চলে গেল, কিন্তু একব্যক্তি গেল না। তার নামায বাতিল হবে না। কিন্তু এরকম করা তার জন্য ভাল নয়। যদি ইমামের সাথে তৃতীয় রাকাত পড়ে, তবে সে বুঝতে পারল যে, এরকম করা ভাল নয়। তৃতীয় রাকাতের পর অথবা চতুর্থ রাকাতে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার আগে চলে গেল, তবে তার নামায শুদ্ধ হল। যদি ইমাম তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর সালামের আগে চলে যায়, তবে তার নামায পুরা হয়ে গেল।

যদি ইমাম জামাতের সাথে নামায শুরু করে থাকে এবং জামাতীরা সকলে মুসাফির ছিল। যখন এক রাকাত নামায পড়া হয়ে গেল, তখন শত্রু এসে সামনে দাঁড়াল। অমনি নামাযীদের মধ্যে হতে একদল উঠে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেল এবং একদল ইমামের সাথে থেকে নামায পুরা করে নিল। তাদের নামায পুরা হয়ে যাওয়া তো প্রকাশ্য কথা ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে দল নামায ছেড়ে দিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাদের নামাযও এজন্য হল যে, স্থান অনুযায়ী আবশ্যকের তাগিদে তাদের চলে যাওয়া শুদ্ধ হয়েছিল।

যদি ইমাম জোহরের নামায আরম্ভ করে দেয় এবং জামাতীরা সকলে মুকীম থাকে, এই অবস্থায় শত্রু এসে সম্মুখে দাঁড়ায়, ইতোমধ্যে ইমাম দুই রাকাত নামায আদায় করে ফেলে এবং নামাযীদের মধ্য হতে একদল লোক নামায ছেড়ে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়, তবে তাদের নামায বাতিল হবে না। যদি তারা এক রাকাত নামায পড়ার পর নামায ছেড়ে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যেত, তবে তাদের নামায বাতিল হয়ে যেত।

ভয়ের নামায জুমুআ এবং ঈদাইনের মধ্যেও জায়েয আছে। এটা সিরাজিয়াহর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

যদি ঈদের দিন ইমাম শহরে শত্রুর কবলে পড়ে যায় এবং ঈদের নামায ভীতির নামাযের পদ্ধতিতে আদায় করতে চায়, তবে জামাতের সমস্ত লোককে দুই দলে বিভক্ত করবে এবং প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকাত করে নামায আদায় করবে।

প্রথম দল প্রথম রাকাতে ইমামের অনুসরণ করবে এবং দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের অনুসরণ করবে–যদিও উভয় দলের মাযহাব ঈদের নামাযে ইমামের খেলাফ হয়। যদি ইমামের মাযহাব ভুল হয়–ছাহাবায়ে কিরামের কারও মতের অনুরূপ না হয়, তবে তার অনুসরণ করা যাবে না।

যখন ইমাম নামায হতে মুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় দল ফিরে যাবে এবং প্রথম দল নামাযের স্থানে উপস্থিত হবে, তখন তারা তাদের বাকি এক রাকাত নামায কিরাত ছাড়া পড়ে নিবে। তারা কিরাত পরিমাণ সময় দাঁড়ানো থাকবে, তারপর অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে, যেমন ইমাম করেছেন।

যখন নামায শেষ হবে, তখন শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল আবার নামাযের স্থানে চলে আসবে। তারা তাদের বাকি প্রথম রাকাত কিরাতের সাথে পড়বে। কিরাত পাঠের পর অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। যিয়াদাত, জামে' এবং ছায়রে কবীরে এরূপ বর্ণিত আছে এবং নাওয়াদেরের দুইটি রেওয়ায়েতের একটি রেওয়ায়েতও ঠিক এরূপ এবং এটাই উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

একবিংশ পরিচ্ছেদ
জানাযার নামাযের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

মাইয়্যিত সম্পর্কিত মাসয়ালা

মৃত্যু-যন্ত্রণার এবং অস্থিরতার লক্ষণ হল, তার পদদ্বয় দুর্বল হয়ে আসবে, দাঁড়ানো শক্তি থাকবে না, নাক বাঁকা হয়ে যাবে। কপাটিদ্বয় ভেঙ্গে পড়বে। চামড়া শিথিল হয়ে যাবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

এছাড়া ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডলের রং ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে এবং এটা কঠিন বলে মনে হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। এই সময় তাকে কালেমায়ে শাহাদাত তালকীন দিবে। গরগরার আগে অর্থাৎ কফ শ্লেষ্মার শব্দ শুরু হবার পূর্বে খিচুনী শুরু হয়ে গেলে তার নিকট বসে উচ্চ শব্দে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। কিন্তু ঐ সময় তা তাকে পড়তে বলা যাবে ন। কেননা সে তখন বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করতে পারে। তার মুখে কালেমা পড়াবার জন্য তাকে কোনরূপ চাপ দিবে না। যদি একবার কালেমা উচ্চারণ করে তবে আর তাকে বলাবার জন্য চেষ্টা করবে না। কিন্তু যদি সে কোনরূপ অন্য কিছু বলে ফেলে, তবে পুনরায় তার মুখ হতে কালেমা উচ্চারণ করাবার জন্য চেষ্টা করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তালকীন দেওয়া মুস্তাহাব। আমাদের মাযহাবে মৃত্যুর পর জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তালকীন নেই। এটা শরহে হেদায়া এবং মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। আমরা উভয় অবস্থায় তালকীন প্রথা পালন করে থাকি। তা মৃত্যুর সময়ে এবং মৃত্যুর পর দাফনের সময়ে। এ

তালকীন দাতা এমন লোক হওয়া চাই যে, যার উপর লোক এরূপ দোষারোপ করতে ন পারে যে, সে লোকটি মৃত্যুতে খুশী হয় এবং তালকীন দাতা যেন মৃত্যুপথযাত্রীর উপর নেক ধারণা পোষণ করে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। ফকীহগণ বলেছেন যে, যদি কেউ মৃত্যুকষ্ট শুরু হয়ে যাবার সময় কোনরূপ কুফরী কালাম উচ্চারণ করে ফেলে, তবে তাকে কাফির বেঈমান বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না এবং একজন মুসলমান মৃতের মতো তার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুসময়ে নেককার এবং পুণ্যবান লোক নিকটে উপস্থিত থাকা উত্তম। তার নিকট বসে সুরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। এটা শরহে মুনিয়াতুল মুছল্লীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে–যা আমীরুল হজ্জ কর্তৃক লিখিত হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে খোশবু রাখা দরকার। এটা যাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক এবং নাপাকী ব্যক্তির উপস্থিত থাকায় কোন দোষ নেই। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন লোকটির প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে, তখন তার দাড়ি বেঁধে দিবে এবং চক্ষুদ্বয় মুদিত করে দিবে। এসব এমন ব্যক্তি করবে যে মৃতের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, পরম স্নেহের পাত্র এবং একান্ত হিতাকাঙ্খী। যতদূর সম্ভব আছানির সাথে ও আলতোভাবে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। একখানা চওড়া পট্টি দ্বারা মৃতের দাড়ি বেঁধে দিবে এবং মাথার উপর নিয়ে তার গিরা দিবে।

চক্ষু বন্ধনকারী ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করে দিবার সময় মনে মনে এই দোয়াটি পাঠ করবে;–"বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইয়াসসির আলাইহি আমরাহু ওয়া ছাহহিল আলাইহি মা বা'দাহু ওয়া আসয়িদহু বিলিক্বায়িকা ওয়াজ্‌আল মা খারাজা ইলাইহি খাইরাম মিম্মা খারাজা আনহু।" এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

চক্ষু বন্ধ করে দিয়ে তার বাঁধনের গিরা ঢিলা করে দিবে। দুবাহু বাজুর দিকে এনে বিছিয়ে দিবে। তার পর তার হাতের আঙ্গুলগুলি হাতের তালুর দিকে মোড়িয়ে দিয়ে সোজা করে দিবে। উভয় পিন্ডলি রানের দিকে মোড়িয়ে সোজা করে দিবে।

মুস্তাহাব হর এই যে, যে কাপড় পরিধানে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে সেই কাপড় খুলে ফেলে অন্য কাপড় পরিয়ে দিবে। সমস্ত শরীর একখানা বড় চাদর দিয়ে ঢেকে দিবে। কোন উঁচু জায়গায় তখতি বা খাটের উপর মৃতকে রাখবে যে মাটির উষ্ণতায় মৃতের দেহের গন্ধের পরিবর্তন না ঘটে। মৃতের পেটের উপর কোন লৌহখণ্ড বা মাটির চাকা রেখে দিবে, তাতে তার পেট ফুলে উঠবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। মুস্তাহাব এই যে, মৃতের প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছে তার মৃত্যুর খবর পৌঁছিয়ে দিবে–যেন তারা এসে তার কাফন-দাফনে এবং জানাযা ও দোয়ায শরীক হয়ে প্রতিবেশী ও বন্ধুর হক আদায় করতে পারে। এছাড়া তারা তার অন্যান্য হক-হুকুক এবং দাবী-দাওয়া আদায় করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়্যারার বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ
মাইয়্যিতক গোসল দেওয়ার মাসয়ালা

মৃতকে গোসল করান জীবিতদের উপর সুন্নাত এবং ইজমায়ে উম্মতের নিকট ওয়াজিব। এটা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। কিছু লোক এই কাজ সমাধা করলে অন্য লোকের জিম্মা হতে ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। এটা কাফীতে উল্লেখ আছে। একবারই মাত্র গোসল করান ওয়াজিব। বার বার করান সুন্নাত। এমনকি যদি একবার গোসল দ্বারা যথেষ্ট মনে করে, অথবা প্রবাহিত পানির মধ্যে একবার ডুবিয়ে আনে, তবে জায়েয হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

যখন মাইয়্যিতকে গোসল করানোর ইচ্ছা করবে, তখন তার পরনের কাপড় সরিয়ে নিবে। এটাই আমাদের মাযহাব। এটা জাহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। একখানা কাঠের তক্তার উপর মৃতকে শুইয়ে রাখবে। মাইয়্যিতকে রাখার আগে সুগন্ধি দিয়ে তক্তাখানা ধুয়ে নিবে। লাশ তক্তার উপর রাখার নিয়ম হল এই যে, তাকে এমনভাবে লম্বা করে চিত অবস্থায় রাখবে, যেমন রোগের অবস্থায় ইশারায় নামায পড়ার জন্য চিত করে শোয়ায়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এমনভাবে রাখবে যেমনভাবে কবরে চিত করে শোয়ায়ে রাখা হয়। তবে শুদ্ধ মত হর, যেভাবে সহজ হয়, সেভাবে রাখবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেখানে মাইয়্যিতকে গোসল দিবে, সেখানে পরদা টানিয়ো নেয়া মুস্তাহাব। গোসলদাতা এবং তার সহকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মাইয়্যিতকে দেখতে পারবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। তার নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। জাহের মাযহাব অনুযায়ী খাছ গুপ্তাঙ্গ ঢেকে নিবে। রান ঢাকবার প্রয়োজন হবে না। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে এবং এটাই শুদ্ধ মত। এটা হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট ইস্তেঞ্জাও করাবে। ইস্তেঞ্জা করাবার পদ্ধতি হল, ধৌতকারী ব্যক্তি উভয় হাতে কাপড় পেঁচিয়ে নিবে, তারপর নাজাসাতের স্থান ধুয়ে দিবে এজন্য যে, যেমন সতর দেখা হারাম, তেমনি তা স্পর্শ করাও হারাম। এটা জাওহারাতুন নাইয়্যারায় বর্ণিত আছে।

পুরুষ গোসলের সময় পুরুষের রানও দেখবে না এবং স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের রান দেখবে না। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। তারপর নামাযের ওজুর মতো অজু করাবে। কিন্তু যদি মৃত বাচ্চা হয়, যে নামায পড়ত না, তাকে অজু করাতে হবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। মুখ ধোয়ানো হতে শুরু করবে, হাত ধোয়ানো হতে শুরু করবে না।

www.nagorikpathagar.org

এটা মুহিতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ডানদিক হতে অজু করাতে শুরু করবে। কেননা সে জীবিতাবস্থায় ডানদিক হতে অজু করতে শুরু করত। কুলি করাবে না এবং নাকেও পানি দিবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

কোন কোন আলেম বলেছেন যে, গোসলদাতা হাতের আঙ্গুলে ভিজা চিকন কাপড় পেঁচিয়ে তা মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তা দিয়ে দাঁত, ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি ও জিহ্বা তালু প্রভৃতি মুছে পরিষ্কার করে আনবে। আর তা নাসিকার ছিদ্রদ্বয়ে পৌঁছিয়ে নাসিকাভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, এই যমানার লোকগণ অনুরূপ আমল করে থাকে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

মাথা মাসেহ করান সম্বন্ধে ওলামাদের মতভেদ রয়েছে। তবে শুদ্ধ মত হল এই যে, তার মাথা মাসেহ করা যাবে। পা ধুতে বিলম্ব করবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। গরম পানি দিয়ে গোসল করানো আমাদের নিকট উত্তম। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। পানি বরই পাতা অথবা উসনান পাতার সাথে গরম করবে। যদি ঐ পাতা না পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ পানিই যথেষ্ট। এটা হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। দাড়ি নীল ফুলের পানি অথবা শাবান গোলা পানির দ্বারা ধুবে। যদি মাইয়্যিতের মাথায় চুল তাকে, তবে তার জীবিত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে অনুরূপ আমল করবে। অর্থাৎ তার চুল দাড়ি সাবান বা অন্য কিছু দিয়ে ধুবে (মাইয়্যিত ব্যক্তি জীবিতকালে যা যে বস্তু দ্বারা ধৌত করত)। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি এসব কিছু না পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে দিবে। এটা শরহে তাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

অতঃপর তাকে বামদিকে কাত করে বরই পাতার জোশ করা পনি দিয়ে শরীরের ডানদিক ধুয়ে দিবে। পানি এমনভাবে ঢালবে, যেন ধারণা হয়, তার শরীরের সর্বস্থানে পৌঁছেছে, যা তক্তার সাথেও মিলানো আছে। তারপর ডানদিকে কাত করিয়ে শরীরের বামদিক ঐভাবে ধুয়ে দিবে। এটার কারণ এই যে, শরীরের ডানদিকে হতে গোসল করানো শুরু করা সুন্নাত। তারপর কোন বস্তুর সাথে ঠেস দেওয়াইয়া বসিয়ে আস্তে আস্তে নরমভাবে পেটের উপর চাপ দিতে থাকবে, যাতে কাপড় খারাপ হয়ে না যায়, যদি গুহ্যদ্বার দিয়ে কিছু বের হয়, তবে তা ধুয়ে ফেলবে। তাকে গোসল এবং অজু পুনঃ করাতে হবে না। তারপর তোয়ালে বা গামছা দিয়ে এমনভাবে মুছে দিবে যেন কাফন পরালে তা ভিজে না যায়। মাথার চুল এবং দাড়ি চিরুনী দিয়ে আঁচড়াবে না। চুল বা নখ কাটবে না। গোঁফ কাটবে না, নাভির নীচের পশম মুন্ডাবে না। ঐ সমস্ত যেভাবে থাকবে, সেভাবে রেখেই দাফন করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

মৃতের লাশ পানিতে পাওয়া গেলেও তার গোসল দিতে হবে। কারণ গোসল দেওয়াবার হুকুম হল, জীবিত মানুষের উপর। কাজেই মাইয়্যিতের পানিতে পড়ায় জীবিত মানুষের প্রতি গোসল করানোর নির্দেশ পালন আদায় হয় না। কিন্তু পানি হতে উঠাবার সময় যদি গোসল দেওয়ার নিয়তে লাশ হেলিয়া দুলিয়া উঠায়, তবে পুনরায় গোসল করানোর দরকার হবে না। এটা তানজীস এবং মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি লাশ ফুলে যায়, স্পর্শ করা যায় না, তবে পানি বহিয়ে দিয়ে গোসলের কাজ সারবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোকের গোসলের হুকুমও পুরুষের অনুরূপ। তাদের মাথার চুল দুভাগে বিভক্ত করে বুকের উপর এনে রাখবে। যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে তার কোনরূপ আওয়াজ বা নড়াচড়া মালুম হবে, যাতে তাকে জীবিত বলে অনুমান করা যায়, তার একটি নাম রাখবে, গোসল করাবে, জানাযা পড়বে। আর যদি বাচ্চা জীবিত ভূমিষ্ঠ না হয়, তবে তাকে এক কাপড়ে পেচিয়ে দিবে। তার উপর জানাযা পড়তে হবে না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাকে গোসল করাবে। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। দাই বা সন্তানের মাতা যদি উক্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ সময়ে জীবিত ছিল বলে

www.nagorikpathagar.org

সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর জানাযার নামায পড়বে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি গর্ভপাত হয় এবং বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পূর্ণ না হয়, তবে সম্মিলিত মতে তার জানাযা পড়বে না। উত্তম এই হবে যে, তাকে গোসল করাবে এবং কাপড়ে পেচিয়ে দাফন করে দিবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি মৃত লাশের মাথার সাথে অর্ধেকের বেশির ভাগ শরীর পাওয়া যায়, তবে তাকে গোসল করাবে, কাফন পরাবে এবং তার জানাযার নামায পড়বে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যখন অর্ধেকের বেশির ভাগ শরীরের উপর জানাযার নামায পড়া হয়েছে গিয়েছে, অতঃপর তার শরীরের বাকি অংশ পাওয়া গেলে তার উপর আর জানাযার নামায পড়া লাগবে না। এটা ইজাহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মাথাহীন অর্ধেক শরীর পাওয়া যায় অথবা অর্ধেক শরীর লম্বাভাবে চিরা থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে না এবং তার উপর নামায পড়াবে না। এটা এক কাপড়ে পেচিয়ে দাফন করে দিবে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি এমন কোন লাশ হয় যে, তা কোন মুসলমানের লাশ, না কি কাফিরের লাশ, তা জানা যায় না, তবে তার উপর যদি মুসলমান হওয়ার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়, অথবা যদি তাকে কোন মুসলমানের দেশে পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে, আর যদি ঐরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া না যায় এবং তাকে কোন মুসলমানের দেশেও না পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে না। এটা মে'রাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে।

যদি মুসলমান এবং কাফিরের মৃতলাশ মিশানো অবস্থায় পাওয়া যায় অথবা মুসলমান ও কাফিদের নিহত লাশ পাওয়া যায়, তবে কাকেও যদি কোন চিহ্ন দ্বারা মুসলমানের লাশ বলে সনাক্ত করা যায়, তবে তার উপর জানাযার নামায পড়বে। মুসলমানের চিহ্ন হল খাতনা এবং দাড়ির খেজাব ইত্যাদি।

আর যদি কোন চিহ্ন না পাওয়া যায় এবং ঐ মিশানো লাশের মধ্যে মুসলমানের লাশের সংখ্যা বেশি বলে নিশ্চিতরূপে জানা থাকে, তবে সকরের উপরই জানাযার নামায পড়বে। নামায এবং দোয়ার মধ্যে মুসলমানের জন্য নিয়ত করবে এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করবে।

আর যদি কাফিরের লাশের সংখ্যা বেশি হয় তবে কারও উপর জানাযার নামায পড়বে না। কিন্তু গোসল করাবে এবং কাফন পরাবে। কিন্তু মুসলমান পুরুষের মতো গোসল ও কাফন দিবে না এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন না করে কাফিদের কবরস্থানে দাফন করবে।

আর যদি উভয় প্রকার লাশ সমান সমান হয়, তথাপি তাদের কারও উপর নামায পড়বে না। দাফন সম্বন্ধে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। কারও কারও মতে কাফির মুশরিকদের কবরস্থানে দাফন করবে। আর কারও মতে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের জন্য একটি আলাদা কবরস্থান করে দিবে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কোন কাফিরের বাচ্চা তার পিতামাতার সাথে কয়েদ হয়ে আসে এবং পরে মরে যায়, তবে তাকে গোসল করাবে না। কিন্তু সে যদি বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং ইসলাম স্বীকার করে থাকে অথবা তার পিতামাতার মধ্যে কেউ মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে। যদি শুধু বাচ্চা কয়েদ হয়ে আসে, তবে তাকে গোসল করাবে এবং তার উপর নামায পড়বে। এটা যাহেদীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি নৌকায় মরে যায়, তবে তাকে গোসল করাবে এবং কাপন পরাবে। এটা মুজমিরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তার উপর জানাযার নামাযও পড়বে এবং তার শরীরের সাথে কোন ভারী বস্তু বেঁধে তাকে নদীর পানিতে ফেলে দিবে। এটা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যে ব্যক্তিকে রাজদ্রোহ বা ডাকাতী করার কারণে হত্যা করা হয়েছে, তাকে গোসল দিবে না। তার উপর নামাযও পড়বে না। যে ব্যক্তি গলা টিপে মানুষ হত্যা করে, তাকে গোসল কাবে না, তার উপর জানাযার নামাযও পড়বে না। যারা নাফরমানির দরুন নিহত হয়, তাদেরকে আমাদের মাশায়েখগণ বিদ্রোহীর ন্যায় অভিমত দিয়েছেন। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যারা রাত্রে শহরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লুট-তরাজ করে, তারা ডাকাতের হুকুমের মধ্যে শামিল হবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে।

মৃতের গোসলদাতা পবিত্র হওয়া চাই। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে। যদি গোসলদাতা হায়েজওয়ালী অথবা জুনুব ব্যক্তি অথবা কাফির হয়, তবে তাদের গোসল করান জায়েয হবে, কিন্তু এটা মাকরূহ হবে। যদি অজুহীন হয়, তবে সম্মিলিত মতে মাকরূহ হবে না। এটা কানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যারা মৃত ব্যক্তির বেশী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাদের পক্ষে লাশ গোসল করান মুস্তাহাব। যদি তারা গোসল করাতে না জানে, তবে বিশ্বাসী, আস্থাভাজন ও পরহেজগার ব্যক্তি গোসল করাবে। এটা যাহেদীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

আস্থাভাজন ব্যক্তি গোসল করালে, সে উত্তমরূপে গোসল করাবে এবং কোনরূপ গুপ্ত ক্রটি বা দোষের কিছু লক্ষ্য করলে তা গোপন রাখবে। আর যদি কোনরূপ নেক নিদর্শন দেখতে পায়, তবে তা প্রকাশ করবে। অতএব যদি কোন এমন নমুনা দেখে, যা তার নিকট পছন্দনীয়, যেমন মুখমণ্ডল আলোকিত হওয়া বা সুঘ্রাণময় হওয়া অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু সুলক্ষণ প্রকাশ পাওয়া, তবে তার পক্ষে মুস্তাহাব হল এটা লোকের সামনে প্রকাশ করা। আর যদি এমন কিছু খারাপ নমুনা দেখে, যেমন মৃতের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অথবা দুর্গন্ধ বের হওয়া অথবা চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া অথবা অঙ্গ-প্রতঙ্গ পরিবর্তিত হওয়া অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু দৃষ্ট হলে এটা কারও নিকট প্রকাশ করা নাজায়েয । এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ

কাফন পরানোর মাসয়ালা

মাইয়িতকে কাফন পরিধান করানো ফরজে কেফায়া। এটা ফতহুল কাদীরের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় পরানো সুন্নাত। যেমন ঃ (ক) ইজার (খ) কামিজ এবং (গ) লেফাফা বা চাদর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দুখানা কাফন পরিয়েও দাফনকার্য সমাধা করা যায়। সে দুখানা হল (ক) ইজার ও (খ) লেফাফা। আর ওজরের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায়, সেই পরিমাণই আবশ্যক।

ইজার হবে মাথা হতে পা পর্যন্ত, কামিজ হবে গলা হতে পা পর্যন্ত এবং লেফাফা হবে মাথা হতে পা পর্যন্ত। (তবে এর আকার হবে ইজার হতে কিছু বড়) এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। কাফনের মধ্যে বুকে পট্টি, কল্লি এবং আস্তিন লাগাবে না, পাগড়ীর কোন দরকার নেই।

স্ত্রীলোকদের জন্য পাঁচখানা কাফন সুন্নাত। যেমন ঃ (ক) ইজার (খ) কামিজ (গ) ওড়না (ঘ) ছিনাবন্দ এবং (ঙ) লেফাফা বা চাদর। এটা কানযের মধ্যে বর্ণিত আছে।

ওজরের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ইজার, ওড়না এবং লেফাফা এই তিন কাফন ব্যবহার করা জায়েয হবে। এটা কানযে উল্লেখ আছে। ছিনাবন্দ বুক হতে নাভী পর্যন্ত চওড়া হওয়া চাই। এটা আইনী, শরহে কানয এবং তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। ছিনাবন্দের ক্ষেত্রে উত্তম হল যে, এটা বক্ষদেশ হতে রান পর্যন্ত চওড়া হবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়াইরাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

বালেগের নিকটবর্তী বালকের জন্য কাফনের হুকুম, বালেগ পুরুষের অনুরূপ হবে এবং বালেগার নিকটবর্তী বালিকার জন্য কাফনের হুকুম বালেগা স্ত্রীলোকের অনুরূপ হবে। কাফনের সংখ্যা ছোট বালকের জন্য একখানা, ছোট বালিকার জন্য দুখানা ব্যবহার করতে হবে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্দেহ দূরীকরণার্থে খুনচাকে ঐরূপ কাফন দিতে হবে, যা মহিলাকে দিতে হয়।

পুরুষের কাফনে রেশমী কাপড় এবং কুসুমী ও জাফরানী রংগের কাপড় ব্যবহার করা হতে বিরত থাকবে। পুরুষকে এমন কাপড়ের কাফন দেওয়া আবশ্যক যে, সে জীবিতাবস্থায় যে ধরনের কাপড় পরে দুই ঈদের নামায পড়ত। স্ত্রীলোককে এই ধরনের কাপড়ের কাফন দেওয়া দরকার, যেই ধরনের কাপড় পড়ে সে বাপের বাড়ি যাতায়াত করত।

স্ত্রীলোককে রেশমী কাপড় এবং কুসুমী ও জাফরানী রংগের কাপড়ের কাফন দেওয়া যেতে পারে। এটাতে তেমন ক্ষতির কারণ নেই। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা দেওয়া মাকরূহ হবে। উত্তম হর এই যে, পুরুষ স্ত্রী উভয়েরই কাফনের কাপড়ের রং সাদা হবে।

পুরাতন কাপড় এবং নূতন কাপড় কাফনের জন্য একই প্রকার। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। পুরুষের জন্য জীবিতাবস্থায় যে কাপড় পরা জায়েয আছে, তা কাফনে দেওয়া জায়েয আছে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। মাইয়্যিতের পরিত্যক্ত মালের পরিমাণ বেশি হলে এবং ওয়ারিছের সংখ্যা কম হলে মৃ-তব্যক্তিকে উত্তম কাফন দেওয়া সুন্নাত। আর যদি এটার বিপরীত হয, তবে আবশ্যক সমাধা হওয়া পরিমাণ দেওয়াই ভাল। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি ওয়ারিছদের মধ্যে কাপন নিয়ে মতভেদ হয়, যেমন কেউ বলে যে, দুই কাফন দিতে হবে, কেউ বলে যে, তিন কাফন দিতে হবে। তবে তিন কাফনই দেওয়া উচিত। কেননা এটা সুন্নাত। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে।

কাফন পরিধান করানোর নিয়ম হল এই যে, পুরুষের জন্য প্রথম লেফাফা বিছাবে। তারপর ইজার বিছাবে। তারপর কামিজ রাখবে, তার উপরে লাশ রেখে কাফন পরাবে। মাইয়্যিতের মাথায় দাড়িতে এবং সমস্ত শরীরে খোশবু লাগিয়ে দিবে। পেশানী, নাক, দুহাত, দুহাঁটু এবং দু পায়ের উপর কর্পূর লাগিয়ে দিবে। অতঃপর কামিজ পরাবে, তারপর ইজার বামদিক হতে লেপটইবে। এর পরে লেফাফাও ঐভাবে লেপটায়ে দিবে। যদি কাফন খুলে যাবার আশংকা থাকে, তবে তা কোন কিছু দিয়ে বেঁধে দিবে।

স্ত্রীলোকের কাফন দিবার নিয়ম হল এই যে, প্রথমে ছিনাবন্ধ বিছাবে। তারপর লেফাফা বিছাবে। তার উপর ইজার বিছাবে। তার উপর কামিজ রাখবে। শিয়রে ওড়না দিবে, তার উপর লাশ শোয়ায়ে দিয়ে কামিজ পরিধান করাবে। মাথার চুল দুই জুলফিতে ভাগ করে ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে বুকের উপর এনে রাখবে এবং তার উপর ওড়না দিয়ে দিবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। তারপর ইজার বামদিকে হতে লেপটাবে। তারপর ডানদিক হতে লেপটাবে। তারপর লেফাফাও ঐভাবে পেচাবে। অতঃপর ছিনাবন্দ পেচিয়ে দিবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

মৃতকে কাফন পরাবার আগে কাফন খোশবু দ্বারা তিন অথবা পাঁচ অথবা সাতবার সুঘ্রাণযুক্ত করে নিবে। এটা আইনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত লাশকে তিনবার খোশবুর ধোয়া দিবে, প্রথম, রূহ বের হওয়ার সময়ে, দ্বিতীয়, গোসল করানোর সময়ে এবং তৃতীয়, কাফন পরাবার সময়ে। এর পরে আর খোশবুর ধোয়া দিবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে মোহরেম এবং গায়রে মোহরেম একই হুকুম। মাইয়্যিতের লাশে সুগন্ধি লাগিয়ে তার মুখ ও মাথা ঢেকে দিবে। দাসীকে ঐরূপ সুগন্ধি য় দিবে, যেরূপ আযাদ মহিলাকে দেওয়া হয়।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ ভাগ

জানাযা বহন করার মাসায়েল

চারজন লোক জানাযার খাট বহন করা সুন্নাত। এটা শরহে বেকায়ার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন জানাযার খাট উঠাবে, তখন তার চারটি পায়া ধরে উঠাবে। এটাই সুন্নাত। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। জানায়া উঠানোর মধ্যে দুইটি বিষয় আছে। তার একটি হল মূল সুন্নাত এবং অপরটি হল অতিরিক্ত সুন্নাত।

মূল সুন্নাত এই যে, এটার চার পায়া এভাবে পালা করে ধরবে যে, প্রত্যেক দিক হতে দশ কদম চলবে। এই সুন্নাত সকল ব্যক্তি আদায় করতে পারে।

অতিরিক্ত সুন্নাত এই যে, খাট বহনকারী প্রথম মাথার দিকের ডান পায়া ধরবে এবং ডান কাঁধের উপর উঠিয়ে নিবে। তারপর পায়ের দিকের ডান পায়া ডান কাঁধের উপর রাখবে। তারপর মাথার দিকে বাম পায়া বসে কাঁধের উপর রাখবে। তারপর পায়ের দিকের বাম পায়া বাম কাঁধের উপর রাখবে।

এই সুন্নাত শুধু এক একজনেই আদায় করতে পারে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাবুত দুই তক্তায় এভাবে উঠানো যে, এটা দুজনের একজনে মাথার দিকে এবং অন্যজনে পায়ের দিকে ধরে উঠাবে, এটা মাকরূহ হবে। কিন্তু জরুরতের ক্ষেত্রে জায়েয হবে। যেমন স্থানের সংকীর্ণতা বা অন্য কোন বিশেষ ওজর থাকা, এটা জায়েয হওয়ার কারণ। তাবুত হাতে ধরে রাখা বা কাঁধের উপর রাখায় কোন দোষ নেই। তবে অর্ধেক কাঁধে এবং অর্ধেক হাতে রাখা মাকরূহ হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা যাকে কেবলমাত্র স্তন্যদান বন্ধ করা হয়েছে, অথবা তার চেয়ে সামান্য বেশি বয়স্ক শিশুর লাশ কোলে করে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। পালা করে লোকে তাকে হাতে করেও নিতে পারে। যদি বাহনারোহী লোকে তাকে হাতে করে নেয়, তাও জায়েয আছে। বয়স একটু বেশি হলে তাকে তাবুতের উপর রেখে নিবে। মাইয়্যিতের লাশ নিয়ে যাবার সময় তাড়াতাড়ি চলবে। তবে একেবারে দৌড়াবার মত চলবে না। এমনভাবে তাড়াতাড়ি চলবে যে শবদেহ খাটের উপর নড়াচড়া না করে।

যারা শবদেহের সাথে যাবে, তারা শবদেহের পিছনে পিছনে চলবে। সামনে চলা যদিও জায়েয আছে, তবে প্রয়োজন হলে একটু বেশি আগে আগে যাবে। শবদেহের বরাবর ডানে-বামে চলবে না। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

লাশের মাথার দিক আগে দিয়ে চলবে। যদি জানাযা কোন প্রতিবেশীর অথবা আত্মীয়-এগানার মধ্যে কোন নেককার লোকের হয়, তবে তার সাথে গমন করা নফল নামায পড়ার চাইতে বেশি উত্তম। যানবাহনে চড়ে জানাযার আগে আগে যাওয়া মাকরূহ। এটা কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সওয়ার অবস্থায় শবদেহের সাথে সাথে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে পায়দল যাওয়াই উত্তম।

জানাযার সাথে যাওয়ার সময় অথবা মাইয়্যিতের ঘরে আওয়াজ করে কান্নাকাটি অথবা বিলাপ করা নাজায়েয। নীরবে রোদন করায় কোন দোষ নেই, তবে ধৈর্যধারণ করাই সর্বোত্তম। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। জানাযার সাথে মশাল বা মোমবাতি জ্বালিয়ে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

মহিলাদেরর জানাযার সাথে যাওয়া উচিত নয়। জানাযার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি জানাযার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে দাঁড়াতে পারে। লোকজন ঈদগাহে থাকা অবস্থায় জানাযা আসলে তা যমিনে রাখার আগে দাঁড়িয়ে যাবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে। যারা জানাযার সাথে যাবে, তারা নীরব নিস্তব্ধভাবে চলবে। যিকির এবং কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে আওয়াজ করা মাকরূহ। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর যিকির করলে মনে মনে করবে। এটা কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম ভাগ

জানাযার নামায আদায়ের মাসায়েল

জানাযার নামায আদায় করা ফরজে কেফায়া। এই নামায কতক লোকে আদায় করলে তা এক ব্যক্তি হোক অথবা বেশি লোক হোক অথবা পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক হোক, এটাতে অন্য লোকেরা ঐ নামাযের ফরজিয়াতের জিম্মা হতে মুক্ত হয়ে যায়, যদি কেউ ঐ নমায আদায় না করে, তবে সকলেই ফরজ ত্যাগ করার দায়ে গুনাহগার হবে। এটা তাতারখানিয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

জানাযার নামায শুধু ইমামের নামায দ্বারা আদায় হয়ে যায়। কেননা জানাযা নামাযে জামাতের শর্ত নেই। এটা নেহায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নামাযের শর্ত হল এই যে, মৃত ব্যক্তির মুসলমান হতে হবে। লাশ গোসল করানো সম্ভব হলে গোসল করাবে। যদি গোসল করানো সম্ভব না হয় যেমন গোসল না করিয়ে তাকে দাফন করে ফেলেছে, এখন কবর খনন ছাড়া লাশ বের করার উপায় নেই। এই অবস্থায় জরুরতের ক্ষেত্রে তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে।

যদি গোসল করানো ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া হয় এবং ঐভাবেই তার লাশ দাফন করা হয়, তবে তার কবরের উপর দ্বিতীয়বার জানাযার নামায আদায় করবে। কেননা প্রথমবারের নামায বাতিল হয়ে গিয়েছে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত লাশ রাখার জায়গা পবিত্র হওয়াও শর্ত নয়। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

যদি দারুল হরবে কোন বালক মুসলমান সেনাদের হস্তগত হয় এবং সেখানে মরে যায়, তবে সেনাগণ গ্রহণকারী হিসেবে তার উপর তাদের জানাযা নামায পড়তে হবে। এটা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও মাল আত্মসাৎ করে এবং তার বদলে তাকে হত্যা করা হয়, তার উপর জানাযার নামায পড়বে না।

যদি কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তার উপর জানাযা নামায পড়বে এবং এটাই শুদ্ধমত। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তিকে যে কোন কঠিন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কোন অস্ত্র দ্বারা অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হত্যা করা হয় যেমন ফাঁসি কিংবা রজমের মাধ্যমে তবে তাকে গোসল দিবে এবং তার উপরে নামায পড়বে। তার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করবে যেমন কোন মুসলমানের সাথে করা হয়। এটা যখীরাহর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

যাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়, তার সম্বন্ধে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর তরফ হতে দুইটি রেওয়ায়েত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তার উপর নামায পড়বে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে লিখিত রয়েছে।

জানাযার নামায পড়াবার হকদারের মাসায়েল

মৃত ব্যক্তির উপর নামায পড়াবার জন্য বাদশাহ উপস্থিত থাকলে তিনিই তার অধিকারী। তিনি যদি উপস্থিত না থাকেন তবে নামাযের হকদার কাজী। তারপর হকদার মৃতের অলী। অলী হওয়ার মধ্যে যে ব্যক্তি আছাবাতের দিক দিয়ে নিকটতম, সে-ই হকদার। কিন্তু পিতার হুকুম এটার বিপরীত, কেননা পিতা পুত্রের অগ্রবর্তী হবে। এটা খাযানাতুল মুফতীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে পুত্র অগ্রগণ্য হবে। এটাই শুদ্ধ রায়। এই রায় সকলেই গ্রহণ করেছেন। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীলোক এবং নাবালেগ সন্তানদের মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়াবার ব্যাপারে কোন দাবী নাই। নিকটতম আত্মীয় ইচ্ছা করলে কোন দূরবর্তী আত্মীয়কে আগে বাড়ায়ে দিতে পারে, নিকটতম আত্মীয় যদি দূরে থাকে এবং তার আসতে নামায শেষ হয়ে যাতে পারে, তবে সেইক্ষেত্রে দূরবর্তী আত্মীয় নামায পড়াবার হকদার হবে। নিকটতম আত্মীয় যদি নিজে হাজির না হয়ে পত্র দ্বারা অন্য কাউকে নামায পড়তে নির্দিষ্ট করে দেয়, তকে দূরবর্তী আত্মীয়ের পক্ষে তাকে নামায পড়াতে বাধা দিবার অধিকার আছে। শহরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তির মত ধরে নিতে হবে। সে যাকে ইচ্ছা আগে বাড়িয়ে দিবার অধিকার রাখে দূরবর্তী আত্মীয়ের পক্ষে এটাতে নিষেধ করার অধিকার নাই।

যদি দুজন অলী অধিকারের দিক দিয়ে সমান সমান হয়, তবে যার বয়স বেশি সে-ই নামায পড়াবার দাবীদার হবে। এই দুজনের মধ্যে কারও এই অধিকার নাই যে, তাদের শরীকদার ছাড়া অন্য কাকেও আগে বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য শরীকদারের মত নিয়ে এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। যদি ঐ দুজনে ভিন্ন ভিন্ন দুইজনকে নির্দিষ্ট করে, তবে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তার মনোনীত ব্যক্তি নামায পড়াবার অধিকার লাভ করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

মৃতব্যক্তি যদি এরূপ অছিয়ত করে যেয়ে থাকে যে, অমুকে আমার জানাযা নামায পড়াবে, তবে তার এই অছিয়ত বাতিল হবে। এটার উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। কোন গোলাম মারা যাবার পর তার মুনিব, পিতা এবং পুত্রের মধ্যে জানাযার ইমামতীর ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বাঁধল। তার পিতা এবং পুত্র আযাদ বটে। তবে তার মুনিবই জানাযা পড়াবার বেশি হকদার। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে এবং এটার উপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার উপর স্বামীর কোন বেলায়েত থাকবে না। কারণ মৃত্যুর কারণে তা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এটা জামে ছগীরে বর্ণিত হয়েছে। তবে মহিলার যদি কোন অলী না থাকে, তবে তখন স্বামী তার হকদার হবে। তারপর পাড়া-প্রতিবেশী দূরবর্তী লোকদের হতে বেশি হকদার হবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কোন স্ত্রীলোক মারা যায়, তার স্বামী বর্তমান আছে এবং ঐ স্বামী হতে তার আকেল বালেগ পুত্র আছে, তখন পুত্র অলী হবে, স্বামী অলী হবে না। কিন্তু পুত্রের জন্য পিতার অগ্রবর্তী হওয়া মাকরূহ, কাজেই পুত্রের উচিত পিতাকে অগ্রবর্তী করা। যদি পুত্র ঐ স্বামীর ঔরসজাত না হয়, তবে তার অগ্রবর্তী হওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। কেননা প্রকৃত অলী সে-ই। মাতার স্বামীর তাজীম করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। এটা মাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

মাইয়্যিতের উপর শুধু একবার নামায পড়বে, কারণ জানাযার মধ্যে কোন নফল নেই। এটা ইজাহের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। যদি সর্বপ্রধান ইমাম অথবা বাদশাহ অথবা অলী অথবা কাজী অথবা কবিলার নেতা নামায পড়ায়, তবে অলীর পুনঃ নামায পড়াবার আবশ্যক নাই। কেননা তারা তার চাইতে অগ্রণীয় ব্যক্তি। যদি তাদের ছাড়া অন্য কেউ পড়ায়, তবে তার পুনঃ নামায পড়াবার অধিকার থাকে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি অলী নামায পড়ায়, তবে তার পর আর কারও নামায পড়ানোর ইখতিয়ার থাকবে না। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ জানাযার নামায পড়াল, অলীও তার পিছনে ছিল। কিন্তু অলী এটাতে নারাজ ছিল। যদি অলী ইমামের অনুসরণ করে থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। পুনঃ অলী ঐ নামায পড়াতে পারবে না। যদি জানাযার ইমাম বিনা অজুতে থাকে, তবে নামায পুনঃ আদায় করবে। যদি ইমামের অজু থাকে, মুক্তাদীর না থাকে, তবে ইমামের নামায শুদ্ধ হবে। পুনঃ আদায় করবে না। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি অলী রোগী হয় এবং বসে জানাযার নামায পড়ায়, আর মুক্তাদীগণ পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে নামায শুদ্ধ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ ভাগ

কবর, দাফন এবং মাইয়্যিতকে একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যাবার মাসায়েল

মুরদাহ দাফন করা ফরজে কেফায়া। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। লহদ কবর করা সুন্নাত। শক কবর করা সুন্নাত নয়। লহদ কবর হল, কবর পূর্ণভাবে খনন করে পশ্চিম দিকে গর্ত করে দিবে। সেই গর্তে লাশ রাখবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লখিত হয়েছে। এটা ছাদ দেওয়া একটা কামরার ন্যায় বানায়ে দিবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যমিন নরম হলে শক কবর করায় কোন দোষ নেই। এটা কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শক কবর বলা হয় এরূপ কবরকে যা কবরের মধ্যে একটি খালের মতো খনন করে তার উভয় পার্শ্বে কোন কিছু দিয়ে মজবুত করে তার মধ্যে লাশ রাখা হয় এবং তার উপরে ছাদ বানায়ে দেওয়া হয়। এটা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে।

কবরের গভীরতা মধ্যমাকৃতির মানুষের ছিনা বরাবর হওয়া দরকার। তবে গভীরতা যত বেশি হয়, ততই উত্তম। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কবর একটি মানুষ বরাবর দীর্ঘ হবে এবং তার অর্ধ পরিমাণ চওড়া হবে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

আবুবকর মুহাম্মদ ইবনে ফজল হতে বর্ণিত আছে যে, আমাদের দেশে মাটি নরম হওয়ার দরুন লাশ বাক্সভর্তি করে কবর দেওয়া জায়েয আছে। যেখানে পানি প্রবাহ হয়, এমন স্থানে লাশ কবরস্থ করা মাকরূহ। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণনা করা হয়েছে। কবরের মধ্যে মানুষ বেজোড় সংখ্যায় অথবা জোড় সংখ্যায় অবতরণ করা একই কথা। তবে তাদের নেককার, আমানতদার এবং শক্তি সামর্থবান হওয়া আবশ্যক। এটা তাতারখানিয়াহর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

স্ত্রীলোক কবরে রাখার জন্য মোহরিম নিকটবর্তী আত্মীয় হওয়া উচিত। যদি তেমন কেউ না থাকে, তবে অন্য লোকের রাখায় কোন দোষ নেই। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। কোন মহিলার কবরে বতরণ করা চাই না। মুরদাহকে কিবলার দিক দিয়ে কবরে নামাবে। মুরদাহকে এনে কবরের পার্শ্বে কিবলার দিকে রাখবে। লাশ উঠিয়ে কবরে রাখার সময়ে তাদের মুখ কিবলার দিকে রাখবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

লাশ কবরে রাখার সময়ে "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি" উচ্চারণ করবে। লাশ কবরে ডানদিকে কিবলামুখি করে শুইয়ে রাখবে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ননা করা হয়েছে। কাফনে গিরা দেওয়া থাকলে তা খুলে দিবে। কাঁচা ইট দিবে এবং চাটাই বিছায়ে দিবে। পাকা ইট বা কাঠ দিবে না। স্ত্রীলোকের কবরের উপর পরদা করে নিবে। তারপর মাটি বিছিয়ে দিবে। তা হাত দিয়ে হোক বা অন্য কোন হাতিয়ার দিয়ে হোক যেভাবে সম্ভব, সব রকম দেওয়া যেতে পারে। কবর হতে যে পরিমাণ মাটি বের হয়েছে, তার চেয়ে বেশি দেওয়া মাকরূহ। এটা আইনীর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। উপস্থিত লোকদের জন্য মুস্তাহাব হল, নিজের দুহাত দ্বারা তিন চাকা মাটির কবরে দিবে এবং মুরদাহর মাথার দিক দিয়ে দিবে। প্রথমবার "মিনহা খালাক্নাকুম" উচ্চারণ করবে। দ্বিতীয়বার "ওয়া ফীহা নঈদুকুম" উচ্চারণ করবে এবং তৃতীয়বার উচ্চারণ করবে, "ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।" এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত রয়েছে।

মুরদাহ রাত্রে দাফন করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু দিবাভাগে কাজ সহজ হয়ে থাকে, কবর উটের চুটের মতো এক বিঘত উঁচু করে বানাবে। তা চার কোণবিশিষ্ট বানাবে না, আঁকা-বাঁকাও করবে না।

www.nagorikpathagar.org

কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া কোন দোষের কিছু নয়। কবরের উপর কোন দালান কোঠা নির্মাণ করা, বসা, শয়ন করা, নর্তন-কুর্দন করা বা তার উপর পায়খানা প্রস্রাব করা, অথবা মুরদাহকে সকলের নিকট পরিচিত করার খেয়ালে কোন নিদর্শন বা চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া যেমন পরিচয় লিখে লটকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ মাকরূহ। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। কোন কবর নষ্ট হয়ে গেলে তা সমান করে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এটাই শুদ্ধমত এবং এটার উপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে যদি কেউ নিজের জন্য কবর খনন করে রাখে, তাতে কোন দোষ নেই, বরং ছওয়াবের ভাগি হবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য কবর খনন করে রাখল, লোকেরা এটার মধ্যে অন্য মুরদাহ দাফন করতে ইচ্ছা করল, তবে কবরস্থান যদি প্রশস্ত থাকে তা হলে তা মাকরূহ হবে, আর যদি কবরস্থান সংকীর্ণ হয় তবে জায়েয হবে। তবে কবর খননকারী খনন করতে যা খরচ করেছে, তা তাকে দিয়ে দিতে হবে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত হয়েছে। যে কোন মুরদাহকে নেককার লোকদের কবরস্থানে দাফন করা উত্তম। মুস্তাহাব রীতি হল এই যে, মৃত ব্যক্তির দাফনকার্য সমাধা করার পর কবরের নিকটে এই পরিমাণ সময় অবস্থান করবে, যে সময়ের মধ্যে একটি উষ্ট্র যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করা যায়। ঐ সময় কবরের নিকট বসে কোরআন পড়বে এবং মুরদাহর জন্য দোয়া করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত হয়েছে।

কবরের নিকটে কোরআন পাক তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নেই, বরং মুরদাহর এটাতে উপকার হয়। এটা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। কবরের উপর মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা মাকরূহ। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে উল্লিখিত আছে। যে কাজগুলি সুন্নাত নয়ে, তা কবরের নিকট করা মাকরূহ। সুন্নাতের মধ্যে কবর যিয়ারত করা এবং নিকেট দাঁড়িয়ে দোয়া করা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

একাধিক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করবে না। কিন্তু বিশেষ আবশ্যকের ক্ষেত্রে এরূপ করা জায়েয হবে। যদি এরূপ করতে হয়, তবে কবরের মধ্যে পুরুষ কিবলার দিকে রাখবে, তারপর বালক রাখবে, তারপর খুনছা রাখবে, তারপর রাখবে স্ত্রীলোকদেরকে। এদের পরস্পরের মধ্যে কিছু মাটি দিয়ে আড় সৃষ্টি করে দিবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

দুজন পুরুষকে এক কবরে দাফন করতে হলে যে ব্যক্তি উত্তম, নেককার, তাকে সামনে রাখবে। যখন মুরদাহ গলে মাটিতে পরিণত হবে, তখন ঐ কবরে অন্যকে দাফন করা অথবা তার উপরে ক্ষেত করা অথবা ঘর দরজা তৈরী করা জায়েয হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণনা করা হয়েছে।

স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী অথবা নিহত ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, যেস্থানে মারা যায়, সেই স্থানের লোকের কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করবে, যদি দাফন করার আগে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে কোন দোষ নাই। এটা খোলাছায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দাফন করার পর মুরদাহকে কবর হতে বের করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি জোর-জবরদস্তীমূলক কোন যমিনে দাফন করা হয় অথবা হক্কে শোফাজনিত কোন সমস্যা থাকে, তখন মুরদাহকে কবর হতে বের করে অন্যস্থানে দাফন করা জায়েয হবে। এটা কাজীখানের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি অন্যের যমিনে যমিনের মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন মুরদাহ দাফন করা হয়, তবে উক্ত মালিকের যা ইচ্ছা করতে পারবে, সে ইচ্ছা করলে মুরদাহকে বের করার হুকুম দিতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে যমিন সমানও করে দিতে পারে। তার উপর ক্ষেত করতেও পারে। এটা তানজীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি মুরদাহকে কিবলার দিকে মুখ করে শোয়ান না হয়ে থাকে অথবা বামদিকে হাত করে শোয়ান হয়ে থাকে অথবা পায়ের দিকে মুখ করে শোয়ান না হয়ে থাকে অথবা বামদিকে হাত করে শোয়ান হয়ে থাকে অথবা পায়ের দিকে মাথা এবং মাথার দিকে পা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই

www.nagorikpathagar.org

অবস্থায় মাটি দেওয়া হয়, তবে আর তাকে বের করবে না। কিন্তু যদি কবরে মাটি দেওয়া না হয়ে থাকে, তবে বের করে সুন্নাত অনুযায়ী রাখবে।

যদি কবরে কোন মাল থেকে যেয়ে থাকে, মাটি দিবার পর স্মরণ হয়েছে, তবে কবর খুদে তা বের করবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। ফকীহগণ বলেছেন, যদি কমপক্ষে এক দিরহাম পরিমাণ মাল হয়, তবে কবর খুদবে। কবরস্থান হতে কাঠ বা ঘাস কাটা মাকরূহ। তবে তা শুকনা হলে কাটায় কোন দোষ নেই। এটা কাজীখানে লিখিত রয়েছে। আমাদের মাযহাবে কবরস্থানে জুতা পরে চলা মাকরূহ নয়।

সপ্তম ভাগ
শহীদ সম্পর্কিত মাসয়ালা

যদি কোন ব্যক্তি নিজের জান ও মাল হেফাজাত করণার্থে অথবা কোন মুসলমান কিংবা জিম্মিকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, তবে সে শহীদ হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি কোন মুসলমান কোন নৌকায় থাকে এবং শত্রু ঐ নৌকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার দরুন সে জ্বলে পুড়ে মারা যায় এবং ঐ আগুন অন্য নৌকায়ও পৌছে মুসলমানদেরকে জ্বালিয়ে দেয়, তবে তারা শহীদ হবে।

শহীদের হুকুম এই যে, তাকে গোসল করাবে না। তার জানাযা নামায আদায় করবে এবং তার পরিহিত রক্তমাথা কাপড়সহ-ই তাকে দাফন করবে। এটা কাফীর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। যদি শহীদের কাপড়ে নাজাসাত লাগে, তবে তা ধুয়ে দিবে। এটাই তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শহীদের সাথে পরিহিত কাপড় ছাড়া অতিরিক্ত কোন বস্তু থাকলে তার যেসব বস্তু তার কাপড়ের মধ্যে বিবেচিত নয়, তা তার শরীর হতে বের করে নিবে। যদি তার কাফন সামান্য হয়, তবে বাড়িয়ে তা পূর্ণ করে দিবে। আর যদি সুন্নাত কাফন হতে বেশি থাকে, তবে তা কমিয়ে দিবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

শহীদের অঙ্গে খোশবু ঐভাবে লাগাবে যেভাবে অন্যান্য মাইয়্যিতের অঙ্গে লাগান হয়। এটা বাহরুর রায়েকের উল্লিখিত রয়েছে। শহীদ ব্যক্তি যদি নাপাক হয় অথবা বালক হয়, অথবা পাগল হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তাকে গোসল করাবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে যদি হায়েজওয়ালী অথবা নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক নিহত হয়ে যায় এবং সে পবিত্র হয়ে গিয়ে থাকে এবং তার রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তাকেও গোসল করাবে। যদি রক্ত বন্ধ না হয়ে তাকে, যা দেখে বুঝা যায়, যদি হায়েজের উপযুক্ত হয় তবে তাকেও শুদ্ধতর মতানুযায়ী গোসল করাবে। এটা কাফীর মধ্যে মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু যদি একদিন অথবা দুইদিন রক্ত দেখা গিয়েছিল, তারপরই সে নিহত হয়েছে, তবে সম্মিলিত মতে তাকে গোসল করাবে না।

যেই ব্যক্তি কিছু সময় জীবিত থাকার দরুন শাহাদাত বরণ করতে পারেনি, তাকে গোসল দিতে হবে। তবে ঘোড়ায় যাতে পদদলিত না করে এজন্য যাকে জীবিত উঠিয়ে আনা হয়েছে। তার ক্ষেত্রে এই হুকুম হবে না। যদি কোন শহরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, কিন্তু এত তেজী ও ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মারা গিয়েছে যে, সে বুঝতে পারে নাই যে, কোন জালিমের হাতে মারা গিয়েছে, তবে তাকে গোসল করাতে হবে। এটা আইনীর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। আর যদি সে (মৃত্যুর পূর্বে) নিজের স্থান হতে দাঁড়াতে পারে বা ঐস্থান হতে অন্যস্থানে যেতে পারে, তবে তারও হুকুম এইরূপ হবে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন মুশরিকের ঘোড়া ছুটে গিয়ে কোন মুসলমানকে পায়ে পিষে মেরে ফেলে–যদিও ঘোড়ার পিঠে কোন সওয়ার না থাকে, অথবা কোন মুসরমান কোন মুশরিককে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন মুসরমানের দেহে বিদ্ধ হয়, অথবা কোন মুসলমানের ঘোড়া মুশরিকের ঘোড়া কর্তৃক তাড়িত হয়ে মুসলমান আরোহীকে ভূপাতিত করে, অথবা কোন মুসলমান পালিয়ে যেতে থাকে কিন্তু কোন মুশরিক তাকে তাড়িয়ে নিয়ে অগ্নিকুণ্ড কিংবা গভীর গর্তে পড়তে বাধ্য করে, অথবা মুসলমান নিজের চতুষ্পার্শ্বে কাটা বিছিয়ে রাখে এবং সে তারই উপর দিয়ে চালাবার সময় প্রাণত্যাগ করে, এই সমস্ত অবস্থায় গোসল দিতে হবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বিরোধিতা করেছেন।

যদি যুদ্ধের সময় মুসলমানের ঘোড়া হোচট খেয়ে তার মুসলমান আরোহীকে ফেলে দেয় ও মেরে ফেলে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তাকে গোসল দিতে হবে। যদি মুসলমানের ঘোড়া মুশরিকদের পতাকা দেখে ভাগতে শুরু করে কিন্তু মুশরিকগণ কর্তৃক সে তাড়িত হচ্ছে না। এই পলায়নরত ঘোড়া নিজের মুসলিম সওয়ারকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট তাকে গোসল করাতে হবে। যদি কোন মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যেতে থাকে এবং অন্য কোন মুসলমানের ঘোড়াকে তার মালিক সামনে অথবা পিছনে হাঁকায়ে দূরে সরায়ে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি ঐ ঘোড়া উক্ত পলায়নপর মুসলমানকে পায়ে দলে মারে, তবে তাকে গোসল করাতে হবে।

এভাবে যদি কোন মুসলমান কোন প্রাচীর গাত্র ছিদ্র করায় উক্ত প্রাচীর তার উপরে ধসে পড়ে ও তাতে সে মারা যায়, তবে তাকে গোসল করাতে হবে। কিন্তু হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বিরোধিতা করেছেন। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই হুকুম তখন হবে যখন মুসলমানগণ শত্রুর উপর আক্রমণ করে ও নিজের ঘোড়া হতে ভূপাতিত হয়।

যদি উভয় পক্ষ সশস্ত্র অবস্থায় পরস্পর মোকাবিলা হয়, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না হয়ে থাকে, এমনি অবস্থায় যদি কাকেও মৃত পাওয়া যায়, তবে তাকে গোসল করাবে। কিন্তু যদি জানা যায় যে, তাকে জুলুম করে লৌহ অস্ত্র দ্বারা মারা হয়েছে, তবে তাকে গোসল করাবে না।

যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মৃত পাওয়া যায়, কিন্তু তার উপর কোন হত্যার নিশানা না থাকে যেমন জখম অথবা গলা দাবানোর চিহ্ন অথবা আঘাতের লক্ষণ অথবা রক্ত বের হওয়া ইত্যাদি কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলে সে শহীদ হবে না। এরকম যদি রক্ত এমন কোন পথে নির্গত হয়, যা কোন আভ্যন্তরীণ রোগের কারণে হতে পারে, যেমন নাক অথবা লিঙ্গ এবং মলদ্বার অথবা মাথার দিক দিয়ে রক্ত বের হয়ে মুখ দিয়ে বের হয়, তবে সেও শহীদ হবে না। এটা বাদায়ে' উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুতঃ শহীদ হওয়ার ব্যাপারে মূলকথা হল যে, যে ব্যক্তি কাফির অথবা বিদ্রোহী অথবা ডাকাতদের সাথে যুদ্ধ বা সংঘর্ষের কালে তাদের দ্বারা নিহত হবে অথবা যার হত্যার কারণ শত্রুর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, সে শহীদরূপে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে, যার হত্যা এভাবে হবে না, সে শহীদরূপে বিবেচিত হবে না। এটা মুহীতে সুরখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
সিজদাহ্ সম্পর্কিত মাসায়েল

সিজদাহ সম্পর্কিত এই মাসয়ালাসমূহ পরিপূর্ণ পদ্ধতির দ্বারা নির্দিষ্টকরণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল এই যে, সিজদাহ্ যদি নিজের জায়গা মত আদায় করা হয়, তবে তা নিয়ত ছাড়া আদায় হয়ে যায়। আর যখন তা নিজের স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তখন তা নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না। সিজদাহর উপরে নিজের স্থানচ্যুত হওয়ার হুকুম ঐ সময়ে প্রদত্ত হয়, যখন ঐ সিজদাহ এবং তার স্থানের মধ্যে এক রাকাত পরিমাণ সময়ের দূরত্ব হয়ে যায়।

আর একটি হল এই যে, যদি সন্দেহ হয় যে, রাকাত ছুটে গেল না সিজদাহ ছুটে গেল, তবে উভয়কেই আদায় করবে। তাতে যাই ছুটে যাক না কেন তা আদায় হয়ে যাবে। সিজদাহ্ রাকাতের আগে আদায় করবে। যদি রাকাতকে সিজদাহর আগে আদায় করা হয়, তবে নামায হবে না।

আর একটি হল এই যে, এই বিষয়ের চিন্তা করবে যে, যে পরিমাণ সিজদাহ ছুটে গিয়েছিল এবং যে পরিমাণ আদায় হয়েছে এটার মধ্যে কোনটির সংখ্যা কম। সেই হতে গণনা করবে। কেননা কম দিয়ে গণনা করা সহজ হয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

কোন ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল। নামাযের শেষে অথবা সালামের পূর্বে অথবা সালামের পরে তার স্মরণ হল যে, তার একটি সিজদাহ্ ছুটে গিয়েছে। তবে তার উপর ঐ সিজদাহটি করে নেওয়া ওয়াজিব হবে। পুনঃ সে তাশাহহুদ পবে এবং সালাম ফিরাবে, তারপর সিজদাহে সাহু করবে। পরে যদি তার মনে হয় যে, প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদাহ ছুটে গিয়েছিল, তবে সে কাজার নিয়ত করবে। যদি মনে না হয় যে, সিজদাহটি প্রথম রাকাতের, না দ্বিতীয় রাকাতের এবং চিন্তা করেও ঠিক করতে না পারে, তথাপি উক্ত হুকুম হবে যদি সিজদাহটি দ্বিতীয় রাকাতের বলে ধারণা হয়, তবে কাজা করবে। যদি তার মনে হয় যে, দুই সিজদাহ ছুটে গিয়েছে এবং তা দুই রাকাতের দুই সিজদাহ তবে তার জন্য দুই সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর সিজদাহে সাহু আদায় করবে। যদি মনে হয় যে, উক্ত দুই সিজদাহ প্রথম রাকাত হতে ছুটে গিয়েছে, তবে তার এক রাকাত পড়া ওয়াজিব হবে। যদি এটাও জানা না থাকে যে, কিভাবে ছুটেছে, তবে দুই সিজদাহ করবে এবং প্রথম রাকাতের দুই সিজদাহ কাজা করবে ও এক রাকাত পড়বে।

যদি মনে হয় যে, তিন সিজদাহ ছুটে গিয়েছে তবে এক সিজদাহ করবে ও এক রাকাত পড়বে। তারপর তাশাহহুদ পড়বে। সিজদাহর মধ্যে কাজার নিয়ত করবে না। যদি মনে হয় যে, চার রাকাত ছুটে গিয়েছে, তবে দুই সিজদাহ করবে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী প্রথম রুকু হতে শুরু করবে। অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী দ্বিতীয় রুকু হতে শুরু করবে এবং আর এক রাকাত বেশি পড়বে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি মাগরিবের নামাযে এক সিজদাহ ছুটে যায়, তবে ঐ সিজদাহ করে নিবে এবং নিজের উপর যা ওয়াজিব তার নিয়ত করবে। তারপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সিজদাহে সাহু করবে। যদি মাগরিবের নামাযে দুই সিজদাহ ছুটে যায় এবং এটা জানা যায় নাই যে, এক রাকাত হতে ছুটে গিয়েছে অথবা দুই রাকাত হতে ছুটে গিয়েছে, তবে সন্দেহের উপর আমল করে দুই সিজদাহ করবে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে নিজের ওয়াজিব নিয়ত করবে অথবা কাজার নিয়ত করবে। এটার পর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
যাকাতের মাসায়েল
প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রথম ভাগ
যকাতের ব্যাখ্যা, হুকুম ও শর্ত

যাকাতের ব্যাখ্যা এই যে, কাউকেও মালের মালিক করে দেওয়া- তার মুসলমান এবং গরীব হওয়া প্রয়োজন এবং হামেশী বংশদ্ভুত ও তার গোলাম হতে পারবে না। তা এই শর্তে যে, সম্পদওয়ালার যেন ঐ সম্পদে কোন প্রকার মুনাফা না থাকে। শরীয়ত মতে যাকাতের অর্থ এই। এটি তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাকাতের হুকুম এই যে, তা অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির। এটি বারণকারী হত্যার উপযুক্ত। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। বৎসর পূর্ণ হয়ে যাওয়া মাত্রই সাথে সাথে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। কোন ওজর ছাড়া আদায় করিতে করতে দেরি করলে অপরাধী হবে।

যাকাত আদায় করার শর্ত এই যে, যাকাত দিবার সময়ে যাকাত দিবার নিয়ত থাকতে হবে। এটি কানযের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ এমন নিয়ত করে যে, সে যাকাত দিতে যাচ্ছে, কিন্তু সে সে সময় কিছু দিল না। এর পর সারা বৎসর ভরে সে বিনা নিয়তে কিছু কিছু মাল দিতে থাকল, তবে তার যাকাত আদায় হবে না। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। মাল দিবার সময়ে দাতাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কিভাবে দিচ্ছ? তবে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যদি সে তৎক্ষণাত জবাব দিয়ে দেয় যে, যাকাত দিতেছি, তবে এও নিয়তের মধ্যে বিবেচিত হবে।

যদি কেউ এভাবে বলে নেয় যে, বৎসরের শেষ পর্যন্ত যা দিব, সবই যাকাত হবে, তবে জায়েয হবে। আর যদি ঐ সময়ে নিয়ত না করে, বরং যখন উকীল মাল দেয় তখন নিয়ত করে, তবে তাও জায়েয। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্য উল্লেখ আছে। যাকাতের ক্ষেত্রে মুয়াক্কিলের নিয়তই ধর্তব্য, কিন্তু উকীলের নিয়ত ধর্তব্য নয়। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি যাকাতের মাল কোন ব্যক্তির হাওয়ালায় দিয়ে তাকে নির্দেশ করে যে, ইহা গরীব মিসকিনকে দিয়ে দাও এবং গরীব-মিসকীনকে দিবার সময়ে নিয়ত না করে, তবে জায়েয হবে। যদি গরীবকে যাকাত দিবার জন্য মাল-সামানা কোন যিম্মির হাওলায় দিয়া দেয়, তবে জায়েয হবে, কেননা নিয়ত আদেশ দাতার মধ্যে পাওয়া গেছে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

যদি কে যাকাত দিবার জন্য কিছু মাল বা সম্পদ উকীলকে দিল এবং উকীল এখন পর্যন্ত গরীবদেরকে দেয়নি এবং উকীল নিয়োগকারীর নিয়ত বদল হয়ে যায়, তখন তার শেষের নিয়ত অনুযায়ীই তা ফকরিদেরকে দেয়নি, এমন সময়ে মালিক নিজের মত বদলে এটি মানতের জন্য দিবার নিয়ত করল, তবে তা মানতের বাবতই আদায় হবে। ইহা সিরাজুর ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি এভাবে বলে যে যদি আমি এই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করি, তবে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার নিজের উপর তা ওয়াজিব করব। একশত দিরহাম ছদকাহ দিব। তারপর ঐ ঘরে প্রবেশ করল, প্রবেশ করার সময়ে নিয়ত করল যে, এটি যাকাত বাবত দিব। তবে যাকাত আদায় হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন মাল কারও নিকট আমানত রেখে থাকে এবং তা আমানতদারের হাতে নষ্ট হয়ে যায়, এর মালিক গরীব ছিল, সে তা নিয়ে বিবাদ বাঁধিয়ে দিলে আমানতদার উক্ত আমানতী মালের মুল্য তাকে যাকাতের নিয়তে দিয়ে দেয়,

www.nagorikpathagar.org

তবে এতে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। যদি কেন মাল কোন গরীবকে বিনা নিয়তে দিয়ে দেয়, পরে তাকে তা যাকাতের নিয়তে দিবার ইচ্ছা করে, তবে যদি সেই মাল উক্ত গরীবের নিকট বিদ্যমান থাকে, তাহলে ইহা জায়েয হবে। নতুবা জায়েয হবে না। এটি আইনীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ অন্যের মাল তার পক্ষ হতে কোন ফকীরকে যাকাত হিসেবে দিয়ে দেয়, তারপর মালিক অনুমতি দেয়, তবে যদি মাল তখনও উক্ত ফকীরের হাতে বিদ্যমান থাকে, তবে জায়েয হবে। নতুবা জায়েয হবে না।

যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত মাল ছদকাহ করে দিল এবং যাকাতের নিয়ত করল না, তবে যাকাত আদায়ের ফরজ তার যিম্মা হতে বের হয়ে গেল। চাই সে মাল দিবার সময় নফল ছদকাহর নিয়ত করুক অথবা কোন রকমই নিয়ত না করুক। যদি কেউ নিজের সমস্ত মাল কোন গরীবকে মানতের নিয়তে দিয়ে দেয় অথবা অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করে তবে যে নিয়তে দিবে সেই নিয়তই আদায় হবে। যাকাত তার যিম্মায় থেকে যাবে। যদি কেউ তার কিছু মাল গরীবকে দিয়ে দেয়, তবে সেই নিয়তই আদায় হবে। যাকাত তার যিম্মায় অনাদায় থেকে যাবে। যদি কেউ তার কিছু মাল গরীবকে দিয়ে দেয়, তবে ঐ পরিমাণ মালের যাকাত তার যিম্মা হতে রহিত হয়ে যাবে। এটি তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ফকীরের উপর কারও কার্জ পাওনা থাকে এবং পাওনাদার ঐ কর্জ মাপ করে দেয়, তবে ঐ মাফকৃত কর্জ পরিমাণ মালের যাকাত রহিত হয়ে যাবে। চাই সে এর মধ্যে যাকাতের নিয়ত করুক বা না করুক। কেননা ইহা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার মধ্যে শামিল। কেউ যদি কিছু মাফ করে দেয়, তবে জামে ছগীরের বর্ণনানুযায়ী যাকাতের পরিমাণের যাকাত রহিত হয়ে যাবে। বাকি মালের যাকাত রহিত হবে না। যদিও সে মনে মনে যাকাত দিবার নিয়ত করে থাকে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। যার উপর কর্জ আছে, সে যদি ধনী হয় এবং মালিক যদি বৎসর শেষে তা তাকে হেবা করে দেয়, তবে জামে ছগীরের বর্ণনানুয়ায়ী যাকাতের পরিমানের যিম্মা হবে। এটিই শুদ্ধমত। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন গরীবকে হুকুম করে যে, অমুকের কাছে আমার যা পাওনা আছে, উসুল করে নাও এবং তার মধ্যে যাকাতের নিয়ত করে, যা তার নিকট আছে, তবে তা জায়েয। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যদি কোন গরীবের করজ অন্য ব্যক্তির করজের যাকাত নিয়ত করে হেবা করিয়া দেয় অথবা নিজের নগদ মালের যাকাতের নিয়ত করে, তবে জায়েয হবে না। ইহা কাফীতে উল্লেখ আছে। নগদ মালের যাকাত নগদ মাল দিয়ে দিতে হবে এবং করজের মালের তরফ হতে নগদ মাল দিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। নগদ মালের যাকাত করজের মাল দিয়া দেওয়া নাজায়েয। যে করজের মাল আদায় হবে না, তার যাকাত করজ দেওয়া জায়েয আছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ তার ওয়াজিব যাকাত দিতে ইচ্ছা করে, তবে তা বলে প্রকাশ্যে দেব। নফল ছদকাহ গোপনভাবে দেওয়া উত্তম। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। যদি কেউ কোন গরীবকে হেবা অথবা করজ সূত্রে মাল দিয়ে যাকাতের নিয়ত করে, তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইহা শুদ্ধতর মত। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে যেমন, মুসলমান হওয়া, আকেল, বালেগ হওয়া, আযাদ হওয়া, নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। গোলামের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এভাবে মোদাব্বের, উম্মে ওয়ালাদ ও মোকাতেবের জন্য যাকাত ওয়াজিব হবে না। কফিরের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

www.nagorikpathagar.org

একটি শর্ত মুসলমান হওয়া। মুসলমান হওয়া যেন যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, তেমনি ইসলামের উপর বহাল থাকাও যাকাত আয়ের জন্য শর্ত। অতএব যদি কেউ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে যায়, তবে যাকাত তার যাকাত দেওয়া লাগবে না। যেমন, ইহা মৃত্যুর পর রহিত হয়ে যায়। যদি কয়েক বৎসর মুরতাদ থাকার পর আবার মুসলমান হয়, তবে ঐ বৎসরগুলির জন্য তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত

এভাবে যদি কেউ দারুল হরবে মুসলমান হয়ে কয়েক বৎসর ঐ কানে থেকে দারুল ইসলামে আসে, তবে তার নিকট হতে ঐ সময়ের যাকাত ইমামের জন্য আদায় করার অধিকার থাকবে না। কেননা সে তার মলিকত্বে ছিল না। কিন্তু সে যদি জানত যে, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর না জেনে থাকলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তাই ইহা আদায় করার ফতোয়া দেওয়া যাবে না।

যিম্মি যদি দারুল ইসলামে মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, চাই সে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে জানুক অথবা না জানুক। নাবালেগ বালক এবং পাগলের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। মালিকে নেছাব হয়ে যদি বৎসরের প্রথম অথবা শেষে অনেকদিন অথবা কিছু দিন সুস্থ মস্তিষ্ক থাকে, তবে যাকাত আদায় করতে হবে। ইহা আইনীতে বর্ণিত আছে। যদি বালেগ হবার পর পাগল হয়, তাহার সম্বন্ধে এই মাসয়ালা। আর যদি মুল পাগল হয়, অর্থাৎ পাগল অবস্থায় বালেগ হয়, তবে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে সুস্থ হওয়ার সময় হতে বৎসর শুরু হবে। এভাবে বালক যদি বালেগ হয়, তবে বালেগ হওয়ার সময় হতে তার বৎসর শুরু হবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। বেঁহুশ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যদিও সে সমস্ত বৎসর বেহুঁশ থাকে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। যে ব্যক্তির নেছাব অপেক্ষা কম মাল থাকবে। তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইহা আইনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির দুইশত দিরহাম এক বৎসর থাকার পর তা হতে পাঁচ দিরহাম যাকাতের এক গরীবরকে অথবা উকীলকে যাকাতের জন্য দিল। পরে তার দিরহামের মধ্যে কোন দিরহাম অচল বের হল। তবে ঐ পাঁচ দিরহাম যাকাতের হবে না। কেননা মাল নেছাব পরিমাণ হয়নি। যদি ইহা কোন গরীবকে দিয়ে থাকে, তবে তার নিকট হতে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আর যদি উকীলকে দিয়ে থাকে এবং উকীল এখন পর্যন্ত হাতখরচ না করে থাকে, তবে ফিরিয়ে আনতে পারবে। এটি কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত রহিয়াছে।

নিরঙ্কুশভাবে মালের মালিক হওয়াও একটি শর্ত। অর্থাৎ মালের মালিক হওয়া ও ঐ মাল হাতে থাকা দুইটিই আবশ্যক। যদি মালিক হয় এবং হাতে না থাকে, যেমন একটি মোহর হাতে আসার আগে অথবা হাতে এসেছে কিন্তু মালিক হয়নি, মোকাতেবের মলিকানা এবং কাজ দেওয়া মাল এর যাকাত হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। খরিদ করা বস্তু যা এখনও হাতে আসেনি, কারও কারও মতে ইহা নেছাবের মালে পরিণত হয় না। কিন্তু শুদ্ধমতে ইহা নেছাবের মালে গণ্য। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। মালিকের উপর ঐ গোলামের যাকাত হয় না, যে গোলাম ব্যবসার জন্য খরিদ করেছিল এবং সে পালিয়ে গিয়াছে। যদি স্বামী নিজের স্ত্রীর নিকট হতে এক হাজার দিরহাম খোলা করে যাকে এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত সে ইহা হাতে না পায়, তবে তার উপর এর যাকাত হবে না। যদি মাল বন্ধক থাকে এবং ইহা বন্ধক গ্রহণকারীর নিকট থাকে, তবে বন্ধকদাতার উপর এর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যে গোলামকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদি তার উপর এই পরিমাণ কর্জ থাকে যে, ইহা তার কামাই অপেক্ষা বেশি হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে ঐ গোলামের বাবত গোলামের মালিক বা গোলাম কারও উপর যাকাত

www.nagorikpathagar.org

ওয়াজিব হবে না। আর যদি গোলামের উপর কর্জ না থাকে, তবে তার কামাই এর মালিকের মালিকানার ভিতরে চলে যায়, অতএব, বৎসর পুরা হবার পর এর যাকাত গোলামের মালিকের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, তার কামাই তালিকের কাছে পৌছার পূর্বে তার যাকাত আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। কেননা সে প্রতিনিধি মারফত নিজের মালের খরচ করতে পারে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

একটি শর্ত এই যে, মাল নিজের আবশ্যকীয় খরচের পরে উদ্বৃত্ত থাকতে হবে। অতএব, বাস করার ঘর, পরিধানের কাপড় এবং ঘরের আসবাবপত্রের উপর, সওয়ারী বা বাহনের উপর, খিদমতের গোলামের উপর এবং ব্যবহার্য অস্ত্র-শস্ত্রের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এভাবে যাকাতের হুকুম ঐ প্রকার খাদ্য শস্যের উপরও হবে না, যা নিজের এবং পরিবারে-পরিজনের খাদ্যের জন্য আবশ্যকীয়। আর যে সকল দ্রব্য বিলাসিতা ও সৌখীনতার জন্য, কিন্তু তা স্বর্ণ বা রৌপ্যের নয়, তার উপরও যাকাত ওয়াজিব নয়। এরূপভাবে যে সকল মুল্যবান ধাতু যেমন মোতি, ইয়াকুত, জমররদ ইত্যাদি যদি ব্যবসার জন্য না হয়, তবে এইগুলির যাকাত ওয়াজিব নয়। যদি খরচ করার জন্য পয়সা খরিদ করে, তবে তার উপর যাকাত হবে না। ইহা আইনীর বিবরণ। এভাবে বিদ্যাশিক্ষার্থীদের বিদ্যাশিক্ষার কিতাবের উপর এবং কোন পেশাদারের হাতিয়ার এবং যন্ত্রপাতির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

একটি শর্ত হল, মাল দেনা-মুক্ত হওয়া। আমাদের আয়িম্মাগণ বলেছেন যে, মানুষের তরফ হতে যে দেনা শোধের তাগাদা থাকে, তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক। চাই সে দেনা কোন লোকের হোক বা কোন খরিদকৃত মালের মুল্য হোক বা কোন নষ্ট বা ক্ষতিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ বাবত হোক বা কাউকেও জখম করার পরিবর্তে হোক, চাই উক্ত দেনা টাকার বাবত হোক বা মালের বাবত হোক এই দেনার কারণে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

যদি বিচরণকারী জন্তুর যাকাত বাকি থাকে, আমাদের আয়িম্মাগণের নিকট কোনরূপ মতবিরোধ ছাড়াই ইহা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক। চাই সে যাকাত মালে থাকুক অথবা তার যিম্মায় থাকুক, নেছাব নষ্ট হয়ে গিয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্যবসার মালের যাকাত যদি বাকি থাকে, তবে আমাদের আয়িম্মাদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট বিচরণকারী জন্তুর মতো হুকুম হবে। যমিনের খাজনা বাকি থাকলে তাও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধ। যদি যমিন ওশরি হয়, শস্য জন্মেছে, কিন্তু সে নষ্ট করেছে, তবে তার ঐ পরিমাণ কর্জ তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে। এ হুকুম দিরহামের উপর বৎসর শেষ হবার আগেই বর্তে। পর বৎসর শেষ হলে তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

এভাবে যদি নগদ মোহর অথবা বাকি মোহর থাকে, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা এর তাগাদা করা হয়।

যদি কারও উপর নিজের স্ত্রীর নগদ মোহর থাকে এবং তা আদায় করার ইচ্ছা না থাকে, তবে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা রেওয়াজ এই যে, এর তাগাদা করা হয় না। ইহাই উত্তম কওল। ইহা জাওহারুল ফতোয়ায় লিখিত আছে। স্ত্রীদের খরচা যা কাজী দ্বারা নির্দিষ্ট অথবা পরস্পর রাজী রগবতে নির্দ্ধারিত পরিমাণ যদি দেনা না হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হতে নিষেধ করে না। যদি কাজী দ্বারা বা নিজেদের রাজী রগবতে নির্দিষ্ট না থাকে, তবে রহিত হয়ে যায়। এভাবে যদি কাজী রেস্তাদায়ের খরচ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ইহা কম সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়, তবে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করে দেয় এবং ইহা কম সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়, তবে তা যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করে। যদি বেশি দিনের মুদ্দত হয়, তবে ইহা করজ হয় না।

এই সমস্ত হুকুম তখন হবে, যখন দেনা তার যিম্মায় যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে আসবে। আর যদি দেনার যিম্মায় এর পরে আসে তবে যাকাত রহিত হবে না। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তির অন্যের

www.nagorikpathagar.org

উপর হাজার দিরহাম কর্জ আছে এবং তৃতীয় ব্যক্তি ঐ করজ গ্রহিতার জামিন হল, আসল কথা গ্রহিতার হাজার হাজার টাকা জামিনদারের নিকট আছে। উভয়ের মাল এক বৎসর অতিবাহিত হল, ঐ দুজনের কারও উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কারও হাজার দিরহাম ডাকাতী করে আনে। পরে আর এক ব্যক্তি ডাকাত হতে ডাকাতী করে তা ধ্বংস করে ফেলে, ঐ উভয় ব্যক্তির নিকট হাজার দিরহাম করে আছে এবং এক বৎসর অতিবাহিত হলে প্রথম ডাকাতের উপর তার হাজার দিরহামের যাকাত ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় ডাকাতের উপর ওয়াজিব হবে না। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

কোন ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম আছে এবং তার হাজার দিরহাম করজও আছে। তার বাড়ী আছে, খাদেম আছে, তা তিজারতের জন্য নয়। সমস্ত মিলিয়ে দশ হাজার দিরহাম হয়, তবে তার যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা ঐ হাজার দিরহাম করজে চলে যায়, ঘর-বাড়ী এবং খাদেম প্রভৃতি তার আবশ্যকীয় ব্যবহার্য বস্তু, এতে যাকাত হবে না।

যে ব্যক্তি বাড়ি এবং খাদেমের মালিক হয়, তার ছদকাহ লওয়া হারাম নয়। কেননা এসব জিনিসে তার প্রয়োজনের চাহিদা মিটে না; বরং বাড়িয়ে দেয়। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন যে, দশ হাজার দিরহামের মালিক হলেও তার উপর ছদকাহ গহণ করা জায়েয হতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইহা কিভাবে হয়? তিনি জবাবে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির বাড়ী আছে, খাদেম আছে, হাতিয়ার আছে, এবং নিত্য নৈতিত্তিক প্রয়োজনের তাগিদে তার ঐগুলি বিক্রয় করায় বাধাও রয়েছে। এর উপরে ভিত্তি করেই আমাদের মাশায়েখগণ বলেন যে, যদি কোন ফকীহ আলেমের নিকট এত অধিক কিতাব থাকে, যার মূল্য একটি বিরাট অঙ্কের অর্থ হবে। কিন্তু ঐ কিতাবগুলি তার নিকট সব সময়ের জন্য প্রয়োজনীয়, তবে তার ছদকাহ গ্রহণ করা জায়েয হবে। হ্যাঁ, তবে এরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যার নিকট মাত্র দুইশত দিরহাম আছে, তার জন্য ছদকাহ গ্রহণ করা জায়েয নেই। ইহা শরহে মবসুতের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। যখন কর্জ মাফ হয়ে যায়, তখন হতে বৎসর শুরু হয়। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে প্রথম বৎসর শেষ হওয়ার পর যাকাত ওয়াজিব হবে।

যে সকল কাজের তাদাগা মানুষের কাছে নয়, আল্লাহর নিকট ফরজ, যেমন মানত, কাফফারা, ছদকায় ফিতর এবং হজ্জ ওয়াজিব হওয়া। এই সমস্ত কর্জ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বাধা আসে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। পতিত কোন বস্তু যদি উঠিয়ে আনায় জামানত দেওয়া দরকার হয়, তবে এতে যাকাত ওয়াজিব হওয়া নিষেধ হয় না। কোন ব্যক্তির নিকট যদি কোনমাল থাকে, যার হকদার অন্য লোক। কিন্তু সে লোক প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সেই মাল দিতে হয় না, এর জন্য যাকাত ওয়াজিব হওয়া নিষেধ হতে পারে না। ইহা তাতারখানিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তির নিকট অনেক নেছাবের মাল থাকে, যেমন তার নিকট দিরহাম, দীনার, ব্যবসার মাল এবং চরান জানোয়ার আছে এবং তার করজও আছে। তবে প্রথমে দিরহাম, দীনার দ্বারা কর্জের হিসাব ধরতে হবে। যদি ইহা হতে করজ বেশি হয়, তবে ববসার মাল দিয়ে ধরেতে হবে। ইহা হতেও যদি করজ বেশি হয়, তবে চরান জানোয়ারের মূল্য ধরতে হবে। জনোয়ার যদি বিভন্ন প্রকার হয়, তবে যাহর যাকাত কম হয় সেই প্রকারের মূল্য ধরবে। যদি সব রকমেই যাকাত সমান হয়, তবে যেটা ইচ্ছা ধরতে পারে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা তখন, যখন শাসনকর্তার পক্ষ হতে যাকাত উসুলকারী আসে। যদি তা না হয়, তবে মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ধরবে। সে যেদিকে ইচ্ছা করে, করজ ধরে রাখতে পারে। কেননা সব মালিক নিজেই সমান।

www.nagorikpathagar.org

উসুলকারীর পক্ষে মাল সমান নয়। সে যদি জানোয়ার দিয়ে যাকাত নেয়, তবে করজ দিরহামের দিকে থাকবে। ইহা শরহে মবসুতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কারও নিকট দুইশত দিরহাম থাকে এবং খিদমতের গোলাম থাকে এবং সে ঐ গোলামের মূল্যের পরিমাণ মোহরে বিবাহ করেছে এবং নিজে কিছু গম করজ নিয়েছে। এসব জিনিস তার নিকট এক বৎসর পর্যন্ত ছিল, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, এসব জিনিস তার আবশ্যক পুরা করতে প্রয়োজন হয়।

একটি শর্ত হইল, নেছাবের মাল বৃদ্ধি পাওয়ার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন, যেমন ব্যবসা দ্বারা অথবা বাচ্চা বংশ হয়ে যেমন জীব-জন্তু। যদি কেউ দাসী ব্যবসার জন্য খরিদ করে, পরে খিদমতের নিয়ত করে, তবে তার যাকাত হবে না। ইহা জাহেদীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। মাল বৃদ্ধি পাওয়ার শর্ত হলি এই যে, মাল তার নিজের হাতে থাকতে হবে অথবা তার প্রতিনিধির হাতে থাকতে হবে। মাল বাড়াবার শক্তি না থাকলে, যেমন নিজের কজার মধ্যে নেই, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন হারান মাল, মালিকানা আছে, কিন্তু পাওয়ার সম্ভাননা নেই বললেও চলে, করজ গ্রহিতা যে মাল অস্বীকার করে, তাও হারান মালের মতো। ডাকাতীর মালও অনুরূপ, যদি কোন সাক্ষ্য না থাকে। সাক্ষ্য থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

মালে জেমারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না। জেমারের মাল বলা হয় ঐ মালকে, যা হারান গিয়েছে অথবা ভেঙ্গে গিয়েছে অথবা পকেটমারের হাতে চলে গিয়েছে অথবা নদীগর্ভে বা বনে-জঙ্গলে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে,এর স্থানও মনে নেই। যদি কারও মাল রক্ষিত জায়গায় পুঁতে রেখে থাকে - যদিও অন্যের জায়গায় হোক, সে জায়গার কথা ভুলে গেলে ইহা জেমারের মালরূপে গণ্য হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি নিজের যমিনে অথবা বাগানে পুঁতে থাকে, তবে কেউ বলেছেন যে, যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা নিজের সব যমিন খুদতে পারে। আবার কেউ বলেছেন যে, যাকাত হবে না। কেননা সমস্ত যমিন খনন করা সাধ্যাতীত কাজ। যদি সীমাবদ্ধ বা বেষ্টিত স্থানে থাকে, তবে ইহা খুব বড় হলেও মালে নেছাব হবে না।

যদি কারও উপর কর্জ থাকে এবং সে অস্বীকার করে, যদি তার সাক্ষী থাকে এবং সাক্ষী ন্যায়বান না হয়, তবে কারও কারও মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইহা কাফীর মধ্যে বর্নিত আছে। যে কর্জের মালের কথা করজ গ্রহিতা অস্বীকার করে এবং কোন সাক্ষীও নাই কিন্তু কয়েক বৎসর পর করজ গ্রহিতা লোকের কাছে করজের কথা কথা স্বীকার করে, তবে এর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি কাজী করজের কথা জানত, তবে যাকাত ওয়াজিব হত। যে করজের স্বীকৃতি আছে, তার যাকাত সর্বদা ওয়াজিব হয়ে থাকে। চাই তা ধনীর উপর হোক অথবা গরীবের উপর হোক। যাকে কাজী গরীব বলে রায় দিয়েছিল, কয়ক বৎসর পর ঐ করজ আদায় হয়ে গেল, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)- এর মতে ঐ ব্যক্তির উপর গত কয়েক বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হবে। ইহা জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে।

যদি করজ গ্রহিতা করজের কথা গোপনে স্বীকার করে এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করে না, তবে সে মাল নেছাব হবে না। যদি করজ গ্রহিতা করজের কথা স্বীকার করতে থাকে কিন্তু কাজীর সম্মুখে গেলে অস্বীকার করে, তারপর বাদীর পক্ষ হতে সাক্ষ্য নেওয়া হয়, অতঃপর কিছুদিন সাক্ষীর সততা তদন্ত করতে কেটে যায়, তারপর সাক্ষীর সততা প্রমাণিত হয়, তবে যেদিন হতে ঘটনা কাজীর সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, সেদিন হতে সাক্ষীর সততা প্রমাণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের যাকাত দিতে হবে না। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি কোন করজ গ্রহিতা ভেগে যায়, তবে মালিক নিজে অথবা কোন উকীল দ্বারা তাকে তালাস করাতে পারে, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর তালাস করাবার সামর্থ্য না থাকলে ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত

www.nagorikpathagar.org

আছে। যে সকর করজ করজ গ্রহিতারা স্বীকার করে, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তা তিন প্রকার। প্রথম হল দুর্বল, তা এমন করজ, যা নিজের শ্রম ছাড়া এবং কোন বিনিময় ছাড়া মালিক হয়ে যাওয়া, যেমন মীরাছ পাওয়া অথবা নিজের কাজের দরুন কোন বিনিময় ছাড়া মালিক হওয়া। যেমন অছিয়ত অথবা নিজের কাজের দরুন কিছুর বিনিময়ে এমন জিনিসের মালিক হওয়া যা মাল নয়। যেমন মোহর খোলার বদলে অথবা ঐ মাল যা ইচ্ছা করে হত্যার মীমাংসা সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে। অথবা মুকাতিব হতে পেয়েছে। এর মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, কিন্তু কবজা করলে এবং নেছাব পরিমাণ হলেও ও এক বৎসর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় হইল, মধ্যম রকমের কর্জ, ইহা এরূপ যে, এমন মালের পরিবর্তে ওয়াজিব হয়েছে, যা ব্যবসার জন্য ছিল না। যেমন খিদমতের গোলাম এবং খরচের কাপড়। যখন দুইশত দিরহাম পেয়ে যাবে, তখন গত বসরসমূহের যাকাত দিবে।

তৃতীয় হল, শক্তিশালী করজ, তা হল যে মাল ব্যবসার পরিবর্তে ওয়াজিব হয়, যখন এর চল্লিশ দিরহাম হাতে আসবে, তখন অতীত দিনের যাকাত দিবে। ইহা জাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

একটি শর্ত হল, মাল এক বৎসর পর্যন্ত অতিক্রম করা প্রয়োজন। যাকাতের মধ্যে চন্দ্র বৎসর গণনা করতে হবে। ইহা কানিয়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি নেছাব বৎসরের প্রথম এবং শেষে থাকে, মাঝখানে না থাকে, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি ব্যবসার মাল অথবা রৌপ্য বা স্বর্ণ এবং ঐ জাতীয় কিংবা অন্য জাতীয় মাল দ্বারা বদল করে, তবে বৎসর সময়ের হুকুম রহিত হবে না। যদি বিচরণকারী জানোয়ার ঐ জাতীয় অথবা অন্য জাতীয় দ্বারা বদলে ফেলে, তবে বৎসরের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচরণকারী জন্তুর যাকাত

প্রথম পাঠ

সুচনা সম্পর্কিত মাসায়েল

চরানো জন্তু জর হোক, মাদী হোক বা উভয় শ্রেণী মিলিতাবস্থায় হোক, সবগুলোর উপরই যাকাত ওয়াজিব হয়। চরানো বা বিচরণকারী জন্তু দ্বারা ঐ সকল জন্তুকে বুা যায়, যা দুধ লাভের জন্য, বাচ্চা লাভের জন্য অথবা মোট- তাজা করে মুল্যবান বানাবার উদ্দেশ্যে বনে-জঙ্গলে চরানো হয়। যদি এদেরকে চরানো, বোঝা বহনের জন্য বা সওয়ার হওয়ার জন্য বা বংশ বৃদ্ধির জন্য না হয়, তবে এদের উপর যাকাত হবে না। যদি ব্যবসার জন্য চরানো হয়, হবে এদের মধ্যে ব্যবসার মালের যাকাত হবে। চরানো জন্তুর হিসেবে যাকাত হবে না। এটি বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি বৎসরের মধ্যে কয়েকদিন চরায় এবং কয়েকদিন নিজের কাছে চিকিৎসা করায় তবে যদি অর্দ্ধেকের বেশি দিন চরানো হয়, তা হলে চরানো জন্তুর হুকুম হবে, নতুবা নয়। যদি বৎসরের অর্ধ সময় চরায়, তবু চরানো জন্তুর মধ্যে বিবেচিত হবে না। এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এটি তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি ঐ পশু ব্যবসার জন্য হয় এবং যদি ছয় মাস অথবা এর চেয়ে বেশি দিন চরায়, তথপি চরানো পশু হবে না। যদি ব্যবসার নিয়ত পরিবর্তন করে চরানোর নিয়ত করে থাকে, তবে তা চরানো জানোয়ার হবে। যেমন ব্যবসার গোলামকে যদি নিয়ত করে যে, কয়েক বৎসর খিদমতে রাখবে এবং তার দ্বারা খিদমত করাতে থাকে, তবে ঐ খিদমত গ্রহণের সময়ও সে

www.nagorikpathagar.org

ব্যবার গোলাম রূপেই বিবেচিত হবে। কিন্তু যখন নিয়ত করে তাকে ব্যবসার মাল হতে বের করে নিয় খিদমতের জন্য নির্দিষ্ট করবে, তখন সে ব্যবসার মাল রূপে বিবেচিত হবে না। এটি খোলাছাহর বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ উটের যাকাত

পাঁচটি উটের কম সংখ্যক উটে যাকাত হয় না। হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। পঁচিশটির কম উটের প্রত্যেক পাঁজটিতে একটি করে কবরী যাকাত দিতে হবে এবং বকরীর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হতে হবে। পঁচিশটি উট পূর্ণ হয়ে গেলে বয়স দ্বিতীয় বৎসর চলছে, এমন উটনী যাকাত দিতে হবে। পঁয়ত্রিশটি হওয়া পর্যন্ত এই হুকুম বলবৎ থাকবে। ছয়ত্রিশটি হয়ে গেলে বয়স তৃতীয় বৎসর চলছে, এমন একটি উটনী দিতে হবে। পঁয়তাল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত এই হুকুম বহাল থাকবে। ছিচল্লিশটি হয়ে গেলে চতুর্থ বৎসর চলছে, এই বয়সের একটি উটনী দিতে হবে। পঁয়তাল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত এই হুকুম অব্যাহত থাকবে। ছিচল্লিশটি হয়ে গেলে চতুর্থ বৎসর চলছে, এই বয়সের একটি উটনি দিতে হবে। ষাট সংখ্যা পর্যন্ত এই হুকুম বলবৎ থাকবে।

যখন উটের সংখ্যা একষট্টি হবে, তখন পঞ্চম বৎসর চলছে, এই রকম বয়সের একটি উটনী দিতে হবে। পঁচাত্তর সংখ্যা পর্যন্ত এই হুকুম অব্যাহত থাকবে। সংখ্যা ছিয়াত্তরে পৌছলে তৃতীয় বৎসর চলছে, এই রকম বয়সের দুইটি উটনী দিতে যাকাত হিসেবে দিতে হবে। নব্বই সংখ্যা পর্যন্ত এই হুকুম চলবে। সংখ্যা একানব্বাই পূর্ণ হলে চতুর্থ বৎসর চলছে, এই রকম বয়সের দুটি উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে। একশত বিশ সংখ্যা পর্যন্ত এই হুকুম চলবে। এটি হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর একশত বিশের উপরে সংখ্যা পৌছলে প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি করেয়া বকরী দিতে হবে। একশত পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এই হুকুম অব্যাহত থাকবে। একশত পঁয়তাল্লিশের মধ্যে এমন দুটি উটনী দিতে হবে, যাদের বয়স চতুর্থ বৎসর চলছে এবং এমন আর উটনী দিতে হবে, যার বয়স তৃতীয় বৎসর চলছে। যখন উটের সংখ্যা পূর্ণ দেড়শতে পেছিবে, তখন এমন তিনটি উটনী দিতে হবে, যাদের বয়স চতুর্থ বৎসর চলছে।

অতঃপর দেড় শতের উপর সংখ্যা যত বেশি হবে, তার মধ্যে প্রত্যেক পাঁচটিতে একটি করে বকরী দিতে হবে। যখন একশত পঁচাত্তর সংখ্যা পূর্ণ হবে, তখন চতুর্থ বৎসর চলছে এই রকম বয়সের তিনটি উটনী এবং দ্বিতীয় বৎসর চলছে এই রকম বয়সের আর একটি উটনী দিতে হবে যখন সংখ্যা একশত ছিয়াশিতে পৌছবে, তখন বয়স চতুর্থ বৎসর চলছে, এমন তিনটি উটনী এবং তৃতীয় বৎসর চলছে, এমন আর একটি উটনী দিতে হবে। যখন সংখ্যা একশত ছিয়ানব্বইতে পৌছবে, তখন চতুর্থ বৎসর চলছে. এমন বযসের চারটি উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে। দুইশত সংখ্যা পযন্ত এই হুকুম অব্যাহত থাকবে। ইহা আইনীর বিবরণ।

দুইশতের মধ্যে ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা করলে প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি করে চতুর্থ বৎসরের উটনী দিতে হবে অথবা তৃতীয় বৎসর চলছে, এমন বয়সের উটনীও দিতে পারে। তবে প্রত্যেক চল্লিশে একটি করে তৃতীয় বৎসরের উটনী দিতে যাকাত হিসেবে হবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। আর যাকাতের হিসাব সর্বদা এভাবে আরম্ভ হবে, যেমন দেড়শতের পর আরম্ভ হয়। ইহা হেদায়ায় উল্লিখিত আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে চরানো উটের যাকাত হওয়ার কমপক্ষে বয়স দুই বৎসরের হওয়া আবশ্যক। এটি তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগ ঃ গরুর যাকাত

গরুর ত্রিশটির কমের মধ্যে যাকাত নাই। ত্রিশটি চরানোর গাভী বা বলদ থাকলে দ্বিতীয় বৎসর বয়স চলছে, এমন একটি গাভী বা বলদ যাকাত হিসেবে দিবে। এটি হেদায়ায় উল্লেখ আছে। চল্লিশ সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই হুকুম

www.nagorikpathagar.org

অব্যাহত থাকবে। ইহা তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। যখন চল্লিশটি পূর্ণ হবে, তখন তিন বৎসর বয়স চলছে, এরূপ একটি গাভী বা বলদ দিবে। আর সংখ্যা চল্লিশ অতিক্রম করলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ঐ হিসেব অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হতে থাকবে। ষাট পর্যন্ত এই হুকুম থাকবে। যদি সংখ্যা একষট্টি হয়ে যায়, তবে তার উপর একটি তৃতীয় বৎসরের গাভী বা বলদের চল্লিশ ভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে। যদি দুটির বেশি হয়, তবে বিশ ভাগের একভাগ হবে। মুল বর্ণনা হল এই যে. যখন ষাটটি হবে, তখন দ্বিতীয় বৎসরের দুটি গাভী বা বলদ ওয়াজিব হবে। এটি হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষাটের পর চল্লিশ এবং ত্রিশ ত্রিশ হিসেব করতে হবে। প্রত্যেক চল্লিশে তৃতীয় বৎসরের একটি গরু যাকাত দিতে হবে এবং প্রত্যেক ত্রিশে দুই বৎসরের একটি গরু ওয়াজিব হবে। তবে সত্তরটির মধ্যে তিন বৎসরের একটি এবং দুই বৎসরের একটি গাভী বা বলদ ওয়াজিব হবে। আশিটির মধ্যে হলে তৃতীয় বসরের দুইটি গাভী বা বলদ দিতে হবে। নব্বইটির মধ্যে হলে দ্বিতীয় বৎসরের তিনটি গরু দিতে হবে। একশত হলে তৃতীয় বৎসরের একটি গাভী বা বলদ এবং দ্বিতীয় বৎসরের দুইটি গাভী বা বলদ দিতে হবে। এটি তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে হিসেব করে যদি একশত বিশটি হয়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছে করলে তিন বৎসরের তিনটি গরু দিতে পারে অথবা দুই বৎসরে চারটি গাভী বা বলদ দিতে পারে। এটি তাবিয়ীনের বিবরণ।

চতুর্থ ভাগ

ভেড়া ও বকরীর যাকাত

ভেড়া ও বকরী চল্লিশটির কম হলে, তার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় না। যখন চল্লিশটি পূর্ণ হয় এবং এক বৎসর পর্যন্ত চরানো হয়, তখন একটি বকরী যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। একশত বিশটি পর্যন্ত এই হুকুম অব্যাহত থাকবে। এর উপর একটি বেশি হলে দুইটি দিতে হবে। দুশত পর্যন্ত এই হুকুম বলবৎ থাকবে। এর পর একটি বেশি হলেই তিনটি বকরী দিতে হবে। চারশত পূর্ণ হলে চারটি বকরী যাকাত হিসেবে দিতে হবে। এর পর প্রত্যেক হাজারে এক এক বকরী দিতে হবে। চারশত পূর্ণ হলে চারটি বকরী দিতে হবে। এর পর প্রত্যেক হাজারে এক এক বকরী ওয়াজিব হবে। এটিই সকলের অভিমত।

বকরীর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য অন্ততঃ এক বৎসর বয়স হওয়া চাই। এটি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর অভিমত। এটি তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে বকরী হরিণের সাথে মিলনে জন্ম হয়, তার মধ্যে মায়ের হিসাব ধরতে হবে। নেছাব পূর্ণ হওয়ার জন্য বকরীর হিসেব ধরতে হবে। নতুবা যাকাত ওয়াজিব হবে। এরূপ যদি জঙ্গলি এবং গৃহপালিত ও বকরী মিলে হয়, তবে তার হুকুমও উত্তরূপ হবে। এটি মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

পঞ্চম ভাগ

যেগুলির যাকাত ওয়াজিব হয় না সেসব জন্তুর মাসায়েল

ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এটি ছাহেবাইনের অভিমত। এর উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়। তবে ব্যবসার জন্য হলে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। অতএব যে ঘোড়া ব্যবসার জন্য থাকে, তার হুকুম ব্যবসার মালের মতো। এর যাকাত ওয়াজিব হবে - চাই এটি চরানো হোক অথবা নিজের যত্নে প্রতিপালিত হোক। এটি মুজমিরাতে উল্লিখিত আছে। গাধা, খচ্চর, চিতা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবসার উদ্দেশ্যে পালিত হলে ঐগুলির যাকাতও আদায় করা ওয়াজিব হইবে। এটি সিরাজিয়ায় বর্ণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

উট, বকরী এবং গাভীর বাচ্চার উপর হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে যাকাত দিতে হবে না। যদি এর মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক হয়, তবে নেসাব হিসেবের মধ্যে সকল এর অধীন হবে। কিন্তু এটি যাকাতের মধ্যে দেওয়া যাবে না।এটি হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা আছে। অতএব যদি উনচল্লিশটি বাচ্চা হয় এবং এর মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক বকরী হয়, তবে মধ্যম রকমের একটি বকরী যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি এক বছর পর এটি বিনষ্ট হয়ে যায় তবে সাহেবাইনের মতে এর যাকাত রহিত হয়ে যাবে। এরূপভাবে যদি উনপঞ্চাশটি উটের বাচ্চা হয় এবং একটি মধ্যম বয়সের উটনী থাকে, তবে ঐ উটনীটিই যাকাত দিতে হবে। যদি অর্ধেক বাচ্চা মরে যায় বা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে অর্ধেক উটনী বাতিল হয়ে যাবে এবং অর্ধেক বাকি থাকবে। এটি কাফীর মধ্যে বর্ণিত রয়িয়াছে। কোন বাচ্চা যাকাতের মধ্যে নেওয়া নাজায়েয।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
স্বর্ণ, রৌপ্য এবং আসবাবপত্রের যাকাত
প্রথম ভাগ
সোনা ও রূপার যাকাত

দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়। বিশ মিছকাল স্বর্ণে অর্ধ মিছকাল যাকাত ওয়াজিব হিসেবে আদায় করতে হয। বিশ মিছকালে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ হয়। চাই তা মুদ্রা থাকুক অথবা বিনা মুদ্রায় থাকুক অথবা অলঙ্কার থাকুক। পুরুষের থাকুক বা স্ত্রীলোকের থাকুক। গলান থাকুক অথবা চাকা থাকুক। এটি খোলাছাহর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। রূপা সোনার যাকাতের মধ্যে দেওয়া জায়েয আছে। কেননা যা যাকাত দেওয়া হয়, তা ওজনে ওয়াজিব পরিমাণ সমান হবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)- এর মতে মূল্য ধরতে হবে না। অতএব যদি পাঁচটি খাঁটি রৌপ্যের বদলে পাঁটি মেকি রৌপ্য দেয় যার মূল্য চারটি ভাল দিরহামের মূল্য হয়, তবে তাদের উভয়ের নিকট জায়েয হবে; কিন্তু মাকরূহ হবে। যদি পাঁচটি মেকির বদলে পাঁচটি ভাল দিরহাম দেয়, যার মূল্য পাঁচটি মেকি দিরহামের সমান হয়, তবে জায়েয হবে না।

যদি কারও নিকট রূপার কেতলি থাকে, ওজন দুইশত দিরহামের সমান হয় এবং এর তৈরী খরচ মিলিয়ে তিনশত দিরহাম হয়; যদি এর যাকাত রূপা দিয়ে দেওয়া হয়, তবে এর চল্লিশ ভাগের একভাগ এমন পাঁচ দিরহাম হবে, যার মূল্য সাড়ে সাত দিরহাম হবে। যদি এমন পাঁচ দিরহাম দেওয়া হয়, যার দাম পাঁচ দিরহামই আছে, তবে জায়েয হবে। যদি যাকাতের অন্য জাতীয় বস্তু দিয়ে দেয়, তবে সম্মিলিত মতে মূল্য ধরতে হবে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যাকাত দেওয়ার মধ্যে যদি সোনা এবং রূপা মিলিয়ে নেছার হিসাব করা হয়, তবে সোনা ও রূপার নেছাব পরিপূর্ণ হতে ওজন ধরতে হবে। মুল্যে ধর্তব্য নয়। অতএব যদি কারও নিকট রূপার কেতলি থাকে এবং ওজনে দেড়শত দিরহাম হয় এবং মূল্য দুইশত দিরহাম হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এটি আইনীর মধ্যে আছে। সোনার মধ্যে মিছকালের ওজন ধরতে হবে এবং দিরহামের মধ্যে সপ্তম ওজন ধরতে হবে। সপ্তম বলা হয় দম দিরহাম সাত মিছকালের সমানসমান হওয়াকে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। সপ্তম বলা হয় দম দিরহাম সাত মিছকালের সমান সমান হওয়াকে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। মিছকাল দীনারের সমান হয়, যা বিশ কিরাতের হয় এবং দিরহামে চৌদ্দ কিরাত হয়। এক কিরাত পাঁচ জওয়ের সমান হয়। এটি তাবিয়ীনের বিবরণ।

দিরহাম মিশানো হলে এবং রূপা বেশি হলে খাঁটি দিরহামের হুকুম হবে। আর যদি মিশানো (বস্তু) বেশি হয়, তবে রূপার হুকুম হবে না। যেমন - অচল দিরহাম হয়ে থাকে। যদি প্রচলিত থাকে এবং ব্যবসায় নিয়ত থাকে, তবে

এটিই ধরা যাবে, যদি এর মূল্য কম মূল্যের দিহ্রামের হিসেবে নেছাব হয়, যার মধ্যে যাকাত হয়, তবে এটি ধরা যাবে, যদি এর মূল্য কম মূল্যের দিরহামের হিসেবে নেছাব হয়, যার মধ্যে যাকাত হয়, তবে এর মধ্যে কম মূল্যের দিহরাম যাকাত ওয়াজিব হবে, যার মধ্যে মিশানো আছে। রৌপ্য বেশি আছে, এর মূল্য যদি নেছাবে না হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি অনেক হয় এবং মিশানো বস্তু পৃথক করা যায়, ইহা যদি নেছাব পরিমাণ মূল্যের হয়, তবে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আলাদা করা না গেলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। মিশানো স্বর্ণেরও হুকুম এই। যদি মিশানো স্বর্ণ বা রৌপ্য সমান সমান হয়, তবে এতে মতভেদ আছে। খোলাছায় বর্ণিত আছে যে, সন্দেহ দূর করার জন্য যাকাত দিতে হবে।এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

স্বর্ণ এবং রৌর্প মিশানো হলে এবং স্বর্ণ বেশি হলে স্বর্ণের হিসেবে যাকাত দিতে হবে। আর রৌপ্য বেশি হলে রৌপ্যের হিসেবে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ বিশ মিছ্কালের বেশি হলে এবং রৌপ্য দুইশত দিরহামের বেশি হলে, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতানুযায়ী স্বর্ণ চার মিছকাল না হলে এবং দিরহাম চল্লিশ দিরহাম না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। প্রত্যেক চার মিছকাল স্বর্ণে দুই কিরাত ওয়াজিব হবে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। মালের মূল্য রূপা বা সোনা দ্বার এবং সোনার মূল্য রূপার সহিত মূল্যের হিসেব মিলাবে। এটি কানযে বর্ণিত আছে। অতএব কে যদি একশত দিরহাম এবং এরূপ পাঁচ দিনারের মালিক হয়, যার মূল্য একশত দিরহাম হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ছাহেবাইন এখানে মতভেদ করেছেন। যদি একশত দিরহাম এবং দশ দীনার, দিড়শত দিরহাম এবং পাঁচ দীনার অথবা পঞ্চাশ দিরহাম এবং পনের দীনারের মালিক হয়, সকলের মতানুযায়ী মিলাবে। এটি কাফির বিবরণ।

যরি রূপা এবং সোনা উভয়েরই নেছাব হয়ে থাকে এবং স্বর্ণ নেছাবের বেশি চার মিছকালের কিছু কম হয় এবং রূপা নেছাবের চাইতে বেশি চল্লিশ দিরহামের কিছু কম হয়, তবে ঐ উভয় প্রকার বেশি মিলিয়ে দিবে। রূপা নেছাবের চাইতে বেশি চল্লিশ দিরহামের কিছু কম হয় , তবে ঐ উভয় প্রকার বেশি মিলিয়ে দিবে। তা হলে চল্লিশ রূপা বা চার মিছকাল স্বর্ণ পুরা হয়ে যাবে। এটি মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি সোনা ও রূপা এজন্য মিলিয়ে দেয় যে, সমস্তের যাকাত এক জাতীয় হতে দিবে, তবে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওয়াজিব হল এই যে, গরীবদের উপকার হয় এভাবে মিলাবে। তা না হলে প্রত্যেক জাত হতে চল্লিশ ভাগের একভাগ দিয়ে দিবে। এটি মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগ
ব্যবসায়ী মালের যাকাত

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাল যে প্রকারেরই হোক, যদি তার মুল্য সোনা বা রূপার নেছাবের সমান হয়, তবে তার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে। সোন ও রূপার মুদ্রা দ্বারা হিসেব করবে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

যদি বৎসরের প্রথম মালের মুল্য এমন দুইশত দিরহামের সমান হয়, যার মধ্যে রূপা বেশি আছে। যাকাতের নেছাবের মুল বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর হিসেব করবে। এটি মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। ববসার মালের মধ্যে ইখতিয়ার আছে যে, ইচ্ছে করলে এর মূল্য দিরহাম অথবা দীনার যে কোন একটি দিয়ে হিসেব করতে পারে। যদি এর কোন একটি নেছাব পূর্ণ না হয়, তবে অবশ্য যেটা দিয়ে পূর্ণ হয়, সেটা দিয়ে হিসেব করবে। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কারও নিকট দুইশত দিরহাম মুল্যের দুইশত বটুয়া গম থাকে, বৎসর শেষ হলে এর মূল্য বেশি হয়ে গেল বা কমে গেল, তবে সে গম দিয়ে যাকাত দিতে চাইলে পাঁচ বটুয়া দিয়ে দিবে, আর মুল্য দিয়ে দিতে চাইলে সেই মূল্য হিসেব করবে যা যাকাত ওয়াজিব হবার সময় ছিল। ছাহেবাইনের নিকট যাকাত আদায় করবার সময়ের মুল্য হিসেব করবে। এই হুকুম ঐ সমস্ত বস্তুর উপর হবে, যা মাপা যায় বা ওজন করা যায় অথবা গুণে হিসেব করা যায়। যদি মুল্য বেশি হওয়ার কারণ ঐ বস্তুর জাতের মধ্যে হয়ে থাকে, যেমন আর্দ্রতা, বা শুকিয়ে যাওয়া। তবে সকলের নিকটই ঐ সময়ের মুল্য ধরতে হবে, যখন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। বৎসরের পর যা বেশি হয়, তা মিলানোর হুকুম নেই। যদি জাতের মধ্যে লোকসান হয়ে থাকে. যেমন শুকনা ছিল, এখন ভিজে গিয়েছে, তবে যাকাত আদায় করার সময়ে যে মুল্য থাকবে, তার হিসেব ধরতে হবে। এটি কাফীর বিবরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ওশর আদায়কারী ও বাণিজ্য শুল্ক আদায়কারীর বর্ণনা

যাকে ইমাম ছদকাহ আদায় করার জন্য পথে নিযুক্ত করে দেয়, তাকে আশের বলে। সে ঐ কাজ করে ও এর বদলে ব্যবসায়ীদেরকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব হতে হেফাজত করে। আশের যেমন প্রকাশ্য মালের ছদকাহ আদায় করবে, তেমনি গুপ্ত মালেও ছদকাহও আদায় করবে। এটি কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আশের ব্যক্তির জন্য আযাদ মুসলমান হওয়া ও ঘুষখোর না হওয়া আবশ্যক। এটি বাহরুর রায়েরেক বিবরণ। আশেরের নিকট কোন মুসলমান ব্যবসার মাল নিয়ে হাজির হলে নেছাব পূর্ণ এবং বৎসর অতিক্রান্ত হলে তার নিকট হতে যাকাতের শর্তে চল্লিশ ভাগের একভাগ মাল রেখে দিবে এবং তা যাকাতের খাতে খরচ করবে।

আর ঐভাবে কোন যিম্মি গেলে তার নিকট হতে বিশ ভাগের একভাগ আদায় করবে। এটি জিযিয়া এবং খেরাজ বাবত রাখবে। অবশ্য এতে ঐ যিম্মির নিজের ব্যক্তিগত জিযিয়া রহিত হবে। যিম্মির নিকট হতে বৎসরে একবারের বেশী জিযিয়া নিতে পারিবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

মুসলমান হোক, যিম্মি হোক বা হরবী হোক, দুইশত দিরহামরে কম থাকলে কারও নিকট হতে কিছু আদায় করবে না। এছাড়া তার ঘরে আরও মাল আছে বলে জানা থাকুক, কিংবা নাই থাকুক। এটি মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ আশেরের নিকট দিয়ে মাল নিয়ে যাবার সময় বলে যে, এই মালের বৎসর পুরা হয়নি বা তার নিকট বৎসর পুরা হয়েছে, এই জাতীয় মাল আর নেই, অথবা এরূপ বলে যে, আমার উপর লোকের করজ আছে, অথবা বলে যে, আমি সফরে বের হবার সময়ে গরীবকে ছকদাহ দিয়িছি বলে যে, অন্য আশেরকে দিয়োছ এবং এ ব্যাপারে কসম করে, তবে যদি ঐ বৎসর সত্যই অন্য কোন আশের থেকে থাকে, তাহলে তাকে সত্যবাদী বলেই বিবেচনা করতে হবে। জামে ছগীরে বর্ণিত আছে যে, অন্য আদায়কারীর সনদ দেখাতে হবে এমন কোন শর্ত নেই এবং এটিই বিশুদ্ধ।

হ্যাঁ, যদি ঐ বৎসর অন্য কোন আশের না থাকে, তবে লোকটির কথা বিশ্বাস করা যাবে না। সে যদি আশের নামের বিপরীত সনদ দেখায় ও কসম করে, তবে বিশ্বাস করতে হবে, কেননা সনদ শর্ত নয়। এটি বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। মিথ্যা কসম বলে প্রমাণিত হলে তার নিকট হতে আদায় করে নিবে। এটি তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যে কথার উপরে মুসলমানকে বিশ্বাস করা হয়। তদ্রূপ কথায় যিম্মিকেও বিশ্বাস করতে হবে। এটি কানযে বর্ণিত আছে। কিন্তু কখনও কখনও বিপরীতও হয়। যেমন যিম্মির তা গরীবদেরকে দেওয়া নাজায়েয। যদি চরানো জন্তু সম্পর্কে বলা হয় যে, শহরে গরীবদেরকে দিয়ে দিয়েছি, তবে তাকে বিশ্বাস করা যাবে না, তার নিকট হতে আবার আদায় করা

www.nagorikpathagar.org

হবে, যদিও প্রথম বার আদায় করার কথা কাজীর জানা থাকে। সে দ্বিতীয়বার যা দিবে, তাই যাকাত হবে। প্রথম বারের আদায়কৃত ছদকাহ নফলে গণ্য হবে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি ইমাম প্রথমভারের দেওয়া জায়েয রাখে, তবে দোষ হবে না। কেননা ইমাম যদি প্রথম হতে অনুমতি দিয়ে থাকে যে, যাকাত গরীবদিগকে দিয়ে দিতে পারে, তবে জায়েয হবে। তদ্রূপ যাকাত দেওয়ার পর যদি অনুমতি দেয়, তবে জায়েয হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি চরানো জন্তু অথবা নগদ মাল নিয়ে আদায়কারীর নিকট দিয়ে যায় এবং বলে যে, ইহা আমার নয়, তবে তাকে বিশ্বাস করবে। যদি মাল নিয়ে আদায়কারীর নিকট দিয়ে যায় এবং বলে যে, ইহা ব্যবসার মাল নয়, তবে তার কথা বিশ্বাস করবে। ইহা তাহাবীর বিবরণ।

যদি দুইশত দিরহাম শরীকির নিয়ে যায়, তবে ওশর আদায় করবে না। এভাবে যদি মোজারেবাতের মাল নিয়ে যায়, তবে ওশর লবে না, কিন্তু যদি ঐ মালের মধ্যে অংশে নেসাব হয়, তবে ওশর আদায় করবে। কেননা সে এর মালিক। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। এভাবে যদি অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ব্যবসার মাল নিয়ে আদায়ারীর নিকটে যায়, তবে তার ওশর আদায় করবে না। তার নিজের কামাই হলেও না। যদি তার মনিব তার সঙ্গে থাকে, তবে ওশর আদায় করে নিবে। যদি গোলামের উপর এই পরিমাণ কর্জ থাকে, যাতে ঐ মাল সম্পূর্ণ লেগে যায়, তবে নিবে না। ইহা কাফীর বিবরণ। যদি যিম্মি শরাব এবং শুকর ব্যবসার জন্য নিয়ে আদায়ারীর নিকট দিয়ে যায় এবং উভয়ের মূল্য দুইশত দিরহাম বা তদপেক্ষা বেশি হয়, তবে শরাবের মূল্যে ওশর রাখবে। শকুরের ওশর নিবে না। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর অভিমত। যদি মুদারের চামড়া নিয়ে আদায়কারীর নিকট দিয়ে যায়, তবে ফোকাহাদের মতে ওশর আদায় করিবে। (এই সম্বন্ধে) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর কোন মতামত নেই। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত রয়েছে।

হরবীর নিকট হতেও ওশর আদায় করবে। কিন্তু তারা আমাদের ব্যবসায়ীর নিকট হতে যে পরিমাণ নিবে, সেই পরিমাণ আদায় করিবে। যদি তারা আমাদের ব্যবসায়ী হতে না নেয়, তবে আমরাও তার পরিবর্তে নিব না। যদি তারা মুসলমানের সমস্ত মাল নেয়, তবে তাদের সমস্ত মাল নিয়ে বিনে। কিন্তু এই পরিমাণ মাল ছাড়িয়া দিবে, যদ্দারা তাহারা নিজেদের দেশে যাইতে পারে।

হরবীদের মুকাতিব হতে এবং বালকদের নিকট হতে কিছু নিবে না। কিন্তু তারা যদি আমাদের বালকদের ও মুকাতিবদের নিকট হতে আদায় করে, তবে আমরাও আদায় করব। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। হরবীদের কোন কথা বিশ্বাস করা যাবে না, কিন্তু দাসীদিগকে উম্মে ওয়ালাদ এবং গোলামদিগকে নিজেদের সন্তান বলে পরিচয় দিলে বিশ্বাস করবে। কেননা নছর এবং উম্মে ওয়ালাদ হওয়ায় তারা মিথ্যা বলে না। এই অবস্থায় ঐ দাসী এবং গোলাম মাল হবে না। যদি তাকে মুদাব্বির বলে, তবে বিশ্বাস করা যাবে না। কেননা হরবীদের মুদাব্বির করা শুদ্ধ হবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খনিজ পদার্থের যাকাত

খনিজ পদার্থ তিন প্রকার। এক প্রকার হল, যা আগুনের তাপে গলে যায়। দ্বিতীয় প্রকার হল, যা তরল বা প্রবাহিত হয়। তৃতীয় প্রকার হল, যাহা গলে না এবং প্রবাহিত হয় না।

যা গলে যায়, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাসা এবং রাং। এর পাঁচ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। ইহা তাহযীবের মধ্যে বর্ণিত আছে। যে কেউ কোন বস্তু যমিন হতে বের করুক সে আযাদ পুরুষ বা স্ত্রীলোক হোক অথবা গোলাম বা যম্মি হোক, বালক হোক, যা বের করা বাকি থাকবে, তাও সে বের করার দাবীদার হবে।

যদি হরবী ব্যক্তি বা আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইমামের অনুমতি ছাড়া বের করে, তবে সে কিছু পাবে না। যদি ইমামের অনুমতিক্রমে বের করে, তবে যেভাবে শর্ত থাকে সেরূপ পাবে। চাই ওশরী যমিন হতে অথবা খেরাজী যমিন হতে বের করুক। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। যদি কোন পোতা দ্রব্যের তালাসে দুই ব্যক্তি পরিশ্রম করে, কিন্তু একব্যক্তি পায়, তবে যে ব্যক্তি পেল, সে-ই দাবীদার হবে।

যদি কোন খনি খনন করার ইজারা লয়, তবে যা সে পাবে, তা তারই হক। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

দ্বিতীয় প্রকার, প্রবাহিত হয় এমন দ্রব্য, যেমন তেল ও তেল জাতীয় দ্রব্য, লবণ ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার, যা প্রবাহিত হয় না এবং বিগলিত হয় না যেমন চুন, জওহর, ইয়াকুত। এর মধ্যে কোন যাকাত হয় না। ইহা তাহযীবের বিবরণ।

যদি কারও ঘরে বা যমিনে খনি আবিষ্কার হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। ছাহেবাইনের নিকট ওয়াজিব হবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি দারুল ইসলামের মধ্যে কেউ পোতা মাল, এমন স্থানে পায়, যার মালিক কেউ নয়। যেমন বন-জঙ্গল বা প্রান্তর, তবে এর মধ্যে যদি ইসলামী কোন নিদর্শন থাকে, তবে কোন পড়া মাল পাওয়ার মতো এর হুকুম হবে। আর যদি জাহেলিয়াতে কোন চিহ্ন থাকে, তবে এর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হবে। আর বাকি চার ভাগের মালিক প্রাপক হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন চিহ্ন না পাওয়া যায়, তবে উহা জাহেলিয়াতের যমানার বুঝা যাবে। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। প্রাপক চাই বালক হোক, বয়স্ক লোক হোক, আযাদ হোক, গোলাম হোক, মুসলমান হোক বা যিম্মি হোক হুকুম একই হইবে। আর যদি হরবী আমান পাইয়া আসিয়া থাকে, তবেসে কিছুই পাইবে না।

যদি মালিকের যমিনে পায়, তব ফোকাহাদের মতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হবে। বাকি চার ভাগের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে দেশ জয় হওয়ার পর ইমামের তরফ হতে সর্বপ্রথম ঐ স্থান যার অধিকারে এসেছে, উহা তারই হক হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্য বর্ণিত হয়েছে। আর মালিক ঠিক করা না গেলে উহা বাইতুল মালে দিতে হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ফল ও ফসলের যাকাত

ফল ও ফসলের যাকাত দেওয়া ফরজ। ফরজ হওয়ার শর্ত হল এই যে, এমন যমিন হওয়া চাই, যার উৎপন্ন ফসল দ্বারা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হওয়া যায়। খেরাজের হুকুম ইহার বিপরীত। কেননা তার শর্ত হইল এই যে, যমিন এরূপ হওয়া চাই, যদ্বারা প্রকৃতপক্ষে হোক বা উহ্যভাবে হোক ফায়েদাহ হাছিল করা যায়, এরূপ যমিনে খেরাজ ওয়াজিব হবে। যেমন যমিনে চাষ করতে পারত কিন্তু করেনি, সে ক্ষেত্রে খেরাজ দিতে হবে। কিন্তু ওশর ওয়াজিব হবে না। যদি ক্ষেতির উপর দুর্যোগ আসে, তবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এর রোকন হল মালিক করে দেওয়া এবং আদায় করার শর্ত তাই, যা যাকাতের মধ্যে আছে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত দুই প্রকার ; এর এক প্রকার হল, যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত হওয়া যেমন মুসলমান হওয়া। ইহা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। মতভেদ ছাড়া ওশর মুসলমান ছাড়া ওয়াজিব হয় না। ইহা ফরজ হওয়া সম্বন্ধে জানা আবশ্যক। আকেল বালেগ হওয়া ওশরের শর্ত নয়। বালক ও পাগলের যমিনেও ওশর ওয়াজিব। কারণ ইহা যমিনের মূল্য। এইজন্য ইমাম ইহা জোরপূর্বক আদায় করিতে পারে। এমতাবস্থায় যমিনের মালিক ওশরের যিম্মামুক্ত হলেও সে ছওয়াব হতে বঞ্চিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

যার উপর ওশর ওয়াজিব হয়, সে মরে যায় এবং তার ফসল মৌজুদ থাকে, তবে তা হতে ওশর নিয়ে নিবে। যাকাতের হুকুম এরূপ নয়। যমিনের মালিকানাও ওশর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত নয়। কেননা অকফের যমিনেও ওশর ওয়াজিব হয়। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম এবং মুকাতিরেবর যমিনেও ওশর ওয়াজিব হয়.।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় প্রকার শর্ত হল, ওশরের স্থান হওয়া, ওশরী যমিন হওয়া। খেরাজী ওয়াজিব হয়।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় প্রকার শর্ত হল, ওশরের স্থান হওয়া, ওশরী যমিন হওয়া। খেরাজী যমিন হলে হবে না। উৎপাদনশীল যমিন হওয়াও ওশরের শর্ত। এমন উৎপন্ন ফসল চওয়া চাই, যদ্বারা যমিনের মুনাফা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। কাজেই ঘাস, কাষ্ঠ, নারিকেল এবং খেজুরের চাটাইর উপর ওশর ওয়াজিব হয় না। কেননা এ দিয়ে যমিনের উপকার হয় না, ক্ষতি হয়ে থাকে। যদি ঘাস, বরই গাছ, নারিকেল এবং খেজুরের চাটাইতে যমিনের উপকার হয়, তবে ওশর ওয়াজিব হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে যমিনে যে কোন উপকারী ফসল বা বস্তু উৎপন্ন হোক না, তারও ওশর ওয়াজিব হবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। যে ফল এমন গাছের হয়, যার মালিক থাকে না, তারও ওশর ওয়াজিব হবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন মুসলমান বাগান করে নেয়, তবে এর হুকুম পানির সহিত হবে। যদি খেরাজী যমিনের পানি দেয়, তবে খেরাজ দিবে, আর যদি ওশরী হয়, তবে ওশর দিবে। যদি যিম্মি নিজের ঘরকে যমিন বানিয়ে নেয়, তবে যেখানেই পনি দেওয়া হোক, খেরাজ ওয়াজিব হবে। তার ঘরে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এভাবে কবরস্তাণেও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ওশরী যমিন ইজারাহ দিলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর নিকট ওশর মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। ছাহেবাইনের নিকট ইজারাদারের উপর ওয়াজিব হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ফসল কাটার আগে নষ্ট হয়ে গেলে মালিককে ওশর দিতে হবে না। কাটার পর নষ্ট হলে মালিকের যিম্মায় থাকবে। ছাহেবাইনের নিকট কাটার আগে নষ্ট হোক অথবা পরে হোক, ওশর বাতিল হয়ে যাবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কোন মুসলমানের নিকট হতে যমিন ধার নিয়ে চাষ করলে ধার গ্রীহতার উপর ওশর ওয়াজিব হবে।

যদি যমিন কাফিরকে ধার দেওয়া হয়, তবে উমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট মালিকের উপর ওশর ওয়াজিব হবে। ছাহেবাইনের নিকট কাফিরদের উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট এক ওশর ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)- এর নিকট দুই ওশর ওযাজিব হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

কোন যমিন শরীকিভাবে চাষ করলে ছাহেনাইনের মত অনুযায়ী উভয় শরীকের অংশানুযায়ী ওশর ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিটক দুই ওশর ওয়াজিব হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

কোন যমিন শরীকিভাবে চাষ করলে ছাহেবাইনের মত অনুযায়ী উভয় শরীকের অংশানুযায়ী ওশর ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর বর্ণনানুয়াযী যমিনের মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু মালিকের অংশ প্রকৃত ফসল হবে এবং চাষরি অংশের অংশ মালিকের যিম্মায় কর্জ হইবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি ওশরী যমিন কেউ জোরপূর্বক চাষ করে থাকে, তবে ফসলের কোন ক্ষতি না হয়ে থাকলে যমিনের মালিকের উপর ওশর ওয়াজিব হবে না। ক্ষতি হয়ে থাকলে মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত হয়েছে। যদি ফসলের হবে না। ক্ষতি হইয়া থাকিলে মালিকের উপর ওয়াজিব হইবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত হইয়াছে। যদি ফসলের যমিন ফসলসহ

www.nagorikpathagar.org

মালিক বিক্রিয় করে অথবা শুধু ফসল বিক্রি করে, তবে বিক্রেতার উপর ওশর ওয়াজিব হইবে। খরিদ্দারের উপর ওয়াজিব হবে না।

যদি যমিন বিক্রি করে এবং ফসল এখন পর্যন্ত সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে, যদি খরিদ্দার তখন পৃথক করে দিয়ে থাকে, তবে বিক্রেতার উপর ওশর ওয়াজিব হবে। যদি বাকি থাকে এবং খরিদ্দার ইহাসহ কব্জা করে থাকে, তবে খরিদ্দারের উপর ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি ওশরী ফসল বিক্রি করে, তবে ছদকাহ আদায়কারী ইচ্ছা করলে ওশর খরিদ্দার হতে নিতে পারে - যদিও বিক্রয় করার মজলিস আলাদা হয়ে গিয়েছে, অথবা ইচ্ছা করলে বিক্রেতার নিকট হতে নিতে পারে।

যদি ওশরের ফসল মূল্যের চাইতে বেশি দামে বিক্রি করে এবং খরিদ্দার এখন পর্যন্ত কব্জা না করে থাকে, তবে আদায়কারী ইচ্ছা করলে ঐ ফসল হতে ওশর নিতে পারে, অথবা মুল্যের ওশরও নিতে পারে। যদি বিক্রেতা বিক্রয়ের মধ্যে মুল্য এত কমিয়ে দেয়, যাতে লোক ধোকা না খায়, তখন আদায়কারী ঐ ফসলের দশমাংশ বের করে নিবে। যদি ঐ ফসর নষ্ট করে থাকে, তবে ঐ বিক্রেতার নিকট হতে ঐ রকম অন্য ফসলের দশামাংশ বের করে নিবে। কিন্তু যদি সে তার মুল্য হতে ওশরের মুল্য পরিমাণ দেয়, তবে ফসল হতে নিবে না। যদি খরিদ্দার নষ্ট করে ফেলে, তবে আদায়কারী ইচ্ছা করলে বিক্রেতার নিকট হতে জামানত নিতে পারে, অথবা খরিদ্দার হতে তার ফসলের অনুরূপ বস্তু হতে জামানত লবে। কেননা তারা উভয়েই নিজ নিজ হক নষ্ট করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ছদকাহ খরচের স্থানসমূহ

ছদকাহ খরচের জায়গা হল এক, গরীব। গরীব সেই ব্যক্তি, যার নিকট কিছু মাল আছে, কিন্তু নেছাব পরিমাণ অপেক্ষা কম আছে, অথবা নেছাব পরিমাণ থাকলেও বৃদ্ধি পাবার মত নয়, তার আবশ্যকের চাইতে বেশি নাই। একেই গরীবের হুকুমে গণ্য করা হয়েছে। ইহা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে। মুর্খ গরীবকে ছদকাহ দেওয়ার চাইতে আলেম (বা জ্ঞানী) গরীবকে ছদকাহ দেওয়া উত্তম।

দ্বিতীয় হল, মিসকীন। মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার নিকট খাওয়া পরার জন্য কোন কিছু নাই বরং ঐ জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়। ভিক্ষা করা তার জন্য সিদ্ধ হয়েছে। গরীবের জন্য ভিক্ষা করা সিদ্ধ নয়। কেননা যার নিকট একদিনের খোরাক এবং পরিমাণের কাপড় আছে, তার জন্য ভিক্ষা করা নাজায়েয । ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় হল, ইমাম কর্তৃক যে ব্যক্তি ছদকাহ আদায়কারী হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে। ঐ ব্যক্তিকে আমেল বলা হয়। আমেল ব্যক্তি ছদকাহ পেতে পারে। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আমেলকে ঐ পরিমাণ ছদকা দিবে, যদ্বারা সে এবং তার সহকারীরা মধ্য খরচে যাতায়াত করা ও যে পর্যন্ত মাল বাকি থাকে, থাকার খরচ যথেষ্ট হয়, সেই পরিমাণ দিবে। তবে ঐ পরিমাণ দেয় যাকাতের মাল সব খরচ হয়ে গেলে অর্ধেকের বেশি দিবে না।। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। কোন ব্যক্তি নিজের মালের যাকাত নিজে এসে ইমামের নিকট দিয়ে গেলে এতে আমেলের কোন হক নেই আমেল যদি হাশেমী বংশীয় লোক হয়, তবে হুজুরে পাক (দঃ)- এর ঘনিষ্ঠতা রক্ষার জন্য অন্যের সাথে মিশে যায় না এর সন্দেহ দুরীকরণার্থে তাকে ছদকাহ দেওয়া জায়েয হবে না। যদি আমের ধনী হয়, তবুও সে ছদকাহ নিতে পারে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আমেল হাশেমী হলে তাকে মজুরী বাবত এই মাল দিয়ে দিলে কোন ক্ষতি হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি আমেলের নিকট মানল নষ্ট হয়ে যায়, অথবা মালের কিছু ক্ষতি হয় তবে আমেলের হক বাতিল হয়ে

www.nagorikpathagar.org

যাবে এবং যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। ছদকাহ আদায়কারী নিজের কাজ সমাধা করার পূর্বে মুজরী নিয়ে নিলে তা জায়েয হবে। তবে না নেয়া ভাল।

চতুর্থ হল, গোলাম আযাদ করে দেয়, যে গোলাম মুকাতিব আছে, তাকে আযাদ করতে সাহায্য করবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। মুকাতিব ধনী হলেও দেয়া জায়েয আছে। চাই তার ধনী হওয়া সম্বন্ধে জানা থাকুক, আর না থাকুক। হাশেমী মুকাতির গোলামকে দেয়া নাজায়েয ।

পঞ্চম হল, করজদার ব্যক্তির করজ এরূপ যে, তার করজের চেয়ে বেশি কোন মাল নেই অথবা অন্যের কাছে তার মাল আছে কিন্তু সে তা আদায় করতে পারে না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। গরীবকে দেয়ার চেয়ে করজদারকে ছদকাহ য়ো উত্তম। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ হল, মুসাফির, এমন মুসাফির যে নিজের মাল হতে দূরে অবস্থান করছে। আবশ্যক পরিমাণ যাকাতের মালে হুকুম তখন, যখন গরীব ব্যক্তি করজদার না হয়, যদি করজদাতা হয়, তবে এ পরিমাণ দিল যে, করজ আদায় করার পরও তার হাতে কিছু থাকে, তবে জায়েয আছে। যদি তার সন্তান-সন্ততি বেশি থাকে, তবে এমন পরিমাণ দেওয়া জায়েয আছে, যা তাদের প্রত্যেকের মাথা পিছু ভাগ করলে দু'শত দিরহাম না হয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। একদিনের খোরাক পরিমাণ একজনকে দেওয়া মুস্তাহাব। যাকাতের মাল যিম্মিদের মধ্যে খরচ করা সম্মিলিত মতে নাযায়েয ।

নফল ছদকাহ যিম্মিদেরকে দেওয়া জায়েয আছে। ছদকায় ফিতর, মানত সম্বন্ধে মতবেধ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর নিকট জায়েয আছে, কিন্তু মুসলমান গরীবদেরকে দেওয়াই উত্তম। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আমানপ্রাপ্ত হরবীকে যাকাত দেয়া নাজায়েয। নফল ছদকাহ দেয়া জায়েয আছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যাকাতের মালদ্বারা মসজিদ তৈরী করা, পুল করা, সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করা, রাস্তা মেরামত করা, খাল খনন করা, জিহাদে ও হজ্জের জন্য দেওয়া এবং ঐ সকল কাজে দেয়া, যার কোন নির্দিষ্ট মালিক হয় না, ইহা জায়েয নেই, মৃতের কাফন দেয়া বা তার কর্জ শোধ করা নাজায়েয । এটি তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। আযাদ করার জন্য যাকাতের মাল দ্বারা গোলাম খরিদ করা নাজায়েয ।

নিজের আপন অর্থাৎ পিতা-মাতা এবং এদের উর্ধ্বের যতদুর হোক অথবা নিজের শাখা অর্থাৎ পুত্র-কন্যা এবং এদের নিম্নে যতদুর হোক এদেরকে দেয়া নাজায়েয। ইহা কাফির মধ্যে বর্ণিত আছে। যে পুত্রের নছব অস্বীকার করা হয়েছে অথবা যে তার নোতফায় ব্যভিচার দ্বারা হয়েছে তাকেও দেয়া জায়েয নয়। নিজের স্ত্রীকেও দেয়া জায়েয নয়, কেননা স্বাভাবিকভাবেই স স্বামীর মুনাফার শরীক আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)- এর মতে স্ত্রী ও স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

নিজের গোলাম, মুকাতিব মুদাব্বির, এবং উম্মে ওয়ালদাকে যাকাত দিবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে, নিজের আংশিক সম্বন্ধীয় গোলামকে যাকাত দিতে পারবে না। যে ব্যক্তি এক প্রকার মালের নেছাবের মালিক আছে, যা সমস্ত বৎসর তার নিকট মৌজুদ আছে, তাকে যাকাতের মাল দেয়া নাজায়েয। ইহা জাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তির নেছাবের কম মাল আছে, যদিও সুস্থ-সবল আছে, তাকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে। ইহা জাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ধনীর গোলাম যদি মুকাতিব না হয়, তবে যাকাত দেয়া নাজায়েয ।

ধনীলোকের না-বালেগ ছেলেমেয়েদেরক যাকাত দেয়া নাজায়েয । ইহা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। যদি বালেগ হয় এবং গরীব হয়, তা হলে দেয়া জায়েয আছে। ধনীর স্ত্রী গরীব হলে তাকে দেয়া জায়েজ আছে। এভাবে সাবালেগা

মেয়ে যদি গরীব থাকে এবং তার পিতা ধনী থাকে, তবে ঐ মেয়েকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে। কেননা খরচার পরিমাণে সে ধনী হয় না। পিতা এবং স্বামী ধনী হলেও কন্যা এবং স্ত্রী ধনী না-যদি তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ না থাকে। এটি কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ধনী ব্যক্তির পিতা গরীব থাকে, তাকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে। এটি শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যার ভিক্ষা করা হালাল নয়, তাকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে- যদি সে পূর্ণ নেছাবের মালিক না হয়। যদি কারও কাছে দুশত দিরহাম মুল্যের কিতাব থাকে, যাতে তার আবশ্যক আছে, তবে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে। এটি কাজীখানের বিবরণ। যদি তার কাছে আবশ্যকীয় অনেক কোরআন ও হাদীসের কিতাব থাকে, তবে তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

যদি কোন ব্যক্তির একটি দোকান থাকে অথবা একখানা ঘর ভাড়া দেওয়া থাকে, যার মুল্য হবে তিন হাজার দিরহাম। কিন্তু এর উৎপন্ন আয় দ্বারা তার এবং তার পরিবারবর্গের খরচ সম্পূর্ণ হয় না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)- এর নিকট যাকাতের মাল তাকে দেয়া জায়েয আছে - যদিও তার যমিন থাকে. যার মুল্য তিন হাজার দিরহাম হয়। কিন্তু এর উৎপন্ন ফল-ফসল দ্বারা তার ভরণ-পোষণ হয় না। এর মধ্যে মতভেদ আছে। মুহাম্মদ ইবনে মুকাতেল বলেছেন যে, তাকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে। কোন ব্যক্তির দু'শত দিরহাম মুল্যের বাগান আছে। ফকীহগণ বলেছেন যে, যদি ঐ লোকের মতো, যার উপর মিয়াদী করজ পাওনা আছে। তার নিজের খরচের জন্য আবশ্যক হয়, তবে ঐ পরিমাণ যাকাত নিতে পারে যা মুদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যথেষ্ঠ হয়।

যাকাতের মাল বনি হাশেমকে দিবে না, অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত জাফর (রাঃ), হযরত আক্বীল এবং হারেছ ইবনে আবদুল মুতালিব (রাঃ) -এর বংশধরগণ। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। ইহা ছাড়া বনি হামেশের মধ্যে আবু লাহাবের বংশধরদেরকে যাকাতের মাল দেয়া জায়েয আছে। কেননা তারা হযরত রাসুলে করীম (সাঃ)-কে সাহায্য করেনি। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। এ হুকুম ফরজ ছদকাহ সম্বন্ধীয়। নফল ছদকাহ বনি হাশেমের বংশধরদেরকে দেয়া জায়েয আছে।

বনি হাশেমের গোলামদেরকেও যাকাত দিবে না। ইহা আইনীর বিবরণ। বনি হাশেমের লোক গরীব হলে তবে প্রোথিত মাল বা খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া জায়েয আছে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি উকীল যাকাতের মাল নিজের পুত্রকে দেয়, পুত্র চাই বড় হোক বা ছোট হোক অথবা নিজের স্ত্রীকে দেয়, যদি তারা সকলেই গরীব বা মুখাপেক্ষী হয়, তবে জায়েয হবে। উকিল নিজে কিছু রাখবে না। ইহা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তির ছদকাহ লওয়ার উপযুক্ততায় সন্দেহ হয়, অথবা ধারণা হয় যে, সে পেতে পারে এবং তাকে ছদকাহ দেয়া হয়, অথবা তাকে জিজ্ঞাসা করে দেয়া হয়, অথবা গরীবদের কাতারে দেখে দেয়া হয়, পরে প্রকাশ পায় যে, সে ছদকাহ পাবার উপযুক্ত; তবে জায়েয হয়ে গেল। যদি পরে তার অবস্থা কিছুই জনানা না যায়, তবুও জায়েয হয়ে গেল, কিন্তু পরে যদি প্রকাশ পায় যে সে ধনী লোক অথবা হাশেমী বংশীয় বা কাফির হাশেমীর গোলাম, অথবা তার পিতা-মাতা অথবা পুত্র বা কন্যা অথবা স্ত্রী বা স্বামী ছিল; তবে জায়েয হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট এই একই হুকুম। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে যদি কাকেও যাকাতের মাল দেয় এবং তার খেয়াল নেই যে, সে পেতে পারে কি না, তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সে যাকাত পাবার উপযুক্ত নয় বলে প্রকাশ পেলে দেয়া জায়েয হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যাকাতের মাল এক শহর হতে অন্য শহরে দেয়া মাকরূহ। কিন্তু যাকাত দাতার কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থাকলে অথবা অন শহরে ঐ শহর অপেক্ষা বেশি মুখাপেক্ষী থাকলে দেয়া মাকরূহ হবে না। উক্ত কারণ ছাড়াও অন্য শহরে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যাকাতের মাল ঐ সময়ে নিয়ে পাওয়া মাকরূহ, যে সময় যাকাত আদায় করার ওয়াক্ত হয় এবং বৎসর শেষ হয়ে যায়। যদি হার আগে মাল স্থানান্তরিত করে, তবে মাকরূহ হয় না। যাকাত, ছদকাহ, ফিতর এবং মানতের মাল উত্তম হল নিজের ভাই-বোনকে দেয়া, তারপর তাদের সন্তান-সন্ততিগণকে, তারপর চাচা-ফুফুদেরকে, তারপর তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে, তারপর মামু-খালুকে, তারপর নিজের কর্মচারিদেরকে, তারপর শহরবাসী অথবা গ্রামবাসীদেরকে দিবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যাকাতের মাল যে স্থানে থাকবে, সেই স্থানের হিসাব ধরতে হবে, মালিক যদিও অন্য শহরে থাকুক। যেখানে মাল থাকবে, সেখানে যাকাত দিবে। ছদকাহ ফিতরের মধ্যে দাতার হিসেবে ধরতে হবে। অর্থাৎ দাতা যেখানে থাকবে, সেখানে ফিতরা দিতে হবে। তার শিশু সন্তান এবং গোলামের বাড়ীর হিসাব ধরতে হবে না। ইহা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। বর্তমানে আমাদের অত্যাচারী শাসক ছদকাহ, ওশর এবং খেরাজ বা কর যা নেয়, ইহা মালিকদের যিম্মা হতে রেব হয়ে যায়, ইহা ঐ অবস্থায়, যখন শাসককে দিবার কালে ছদকাহর নিয়ত করে দেয়া হয়। ইহা তাতারখানিযায় বর্ণিত আছে। যদি যাকাতের পরিবর্তে কাকেও থাকবার ঘর দেয়, তবে যাকাত আদায় হবে না। ইহা জাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

নিজের কোন ঘনিষ্ঠ লোকের ছেলেকে অথবা শুভ সংবাদদাতাকে অথবা নূতন ফল আনয়নকারীকে যা দেয়া হয়, যদি তাতে যাকাতের নিয়ত করা হয়, তবে জায়েয হবে। শিক্ষক নিজের প্রতিনিধিকে যা দেয়, যদি প্রতিনিধির কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না থাকে, তবে এতে যদি যাকাতের নিয়ত করা হয় এবং প্রতিনিধি এমনভাবে থাকে যে, তাকে না দিলেও ছাত্রদিগকে লেখাপড়া শিখায়, তবে উহা যাকাতের নিয়তে দিলে জায়েয হবে। যদি শিক্ষকের প্রতিনিধি ঐ রকম না হয়, তবে জায়েয হবে না। এরূপ হুকুম তখনও হবে, যখন নিজের খাদেমদেরকে চাই স্ত্রীলোক বা পুরুষ হোক, কিছু দিয়ে যাকাতের নিয়ত করে।

যাকাতের মাল কোন গরীবকে দিলে ঐ গরীব বা এর কোন অলী তা কব্জা না করা পর্যন্ত আদায় হবে না। যেমন, পিতা অথবা অছী বালকের মাল কবআ করে নিলে জায়েয হবে না। যাকাতের মাল বালেগের নিকটবর্তী কোন ছোট বালককে দিলে জায়েয হবে। এভাবে কোন বুদ্ধিমান বালককে দিলে, যে ছুড়লে না ফেলে অথবা তাকে ধোকা দিয়ে কেউ নিয়ে না যেতে পারে তবে জায়েয হবে। কোন কম বুদ্ধিসম্পন্ন গরীবকে দিলেও জায়েয হবে। ইহা কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছদকায় ফিতরের মাসয়ালা

ছদকাহ ফিতর ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে আযাদ মুসলমান এবং এমন মালের মালিক, যদ্বারা জরুরী কার্যসমূহ সম্পন্ন করে কিছু উদ্বত্ত থাকে। এর মধ্যে মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত নেই। এ প্রকার নেছাব দ্বারা কোরবানী এবং ঘনিষ্ট ব্যক্তির খরচ দেয়া ওয়াজিব হয়। এটি কাজীখানের বিবরণ। ছদকাহ ফিতর চার প্রকার জিনিসের মধ্যে দেয়া ওয়াজিব। যথা ঃ যব, গম, খুরমা, কিসমিস। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে। রুটি ছদকাহর মধ্যে দেয়া নাজায়েয। কিন্তু মুল্য দিয়ে দেয়া জায়েয আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট কিসমিসের অর্ধ ছাআ দিলে হয়। কারণ এর সব অংশ খাদ্যের উপযুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কিসমিস এক ছাআ দিতে হবে। ছাহেবাইনের নিকটও এ কওল গ্রহণযোগ্য। ইহা আদায় করতে মুল্যের দিক হিসেব করা উত্তম। ইহা সুরুখসীর বিবরণ। গম দেয়ার চেয়ে এর আটা দেয়া ভাল। আটার চেয়ে নগদ মুল্য দেয়া অত্যুত্তম। কেননা এতে আবশ্যক পূর্ণ হয়। এছাড়া অন্য কোন ফসল ছদকায় ফিতরের দেয়া জায়েয নয়। কিন্তু মূল্যের দিক হিসেব করে দেয়া জায়েয আছে।

অর্ধ ছাআ যব অথবা অর্ধ ছাআ খুরমা এবং এক শরয়ী মন গম অথবা অর্ধ ছাআ যব এবং এক-চতুর্থাংশ ছাআ গাম দেয়, তবে আমাদের নিকট জায়েয হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। এক ছাআ বাগদাদী আট রোতল হয় এবং এক রোতল বাগদাগী বিশ আছতার হয় এবং আছতার সাড়ে চার মিছকাল হয়।

ছদকায় ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদয় হওয়ার পর ওয়াজিব হয। কোন ব্যক্তি এর আগে মারা গেলে তার ফিতরা ওয়াজিব হবে না; এবং যে এ আগে জন্মগ্রহণ করিবে বা মুসলমান হবে, তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। উহর পর জন্মগহণ করিলে বা মুসরমান হলে ফিতরা ওয়াজিব হইবে না। কোন গরীব বক্তি ইহার আগে ধনী হলে, ফিতরা য়াজিব হবে। আর কোন ধনী ব্যক্তি এর আগে গরীব হলে ফিতরা ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পর মরে গেলে, তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে।এভাবে কোন ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পর গরীব হলে, তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। ঈদুল ফিতরের পূর্বে ফিতরা দিয়ে দিলে তা জায়েয হবে। (ফিতরা দিবার) মুদ্দত নির্দিষ্ট নেই। ইহাই শুদ্ধমত।

যে ব্যক্তির বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে সমস্ত মাস রোযা ছুটে গিয়েছে, তার ছদকাহ ফিতর রহিত হবে না। ইহা মুঝমিরাতে বর্ণিত আছে। ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদয় হওয়ার পর ঈদের নামায পড়তে যাওয়ার আগে ছদকায় ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। ইহা জওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। মাশায়েখে কিরামের মতে, ইহা আদায় করার ওয়াক্ত সারা জীবন। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। ছদকায় ফিতর নিজের এবং নিজের ছোট সন্তানদের তরফ হতে দেয়া ওয়াজিব। ইহা কাফীর মধ্যে উল্লেখ আছে। কম বুদ্ধিসম্পন্ন ও পাগল ব্যক্তি ছোট বাচ্চাদের হুকুমে শামিল। যদি ছোট বাচ্চা বা পাগলের মাল থাকে, তবে তার পিতা বা অছী বা তার দাদা ছদকায় ফিতর তাদের এবং তাদের গোলামের তরফ হতে ইমা আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, তাদের মাল হতে আদায় করি দিবে। যে বাচ্চা মাতৃগর্ভে আছে, তার ছদায় ফিতর আদায় করবে না। কারণ তার হায়াত সম্পর্কে কিছু জানা নেই।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে, পিতার নিজের ছোট পুত্র বা কম বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রের গোলামদের ফিতরা নিজেরমাল হতে দেয়া ওয়াজিব নহে এবং দাদার উপর তার গরীব পুত্র জীবিত থাকাকালীন তার সন্তানদের তরফ হতে ছদকাহ আদায় করা ওয়াজিব নহে অর্থাৎ জাহেরী রেওয়াতে মোতাবেক দাদার গরীব পুত্র মারা যাওয়ার অবস্থায়ও দেয়া ওয়াজিব নহে। ইহা কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে।

যে বাচ্চা দুই পিতা রমধ্যে ভাগে হয়, তবে তাদের প্রত্যেকে বাচ্চার পূণ ছদাকায়ে ফিতর আদায় করবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি তাদের মধ্যে একজন ধনী ও অন্যজন গরীব হয় অথবা একজন মরে যায়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর পূর্ণ ছদকাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। ঐ দুই ব্যক্তির কারও উপর বাচ্চার মায়ের ছদকাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি তার ছোট কন্যাকে কারও সহিত বিবাহ দিয়ে তার নিকট সোপর্দ করে দেয়, পরে ঈদুল ফিতরের দিন সে পিতার বাড়ী আসে, তার পিতার উপর তার ছদকাহ দেয়া ওয়াজিব হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। নিজের খেদমতে নিযুক্ত গোলামের তরফ হতে ছদাকহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। চাই সে মুসলমান হোক বা

www.nagorikpathagar.org

কাফির হোক। মুদাব্বির এবং উম্মে ওয়ালাদের তরফ হতে আমাদের নিকট ছদকাহ আদায় করতে হবে। যে গোলামকে ইজারাহ দেয়া হয়েছে বা ব্যবসার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের তরফ হতে ছদকাহ দেয়া ওয়াজিব হবে- যদিও গোলামের উপর কর্জের বোঝা থাকে। যদি মৃত ব্যক্তি স্বীয় গোলামকে অন্য কারও খেদমত করার জন্য অছিয়ত করে যায়, তবে তার ছদকায় ফিতর তার মালিকের উপর ওয়াজিব থাকবে।

এভাবে যে গোলাম ধার হিসেবে পায়, কিংবা আমানত হিসেবে থাকে এবং ঐ গোলাম, যে ইচ্ছাপূর্বক কিংবা ভুলে কারও ক্ষতি করেছে, এদের তরফ হতেও ছদকাহ দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা মালিকের মালিকানা তখন লেপ পাবে যখন গোলাম ঐ ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিবে, যাহার কাছে সে অপরাধ করেছে। এর আগে লোপ পাবে না। ইহা কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। বন্ধককৃত গোলামের মূল্য কর্জের চেয়ে বেশি নেছাব পরিমাণ হলে তার তপল হতে ছদকায় ফিতর আদায় করতে হবে এবং তার কারণে নিজের ছদকাহও ওয়াজিব হবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। ব্যবসার গোলামএবং অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের তরফ হতে ছদকাহ ওয়াজিব হবে না। ইহা কাজীখানে বর্নিত আছে। মুকাতিবের তরফ হতে ছদকাহ দিবে না। কেননা তার মালিকানা পুরাপুরি নয় এবং মুকাতিব নিজেও নিজের তরফ হতে ছদকাহ দিবে না, কেননা সে ফকীর। মালিক নিজের মুকাতিবের গোলামের তরফহতেও ছদকাহ দিবে না এবং মুকাতিবও তার তরফ হতে ছদকাহ দিবে না।

যে গোলাম কিছু অংশ আযাদ হয়েছে, আবু হানীফা (রহ)-এর নিকট সে মুকাতিবের ন্যায়। মালিকের উপর এর তরফ হতে ছদকাহ আদায় করা জায়েয হবে না। ছাহেবানের নিকট সে আযাদ করজাদায়ের ন্যায়, সে ধনী হলে ছদকাহ ওয়াজিব হবে। ধনী না হলে ওয়াজিব হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে উল্লেখ আছে। যখনমুতাতিবর অক্ষম হয়ে আসল গোলামে পরিণত হয়, তখন মালিকের উপর বিগত বৎসরের যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে খেদমতের জন্য থেকে থাকে, তবে ছদকায ফিতর ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

যদি দু' একজন বা একাধিক গোলাম দুইজনেরমধ্যে ভাগে থাকে, তবে তাদের তরফ হতে ছদকাহওয়াজিব হবে না। যদি কারও গোলাম পালিয়ে যায় বা কাফিররা বন্দী করে রাখে বা কেহ জোরপূর্বক নিয়ে যায় এবং অস্বীকার করে, তবে মালিকের উপর তার তরফ হতে ছদকাহ ওয়াজিব হবে না এবং ঐ গোলামের মধ্যে কারও নিজের উপর ছদকাহ ওয়াজিব হবে না। ইহা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে।

যদি পলাতক গোলাম ফিরে আষে, অথবা গছবকৃত গোলাম পাওয়া যায় এবং ঈদের দিন আবার চলে যায়; তবে তাদের তরফ হতে পিছনের ছদকাহ দেয়া ওয়াজিব হবে। ইহা কাজীখানে উল্লেখ আছে যদি কোন গোলাম এ শর্তে খরিদ করা হয় যে, বিক্রেতা অথবা খরিদ্দার অথবা উভয়ের ইচ্ছাধীন থাকল অথবা অন্য কারও জন্য ইচ্ছাধীন শর্ত করল এবং ঈদুল ফিতরের দিন ইচ্ছাধীন এর মুদ্দত অতিক্রান্ত হল। তবে তার ছদকায়ে ফিতর এ কথার উপর নির্ভর করবে, যদি বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যায়, তবে ছদকাহ খরিদ্দারের উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়, তবে বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। যদি খরিদ্দার কোন ক্রটির জন্যফেরত দেয়, আর তা কব্জাকরার পূর্বে হয়, তবে গোলামের ছদকাহ বিক্রেতাকে দিতে হবে। আর যদি কব্জা করার পরে ফেরত দেয়, তবে ছদকাহ খরিদ্দারের উপর ওয়াজিব হবে। ইহা খাজীনার মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি গোলাম পূর্ণ ক্রয়ের শর্তে খরিদ করে থাকে এবং কব্জা করার আগেই ঈদুল ফিতর চলে যায়, তবে গোলাম কব্জা করে নেয়ার পর তার উপর ছদকাহ ওয়াজিব হবে। আর কব্জা করার আগে যদি গোলাম মরে যায়, তবে কারও উপর ছদকাহ ওয়াজিব হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি গোলাম অশুদ্ধ বিক্রয় হয়ে থাকে এবং খরিদ্দার কব্জা করার পূর্বে ঈদুল ফিতরের দিন চলে গিয়ে থাকে, তারপর খরিদ্দার গোলাম কব্জা করে তাকে আযাদ করে দেয়, তবে ঐ গোলামের ছদকাহ বিক্রেতা ফিরিয়ে আনে অথবা বিক্রেতা আনে নাই, খরিদ্দার আযাদ করে দিয়েছে, তবে ছদকায় ফিতর খরিদ্দারের উপর ওয়াজিব হবে। ইহা কাজীখানের মধ্যে আছে। যে গোলামকে ছদকাহ করার মানত করে থাকে, তার তরফ হতে ছদকায় ফিতর দেয়া ওয়াজিব হবে।

যে গোলামকে মোহর ধার্য করে ঠিক ঐ গোলামকেই অর্পণ করা হয়, তবে স্ত্রীর উপর ঐ গোলামের ছদকাহ দেয়া ওয়াজিব হবে। স্ত্রী ঐ গোলাম কব্জা করুন, কিনা করুক। কেননা সে বিবাহের আকদের সাথে সাথে গোলামের মালিক হয়ে গিয়েছে। যদি সহবাসের পূর্বে ঐ স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারপর ঈদুল ফিতরের দিন চলে যায়, যদি ঐ গোলাম স্ত্রী কব্জা করে থাকে, তবে কারও উপর ছদকাহ ওয়াজিব হবে না। কব্জা করে থাকলেও কারও উপর ওয়াজিব হবে না। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি মোহরে ঐ গোলাম নির্দিষ্ট না হয়ে থাে তবুও কারও উপর ছদকাহ ওয়াজিব হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার গোলামকে এরূপ বলে দিয়ে থাকে যে, যেদিন ফিতরার দিন আসবে, সেদিন তুমি আযাদ। ফিতরার দিন আসলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। মালিকের উপর ঐ গোলামের তরফ হতে আযাদ হওয়ার আগে সাথে সাথে ফিতরা ওয়াজিব হবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

নিজের স্ত্রী এবং বালেগ ছেলের তরফ হতে ফিতরা দেয়া ওয়াজিব নয়। অবশ্য আদায় করে দিলে আদায় হবে। ইহা হোদায়ায় ও কাজীখানে বর্ণিত আছে। যেসব লোক পরিবার- পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের পক্ষ হতে ফিতরা দেয়া জায়েয নয়। হুকুম করলে দেয়া জায়েয হবে। নিজের দাদা-দাদীর পক্ষ হতে এবং ছওয়াবের আশায় যাদেরকে ভরণ-পোষণ করান হয়, তাদের তরফ হতে ছদকায় ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। পিতা-মাতার পক্ষ হতে ছদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয় - যদিও তারা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব নেই। যেমন কারও উপর বড় ছেলের তরফ হতে দেয়া ওয়াজিব নয়। ছোট ভাইদের তরফ হতে এবং অন্য নিকটতম আত্মীয়দের তরফ হতে দেয়া ওয়াজিব নয়। যদিও তারা তার পরিবারের মধ্যে শামিল। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

রোযার মাসয়ালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোযার সংজ্ঞা, পরিচয়, বিভক্তি, ওয়াজিব হওয়ার কারণ, সময় এবং শর্ত

রোযা রাখতে সক্ষম ও সামর্থবান ব্যক্তির ইবাদাতের নিয়তে সোবহে ছাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং স্বামী-স্ত্রী সববাস হতে বিরত থাকাকে রোযা বলে। এটি কাফীতে লিখা হয়েছে।

রোযা কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা - ১। ফরজ ২। ওয়াজিব এবং ৩। নফল। ফরজ রোযা দুই প্রকার। যথা - নির্দিষ্ট, যেমন মাহে রমজানের রোযা। এবং অনিষ্টি, যেমন কাফফারা এবং মাহে রমজানের কাজা রোযা।

ওয়াজিব রোযাও দুই প্রকার। যথা- (১) নির্দিষ্ট, যেমন কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন দিনে রোযা রাখার নিয়ত করা। (২) অনির্দিষ্ট। যথা - কোন ব্যক্তির কোন দিন নির্দিষ্ট না করে রোযা রাখা নিয়ত করা।

www.nagorikpathagar.org

রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, মানতকৃত রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল মানত পূর্ণ করা এবংকাফফারার রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল সেই জিনিস, যার কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয়। যেমন- মিথ্যা কসম, কতল এবং কাজা রোযার ওয়াজিব হওয়া আদায়ী রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সম্পর্কে কাজী ইমাম আবু যায়েদ, ফখরুল ইসলাম এবং ছদরুল ইসলাম আবুল ইয়াসির বলেন যে, উহা ওয়াজিব হওয়ার কারণ প্রত্যেক দিনের সেই প্রথমাংশ যা আর বিভাজ্য নয়। ইহা কাশফুল কবীরে বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি মাহে রমজানের প্রথম রাত্রে সুস্থ থাকে, কিন্তু প্রত্যুষে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি শুরু হয়ে মাস ভর উক্ত অবস্থা বজায় থাকে, তবে শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ীর মতে, তার উক্ত রমজানের রোযার কাজা করা ওয়াজিব নয়। বাহরুর রায়েকে লেখা আছে যে, এটিই বিশুদ্ধ এবং ফতোয়াও এর উপরেই। মে'রাজুদ্দেরায়ায় ইহা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে যদি মাহে রমজানের মধ্যকার কোন রাত্রে সুস্থ হয়, কিন্তু পরবর্তী প্রত্যুষে পুনরায় মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়; তবে তার উপরও রোযা কাজা ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীত এবং বাহরুর রায়েকের বিবরণ। প্রকৃত সুস্থ বলা যায় শুধু তখন, যখন বিকৃতর লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। যদি শুধু কিছু কথাবার্তা ঠিক মত বলা শুরু করে তাতেই সম্পূর্ণ সুস্থ বলা যায় না ।

রোযা রাখার সময় হল ছোবহে ছাদেক প্রকাশ পাওয়ার ওয়াক্ত - যখন আকাশের প্রান্তে এর আলো ছড়িয়ে যায়, তখন হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বিমত যে, রোযা শুরুর সময় কি ছোবহে ছাদেকের আবির্ভাবকে ধরতে হবে, না এর আলো ছড়িয়ে যাওয়াকে ধরতে হবে? শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী বলেন যে, প্রথম উক্তির ভিতরে পরহেজগারী ও সতর্কতা বিদ্যমান এবং দ্বিতীয় উক্তির ভিতরে আসানী বর্তমান। ইহা মুহীতে বর্ণিত হয়েছে এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম এই মতেরই সমর্থনকারী।

যদি কোন ব্যক্তি সেহরী খায় এবং তার এই ধারণা থাকে যে, এখনও ফজর হয়নি। কিন্তু আসলে ফজর হয়ে গিয়েছে; কিংবা কেউ ইফতার করে ও তার এই ধারণা থাকে যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে। কিন্তু আসলে তখনও সূর্য অস্তমিত হয় নাই। তবে তার উপর উক্ত রোযার কাজা লাযেম হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ সে ইচ্ছাপূর্বক রোযা ভঙ্গ করে নি। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে লেখা হয়েছে। যদি ফজর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের উদয় হয়, তবে উত্তম এ যে, সে আহার বর্জন করবে। আর যদি আহার করে ফেলে, তবে যতক্ষণ না তাহার ইয়াকীন হবে যে, সে ফজর হওয়ার পরে আহার করেছে এবং সন্দেহ বলবৎ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার রোযা পুরা হয়ে যাবে। আর যখন ইয়াকীন হয়ে যাবে, তখন সে রোযার কাজা আদায় করবে। ইহা ফতহুল কাদীরে উল্লিখিত হয়েছে।যদি প্রবল ধারণা এরূপ থাকে যে, সে সেহরী এরূপ সময়ে খেয়েছে যখন ছোবহে ছাদেকের অভ্যুদয় যুরু হয়েছে, তবে তার এই দৃঢ় ধারণার কারণে রোযার কাজা লাযেম হবে এবং ইহার ভিতরেই পরহেজগারী। কিন্তু রেওয়ায়েত অনুসারে কাজা লাযেম হইবে না। ইহা হেদায়া কিতাবে লেখা আছে এবং ইহাই বিশুদ্ধ।

যদি দুই ব্যক্তিএরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ফজর উদয় শুরু হয়েছে এবং অপর দুই ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ফজর উদয় শুরু হয়নি। অতঃপর সে ব্যক্তি আহার করল এবং তারপর প্রকাশ পেল যে, আহারের সময়ে ফজর উদয় হয়েছিল, তবে সকলের সম্মিলিত মতেই কাজা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কারণ হল, ইতিবাচক ঘটনার সাক্ষ্যই গ্রহণীয়, নেতিবাচক ঘটনার সাক্ষ্য এর প্রতিরোধক নয়। যেমনভাবে বান্দার হক-হুকুমের ক্ষেত্রে হুকুম আছে।

যদি একব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, ফজর হয়ে গিয়েছে এবং অপর একব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, ফজর হয়নি এবং সে ব্যক্তি খানা খেয়েছে। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, ফজর হয়ে গিয়েছে। তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ ফজর হওয়ার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য পূর্ণ দলীল নয়।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন ব্যক্তি সেহরী খেতে থাকে এবং তার নিকট কতিপয় লোক এসে বলে যে, ফজর হয়ে গিয়েছে, একথা শুনে লোকটি বলে যে, তবে তো আমি আর রোযাদার নই। আমার রোযা ভেঙ্গে গিয়েছে। একথা বলে সে পুনরায় খেতে শুরু করে, তারপর প্রকাশ পায় যে, লোকটির প্রথম বারের খানা খাওয়া ফজর হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল এবং তার দ্বিতীয়বারের খানা খাওয়া ফজর হবার পরে হয়েছিল, তবে এমতক্ষেত্রে আবু মুহাম্মদের মতে, যদি কয়েকজন লোক এসে ফজর হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তা বিশ্বাস করা হয়, তবে ঐ লোকটির উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। যদি একব্যক্তি এসে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তার সাক্ষ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে লোকটি খানা খেতে থাকে, তবে চাই সে সাক্ষ্যদাতা আদেল বা গায়রে আদেল যাই হোক না কেন, লোকটির উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ এই যে, এ সকল ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি কে নিজের স্ত্রীকে বলে - দেখ, ফজর হয়ে গিয়েছে কি হয়নি। স্ত্রী দেখে বলল যে, ফজর হয়নি। ইহা শুনে স্বামী স্ত্রী সহবাস করল। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, ফজর হয়ে গিয়েছিল। এমতক্ষেত্রের কোন কোন ফকীহ মন্তব্য করেছেন যে, যদি স্বামী স্ত্রীর কথা সত্য জেনে থাকে ও স্ত্রী নির্ভরশীলা হয়ে থাকে, তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর শুদ্ধমত হল, কোন অবস্থাতেই কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি স্ত্রী ফজর হওয়ার কথা জেনেও রোযা ভঙ্গ করে, তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। যদি ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লিখিত হয়েছে।

যদি সূর্যাস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে রোযার ইফতার করা হালাল হবে না। ইহা কাফী কিতাবে লেখা হয়েছে। আর যদি সেই সন্দেহ নিয়ে ইফতার করে ফেলে এবং পরে একথা প্রকাশ না পায় যে, সত্যিই তখন সূর্যাস্ত গিয়েছে কি না। এমতাবস্থায় তার উপর কাজা লাযেম হবে কিন্তু কাফফারা লাযেম হওয়ার ব্যাপারে দুইটি রেওয়ায়েত আছে। ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) - এর মতে কাফফারা আবশ্যক হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি পরে প্রকাশ পায় যে, লোকটি সূর্যাস্ত যাবার পূর্বেই ইফতার করেছে, তাহলে তার উপর কাফফারা ও ওয়াজিব হবে। ইহা তাবিয়ীন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি কেউ রোযার ইফতার করে এবং যার এরূপ ধারণা বদ্ধমূল থাকে যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তবে তার উপর কাজা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে। কারণ এই যে, দিন তো বাস্তবিকই ছিল তার সহিত বদ্ধমূল ধারণারও মিল হয়েছে। ফলে তার ধারণা নিশ্চিতভাবে জানার অবস্থায় গণ্য হয়েছে।

রোযার শর্ত তিন প্রকার। প্রথমঃ রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল মুসলমান এবং আকেল ও বালেগ হওয়া। দ্বিতীয়ঃ এর আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সুস্থ এবং মুকিম হওয়া। তৃতীয়তঃ, আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল নিয়ত করা এবং হায়েজ ও নেফাস হতে পবিত্র থাকা। ইহা কাফী এবং নেহায়া কিতাবে লেখা আছে। নিয়তের অর্থ হল, মনে জাগরূক থাকা যে, সে রোযা রেখেছে। ইহা খোলাছাহ এবং মুহীতে বর্ণিত আছে। আমাদের মাযহাব মতে, প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদাভাবে রোযার নিয়ত করা আবশ্যক। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

যদি কারও রমজান মাসের দুই দিনের কাজা ওয়াজিব হয় এবং সে এরূপ নিয়ত করে যে, আমি রমজান মাসের অমুক প্রথম দিনের রোযা রেখেছি যার কাজা আমার উপর ওয়াজিব রয়েছে। আর যদি প্রথম দিনের কথা নির্দিষ্ট না করে, তাহাও জায়েয হবে। ফকীহ আবুল্লাইছ এরূপ বলেছেন। এটি কাজীখানের ফতোয়া । যদি দুইটি বিভিন্ন বস্তুরনিয়ত করা হয় যার আবশ্যক্যকতা ও ফরজিয়ত সম্পূর্ণ একম সমান। একটির উপর অন্যটির কোন প্রাধাণ্য নেই, তবে দুইটির নিয়তই বাতিল হবে। আর যদি একটির অপরটির উপর প্রাধান্য থাকে, তবে প্রধানটির নিয়ত ছাবেত হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে লিখিত আছে। যেমন কেউ যদি একটি রোযায় রমজানের কাজা এবং মানতের নিয়ত রাতে কিংবা দিনে করে অথবা নির্দিষ্ট মানত রোযা এবং কাপফারার রোযার নিয়ত রাতে করে তবে সর্বসম্মত মতে নির্দিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

মানতের রোযা আদায় হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লেখা হয়েছে। আর যদি রমজানের কাজা রোযা এবং জেহাদের কাফফারার রোযার নিয়ত করা হয়, তেব উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে রমজানের কাজা রোযা আদায় হবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া । আর যদি কাজায়ে রমজান এবং নফলের নিয়ত করা হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (আঃ) -এর মতানুযায়ী রমজানের কাজা রোযা আদায় হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি কাফফারায় জেহার এবং কাফফারায় কতল অথবা কাজায়ে রমজান এবং কাফফারায়ে কতলের নিয়ত করা হয়, তবে সর্বসম্মত মতে ঐ রোযা নফল হবে। এটি মুহীতের বিবরণ। আর যদি কাফফারা এবং নফলের নিয়ত করা হয় তবে উত্তম হিসেবে ঐ রোযা ওয়াজিব কাফফারা আদায় হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর যদি কোন রমণী হায়েজ অবস্থায় রোযার নিয়ত করে। তারপর ফজরের পূর্বে সে পাক হয়ে যায়, তবে তার সে রোযা শুদ্ধ হবে। এটি সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। আর যদি কোন রোযার কাজা ও কসমের কাফফারার নিয়ত করা হয়, তবে ঐ দুটির কোনটিই হবে না। এর কারণ হিসেবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, দুটি বস্তু পরস্পর বিরোধী এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে এরূপ করা নিষিদ্ধ। তবে এ রোযা নফল হয়ে যাবে। এটি মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। যদি ফজর উদয়ের পরে কাজা রোযার নিয়ত করা হয়, তবে কাজা শুরু হবে না। কিন্তু নফল রোযা শুদ্ধ হবে। অতএব এ রোযা ভাঙ্গলে তার কাযা করা আবশ্যক হবে। এটি যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
চাঁদ দেখার মাসায়েল

শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখে সূর্যাস্তের সময় মুসলমানদের উপর চাঁদ দেখার চেষ্টা করা ওয়াজিব। চাঁদ দেখা গেলে তারপর দিন হতে তারা রোযা রাখবে। আর যদি আকাশে মেঘ থাকার কারণে চাঁদ দেখা না যায়, তবে শাবান মাসের ত্রিশ তারিখ পূরণ করে পরদিন হতে রোযা রাখবে। ইহা শরহে মোখতার কিতাবে লেখা রয়েছে। এভাবে শাবান মাসের তারিখ ঠিক রাখার জন্য শাবান মাসের চাঁদ কবে উদিত হয় তারও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে নজুমী অর্থাৎ জ্যোতিষীদের কথা বা হিসাব নিকাশের উপর বিশ্বাস করা যাবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। এমন কি নজুমী নিজেও তার নিজের হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করে আমল করবে না। ইহা মে'রাজুদ্দেরায়া কিতাবে লিখিত আছে। জহিরিয়াহ কিতাবে আছে যে, চাঁদ দেখার সময় কোনরূপ ইশারাহ-ইঙ্গিত করা মাকরূহ। যদি যাওয়ালের সূয পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ার আগে বা যাওয়ালের পরে চাঁদ দেখে, তবে তদনুযায়ী রোযা রাখা বা রোযা ভঙ্গ করা উচিত নয়। আকাশে মেঘ থাকাবস্থায় একব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা যায়, অবশ্য তার শর্ত হল, সাক্ষ্যদাতার ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমান এবং আকেল ও বালেগ হওয়া প্রয়োজন। চাই সে আযাদ বা গোলাম পুরুষ বা স্ত্রীলোক যাই হোক না কেন। আর এরূপ একব্যক্তি চাঁদ দেখেছে বলে যদি এরূপ আর একব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, তবে তাও গ্রহণ করা যাবে।

যদি কেউ কারও উপর জিনার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয় এবং তাওবাহ করে, তবে তার সাক্ষ্য জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে গ্রহণযোগ্য হবে। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তির ভাল-মন্দ কাজের কথা গোপন থাকে, প্রকাশ্যে জানা যায় না, বাহ্যতঃ তার সাক্ষ্য কবুল না হওয়ার কথা। কিন্তু হাসান (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার সাক্ষ্য কবুল হবে। মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটিই বিশুদ্ধ মত।

www.nagorikpathagar.org

রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে গোলামের সাক্ষ্য গৃহিত হবে। এভাবে এ ব্যাপারে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও গৃহিত হবে। কারীবুল বুলুগ অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী এমন বালকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিচ্ছি দাবী করছি, এরূপ কথা বলা বা হাকীমের নির্দেশ লাভের কোন প্রয়োজন হবে না। যদি কোন ব্যক্তি হাকীমের নিকট সাক্ষ্য দেয় এবং অন্য কোন ব্যক্তি তা শুনতে পায় তবে সাক্ষ্য দানকারী ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হলে উক্ত শ্রোতার প্রতি হাকীমের হুকুম ছাড়াই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আমি শহরের বাইরে কোন প্রান্তরে বা জনপদে বসে খণ্ড-বিখণ্ড মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখিছে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি ইমাম বা কাজী একা চাঁদ দেখে, তবে এর সাক্ষ্য দেয়ার জন্য অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তালাস করা অথবা নিজের জনসাধারণকে রোযা রাখতে বলা তার ইখতিয়ারাধীন। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার চাঁদ দেখার হুকুম এর বিপরীত। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। যদি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দেখে, তবে সে আযাদ হোক বা গোলাম হোক বা স্ত্রীলোক হোক, রাত্রেই তার চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদান করা তার জন্য জরুরী। এমন কি উক্ত স্ত্রীলোক যদি পর্দানশীন বাঁদীও হয়, তবু তার মালিকের হুকুম ছাড়াও গিয়ে সাক্ষ্যদান করে থাকেন। কিন্তু কাজীর উচিত ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণ না করা। এই হল শহরের ভিতরের হুকুম। আর যদি শহরের বাইরে বসে একব্যক্তি চাঁদ দেখে, তবে স্থানীয় মজজিদে গিয়ে সাক্ষ্যদান করবে আর যদি চাঁদ দর্শনকারী আদেল অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠ লোক হয় এবং উক্ত এলাকায় এমন কোন হাকীম না থাকে, যার নিকট সাক্ষ্য দান করা যায়, তবে সকলের ঐ লোকের কথার উপরেই নির্ভর করে রোযা রাখা উচিত। এটি মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোযাদারের জন্য মাকরূহ এবং মাকরূহ-হীন কাজ

ছানা আটা চিবানো রোযাদারের জন্য মাকরূহ। এটা কাজীখানের ফতোয়া। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা বা তা চিবানো মাকরূহ। এটা কানয কিতাবের বিবরণ। এই ব্যাপারে প্রয়োজন হল, যেমন–কোন মহিলার স্বামী বা মনিবের বদস্বভাব হওয়া–এই অবস্থায় তরকারীর লবণ কম-বেশি না হয় তজ্জন্য তার ঝোল জিহ্বায় দিয়ে পরীক্ষা করলে মহিলার রোযা মাকরূহ হবে না। আর যে সকল নারীদের শিশু সন্তানকে শক্ত খাবার চিবিয়ে নরম করে দিতে হয়, নিকটে কোন রোযাহীন লোক না থাকার ফলে ঐ সন্তানের রোযাদার মাতা শক্ত খাদ্য নিজে চিবিয়ে শিশুকে খাওয়ালে রোযা মাকরূহ হবে না। তানজীস কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন জিনিসের স্বাদ পরীক্ষা করা ফরজ রোযার বেলায় মাকরূহ এবং নফল রোযার বেলায় মাকরূহ নয়। এটা নেহায়াহ কিতাবের বিবরণ।

মধু এবং তেল খরিদ করার সময় তার ভাল-মন্দ পরীক্ষা করার জন্য রোযাদার ব্যক্তি তা জিহ্বায় দিয়ে পরীক্ষা করলে রোযা মাকরূহ হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত দ্রব্য ক্রয় করা বিশেষ জরুরী হলে এবং বিক্রেতা সম্পর্কে প্রতারণার ভয় থাকলে উক্তরূপ পরীক্ষা করায় কোন ক্ষতি হবে না। এটা জাহেদী কিতাবে বর্ণিত আছে। রোযাদার ব্যক্তির ইস্তেঞ্জা করতে খুব বেশি পানি ঢালা রোযা মাকরূহ হওয়ার লক্ষণ। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। অজু করার সময় নাকে পানি পৌঁছানো এবং কুলি করার সময় সীমাতিক্রম করা রোযাদারের জন্য মাকরূহ। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, সীমাতিক্রম করার অর্থ হল কুলি করতে মুখের মধ্যে বেশি পরিমাণে পানি নিয়ে অনেক্ষণ পর্যন্ত রাখা। পানির মধ্যে থাকা অবস্থায় গুহ্যদ্বার দিয়ে হাওয়া বের হলে সশব্দে বা নিঃশব্দে যেভাবেই হোক না কেন, তাতে রোযা ভাঙ্গবে না, কিন্তু মাকরূহ হবে। এটা মে'রাজুদ্দেরায়া কিতাবের বিবরণ।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, রোযাদারের জন্য অজু ছাড়া কুলি করা ও নাকের ভিতরে পানি পৌঁছানো মাকরূহ। গোসল করতে গিয়ে মাথায় পানি ঢালতে থাকা, পানির মধ্যে বসে থাকা, ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা মাকরূহ এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এটা মাকরূহ নয়। এই মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। এটা মুহীতে সুরখশীতে বর্ণিত আছে। মুখের মধ্যে লালা জমা করে গিলে ফেলা মাকরূহ। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। মিসওয়াক করা ভিজা বা শুকনা যাই হোক না কেন ভোরে বা বিকালে যখনই হোক না কেন আমাদের মাযহাবে মাকরূহ নয়। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, পানিতে ভিজা মিসওয়াক ব্যবহার করা মাকরূহ এবং জাহের বর্ণনা অনুসারে তা দোষের কিছু নয়। আর যদি মিসওয়াক ভিজা বা কাচা হয়, তবে কারও নিকটই কোন ক্ষতির কারণ নেই। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

চোখে সুরমা ব্যবহার করা এবং মোচে তেল লাগানো মাকরূহ নয়। এটা কানয কিতাবের বিবরণ। অবশ্য এই হুকুম তখন হবে, যখন সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য তা করা না হবে। যদি সেই উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে মাকরূহ হবে। যার পক্ষে সহবাস কিংবা বীর্যপাতের ভয় নেই তার জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা মাকরূহ নয়। আর যদি তার ভয় থাকে, তবে মাকরূহ হবে। পরস্পর যৌনাঙ্গের স্পর্শনের হুকুমও চুম্বনের অনুরূপ। এটা তাবিয়ীন কিতাবে লিখিত আছে। ওষ্ঠ চোষণ করা যে কোন অবস্থায় মাকরূহ। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্য কোন স্থানে পুরুষাঙ্গ লাগানো বা চালনা করা জাহের বর্ণনানুযায়ী চুম্বনের অনুরূপ। কিন্তু কারও কারও মতে, মোবাশেরাতে ফাহেশা অর্থাৎ জঘন্য মিলন মাকরূহ–যদিও বীর্যপাত কিংবা সঙ্গমলিপ্ত হওয়ার ভয় না থাকে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

মোবাশেরাতে ফাহেশা বলা হয়, উভয়ের উলঙ্গাবস্থায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়াকে। এমতাবস্থায় পুরুষাঙ্গ স্ত্রী-অঙ্গের সাথে লেগে গেলে তা সকলের ঐক্যমতেই মাকরূহ হবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি বীর্যপাত এবং লিঙ্গ প্রবেশের ভয় না থাকে, তবে গলাগলি করায় কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি অত্যধিক বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়, তা হলেও একই হুকুম। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। রোযাদার ব্যক্তির নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে গেলে বা দিবাভাগে স্বপ্নদোষ হলে রোযার কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ। রোযার জন্য সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব। সেহরী খাওয়ার সময় হল শেষ রাত। ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, রাত্রির ছয় ভাগের একভাগ সময় বাকি থাকা হল সেহরী খাওয়ার শেষ ওয়াক্ত। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। শেষ ওয়াক্তে সেহরী খাওয়ায় এত বেশি দেরি করা যে, ওয়াক্ত আছে কিনা আছে তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয়, এটা মাকরূহ। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

রোযার ইফতারে তাড়াতাড়ি করা বেশি উত্তম। অতএব মুস্তাহাব হল মাগরিবের নামায পড়ার আগেই ইফতার করে নিবে, আর ইফতার করার সময় সুন্নত হল ঃ

'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া'আলা রিযক্বিকা আফতারতু' এই দোয়া পাঠ করা। এটা মে'রাজুদ্দেরায়া কিতাবের বিবরণ।

সন্দেহের দিনের রোযা অর্থাৎ যে দিনের এই সন্দেহ হয় যে, তা রমজান মাসের দিন, না কি শাবান মাসের দিন, এরূপ স্থলে রমজানের রোযা অথবা অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করা মাকরূহ। এটা কাজীখানের ফতোয়া । অবশ্য রমজানের রোযার নিয়ত করা অপেক্ষা অন্য যে কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করতে কারাহাত লঘুতর। এটা হেদায়া কিতাবের বর্ণনা। পরে যদি প্রকাশ পায় যে, ঐ সন্দেহের দিনটি আসলে রমজান মাসের দিন ছিল, তবে ঐ দিনকার রোযা উভয় অবস্থায় রমজানের রোযায় বলেই বিবেচিত হবে। আর যদি পরে প্রকাশ পায় যে, তা শাবান মাসের দিন ছিল, তবে প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রমজানের রোযা নিয়ত করে থাকলে তা নফল রোযা বলে বিবেচিত হবে। যদি তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কাজা ওয়াজিব হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া । আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ রমজানের রোযা ছাড়া অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করলে নিয়তানুযায়ী-ই তা বিবেচিত হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ সন্দেহের দিনে অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করলে এবং শেষ পর্যন্ত তা রমজানের দিন, না শাবানের দিন তা প্রকাশ না পেলে ঐক্যমতেই এরূপ হুকুম হবে যে, ওয়াজিব রোযার নিয়ত করেছিল, তা আদায় হবে না।

আর যদি ঐরূপ সন্দেহের দিন নফল রোযার নিয়ত করে। তবে বিশুদ্ধ মতে, কোন ক্ষতি হবে না। তারপর যদি প্রকাশ পায় যে, তা রমজান মাসের দিন ছিল, তবে তা রমজানের রোযারূপেই বিবেচিত হবে। আর যদি ঐ রোযা ভঙ্গ করা হয়, তবে তার জন্য কাজা করা আবশ্যক হবে। এর কারণ, সে তাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিল। এটা কাজীখানের ফতোয়া। আর যদি নিয়তের মধ্যে কোন নির্দিষ্টতা না থাকে, তবে তা মাকরূহ হবে। কিন্তু পরে দিনটি শাবান মাসের বলে প্রমাণিত হলে রোযা নফল হয়ে যাবে। আর রমজান মাসের প্রমাণিত হলে তা রমজানের রোযা বলে বিবেচিত হবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

আর যদি মূল নিয়তের মধ্যেই এরূপ সন্দেহ থাকে যে, যদি কাল রমজান মাস হয়, রোযা রাখব আর যদি শাবান মাস হয় রোযা রাখব না, তবে এই অবস্থায় কোন রোযাই আদায় হবে না। আর যদি নিয়তের অবস্থার মধ্যে সন্দেহ থাকে; যেমন–যদি কাল রমজান মাস হয় তবে রমজানের রোযা হবে আর যদি শাবান মাস হয়, তবে অমুক ওয়াজিব রোযা হবে। অথবা যদি এরূপ নিয়ত করা হয় যে, যদি কাল রমজান মাস হয়–রমজানের রোযা, আর যদি শাবান মাস হয়,

www.nagorikpathagar.org

নফল রোযার নিয়ত করলাম, তবে এটাও মাকরূহ হবে। তারপর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি রমজান মাস ছিল, তবে উভয় অবস্থায়ই তা রমজানের রোযা হবে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি শাবান মাস ছিল, তবে প্রথম অবস্থায় ওয়াজিব রোযা আদায় হবে না এবং উভয় অবস্থায়ই রোযা নফল হয়ে যাবে। তা ভাঙ্গলে কাজা করা আবশ্যক হবে না। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

সন্দেহের দিন হল, যদি ত্রিশ তারিখ সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু তার সাক্ষ্য কবুল হয়নি। অথবা কোন ফাসেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তা বাতিল হয়েছে। কিন্তু যদি আকাশ পরিষ্কার হয় এবং কোন ব্যক্তি চাঁদ দেখে থাকে, তবে সে দিনটি সন্দেহের দিন নয়। এটা জাহেদী কিতাবের বিবরণ। সন্দেহের দিন রোযা রাখা উত্তম, কি না রাখা উত্তম তা নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ফোকাহাগণ বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি পুরা শাবান মাস রোযা রেখে থাকে অথবা ঘটনাক্রমে কোন লোকের সামনে এমন দিনটিতে সন্দেহ দেখা দিল, যেদিন যে রোযা রাখায় অভ্যস্ত, তবে তার জন্য রোযা পালন করাই উত্তম। এটা শরহে মোখতার কিতাবের বিবরণ। এভাবে যদি শাবান মাসের শেষে তিনটি রোযা রাখার অভ্যাস থাকে, তবে তার জন্যও রোযা পালন করা উত্তম। এটা তাবিয়ীন কিতাবের লিখিত বিবরণ। আর যদি এই ধরনের অবস্থা না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ বিদ্যমান। উত্তম হল, খাছ অর্থাৎ বিশেষ লোকদের জন্য নফল রোযা রাখার জন্য ফতোয়া দেওয়া যাবে।

আর সর্বসাধারণের জন্য যাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও সঙ্গমাদি হতে বিরত থাকতে বলা হবে। এজন্য যে, সম্ভবতঃ ঐ দিনটি রমজানের দিন বলে প্রমাণিত হতে পারে। এটা শরহে মোখতার কিতাবের লিখিত বিবরণ। আম এবং খাছের মধ্যে তারতম্য হল এই যে, যারা সন্দেহের দিন রোযা পালন করার নিয়ত করতে জানে, তারা খাছের মধ্যে বিবেচিত। আর যারা তা জানে না তারা আম লোকের মধ্যে বিবেচিত হবে। আর নিয়ত করার নিয়ম হল, যে ব্যক্তির সন্দেহের দিন রোযা রাখার অভ্যাস নেই, সে নফল রোযার নিয়ত করবে এবং তার মনে এরূপ খেয়াল থাকবে না যে, যদি কাল রমজানের দিন হয়, তবে এটা রমজানের রোযা হবে। এটা মে'রাজুদ্দেরায়া কিতাবে লিখিত আছে। কোন ব্যক্তি সন্দেহের দিন এরূপ ইচ্ছা করল যে, যাওয়াল পর্যন্ত যে রোযায় নিবদ্ধ এরূপ কোন কাজ করবে না। তারপর ভুলবশতঃ সে কিছু খেয়ে ফেলল। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, দিনটি রমজান মাসের দিন। তখন সে রোযার নিয়ত করল। ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে যে, এরূপ করা নাজায়েয। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের নিয়তের অধ্যায়ে লিখিত আছে।

দুই ঈদ এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহে রোযা থাকা মাকরূহ। যদি কেউ উক্ত দিনসমূহে রোযা থাকে তবে আমাদের মাযহাবে সে ব্যক্তি রোযাদাররূপে বিবেচিত হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। ঐদিনসমূহে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে তার জন্য কাজা করা আবশ্যক হবে। এটা কানয কিতাবের বিবরণ। এই হুকুম জাহের রেওয়ায়েতে তিন ইমাম হতেই বর্ণিত আছে; এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত অবস্থায় কাজা করাও আবশ্যক হবে। এটা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ।

শওয়াল মাসের ছয় রোযা রাখা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট মাকরূহ। চাই আলাদা আলাদা রাখা হোক, চাই এক সাথে রাখা হোক। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, একসাথে রাখা মাকরূহ কিন্তু আলাদা আলাদা রাখা মাকরূহ নয়। শেষ যমানার ইমামদের মতে, একসাথে রাখার ভিতরেও কোন দোষ নেই। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ এবং শুদ্ধতর মত হল, তার ভিতরে কোন দোষ নেই, এটা মুহীতে সুরুখসীতে লিখিত আছে। ছয় রোযা বিভিন্ন সপ্তাহে আলাদা আলাদাভাবে দুইদিন করে পালন করা মুস্তাহাব। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

সারা বৎসর রোযা রাখা এবং যে দিনসমূহে রোযা রাখা নিষেধ, তাতেও ইফতার না করা অনুরূপ মাকরূহ। যদি উক্ত দিনসমূহে রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে তবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। একাধারে এভাবে কয়েকদিন পর্যন্ত রোযা রাখা, যে দিনে রোযা রাখল এবং রাতেও ইফতার করল না। এটাও মাকরূহ। এট সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। উত্তম হল, একদিন রোযা রাখা এবং একদিন রোযা না থাকা। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

শনিবার এবং রবিবার দিন রোযা রাখার ক্ষেত্রে যদি দিন দুটির সম্মান এবং মর্যাদা প্রদর্শনের কোন মনোভাব না থাকে, তবে কোন ক্ষতি হবে না। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। কোন উৎসব-অনুষ্ঠান ও পর্বাদির দিন মানত রোযা রাখা এবং সেদিন রোযা রাখার যদি তার অভ্যাস না থাকে তবে তা মাকরূহ হবে। ঐদিন রোযা রাখার ভালই সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য আছে। যেমন–যদি আগে হতেই ঐদিন রোযা পালন করার অভ্যাস থাকে, তবে উত্তম হল রোযা রাখা। আর যদি অভ্যাস না থাকে, তবে উত্তম হল, রোযা না থাকা। কারণ হল, অভ্যাস সত্ত্বেও রোযা রাখার ভিতরে ঐদিনের প্রতি তাজীম ও ভক্তি প্রদর্শনের অনুরূপ ভাব প্রকাশ পায় এবং তা হারাম বলে বিবেচিত। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। রোযা রেখে একেবারে চুপ করে থাকা মাকরূহ। চুপ থাকার অর্থ হল, রোযা রেখে একেবারেই চুপ করে থাকা। কারও সঙ্গে কোন প্রকার কথা না বলা। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

স্ত্রীলোকের নিজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা মাকরূহ। তবে তার স্বামী যদি রুগ্ন, রোযাদার অথবা হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকে, তা হলে মাকরূহ হবে না। গোলাম বা দাসীর নিজ মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থায়ই নফল রোযা রাখা জায়েয হবে না। যদি তাদের মধ্যে কেউ রোযা রেখে ফেলে, তবে স্বামী বা মনিবের জন্য এই অধিকার আছে যে, তারা তার রোযা ভঙ্গ করিয়ে দেয়। অতঃপর স্বামী অনুমতি দিলে অথবা স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে স্ত্রী তার উক্ত ভঙ্গকৃত রোযার কাজা আদায় করে নিবে। আর মনিব অনুমতি দিলে বা মনিব হতে আযাদী মিলিলে গোলাম বা দাসী তাদের ভঙ্গকৃত রোযার কাজা আদায় করবে। আর স্বামী যদি রুগ্ন বা রোযাদার বা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকে, তবে তার জন্য স্ত্রীকে নফল রোযা রাখতে নিষেধ করা নাজায়েয। আর যদি নিষেধ করে, তবুও স্ত্রীর পক্ষে নফল রোযা রাখা জায়েয আছে। কিন্তু গোলাম বা দাসীর ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। কেননা মনিব তাদেরকে সর্বাবস্থায় নফল রোযা রাখতে বারণ করতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রোযা ভঙ্গ হওয়ার ও না হওয়ার কারণসমূহ

রোযা ভঙ্গ করার কারণ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার যাতে কাজা করা আবশ্যক হয়। কাফফারা আবশ্যক হয় না। যদি রোযাদার ভুলবশতঃ পানাহার করে ফেলে বা স্বামী-স্ত্রী সহবাস করে বসে, তবে তাতে রোযা ভাঙ্গে না। এই হুকুমে ফরজ ও নফল রোযার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য নেই। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি কিছু খাচ্ছে এবং অন্য কেউ বলল যে, তুমি তো রোযাদার, কিন্তু তাতেও তার রোযা থাকার কথা মনে হল না, তবে শুদ্ধ মতে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ কোন রোযাদারকে ভুলবশতঃ কিছু খেতে দেখে, তবে যদি তার মধ্যে এই রকম শক্তি আছে বলে মনে করে যে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ছাড়া থাকতে পারে, তবে তাকে রোযার কথা মনে না করিয়ে দেওয়া মাকরূহ। আর যদি মনে হয় যে, পানাহার না করলে সে একবারে দুর্বল হয়ে পড়বে; যেমন–লোকটি অত্যধিক বুড়ো। তবে তাকে রোযার কথা মনে না করিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ অন্যের জবরদস্তি করার কারণে কিছু খেয়ে ফেলে তবে তার জন্য রোযার কাজা করা আবশ্যক হবে, কাফফারা আবশ্যক হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া ।

যদি কেউ কুলি করে বা নাকে পানি নিক্ষেপ করে আর পানি ভিতরে চলে যায়, তবে তার রোযার কথা মনে থাকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং রোযার কাজা করা আবশ্যক হবে। আর রোযার কথা মনে না থাকলে রোযা ভাঙ্গবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। আর এরই অনুরূপ হুকুম হল, যদি কেউ কোন কিছু কোন রোযাদারের দিকে নিক্ষেপ করে আর তা গিয়ে তার হলকুমের ভিতর পড়ে, তবে তার রোযা ভাঙ্গবে। কারণ তা তার খাতার অনুরূপ ঘটনা। এভাবে যদি কেউ গোসল করে ও সে সময় তার হলকুমের ভিতরে পানি চলে যায়, তবে তার হুকুমও এই যে, রোযা বাতিল হয়ে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

নিদ্রার মধ্যে যদি কেউ পানি পান করে, তবে তার রোযা ভাঙ্গবে। কেননা এটা ভুলে পানাহার করার মত নয়। ঘুমন্ত অথবা বেহুঁশ ব্যক্তি যদি কোন জন্তু যবেহ করে তবে ঐ যবেহকৃত গোশত খাওয়া হালাল নয়। আর যে ব্যক্তি যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতে ভুলে যায়, তবে তার গোশত খাওয়া জায়েয। এই ফতোয়া কাজীখানের । যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন জিনিস গিলে ফেলে যা কোন ঔষধ জাতীয় দ্রব্য নয়। যেমন মাটি বা পাথর ইত্যাদি। তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এটা তাবিয়ীন কতিাবের বিবরণ। আর যদি পাথরের টুকরা, মাটির চাকা, তুলা বা কাগজ ইত্যাদি গিলে ফেলে, তবে তার উপর কাজা আবশ্যক হবে। কাফফারা আবশ্যক হবে না। যদি তাজা আখরোট গিলে ফেলে, তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না। এটা নাহরুল ফায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি শুকনা আখরোট বা শুকনা বাদাম গিলে ফেলে তা হলেও কাফফারা লাগবে না। যদি ছোবলাসহ ডিম অথবা ছোবলাসহ আনার গিলে ফেলে তাতেও কাফফারা দিতে হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। তাজা পেস্তা গিলে ফেললে তার হুকুম আখরোটের অনুরূপ। আর যদি শুষ্ক হয় এবং তাকে চর্বণ করে তবে কাফফারা লাযেম হবে। আর চর্বণ না করে গিলে ফেললে সকলের নিকটই মতভেদ ছাড়া কাফফারা আবশ্যক হবে না। যদি তার মাথা ফাটা হয়, তা হলেও সাধারণ ফোকাহাদের নিকট কাফফারা আবশ্যক হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া ।

যদি খরবুজার শুকনা ছোবলা গিলে ফেলে এবং তা খুবই খারাপ লাগে, তবে কাফফারা আবশ্যক হয় না। আর যদি তাজা ছোবলা হয় এবং তা খুব খারাপ না লাগে তবে কাফফারা আবশ্যক হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ । আর বজরা গিলে ফেললে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। মশুর এবং মাসকলাই ডাল গিলে ফেললেও কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এটা জাহেদী কিতাবের বিবরণ। যদি এরূপ মাটি খেয়ে ফেলে, যা দ্বারা মাথা ধৌত করে তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ঐ মাটি খাওয়া ঐ ব্যক্তির অভ্যাস থাকে তবে কাজা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

দুই দাঁতের মধ্যকার ফাঁকে যে বস্তু লেগে থাকে তা পরিমাণে কম হলে তা খাওয়ার রোযা ভাঙ্গে না। আর যদি বেশি থাকে, তবে তা খেলে রোযা ভাঙ্গে। একটি চানা বুট বা তদপেক্ষা বড় পরিমাণকে বেশি বলা যায় এবং তা অপেক্ষা অল্প হলে কম বলা যায়। ঐরূপ কম বস্তু যদি মুখ হতে বের করে হাতে নিয়ে আবার মুখে দিয়ে খেয়ে ফেলে, তবে রোযা ভাঙ্গবে। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ। এমত ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্নরকম মতামত রয়েছে। ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, শুদ্ধতর মত এই যে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবের লিখিত বিবরণ।

যদি কারও দাঁতের মধ্যে সরিষা পরিমাণ কিছু থাকে এবং তা গিলে ফেলে তবে তাতে রোযা ভাঙ্গে না। কিন্তু যদি বাইর হতে একটা সরিষা নিয়ে গিলে ফেলে তবে তাতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে এটাতে কাফফারা আবশ্যক হওয়ার

ব্যাপারে মতভেদ আছে। গ্রহণযোগ্য মত হল, যদি তা না চিবিয়ে গিলা হয়, তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে। এটা গিয়াসিয়া এবং কাজীখানের ফতোয়া। এটাই বিশুদ্ধতর অভিমত। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি এটা চিবিয়ে গিলে ফেলে, তবে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি তার স্বাদ গলায় অনুভূত হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এটাই সঠিক ফতোয়া। আর প্রত্যেক দ্রব্য চিবানোর মধ্যে এটাই সঠিক বিধান। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। যদি গমের দানা চর্বণ করে তবে রোযা বাতিল হবে না। কারণ এটা মুখের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি একটি খাদ্যের লোকমা অন্য ব্যক্তিকে খাওয়বার জন্য চিবিয়ে পরে তা নিজে গিলে ফেলে তবে প্রকাশ্য মতে, কাফফারা আবশ্যক হবে না। যদি সেহরীর কোন লোকমা মুখের মধ্যে থেকে যায় এবং ভোর হবার পর তা গিলে ফেলে অথবা ভুলবশতঃ রুটির টুকরা খাবার জন্য মুখে নিয়ে চিবানোর পর তার রোযার কথা মনে হয়, তা মুখ হতে বের আনার আগেই যদি গিলে ফেলে তবে তার উপর কাফফার আবশ্যক হবে। আর যদি মুখ হতে বের করে তারপর গিলে ফেলে, তবে কাফফারা আবশ্যক হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা। কাজীখানের ফতোয়া ।

যদি অপর ব্যক্তির থুক গিলে ফেলে তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে, কাফফারা আবশ্যক হবে না। কিন্তু বন্ধুর মুখের থুক হলে কাফফারা আবশ্যক হবে। যদি নিজের থুক হাতে নিয়ে তারপর মুখে দিয়ে গিলে ফেলে তবে রোযা ভাঙ্গবে কিন্তু কাফফারা লাগবে হবে না। যদি কারও ঠোঁট কথা বরার সময়ে বা অন্য কারণে থুকে ভিজে যায় তারপর তা গিলে ফেলে, তবে ওজরের কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। এটা জাহেদী কিতাবের বিবরণ। কারও এই প্রকার রোগ আছে যে, তার মুখ হতে পানি বের হয়, আবার তা মুখে প্রবেশ করে হলকুমের নীচে চলে যায়, তবে তার রোযা ভাঙ্গে না। এটা তাতারখানিয়ায় লিখিত আছে। যদি কুলি করার পর কিছু সিক্ততা অর্থাৎ সামান্য পানি মুখের মধ্যে থাকে এবং তা থুকের সঙ্গে গিলে ফেলে, তবে তাতে রোযা ভাঙ্গে না। কারণ তা থুকেরই অনুরূপ। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিখিত হয়েছে।

যদি কেউ রক্ত খেয়ে ফেলে তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে তার উপর কাজা আবশ্যক হবে। কাফফারা লাগবে হবে না। কেননা তা তবিয়তের অনিচ্ছাসূচক। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের লিখিত বিবরণ। রক্ত যদি দাঁতের গোড়া হতে বের হয়ে হলকুমের মধ্যে চলে যায় এবং বেশির ভাগ যদি থুক হয়, তবে কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি রক্তের পরিমাণ থুক অপেক্ষা বেশি হয়, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি উভয় সমান হয়, তা হলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। কোন রোযাদার ব্যক্তি রেশমের কাজ করে এবং কিছু রেশম তার মুখের মধ্যে চলে গেল। আর তার সবুজ, হলুদ বা লাল রং উঠে থুকের সাথে মিলে থুক রঙ্গিন হয়ে গেল এবং ঐ থুক হলকুমের ভিতর চলে গেল। তবে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। যে সমস্ত জিসি খাওয়া উদ্দেশ্য নয় এবং তা হতে বেচে থাকাও সম্ভব নয়, যেমন-মাছি ইত্যাদি। যদি হঠাৎ মাছি কোন রোযাদারের মুখ দিয়ে পেটের মধ্যে চলে যায়, তবে রোযা ভাঙ্গবে না। এটা ইজাহে কিরমানী কিতাবে লিখিত আছে। যদি কেউ মাছি ধরে তা খেয়ে ফেলে, তবে তার উপর কাজা লাযেম হবে কাফফারা লাগবে না। এটা শরহে তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

যদি কারও হাই আসার কারণে মাথা জাগিয়ে সে মুখ হাঁ করে এবং উপরন্থ কোন নল দিয়ে পানির ফোটা তার গলার মধ্যে গিয়ে পড়ে, তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। যদি বৃষ্টির পানি অথবা বরফের টুকরা কোন প্রকারে মুখের মধ্যে ঢুকে, তবে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে এটিই শুদ্ধতর অভিমত। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। যদি কারও গলার ভিতরে ধুলা-বালু অথবা ঔষধের স্বাদ অথবা ধূয়া অথবা জীর্ণ মৃত্তিকা, যা বাতাসে কিংবা পশুর হাটায় উড়ে এসে গলার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তাতে রোযা ভাঙ্গবে না। এটা সিরাজুল

www.nagorikpathagar.org

ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত আছে। যদি রোযাদারের মুখে চোখের অশ্রু প্রবেশ করে তবে দু'এক ফোটা পরিমাণ অল্প হলে রোযা ভাঙ্গবে না। আর যদি এই পরিমাণ বেশি হয় যে, এটার লবণাক্ত স্বাদ মুখে অনুভূত হয় এবং তা হলকুমের নীচে যায়, তবে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। এভাবে যদি মুখমণ্ডলের ঘর্ম রোযাদারের মুখে প্রবেশ করে, তবে তার হুকুমও চোখের পানি অনুরূপ। এটা খোলাছাহ কিতাবের লিখিত বিবরণ। দেহের লোমকূপ দিয়ে যে তেল ভিতরে প্রবেশ করে তাতে রোযা ভাঙ্গে না। এটা শরহে মাজমাআ কিতাবের লিখিত বিবরণ।

যে ব্যক্তি গোসল করে তার সিক্ততা শরীরের ভিতরে অনুভব করে, তবে তাতে রোযা ভাঙ্গে না। এটা নাহরুল ফায়েক কিতাবে লিখিত আছে। যদি চোখের মধ্যে কোন ঔষধ লাগানো হয়, তবে আমাদের মাযহাবে রোযা ভাঙ্গে না। যদিও ঐ ঔষধের স্বাদ গলার ভিতরে অনুভূত হয়। যদি কারও থুকের ভিতরে সুরমার ঝাঝ বা রং প্রকাশ পায়, তবে সাধারণ মাশায়েখদের মতে রোযা ভাঙ্গে না। এটা যখীরাহ কিতাবে লিখিত আছে। আর এটাই বিশুদ্ধতর বলে তাবিয়ীন কিতাবে লিখিত আছে। যদি কারও আপনা হতে মুখ ভরে বমি হয় অথবা তদপেক্ষা কম বমি হয় এবং তা আবার আপনা হতে ফিরে যায় অথবা নিজে ফিরিয়ে রাখে কিংবা বের হয়ে আসে, তবে যদি নিজে ইচ্ছা করে ফিরিয়ে রাখে বা ইচ্ছা করে মুখ ভরে বমি করে, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এই অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না। আর এসব হুকুম শুধু তখন হবে, যখন বমির ভিতরে আহার্য দ্রব্য এবং পিত্ত ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু যদি বমির মধ্যে শুধু কফ হয় তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) সে ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতই এক্ষেত্রে অপর দুই ইমামের মত অপেক্ষা বেশি উত্তম। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যে ব্যক্তি নাকে ও কানে তেল ঢুকিয়ে দেয় তার রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাফফারা ওয়াজিব হয় না। এটা হেদায়া কিতাবে লিখিত হয়েছে। আর যদি নিজের চেষ্টা ছাড়া আপনা হতে তেল ঢুকে যায়, তাতেও রোযা ভেঙ্গে যায়। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিখিত আছে। যদি কারও কানের ভিতরে পানি ঢোকে তবে তাতে রোযা ভাঙ্গে না। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এটাই বিশুদ্ধ বলে লিখিত আছে। যদি কেউ পেশাবের মাকামে কিছু প্রবেশ করায় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট রোযা ভাঙ্গে না। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিখিত আছে। পানি এবং তেল উভয়ের ক্ষেত্রেই এক হুকুম। তবে তা যদি পুরুষাঙ্গের মুলদেশ অতিক্রম করে ভিতরে চলে যায় তা হলে রোযা ভঙ্গের হুকুম হবে। কিন্তু তা পুরুষাঙ্গের বর্হিভাগের ভিতরে থাকলে সকলের মতেই রোযা ভাঙ্গবে না। তা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় প্রকার–যাতে কাজা ও কাফফারা উভয় আবশ্যক হয়। যে ব্যক্তি সামন ও পিছনের রাস্তার যে কোন রাস্তায় ইচ্ছাকৃতভাবে সঙ্গম করে, তার উপর কাজা ও কাফফারা উভয় আবশ্যক হয়। এই দুই রাস্তার সঙ্গমে বীর্যপাতের শর্ত নেই। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ। আর স্ত্রী যদি এ কাজে স্বামীর বাধ্য থাকে, তবে তার উপর এই হুকুম প্রযোজ্য। আর যদি সে বাধ্য না থাকে; বরং তার সাথে জবরদস্তিমূলক সঙ্গম করা হয়, তবে তার উপর কাজা করা আবশ্যক হবে। কাফফারা দিতে হবে না। আর প্রথমে যদি জবরদস্তির কারণে মজবুর হয় কিন্তু পরে রাজী হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও এই হুকুম। এটা ফতোয়া কাজীখানের।

যদি কোন স্ত্রীলোক কোন বালক কিংবা পাগলকে তার সাথে সঙ্গমে বাধ্য করে নেয়, তবে সকলের সম্মিলিত মতে উক্ত স্ত্রীলোকের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। এটা জাহেদী কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ ইচ্ছাপূর্বক এই রকম দ্রব্য খায়, যা খাদ্য বা ঔষধ জাতীয়, তবে তার উপর কাফফারা আদায় করতে হবে। এই হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে, যখন

www.nagorikpathagar.org

তা খাদ্য অথবা ঔষধ হিসাবেই খাবে। আর যদি সেই হিসাবে খাওয়া না হয়, তবে কাফফারা দিত হবে না। (শুধু) কাজা ওয়াজিব হবে। এটা খাযীনাতুল মুফতীন কিতাবের বিবরণ।

অতএব রোযাদার ব্যক্তি যদি রুটি কিংবা পানাহারের জন্য দ্রব্য কিংবা তেল কিংবা দুধ পানাহার করে অথবা মেশক জাফরান বা কর্পূর খায়, তবে আমাদের নিকট তার উপর কাজা এবং কাফফারা উভয় আবশ্যক হবে। এই ফতোয়া কাজীখানের ।

এভাবে যদি সিরকা অথবা টক পানি অথবা তরকারি অথবা খরবুজা অথবা বিত্তাই অথবা আঙ্গুর কিংবা বৃষ্টি বা বরফের পানি ইচ্ছাকৃতভাবে পান করে ফেলে, তবে তার হুকুমও উক্তরূপ বর্তাবে। এভাবে যদি ঐরূপ মাটি খেয়ে ফেলে যা ঔষধরূপে খাওয়া হয়, তবে তারও হুকুম ঐরূপ হবে। এভাবে কাঁচা গোশত কিংবা কাঁচা চর্বি খেলে মোখতার কওল অনুযায়ী তার হুকুমও উক্তরূপ হবে। এটা খাযীনাতুল মুফতীন কিতাবের বর্ণনা। আর যদি তা গলার মধ্যে চলে যায় তবে তা ভুনা হলে কাফফারা আদায় করতে হবে। আর ভুনা না হলে কাফফারা আদায় করতে হবে না। কারণ হল ঐ সব বস্তু ভুনা করে খাওয়াই নিয়ম। ভুনা করা ছাড়া তা খাওয়া হয় না। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিখিত হয়েছে। যবের আটার সাথে যদি মাখন অথবা দধি মিলানো থাকে, তবে তা খেলে কাফফারা দেওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি গম খায়, তবে তার হুকুমও উক্তরূপ। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। আর যদি যবের গাছ খেয়ে ফেলে, তবে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে। কেননা তার মধ্যে মিষ্টি স্বাদ নিহিত এবং তার ভিতরে মজা পাওয়া যায়। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যে সকল কারণে রোযা না রাখা যায়

ঐ সকল ওজরের মধ্যে এক ওজর হল, মুসাফির অবস্থায় সফর করা রোযা না রাখা বৈধ করে দেয়। যেদিন হতে সফর শুরু করা হয়, সেদিন রোযা ভঙ্গ করার জন্য ওজর নয়। এটা গিয়াসিয়াহ কিতাবের বিবরণ। তবু যদি রোযা ভাঙ্গে তবে তজ্জন্য কাফফারা দিতে হবে না। আর যদি রোযা ভেঙ্গে সফর করে তবে কাফফারা আবশ্যক হবে। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। যদি কোন ব্যক্তি ভোর বেলা ইচ্ছা করে পানাহার করে, তারপর বাদশাহ তাকে জবরদস্তি করে সফর করায়, তবে সম্মিলিত বর্ণনানুসারে কাফফারা বাদ হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবে লিখিত হয়েছে। যদি রমজান মাসে কোন ব্যক্তি সফরে বের হয় এবং ভুলবশতঃ কোন জিনিস ফেলে যাওয়ায় তা নিবার জন্য আবার বাড়িতে ফিরে আসে এবং বাড়ীতে পানাহার করে পুনরায় সফরে যায়, তবে কেয়াস অনুযায়ী তার উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। কারণ হল, তার সফর মৌকুফ হয়ে গিয়েছিল। ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, আমরা এই মাসয়ালাই গ্রহণ করেছি। এটা গিয়াসিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

রোযা না রাখার আর এক ওজর রোগ-ব্যাধি। রোগী ব্যক্তির যদি প্রাণহানি কিংবা কোন অঙ্গ বিনষ্ট হওয়ার ভয় হয়, তবে ইজমা মতে হুকুম হল যে, সে রোগী রোযা ভাঙ্গবে। আর যদি রোগ বৃদ্ধি কিংবা তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ভয় থাকে, তা হলেও আমাদের মতে একই হুকুম প্রয়োজ্য। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গলে কাজা আদায় করতে হবে। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিখিত আছে। উপরোক্ত রূপ ভয়ের ব্যাপার রোগী নিজের জ্ঞান-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করবে। আর এটা শুধু তার খেয়াল-খুশীসম্ভূত বিচার দ্বারাই হবে না; বরং ঐ ব্যাপারে তার প্রবল বা নিশ্চিত ধারণার সৃষ্টি হতে হবে। চাই তা কোন লক্ষণ বা আলামতের মাধ্যমে হোক বা কোন মুসলিম ডাক্তারের মন্তব্যের মাধ্যমে হোক। এটা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন সুস্থ ব্যক্তির এই ভয় হয় যে, সে রোযা রাখলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে, তবে তার হুকুমও উক্ত রোগীর হুকুমের অনুরূপ হবে। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ। যদি কারও পালামত জ্বর আসার দিন হয় এবং জ্বর আসার পূর্বেই সে কিছু খায়, তবে তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। এটা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ। যদি কারও দুইদিন পর পর তৃতীয় দিন জ্বর আসে এবং সে জ্বর আসলে দুর্বল হয়ে যাবে, এই ভয়ে খাওয়া-দাওয়া এবং তারপর তার জ্বর না আসে তবে তার উপর কাফফারা আদায় করা আবশ্যক হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবে লিখিত হয়েছে। স্ত্রীলোকদের রোযা না রাখা জায়েয হওয়ার অন্যতম ওজর হল হামেলা বা গর্ভবতী হওয়া এবং সন্তানকে দুধপান করানো। গর্ভবতী এবং স্তন্যবতী এবং স্তন্যদায়ী নারী যদি রোযার দ্বারা নিজের কিংবা সন্তানের প্রাণহানির ভয় করে, তবে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার কাজা আদায় করবে তবে কাফফারা আদায় করতে হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবে লিখিত হয়েছে।

স্ত্রীলোকদের রোযা না রাখা জায়েয হওয়ার আর এক প্রকার ওজর হল হায়েজ নেফাস। যদি কোন স্ত্রীলোকের হায়েজ নেফাস হয় তবে রোযা রাখবে না। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ। যদি কোন স্ত্রীলোকের হায়েজ আসার ধারণা থাকে এবং এজন্য সে রোযা ভাঙ্গে, আর সেদিন তার হায়েজ না আসে, তবে অধিক প্রকাশ্য মাসয়ালা হল, তার উপর কাফফারা আদায় করা আবশ্যক হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। যদি রাতের বেলা হায়েজ হতে পাক হয়ে যায় এবং হায়েজ পুরা দশদিন হয়, তবে পরদিন ভোরে রোযা রাখবে। আর যদি হায়েজ দশদিনের কম হয়ে থাকে, আর যদি সে রাত্রে এতটুকু সময় পায় যে, গোসল করার পরও কিছু রাত্রি বাকি থাকে, তা হলেও পরদিন ভোরে রোযা রাখবে। আর যদি গোসল সারার সঙ্গে সঙ্গে ফজর উদিত হয়, তা হলে পরদিন ভোরে রোযা রাখবে না।

রোযা না রাখা জায়েয হওয়ার আর এক ওজর হল ক্ষুধা-তৃষ্ণা। যদি কারও রোযা রাখায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কারণে প্রাণ বিনাশ কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপের ভয় থাকে, যেমন–কোন বাঁদীর কাজ করতে করতে অচল হয়ে গিয়ে রোযার কারণে জীবন নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে, আর এভাবে যে ব্যক্তির মনিব বা বাদশাহর দেওয়া কঠোর কাজ করতে করতে গরমের দিনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়, তবে তাদের রোযা ভাঙ্গা জায়েয হবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে।

রোযা না রাখা জায়েয হবার আর এক ওজর হল অধিক বার্দ্ধক্য। বৃদ্ধ মানুষ রোযা রাখতে সমর্থ না হলে রোযা রাখবে না এবং প্রত্যেকটি রোযার বদলে মিসকীনকে (দুই বেলা করে) খাওয়াবে। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরও এই হুকুম। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বর্ণনা। অতি বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি, যে প্রতিদিন দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে যেতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে। তাদের জন্য সমস্ত রোযার ফিদইয়া রোযার প্রথম দিকে বা শেষের দিকে যে কোন সময়ে আদায় করা জায়েয। আর যদি ফিদইয়া আদায় করার পর রোযা রাখার সক্ষমতা আসে, তবে ফিদইয়ার হুকুম তার উপর হতে বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উপর কাজা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এটা নেহায়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি কসম বা কতলের কাফফারার রোযা হয় এবং অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সে তা রাখতে না পারে, তবে তার বদলে খাবার খাওয়ান জায়েয হবে না।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানতের মাসায়েল

মানতের ক্ষেত্রে মূল ব্যাপার হল, মানতের শর্ত ছাড়া মানত শুদ্ধ হয় না। তার প্রথম শর্ত হল, এমন কোন বস্তুর মানত না করা যা করা শরীয়তেই ওয়াজিব করা হয়েছে। এই কারণেই কোন রোগীর সেবার মানত করা, শুদ্ধ হবে না। কেননা রোগীর সেবা করা শরীয়তে ওয়াজিব হিসেবে নির্দ্ধারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত হল, যার মানত করা হবে তা মকসুদ-বিজ্জাত হওয়া চাই। উসীলা না হওয়া চাই। কাজেই অজু বা সিজদাহ তিলাওয়াতের মানত করা জায়িয হবে না।

তৃতীয় শর্ত হল, যার মানত করা হবে, তা বর্তমানে বা অন্য কোন সময়ে ওয়াজিব না হওয়া। কাজেই কেউ যদি জোহরের নামায বা অন্য কোন ওয়াক্তের নামায আদায় করার মানত করে, তবে তা শুদ্ধ হবে না। এটা নেহায়াহ কিতাবের বিবরণ।

চতুর্থ শর্ত হল, যে বস্তুর মানত করা হবে, তা যেন কোন গুনাহর কাজ না হয়। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত হয়েছে। কাজেই যদি কেউ এরূপ মানত করে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি কোরবানীর দিন রোযার মানত করলাম, তবে ঐদিন রোযা রাখবে না। পরে তার কাজা করবে। এই মানত শুদ্ধ বৈ কি, কারণ রোযা রাখা শরীয়ত সিদ্ধ। তবে ঐদিন রোযা না রাখার কারণ আলাদা। অর্থাৎ কোরবানীর দিনকার আল্লাহ পাকের দাওয়াতকে রোযা রাখার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যদি এ দিন রোযা রাখা হয় তবে মানতের ওয়াজিব অবশ্য আদায় হয়ে যায়। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ।

মানতের জন্য এটা ছাড়া আরও একটি শর্ত রয়েছে, তা হল, যার মানত করা হবে, তা আদায় করা যেন অসম্ভব বা অসাধ্য না হয়। অতএব যদি কেউ বিগত দিন রোযা রাখার মানত করে, তবে মানত বিশুদ্ধ হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার যিম্মায় ওয়াজিব হল, যেদিন অমুক ব্যক্তি আসবে, সেদিন আমি রোযা পালন করব। অতঃপর সেই লোকটি এমন সময়ে এল যে, যখন সে খাবার খেয়েছে। অথবা মানতকারিণী স্ত্রীলোক ছিল, তার হায়েজ শুরু হয়েছে, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এই ফতোয়া কাজীখানের এবং এটাই উত্তম।

আর যদি সে ব্যক্তি যাওয়ালের পরে আসে, তবু হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী কিছু ওয়াজিব হবে না। অন্য কোন ইমাম হতে এই মাসয়ালায় কোন কিছু বর্ণিত নাই। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার যিম্মায় ওয়াজিব হল, যে দিন অমুক ব্যক্তি আসবে, ঐদিন আমি সর্বদা রোযা রাখব। অতঃপর সেই ব্যক্তি এমন দিন এল যে, সেদিন সে পানাহার করেছে। তা হলে সেদিনের রোযা তার উপর ওয়াজিব হবে না। পরবর্তীতে তার অনুরূপ প্রত্যেক রোযার বদলে রোযা তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি কেউ নিজের উপর এরূপ ওয়াজিব করে নেয় যে, যেদিন অমুক ব্যক্তি আসবে, ঐদিন হামেশা রোযা রাখব। তারপর সে অন্য একটি মানত এই করল যে, যেদিন অমুক ব্যক্তির অপরাধ মাফ হবে, ঐদিন সদাসর্বদা রোযা রাখব। তারপর যে লোকের আসার বিষয় মানত করা হয়েছিল, সে লোক আসল তারপর যে লোকের অপরাধ মাফের বিষয় মানত করা হয়েছিল সে লোকের অপরাধ ও পূর্বোক্ত লোকটির আসার দিন মাফ করা হল। এমতাবস্থায় মানতকারী লোকটির সর্বদা শুধু সেই একটি দিনই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে, তার বেশি নয়। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি কেহ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি একদিন রোযা রাখব। তবে তার উপর একদিনের রোযা ওয়াজিব হবে এবং তার জন্য দিন নির্দিষ্ট করা তারই ইচ্ছাধীন। ইজমা মতে ঐ রোযা রাখায় তার প্রতি স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি অর্দ্ধেক দিন রোযা রাখব। তবে তার মানত শুদ্ধ হবে না। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি দুদিন অথবা তিনদিন অথবা দশদিন রোযা রাখব। তবে তার ঐ মানত অনুযায়ী-ই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি উক্ত রোযা রাখার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে নেয় তবে তা পৃথক পৃথক কিংবা একসাথে যে কোন রকমই রাখতে পারে। কিন্তু যদি মানতের মধ্যেই একসাথে রাখার নিয়ত করে থাকে, তবে একসাথে রাখাই আবশ্যক হবে; সুতরাং একসাথে রোযা রাখার নিয়তের স্থলে যদি একদিন রোযা রেখে তার পরবর্তী দিন রোযা না রাখে অথবা এই রোযার মিয়াদের মধ্যে স্ত্রীলোকের হায়েজ হয় তবে পুনরায় নূতন করে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি আলাদা আলাদা রোযা রাখার নিয়ত করে থাকে এবং একসাথে রোযা রাখে, তবে তা জায়েয হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব হল যে, আমি একসাথে দশদিন রোযা রাখব। তারপর সে পনের দিন রোযা রাখল কিন্তু মাঝে একদিন রোযা রাখা হল না। কিন্তু এটা সে ঠিক রাখতে পারল না যে, ঐদিনটি কি পাঁচদিনের মধ্যে কোন একদিন, না দশদিনের মধ্যে কোন একদিন ছিল? তবে এমতাবস্থায় তার আরও পাঁচদিন একসাথে রোযা রাখতে হবে। তা হলে তার কোন না কোন দশদিন একসাথে রোযা রাখা হয়ে যাবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি একদিন এবং একদিন রোযা রাখব। তবে তার উপর একদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি সে ঐ কথার দ্বারা হামেশা রোযা রাখার নিয়ত করে, তবে তার কথা অনুরূপই ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি রোযা রাখব, তবে তার উপর একদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় কয়েকদিনের রোযা ওয়াজিব। তবে তিনদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি তদপেক্ষা বেশি দিনের নিয়ত করে, তবে তদনুযায়ী ওয়াজিব হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে বেশি কয়দিনের রোযা আমার যিম্মায় ওয়াজিব; কিন্তু দিনের সংখ্যা নিয়ত না করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তার উপর দশদিনের রোযা ওয়াজিব হবে এবং ছাহেবাইনের (রহঃ) নিকট সাতদিনের রোযা ওয়াজিব হবে।

আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় কয়েকদিনের রোযা ওয়াজিব, তবে সিরাজিয়াহ কিতাবের বর্ণনা মতে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট দশদিন এবং সাহেবাইনের নিকট সাতদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, দশ এবং আরও কয়েকদিনের রোযা ওয়াজিব, তবে তেরদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। এটা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি এত এতদিন রোযা রাখব, তবে এগারদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, এত এবং এতদিন রোযা রাখব, তবে একুশদিন রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া ।

কোন ব্যক্তি বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় এক জুমুআর রোযা ওয়াজিব, তবে সাতদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি সে তার কথা দ্বারা খাস জুমুআর দিনের নিয়ত করে, তবে সেই এক দিনের রোযাই ওয়াজিব হবে। এটা নিধ্যারিত হবে তার কথা দ্বারাই। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি জুমুআর দিনের রোযা রাখব, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট দশ জুমুআর রোযা ওয়াজিব হবে এবং

www.nagorikpathagar.org

ছাহেবাইনের নিকট সারা জীবনের জুমুআর রোযা ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, এই মাসের জুমুআর রোযা রাখব, তবে তার উপর ঐ মাসে যতটি জুমুআর দিন আছে, ততটি রোযা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, বৃহস্পতিবার রোযা রাখব, তবে সর্বপ্রথম যে বৃহস্পতিবার আসবে, সেই বৃহস্পতিবারই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রোযা রাখা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি সে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রোযা রাখার নিয়ত করে, তবে ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি রোযা রাখব শনিবার আটদিন। তবে তার উপর দুই শনিবার রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি রোযা রাখব সাতদিন। তবে তার উপর সাত শনিবার রোযা রাখা ওয়াজিব হবে । কারণ হল, শনিবার সাতদিনে ফিরে আসে না, সুতরাং লোকটির কথা সংখ্যার উপর প্রযোজ্য হবে। এটা প্রথম ছুরতের বিপরীত। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ মানত করে যে, সামনের বৃহস্পতিবার রোযা রাখব। কিন্তু বৃহস্পতিবার রোযা রাখল না। তবে তার উপর কাজা করা আবশ্যক হবে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি কাজা আদায় করতে দেরী করে ফেলে, এমন কি চরম বার্দ্ধক্যে পৌঁছে যায়, অথবা সর্বদা মানত রোযা রাখতে রাখতে অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়ে, অথবা উপার্জন কর্মে ব্যস্ত হয়ে একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবে তার জন্য রোযা না রাখা জায়েয আছে এবং উক্ত না রাখা রাখাটির বদলে একজন মিসকীনকে আহার করিয়ে দিবে। আর যদি অভাবের কারণে মিসকীনকে আহার করাতে না পারে, তবে মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যেহেতু আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল। আর যদি মৌসুমের প্রতিকূলতায় যেমন অত্যধিক গরমের কারণে রোযা রাখতে না পারে, তা হলে রোযা না রাখা জায়েয হবে; বরং শীতের মৌসুমের অপেক্ষায় থাকবে এবং তখন রোযার কাজা আদায় করে নিবে। এটা ফতহুল কাদীরে লিখিত আছে।

আর যদি কারও মনের খেয়াল এই থাকে যে, সে একদিন রোযা রাখবে কিন্তু তার মুখ হতে বের হয়ে গেল যে, সে একমাস রোযা রাখবে, তবে তার উপর একমাস রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। কারণ এই যে মানতের হুকুমে মনের খেয়াল এবং গায়রে খেয়ালে কোন তারতম্য নেই। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় পূর্ণ মাসের রোযা রাখা ওয়াজিব। তবে ত্রিশদিনের রোযা ওয়াজিব হবে এবং যে কোন মাসকে তা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করতে পারে। মানতের সাথে সাথেই আদায় করা ওয়াজিব নয়। এমন কি দেরী করার কারণে পাপীও হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি এই মাসের রোযা রাখব। তবে সেই মাসের যতদিন বাকি থাকবে, ততদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। এটা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি পূর্ণ মাসের রোযা রাখার নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত অনুরূপই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি একই সঙ্গে এক মাস রোযা রাখব, তবে তার উপর এক সাথেই একমাসের রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি এক সাথে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে রাখার বিষয় উল্লেখ না করা হয়, তবে যদি সে একটি মাস রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করে সেই মাসের একদিন রোযা না রাখে তবে তার কাজা আদায় করবে। প্রথম হতে আবার রোযা রাখা শুরু করতে হবে না। আর যদি ঐ মাসের একদিনও রোযা না রাখে, তবে সে তার একসাথে কিংবা আলাদা আলাদা কাজা করতে পারবে। এটা জাহেদী কিতাবের বিবরণ।

আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, শাওয়াল, যিলক্বদ এবং যিলহজ্জ মাসের রোযা রাখব। অতঃপর চাঁদের হিসাব মত রোযা রাখল এবং যিলক্বদ ও যিলহজ্জ উভয় মাস ত্রিশ ত্রিশদিনের

www.nagorikpathagar.org

হল এবং শওয়াল মাস উনত্রিশ দিনে হল, তবে তার উপর আরও পাঁচদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। তার দুই রোযা ঈদের দুই দিনের এবং তিন রোযা আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিনের। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আমি তিন মাসের রোযা রাখব। আর সে শওয়াল, যিলকৃদ এবং যিলহজ্জ এই তিনটি মাস রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করে নিল, তবে যিলকৃদ এবং যিলহজ্জ মাস দুইটি হল ত্রিশ ত্রিশদিনের এবং শওয়াল মাসটি হল উনত্রিশ দিনের। এক্ষেত্রে তার উপর ছয় দিনের রোযার কাজা করা ওয়াজিব হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, রমজান মাসের অনুরূপ একটি মাসের রোযা রাখব। তবে সে যদি রমজান মাসের অনুরূপ একসাথে লাগাতারভাবে রোযা রাখার নিয়ত করে থাকে, তবে একমাসের লাগাতারভাবে রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। আর যদি দিনের সংখ্যার দিক দিয়ে অনুরূপ বলে থাকে, অথবা কিছুই নিয়ত না করে থাকে, তবে ত্রিশদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। চাই তা আলাদ আলাদা আদায় করুক বা চাই তা একসাথে আদায় করুক। এটা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি খালি ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে রমজানের অনুরূপ বলা হয়ে থাকে, তবে তার জন্য পৃথক পৃথক রোযা রাখা জায়েয হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া । আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় এই বৎসরের রোযা ওয়াজিব। তবে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং আইয়্যামে তাশরীকের রোযা রাখবে না, এর কাজা করবে। যেভাবে হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে। এই হুকুম তখন প্রযোজ্য, যখন সে ঈদুল ফিতরের পূর্বে ঐরূপ বলবে। আর যদি শওয়াল মাসে বলে তবে ঈদুল ফিতরের কাজা তার উপর আবশ্যক হবে না। এভাবে যদি সে তা আইয়্যামে তাশরীকের পরে বলে, তবে ঈদ এবং আইয়্যামে তাশরীকের কাজা ওয়াজিব হবে না। এটা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ই'তিকাফের মাসায়েল

ই'তিকাফের অর্থ, তাৎপর্য, প্রকারভেদ, আরকান, শর্ত, আদব, মাধুর্য এবং তার ভঙ্গকারী ও মাকরূহকারী প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ই'তিকাফের সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও অর্থ হল, ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। এটা নেহায়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ই'তিকাফ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার ওয়াজিব। তা মানতের ই'তিকাফ, চাই উক্ত মানত কোন শর্তযুক্ত হোক বা না হোক। দ্বিতীয় প্রকার হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তা রমজানের শেষ দশদিনের ই'তিকাফ। তৃতীয় প্রকার হল, মুস্তাহাব। তা উল্লিখিত দুই প্রকার ছাড়া অন্য যাবতীয় ই'তিকাফ। এটা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিখিত আছে।

ই'তিকাফের ভিতরে অনেক শর্ত আছে। যেমন ঃ প্রথম নিয়ত করা। নিয়ত ছাড়া ই'তিকাফ করলে ইজমা' মতে তা জায়েয হবে না। এটা মে'রাজুদ্দেরায়া কিতাবের বিবরণ। দ্বিতীয় মসজিদে জামাত হওয়া। অর্থাৎ যে মসজিদে আযান ইকামত হয়, সেই মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা খোলাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য মসিজদে হারামে ই'তিকাফ করা সর্বাধিক উত্তম। তারপর উত্তম হল মসজিদে নববীতে (সাঃ) ই'তিকাফ করা, তারপর উত্তম হল মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাসে ই'তিকাফ করা, তারপর উত্তম জামে' মসজিদে, তারপর উত্তম যে মসজিদে জামাত হয়। এটা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ। স্ত্রীলোকগণ ঘরের মধ্যে যেখানে বসে নামায পড়া হয়, সেখানে ই'তিকাফ করবে। স্ত্রীলোকদের জন্য ঐরূপ স্থানে ই'তিকাফ করা পুরুষদের জন্য জামাত হয় এমন

www.nagorikpathagar.org

মসজিদে ই'তিকাফ করার অনুরূপ। ই'তিকাফে বসে ই'তিকাফের স্থান হতে কোন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া নিষিদ্ধ। এটা শরহে মবসুত কিতাবের বিবরণ।

জামাত হয় মহিলাদের জন্য এমন মসজিদে ই'তিকাফ করাও জায়েয, তবে তা মাকরূহ। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য প্রথমোক্ত স্থানে ই'তিকাফ করাই মহিলাদের জন্য উত্তম। তাদের জন্য গৃহমধ্যে নামাযের জায়গা ছাড়া অন্যস্থানে ই'তিকাফ করাও জায়েয। এটা তাবিয়ীন কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি স্ত্রীলোকদের জন্য ঘরের মধ্যে নামাযের জন্য কোন জায়গা নির্দিষ্ট না থাকে, তবে কোন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নিবে এবং সেখানেই ই'তিকাফ করবে। এটা জাহেদী কিতাবের বিবরণ।

তৃতীয়, ই'তিকাফের জন্য আর একশর্ত ই'তিকাফকারীর রোযাদার হওয়া চাই এবং তা ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) জাহের রাওয়ায়েত অনুসারে নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। ছাহেবাইনের মতও এরূপ।

জাহের মাযহাব অনুযায়ী ই'তিকাফের সর্বনিম্ন মুদ্দতের কোন সীমা নাই। এমন কি যদি মসজিদে প্রবেশ করে এবং এরূপ নিয়ত করে যে, মসজিদ হতে বের না হওয়া পর্যন্তই আমার ই'তিকাফ। তবে তাও সিদ্ধ, এটা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে। আগে যদি কেউ একরাত ই'তিকাফের মানত করে, অথবা এমন কোন ই'তিকাফের মানত করে, যেদিন কিছু পানাহার করেছে, তবে মানত শুদ্ধ হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, পূর্ণ মাস রোযা ছাড়া ই'তিকাফ করব, তবে তার উপর ই'তিকাফ করা এবং রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

মানতের জন্য শর্ত হল, রোযা যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন (চলবে)। শর্ত এটা নয় যে, ই'তিকাফের জন্যই রোযা রাখবে। যেমন কেউ যদি রমজান মাসের ই'তিকাফের মানত করে তবে তার মানত শুদ্ধ হবে। এটা যখীরাহ কিতাবে লিখিত আছে। তারপর যদি সে রমজান মাসের রোযা রাখে কিন্তু ই'তিকাফ না করে, তবে তার উপর একমাস ই'তিকাফের কাজা করা ওয়াজিব হবে এবং ই'তিকাফের পুরা একমাস রোযাও রাখতে হবে। এটা মুহীত কিতাবের বর্ণনা। আর যদি সে অন্য কোন মাসে উক্ত কাজা আদায় না করে এবং ইতোমধ্যে পরবর্তী রমজান মাস এসে পড়ে এবং সে সেই রমজান মাসে উক্ত মানত ই'তিকাফ করে, তবে তার সেই মানত আদায় হবে না। এটার কারণ হল, যে রোযা তার ফওত হয়ে গিয়েছে, তা তার যিম্মায় এখন ওয়াজিব এবং মকছুদ-বিজজাত হয়েছে। নিয়ম হল, যে বস্তু বিজজাত মকছুদ হয়ে যায, তা অন্যের দ্বারা আদায় হয় না। যেমন কেউ যদি অন্য কোন মাসের ই'তিকাফের মানত করে এবং রমজান মাসে আদায় করে, তবে তা জায়েয হবে না। যদি ই'তিকাফে রোযা ভাঙ্গে, তারপর এক মাসের রোযার ই'তিকাফসহ কাজা করে, তবে জায়েয হবে। কারণ হল, এখানে কাজা মূল বস্তু আদায়ের অনুরূপ হয়েছে। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

যদি প্রাতঃকালে কারও নফল রোযা থাকে, কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার পর সে বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ওয়াজিব এই যে, আজকের রোযার ই'তিকাফ করব। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর কিয়াস অনুযায়ী এই ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। কারণ হল, অজুবে ই'তিকাফ বিগাইরে অজুবে রোযা শুদ্ধ হয় না। এখানে প্রাতঃকালে রোযাটি নফল ছিল; সুতরাং সে রোযা এখন ওয়াজিব হতে পারে না। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

চতুর্থ ই'তিকাফের জন্য আর একশর্ত ই'তিকাফকারী মুসলমান এবং জ্ঞানী হওয়া এবং জানাবাত ও হায়েজ নেফাস হতে পাক হওয়া। কারণ হল, কাফির ব্যক্তি ইবাদাতের যোগ্যতা রাখে না এবং পাগল অজ্ঞান ব্যক্তি নিযত করার যোগ্যতা রাখে না। আর জানাবাত, হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মসজিদের ঢোকা নিষিদ্ধ। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ই'তিকাফ

www.nagorikpathagar.org

শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় সুতরাং কিছু ভাল-মন্দ বুঝে এমন বালক-বালিকার ই'তিকাফ-ই শুদ্ধ হবে। আর পুরুষ হওযা এবং স্বাধীন হওয়াও শর্ত নয়। অতএব স্ত্রীলোকের ই'তিকাফ তার স্বামী থাকলে স্বামীর ইজাযতে শুদ্ধ হয়ে যায় এবং গোলামের ই'তিকাফ তার মনিবের অনুমতি দানে শুদ্ধ হয়ে যায়। এটা বাদায়ে' কিতাবে লিখিত আছে; সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে ই'তিকাপের ইজাযত দিবার পর আবার তা প্রত্যাহার করার তার অধিকার নাই। যদি প্রত্যাহার করে, তবে এই প্রত্যাহার করা শুদ্ধ হবে না কিন্তু মনিব গোলামকে ই'তিকাফের ইজাযত দিবার পর যদি আবার তা প্রত্যাহার করে, তবে প্রত্যাহার করা শুদ্ধ হবে। কিন্তু এজন্য মনিব গুনাহগার হবে। মুকাতিরের মনিবের ইজাযত ছাড়া ই'তিকাফ করার অধিকার আছে। যদি স্ত্রীলোক ই'তিকাফের মানত করে, তবে স্বামীর তা বারণ করার অধিকার আছে। এভাবে গোলাম বা বাদীর ই'তিকাফের মানত করাকে মনিবের বারণ করার অধিকার আছে। এটা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। স্ত্রীলোক স্বামীর বিবাহ হতে মুক্ত হলে এবং গোলাম ও দাসী মনিবের দাস-দাসীত্ব হতে মুক্ত হলে তখন তার কাজা করবে। এটা ফতহুল কাদীরে লিপিবদ্ধ আছে।

ই'তিকাফের রীতি-নীতি ঃ ই'তিকাফের রীতি হল, পুণ্যজনক কথাবার্তা ছাড়া কোনরূপ কথাবার্তা না বলা। রমজান মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফের জন্য আবশ্যক করে নেওয়া। ই'তিকাপের জন্য আফজল মসজিদ নির্দ্ধারিত করা। যেমন মসজিদে হারাম বা যে কোন জামে' মসজিদ নির্দিষ্ট করে নেওয়া। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত আছে। ই'তিকাফের মধ্যে কর্তব্য হল, কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করা, হাদীস শরীফ ও দ্বীনি ইলম সম্পর্কিত আলাপালোচনা ও শিক্ষা আদান-প্রদান করা। হুযুরে পাক (সাঃ) এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের জীবনী আলোচনা করা, আউলিয়ায় কিরামদের দ্বীনি কার্যকলাপের এবং ওয়াজ ও নসীহত সম্পর্কিত আলাপালোচনা এবং দ্বীনি মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা ইত্যাদি। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

ই'তিকাফকারীগণ নিজেদেরকে সেই সমস্ত লোকদের সদৃশ করে থাকে, যাদের শানে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ তারা নাফরমানী করে না সেই নির্দেশসমূহের, যা আল্লাহ হুকুম করেছেন এবং তাই পালন করে, যা আল্লাহ আদেশ করেছেন; এবং যারা দিবারাত্র অক্লান্তভাবে তাসবীহ ও তাহলীল পাঠে রত থাকে।

ই'তিকাফের মাধুর্য এবং সৌন্দর্য এই যে, যেমন ই'তিকাফকারীদের জন্য রোযাদার হওয়া শর্ত এবং রোযাদারগণ আল্লাহ পাকের মেহমানস্বরূপ। এটা নেহায়াহ কিতাবে লিখিত রয়েছে।

ই'তিকাফ ভঙ্গকারী বিষয়গুলি এই যে, যেমন মসজিদ হতে বের হওয়া। অতএব ই'তিকাফকারীদের মসজিদে হতে দিবারাতে যে কোন সময়ে বের না হওয়া চাই। তবে ওজরে বের হওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। আর যদি বিনা ওজরে কিছু সময়ে জন্য বাইরে যায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। চাই ইচ্ছাপূর্বক হোক বা ভুলক্রমে হোক। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিখিত আছে এবং স্ত্রীলোকগণ নিজেদের ঘরের নির্দিষ্ট ই'তিকাফস্থল হতে অন্যস্থানে যাবে না। এটা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীলোক মসজিদে ই'তিকাফে রত থাকে এবং তদবস্থায় তাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে তার গৃহে চলে আসা চাই এবং ঐ ই'তিকাফের উপরই বহাল থাকবে। ই'তিকাফকারীদের পায়খানা-পোশাবের উপলক্ষে বাইরে যাওয়া ও জুমুআর নামায আদায় উপলক্ষে জামে' মসজিদে গমন করা ওজর বৈ কি। যদি পেশাব-পায়খানার জন্য বের হয়, তবে শরয়ী প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করায় দোষ হবে না, তবে অজু করামাত্রই মসজিদে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যদি গৃহে স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশি সময় অবস্থান করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি মসজিদের নিকটে কোন বন্ধু-বান্ধবের ঘর থাকে তবে কাজায়ে হাজত অর্থাৎ প্রয়োজন দূরীকরণার্থে নিজ ঘরে না যেয়ে সেই ঘরে যাওয়া জরুরী নয়। অবশ্য নিজের যদি দুইখানা ঘর থাকে, একখানা দূরে ও একখানা নিকটে তবে কোন কোন ফোকাহার মতে দূরবর্তী ঘরে যাওয়া নাজায়েয। যদি সে ঘরে যায় তবে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। কোন জরুরী হাজতে বের হয়ে ধীরে ধীরে চলা জায়েয আছে। এটা নেহায়াতে লিখিত আছে। পানাহার ও নিদ্রাগমন ইত্যাদি ই'তিকাফের স্থলেই করবে। কেননা এ সকল কাজ মসজিদেই চলতে পারে। এটার জন্য বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। এটা হেদায়ায় লিখিত আছে।

জুমুআর নামায পড়ার জন্য সূর্য পশ্চিম দিকে গড়ালে বের হবে। এই হুকুম তখন হবে, যদি ই'তিকাফের মসজিদ জামে' মসজিদ হতে এতখানি দূরে হয় যে, যাওযালের সময় বের হলে জুমুআর নামায এবং খুৎবাহ হারাবার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি হারাবার ভয় না থাকে, তবে যাওয়ালের অপেক্ষা করলেও এমন সময় বের হবে যে, মসজিদে পৌঁছে খুৎবাহর আযানের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায় করতে পারে। জুমুআর ফরজ আদায়ের পর জামে' মসজিদে চার কিংবা ছয় রকাত নামায আদায় পরিমাণ সময় অবস্থান করবে। এটা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে। তবে যদি সেখানে একদিন একরাত অবস্থান করে অতঃপর সেখানেই ই'তিকাফ পুরা করে তবে ই'তিকাফ বাতিল হবে না কিন্তু মাকরূহ হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে লিখিত আছে। যদি কোন ওজরে মসজিদ হতে বের হয়, যেমন মসজিদ ধসে পড়ল বা জবরদস্তি বের করা হল, এমতাবস্থায় অন্য মসজিদে প্রবেশ করলে উত্তম মত এই যে, ই'তিকাফ বাতিল হবে না। এটা বাদায়ে' কিতাবে আছে। আর এভাবে নিজের জান-মাল রক্ষার কারণে বের হলেও উক্ত হুকুম হবে। এটা তাবিয়ীনে আছে।

আর যদি পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়ে থাকে ও পাওনাদার কিছু সময়ের জন্য তাকে আটকিয়ে রাখে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। ছাহেবাইনের নিকট বাতিল হবে না। ইমাম সুরুখসী বলেন যে, ছাহেবাইনের উক্তি মুসলমানদের জন্য সহজতর বৈ কি! এটা খোলাছায় রয়েছে। ই'তিকাফকারী রোগীর সেবার জন্যও বের হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি জানাযার নামায পড়ার বা পড়াবার জন্য বের হয়, তবে ই'তিকাফ বাতিল হবে। যদিও সে ছাড়া অন্য লোক জানাযার নামায পড়াবার জন্য না থাকে। যদি কোন জলমগ্ন বা অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য বের হয়, তথাপি ই'তিকাফ বাতিল হবে। যখন সকলকে জিহাদের জন্য সাধারণভাবে আহ্বান করা হয় তখন কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বের হলেও ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

আর যদি অসুখের ওজরে কিছু সময়ের জন্য গমন করে তবে ই'তিকাফ বাতিল হবে। এটা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। আর যদি মানত ই'তিকাফের সময়ে এরূপ শর্ত করে নেয় যে, রোগীর সেবা, জানাযার নামায অথবা ইলমী মজলিসে যোগদানের জন্য বাইরে যাবে, তবে জায়েয হবে। এটা তাতারখানিয়ায় দলীলসহ লিখিত আছে। যদি আযানের মিনারের উপর আরোহণ করে, তবে কোনরূপ মতভেদ ছাড়াই ই'তিকাফ বাতিল হবে না। যদিও তার দরজা মসজিদের বাইরে দিয়ে হয়। এটা বাদায়ে' কিতাবে লিখিত আছে। এক্ষেত্রে মুয়াযযিন এবং গায়রে মুয়াযযিন সকলেরই একই হুকুম। এটাই বিশুদ্ধ মত। খোলাছাহ এবং কাজীখানে একথা লিখিত আছে। যদি কেউ মসজিদের বাইরে স্বীয় পরিবারের কোন লোকের নিকট ধৌত করার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, তবে কোন ক্ষতি হবে না। এটা তাতারখানিয়ায় লিখিত আছে। উল্লিখিত হুকুমগুলি ওয়াজিব ই'তিকাফের ক্ষেত্রে। যদি কোন ওজরে বা বিনা ওজরে বাইরে যায়, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে কোন ক্ষতি হবে না। তোহফায় লিখিত আছে যে, যদি রোগীর সেবার জন্য যায়, অথবা জানাযার নামাযে শরীক হতে যায়, তবে কোন ক্ষতি হবে না। এটা শরহে বেকায়ায় উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

ই'তিকাফকারীর জন্য সহবাস এবং সহবাসের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন আলিঙ্গন, চুম্বন, স্পর্শন এবং গুপ্তাঙ্গের বাইরে সঙ্গম ইত্যাদি সব কিছুই হারাম। এগুলি দিনে হোক বা রাতে হোক একই হুকুম। সঙ্গম ভুলে হোক বা ইচ্ছাক্রমে হোক, রাতে হোক বা দিনে হোক ই'তিকাফকে নষ্ট করে দেয়। চাই বীর্যপাত ঘটুক বা না ঘটুক। তবে সঙ্গমের আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর দ্বারা বীর্যপাত হলে ই'তিকাফ বাতিল হবে না। এটা তাবিয়ীনে লিখেছে। স্বপ্নদোষেরও এই হুকুম। এটা ফতহুল কাদীরে আছে। তারপর যদি মসজিদে গোসল করার এমন ব্যবস্থা থাকে যে, মসজিদ খারাপ হয় না, তবে গোসল করায় কোন দোষ নাই। আর তদ্রুপ ব্যবস্থা না থাকলে বাইরে গিয়ে গোসল করতঃ মসজিদে আসবে। মসজিদের ভিতরে কোন পাত্রের অজু করারও এই একই হুকুম। এটা বাদায়ে' ও ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে।

বেহুঁশ হওয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া ঐক্যমতে ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণ নয়। আর যদি কয়েক দিনেও বেহুঁশী এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি দূর না হয়, তবে ই'তিকাফ ফাসেদ হয়ে যায়। তবে তার উপর হুঁশ ফিরে আসলে অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি দূর হলে পুনরায় নূতনভাবে এ'তেকাফ করা ওয়াজিব হয়। আর যদি মস্তিষ্ক বিকৃতি কয়েক বৎসর থেকে তারপর আরোগ্য হয়, তবে তার উপর ই'তিকাফ কাজা করা ওয়াজিব হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

ই'তিকাফে নিম্নোক্ত কাজগুলি নিষিদ্ধ। যেমন ঃ একেবারে চুপ করে থাকা। এরূপ চুপ থাকাকে ইবাদাত মনে করা মাকরূহ। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আর ইবাদাত মনে না করলে মাকরূহ হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যবানের গুনাহ হতে বিরত থাকা খুব বড় ইবাদাত। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় লিখিত আছে। গালি-গালাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ করায় ই'তিকাফ বাতিল হয় না। এটা খোলাছাহর মধ্যে উল্লেখ আছে।

ই'তিকাফ অবস্থায় যদি কেউ ভুলক্রমে কিছু পানাহার করে, তবে কোন ক্ষতি হয় না। কেননা পানাহার করা রোযার বিচারে হারাম, ই'তিকাফের দিক দিয়ে হারাম নয়। এটা নেহায়ায় লিখিত আছে। আসল কথা হল, যে কাজগুলি ই'তিকাফের বিচারে নিষিদ্ধ, রোযার বিচারে নিষিদ্ধ নয়, তবে সেই কাজগুলি দিনে বা রাতে হোক, ভুলে বা ইচ্ছায় হোক করার একই হুকুম। যেমন, সঙ্গম করা ও মসজিদের বাইরে যাওয়া। আর যে কাজগুলি রোযার কারণে নিষিদ্ধ, সেগুলিতে ইচ্ছাপূর্বক এবং ভুলক্রমে এবং রাতে ও দিনের ব্যাপারে হুকুম বিভিন্ন। যেমন খানা-পিনা। এটা বাদায়ে' কিতাবে লিখিত আছে। আর এ'তেকাফকারী যদি খাদ্যদ্রব্য অথবা কোন দরকারী বস্তু বিক্রয় করে ও তর মুল্য গ্রহণ করে, তবে কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি ব্যবসায়ের নিয়্যত করে, তবে মাকরূহ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে; এবং এটাই বিশুদ্ধ, এটা তাবিয়ীনে আছে। ই'তিকাফকারীর বিবাহ করা ও তালাক হতে রাজাআত করা অর্থাৎ ফিরে আসা জায়েয।

পোশাক-পরিচ্ছদ পরা ও খোশবু ব্যবহার করা, মস্তকে সুঘ্রাণযুক্ত তেল ব্যবহার করাও জায়েয। এটা খোলাছায় লিখিত আছে। যদি ই'তিকাফকারী রাত্রে কোন নেশার দ্রব্য পানাহার করে তবে ই'তিকাফ বাতিল হবে না। কারণ তা দ্বীনের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ হলেও ই'তিকাফের দিক হতে নিষিদ্ধ নয়। যেমন অপরের মাল খাইলে ই'তিকাফ ফাসেদ হয় না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিখিত আছে। ওয়াজিব ই'তিকাফ বাতিল হয়ে গেলে তার কাজা করা ওয়াজিব। যদি ই'তিকাফ কোন নির্দিষ্ট মাসের হয় এবং একদিনের রোযা ভাঙ্গে, তবে সেইদিনের কাজা আদায় করবে। আর যদি মাস নির্দিষ্ট না করা হয়, তবে নূতনভাবে ই'তিকাফ করবে। ই'তিকাফ যদি কোন ওজর ছাড়া নিজের কাজ দ্বারা যেমন মসজিদের বাইরে গমন, সঙ্গম ক্রিয়া বা দিবাভাগে কোন কিছু পানাহার দ্বারা ভাঙ্গে বা নিজের ইচ্ছাকৃত কাজ ছাড়া কোন ওজর যেমন রোগের কারণে বাইরে যাওয়া, হায়েজ, মস্তিষ্ক বিকৃতি বা কয়েকদিনের বেহুঁশী প্রভৃতি কারণে ভঙ্গ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই একই হুকুম। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ হজ্জের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে হজ্জের ব্যাখ্যা, ফরজিয়ত, সময়, শর্ত, আরকান, ওয়াজিব, সুন্নত, আদব এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের উল্লেখ রয়েছে।

হজ্জের তাফসীর অর্থাৎ ব্যাখ্যা হল, হজ্জ এমন কতকগুলি বিশেষ কাজের নাম, যেগুল সর্বপ্রথম এহরাম বেঁধে করা হয়, যেমন তাওযাফ এবং নির্দিষ্ট সময়ে অকুফ প্রভৃতি। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। ফরজিয়তে হজ্জ সম্পর্কে কথা হল, এটা আইনী ফরজ; এবং এটার ফরজিয়ত কেতয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি এটার মুনকের কাফির হয়। হজ্জ সারা জীবনে একাধিকবার ওয়াজিব নয়। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। আর তা যথাশীঘ্র আদায় করা ফরজ। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এটা যদি এই বৎসর করা যায়, তবে আগামী বৎসরের জন্য রেখে দেওয়া জায়েয নয়। এটা খাযানাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। আর যদি আগামী বৎসর পর্যন্ত দেরি করা হয় এবং তারপরে হজ্জ করা হয় তবে হজ্জ আদায় হয়ে যায়। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট এটা বিলম্ব সাপেক্ষে ওয়াজিব, তবে তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। এটা খোলাছায় উল্লেখ আছে। তবে এটার বিপরীত এই অবস্থায় যে, যদি নিজে সুস্থ থাকার ধারণা প্রবল থাকে, আর যদি বার্দ্ধক্য অথবা রোগের কারণে মৃত্যুর ভয় প্রবল থাকে তবে ঐক্যমতেই অজুবের সময় সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় উল্লেখ আছে। বিপরীত মত পোষণ করার ফায়দাহ পাপী হওয়ার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। যেমন যার উপর হজ্জ ফরজ হয় এবং সে তাড়াতাড়ি হজ্জ আদায় না করে, তবে যারা দ্রুত হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব বলে, তাদের নিকট সে ফাসেক হবে এবং তার সাক্ষ্য কবূল করা হবে না। আর যদি শেষ জীবনে হজ্জ আদায় করে তবে এজমা' মতে তার গুনাহ বাকি থাকবে না। আর যদি হজ্জ আদায় ছাড়া মরে যায় তবে এজমা' মতে পাপী হবে। এটা তাবিয়ীনের ফতোয়া।

হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসেই নিহিত। আর তা হল শওয়াল, যিলক্বদ এবং যিলহজ্জের দশদিন। যদি হজ্জের কাজসমূহের মধ্যে কোন কাজ যেমন তাওয়াফ এবং দৌড়ান ইত্যাদি হজ্জের মাসের আগে করলে তা জায়েয হবে না। হজ্জের মাসের মধ্যে করলে জায়েয হবে।

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার প্রথম শর্ত হল ঃ মুসলমান হওয়া। এমন কি যদি কোন ব্যক্তি কুফরীর যমানায় এই পরিমাণ মালের অধিকারী ছিল যে, তাতে হজ্জ ফরজ হয়। অতঃপর অভাবগ্রস্ত হওয়ার পর সে মুসলমান হল। তবে সেই কুফরীর যমানার মালের কারণে তার উপর হজ্জ ফরজ হবে না। আর যদি কারও মুসলমান অবস্থায় সামর্থ্য হাছিল হয় এবং সে হজ্জ আদায় না করে, এমন কি সে গরীব হয়ে যায়, তবে তার যিম্মায় হজ্জ ফরজ হিসাবে বাকি থাকবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ আদায়ের পারে মোরতাদ হয়ে যায়, তারপর আবার মুসলমান হয়, এমতাবস্থায় যদি আবার তার হজ্জের সামর্থ্য আসে, তবে ার দ্বিতীয়বার হজ্জ করা আবশ্যক হবে। এটা সিরাজিয়ায় বর্ণিত আছে।

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল ঃ হুঁশ-জ্ঞান থাকা। পাগলের উপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। অবশ্য সূক্ষ্ম জ্ঞানের ব্যাপারে মতভেদ আছে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার তৃতীয় শর্ত হল ঃ বালেগ হওয়া। সুতরাং নাবালেগের উপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি কোন বালক বালেগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ করে, তবে তার ফরজ হজ্জ আদায় হবে না। ঐ হজ্জ নফল হবে। আর যদি এহরাম বাঁধার পর অকুফে আরাফার পূর্বে বালেগ হয়ে যায় এবং ঐ এহরাম বাকি

রাখে, তবে হজ্জ্ব নফল হবে। আর যদি লাব্বাইক নূতনভাবে করে অথবা বালেগ হবার পর নূতনভাবে এহ্‌রাম বাঁধে, তারপর অকুফে আরফা করে, তবে এজমা' মতে ফরজ হজ্জ্ব আদায় হবে। এটা শরহে তাহাবীতে উল্লেখ আছে। এইভাবে যদি অকুফে আরফার পূর্বে মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল সুস্থ হয়ে যায়, অথবা কাফির ব্যক্তি মুসলমান হয়, তেব নূতন করে এহ্‌রাম বাঁধবে। এটা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি বালক এহ্‌রাম বাঁধা ব্যতিরেকে মীকাত অতিক্রম করে। তারপর মক্কায় পৌঁছে তার স্বপ্নদোষ হয় এবং মক্কায় বসে সে এহ্‌রাম বাঁধে, তবে ফরজ হজ্জ্ব আদায় হয়ে যাবে এবং এহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর কিছু ওয়াজব হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার আর এক শর্ত হল ঃ আযাদ বা স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর হজ্জ্ব ফরজ নয়। চাই মুদাব্বির হোক বা উম্মে ওয়ালাদ হোক কিংবা মুকাতিব হোক বা কিছু অংশ তার আযাদ হোক অথবা তার হজ্জ্ব করার অনুমতিই মিলে যাক না কেন। যদিও বা সে মক্কায় থাকুক না কেন। কারণ হল, তার কোন অধিকার নেই। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি আযাদ হওয়ার পূর্বে গোলাম মনিবের সাথে হজ্জ্ব করে, তবে তার ফরজ আদায় হবে না। আযাদ হওয়ার পরে তার উপর আবার হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। আর যদি হজ্জ্বের রাস্তায় এহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে আযাদ হয়ে যায়, তারপর সে এহ্‌রাম বাঁধে এবং হজ্জ্ব করে, তবে ফরজ হজ্জ্ব আদায় হবে। আর যদি আযাদ হওয়ার পূর্বে এহ্‌রাম বাঁধে এবং আযাদ হওয়ার পর আবার নূতন করে এহ্‌রাম বাঁধে তবে ফরজ হজ্জ্ব আদায় হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার আর এক শর্ত হল ঃ রসদ ও যানবাহন সম্পর্কিত এরূপ সামর্থ্য থাকা যে, ঐ সব তার নিজেরই থাকা বা অন্যের নিকট হতে ভাড়ায় নেওয়ার সঙ্কুলান থাকা। আর যদি ঐসব দ্রব্য অন্যের নিকট চেয়ে নিয়ে সামর্থ্যবান হয়, তবে তার উপর হজ্জ্ব ফরজ হবে না। চাই তা এমন লোকের নিকট হতে হোক যাদের উপকার হিসাবের মধ্যে হয় বা যাদের উপকার হিসাবে বিবেচিত নয়। যেমন কোন অনাত্মীয় অপরিচিত লোক বা পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি কেউ হজ্জ্ব আদায় করার জন্য অর্থ–সম্পদ দান করে, তবে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। চাই তা পিতা-মাতা ও সন্তানাদি হোক অথবা অনাত্মীয় অপরিচিত লোক হোক। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

রসদ এবং যানবহনের মালিক হওয়া বা ঐসব নিজের থাকার অর্থ নিজের নিকট প্রয়োজনের অধিক মাল থাকা। অর্থাৎ থাকার ঘর-বাড়ী, কাপড়-চোপড় খিদমতগার এবং ঘরের আসবাবপত্র ছাড়া এই পরিমাণ মাল থাকা যে, যানবাহনের খরচ চালিয়ে মক্কায় যাওয়া ও তথা হতে প্রত্যাগমনে কোনরকম অসুবিধা না হয়। পায়ে হেঁটে যাওয়া আসার সামর্থ্য ধর্তব্য নয় এবং করজ গ্রহণ করে কাজ উদ্ধার করাও ধর্তব্য নয়। তদুপরি নিজের উপরোক্ত খরচ বাদেও নিজের পরিবারবর্গের খাওয়া থাকার প্রয়োজনীয় খরচেরও ব্যবস্থা থাকা। এ ব্যাপারে মধ্যম পরিমাণই হিসাবে বিবেচিত, কম বা বেশি হিসাবে বিবেচিত নয়। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। পরিবারবর্গ বলতে তাদেরকে বুঝা যাবে, যাদের খাওয়া পরার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। এটা বাহরুর রায়েকের ফতোয়া।

জাহের রেওয়ায়েত মোতাবেক তার হজ্জ্ব করে ফিরে আসার পরবর্তী সময়ে খাওয়া পরার খরচ হিসেবে ধর্তব্য নয়। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। প্রত্যেকের জন্যই এই ধরনের যানবাহন হিসাবে বিবেচিত যা তাকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাবার যোগ্য; সুতরাং যদি কারও এমন উষ্ট্রী থাকে, যে তাকে বহন করে গন্তব্য স্থলে আনা-নেওয়া করতে সক্ষম, তবে তার উপর হজ্জ্ব ফরজ হবে। যদি কারও এই পরিমাণ থাকে যে, সে রাস্তার এক মঞ্জিল যানবাহনে যেতে সক্ষম হয় এবং এক মঞ্জিল পায়দলে যাবে, তবে তাকে মালদার মনে করা যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। নিয়াবী'তে উল্লেখ আছে যে, মক্কাবাসী বা তার আশেপাশের লোকদের বাসস্থান হতে যদি মক্কার হজ্জ্বকেন্দ্র তিনদিনের দূরত্বে হয় এবং তারা যদি ঐস্থান পর্যন্ত পায়দল যেতে পারে, তবে তাদের উপর হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। যদিও তারা

www.nagorikpathagar.org

যানবাহনের খরচ বহন করতে না পারে, শুধু তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবারবর্গের ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা করে যেতে পারলেই হল। আর তা অবশ্যই প্রয়োজনও বৈ কি। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজর বিবরণ।

কোন গরীব ব্যক্তি যদি পায়দল গিয়ে হজ্জ্ব আদায় করে, তারপর সে মালদার হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয়বার তার উপর হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি এই পরিমাণ মালের মালিক হয় যে, হজ্জ্ব করতে পারে এবং বিবাহ করারও যদি ইচ্ছা থাকে, তবে হজ্জ্ব আদায় করবে, বিবাহ করবে না। কারণ এই যে, হজ্জ্ব আদায় করা একটি ফরজ কার্য। আল্লাহ স্বীয় বান্দার উপর তা আবশ্যক করেছেন। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি কারও নিকট বাসগৃহ, খেদমতের লোক, পরিধানের পোশাক এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকে, তবে তা দিয়ে হজ্জ্ব করার সামর্থ প্রমাণ হয় না। যদি কারও অধিকারে ঘর থাকে, যাতে সে থাকে না এবং এমন গোলাম থাকে যার খেদমত সে গ্রহণ করে না, তবে তার তা বিক্রয় করে হজ্জ্ব করা ওয়াজিব। যদি কারও বাসগৃহ এবং উহার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কিছুই না থাকে, কিন্তু এই পরিমাণ অর্থ থাকে যে, তা দ্বারা হজ্জ্ব করতে পারে এবং বাসগৃহ, খাদেম এবং নিজের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে পারে, তবে তার উপর হজ্জ্ব করা ওয়াজিব। যদি তা সে হজ্জ্ব ছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করে তবে সে পাপী হবে। এটা খোলাছায় উল্লেখ আছে। যদি কারও নিকটই কাপড় থাকে যে, সে এটা ব্যবহার করে না এবং সে তা বিক্রয় করে হজ্জ্ব করতে পারে, তবে তার উপর তা বিক্রয় করে হজ্জ্ব করা ওয়াজিব।

যদি কারও এত বেশি বড় বাড়ী থাকে যে, তার কিছু অংশেই তার বসবাস করা চলে, তবে হজ্জ্ব করার উদ্দেশ্যে তার জন্য অবশিষ্ট বেশ অংশ বিক্রয় করা জরুরী নয়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কারও বাসগৃহ থাকে এবং এটা সম্ভব যে, সে তা বিক্রয় করে একটি ছোট বাড়ী কিনিতে পারে এবং হজ্জ্বও করতে পারে। তবে এই রূপ করা তার জন্য কর্তব্য নয়, এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। অবশ্য এটা করা উত্তম বৈ কি। এটা ইজাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। আর সর্বসম্মতবাবে এটাও ওয়াজিব নয়ে যে, হজ্জ করার জন্য নিজের বাসগৃহ বিক্রয় পরে ভাড়া করা বাড়ীতে বাস করবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

ফোকাহাগণ বলেন, যদি কারও নিকট ফেকাহর বিপুল পরিমাণ কিতাব থাকে এবং সে নিজে যদি ফকীহ হয়, তবে তাতো তার নিজেরই প্রয়োজন হয়, সুতরাং তবে তার দ্বারাও তার হজ্জ্ব করার সামর্থ্য প্রমাণ হয় না। আর যদি সে অজ্ঞ বা মূর্খ হয়, তবে সামর্থ্য প্রমাণ হবে। আর যদি চিকিৎসা এবং গণনা শাস্ত্রের গ্রন্থ থাকে, তবে তা দ্বারা হজ্জ্বের সামর্থ্য প্রমাণ হবে। চাই তার তা ব্যবহার এবং অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হোক, কি না হোক। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে। কোন কোন আলেম বলেন, কেউ যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন নির্বাহ করে এবং সে যদি এই পরিমাণ মালের অধিকারী হয় যে, তার হজ্জ্ব যাতায়াতের যাবতীয় রসদ, যানবাহনে খরচ এবং তার হজ্জ্বোপলক্ষে বাড়ী হতে রওয়ানা করে হজ্জ্ব সমাধা করতঃ পুনরায় বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের যাবতীয় খরচপত্র বহন করার পরও যদি তার নিকট ব্যবসা করার মত মূলধন থাকে তবে তার উপর হজ্জ্ব করা ওয়াজিব। আর না থাকলে ওয়াজিব নয়। আর যদি কেউ কোন পেশা অবলম্বনকারী হয়, তবে তার হজ্জ্বের জন্য উক্তরূপ যাবতীয় খরচ বহনের পর যদি তার নিজস্ব পেশা চালাবার মত আনুষঙ্গিক মালসামান এবং হাতিয়ার আদি বাকি থাকে, তবে তার উপর হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তির ফসলের যমিন থাকে এবং তা এই পরিমাণ হয় যে, তার কিছু অংশ বিক্রয় করে হজ্জ্বের যাবতীয় খরচ এবং তার পরিবার-পরিজনের ঐ ব্যক্তি হজ্জ্ব হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় পর্যন্ত যাবতীয় খরচাদি ঠিকমত আদায় করার পরও তার অবশিষ্ট যমিনের উৎপন্ন ফসলে যদি তার যথারীতি সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়, তবে তার উপর হজ্জ্ব ফরজ হবে। যদি না হয় তবে হজ্জ্ব ফরজ হবে না। আর যদি কোন হাল চাষকারী কৃষকের কাছে এই পরিমাণ মাল থাকে যে, হজ্জ্বোপলক্ষের উপরোক্ত যাবতীয় খরচাদি বহনের পরও তার নিকট জমি, চাষাবাদ করার প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন হাল, গরু প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকে, তবে তার উপর হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। আর অবশিষ্ট না থাকলে ওয়াজিব হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার আর এক শর্ত হল ঃ হজ্জ্বের ফরজিয়তের কথা জানা। যে দারুল ইসলামের অধিবাসী, তার কেবল দারুল ইসলামে বাস করাই হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। চাই সে ফরজিয়তে হজ্জ্ব সম্পর্কে কিছু জানুক অথবা না-ই জানুক আর সে ইসলামী শরীয়ত মুতাবেক চলুক, কি না-ই চলুক, তাতে কোন তারতম্য নেই। তাকে ফরজিয়তে হজ্জ্ব সম্পর্কে জ্ঞানী মনে করা হবে। আর যে ব্যক্তি দারুল হরবের অধিবাসী, তাকে যদি দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ এবং দুজন স্ত্রীলোক ফরজিয়তে হজ্জ্বের খবর প্রদান করে, চাই খবরদাতাদের আদেল হওয়া, না হওয়া সম্পর্কে কোন কিছু জানা না থাকে, তবে তার উপর হজ্জ্ব ফরজ হবে। ছাহেবাইনের মতে এই ক্ষেত্রে খবরদাতাদের আদেল, বালেগ এবং স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার আর এক শর্ত হল ঃ শরীর সুস্থ থাকা। তাই লেংড়া-লুলা এবং পা কাটা এমন লোকের উপর হজ্জ্ব ফরজ নয়; বরং হজ্জ্বের উপযোগী সমস্ত কিছু অর্জন হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর অন্যের দ্বারা হজ্জ্ব করানোও আবশ্যক নয় এবং তাদের অসুখের অবস্থায় হজ্জ্ব আদায়ের জন্য অছিয়ত করাও অপ্রয়োজনীয়। এভাবে যে বৃদ্ধ ব্যক্তি বাহন চড়ণে সমর্থ নয় তার উপরও হজ্জ্ব আদায় করা ওয়াজিব নয়। আর রুগীর জন্যও এই হুকুম। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর জাহের মাযহাব এটাই এবং ছাহেবাইনও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ছাহেবাইনের জাহের বিবরণ অনুযায়ী এই যে, তাদের উপর হজ্জ্ব ওয়াজিব; সুতরাং যদি তারা অন্য কারও দ্বারা হজ্জ্ব আদায় করায় তবে তা তাদের ওজর থাকা পর্যন্ত কার্যকর, কিন্তু যখন তাদের ঐ ওজর দূর হয়ে যাবে তখন তাদের আবার নিজেদেরই হজ্জ আদায় করতে হবে। তোহফা এবং ফতহুল কাদীর প্রভৃতি গ্রন্থেও এটা উল্লেখ রয়েছে।

কয়েদী এবং হজ্জ্বের বাধাদানকারী বাদশাহর ভয়ে ভীত, আতঙ্কিত ব্যক্তির উপরও হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব নয় ও নিজের পক্ষে অন্য লোকের দ্বারাও হজ্জ আদায় করানো ওয়াজিব নয়। এটা নাহরুল ফায়েকে উল্লেখ আছে এবং অন্ধ ব্যক্তি যদি বাহনারোহণে ও খরচ পত্রের ব্যাপারে অক্ষম না হয় কিন্তু তাকে ধরে নিবার মত লোক না থাকে, তবে ফোকাহাদের অভিমত অনুসারে তার খোদ নিজের হজ্জ আদায় করা আবশ্যক নয়। নিজের মাল দিয়ে অন্যের দ্বারা হজ্জ আদায় করানোর ব্যাপারে মতভেদ বিদ্যমান। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তাও ওয়াজিব নয়। ছাহেবাইনের নিকট ওয়াজিব। আর যদি ধরে নেওয়ার কোন লোক পাওয়া যায়, তবু হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট খোদ নিজের হজ্জ করা ওয়াজিব নয় এবং ছাহেবাইনের দুই রকম মত রয়েছে। এটা ফতোয়ায় কাজীখানে উল্লেখ আছে।

কেউ রসদ, যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদি সবদিক দিয়ে সামর্থ্যবান এবং সুস্থও থাকে, কিন্তু সে হজ্জ করেনি, এভাবে পরে সে কঠিন রোগাক্রান্ত বা শরীরের একাংশ বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শরীর অবশ ও অচল হয়ে যায়, তবে সম্মিলিত মতে তার নিজের মাল দিয়ে অন্যের দ্বারা হজ্জ করানো আবশ্যক হবে। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে। আর যদি সে কষ্ট করে এই অবস্থায়ই নিজে হজ্জ আদায় করে, তবে হজ্জ্বের যিম্মা হতে সে মুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর সে আরোগ্য বা সুস্থ হলে পুনরায় তার হজ্জার প্রয়োজন হবে না। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার আর এক শর্ত হল ঃ রাস্তা নিরাপদ হওয়া। আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, যদি পথে নিরাপত্তার সম্ভাবনা বেশির ভাগ হয়, তবে হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। আর তা না হলে হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে না। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। কিরমানী বলেন যে, সামুদ্রিক পথে যে স্থান হতে যানে চড়তে করতে হয়, সেস্থানে নিরাপত্তার অধিক সম্ভাবনা থাকলে হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। নতুবা হবে না এবং এটাই বিশুদ্ধতর অভিমত।

www.nagorikpathagar.org

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার আর এক শর্ত হল ঃ যদি মক্কা শরীফ তিনদিনের পথ হয়, তবে মহিলা হজ্জ্বযাত্রীর জন্য কোন মাহরাম সঙ্গে থাকা। মহিলা চাই যুবতী বা বৃদ্ধ হোক না কেন। এটা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি মক্কা তিনদিনের কম পথ হয়, তবে মাহরাম সঙ্গী ছাড়াও হজ্জ্বে যেতে পারে। এটা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। মাহরাম স্বামী অথবা নিকটাত্মীয় অথবা দুধ সম্পর্কিত কিম্বা জামাতার দিক দিয়ে সম্পর্কিত এমন কেউ হতে পারে, যার সাথে সর্বদার জন্যই বিবাহ হারাম। এটা খোলাছায় উল্লেখ আছে। আর এটাও শর্ত আছে যে, উক্ত মাহরাম সঙ্গী ব্যক্তির আমানতদার, জ্ঞানী, বালেগ, স্বাধীন হবে অথবা গোলাম কাফির হোক অথবা মুসলমান তাতে কোন ক্ষতি নেই। এটা কাজীখানের ফতোয়া। আর যদি মাহরাম ব্যক্তি মজুসী হয় এবং সে তার ই'তিকাদ মত ঐ মহিলার সাথে বিবাহ সিদ্ধ মনে করে, তবে তার সাথে সফর করবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে করীবুলবুলুগ বালকের হুকুম বালেগের হুকুমের অনুরূপ। স্ত্রীলোকের গোলাম তার জন্য মাহরাম নয়। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যে বালকের এখনও স্বপদোষ হয়নি এবং যে পাগল ব্যক্তি এখনও সুস্থ হয় নাই সে কোন হিসাবে আসে না। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। হজ্জ্বযাত্রী স্ত্রীলোকের প্রতি মাহরাম সঙ্গীর খরচ বহন করা ওয়াজিব। তাতে সেও তার সাথে হজ্জ্ব আদায় করতে পারবে। মাহরাম সঙ্গী বর্তমান থাকলে স্বামী অনুমতি না দিলেও মহিলারর হজ্জ্বের জন্য বের হওয়া জরুরী। কিন্তু নফল হজ্জ্বের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া বের হবে না।

মহিলার কোন মাহরাম ব্যক্তি না থাকলে তার হজ্জ্ব আদায় করার জন্য কারও সাথে বিবাহ বসা ওয়াজিব নয়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী রাস্তার বিপদ-আপদ এবং শারীরীক নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য মহিলারর মাহরাম সঙ্গী বর্তমান থাকার শর্ত কি অজুবে হজ্জ্বের জন্য, না কি হজ্জ্ব আদায় করার জন্য, এটাতে মতভেদ বিদ্যমান। কোন কোন ফোকাহার মতে এটা অজুবে হজ্জ্বের জন্য এবং কেউ কেউ বলেন যে, তা হজ্জ্ব আদায়ের জন্য এবং এটাই বিশুদ্ধ রায়।

হজ্জ্ব ফরজ হওয়ার আর এক শর্ত হল ঃ মহিলার ইদ্দতের অবস্থায় না থাকা। চাই সে ইদ্দত স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে হোক বা তৎকর্তৃক বায়েন তালাক প্রদানজনিত কিংবা রেজয়ী তালাক প্রদানজনিত কারণে হোক। এটা শরহে তাহ-াবীতে উল্লেখ আছে। অতএব মহিলাদের স্বামীর মৃত্যু বা তালাক কোন প্রকারের ইদ্দতের অবস্থায়ই হজ্জ্বের জন্য বের হওয়া দরকার নেই এবং এভাবে যদি পথের মধ্যে কোন শহরে মহিলার ইদ্দত পালনের কারণ ঘটে এবং সেখান হতে মক্কা তিনদিনের দূরত্বে থাকে, তবে যতদিনে তার ইদ্দতের মিয়াদ শেষ না হয়, ততদিনের মধ্যে উক্ত শহর হতে বের হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পর ইদ্দতের ঘটনা ঘটে এবং মহিলা মুসাফির অবস্থায় থাকে, তবে রেজয়ী তালাকের ইদ্দত হলে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর নিকট হতে আলাদা হবে না এবং স্বামীর জন্য উত্তম হবে স্ত্রীকে রেজায়াত করে নেওয়া। আর যদি বায়েন তালাকের ইদ্দত হয়, তবে স্বামীর সাথে স্ত্রীর অপরিচিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের অনুরূপ হুকুম হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে উল্লেখ আছে।

হজ্জ্বের রসদ ও যানবাহন ভাড়া ইত্যাদি মৌজুদ থাকা না থাকার হিসাব তখন হবে যখন স্থানীয় লোকগণ হজ্জ্বের উদ্দেশ্য মক্কা যাত্রা করে। যদি বৎসরের প্রথম হজ্জ্বের মৌসুম আসার আগে হজ্জ্বের প্রয়োজনীয় রসদ, ভাড়া ইত্যাদি মৌজুদ থাকে, কিন্তু তখন স্থানীয় কোন লোক মক্কা গমন করে না, তবে তার জন্য এ অধিকার আছে যে, সে ঐ মাল যে কোন কাজে ব্যয় করে ফেলতে পারে। আর যখন সে ঐ মাল খরচ করে ফেলে, তারপর স্থানীয় লোকেরা হজ্জ্বোপলক্ষে মক্কা রওয়ানা করে, তখন তার উপর হজ্জ্ব ওয়াজিব হয় না। কিন্তু যখন স্থানীয় লোকগণ হজ্জ্বোপলক্ষে মক্কা রওয়ানা করে, তখন তার উপর হজ্জ্ব ওয়াজিব হয় না। কিন্তু যখন স্থানীয় লোকগণ হজ্জ্বোপলক্ষে মক্কা রওয়ানা

www.nagorikpathagar.org

করে, তখন মৌজুদ মাল হজ্জ ছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করা জায়েয নয়। যদি তা করে, তবে অপরাধী হবে। যেহেতু তার উপর তখন হজ্জ আদায় ফরজ রয়েছে। এটা বাদায়ে' কিতাবের বিবরণ।

হজ্জের শর্তসমূহ

হজ্জ আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে। যথা ঃ (ক) এহ্রাম (খ) খানায়ে কা'বা এবং (গ) হজ্জের সময়। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ।

হজ্জের রোকনসমূহ

হজ্জের রোকন দুইটি। যথাঃ (ক) ওকুফে আরফা এবং (খ) তাওয়াফে যিয়ারাত। তবে তাওয়াফের মোকাবেলায় ওকুফ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটা নেহায়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। এমনকি যদি ওকুফের পূর্বে সহবাস করে, তবে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হবে না। এটা শরহে জামে' ছগীরে উল্লেখ আছে।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

হজ্জের মধ্যে ওয়াজিব পাঁচটি। যথা ঃ (১) ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা (২) মুযদালেফায় অবস্থান করা (৩) তিনটি জমরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা (৪) মাথা মুণ্ডন করা (পুরুষের) বা কর্তন করা এবং (৫) তাওয়াফে ছাদরিয়া করা। এটা শরহে তাহাবীতে উল্লেখ আছে।

হজ্জে সুন্নাতসমূহ

হজ্জের সুন্নাতসমূহের মধ্যে (১) তাওয়াফে কুদুম করা এবং তাতে অথবা ফরজ তাওয়াফে বুক ফুলিয়ে চলা। (২) উভয় সবুজ মিনারার মধ্যস্থল দিয়ে দ্রুত গতিতে চলা। (৩) কোরবানীর রাতসমূহের মধ্যে যে কোন রাত্র মিনায় অবস্থান করা। (৪) মিনা হতে সূর্যোদয়ের পরে আরফায় যাওয়া। (৫) মুযদালেফা হতে সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনায় আগমন করা। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। (৬) মুযদালেফায় রাত্রে অবস্থান করা। (৭) তিন জমরায় কঙ্কর নিক্ষেপে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

হজ্জে আদবসমূহ

হজ্জ করার আদব বা নিয়ম এই যে, ফোকাহাদের অভিমত অনুসারে হজ্জের জন্য রওয়ানা হওয়ার আগে নিজের ঋণ পরিশোধ করবে। এটা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। আর এক আদব এই যে, কোন জ্ঞানী বিচক্ষণ লোকের সাথে ঐ সময়কার সফর সংক্রান্ত পরামর্শ করে নিবে। অবশ্য মুল হজ্জ সম্পর্কে পরামর্শের দরকার নেই। কেননা হজ্জের ফায়েদাহ এবং কল্যাণ সুবিদিত। সফরের ব্যাপারে এস্তেখারা করে নিবে। এস্তেখারার নিয়ম হল, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাছ দ্বারা দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এস্তেখারায় হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দোয়া পাঠ করতেন, সেই দোয়া পাঠ করবে। তারপর তাওবাহ করবে ও নিয়ত খালেছ করবে। যদি জুলুম অত্যাচারপূর্বক কারও নিকট হতে কিছু গ্রহণ করা হয়; তবে তাকে প্রত্যার্পণ করবে এবং তার নিকট ক্ষমা চাইবে। এভাবে অন্য কারও সাথে কোনরূপ অন্যায় করলে, তার নিকট হতে মাফ চেয়ে নিবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। ইবাদাতের ভিতরে যে ত্রুটি বা কমতি করা হয়েছে তার কাজা-কাফফারা আদায় করবে। নিজের ভুলত্রুটির জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং আর কখনও এরূপ করবে না বলে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। এটা বাহরুর রায়েকে উল্লেখ আছে। অন্তর হতে রিয়া, গর্ব এবং অহঙ্কার দূর করবে। এই প্রেক্ষিতে কোন কোন ওলামা বলেন যে, বাড়ী হতে বাহনে আরোহণ করা মাকরূহ হবে। আর কোন কোন ওলামার মতে দিল রিয়া ও অহঙ্কার মুক্ত হলে মাকরূহ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

হজ্জ্ব আদায়ের জন্য হালাল মাল সংগ্রহের চেষ্টা করবে। কেননা হালাল ছাড়া হজ্জ্ব কবুল হবে না। যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ্বের নিয়ত করে এবং তার মাল সন্দেহযুক্ত থাকে, তবে তার উচিত ঋণ গ্রহণ করতঃ হজ্জ্ব আদায় করা এবং নিজের মাল দ্বারা ঐ ঋণ শোধ করা। এটা কাজীখানের ফতোয়া। হজ্জ্বযাত্রীর উচিত, কোন নেককার বন্ধু ব্যক্তির সহযাত্রী হওয়া। যদি নিজে কোন কাজ ভুলে যায়, তবে সে তা মনে করিয়ে দিতে পারে। কোন আপদ-বিপদে অস্থির হয়ে পড়লে সে তাকে ধৈর্যধারণ করাবে এবং যখন সে কোন বিষয়-ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়বে তখন ঐ সঙ্গী বন্ধু তার সাহায্য ও উপকার করবে। এরূপ সঙ্গী বন্ধু গ্রহণের ক্ষেত্রে আত্মীয়-এগানার তুলনায় অপরিচিত অনাত্মীয় ব্যক্তি গ্রহণই উত্তম। কেননা তাতে আত্মীয়-এগানার সাথে ঘটনাবশতঃ সম্পর্কচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে।

নাসাবী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হজ্জ্ব যাত্রাকালে নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ পত্র দিয়ে যাবে এবং নিজ নফসকে পাক পবিত্র করে নিবে। সফরের পথে তাকওয়া অবলম্বন করবে। বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকির করবে, ক্রোধ ও উগ্রতা হতে বিরত থাকবে, মানুষের কথাবার্তা শুনে সংযত থাকবে। অনর্থক এবং বেহুদা কথাবার্তা বলা হতে বেচে থাকলে মনে শান্তি এবং নিজের ব্যক্তিত্ব বাড়বে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। ভাড়া করে বাহন আনলে তার বহন শক্তির দিকে নজর রাখবে। তার শক্তি সাধ্যাপেক্ষা অতিরিক্ত বোঝা চাপাবে না। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। আর তার শক্তি সামর্থাপেক্ষা দ্রুত চালাতে চেষ্টা করবে না। তার প্রয়োজনীয় খাদ্য-খাদক দিতে কছুর করবে না। এমন কি বাহনের মালিক নিজে হলেও এরূপ করবে না।

হজ্জ্বের সফরে ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোন কাজ হতে বিরত থাকা অত্যুত্তম। যদি বিরত থাকে, তবে ছওয়াবের হানি ঘটবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। হজ্জ্বের মাল-সামান ক্রয়কালে ঝগড়া বিবাদ না করা চাই। পথের খরচাদির ব্যাপারে কাকেও শরীক করবে না। অবশ্য কাফেলার সঙ্গীগণ যদি একেকদিন একেকজনে সকলের খাবার ব্যবস্থা করে তবে এটা বহু উত্তম। হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর নিয়মের অনুসরণ করে বৃহস্পতিবার অথবা মাসের প্রথমদিকে সোমবার দিন সফরে রওয়ানা করবে এবং নিজের পরিবার-পরিজন ও ভাই-বোনদের নিকট হতে বিদায় নিবে। তাদের নিকট হতে নিজের অন্যায় অপরাধ এবং ভুলত্রুটি মাফ করিয়ে নিবে এবং নিজের জন্য দোয়া প্রার্থনা করবে। আর এই উদ্দেশ্যে নিজেই তাদের কাছে উপস্থিত হবে। হজ্জ্ব সমাধা করে ফিরে আসলে তারা সকলে তার নিকট আসবে।

হজ্জ্বের সফর যাত্রা এভাবে করা চাই, যেন সে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে যাচ্ছে। ঘর হতে বের হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। এভাবে হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করতঃ ঘরে প্রবেশ করেও দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। হজ্জ্ব যাত্রাকালে উক্ত দুই রাকাত নফল নামায পড়ে একবার নিম্নোক্ত দোয়া এবং একবার আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করবে। দোয়াটি এই ঃ বিসমিল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীমি, ওয়া তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি আল্লাহুম্মা ওয়াফফিক্নী লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা, ওয়াহফিজনী মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম। এটা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে।

হজ্জ্বের সফরে যানবাহনে চড়ে যাওয়া উত্তম; এবং এটার উপর ফতোয়া হয়েছে। এটা সিরাজিয়্যার বিবিধ বিষয়ক মাসয়ালার অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। মক্কা নিকটবর্তী হলে তখন পায়দল যাওয়া উত্তম এবং দূরে থাকা অবস্থায় বাহনে চড়ে যাওয়া উত্তম। এটা তাতারখানিয়ার বিবিধ বিষয়ক মাসয়ালার অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। গাধায় চড়ে হজ্জ্ব করতে যাওয়া মাকরূহ, উস্ট্রিতে চড়ে যাওয়া উত্তম। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবিধ বিষয়ক মাসায়ালার অধ্যায়ের বর্ণিত আছে। আর যখন বাহনে আরোহণ করবে, তখন এই দোয়াটি পড়বেঃ বিলমিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহিল্লাযী হাদানা লিল

www.nagorikpathagar.org

ইসলামি ওয়া আল্লামনাল কুরআনা ওয়া মান আলাইনা বিমুহাম্মাদিন ছালাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা। আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী জাআলানী ফী খাইরাতিহী উখরিজাত লিন্নাসি, সুবহানল্লাযী সাখখারা রানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা, ওয়া আনা ইলা রাব্বিনা লা মুনক্বালিবূন। ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

হজ্জ্ব গমনকারীদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা হল, প্রথম মক্কায় হজ্জ্ব আদায় করে নিবে। তারপর মদীনা শরীফে যাবে। কুবরায় উল্লেখ আছে যে, যদি হজ্জ্ব ফরজ না হয়, তবে যা ইচ্ছা আগে পিছে করা যায়। অর্থাৎ আগে মক্কায় হজ্জ্বও আদায় করা যায় কিংবা আগে মদীনায়ও যাওয়া যায়। আর হজ্জ্ব ফরজ হলেও হজ্জ্ব আদায়ের পূর্বে মদীনায় গেলে তা জায়েয হবে। এটা তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে। হজ্জ্বের রোকনসমূহ যথাস্থানে যথাসময় যদি আদায় করতে হয়, তা অন্য সময়ে বা অন্যস্থানে করা যায় না। হজ্জ্বের ওয়াজিবসমূহের কোন একটি ছুটে গেলে তার (কোরবানী প্রভৃতির দ্বারা) প্রতিবিধান করা চলে। আর হজ্জ্বের সুন্নাত এবং অন্যান্য নিয়মসমূহের কোনকিছু ছুটে গেলে তার বিনিময়ে কোনকিছু করা ওয়াজিব হয় না।

হজ্জ্বের মধ্যে যে সকল কাজ হতে ফরহেজ করতে হয়, তা দুই প্রকার। এক প্রকার হলঃ নিজ সংক্রান্ত, যেমন সহবাস, মাথা-মুণ্ডানো, নখ কর্তন করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা, সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা। আর দ্বিতীয় প্রকার হল ঃ বাইরের ব্যাপার, যেমন হরম শরীফের গাছ কাটা এবং হরম শরীফে শিকারকৃত কোনকিছু কাটাকাটি করা। এটা জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মীকাতের মাসায়েল

যে মীকাতসমূহ হতে এহরাম না বেঁধে সামনে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়, তা পাঁচটি ঃ (১) মদীনাবাসীদের মীকাত যুলহোলায়ফা (২) ইরাকবাসীদের জন্য জাতে ইরাক (৩) সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা। (৪) নজদবাসীদের জন্য করণ এবং (৫) ইয়ামেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম।

মীকাত নির্দিষ্ট করার ভিতরে ফায়েদাহ এই যে, তার সামনে যাওয়া পর্যন্ত এহরামে দেরী করা নিষেধ। এটা হেদায়ায় লিখিত আছে। আর যদি মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই এহরাম বাঁধে, তবে জায়েয হবে। আর এহরামে নিষিদ্ধ কার্যাবলী না ঘটলে এটাই উত্তম। নতুবা মীকাত পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় লিখিত আছে। উল্লিখিত মীকাতসমূহ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাদের জন্য ঐ মীকাতসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর তাদের ছাড়া যারা ঐ সকল দিক দিয়ে আসে তাদের জন্য এহরাম বাঁধার সময় রয়েছে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি এহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে যায়, তারপর অন্য মীকাতে গিয়ে এহরাম বাঁধে তা জায়েয হবে। তবে নিজের মীকাতে এহরাম বাঁধাই উত্তম। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় উল্লেখ আছে। আর এই হুকুম কেবল মদীনাবাসী ছাড়া অন্যদের জন্য। কারণ হল, মদীনাবাসীদের জন্য নিজেদের মীকাত হতে এহরাম বাঁধার বৈশিষ্ট্য অধিক। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যে ব্যক্তি এমন কোন রাস্তা দিয়ে মক্কা যায়, যা সর্বসাধারণের রাস্তা নয়। ঐ ব্যক্তি যখন উল্লিখিত কোন মীকাতের বরাবর আসবে, তখন এহরাম ভাঁধবে। এহ মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি সাগরপথে যাবে সে যখন কোন একটি মীকাত বরাবর পৌঁছবে, তখন এহরাম না বেঁধে সামনে যাবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি স্থলপথ এবং জলপথ এমন হয়ে যায় যে, উভয় পথেই মীকাত হতে অতিক্রম করা যায, তবে তার মধ্যে যে কোন পথ দিয়ে মীকাত বরাবর হলেই এহরাম বাঁধবে। যে মীকাত পরে হবে, সেস্থান হতে এহরাম বাঁধা

www.nagorikpathagar.org

উত্তম হবে। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। আর যদি রাস্তা এমন হয় যে, কোন মীকাতেরই সম্মুখীন হওয়া যায় না, তখন মক্কা দুই মঞ্জিল বাকি থাকতে এহরাম বাঁধবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যে ব্যক্তির পরিবার-পরিজন মীকাতে থাকে অথবা মীকাত এবং হেরেমের মধ্যস্থলে অবস্থান করে, তার মীকাত হজ্জ এবং ওমরাহের জন্য 'হল' নামক জায়গা, যা হেরেম এবং মীকাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। যদি হেরেম পর্যন্ত এহরাম বাঁধার বিলম্ব করে, তবে জায়েয আছে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। মক্কার লোকগণ হজ্জের জন্য হেরেম হতে এহরাম বাঁধবে এবং ওমরাহর জন্য হল হতে বাঁধবে। এটা কাফীর মধ্যে উল্লেখ আছে। অতএব ওমরাহ আদায় করার নিয়তকারী এহরাম বাঁধার জন্য হলে যেয়ে তানয়ীম হতে এহরাম বেঁধে লইবে, এটাই উত্তম। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

মক্কার বাইরের লোকের জন্য এহরাম না বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করা নাজায়েয । চাই হজ্জের নিয়তে হোক, কি না হোক। মক্কায় প্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য হজ্জ অথবা ওমরাহ আদায় করতে হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যারা মীকাত এবং মক্কার মধ্যস্থলে বাস করে, তাদের জন্য কোন আবশ্যকে বিনা এহরামে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে। কিন্তু হজ্জ আদায়ের নিয়ত করলে এহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করবে না এবং এহরাম বাঁধা ছাড়া হজ্জ আদায় হবে না। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এভাবে মক্কাবাসীরা লাকড়ি অথবা ঘাস সংগ্রহের জন্য হলে যেয়ে আবার যখন মক্কায় ফিরে আসে, তখন তাদের এহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে। মীকাতের বাইরের লোকেরা যদি বোস্তানের অধিবাসী হয়ে যায়, তবে তার হুকুমও ঐরূপ হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এহরামের মাসয়ালা

এহরামের জন্য আরকান আছে এবং শর্তও রয়েছে। আরকান হল এহরামওয়ালার মধ্যে এমন কোন কাজ পাওয়া যাবে, যা শুধু হজ্জের জন্যই খাছ। এটা দুই প্রকার। প্রথম হল ঃ কথা, যেমন ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাকা লাব্বাইকা লা শারীকা.....দোয়াটি শেষ পর্যন্ত পড়া। এটা একবার পড়া শর্ত এবং একাধিকবার পড়া সুন্নাত। এটা একেবারে পাঠ না করলে পাপী হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

যদি লাব্বাইকা-না পড়ে অন্য কোন তাসবীহ অথবা তাহমীদ পাঠ বা যিকির করে এবং এহরামের নিয়ত করে, তবে প্রত্যেক ইমামের মতে এহরাম শুদ্ধ হবে। চাই তা সে ভালভাবে লাব্বাইকা পড়তে না পারার কারণে করুক কিংবা তা উচ্চারণ করতে অপরাগতার কারণে করুক। এভাবে যদি লাব্বাইকার অর্থ অন্য ভাষায় উচ্চারণ করে তবুও শুদ্ধ হবে। মোটকথা, আরবীতে পড়তে পারুক কি না পারুক যেভাবে পড়ুক শুদ্ধ হবে। এটা তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আরবীতে দোয়াটি উচ্চারণ করতে পারলেই বেশি ভাল হয়। আর যদি শুধু আল্লাহুম্মা পাঠ করে তারপর আর কিছু পাঠ না করে, তবে যারা বলে যে, আল্লাহুম্মা বললেই নামায শুদ্ধ হয়ে যায়, তাদের নিকট এই আল্লাহুম্মা বললেই এহরামও শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যাদের নিকট আল্লাহুম্মা দ্বারা নামায শুদ্ধ হয় না, তাদের নিকট এটাদ্বারা এহরামও শুদ্ধ হয় না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় প্রকার হল ঃ কাজ, যেমন ঃ কোরবানীর উট অথবা গাভীর গলায় কেলাদা অথবা কাঠের যে কোন চিহ্ন বেঁধে এটা হাঁকিয়ে নেয়া হজ্জের জন্য চলবে, তবে এহরাম শুদ্ধ হয়ে যাবে। চাই লাব্বাইকা না-ইবা বলুক, কোরবানী নফল হোক অথবা মানতের হোক বা কোন কিছুর কাফফারার হোক না কেন। যদি কোরনবানীর জানোয়ার কারও সাথে পাঠিয়ে দেয়, নিজে তার সাথে না যায়, তবে যতক্ষণে ঐ কোরবানীর সাথে না মিলবে, ততক্ষণে এহরাম ওয়ালা হবে

www.nagorikpathagar.org

না। কিন্তু যদি কোরবানী মোতা' অথবা কেরানের হয়, তবে কোরবানীর সাথে মিলিত হবার আগে সেইদিকে রওয়ানা হলে মোহরেম অর্থাৎ এহরামওয়ালা হয়ে যায়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। এহরামওয়ালা যখন গিয়ে কোরবানীর সাথে মিলবে এবং তাকে হাঁকাবে, তখন ঐ কাজ দ্বারা তার নিয়ত হয়ে যাবে এবং সে ঐরূপ এহরামওয়ালা হয়ে যাবে, যেমন সে প্রথম হতেই কোরবানীর সাথে আছে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত হয়েছে।

যদি কয়েকজন মিলে এক উট বা এক গরুর মধ্যে শরীক হয়ে সকলেই খানায় কা'বার দিকে যায় এবং একব্যক্তি সকলের অনুমতিক্রমে উক্ত কোরবানীর জানোয়ারের গরায় কেলাদা লাগিয়ে দেয়, তখন সকলের এহরাম হয়ে যায়। যদি সকলের অনুমতি ছাড়া কেলাদা লাগায় তবে (যে লাগায়) তার একার এহরাম হয়। অন্যান্যদের হবে না। কেলাদা বাঁধার ছুরত হল, কোরবানীর উট বা গরুর গলায় নাল অথবা চামড়ার টুকরা অথবা গাছের বাকল বেঁধে দেওয়া। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কোরবানীর পশুর গলায় কাপড় বাঁধলে অথবা বকরীর গরায় কেলাদা বাঁধলে এবং উভয় দ্বারা এহরামের নিয়ত করে নেয়া হলে এহরাম শুদ্ধ হবে না। এই রকম যদি চুটের বামদিকে দাগ কেটে দেয় এবং তাদ্বারা এহরামের নিয়ত করে, তবে সকল ইমামের নিকট ঐ হুকুম হবে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত আছে।

কোরবানীর পশুর গলায় নাল বেঁধে দেওয়া মুস্তাহাব এবং চামড়ার টুকরা বা গাছের ছাল বেঁধে দেওয়া নাল বেঁধে দেওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। বুদনা বলা হয় উট এবং গাভী কোরবানীকে। এটা হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। উট অথবা গাভীর চুটের বামদিকে দাগ বা জখম করে দেওয়াকে এশআর বরা হয়, যে জখম হতে রক্ত বেয়ে পড়তে থাকে। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট এটা মাকরূহ এবং সাহেবাইনের নিকট এটা উত্তম। এটা মুজমিরাতের বর্ণিত আছে। কোরবানীর উট বা গাভীর গলায় চামড়ার টুকরা বা গাছের ছাল বেঁধে দেওয়াকে তাজলীল বলা হয়।

এহরামের শর্ত হল ঃ নিয়ত করা। যদি নিয়তছাড়া লাব্বাইকা বলে, তবে নিয়ত হবে না। এটা সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। শুধু নিয়ত দ্বারাও এহরাম শুদ্ধ হবে না, যখন পর্যন্ত না লাব্বাইকা বা তার পরিবর্তে কোন কিছু বলা হয় এবং উট বা গরুকে হাঁকান না হয় এবং তাদের গলায় কেলাদা বেঁধে না দেওয়া হয়। এটা মুজমিরাতের বর্ণিত আছে। যখন এহরাম বাঁধার নিয়ত করবে, তখন গোসল অথবা অজু করে নিবে, তবে গোসল করা অধিক উত্তম। কেননা গোসল পবিত্রতা হাছিলের জন্য করা হয়। এমন কি হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকদের জন্যও গোসল করার নির্দেশ আছে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক এবং ছোট বালকদের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। সমস্ত শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার করবে, নখ কর্তন করবে, গোঁফ খাট করবে, বগল ও নাভীর নিম্নদেশ মুণ্ডাইবে। যদি পুরুষের মাথা মুণ্ডাইবার অভ্যাস থাকে, তবে মুণ্ডিয়ে নিবে। নতুবা চিরুণী দিয়ে চুল আচড়িয়ে নিবে। সাবান দিয়ে শরীরের ময়লা দূর করবে। স্ত্রী বা দাসী সাথে থাকলে প্রয়োজনে যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে সহবাস করে নিবে। কেননা এটাও সুন্নাত। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

সেলাইকৃত কাপড় ছেড়ে দিয়ে দুইখানা সেরাই না করা কাপড় পরবে। একখানা লুঙ্গি এবং একখানা চাদর। পায়ের মোজা খুলে রাখবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নূতন কাপড় পরবে। কাপড় নূতন হওয়াই উত্তম। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে।

যদি এক কাপড়েই সমস্ত সতরে আওরত ঢাকে তবে এক কাপড় পরিধান করাও জায়েয আছে। লুঙ্গি নাভী হতে হাটু পর্যন্ত এবং চাদর স্কন্ধ হতে পিঠ এবং বক্ষ হয়ে নাভী পর্যন্ত হবে। চাদরের উভয় প্রান্ত লুঙ্গির সাথে বেঁধে নেওয়ায় কোন দোষ হবে না। কাটা বা অন্য কিছু দিয়ে আটকিয়ে নেওয়া উচিত নয়। চাদর ডান হাতের নীচ দিয়ে প্রবেশ

www.nagorikpathagar.org

করাবে। তা বাম কাঁধের উপর রাখবে। ডান স্কন্ধ খোলা রাখবে। এটা খাযানাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। সুগন্ধি ছাড়া হোক বা সুগন্ধিযুক্ত হোক তেল ব্যবহার করবে। তেলে সুঘ্রাণ যদি এহরামের পরেও বাকি থাকে, তাতে কোন দোষ নাই। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

কাপড়ে এমন কোন সুগন্ধি লাগাবে না। যার ঘ্রাণ এহরাম বাঁধাবার পরেও বাকি থাকে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়বে। এটা যে কোন সূরা দিয়ে আদায় করা যায়। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ পাঠ করা সুন্নাত। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। বেশির ভাগ ওলামায় কিরাম সূরা কাফিরূনের পর 'লাতুযিগ কুলূবানা'–শেষ পর্যন্ত পড়ে; এবং সূরা ইখলাছের পর 'রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ওয়া হাইয়্যি লানা মিন আমরিনা রাশাদা' পড়ে থাকে। এটা খাযানাতুল মুফতীনের মধ্যে আছে। এই নামায মাকরূহ ওয়াক্তে আদায় করবে না। যদি শুধু (ওয়াক্তের) ফরজ নামায পড়ে নেয়, তবে তাতেও হয়ে যায়। নামায সমাধা করে আল্লাহর দরবারে আসানীর জন্য দোয়া করবে এবং নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়বে। যথাঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াস্ সিরহুলী অ তাক্বাব্বালহু মিন্নী। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। নামাযের পরে অথবা বাহনে সওয়ার হবার পরে 'লাব্বাইকা'–পাঠ করবে। আমাদের নিকট তা নামাযের পরে পড়া উত্তম। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। ঐ দোয়াটি এভাবে পাঠ করবে। যথাঃ 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা লিল্লাহি ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লাকা লা শারীকা লাকা।'

কুরখী বলেছেন যে, দোয়ার সব শব্দগুলি পাঠ করবে। কোন শব্দ বাদ দিবে না; বরং এই দোয়ার পরে আরও অতিরিক্ত কিছু পড়লে তা উত্তম হয়। দোয়ার কোন শব্দ বাদ দেওয়া মাকরূহ। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। লাব্বাইকা দোয়াটি পাঠ করার পর হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর উপর দুরূদ শরীফ পড়বে। তবে দুরূদ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে পড়বে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। নামাযের পরে যত বেশি সম্ভব লাব্বাইকা পাঠ করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে এবং এটাই জাহের রেওয়ায়েত।

তাহাবী বলেছেন যে, ফরজ নামাযের পড়ে লাব্বাইকা পড়বে, কাজা বা নফলের পড়ে পড়বে না। এভাবে যখন কোন সওয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাত হবে, যখন কোন উঁচুস্থানে আরোহণ করবে, যখন কোন নিম্নস্থানে অবতরণ করবে, যখন প্রত্যুষে নিদ্রা হতে উঠবে, তখন লাব্বাইকা পড়বে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যখন সওয়ারীতে আরোহণ করবে এবং সওযারী হতে অবতরণ করবে, তখন লাব্বাইকা পড়বে। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। লাব্বাইকা বলতে সব সময়ে উচ্চঃস্বরে বলবে। তবে বলতে কষ্ট হয় এমন উচ্চঃস্বরে নয়। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এহরামের পরে পালনীয় কার্যাবলী

এহরাম বাঁধার পর ঐ সময়ের নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে বিরত থাকবে। যেমন ঃ মোজামেয়াত করা, আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করা এবং স্বীয় বন্ধু-বান্ধবের সাথে ঝগড়া-কলহ করা হতে বেঁচে থাকবে। কোন প্রকার শিকার করবে না। এটা হেদায়ার মধ্যে লিখিত আছে। শিকারের দিকে অগ্রসর হবে না, শিকার করবে না এবং শিকারের দিকে ইশারাও করবে না। শিকারের জন্য কাকেও পথ দেখাবে না, শিকার করতে কাকে কোনরূপ সাহায্যও করবে না। সেলাই করা বস্ত্র পরবে না। যেমন ঃ 'পাঞ্জাবী, কা'বা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি এবং মোজা পরবে না।

www.nagorikpathagar.org

মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকবে না, মুখ, থুতনি ও গাল ঢাকবে না। নিজের নাকের উপর হাত রাখলে কোন দোষ হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। এহরামওয়ালা ব্যক্তির জন্য নিজের হোক বা পরের হোক থলে বা পোটলা বাঁধায় কোন ক্ষতি হবে না। গায়ের চাদর কাঁটা বা অন্য কিছু দিয়ে আটকাবে না। কেননা এটা সেলাইর অনুরূপ হয়ে থাকে। কাতানের মতো পাতলা কাপড় পরা মাকরূহ নয়, তবে তা সেলাইকৃত না হওয়া চাই। এটা কাজীখানের মধ্যে আছে। কোনরূপ রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করবে না। মাথার বা শরীরের কোন স্থানের চুল মুণ্ডাবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হজ্জ্ব আদায় করার অবস্থার মাসায়েল

মক্কা শরীফে প্রবেশ করার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। হায়েজ ও নেফাসওয়ালী নারীদের জন্যও তা মুস্তাহাব। মক্কার ভিতরে উঁচু রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করবে। ঐ রাস্তাকে কাদা বলা হয়। উঁচু যমিনের দিকে উঁচু রাস্তা আছে। হজ্জের সময়ে দিনে বা রাত্রের যে কোন সময়ে মক্কা শরীফে প্রবেশে দোষ নেই। ওমরার অবস্থায়ও একই হুকুম। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। দিনে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। এটা কাজীখানের ফতোয়া। মক্কা শরীফে প্রবেশ করতঃ যথাস্থানে আসবাবপত্র রেখে মসজিদে যাবে। লাব্বাইকা বলে যাওয়া মুস্তাহাব। মসজিদে বনি শাইবার দরজা দিয়ে যাবে। ঐদিক দিয়ে খুবই বিনম্রভাবে লাব্বাইকা বলতে বলতে ঐ স্থানের বুযর্গী এবং মহত্ত্বের মর্যাদা রক্ষা করে ভিতরে প্রবেশ করবে। কেউ কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলে তার সাথে নম্র ব্যবহার করবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। মসজিদে খালি পায়ে প্রবেশ করবে। কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে পায়ে কিছু পরে নিতে পারে। এটা ইখতিয়ারে বর্ণিত আছে।

প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা বাড়াবে এবং দোয়াটি পড়বে–'বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু'আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়া আদখিলনী ফীহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ফী মাক্বামী হাযা ওয়ানুসাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া তারহামনি ওয়া তাক্বাব্বাল ইশরাতি ওয়া তাগফির যুনূবী ওয়াতাদ্বাআ আন্নী বিযরী"। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। কা'বাঘর দেখামাত্র আল্লাহু আকবার বলবে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে এবং তা এভাবে বলবে ঃ লা ইলাহা ইল্লাহু অল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউস সালামু হাইয়্যিনা রাব্বানা বিসসালামি, আল্লাহুম্মা যিদ বাইতিকা হাযা তাজীমান ওয়া তাশরীফান ওয়া মুহাব্বাতান ওয়া যিদ মিন তাজীমিহি ওয়া তাশরীফিহী মিন হুজ্জাতি ওয়াতামারিহী তাজীমান ওয়া তা'শরীফান ওয়া মুহাব্বাতান।" এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। এটা ব্যতীত যা ইচ্ছা অন্য দোয়াও পড়তে পারে। তারপর হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করবে। অন্য কোন স্থান হতে নয় এসময় মানুষ যদি নামায পড়তে থাকে, তবে নামাযে শরীক হওয়া যাবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে

হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ রেখে তাকবীর বলবে এবং উভয় হাত নামাযে তাকবীর বলার সময়ের মত উত্তোলন করবে, তারপর আবার উভয় হাত ছেড়ে দিবে। এটা কাজীখারেন বিবরণ। হস্তদ্বয় স্কন্ধ পর্যন্ত উঠাবে। এটাই শুদ্ধমত। এটা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত হয়েছে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। দুইহাত হাজরে আসওয়াদের উপর রেখে তা চুম্বন করবে। যেন অন্য কারও কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়। চুম্বন করার সময়ে পড়বে ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়া ত্বাহহির লী ক্বালবী ওয়া আশরিহ লী ছাদরী ওয়া ইয়াস্সির লী আমরী ওয়া আফিনী ফী মান আফাইতা।" এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে না পারলে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে হাত চুম্বন করবে। যদি এভাবে চুম্বন করতে না পারা যায়, তবে কোন গাছের ডাল হাতে নিয়ে তাদ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে নেয়া ঐ ডাল চুম্বন করবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি এরূপও করতে না পারে, তবে তার দিকে মুখ করে নিজের দুইখানা হাত এমনভাবে উঠাবে যে, হাতের মধ্য ভাগ যেন হাজরে আসওয়াদের দিকে থাকে। আর আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আলহামদু ও দুরূদ শরীফ পড়বে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। হাতের তালু অন্যান্য দোয়ার সময়ে যেমন আকাশের দিকে করা হয়, তদ্রূপ করবে না। এটা নেহায়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। (এই সময়ে) নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে। "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা আ'তিনী ঈমানান ওয়া তাছদীক্বান বিকিতাবিকা ওয়া অফায়াম বি আহদিকা ওয়া ইত্তিবাআন লিনাবীয়্যিকা, আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমানতু বিল্লাহি ওয়া কাফারতু বিজজিবতি ওয়াত্তাগূতি।" এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

অতঃপর নিজের ডানদকি যেদিকে খানায় কা'বার দরজা, সেস্থান হতে তাওয়াফ শুরু করবে। সাতবার তাওয়াফ করবে। এটার পূর্বে নিজের চাদর ডান হাতের নীচ হতে বের করে বাম কাঁধের উপর ফেলবে। হাজরে আসওয়াদের দিক দিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করবে, যেদিকে রোকনে ইয়ামানী রয়েছে। এটাতে সমস্ত শরীর হাজরে আসওয়াদের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করবে। হাজরে আসওয়াদের দিকে এমনভাবে ফিরে দাঁড়াবে, যাতে হাজরে আসওয়াদ সমস্তটা ডানদিকে থাকে। তারপর সেই দিকে মুখ করে চলবে। যখন হাজরে আসওয়াদ অতিক্রম করে যাবে, তখন ফিরে যেয়ে খানায় কা'বাকে নিজের বাম হাতের দিকে রাখবে। এরূপ করবে কেবল তাওয়াফ শুরু করার সময়ে, তার পরে আর নয়। বামদিকে দিয়ে তাওয়াফ শুরু করা জায়েয আছে, কিন্তু করা ভাল নয়। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করা আমাদের মতে সুন্নাত। অন্য কোন স্থান দিয়েও তাওয়াফ শুরু করা জায়েয আছে, কিন্তু তা মাকরূহ। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কা'বার হাতীমের বাইর দিয়ে তাওয়াফ করা জায়েয নয়। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। এরূপ করলে পুনঃ তাওয়াফ করবে। পুনঃ শুধু হাতীমের তাওয়াফ করে নিলেও জায়েয হবে। তাওয়াফ করার সময়ে যখন হাজরে আসওয়াদ সামনে আসবে, তখন কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তা চুম্বন করবে। চুম্বন করতে না পারলে তার দিকে মুখ করে তাকবীর তাহলীল বলবে। এটা কাজীখানের মধ্যে বীর্ণত আছে। হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করবে। এটা হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ আছে।

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতঃ তাওয়াফ শুরু করে আবার তা চুম্বন করে তাওয়াফ শেষ করবে। তাওয়াফের মাঝে তা চুম্বন করতে না পারলেও তাওয়াফ জায়েয আছে। তবে প্রত্যেক তাওয়াফে তা ছেড়ে দিলে অন্যায় হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী রোকনে ইয়ামনীকে চুম্বন করা উত্তম। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। চুম্বন না করতে পারলেও দোষের কিছু নাই, তবে রোকনে ইরাকী এবং রোকনে শামীকে চুম্বন করবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। প্রথম তিনবার হেলে দুলে তাওয়াফ করবে, তারপর নিজের অবস্থানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে করবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যে তাওয়াফের পরে সায়ী' আছে, তার মধ্যে হেলে দুলে চলার হুকুম আছে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। হেলে দুলে চলার সময় নিজের স্কন্ধ এমনভাবে হেলাইবে, যেন দেখে মনে হয় যুদ্ধের কাতারে মুজাহিদগণ নিজেদের বীরত্ব-গৌরব প্রকাশ করেছে। এই বীরত্বব্যঞ্জক ভাব হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু করে সেখানেই শেষ করতে হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার তাওয়াফে হেলে না চললে দ্বিতীয়বার হেলে চলবে। যদি প্রথম তিন তাওয়াফে হেলে না চলে, তবে বাকি তাওয়াফগুলোতে হেলে চলবে না। সমস্ত তাওয়াফেই হেলে না চললে তজ্জন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যে তাওয়াফের পরে সায়ী থাকে না এবং

www.nagorikpathagar.org

তাওয়াকে যিয়ারাত পর্যন্ত বিলম্ব করার ইচ্ছা থাকে, সেই তাওয়াফে হেলে চলবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে তাহিয়্যাত এবং তাওয়াফে লেকা বলা হয়। এই সমস্ত তাওয়াফ মক্কাবাসীদের জন্য নয়। এটা কাফীর বিবরণ।

এহরামওয়ালা প্রথমে মক্কা শরীফে প্রবেশ না করে আরাফাতে গিয়ে তথায় অবস্থান শেষ করে আসলে তার তাওয়াফে কুদুম বাতিল হয়ে যায়। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমে আসবে এবং সেখানে দুই রাকাত নামায পড়বে। লোকের ভীড়ে সেখানে নামায পড়তে না পারলে যেখানে জায়গা পাবে, সেখানে পড়বে। মসজিদের বাইরে পড়লেও জায়েয হবে। এটা কাজীখানের মধ্যে আছে। এই দুই রাকাত নামায আমাদের নিকট ওয়াজিব। যদি ঐ দুই রাকাতের বদলে ফরজ নামায পড়ে নেয় তবে তা আমাদের নিকট জায়েয হবে না। নামাযের পর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে দ্বীন দুনিয়া সম্পর্কিত আবশ্যকীয় প্রার্থনা করে নিবে। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে।

তাওয়াফের পরে ছাফা পাহাড়ের কাছে যাওয়ার আগে জমজম কূপের নিকট গিয়ে পেট ভরে পানি পান করবে। উদ্বৃত্ত পানি কূপের মধ্যে ফেলে দিবে এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা রিযক্বান ওয়াসি'আন ওয়া ইলমাম নাফিআন ওয়া শিফাআম মিন কুল্লি দায়িন।" পরে ছাফা হতে বের হবার পূর্বে মুলতাজিমের দিকে আসবে। যখন সাফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন পুনঃ হাজরে আসওয়াদের নিকট আসবে এবং তা চুম্বন করবে। যদি সম্ভব না হয়, তবে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে তাকবীর ও তাহলীল বলবে। আর যদি ঐ তাওয়াফের পর ছাফা মারওয়ায় সায়ী' করার ইচ্ছা না থাকে তবে তাওয়াফের নামাযের পর হাজরে আসওয়াদের নিকট যাবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

অতঃপর ছাফার দিকে যাবে। বাবে ছাফাকে বাবে বনি মাখযুম বলা হয়। সেদিক দিয়ে বের হওয়া আমাদের নিকট সুন্নাত নয়। অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া জায়েয আছে। বের হবার সময়ে প্রথমে বাম পা বাড়াবে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। প্রথমে ছাফার দিকে যেয়ে তার উপর আরোহন করবে। ছাফা ও মারওয়ার উপর উঠা সুন্নাত। উভয়ের উপর না চড়লে মাকরূহ হয়। এটা মুহীতে সুরুখসীতে লিখিত আছে। বাইতুল্লাহ সম্মুখে দেখা যায়, এই পরিমাণ উঠবে। খানায় কা'বার দিকে মুখ করে দুইহাত উঠিয়ে তিনবার তাকবীর বলবে। এটা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলহামদুলিল্লাহ' ছানা এবং দুরূদ পড়বে এবং আল্লাহর নিকট নিজের বাসনা পূরণের জন্য দোয়া করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দোয়া করার সময়ে দুই হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে লিখিত আছে। তারপর সেখান হতে মারওয়ার দিকে অবতরণ করবে। এ সময় নিজে স্বাভাবিকভাবে চলবে এবং মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছে তার উপর উঠবে এবং কিবলাহর দিকে মুখ করে খাড়া হয়ে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ছানা এবং দুরূদ শরীফ পড়বে। ছাফার উপরে যা করা হয়েছে, এখানেও সেসব কাজ করবে। এভাবে ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাতবার সায়ী করবে। ছাফা হতে শুরু করবে এবং মারওয়ায় শেষ করবে। প্রত্যেকবারেই নীচের দিকে দৌড়াবে এবং ঝটকা মেরে চলবে। এটা সুরুখসীর মধ্যে লিখিত আছে। ছাফা হতে মারওয়ার দিকে একবার দৌড়াবে এবং মারওয়া হতে একবার ছাফার দিকে দৌড়াবে। এটা সিরাজিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

প্রথম মারওয়া হতে সায়ী করলে তাহা প্রথমবার ধরা হবে না। এটা যখীরাহার মধ্যে আছে। সায়ী বা দৌড়ানোর শর্ত হল যে, তা তাওয়াফের পরে হওয়া চাই। যদি সায়ী বা দৌড়ানোর পর তাওয়াফ করে, যদি তা মক্কায় হয় তবে পুনঃ আদায় করতে হবে। যদি এহরাম হতে বের হওয়ার পর হয়, তবে সকলের নিকট জায়েয আছে। হায়েজ এবং

জানাবাত সায়ী করায় কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এটা সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। মূল কথা হল, হজ্জের আহকামের মধ্যে যে সমস্ত ইবাদাত মসজিদের বাইরে করতে হয় তাতে তাহারাত শর্ত নয়। যে সব ইবাদাত মসজিদের মধ্যে করতে হয়, তাতে পবিত্র থাকা শর্ত আছে। তাওয়াফ মসজিদের মধ্যে সম্পন্ন হয় না, এটা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি হজ্জ্ব পৃথক করবে, সে যখন তাওয়াফে কুদুম করবে, তার জন্য উত্তম হল যে, সে এটার পর দৌড়াবে না। তাওয়াফে যিয়ারাতের পর দৌড়াবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে যদি আট তারিখে অথবা এটার পূর্বে হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে মিনা আসার পূর্বে তাওয়াফ ও দৌড়ানোর কাজ সেরে নিবে। আট তারিখ যাওয়ালের পর এহরাম বাঁধলে উক্ত হুকুম হবে না। এটা সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি তাওয়াফ এবং দৌড়ের কাজ করে; তখন নামাযের ইকামত আরম্ভ হয় তবে তাওয়াফ এবং দৌড় ছেড়ে দিয়ে নামায পড়বে। নামায শেষ করার পর যে পরিমাণ তাওয়াফ এবং দৌড় ছেড়ে দিয়ে নামায পড়েছে সেই বাকি তাওয়াফ এবং দৌড় আদায় করে নিবে। জানাযার নামায তৈরী হলেও ঐ রকম তাওয়াফ ও দৌড় ছেড়ে দিয়ে জানাযা আদায় করে পরে তাওয়াফ ও দৌড় যা বাকি থাকে, আদায় করে নিবে। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

তাওয়াফ ও দৌড়ের মধ্যে বেচা-কেনার কথা বলা মাকরূহ। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। দৌড়ের কাজ সমাধা করার পর মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায পড়বে তারপর এহরামের সাথে মক্কায় আটই যিলহজ্জ্ব পর্যন্ত অবস্থান করবে। মক্কায় থাকা পর্যন্ত যখন ইচ্ছা খানায় কা'বা তাওয়াফ করবে। প্রত্যেক তাওয়াফ তিনবার করবে। এটা কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব তাওয়াফে দৌড়াবে না, প্রত্যেক তাওয়াফের পরে দুই রাকাত করে নামায পড়বে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। একই সময়ে সাতবার তাওয়াফ করে তাওয়াফের নামায পড়ে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে সাথে সাথে আর দ্বিতীয় তাওয়াফ শুরু করবে না। নফল তাওয়াফ মুসাফিরদের জন্য নফল নামায হতে উত্তম। মক্কাবাসীদের জন্য নফল তাওয়াফ হতে নফল নামায আদায় করা উত্তম। এটা তাহাবীর বিবরণ।

তাওয়াফের সময় আল্লাহর যিকির করা কোরআন তিলাওয়াত অপেক্ষা উত্তম। এটা সিরাজিয়ায় বর্ণিত আছে। আট তারিখের পূর্বে ইমামের একদিন খুৎবাহ দান করা চাই, যাতে লেক মিনায় যাওয়া, আরফাতে নামায পড়া এবং তথায় অবস্থন করার হুকুম আহকাম শিক্ষা করতে পারে। হজ্জের মধ্যে মোট তিনবার খুৎবাহ দান করতে হয়। এটার প্রথম খুৎবাহ এই আট তারিখের পূর্বে, দ্বিতীয় খুৎবাহ দিতে হয় আরফার দিন এবং তৃতীয় খুৎবাহ দিতে হয় মিনায় এগার তারিখে। একের দিনের পাঠ তিনও খুৎবায় থাকবে। এটা হেদায়ায় আছে। একমাত্র আরফার খুৎবাহ ছাড়া অন্য দুই খুৎবাহর মধ্যে বসবে না, তা একই খুৎবাহ। আরাফার খুৎবাহর মাঝে বসতে হয়। এটাতে খুৎবাহ দুইটি। আরাফার খুৎবা ছাড়া অন্য খুৎবাহ দুইটি যাওয়ালের পরে পরে জোহরের নামাযের বাদে দিতে হয়, কিনতু আরাফার দিনের খুৎবাহর ওয়াক্ত হল যাওয়ালের বাদে জোহরের নামায আদায়ের পূর্বে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আট তারিখ ফজরের নমায বাদে সূর্যোদয়ের পর সকলে মিলিয়ে মিনায় যাবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। সূর্যোদয়ের আগে গেলেও জায়েয হবে। তবে পরে যাওয়াই উত্তম। এটা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অবস্থায় যখন যেখানে থাকুক না কেন, লাব্বাইকা বলা কখনই পরিত্যাগ করবে না। মক্কা হতে বের হওয়ার সময়ে লাব্বাইকা বলবে, এটা ছাড়া আরও যে দোয়া ইচ্ছা পড়তে পারে। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়বে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। মিনায় রাত্রি যাপন করবে। পরদিন নয় তারিখ অর্থাৎ আরাফার দিন প্রত্যুষেই অন্ধকার থাকতে মিনাতেই ফজরের নামায পড়ে মিনা হতে আরাফার দিকে রওয়ানা করবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি আট তারিখ জোহরের নামায মক্কায় আদায় করে সেখান হতে মিনায় গিয়ে রাত্রে তথায় থাকে, তবে দোষ নাই। আর যদি রাত্রে মক্কায় থেকে এবং তথায়-ই ফজরের নমায পড়ে তথা হতে রওয়ানা করে মিনা হয়ে আরাফায় গমন করে তবে তাও জায়েয আছে। তবে এটা দোষণীয় কাজ। কেননা এটাতে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর হুবহু অনুসরণ হয় না। যদি আট তারিখ জুমুআর দিন হয় তবে যাওয়ালের পূর্বেও মিনায় যাওয়া জায়েয আছে। যাওয়ালের পরে জুমুআ ওয়াজিব হয়ে যায়। কাজেই তখন আর জুমুআ আদায় শেষ না করে মক্কা হতে বের হবে না। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আরাফায় পৌঁছে যেখানে ইচ্ছা অবতরণ করবে এটা কাজীখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে গোসল করতে পারে। ঐ সময়ে ইমাম মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে এবং মুয়াযযিন আযান দিবে। এট মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

আযান হয়ে গেলে ইমাম দাঁড়িয়ে দুই খুৎবাহ পাঠ করবে এবং তার মাঝে একবার বসবে। বসে খুৎবাহ পড়াও জায়েয আছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। খুৎবাহ পাঠ না করা কিংবা যাওয়ালের পূর্বে পাঠ করা জায়েয আছে। খুৎবাহর মধ্যে লোকদেরকে আরাফায় এবং মুযদালিফায় অবস্থান, আরাফা হতে মুযদালিফা গমন, কোরবানীর দিন জুমরাতুল আকাবার মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ, কোরবানী করা, মস্তক মুণ্ডান, তাওয়াফে যিয়ারাত এবং কোরবানীর দ্বিতীয় দিন সম্পর্কিত যাবতীয় হুকুম আহকাম বর্ণনা করবে। এট শরহে হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

খুৎবাহর পর ইমাম মিম্বর হতে নামবে এবং জোহর ও আছরের নামায জোহরের ওয়াক্তে এক আযান দিয়ে দুই ইক-ামতে আদায় করবে। এই নামায উচ্চ আওয়াজে পড়বে। এট মুহীতে সুরুখসীতে মধ্যে বর্ণিত আছে। এই দুই নামাযের মধ্যে জোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়বে না। জাহের রেওয়াযেত অনুযায়ী আছরের নমাযেও আযান দিবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। জোহর ও আছরের নামায একত্র করে পড়ার শর্ত হল, জোহরের ওয়াক্তের শেষে এবং আছরের ওয়াক্তের প্রথম দিকে হওয়া চাই। আর এটার সময় হল আরফার দিন এবং স্থান হল আরফার ময়াদান হওয়া চাই। এটা কেফায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটার আর একটি শর্ত হল ঃ হজ্জ আদায়ের জন্য এহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকা চাই। তবে এহরাম যাওয়ালের পূর্বে বাধুক অথবা নামাযের পূর্বে বাধুক, জায়েয আছে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

আর একটি শর্ত হল ঃ নামায জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। ছাহেবাইনের নিকট জামাত শর্ত নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের আসবাবপত্র রাখার জন্য একা নামায পড়বে, সে আছরের নামায আছরের ওয়াক্তে পড়বে, কিন্তু ছাহেবাইনের মন্তব্য হল যে, একাকীও জোহর আছর উভয় নামায একত্র করে পড়বে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতই শুদ্ধ বলে গৃহীত হয়েছে।

যদি কেউ উভয় ওয়াক্ত নামায অথবা এক ওয়াক্ত ইমামের সাথে পড়তে না পেরে থাকে, তবে ইমাম আব হানীফা (রহঃ)-এর মতে এটা আছরের ওয়াক্তের পূর্বে পড়া জায়েয হবে না। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

জোহরের নামায সম্পূর্ণ ইমামের সাথে পাওয়া শর্ত নয়। যদি এক রাকাতও পাওয়া যায় বা আছরের নামাযের এক রাকাত পায় তবে সকলের মতে একত্র পড়া জায়েয আছে। যদি ইমামের জোহরের নামাযে অজু ভঙ্গ হয় এবং সে অন্য একজনকে খলীফা করে দেয়, তবে খলীফা উভয় নামায একত্র করে পড়বে। যদি ইমাম অজু করে এমন সময়ে আসে, যখন খলীফা আছরের নমায আদায় শেষ করেছে, তখন ইমাম আছরের নামায আছরের ওয়াক্তে পড়বে। তার পক্ষে উভয় নামায একত্র কর জায়েয হবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি ইমামের খুৎবাহ পড়ার পর অজু ভঙ্গ হয় এবং সে অন্য এমন একজনকে খলীফা বানায়, যে খুৎবাহর সময়ে উপস্থিত ছিল না। তবে তার পক্ষে উভয় নামায একত্রিত করে পড়া জায়েয আছে। যদি ইমাম কাকেও হুকুম না করে এবং কোন ব্যক্তি নিজে ইচ্ছা করে সম্মুখে যেয়ে উভয় নামায পড়ায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতানুযায়ী জায়েয হবে না। কেননা তাঁর নিকট ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি হয়ে দুই ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য শর্ত। যদি সে ব্যক্তি শাসনকর্তা বা শর্তের মালিক হয়, তবে সকলের নিকট জায়েয হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আরেকটি শর্ত হল ঃ ঐখানে অর্থাৎ আরাফার ময়দানে নামাযের ইমামকে সর্বপ্রধান ব্যক্তি হতে হবে অথবা তার পক্ষ হতে মনোনীত প্রতিনিধি হতে হবে। যদি জোহরের নামায ঐরূপ বড় ইমাম ছাড়া কেউ পড়ে থাকে এবং তার নামায পড়া শেষ হয় এবং আছরের সময় বড় ইমাম হাজির থাকে এবং তাঁর সাথে নামায পড়ে, তবে জায়েয হবে না। এটাই শুদ্ধ মত। যদি বড় ইমাম মরে যায় এবং তাঁর খলীফা অথবা শর্তের মালিক উপস্থিত থকে তবে উভয় নামায একত্র করতে পারবে। নতুবা পারবে না।

ইমাম আছরের নামায শেষ করার পর মাওকাফে যাবে। আরাফার নীচু যমিন ছাড়া সবই মাওকাফ। এটা কানযের মধ্যে বর্ণিত আছে। আরাফার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অকুফ (অবস্থান) করতে পারবে। এটা কাজীখানে উল্লেখ আছে। অকুফের (অবস্থানের) মধ্যে দুইটি শর্ত আছে। তার একটি হল, অবস্থানস্থল আরাফার যমিনে হতে হবে। দ্বিতীয়টি হল, আরাফার দিন অর্থাৎ নয় তারিখ হতে হবে। খাড়া হওয়া বা দাঁড়িয়ে থাকা কোন শর্ত নয়। নিয়ত করাও শর্ত নয়। তবে উত্তম হল, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। এজন্য গোসল করতে হবে। দুই খুৎবাহ দিতে হবে। দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়তে হবে। নামাযের পরে যথাশীঘ্র মাওকাফে যাবে। রোযা রাখবে না, অজুর সাথে থাকবে। বাহনের উপর অবস্থান করা, ইমামের নিকটবর্তী থাকা, মনে একাগ্রতা রাখা, অন্তরে যা খারাপ লাগে, তা হতে বেঁচে থাকা সুন্নাত। লোক চলাচলের পথে অবস্থান করবে না। কাল পাথরের নিকট অবস্থান করা সুন্নাত। ইমামের খুব বেশি নিকটে থাকা সম্ভব না হলে যতদূর সম্ভব কাছাকাছি অবস্থান করবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

হায়েজওয়ালী মহিলা, নাপাকী ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত নামায একত্র করতে পারে নাই তাদের জন্য (আরাফায়) অবস্থান করা জায়েয আছে। তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। হাত বাড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে দুইহাত উর্ধ্বে উত্তোলন করতঃ পাঠ করবেঃ 'আলহামদুল্লিাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।' দুরূদ শরীফ পড়বে, প্রার্থনা করবে, লোকদেরকে হজ্জের আহকাম শিখাবে এবং বার বার লাব্বাইকা বলবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। নিজের জন্য, পিতামাতা ও সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত লাব্বাইকা,.আলহামদু লিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সুবহানাল্লাহ পড়বে। নিজের আবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য দোয়া করবে। এটা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। আমাদের নিকট ঐখানে দোয়া করার জন্য কোন নির্দিষ্ট কিছু নাই। যে কোন বিষয়ের জন্য ইচ্ছা দোয়া করতে পারে।

আরাফার দিন (নয় তারিখ) আরাফায় অবস্থানের সময় হল, সূর্য পশ্চিম দিকে গড়িয়ে পড়া হতে প্রথম দিনের কোরবানীর ফজরের সময় পর্যন্ত। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সময়ের মধ্যে ঐস্থানে উপস্থিত হবে, তার হজ্জ পাওয়া হয়ে যাবে। এটার পর আর হজ্জ বাতিল হতে পারে না। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যে ব্যক্তি ঐসময় ছাড়া অন্য সময়ে আরফায় অবস্থান করে, তার হজ্জ পাওয়া যাবে না।

যদি কোরবানীর প্রথম দিন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত আরাফায় পৌঁছতে না পারে, তবে হজ্জ পাওয়া হবে না এবং হজ্জের অন্যান্য সমস্ত কাজ বাতিল হয়ে যাবে। তখন হজ্জের এহরাম ওমরার এহরাম হয়ে যাবে। আগামী বৎসর তার হজ্জ কাজা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

সকল রাত্রিই তার পরবর্তী দিনের সাথে ধরা হয়। কিন্তু হজ্জের রাত্রি তার পিছনের দিনের সাথে ধরা হয়। আরাফার রাত্রি আট তারিখের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই কারণেই ঐ রাত্রিতে আরাফায় অবস্থান করা জায়েয নয়। এভাবে কোরবানীর প্রথম তারিখের রাত্রি অর্থাৎ দশ তারিখের রাত্রি আরাফার দিনের মধ্যে গণ্য করা হয়। এজন্যই এই রাত্রে আরাফায় অবস্থান করা জায়েয আছে। এজন্য রাত্রে কোরবানী করা জায়েয নয়। এটা সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। সূর্য াস্ত যাবার পর ইমাম সকলকে নিয়ে আরাফা হতে ঐ অবস্থায়ই মুযদালিফায় যাবে-যে অবস্থায় তারা অকুফে আরাফার মধ্যে খাড়া ছিল এই অবস্থায়ই যাওয়া উত্তম। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। পথে জায়গা খালি পাওয়া গেলে অগ্রেই রওয়ানা করবে। আর যদি ইমামের সাথে যাবার ইচ্ছা করে তবে তার আগে রওয়ানা করবে না।

ইমাম সূর্য াস্ত যাবার পর দেরি করলে ইমামের আগে রওয়ানা করতে পারে। পথে তাকবীর, তাহমীদ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে থাকবে এবং বার বার লাব্বাইকা পড়বে। আল্লাহর নিকট মাগফেরাত চাইবে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুযদালিফায় যাওয়ার আগে পড়ে নিয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে মুযদালিফা যেয়ে পুনঃ তা আদায় করতে হবে। এভাবে এশার নামাযও মুজদালিফায় পৌঁছার আগে পড়ে নিয়ে তথায় গিয়ে আবার পড়তে হবে। যদি এই উভয় নামায পড়ার আগে ফজরের নামায পড়ে নেয়, তবে সকলের মতে এ দুই নামায আদায় জায়েয হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি মুযদালিফায় পৌঁছাবার পূর্বে ফজর উদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তজ্জন্য মাগরিব ও এশা আদায় করে নিয়ে থাকে, তবে তা জায়েয হবে।

মুযদালিফায় পৌঁছে যদি মাগরিবের আগে এশা আদায় করে, তবে মাগরিবের নামায আদায় করে পরে আবার নামায পড়বে। যদি এশার নামায পুনঃ পড়ার আগে ফজর উদয় হয়ে যায় তবে ঐ আদায়কৃত এশার নামায জায়েয হয়ে যাবে। মুযদালিফায় পায়ে হেটে যাওয়াই উত্তম। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ করা হয়েছে। মুযদালিফায় পৌঁছে যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারে। তবে রাস্তায় থাকবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কাজাহ পাহাড়ের নিকটে অবতরণ করাই উত্তম। এটা কাজীখানে বর্ণিত রয়েছে। এশার ওয়াক্ত হলে মুয়াযযিন আযান ও ইকামত দিবে। ইমাম মাগরিবের নামায এশার ওয়াক্তে পড়বে। তারপর এশার নামায ঐ আযান একামত দ্বারাই আদায় করবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। ঐ দুই নামাযের মধ্যে নফল নামায পড়বে নাএন্ন কিংবা অন্য কোন কাজ করলে পুনঃ ইকামত বলে এশার নামায পড়বে। ঐ দুই ওয়াক্ত নামায একত্র করার জন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জামাত শর্ত নয়। এটা কাফীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

কেউ মাগরিব ও এশার নামায একাকী পড়লে তা জায়েয হবে। কিন্তু আরাফার দিন জোহর ও আছর একত্র করা ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে জামাত ছাড়া জায়েয নয়। মুযদালিফায়ও ইমাম জামাত করবে। যদি মুযদালিফায় রাত্রে না থাকে এবং ফজরের পরে ঐস্থান অতিক্রম করে, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সুন্নাত তরক হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

ফজরের ওয়াক্ত হলেই ইমাম অন্ধকার থাকতে ফজরের নামায আদায় করবে এবং অবস্থান করবে। অন্যান্য লোকও তার সাথে অবস্থান করবে। এটা কুদুরীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

কাজাহ পাহাড়ের উপর অবস্থান করাই উত্তম। সেখানে বসে তাহমীদ, ছানা, তাকবীর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং দুরূদ পড়ে দুইহাত আসমানের দিকে তুলে আল্লাহর দরবারে মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া প্রার্থনা জানাবে। মাহছারের নীচু যমিন ছাড়া মুযদালিফার সকল স্থানেই অবস্থান করা যায়। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। মাহছারের নালীবের নিকট উপস্থিত হলে যদি পায়দল চলতে থাকে তবে অত্যন্ত দ্রুত চলবে আর কোন বাহন-আরোহী হয়ে বাহনকে তীব্র গতিতে পরিচালনা করবে।

www.nagorikpathagar.org

মুজদালিফায় অবস্থানের সময় হল, ফজর উদিত হওয়ার পর হতে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হওয়া পর্যন্ত সূর্য উদিত হলে ওয়াক্ত চলে যায়। ওয়াক্ত চলে গেলে সেখানে থাকা বা না থাকা উভয় জায়েয আছে। কিন্তু আরাফায় অবস্থানের পর ওয়াক্ত চলে গেলে সেখানে থাকতে পারবে না। অর্থাৎ থাকা জায়েয হবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে মুযদালিফার সীমা হতে বের হয়ে গেলে অবস্থান ত্যাগের জন্য তাকে কোরবানী দিতে হবে। যদি কোন ওজরবশতঃ সেখান হতে চলে যায়, তবে কোন দোষ হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যখন সবকিছু সম্পূর্ণ আলোকিত হয়ে যাবে, তখন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে সেখান হতে বের হয়ে মিনায় আসবে। এটা জাদের মধ্যে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সম্পূর্ণ আলোকিত হওয়ার অর্থ সূর্য উদয়ের পূর্বে মাত্র দুই রাকাত নামায পড়তে পারা যায় এমন সময় বুঝা যাবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি ইমাম সূর্যোদয়ের পরে বের হয়, অথবা ফজরের আগে চলে যায়, তবে তা দোষণীয় হবে। অবশ্য তাদের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে। অতঃপর যাওয়ালের পূর্বে জমরায়ে আকাবায় আসবে এবং নীচু যমিনে গিয়ে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকবারে তাকবীর বলে উপরের দিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। ঐদিন আর কোন স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে না। সেখানে অবস্থানও করবে না। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

তাকবীরের পরিবর্তে তাসবীহ কিংবা তাহলীল বললে জায়েয আছে। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপ করে লাব্বাইকা বন্ধ করবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। এটাতে এফরাদ, কেরান এবং তামাত্তে'র মধ্যে পার্থক্য নাই। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। ওমরাহকারী হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পর লাব্বাইকা বন্ধ করে দিবে। যে ব্যক্তির হজ্জ ফওত হয়ে যায়, সে যখন ওমরাহর এহরাম হতে বের হবে, অর্থাৎ যখন তাওয়াফ আরম্ভ করবে, তখন লাব্বাইকা বন্ধ করবে। যদি কারেন হয়, তবে যখন দ্বিতীয় তাওয়াফ শুরু করবে, তকন লাব্বাইকা বন্ধ করবে। হজ্জে প্রতিবন্ধকতার কারণে যদি হজ্জ করতে না পারে, তবে সে যখন কোরবানী করবে তখন হতে লাব্বাইকা বলা বন্ধ করবে। হজ্জ সম্পন্নকারী যদি জমরায় আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডায়, তবে তখন হতে লাব্বাইকা বলা বন্ধ করবে। যদি কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং মাথা মণ্ডনের এবং যবেহ করার পূর্বে খানায় কা'বা যিয়ারাত করে নেয় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী তখন হতে লাব্বাইকা বলা বন্ধ করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

অতঃপর মিনায় যাবে। সঙ্গে কোরবানী থাকলে তা যবেহ করবে। কোরবানী না থাকলে শুধু হজ্জকারীর জন্য কোন ক্ষতি হবে না। কেরান ও তামাত্তু' ওয়ালার জন্য কোরবানী করা একান্ত আবশ্যক। তারপর মাথা মুণ্ডাবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কোন বাধার কারণে হজ্জ মূলতবি হয়নি। কিন্তু যার সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, তার মাথা মুণ্ডান দরকার হবে না। এটা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। মাথা মুণ্ডান অথবা চুল কাটা তখন ইখতিয়ার থাকবে, যখন কোন ওজর থাকবে না। যদি মাথা মুন্ডনে কোন ওজর থাকে, তবে চুল কাটাই ভাল। যদি চুল কাটায় কোন ওজর থাকে, তবে মাথা মুণ্ডিয়ে নিবে। চুল কাটার হুকুম হল, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক নিজের চুলের অগ্রভাগ হতে এক অঙ্গুলি পরিমাণ চুল কাটার হুকুম হল, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক নিজের চুলের অগ্রভাগ হতে এক অঙ্গুলি পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে।

সমগ্র মাথা মুণ্ডন করা সুন্নাত। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কোরবানীর প্রথম দিন মাথা মুণ্ডাবে। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে উল্লেখ আছে। মাথার উপরে চুল না থাকলে শুধু ক্ষুর টেনে নিবে। এটাতেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। মাথার বামদিক দিয়ে মুণ্ডান শুরু করা সুন্নাত। যে ব্যক্তি মুন্ডানের কাজ করবে, তার ডানদিক দিয়ে শুরু

করবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। চুল মাটির নীচে দাফন করা মুস্তাহাব। মাথা মুণ্ডানোর সময়ে এবং পরে তাকবীর বলে আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করবে। চুল কোথাও ফেলে দিলে কোন ক্ষতি হয় না। নখ এবং গোফ কেটে ফেলা মুস্তাহাব। নাভীর নিম্নস্থল মুণ্ডিয়ে পেলা আবশ্যক। দাড়ি মুণ্ডাবে না। মুণ্ডালে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

মাথা মুণ্ডানোর পর যে সকল কাজ তার উপর এহরামের কারণে হারাম ছিল, তা হালাল হয়ে যাবে। তবে স্ত্রীর সাথে মোজামেয়াত করা হালাল হবে না। এটা কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। খানায় কা'বা তাওয়াফ করে নেওয়া হলেও মাথা না মুণ্ডান পর্যন্ত কোন কিছুই করা হালাল হবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

অতঃপর পারলে ঐদিনই কানায় কা'বা তাওয়াফ করবে। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারাত বলে। এটা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনও করতে পারে। তবে এটার চাইতে বেশি বিলম্ব করতে পারবে না। কা'বার হাতীমের বাইরে সাতবার তাওয়াফ করবে। তাওয়াফের পরে দুই রাকাত নামায পড়বে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

স্ত্রীলোক প্রথমেই মাথা মুণ্ডালে হালাল হয়ে যায়। তাওয়াফ করার দরকার হয় না। যখন চারবার তাওয়াফ শেষ হয়ে যায়, তখন স্ত্রীলোক হালাল হয়ে যায়, কেননা ঐ পরিমাণই ফরজ, এটার বেশি গুলি ওয়াজিব। এটা কোরবানী করলে পূর্ণ হয়ে যায়। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। তাওয়াফ মোটেও না করলে স্ত্রীলোক হালাল হয় না–যদিও বহু বৎসর চলে যায়। যদি অজুহীন অবস্থায় অথবা জানাবাত অবস্থায় যিয়ারাতের তাওয়াফ করে, তবে এহরাম হতে বের হয়ে যায় এবং স্ত্রীলোক হারাম হয়ে যায়। এমনকি তার সাথে সহবাস কররে হজ্জ ফাসেদ হবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

কা'বা ঘরের বামদিক দিয়ে তাওয়াফ শুরু করে সাতবার তাওয়াফ করলে এহরাম হতে বের হওয়ার জন্য ঐ তাওয়াফই ধরতে হবে। মক্কায় থাকা পর্যন্ত তার জন্য পুনঃ তাওয়াফ করা ওয়াজিব হবে। নামায জায়েয হয় না–এই পরিমাণ সতরে আওরাত খুলে তাওয়াফ করলে তা জায়েয হয়ে যাবে। পূর্ণ নাজাসাত যুক্ত কাপড় পড়ে তাওয়াফে যিয়ারাত করলে তা এবং উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করা একই রকম। যদি এই পরিমাণ কাপড় পাক হয় যা দ্বারা সতরে আওরাত করা যায এবং বাকি নাপাক থাকে, তবে তাওয়াফ জায়েয হবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে। তাওয়াফে ওয়াজিব হাতীমের বের দিয়ে না করে ভিতর দিয়ে করলে যতক্ষণ মক্কায় থাকবে ততক্ষণে তার জন্য পুনঃ তাওয়াফ করা ওয়াজিব হবে। তা হলে তারতীব অনুযায়ী আদায় হবে। যদি সমস্ত তাওয়াফ পুনঃ না করে, শুধু হাতীমের তাওয়াফ করে, তবে আমাদের মতে জায়েয হবে। এই প্রকার তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারাত বা তাওয়াপে রোকন বা তাওয়াফে ইয়াওমুন্নাহর বলা হয়। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

তাওয়াফে কুদুমের পর ছাফা এবং মারওয়ার মধ্যে দৌড়ান হলে এই তাওয়াফের সময়ে হেলে দুলে চলতে হয় না এবং দৌড়ানেরও প্রয়োজন নাই। আর যদি ছাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ান না হয়, তা হলে এই তাওয়াফের সময়ে হেলে দুলে চলবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। তারপর মিনায় যাবে এবং বাকি দিনগুলিতে জমরার উপর পাথর নিক্ষেপ করার জন্য ঐ জায়গায় অবস্থান করবে। রাত্রিতে মক্কায় বা রাস্তায় থাকবে না। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে আছে। মিনায় থাকা দিনগুলির মধ্যে অন্যকোন স্থানে থাকা মাকরূহ। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি ইচ্ছাপূর্বক রাত্রে অন্য কোথাও অবস্থান করে, তবে আমাদের নিকট তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা হেদায়ায় বর্ণিত হয়েছে। চাই সে হজ্জকারীদের জন্য পানি পান করাবার উদ্দেশ্যেই হোক বা না হোক। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে লিখিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের নিক কোরবানীর দিন কোন খুৎবাহ দিতে হবে না। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে লিখিত আছে। কোরবানীর দ্বিতীয় দিন যাওয়ালের পর তিন জমরার উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। মসজিদে খায়েফের দিকের জমরা হতে পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করবে। সেখানে সাতটি পাথর নিক্ষপ করবে এবং প্রত্যেকবারই তাকবীর উচ্চারণ করবে। তারপর তার নিকটবর্তী জমরার উপর পাথর নিক্ষেপ করবে এবং তা হল মধ্যবর্তী জমরা। ঐখানেও সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। তারপর জমরায় আকাবার নিকট এসে নীচু যমিন হতে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ কালে তাকবীর বলবে। জমরায় আকাবার নিকট অবস্থান করবে না।

প্রথম এবং দ্বিতীয় জমরার নিকট যেখানে লোক অবস্থান করে, সেখানে থাকবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ঐস্থানে থাকার জায়গা নীচু যমিনের উপরের দিকে। এটা মুহীতের বিবরণ।

পাথর নিক্ষেপ করার পর যদি আবার পাথর নিক্ষেপ করতে হয়, তবে সেখানে অবস্থান করবে। আর যদি পাথর নিক্ষেপ করার পর পুনঃ পাথর নিক্ষেপ করতে না হয়, তবে আর অবস্থান করবে না। কেননা ইবাদাত শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। পাথর নিক্ষেপ করার পরে ঐস্থানে দীর্ঘ সময় বসে আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে কাকুতি মিনতি সহকারে হামদ ও ছানা পাঠ করতঃ দুরূদ পড়ে স্কন্ধ পর্যন্ত দুইহাত তুলে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করবে।

হাজীদের জন্য করণীয় হল, তাদের অবস্থান স্থলসমূহের মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে ও আল্লাহ নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কোরবানীর তৃতীয় দিন সূর্য হেলে পড়ার পর ঐভাবে তিন জমরার উপর পাথর নিক্ষেপ করে ইচ্ছা হলে চলে যেতে পারে। চতুর্থ দিন পাথর নিক্ষেপের আবশ্যক করে না। তবে যদি সেখানে সেইদিন রাত্রে ফজর পর্যন্ত অবস্থান করে তবে যাওযার পর্যন্ত অপেক্ষা করে যাওয়ালের পর তিন জমরার উপর পাথর নিক্ষেপ না করে সেখান হতে বের হয়ে যাওযা জায়েয হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

পাথর নিক্ষেপ করার ব্যাপারে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। প্রথম হল, পাথর নিক্ষেপ করার সময় কখন কখনঃ তার সময় হল তিনটি। যেমন কোরবানীর দিন, আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন। প্রথম কোরবানীর দিন। এটার মধ্যে তিনটি সময় আছে। যেমন ঃ (ক) মাকরূহ সময় (খ) মাসনুন সময়। সূর্যোদয়ের পর হতে যাওয়াল পর্যন্ত মাসনুন সময় এবং যাওয়ালের পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মোবাহ সময়। রাত্রিও মাকরূহ সময়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে কোন আয়েম্মার নিকটই পাথর নিক্ষেপ করা শুদ্ধ নয়। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত রয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়দিন পাথর নিক্ষেপ করার সময় হল, যাওয়ালের পর হতে পরবর্তী দিনের সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। যাওয়ালের পূর্বে জায়েয নয়। যাওয়ালের পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাসনুন ওযাক্ত বহাল থাকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হতে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত থাকে। চতুর্থ দিন পাথর নিক্ষেপ করার সময় হল, ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট ফজর উদয় হওয়ার পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যাওয়ালের পূর্বের ওয়াক্ত মাকরূহ ওয়াক্ত ধরে নিতে হবে। এটার পর মাসনুন ওয়াক্ত হয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় কথা হল, মৃত্তিকা জাতীয় বস্তু দ্বারা পাথর নিক্ষেপের কাজ সমাধা করা জায়েয আছে। তবে মূল্যবান কোন ধাতু না হওয়া চাই। এটা সিরাজুল ওযাহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

তৃতীয়, নিক্ষেপকৃত বস্তু ছোট হওয়া চাই। তরকারীর দানার মত হলে চলে। তার চাইতে কিছু বড় হলে ক্ষতি নাই। চতুর্থ, নিক্ষেপ করার পাথর কিছু ধূলাযুক্ত হওয়া চাই। তা নাজাসাতযুক্ত হলে মাকরূহ হবে। পাথরের টুকরা মুযদালিফা অথবা পথের রাস্তা হতে উঠিয়ে নিবে। জমবার নিকট হতে কুড়িয়ে নিবে না।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম, পাথর তুলে নেওয়া ও তা নিক্ষেপ করার নিয়ম রক্ষা করা। এ ব্যাপারে মাশায়েখে কিরামদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, যে আঙ্গুলে আংটি পরা হয়, সেই আঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা পাথর উঠাবে ও নিক্ষেপ করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

ষষ্ঠ, পাথর নিক্ষেপকারী যদি এটার পর আবার নিক্ষেপ করতে চায়, তবে পায়ে হেঁটে মারবে, আর যদি তা না চায়, তবে সওয়ারীর উপর থেকে নিক্ষেপ করতে পারে।

সপ্তম, পাথর নিক্ষেপ করার স্থান কোথায়, তাও জানা চাই। আমাদের নিকট তিন জমরার স্থানে নিক্ষেপ করবে আর একটি মসজিদে খায়েফের নিকটে। দ্বিতীয়টি তার নিকেট মধ্যম জমরা। তৃতীয়টি, জমরায়ে আকাবা।

অষ্টম, কোন স্থান হতে, নিক্ষেপ করবে, তাও জানা চাই, আমাদের নিকট নাশীব হতে নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ নীচের দিক হতে উপরের দিকে নিক্ষেপ করবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। পাথর নিক্ষেপ করার সময়ে জমরায়ে আকাবার দিকে মুখ করে নিবে। মিনা ডান দিকে এবং কাবা বামদিকে রাখবে। এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেন পাথর পতিত হওয়ার স্থান দেখা যায়। এটা কাজীখানের বিবরণ।

নবম, পাথর কোন জায়গায় পতিত হওয়া চাই, তাও জানা দরকার। আমাদের আয়েম্মাদের মতে জমরার উপর অথবা তার নিকটবর্তী স্থানে পতিত হওয়া চাই। এটা হতে দূরে পতিত হলে জায়েয হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি পাথর কোন মানুষের পিঠে অথবা উটের কুজওয়ার উপর পড়ে সেই স্থানেই থেকে যায়, তবে পুনঃ নিক্ষেপ করতে হবে। যদি মানুষের পিঠ হতে, কুজওয়ার উপর হতে পড়ে যায়, তবে জায়েয হবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

দশম, পাথর কয়টি নিক্ষেপ করতে হবে, তাও জানা চাই। আমাদের নিকট সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। যদি কেউ একই সাথে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করে, তবে তার একটি নিক্ষেপ করার অনুরূপ হবে। তখন তার জন্য আরও ছয়টি পাথর আলাদা আলাদা নিক্ষেপ করতে হবে। সাতটির চাইতে বেশি নিক্ষেপ করলে কোন দোষ হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

একাদশ, প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করতে তাকবীর বলবে।

দ্বাদশ, প্রথম দিন শুধু জমরায় আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করবে। অন্য কোন জমরায় নিক্ষেপ করবে না। অন্য দিনগুলিতে সর্বপ্রথম জমরার উপর তারপর দ্বিতীয় জমরার উপর, তারপর মধ্য জমরার উপর, তারপর জমরায় আকাবার উপর নিক্ষেপ করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি দ্বিতীয় জমরায় আকাবা হতে শুরু করে এবং মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী জমরায় শেষ করে, তবে মধ্যম এবং শেষ জমরায় নিক্ষেপ করা পুনঃ আদায় করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ দ্বিতীয় দিন মধ্যের এবং তৃতীয় জমরার উপর পাথর নিক্ষেপ করে, প্রথমটির উপর নিক্ষেপ না করে, তবে এটার পর প্রথম জমরায় নিক্ষেপ করবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির উপর পুনঃ নিক্ষেপ করবে। তবে তারতীব ঠিক থাকবে। যদি শুধু প্রথম জরার উপর নিক্ষেপ কর, তবে আমাদের নিকট জায়েয আছে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। আর যদি প্রত্যেক জমরার উপর তিন তিনটি করে পাথর নিক্ষেপ করে, তবে প্রথম জমরার উপর আরও চারটি পাথর নিক্ষেপ করে পুরা করবে এবং বাকি দুইটি জমরার উপর পুনঃ সাতটি করে নিক্ষেপ করবে।

যদি প্রথ্যেক জমরার উপর চারটি করে পাথর নিক্ষেপ করে থাকে, তবে বাকি তিনটি করে নিক্ষেপ করবে। যদি প্রথম হতে পুনঃ নিক্ষেপ করে, তবে তাই ভাল হয়। পাথর নিক্ষেপ করার পর আবতাহে যাবে। সেকানে কিছু সময় দেরি করা সুন্নত। তারপর মক্কায় প্রবেশ করে সাতবার তাওয়াফে ছদর করবে। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে ছদর এবং তাওয়াফে বেদায়া বলা হয়। এটাকে তাওয়াফে ওয়াজিবও বলে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

এই তাওয়াফের জন্য দুই রকম সময় নির্দিষ্ট আছে। এক হল, জাওয়াযের সময় আর দ্বিতীয় হল, মুস্তাহাব সময়। জাওয়াযের সময় হল, এটা তাওয়াফে যিয়ারাতের পর আরম্ভ হয়। যদি সফরের ইচ্ছা থাকে, এমনকি যদি তাওয়াফের পর মক্কায় এক বৎসরও থাকে এবং ইকামতের নিয়ত না করে এবং মক্কায় ঘর বাড়ী না বানায়, তবে তাওয়াফ জায়েয হয়। শেস ওয়াক্তের কোন সীমা নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটার ওয়াক্ত থাকবে। এমন কি যদি মক্কায় এক বৎসরও থাকে এবং একামতের নিয়ত না করে, তবে পুনঃ তাওয়াফ করা জায়েয আছে। এই অবস্থায়ও তাওয়াফ আদায় হবে, কাজা হবে না।

মুস্তাহাব ওয়াক্ত হল, যখন সফরের নিয়ত করবে, তখন তাওয়াফ করবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-সময়ে খানায় কাবা হতে বিদায় হওয়া প্রমানিত হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। এই তাওয়াফ যদি কোরবানীর দিনসমূহের চাইতে দেরিতে আদায় করে, তবে কোন দোষ হবে না। তাওয়াফে ছদর হাজীদের জন্য যখন মক্কা হতে বের হবার ইচ্ছা করে, তখন ওয়াজিব হয়। ওমরাহকারী, মক্কাবাসী, আহল মীকাতের জন্য ওয়াজিব নয়। এটা ইজাহের মধ্যে আছে। আয়েজ নেপাসওয়ালী স্ত্রীলোক এবং যা হজ্জ্ব ফওত হয়ে গিয়েছে, তাদের জন্য ওয়াজিব নয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কুফাবাসী হজ্জের কার্যসমূহ সম্পন্ন করার পর মক্কায় নিজের ঘর বানায়ে নিয়ে তার উপর তাওয়াফে ছদর ওয়াজিব হয় না। কেননা এই তাওয়াফ হল সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঐস্থান হতে চরে যাবে। ঐস্থানে যে অবস্থান করবে, তার জন্য নয়। এই হুকুম তার জন্য, যে নফরে আউয়াল শেষ হওয়ার পূর্বে ঐখানে থাকার নিয়ত করে, যদি পরে নিয়ত করে, তবে তাকে তাওয়াফে ছদর করতে হবে। নফরে আউয়াল হল, কোরবানীর দিনের পর দুইদিন পর্যন্ত। যদি কুফার অধিবাস হজ্জের পর মক্কায় বাড়ী তৈয়ার করে বাসবাস করে তারপর সেখান হতে বের হয়, তখন তার তাওয়াফে ছদর প্রয়োজন হবে না। কারণ তার বাড়ী মক্কায় হয়ে যাওয়ার ফরে সে মক্কাবাসীদের শামিল হয়ে গিয়েছে। আর মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে ছদর করতে হয় না। হায়েজওয়ালী স্ত্রীকে মক্কা হতে বের হওয়ার পূর্বে পাক হলে তাকে তাওয়াফে ছদর করতে হবে।

কেউ মক্কা হতে তাওয়াফ ছাড়া বের হয়ে আসলে মীকাতের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত তাওয়াপের জন্র প্রত্যাবর্তন করবে। তবে মীকাতের বাইরে যাওয়ার পর স্মরণ হলে ফিরে যেতে হবে না। প্রত্যাবর্তন করলে ওমরাহর নিয়ত করে নিতে হবে এবং ওমরাহর তাওয়াফ করার পর তাওয়াফে ছদর করবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাওয়াফে ছদর হতে ফারেগ হয়ে মাকামে ইব্রাহীমে আসবে এবং তথায় দুই রাকাত নামায আদায় করবে। তারপর জমজমের নিকট গিয়ে পানি পান করবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। পানি পান করার রীতি হল, নিজের হাতে পানি উঠিয়ে কিবলাহর দিকে ফিরে তৃপ্তি সহকারে পান করবে এবং তা কয়েক ঢোকে পান করবে। নিজের মাথায়, মুখে এবং সমস্ত শরীরে পানি দিবে, সম্ভব হলে সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিবে।

মুস্তাহাব হল, কা'বা ঘরে এসে প্রথম তার চৌকাঠ চুম্বন করবে। খালি পায়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদের নিকট আসবে। তার উপর নিজের বক্ষ এবং মুখ রেখে ডানহাত দরজার দিকে উঠিয়ে এভাবে প্রার্থনা করবে, "আসসায়িলু বিবাবিকা ইয়াসয়ালুকা মিন ফাদ্বলিকা ওয়া মাআরুফিকা ওয়া ইয়ারজু রাহমাতাকা।" এটা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। কিছুক্ষণ উক্ত পাথরের সাথে দেহ মিলিয়ে রেখে আল্লাহর দরবারে রোনাজারী করতে থাকবে। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি সম্ভব হয়, তবে কা'বার পরদা ধরে, নতুবা দুইহাত মাথার উপর রেখে মাথা দেয়ালের সাথে লাগাবে, সম্ভব হলে নিজের মুখমণ্ডলও দেওয়ালে লাগাবে। তাকবীর ও তাহমীদ বলে কালমায়ে তাওহীদ পড়ে দুরূদ পাঠ করবে। আল্লাহর দরবারে নিজের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে। এটা কাজীখানের বিবরণ।

অতঃপর তাকবীর বলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করবে। তারপর কা'বার দিকে মুখ করে কাঁদতে কাঁদতে পিছনের দিকে হেঁটে আসতে থাকবে। এসময় কা'বা ঘর হতে পৃথক হওয়ার জন্য আফসুস প্রকাশ করবে। এই অবস্থায় মসজিদে হারাম হতে বের হয়ে আসবে। বের হওয়ার সময়ে নীচের রাস্তা দিয়ে বের হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ওমরাহর মাসায়েল

শরীয়তে এহরামের সাথে কা'বা ঘর যিয়ারাত করা এবং ছাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী' করা (দৌড়ান)-কে ওমরাহ বলে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ওমরাহ করা আমাদের নিকট সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। বৎসরে একাধিকবারও ওমরাহ করা যায়। বৎসরের যে কোন সময়ে ওমরাহ করা জায়েয। তবে কারেন ছাড়া অন্য লোকের বৎসরে পাঁচদিন ওমরাহ করা মাকরূহ। তা হল, আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলি। তবে কারাহাতের সাথে তা আদায় করলে শুদ্ধ হবে এবং তার এহরাম বাকি থাকবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ওমরাহ আদায়কারীর উপর কোরবানী ওয়াজিব নয়। এটা মুহীতে সুরখসীতে বর্ণিত আছে। ওমরাহর রোকন হল তাওয়াফ করা। ওয়াজিব ওমরাহর মধ্যে সাফা মারওয়া সায়ী' করা এবং মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজিব। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

হজ্জের ওয়াক্তের বাইরে ওমরাহর শর্ত হল, হজ্জের শর্ত। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। ওমরাহর মধ্যে ঐ সকল কাজ সুন্নাত এবং মুস্তাহাব যা হজ্জের মধ্যে সায়ী' অর্থাৎ দৌড়ের কাজ শেষ করা পর্যন্ত সুন্নাত এবং মুস্তাহাব। মোটকথা সাত তাওয়াফে অধিকাংশ তাওয়াপের ফুর্বে মোজামেয়াত করে ফেললে ওমরাহ বাতিল হয়ে যাবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যে সকল কাজ হজ্জের এহরামের মধ্যে করা নিষেধ, ওমরাহর মধ্যেও সেই কাজগুলি করা নিষেধ। ওমরাহর মধ্যেও তাওয়াফ এবং সায়ী' দৌড়ান হজ্জের মধ্যে যেভাবে করা হয়, সেভাবে করবে। তাওয়াফ এবং দৌড়ের কাজ সম্পন্ন করে মাথা মুণ্ডান হয়ে গেলে ওমরাহর এহরাম হতে বের হয়ে যাবে। শুদ্ধতর রেওয়ায়েত এই যে, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে লাব্বাইকা বন্ধ করে দিবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
কেরান এবং তামাত্তু'র মাসায়েল

কারেন সেই ব্যক্তি যে হজ্জ্ব এবং ওমরাহর নিয়ত একত্র করে এহরাম বাঁধে, এহরাম মীকাত হতে বাঁধুক বা তার পূর্বে বা হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে বাঁধুক, এটা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। হজ্জের মাসের মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ কেরানের নিয়ত করলে হজ্জের মতো এহরাম বেঁধে দুই রাকাত নামাযের পরে সালাম ফিরায়ে বলবেঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতাল হাজ্জা।"

www.nagorikpathagar.org

লাব্বাইকা বলবে এভাবে ঃ 'লাব্বাইকা লিউমরাতা ওয়া লিহাজ্জিন।" এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। এভাবে লাব্বাইকা বলা হলে উভয়ের এহরাম হয়ে যায়। অতএব তারপর হজ্জের মাসে কিংবা তার পূর্বে ওমরাহ আদায় করে নিবে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব আদায় করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। কারেন প্রথমে ওমরাহর কাজ শেষ করে পরে হজ্জের কাজ সমাধা করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

কারেন প্রথম সাতবার তাওয়াফে কুদুম করে পরে সায়ী' করবে। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। হজ্জ্ব এবং ওমরাহর জন্য পরপর উভযের জন্য তাওয়াফ করে নিলে এবং তার মধ্যে সায়ী'র কাজ না করলে পরে উভয়ের জন্য দুইবার সায়ী' করে নিলে তা জায়েয হবে। কিন্তু এটা অন্যায় হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছ। কারেন তিনবার ওমরাহর তাওয়াফ করলে, পরে ওমরাহর জন্য সায়ী' করলে, পরে ঐভাবে হজ্জের জন্য করলে, তারপর আরাফায় অবস্থান করলে তবে যে পরিমাণ হজ্জের তাওয়াফ করেছিল, তা ওমরাহর তাওয়াপের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। আর একবার তাওয়াফ করে ওমরাহর তাওয়াফ শেষ করবে। উভয়ের জন্য সায়ী' পুনঃ আদায় করবে। হজ্জের সায়ী' আদায় করা ওয়াজিব হবে। ওমরাহর সায়ী' পুনঃ আদায় করা মুস্তাহাব। এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কারেন হয়ে যাবে। কারেন প্রথমে হজ্জের জন্য তাওয়াফ এবং সায়ী আদায় করে নিল, পরে ওমরাহর জন্য তাওয়াফ ও সায়ী' আদায় করল, তবে প্রথম তাওয়াফ ও সায়ী' ওমরাহর জন্য তাওয়াফ ও সায়ী' আদায় করল, তবে প্রথম তাওয়াফ ও সায়ী' ওমরাহর আদায় হবে। দ্বিতীয় হজ্জের জন্য আদায় হবে।

কারেন হজ্জ্ব এবং ওমরাহর জন্য তাওয়াফ করলে পরে শুধু হজ্জের জন্য সায়ী' করলে ঐ সায়ী' ওমরাহর জন্য আদায় হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। হজ্জ্ব এবং ওমরাহর মধ্যে মস্তক মুণ্ডাবে না। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যখন কোরবানীর দিন জমরায় আকাবার উপর পাথর মারবে, তখন কেরানের কোরবানী যবেহ করবে। এই কোরবানীও মাসায়েলে হজ্জের মধ্যে ধরা হয়। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। আমাদের নিকট মাথা মুণ্ডানের পর এহরাম হতে হয়। শুধু যবেহ করায় হয় না। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। কারেনের জন্য কোরবানী সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম। কোরবানীর পর মাথা মুণ্ডাবে। এটা কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

মোতামাত্তে'ও সেই ব্যক্তিকে বলে, যে হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে ওমরাহর কাজগুলি করে অথবা তিনবারের বেশি ওমরাহর তাওয়াফ হজ্জের মাসসমূহে করে নেয়। পরে মীকাতে যেয়ে হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব সমাধা করে–চাই সে এহরাম হতে বের হোক বা না হোক। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। তামাত্তো'র মধ্যে হজ্জের সময়ে ওমরাহর এহরাম থাকা শর্ত নয়; বরং শর্ত হল, হজ্জের মাসগুলির মধ্যে ওমরাহর তাওয়াফ আদায় হয়ে যায়।

অতএব যদি কেউ রমজান মাসে তিনবার তাওয়াফ করে, পরে শওয়াল মাসে চারবার করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব আদায় করে, তবে সে মোতামাত্তে' হবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। মোতামাত্তে' হজ্জের মাসের পূর্বে ওমরাহর তাওয়াফ করলে, পরে ঐ বৎসর হজ্জ্ব করলে মোতামাত্তে' হবে না; বরং তার ওমরাহ ও হজ্জ্ব পৃথক পৃথক আদায় হল। তার জন্য কোরবানী ওয়াজিব হবে না।

তামাতোত্তা'র জন্য এইরূপ শর্ত নাই যে, ওমরাহর এহরাম বাঁধার বৎসরই হজ্জ্ব করতে হবে। বরং যে বৎসর ওমরাহ আদায় করবে, সেই বৎসর হজ্জ্ব করবে। এমন কি যদি রমজান মাসে এহরাম বাঁধে এবং আগামী বৎসর শওয়াল মাস পর্যন্ত ঐ এহরাম বাকী রাখে, তারপর ওমরাহর তাওয়াফ করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব করে, তবে সে মোতামাত্তে' হবে। হজ্জের মাসে ওমরাহ করলে, তারপর নিজের পরিবার পরিজনের সাথে যেয়ে মিললে, তারপর ফিরে এসে ঐ বৎসর হজ্জ্ব করলে সে মোতামাত্তে' হবে না।

www.nagorikpathagar.org

হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে ওমরাহ করবে এবং তিন তাওয়াফ করে এহরাম হতে বের হয়ে স্বীয় পরিবারবর্গের সাথে গিয়ে মিললে পরে পুনরায় মক্কা হতে বের হয়ে গেলে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ-সামাধা করলে সে মোতামাত্তে' হবে। যদি চারবার তওয়াফ করে থেকে পুনঃ ফিরে আসে, তবে মোতামাত্তে' হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি হজ্জের মাসে ওমরাহ আদায় করে এবং তিন তাওয়াফ করে এহরাম হতে বের হয়ে নিজের পরিবারবর্গের সাথে যেয়ে মিলে, পরে আবার মক্কা এসে এহরাম বেঁধে ওমরাহর যা বাকি আছে, তা আদায় করে এবং এহরাম হতে বের হয়ে যায় এব ঐ বৎসরই হজ্জ আদায় করে, তবে সে মোতামাত্তে' হবে।

যদি কেউ তার নিকট কোরবানী বর্তমান তাকা সত্ত্বেও রোযা রাখে, তবে যদি দেখা যায় যে, তার নিকট নহরের দিন কোরবানী বিদ্যমান ছিল, তবে রোযা জায়েয হবে না। কিন্তু এটার পূর্বে খুয়া গিয়ে থাকলে জায়েয হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত হয়েছে। কোরবানী ওয়াজিব হওযা সম্বন্ধে কারেনেরও ঐ একই হুকুম হবে যা মোতামাত্তে'র জন্য আছে। অর্থাৎ কোরবানী করতে পারলে কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। আর তা না হলে রোযা রাখবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। মোতামাত্তে' কোরবানী সাথে নিতে ইচ্ছা করলে এহরাম বাঁধবে। তারপর কোরবানী নিয়ে যাবে। এটা কুদুরীতে বর্ণিত আছে। কোরবানী সাথে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি তা সাথে না নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। কোরবানী সাথে নিয়ে চলল এবং তার নিয়ত তামাত্তু'র ছিল, সে যখন ওমরাহ করে ফারেগ হর, তখন তার নিযত হল যে, তামাত্তু' করবে না, তবে তার ইচ্ছাধীন থাকবে এবং কোরবানী যা ইচ্ছা করতে পারে। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

কেরান হজ্জ ঐ লোকদের জন্য, যারা মীকাতের বাইরে তাকে। এটা তামাত্তু' এবং মোফরাদ হজ্জ করা হতে উত্তম তামাত্তু'র জন্য একা হজ্জ করা উত্তম। মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু' এবং কেরান নাই তাদের জন্য শুধু হজ্জ। এটা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। এই রকম মীকাত বাসিন্দা এবং মীকাত হতে মক্কার দিকের অধিবাসীদের জন্য ঐ একই হুকুম, যা মক্কাবাসীদের জন্য। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

মক্কাবাসী কুফা গেলে ও সেখান হতে এসে কেরান করলে তার কেরান শুদ্ধ হবে। যদি কুফা গিয়ে ওমরাহর এহরাম বেঁধে কোরবানী সাথে নিয়ে চলে, তবে তামাত্তু' হবে না। যদি মক্কাবাসী কুফা যেয়ে ওমরাহর এহরাম বেধে কোরবানী সাথে নিয়ে চলে, তবে তামাত্তু' হবে না। কোরবানী নিয়ে আসার সাথে সাথে আহাল ও ইয়ালের মধ্যে এসে পড়া হয়। কুফাবাসীদের অবস্থা এটার বিপরীত।

হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে এহরাম বাঁধলে এবং ওমরাহ আদায় করলে ও ওমরাহ হতে বের হয়ে গেলে এবং মক্কায় মুকিম হয়ে গেলে তারপর ওমরাহর এহরাম বাঁধলে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ করলে মোতামাত্তে' হবে না।

যদি ওমরাহ হতে বের হয়ে মক্কা হতে বাইরে চলে যায়, হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে মীকাতের বাইরে যায় এবং ঐখান হতে হজ্জের মাসে ওমরাহর এহরাম বাঁধে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ করে, তবে মোতামাত্তে' হবে। যদি হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে মীকাতের বাইরে যায়, তবে মোতামাত্তে' হবে না। কিন্তু যদি নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে যায়, তারপর ওমরাহ করে, ঐ বৎসরই হজ্জ আদায় করে, তবে মোতামাত্তে' হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মত। ছাহেবাইনের নিকট উভয় অবস্থায়ই মোতামাত্তে' হবে। যদি কোন কুফাবাসী হজ্জের মাসে ওমরাহ করে এবং মক্কা অথবা বছরায় অবস্থান করে ঐ বৎসরই হজ্জ আদায় করে, তবে সে মোতামাত্তে' হবে। এটা মতুনে আছে। হজ্জের মাসে ওমরাহ করে এটা ফাসেদ করে দিলে এবং ফাসেদের অবস্থায় ওমরাহ পূর্ণ করলে মোতামাত্তে' হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি ফাসেদ ওমরাহর কাজা করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব করে। যদি মীকাতের দিকে যাবার আগে কাজা করে, তবে ফোকাহাদের মতে মোতামাত্তে' হবে না। যদি মীকাতে যাবার পর কাজা করে, তবে মোতামাত্তে' হবে। যদি ফাসেদ ওমরাহর কাজা করে এবং এমন জায়গায় যায়, যে স্থানের লোক মোতা' এবং কেরান করতে পারে, পরে মক্কায় আসে এবং ওমরাহর কাজা করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট মোতামাত্তে' হবে না, কিন্তু যদি সে নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে গিয়ে থাকে এবং পরে ওমরাহর এহরাম বেঁধে ফিরে আসে, তবে মোতামাত্তে' হবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি সে হজ্জ্বের মাসের পূর্বে ওমরাহ করে ফাসেদ করে থাকে এবং ফাসেদের অবস্থায় পূর্ণ করে তাকে, মীকাতের বাইরে না যায়, তারপরই হজ্জ্বের মাস আসায় হজ্জ্বের মাসে ওমরাহর কাজা করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব করে, তবে সকলের মতে সে মোতামাত্তে হবে।

যদি নিজের পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য স্থানে গিয়ে তাকে, যেখানের লোকের তামাত্তু' এবং কেরান জায়েয আছে, পরে মক্কা আসে এবং হজ্জ্বের মাসে ওমরাহর কাজা করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে যদি শাওয়ালের চাঁদ মীকাতের বাইরে বসে দেখে থাকে এবং হজ্জ্বের মাসে ওমরাহর কাজা আহাল থেকে থাকে, তারপর মক্কা এসে থাকে এবং হজ্জ্বের মাসে ওমরাহর কাজা করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব করে, তবে মোতামাত্তে' হবে, নতুবা মোতামাত্তে' হবে না। ছাহেবাইনের নিকট উভয় অবস্থায়ই মোতামাত্তে' হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি হজ্জ্বের মাসে ওমরাহ করে এবং ঐ বৎসরই হজ্জ্ব আদায় করে, এটার মধ্যে একটি ফাসেদ করে দেয়, তবে তার আরকানসমূহ ঐরূপভাবে আদায় করতে থাকবে। মোতা'র কোরবানী তার লাগবে না। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি তামাত্তু' আদায় করে এবং কোরবানী করে, তবে সেই কোরবানী মোতা'র হবে না। এটা কানযের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হজ্জ্বের মধ্যে গুনাহসমূহের মাসয়ালা

প্রথম ভাগ

সুগন্ধি তৈল লাগালে যা ওয়াজিব হয় তার মাসায়েল

খোশবু অর্থ যা হতে মনমুগ্ধকর ঘ্রাণ বের হয়। জ্ঞানী লোকেরা এটাকেই সুগন্ধি বলে থাকেন। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। আমাদের ইমামগণ বলেন যে, যে সকল সুগন্ধি শরীরে লাগান হয় তা তিন প্রকার। এক প্রকার হলঃ তা শুধু সুগন্ধি হবে। যেমন আতর, মেশক, আম্বর এবং কর্পূর ইত্যাদি। এটা শরীরে যেভাবেই ব্যবহার করা হোক, কাফফারা ওয়াজিব হবে। এমন কি ঐ সকল দ্রব্য ঔষধরূপে ব্যবহার করলেও কাফফারা ওয়াজিব হয়।

দ্বিতীয় প্রকার হল ঃ যা নিজে খোশবু নয় এবং তা খোশবুর হুকুমের মধ্যে নয়, তা দ্বারা কোন প্রকার খোশবু তৈরীও হয় না। যেমন চর্বি ইত্যাদি। তা ভক্ষণ করুক বা শরীরে মালিশ করুক, তাতে কাফফারা ওয়াজিব হয় না।

তৃতীয় প্রকার হল ঃ যা নিজে খোশবু নয়, কিন্তু কোশবুর মূল। এটা খোশবু হিসাবে এবং ঔষধ হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। যেমন জৈতুনের তৈল। এটা তৈল হিসাবে ব্যবহার করা হলে খোশবুর হুকুম হবে না। খোশবু ব্যবহার করা নিষেধ–শরীরে, কাপড়ে এবং বিছানায় ইত্যাদিতে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে। খুব সামান্য পরিমাণ করলে ছদকাহ দিতে হয়। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

বেশি এবং সামান্য পরিমাণের মধ্যে মাশায়েখদের মতভেদ রয়েছে। তবে শুদ্ধ মত হল, যা বেশির ভাগ লোক বেশি মনে করে, তাই বেশি পরিমাণ এবং যা সামান্য মনে করে, তাই সামান্য পরিমাণ। খোশবুর অংশ সব সমান তাই ইচ্ছা করে ব্যবহার করুক অথবা ভুলে ব্যবহার করুক অথবা কেউ জোরপূর্বক লাগায়ে দেক। পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই একই হুকুম। এটা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে। সমস্ত শরীরে খোশবু লাগালেও একটি কোরবানীই দিতে হবে। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে।

যদি প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৃথক পৃথক স্থানে ঘসে লাগায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে কাফফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে যদি প্রথম অঙ্গের পরিবর্তে কাফফারা দিয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় অঙ্গের জন্য কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি প্রথম অঙ্গের কাফফারা না দিয়ে থাকে, তবে সকল অঙ্গের জন্য একটি কোরবানী দিরে চলবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি মাথায় পাতলা মেহেদী লাগায়, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে। জড় করা মেহেদী লাগালে দুইটি কোরবানী দিতে হবে, একটি খোশবুর জন্য এবং অন্যটি রংগের জন্য। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। মাথায় ওয়াছমা দিয়ে খেজাব করলে কিছু ওয়াজিব হয় না, মাথা এবং দাড়ি খতমি দ্বারা ধুবে না। ধুলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট কোরবানী ওয়াজিব হবে। এহরামওয়ালা ব্যক্তি ওসনান দিয়ে গোসল করলে এবং তাতে সুগন্ধি থাকলে যদি অবস্থা এইরূপ হয় যে, কোন ব্যক্তি দেখলে তাকে ওসনান বলতে পারে, তবে তার জন্য ছদকাহ দেওযা ওয়াজিব হবে। আর দর্শক তাকে খোশবু বললে কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

খোশবু স্পর্শ করলে যদি কিছু না লাগে, তবে কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ সুগন্ধি সুরমা একবার অথবা দুইবার লাগায়, তবে তার ছদকাহ দিতে হবে এবং যদি বহুবার লাগায়, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে উল্লেখ আছে।

যদি সুগন্ধি অঙ্গে পৃথক পৃথক লাগায় এবং সমস্ত একত্র করলে এক অঙ্গ পূর্ণ হয়, তবে কোরবানী ওয়াজিব হয়। নতুবা ছদকাহ ওয়াজিব হয়। যদি কোন জখমে খোশবুওয়ালা ঔষধ লাগায় এবং অন্য আর এক জখমেও একই সাথে তা লাগায়ে দেয়, তবে প্রথম জখম ভাল না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় জখমের কাফফারা তার উপর ওয়াজিব হয় না। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

যদি খোশবু কোন খাদ্য বস্তুর সাথে মিশে পাক হযে থাকে ও পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা খাইলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। চাই তা হতে সুঘ্রাণ আসুক অথবা না আসুক। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন সুগন্ধি বস্তু খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তা পাককৃত নয় এবং পরিমাণ খুব কম, তবে কিছু ওয়াজিব হবে না। সুঘ্রাণ আসতে থাকলে মাকরূহ হবে। খোশবুর পরিমাণ বেশি হলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। যদি সুগন্ধি পানীয় দ্রব্যের সাথে মিশে দেওয়া হয়, আর সুগন্ধি বেশি হয়, তবে কোরবানী ওয়াজিব হয়। নতুবা ছদকাহ ওয়াজিব হয়। যদি ঐ পানীয় দ্রব্য অনেকবার পান করে, তবে কোরবানী ওয়াজিব হয়।

যদি এমন কোন ঘরে প্রবেশ করা হয় যা সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ এবং তার কাপড় হতে সুঘ্রাণ আসতে থাকে, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা সে নিজে ইচ্ছাপূর্বক কিছু উপকার নেয়নি। কিন্তু যদি কাপড়ে মাখিয়ে নেয় তা দ্বারা সুঘ্রাণ আসতে থাকে, তবে বেশি সুঘ্রাণ আসলে কোরবানী ওয়াজিব হবে এবং কম আসলে ছদকাহ ওয়াজিব হবে। কেননা সে নিজে উপকার নিয়েছে। যদি কাপড়ে কোন সুঘ্রাণ না আসে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যখন শরীরে বা কাপড়ে সুগন্ধি লাগানোর দরুন কাফফারা ওয়াজিব হয়, আর

www.nagorikpathagar.org

তা দূর করা না হয়, তবে দ্বিতীয়বার কাফফারা দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রকাশ্য মত হল তা বাকী থাকলে দ্বিতীয়বার কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

পোশাক সম্পর্কিত মাসায়েল

এহরামওয়ালা ব্যক্তি সেলাই করা কাপড় একদিন এ একরাত্রি পরলে কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটার কম সময় পরলে ছদকাহ ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে। চাই সে ভুলে বা জেনে পরিধান করুক। মাসয়ালা জানা থাকুক অথবা না জানা থাকুক, নিজের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরিধান করুক। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি কাধে কা'বা ফেলে রাখে এবং তার আস্তিনে হাত না রাখে, তবে কিছু ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি তেলছিয়া একদিন পর্যন্ত লাগায়ে রাখে, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি চাদর বা লুঙ্গি রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখে, তবে কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মাকরূহ হবে। এটা ফতহুল কাদীরে আছে। যদি চাইবে এহরাম সেলাই করা কাপড় একরাত একদিন পরে থাকে, কোন সময় খসিয়ে না নিলে তার পক্ষে একটি কোরবানীই যথেষ্ট হবে। আর যদি কোরবানী করার পর পুনরায় একদিন একরাত পরে রাখে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় কোরবানী ওয়াজিব হবে। কেননা তাতে এভাবে সর্বদা পরে থাকা দ্বিতীয় কাপড়ের হুকুম রাখে।

যদি কোন ব্যক্তি সেলাই করা কাপড় পরে এহরাম বাঁধে এবং এহরামের পর পূর্ণ একদিন তা পরে থাকে, তবে তার উপর কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি তা খুলে নেয় এবং পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে এবং পরে পরে আর যদি প্রথম কাফফারা আদায় করে থাকে, তবে তার উপর সকরের মতে দ্বিতীয় কাফফারা ওয়াজিব হবে। যদি প্রথম কাফফারা আদায় না করে থাকে, তবে শায়খাইনের মতে দুইটি কাফফারা ওয়াজিব হবে। যদি তা দিনে পরে রাত্রে খুলে রাখে কিন্তু তা পরিত্যাগ করার ইচ্ছায় না খোলে, তবে সকলের মতে একই কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি একই দিনে কিছু সময় জামা পরে, পর আবার ঐদিনই পায়জামা পরে, মোজা পরে এবং টুপী পরিধার করে, পরে আবার ঐদিনই পায়জামা পরে, মোজা পরে এবং টুপী পরে, তবে একই কাফফারা ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি একদিন পূর্ণভাবে চাহেবে এহরাম নিজের মুখ এবং মাথা ঢেকে রাখে, তবে তার কোরবানী দিতে হবে। একদিনের কম সময়ে ঢেকে রাখলে ছদকাহ দিতে হবে। এটা খোলাছাহর মধ্যে উল্লেখ আছে।

এভাবে যদি একরাত্রি মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢেকে রাখে, তবে উক্তরূপই হুকুম হবে। যদি মাথার এক-চতুর্থাংশ বা তদপেক্ষা বেশি অংশ একদিন ঢেকে রাখে, তবে তার কোরবানী ওয়াজিব হবে। আর যদি এটার চাইতে কম ঢেকে রাখে তবে ছদকাহ ওয়াজিব হবে। মুখমণ্ডলে অথবা মাথায় পট্টি বেঁধে রাখলে এবং পূর্ণ একদিন রাখলে ছদকাহ ওয়াজিব হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি শরীরের অন্যস্থানে পট্টি বাঁধে, তবে কিছু ওয়াজিব হবে না কিন্তু ওজর ছাড়া এরূপ করা মাকরূহ হবে। এহরামওয়ালা ব্যক্তি অন্য এহরামমুক্ত ব্যক্তিকে সেলাই করা কাপড় অথবা খোশবু মাখা কাপড় পরিয়ে দিলে, কোন দোষ হয় না। যদি এহরামওয়ালা ব্যক্তি সেলাই করা কাপড় পরিধানের জন্য বাধ্য থাকে এবং একখানা কাপড়ের স্থলে দুইখানা কাপড় পরে, তবে তার উপর একটি কাফফারা ওয়াজিব হবে এবং এটা জরুরতের কাফফারা হবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি বিভিন্ন স্থানে পরে যেখানে একস্থলে আবশ্যক ছিল এবং অন্যস্থলে ছিল না। যেমন একটি পাগড়ী বা টুপীর আবশ্যক ছিল; এবং সে ঐ দুইটির সাথে জামা পরল অথবা অন্য কোন উপায়ে এই কাজ করল, তবে তার উপর দুই-টি কাফফারা ওয়াজিব হবে। এক কাফফারা জরুরতের এবং অন্যটি ইচ্ছাসূত্রের। যদি আবশ্যকের কারণে কাপড় পড়ে থাকে। জরুরত চলে যাতে তাকে এবং ঐভাবে একদিন বা দুইদিন পরে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত জরুরত দূর হওয়ার সন্দেহ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু জরুরতের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

যখন জরুরত দূর হয়ে যাওয়া দৃঢ়বিশ্বাস হবে, তখন তার দুইটি কাফফারা ওয়াজিব হবে। একটি জরুরতের জন্য, অন্যটি ইচ্ছাসূত্রের জন্য। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। এই মাসয়ালার মূল হল, আবশ্যকের স্থলে যদি বেশি করা হয়, তবে সেটা গুনাহ মনে করা হয় না; বরং সমস্তই জরুরত মনে করা হয়। যদি জরুরতের স্থান ছাড়া বেশি করা হয়, তবে তা নূতন গুনাহ করে নেওয়া হয়। এটা মুহীতে সুরুখসী এবং যখীরায় উল্লেখ আছে।

তৃতীয় ভাগ

মাথা মুণ্ডান এবং নখ কাটা সম্পর্কিত মাসায়েল

আবশ্যক ছাড়া মাথা মুণ্ডালে কোরবানী ওয়াজিব হবে। কোরবানী ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কাফফারা হয় না। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট হেরেম এবং হেরেম ব্যতীত মাথা মুণ্ডান একই কথা। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, হেরেম ছাড়া মাথা মুণ্ডালে কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ মুণ্ডায়, তবুও কোরবানী দিতে হয়। যদি এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তবে ছদকাহ দিতে হয়। এটা সিরাজুল য়াহহাজের মধ্যে আছে। যদি এক-চতুর্থাংশ দাড়ি অথবা তার বেশি মুণ্ডায় তবে কোরবানী দিতে হবে। যদি এক-চতুর্থাংশের কম হয় তবে ছদকাহ দিতে হবে।

যদি সমস্ত গরদান মুণ্ডায়, তবে কোরবানী ওয়াজিব হয়। এটা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। নাভীর নীচের বা বগলের চুল মুণ্ডালে অথবা অন্য কোন জায়গার চুল মুণ্ডালে কোরবানী ওয়াজিব হয়। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি এক বগরের অর্দ্ধেকের বেশ মুন্ডায় তবে ছদকাহ ওয়াজিব হয়। এটা খশরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যদি পিচকারী লাগানোর স্থান মুণ্ডায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি গোফ কাটে, তবে হিসাব করতে হবে, যদি দাড়ির চারি ভাগের একভাগ হয়, তবে তার একটি বকরীর চারি বাগের একভাগ মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হয়। এটা হেদায়ার মধ্যে বণৃিত আছে।

পূর্ণ এক অঙ্গের চুল মুণ্ডালে কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি এক অঙ্গের কম হয় তবে ছদকাহ ওয়াজিব হবে। অঙ্গের অর্থ হল, রান, পিণ্ডলি এবং বগল। মাথা এবং দাড়ি নয়। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। মাথার অথবা নাকের অথবা দাড়ির কোন চুল উৎপাটন করলে প্রত্যেক চুলের বদলে এক মুষ্টি খাদ্য দিতে হবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কারও মাথায় টাক তাকে, অথবা তার মাথায় চুল এক-চতুর্থাংশের কম থাকে, তবে তা মুণ্ডালে তার ছদকাহ দিতে হবে। যদি এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ থাকে তবে তা মুন্ডালে কোরবানী দিতে হবে। এটা শরহে হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

যদি ছাহেবে এহরাম রুটি পাকাতে থাকে হঠাৎ কিছু চুল আগুন লেগে পুড়ে যায়, তবে ছদকাহ দিতে হবে। ছাহেবে এহরাম যদি মাথা বা দাড়ি খুজলায় এবং তাতে একগাছি চুল উৎপাটিত হয়ে যায়, তবে ছদকাহ দিতে হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যদি মাথা, দাড়ি, বগর এবং শরীরের চুল একস্থানে বসে মুণ্ডাইয়া ফেলে, তেব একটি কোরবানী দিতে হবে। যদি প্রত্যেক জায়গার চুল পৃথক পৃথক স্থানে বসে মুণ্ডাইয়ে থাকে, তবে তার জন্য

www.nagorikpathagar.org

পৃথক পৃথক কোরবানী দিতে হবে। এটা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত। যদি মাথার চুল মুণ্ডিয়ে তার বদলে কোরবানী করে দেয় এবং সে সেই স্থানে থেকে পুনঃ দাড়ি মুণ্ডায়, তবে তার দ্বিতীয় কোরবানী দিতে হবে।

যদি মাথার চার ভাগের একভাগ একস্থানে বসে এবং অন্য চারভাগের একভাগ অন্যস্থানে বসে, এই রকমভাবে সম্পূর্ণ মাথা চারবারে মুণ্ডিয়ে ফেলে, তবে যতক্ষণে প্রথমবারের কাফফারা না দিবে, ততক্ষণে তাকে একটি কোরবানী দিলেই চলবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কোন এহরামওয়ালা ব্যক্তিকে বা এহরামহীন ব্যক্তিকে কোন এহরামওয়ালা ব্যক্তি মাথা মুণ্ডিয়ে দেয়, তবে তারও ছদকাহ দিতে হবে। চাই তার হুকুমে বা হুকুম ছাড়া মাথা মুণ্ডিয়ে থাকুক। যদি কোন এহরামহীন ব্যক্তি এহরামওয়ালার মাথা তার হুকুমে হউক অথবা বিনা হুকুমে হউক মুণ্ডিয়ে দেয়, তবে এহরামওয়ালার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। মুণ্ডনকারী হতে কিছু নিতে পারবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যে মুণ্ডানকারী এহরামওয়ালা নয়, তার ছদকাহ দিতে হবে। যদি কোন এহরামওয়ালা ব্যক্তি কোন এহরামহীন ব্যক্তির গোফ অথবা নখ কেটে দেয়, সে কিছু খাদ্য বিতরণ করবে। এটা হেদায়ায় উল্লেখ আছে।

যে ব্যক্তি কোরবানীর দিন হতে মাথা মুণ্ডাতে দেরি করে, এমন কি কোরবানীর দিন চলে যায়, তার একটি কোরবানী দিতে হবে। এরূপ যদি কারেন অথবা মোতামাত্তে' কোরবানী দিতে দেরি করে এবং কোরবানীর দিন চলে যায়, তবে তারও একটি কোরবানী দিতে হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। কারেন যদি কোরবানী যবেহ করার পূর্বে মাথা মুন্ডাইয়া নেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তার দুইটি কোরবানী দিতে হবে। একটি যবেহের পূর্বে মাথা মুণ্ডানোর ও অপরটি কেরানের। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

এহরামওয়ালা ব্যক্তির জন্য নিজের নখ কাটা জায়েয নাই। যদি একহাত বা পাযের নখ বিনা আবশ্যকে কাটে, তবে কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি উভয় পা এবং হাতের নখ একস্থানে বসে কাটে, তবে একটি কোরবানী দিলেই চলবে। যদি একহাত অথবা এক পায়ের তিন নখ কাটে, তবে ছদকাহ দিতে হবে। প্রত্যেক নখের পরিবর্তে অর্ধ ছাআ গম দিতে হবে। যদি মোট ছদকাহর মূল্য এক কোরবানীর সমান হয়, তবে কিছু কমিয়ে দিবে।

এক হাতের পাঁচ নখ কাটলে এবং কাফফারা না দিয়ে থাকলে এবং পরে অন্য হাতের নখ কাটলে যদি উভয় হাতের নখ এক মজলিসে বসে কেটে থাকে, তবে একটি কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি দুই মজলিসে বসে কাটা হয়, তবে দুইটি কোরবানী দিতে হবে। যদি একহাতের পাঁচ নখ এক মজলিসে বসে কর্তন করা হয় এবং এক-চতুর্থাংশ মাথা মুণ্ডান হয় এবং কোন অঙ্গে খোশবু লাগান হয়, চাই এক মজলিসে হউক অথবা দুই মজলিসে, তবে প্রত্যেক প্রকারের জন্য পৃথক পৃথক কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি চার হাত-পায়ের পাঁচটি নখ পৃথক পৃথক কাটে, তবে ইমাম আবু হানফিা (রহঃ)-এর নিকট প্রত্যেক নখের বদলে অর্ধ ছাআ গম দিবে। এরূপে চার হাত-পায়ের নখ যে কাটবে, তার এভাবে ছদকাহ দিতে হবে। এহরামওয়ালা ব্যক্তির যদি নখ ভেঙ্গে ঝুলে থাকে, তবে তা ফেলে দিলে কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। চুল উৎপাটন করা বা কাটা বা ক্ষুর দিয়ে পরিষ্কার করা অথবা দাঁত দিয়ে উৎপাটন করা সকলই মুন্ডনের হুকুমের শামিল হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ ভাগ
জেমা' সম্পর্কিত মাসায়েল

জেমা' স্ত্রীলিঙ্গের বাইরে হলে এবং কাহেশের সাথে স্পর্শ করলে চুম্বন করলে হজ্জ ও ওমরাহ ফাসেদ হবে না চাই বীর্যপাত ঘটুক বা না ঘটুক। তার জন্য কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

খাহেশের সাথে মিলে গেলে অথবা চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে প্রবেশ করালে কিছু ওয়াজিব হয় না। যদি বীর্যপাত হয় তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে। তার হজ্জ্ব ও ওমরাহ বাতিল হবে না। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলিঙ্গ খাহেশের সাথে দেখলে এবং বীর্যপাত হয়ে গেলে কিছু ওয়াজিব হয় না যেমন খেয়াল করে বীর্যপাত ঘটালে কিছু ওয়াজিব হয় না। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ঐভাবে অনেক সময় পর্যন্ত বা বার বার দেখলে কিছু ওয়াজিব হয় না। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এইরূপ স্বপ্নদোষ হলে গোসল ব্যতীত কিছুই ওয়াজিব হয় না। যদি হস্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা বীর্যপাত করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর নিকট কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি শুধু হজ্জ করে এবং আরাফা অবস্থানের পূর্বে স্ত্রীর সাথে মোজামেআত করে এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই চাহেবের এহরাম থাকে, তবে উভয়ের অঙ্গ মিলার কালে ও লিঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করার কালে উভয়েরই হজ্জ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে যে, ঐভাবেই হজ্জের সমস্ত কাজ আদায় করবে এবং উক্ত ফাসেদ হজ্জ্ব শেষ করবে। তাদের উভয়ের উপরই পৃথক পৃথক কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। এরূপ কোরবানী বকরী দিয়ে করলে পূর্ণ হয়ে যায়। উভয়ের জন্য পরবর্তী বৎসর হজ্জ্ব কাজা ওয়াজিব হয়ে যায়। এদের উপর ওমরাহ ওয়াজিব হয় না। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যদি জেমা' ভুলে অথবা জানিয়ে বা কোনরূপ জবরদস্তিমূলক হয়, সর্বাবস্থায় একই হুকুম। বালক এবং পাগলেরও জেমা' এই হুকুম রাখে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি স্বামী এমন বালক হয় যে, সে জেমা' করতে পারে, তবে স্ত্রীর হজ্জ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। ঐ বালকের হজ্জ্ব ফাসেদ হবে না যদি স্ত্রী বালিকা বা পাগলী হয়, তবে হুকুম তার বিপরীত হবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

যদি আরাফা অবস্থানের পূর্বে জেমা' করে এবং পরেও করে, তবে উভয় কাজ একস্থানে হয়ে থাকলে একটি কোরবানীতেই চলবে। যদি বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট প্রত্যেকের দুইটি করে চারটি কোরবানী দিতে হবে। যদি বার বার এহরাম ভঙ্গ করার অবস্থায় মোজামেআত করে, তবুও একটি কোরবানী ওয়াজিব হবে। চাই একস্থানে হোক অথবা বিভিন্ন স্থানে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি আরাফা অবস্থানের পর মোজামেআত করে, ভুলে করুক বা জানিয়ে করুক, তবে হজ্জ্ব ফাসেদ হবে না। এটা কাজীখানে উল্লেখ আছে। প্রত্যেকের উপর উটনী অথবা গাভী কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি বার বার মোজামেদআত করে তবে মজলিস এক হলে এক উটনী ব্যতীত কিছুই ওয়াজিব হবে না।

যদি দুই মজলিস হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর প্রথমবারের বিনিময়ে এক উটনী এবং দ্বিতীয়বারের বিনিময়ে এক বকরী ওয়াজিব হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় জেমা' এহরাম ভঙ্গ সূত্রে হলে তার কোরবানী ওয়াজিব হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। মাথা মুণ্ডাবার পর মোজামেআত করলে এক বকরী কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। এটা কাফীর মধ্য বর্ণিত আছে।

যদি পূর্ণ তাওয়াফে যিয়ারাতের পর অথবা অর্ধ যিয়ারাতের পর জেমা' করে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি তিনবার তাওয়াফের পর জেমা' করে তবে উটনী কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। হজ্জ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। তাওয়াফে যিয়ারাতের জন্য মাথা মুণ্ডালে এবং মাথা মুন্ডানোর পূর্বে মোজামেআত করলে বকরী কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি ওমরাহর মধ্যে চারবার তাওয়াফ করার পূর্বে মোজামেআত করে, তবে ওমরাহ বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে এটা পূর্ণ করবে এবং পরে কাজা করবে। বকরী কোরবানী তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি চার তাওয়াফ বা এর চাইতে বেশী করে মোজামেআত করে, তার বকরী কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। ওমরাহ ফাসেদ হবে না। এটা হেদায়ার

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি ওমরাহকারী দুই ওমরাহর মধ্যে কয়েকবার মোজামেআত করে, তবে দ্বিতীয় মজলিসের পরিবর্তে এক বকরী কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি ছাফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানোর পর মোজায়েআত করে, তবে এক বকরী কোরবানী দিতে হবে। এটা ইজাহের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি মাথা মুণ্ডানোর পর করে, তবে কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কারেন ওমরাহ করার আগে মোজামেআত করে, তবে ওমরাহ এব হজ্জ্ব উভয়ই ফাসেদ হয়ে যাবে এবং উভয়ের কাজ সম্পন্ন করতে থাকবে। আগামী বৎসর ওমরাহ এবং হজ্জ্ব কাজা করবে। কেরানের কোরবানী ঐ অবস্থায় দরকার হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। তার দুই বকরী কোরবানী দিতে হবে।

দুইস্থানে মোজামেআত করলে দুই কোরবানী ওয়াজিব হবে। ঐ কোরবানীতে দুই বকরী হলেই হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। মোতামাত্তে' কোরবানী সাথে না আনলে ঐরূপ হুকুম হবে। শুধু হজ্জ্বকারী এবং শুধু ওমরাহকারীর হুকুম বর্ণনা করা হল। কোরবানী নিজে সাথে নিয়ে চললে মোতামাত্তে' এবং কারেনের হুকুম কোন কোন স্থানে একই রকম। তা হল, ওমরাহর তাওয়াপ হতে অথবা আরফার অবস্থানের পূর্বে মোজামেআত কররে মোতামাত্তে'র কোরবানী বাতিল হয়ে যাবে। যদি আরপা অবস্থানের পর মোজামেআত করে, তবে দুই কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। স্ত্রী পুরুষ এই হুকুমে একই রকম। যদি স্ত্রীকে শয়ন অবস্থায় জবরদস্তি মোজামেআত করে অথবা স্ত্রীর সাথে বালক বা পাগলে মোজামেআত করে তবুও ঐরূপ হুকুম হবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

বিনা অজুতে তাওয়াফে যিয়ারাত করলে এক বকরী কোরবানী ওয়াজিব হবে। জুনুব অবস্থায় করলেও ঐ হুকুম হবে। যদি মোট তাওয়াফের অর্দ্ধেকের বেশি তাওয়াফ জুনুব অবস্থায় বা বিনা অজুতে করে, তারও উক্ত হুকুম হবে। উত্তম হল, যতক্ষণ মক্কায় থাকবে, পুনঃ আদায় করবে, তার উপর কোরবানী ওয়াজিব হবে না। জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করলে তা পুনঃ আদায় করা মুস্তাহাব।

যদি জুনুব অবস্থায় অথবা বিনা অজুতে তাওয়াফ করে আইয়্যামে নহরের মধ্যে পুনঃ আদায় করে, তবে তার উপর জন্য কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি আইয়্যামে নহরের পরে আদায় করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট কোরবানী ওয়াজিব হবে না। যদি আইয়্যামে নহরের পরে আদায় করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। উটনী বা গাভী দরকার হবে না। জানাবাতের সাথে তাওয়াফ করে নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে আসলে তার ওয়াজিব হবে যে, পুনঃ এহরাম বেঁধে ফিরে যাবে, যদি না যায় এবং উটনী পাঠায়ে দেয়, তবে পূর্ণ হবে। কিন্তু ফিরে যাওয়া উত্তম।

বিনা অজুতে তাওয়াফ করে নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে ফিরে গেলে এবং পুনঃ যেয়ে তাওয়াফ করলে তা জায়েয হবে। কোরবানীর বকরী পাঠিয়ে দিলে উত্তম হয়। এটা তাবিয়্যীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারাতে তিনবার বা এটার চাইতে কম তওয়াফ ছেড়ে দেয়, তার বকরী কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে ফিরে আসে এবং পুনঃ তাওয়াফের জন্য না যায় এবং কোরবানীর জন্য একটি বকরী পাঠিয়ে দেয়, তবে জায়েয হবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি তাওয়াফে যিয়ারাত অর্দ্ধেকের কম বিনা অজুতে করে, তারপর নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে চলে আসে, তবে তার উপর ছদকাহ ওয়াজিব হবে। প্রত্যেকবার তাওয়াফের জন্য অর্ধ ছাআ গম দিবে। যদি মোট কোরবানীর মূল্যের সমান হয়ে যায়, তবে যে পরিমাণ ইচ্ছা করে কমিয়ে দিবে।

যদি তাওয়াফে যিয়ারাতের অর্দ্ধেকের কম জানাবাতের অবস্থায় করে এবং নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে চলে যায়, তার কোরবানী ওয়াজিব হবে। বকরী কোরবানী যথেষ্ট হবে। যদি তখন পর্যন্ত মক্কায় থাকে এবং পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ

পুনঃ আদায় করে নেয়, তবে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট যদি আইয়্যামে নহরের মধ্যে পুনঃ আদায় করে, তবে কোরবানী বাতিল হয়ে যাবে। যদি এর পর করে, তবে প্রত্যেকবার তাওয়াফের জন্য অর্দ্ধ ছাআ গম দান করা ওয়াজিব হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি তাওয়াফে যিয়ারাতের মধ্যে কাপড়ে দিরহাম পরিমাণ নাজাসাত লেগে থাকে কিংবা তার বেশি পরিমাণ লাগে, তবে কারাহাতের সাথে জায়েয হবে। এটাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

তাওয়াফের ছদর বিনা অজুতে করে থাকলে তবে তার উপর ছদকাহ হবে। যদি সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ তাওয়াফে ছদর জানাবাত অবস্থায় করে, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে চলে আসে, তবে বকরী কোরবানী দিলেই চলবে। যদি মক্কায় থাকে এবং তা পুনঃ আদায় করে, তবে কোরবানী দরকার হবে না। বিলম্বের জন্য তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি অর্দ্ধেকের কম জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করে নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে ফিরে আসে, তবে প্রত্যেকবার তাওয়াপের পরিবর্তে অদ্ধ ছাআ গম দান করবে। যদি মক্কায় থাকে তা পুনঃ আদায় করে নেয়, তবে অর্দ্ধ ছাআ বাতিল হয়ে যাবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যদি পুরা অথবা অধিকাংশ তাওয়াফে ছদর ছেড়ে দেয়, তবে এক বকরী কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি তিনবার ছেড়ে দেয়, তবে তিন মি-সকীনকে খানা খাওয়াবে। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্দ্ধ ছাআ গম দিয়ে দিবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারাত করে থাকে এবং তা পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব হয়, তবে যদি আইয়্যামে তাশরীকের শেষে পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে ছদর করে, তবে তাওয়াফে ছদর তাওয়াফে যিয়ারাতের বদলে হবে। তাওয়াফে ছদর তার যিম্মায় বাকী থাকবে এবং এটা চাড়লে কোরবানী ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তাওয়াফে যিয়ারাত তাখীর করার দরুন এক কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি বিনা অজুতে তাওয়াফে যিয়ারাত করে এবং আইয়্যামে তাশরিকের শেষে অজুর সাথে তাওয়াফে ছদর করে, তবে তার কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

যদি বিনা অজুতে তাওয়াফে যিয়ারাত করে এবং জানাবাতের সাথে তাওয়াফে ছদর করে, তবে তার দুইটি কোরবানী দিতে হবে। যদি তাওয়াফে যিয়ারাত ও তাওয়াফে ছদর উভয় ছেড়ে দেয়, তবে তার উপর স্ত্রীলোক সর্বদাই হারাম হবে। তার উপর ওয়াজিব হবে, ফিরে যেয়ে উভয় তাওয়াফ আদায় করা।

তাওয়াফে যিয়ারাতের বিলম্বের জন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট এক কোরবানী ওয়াজিব হবে। তাওয়াফে ছদরের জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নাই। বিশেষ করে তাওয়াফে যিয়ারাত ছেড়ে দিলে এবং তাওয়াফে ছদর আদায় করলে তাওয়াফে ছদর ত্যাগ করার দরুন তার কোরবানী ওয়াজিব হবে।

তাওয়াফে যিয়ারাতের অর্দ্ধেকের বেশি ছেড়ে দিলে এবং তাওয়াফে ছদর পুরা করলে এবং দৌড়ে হেলে দুলে চললে, এটা হতে চার তাওয়াফ যিয়ারাতের মধ্যে শামিল হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী তাওয়াফে যিয়ারাতের বিলম্বের জন্য এক কোরবানী ওয়াজিব হবে। অন্যান্য ফকীহদের মেত একটি কোরবানী তাওয়াফে ছদরের চারিবার ছেড়ে দিবার কারণে এক কোরবানী ওয়াজিব হবে। উভয় হতে যদি প্রত্যেকবার চারবার করে তাওয়াফ করে থাকে, তবে তাওয়াফে যিয়ারাতের যা বাকী থাকে, তা তাওয়াফে ছদর হতে নিয়ে পূর্ণ করতে হবে এবং এক ছদকাহ তাওয়াফে যিয়ারাতের বিলম্বের জন্য দিতে হবে। অন্য এক ছদকাহ তাওয়াফে ছদরের অসম্পূর্ণতার জন্য ওয়াজিব হবে।

তাওয়াফে যিয়ারাত চারবার করলে এবং তাওয়াফে ছদর না করলে আমাদের নিকট তার হজ্জ্ব জায়েয হবে। তার উপর দুই বকরী কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। এক হল, তাওয়াফে যিয়ারাতের কমের জন্য। দ্বিতীয় হল, তাওয়াফে ছদর

www.nagorikpathagar.org

ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এই দুই কোরবানী আগামী বৎসর পাঠিয়ে দিবে এবং মিনার মধ্যে কোরবানী আদায় করবে। এটা কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। বিনা অজুতে তাওয়াফে কুদুম করলে তার ছদকাহ ওয়াজিব হবে। জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফে ছদর করলে তার উপর এক বকরী কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। বিনা অজুতে অথবা জানাবাতের অবস্থায় ওমরাহ আদায় করলে, যতক্ষণ মক্কায় থাকবে, পুনঃ তাওয়াফ করবে।

পরিবারের নিকট চলে গেলে এবং তাওয়াফ আদায় না করলে এক কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। জানাবাতের অবস্থায়ও এক বকরী কোরবানী করলে চলবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। তাওয়াফে যিয়ারাতের সময়ে সতরে আওরাত খুলে গেলে যতক্ষণ মক্কায় থাকবে, পুনঃ তাওয়াফ করবে। যদি পুনঃ তাওয়াফ না করে, তবে কোরবানী ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি ছাফা কমারওয়ার দৌড় ছেড়ে দিবে, তার কোরবানী ওয়াজিব হবে। তার হজ্জ পুরা হয়ে যাবে। এটা কুদুরীতে বর্ণিত আছে। যদি জানাবাত অথবা হায়েজ এবং নেফাস অবস্থায় দৌড়ায়, তা শুদ্ধ হয়। যদি কোন ওজরবশতঃ সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করে এবং সায়ী' করায় তবে তা জায়েয হবে। তার কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ওজর ছাড়া করা হয়, তবে যতক্ষণ মক্কায় থাকবে, পুনঃ আদায় করবে। আদায় না করে চলে গেলে কোরবানী ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

নবম পরিচ্ছেদ

শিকার করা সম্পর্কিত মাসায়েল

শিকারের অর্থ ঐ সকল জন্তু যা জন্মগত হিংস্র। এটি দু'প্রকার। এক প্রকার হল, যার জন্ম হয় স্থলে। দ্বিতীয় হল, যার জন্ম হয় জলে। তারপর স্থলে বা জলে বাস করা হল স্বভাবগত ব্যাপার। অতএব এর বসবাসের কারণে কোন বদল হয় না। স্থলের শিকার এহরামওয়ালা ব্যক্তির জন্য হারাম। পানিতে শিকার হারাম নয়। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এরহরামওয়ালা ব্যক্তি শিকার করলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে, জেনে শিকার করুক অথবা না জেনে করুক। অথবা ভুলে করুক, সর্বাবস্থায়ই একই হুকুম। চাই প্রথমবার শিকার করুক অথবা দ্বিতীয়বার করুক, ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। প্রথম বার হজ্বকারী এবং দ্বিতীয় বার হজ্বকারী এতে সমান। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

শিকারে কেউ মালিক হোক অথবা মোবাহ হোক উভয়ই সমান। শিকারের বদলা ঐ দাম হবে, যা ন্যায়বান দুই ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে দিবে। ইহা ঐ সময়ে ঐস্থানে বসে হতে হবে, যেখানে শিকার করা হয়েছে। যদি এমন জঙ্গল হয়, যেখানে শিকার বিক্রি হয় না, তবে নিকটে যেখানে বিক্রি হয়, সেখানে মূল্যের পরিমাণ হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। মূল্য তার ইচ্ছাধীন ব্যয় করবে। ইচ্ছে করলে কোরবানী ক্রয় করে যবেহ করে দিবে। না হয় খাবার কিনে ছদকাহ করে দিবে। অর্দ্ধ ছাআ গম মিসকীনকে দিবে। ইচ্ছা করলে রোযা পালন করতে পারে। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি সে রোযার রাখার ইচ্ছা করে, তবে শিকারীকে তরকারীর দামের আন্দাজ করবে। ঐ ব্যক্তি অর্দ্ধ ছাআ তরকারীর পরিবর্তে এক রোযা রাখবে। যদি তরকারীতে অর্দ্ধ ছাআ হতে কম হয়, তবে সে ইচ্ছা করলে ঐ মূল্যে খাদ্য খরিদ করে ছদকাহ করে দিতে পারে অথবা রোযা পালন করতে পারে। ইহা ইজাহের মধ্যে আছে। যদি কোরবানী যবেহ করার ইচ্ছা করে, তবে হেরেমের মধ্যে যবেহ করবে। এর গোশত গরীবদেরকে ছদকাহ করে দিবে।

খাবার দিতে চাইলে যেখানে ইচ্ছে সেখানে দিতে পারে। হেরেমের বাইরে কোরবানীর পশু যবেহ করলে জায়েয হবে না। কিন্তু যদি প্রত্যেক গরীব মানুষকে এত পরিমাণ গোশত দেওয়া হয়, যার মূল্য উর্দ্ধ ছাআর সমান, তবে জায়েয হবে। যদি মূল্য এর কম হয়, তবে পূর্ণ করে দিবে। যদি যবেহ হেরেমের ভিতর করা হয় এবং পরে গোশত চুরি হয়ে যায়, তবে এর বদলা দেওয়া ওয়াজিব। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কোরবানী ইখতিয়ার করে থাকে এবং যে মূল্য তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল, ইহা হতে কিছু বেঁচে গেছে এবং যা বাকি রয়েছে ইহা কোরবানী পশুর মূল্যের সমান হয়, তবে তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবে। প্রত্যেক অর্দ্ধ ছাআ গম-এর মূল্যের বদলে রোযা পালন করতে পারে, অথবা এর পরিমাণ গম দিয়ে দিবে। যদি মূল্য দুই কোরবানী পশুর সমান হয়, তবে ইচ্ছে করলে দুই কোরবানী দিয়ে দিতে পারে অথবা উভয়ের বদলে ছদকাহ আদায় করে দিবে। অথবা উভয়েরই বদলে রোযা পালন করতে পারে। অথবা ইচ্ছে করলে কোরবানীর পশু যবেহ করে দিয়ে দিতে পারে, অন্যটির বদলে রোযা পালন করতে পারে। অথবা ইচ্ছা করলে একটি কোরবানীর পশু যবেহ করে দিয়ে দিতে পারে, অন্যটির পরিবর্তে যে কাফফারা ইচ্ছা, আদায় করতে পারে। অথবা রোযাও রাখতে পারে। কিন্তু ছদকাহ দিবে। এটি তাবিয়ীনের বিবরণ।

ছাহেবে এহরাম হেরেমের মধ্যে শিকার করলে তার ওপর উক্ত হুকুম হবে। যে ব্যক্তি এহরাম হতে বের হয়েছে, তবে হেরেমের মধ্যে শিকার হত্যা করেছে, তার উপর ঐ হুকুম হবে, যা ছাহেবে এহরামের উপর হয় কিন্তু রোযা রাখলে হবে না। কারণ শিকার করলে দ্বিগুণ কাফফারা আদায় করতে হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যে

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি এমন শিকার করে, যার গোশত হালাল নয়, তাতেও কাফফারা দিতে হবে। ইহা একটি বকরীর মূল্যের চাইতে বেশী হবে না। যদি হিংস্র জন্তু এহরামওয়ালা ব্যক্তিকে হামলা করে, তবে তার বদলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি শিকার হামলা করে, তবে কিছু দিতে হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। ছাহেবে এহরাম যদি কোন শিকারী বাজপাখি মারে, তবে তার মালিককে বাজ পাখির দাম পরিশোধ করে দিবে। অ-শিকারী বাজের মূল্য আল্লাহর নিকট ওয়াজিব হবে। যদি কোন জানোয়ার শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় এবং হত্যা করে, তবে তার মালিককে মূল্য দিয়ে দিতে হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি ছাহেবে এহরাম কোন শিকারকে আঘাত করে এবং তা মরে যায়, তবে এর মূল্য দিতে হবে। যদি ভাল হয়ে যায়, তবে জামিন থাকবে না। আঘাতের চিহ্ন বাকি থাকলে যে পরিমাণ মূল্যের ক্ষতি হয়, সেই পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। আঘাত করার পরে যদি মরা পাওয়া যায় এবং প্রকাশ পায় যে, অন্য কোন কারণে মরেছে, তবে জখমের দরুন যা ওয়াজিব হয়, তা পরিশোধ করে দিতে হবে। কোন পাখির ডানা ভেঙ্গে ফেললে বা পা কেটে ফেলল এর সম্পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। ছাহেবে ইহরাম কোন পাখির ডিম ভেঙ্গে ফেললে যদি ডিমের ভিতরে পঁচা হয়, তবে কিছু দিতে হবে না। যদি ভাল থাকে, তবে আমাদের নিকট এর মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। ইহা নেহায়র মধ্যে বর্ণিত আছে। শিকারের ডিম ভুনা করলেও এই হুকুম হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

কোন শিকারকে আঘাত করে এর কাফফারা দিয়ে তার পর আবার একে হত্যা করে ফেলল দ্বিতীয় কাফফারা ওয়াজিব হবে। যদি হত্যা করার আগে কাফফারা আদায় না করে থাকে, তবে হত্যার কাফফারা এবং আঘাতের দরুন যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা আদায় করে দিলে চলবে। এটি মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি প্রথমে শিকারকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তা আর বাঁচার যোগ্য থাকে না, তারপর একে হত্যা করে ফেলে, তবে দ্বিতীয় বদলা তার ওপর আবশ্যক হবে। তবে যদি আঘাতের বদলা আদায় করার আগে হত্যা করে, তবে দ্বিতীয় বদলা লাযিম হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। ছাহেবে এহরাম নয়, এমন ব্যক্তি যদি হেরেমের মধ্যে শিকার আঘাত করে, তারপর তার পশম ও শরীরের জন্য এর মূল্য বাড়ে, তবে শিকার উক্ত আঘাতের জন্য মরে গেলে ঐ আঘাতের কারণে এর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল, তার মূল্য আদায় করে দিতে হবে। যদি কাফফারা আদায় করার পর হেরেমের মধ্যে পশম এবং বদনের জন্য দাম বেড়ে গিয়ে থাকে এবং ঐ আঘাতেই মরে গিয়ে থাকে গেল, তবে আঘাত করার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে, ইহা এবং মরণের দিন যে মূল্য ছিল, তা দিতে হবে।

যদি সে এখন ছাহেবে এহরাম থাকে, তবে ফিদইয়া দিবার পরেও বেশি মূলের‍্য জামিন থাকবে। যদি শিকার হাতে থাকে এবং জখম করার ফিদইয়া আদায় করে দেয়, পরে এটি মরে যায়, তবে প্রথম হতে এর মূল্যের জামিন হবে। বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি হেরেমের মধ্যে শিকার আঘাত করে কিন্তু এর বাঁচার মত শক্তি বাকি ছিল। পরে কোন এহরামওয়ালা এমনভভবে আঘাত করে, যাতে এটি মরে গেছে, তবে প্রথম ব্যক্তির ওপর ঐ পরিমাণ মূল্য দিতে হবে, যা সুস্থ প্রাণীর আঘাতের কারণে ক্ষতি হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর ঐ পরিমাণ দিতে হবে, যা জানোয়ারের ওপর জখম করায় হয়ে থাকে। মূল্য বাকি থেকে গেলে প্রত্যেকের উপর অর্ধেক করে দিতে হবে।

প্রথম ব্যক্তি যদি শিকারের হাত অথবা পা কেটে ফেলে এবং প্রাণে বাঁচার আশা ছেড়ে দেয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি হাত বা পা কেটে ফেলে তবে প্রথম ব্যক্তি এর পূর্ণ মূল্য দিবে, চাই ইহা মরুক কিংবা নাই মরুক। দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিবে। যা কাটার দুরুন এর ক্ষতি হয়েছে। যদি মরে যায়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর এমন অর্ধেক মূল্য দিতে হবে, যা জখমের অবস্থায় ছিল।

www.nagorikpathagar.org

যদি দুই ব্যক্তি ছাহেবে এহরাম হেরেমের মধ্যে কোন শিকার অথবা বাইরে কোন শিকার মারে, তবে প্রত্যেকের উপর পূর্ণ কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ। যদি ছহেবে এহরামের সাথে কোন বালক অথবা কোন কাফের শিকার মারায় শরীক থাকে, তবে বালক এবং কাফেরের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। ছাহেবে এহরামের উপর পূর্ণ কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি দুই বিনা এহরামের লোক হেরেমের মধ্যে কোন শিকার মারে, তবে উভয়ের উপর অর্ধেক করে ওয়াজিব হবে। যদি এক দলে আঘাত করে মারে, তবে যে পরিমাণ লোক হবে, ঐ পরিমাণ মূল্য ভাগ করে সবার অংশ সমান সমান করে দিতে হবে।

যদি একব্যক্তি এক আঘাত করে এবং পরে অন্য ব্যক্তি আঘাত করে মারে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার আঘাতের কারণে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, এ পরিমাণ ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। তারপর দুই আঘাত করার পর যে মূল্য ছিল তার অর্ধেক অর্ধেক সবার উপর ওয়াজিব হবে। যদি একজন বিনা এহরামওয়ালার সাথে অন্য একজন এহরামওয়ালা আঘাতে শরীক থাকে, তবে এহরামওয়ালা পূর্ণ মূল্য দিবে এবং বিনা এহরামওয়ালা দুই আঘাত লাগার পর যে মূল্য ছিল, তার অর্ধেক পরিশোধ করবে। যদি বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি হেরেমের মধ্যে এক শিকার ধরে অন্য এক বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি একে মারে, তবে প্রত্যেকের উপর পূর্ণ কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। শিকার যে ধরেছে, তার যা দিতে হয়, তা হত্যাকারীর নিকট হতে আদায় করে নিবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি কোন বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি অন্য এক কারেনের সাথে মিলে কোন শিকার হেরেমের মধ্যে মারে, তবে বিনা এহরামওয়ালার অর্ধেক মূল্য আদায় করতে হবে এবং কারেনকে দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। বিনা এহরামওয়ালা একব্যক্তি মোফরাদ হজ্জকারী একব্যক্তি, এবং কারেন এ তিন ব্যক্তি একত্রে হেরেমের মধ্যে শিকার মারল, তবে বিনা এহরামওয়ালার উপর তিন ভাগের একভাগ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। শুধু হজ্জকারীর উপর পূর্ণ মূল্য আদায় করতে হবে এবং কারেনের উপর দ্বিগুণ মূল্য আদায় করতেহবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি বিনা ও এহরামওয়ালা ব্যক্তি শিকার প্রথম আঘাত করে থাকে, তারপর মোফরাদ হজ্জকারী এবং সর্বশেষে কারেন মারল, তবে বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তির উপর ঐ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যা প্রথম আঘাতের কারণে হয়েছে। এছাড়া তিন আঘাতের পর যে মূল্য আছে, তার তিনভগের একভাগ আদায় করতে হবে। শুধু হজ্জকারীর উপর প্রথম আঘাতের অবস্থায় তার দ্বিতীয় আঘাত করার মূল্যে যা ক্ষতি হয়েছে, তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এছাড়া তিন আঘাতের অবস্থায় এর যে মূল্য থাকে, তা সমস্ত তাকে আদায় করতে হবে। কারেনের উপর ঐ মূল্য পরিশোধ করতে হবে, যা দুই জখমের পর তৃতীয় আঘাতের কারণে যে মূল্য কমে গেছে। এছাড়া তিন আঘাত অবস্থায় এর মূল্য যা ছিল, তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে।

যদি প্রথম ব্যক্তি শিকারের হাত অথবা পা কেটে দেয় অথবা ডানা ভেঙ্গে ফেলে, দ্বিতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তি চক্ষু নষ্ট করে ফেলে, তবে প্রথম ব্যক্তির সুস্থ শিকারের মূল্য আদায় করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাতের অবস্থায় যে মূল্য ছিল, তা দিতে হবে। কারেনের উপর দুই আঘাতের পর যে মূল্য ছিল, তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি একাধিক জানোয়ার মারে, তবে ঐভাবে কয়েকটি কাফফারা আদায় করতে হবে। কিন্তু ঐ শিকার করে এহরাম হতে বের হওয়া বা এহরাম ভাঙ্গার নিয়ত করে, তবে ঐ হুকুম হবে না। আছলে বর্ণিত আছে যে, ছাহেবে এহরাম যদি অনেক শিকার এহরাম হতে বের হওয়ার অথবা এহরাম ভাঙ্গার জন্য করে, তবে ঐ সকলের জন্য একটি করে কোরবানী করতে হবে। কেন না সে এহরাম হতে বের হবার ইচ্ছা করে, এহরামের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে গুনাহ করার ইচ্ছা করে না এবং তাড়াতাড়ি এহরাম হতে বের হওয়ার জন্য একটি কোরবানী ওয়াজিব হয়। ইহা বাহ্রুর রায়েকের বিবরণ।

যদি কেউ কারণ সৃষ্টি করে শিকার হত্যাকারী সাব্যস্ত হয়, তবে যদি কারণ সৃষ্টির মধ্যে শরীয়তের হুকুমের বাইরে কিছু করে থাকে, তবে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার জামিন হবে নতুবা নয়। অতএব যদি কেউ জাল পেতে রাখে এবং এর মধ্যে কোন জানোয়ার আটকে মরে যায়, অথবা পানির জন্য গর্ত খনন করে রাখে, এর মধ্যে কোন শিকার পড়ে মরে যায়, তবে তার উপর কিছু আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

যদি কোন এহরামওয়ালা ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে শিকার করতে সাহায্য করে থাকে, তবে তার জামিন হবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যেভাবে এহরামওয়ালা ব্যক্তির শিকার করা হারাম, তেমনিভাবে শিকারের পথ দেখানও হারাম। শিকারের পথ দেখালেও ঐরূপ কাফফারা আদায় করতে হবে, যেরূপ শিকার মারলে আদায় করতে হয়। ইহা মুহীতে বর্ণিতর বিবরণ। যে পথ দেখানে কাফফারা ওয়াজিব হয়, ইহা এরূপ হবে, যাকে বাতাল, সে প্রথম ঐ শিকারের খবর অবগত ছিল না। সে ঐ ব্যক্তি বাতিয়ে দিল, তবে যে ভুল বলেছিল, তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইহাও শর্ত আছে যে, যাকে পথ বাতিয়ে দিল, সে যদি ঐ শিকার মারা এবং বাতলানেওয়ালা ঐ সময় পর্যন্ত এহরামের মধ্যে থাকে।

যদি বাতানেওয়ালা এহরাম হতে বের হয়ে যায় এবং যাকে পথ বাতিয়ে দিয়েছিল, সে তখন মারল, তবে বাতানেওয়ালার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সে অপরাধী হবে। ইহাও শর্ত আছে যে, যাকে বাতিয়ে দিয়েছে, তার এ শিকার সেখানেই পেতে হবে, যদি অন্যস্থানে পায় তবে বাতানেওয়ালার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি কোন ছাহেবে এহরাম অন্য কোন ছাহেবে এহরামকে পথ দেখিয়ে দেয়, তবে উভয় ব্যক্তির উপর পূর্ণ কাফফারা ওয়াজিব হবে। যদি কোন ছাহেবে এহরাম কোন বিনা এহরামওয়ালাকে শিকারের পথ দেখিয়ে দেয় এবং সে শিকার হত্যা করে নেয়, তবে ছাহেবে এহরামের উপর এর মূল্য দিতে হবে। বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তির উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি ছাহেবে এহরামকে হেরেমের মধ্যে শিকার বাতলে দেয়, তবে বাতানেওয়ালার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। হত্যাকারীর কাফফারা আদায় করতে হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কোন শিকারের প্রতি ইশারাহ করে দেখিয়ে দেয় এবং শিকারী আগে হতে তা দেখে আসছে, তবে ইশারাহকারীর উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ। যদি কোন ছাহেবে এহরাম অন্য কোন ছাহেবে এহরামকে কোন শিখার দেখিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যার জন্য নির্দেশ দেয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে আদেশ করে এবং তৃতীয় ব্যক্তি শিকার মারে, তবে তাদের প্রত্যেককে পূর্ণ কাফফারা পরিশোধ করতে হবে।

যদি কোন ছাহেবে এহরাম অন্য কোন ছাহেবে এহরামকে শিকারের খবর দেয় কিন্তু সে সেই সে শিকার দেখল না। পরে দ্বিতীয় কোন ছাহেবে এহরাম ঐ শিকারের খবর দিল, সে প্রথম ব্যক্তির কথা সত্য বলে মানল না। তারপর শিকার তালাস করে মারল। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কাফফারা পরিশোধ করতে হবে। যদি কোন ছাহেবে এহরাম কোন ছাহেবে এহরামকে পাঠায় যে অমুক ছাহেবে এহরামকে বল যে, অমুকে বলে যে, ঐখানে শিকার আছে। অতএব সে গিয়ে ইহা শিকার করে নিল, তবে ঐ তিন ব্যক্তির উপর শিকারের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

যদি হত্যাকারী প্রথম হতেই ঐ শিকারের খবর রেখে থাকে, তবে হত্যাকারীকেই সব মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অন্য দু'জনের কিছুই দিতে হবে না। কয়েকজন ছাহেবে এহরাম মক্কার কোন ঘরে থাকে। ঐ ঘরে চড় ই এবং

www.nagorikpathagar.org

কবুতর থাকে, তাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলল এবং সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং তারা সকলে মিনায় চলে গেল। যখন তারা ফিরে এল, তখন দেখল যে, এদের কয়েকটি পিপাসায় কাতর হয়ে মরে গেছে। এখন সকল ব্যক্তির উপরই কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি কোন ছাহেবে এহরামের হাতে কোন শিকার ধরা পড়ে, তা ছেড়ে দেওয়া কর্তব্য। যদি কেউ তার হাত হতে নিয়ে ছেড়ে দেয়, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ শিকারী শিকারের মালিক হয়নি। যদি অন্যে তার হাতে হত্যা করে ফেলে, তবে উভয়ের উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

বিনা এহরাম অবস্থায় কোন শিকার থাকলে এবং পরে এহরাম বাঁধলে, তাকে ঐ শিকার ছেড়ে দিতে হবে। যদি ছেড়ে না দেয় এবং ঐ শিকার তার হাতে মারা যায়, তবে তাকে এর মূল্য দিতে হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। ছেড়ে দেওয়ার কারণে ঐ শিকার তার মালিকানা হতে বের হয়ে যায় না। এমন কি যদি ছাড়ার পর ঐ শিকার অন্য কেউ ধরে নেয়, তবে প্রথম ব্যক্তি এহরাম হতে বের হওয়ার পর ইহা ফিরিয়ে নিতে পারে। ইহা শরহে মাজমাআর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ তার হাত হতে ছেড়ে দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট মালিককে এর মূল্য যে ছেড়ে দিবে, তাকে দিতে হবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট মূল্যের জামি হবে না। ঐ শিকার তার খাঁচায় বা বাড়ীতে থাকে, তবে আমাদের নিকট ইহা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি শিকার নিয়ে হেরেমের মধ্যে ঢুকবে, তা যদি মূলত তার হাতে থাকে, তবে তা ছেড়ে দেওয়া তার উপর লাযিম হবে।

যদি আসলে তার হাতে না থাকে, যেমন খাঁচায় থাকে, তবে তা ছেড়ে দেওয়া লাযিম হবে না। এটি কেফায়ার মধ্যে আছে। যদি কোন বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি কোন বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তির শিকার গছব করে নেয় এবং গছবকারী ব্যক্তি পরে এহরাম বেঁধে তা নিয়ে হেরেমের মধ্যে ঢুকে, তবে তার পক্ষে ঐ শিকার ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। এর মূল্য মালিককে দিয়ে দিবে। যদি মালিককে ফিরিয়ে দেয়, তবে তার যিম্মা মুক্ত হয়ে গেল কিন্তু অপরাধী হবে। তার উপর কাফফারা দিতে হবে। তা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

যদি হেরেমের মধ্যে প্রবেশ করে উক্ত শিকার বিক্রি করে ফেলে এবং তা যদি খরিদ্দারের হাতে থাকে, তবে ঐ ক্রয় রদ করে দিতে হবে। যদি শিকার মরে যায়, তবে এর মূল্য দিতে হবে। এভাবে যদি ছাহেবে এহরাম বিক্রি করে, উক্ত হুকুম হবে। এর মধ্যে কোন তারতম্য নেই যে, হেরেমের মধ্যে বিক্রি করে বা সেখান হতে বের হয়ে বাইরে বিক্রয় করে দেয়।

যদি দুই বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি হেরেমের মধ্যে বেচাকিনা করে এবং শিকার বাইরে থাকে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জায়েয আছে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নাজায়েয। যদি বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি হেরেমের শিকার যবেহ করে, তবে মূল্য ছদকাহ করতে হবে। রোযা রাখলে চলবে না। এর কাফফারায় কোরবানীকরণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন যে, নাজায়েয, কেউ বলেছেন যে, জায়েয আছে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। বিনা এহরামওয়ালা ব্যক্তি যদি হেরেমের মধ্যে শিকার যবেহ করে, তবে ইহা খাওয়া নাজায়েয।

ছাহেবে এহরাম ব্যক্তি যদি হেরেমের মধ্যে অথবা হেরেমের বাইরে যবেহ করে, তবে তা মরার মতো হবে। ছাহেবে এহরামের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। ছাহেবে এহরাম যদি তীর নিক্ষেপ করে অথবা শিকারী কুকুর অথবা বাজপাখী দ্বারা শিকার করে মারে, তবে ইহা খাওয়া হালাল হবে না। তার কাফফারা আদায় করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি ছাহেবে এহরাম এমন শিকার হতে খায়, যা নিজে যবেহ করছে, যদি কাফফারা আদায় করার আগে খায়, তবে যা কিছু খেয়েছে, তার কাফফারা এর মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। তার উপর একটি কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি কাফফারা আদায় করার পর খায়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট যা খেয়েছে এর মূল্য দিতে হবে এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট তাওবাহ ও ইস্তেগফার ছাড়া আর কিছুই করা লাগবে না।

যদি ছাহেবে এহরাম কোন শিকারের ডিম ভেঙ্গে তা কাফফারা আদায় করে দিয়ে থাকে, তারপর ইহা ভুনা করে খায়, তবে তার উপর কিছুই লাযিম হবে না। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি শিকার এমন গাছের উপর থাকে, যার গোড়া হেরেমের মধ্যে এবং ডাল বাইরে, শিকার ডালের উপর থাকলে ইহা হেরেমের বাইরে ধরতে হবে। শিকার যে স্থানে থাকবে সেস্থানে ধরতে হবে। গাছের স্থান ধরা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

দশম পরিচ্ছেদ

মীকাত হতে এহরাম ছাড়া যাওয়ার মাসায়েল

মীকাতের বাইরের লোক এহরাম ছাড়া মক্কা শরীফে প্রবেশ করলে এবং তার হজ্জ্ব বা ওমরাহ করার ইচ্ছা না থাকলে মক্কা শরীফে প্রবেশ করার কারণে, তার উপর হজ্জ্ব এবং ওমরাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। অতএব হজ্জ্ব ও ওমরাহর জন্য মীকাতে না গেলে মীকাতের মর্যাদা নষ্ট হওয়ার জন্য তার উপর কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি মীকাতে যায় এবং সেখানে এহরাম বাঁধে, তবে তার দুই অবস্থা হয়, যদি হজ্জ্ব এবং ওমরাহর এহরাম বাঁধে, যা তার উপর ওয়াজিব ছিল, তবে যিম্মা আদায় হয়ে গেল। যদি ফরজ হজ্জ্ব এবং এমন ওমরাহর এহরাম বাঁধে, যা তার উপর ওয়াজিব ছিল, তবে যদি ঐ বৎসরেই বাঁধে, তবে মক্কায় এহরাম ছাড়া প্রবেশ করায় যা তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল তালোর জন্য তাও আদায় হয়ে যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। এভাবে যদি ঐ বৎসর সে হজ্জ্ব করে, যার মানত সে করেছিল, তাও আদায় হয়ে যাবে। ইহা নেহায়ার বিবরণ।

বৎসর পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং বাকি মাসগুলি উল্লিখিতভাবে মক্কায় এহরাম ছাড়া প্রবেশ করায় যা তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল তা আদায় হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ হজ্জ্ব এবং ওমরাহর নিয়তে যেতে থাকে কিন্তু মীকাত হতে বিনা এহরামে চলে যায়, তবে সে হয়ত মীকাতের মধ্যে এহরাম বাঁধে অথবা পুনরায় মীকাতে আসে সেখান হতে এহরাম বাঁধে, যদি মীকাতের মধ্যে এহরাম বেঁধে থাকে, তবে চিন্তা করতে হবে যে, যদি মীকাতে আসে তার হজ্জ্ব ফউত হয়ে যাবার ভয় থাকে, তবে হুকুম হল, যে তার মীকাতে আসতে হবে না এবং ঐ এহরাম দিয়ে সমস্ত আরকান আদায় করবে। তার উপর কোরবানী ওয়াজিব হবে। হজ্জ্ব ফউত হবার ভয় না থাকলে তার উচিত মীকাত পর্যন্ত আসা এবং মীকাত পর্যন্ত আসার দুই অবস্থা আছে। এক হল যে, বিনা এহরামে আসবে। দ্বিতীয় হল যে, এহরামসহ আসবে। যদি বিনা এহরামে আসে এবং মীকাত হতে আসে এবং মীকাত হতে এহরাম বাঁধে তবে তার কোরবানী রহিত হয়ে যায়।

মীকাতে এহরাম বেঁধে এলে হযতর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে যদি সে লাব্বাইকা বলে থাকে, তবে কোরবানী দিতে হয় না, না বললে কোরবানী দিতে হবে। ছাহেবাইনের মতে উভয় অবস্থায়ই কোরবানী দিতে হয় যায়। সে ব্যক্তি নিজের মীকাত হতে বিনা এহরামে যায়, পরে অন্য এক মীকাত হতে যা নিকটবর্তী হয়, সেখান হতে এহরাম বাঁধলে জায়েয হবে। তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ব্যক্তি মীকাত হতে চলে যায় এবং সে

www.nagorikpathagar.org

বোস্তানে বনি আমেরে যাবার ইচ্ছা করে, মক্কা যাবার ইচ্ছে নাই, তবে তার উপর কিছুই আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কুফার মীকাত হতে বিনা এহরামে চলে গেল এবং সে ওমরাহর এহরাম বাঁধল, পুনঃহজ্জের এহরাম বাঁধল, তবে অনেক ছুরত বা অবস্থা হতে পারে প্রথম হল, আগে ওমরাহর এহরাম বাঁধল পরে হজ্জের এহরাম বাঁধল অথবা প্রথম হজ্জের এহরাম বাঁধল পরে ওমরাহর এহরাম হেরেমের মধ্যে বাঁধল অথবা উভয়েই কেরান করল। অতএব প্রথমে ওমরাহর এহরাম বাঁধল পরে হজ্জের এহরাম বাঁধল অথবা উভয়ের জন্য কেরান করল। তবে ভালর জন্য তার উপর এক কোরবানী ওয়াজিব হবে। যদি প্রথম হজ্জের এহরাম বাঁধে, পরে ওমরাহর এহরাম হেরেমের মধ্যে বাঁধে, তবে তার উপর দুই কোরবানী ওয়াজিব হবে। এক হল, হজ্জের এহরাম মীকাত হতে ছেড়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় হল, ওমরাহর এহরাম হেরেমের বাইর হতে ছেড়ে দিয়েছে। এ উভয় কারণের জন্য তার দুই কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে।

কোন ব্যক্তি মীকাত হতে হজ্জের এহরাম বাঁধল, পরে হজ্জ বাতিল করে দিল অথবা হজ্জ বাতিল হয়ে গেল, পরে তা কাজা করল, তবে যে কোরবানী মীকাতের কারণে ওয়াজিব হয়েছিল, তা আদায় করা লাগবে না। যদি গোলাম মীকাত হতে এহরাম ছাড়া চলে যায়, তারপর তার মুনিব তাকে এহরাম বাঁধার অনুমতি দেয় এবং সে এহরাম বাঁধে, তবে মীকাত হতে বিনা এহরামে চলে যাওয়ায় কোরবানী ঐ সময় ওয়াজিব হবে, যখন সে স্বাধীন হবে।

কাফির মক্কার প্রবেশ করল, পরে সে মুসলমান হল এবং এহরাম বাঁধল, তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। এভাবে নাবালেগ বালক বিনা এহরামে মীকাত হতে চলে গেল, পরে তার স্বপ্নদোষ হল এবং এহরাম বাঁধল, তবে তার কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি মীকাত হতে বিনা এহরামে মক্কা যাবার নিয়তে কয়েকবার চলে যাওয়ার কারণে তার উপর হজ্জ অথবা ওমরাহ ওয়াজিব হয়। যদি সে ঐ বৎসরই মীকাতে এসে ফরজ হজ্জ অথবা অন্য হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে শেষবার চলে যাওয়ার কারণে যা ওয়াজিব হয়েছিল, তা রহিত হবে। এর পূর্বে চলে যাওয়ার কারণে যা ওয়াজিব হয়েছিল, তা রহিত হবে না। কেননা শেষবার যাওয়ার কারণে এর পূর্বে যা ওয়াজিব হয়েছিল, তা ফরজ হয়ে গেছে। অতএব যতক্ষণে ঠিক না করবে ততক্ষণে তা রহিত হবে না।

মক্কার বাসিন্দা হেরেম হতে হজ্জের নিয়তে বের হল এবং এহরাম বাঁধল এবং হেরেমে ফিরে আসল না এবং আরাফাতে অবস্থান করল। তার উপর বকরী কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। যদি হেরেমে ফিরে আসা পর্যন্ত হজ্জের কাজে মশগুল না হয়ে থাকে, তবে যদি সে লাব্বাইকা বলতে বলতে হেরেমে প্রবেশ করে, তবে বিনা মতভেদে তার কোরবানী দিতে হবে না। যদি লাব্বাইকা ছাড়া হেরেমে প্রবেশ করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তার কোরবানী আদায় করতে হবে । ছাহেবাইন এতে মতভেদ করেছেন। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি মক্কাবাসী হেরেমের বাইরে কোন দরবারে যায়, পরে সে হেরেমের বাইরে হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধে এবং আরাফা ময়দানে অবস্থান করে, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। মোতামাত্তে' যদি ওমরাহ হতে বের হয়ে হেরেমের বাইরে হজ্জের এহরাম বাঁধে এবং আরাফা ময়দানে অবস্থান করে, তবে তার উপর কোরবানী ওয়াজিব হবে। ছাহেবাইনের নিকট যদি এহরামের অবস্থায় হেরেমে ফিরে আসে এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট যদি সে এহরামের অবস্থায় লাব্বাইকা বলতে বলতে হেরেমে ফিরে আসে, তবে তার উপর হতে কোরবানী রহিত হয়ে যাবে। যদি সে হেরেমে আসে সেখান হতে পুনঃ এহরাম বাঁধে, তবে সকলের মতে তার কিছুই ওয়াজিব হবে না। ইহা গায়াতুস সুরুজী, শরহে হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ পরিচ্ছেদ

এক এহরাম হতে অন্য এহরাম যুক্ত করার মাসায়েল

এটি জানা একান্ত প্রয়োজন যে, হজ্জ্ব অথবা ওমরাহর দুই এহরাম একত্র করা বিদয়াত। কিন্তু যদি একত্র করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট ঐ দুটির উভয়ই ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট একটি ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট দুটির একটি ভাঙ্গা আবশ্যক। অতএব যদি হজ্জ্বের দুই এহরাম একত্র করে, তবে যখন প্রথমটি করে শেষ করে, তবে দ্বিতীয়টি অন্য বৎসর কাজা করবে। যদি ওমরাহর দুই এহরাম একত্র করে, তবে দ্বিতীয়টি ঐ বৎসরই আদায় করবে। কেননা ওমরাহ একই বৎসরে পুনঃ পুনঃ করা জায়েয আছে। কিন্তু হজ্জ্বে তা পারা যায় না। হজ্জ্বের জন্য এরূপ হুকুম নেই। এজন্য হজ্জ্বের কাজের উপর ওমরাহর কাজ ভিত্তি করা নাজায়েয। কিন্তু ওমরাহর কাজের উপর হজ্জ্বের ভিত্তি করা জায়েয আছে।

অতএব যদি কেউ হজ্জ্বের এহরাম বাঁধে এবং একবার এর তওয়াফ করে, পরে ওমরাহর এহরাম বাঁধে, তবে ওমরাহ ভেঙ্গে দিবে। এটি মুহীতের বিবরণ। এটি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। পরে ওমরাহ কাজা করা ওযাজিব হবে। ইহা নেহায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ হজ্জ্বের এহরাম বাঁধে এবং একবার তাওয়াফ করার আগে ওমরাহর এহরাম বাঁধে, তবে ওমরাহ ভাঙ্গবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, যদি মক্কাবাসী ওমরাহর এহরাম বাঁধে এবং এর জন্য একবার তাওয়াফ করা হয়, পরে হজ্জ্বের এহরাম বাঁধে, তবে হজ্জ্বের এহরাম ভেঙ্গে দিবে। তা ভাঙ্গার জন্য কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। তার উপর হজ্জ্ব এবং ওমরাহ করা ওয়াজিব হবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি ওমরাহর এহরাম বাঁধে পরে হজ্জ্বের এহরাম বাঁধে এবং ওমরাহর কাজের কিছু আদায় না করে থাকে, তবে সকলের মতে হুকুম হল যে, ওমরাহর এহরাম ভেঙ্গে দিবে। ইহা কাফীর বিবরণ।

যদি ওমরাহর তাওয়াফ চারবার করে নেয় এবং পরে হজ্জ্বের এহরাম বাঁধে তবে বিনা মতভেদে এ হুকুম হল যে, হজ্জ্বের এহরাম ভেঙ্গে দিবে। হজ্জ্ব এবং ওমরাহ যেটার এহরাম ভেঙ্গে দিবে, তার উপর কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু ওমরাহর এহরাম ভাঙ্গলে শুধু ওমরাহরই কাজা করতে হবে এবং হজ্জ্বের এহরাম ভাঙ্গলে হজ্জ্বের কাজা এবং ওমরাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি এহরাম না ভাঙ্গে এবং উভয়কেই ঐভাবে আদায় করে, তবে জায়েয হবে না, দুইটি একত্র করণে কোরবানী আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

কুফার বাসীন্দা হজ্জ্বের এহরাম বাঁধল, পরে ওমরাহর এহরাম বাঁধল, তবে উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব হবে। এর কারণে সে কারেন হয়ে যাবে। কিন্তু সে ভাল করল না। অতএব যদি আরাফাতে অবস্থান করে, ওমরাহর কাজা আদায় না করে, তবে ওমরাহর এহরাম ভেঙ্গে যাবে।

যদি আরাফাতের দিকে অগ্রসর হয়, তবে যতক্ষণে সেখানে অবস্থান না করে, ওমরাহ ভাঙ্গবে না। অতএব যদি হজ্জ্বের তাওয়াফে তাহিয়্যা আদায় করে, পরে ওমরাহর এহরাম বাঁধে তবে উভয়ই ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং উভয়কেই যদি ঐভাবে আদায় করে তবে জায়েয হবে। দুটি একত্র করণের জন্য তার উপর কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। এই কোরবানী হজ্জ্বের জন্য নয়, বরং ওমরাহর জন্য কোরবানী। মুস্তাহাব হল যে, ওমরাহ ভেঙ্গে দিবে। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি হজ্জ্বের এহরাম বেঁধে ঐ হজ্জ্ব শেষ করে দ্বিতীয় হজ্জ্বের এহরাম দশই তারিখে বাঁধে, তবে

দ্বিতীয় হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় হজ্জের এহরাম বাঁধার আগে যদি প্রথম হজ্জের মাথা মুন্ডান নিয়ে থাকে, তাতে কিছু আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যদি তখন পর্যন্ত না মুন্ডিয়ে থাকে, তবে কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হবে। চাই দ্বিতীয় এহরামের পর মাথা মুন্ডাক বা না মুন্ডাক। এটি তাবিয়ীনের বিবরণ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হজ্জ্ব হতে বিরত থাকার মাসায়েল

মোহছের ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে লোক এহরাম বাঁধে, পরে যার জন্য বেঁধেছিল, তা আদায় করা হতে বিরত থাকল, চাই ঐ বিরত থাকা শত্রু অথবা রোগ অথবা বন্দী হওয়ার কারণে অথবা কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অথবা আঘাত লেগে যাওয়ার কারণে অথবা এমন কোন কারণ হোক, যাতে ঐ এহরাম পূর্ণ করার মূলত অথবা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বাধা উপস্থিত এসে যায়। এটি বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। রোগের সীমা হল, যাতে বিরত থাকা প্রমাণ হয়। যেমন সে চলতে পারে না বা আরোহন করতে পারে না। অথবা বর্তমান অবস্থায় শক্তি আছে, কিন্তু পায়ে হাঁটলে বা আরোহী হলে রোগ বাড়ার ভয় আছে। তারও উক্ত হুকুম হবে। শত্রুর মধ্যে কাফির, মুসলমান এবং হিংস্র জানোয়ার ইত্যাদি সকলই শামিল আছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি কারও রাহখরচ চুরি হয়ে যায় অথবা বাহনের জন্তু মরে যায় এবং সে পায়ে হেঁটে যেতে না পারে, তবে সেও মোহছের হবে। পায়ে হেঁটে যেতে পারলে মোহছের হবে না। যদি কোন মহিলা হজ্জের এহরাম বাঁধে এবং কোন মাহরাম তার সাথে থাকে, পরে মাহরাম মরে যায় অথবা কোন মহিলা হজ্জের এহরাম বাঁধে এবং কোন মাহরাম তার সাথে থাকে, পরে মাহরাম মারা যায়, তখন সে মহিলা মোহছের হবে। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

যদি মহিলার মাহরাম রাস্তায় মরে যায় এবং সেখান হতে মক্কা পর্যন্ত তিনদিন অথবা তার বেশি পথ বাকি থাকে, তখন সে মোহছেরের মতো হবে। এভাবে গোলাম বা দাসী যদি হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে তাদের মনিবদের পক্ষে জায়েয আছে যে, এহরাম খুলে দেয় এবং তারা মোহছের হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি মহিলা ফরজ হজ্জের এহরাম বাঁধে এবং তার সাথে কোন মাহরাম বা স্বামী থাকে না, তবে সে মোহছের হবে। যদি তার মাহরাম বা স্বামী থাকে এবং যে সময়ে ঐ শহরের কাফেলা হজ্জে যায়, সে সময়ে সেই মহিলার হজ্জে যাওয়ার সম্বল ছিল, তবে সে মোহছের হবে না।

যদি তার স্বামী থাকে, অন্য কোন মাহরাম তার কাছে না থাকে, স্বামী তাকে যেতে বারণ করে, তবে সে মোহছের হবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট স্বামীর ইখতিয়ার আছে যে, স্ত্রীকে এহরাম হতে বের করে নিতে পারে। যেভাবে হজ্জ্ব হতে বিরত রাখতে পারে, ঐরূপ ওমরাহ হতে বিরত থাকতে পারে। বাধাপ্রাপ্ত হলে তখন কর্তব্য হল, কোবানী পাঠিয়ে দিবে অথবা কোরবানীর মূল্য পাঠিয়ে দিবে। তা দিয়ে কোরবানী কিনে যবেহ করে দিবে এবং যখন পর্যন্ত ঐ কোরবানী যবাই না হবে, ততক্ষণে এহরাম হতে বের হবে না। যার হাতে কোরবানী পাঠিয়ে দিবে, তার নিকট ওয়াদা নেওয়া ওয়াজিব হবে যে, সে নির্দিষ্ট দিনে কোরবানীর পশু যবাই করে দিবে। অতএব সে কোরবানী যবাই হওয়ার পর এহরাম হতে বের হবে। এর আগে বের হবে না। যদি কোরবানীর পশু যবাই হওয়ার পূর্বে এমন কোন কাজ করে, যা এহরামের মধ্যে নাজায়েয, তবে তার উপর তা ওয়াজিব হবে, যা ছাহেবে এহরামের উপর মোহছের হলে হয়। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট এহরাম হতে বের হওয়ার জন্য মাথা মুন্ডান শর্ত নয়। যদি মুন্ডিয়ে নেয়, তবে উত্তম হয়। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

মোহছেরের পক্ষে যদি কোরবানী সম্ভব না হয় অথবা এর মূল্যও দিতে অক্ষম হয়, তবে আমাদের নিকট রোযা রেখে

এহরাম হতে বের হতে পারে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি কোরবানীর পশু যবেহ করার ওয়াদার দিন এ খেয়ালে এহরাম হতে বের হয়ে যায় যে, কোরবানীর পশু যবেহ হয়ে গেছে, পরে জানতে পারলে যে, কোরবানী ঐ দিন হয়নি, তবে সে ঐভাবে ছাহেবে এহরাম থাকবে। ইহা এহরাম হতে বের হওয়ার আগে বের হওয়ার জন্য কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি ঐ ওয়াদা অনুযায়ী যবেহ হয়ে থাকে, তবে ভালর জন্য জায়েয আছে। ইহা শরহে হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যখন মোহছের কোরবানী দিয়ে এহরাম হতে বের হল, তবে যদি শুধু হজ্জের এহরাম বেঁধে থাকে, তবে আগামী বৎসর হজ্জ এবং ওমরাহর কাজা করে নিবে।

যদি শুধু ওমরাহর এহরাম বেঁধে থাকে, তবে শুধু ওমরাহর কাজা করবে। যদি কারেন হয়, তবে দুই কোরবানী করার পর এহরাম হতে বের হবে। আগামী বৎসর দুই ওমরাহ ও এক হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কারেন হজ্জের এহরাম হতে বের হওয়ার জন্য এক কোরবানীর পশুর পাঠায় এবং ওমরাহর এহরাম এভাবে বাকি রাখে, তবে ঐ দুই এহরামের একটি হতেও বের হবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কারেন দুই কোরবানী পাঠায় এবং হজ্জ ও ওমরাহর জন্য আলাদা আলাদা কোন নির্দিষ্ট করে না দেয়, তবে কোন দোষ হবে না। ইহা সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কারেন মক্কায় প্রবেশ করে ওমরাহ এবং হজ্জের তাওয়াফ পূর্ণ করে পরে সেখান হতে বের হয়ে আরাফাতের অবস্থানের পূর্বে আটক পড়ে, তবে এক কোরবানী পাঠিয়ে দিয়ে এহরাম হতে বের হয়ে যাবে। হজ্জের পরিবর্তে আগামী বৎসর হজ্জ এবং ওমরাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। হেরেম হতে বাইরে চুল কাটার জন্য হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট এক কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে।

যদি মোহছের ঐ বৎসরই হজ্জ আদায় করে নেয়, তবে ওমরাহ ওয়াজিব হবে না। ইহা শরহে হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এহরাম বাঁধে, কিন্তু হজ্জ বা ওমরাহর নিয়ত না করে এবং সে মোহছের হয়ে পড়ে, তবে এক কোরবানী পাঠিয়ে এহরাম হতে বের হয়ে যাবে। আগামী বৎসর ওমরাহ ওয়াজিব হবে।

জে দুই ওমরাহ অথবা দুই হজ্জের এহরাম বাঁধলে এবং মোহছের হয়ে গেলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট দুই কোরবানী পাঠাবে। ছাহেবাইনের নিকট এক কোরবানী পাঠিয়ে এহরাম হতে বের হয়ে যাবে। যদি কেউ দুই ওমরাহর এহরাম বাঁধে এবং ইহা আদায় করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হয়, পরে মোহছের হয়, তবে এক ওমরাহর পরিবর্তে তার উপর এক কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ দুই ওমরাহর এহরাম বাঁধে এবং ইহা আদায় করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হয়, পরে মোহছের হয়, তবে এক ওমরাহর বদলে তার উপর এক কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি তখন পর্যন্ত না গিয়ে থাকে এবং মোহছের হয়ে গিয়ে থাকে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট দুই কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট তার দুই ওমরাহ ওয়াজিব হবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হজ্জ ফউত হওয়া সম্পর্কিত মাসায়েল

যে ব্যক্তি হজ্জের এহরাম বাঁধে, চাই ফরজ, নফল অথবা মানতের হজ্জ হোক, হজ্জ ছহীহ হোক বা ফাসেদ হোক, ফাসেদ হজ্জের মধ্যে হোক অথবা প্রথম হতে হোক, যেমন মোজামেআতের অবস্থায় এহরাম বেঁধেছে অথবা আরাফার অবস্থান ছুটে গেছে। কোরবানীর দিন ফরজ উদয় হয়ে গেছে। অতএব তার হজ্জ ফউত হয়ে যায়। এরূপ

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির জন্য চাই তাওয়াফ করা ও সায়ী' করা এবং এহরাম হতে বের হয়ে যাওয়া। সে আগামী বৎসর হজ্জ্ব কাজা করবে, তার কোরবানী ওয়াজিব হবে না। এটি হেদায়ার বিবরণ। কারেন ব্যক্তির হজ্জ্ব ফউত হয়ে গেলে সে প্রথমে ওমরাহর তাওয়াফ করবে এবং সায়ী' করবে, তারপর হজ্জ্ব ফউত হয়ে যাওয়ার বদলে তাওয়াফ করবে, সায়ী' করবে এবং মাথা মুন্ডাবে, কোরবানী ওয়াজিব হবে না। যে তাওয়াফ করে এহরাম হতে বের হবে, সেই তাওয়াফ আরম্ভ করতে লাব্বাইকা বন্ধ করবে। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

মোতামাত্তে' কোরবানী সাথে নিয়ে চললে এবং হজ্জ্ব বাতিল হয়ে গেলে তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে এবং কোরবানী যেখানে ইচ্ছা করতে পারবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। যার হজ্জ্ব ফউত হয়ে যাবে, তার উপর তাওয়াফে ছদর আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
বদলি হজ্জ্ব করার মাসায়েল

কথা হল, মানুষ নিজের কাজের ছওয়াব অন্যের জন্য করে দেওয়া জায়েয আছে। চাই নামায, রোযা বা ছদকাহ ইত্যাদি যাই হোক না কেন। যেমন হজ্জ্ব, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত, আল্লাহ তায়ালার যিকির এবং আম্বিয়া, শোহাদা, আউলিয়াদের কবর যিয়ারাত এবং মুরদার কাফন দাফন করে দেওয়া– এরূপ যত নেক আমল আছে, সকলেরই ছওয়াব অন্যকে দিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। এটি শরহে হেদায়ার বিবরণ।

ইবাদত তিন প্রকার হতে পারে। প্রথম : মালি ইবাদত, যেমন, যাকাত এবং ছদকায় ফিতর ইত্যাদি। দ্বিতীয় : শারীরিক ইবাদত, যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। তৃতীয় : মাল এবং শরীর দ্বারা সম্পাদিত। যেমন, হজ্জ্ব। প্রথম প্রকারে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক প্রতিনিধিত্ব জায়েয আছে। দ্বিতীয় প্রকারে ঠেকার অবস্থায় প্রতিনিধিত্ব জায়েয আছে। ইহা কাফীর বিবরণ। হজ্জ্বের প্রতিনিধিত্ব জায়েয হওয়ার অনেক শর্ত রয়েছে। যেমন, হজ্জ্ব করানোর সময় হতে মৃত্যু পর্যন্ত ঠেকা বা অক্ষমতা বাকি থাকা।

যদি কোন সময়ে অক্ষমতা দূর হয়, তবে প্রতিনিধিত্বের হজ্জ্ব বাতিল হয়ে যাবে। কোন কয়েদী নিজের পক্ষ হতে হজ্জ্ব করালে তারও উক্ত হুকুম হবে। এটি তাবিয়ীনের বিবরণ। কোন সুস্থ ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে হজ্জ্ব করালে তারও উক্ত হুকুম হবে। এটি তাবিয়ীনের বিবরণ। কোন সুস্থ ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে হজ্জ্ব করাবার পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে এ হজ্জ্ব জায়েয হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যার পক্ষ হতে করানো হবে, তার অক্ষম হওয়া ফরজের মধ্যে শর্ত, নফলের মধ্যে নয়। অতএব নফল হজ্জ্বের মধ্যে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিধিত্ব করা জায়েয আছে।

আর এক শর্ত হল, যার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করা হবে, তার হুকুম করা প্রয়োজন হবে। তার হুকুম ছাড়া জায়েয হবে না। কিন্তু ওয়ারিছের জন্য মুরাছের পক্ষ হতে হুকুম ছাড়া জায়েয আছে। আর এক শর্ত হল, এহরামের সময়ে ঐ ব্যক্তির হজ্জ্বের নিয়ত করতে হবে, যার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করা হবে। উত্তম হল, লাব্বাইকা আন ফালানিন বলা। আর এক শর্ত হল, যার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করা হবে, তার মাল দিয়ে হজ্জ্ব করতে হবে। হজ্জ্বকারী নিজের পক্ষ হতে মাল খরচ করলে যার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করছে, তার পক্ষ হতে আদায় হবে না, যতক্ষণে না হজ্জ্বকারীকে তার পক্ষ হতে সম্পদ দেওয়া হবে।

যদি কোন ব্যক্তি কাকেও মাল দেয় যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ্ব করবে এবং সে ব্যক্তি সেই হজ্জ্বে যদি কিছু মাল নিজের পক্ষ হতে খরচ করে, তবে ঐ হজ্জ্ব মাইয়্যিতের পক্ষ হতে জায়েয হবে না। এ হুকুম ঐ ছুরতেও হবে, যেমন কোন ব্যক্তি অছিয়ত করল যে, তার টাকা দিয়ে যেন তার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর লোকটি মরে

www.nagorikpathagar.org

যাবার পর তার ওয়ারিছ নিজের মাল দ্বারা ঐ ব্যক্তির তরফ হতে হজ্জ্ব আদায করল। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ কাউকে এজন্য মাল দিল যে, কোন মাইয়্যিতের পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায় করে দিবে। সে ব্যক্তি ঐ হজ্জ্বের মধ্যে কিছু টাকা নিজের পক্ষ হতেও খরচ করল, তবে যে টাকা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা যদি হজ্জ্বের খরচের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে, তবে এতে প্রতিনিধিত্ব হবে না এবং যে রিমাণ টাকা সে নিজের পক্ষ হতে খরচ করেছে, তাতে উত্তম এ যে, ঐ পরিমাণ খরচ মাইয়্যিতের টাকা হতে পুনগ্রহণ করবে; কিন্তু কিয়াস বলে যে, গ্রহণ করবে না।

আর যদি মাইয়্যিতের টাকা এ পরিমাণ না থাকে যে, হজ্জ্বের পূর্ণ খরচ আদায় হয়ে যায়, তবু হজ্জ্বকারী নিজের টাকা হতে খরচ করে, তবে এ বিষয়ে লক্ষ্য করবে, যদি হজ্জ্বের অধিকাংশ খরচ মাইয়্যিতের টাকা হতে করা হয়ে থাকে, তবে তা জায়েয হবে এবং ঐ হজ্জ্ব মাইয়্যিতের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তা না করা হয়ে থাকে, তবে জায়েয হবে না। এ হুকুম ভালর জন্য বটে, কিন্তু কিয়াস বা যুক্তির হুকুম হল, উপরোক্ত উভয় ছুরতেই তা নাজায়েয। আর এক শর্ত হল, যে কোন যানবাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ্ব করবে। এমনকি কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে হজ্জ্ব আদায় করার হুকুম করে এবং সে পায়ে হেঁটে হজ্জ্ব করে, তবে সে খরচের যিম্মাদার হবে এবং তার পক্ষ হতে সওয়ার হয়ে হজ্জ্ব করবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। বিশুদ্ধ মাযহাব হল এ যে, যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ্ব করে, তার ঐ হজ্জ্ব মূলতঃ অন্যের পক্ষ হতেই আদায় হয়ে থাকে। হজ্জ্বকারীর নিজের হজ্জ্বের ফরজ তা দ্বারা আদায় হয় না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

উত্তম ব্যবস্থা হল, যখন কেউ এ নিয়ত করে যে, যে ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায়কারীরূপে নির্বাচন করবে, তখন এমন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন করবে, যে তার নিজের হজ্জ্ব আদায় করেছে। যদি এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে, যে নিজের ফরজ হজ্জ্ব আদায় করেনি, তবে আমাদের নিকট জায়েয হবে এবং নির্দেশকারীর যিম্মা হতে হজ্জ্ব সাকেত হয়ে যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ এবং কিরমানীর মধ্যে আছে যে, উত্তম হল, এরূপ নিজের পক্ষ হতে হজ্জ্ব করবার জন্য নিযোগ করবে যে, সেখানের পথ-ঘাট এবং হজ্জ্বের বিধি-বিধানসমূহে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং আযাদ, আকেল ও বালেগ হয়। এটি গায়াতুস সুরুজীর বিবরণ।

যদি কারও পক্ষ হতে মহিলা হজ্জ্ব আদায় করে, অথবা কোন গোলাম অথবা দাসী স্বীয় মালিকের অনুমতিক্রমে হজ্জ্ব করে, তবে জায়েয হবে এবং মাকরূহ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তিকে দুই ব্যক্তি নিজ নিজ পক্ষ হতে হজ্জ্ব করার জন্য নিযুক্ত করে এবং সে তদুভয়ের পক্ষ হতে এক হজ্জ্বের এহরাম বাঁধে, তবে এ হজ্জ্ব উক্ত হজ্জ্ব আদায়কারীর জন্য হবে, ঐ দুই ব্যক্তির কারও জন্য হবে না এবং যে খরচ সে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছে, যে তার যিম্মাদার হবে। তারপর সে ঐ দুই ব্যক্তির কারও পক্ষ হতে হজ্জ্ব করতে পারবে না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি নিজের পিতামাতার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করে, তবে তার এ হজ্জ্ব তাদের কোন একজনের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয আছে।

যদি হজ্জ্ব আদায়কারী এহরামের মধ্যে দুই ব্যক্তির কারও জন্য নির্দিষ্ট না করে এবং এরূপ অনির্দিষ্টভাবেই যে কোন একজনের পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায় করে, তবে যদি এরূপ নিয়ত দ্বারা সে হজ্জ্বের কার্য আদায় করে, তা হজ্জ্ব আদায়কারীদের হুকুমের বিপরীত কাজ হয়। আর যদি হজ্জ্বের কার্য পূর্ণ করার পূর্বে যে কোন একজনের জন্য নির্দিষ্ট করে, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী এ অবস্থায়ও সে হজ্জ্ব করানেওয়ালাদের হুকুমের বিপরীত কাজ করে। সুতরাং হজ্জ্ব তার নিজের পক্ষ হতে হয়ে যায়। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে হজ্জ্ব তার পক্ষ হতে হবে। যার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি এহরামের নিয়তকে অপ্রকাশিত রাখা হয় এবং এরূপ নির্দিষ্ট না করা হয় যে, হজ্জের এহরাম বেঁধেছে না কি ওমরাহর এহরাম বেঁধেছে, তবে পরে তার এর যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার অধিকার থাকে। এটি শরহে মাজমাআর বিবরণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হজ্জের অছিয়ত সম্পর্কিত মাসায়েল

যার উপর হজ্জ ফরজ হয়, সে হজ্জ আদায় করার আগে যদি অছিয়ত করা ছাড়া মারা যায়,তবে সে নিশ্চয় অপরাধি হয়ে যাবে। কোন উত্তরাধিকারী তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে চাইলে তা আদায় করতে পারে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, আমি আশা করি যে, সে হজ্জ ইনশায়াল্লাহ নিশ্চয় কবুল হবে। হজ্জের অছিয়ত করে মারা গেলে হজ্জ তার যিম্মা হতে মানসুখ হয়ে যায় না। যখন তার পক্ষ হতে হজ্জ করা হবে তখন আমাদের নিকট অন্যের পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করার সকল শর্ত পূর্ণভাবে হওয়া চাই, তবে জায়েয হবে। শর্ত হল, তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায়কারী হজ্জের নিয়ত করবে এবং অছিয়তকারীর সম্পদ হতে সমস্ত খরচ করবে অথবা বেশির ভাগ খরচ করবে। অন্য কেউ দয়া করে সম্পদ দিবে না। আরোহন করে হজ্জে যাবে, পায়ে হেঁটে যাবে না। তার মালের তিন ভাগের একভাগ হতে খরচ করবে, চাই সে মালের অছিয়ত করে গিয়ে থাকুক আর নাই বা থাকুক। এটা বাদায়ের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

কোন স্থান হতে হজ্জ করতে যাবে, অছিয়তকারী তা উল্লেখ না করলে এটা বাড়ি হতে ধরতে হবে। খরচে না কুলালে যেখান হতে সম্ভব হয়, সেখান হতে হজ্জ আদায় করবে। যদি অছিয়তকারীর বাড়ি না থাকে, তবে যেস্থানে সে মারা গিয়েছে, সে স্থান হতে করাবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি তার কয়েকখানা বাড়ি থাকে, তবে বিনা মতভেদে যে বাড়ি সব চেয়ে মক্কার নিকটবর্তী হয়, সেখান হতে করাবে। এটা তাতারখানিয়া বর্ণিত আছে। অছিয়তকারী যদি অছিয়ত করে গিয়ে থাকে যে, অমুকস্থান হতে আমার হজ্জ করাতে হবে এবং সে স্থানে তার বাড়ি নেই, তবে তার মালের তিন ভাগের একভাগ দিয়ে সে স্থান হতে হজ্জ করাবে, চাই সে স্থানটি মক্কা হতে নিকটে অথবা দূরে হোক। মাইয়্যিতের পক্ষ হতে হজ্জকারীর হজ্জ করার পর কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে এটা ফিরিয়ে দিবে। তা হতে কিছু রেখে দেওয়া নাজায়েয। এটা বাদায়ের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি মাইয়্যিতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা তার বাড়ি হতে হজ্জ করানো যায় এবং যদি অছী অর্থাৎ যাকে অছিয়ত করে যাওয়া হয়, সে অন্যস্থান হতে হজ্জ করায়, তবে সে-ই খরচের যিম্মাদার সে হবে। হজ্জ তার পক্ষ হতে হবে, মাইয়্যিতের পক্ষ হতে পুনরায় হজ্জ করাতে হবে। যদি ঐ স্থান মাইয়্যিতের বাড়ি হতে এমন দূরত্বে হয় যে, রাত্রির আগে গিয়ে ফিরে আসতে পারে, তবে ঐ অবস্থায় অছী যিম্মাদার হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ি হতে বের হয়ে এমন শহরে যায়, যেখান হতে মক্কা খুব কাছে এবং যে স্থানে সে মরে গেল, যদি সে সেখানে হজ্জের জন্য না গিয়ে থাকে– অন্য কোন কাজে গিয়ে থাকে, তবে সকলের মতে তার পক্ষ হতে হজ্জ তার বাড়ি হতে হবে। আর যদি হজ্জের জন্য গিয়ে থাকে এবং পথে মরে যায় এবং সে অছিয়ত করে যায়, তবুও হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট ঐ হুকুম হবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট যে পর্যন্ত সে পৌছেছিল, সে স্থান হতে হজ্জ করাতে হবে। এটা বাদায়ের মধ্যে বর্ণিত আছে।

কেউ হজ্জের জন্য বের হয়ে পথিমধ্যে কোন শহরে থেমে গেল, এমন কি হজ্জের মৌসুম চলে গেল এবং পরবর্তী বছর এসে গেল, তখন সে সেখানে মারা গেল এবং অছিয়ত করে গেল যে, আমার পক্ষ হতে হজ্জ করাবে, তবে

www.nagorikpathagar.org

সকলের মতে তার বাড়ি হতে হজ্জ্ব করাবে। এটা শরাহে হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি অছিয়ত করে গেল যে, আমার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করাবে। যে তার জন্য হজ্জ্ব করতে চলল এবং পথে মারা গেল, তবে ঐ মাইয়্যিতের যে মাল বাকি থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ দ্বারা তার বাড়ি হতে হজ্জ্ব করাবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। সম্পদ দিয়ে করানো সম্ভব না হলে যে পর্যন্ত গিয়েছিল, সেখান হতে কোন ওয়ারিছ এর মাধ্যমে হজ্জ্ব করাবে। এটা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি নিজের হজ্জ্বের জন্য অছিয়ত করল। অছী কাউকে হজ্জ্ব করাবার জন্য ঠিক করল, যে খরচ হজ্জ্বের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, এটা রওয়ানা হবার আগে অথবা রওয়ানা হবার পর অথবা তাকে দিবার পূর্বে অছীর নিকট নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে বা চুরি হয়ে গিয়েছে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট আবার তার সম্পদের তিন ভাগের একভাগ দিয়ে হজ্জ্ব করাবে। এটা তাতারখানিয়াহর বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কয়েকটি হজ্জ্বের অছিয়ত করে থাকে এবং তার টাকা দিয়ে (মাত্র) এক হজ্জ্বই করা যায়। তবে তার পক্ষ হতে এক হজ্জ্বই করাবে। যদি কেউ বলে যে, আমার সম্পদের তৃতীয়াংশ হতে এক হজ্জ্ব করাইও অথবা এক উল্লেখ না করে শুধু হজ্জ্ব উল্লেখ করে, তবে অছী তার পক্ষ হতে শুধু একটি হজ্জ্ব করাবে। যদি বলে যে, আমার টাকার এক-তৃতীয়াংশ হজ্জ্বে খরচ করিও, তবে তার টাকার এক-তৃতীয়াংশে যে কয় হজ্জ্ব করান যায়, করাবে। হজ্জ্ব এক বছরেও করাতে পারে অথবা প্রত্যেক বছরও করাতে পারে। তবে প্রথম ছুরত উত্তম। যদি কয়েকবার করায়ে অল্প কিছু সম্পদ বাকি থাকে, তবে কোন নিকটবর্তী মীকাত হতে (আর এক হজ্জ্ব করাতে পারলে) করাবে। বাকি মাল ওয়ারিছদেরকে ফেরত দিবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি অছিয়তকারী অছীকে বলে যে, আমার পক্ষ হতে যে ব্যক্তি হজ্জ্ব করবে, তাকে খরচ দিও, তবে অছী ঐ খরচ দ্বারা নিজে হজ্জ্ব করতে পারবে না। যদি অছিয়তকারী এরূপ বলে যে, আমার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করান হবে, অন্য কিছু না বলে, তবে অছী নিজের হজ্জ্ব করার হুকুম রাখে। যদি অছী অছিয়তকারীর ওয়ারিছ হয়, অথবা সে ওয়ারিছদিগকে হজ্জ্ব করাবার জন্য টাকা দিয়ে দেয়, তবে যদি সকল ওয়ারিছ অনুমতি দেয় এবং তারা সকলে বালেগ থাকে, তবে জায়েয হবে। তারা অনুমতি না দিলে জায়েয হবে না। যদি অছিয়তকারী বলে থাকে যে, আমার টাকা নিয়ে হজ্জ্ব করিও তবে কেউ দয়ার বশবর্তী হয়ে তার নিজের টাকা দিয়ে অছিয়তকারীর পক্ষ হতে হজ্জ্ব করলে জায়েয হবে না। যদি কোন ওয়ারিছ নিজের টাকা দিয়ে হজ্জ্ব করায় বা করে এবং ধারণা থাকে যে, অছিয়তকারীর টাকা দিয়ে পুনঃ করে নিবে, তবে জায়েয হবে। কোন ওয়ারিছ নিজের মাল দিয়ে হজ্জ্ব করালে এবং এ নিয়ত না থাকলে যে, অছিয়তকারীর মাল হতে আদায় করে নিবে, তবে অছিয়তকারীর ফরজ হজ্জ্ব আদায় হয়ে যাবে। কাজীখানে বর্ণিত আছে, যদি অছিয়তকারী অছিয়ত করে থাকে যে, একশত দিরহাম দিয়ে তার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করাতে হবে, তবে যে স্থান হতে একশত দিরহাম দিয়ে হজ্জ্ব সম্পন্ন করা যায়, সে স্থান হতে হজ্জ্ব করাবে। যদি তার মালের এক-তৃতীয়াংশ একশত দিরহাম না হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা যেখান হতে করান যায়, সেখান হতে করাবে। অছিয়ত বাতিল হতে পারবে না। যে পরিমাণ সম্পদ দিয়ে হজ্জ্ব করার অছিয়ত করে, এটা হতে দুই এক দিরহাম কমে গেলেও অছিয়ত পূর্ণ করতে হবে। অছিয়ত বাতিল হতে পারে না। এটা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে।

যদি কোন অছিয়তকারী অছিয়ত করে যে, অমুক ব্যক্তির হাজার দিরহাম এবং মিসকীনদের জন্য হাজার দিরহাম, এক হাজার দিরহাম দিয়ে আমার পক্ষ হতে হজ্জ্ব করাবে। যদি তার তৃতীয়াংশ মালে দুই হাজার দিরহাম হয়, তবে তৃতীয়াংশ সম্পদ তিনভাগ করবে এবং ঐ তিন প্রকারের জন্য ভাগ করবে। যদি হজ্জ্বের খরচ কম হয়, তবে মিসকীনদের অংশ হতে পূর্ণ করে নিবে। আর যদি বেশি হয়, তবে মিসকীনদেরকে দিবে। যদি কেহ হজ্জ্বের জন্য

www.nagorikpathagar.org

হাজার মুদ্রা নির্দিষ্ট করে দেয়, যা বর্তমানে চালু নেই, তবে অছীর জন্য ঐ মুদ্রা বর্তমানের চালু মুদ্রার সাথে বদল করে নেওয়া জায়েয আছে। ইচ্ছা করলে সে তার মূল্যে দীনার কিনে নিতেও পারে।

অছিয়তকারীর পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায়কারী ব্যক্তি যদি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পর মরে যায়, তবে তার হজ্জ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি না মরে এবং তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে ফিরে আসে, তবে তার পক্ষে স্ত্রী অবৈধ হয়ে যাবে। তার উচিত, নিজের খরচে মক্কা গিয়ে যা বাকি আছে, তার কাজা করবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। অছীয়তকারীর পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায়কারী আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পূর্বে জেমা করে হজ্জ্ব বাতিল করে দিলে সম্পদ যা কিছু বাকি থাকে ফেরত দিবে এবং যা খরচ করেছে তার যিম্মাদার থাকবে এবং সে আগামী বছর নিজের খরচে হজ্জ্ব এবং ওমরাহ আদায় করে দিবে।

আর আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পরে জেমা' করলে হজ্জ্ব বাতিল হবে না এবং খরচের যিম্মাদার হবে না। তার নিজের টাকা দিয়ে ওয়াজিব কোরবানী আদায় করবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যদি কেউ অছিয়ত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে অছিয়ত করবে এবং সে মরে যায়, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা হজ্জ্ব করাবে। যাকে হজ্জ্বের জন্য পাঠান হয়, সে যদি পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং মৃত্যুর পূর্বে অছিয়তকারীর পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায়ের জন্য অন্য কাউকে ঠিক করে যায়, তবে তা নাজায়েয হবে। যদি হুকুমকারী তাকে ঐরূপ হুকুম করে থাকে, তবে জায়েয হবে। অছীর উচিত, যাকে অছিয়তকারীর হজ্জ্ব করার জন্য পাঠায় তাকে এরূপ অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি রোগব্যাধি হয়, তবে অন্য কারও দ্বারা হজ্জ্ব করিয়ে নিবে।

অছিয়তকারীর পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায়কারী যদি রোগাক্রান্ত হয়ে সমস্ত মাল খরচ করে ফেলে, তবে অছীর উপর পুনঃ টাকা পয়সা দেওয়া ওয়াজিব হবে না। যদি সে বলে দিয়ে থাকে যে, টাকা ফুরিয়ে গেলে আমার পক্ষ হতে কর্জ করে নিও, কর্জ পরিশোধ করা আমার যিম্মায় থাকবে। তবে জায়েয হবে।

অছিয়তকারীর পক্ষ হতে হজ্জ্ব আদায়কারী মীকাত হতে অথবা এর পরে এহরাম বাঁধলে এবং সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে পরে যদি নিজের পক্ষ হতে সম্পদ খরচ করে হজ্জ্ব আদায় করে এবং ফিরে আসে, তবে অছী হতে ঐ খরচ নিতে পারবে না। কাজী হুকুম করলে নিতে পারবে। এটা শরহে হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। খরচের টাকা মক্কায় অথবা এর নিকটে খরচ হয়ে গেলে অছিয়তাকারীর টাকা হতে নিয়ে তার ইচ্ছাধীন থাকবে। এটা তারখানিয়ার মধ্যে আছে।

যাকে হজ্জ্ব আদায় করার হুকুম করা হয়েছে, সে যদি নিজের খেদমতের জন্য একজনকে মজুরি দিয়ে নির্দিষ্ট করে নেয় এবং তার মত লোকেরা নিজের কাজ নিজের হাতে করে, তবে খাদেমের মজুরি তার নিজের টাকা দিয়ে দিতে হবে। যদি তার মত লোক নিজের কাজ নিজের হাতে না করে, তবে খরচ অছিয়তকারীর টাকা হতে পাবে। যে ব্যক্তিকে হজ্জ্বের জন্য হুকুম করা হয়েছে, সে হাম্মামখানায় যাবে এবং সেখানের খাদেমদেরকে মজুরি দিবে, যেমন অন্যান্য হাজীগণ দিয়ে থাকেন।

অছী যাকে হজ্জ্ব করার জন্য নির্দিষ্ট করে অছিয়তকারীর পক্ষ হতে মাল দিয়ে দেয়, তারপর যদি তার নিকট হতে টাকা ফিরিয়ে নিলে এবং সে বাড়ি আসার খরচ চাইলে, দেখতে হবে যে, যদি তার নিজের কোন দোষের কারণে তার নিকট হতে টাকা ফিরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে সে নিজের খরচে বাড়ি ফিরবে। আর যদি তার জ্ঞানের স্বল্পতা বা হজ্জ্বের আহকাম-আরকানের অজ্ঞতাজনিত কারণে মাল ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে বাড়ি ফিরার খরচ অছিয়তকারীর টাকা হতে দিতে হবে। যদি কোন অপরাধ না হয়ে থাকে অথবা অন্য কোন প্রকারের দোষ পাওয়া না যায়, তবে অছীর টাকা হতে দিতে হবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি অছিয়্যতকারীর পক্ষ হতে হজ্জ আদায়কারী হজ্জ আদায় করে পরে নিজের পক্ষ হতে ওমরাহ করে, তবে খরচের যিম্মাদার হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ওমরাহর কাজে নিরত থাকবে, নিজের টাকা দিয়ে খরচ করবে। ওমরাহ হতে ফারেগ হওয়ার পর অছিয়্যতকারীর টাকা খরচ করবে। এটা শরহে হেদায়ার বিবরণ।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ
হাদিয়া সম্পর্কিত মাসায়েল

এ পরিচ্ছেদে হাদিয়া সম্পর্কে কতিপয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম বিষয় হল, হাদিয়ার পরিচয়। হাদিয়া ঐ জিনিসকে বলা হয় যা হালাল জানোয়ার হেরেমের মধ্যে দান হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ। হাদিয়া তখন হয়, যখন প্রকাশ্যভাবে তাকে হাদিয়া হিসেবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। এটা নমুনা দিয়ে অথবা নিয়ত করে দেওয়া হয় অথবা মক্কা শরীফের দিকে উট অথবা গরু নিয়ে হাঁকিয়ে চললে বুঝা যায়– যদিও নিয়ত করা না হয়। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

হাদিয়া তিন রকম হয়ে থাকে, উট, গাভী ও বলদ এবং ভেড়া-বকরী। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। বুদনা শুধু উট এবং গরুতে হয়। এটা মুহীতের বিবরণ।

দ্বিতীয় বিষয় হল, হাদিয়ার মধ্যে কোন বস্তু জায়েয এবং কোন্ বস্তু নাজায়েয । হাদিয়ার মধ্যে ঐ সকল বস্তু জায়েয যা কোরবানীর মধ্যে জায়েয। বকরী সব জায়গায় জায়েয , কিন্তু দুই স্থানে নাজায়েয। যে ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারাত নাপাকীর সাথে করে এবং যে অবস্থানের পর মোজামেআত করে, তার বকরী দিয়ে হাদিয়া নেই।

তৃতীয় বিষয় হল, হাদিয়ার মধ্যে কোন বস্তু সুন্নাত এবং কোন বস্তু মাকরুহ হয়? হাদিয়ার মধ্যে গলায় কাঠ বেঁধে দেওয়া সুন্নাত। এটা সুরুখসীর বিবরণ। নফল মোতাআ এবং কেরানের হাদিয়ার কাঠ বেঁধে দিবে। বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে অথবা অন্যায়ের কারণে যে সব হাদিয়া হয়, এদের গলায় কাঠ বাঁধবে না। বাঁধলে জায়েয হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

বকরীর গলায় কাঠ বাঁধা আমাদের নিকট সুন্নাত। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। চতুর্থ বিষয় হল, হাদিয়ার সাথে. কেমন ব্যবহার করবে এবং কেমন ব্যবহার করবে না। হাদিয়ার (পশুর) উপর আরোহীত হবে না বা আরোহন করবে না। তবে বিশেষ জরুরতে পারা যাবে। তার উপরে বোঝাও উঠাবে না। কেননা হাদিয়ার তাজীম করা ওয়াজিব। সওয়ার হওয়ার বা বোঝা চাপানোতে তার অপমান করা হয়। এরূপ করা তাজীমের বিপরীত সুতরাং হারাম। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

হাদিয়ার উপর আরোহন করলে বা বোঝা চাপালে তার যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। এটা গরীবকে দিয়ে দিবে। ধনীকে দিবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। এর দুধ দোহন করবে না। তার স্তনে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিবে। তাতে আপনা হতে দুধ বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এ হুকুম তখনকার জন্য যখন যবেহের স্থান নিকটবর্তী হবে। যবেহের স্থান দূরে থাকলে এবং দুধ দোহন করলে কোনরূপ ক্ষতি না হলে তখন দুধ দোহন করবে এবং তা ছদকাহ করে দিবে। নিজে খরচ করলে সমপ্রকারের সমপরিমাণ দুধ অথবা তার মূল্য ছদকাহ করবে। এটা কাফীর বিবরণ।

হাদিয়ার কোন বাচ্চা হলে তাও ছদকাহ করে নিবে অথবা হাদিয়ার সাথে যবাই করবে। বিক্রি করে ফেললে তার মূল্য ছদকাহ করে দিবে, এটা তাবিয়ীনের বিবরন। বাচ্চা নষ্ট করে ফেললে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এর পরিবর্তে অন্য

www.nagorikpathagar.org

কোন হাদিয়া খরিদ করলে উত্তম হয়। কেউ হাদিয়া হাঁকিয়ে চললে এবং তা হালাক হয়ে গেলে, তা যদি নফল হয়ে থাকে, তবে তার উপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না। আর এটা আবশ্যক হলে তার বদলে অন্য একটি কায়েম করবে। এর মধ্যে অনেক দোষের কিছু ঘটলেও পরিবর্তে অন্য একটি নিতে হবে। দোষযুক্তটিকে যা ইচ্ছা করতে পারে। এটা কাফীর বিবরণ। সে গরীব হলে এটাই জায়েয হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

বুদনা পথে হালাক হয়ে গেলে এবং এটা নফল হলে তা যবাই করে এর নাআল রক্ত রঞ্জিত করে চুটের একপার্শ্বে লাগিয়ে দিবে। এর গোশত নিজে কিছু খাবে না। ধনীরাও খাবে না, সদকাহ করে দিবে। হিংস্র জন্তুর জন্য ফেলে দেওয়ার চাইতে এটাই উত্তম। ঐ বুদনা ওয়াজিব হয়ে থাকলে তার বদলে আর একটি বুদনা নিবে। একে যা ইচ্ছা করতে পারবে। এটা কাফীর বিবরণ।

নফল হাদিয়া হেরেমে পৌছে কোরবানীর দিনের আগে দুর্বল হয়ে পড়লে যদি এর মধ্যে কোন লোকসান পরিদৃষ্ট হয়, যার কারণে ওয়াজিব আদায় হতে না পারে। তবে তা যবাই করে গোশত ছদকাহ করে দিবে। কিন্তু খাবে না। যদি লোকসান সামান্য থাকে, যাতে ওয়াজিব আদায় হতে পারে, তবে যবাই করে গোশত ছদকাহ করে দিবে এবং নিজেও খাবে। তামাত্তু' হাদিয়ার হুকুম এর বিপরীত হবে। কেননা তা যদি হেরেমের মধ্যে কোরবানীর আগে দুর্বল হয়ে যায় এবং তা যবেহ করে, তবে পূর্ণ হবে না।

কারও হাদিয়া চুরি হয়ে গেলে এবং সে অন্য হাদিয়া কিনে গলায় কাঠ বেঁধে দিলে এবং হেরেমের দিকে অগ্রসর হলে, পরে প্রথম হাদিয়া পেয়ে গেলে তবে উভয় হাদিয়া যবাই করলে ভাল হবে। অবশ্য যদি প্রথমটি যবাই করে এবং দ্বিতীয়টি বেঁচে ফেলে তবে জায়েয হবে। দ্বিতীয়টি যবাই করলে এবং বিক্রয় করলে যদি দ্বিতীয়টির মূল্য প্রথমটির সমান হয় অথবা কিছু বেশি হয়, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। আর কম হলে যে পরিমাণ কম হবে, তা ছদকাহ করে দিবে।

নফল হাদিয়া কোরবানীর দিনের আগে যবাই করা জায়েয। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। কোরবানীর দিনে যবাই করা উত্তম। তামাত্তু' এবং কারেন হাদিয়া কোরবানীর দিন ছাড়া যবাই করা নাজায়েয। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। এর পর যবাই করলে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট ওয়াজিব তরক হবে। অতএব তার আর একটি কোরবানী করা দরকার হবে। বাকি অন্য যে কোন প্রকারের হাদিয়া যে সময় ইচ্ছা যবাই করতে পারে। কিন্তু হেরেম ছাড়া অন্য কোন স্থানে তা নাজায়েয। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। হেরেম এবং হেরেম ছাড়া মিসকীনদের উপর ছদকাহ করে দেওয়া জায়েয। কিন্তু হেরেমের মধ্যে দেওয়া উত্তম। যে হাদিয়া খাওয়া মালিকের পক্ষে জায়েয, তা যবেহের পর ছদকাহ করে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং এক-তৃতীয়াংশ ছদকাহ করে দেওয়া মুস্তাহাব এবং যা মালিকের খাওয়া নাজায়েয, তা ছদকাহ করে দেওয়া ওয়াজিব। যদি যবাই করার পর তা হালাক হয়ে যায়, তবে সকল দিক দিয়ে বদলা দেওয়া ওয়াজিব নয়।

ওয়াজিব ছদকাহ যা মালিকের খাওয়া নাজায়েয, তা সে নিজে হালাক করে ফেললে, তার মূল্য ছদকাহ করে দিতে হবে। যা ছদকাহ করা ওয়াজিব ছিল না, তা হা"লাক করলে কিছু ওয়াজিব হবে না। হাদিয়ার গোশত বিক্রয় করা জায়েয আছে, চাই তা খাওয়া জায়েয প্রকারের হোক অথবা খাওয়া নাজায়েয প্রকারের হোক; বরং ছদকাহ ওয়াজিব হোক। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

হাদিয়াকারীর জন্য মুস্তাহাব এই যে, নফল হাদিয়া হেরেমে গেলে তার গোশত খাবে। তামাত্তু' এবং কারেনের হাদিয়াও এরূপ হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ধনী ব্যক্তিরও তার গোশত খাওয়া জায়েয আছে। বাকি অন্যান্য প্রকারের গোশত খাওয়া নাজায়েয। যেমন কাফফারা, মানত, এহছারের হাদিয়া, নফল হাদিয়ার সেইটি–যা হেরেমে

www.nagorikpathagar.org

গিয়ে পৌঁছেনি। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। হাদিয়া আরাফাতের ময়দানে নিয়ে যাওয়া ওয়াজিব নয়। মোহামাত্তে'র এবং কারেনের হাদিয়া আরফাতের ময়দানে নিয়ে যাওয়া ভালো। উটের রক্ত প্রবাহিত করা উত্তম। গাভী, বলদ, ভেড়া এবং বকরীর যবাই করা উত্তম। উট খাড়া করে কোরবানী করবে। গাভী, বলদ, ভেড়া এবং বকরীকে শুইয়ে যবাই করবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

গোশত বানানেওয়ালাকে তা দিয়ে মজুরি দিবে না। এটা কানযে উল্লেখ আছে। তাকে কিছু গোশত ছদকাহ হিসেবে দেওয়া অধিকাংশের নিকট জায়েয। গোশত বানানের মজুরি হিসেবে দিলে তা আদায় হবে না। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

পঞ্চম বিষয় হল, হাদিয়া মানতের বর্ণনা। যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর হাদিয়া ওয়াজিব, তবে সে যদি হাদিয়ার তিন রকমের মধ্যে এক রকম নির্দিষ্ট করে থাকে; তবে তা ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর বুদনা ওয়াজিব ও এর দুই প্রকারের কোন এক প্রকার নির্দিষ্ট করে থাকে, তবে তা ওয়াজিব হবে। আর যদি কিছু নির্দিষ্ট করে না থাকে, তবে উভয় প্রকারের যেটিকে ইচ্ছা দিতে পারে।

বুদনা মানত করে ওয়াজিব করলে এটা যেখানে ইচ্ছা যবাই করতে পারে। মক্কা শরীফে যবাই করার নিয়ত করলে মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও যবাই করা জায়েয হবে না। এটা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট বুদনা মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও যবাই করা নাজায়েয।

যদি হাদিয়া মানত করে, তবে সকলের নিকট তা হেরেমে যবাই করতে হবে।

যদি কেউ এভাবে মানত করে যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে বকরীর হাদিয়া করব এবং সে উটের হাদিয়া করল, তবে তা জায়েয হবে। যে রকম হাদিয়া মানতে নির্দিষ্ট করা হয়, তদনুরূপ বা তদপেক্ষা উত্তম হাদিয়া দিলে অথবা তার মূল্য ছদকাহ করে দিলে জায়েয হবে। এটা মবসুতের বিবরণ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হজ্জের মানত সম্পর্কিত মাসয়ালাহ্

হজ্জ যেমন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ওয়াজিব করায় ঐ ব্যক্তির উপর ফরজ হয়, যার মধ্যে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা কোন সময়ে ওয়াজিব করায় ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়, যার মধ্যে ওয়াজিব কারণ পাওয়া যায়। এটা হল এরূপ যে, যদি কে বলে, আমার উপর আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্জ ওয়াজিব আছে অথবা এরূপ বলে, আমার উপর হজ্জ ওয়াজিব, চাই কোন শর্ত আরোপ করুক বা না করুক। যেমন এরূপ বলে, যদি আমি এরূপ করি তবে আমার উপর আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্জ ওয়াজিব হবে। অতএব যখন ঐরূপ পাওয়া যাবে, তখন তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট এর বদলে কাফফারা আদায় করলে চলবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি হজ্জ কোন শর্তের উপর নির্ভর করে রাখে, তারপর তা আর এক শর্তের উপর যুক্ত করে এবং উভয় শর্ত পাওয়া যায়, তবে এক হজ্জ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে এটা ঐ সময় হবে, যখন সে দ্বিতীয় শর্তে বলবে যে, আমার উপর এই হজ্জই ওয়াজিব। এটা কাজীখানের বিবরণ। যদি কেউ মানত করে যে, আমার উপর আল্লাহর ওয়াস্তে এহরাম ওয়াজিব অথবা বলে যে, হজ্জের এহরাম ওয়াজিব। তবে তার ওমরাহ বা হজ্জ ওয়াজিব হবে। যা ইচ্ছা সে করতে পারে। এভাবে যদি কেউ এমন কথা বলে, যাতে এহরাম ওয়াজিব হওয়ার কথা প্রকাশ পায়, যেমন যদি বলে যে,

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর ওয়াস্তে আমার জিম্মায় খানায়ে কা'বা পর্যন্ত অথবা মক্কা শরীফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া ওয়াজিব, তবে তার উপর হজ্জ্ব বা ওমরাহ ওয়াজিব হবে। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

এখন কথা হল, কোথা হতে পায়ে হেঁটে যাবে, তাতে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন, এহরাম হতে হেঁটে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, বাড়ী হতে হেঁটে যাবে। আরোহন করে গেলে কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। যদি কেউ বলে যে, আমার যিম্মায় হেরেম পর্যন্ত অথবা মসজিদে হারাম পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া ওয়াজিব, তবে বিশুদ্ধ হবে না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। ছাহেবাইনের নিকট বিশুদ্ধ হবে। তার উপর হজ্জ্ব বা ওমরাহ ওয়াজিব হবে। যদি কেউ বলে যে, আমার উপর ছাফা ও মারওয়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া ওয়াজিব, তবে তা কারও নিকট বিশুদ্ধ হবে না।

যদি কেউ এভাবে বলে যে, আমার উপর বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়া অথবা বের হওয়া অথবা বাইতুল্লাহ সফর করা অথবা বাইতুল্লাহ আসা ওয়াজিব। তবে প্রত্যেকের বক্তব্যানুযায়ী এটা বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, এই বকরী বাইতুল্লাহ অথবা খানায়ে কা'বা অথবা হেরেম অথবা বাইতুল্লাহ সফর করা অথবা বাইতুল্লাহ আসা ওয়াজিব। তবে প্রত্যেকের বক্তব্যানুযায়ী এটা বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, এই বকরী বাইতুল্লাহ অথবা খানায়ে কা'বা অথবা হেরেম অথবা মসজিদে হারাম অথবা ছাফা ও মারওয়া পর্যন্ত হাদিয়া আছে। তবে সেই হুকুম হবে, যা এরূপ বলার ছুরতে উল্লিখিত হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় আল্লাহর ওয়াস্তে বাইতুল্লাহ ইত্যাদি পায়ে চেঁটে চলা ওয়াজিব এবং যে ঐকমত্য ও মতভেদ সেখানে ছিল, এখানেও তা বহাল থাকবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর ফরজ হজ্জ্ব দুইবার করা ওয়াজিব। তবে কিছুই আবশ্যক হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় এই বৎসর দুই হজ্জ্ব করা ওয়াজিব, তবে তার উপর দুই হজ্জ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে। অথবা যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় এই বৎসর দশবার হজ্জ্ব করা ওয়াজিব হবে, তবে তার উপর দশ বৎসরে দশ হজ্জ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ নিজের উপর একশত হজ্জ্ব ওয়াজিব করে নেয়, তবে এভাবেই তা তার উপর আবশ্যক হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় অর্ধেক হজ্জ্ব আছে, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর অভিমত অনুযায়ী পুরা হজ্জ্ব আদায় করা আবশ্যক হবে।

আর যদি কেউ হজ্জ্বের লাব্বাইকার মধ্যে এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, আমি এরূপ হজ্জ্ব করব যে, তার মধ্যে তাওয়াফে যিয়ারাত করব না, অকুফে আরাফা করব না, তবে তার উপর পুরা হজ্জ্ব ওয়াজিব হবে। এটা পতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার যিম্মায় ত্রিশ হজ্জ্ব ওয়াজিব আছে এবং বৎসরে ত্রিশজন লোক দ্বারা হজ্জ্ব আদায় করায, তবে যদি সে হজ্জ্বের সময় আসার পূর্বে মারা যায, তবে সমস্ত জায়েয হবে। আর যদি হজ্জ্বের সময়ে সে জীবিত থাকে এবং হজ্জ্ব করতে পারে, তবে তার ঐ হজ্জ্বের মধ্যে হতে এক হজ্জ্ব বাতিল হবে। এভাবে যখন এক এক বৎসর আসবে, এক এক হজ্জ্ব বাতিল হবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি কোন রোগী ব্যক্তি এটা বলে যে, যদি আল্লাহ আমাকে এই রোগ হতে ভাল করে দেন, তবে আমার যিম্মায় হজ্জ্ব আদায় করা ওয়াজিব। তবে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার যিম্মায় হজ্জ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে, যদিও সে "আল্লাহর ওয়াস্তে" এই কথা না বলে। কেননা হজ্জ্ব আল্লাহর ওয়াস্তেই হয়ে থাকে। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি আমি রোগমুক্ত হই তবে আমার যিম্মায় হজ্জ্ব আদায় করা ওয়াজিব। তারপর রোগমুক্ত হয়ে সে হজ্জ্ব আদায় করল। এই হজ্জ্বে তার ফরজ আদায় হয়ে যাবে। আর ফরজ হজ্জ্ব ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করলে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর রাওদ্বা মোবারক যিয়ারাতের মাসায়েল

হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর রাওদ্বা মোবারক যিয়ারাত করা অত্যন্ত ফজিলতময় কাজ। শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে যে, যার সামর্থে কুলায়, তার উপর প্রায় ওয়াজিব। যদি হজ্জ্ব ফরজ থাকে, তবে উত্তম এই যে, প্রথমে হজ্জ্ব আদায় করে পরে যিয়ারাতের জন্য মদীনায় যাবে। আর হজ্জ্ব নফল হলে এটা তার ইচ্ছাধীন থাকবে। হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর রাওদ্বা মোবারক যিয়ারাতের নিয়ত করার সময় সাথে সাথে যিয়ারাতে মসজিদে নবুবীরও নিয়ত করবে। কেননা এটা ঐ তিন মসজিদের অন্যতম–যে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের জন্য সফর করা উচিত নয়। এই সম্পর্কে হাদীসে শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ লা তাশুদ্দুর রিহালা ইল্লা লি ছালাছাতিন, মাসজিদিল হারাম ওয়া মাসজিদী হাযা ওয়া মাসজিদিল আক্বছা। অর্থাৎ কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ো না কেবল তিন মসজিদ ছাড়া। তা হল মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আক্বছা।

যখন যিয়ারাতে কবর এবং যিয়ারাতে মসজিদে নবুবীর (সাঃ) উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে যাত্রা করবে, তখন সমস্ত পথ দুরূদ এবং সালাম পাঠের মধ্যে অতিক্রম করবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। মক্কা হতে মদীনা শরীফের পথে যে মসজিদগুলি আছে, সেগুলিতে নামায আদায় করবে। কিরমানী স্বীয় মানাছেকে উল্লেখ করেছেন যে, মক্কা মদীনার পথে বিশটি মসজিদ আছে। যখন মদীনার গাছসমূহ দৃষ্টিগোচর হতে থাকবে, তখন দুরূদ শরীফ এবং সালাম পাঠ বেশি পরিমাণে করতে থাকবে। এটা গায়াতুস সুরুজীর বিবরণ। যখন মদীনার দেয়াল নজরে আসবে, তখন দুরূদ ও এই দোয়া পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা হাযা হারামু নাবিয়্যিকা ফাজ'আলহু বিকায়াতাল্লী মিনান্নারি ওয়া আমিনাম মিনাল আযাবি ওয়া সুউল হিসাব।

যদি সম্ভব হয়, তবে মদীনা শরীফ প্রবেশ করার আগে গোসল করে নিবে। প্রবেশ করার পর গোসল করবে এবং খোশবু লাগাবে। উত্তম পোশাক পরবে এবং বিনীত ধীর-স্থিরভাবে প্রবেশ করবে। কোন কোন লোকের অভ্যাস আছে, মদীনা শরীফের নিকটবর্তী হলেই যানবাহন হতে নেমে পায়ে হেঁটে মদীনা শরীফে প্রবেশ করে। এটা খুব ভাল অভ্যাস। এটাতে বেশি আদব এবং সম্মান দেখানো প্রকাশ পায়। এটাই উত্তম। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। মদীনায় প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বিস সামাওয়াতি ওয়ামা আযলালনা ওয়া রাব্বিল আরদ্বিন ওয়ামা আক্বলালনা রাব্বির রিয়াহি ওয়ামা যারীনা, আসয়ালুকা খাইরা হাযিহিল বালাদাতি ওয়া খাইরা আহলিহা ওয়া খাইরা মা ফীহা, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া মিন শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি আহলিহা আল্লাহুম্মা হাযা হারামু রাসূলিকা ফাজ'আল দুখুলী ফীহি বিক্বায়াতাল্লী মিনান্নারি ওয়া আমিনাম মিনাল আযাবি ওয়া সূউল হিসাব।" এটা কাজীখানের বিবরণ।

মসজিদে প্রবেশ করার সময় মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত রীতিতে প্রবেশ করবে। প্রথম ডান পা বাড়াবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। এসময়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, আল্লাহুম্মাগফিলী যুনূবী ওয়াফতাহলী আবহওয়াবা রাহমাতিকা, আল্লাহুম্মাজ'আলনিল ইয়াওমা মিন আওজুহিম মিন তাওয়াজ্জুহি ইলাইকা ওয়া আক্বরাবু মিন তাক্বাররুবি ইলাইকা, ওয়া আনজিহ মিন দুআয়িকা ওয়া আবতাগী মিন মারদ্বাতিকা।" এটা কাজীখানের বিবরণ।

ইচ্ছে করলে মসজিদে বাবে জিব্রীল দিয়ে প্রবেশ করতে পারে অথবা অন্য কোন দরজা দিয়েও প্রবেশ করতে পারে। এটা শরহে হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। মিম্বরের নিকট এমনভাবে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায পড়বে যেন মিম্বরের

www.nagorikpathagar.org

খাম্বা ডান কাধের সম্মুখে থাকে। এই স্থানই হুযুরে পাক (সাঃ)-এর খাড়া হবার স্থান এবং ঐস্থানই হল কবর এবং মিম্বরের মধ্যস্থান। আল্লাহ তায়ালা যাকে ঐস্থানে দাঁড়াবার তাওফিক দিয়েছেন, তজ্জন্য শোকরিয়া আদায় স্বরূপ আল্লাহ তায়ালার দরবারে সিজদাহ করবে ও যে দোয়া ভাল মনে করবে পাঠ করবে। তারপর দাঁড়িয়ে হুযুরে পাক (সাঃ)-এর পবিত্র রাওদ্বায়ে আতহারের দিকে অগ্রসর হবে। পবিত্র শীর মোবারকের নিকটে কিবলারোখ হয়ে দাঁড়াবে এবং তিন বা চার গজ নিকটবর্তী হবে। এর অধিক নিকটবর্তী হবে না। তবে তার দেওয়ালের দিকে নজর রাখবে। কেননা এটা অত্যন্ত হায়বাতের স্থান এবং তার সম্মান অত্যন্ত মহান। তাই এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেমনভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে এবং হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর চেহারা মোবারকের খেয়াল করবে। যেন তিনি রাওদ্বা শরীফের মধ্যে শায়িত আছেন, তার অবস্থা দেখছেন এবং কথা শ্রবণ করছেন। এটা শরহে মোখতারের মধ্যে বর্ণিত আছে। তারপর বলবে ঃ

"আসসালামু 'আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহি ক্বাদ বালাগতার রিসালাতা ওয়া আদ্দাইতাল আমানাতা ওয়া নাছাহতাল উম্মাতা ওয়াজাহাদতা ফী আমরিল্লাহি হাত্তা কুবিজা রুহুকা হামিদাম মাহমুদান ফা-জাযাকাল্লাহু আন ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা খাইরাল জাযায়ি ওয়া ছাল্লি আলাইকা আফজালাহু ছালাতি ওয়া আযকাহা ওয়া আযকাহা ওয়া আতাম্মিত তাহিয়্যাতা, আল্লাহুম্মাজ আন নাবিয়্যানা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি আক্বরাবান্নাবিয়্যীন ওয়া আছক্বিনা মিন কা'ছিহী ওয়ারযুক্বনা মিন শাফায়াতিহী ওয়াজ'আলনা মিন রুফাক্বাতিহী ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি আল্লাহুম্মা লা তাজ'আল হাযা আখিরাল আহদি বিক্বাবরি নাবিয়্যিনা আলাইহিস সালাম ওয়ারযুক্বনাল উদা ইলাইহি ইয়া যালজ্বালালি ওয়াল ইকরাম।" এটা মুহীতের বিবরণ। এটা খুব বেশি আওয়াজ বা অধিক নিম্ন আওয়াজে পড়বে না; বরং মধ্যম আওয়াজে পাঠ করবে। এটা গায়াতুস সুরুজী শরহে হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি হজ্জের জন্য অছিয়ত করেছে, তার তরফ হতেও সালাম পৌঁছে দিবে এবং এইভাবে বলবে ঃ 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ফুলানিবনি ফুলানিন ইয়াসতাশফিউ বিকা ইলা রাব্বিকা ফাগফিরলাহু ওয়ালি জামীয়িল মুসলিমীনা তঃপর হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর রাওদ্বা মুবারকের সামনে চেহারা মুবারকের নিকট কিবলার দিকে পিঠ করে খাড়া হয়ে যত ইচ্ছা দুরূদ শরীফ পড়বে। তারপর একহাত সরে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাঃ)-এর মাথা মুবারকের সামনে আসবে এবং বলবে ঃ

আসসালামু আলাইকা ইয়া ছাহিবা রাসূলিল্লাহি ফিল গারে, আসসালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাসূরিল্লাহি, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাফিক্বহু ফিল আসফারি, আসসালামু আলাইকা ইয়া আইমানাহু আলাল আসরারি জাযাকাল্লাহু আন্নআ আফজারা মা জাযা ইমামান নাহনু উম্মাতু নাবিয়্যিহী, ওয়ালাক্বাদ খালাক্বতাহু বি আহসানি খুলক্বিন ওয়া সালাকতা তারীক্বাহু ওয়া মিনহাজাহু খাইরা মাসলাকিন ওয়া ক্বাতালতা আহলি রাদ্দাতাল বিদাআ ওয়া মাহাদতাল ইসলামা ওয়া ওয়ছালতাল আরহামা ওয়ালাম তাযিল ক্বাতিলাল রি হাক্বক্বি নাছিরাল লি আহলিহী হাত্তা আতাকাল ইয়াক্বীন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু; আল্লাহুম্মা আতিনা আলা হুব্বিহী ওয়ালা তাখীব যাইনা ফী যিয়ারাতিহী বিরাহমাতিকা ইয়া কারীমু।" তারপর সেখান হতে সরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কবর মুবারকের সামনে যাবে এবং বলবে ঃ

"আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীনা, আসসলামু আলাইকা ইয়া মুজহিরাল ইসলামী ইয়া মুকাসসিরাল আছনামি জাযাকাল্লাহু আন্না আফজারাজ জাযায়ি ওয়া রাদ্বিয়া আম্মানিস তাখলাফাকা ফাক্বাদ নাজারাল ইসলামা ওয়াল মুসলিমীন, হাইয়্যান ওয়া মাইয়্যিতান ফা কাফফালাতিল ইতাম ওয়া ওয়াছালাতিল আরহাম, আকওয়াবিকাল ইসলাম ওয়া কুনতা লিল মুসলিমীনা ইমামাম মারদ্বিয়ান ওয়া হাদিয়ান ওয়া মারদ্বিয়ান জামা'তা শামলাহুম ওয়া আগনাইতা

www.nagorikpathagar.org

ফুক্বরা হুম ওয়া জাবারতা। কাসরা হুম ফাসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" তারপর সেখান হতে অর্ধগজ সরে বলবে ঃ "আসসালামু আলাইকুমা ইয়া জাযীয়্যি রাসূলিল্লাহি ওয়া রাফীক্বিহী ওয়া অযীরিহী ওয়া মুশীরিহী ওয়া মুআবীনা লাহু আলাল ক্বিয়ামি ফিদ্দীনি ওয়াল ক্বায়িমীনা বা'দাহু ওয়াল মুছলিহিল মুযলিমীন জাযাকাল্লাহু আহসানা জাযায়িন জি'না কামা নাতা অসসালু বিকুমা ইলা রাসূলিল্লাহি লি ইয়াশফা' লানা ওয়া ইয়াসয়ালু রাব্বানা আইয়্যাতাক্বাব্বালা যা'য়িরিনা ওয়া তুহয়ীনা আলা মিল্লাতিহী ওয়া ইয়ুমীতানা আলাইহা ওয়া ইয়াহশিরনা ফী জুমরাতিহী।"

তারপর নিজের এবং নিজের মা-বাপের জন্য এবং যে অছিয়ত করে গিয়েছে তার জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দোয়া চাইবে। অতঃপর প্রথমবারের মতো হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মাথা মোবারকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলবেঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা কুলতা ওয়া ক্বাওলুকাল হাক্বকু ওয়ালাও আন্নাহুম ইয জালামু আনফুসাহুম জায়ূকা ফাসতাগফিরুল্লাহা ওয়াসতাগফারা লাহুমুর রাসূলু লাওয়াজাদুল্লাহা তাওয়াবার রাহীমা, ওয়া ক্বাদ জিয়িনাকা সামিঈনা ক্বাওলাকা ত্বায়িঈনা অমরাকা মুসতাশফিঈনা নাবিয়্যিকা ইলাইকা, আল্লাহুম্মাগফিরলানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিলঈমান। রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার, সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াছিফূন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ইচ্ছে করলে দোয়া আরও ছোট বড় করতে পারে। এটা ছাড়া ইচ্ছে করলে অন্য দোয়াও করতে পারে।

অতঃপর উস্তুওয়ানায় আবিলুবাবায় আসবে, যেখানে আবিলুবাবা নিজেকে নিজে বেঁধেছিল এবং আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে নিয়েছিলেন। ঐস্থান কবর এবং মিম্বরের মধ্যস্থান। সেখানে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করবে এবং দোয়া করবে। তারপর রাওদ্বা মোবাকের মধ্যে আসবে। সেখানে যে পরিমাণ সম্ভব নামায পড়বে এবং দোয়া করবে। তাসবীহ, ছানা ও ইস্তেগফার বেশি পড়বে। তারপর মিম্বরের নিকট আসবে এবং নিজের হাত আনারের মতো করে গম্বুজের উপর রাখবে। যেখানে হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) খুৎবাহ দিবার সময়ে তা রাখতেন। এটাতে হযরত রাসূলে পাক (দঃ)-এর বরকত হাছিল হবে এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে এবং রাসূলুল্লাহর (দঃ) উছিলায় মহান আল্লাহর গজব হতে অশ্রয় কামনা করবে।

যতদিন মদীনা অবস্থান করবে, ততদিন রাত জাগবে এবং কোরআন পাঠ, যিকির আযকারে মশগুল থাকবে। মিম্বর এবং কবরের নিকটে ও তাদের মধ্যখানে বসে অনুচ্চ আওয়াজে দোয়া প্রার্থনা করবে। বাকীর মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কবর যিয়ারাত করবে। ঐখানে হাসান ইবনে আলী (রাঃ), যয়নুল আবেদীন (রহঃ), তার পুত্র মুহাম্মদ (রহঃ) ও তার পুত্র জাফর তাইয়্যার (রহঃ)-এর এর কবর রয়েছে। কোব্বায় হযরত ওসমান (রাঃ), কোব্বায় ইব্রাহি-ীম ইবনে নবী করীম (সাঃ) এবং কয়েকজন আযওয়াজে মুতাহহারা হুযুরে পাক (সাঃ) এবং হুযুর (সাঃ)-এর ফুফী ছুফিয়া এবং বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেয়ীনদের কবর আছে। বাকীর মধ্যে যিয়ারাত করা মুস্তাহাব এবং বলবে ঃ "সালামুন আলাইকুম বিমা ছাবারতুম ফানি'মা উকুবাদ্দারে, সালামুন আলাইকুম দারু ক্বাওমিম মুমিনীনা ওয়া আনা ইনশা'আল্লাহ বিকুম লাহিকূন।" এর সাথে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাছ পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিবাহের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহের শরয়ী অর্থ এবং ছিফাত, রোকন, শর্ত এবং হুকুমের মাসায়েল

শরীয়তের পরিভাষায় এমন বন্ধনকে বিবাহ বলা হয়, যার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সেচ্ছায় পরস্পরের দেহ উপভোগ করার অধিকারী হয়। এটা কানযের বিবরণ।

বিবাহের ছিফাত হল এই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং যৌনোত্তেজনার আধিক্যের সময় ওয়াজিব। আর যদি মানুষের বিবাহ করায় এই ভয় থাকে যে, বিবাহের হুকুম আহকাম সঠিকভাবে পালন করতে গিয়ে তার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচার ঘটে যাবে, তবে তার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ। এটি শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে।

বিবাহের রোকন হল ইজাব ও কবুল, যেমন কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ইজাব হল ঐ বাক্য যা প্রথম বলা হয়। চাই তা পুরুষের পক্ষ হতে হোক অথবা মহিলার পক্ষ হতে হোক।

ইজাবের জবাবকে কবুল বলা হয়।

বিবাহের শর্ত অনেক, যেমন এর একটি হল, যে ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তার আকেল, বালেগ এবং আযাদ হওয়া শর্ত। কিন্তু জানা চাই যে, প্রথম বিষয় অর্থাৎ আকেল হওয়া বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত। অতএব যদি কোন পাগল ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় বা এমন বালক বিবাহ করে, যে বিবাহের ফায়েদাহ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ তবে বিবাহ করা বিশুদ্ধ হবে না। আর পরবর্তী বিষয় দুটি অর্থাৎ বালেগ হওয়া ও আযাদ হওয়া বিবাহের হুকুম জারী হওয়ার শর্ত। অতএব যদি কোন নাবালেগ বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তার হুকুম জারী হওয়া তার অলীর অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

আর একটি শর্ত, বিবাহের পাত্রী বিবাহের যোগ্য হওয়া। অর্থাৎ বিবাহের পাত্রী এমন মেয়ে হওয়া চাই যাকে বিবাহ করা শরীয়ত হালাল করেছে। এটা নেহায়ায় বর্ণিত আছে।

আর এক শর্ত হল, পাত্র-পাত্রী উভয়ের কথা শ্রবণ করা প্রয়োজন। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি উভয়ের এমন কথা দ্বারা বিবাহ ঘটায়, যা দিয়ে বিবাহ সংঘটন বুঝা যায় না কিন্তু তবুও বিবাহ শুদ্ধ ও সংঘটিত হবে। এটাই উত্তম এবং এটা মোখতারুল ফতোয়ায় বর্ণিত হয়েছে।

আর এক শর্ত হল, বিবাহের সাক্ষী বর্তমান থাকা। ওলামাগণ বলেছেন যে, এ বিষয়টি বিবাহ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। সাক্ষীর মধ্যে চারটি বিষয়ের শর্ত আছে। যথা– স্বাধীনতা, আকল (বা জ্ঞান-বুদ্ধি) বুলুগিয়ত (সাবালকত্ব) এবং ইসলাম। অতএব কোন গোলামের সাক্ষ্যের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। চাই গোলাম অথবা মুদাব্বির অথবা মুকাতিব হোক তাতে কোন তারতম্য নেই।

পাগল ব্যক্তি এবং নাবালেগ বালকের সাক্ষ্য দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হবে না। দুজন মুসলমানের বিবাহ কাফিরের সাক্ষ্য দ্বারাও বিশুদ্ধ হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি স্বামী মুসলমান পুরুষ হয় এবং স্ত্রী যিম্মী স্ত্রীলোক হয়, তবে দুজন যিম্মীর সাক্ষ্যে বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। চাই ঐ সাক্ষীদ্বয় উক্ত যিম্মী মহিলার নিজ সম্প্রদায়ের হোক বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের হোক। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যে কোন দুজন কাফিরের বিবাহের সাক্ষী মুসলমান হওয়া শর্ত নেই। অতএব কাফির পুরুষ ও স্ত্রীর বিবাহ দুজন কাফিরের সাক্ষ্যেই বিশুদ্ধ হবে। চাই ঐ সাক্ষীদ্বয় তাদের নিজ সম্প্রদায়ের হউক অথবা অন্য সম্প্রদায়ের হউক। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

দুজন ফাসেক বা দুজন অন্ধের সাক্ষ্যে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। এটা কাজীখানের ফতোয়া। এভাবে যাদের উপর হদের কেছাছ জারী হয়েছে তদ্রূপ দুজন লোকের সাক্ষ্যেও বিবাহ বিশুদ্ধ হয়, যদিও তারা, এখনও তাওবাহ করেনি। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। এভাবে যারা ব্যভিচারজর্নিত বিচারের শাস্তি ভোগ করেছে, এদের সাক্ষ্যেও বিবাহ শুদ্ধ হয়। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

আসল কথা হল, যে ব্যক্তি নিজস্ব বেলায়েতের দ্বারা বিবাহের অলী হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যে সাক্ষী হওয়ারও উপযুক্ত। আর যারা তা রাখে না তারা সাক্ষী হওয়ারও যোগ্য নয়। এটা খোলাছাহর মধ্যে উল্লেখ আছে।

সাক্ষীদের সংখ্যা একাধিক হওয়া শর্ত। অতএব কেবলমাত্র একজন লোকের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। এটা বাদায়ে'র বিবরণ। সকল সাক্ষীর পুরুষ হওয়া আবশ্যক নয়। অতএব একজন পুরুষ এবং একাধিক মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কিন্তু কোন পুরুষ ছাড়া শুধু দুজন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। এভাবে কোন পুরুষ ছাড়া শুধু দুজন খুনছার সাক্ষ্যদ্বারাও বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর একশর্ত হল, উভয় সাক্ষী বিবাহের পাত্র-পাত্রী উভয়ের মুখের কথা একই সাথে শ্রবণ করবে। এটা ফতহুল কাদীরে আছে। এতএব নিদ্রাগত দুজন সাক্ষী যারা পাত্র ও পাত্রীর কথা শুনেনি তাদের সাক্ষ্যে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি এরূপ দুই ব্যক্তি হয়, যারা জন্মাবধি বধির (অর্থাৎ কানে শুনে না) তাদের ব্যাপারে মাশায়েখদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। শুদ্ধ মত এই যে, তাদের সাক্ষ্যে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এটা শরহে জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে। কথা বাঁধে এমন ব্যক্তি এবং বোবা লোকের সাক্ষ্যে বিবাহ শুদ্ধ হবে, তবে শর্ত হল, তাদের শ্রবণশক্তি থাকা (অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর কথা শুনা) চাই। এটা খোলাছার বিবরণ।

যদি উভয় সাক্ষী শুধু এক পক্ষের কথা শুনে এবং অন্য পক্ষের কথা না শুনে অথবা এক সাক্ষী একজনের কথা শুনে এবং অন্য সাক্ষী অন্যজনের কথা শুনে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি বিবাহ অনুষ্ঠানে দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকে, কিন্তু দুজনের মধ্যে একজন বধির। অতঃপর যে সাক্ষী কানে শুনে সে বা অন্য কেউ যদি বধির ব্যক্তির কানের কাছে উচ্চকণ্ঠে বিবাহের কথা বলে দেয়, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় সাক্ষী একসাথে পক্ষদ্বয়ের কথা নিজ নিজ কানে শুনে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি একজন সাক্ষী শুধু ছেলের কথা শুনেছে ও অন্য সাক্ষী শুধু মেয়ের কথা শুনিছে। অতঃপর উভয় তাদের বিবাহ বন্ধন পুনর্বার করল, এবার যে সাক্ষী পূর্বে পাত্রের কথা শুনেছিল, সে শুধু পাত্রীর কথা শুনল এবং যে সাক্ষী পূর্বে পাত্রীর কথা শুনেছিল, এবার সে শুধু পাত্রের কথা শুনল। এর বেশি কিছু শুনল না। তবে বিবাহের এ উভয় অনুষ্ঠান যদি দুই মজলিসে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তা হলে সর্বসম্মতভাবে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আর যদি একই মজলিসে অনুষ্ঠিত হয়, তবে সাধারণ ওলামাগণের মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে না এবং কোন কোন আলেম যেমন শায়েখ আবি ছহল (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন যে, শুদ্ধ হবে এবং শায়খ জনদুছী (রহঃ) বলেন যে, আমরা শায়েখ আবু ছহলের বর্ণনা গ্রহণ করছি না।

যদি উভয় সাক্ষী পাত্র-পাত্রী উভয়ের কথা শুনে কিন্তু তার অর্থ বুঝতে না পারে, তবে কারও কারও মতে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু প্রকাশ্য মত এর বিপরীত এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সাথে দুজন তুর্কিস্তানী বা দুজন হিন্দুস্থানী সাক্ষীর সামনে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ বলেন যে, যদি পাত্র-পাত্রীদ্বয় কথিত শ্রুত কালামের তাবীর উক্ত সাক্ষীদ্বয় করতে পারে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। নতুবা হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। এ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়,

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট বিবাহে উভয় পক্ষের ইজাব -কবুল কথার অর্থ বোধগম্য হওয়া শর্ত, যদিও ওলামায়ে কিরাম এতে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। যেমন কোন কোন কিতাবে আছে যে, সাক্ষী থাকা শর্ত, চাই পাত্র-পাত্রীর আকদের কথাবার্তার অর্থ বুঝুক কি না বুঝুক। ফতোয়ায় বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীদের শুধু শুনাই গ্রহণযোগ্য, বোধগম্য হওয়া শর্ত নয়। এমন কি যদি কোন আরবী পুরুষ ও মহিলা দুজন আজমী সাক্ষীর সামনে বিবাহের আকদ করে, তবে জায়েয হবে এবং ইমাম জহীরুদ্দীন মুরগনিয়ানী (রহঃ) বলেন যে, এটা সুস্পষ্ট যে, সাক্ষীদের কথার অর্থ বুঝাও শর্ত। যেমন সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই শুদ্ধ। এটা জাওবাহারাতুননাইয়ারার বিবরণ।

যদি কোন মহিলা এমন কোন সাক্ষীদের সামনে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করে, যারা নেশার ঘোরাক্রান্ত, তবে বিবাহের ব্যাপার বুঝতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, যখন তাদের নেশা দূর হয়, হুঁশ ফিরে আসে, তখন তারা উক্ত বিবাহের কথা ভুলে না যায়, তবে এ বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা খাযানাতুল মুফতীনের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি একদল লোককে বলল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি সেই মেয়েকে বিবাহ করলাম, যে ঐ কক্ষের মধ্যে আছে। তখন রমণীটি বলল যে, আমি কবুল করলাম। সাক্ষীগণ মেয়ের কথা নল কিন্তু তারা তাকে দেখল না। তবে ঐ কক্ষে যদি রমণীটি একা একা থাকে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। আর যদি তার সাথে কক্ষে অন্য কোন রমণীও থাকে, তবে বিবাহ করা জায়েয হবে না।

এক ব্যক্তি নিজের কন্যাকে কোন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিল এবং তারা উভয়ে একটি কক্ষে ছিল আর অন্য কক্ষে কিছু কিছু লোক বসা ছিল, তারা বিবাহের কথাবার্তা শুনছিল কিন্তু বিবাহদাতা ব্যক্তি তাদেরকে সাক্ষী বানায় নি। তবে দুটি কক্ষের মধ্যখানে এমন কোন খোলা পথ আছে, যে পথ দিয়ে ঐ লোকগুলি কন্যার পিতাকে দেখতেছিল, তবে তাদের সাক্ষ্য কবূল হবে। যদি তারা দেখতে না পেত, তবে তাদের সাক্ষ্য কবূল করা হত না। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি কতিপয় ব্যক্তিকে মেয়ের পিতার নিকট পাঠাল যে, তারা যেন তার পক্ষ হতে মেয়ের পিতার নিকট বিবাহের পয়গাম পৌছিয়ে দেয়। তাদের প্রস্তাবের জবাবে মেয়ের পিতা বলল যে, আমি পয়গাম প্রেরকের সাথে আমার কন্যাকে বিবাহ দিলাম। জবাবে পয়গাম প্রেরকের পক্ষে ঐ লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এটা কবুল করল। তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, শুদ্ধ হবে এবং এটাই শুদ্ধ মত এবং ফতোয়াও এর উপরে। এটা মুহীতে সুরুখসী এবং তানজীছের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি এক মেয়েকে মহান আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে, তবে বিবাহ জায়েয হবে না। এটা তানজীছে উল্লেখ আছে। এক মেয়ে এক ব্যক্তিকে উকীল করল যে, তুমি নিজের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে নাও। তখন উকীল সাক্ষীদের সামনে বলল যে, আমি অমুক মেয়েকে বিবাহ করলাম। কিন্তু সাক্ষীগণ ঐ রমণীকে চিনতে পারল না। তবে বিবাহ জায়েয হবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত উকীল ঐ রমণীর নাম, তার পিতার নাম এবং তার দাদার নাম উল্লেখ করবে। এর কারণ হল, উল্লিখিত রমণী অনুপস্থিত– চোখের আড়ালে। এরূপ অনুপস্থিত রমণীর পরিচিতি এভাবে নামোল্লেখ করার দ্বারা হয়ে থাকে, যেমন মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে এবং কাজী ইমাম রোকনুল ইসলাম (রহঃ) প্রথম দিকে দাদার নাম উল্লেখ করা শর্ত করেননি। অতঃপর শেষ জীবনে তিনি তার পূর্বের মত পরিত্যাগ করতঃ দাদার নাম উল্লেখ করাকেও শর্ত করেছিলেন এবং এটাই শুদ্ধ মত এবং ফতোয়াও এর উপরে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি মেয়ে উপস্থিত থাকে, কিন্তু তার চেহারায় নেকাব থাকে এবং সাক্ষীগণ তাকে না চিনতে পারে, তবে বিবাহ হয়ে যাবে এবং এটাই শুদ্ধ। আর যদি পাত্র নিঃসন্দেহ হতে চায় তবে

www.nagorikpathagar.org

উচিত, রমণীর নেকাব সরিয়ে দেওয়া যাতে সাক্ষীগণ তাকে দেখতে পারে, অথবা এর বাপ-দাদার নাম উল্লেখ করা। যদি সাক্ষীগণ ঐ রমণীকে চিনে থাকে কিন্তু সে বিবাহের সময় যদি অনুপস্থিত থাকে, তখন পাত্র শুধু মেয়ের নাম উল্লেখ করে এবং সাক্ষীগণ বুঝে ফেলে যে, সে মেয়ের কথা বলা হয়েছে, যাকে তারা চিনে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি যায়েদ আমরকে উকীল বানিয়ে দেয় যে, সে যেন যায়েদের নাবালেগা কন্যাকে বিবাহ করিয়ে দেয়। তখন আমর বকরের উপস্থিতিতে যায়েদেরই সামনে (বকরের সাথে) বিবাহ করিয়ে দিলে তা শুদ্ধ হবে। যায়েদের অনুপস্থিতিতে করিলে শুদ্ধ হবে না। এটা কানযে বর্ণিত আছে। এবং মাশায়েখগণ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের বাকেরাহ-বালেগা (বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারী) কন্যাকে তারই অনুমতিক্রমে কোন পাত্রের সাথে এভাবে বিবাহ করিয়ে দেয় যে, উক্ত কন্যাও বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকে এবং তার পিতার সাথে অন্য একজন পুরুষ সাক্ষী হাজির থাকে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি উক্ত কন্যা হাজির না থাকে তবে শুদ্ধ হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কাকেও উকীল বানিয়ে দেয় যে, সে যেন তার গোলামের বিবাহ করিয়ে দেয়, তখন উকীল গোলামের উপস্থিতিতে একজন পুরুষ অথবা দুজন মহিলার সামনে গোলামের কোন এক রমণীর সাথে বিবাহ করিয়ে দিলে বিবাহ জায়েয হবে না। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ। যদি কোন ব্যক্তি নিজের গোলামকে বিবাহ করে নিতে অনুমতি দিয়ে দেয়, তারপর গোলাম তার মালিকের উপস্থিতিতে অন্য একজন পুরুষ সাক্ষীর সামনে বিবাহ করে নেয়, তবে বিবাহ জায়েয হয়। এটা তানজীছে বর্ণিত আছে। যদি কোন মনিব তার বালেগ গোলামের বিবাহ কোন মেয়ের সাথে শুধু একজন পুরুষ সক্ষীর সামনে গোলামের উপস্থিতিতে করিয়ে দেয়, তবে শুদ্ধ হবে। গোলামের অনুপস্থিতিতে শুদ্ধ হবে না। এ হুকুম দাসীর বেলায়ও প্রযোজ্য।

এক মহিলা কোন এক ব্যক্তিকে উকীল বানাল যে, সে কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ করিয়ে দেক। তখন উকীল উক্ত স্ত্রীলোকটির উপস্থিতিতে দুজন মহিলার সামনে কেন এক ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ করিয়ে দিল। তবে ইমাম নজমুদ্দীন বলেন যে, বিবাহ জায়েয হবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, সাক্ষী উপস্থিত থাকার সময় হল, যখন ইজাব কবুল হয় এবং অনুমতির সময় সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা নিষ্প্রয়োজন। যেমন যদি বিবাহের আকদ অনুমতি দ্বারা মওকুফ হয় এবং সাক্ষীগণ ইজাব -কবুলের সময়ে উপস্থিত না থাকে, তবে বিবাহ জায়েয হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে।

আর এক শর্ত হল, পাত্রী বাকেরাহ বালেগা প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী হোক বা ছাইয়্যেবাহ প্রাপ্ত বয়স্কা পূর্ববিবাহিতা হোক বিবাহে রাজী থাকা চাই। অতএব আমাদের নিকট তার অলী তাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর এক শর্ত হল, ইজাব ও কবুল উভয়ই এক মজলিসে হওয়া চাই। এমন কি যদি মজলিস পরিবর্তিত হয়, যেমন উভয় একই মজলিসে আছে এবং একজনে ইজাব করল কিন্তু কবুল করার পূর্বেই অন্যজন উঠে দাঁড়িয়ে গেল বা এমন কোন কাজে লিপ্ত হল, যা মজলিস পরিবর্তনেরই নামন্তর মাত্র। তারপর কবুল করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এভাবে যদি দুজনের মধ্যে একজন বের হয়ে যায়, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

যদি কোন মেয়ে দুইজন সাক্ষীর সামনে বলে যে, আমি আমার নফসকে অমুক ব্যক্তির সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করলাম। অথচ সে ব্যক্তি অনুপস্থিত আছে। তারপর তার কাছে এই সংবাদ পৌছল এবং সে বলল, আমি কবুল করলাম। অথবা ঐ ব্যক্তি দুজন সাক্ষীর সামনে বলল যে, আমি অমুক মেয়েকে বিবাহ করলাম। অথচ স্ত্রীলোকটি অনুপস্থিত আছে। তারপর তার নিকট এ খবর পৌঁছিলে সে বলল যে, আমি আমাকে তার বিবাহে সোপর্দ করলাম।

তবে এ আকদ শুদ্ধ হবে না। যদিও এ কবুলিয়ত বা স্বীকৃতি দুজন সাক্ষীর সামনে হয়ে থাকে। এটা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত। যদি কেউ কোন মেয়ের কাছে কাছেদের মাধ্যমে পত্রযোগে বিবাহের পয়গাম পাঠায় এবং মেয়ে এমন দুজন সাক্ষীর সামনে তা কবুল করে, যারা উক্ত কাছেদের কথা বা চিঠির ইবারাত শুনেছে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। কারণ হল, এখানে মজলিস মুলগতভাবে একই ঘটে। আর যদি সাক্ষীদ্বয় কাছেদের কথা বা চিঠির ইবারাত না শুনে থাকে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট বিবাহ জায়েয হবে না এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি রমণীর কাছে চিঠি পৌছে এবং সে চিঠি পাঠ করে ও তা পড়ে চিঠি পৌঁছার মজলিসে নিজের নফসকে চিঠি প্রেরকের বিবাহে সোপর্দ না করে; বরং অন্য মজলিসে সাক্ষীদের সামনে সোপর্দ করে, তবে সাক্ষীগণ ঐ মেয়ের কথা ও চিঠির ইবারাত শুনে থাকে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। এটা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি মেয়ে সাক্ষীদের কাছে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট চিঠি লিখেছে। রে মর্ম এই যে, সে আমাকে বিবাহ করছে। অতএব তোমরা সাক্ষী থাক, আমি নিজেকে তার বিবাহে সমর্পণ করলাম, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা তারা মেয়ের কথা তার স্বীকৃতি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে শুনে নিল এবং পয়গম প্রেরক ব্যক্তির কথা ঐভাবে উক্ত রমণী শুনিয়ে দিল। এটা যখীরাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। সংবাদ বহন করার মধ্যে আযাদ, গোলাম, ছোট, বড়, আদেল, ফাসেক সকলের হুকুমই এক। কারণ এই যে, এটা শুধু প্রেরকের কথা বা খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া মাত্র। এটা খোলাছায় উল্লেখ আছে। পাত্র ও পাত্রী পথ চলার কালে বা সওয়ারীর পিঠে সওয়ার হয়ে চলার অবস্থায় পরস্পরের বিবাহ বন্ধন জায়েয হবে না। তবে যদি উভয়ে চলমান নৌকার আরোহী হয়, তবে জায়েয হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। ইজাব- কবুল একবারে সাথে সাথে হওয়া আমাদের নিকট শর্ত নয়। এটা শরহে হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ আছে।

আর এক শর্ত হল, কবুল - ইজাবের বিপরীত না হওয়া, যেমন যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমি আমার কন্যাকে হাজার দিরহাম মোহরের বিনিময়ে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম। জবাবে সে ব্যক্তি বলল, আমি বিবাহ কবুল করলাম কিন্তু মোহর কবুল করলাম না। তবে বিবাহ বাতিল হবে। আর যদি সেই ইজাবের জবাবে বিবাহ কবুল করে এবং মোহরের ব্যাপারে চুপ থাকে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছের মধ্যে বর্ণিত আছে। জমুউন নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে যে, কোন গোলাম কোন এক মেয়েকে স্বীয় মনিবের বিনানুমতিতে নিজের রুকবাহকে মোহর ধার্য করে বিবাহ করল। মনিব শুনে বলল, আমি বিবাহে অনুমতি দিলাম কিন্তু গোলামের রুকবাহ মোহর ধার্য করার অনুমতি দিলাম না, তবে বিবাহ জায়েয হবে এবং ঐ রমণীর জন্য মোহরে মেছেল এবং গোলামের মূল্যের সর্বনিম্ন মূল্য মিলবে। যাব্‌ গোলামকে ক্রয় করা যাবে। এটা যখীরাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কোন রমণী নিজেকে কোন ব্যক্তির বিবাহে হাজার দেরহাম মোহরের বিনিময়ে সোপর্দ করে এবং ঐ ব্যক্তি দুই হাজার দেরহাম অথবা পাঁচশত দেরহামের বিনিময়ে কবুর করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে।

আর এক শর্ত হল, বিবাহের সম্পর্ক রমণীর সমগ্র অঙ্গ অথবা এমন অঙ্গের সঙ্গে হতে হবে, যাকে সমগ্র অঙ্গ হিসাবে ধরে নেওয়া যায় যেমন মাথা ও রুকবাহ (ঘাড়)। যা হাত ও পায়ের বিপরীত। আরবে মাথা ও ঘাড় উল্লেখ করে সর্বাঙ্গের অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশে অবশ্য এইরূপ প্রচলনে ভাবনা চিন্তার কথা। আল্লাহ তায়ালাই এটা ভাল জানেন। আর যদি রমণীর পিতা অথবা পেটের সঙ্গে সম্বন্ধ করা হয়, তবে শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের মামায়েখগণ বলেয়েছেন যে, আমাদের আছহাবগনের মাযহাব অনুযায়ী বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

যদি বিবাহ মেয়ের অর্ধাঙ্গের সাথে সম্বন্ধ করা হয়, তবে তাতে দুইটি রেওয়ায়েত আছে এবং শুদ্ধ এই যে, বিবাহ জায়েয হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখান এবং জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর তাফরীকের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি মেয়ের অঙ্গের অর্ধাংশের সাথে বিবাহ করা হয়, তবে কারও কারও মতে এটা জায়েয হবে এবং এটাই পছন্দনীয়। এটা মোখতারুল ফতোয়ার বিবরণ।

আর এক শর্ত হল, বিবাহের পাত্র ও পাত্রী উভয় সুনির্দিষ্টভাবে জানা থাকা। অতএব যদি কেউ তার কন্যা বিবাহ দিল অথচ তার কন্যা দুইজন ছিল। তবে তার শুধু আমার কন্যা বলল বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি এই অবস্থায় বলে যে, তার একটি কন্রার ইতোপূর্বে বিবাহ হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে আমার কন্যা বলায় ঐ কন্যা বুঝায়, যে এখনও অবিবাহিত; সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ হবে। এটা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

শিশুকালে কোন কন্যার একটি নাম রাখা হয়েছে। বড় হওয়ার পর তার অন্য নাম রাখা হল। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় নামটি যদি মশহুর হয়ে যায় তবে সেই নাম উল্লেখ করে তার বিবাহ দিবে। কিন্তু আমাদের নিকট শুদ্ধতর এই যে, উভয় নাম উল্লেখ করে বিবাহ দিবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তির এক কন্যা আছে, যার নাম ফাতিমা। এখন ঐ ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে বলল যে, আমার কন্যা আয়েশাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম এবং সে তার কন্যার দিকে ইশারা করেও দেখাল না, ফতোয়ায়ে ফোজলার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আর যদি সে বলে যে, আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট বিবাহ দিরাম, এটার বেশি কিছু না বলে, তার ঐ একটি কন্যা আছে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে । এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি কোন ব্যক্তির দুইটি কন্যা তাকে, বড়টির নাম আয়েশা এবং ছোটটির নাম ফাতিমা। লোকটি তার বড় কন্যার বিবাহের প্রত্যাশী, কিন্তু বিবাহের আকদের সময়ে ছোট কন্রা ছোগরার নামোল্লেখ করল, তবে বিবাহের আকদ ছোট কন্যা ছোগরার সাথেই হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমার বড় কন্যা ফাতিমাকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম, তবে দুই কন্যার কারও সাথে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি নাবালেগা কন্যার পিতা বলে যে, আমি আমার নাবালেগা কন্যা অমুককে অমুকের নাবালেগ পুত্রের কাছে বিবাহ দিলাম এবং নাবালেগ পুত্রের পিতা বলল, আমি আমার পুত্রের জন্য তাকে কবুল করলাম। কিন্তু পুত্রের নামোল্লেখ করল না, তবে তার যদি দুইটি পুত্র থাকে, তা হলে বিবাহ জায়েয হবে না। একটি থাকলে জাযেয় হবে।

আর যদি কন্যার পিতা পুত্রের নাম উল্লেখ করে, যেমন এরূপ বলে যে, আমি আমার কন্যা অমুককে তোমার অমুক নামক পুত্রের কাছে বিবাহ দিলাম এবং পুত্রের তিা বলল যে, আমি কবুল কররাম। তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। দুই খুনছায় মুশকিল আছে। তার একজনের পিতা বলল, আমি আমার এই কন্যাকেএই সাক্ষীদের সামনে তোমার ঐ পুত্রের নিকট বিবাহ দিলাম। অন্যজনের পিতা কবুল করল। অতঃপর দেখা গেল যাকে কন্যা বলা হয়েছিল, সে পুত্র এবং যাকে পুত্র বলা হয়েছিল, সে কন্যা। তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা জহিরিয়াহ ও ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি নাবালেগা কন্যার পিতা নাবালেগ পুত্রের পিতাকে বলে যে, আমি আমার কন্যাকে বিবাহ দিলাম। ইটার বেশি কিছু বলল না। তখন নাবালেগ পুত্রের পিতা বলল যে, আমি কবুর করলাম। তবে ঐ পুত্রের পিতার সাথে বিবাহ হয়ে যাবে এবং এটাই পছন্দনীয় ও শুদ্ধতর। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

বিবাহের হুকুম হর এই যে, স্বামী স্ত্রী উভয় একে অপরকে এইভাবে উপভোগের অধিকার রাখে, যেভাবে শরীয়তের হুকুম নির্ধারিত আছে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। স্বামীর এই অধিকার আছে যে, সে স্ত্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রাখে অর্থাৎ বাইরে বিচরণে বাধা দেয় এবং বেপর্দা হতে বারণ করে। আর তার উপর স্ত্রীর মোহর এবং খোরপোষ আদায় করা ওয়াজিব হয়। তা ছাড়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মান-সম্মান ও ইযযত-হুরমত রক্ষা করা কর্তব্য হয়। পরস্পর পরস্পরের মীরাছের দাবীদার হয়। স্বামী একের অধিক চারজন পর্যন্ত যে কোন সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করলে তার

www.nagorikpathagar.org

উপর সকলের প্রতি ইনছাফ তথা সমান দৃষ্টি প্রদান ও সমভাবে হক-হুকুক আদায় করা ওয়াজিব হয়। পক্ষান্তরে, স্বামী স্ত্রীকে যে কোন সময় স্বীয় শয্যায় আহ্বান করলে, আহ্বানে সাড়া প্রদান করা স্ত্রীর জন্য কর্তব্য হয়। স্ত্রী কোন ক্ষেত্রে স্বামীর অবাধ্য এবং অনুগত হলে স্বামী তাকে আদব শিখানো ও শাসন করার অধিকার রাখে। মুস্তাহাব এই যে, স্বামী স্ত্রীর সাথে শরীয়ত মুতাবেক সদাচরণ ও ন্যায় ব্যবহার বজায় রেখে চলে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

পুরুষের জন্য স্ত্রীর হাকীকী ভগ্নি এবং যারা তার হুকুম রাখে এরূপ নারীগণকে স্ত্রী ঘরে থাকা কালে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর দায়িত্ব পালনের দিক দিয়ে স্ত্রীর প্রতি গৃহের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম যথা ঘরের আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যাদি রন্ধন, সন্তান প্রতিপালন এবং অনুরূপ ও আনুষঙ্গিক কার্যসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে অহেতুকভাবে তালাক প্রদান করা মাকরূহ অপছন্দনীয় ও অবান্তর কাজ রূপে বিবেচিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে শব্দ দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় এবং যে শব্দ ও বাক্য দ্বারা হয় না তার মাসায়েল

যদি ইজাব কবুল এমন দুইটি শব্দ দ্বারা বলা হয়, যা অতীত কালের জন্য গঠিত হয়েছে অথবা একটি শব্দ অতীত কালের জন্য এবং অন্যটি গায়রে অতীত কালের জন্য। যেমন– আমার, হাল ইস্তেকবাল বা মুজারে'র অর্থাৎ নির্দেশ জ্ঞাপন বা বর্তমান ভবিষ্যৎ উভয় কারের জন্য গঠিত হয়েছে। তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। এটা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত হয়েছে। অতএব যদি কোন পুরুষ ব্যক্তি কোন স্ত্রীলাককে বলে যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করছি, তখন মেয়েটি বলে যে, আমি কবুল করলাম। তবে বিবাহ পূর্ণ হয়ে যাবে– যদিও স্বামী পুনঃ না বলে যে, আমি কবুল করলাম। এটা যখীরায় বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বরে যে, তুমি তোমাকে আমার বিবাহে সোপর্দ কর। তখন স্ত্রীলোকটি কবুল বলে। তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। তবে শর্ত হল, পুরুষ ব্যক্তির নির্দেশসূচক শব্দের দ্বারা ভবিষ্যতের অর্থ না নেয়া চাই। এটা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত হয়েছে।

বিবাহ বন্ধন যেভাবে মুখের কথা ইবারাত দ্বারা হয়, ঐভাবে বোবা ব্যক্তির পক্ষ হতে ইশারাহর দ্বারাও হয়ে যায়। তবে শর্ত এই যে, তার ইশারাহ উদ্দেশ্য এবং অর্থবোধক হওয়া চাই। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। তাআত্বী অর্থাৎ কথাবার্তার বদলে লেন দেন দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় না। (তাআত্বী) বলা হয় পাত্র-পাত্রী সামনা-সামনি বসে ও ইজাব কবুল করার বদলে পাত্র-পাত্রীর সম্মুখে মোহর রেখে দেয়, পাত্রী তা তুলি নেয় এবং অতঃপর পাত্র তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়। এটা নেহায়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি পুরুষ ও আওরত উভয় হাজির থাকে এবং উভয়ে লিখে দেয়, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যেমন ঃ পুরুষ লিখে দিল যে, আমি তোমার সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করলাম। মহিলা লিখল যে, আমি কবুল করলম। তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এটা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

যা দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয়, তা দুই প্রকার প্রথম প্রকার হল, (ছরীহ) প্রকাশ্য বা স্পষ্ট এবং দ্বিতীয় প্রকার হল, (কেনায়া) অপ্রকাশ্য বা অস্পষ্ট। প্রকাশ্য বা স্পষ্ট হল বিবাহ বা তাজবীয শব্দদ্বয়। ঐ দুইটি শব্দ ছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রেই প্রকৃত অধিকার সূচক আর যত শব্দ আছে, তা সবই অপ্রকাশ্য বা অস্পষ্ট। অতএব হেবা শব্দ দ্বারা বিবাহ মুদ্ধ হয়। এটা হেদায়ায় উল্লেক আছে। কিন্তু ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মেয়ে বলে যে, আমি নিজেকে তোমার নিকট হেবা করলাম, পুরুষ বলে যে, আমি তোমাকে নিয়ে নিলাম। তবে মাশায়েখগণ বলেন যে, এটা বিবাহ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ বলে যে, আমি আমার কন্যাকে তোমার খেদমতের জন্য দিলাম এবং মোখাতাব যাকে লক্ষ্য করে বলা হল বলে যে, আমি কবুল করলাম। তবে বিবাহ হবে না। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন ব্যক্তি কোন মেয়ের কাছে জিনার আরজু করে, তখন মেয়ে বলে যে, আমি আমাকে তোমার নিকট হেবা করলাম। তখন ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি কবুল করলাম। তবে এটা বিবাহ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। তামলীকে, ছদকাহ ও বায়ে' এই শব্দগুলির দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয়ে তাকে এবং এটাই শুদ্ধ। এটা হেদায়ায় আছে। এভাবে খরিদ শব্দ দ্বারাও ছহীহ কওল অনুযায়ী বিবাহ শুদ্ধ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। এভাবে জা'আল শব্দ দ্বারাও ছহীহ অভিমত অনুযায়ী বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। এটা আইনী, শরহে কানয এবং তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন রমণীকে বলে যে, "কুনতি লী" অর্থাৎ তুমি আমার হলে। অথবা "ছিরতি লী" অর্থাৎ তুমি আমার হয়ে গেলে মেয়ে বলে যে, হ্যাঁ, অথবা বলে যে, "ছিরতু লাকা" অর্থাৎ আমি তোমার হয়ে গেলাম। তবে এটা বিবাহ হয়ে যাবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি কোন রমণীকে বলে, "কুনী ইমরাতী বি মিয়াতিন" অর্থাৎ একশত দিরহাম মোহরের বিনিময়ে আমার স্ত্রী হয়ে যাও। তখন মেয়ে তা কবুল করে, অথবা বলে যে, আমি তোমাকে একশত দিরহাম এই শর্তের উপরে দিয়ে দিলাম যে, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যাও। তখন মেয়ে তা কবুর করে, তবে বিবাহ হয়ে যাবে। এটা অজীযে কারদারীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি কোন ব্যক্তি কোন রমণীকে বলে যে, হাজার দিরহাম মোহরের বিনিময়ে তোমার গুপ্তাঙ্গ ভোগে আমার হক ছাবেত হয়ে গিয়েছে। রমণী বলে যে, আমি কবুল কররাম। তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। যদি কোন রমণী কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমি আমাকে তোমার উপভোগ-আনন্দের জন্য সমর্পণ করলাম। তখন ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি কবুল করলাম। তবে বিবাহ হয়ে যাবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া ।

যদি এমন কোন স্ত্রীলোক, যে স্বামীর নিকট বায়েনাহপ্রাপ্ত হয়ে পুনঃ বিবাহের মাধ্যমে বায়েনাহ প্রদানকারী স্বামীর নিকট ফিরে আসার যোগ্য ছিল, সে দুইজন সাক্ষীর সামনে উক্ত স্বামীকে বলে যে, আমি আমাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনলাম এবং স্বামী বলে যে, আমি কবুল করলাম। তবে এটা বিবাহ হয়ে যাবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে এবং আজনাসে নাতেফীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক অথবা এক তালাক বায়েনাহ প্রদান করেছে, সে যদি পুনঃ তাকে বলে যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ মালের বিনিময়ে ফিরিয়ে নিলাম। স্ত্রীও তাতে রাজী হয়ে যায়, আর এই ঘটনা সাক্ষীদের সামনে অনুষ্ঠিত হয়, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর যদি মোহরের মালের কথা উল্লেখ না করা হয়, কিন্তু দুজনে এই ব্যাপারে একমত হয় যে, উল্লিখিত বাক্য দ্বারা স্বামীর বিবাহ-ই উদ্দেশ্য ছিল, তবে তা বিবাহ-ই হয়ে যাবে। আর উদ্দেশ্য তা না হলে হবে না।

আর যদি এরূপ কথা কোন অপরিচিতা রমণীর সাথে সাক্ষীদের সামনে বলা হয়, যার সাথে কখনও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই এবং মেয়েটি বলে যে, আমি রাজী হলাম, তবে এটা বিবাহ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর যদি এমন কথা কোন অপরিচিতা রমণীর সাথে সাক্ষীদের সামনে বলা হয়, যার সাথে ককনও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই এবং রমণী বলে যে, আমি রাজী হলাম, তবে এটা বিবাহ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি এক মেয়েকে বলল, মোরা বাশীদি অর্থাৎ আমার হবে তুমি। মহিলা বলল যে, বাশীদাম অর্থাৎ হলাম আমি। তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু রমণীকে যদি এরূপ বলা হয় যে, মোরা বাশীদি বযনী অর্থাৎ স্ত্রী হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি আমার হলে এবং রমণী জওয়াব দিল যে, বাশীদাম, অর্থাৎ হয়ে গেলাম। তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রথম ছুরতেও বিবাহ শুদ্ধ হবে; এবং প্রচলনের দিক দিয়েও ইটা প্রকাশ্য।

শায়েখ নজমুদ্দীন (রহঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কেউ কোন মহিলাকে বলল যে, তুমি নিজেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমার স্ত্রী হবার জন্য সমর্পণ করেছ? সে জবাব দিল, বিসামই তত্ত্বাআত অর্থাৎ বা-সিরা চশম। তবে শায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর যদি বলে যে, আমি উপকারপ্রাপ্ত হয়েছি। তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কেননা তার প্রথম বাক্য স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয় বাক্য ওয়াদাহস্বরূপ। এটা মুহীতের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

একত্র সমাবেশজনিত কারণে যে সকল মহিলা হারাম তাদের মাসায়েল

একত্র সমাবেশগত কারণে যে সকল মহিলা হারাম হয়, তারা দুই প্রকার । প্রথম প্রকার- অস্পর্কিত মহিলা এবং দ্বিতীয় প্রকার- পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কিত মহিলা। অর্থাৎ যাদের মধ্যে নছবী ও রেহমী সম্পর্ক রয়েছে। অপরিচিত ও অসম্পর্কিত মহিলা একত্র করার বেলায় হুকুম এই যে, পুরুষের জন্য এটি বৈধ নয় যে, চার মহিলার বেশি একই সাথে নিজের বিবাহে একত্র করে রাখে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। গোলামের জন্য এটি বৈধ নয় যে, দুই মেয়েরর বেশি নিজের বিবাহে একই সাথে একত্র করে রাখে। এটি বাদায়ের মধ্যে বর্ণিত আছে এবং মুকাত্তিব, মুদাব্বির, উম্মে উম্মে ওয়ালাদের পুত্র এই হুকুমে গোলামেরই মতো। এটিকেয়ায়ায় বর্ণিত আছে। স্বাধীন ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে যে, সে যত খুশি দাসী রাখতে পারে। এর সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন। গোলামের জন্য দাসী রাখা নাজায়েয – যদিও তার মনিব তাকে অনুমতি প্রদান করে। এটি হাদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। স্বাধীন পুরুষের জন্য জায়েয আছে যে, চার স্বাধীন মহিলা এবং একাধিক দাসী একই সময়ে বিবাহের মধ্যে রাখে। এটি হেদায়ায় বর্ণিত আছে; এবং গোলামের জন্য জায়েয আছে যে, দুই মহিলা চাই স্বাধীন হোক অথবা দাসী, নিজের বিবাহের মধ্যে রাখে। এটি বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যদি স্বাধীন ব্যক্তি আগে পিছে পাঁচ মহিলাকে বিয়ে করে, তবে প্রথম চার মহিলার বিয়ে জায়েয হবে এবং তার পরবর্তী জনের বিয়ে জায়েয হবে না। আর যদি একই আকদে পাঁচজন মহিলা বিয়ে করে তবে পাঁচজনের বিয়ে-ই বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে যদি তিনজন মহিলা গোলাম বিবাহ করে, তবে তার হুকুমও এরূপ হবে। যদি কোন হরবী কাফির পাঁচজন মহিলাকে বিয়ে করে, অতঃপর তারা সকলে একই সাথে মুসলমান হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মত মতে প্রথম চারজন ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে এবং পঞ্চমজনকে আলাদা করে দিবে। আর যদি উক্ত হরবী কাফির ব্যক্তি একই আকদে উক্ত পাঁচজনকে বিয়ে করে, তবে তার উক্ত পাঁচজনেরই আলাদা করে দিবে। আর যদি প্রথম একজনকে বিয়ে করে এবং তারপর এক আকদে চারজনকে বিয়ে করে থাকে, তবে শুধু প্রথম মহিলার বিয়েই জায়েয হবে। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

এক ব্যক্তি এক মহিলাকে এক আকদে বিয়ে করল এবং দুই মহিলাকে আর এক আকদে এবং তিন মহিলাকে আর এক আকদে বিয়ে করল এবং এর আগে পরের কথা ভুলে গেল। তবে এর প্রথম আকদে বিবাহিত মহিলার বিয়ে যে কোন অবস্থায় জায়েয হবে এবং নির্ধারিত মোহর পাবে। কিন্তু বাকি দুইদল মহিলার ব্যাপার স্বামীর বক্তব্য ও কাজের উপর নির্ভরশীল হবে এবং তা স্বামীর যিম্মায় থাকবে, চাই দুইদল মহিলা জীবিত থাকুক কিংবা মরে যাক। অতএব স্বামীর বক্তব্যের পরে যাদের বিয়ে বাতিল হওয়া প্রকাশ্য কথা, তাদের মোহর ও মীরাছ কিছুই মিলবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কোন মহিলা একই আকদের দুই স্বামীর সাথে বিয়ে বসে, তবে তা বাতিল হবে। কিন্তু যদি তাদের দুইজনের মধ্যে কোন একজনের চারজন স্ত্রী থাকে, তবে দ্বিতীয়জনের সাথে তার আকদ জায়েয হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে; এবং এমন দুইজন মহিলা যাদের পরস্পরের মধ্যে নছবী এবং রেহেমী সম্পর্ক আছে, তবে সে ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, পুরুষের জন্য ইহা নাজায়েয যে, দুই বোনকে বিয়ে করে একই সাথে রাখে; এবং ইহাও হালাল নয় যে, দুই বান্দী, যারা পরস্পর বোন তাদেরকে নিজের অধিকারে এনে উভয়ের সাথে অতী করে, যদিও একত্র রাখায় কোন দোষের কারণ নেই। এই হুকুম দুই রেদায়ী বোনের ক্ষেত্রেও প্রযোয্য। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। মূলকথা হল যে, যে কোন এমন দুইজন মহিলা যে, তাদের একজনকে যদি পুরুষ ধরা হয়, তবে তাদের পরস্পর মধ্যে দুধপান জনিত অথবা নছবী সম্পর্কগত কারণে বিবাহ জায়েয হয় না,তবে এরূপ দুজন

www.nagorikpathagar.org

মহিলাকে একই সময়ে বিবাহের মাধ্যমে একত্র করা নাজায়েয। ইহা মুহীতের বিবরণ। অতএব কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন মহিলা এবং ঐ মহিলার নছবী বা রেদ্বায়ী ফুফী অথবা নছবী বা রেদ্বায়ী খালাকে বিয়ের মাধ্যমে একত্র করা নাজায়েয । এভাবে অন্যান্য মহিলা যাদের পরস্পরের মধ্যে অনুরূপ অবস্থা ঘটে, তাদের ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য।

যদি যায়েদ হিনদাকে বিয়ে করে এবং হিন্দার প্রথম স্বামীর একটি কন্যা– যে তার অন্য এক স্ত্রী গর্ভের সন্তান, তাকেও বিয়ে করলে জায়েয হবে। কেননা যদি হিন্দাকে পুরুষ ধরা হয়, তবে তার সাথে উক্ত কন্যার বিয়ে জায়েয হয়। এভাবে হিন্দার এবং তার দাসীর বিয়ের মাধ্যমে একত্র হওয়াও জায়েয হয়। এর কারণ হল, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যে কায়েদাহর ভিত্তিতে দুই মহিলা একত্র হওয়া না-জায়েয হয়, পরস্পরের মধ্যে নছবী বা রেদ্বায়ী সম্পর্কগত সেই অবস্থা এখানে অনুপস্থিত। এটি শহরে নেকায়ার বিবরণ।

যদি কেউ দুই বোনকে এক বিয়ের মধ্যে জমা করে, তবে তার এবং দু বোনের মধ্যে জুদাই করে দিবে। তবে যদি এখনও সে এদের সাথে দুখুল অতী না করে থাকে, তবে এর কোন কিছু পাবে না। আর যদি দুখুলের পরে এই অবস্থা হয়, তবে প্রত্যেকের জন্য তাদের নির্ধারিত মোহর অথবা মোহরে মেছেলের মধ্যে যার পরিমাণ কম হয় তাই মিলবে। ইহা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। আর যদি দুইজনকে দুই আকদে বিবাহ করে থাকে, তবে শেষের জনের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তির জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি কাজী ইহা জানতে পারে, তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। যদি ঐ ব্যক্তি দুখুলের পূর্বে তাকে ছেড়ে দেয়, তবে তার উপর কোন হুকুম ছাবেত হবে না। আর যদি দুখুলের পরে ছেড়ে দেয়, তবে ঐ মহিলার মোহর মিলবে। তবে নির্ধারিত মোহর এবং মোহরে মেছেলের মধ্যে কম পরিমাণে যেটা সেটিই মিলবে এবং ঐ মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। আর যদি সে গর্ভবতী হয়ে থাকে, তবে বাচ্চার নছব ছাবিত হবে এবং ঐ ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী হতে আলাদা থাকবে যতদিন পর্যন্ত না তার বোনের ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। ইহা মুহীতেসুরুখসীর বিবরণ।

যদি দুই বোনকে দুই আকদে বিয়ে করে কিন্তু ইহা জানা যায় না যে, দুজনের মধ্যে কার বিয়ে আগে হয়েছে। তবে স্বামীকে তা বলার জন্য হুকুম করা হবে। সে বললে, তার কথার উপর এ ব্যবস্থা নিতে হবে। আর সে না বললে এ ব্যাপারে তাররী করা যাবে না (তাররী বলা হয় বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করে কোন কিছু উদঘাটন করাকে) এবং ঐ ব্যক্তি এবং ঐ দুই মহিলার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। ইহা শহরে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। (এ অবস্থায়) উভয় মহিলার অর্ধ মোহর মিলবে। তবে শর্ত এই যে, উভয়ের মোহর যদি বরাবর হয় এবং যদি আকদের সময় উহা উল্লেখ এবং নির্ধারণ করা হয়।

আর তালাক যদি দুখুলের আগে হয় এবং উভয়ের মোহর আলাদা হয়, তবে প্রত্যেকের জন্য মোহরের এক চতুর্থাংশের হুকুম দেওয়া যাবে। আর যদি আকদের সময় মোহর নির্ধারণ করা না হয়, তবে উভয়ের জন্য এক মোতআ ওয়াজিব হবে। যা অর্ধেক মোহরের বদলে হবে। আর যদি বিচ্ছেদ দুখুলের পরে হয়, তবে প্রত্যেকের জন্য পুরা মোহর ওয়াজিব হবে। ইহা তাবিয়ীন বর্ণিত আছে। শায়েখ আবু জাফর হিন্দওয়ানী (রহঃ) বলেছেন যে, এই মাসয়ালার অর্থ এই যে, হুকুম ঐ সময় হবে যে, উভয় মহিলা দাবী করবে যে, আমার সাথে প্রথম বিবাহ হয়েছে। কিন্তু যদি কারও নিকট কোন দলীল না থাকে, তবে উভয়ের জন্য অর্ধেক মোহরের হুকুম দেওয়া হবে। আর যদি উভয়ে বলে যে আমরা জানি না কার বিয়ে আগে হয়েছে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে আপস না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রকম হুকুম দেওয়া যাবে না। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে; এবং পরস্পরের মধ্যে আপসের ছুরত এই যে. উভয় আওরত কাজীর নিকট বলে যে, আমাদের এই লোকের নিকট মোহর পাওনা আছে। আমরা

www.nagorikpathagar.org

উভয় পরস্পরের মাঝে এই আপস করেছি যে, অর্ধেক মোহর নিব। তখন কাজী তাদেরকে অর্ধেক মোহরের হুকুম দিয়ে দিবে। ইহা নেহায়ার বিবরণ।

আর যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ বিয়ে আগে হয়েছে বলে সাক্ষি আনে, তবে ঐ ব্যক্তির উপরে উভয়ের জন্য অর্ধেক মোহর সমান ভাবে ভাগকরে দেওয়া ওয়াজিব হবে।

এবং এই হুকুম সর্বসম্মত। ইহা কিতাবুন্নিকাহর রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে; এবং ইহা কাফীর জাহের রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে। যদি বিচ্ছেদের পর ব্যক্তি ঐ দুজনের কোন একজনকে বিয়ে করতে চায়, তবে তা তার ইচ্ছাধীন। তবে শর্ত এই যে, দুখুলের পূর্বে বিচ্ছেদ হওয়া চাই। কিন্তু দুখুলের পরে বিচ্ছেদ হলে যতক্ষণ পর্যন্ত না এদের উভয়ের ইদ্দত পার হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কাকেও বিয়ে করতে পারবে না। আর যদি একজনের ইদ্দত পার হয়ে যায় এবং অন্যজন ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তবে যে ইদ্দতের মধ্যে থাকে তাকে বিয়ে করতে পারে। অন্যজনকে পারে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না এজনের ইদ্দত পার হয়। আর যদি একজনের সাথে দুখুল হয়ে থাকে, তবে তাকে বিয়ে করতে পারে অন্যজনকে পারে না, যতক্ষণ না তার ইদ্দত পার হয় এবং যখন মহিলার দুখুলের ইদ্দত পুরা হয়ে যায়, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য ইখতিয়ার থাকে যে, দুজনের মধ্যে যে কোন জনকে বিবাহ করতেপারে। ইহ তাবিয়ীনের বিবরণ।

মামলুকা দুই ভগ্নিকেও অতীর ফায়েদা লাভের জন্য জমা করা জায়েয নয়, যেমন দুই ভগ্নিকে বিয়ের মাধ্যমে একত্র জমা করা নাজায়েয। যদি কেউ দুই বোনের মালিক হয় তবে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, দুজনের মধ্যে যার দ্বারা ইচ্ছা তামাত্তু' হাছিল করে। এভাবে যদি কেউ এক দাসী কিনে ও তার সাথে অতী করে নেয়, পুনঃ দ্বিতীয় দাসী– সে প্রথম দাসীর বোন, তাকেও কিনে, তবে সে প্রথম দাসীর সাথেই অতী করতে পারবে। দ্বিতীয় দাসীর সাথে নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রথম দাসীকে নিজের উপর হারাম করে দেয়। হারাম করার অর্থ হল যে, কোন লোকের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেয় অথবা নিজের মালিকানা হতে বের করে দেয়। চাই তা মুক্ত করে বা হেবা করে দিয়ে বা বিক্রয় করে দিয়ে বা কাউকেও ছদকাহ করে যেভাবে হোক। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

দাসীর কোন অংশ মুক্ত করে দেওয়া তাকে পুরাপুরি মুক্ত করারই অনুরূপ। একইভাবে কাউকেও তার কোন অংশের মালিক করে দেওয়া তার পুরাপুরি মালিক করে দেওয়ারই অনুরূপ। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি মুখে বলে দেয় যে, এই দাসী আমার আমার উপর হারাম, তবে এই অবস্থায় তার অন্য বোন লোকটির উপর বৈধ হবে না, যেমন হায়েজ, নেফাস, ইহরাম এবং রোযার মধ্যে বৈধ হয় না। ইহা গায়াতুস সরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি সে দুজনের সাথেই অতী করে ফেলে, তবে তার এই অধিকার থাকবে না যে, সে ঐ দুজনের কারও সাথে (পুনঃ) অতী করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইতোপূর্বে কথিত মতে একজনকে তার নিজের উপর হারাম করে দেয়। যদি সে এভাবে হারাম করে দেয় যে, উভয়ের মধ্যে কোন একজনকে বিক্রি করে দেয় বা কারও সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় বা হেবা করে দেয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ কোন দাসীকে বিয়ে করে কিন্তু এখনও তাকে শয্যাশায়িনী করা হয়নি। এমনি অবস্থায় সে ঐ দাসীর বোনকে কিনে নেয়, তবে এই খরিদকৃত দাসীকে শয্যাশায়িনী করতে পারবে না। কারণ হল, বিবাহকৃত দাসীর জন্য নফসে নেকাহর (বা বিবাহের) দ্বারা হামবেস্তর ছাবেত হয়ে গিয়েছে। অতএব যদি খরিদকৃত দাসীর সাথে অতী করা হয়, তবে এক শয্যায় উভয়কে জমা করা হয়। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের দাসীর ভগ্নিকে বিবাহ করে, অথচ সে দাসীর সাথে অতী করেছে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর যখন বিবাহ শুদ্ধ হবে তখন পুনঃ ঐ

www.nagorikpathagar.org

মামলুকা দাসীর সাথে অতী করতে পারবে না। যদিও সে এখনও বিবাহিতা দাসীর সাথে অতী না সে মামলুকা দাসীকে পূর্বোল্লিখিত যে কোন কাজের মাধ্যমে নিজের জন্য হারাম করে। অবশ্য সে বিবাহিতা দাসীর সাথে অতী করতে পারে, যদি সে মামলুকা দাসীর সাথে অতী না করে থাকে।

যদি নিজের দাসীর বোনকে বাতিল নিকাহর দ্বারা বিয়ে করে, তবে তার সেই দাসী, যার সাথে তার অতী হয়েছে, সে তার উপর অবৈধ হবে না। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি তার বিবাহিতা দাসীর সাথে অতী করে, তবে অবশ্যই তার মামলুকা দাসী তার উপর অবৈধ হয়ে যাবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

দুই বোনের প্রত্যেক একই ব্যক্তিকে বলল যে, আমি এত টাকা মোহরের বিনিময়ে আমাকে তোমার বিবাহে সমর্পণ করলাম। দুজনেরই কথা দুজনের মুখ হতে একই সাথে উচ্চারিত হল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাদের যে কোন একজনের প্রস্তাব গ্রহণ করল। তবে তা জায়েয হবে। আর যদি স্বামী প্রথম বলে, যেমন তোমাদের উভয়ের দুজনকেই অর্থাৎ আমি প্রত্যেককে হাজার টাকা মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করলাম। তখন তাদের একজন এসে বলল যে, আমি স্বীকার করলাম এবং অন্যজনে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, তবে উভয়ের বিবাহ বাতিল হবে। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি আর একব্যক্তিকে উকীল করে দিল যে, কোন মহিলার সাথে তার বিবাহ করিয়ে দেয় এবং অন্য এক ব্যক্তিকেও এই কাজের জন্য উকীল নিয়োগ করে দিল। তখন উভয় উকীল দুইজন মহিলাকে তাদের অনুমতি ছাড়া তার সাথে বিয়ে করিয়ে দিল অথচ তারা উভয় পরস্পর রেদ্বায়ী বোন হয় এবং উভয় কালাম এক সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। তবে উভয় বিয়ে বাতিল হবে। এভাবে যদি দুটির মধ্যে বিয়ে মহিলার স্বীকতির দ্বারা হয় অথবা দুটিই ঐরূপ স্বীকৃতির দ্বারা হয়, তা হলেও ঐ হুকুম হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, দুই ব্যক্তি এমন যে, তারা উকীল নয়; বরং ফজুলী ব্যক্তি। তারা উভয়ে দুই বোনের বিয়ে তাদের অনুমতিক্রমে দুই আলাদা আলাদা আকদে এক ব্যক্তির সাথে করিয়ে দিল এবং ঐ দুই বোনের প্রত্যেকের পক্ষ হতে এক এক খাত্বেব হল এবং উভয় আবদ একই সঙ্গে হলে। অতঃপর এ খবর ঐ লোকটির নিকট পৌছল, যাকে স্বামী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তখন সে ঐ দুই বিবাহের একটি অনুমোদন করল। তবে সে বিবাহ জায়েয হবে। আর যদি ঐ দুই ব্যক্তি একই আকদে ঐ দুই বোনের বিয়ে করিয়ে দেয়, যেমন এভাবে যে, উভয় উকীলের প্রত্যেক বলল, আমি আমি অমুক ও অমুক মহিলার বিয়ে করিয়ে দিলাম এবং তাদের উভয়ের পক্ষ হতে দুই ব্যক্তির খাত্বের হল। তবে এর মধ্যে কোন বিয়েই জায়েয হবে না। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি দুই বোনকে বিয়ে করল, অথচ তাদের একজন অন্য কোন ব্যক্তির ইদ্দতর মধ্যে আছে অথবা তার বিবাহিতা স্ত্রী। তবে বোন খালি আছে, তার বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

যে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং সে ইদ্দতের মধ্যে আছে। তবে তার এই ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় (তার তালাকদাতা স্বামীর জন্য) ঐ মহিলার বোনকে বিবাহ করা জায়েয হবে না তাই তালাকে রেজয়ীর ইদ্দত হোক কিংবা তালাকে বায়েনের ইদ্দত হোক অথবা নেকাহে ফাসেদ কিংবা সন্দেহজনিত অতীর ইদ্দত হোক; এবং যেভাবে ইদ্দতের মধ্যে তার বোনের সাথে বিয়ে জায়েয হয় না, ঠিক তদ্রূপ প্রত্যেক এমন মহিলাকে, যাকে তার সাথে বিবাহে জমা করা জায়েয নয়, তাকে তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করা জায়েয হবে না; এবং এভাবে ইহাও জায়েয নয় যে, ঐ ইদ্দতওয়ালী আওরত ব্যতীত চারজন আওরত বিবাহ করে। ইহা কাফীর বিবরণ।

যদি কেউ নিজের উম্মে ওয়ালাদকে মুক্ত করে দেয়, তবে যতদিন তার ইদ্দত অতিক্রান্ত না হয়ে যায়, ততদিনে তার বোনকে বিবাহ করতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

যে আওরত মোরতাদ হয়ে যায় এবং যখন সে রদুল হরবে চলে যায় তখন তার স্বামীর পক্ষে এর ইদ্দত শেষ হবে তার পুর্বে এর বোনকে বিয়ে করা জায়েয আছে যেমন তার মরে যাওয়ার ছুরতে জায়েয হয়। কিন্তু অতঃপর ঐ মহিলা যদি মুসলমান হয়ে দেশে ফিরে আসে, তবে তার দুই অবস্থা হতে পারে। যেমন হয়ত তার বোনের সাথে বিবাহ হওয়ার পূর্বে অথবা বিয়ে হওয়ার পর আসে, তবে বোনের বিয়ে বাতিল হবে না। কেননা ইদ্দত সাকেত হওয়ার পর নতুন কোন কারণ ছাড়া প্রত্যাবর্তন হবে না; এবং ছাহেবাইনের নিকটে ঐ ব্যক্তির উক্ত মহিলার বোনকে বিয়ে করা জায়েয নয়; এবং মুসলমান হয়ে তার ফিরে আসার ছুরতে এর দারুল হরবে গিয়ে মিলকে শরীয়তে এর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মত সাব্যস্ত হবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

এরূপ দুই মহিলাকে (এক ব্যক্তির পক্ষে নিজের) বিয়েতে একত্রিত করা যে, তাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকে ফুফী হয়, তবে জায়েয হবে না। ঠিক এভাবে এরূপ দুই মহিলাকেও বিয়েতে একত্রিত করা যে, তাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকে খালা হয়, তবে জায়েয হবে না। এর ছুরত এই যে, যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে অপর ব্যক্তির মার সাথে বিয়ে করে এবং উভয়েরই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তবে প্রত্যেক কন্যা অপর কন্যার ফুফী হয়ে যায়। আর যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে অপর ব্যক্তির কন্যা বিয়ে করে এবং উভয়েরই কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তবে প্রত্যেক মেয়ে অপর মেয়ের খালা হয়ে যায়। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি দুই মহিলার সাথে বিয়ের আকদ হল। অথচ ঐ দুজনের মধ্যে এক মহিলা এমন যে, তার সাথে এর বিয়ে হালাল নয়। যেমন ফুফী বা খালা ইত্যাদি কিংবা বিবাহিতা সধবা নারী অথবা পৌত্তলিক মহিলা। কিন্তু দ্বিতীয় মহিলার সাথে বিবাহ হালাল; তবে যার সাথে বিয়ে হালাল তার সাথে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং অন্যের সাথে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। আর যে মোহর ধার্য করা হয়েছে, তা সব সেই মহিলার হবে, যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। ইহা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অলির মাসায়েল

শরীয়তের পরিভাষায় যে অন্যের কোন কাজ করে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাকে অলী বলে। চারটি কারণের মাধ্যমে বেলায়েত ছাবেত হয়ে থাকে। যেমন- (১) কারাবাত (২) বেলাদাত (৩) মোরাত এবং (৪) মিলকিয়াত। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

মহিলার জন্য সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী অলী তার পুত্র, তার পর পৌত্র, তারপর প্রপৌত্র। এভাবে তার অধস্তনগণ, যত নীচে যায়। তারপর অলী হয় মহিলার পিতা, তারপর তার দাদা, তারপর পরদাদা। এভাবে উর্ধ্বতনগণ যতদুর উপরে যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ। মজনুনাহ মহিলার যদি পুত্র থাকে ও পিতা থাকে বা পুত্র ও দাদা থাকে, তবে শায়খাইনের নিকট তার অলী হবে পুত্র; এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট অলী হবে পিতা। আ সিরাজুল ওয়াহহাজে উল্লেখ আছে। আফজাল এই ছুরতে এই যে, এর পিতা এর পুত্রকে হুকুম করবে যে, তুমি এর বিবাহ করিয়ে দাও। তাতে মতভেদ ছাড়া জায়েয হবে। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

তারপর অলী হবে মহিলার ভাই অর্থাৎ একই বাপ ও একই মার তরফের ভাই। তারপর অলী হবে যে কেবল বাপের তরফ হতে ভাই। তারপর হবে আপন ভাইয়ের পুত্র। তারপর তার পুত্র। এভাবে যতদুর নীচে যায়। তার পর হবে আওরতের আপন চাচা, তারপর আলাই চাচা, তারপর আপন চাচার পুত্র, তারপর আলাই চাচার পুত্র, পৌত্র যতদূর

www.nagorikpathagar.org

নীচে যায়। তারপর পিতার চাচা, তারপর ছগা চাচার পুত্র। তার পর পিতার আলাই চাচা, তারপর ঐ দুইজনের পুত্র, পৌত্র যতদূর নীচে যায়। তারপর ছগা দাদার ছগা চাচা, তারপর দাদার আলাইহি চাচা, তারপর তাদের পুত্র, পৌত্র যতদূর নীচে যায়। তারপর সেইলাক যে আওরতের সর্বাধিক দূরবর্তী আছাবা এবং সে হল মহিলার দূরবর্তী চাচার পুত্র। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। এই সমস্ত অলীদের তারতীব অনুযায়ী নাবালেগ কন্যা এবং নাবালেগ পুত্রের উপর জোর খাটানোর ও ইখতিয়ার আছে। বালেগ হবার পরে পাগল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জোর খাটাবার অধিকার আছে। ইহা বাহরুর রায়কের বিবরণ। উল্লিখিত অলীদের পরে মাওলায়ে এতাকার (যে গোলাম আযাদ করে দেয়) বেলায়েত হাছিল হয়। তারপর মাওলায় এতাকার আছাবা অলী হয়। ইহা তাবিনয়ীনে বর্ণিত আছে।

আছাবাদের কেউ না থাকলে যাওয়িল আরহামগণ বেলায়েতের অধিকার পায়। হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর জাহের রেওয়ায়েত ইহাই। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যাওয়িল আরহামদের জন্য বেলায়েতের কোন হক নাই। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত এক্ষেত্রে দ্বিধাপূর্ণ অর্থাৎ সুদৃঢ় নয়। হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে যাওয়িল আরহামদের বেলায়েতপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও মরতবার ব্যবধান আছে যেমন এই ব্যাপারে সর্বাধিক নিবকটবর্তী মাতা, তারপর কন্যা, তারপর পুত্রের কন্যা, তারপর কন্যার কন্যা তারপর পৌত্রের কন্যা, তারপর সন্তানগণ। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। তারপর অগ্নির সন্তান, ভগ্নির সন্তানগণের পর ফুফী, তারপর মামা, তারপর খালা। তারপর চাচাদের কন্যা, তারপর ফুফীর কন্যা। উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট জায়েয আছে (অর্থাৎ যাহার সম্পর্কের মধ্যে আওরত বর্তমান) বোন অপেক্ষা উত্তম এবং অগ্রবর্তী। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

ইহার পরে মাওলায়ে মাওলায়েতের বেলায়েত অর্জিত হয়। তারপর বাদশাহ, তারপর কাজী, তারপর কাজীর প্রতিনিধি বেলায়েত লাভ করে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

চাচার পুত্র অলী হলে তার এইঅধিকার থাকে যে, সে ইচ্ছা করলে নিজের চাচার কন্যাকে নিজেই বিয়ে করতে পারে। ইহা ছাদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এবং কাজী যদি কোন নাবালেগা কন্যার বিয়ে নিজের পুত্রের সাথে করিয়ে দেয়, তবে জায়েয হবে না। ইহা তানজীসে বর্ণিত আছে। অছীর জন্য কোন নাবালেগা কন্যা বা নাবালেগ পুত্রের বিয়ে করিয়ে দিবার অধিকার নাই, চাই নাবালগ পুত্র বা নাবালেগা কন্যার পিতা ঐ কাজের জন্য তাকে অছিয়ত করুক বা না করুক। আর অছীয়ত যদি এমন ব্যক্তি হয় যে, ঐ দুইজনের পক্ষ হতে তার উপর বেলায়েত পৌছে যায়, তবে সেই অবস্থায় সে বেলায়েতের হুকুম অনুসারে তাদের বিয়ে করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু অছী হওয়ার কারণ সে ইহা করতে পারে না। ইহা মুহীতের বিবরণ

যদি ছোট বালক ও ছোট বালিকা কারও আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়, যেমন ইয়াতিম তবে সেই ব্যক্তি তাদের বিবাহ করিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

মামলুক ব্যক্তির কারও উপর বেলায়েতের অধিকা নেই। এভাবে মুকাতিবের তার সন্তানের উপর বেলায়েতের অধিকার নেই। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। মুসলমান পুরুষ এবং মহিলার উপর নাবালেগ, পাগল এবং কাফিরের বেলায়েত নেই। ইহা হাদীর মধ্যে আছে এবং এভাবে কাফির পুরুষ মহিলার উপর মুসলমানদের বেলায়েত নাই। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে; কিন্তু মাশায়েখ বলেছেন যে, এখানে এরূপ বলা উচিত যে, কিন্তু যদি মুসলান কোন কাফির দাসীর মনিব হয় বা নিয়ন্ত্রণারী হয়, তবে তার বেলায়েত হাছিল হয়, ইহা বাহরুর রায়েকের মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

কাফিরের উপর বেলায়েত হাছিল হয়। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। মোরতাদ কারও উপর ওলী হতে পারে না। না মুসলমানের, না কাফিরের, না জিনের অনুরূপ মোরতাদের। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। ফেসক-ফুজুরি বেলায়েত হাছিলের প্রতিবন্ধক নয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি অলী ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তা স্থায়ী হয়, তবে বেলায়েত চলে যায়। যদি কিছু সময় বিকৃতি থাকে ও কিছু সময় সুস্থ থাকে, তবে সুস্থের সময় তার বেলায়েত জারি থাকবে। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে।

যদি পুত্র পাগল অবস্থায় বালেগ হয়, তবে তার জান ও মালের উপরে তার পিতার বেলায়েত জারি থাকবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে; এবং ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছে বর্ণিত আছে যে, পিতা নিজের বালেগ পুত্রের সাথে কোন মহিলার বিয়ে করিয়ে দিল; কিন্তু এখনও উক্ত বালেগ পুত্র এতে অনুমতি দেয়নি। এমতাবস্থায় সে মজনুন হয়ে গেল। তখন তার পিতা ঐ বিয়ের অনুতিতি দিয়ে দিলে তা জায়েয হবে। ফকীহ আবু বকর (রহঃ) এই ছুরত ছাড়া অন্য ছুরতে মতভেদ করে বলছেন যে, যদি পুত্র যখন বালেগ হল তখন আকেল ছিল, তারপর পাগল হল, তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত অনুসারে কিয়াস অনুযায়ী পিতার বেলায়েত প্রত্যাবৃত হবে না। এমন কি পিতা যদি পুত্রের মাল খরচ করে অথবা কোন মহিলার তার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে জায়েয হবে না; বরং এই বেলায়েত তখন কাজীর দিকে প্রত্যাবৃত হবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকটে ভালর জন্য বেলায়েত পিতার দিকে প্রত্যাবৃত হবে; এবং ফকীহ আবু বকর মায়দনী (রহঃ) বলেছেন যে, আমাদের তিন ইমামের নিকট বেলায়েত পিতার দিকে প্রত্যাবৃত হবে। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে। যদি পিতা পাগল হয়ে যায়, তবে পুত্রের তার মাল খরচ করার বেলায়েত অর্জন না; এবং বিয়ে করিয়ে দেওয়ায় হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট বেলায়েত হাছিল হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে বর্ণিত আছে; এবং ইহাই শুদ্ধ।

যদি কোন ছগীর বা ছগীরাহর বিবাহ কোন দূরবর্তী অলী করিয়ে দেয়, অতঃপর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী অলী এসে হাজির হয়, তবে দূরবর্তী অলীর বিবাহ নিকটবর্তী অলীর অনুমতির উপর নির্ভর করবে। আর যদি নিকটবর্তী অলী বেলায়েতের যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়, যেমন যদি নাবালেগ হয়, অথবা পাগল বালেগ হয়, তবে দূরবর্তী অলীর পক্ষে বিবাহ করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে। এভাবে যদি নিকটবর্তী অলী অদৃশ্য থাকে এবং তার এই অদৃশ্য থাকা অনুদঘাটিত থাকে, তবে দূরবর্তী অলীর পক্ষে বিয়ে করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি দাসীর মনিব উপস্থিত না থাকে, তবে আত্মীয় এগানা তাকে বিয়ে দিবার অধিকার নেই। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে উল্লেখ আছে। আমাদের মাশায়েখদের মধ্যে ইহাতে মতপার্থক্য আছে যে, নিকটবর্তী অলী অনুপস্থিত থাকলে তার বেলায়েত চলে যায় কি জারী থাকে; কেউ কেউ বলিছেন যে, জারী থাকে। কিন্তু দূরবর্তী অলীর জন্য নিকটবর্তী অলীর অনুপস্থিত থাকাবস্থায় নতুন বেলায়েতের হক সৃষ্টি হয়। তখন এমন অবস্থা হয়, যেন কেউ মহিলার জন্য সমান দরজার দুইজন অলী যথা দুই ভাই বা দুইজন চাচা বর্তমান আছে। আর কেউ কেউ বলেন যে, নিকটবর্তী অলীর বেলায়েত দূর হয়ে তা দূরবর্তী অলীর বদল হয়ে যায়; এবং ইহাই শুদ্ধতর এবং ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি নিকটবর্তী অলী যেখানে থাকুক, সেখান হতে মহিলাকে বিবাহ দিলে সেই সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু উচিত উহা জায়েয না হওয়া, কারণ তার বেলায়েত ছুটে গেছে।

ফতোয়ায়ে কাজীখান এবং জহিরিয়াহর মধ্যে আছে যে, যদি নিকটবর্তী অলী যেখানে আছে সেখান হতে মহিলার বিয়ে দেয়, তবে তাতে মতপার্থক্য আছে। প্রকাশ্য মতে বিয়ে জায়েয হবে। তবে যদি নিকটবর্তী অলী ও দূরবর্তী অলীর আকদ একসাথে হয়, তবে উভয় আকদ-ই জায়েয হবে না। আর যদি আকদ আগে পিছে হয় কিন্তু জানা না যায় যে,কোনটি আগে ও কোনটি পরে হইয়াছে,, তবে সেক্ষেত্রেও ঐ হুকুম হবে। ইহা শরহে তাহবীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

নিকটবর্তী অলীর উপস্থিতিতে দূরবর্তী অলীর বেলায়েত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যে আকদ তার দ্বারা হয়ে গেছে, তা বাতিল হবে না। কেননা উহা তার বেলায়েত অর্জিত হওয়ার অবস্থায় হয়েছে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এই কথার উপরে সর্বসম্মত মত যে, যখন নিকটবর্তী অলী অন্যায় আচরণ এবং জুলুম শুরু করে, তখন বেলায়েত তার উপর হতে দুরবর্তী অলীর নিকট চলে যায়, ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। আর যদি অলী গায়েব হয়ে যায়, কিংবা অন্যায় আচরণ এবং জুলুম শুরু করে কিংবা পিতা ও দাদা ফেসক ও ফুজুরিতে লিপ্ত থাকে, তখন কাজীর অধিকার থাকবে যে, সে মহিলাকে তার কুফুর সাথে বিয়ে দিয়ে দিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুফুর মাসায়েল

কুফুর অর্থ সমতা বা সামঞ্জস্য। এর ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত মাসয়ালাসমুহের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে।

জেনে রাখবে, বিবাহ আবশ্যক হওয়ার জন্য পুরুষের মহিলার জন্য কুফু হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে; এবং পুরুষের জন্য মহিলার দিক হতে কুফু হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয় নি। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

অতএব কোন মহিলা নিজের চাইতে কোন উত্তম পুরুষের সাথে বিয়ে করে নিলে অলীর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেওয়ার অধিকার থাকবে না। কারণ হল যে, পুরুষের নীচে যদি এমন মহিলা হয় যে, তার সমকক্ষ নয়, তবে অলীর তাতে কোন আয়ের লাহেক হবে না। ইহা শরহে মবসুতে বর্ণিত আছে।

কেফায়াতের বংশীয় সমতা

কেফায়াতের বিবেচনা কয়েকটি বিষয়ে হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হল বংশীয় মর্যাদা। যেমন কোরায়েশদের মধ্যে একে অপরের কুফু। চাই তা যে কোন শাখার কোরায়েশ হোক না কেন। এমনকি যে কোরায়েশ ছাড়া অন্য আরবগণ কোরায়েশদের কুফু হবে না। অবশ্য তারা নিজেরা একে অপরের কুফু হবে। এক্ষেত্রে আনছার ও মোহাজের সমতুল্য। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর বনু বাহেলা সাধারণ আরবদের কুফু নয়। কিন্তু শুদ্ধ এই যে, কোরায়েশ ছাড়া সমস্ত আরব পরস্পর কুফু। ইহা মবসুতে বর্ণিত আছে। আর মাওয়ালী– যারা গায়রে আরব তারা আরবদের কুফু হবে না। অবশ্য বিভিন্ন মাওলায়ী পরস্পরে কুফু। ইহা এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে। মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, হসবওয়ালা ব্যক্তি পুরুষ নছবওয়ালি মহিলার জন্য কুফু হতে পারে, যেমন কোন আলেম এবং ফকীহ ব্যক্তি এমন মহিলার কুফু হতে পারে, যে হযরত আলী (রা) এর বংশোদ্ভূতা। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, আরবীয় মহিলা এবং উলুইয়্যা মহিলার জন্য আলেম ব্যক্তি কুফু হতে পারে? কিন্তু শুদ্ধতর মত এই যে, উলুইয়্যা মহিলার কুফু আলেম হতে পারে না। ইহা গায়াতু সুরুজীর বিবরণ।

আযাদীর দিক দিয়ে সমতা

যে কোন রকমের পরাধীন ব্যক্তি স্বাধীন মহিলার কুফু নয়। এভাবে যার পিতা স্বাধীন হয়েছে, সে মূলগত স্বাধীন মহিলার কুফু নয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে; এবং যে নিজে স্বাধীন হয়েছে এরূপ ব্যক্তি একইভাবে, যে নিজে স্বাধীন হয়েছে তদ্রূপ মহিলার কুফু হয়। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তির পিতা স্বাধীন, সে যে মহিলার দুই অধস্তন পুরুষ স্বাধীন জীবন কাটাচ্ছে, তার কুফু হতে পারে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যে ব্যক্তি নিজের দাদা হতে স্বাধীন মুসলমান। অর্থাৎ এর দাদা স্বাধীন মুসলমান হিসেবে পয়দা হয়েছে, সে এমন মহিলার কুফু, যার পিতা এবং দাদা আযাদ মুসলমান । আর যদি ঐ ব্যক্তির দাদা আযাদকৃত হয় অথবা কাফির হয়, পুনঃ মুসলমান হয়, তবে উল্লিখিত মহিলার কুফু হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজে আযাদকৃত সে এমন মহিলার কুফু হবে না, যার মাতা মূলত স্বাধীন এবং পিতা আযাদকৃত। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই মাসয়ালা সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই। ইহা এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে; এবং নীচে বংশের কোন আযাদকৃত গোলাম এমন মহিলার কুফু হবে না, যে কোন শরীফ বংশের আযাদকরা দাসী।

সম্পদের দিক দিয়ে সমতা

"সম্পদের দিক দিয়েও সমতা রক্ষা করা বিবেচ্য বিষয়" এর অর্থ হল, মোহর এবং খোরপোশাদির মালিক হওয়া প্রয়োজন। যে ব্যক্ত মোহর এবং খোরপাষের খরচ এই উভয়ের মালিক নয় বা ঐ দুটির একটিরও মালিক নয়, সে কুফু নয়। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। চাই মহিলা সচ্ছল অবস্থায় থাকুক বা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় থাকুক। ইহা তানজীসে উল্লেখ আছে। মোহর ও খোরপোষের বেশি থাকা বিবেচ্য বিষয় নয়, এমনকি যে ব্যক্তি মোহর এবং খোরপোসের মালিক, সে এমন মহিলারও কুফু হবে, যে বহু ধন-সম্পদের অধিকারিণী; এবং ইহাই বিশুদ্ধ। যদি কোন ব্যক্তি ইনকাম করে স্ত্রীর খোরপোষ চালাতে পারে, কিন্তু মোহর আদায় করার সামর্থ তার থাকে না, তবে তার মধ্যে মাশায়েখগণ মতপার্থক্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, মোহরের মুরাদ এখানে মোহরের মুআজ্জাল অর্থাৎ যে মোহর উপস্থিত ক্ষেত্রে আদায় করতে হয়। বাকি মোহর বিবেচ্য নয়। যদিও উহাও একই ধার্য করা হয়েছে। এটি তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহর আদায় করার সামর্থ রাখে এবং প্রতিদিন এই পরিমাণ রুজী রোজগার করে যে, তা স্ত্রীর খোরপোষের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে সে কুফু হবে; এবং ইহাই বিশুদ্ধ। ইহা কাজী হান্নানের জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে; এবং কোন পেশাদারের ক্ষেত্রে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর এই অভিমত বেশি উত্তম। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

খোরপোষ আদায় করায় সমর্থ থাকার বিবেচনা তখন করা হবে, যখন মহিলা বালেগা হবে বা এমন না-বালেগা হবে, যে মোজামেআতের যোগ্য। আর যদি এমন ছোট হয়, যে মোজামেআতের যোগ্য নয়, তবে পুরুষের খোরপোসের ব্যাপারে সামর্থ থাকা না থাকা বিবেচ্য বিষয় নয় কারণ হল, এই অবস্থায় স্ত্রী খোরপোষ বহন করা স্বামীর প্রতি ওয়াজিব নয়। অতএব এক্ষেত্রে শুধু মোহর আদায়ে সার্থের বিষয় বিবেচনা করা হবে। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে। এক ফকীর ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিয়ে করল। তারপর মহিলা স্বামীর মোহর মাফ করে দিল। তবে এতে ঐ ব্যক্তি উক্ত মহিলার কুফু হয়ে যাবে না। কারণ হল, মোহর আদায়ের সামর্থ্য থাকা বিষয় বিবেচ্য, বিয়ের আকদের সময়ে। ইহা তানজীসের মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি নিজের নাবালেগা বোনের এমন এক নাবালেগ ছেলের সাথে বিয়ে করিয়ে দিল যে, খোরপোষ দেওয়ায় সক্ষম কিন্তু মোহর আদায়ে অপারগ। পিতা পুত্রের পক্ষ হতে বিয়ে কবুল করল। পিতা ধনী ব্যক্তি। তবে আকদ জায়েয হবে, কারণ এই যে, উক্ত বালককে তার পিতা ধনী হওয়ার কারণে মোহর আদায়ের ব্যাপারে তাকেও ধনীরূপে বিবেচনা করা হয়েছে খোরপোষ আদায়ের ব্যাপারে নয়। কারণ হল, নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মানুষ নিজের নাবালেগ পুত্রের স্ত্রীর মোহর আদায় করে দেয় কিন্তু খোরপোষ আদায় করে না। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে। যদি পুরুষের উপর মোহর পরিমাণ কর্জ থাকে এবং ঐ পরিমাণ অর্থ তার নিকট থাকে, তবে সে কুফু হবে। কারণ হল, তার এই ইখতিয়ার আছে যে, মোহরের দেনা এবং অন্য দেনা ইহার যে কোন একটি ইচ্ছা সে আদায় করতেপারে।

দ্বীনী আমল, বিশ্বস্ততা ও তাকওয়ার দিক দিয়ে সমতা

ধর্মের মধ্যেও কুফু বিবেচ্য বিষয়; এবং ইহা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর অভিমত , এবং এটিই বিশুদ্ধ। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। অতএব কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন নেককারিণী মহিলার কুফু হতে পারে না। চাই পুরুষ প্রকাশ্য ফেসকে লিপ্ত থাকুক বা না থাকুক। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে এবং সুরুখসী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ছহীহ মাযহাব এই যে, পরহেজগারীর দিক হতে কুফু হওয়া বিবেচনার বিষয় নয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

এক ব্যক্তি তার নাবালেগা মেয়েকে কোন ব্যক্তির সাথে এ খেয়ালে বিয়ে করিয়ে দিল যে, সে কোন দুশ্চরিত্র লোক নয়; কিন্তু বিয়ের পর পিতা দেখল যে, সে দুশ্চরিত্র। তবে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। এই মাসয়ালা সর্বসম্মত। ইহা যখীরায় উল্লেখ আছে।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর দুই শাগরেদের মধ্যে এই ছুরতে মতপার্থক্য আছে যে, পিতা মেয়েকে এমন ব্যক্তির সাথে বিয়ে করিয়ে দিল যে তাকে গায়রে কুফু বলে জানত। তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট এই বিয়ে জায়েয হবে। কারণ হল পিতা সর্বক্ষণেই মেয়ের প্রতি স্নেহশীল এবং সঠিক পথ অবলম্বনকারী সুতরাং অতি প্রকাশ্য ও স্বাভাবিক ব্যাপারে যে, সে সর্বদিক চিন্তা ভাবনা করেই গায়রে কুফুকে কুফু অপেক্ষা অধিক যোগ্য পেয়েছে। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। তারপর উল্লেখ্য যে, পরহেগারীর সমতার বিষয়টি বিয়ের পূর্বে বিচার্য বটে। বিয়ের পরে এর স্থায়ীত্বের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় নয় যেমন নাকি যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ের সময় সবদিক দিয়ে কুফু থাকে, কিন্তু বিয়ের পরে সে ফাসেক ফাজের, লুটেরা বা ছিনতাইকারী হলেও ঐ বিয়ে কখনও ভঙ্গ বা ছিন্ন হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

পেশার দিক দিয়ে সমতা

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী পেশার মধ্যে কুফু বিবেচ্য বিষয় নয় যেমন পশু চিকিৎসক পুরুষ আতর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মহিলার কুফু হবে, এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অন্য রেওয়ায়েত এবং ছাহেবাইনের রেওয়ায়েত অনুযায়ী যাদের পেশা নীচ ও নিকৃষ্ট যেমন পশু চিকিৎসা, ক্ষৌরকার্য, কাপড় বয়ন এবং জুতা সেলাই ও মেরামত ইত্যাদি, তারা আতর ব্যবসায়ী, কাপড় ব্যবসায়ী, তরকারী ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের কুফু হবে না এবং ইহাই শুদ্ধ। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

এভাবে নাপিতের কাজ যারা করে তারাও উল্লিখিত ব্যবসায়ীদের কুফু হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, দুইটি পেশা পরস্পর নিকটবর্তী হলে বা এর মধ্যে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বা নিকৃষ্টতার পার্থক্য কম হলে একে অপরের কুফু হবে। যেমন তাঁতী রাজ মিস্ত্রির কুফু হবে, জুতা মেরামতকারী ঝাড়ুদারের কুফ হবে এবং পিতলের বরতন বানানেওয়ালা লোহার বা কর্মকারের কুফু হবে। শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) বলেন যে, ফতোয়া ইহারই উপরে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

উল্লেখ্য যে, সৌন্দর্য ও লাবণ্যের দিক দিয়ে কুফু বিবেচ্য নয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে কুফু বিবেচ্য হওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে কুফু বিবেচ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, যদি কোন মহিলা গায়রে কুফু কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে করে নেয়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে; এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত ইমাম

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ (রহঃ) এর জাহের বর্ণনানুযায়ী বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে; এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর শেষ অভিমতও ইহা। অবশ্য গায়রে কুফর বিয়ের ক্ষেত্রে মহিলার অলীদের আপত্তি করার অধিকার থাকবে। হযরত হাসান (রহঃ) হযরত ইমাম আজম (রহঃ) হতে এক বর্ণনা নকল করেছেন যে গায়রে কুফুর বিয়ে শুদ্ধ হবে না এবং আমাদের অনেক মাশায়েখ এই মতই অবলম্বন করছেন। ইহা মুহীতে বলেছেন যে, হযরত (রহঃ) এর বর্ণনা পরহেজারীর নিকটবর্তী। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে শরায়েতে নেকাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া এর উপরে যে, বিয়ে জায়েয হবে। চাই মহিলা বাকেরাহ হোক বা ছাইয়্যেবাহ হোক। আর এই সমস্ত এমন ছুরতে হবে, যখন মহিলার কোন অলী থাকবে। আর যদি অলী না থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে বিয়ে জায়েয হবে। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

আর যদি স্বামী তার সাথে দুখুল অথবা খেলওয়াতে ছহীহা করে থাকে, তবে স্বামীর উপর পুরা মোহরে মুছাম্মা বা নির্ধারিত মোহর ওয়াজিব হবে; এবং ইদ্দতকালীন খোরপোষও ওয়াজিব হবে। আওতের উপরে ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে। ইহা রিসাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত হয়েছে। কাজীর দরবারে এই জাতীয় অভিযোগ কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে সেই মহিলার জন্য মাহরাম অর্থাৎ যার সাথে বিয়ে জায়েয নয়। ইহা কোন কোন মাশায়েখের অভিমত। আর কোন কোন মাশায়েখের নিকট মাহরাম ও গায়রে মাহরামের একই হুকুম। যেমন তার চাচাত ভাই এবং যারা তারই অনুরূপ প্রত্যেকেই পারে; এবং ইহাই বিশুদ্ধ। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর এই বেলায়েত বা অধিকার যাওয়িল-আরহামদের জন্য ছাবেত হবে না; বরং শুধু আছবাদের জন্য ছাবেত হবে। ইহা খোলাছার জেনসে খিয়ারুল বুলুগে বর্ণিত আছে।

যদি কোন মহিলা কোন গায়রে কুফু ব্যক্তির সাথে বিয়ে আবদ্ধ হয় এবং স্বামী তার সাথে দুখুল করে নেয়। অতঃপর অলীর অভিযোগে কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়ে দেয়, স্বামীর উপর মোহর ওয়াজিব করে দেয় এবং মহিলার উপর ইদ্দত আবশ্যক করে দেয়। তারপর পুনঃ ঐ ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে ইদ্দতের মধ্যে অলী ছাড়া বিয়ে করে, তারপর অলী তার মোহর আদায় করে এবং তাকে স্বীর নিকট দিয়ে দেয়, তবে এ কাজ অলীর পক্ষ হতে বিবাহে রেজামন্দি এবং সমর্থন হয়ে যাবে। আর যদি অলী মোহর আদায় করে মহিলাকে স্বামীর নিকট না দেয়, তবে তাতে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন এবং শুদ্ধ এই যে, ইহাও অলীর বিবাহে রেজামন্দি এবং সমর্থনের লক্ষণ।

আর যদি মোহর আদায় না করে কিন্তু মহিলার উকীল হিসেবে মহিলার খোরপোষ এবং মোহর আদায়ের ব্যাপারে স্বামীর সাথে ঝগড়া শুরু করে, তবে ভালর জন্য এই কাজ তার পক্ষ হতে বিবাহে রেজামন্দি ও সমর্থন বলে ধর্তব্য হবে। আর ইহা এই ছুরতে অলীর মোহর এবং খোরপোষ নিয়ে স্বামীর সাথে ঝগড়া করার আগে বিবাহ গায়রে কুফু হওয়া কাজীর নিকট ছাবেত হয়ে থাকে । আর যদি এর পূর্বে কাজীর নিকট এই কাজ ছাবেত না হয়, তবে কিয়াস মুতাবেক ও ভালর জন্য এই কাজ তার পক্ষ হতে বিবাহে রেজামন্দি ও সমর্থন হবে না। ইহা যখীরাহ মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর অলী যদি বিচ্ছেদ করে দিবার আহ্বানে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে তার বিয়ে ভঙ্গ করার অধিকার বাতিল হবে না, যদিও বহুদিন চলে যায়। কিন্তু যদি উক্ত মহিলা বাচ্চা প্রসব করে, তবে অলীর বিবাহ ভাঙ্গার অধিকার বাকি থাকবে না। ইহা জামে ছগীরে বর্ণিত আছে। কিন্তু মবসুতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মহিলা গায়রে কুফুকে, বিয়ে করে, আর তার অবস্থা জেনেও নীরব থাকে, এমন কি মহিলার এর দ্বারা কয়েকটি সন্তান পয়দা হয়, তারপর অলীর এই ইচ্ছা হয় যে, সে ঝগড়া করবে, তার অধিকার থাকবে যে, সে উক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি মহিলা কোন গায়রে কুফু ব্যক্তিকে বিয়ে করে এবং আউলিয়াদের মধ্যে কোন অলী তাতে রেজামন্দি প্রকাশ করে, তারপর ঐ অলী বা যে তার মর্যাদা-সম্পন্ন বা তার তুলনায় নিম্নপদস্থ হয়, তার জন্য বিয়ে ভঙ্গের অধিকার হাছিল হবে না। কিন্তু তার তুলনায় উচ্চ মর্যাদার অলীদের জন্য বিবাহ ভঙ্গের অধিকার হাছিল হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

এভাবে যদি কোন অলী মহিলার অনুমতি নিয়ে তার বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তার হুকুমও এরূপ হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি অলী গায়রে কুফুর সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেয় এবং স্বামী তার সাথে দুখুল করে, তারপর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, পুনঃ ঐ আওরত অলী ছাড়া উক্ত স্বামীর সাথে বিয়েতে আবদ্ধ হয়, তবে অলীর জন্য বিবাহ ভাঙ্গার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি স্বামী মহিলাকে তালাকে রেজয়ী দিয়ে অলীর রেজামন্দি ছাড়া এর মোজামেআত করিয়ে নেয়, তবে অলীর জন্য এদের মধ্যে দুই করানোর হক হাছিল হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি নিজের নাবালেগা দাসীকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দিল। তারপর সে দাবী করল যে, সে আমার কন্যা। তবে নছব ছাবেত হয়ে যাবে এবং বিবাহও নিজের স্থানে বহাল থাকবে। তবে শর্ত এই যে, কুফু হতে হবে। আর যদি কুফু না হয়, তথাপি কিয়াস অনুযায়ী বিয়ে আবশ্যক হবে, এজন্য যে, নছবের দাবীদার নিজেই বিয়ে করিয়ে দিয়েছে এবং এই ব্যক্তিই অলী। আর যদি সে কারও কাছে তাকে বিক্রি করে দেয়, তারপর খরিদ্দার দাবী করে যে, এ আমার কন্যা। তা হলেও এই হুকুম হবে। যদি স্বামী কুফু হয়, তবে বিয়ে হবে আর যদি গায়রে কুফু হয়, তথাপি কিয়াস অনুযায়ী বিবাহ আবশ্যক হবে।

এক গোলাম নিজের মনিবের অনুমতিক্রমে এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং আকদের কালে সে প্রকাশ করল না যে, সে গোলাম কি স্বাধীন। মহিলা এবং তার অলীও সে গোলা, না স্বাধীন তা জানিল না। পরে জানল যে, সে গোলাম। তবে মহিলা নিজেই যদি বিয়ের প্রস্তাবকারী হয়, তবে তার ইখতিয়ার অর্জিত হবে না। কিন্তু তার অলীর ইখতিয়ার হাছিল হবে। আর যদি তার অলী বিয়ের প্রস্তাবকারী হয়, তবে মহিলা ও অলী উভয়েরই খিয়ার হাছিল হবে না। যদি গোলাম নিজে খবর দেয় যে, আমি স্বাধীন, তবে অলীর খিয়ার হাছিল হবে। এই মাসয়ালা এর দলীল যে, মহিলা যদি নিজে নিজেকে কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে করিয়ে দেয় এবং নিজের কুফু হওয়ার অর্থ না লাগায়, আর সে জানেও না যে, ঐ ব্যক্তি তার কুফু কি কুফু নয়। পরে সে জানতে পারে যে, লোকটি তার কুফু নয়। তবে মহিলার খিয়ার হাছিল হবে না। কিন্তু তার অলীর খিয়ার থাকবে। আর যদি অলী বিয়ের আকদ বেঁধে দেয় এবং তাতে মতহিলারও রেজামন্দি থাকে, আর ইহা জানা না থাকে যে, ঐ ব্যক্তি কুফু কি গায়রে কুফু। তবে মহিলা এবং অলী উভয়ের মধ্যে কারোই খিয়ার হাছিল হবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি তাদেরকে ধোকা দেয় এবং প্রচার করে যে, আমি এর কুফু অথবা বিয়ের মধ্যে কুফুর শর্ত যুক্ত করে, তারপর প্রকাশ পায় যে, সে কুফু নয়। তবে মহিলার অলীর জন্য খিয়ার হাছিল হবে।

শায়খুল ইসলাম (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন অজানা বংশের পুরুষ জানাশুনা বংশের মহিলার কুফু কিনা? তিনি বলিলেন যে, না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার কাছে নিজের বংশের কথা না বলে বলে অন্য বংশের কথা বলে, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে তার আসল বংশের কথা জানা যায় এবং দোখা যায় যে, উহা মহিলার বংশের কুফু নয়। তবে মহিলা ও তার অলী প্রত্যেকের জন্য বিয়ে ভাঙ্গার অধিকার হাছিল হবে। আর যদি দেখা যায় যে, স্বামীর বংশ মহিলার বংশের কুফু বটে, তবে বিবাহ ভাঙ্গার খিয়ার শুধু মহিলার জন্য হাছিল হবে। তার অলীর জন্য হাছিল হবে না। আর যদি এমন দেখা যায় যে, স্বামীর নছব তার উল্লেখকৃত নছব হতেও উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

তবে বিবাহ ভাঙ্গার অধিকার কারও জন্যই অর্জিত হবে না। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। আর যদি মহিলা পুরুষকে ধোকা দেয়, যেমন নিজের বংশ গোপন করে অন্য বংশের কথা বলে, তবে স্বামীর জন্য বিয়ে ভাঙ্গার খিয়ার অর্জিত হবে না; ইচ্ছা হলে তাকে রাখবে আর ইচ্ছা হলে তালাক দিয়ে দিবে। ইহা শরহে জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে।

যদি যায়েদ কোন মহিলাকে এই একরার করতঃ বিয়ে করে যে, সে খালেদের পুত্র যায়েদ। কিন্তু পরে জানা যায় যে, খালেদের পিতার দিক দিয়ে ভাই অথবা পিতার দিক দিয়ে চাচা। তবে মহিলার জন্য বিয়ে ভাঙ্গার অধিকার হাছিল হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি এক অজানা বংশের মহিলাকে বিয়ে করে, তারপর কোরায়েশ বংশীয় কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, এ মহিলা আমার কন্যা; এবং কাজী ঐ মহিলার বংশীয় উক্ত দাবীদারের দাবী অনুযায়ী ছাবেত করে দেয় এবং মহিলাকে ঐ ব্যক্তির কন্যা বলে বিবেচিত করে দেয়। পক্ষান্তরে, তার স্বামী যদি এক ক্ষৌরকার ব্যক্তি হয়, তবে উক্ত মহিলার পিতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ঐ মহিলা একবার করে যে, আমি অমুক ব্যক্তির মামলুকা দাসী। তবে তার মনিবের জন্য তার বিয়ে বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা যখীরাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যখন কোন মহিলা কোন গায়রে কুফু ব্যক্তিকে বিয়ে করার পর তার কি এই ইখতিয়ার আছে যে, নিজের অলীর অনুমতি নিয়ে নিজেকে স্বামীর অধীনে যাওয়া হতে বিরত রাখে? ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) ফতোয়া দিয়েছেন যে মহিলার এরূপ ইখতিয়রা আছে, যদিও ইহা জাহের রেওয়ায়েতের পরিপন্থী এবং বহুসংখ্যক মাশায়েখে কিরাম জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন যে, মহিলার এরূপ ইখতিয়ার নেই। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি কোন মহিলা নিজের জন্য মোহরে মেছেল হতে কম মোহর ধার্য করে কারও সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়, এতে তার উপর অলীর পক্ষ হতে আপত্তি আসে যে, স্বামী তার মোহরে মেছেল পূর্ণ করে দিবে, নতুবা তাকে আলগা করে দিবে। এতে স্বামী যদি তাকে দুখুলের আগে জুদা করে দেয়, তবে ঐ মহিলার নির্ধারিত মোহর মিলবে আর যদি বিচ্ছেদ করার পূবে উভয়ে মধ্য হতে কেউ মরে যায়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ঐরূপ হুকুম হবে এবং ছাহেবাইন বলেছেন যে, অলীর ঐভাবে আপত্তি করার কোন হক নেই। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

উল্লেখ্য যে, এভাবে বিচ্ছেদ করাবার হুকুম কাজীর দরবার ছাড়া আর কারও দিবার অধিকার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত কাজী পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের আদেশ প্রদান না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ের আহকাম যেমন তালাক, জেহার, ইলা এবং মীরাছ ইত্যাদি সর্বদা ছাবেত হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যদি বা হাকীম কোন মহিলার অলীকে এরূপ মজবুর করে যে, সে যেন মোহরে মেছেলের কম মোহরের বিনিময়ে ঐ মহিলাকে অমুক কুফু ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং উক্ত মহিলা তাতে রাজী হয়ে যায়, ফলে হাকীমের এই মজবুরি ও জবরদস্তি দূর হয়ে যায়, এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার অলীর জন্য মহিলার স্বামীর সাথে এই ব্যাপার নিয়ে দরবার করার অধিকার আছে যে, সে আওরতের মোহরে মেছেল পুরা আদায় করবে অথবা কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে। ছাহেবাইনের নিকট অলী এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না। এরূপ যদি মহিলাকেও মোহরে মেছেল অপেক্ষা কম মোহরের বিনিময়ে কারও সাথে বিয়েতে বাধ্য করা হয় এবং তার ফলে জবরদস্তি দূর হয়, তবে এক্ষেত্রে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট মহিলা এবং অলী উভয়ে মোহরের জন্য দরবার করার ইখতিয়ার থাকবে আর ছাহেবাইনের নিকট দরবার করার হক শুধু মহিলার থাকবে, অলীর থাকবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি কোন মহিলাকে এভাবে মজবুর করা হয় যে,সে যেন নিজের মোহরে মেছেলের বিনিময়ে নিজের কুফু ব্যক্তির সাথে বিয়ে করে, তবে এই অবস্থায় বিয়ে করার পর ঐ মহিলার কোনরূপ দরবার করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি ঐ মহিলাকে গায়রে কুফুর সাথে কিংবা মোহরে মেছেল হতে কম ধার্য করতঃ কারও সাথে বিবাহ

www.nagorikpathagar.org

করতে মজবুর করা হয়, তবে ঐ মহিলার জন্য খিয়ার হাছিল হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ের জন্য মজবুর করে, আর মহিলা তা কবুল করে নেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং মজবুর করানেওয়ালার উপর কোন অবস্থায় কোনমূল্য দেয়া হবে না। তারপর যদি দেখা যায় যে, মহিলার স্বামী তার কুফু এবং তার জন্য নির্ধারিত মোহর তার মোহরে মেছেল অপেক্ষা বেশি বা এর সমপরিমাণ, তবে আকদ জায়েয হবে। আর যদি নির্ধারিত মোহর মোহরে মেছেল অপেক্ষা কম হয় এবং মহিলা দাবী পেশ করে যে, আমার মোহরে মেছেল পুরা করে দেওয়া হোক। তখন তার স্বামীকে বলা যাবে যে, হয় তার মোহর পুরা করে দাও অথবা তাকে ছেড়ে দাও। তারপর যদি তার স্বামী মোহরে মেছেল পুরা করে দেয়, তবে তো উত্তম কথা, আর যদি তাকে ছেড়ে দেয়, তবে দেখা যাবে, যদি দুখুলের পূর্বে ছেড়ে দেয়, তবে ঐ ব্যক্তির উপর কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি স্বামী মহিলার সাথে জবরদস্তি দুখুল করে নেয়, তবে এই কাজকে স্বামীর জন্য স্ত্রীর মোহরে মেছেল পুরা আদায় করার স্বীকৃতিস্বরূপ ধরা যাবে, আর যদি স্বামী স্ত্রীর রেজামন্দিতে তার সাথে দুখুল করে থাকে মহিলাকে অলীর জন্য দরবার করার অধিকার থাকবে। কিন্তু ছাহেবাইনের নিকট অলীর অধিকার থাকবে না।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিয়েতে উকীল নিয়োগ করার মাসায়েল

বিয়ের জন্য উকীল নিয়োগ করা জায়েয আছে। যদিও তা সাক্ষীদের সামনে করা না হয়। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

এক মহিলা এক ব্যক্তিকে বলল যে, যার সাথে তোমার ইচ্ছা আমার বিয়ে দিয়ে দাও। তবে ঐ উকীল নিজের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিবার অধিকার রাখে না। ইহা তানজীস এবং মজীদের বিবরণ। এক পুরুষ মহিলাকে উকীল করল যে, আমায় বিয়ে করিয়ে দাও। তবে ঐ মহিলা উকীল নিজেকে নিজে তার বিয়েতে সোপর্দ করলে তা জায়েয হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যে, তুমি অমুক নির্দিষ্ট মহিলাকে এই পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে আমার সাথে বিয়ে করিয়ে দাও। তারপর উকীল উল্লিখিত মোহরের বিনিময়ে নিজের সাথে উক্ত মহিলাকে বিয়ে করিয়ে নিল। তবে উকীলের জন্য বিবাহ জায়েয হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। এক মহিলা এক ব্যক্তিকে এভাবে উকীল করল যে, তুমি আমার ব্যাপারে খরচ পত্র কর। তখন উকীল নিজে তাকে বিয়ে করে দিল। মহিলা বলল যে, আমার কথার অর্থ ছিল যে, আমার কেনা-কাটার ব্যাপারে তুমি কিছু খরচ করবে। তবে এই বিয়ে জায়েয হবে না। কারণ হল, যদি মহিলা তাকে নিজের বিয়ে করার জন্য উকীল করত, তবে তার নিজের সঙ্গে বিয়ে করিয়ে নিবার ইখতিয়ার ছিল না। এরূপ ছুরতে এবং বিশেষভাবে জায়েয হত না। তানজীস এবং মজীদের বিবরণ।

এক মহিলা এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল যে, তুমি তোমার নিজের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে নেও। তখন ঐ ব্যক্তি বলল যে, আমি অমুক মহিলাকে আমার নিজের বিবাহে নিলাম। তবে বিবাহ জায়েয হবে– যদিও ঐ মহিলা পুনঃ একথা না বলে যে, আমি কবুল করলাম। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে উকীল করল যে, আমার বিয়ে দিয়ে দাও। তখন উকীল নিজের ছোট কন্যা অথবা নিজের ভ্রাতার ছোট কনার সাথে বিবাহ করিয়ে দিল এবং সে তাদের অলীও বটে তবে ইহা জায়েয হবে না এবং এভাবে যে ব্যক্তি ঐরূপ ছগীলাহর অলী হবে তার হুকুম ছাড়া এর হুকুম এরূপ হবে।

আর যদি ঐ অলী নিজের বালেগা কন্যাকে কন্যার সম্মতিক্রম ঐ ব্যক্তির সাথে বিবাহ করাইয়া দেয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী বিয়ে জায়েয হবে না। হাঁ, যদি মুয়াক্কিল রাজী থাকে, তবে জায়েয হবে

এবং ছাহেবাইনের অভিমত অনুযায়ী জায়েয হবে। আর যদি ঐ উকীল নিজের বালেগা বোনকে তার অনুমতিক্রমে ঐ ব্যক্তির সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তা মতভেদ ছাড়াই জায়েয হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। মহিলার পক্ষ হতে যে ব্যক্তি বিয়ের উকীল হয়, সে যদি ঐ মহিলাকে নিজের পিতা বা পুত্রের সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী বিয়ে জায়েয হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি পুত্র নাবালেগ হয়, তবে মতভেদ ছাড়িয়ে তা জায়েয হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

কোন মহিলা কর্তৃক নিযুক্ত বিয়ের উকীল যদি কোন গায়রে কুফু ব্যক্তির সাথে উক্ত মহিলার বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, সর্বসম্মতিক্রমেই বিয়ে শুদ্ধ হবে না। ইহাই বিশুদ্ধ। আর যদি কুফু হয়, কিন্তু অন্ধ-লেংড়া বা নাবালেগ অথবা বোবা ধরনের হয়, তবে জায়েয হবে। আর এভাবে যদি খাশী হয় বা হিজরা হয়, তথাপি এই হুকুম হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কাকেও উকীল করে যে, আমার সঙ্গে কোন মহিলার বিয়ে করিয়ে দাও। তবে যদি উকীল কোন অন্ধ-লেংড়ি শ্বেত রোগাক্রান্ত, পাগল অথবা নাবালেগা চাই মোজামেআতের যোগ্য হো বা না হোক, আযাদ বা দাসী, যে কুফু নয়, চাই মুসলমান হোক, চাই কিতাবিয়াহ মহিলার সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট জায়িযে হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি উকীল নিজের বৃত্তিগত দাসীকে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তা সর্বসম্মতাভাবে জায়েয হবে না। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে।

আর যদি এমন রোগাক্রান্ত মহিলা যার মুখ হতে সর্বদা লালা নির্গত হয়, বা যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে বা বিশেষ রোগের কারণে যার শরীরের একদিক বাকা হয়ে গেছে। এরূপ কোন মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তাতেও জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে এবং এভাবে যদি উভয় হস্ত কর্তিত বা রোগাক্রান্ত হয়, তবে তদ্রূপ তার বিয়ে করিয়ে দিলে তাতে মতভেদ রয়েছে। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে।

উকীলকে বলা হল যে, আমাকে গৌড় বর্ণের অর্থাৎ সাদা বর্ণের মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দাও এবং সে কাল বর্ণের মহিলার সাথে বিবাহ দিল। অথবা যা বলা হল, তার বিপরীত করল, তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি কোন অন্ধ রমণীর সাথে বিবাহ করিয়ে দাও; কিন্তু সে কোন আযাদ রমণীর সাথে বিবাহ করিয়ে দিল। তবে জায়েয হবে না। যদি মুকাতিবা বা মুদাবিবরা বা উম্মে ওয়ালাদের সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে জায়েয হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি নিকাহে ফাসেদ করিয়ে দিবার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, আর সে জায়েয বিবাহ করিয়ে দেয়, তবে জায়েয হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি উকীলকে বলা হয় যে, কোন মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে, উকীল এমন মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দিল যে, যাকে মুয়াক্কিল তালেকা করে রেখেছে। তবে বিয়ে জায়েয হবে এবং তালাক হয়ে যাবে ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। উকীল করা হয়েছে যে, কোন মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে। উকীল এমন মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দিল যে, যাকে মুয়াক্কিল উকীল নিয়োগ করার আগে বায়েনাহ করে রেখেছে। তবে বিবাহ জায়েয হবে, তবে শর্ত এই যে, যদি না মুয়াক্কিল উকীলের কাছে ঐ মহিলার বদ স্বভাব কিংবা অন্য কোনরূপ দোষের কথা উল্লেখ করে থাকে। আর যদি এমন মহিলাকে বিয়ে করিয়ে দেয়, যাকে মুয়াক্কিল উকীল বানাবার পর বিচ্ছেদ করে দিয়েছে, তবে জায়েয হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবু ওকালার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল বানিয়ে বলে যে, কোন মহিলার সাথে আমার বিয়ে করিয়ে দাও। আর যখন তুমি ইহা করবে, ঐ মহিলার নিজ তালাক সংক্রান্ত ইখতিয়ার তার হাতে থাকবে। অতঃপর উকীল এক মহিলাকে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দিল কিন্তু তার নিকট এই শর্তের কথা উল্লেখ করল না। তবে তালাক সংক্রান্ত ইখতিয়ার ঐ স্ত্রীর জন্য হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, আমার

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গে কোন মহিলার বিয়ে করিয়ে দাও এবং তার জন্য শর্ত করে দেয় যে, যখন আমি তাকে বিয়ে করে নিব, তার তালাক সংক্রান্ত ব্যাপারে তার হাতে থাকবে। অতঃপর উকীল মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দিল। তবে মহিলার ইখতিয়ারে তালাক সংক্রান্ত ব্যাপার থাকবে না, যদি না ঐ উকীল তার জন্য বিয়ের ঐ শর্ত উল্লেখ করে। আর যদি কোন মহিলা কাকেও উকীল করে দেয় যে, কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিবে। উকীল স্বামীর নিকট শর্ত করে দিল যে, তখন সে তাকে নিজের বিয়েতে আনবে, তখন তালাকের ব্যাপারে ঐ মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। তারপর উকীল এর সাথে বিয়ে করিয়ে দিল। বিয়ে জায়েয হবে এবং বিয়ের সময়ে তালাকের ব্যাপার মহিলার ইখতিয়ারে হয়ে যাবে।

মুয়াক্কিলের সঙ্গে এমন মহিলার বিয়ে করিয়ে দিল, যার সাথে মুয়াক্কিল ইলা করেছিল অথবা সে ঐ মুয়াক্কিলের তালাকের ইদ্দতের মধ্যে ছিল। তবে উকীলের বিয়ে করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে। আর যদি এমন মহিলার সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, যে অন্যের বিয়ে বা ইদ্দতের মধ্যে আছে। চাই উকীল এই ঘটনা জানুক অথবা না জানুক; এবং মুয়াক্কিল ঐ মহিলার সাথে দুখুল করে নেয় এবং অবস্থা এই যে, প্রকৃত ঘটনা তার জানার বাইরে। তবে স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে এবং মুয়াক্কিলের উপর নির্ধারিত মোহর এবং মোহরে মেছেল এই দুইয়ের মধ্যে কম পরিমাণেরটা ওয়াজিব হবে এবং মুয়াক্কিল ঐ মাল উকীলের নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে না।

এভাবে যদি মুয়াক্কিলের স্ত্রীর মাতার সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তা তা হলেও পূর্বোক্ত হুকুম হবে। যদি কাকেও উকীল করা হয় যে, হিন্দাকে অথবা ছালমাকে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে তবে উভয়ের মধ্যে যার সাথে-ই বিয়ে করিয়ে দিবে, জায়েয হবে এবং এভাবে মুর্খতার কারণে উকীল নিয়োগ করা বাতিল হবে না। আর যদি উভয়কে একই আকদে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারও বিয়ে জায়েয হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তিকে উকীল করা হল যে, এক আওরাতের সঙ্গে তার বিবাহ করিে দিবে। সে'দুই মহিলাকে একই আকদে বিয়ে করিয়ে দিল। তবে উভয়ের মধ্যে কেউ মুয়াক্কিলের যিম্মায় আবশ্যক হবে না এবং ইহাই শুদ্ধ। ইহা শরহে জামে' ছগীরের মধ্যে উল্লেখ আছে। তারপর যদি মুয়াক্কিল উভয়ের বি বাহ অথাব একজনের বিবাহ জায়েয রাখে, তবে তাই কার্যকর হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি সে দুই আকদে দুজনের সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে প্রথম বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয় বিবাহ মুয়াক্কিলের অনুমতির উপর নির্ভর করবে। ইহা শরহে হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কাউকেও উকীল করে বলা হয় যে, অমুক নির্দিষ্ট মহিলার সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিবে। উকীল সেই নির্দিষ্ট মহিলা এবং তার সঙ্গে অন্য এক মহিলা এই দুজনের সাথে বিবাহ করিয়ে দেয়, তবে মুয়াক্কিলের জন্য উক্ত নির্দিষ্ট আওরত লাযেম হবে। আর যদি এক ব্যক্তিকে উকীল করা হয় যে, দুই মহিলাকে এক আকদে বিয়ে করিয়ে দিবে। উকীল এক মহিলাকে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে ইহা জায়েয হবে এভাবে যদি কাউকেও উকীল করা হয় যে, ঐ দুই মহিলাকে এক আকদে করিয়ে দিবে। উকীল ঐ দুজনের মধ্যে এক মহিলাকে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে জায়েয হবে।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোহরের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

মোহরের পরিমাণ এবং কি জিনিস মোহর হতে পারে কি মোহর হতে পারে না এর মাসায়েল

মোহরের নিম্নতম পরিমাণ দশ দিরহাম, চাই ইহা মোহরযুক্ত মুদ্রা হোক অথবা না হোক যেমন দশ দিরহাম ওজনের শুধু রৌপ্যের উপরে মোহর জায়েয হয়। যদিও ঐ পরিমাণ চান্দির মুল্য দশ দিরহামের তুলনায় কম হয়। ইহা তাবিরীনে বর্ণিত আছে। আর দিরহাম ছাড়া যে সব জিনিস তার আকদের সময়ের মূল্য ধরে মুদ্রার বদল বা কায়েম মাকাম করে নিবে। যেমন, কাপড়, কয়া বা কোন ওজনি বস্তুর উপর যদি বিবাহ করা হয়, তবে আকদের সময় এর মুল্য দশ দিরহাম হলে বিবাহ জায়েয হয়– যদও ইহা হস্তগত করার দিন মূল্য দশ দিরহাম হতে কিছুটা কমে যায়। তাতে মহিলার বিয়ে প্রত্যাখ্যানের কোন ইখতিয়ার থাকে না। আর যদি এর বিপরীত হয়, যেমন আকদের সময় মূল্য দশ দিরহামের কিছু কম থাকে এবং হস্তগত করার সময় দাম বেড়ে তা দশ দিরহাম-ই হয়ে যায়, তবে আকদের সময় যে পরিমাণ কমছিল, ইহা মহিলাকে দিয়ে দিতে হবে। এটি নাহরুল ফায়েকের বিবরণ। যদি কাপড়ের কোন অংশে কোন রকম লোকসান হয়ে যাওয়ায় হস্তগত করার আগে এর দামে লোকসান এসে যায়, তবে মহিলার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা হলে সে ঐ কাপড়ও নিতে পারে অথবা এর মূল্য দশ দিরহামও নিতে পারে। এটি মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকটি মূল্যবান সম্পদ মোহর হতে পারে এবং কোনকিছু দ্বারা ফায়েদা বা উপকারও মোহর হতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, যদি স্বামী স্বাধীন ব্যক্তি হয় এবং যে মহিলাকে মুনাফার উপরে বিয়ে করে, এভাবে যে, সে বলে, আমি তোমার খিদমত করব। তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট মোহরে মেছেলের হুকুম দেওয়া যাবে এবং বিয়ে জায়েয হবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। আর যদি মহিলাকে নিজেকে ছাড়া অন্য কোন স্বাধীন ব্যক্তির খিদমতের উপর বিয়ে করে এবং সেই অপর ব্যক্তির অনুমতিক্রমে তা না হয়, তবে তার সেই খিদমতের মূল দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি সেই অপর ব্যক্তির অনুমতিক্রমে হয় এবং কোন এমন নির্দিষ্ট খিদমত হয়, যা দিয়ে পর্দা রক্ষিত হয় না এবং ফেতনার ভয় থাকে, তবে তার নিষেধ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি ঐ ধরনের খিদমত না হয়, তবে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি খিদমত অনির্দিষ্ট হয় এবং সেই অনুল্লিখিত মুনাফার উপরে বিয়ে করা হয়, এমন কি ঐ মহিলাই ঐ গায়রে মাযকুরাহ হতে খিদমত গ্রহণে র যোগ্য হয়ে থাকে, তবে দেখতে হবে যদি ঐ আরও এরূপ খিদমত গ্রহণ করা শুরু করে দেয়, যার ছুরত প্রথম উল্লিখিত অবস্থার মতো, তবে তার হুকুম হবে প্রথমোল্লিখিত হুকুমের মতো আর যদি এর ছুরত পরে উল্লিখিত ছুরতের মতো হয়, তবে তার হুকুমও পরে উল্লিখিত হুকুমের অনুরূপ হবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

আর যদি পুরুষ নিজের গোলাম অথবা দাসীর খিদমতের বিনিময়ে বিয়ে করে, তবে জায়েয হবে। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

আর যদ স্বামী গোলাম হয়, তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর খিদমত করা জায়েয হবে। ইহা সর্বসম্মত মত। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কেউ কোন মহিলাকে এই মোহরের উপর বিয়ে করে যে, তাকে কোরআন পাঠের তালীম দিবে। তবে ঐ মহিলার মোহরে মেছেলে মিলবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন মহিলাকে এই মোহরের উপর বিয়ে করে যে, নিজের অন্য স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে, অথবা বলে যে, তোমাকে আমি হজ্জ্ব করাব তবে ঐ মহিলার মোহরে মেছেল মিলবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া ।

এক ব্যক্তি কোন এক মহিলার নিকট তার ক্রয়কৃত কোন বস্তুর মূল্য বাবত এক হাজার দিহরাম পাওনা আছে অতঃপর ঐ ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে এরূপ মোহরের উপর বিয়ে করল যে, ঐ দিরহাম চাওয়ার ব্যাপারে তোমাকে কিছু সময় দিব। তবে এই সময় প্রদান বাতিল হবে, বিয়ে জায়েয হবে এবং মোহরে মেছেল ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম করজ টাকার উপর বিয়ে করে, যে টাকা এক বছর পর দিবার ওয়াদাহ আছে, তবে মহিলা তাতে রাজী হয়ে গেলে বিয়ে জায়েয হবে। তবে মহিলার অধিকার হবে যে, সে ঐ মোহরের দিরহাম করজদারের নিকট চাইতে পারবে অথবা তা স্বামীর নিকট চাইতে পারবে। স্বামীর নিকট চাওয়ার ইচ্ছে করলে এক বছর অতীত হবার পর চাইতে হবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি কোন নির্দিষ্ট গোলামের দিকে ইশারা করে বিয়ে করে, অথচ সে গোলামের মনিব অন্য কোন ব্যক্তি, অথবা কোন ঘরের দিকে ইশারা করে বিয়ে করে, অথচ সে ঘরের মালিক অন্য কোন ব্যক্তি, তবে বিয়ে জায়েয হবে এবং মোহরের নামোল্লেখ করা শুদ্ধ হবে। তারপর যদি দেখা যায়, গোলামের অথবা ঘরের মালিক তা মোহর ধার্য করায় অনুমতি দিয়েছে, তবে মহিলার ঠিক ঐ বস্তুই মিলবে, যার নামোল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি গোলামের বা ঘরের মালিক অনুমতি না দেয়, তবে বিয়ে বাতিল হবে না; ঐরূপ নামোল্লেখ করাও বাতিল হবে না। এমন কি মোহরে মেছেলও ওয়াজিব হবে না; এবং ঐ মোহরে মুছাম্মার মূল্য ওয়াজিব হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি বিয়েতে এমন বস্তু ধার্য করা হয়, যা বর্তমানে অনুপস্থিত, যেম এই বছর তার খেজুর গাছে যে ফল উৎপন্ন হবে অথবা এই বছর তার যমিনে যে ফসল উৎপন্ন হবে অথবা এ বছর তার গোলাম যা কামাই করবে তাই মোহর দেওয়া হবে। তবে ইহা বিশুদ্ধ হবে না এবং ঐ মহিলার মোহরে মেছেল মিলবে। আর যদি এরূপ বলা হয় যে, যা কিছু তার বকরীর পেটে আছে বা যা তার দাসীর পেটে আছে, তাই মোহর দেওয়া হবে, তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে কিন্তু মোহরের বস্তুর নামোল্লেখ শুদ্ধ হয়নি। মহিলার মোহরে মেছেল মিলবে । ইহা মুহীতের বিবরণ।
আমাদের মাশায়েখেগণ বলেছেন যে, বদল বিবাহ শুদ্ধ হয়ে থাকে বদল বিয়ের অর্থ এই যে, যেমন যায়েদ নিজের কন্যার বিয়ে আমরের সাথে এই শর্তের উপর দিল যে, আমর নিজের বোন অথবা মাতার বিয়ে যায়েদের সাথে দিবে, এভাবে যে, এক মহিলার গুপ্তাঙ্গ অন্য মহিলার মোহর হবে। ইহা জাওয়ারাতুননাইয়্যারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগ

যে কাজের দ্বারা মোহর ও মোতা' পাকাপোক্ত হয়ে যায় এর মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, তিনটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া গেলেই মোহর পাকা হয়ে যায়। এর একটি দুখল, দ্বিতীয়টি খেলওয়াতে ছহীহা এবং তৃতীয়টি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোন একজনের মারা যাওয়া। এই তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি পাওয়া গেলেই মোহরের জন্য তাকীদ করা যায়। চাই মোহরে মুছাম্মা নির্ধারিত মোহর হোক বা মোহরে মেছেল হোক। ঐ তিন বস্তুর কোন এক বস্তু পাওয়া যাওয়ার পরে মোহর হতে কোন কিছুই আর সাকেত হয় না। হ্যাঁ, যে হকদার সে যদি দাবী ছেড়ে দেয়, তবে আলাদা ব্যাপার। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন মহিলাকে বিয়ে করা হয়, কিন্তু তার মোহরের বিষয় উল্লেখ করা না হয়, অথবা এভাবে শর্ত করা হয় যে, তার কোন মোহর লাগবে না। তবে সেই মহিলার জন্য মোহরে মেছেল মিলবে। শর্ত এই যে, যদি তার সাথে দুখুল করা হয অথবা স্বামী মরে যায় অথবা স্বয়ং মহিলা মরে যায়। আর যদি দুখুল এবং খেলওয়াতে ছহীহার আগে তালাক দেওয়া হয়,

www.nagorikpathagar.org

তবে মহিলার মোতা' মিলবে। আর যদি আকদের পরে কাজী তার জন্য কিছু মোহর' ধার্য করে দেয়, অথবা স্বামী নির্ধারিত করে, তবে তাকীদী ছুরতের ন্যায় এই ছুরত মোহরে মেছেলের তাকীদী ছুরত হয়ে যায়; এবং এই ছুরতে দুখুলের পূর্বে তালাক দিলে মোতা' ওয়াজিব হবে। নির্ধারিত মোহরে অর্ধেক ওয়াজিব হবে না। ইহা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

মোতা'ও স্বামীর উপর তখনই ওয়াজিব হয়, যখন মহিলা কার্যক্রমে দ্বারা প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা ইলা করে আলাদা করে দেয়, অথবা লেআন করে। অথবা নপুংকত্ব প্রকাশ পায় অথবা ইসলাম হতে বের হয়ে মোরতাদ হয়ে যায় অথবা স্ত্রী মাতা বা কন্যাকে আসক্তির সাথে চুমু খায় এবং এই ধরনের অন্যান্য কাজ করে, আর যদি মহিলার পক্ষ হতে বিচ্ছেদ পয়দা হয়, তবে মোতা' ওয়াজিব হয় না। আর যদি মনিব সেই দাসীকে কোন অন্য লোকের কাছে বিক্রয় করে এবং তার নিকট হতে স্বামী কিনে, তবে মোতা' ওয়াজিব হবে। আর যে সমস্ত ছুরতে মোহরে মুছাম্মা না হওয়ার কারণে মোতা'ও ওয়াজিব হয় না। তবে মোহরে মুছাম্মা হওয়ার কারণে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ। আর যে সকল ছুরতে আকদের প্রেক্ষিতে মোহরে মেছেল ওয়াজিব হয়, যদি দুখুলের পূর্বে তালাক হয়ে যায় তবে শুধু মোতা' ওয়াজিব হবে। ইহা তাহযীবের বিবরণ।

উল্লেখ্য যে, এখানে মোতা' দ্বারা মোতা'য়ে শিরা অর্থ নয়; বরং যার হুকুম মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে প্রদান করেছেন, অর্থাৎ তিন কাপড়-জামা, চাদর এবং মোতা'নাআ এবং এই কাপড় মধ্যম রকমের হবে, খুব বেশি উঁচুমানের নয় এবং একেবারে নিম্নমানেরও নয়। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর এর প্রচলন ইমামদের যামানায় ছির। এখন আমাদের প্রচলন অনুসারে হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। আর যদি মহিলাকে কাপড়ের মুল্য বাবত দিরহাম এবং দীনার দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণ করার জন্য মজবুত করা যাবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। কিন্তু জেনে রাখবে যে, অর্ধেক মোহর অপেক্ষা মূল্য বাড়ানো আবশ্যক নয়; এবং পাঁচ দিরহাম হতে কম হবে না। ইহা কাফীর বিবরণ। কাপড়ের লেহাজ করার ব্যাপারে মহিলার অবস্থা দেখে নিতে হবে। কেননা এই কাপড় হল মোহরে মেছেলের কায়েম মুকাম। ইহা হযরত ইমাম কুফী (রহ) এর অভিমত। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আদনা দরজার মহিলাকে অল্প মূল্যের, মধ্যম দরজার মহিলা হলে মাঝারি মূল্যের এবং উচ্চ পর্যায়ের মহিলা হলে বেশি মূল্যের কাপড় দিবে; এবং ইহাই শুদ্ধতর, আর ছহীহ এই যে, পুরুষের অবস্থারও বিবেচনা করবে। ইহা হেদায়াত এবং কাফীতে উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলিছেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের অবস্থাই বিবেচনা করতে হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে মহিলার স্বামী মরে গিয়েছে, তার জন্য মোতা' হবে না। যাই তার আকদের মধ্যে মোহর ধার্য করা হোক বা মোহরের কথা উল্লেখ না করা হোক এবং চাই তার সাথে দুখুল করা হকে বা না করা হোক। এভাবে নেকায় ফাসেদ– যাতে মহিলার সাথে দুখুলের আগে বা খেলাওয়াতে ছহীহার আগে এমতাবস্থায় যে, স্বামী মহিলার সাথে দুখুল করার মুনকের হয়। তবে কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিলে মোতা' ওয়াজিব হবে না। মোতা' ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে গোলাম আযাদের অনুরূপ। তবে শর্ত এই যে, যদি গোলাম মনের অনুমতিক্রমে বিয়ে করে থাকে। ইহা মুহীতের বিবরণ। আমাদের নিকট মোতা' তিন প্রকার, প্রথম, মোতা' ওয়াজিবাহ এবং উহা এই প্রকার মহিলার জন্য হয়, যাকে দুখুলের আগে তালাক দেওয়া হয়েছে এবং আকদের কালে তার জন্য মোহরে মুছাম্মা ধার্য করা হয়নি।

দ্বিতীয়ঃ মোতা' মুস্তাহাব্বাহ এবং উহা এই প্রকার মহিলার উভয় এমন নির্জন নিরিবিলি কক্ষে একত্র হয় যে, যেখানে দৈহিকভাবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বা মানসিকভাবে অতী করায় কোন বাধা থাকে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত

www.nagorikpathagar.org

আছে। খেলয়াতে ফাসেদাহ একে বলা হয় যে, প্রকৃত অতী করার মত সামর্থ থাকে না। যেমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অতী করা সম্ভব হয় না। রোগাক্রান্ত চাই পুরুষ বা মহিলা হোক, হুকুম একই; এবং ইহাই ছহীহ। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, রোগ দ্বারা মুরাদ হল যে, রোগের কারণে মোজামেআত করার সামর্থ থাকে না, অথবা মোজামেআত করলে বেশি ক্ষতির ভয় থাকে।

যদি পুরুষ নিজের স্ত্রীর সাথে খেলাওয়াত করে, এমতাবস্থায় যে, উভয়ের মধ্যে একজন ফরজ হজ্বের এবং অন্যজন নফল হজ্বের এহরাম অবস্থায় হয় অথবা ফরজ রোযা বা ফরজ নামাযের মধ্যে হয়, তবে তাহা খেলায়াতে ছহীহ হবে না। তি্তু কাজা রোযা, মানতের রোযা এবং কাফফারার রোযার ব্যাপারে দুই রেওয়ায়েত আছে। বিশুদ্ধতর এই যে, এসব রোযা খেলাওয়াতের ছহীহার প্রতিবন্ধক নয়। নফল রোযাও হাজের রাওয়ায়েত অনুযায়ী নয়। নফল নামাযও প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু হায়েজ ও নেফাস প্রতিবন্ধক বটে। আর যদি ঐ দুজনের সাথে অন্য কেউ সেখানে শায়িত থাকে, যদিও অন্ধ হয়, তবে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না। আর যদি কোন নাবালেগ অবুঝ শিশু থাকে বা কোন সম্পূর্ণ বেহুশ ব্যক্তি থাকে, তবে খেলাওয়াতে ছহীহার প্রতিবন্ধক হবে না। যদি কোন নাবালেগ সমজদার থাকে, যারা তাদের ক্রিয়াকলাপ অন্যের কাছে বলতে পারে বা যদি কোন বধির বা বোবা থাকে, তবে তাতেও খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। পাগল এবং মাতাল অথাৎ অর্ধপাগল, যদি এরা বুঝতে পারে, তবে খেলাওয়াতে ছহীহ হবে না। আর বুঝতে না পারলে হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি উভয়ের সাথে মহিলা দাসী থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। ফতোয়া এর উপর যে, খেলাওয়াতে ছহীহ হবে। ইহা জাওয়হারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে আছে। আর যদি স্বামীর দাসী থাকে, তবে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে। ইহা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) প্রথম দিকে বলেছিলেন যে, যদি খেলাওয়াতের মধ্যে উভয়ের সাথে স্বামীর দাসী থাকে, তবে খেলওয়াতে ছহীহ হবে, কিন্তু মহিলার দাসী থাকলে হবে না। পরে এমত হতে ফিরে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, কোন অবস্থাতেই খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না; এবং হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এরও এই অভিমত। ইহা মুহীত, যখীরাহ এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর যদি উভয়ের সঙ্গে স্বামীর অন্য কোন স্ত্রী থাকে, তবে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না। যদি মহিলা তার স্বামীর নিকট উপস্থিত হয় এমন মালুম হোক, কি না হোক। এই হুকুম হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর উক্ত অভিমতের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে যে, তার অভিমত এই যে, জাগ্রহ ও ঘুমন্ত অবস্থায় হুকুম একই। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে।

মহিলার স্বামীর নিকট গেল, স্বামী একাই ছিল, কিন্তু সে স্ত্রীকে চিনতে পারল না। স্ত্রী এক ঘণ্টার মত বসে থেকে চলে গেল; অথবা স্বামী একাকিনী অবস্থানরত স্ত্রীর নিকট গেল কিন্তু সে স্ত্রীকে চিনতে পারল না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না চিনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খেলওয়াতে ছহীহা হবে না। এই মত্ ফকীহ আবুল্লাইছ গ্রহণ করেছেন। ইহা মুহীতেবর্ণিত আছে।

যদি স্বামী দাবী করে যে, আমি মহিলাকে চিনতে পারিনি। তবে তার কথা বিশ্বাস করা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি মহিলা পুরুষকে না চিনে কিন্তু পরুষ মহিলাকে চিনতে পারে যে, এ সেই মহিলা , যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে, তবে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এমন নাবালেগ বালকের সাথে খেলাওয়াত করা, যে বালক জেমা' করতে না পারে এবং এমন নাবালেগাহ বালিকার সাথে খেলাওয়াত করা, যার সাথে জেমা করা যায় না, তবে খেলওয়াতে ছহীহা হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি কাফির পুরুষ মুসলমান হয়ে যায় এবং তার সাফেরাহ স্ত্রী কাফিরাহ-ই থাকে, তবে এদের উভয়ের খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। ইহা ছাড়া খেলাওয়াতে ছহীহা হওয়া ও না হওয়ার আরও কিছু কারণ আছে। যেমন খেলাওয়াতে ছহীহার জন্য কক্ষটি এমন হওয়া চাই যে, পুরুষ ও মহিলা এক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে যে, কেউ বের হতে সংবাদ না দিয়ে ভিতরে ঢুকবে না। ইহা জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে।

মুক্ত প্রান্তরে নিকটে বা কাছে ধারে কেউ না থাকলেও খেলাওয়াতে ছাহীহা হবে না। যদি এমন ছাদের উপর হয় যে, এর চার পার্শ্বে পরদা না থাকে, অথবা বেশি পাতলা পরদা থাকে বা এমন ছোট পরদা থাকে যে, কেউ দাঁড়ালে তাদের উপর নজর পড়তে পারে, তবে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। মসজিদ এবং হাম্মামে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না। যদি মহিলাকে বাহনে চড়িয়ে গ্রামের দিকে বা দুই এক মাইল দূরবর্তী কোন স্থানের দিকে নিয়ে যায় এবং কিছুদূর যাওয়ার পরে রাস্তায় মোড় নিয়ে সেই পথে যায়, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী খেলাওয়াতে ছহীহা হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। জঙ্গলের ভিতরে খিমার মধ্যে উভয় নিরিবিলি বসলে খেলাওয়াতে ছহীহ হবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

কোন চতুর্দিকে দেওয়াল বিশিষ্ট ঘরে অবস্থান করলে কিন্তু তাতে দরজা না থাকলে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না আর যদি দরজা থাকে ও তা বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে ছাদহীন চার দেওয়ালবিশিষ্ট কোঠায় এবং চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত আঙ্গুরের বাগানে স্বামী একা স্ত্রীকে সঙ্গে রাখলে জাহের রেওয়ায়েত মতে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। তবে শর্ত হল, আঙ্গুরের বাগানের প্রাচীরের দরজা বন্ধ থাকা চাই। এক গৃহের মধ্যে স্ত্রী এবং অন্য মহিলাদের অবস্থানস্থলের মধ্যখানে পর্দা ঝুলানো থাকলে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে। মুনাতকার মধ্যে আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, যদি পর্দা খুব বেশি পাতলা হয় এবং এত নীচু হয় যে, কেউ মাথা জাগালে তার দৃষ্টি পড়ে যায়। তবে খেলাওয়াতে ছহীহা হবে না। ইহা খোলাছায় উল্লেখ আছে।

উল্লেখ্য যে খেলাওয়াতে ছাহীহা হোক বা ফাসেদা হোক এস্তেহাছান ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কেননা এরূপ ধারণা অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, হয়ত বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছে। শায়খে কুদুরী (রহ) বলেছেন যে, খেলাওয়াতে ছহীহার প্রতিবন্ধক যদি কোন শরয়ী বিষয় হয়, তবে ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রতিবন্ধক প্রকৃত রূপের হয় যেমন অসুখ বা কম বয়স, তবে ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। আমাদের আছহাবগণ কোন কোন হুকুমে খেলাওয়াতে ছহীহাকে অতীর স্থানীয় সাব্যস্ত করেছেন ।

মোহরে মেছেলের অর্থ হল, একই ধরনের অন্যান্য মহিলার যে মোহর হয়ে থাকে। একই ধরণ বা একই বরাবর তালাস করতে গিয়ে ঐ মহিলার পিতৃকুলের কোন মহিলা বের করতে হবে, যে বয়স, সৌন্দর্য, কৌমার্য, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ধর্ম পরায়ণতা প্রভৃতি দিক হতে সম্পূর্ণ একই বরাবর হবে। তা ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি দিক দিয়েও উভয়ের এক সমান হওয়া শর্ত। সন্তান প্রসব হওয়া না হওয়া বিষয়টিও শর্তের মধ্যে শামিল। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আর বয়স এবং সৌন্দর্যের বিষয়টি বিবেচ্য হবে আকদকালীন সময়ের। ইহা মুহীতের বিবরণ।

মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, স্বামীর দিকের অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ মহিলাটির স্বামীর ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা ঐরূপ হতে হবে, মহিলাটির অনুরুপ মহিলার স্বামীর যেরূপ ধন-সম্পদ মান-মর্যাদা থাকে। উভয়ের মধ্যে বরাবর হলে পুরাপুরিভাবে সমতা ও সামঞ্জস্য পাওয়া গেল । ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

ঐ মহিলা পিতৃকুলের হতে হবে, এর অর্থ হাকীকী পিতার নিজের ফুফী হতে হবে অথবা নিজের বোন বা চাচাত বোন হতে হবে। কিন্তু নিজের মাতার মোহরের উপর কিয়াস করে নিজের মোহর নির্ধারণ করা যাবে না। হ্যাঁ, তবে যদি

মহিলার মাতা তার পিতৃকুলের মহিলা হয়, তবে তার মোহরের উপর কিয়াস করা যাবে। যেমন তার মাতা তার পিতার চাচাত বোন হয়। আর যদি তার পিতৃকুলে এমন মহিলা না পাওয়া যায়, যা দ্বারা ইহা নির্ধারণ করে নিবে। ইহা তাবিয়ীনের বর্ণিত আছে।

মোহরে মেছেল সম্পর্কিত খবরের সত্যতা প্রমাণের জন্য দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। সাক্ষীদের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়াও শর্ত। যদি ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী না পাওয়া যায়, তবে কসমের সাথে স্বামীর বাক্য গ্রহণ করা হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কোন মহিলা তার মায়ের মোহরের পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করে, তবে জায়েয হবে এবং যখীরায় লিখেছে যে, ইহা ছহীহ হবে।

তৃতীয় ভাগ

মোহরের বিস্তারিত বিবরণ

যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম এবং স্বামীর অন্য কোন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এই মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করা হয়, তবে আকদের দ্বারা অমুক সেই স্ত্রীর প্রতি তালাক পড়বে। ইহা মুহীতের বিবরণ এবং ঐ মহিলার জন্য শুধু নির্ধারিত মোহর মিলবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি হাজার দিরহাম মোহরের উপর বিয়ে করত এবং এই শর্ত করত যে, অমুক স্ত্রীকে তালাক দিবে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তালাক না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। তারপর তালাক দিবার শর্ত লাগিয়ে যদি তালাক না দেয়, তবে যে মহিলাকে বিয়ে করেছে, তার জন্য তার পুরা মোহরের মেছেল মিলবে। এভাবে যদি কোন মহিলাকে হাজার দিরহাম এবং এই শর্তের উপর বিয়ে করে যে, তাকে হাদিয়া দিবে। বিয়ে করার পর যদি শর্ত পুরা না করে, তবে তার হুকুমও ঐরূপ হবে। এভাবে প্রত্যেকটি শর্তের ক্ষেত্রে যাতে মহিলার কোন ফায়দাহ হতে পারে স্বামী সে শর্ত পুরা না করলে ঐ একই হুকুম হবে। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে।

তবে ইহা ঐ ছুরতে, যখন মহিলার মোহরে মেছেলের মোহরে মুছাম্মা হতে বেশি হয়। আর যদি মোহরের মুছাম্মা মোহরে মেছেলের সমান হয় বা তদপেক্ষা বেশি হয়, তবে স্বামী ওয়াদাহ পুরা না করলে মহিলার শুধু মোহরে মুছাম্মা মিলবে। আর যদি শর্ত পুরা করে, তথাপি মোহরে মুছাম্মা মিলবে। যদি মুসলমান ব্যক্তি কোন মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করে তাতে দুইটি শর্ত আরোপ করে, যার একটি হালাল এবং অপরটি হারাম। যেমন ছাহীহ মোহরের সাথে চার বোতল শরাব নির্ধারণ করে, তবে সেই মহিলার মোহর ঐ পরিমাণই ছহীহ মোহর, যে পরিমাণ উল্লেখ করেছে। তবে শর্ত এই যে, যদি দশ দিরহাম বা তদপেক্ষা বেশি মোহর উল্লেখ করে থাকে, আর হারাম যা উল্লেখ করেছে, তা বাতিল হবে। আর ঐ মহিলা পুরা মোহর পাবে না। কারণ হল, শরাবের মধ্যে কোন মুসলমানের জন্য ফায়েদাহর কোন কিছু নাই। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

চতুর্থ ভাগ

মোহর উল্লেখের মধ্যে শর্তারোপের মাসয়ালা

কেউ হাজার দিরহামের উপর বিয়ে করল এবং বিয়ের মোহর স্ত্রীর যিম্মায় এক নির্দিষ্ট কাপড় দেওয়ার শর্ত করল। তবে হাজার দিরহাম ঐ স্ত্রীর মোহরে মেছেলে এবং উক্ত কাপড়ের মুল্যের উপর বিভক্ত হবে। যে পরিমাণ কাপড়ের অংশের উপরে পড়ে, তা এর মূল্য হবে এবং যা গুপ্তাঙ্গের বদলে আসবে তা মহিলার মোহর হবে। ইহা এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি এই শর্তে কোন মহিলাকে বিয়ে করে যে, যদি উল্লিখিত ব্যক্তির কোন স্ত্রী না থাকে, তবে এক হাজার মোহর আর যদি স্ত্রী থাকে, তবে দুই হাজার মোহর। অথবা এক হাজার মোহর, যদি মহিলাকে শহরে বাইরে না নেওয়া হয়, আর দুই হাজার মোহর, যদি বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। অথবা এক হাজার দিরহাম, যদি মহিলা মাওলাত অর্থাৎ গায়রে কওমের হয় এবং দুই হাজার দিরহাম, যদি মহিলা আরব কওমের হয়। অথবা এই ধরনের অন্যান্য শর্ত করে, তবে বিবাহ নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। বাকি থাকে মোহরের বিষয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম শর্ত বিনা মতভেদে জায়েয হবে না। তবে স্বামী যদি শর্ত পূরণ করে, তবে মহিলার জন্য উল্লিখিত শর্তানুযায়ী সবটাই মিলবে। আর যদি শর্ত পূরণ না করে, তবে যদি বিপরীত হয় অথবা শর্তের খেলাফ কাজ করে, তবে মহিলার জন্য মোহরে মেছেল মিলবে। তবে মোহরে মুছাম্মার কম পরিমাণ হতে কম করা যাবে না এবং এর বেশি পরিমাণ হতে বাড়ানোও যাবে না এবং ইহা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অভিমত। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলিছেন যে, উভয় শর্ত জায়েয হবে। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

আর যদি এই শর্তের উপর বিয়ে করে যে, যদি মহিলা সুন্দরী হয়, তবে এই হাজার এবং যদি বদ ছুরত হয়, তবে দুই হাজার, তা ছহীহ হবে; এবং উভয় শর্ত জায়েয হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

আর যদি মোহরে মেছেল হতে বেশি দিবার উপরে এই শর্তে বিবাহ করে যে, মহিলা বাকেরাহ হওয়া চাই। তারপর যদি ছাইয়্যেবাহ দেখা যায়, তবে ঐ বেশি দেওয়া ওয়াজিব হবে না। ইহা কানিয়াহের মধ্যে উল্লেখ আছে।

এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে এই শর্তে বিবাহ করল যে, সে বাকেরাহ এবং তার সাথে দুখুল করল এবং তাকে গায়রে বাকেরাহ পেল। তবে পুরা মোহর ওয়াজিব হবে। ইহা তানজীস এবং মজীদে উল্লেখ আছে।

যদি কোন মহিলাকে এই হাজার দিরহাম নগদ অথবা হাজার দিরহাম এক বছরের মধ্যে দিবার শর্তে বিয়ে করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট তাকে মোহরে মেছেল দিবার হুকুম দেওয়া যাবে। তবে যদি তার মোহরে মেছেল এক হাজার দিরহাম বা তার বেশি হয়, তবে তার এর হাজার দিরহাম নগদ মিলবে। আর যদি কম হয়, তবে এক হাজার দিরহাম এক বছরের মধ্যে দেওয়া হুকুম দেওয়া যাবে। আর যদি কোন মহিলাকে এক হাজার দিরহাম নগদ অথবা দুই হাজার দিরহাম এক বছরের মধ্যে আদায়ের ওয়াদায় বিয়ে করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট যদি উপর মোহরে মেছেল দুই হাজার দিরহাম বা তার বেশি হয়, তবে মহিলার অধিকার থাকবে, ইচ্ছা হলে সে দুই হাজার দিরহাম এক বছরের মধ্যে নিতে পারবে। আর যদি তার মোহরে মেছেলে এক হাজার দিরহামের কম হয়, তবে স্বামীর জন্য অধিকার থাকবে যে, উভয় অবস্থায় যা ইচ্ছে মহিলাকে দিবে। আর যদি মোহরে মেছেল এক হাজার দিরহামের বেশি ও দুই হাজার দিরহাম হতে কম হয়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে মহিলার জন্য তার মোহরে মেছেল মিলবে। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি দুখুলের পূর্বে তালাক দেয়, তবে মোহরে মুছাম্মার মধ্য হতে যার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম হার অর্ধেক সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব হবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

কেউ কোন মহিলাকে এই শর্তের উপর বিয়ে করল যে, ঐ ব্যক্তি ঐ মহিলার পিতাকে এক হাজার দিরহাম হেবা করবে। তবে এই হাজার দিরহাম মোহর হবে না এবং স্বামীর উপর জোরও করা যাবে না যে, হেবা আদায় কর। তবে মহিলার জন্য মোহরে মেছেল মিলবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেয়, তবুও তাকে হেবা করনেওয়ালা গণ্য করা হবেং তার জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, হেবা দিয়ে দেয়, তবুও তাকে হেবা করনেওয়ালা গণ্য করা হবে এবং তার জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, হেবা হবে ফিরে যায়। আর যদি মহিলার সাথে এই শর্ত করে যে,

www.nagorikpathagar.org

তোমার পক্ষ হতে তাকে এক হাজার দিরহাম হেবা করব। তবে ঐ হাজার দিরহাম মোহর হবে। অতঃপর যদি মহিলাকে দুখুলের আগে তালাক দিয়ে দেয় অথচ উক্ত হেবা ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে, তবে তার অর্ধেক ফিরিয়ে নিবে এবং উক্ত মহিলা হেবা করনেওয়ালি হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কেউ কোন মহিলাকে এক দাসীর বিনিময়ে বিয়ে করে এই শর্তের উপরে যে, স্বামী যতদিন জীবিত থাকবে, দাসী হতে তার খিদমত গ্রহণের অধিকার থাকবে দাসীর পেটে যা আছে, তা স্বামীর হবে। তবে এই সবকিছু হবে না বরং দাসী ও তার পেটে যা আছে সব কিছু মহিলার হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি মহিলার মোহরে মেছেল ঐ দাসীর মূল্যের সমান অথবা বেশি হয়। আর যদি কম হয় মহিলার মোহরে মেছেল মিলবে, কিন্তু যদি ঐ স্বামী নিজের ইখতিয়ার অনুযায়ী ঐ দাসীকে খিদমতের শর্ত ছাড়া মহিলার সোপর্দ করে দেয়, তবে তা জায়েজ হবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি কোন মহিলার দাসী ও তার পেটে যা আছে, সবকিছু মিলবে। এতে ইমাম কুরখী এবং তাহাবী মতভেদ নাই বলে উল্লেখ করেছেন। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন মহিলা বকরীর বদলে বিয়ে করে এই শর্ত যে, ঐ বকরীর দেহে যত লোম আছে, তা ঐ ব্যক্তির থাকবে। তবে ঐ ব্যক্তির ভালর জন্য বকরীর পশম মিলবে। যদি কেউ মহিলাকে বলে যে, আমি তোমাকে এই শর্তের উপর বিয়ে করলাম যে, তুমি আমাকে এই কাপড় দিবে। তবে ঐ মহিলার জন্য মোহরে মেছেল মিলবে এবং কাপড় দেওয়া তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে না। যদি দুই হাজার দিরহামের উপর কোন মহিলাকে এই শর্তে বিয়ে করে যে, এর মধ্যে এক হাজার দিরহাম আল্লাহর ওয়াস্তে অথবা আত্মীয়-এগানার জন্য অতীব গরীব-মিসকীনের জন্য অথাব পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য, অথবা মহিলা বলে যে, এক হাজার দিরহাম আল্লাহর ওয়াস্তে অভবী আত্মীয়-এগানার জন্য, অথবা গরীব-মিসকীনের জন্য অথবা পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য আমি ছাড়িয়ে দিলাম। তবে ভালোর জন্য ঐ মহিলার মোহর হাজার দিরহাম হবে, চাই উক্ত শর্ত স্বামীর দিক দিয়ে হক অথবা মহিলার দিক দিয়ে হোক।

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ শর্ত উল্লেখ করে যে, দুই হাজার দিরহাম হতে এক হাজার দিরহাম ঐ মহিলার পিতার জন্য অথাব অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য, তবে ইহা কিছু হবে না। কেননা ঐ ব্যক্তি এতে হেবায় বাতিলের শর্তরোপ করেছে। কাজেই ঐ ব্যক্তির উপর পুরা মোহরে মেছেল ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি মোহরে মেছেল এক হাজার দিরহাম হতে বেশি হয়। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ কোন মহিলাকে চারশত দীনারের উপর এই শর্তে বিয়ে করে যে, সে প্রতি একশত দীনারের পরিবর্তে তার স্ত্রীকে একটি করে অনির্দিষ্ট খাদেম দিবে, তবে এই শর্ত বাতিল হবে। এবং মহিলার জন্য মোহরে মেছেল মিলবে। কিন্তু চারশত দীনারের বেশি দেওয়া যাবে না। আর যদি খাদেম নির্দিষ্ট হয়, তবে শর্ত জায়েয হবে এবং মহিলার জন্য সেই খাদেম চতুষ্ট-ই-মিলবে যেন, ঐ ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে ঐ দিরহামের উপরে এই শর্তে বিয়ে করল যে, এর বদলে সে মহিলাকে দশটি মধ্যম শ্রেণীর উট দিবে তবে ভালর জন্য ইহা জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

পঞ্চম ভাগ

অদেখা এবং অজানা বস্তুর মোহরের মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, মোহরে মুছাম্মা তিন প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার এই যে, মোহরে মুছাম্মার বস্তু এবং রকম উভয়ই অস্পষ্ট। যেমন কাপড়, চৌপায়া অথবা ঘরের উপরে বিয়ে করল। তবে এই অবস্থায় মহিলার জন্য মোহরে মেছেল

www.nagorikpathagar.org

মিলবে। এভাবে দাসীর পেটে যা আছে, অথবা বকরীর পেটে যা আছে, অথবা এক বৎসর খেজুর গাছে যে খেজুর আসবে এই সমস্ত বস্তুর উপর যদি বিয়ে করে, তবে পূর্বোক্ত হুকুমই বহাল থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, বস্তু প্রকাশ্য কিন্তু রকম অপ্রপ্রকাশ্য। যেমন গোলাপ, ঘোড়া, বলদ, বকরী ও কাপড় ইত্যাদির উপর বিয়ে করল। তবে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যম শ্রেণী ওয়াজিব হবে। তবে ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা হলে একেবারে মধ্যম শ্রেণীর বস্তু দিয়ে দিবে অথবা এর মূল্য দিয়ে দিবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে; এবং এই হুকুম ঐ অবস্থায় হবে যখন গোলাম বা কাপড় মতলকান এজাফত অর্থাৎ সম্পর্ক ছাড়া উল্লেখ করবে। যদি গোলাম বা কাপড়কে নিজের দিকে সম্পর্কিত করবে যেমন বলবে যে, আমি তোমাকে আমার নিজের গোলাম বা নিজের কাপড়ের উপর বিয়ে করলাম, তখন এর মূল্য দিবার এজাফত বা সম্পর্ক দ্বারাও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ।

তৃতীয় প্রকার হল, বস্তু এবং রকম উভয় প্রকাশ্য। যেমন কেউ কোন মহিলাকে কোনরূপ গুনতি বা ওজনি বস্তুর রকম বা পরিমাণ বলে ইহা নিজের যিম্মায় নিয়ে তার উপরে বিয়ে করল। তবে ইহা শুদ্ধ হবে এবং ঐ ব্যক্তির উপর উহা মহিলাকে সোপর্দ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের রকম উল্লেখ না করে তার উপরে বিয়ে করে, তবে চাই এর মধ্যম রকমের ঐ পরিমাণ দিয়ে দিবে অথাব এর মূল্য দিয়ে দিবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নির্দিষ্ট ঘরের উপর বিয়ে করে, তবে মহিলার জন্য তাই মিলবে। ইহা শহরে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

মুনাতাকার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বলেছেন, যদি কোন মহিলকে কেউ কোন ঘরে নিজের অধিকারের উপর বিয়ে করে তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, আমি মহিলার জন্য এর মোহরে মেছেল ধার্য করে দিব। কিন্তু ইহা ঘরের মূল্য অপেক্ষা বেশি হতে দিব না; এবং আমাদের মতে মহিলার জন্য ইহাই মিলবে, যে পরিমাণ হক তার ঐ ঘরে আছে। ইহা ছাড়া কিছু মিলবে না; এবং ইমাম বলেছেন যে, মহিলার জন্য শুধু মোহরে মেছেল তখন মিলবে, যখন ইহা দশ দিরহাম পর্যন্ত পৌছবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি কেউ কোন মহিলাকে কোন ঘরে নিজের অংশের উপরে বিয়ে করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, মহিলার ইখতিয়ার থাকবে, চাই সে ঐ ঘরে ঐ ব্যক্তির অংশ নিয়ে নেয় অথবা সে নিজের মোহরে মেছেল নিয়ে নেয়, তবে ইহা উক্ত ঘরের মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারবে না– যদিও তার মহেরে মেছেল বেশি হোক না কেন; এবং ছাহেবাইন বলেছেন যে, মহিলার ঐ ঘরের অংশই মিলবে, তবে শর্ত এই যে, যদি দশ দিরহামের হয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। কেউ কোন মহিলাকে হাজার দিরহামের উপরে বিয়ে করল এবং ঐ শহরে বিভিন্ন টাকার প্রচলন আছে। তবে যে টাকার বেশি প্রচলন আছে তার অর্থ নেয়া হবে। আর যদি তেমন না হয়, তবে ঐ মহিলার মোহরে মেছেল কোন টাকায় দেওয়া হয়েছে তা দেখতে হবে। তখন শহরে প্রচলিত টাকার মধ্যে যে টাকা দ্বারা তা দেওয়া হয়েছে, বা কোন টাকা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল, তার অর্থ হবে এবং সেই মুদ্রার হাজার দিরহাম মহিলাকে দিবার হুকুম দেয়া হবে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ ভাগ

মোহরে মুছাম্মার স্থলে মোহরের বস্তু বিপরীত হওয়ার মাসায়েল

যদি কোন মহিলাকে কোন গোলামের দিকে ইশারা করে বিয়ে করা হয়, তারপর সে কোন মুদাব্বির বা মুকাতিব বিলে জানা যায়, অথাব কোন দাসীর দিকে ইশারা করে বিয়ে করা হয় কিন্তু পরে সে কোন উম্মে ওয়ালাদ বলে জানা যায়,

www.nagorikpathagar.org

তবে এই অবস্থায় ইত্তেফাকী মতে মুল্য ওয়াজিব হবে। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কোন মহিলাকে বিয়ে করার সময় কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করে এবং অন্য বস্তুর দিকে ইশারা করে, অবস্থা এমন হয় যে, মুখে যে বস্তুর কথা উল্লেখ করেছে ইশারাকৃত বস্তু তার বিপরীত। তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, যদি ঐ উভয় বস্ত হালাল হয়, তবে মহিলার জন্য মুখে উল্লেখকৃত বস্তু অনুরূপ বস্তু দিতে হবে। আর যদি উভয় বস্তু হয় অথবা ইশারাকৃত বস্তু হারাম হয়, তবে মহিলার জন্য মোহরে মেছেল মিলবে। আর যদি মুখে যা বলেছে, তা হারাম হয় এবং ইশারাকৃত বস্তু হালাল হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। তবে ছহীহ হল, যে রেওয়ায়েত হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি পুরুষ কোন হালাল বস্তুর দিকে ইশারা করে, তবে সেই ইশার‍্যকৃত বস্তুই মহিলা পাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কোন মহিলাকে দুইটি গোলাম অথবা দুই মটকা সিরকাহর উপর বিয়ে করে, পরে একটি গোলামকে আযাদ অথবা একটি মটকায় শরাব দেখা যায়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট মহিলা শুধু বাকি বস্তুই পাবে। আর কিছু পাবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। যদি কোন মহিলাকে এক মটকা সরিষার তেলের উপর বিয়ে করে, পরে ঐ মটকা খালি দেখা যায়, তবে মহিলার জন্য ঐ মটকার অনুরূপ এক মটকা সরিষার তেল মিলবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে।

সপ্তম ভাগ

মোহরের মধ্যে বেশ-কম করার মাসায়েলা

কিয়ামে নেকাহর অবস্থায় আমাদের তিন ইমামের নিকট মোহরের মধ্যে বেশ-কম করা শুদ্ধ আছে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। অতএব যদি মোহরের মধ্যে আকতের পরে বাড়ানো হয়, তবে স্বামীর যিম্মায় আবশ্যক হয়ে যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ এবং ইহা এই অবস্থায়, যখন মহিলা ঐ বাড়ানোকে স্বীকার করবে। চাই এই বৃদ্ধি মূল মোহরের বস্তুর ভিতর হোক বা না হোক এবং চাই ইহা স্বামীর পক্ষ হতে হোক বা অলীর পক্ষ হতে হোক। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ। মোহরের বেশিটাও তিনটি অবস্থায় কোন একটি পাওয়া গেলে পাকা হয়ে যায়। এক হল, অতীত হয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় হল খেলাওয়াতে ছহীহা প্রকৃতভাবে হওয়া এবং তৃতীয় হল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন মরে যাওয়া। যদি এই অবস্থার কোন একটি না পাওয়া যায়, অথচ উভয়ের মধ্যে ফরক সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এই বেশি বাতিল হয়ে যাবে। তখন মূল মোহর বিধান অনুযায়ী যা করা যায়, তাই করা হবে। কিন্তু বেশিটা এর মধ্যে আসবে না।

ফতোয়ায়ে শায়েখ আবুল্লাইছের মধ্যে আছে যে, মোহর হেবা করার পরও মোহরের মধ্যে বাড়ানো শুদ্ধ। কিতাবুল একরার মধ্যে আছে যে, বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পরে মোহরের মধ্যে বাড়ানো বাতিল এবং এই রকম বাশার (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে রেওয়ায়েত নকল করেছেন। এর ছুরত এই যে, যদি মহিলাকে দুখুলের পরে বা আগে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তবে এর পরে মোহরের মধ্যে বাড়ানো শুদ্ধ হবে না। যদি কোন মহিলাকে হাজার দিরহামের উপরে বিয়ে করে, পুনঃ দুই হাজার দিরহামের বিয়ে দোহরিয়ে করে, তবে এতে মতভেদ আছে। শায়েখ ইমাম খাওয়াহের জাদাহ কিতাবুন্নেকায় বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী স্বামীর উপর কেবল এক হাজার দিরহাম আবশ্যক হবে। বাকি এক হাজার আবশ্যক হবে না। আর হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী স্বামীর উপর বাকি এক হাজার দিরহামও ওয়াজিব হবে এবং আমাদের কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, আমাদের নিকট গ্রহণীয় হল যে, স্বামীর উপর দ্বিতীয় এক হাজার আবশ্যক হবে না। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি মহিলার মোহর হতে মহিলা নিজে কিছু কমিয়ে দেয়, তবে এই কমিয়ে দেওয়া ছহীহ হবে। ইহা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। কমাবার মধ্যে মহিলার রেজামন্দি একান্ত আবশ্যক। এমন কি যদি কোন বাকেরাহ মজবুতীর কারণে কমিয়ে দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে না, আর যদি কোন রুগিনী মহিলা তার মৃত্যুরোগে মোহর কমিয়ে দেয়, তবে তাও শুদ্ধ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

অষ্টম ভাগ

প্রকাশ্য এবং গোপনীয় মোহরের মাসায়েল

গোপনে এক রকম মোহর ধার্য করল। আর প্রকাশ্যে মানুষকে শুনাবার জন্য অন্য রকম মোহর ধার্য করল। যেমন কোন মহিলাকে গোপনে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করল এবং লোককে শুনাবার জন্য এর চেয়ে বেশি মোহরের কথা উল্লেখ করল। তবে এই মাসয়ালায় দুটি ছুরত আছে। প্রথম এই যে, উভয়ে গোপনে মোহরের একটা পরিমাণ ধার্য করে নিল। পুনঃ উভয়ে প্রকাশ্যে এর চেয়ে বেশি ধার্য করে এর বিনিময়ে আকদ করল। তবে যদি প্রকাশ্যে ও গোপনীয় মোহরের বস্তু একই জাতীয় হয় এবং গোপনীয় মোহরই লেন-দেন হবে এই কথার উপর স্বামী সাক্ষী করে নেয় এবং এরও সাক্ষী করা হয় যে, প্রকাশ্য মোহর শুধু মানুষকে শুনানোর জন্য, তবে সেই গোপনীয় মোহরই প্রকৃত মোহর হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, স্বামী বলে যে, গোপনীয় মোহরই আমাদের উভয়ের স্বীকৃত ও নির্ধারিত মোহর এবং স্ত্রী বলে গোপনীয় মোহর হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, স্বামী বলে যে, গোপনীয় মোহরই আমাদের উভয়ের স্বীকৃত ও নির্ধারিত মোহর এবং স্ত্রী সে গোপনীয় মোহরের কথা অস্বীকার করে, তবে মোহর তাই সাব্যস্ত হবে যা আকদের সময় প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্ত্রীর কথাই এখানে কবুল হবে। কিন্তু যদি স্বামীর সাক্ষী হাজীর হয়, তবে তাদের কথা শুনে হবে।

আর যদি গোপনীয় ও প্রকাশ্য উভয় মোহর এক জাতীয় না হয়, আর যদি স্বামী-স্ত্রী তাদের গোপনীয় মোহরের ব্যাপারে দ্বিমম প্রকাশ করে, তবে প্রকাশ্য মোহরই প্রকৃত মোহর সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় ছুরত এই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয় গোপনে এক নির্দিষ্ট মোহরের উপরে আকদ করে নিল। পুনঃ প্রকাশ্যে এর চাইতে বেশি মোহরের একরার করল। তারপর যদি উভয় তাদের গোপনী মোহরের উপর একমত থাকে যে, আমরা গোপনে এই পরিমাণ মোহর ধার্য করে আকদ করেছি এবং তারা সাক্ষীও রেখেছে যে, আমাদের প্রকাশ্য মোহর শুধু মানুষকে শুনানোর জন্য ধার্য করেছি। তবে তাদের সেই গোপনীয় মোহরই প্রকৃত মোহর হবে। আর যদি সাক্ষী না রাখে, তবে হযরত ইমাম হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত অনুসারে প্রকাশ্য মোহরই প্রকৃত মোহর সাব্যস্ত হবে। ইহা শরহে তাহবীর বিবরণ।

নবম ভাগ

মোহর প্রদান করার আগে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা এতে কারও হক আছে বলে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

যদি মহিলাকে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করে এবং তা মহিলার হাতে সোপর্দ করার পূর্বে খোয়া যায় বা কেউ হকের দাবীতে নিয়ে যায়, তবে ঐ বস্তু এমন জাতীয় হয় যে, এর অনুরূপ বস্তু আছে তা হলে স্বামীর নিকট হতে অনুরূপ বস্তু আদায় করা হবে। নতুবা তার মূল্য নিবে। ইহা মুহীতের বিবরণ এভাবে যদি কোন নির্দিষ্ট মাল যা মোহর ধার্য করা হয়েছে, তা স্বামীকে হেবা করে দেয়। তারপর তা কেউ হকের দাবীতে নিয়ে যায়, তবে তার মূল্য স্বামীর নিকট হতে ফিরিয়ে নিবে। ইহা জাহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি এভাবে কোন ঘর মোহর ধার্য করে এবং এর মধ্য হতে কেউ এর অর্ধাংশ হকের দাবীতে দখল করে নেয়, তবে স্ত্রীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা হরে এর বাকি অর্ধাংশ নিয়ে নিবে বা এর মুল্য নিবে। অথবা ইচ্ছা হরে পুরা মুল্য নিবে। আর যদি স্বামী দুখুলের পুর্বে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে মহিলার শুধু ঘরের বাকি অর্ধাংশ মিলবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কোন মহিলাকে অন্য কোন লোকের গোলামের বিনিময়ে অথবা নিজের গোলামের বিনিময়ে বিয়ে করে, কিন্তু ঐ গোলামকে হকের দাবীতে কেউ নিয়ে যায়, আর যদি সে ঐ গোলামকে মোহর হিসেবে দিতে অনুমতি না দেয়, তবে স্বামীর উপর ঐ গোলামের মুল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামীর উপর মুল্য দিবার হুকুম হওয়ার পূর্বে কোন কারণবশতঃ ঐ গোলাম আবার স্বামীর অধিকারে এসে যায়, তবে তাকে হুকুম দেওয় যাবে যে, নির্দিষ্টভাবে ঐ গোলামকেই মহিলার কাছে সোপর্দ করবে। ইহা এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে।

দশম ভাগ

মোহর হেবা করার মাসায়েলে

স্ত্রীর স্বামীর উপর মোহর বাবত যে মাল প্রাপ্য হয়, চাই স্বামী তার সাথে দুখুল করুক বা না করুক তা স্বামী হেবা করে দিবার ইখয়িতার আছে। আর স্ত্রীর অলী চাচা বা পিতা হোক অথবা অন্য কেউ হোক, কারও এতে আপত্তি করার ইখতিয়ার নেই। ইহা শহরে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী মৃতের ওয়ারিছানদেরকে নিজের মোহর হেবা করে, তাও জায়েয হবে আর যদি স্ত্রী কোন শর্তের উপরে নিজের মোহর হেবা করে, তারপর যদি শর্ত পাওয়া যায়, মোহর যে রকম ছিল, ঐভাবেই ফিরে আসবে। ইহা তাতারখানিয়ায় বণিত আছে।

আর যদি মহিলাকে এক হাজার দিরহামের উপরে বিয়ে করে এবং মহিলা তা উসুল করে স্বামীকে হেবা করে দেয়, তারপর স্বামী দুখুলের পূর্বেই তাকে তালাক দেয়, তবে স্বামী ঐ মহিলা হতে পাঁচশ দিরহাম ফিরিয়ে নিবে। আর যদি স্ত্রী মোহরে হাজার দিরহামের উপর কব্জা না করে স্বামীকে হেবা করে দেয়, তারপর স্বামী দুখুলের আগে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কেউ কারও নিকট হতে কিছু ফেরত নিবে না। আর যদি স্ত্রী পাঁচশত দিরহাম উসুল করে পুরা একে হাজার দিরহাম হেবা করে দেয়, অর্থাৎ মাকবুজা ও গায়রে মাকবুজহা সম্পূর্ণ অথবা যদি শুধু বাকি পাঁচশত দিরহাম হেবা করে, তারপর স্বামী দুখুলের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট উভয়ের মধ্যে কে মোহর হেবা করে দেয় এবং তা আদায় করে নেওয়ার জন্য অধিকার দিয়ে দেয়, সে আদায় করে নেয়, তারপর স্বামী দুখুরের আগে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্বামী অর্ধেক মোহর স্ত্রীর নিকট হতে আদায় করে নিবে। আর যদি স্ত্রী মোহরের উপর কব্জা করে কোন অপর ব্যক্তিকে হেবা করে দেয়, পুন ঐ অর্ধেক মোহর স্ত্রীর নিকট হতে ফেরত নিবে।

এক ব্যক্তি নিজের তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে বলল যে, আমি তোমাকে এখন আর বিয়ে করব না, যে পর্যন্ত না তুমি আমার উপর তোমার প্রাপ্ত মোহর আমাকে হেবা করে দিবে। তখন সে এই শর্তের উপরে উহা হেবা করে দিল যে, স্বামী তাকে বিয়ে করবে। তারপর স্বী তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করল। তবে উক্ত মোহরের বোঝা হতে মুক্ত করে দাও, তা হরে আমি তোমাকে ঐ পরিমাণ হেবা করব। তখন আওরত বল যে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। তারপর স্বামী তাকে হেবা করতে অস্বীকার কর। তবে মোহর স্বামীর উপর বহাল থাকবে। স্ত্রী এবং স্বামীর মধ্যে মোহর হেবা করার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। স্ত্রী বলল যে, আমি এই শর্তের উপরে হেবা করেছিলাম এবং স্বামী বলল যে, তুমি আমাকে শর্ত ছাড়াই হেবা করেছ। তবে স্ত্রীর কথাই গ্রহণীয় হবে। ইহা কানিয়ায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ ভাগ

মোহরের কারণে স্ত্রীর নিজেকে স্বামীর নিকট হতে বিরত রাখা ও এর মিয়াদ ধার্য করে দেওয়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় প্রসঙ্গে

যে মহিলার সাথে স্বামীর দুখুল অথবা খেলাওয়াতে ছহীহা হয়েছে ও সম্পূর্ণ মোহর আদায় করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, তার মোহর মোআজ্জাল উসুল করার জন্য যদি সে নিজেকে নিজের স্বামীর নিকট হতে বিরত রাখে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট মহিলার জন্য এরূপ করার ইখতিয়ার আছে। ছাহেবাইন (রা) ইহাতে মতভেদ করেছেন; এবং এভাবে বাইরে যাওয়া, সফরে গমন এবং নফল হজ্জ্ব করতে যাওয়ায় হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট স্বামীর পক্ষ হতে বাধা দেওয়া যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা সীমাতিক্রমকারী এবং অহেতুকভাবে হয়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সোপর্দ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবেই স্ত্রীর এই ইখতিয়ার আছে।

এভাবে যদি কোন পাগলিনীর সাথে স্বামী দুখুল করে নেয়, বা বাকেরাহর সাথে জরবদস্তি এরূপ করে নেয়, তা হলেও তার পিতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, তাকে ফিরিয়ে রাখবে। এমনকি তার জন্য তার মোহরে মোআজ্জাল আদায় করে নেবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি স্বামী স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তার সাথে দুখুল অথবা খেলাওয়াতে ছহীহা করে নেয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অভিমতানুযায়ী খেলাওয়াতে জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, সে স্বামীর সাথে সফরে যাওয়া হতে নিজেকে ফিরিয়ে রাখে– যতদিন পর্যন্ত না স্বামীর নিকট হতে মোহর আদায় করে নিবে।

দ্বাদশ ভাগ

মোহরের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ সংক্রান্ত মাসায়েল

যদি বিবাহ কায়েম হওয়ার অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মোহরের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ প্রকাশ পায়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ঐ স্ত্রীর জন্য তার মোহরে মেছেল ধার্য করা হবে। যদি স্বামী বলে যে, এক হাজার দিরহাম এবং স্ত্রী বলে যে, দুই হাজার দিরহাম; এবং তার মোহরে মেছেল এক হাজার দিরহাম বা তার চাইতে কম। তবে স্বামীর কথা কবুল করা যাবে; কিন্তু তা এরূপ কসমের যেমন স্বামী বলবে, আল্লাহর কসম, আমি দুই হাজার দিরহামে বিয়ে করিনি। তারপর যদি স্বামী কসম করতে অস্বীকার করে, তবে অস্বীকারের কারণে মোহরের আধিক্য ছাবেত হয়ে যাবে। আর যদি কসম করে, তবে তা ছাবেত হবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কায়েম করে, তবে তার সাক্ষীর উপর হুকুম দেওয়া হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে কেউ সাক্ষী কায়েম করে, তবে তা ছাবেত হবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে কেউ সাক্ষী কায়েম করে, তবে তার সাক্ষীর উপর হুকুম দেওয়া হবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষী কায়েম করে, তবে স্ত্রীর সাক্ষীর উপরে হুকুম দেওয়া যাবে আর যদি স্ত্রীর মোহরে মেছেল দুই হাজার দিরহাম বা তার চাইতে কিছু বেশি হয়, তবে স্ত্রীর কথা কবুর করবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে কসম করতে হবে যে, 'আল্লাহর কসম আমি হাজার দিরহাম মোহরে কবুল করিনি'। তবে যদি স্ত্রী কসম না করে তবে এক হাজার দিরহাম মোহর ছাবেত হবে। আর কসম করলে দুই হাজার দিরহাম মোহর মিলবে। যার মধ্যে এক হাজার মুছাম্মা হবে। আর যার মধ্যে স্বামীর কোন ইখতিয়ার থাকবে না। আর এক হাজার মোহরে মেছেলের হুকুম হবে; যার মধ্যে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে, চাই এর বদলে দিরহাম দিয়ে দেয়, চাই দীনার দ্বারা আদায় করে। আর উভয়ের মধ্যে যদি কেউ সাক্ষী কায়েম করে, তবে সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল হবে।

www.nagorikpathagar.org

শায়েখ আবুবকর রাজী (রহঃ) বলেন, পরস্পর উভয়ের পক্ষ হতে সাক্ষী গ্রহণ করা শুধু এক ছুরতে হবে যখন মোহরে মেছেল উভয়ের মধ্য হতে কোন একজনের কথার সাক্ষী হবে, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু তার দ্বারা অপরের দাবীর বিরুদ্ধে কসম করানো হবে; কিন্তু উভয়ের দ্বারা কসম করানো হবে না। ইহাই বিশুদ্ধ এবং ইহা জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে।

শায়েখ কুরখী (রহঃ) বলেন যে, যদি দুজনের কাছেই সাক্ষী না থাকে, তবে তাদের উভয়ের দ্বারা কসম করানো হবে। যদি উভয় কসম করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট মোহরে মেছেলের হুকুম দেওয়া হবে এবং শায়েখ শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বরেন যে, ইহাই শুদ্ধতর। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মোহরের উপর একমত থাকে এবং মোহরে মালে আইন হয়, যেমন গোলাম অথবা অন্য কোন বস্তু ইত্যাদি। অতঃপর সর্বসম্মতভাবে কবুল হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি স্বামী বলে যে, আমি তোমাকে আমার কালো গোলামের উপর বিয়ে করেছিলাম, যার মূল্য এক হাজার দিরহাম এবং সে আমার নিকট মরে গেছে, এবং স্ত্রী বলে যে, না; বরং তুমি আমাকে দুই হাজার দিরহাম মূল্যের সাদা গোলামের বিনিময়ে বিয়ে করেছ এবং সে তোমার নিকট মারা গেছে। এমতাবস্থায় মোহরে মেছেলের হুকুম করা হবে। যদি মোহরে মেছেল উভয়ের দাবীর মাঝামাঝি হয়, তবে উভয়ের দ্বারা কসম করানো হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি স্ত্রী বলে যে, তুমি আমাকে গোলামের বিনিময়ে বিয়ে করেছ এবং স্বামী বলে যে আমি তোমাকে এই দাসীর বিনিময়ে বিয়ে করেছি অথচ এই দাসী ঐ মহিলার মা। যদি উভয়ে সাক্ষী কায়েম করে, তবে মহিলার সাক্ষী কবুল হবে এবং উক্ত দাসী স্বামীর পক্ষ হতে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ এই যে, স্বামী নিজেই একরার করেছে।

যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মরে যায় এবং তাদের বিয়েতে স্ত্রীর মোহর ধার্য করা হয়েছিল, যা সাক্ষী প্রমাণের দ্বারা ছাবেত হয়েছে অথবা উভয় পক্ষের ওয়ারিছদের স্বীকৃতি দ্বারা ছাবেত হয়েছে। অতএব মহিলার ওয়ারিছদের ইখতিয়ার থাকবে যে, এর মোহরে মুছাম্মা উক্ত স্বামীর মীরাছ হতে উসুল করে নেয়। এই হুকুম তখন হয়ে থাকে, যখন জানা যায় যে, প্রথম স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অথবা স্বামী ও স্ত্রী একই সাথে মারা গিয়েছে অথবা কে আগে কে পরে মরেছে, তা জানা না যায়। আর যদি জানা যায় যে, স্ত্রী আগে মরেছে, তবে ঐ মোহর হতে স্বামীর মীরাছের অংশ বের করে নিয়ে যাবে। ইহা ফতহুর কাদীরের বিবরণ। আর যদি উভয় পক্ষের ওয়ারিছগণ একমত থাকে যে, বিয়েতে কোন মোহর ধার্য করা হয়নি। তবে মোহরে মেছেলের হুকুম করা হবে। ইহা ছাহেবাইন (রহঃ) এর অভিমত এবং এরই উপর ফতোয়া। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি স্ত্রী স্বামীকে নিজের মোহর হতে মুক্ত করে দেয় বা একে হেবা করে দেয়, তারপর সে মারা যায়, পরে তার ওয়ারিছগণ এই দাবী করে যে, ঐ মহিলা নিজের মৃত্যুরোগে হেবা করেছে অথবা মাফ করে দিয়েছে। তখন স্বামী তা অস্বীকার করলে স্বামীর কথাই গ্রহণ করা হবে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে তার উপর দাবী করল যে, আমার তার নিকট মোহর বাবত হাজার দিরহাম পাওনা আছে। তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট পুরা মোহরে মেছেল পর্যন্ত তার কথা গৃহিত হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

রিদ্বায়াত

দুধপান করানোর মাসায়েল

রিদ্বায়াত স্তন্যদান বা দুগ্ধপান করানোকে বলা হয় এবং সন্তানকে তার মা ছাড়া যদি অন্য কোন মহিলা দুধপান করায়, তবে সেই মহিলাকে মুরদ্বিয়্যাহ এবং দুধ পানকারী সন্তানকে রাদ্বী বলা হয় এবং এই কাজটি অর্জন করতে মাছদার হিসাবে রিদ্বায়াত শব্দে পরিচিত হয়। দুধ দানকারিণী মহিলা দুধ পানকারী সন্তানের দুধমাতা নামে পরিচিত হয়। এই প্রকার সন্তানের এরূপ মায়ের সহিত বিয়েতে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ হারাম, যেমন গর্ভজাত সন্তানের গর্ভধারিণী মার সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ। রিদ্বায়াত দ্বারা হুরমত এভাবে হয়ে থাকে, যেমন নছব দ্বারা হয়ে থাকে। রিদ্বায়াত যদি মুদ্দতে রিদ্বায়াত অর্থাৎ দুধপানের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে, তবে তা কম হোক বা বেশি হোক এর সাথে হুরমত যুক্ত হয়ে যায়। ইহা হেদায়াহর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কম দুধপানের অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, দুধের পরিমাণ এতটুকু হলেই হয় যে, অনুভব করা যায় যে, তা গলার নীচে গিয়ে উদরস্থ হয়েছে।

দুধপানের মুদ্দত হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী ত্রিশ মাস অর্থাৎ সন্তানের বয়স আড়াই বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এই বয়সের মধ্যে সে যে মহিলা র দুধপান করে, সে তার দুধ-মা হয়। ছাহেবাইন (রহঃ) বলেছেন যে, রিদ্বায়াত অর্থৎ দুধপানের মুদ্দত দুই বৎসর। ইহা কাজীখানের ফাতোয়া । অতএব এই বযসের চেয়ে বেশি বয়সের সন্তান যদি কোন মহিলার দুধপান করে, তবে তা ঐ হুকুম ছাবেত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কোন কোন হাদীসে ইহার চাইতে বেশি বয়স এমন কি যৌবনে দুধপান করার দ্বারাও রিদ্বায়াত ছাবেতের অবকাশ আছে। সেসব মোবাহাছা ও কথোপকথনএই স্থানে প্রাসঙ্গিক নয়; সুতরাং প্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। যদি স্তন্যপায়ী শিশুকে মুদ্দতে রিদ্বায়াতের মধ্যে দুধ ছাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং মুদ্দতে রিদ্বায়াত তখনও বাকি থাকে এবং ঐ সময়ে তাকে অন্য কোন মহিলা দুধপান করায় তবে দেখতে হবে যদি তা দুই বৎসর বয়সের মধ্যে হয়, তবে তা সকলের মতেই রিদ্বায়াত বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি তা দুই বৎসরের পরে আড়াই বৎসরের মধ্যে হয়, তবে শুধু হযরত ইমাম আজম (রহঃ) -এর অভিমত অনুযায়ী রিদ্বায়াত ছাবেত হবে। কারণ এই যে, তাঁর নিকট মুদ্দতে রিদ্বায়াত আড়াই বৎসর; এবং ইহাই জাহেরী মাযহাব। ইহা মুহীতের বিবরণ; এবং ফতোয়াও এর উপর। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

মুদ্দতে রিদ্বায়াত অতিক্রান্ত হলে, দুগ্ধপানের দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত। উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, রিদ্বায়াত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুদ্দতে রিদ্বায়াতের পরিমাণে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং ছাহেবাইন (রহঃ)-এর মধ্যে মতপার্থক্য আছে; কিন্তু এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, রিদ্বায়াতের বদলার অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্দত দুই বৎসর। যেমন নাকি যদি স্বামী উক্ত সন্তান প্রসবকাররিণী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং উক্ত স্ত্রী বদলার উপরে সন্তানকে দুধ পান করায়, তার পর সে দুই বৎসরের পরবর্তী সময়ে দুধপান করাবারও বদলা চায় এবং সন্তানের পিতা তা দিতে অস্বীকার করে, তবে তার উপর জবরদস্তি করা যাবে না; বরং তার উপর শুধু দুই বৎসরের বদলার জন্য জোর-জবরদস্তি করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, যেভাবে হুরমতে রিদ্বায়াত মা অর্থাৎ দুধ দানকারিণীর দিকে ছাবেত হয়, সেভাবে তার স্বামী অর্থাৎ যার অতীর কারণে দুধ আসে, তার দিকেও ছাবেত হয়। এবং সে দুগ্ধপায়ী শিশুর পিতা হয়ে যায় এবং সমস্ত হুকুম ছাবেত হয। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। অতএব দুগ্ধপায়ী শিশুর উপরে চাই সে পুত্র হোক বা কন্যা হোক, এর রিদ্বায়ী মা, বাবা এবং ঐ মা-বাবার মূল ও শাখা নছবী ও রিদ্বাযী উভয় প্রকারেই সকলেই হারাম হয়োযায। এমন কি যদি দুধমা ঐ

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির দ্বারা যার অতীতে দুধ এসেছে কোন সন্তান প্রসব করে চাই দুধপান করাবার আগে হোক বা পরে হোক, অথবা সে ছাড়া অন্য স্বামীর দ্বারা কোন সন্তান প্রসব করে, অথবা কোন অন্য শিশুকে দুধপান করায় অথবা ঐ ব্যক্তির কোন সন্তান উক্ত দুগ্ধ দানকারিণীর গর্ভের হোক বা অন্য কোন মহিলার গর্ভের হোক দুধপান করাবার আগে হোক বা পরে হোক, জন্মলাভ করে, অথবা কোন এমন মহিলা যার দুধ ঐ ব্যক্তির অতীর মাধ্যমে এসেছে, যে কোন শিশুকে দুধপান করায়, তবে এরা সকলেই উপরোল্লিখিত সেই দুগ্ধপায়ী শিশুর বোন এবং ভাই হয়ে যাবে; এবং তাদের সন্তান-সন্তুতি ঐ দুগ্ধপায়ীর ভাই ও বোন হয়ে যায়; এবং তাদের সন্তান-সন্তুতি ঐ দুগ্ধপায়ীর ভাই ও বোনের সন্তান হয় এবং ঐ ব্যক্তি ভাই উক্ত দুগ্ধপায়ীর চাচা এবং তার ভগ্নি এর ফুপী হয়ে যায়; এবং দুধ দানকারিণীর ভাই তার মামু এবং বোন তার খালা হয়ে যায়। এভাবেই দাদা-দাদী নানা-নানী ইত্যাদি সবাই হয়।

উদাহরণ উল্লেখ করা গেল, যথা ঃ আমাদের পুত্র যায়েদ দুই বৎসর বয়সের মধ্যে হিন্দার দুধপান করল এবং হেন্দার দুধ খালেদ নামক এক বক্তির অতীর দ্বারা এসেছে। অতএব হিন্দা ঐ যায়েদের দুধমাতা এবং খালেদ এর দুধপিতা হল। এখন এতদোভয়ের যত রকমের সন্তান যেমন হিন্দার গর্ভে খালেদের নোতফার সন্তান অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা চাই যায়েদকে দুধপান করাবার আগেকার হোক বা পরের হোক, কিংবা খলেদ হিন্দার সাথে বিয়ের পূর্বে অন্য বিবাহ থাকলে হিন্দার সেই স্বামীর দ্বারা গর্ভজাত সন্তান, কিংবা খালেদ হিন্দাকে তালাক দিলে বা খালেদের মৃত্যু হলে অন্য কারও সহিত হিন্দার বিয়ে হলে, সেই স্বামীর দ্বারা হিন্দার গর্ভজাত সন্তান অথবা খালেদ হিন্দাকে বিয়ে করার পূর্বে অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করলে খালেদের ঔরসজাত মায়ের গর্ভের সন্তান অথবা হিন্দাকে তালাক দেওয়ার পরে বা হিন্দার মৃত্যুর পরে অন্য কোন মহিলাকে খালেদ বিয়ে করলে খালেদের ঔরসজাত সেই স্ত্রীর দুধপান করিয়েছে, চাই যায়েদকে দুধপান করাবার আগে বা পরে হোক, সেসব সন্তান অথবা খালেদ হিন্দা ছাড়া যখন যে বিয়ে করেছে সেই স্ত্রীদের দুধ পানকারী সন্তান চাই যায়েদের হিন্দার দুধ পানের আগে বা পরে হোক ইহারা সবই যায়েদের দুধ ভাই ও দুধ বোন। আর হিন্দার বোন যায়েদের খালা এবং হিন্দার ভাই যায়েদের মামা হয়।

রিদ্বায়াত দ্বারা শ্বশুর জামাই সম্পর্কিত লোকগণ হারাম ছাবেত হয়। যেমন রিদ্বায়ী পিতার যে স্ত্রী হবে, সে দুধ পানকারীর জন্য হারাম হয়ে যাবে; এবং দুধ পানকারীর স্ত্রী দুধ পানকারীর রিদ্বায়ী পিতার উপর হারাম হয়ে যাবে। কিয়াস অনুসারে এরূপ হুকুম নছবী ক্ষেত্রে সবক্ষেত্রেই হবে। কেবল দুইটি মাসয়ালায় ব্যতিক্রম হবে। যেমন ঃ প্রথম মাসয়ালা হল, কোন পুরুষের জন্য জায়েয নয় যে, সে নিজের নছবী পুত্রে বোনকে বিয়ে করে কারণ এই যে, পুত্রের বোন যদি স্বযং ঐ ব্যক্তির নিজের নোতফায় হয়ে থাকে, তবে সে তার কন্যা। আর যদি নিজের নোতফায় না হয়, তবে বিয়ে হবে। মোটকথা সর্বাবস্থায় তার সহিত বিয়ে নাজায়েয। আর রিদ্বায়াতের ছুরতে ইহা জায়েয আছে। কেননা এই অবস্থা রিদ্বায়াতের মধ্যে নাই। অতএব জায়েয হয়ে থাকে। এমন কি যদি নছবের মধ্যেও ঐ দুই অবস্থার কোন একটি না পাওয়া যায়। তবে তা জায়েয। যেমন এক দাসী দুজন অসম্পর্কিত শরীকদারের শরীকী দাসী। তার সন্তান জন্ম হল এবং উভয় শরীকদার একই সাথে এর নছবের দাবী করল এবং নছব উভয়েরই ছাবেত হয়ে গেল; এবং ঐ উভয় ব্যক্তিরই অন্য মহিলা হতে একেকটি কন্যা আছে। তবে তাদের প্রত্যেকেরই ইখতিয়ার থাকে যে, নিজ শরীকদারের কন্যাকে বিয়ে করে। যদিও এতে এই অবস্থা ঘটে থাকে যে, সে নিজের নছবী পুত্রের বোনকে বিয়ে করল।

দ্বিতীয় মাসয়ালাটি এই যে, কোন ব্যক্তির জন্য নিজের নছবী ভাইয়ের মাকে বিয়ে করা জায়েয নয়; কিন্তু রিদ্বায়াতের ক্ষেত্রে হতে পারে। এই কারণে যে, নছবী ছুরতে যদি উভয়ে মায়ের দিক দিয়ে পরস্পর ভাই হয়, তবে ভাইয়ের মাতা তারও মাতা হয় আর যদি উভয় পিতার দিক দিয়ে পরস্পর ভাই হয়, তবে ভাইয়ের মাতা এর পিতার স্ত্রী হয়। যে

কোন অবস্থায় তাদের মধ্যে বিয়ে নাজায়েয; কিন্তু এই অবস্থা রিদ্বায়াতের ক্ষেত্রে নেই। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। রিদ্বায়ী ভাইয়ের বোনের সহিত বিয়ে হালাল। যেমন নছবী ক্ষেত্রেও হালাল বৈকি। যেমন যদি পিতার দিকের ভাইয়ের মায়ের পক্ষ হতে এক বোন আছে, তবে এই বোন ইহর পিতার দিকের ভাইয়ের জন্য হালাল হয়। অর্থাৎ ইহার সহিত বিয়ে হতে পারে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে।

রিদ্বায়ী ভাইয়ের মা এবং রিদ্বায়ী চাচার মায়ের সাথে এবং রিদ্বায়ী ফুপীর মায়ের ও রিদ্বায়ী মামা ও খালার মায়ের সহিত বিয়ে জায়েয। ইহা শরহে বেকায়ার মধ্যে আছে; এবং এভাবে নিজের রিদ্বায়ী দাদীর মাতা ও সন্তানের সহিত বিয়ে জায়েয হয়; কিন্তু ইহা নছবী ক্ষেত্রে হালাল নয়। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এভাবে নিজের রিদ্বায়ী সন্তানের ফুফুকে বিয়ে করতে পারে। এভাবে পুত্রের বোনের মাকে এবং সন্তানের বোনের কন্যাকে এং সন্তানের ফুপীর কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।এভাবে মহিলা নিজের রিদ্বায়ী বোনের পিতা এবং পুত্রের ভাইয়ের ভাই সতিনের পিতা এবং সন্তানের দাদা এবং মামার সহিত বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারে। নছবের ক্ষেত্রে এসব জায়েয নয়। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার দুধ আছে, পুনঃ সে ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার পরে দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা হামেলা হয়; কিন্তু প্রসব না করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামীর দ্বারা সন্তান প্রসব না করে ততদিন পর্যন্ত দুধ প্রথম স্বামীর হয়। ইহা মুহীতের বিবরণ।

এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করল, কিন্তু ঐ বিয়েতে ঐ পুরুষ হতে কখনও সন্তান প্রসব করল না; কিন্তু ঐ মহিলার দুধ বের হল। তারপর যদি ঐ মহিলা ঐ দুধ কোন সন্তানকে পান করায়, তবে এই রিদ্বায়াত তার ঐ মহিলার দিক দিয়ে হবে। ঐ বক্তির দিক দিয়ে হবে না। এমন কি উক্ত দুধ পানকারীর উপরে ঐ ব্যক্তির অন্য স্ত্রীর গর্ভের সন্তানগণ হারাম হয়ে যাবে না। এক ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে জিনা করল এবং তাতে সন্তান হল এবং মহিলা ঐ দুধ কোন শিশু কনাকে পান করাল, তবে ঐ জিনাকারী, তার পিতা, দাদা এবং সন্তান-সন্ততি কারও জন্য জায়েয নয় যে, ঐ দুধ পানকারী কন্যাকে বিয়ে করে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। তবে ঐ জিনাকারীর চাচা ও মামার জন্য ঐ দুধ পানকারী কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয হবে। যেমন যদি জেনা দ্বারা সন্তান জন্মদানকারী হয়, তবে তাহার হুকুম এরূপ। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি কোন মহিলার সাথে সন্দেহজনিত কারণে অতী করে এবং সে হামেলা হয়, তারপর সে কোন সন্তানকে ঐ দুধপান করায়, তবে এই দুধ পানকারী সন্তান উক্ত জিনাকারীর রিদ্বায়ী পুত্র হয়ে যায় এবং এই কিয়াস অনুযায়ী যেখানে অতী এমন হয় যে, উহাতে অতীকৃত মহিলা দ্বারা নছব ছাবেত হয় এবং রিদ্বায়াতও ছাবেত হয় এবং যেকানে অতিকারী হতে নছব ছাবেত হয় না, এখানে জিনাকারীর পক্ষ হতে বিদয়াত ও ছাবেত হয় না; বরং শুধু দুধ দানকারিণীর দিকে রিদ্বায়াত ছাবেত হয়। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করল এবং তার দ্বারা মহিলা একটি সন্তান প্রসব করল এবং সে ঐ সন্তানকে দুধপান করাল। তরপর দুধ শুকিয়ে গেল। তারপর আবার দুধ দেখা গেল এবং মহিলা একটি পুত্র শিশুকে দুধপান করাল। তবে ঐ দুধ পানকারী পুত্রের জন্য দুধ দানকারী ছাড়া ঐ ব্যক্তির অপর কোন স্ত্রীর গর্ভের কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

কোন অবিবাহিতা বাকেরা মেয়ের দুধ দেখা গেল। সে কোন শিশুকে ঐ দুধ পান করাল। তবে সে ঐ শিশুর মাতা হয়ে গেল এবং তখন উভয়ের মধ্যে রিদ্বায়াতের সকল হুকুম ছাবেত হয়ে যাবে। এমনকি যদি কেউ ঐ বাকেরাকে বিয়ে করে ও সে দুখুলের আগে তালাক দিয়ে দেয়, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য উক্ত বাকেরার দুধ পানকারিণী কন্যাকে বিয়ে করা জায়েয হবে; কিন্তু দুখুলের পরে তালাক দিলে বিয়ে করা জায়েয হবে না। ইহা খাযানাতুল মুফতীনে বর্ণিত

আছে। নয় বৎসরের কম বয়স্কা কোন বালিকার যদি দুধ আসে এবং সেই দুধ সে কোন শিশুকে পান করায় তবে তা দিয়ে রিদ্বায়াত এবং তাহরীমে রিদ্বায়াত ছাবেত হয় না। কোন বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর বা তার বেশি হয় এবং তখন কোন শিশুকে দুধপান করালেই রিদ্বায়াত সাব্যস্ত হয়।

এভাবে যদি কোন বাকেরার স্তন হতে জরদ রংয়ের পানি বের হয়, তবে তা শিশু পান করলে তাতে রিদ্বায়াত ছাবেত হয় না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি মহিলা নিজের স্তন কোন শিশুর মুখে প্রবেশ করায় এবং শিশু দুধ ছোষণ করল কিনা বুঝা না যায়, তবে সন্দেহজনিত কারণে হুরমত ছাবেত হবে না, তবে ভালর জন্য হুরমত ছাবেত হবে। কারণ হল, ইহা বিকৃত রংয়ের দুধ ছাড়া আর কিছু নয়। ইহা খাযানাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। যদি কোন পুরুষের দুধ বের হয় এবং তা কোন শিশুকে পান করায় তবে তা দিয়ে হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হয় না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কোন খুনছা বা হিজরার দুধ আসলে সে তা কোন শিশুকে পান করায় তারপর যদি জানা যায় যে, সে মহিলা শ্রেণীর শামীল, তবে হুরমতে রিদ্বায়াত ছবেত হয়, আর যদি জানা যায় যে, সে পুরুষ শ্রেণীর শামিল, তবে হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হয় না।

আর যদি সে হিজরা পুরুষ কি স্ত্রীলোক তা বুঝতে না পারা যায়, তবে স্ত্রীলোকগণ যদি বলে যে এতবেশি পরিমাণ দুধ শুদু মহিলা হতেই বের হয়, তবে হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হবে; কিন্তু তারা যদি সেরূপ কথা না বলে তবে হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হবে না। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় বর্ণিত আছে।

জীবিত মহিলার দুধ এবংমৃত মহিলার দুধ হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হওয়ার জন্য উভয়ে সমান। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি কোন একটি চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দুইটি শিশু পান করে, তবে তাতে রিদ্বায়াত ছাবেত হয় না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। রিদ্বায়াত চাই দারুল ইসলামে হোক বা দারুল হরবে হোক হুকুম একই রকম। যদি দারুল হরবে বিধর্মীগণ দুধপান করায়, তারপর ঐসব লোক মুসলমান হয়ে যায় অথবা দারুল হরব হতে বের হয়ে দুধ পানকারী ও দুধ দানকারী উভয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে রিদ্বায়াতের হুকুম ছাবেত হবে।

রিদ্বায়াত যেভাবে দুধ স্তন হতে চুষে খেলে ছাবেত হয়, ঐভাবে উহা স্তন হতে বের করে কোন পাত্রে নিয়ে খেলেও ছাবেত হয়ে থাকে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে; কিন্তু উহা কানের মধ্যে বা নাকের মধ্যে প্রবেশ করালে বা শরীরের কোন জখমে লাগালে তাতে রিদ্বায়াত ছাবেত হয় না-যদিও দুধ পেট অথবা মগজে পৌছে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এতে কিছুটা দ্বিমত করেছেন। ইহা তাহযীবে উল্লেখ আছে। তবে জাহের রেওয়ায়েত-ই তাঁর প্রথম অভিমত। ইহা ফতোয়ায় কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি দুধ কোন খাদ্যের মধ্যে লেগে বা মিলে যায়, তারপর যদি ঐ খাদ্য আগুনে চড়িয়ে দেওয়া হয় এবং আগুনের তাপ ঐ দুধে পৌছে যায় এবং উক্ত খাদ্যের রকমে পরিবর্তন এসে যায়, তবে ঐ খাদ্য খাইলে হুরমত ছাবেত হবে না। চাই ঐ খাদ্যে দুধের পরিমাণ বেশি থাকুক অথবা কম থাকুক। যদি খাদ্যে উল্লিখিতরূপে আগুনের তাপ না পৌছে তবু খাদ্যের পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং দুধের পরিমাণ কম হয়, তাহা হইলেও হুরমত ছাবেত হইবে না। আর যদি দধের পরিমাণ বেশী হয়, তবু হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ঐ একই হুকুম। কারণ এই যে, কোন পানীয় তরল বস্তু যখন কোন ঘন বা শক্ত খাদ্য-দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তখন তরল বস্তু শক্ত বস্তুর তাবে' হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন আর উহা পানীয় বস্তু থাকে না। তবে যদি খাদ্য-দ্রব্য এত কম হয় যে, উহা মিলিত হবার পরেও দুগ্ধ পানীয় বস্তুর ন্যায়ই থাকে, তবে হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হবে। কোন কোন ব্যক্তি বলেছেন যে, এই হুকুম তখন হবে, যখন লোকমা উঠাবার কালে দুধ টপকে না পড়ে। আর যদি লোকমা উঠাবার কালে দুধের ফোঁটা টপকিয়ে পড়ে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) -এর নিকট যাওয়াই হুরমতে রিদ্বায়াত

www.nagorikpathagar.org

ছাবেত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে শুদ্ধতর এই যে, হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট কোন অবস্থাতেই ইহা হুরমতে রিদ্বায়াত নয়। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কারণ এই যে, দুধের একটি ফোঁটা হলকুমের নীচে চলে যাওয়ই যথেষ্ট নয়; বরং এজন্য দুগ্ধ শিশুর খাদ্য হিসেবে যাওয়া চাই এবং তার পরিমাণ ও রকম খাদ্যের অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

যদি মহিলার দুধ বকরীর দুধের সহিত মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং মহিলার দুধের পরিমাণ বেশি হয়, তবে হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হবে। এভাবে যদি মহিলা নিজের দুধের মধ্যে রুটির টুকরা ছেড়ে দেয় বা তাতে ছাতু মিলিয়ে দেয় এবং তাতে দুধ সম্পূর্ণ চুষে নেয় কিন্তু ঐ রুটি বা ছাতু হতে দুধের স্বাদ পাওয়া যায়, তবে তা দ্বারা হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি মহিলার দুধ পানি বা ঔষধ অথবা কোন চুতুষ্পদ জন্তুর দুধের সহিত মিলিয়ে দেওয়া হয়, তবে পরিমাণের আধিক্যের বিবেচনা করা হবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে।

এভাবে প্রত্যেক তরল বা পাতলা বস্তু ঘন বস্তুর সাথে মিলিত হলে পরিমাণের আধিক্য দ্বারা এর মধ্যে প্রাধান্য বিবেচিত হয়। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ। গালেব বা প্রাধান্য লাভ করার অর্থ এই যে, ঐ বস্তু দ্বারা এর স্বাধ, রং এবং ঘ্রাণ অথবা এর কোন একটিকে উপলব্ধি করা যায়। কেন কেউ বলেন যে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট গালেব বা প্রাধান্যের অর্থ হল, অন্য বস্তু দুধের সাহিত মিলে দুধের রং ও স্বাদ বদলে দেয়। আর হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট এর অর্থ এই যে, দুধ দুধের পরিচয় হতে বের হয়ে যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বর্ণিত আছে। আর যদি দুধ এবং অন্য বস্তু সমপরিমাণ হয়, তবুও হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ এই যে, দুধ অন্য বস্তুর দ্বারা মগলুব অর্থাৎ অপ্রধান হয়নি বা নিজের সত্তা হারায়নি। ইহা বাহরুর রায়েকের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি দুই আওরাতের দুধ মিলিত হয়ে যায়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হুরমতে রিদ্বায়াত সেই মহিলার দুধে ছাবেত হবে, যার দুধ গালেব হবে। আর হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট উভয় মহিলার দুধে হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হবে। চাই উভয়ের দুধ সমান হোক বা দুধ বেশি-কম হোক। ইহা অধিক প্রকাশ্য এবং এহতিয়াত বৈকি। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত শুদ্ধতর। ইহা শরহে মাজমাউল বাহরাইনে উল্লেখ আছে। আর যদি উভয় মহিলার দুধ সমপরিমাণ হয়, তবে তাহরীমে রিদ্বায়াত উভয় মহিলার সাথে যুক্ত হবে এবং এর উপরই এজমা হয়েছে। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

মহিলাদের উপরে ওয়াজিব এই যে, বিনা প্রয়োজনে তারা যেন যে কোন সন্তানকে দুধপান না করায়। আর যদি করায়, তবে তা উত্তমরূপে মনে করা বা লিখে রাখা চাই। আমি স্বীয় মাশায়েখ হতে এরূপই শুনেছি। ইহা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত আছে। রিদ্বায়াত বিয়ের আগে হোক বা বিয়ের পরে হোক, সর্বাবস্থায় হুরমতে রিদ্বায়াত ছাবেত হবে। যেমন এক ব্যক্তি কোন ছাগীরা কন্যা বিয়ে করল, তারপর স্বামীর নছবী মা বা রিদ্বায়ী মা বা তার বোন বা তার কন্যা এসে ঐ ছাগীরাহকে দুধপান করাল, তবে উক্ত ছাগীরাহ নিজের স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে। আর এর অর্ধেক মোহর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। তারপর যদি দুধ দানকারিণী ইচ্ছাপূর্বক ফাসাদ সৃষ্টির জন্য দুধপান করিয়ে দেয়, তবে স্বামী ঐ মাল দুধ দানকারিণী হতে ফিরিয়ে নিবে। আর যদি সে ইচ্ছাপূর্বক এরূপ না করে, তবে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

তালাকের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ তালাকের ইতিবৃত্ত

তালাকের শরয়ী অর্থ এই যে, বিবাহ বন্ধনকে কোন খাছ শব্দ সাথে সাথে অথবা মালের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াকে তালাক বলে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। তালাকের রোকন হল, যেমন এরূপ কথা দ্বারা তালাক দেওয়া যে, তুমি তালাকী, তালেকাহ অথবা এই জাতীয় অন্য কোন শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়া। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। তালাকের শর্ত বিশেষভাবে দুই প্রকার। এক প্রকার এই যে, মহিলার সহিত কয়েদ বাকি থাকা চাই বিয়ের দ্বারা বা ইদ্দত দ্বারা। আর দ্বিতীয় প্রকার হল, হামলে বিয়ের তিল্লিয়্যাত বাকি থাকা, যেমন যদি দুখুলের পরে হওয়ার কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে যায় এবং ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যায়, তারপর ইদ্দতের মধ্যে তালাক দিয়ে দেয়। তখন তালাক পড়বে, কেননা হিল্লিয়্যাত দূর হয়ে গিয়াছে। আর যদি মহিলাকে তালাক দিয়ে দেয়, পুনঃ তালাক ফিরিয়ে নেয়, তবে তালাক বাকি থাকবে - যদিও সে তখনই হিল্লিয়্যাত বাকি থাকা, যেমন নাকি যদি দুখুলের পরে হওয়ার কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে যায় এবং ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যায়, তারপর ইদ্দতের মধ্যে তালাক দিয়ে দেয়। তখন তালাক পড়বে, কেননা হিল্লিয়্যাত দূর হয়ে গিয়েছে। আর যদি মহিলাকে তালাক দিয়ে দেয়, পুনঃ তালাক ফিরিয়ে নেয়, তবে তালাক বাকি থাকবে - যদিও সে তখনই হিল্লিয়্যাত ও কয়েদকে দুর না করে। কারণ হল সে ফিল মাল দুই তালাক মিলাবার পরে ঐ বস্তুকে দূর করবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

তালাকের হুকুম হল, যদি রেজয়ী তালাক হয়, তবে ইদ্দত খতম হবার পর পরস্পর বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আর যদি তালাকে বায়েনা হয়, তবে তখন তখনই ইদ্দত খতম হওয়া ছাড়াই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। আর যখন তিন তালাক পূর্ণ হয়ে যায়, তখনএই মহিলাকে কখনই আর সে বিয়ে করতে পারে না। ইহা মুহীতে সুরুখীতে বর্ণিত আছে। তালাকের ছেফাত হল, আছলের দৃষ্টিতে ইহা হারাম এবং হাজতের দিক দিয়ে মোবাহ। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর তাকছীমে তালাকের কথা হল যে, তালাক প্রথমত দুই প্রকার। এক প্রকার হল সুন্নী এবং দ্বিতীয় প্রকার হইল বিদয়ী। ইহার প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার। এক প্রকারের মারজা হল সংখ্যার দিকে এবং দ্বিতীয় প্রকারের মারজা হল সময়ের দিকে। সুন্নী তালাক সংখ্যা এবং সময়ের দিক দিয়ে দুই প্রকার। যথা ঃ হাসান ও আহসান।

আহসান এই যে, নিজের স্ত্রীকে এক রেজয়ী তালাক এমন তোহরে দিবে, যে তোহরে সে তার সহিত অতী করেনি। তারপর তাকে ছেড়ে দিবে, এমন কি তার ইদ্দত চলে যাবে অথবা সে হামেলা থাকলে তার হামল প্রকাশ পাবে।

আর তালাকে হাসান হল, স্ত্রীকে এমন তোহরে তালাক দিবে, যে তোহরে তার সহিত জেমা করেনি। প্রথম তাকে এক তালাক দিবে। তারপর দ্বিতীয় তোহরে দ্বিতীয় তালাক এবং তৃতীয় তোহরে তৃতীয় তালাক দিবে। ইহা মুহীতে সুরুখীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আদদে তালাকের সুন্নিয়্যাতের মধ্যে আওরাতে মদখুলাহ ও গায়রে মদখুলাহ উভয়ে সমান; এবং অকতে তালাকের সুন্নিয়্যাত বিশেষভাবে আওরাতে মদুখুলাহর ক্ষেত্রে ছাবেত হয়ে থাকে এবং গায়রে মুদখুলাহ আওরাতকে যখন ইচ্ছা হায়েজ বা তোহরের মধ্যে তালাক দিতে পারে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যে মহিলার সাথে তার স্বামী খেলাওয়াতে ছহীহা করেছে তার ক্ষেত্রে তালাকের সময়ের বিবেচনা ঐরূপই করা দরকার, যেরূপ আওরাতে মদখুলাহর ক্ষেত্রে করা হয়ো থাকে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

তালাকে সুন্নিয়্যাতের মধ্যে সময়ের বিবেচনার ক্ষেত্রে মুসলিমাহ, কিতাবিয়াহ এবং দাসী সবই সমান। ইহা তাতারখানিযায় বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রথম তালাকে বিলম্ব করবে। এমন কি তোহরের সীমা যখন প্রায় শেষ হয়ে আসবে, তখন তালাক দিবে। তাতে মহিলার লম্বা ইদ্দতের কষ্ট সহ্য করতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, অকতে তোহর শুরু হইবামাত্র তালাক দিবে, তাতে মহিলা কারও এই কথার চাপে পড়বে না, এর সহিত মোজামেআত করে তালাক দিয়েছে; এবং ইহাই অধিক প্রকাশ্য। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, যে তোহরে জেমা' করেনি সেই তালাকে সুন্নীর মহল তখনই হয়, যখন সে তোহরের আগে যে হায়েজ এসেছে তাতে জেমা' করেনি এবং তালাক দেয়নি। কেননা হায়েজের অবস্থায় জেমা' করা বা তালাক দেওয়া প্রত্যেকে তার পশ্চাদবর্তী তোহরকে এভাবে রাখে না যে, সুন্নী তালাকের সময় বাকি থাকে; এবং ইহা যিয়াদাতের মধ্যে উল্লেখ আছে। আর এই হুকুম তখন হবে যে হায়েজের তালাকের হালতে সে মোজামেআত না করে। আর যদি মোরাজেআত করে লয়, তবে আছলে বর্ণিত আছে যে, যখন মহিলা পাক হয়ে আবার হায়েজ হয়, আবার পাক হয়, তবে তারপর ইচ্ছা করলে ঐ তোহরে তালাক দিয়ে দিবে।এই কথায় ইশারা সেদিকে যে, যে হায়েজে তালাক দিয়া মেরাজেআত করে নিয়েছে; তার তোহরের সংখ্যা তালাক সুন্নী হবার মহল হবে না। তাহাবীতে বর্ণিত আছে যে, এই হায়েজের পিছে যে তোহর আসবে, তা এমন হবে যে ইচ্ছা হলে ইহাতে তালাকে সুন্নী দিয়ে দিবে। তাহাবীর কালামে ইশারা হল যে, পুনঃ ঐ তোহর তালাকে সুন্নতের মহর হয়ে যাবে। শায়েখ আবুল হাসান (রহঃ) বলেন যে, শায়খে তাহাবী যা বর্ণনা করেছেন, ইহা হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) অভিমত। আর আছলে যা উল্লেখ আছে, ইহা ছাহেবাইন (রহঃ) এর অভিমত। যদি হায়েজের অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, পুনঃ তাকে বিয়ে করে তারপর ঐ হায়েজের পরে যে তোহর আসে সেই তোহরে তালাক দিয়ে সর্বসম্মত মতে তা তালাক সুন্নী হবে। ইহা জখীরায় বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রীকে জেমা' করা হয়নি, এমন তোহরে তালাকে বায়েন দিয়ে দেয়, পুনঃ তাকে বিয়ে করে, তবে সর্বসম্মত মতে তার ইখতিয়ার থাকে যে, ঐ তোহরেই আবার তালাক দিয়ে দেয়। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি স্ত্রীকে জেমা' করা হয়নি, এমন তোহরে এক তালাক দেয়, পুনঃ স্ত্রীকে ঐ তোহরেই কথা দ্বারা মোরাজেআত করে, তবে তার ইখতিয়ার থাকে যে, দ্বিতীয়বার আবার তাকে ঐ তোহরে তালাক দিয়ে দেয়। এই তালাক হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তালাকে সুন্নী হবে; কিন্তু হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট সুন্নী হবে না। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এরএ ব্যাপারে দুই রেওয়ায়েত আছে। ইহা জখীরায় উল্লেখ আছে। এভাবে যদি স্ত্রীকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করে বা চুম্বন করে বা আসক্তি সহকারে তার যৌনাঙ্গ দেখে তাকে মোরাজেআত করে, তা হলেও এরূপ মতভেদ আছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি কামভাবের সহিত নিজে স্ত্রীর হাত ধরে তাকে বলে যে, তোমরা উপর সুন্নত রীতি অনুসারে যথাসময়ে তিন তালাক, তবে স্ত্রীর উপরে তখনই তিন তালাক হবে, ইহা একটি অপরটি সাথে সাথে পড়বে। এই কারণে যে, যখন তার উপর এক তালাক হবে, তখন ইহা হতে মেরাজেআত করণেওয়ালা হয়ে যাবে। তারপর তার উপর দ্বিতীয় তালাক পড়বে। ইহা মাবসুতে বর্ণিত আছে। আর যদি উরোল্লিখিত ছুরতের মধ্যে স্ত্রীকে মোজামেআত দ্বারা রুজু করা হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে এ তোহরে ইহাকে তালাকে সুন্নী দিতে পারে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে; এবং ইহা ঐ সময়ে, যখন স্ত্রীকে জেমা' দ্বারা রুজু করা হয় এবং সে ঐ জেমা' দ্বারা হামেলা না হয়। যদি হমেলা হয়ে যায়, তবে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে যে, স্ত্রীকে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দেয়; এবং ইহা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

তালাকে বিদয়ী দুই রকম আছে। এক রকম এই যে, ইহার মারজা সংখ্যা; এবং দ্বিতীয় এই যে, ইহার মারজা সময়। যে বিদয়ী তালাকের মারজা সংখ্যা, ইহা এরূপ যে, একই তোহরে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, চাই একই কলেমা (কথা) দ্বারা বা বিভিন্ন কলেমা দ্বারা, অথবা একই তোহরেই তালাক জমা করে দেয়, চাই একই কলেমা দ্বারা বা বিভিন্ন কলেমার মাধ্যমে। এই রকম করাকেই বিদয়ী তালাক বরে। এই তালাক পতিত হয়ে যায়; কিন্তু তালাকদাতা পাপী হয়। আর যে বিদয়ী তালাকের মারজা সময়, ইহা এরূপ যে, নিজের মদখুলাহ স্ত্রীকে যার হায়েজ আসে, তার হায়েজের অবস্থায় অথবা এমন তোহরে. যাতে তার সহিত জেমা' করেছে, তালাক দিল, তবে ইহাই বিদয়ী তালাক। তালাক পতিত হবে, তবে পুরুষের জন্য মুস্তাহাব এই যে, ইহাকে রুজু করে, অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয়। শুদ্ধতর এই যে, ফিরিয়ে নেওয়া ওয়াজিব। ইহা কাফীর বিবরণ।

তালাকে বায়েন সুন্নী নয়, তালাকে খোলা সুন্নী, চাই হায়েজের মধ্যে হোক বা গায়রে হায়েজের মধ্যে হোক। মুনতাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, হায়েজের মধ্যে নিজের স্ত্রীকে ইখতিয়ার দিয়ে দেওয়া দোষের কিছু নয়। যদি হায়েজের মধ্যে মহিলা নিজের নফসকে ইখতিয়ার করে নেয় অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেয়, তাতেও দোষের কিছুই নেই। যদি হায়েজের মধ্যে মহিলা নিজের নফসকে ইখতিয়ার করে নেয় অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেয়, তাতেও দোষের কিছু নয়। মুনতাকার মধ্যে ইহাও উল্লেখ আছে যে, যখন মহিলা বালেগা হয়তাহার খিয়ারে লুগ হাছিল হয় এবং অতঃপর সে নফসকে ইখতিয়ার করে, অর্থাৎ তাফরীক এবং ফছখে নেকাহ (বিবাহ ভঙ্গ করা)অবলম্বন করে, তবে কাজীর ঐ আওরাতের হায়েজের অবস্থায় উহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাফরীক করিয়া দেওয়ায় কোন দোষ নাই। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। আর যখন দাসীকে আযাদ করা হয় এবং হার খিয়ারে এতক হাছিল হয়, তখন তাহার হায়েজেরঅবস্থায় নিজের নফসকে ইখতিয়ার করায় কোন দোষ নেই।

এই সমস্ত মাসয়ালার মধ্যে মদখুলাহ ও গাযরে মদখুলাহর ভিতরে কোন প্রভেদ নাই। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি মহিলার কম বয়সের কারণে বা অধিক বয়স হওয়ার কারণে হায়েজ না আসে, অথবা ঐ দুই কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে হায়েজ না আসে যেমন বালেগ হওয়ার পর কোন দিনই হায়েজ না আসে, এরূপ স্ত্রী স্বামী যদি ইচ্ছা করে যে স্ত্রীকে তালাকে সুন্নী দিবে, তবে তাকে এক তালাক প্রদান করবে। অতঃপর একমাস অতীত হবার পর দ্বিতীয় তালাক দিবে। তারপর আবার একমাস অতীত হলে তৃতীয় তালাক দিবে। তারপর যদি তালাক মাসের প্রথম অর্থাৎ চাঁদ উঠার রাতে পতিত হয, তবে তাফরীকে তালাক এবং ইদ্দতের জন্য সর্বসম্মত মতে মাসের হিসেব চাঁদ দ্বারা হবে। আর যদি তালাক মাসের মধ্যে পতিত হয়, তবে তাফরীকে তালাকের জন্য সর্বসম্মত মতে দিনসমুহের হিসাব হবে। অতএবং পুরা ত্রিশদিনের উপরে দ্বিতীয় তালাক দিবে না' বরং একত্রিশ তারিখ বা তার পর দিবে। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার জন্যও হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট দিনসমূহের হিসেব করা হবে এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে; সুতরাং (মোট) নব্বই দিন অতীত না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পুরা হবে না।

যে আওরাত খুব কম বয়স অথবা খুব বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েজ দেখিতেছে না, তবে যখন তাহাকে তালাক প্রদান করে, তবে তাহার সহিত অতী করার পর কিছুদিন অতীত হওয়া ব্যতিরেকেও উহাকে তালাক দিতে পারে এবং ইহাই আমাদের তিন ইমামের কওল। ইহা ফতহুর কাদীরে বর্ণিত আছে। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের মায়ক (রহঃ) বলিতেন যে, এই হুকুম তখন হইবে, যখন আওরাত এমন কমবয়স্কা হইবে যে, তাহার হায়েজ ও হামলের আশাই করা যায় না। আর যদি এইরূপ হয় যে, হায়েজ ও হামলের আশা করা যয়, তবে উত্তম এই যে, ইহার অতী ও তালাকের মধ্যে একমাস সময়ের ব্যবধান করিবে। ইহা জখীরাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

হামেলা মহিলাকে জেমা'র পরে তালাক দিয়ে দেওয়া জায়েয আছে। আর সুন্নী তালাকের জন্য তার তিন তালাকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান করে দিবে। একমাস পরে দ্বিতীয় তালাক এবং আর একমাস পরে তৃতীয় তালাক দিবে, এবং ইহা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি নিজের মদখুলাহ স্ত্রী --- যার হায়েজ আসে, বলে যে, তোমার উপর সুন্নত রীতি অনুযায়ী ওয়াক্ত মত তিন তালাক, তবে এক তালাক তখন তখন পড়বে। তবে শর্ত এই যে, স্ত্রী এমন তোহরে থাকে, যাতে জেমা হয়নি। আর যদি সে হায়েজওয়ালী হয়, অথবা জেমা' করেছে এমন তোহরে থাকে, তবে তখন তখন কোন তালাক পড়বে না, এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নত তালাকের ওয়াক্ত না আসে। ওয়াক্ত আসলে এক তালাক পড়বে। আর যদি নিজের মদখুলাহ স্ত্রী যার হায়েজ আসে, তাকে বলে, তোমার উপর সুন্নত রীতি অনুযায়ী তিন তালাক। তবে এতে কয়েকটি ছুরত আছে। যেমন যদি সে এই নিয়ত করে যে, প্রত্যেক তোহরে এর উপর এক তালাক পড়বে, তবে তাই হবে। আর এভাবে যদি সে কোন নিয়ত না করে, তাহা হলেও এরূপ হবে যে, প্রত্যেক তোহরে তার উপর এক তালাক পড়বে। আর যদি এরূপ নিয়ত করে যে, তিনটি তালাকই এর উপর তখনই পড়বে, তবে নিয়ত ছহীহ হবে। কারণ এই যে, তখন তিন তালাক পতিত হওয়ার কথা সুন্নত দ্বারাই অবগত হওয়া গিয়েছে।

আর যদি এরূপ নিয়ত করে যে, প্রত্যেক মাসের শুরুতে স্ত্রীর উপরে এক তালাক পড়বে, তবে সেরূপই হবে। আর যদি স্ত্রী আয়েছা অথবা মদখুলাহ ছাগীরাহ হয় এবং তাকে বলে যে, তোমার উপর সুন্নত রীতি অনুযায়ী তিন তালাক। তবে তখন তখন তার উপর এক তালাক পড়বে, চাই তখন তার সহিত অতী করুক বা না করুক। তারপর একমাস পরে দ্বিতীয় এবং আর একমাস পরে তৃতীয় তালাক পড়বে। ইহা মুহীতের বিবরণ। আর যদি এরূপ নিয়ত করে যে, তখনই তিন তালাক পড়ুক, তবে তদ্রূপই হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর এভাবে যদি হামেলা হয়, তাহলেও নিম্নোল্লিখিতরূপে হুকুম হবে।যেমন সুন্নত রীতির নিয়ত ছাড়া এবং ঐরূপ নিয়তসহ তার নিয়ত অনুরূপই তালাক পড়বে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি স্ত্রীকে দুখুলের আগে বলে যে, তোমার উপর সুন্নত রীতি অনুযায়ী তিন তালাক, তবে এক তালাক তখনই পড়বে। তারপর যদি তাকে আবার বিয়ে করে, তবে দ্বিতীয় তালাক বিয়ে করার সাথে সাথে পড়বে এবং এই অবস্থা তৃতীয় তালাকেরও হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। এভাবে যদি হামেলা হয় এবং তাকে বলে যে, তোমার উপর সুন্নত রীতি অনুযায়ী তিন তালাক হোক। তবে এক তালাক বলার সাথে সাথে পড়বে এবং দ্বিতীয় তালাক পড়বে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে, যদিও বা দুদিন পরেই হামল খালাস বা সন্তান প্রসব হয় অথবা তাকে যদি পুনঃ বিয়ে করে, তবে তার সাথেই তালাক পড়বে। ইহা জখীরায় উল্লেখ আছে।

আর যদি কেউ বলে যে, তুমি লালেকাহ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা-সুন্নত রীতি অনুসারে; কিন্তু তিন তালাক না বলে, তবে যদি ঐ স্ত্রীর হায়েজ আসে এব যদি ওয়াক্তের উপরে না হয়, তবে যতক্ষণে ওয়াক্ত না আসে ততক্ষণে তালাক পড়বে না। যখন ওয়াক্ত আসবে, তখন তালাক পড়বে। অর যদি স্ত্রী হামেলা হয়, তবে বলার সাথে সাথে এক তালাক পড়বে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি একই সাথে তিন তালাকের নিয়ত করে অথবা ভিন্ন ভিন্ন তিন তোহরে পতিত হওয়ার নিয়ত করে, তবে ছহীত হবে। ইহা সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। তবে ফখরুল ইসলাম, ছদরুশ শহীদ এবং ছাহেবে হেদায়াহ প্রমুখ বলেছেন যে, ঐ ছুরতে একসাথে তিন তালাক পড়ার নিয়ত শুদ্ধ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যেমন নাকি একাধিক তালাক এই ছুরতে পড়বে না। ইহা জামে' ছগীরের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি সুন্নত অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা এবং এই কথার মাধ্যমে সে এক তালাক বায়েনার অর্থ করে, তবে স্ত্রী বায়েনাহ হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি দুই তালাকের অর্থ গ্রহণ করে, তবে দুই তালাক পড়বে না। আর যদি তালেকাহ্ শব্দ দ্বারা এক তালাক এবং সুন্নত শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় তালাকের মুরাদ লয়, তথাপি একই তালাক পড়বে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত হইয়াছে। আর যদি নিজের স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালাকপ্রাপ্তা প্রত্যেকমাসে সুন্নত অনুযায়ী। তবে যদি স্ত্রী আয়েছা (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধা যার হায়েজ আসে না।) হয় যে, মাসের দ্বারা তার মুদ্দতের হিসেব হয়, তবে প্রত্যেক মাসের উপরে এক তালাক বর্তিবে। এভাবে সে তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর যদি তার হায়েজ আসে ও হায়েজ দ্বারা মুদ্দত হিসেব হয়, তবে তার উপর এক তালাক পড়বে; কিন্তু যদি স্বামী তিন তালাকের প্রত্যেক মাসের উপর এক তালাকের নিয়ত করে, তবে এভাবেই তিন তালাক পড়বে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি হায়েজ আসে না এরূপ বলে যে, তুমি মাসসমূহের উপরে তালাকপ্রাপ্তা। তবে প্রত্যেক মাসের শুরু হওয়ার পর এর উপরে এক তালাক পড়বে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি হায়েজের উপর তালাকপ্রাপ্ত। বস্তুতঃ তার হায়েজও আসে, তবে প্রত্যেক হায়েজের উপর তার উপরে এক তালাক পড়বে। আর যদি তার হায়েজ না আসে, তবে তার উপর কিছু বর্তিবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি ঐরূপ বাক্য বলা সত্ত্বেও 'সুন্নত রীতিতে' কথাটিও বলে, তবে যদি স্ত্রী জেমা' হয় নাই এমন তোহরে থাকে, তবে এক তালাক সাথে সাথে পড়বে। তারপর প্রত্যেক মাসের পর এবং প্রত্যেক হয়েজের পর যখন সে পাক হবে, তখন এক এক তালাক পড়বে। এই কারণে যে, সে হায়েজ শব্দটিও বলেছে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি সুন্নত রীতিতে দুই তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা। তবে প্রত্যেক এরূপ তোহরে যাতে জেমা' হয়নি, এর উপর এক এক তালাক পড়বে। ইহা বাদায়ে' মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বল্যেছেন যে, যদি নিজের স্ত্রীকে বলে যে, তুমি দুই তালাকদ্বারা তালাকপ্রাপ্তা, যার এক তালাক সুন্নী। তবে স্ত্রী যদি এমন তোহরে থাকে যে, তাতে জেমা' হয়নি, তবে প্রথম সুন্নী তালাক তার উপর সাথে সাথে তখনই পড়বে এবং তার পরে পরেই বিদয়ী তালাকও পড়বে। আর যদি উক্ত স্ত্রী হায়েজওয়ালী হয়, তবে ঐ উভয় তালাক পড়তে বিলম্ব হবে। এমন কি যখন সে তাহের অর্থাৎ পাক হবে তখন উভয় তালাক এমনভাবে পড়বে যে, প্রথম সুন্নী তালাক পতত হবে, তাহার পরে দ্বিতীয় তালাক পড়বে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি দুই তালাক দ্বারা তালাকপাপ্তা। এর মধ্যে একটি সুন্নী তালাক এবং দ্বিতীয়টি বিদয়ী তালাক। অথবা বলল যে, তুমি তালাকপ্রাপ্তা এক সুন্নী তালাক দ্বারা ও এক বিদয়ী তালাক দ্বারা, তবে যদি স্ত্রী এমন অবস্থায় থাকে যে, ইহা সুন্নী তালাকের ওয়াক্ত, তবে তার উপর উভয় তালাক পড়িবে। প্রথম পড়িবে সুন্নী তালাক, তারপর পড়বে বিদয়ী তালাক। আর যদি সুন্নী তালাকের ওয়াক্ত না হয়, তবে বিদয়ী তালাক তখনই পড়বে এবং সুন্নী তালাক পড়তে তার সময় আসা পর্যন্ত দেরি হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি তালাকদাতা স্বীয় কালামের মধ্যে তালাকে বিদয়ীর কথা আগে বলে এবং স্ত্রীও এমন অবস্থায় আছে যে, তা সুন্নী তালাকের সময় নয়, তবে বিদয়ী তালাক পড়বে এবং সুন্নী তালাকে এর সময় আসা পর্যন্ত বিলম্ব হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নিজের স্ত্রীকে বলে যে, তুমি দুই সুন্নী তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত, যার মধ্যে একটি বায়েনাহ। তবে তার ইখতিয়ার হবে যে, উভয়ের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছে বায়েনাহ ধার্য করে। আর যদি সে কিছু উল্লেখ না করে, তবে এমন কি স্ত্রী হায়েজের পরে পাক হয়ে দুই তালাক দ্বারা বায়েনাহ হয়ে যাবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি সুন্নতের পরে তালাকপ্রাপ্তা। তবে তালাক হায়েজ এবং তোহরের পরে পতিত হবে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, যখন তুমি কোন সন্তান প্রসব করবে, তখনতুমি সুন্নী তালাকপ্রাপ্তা, তারপর স্ত্রী

www.nagorikpathagar.org

তিন সন্তান একই গর্ভের প্রসব করল, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট তালাক পড়বে না। কেননা ঐ দুই ইমামের নিকট নেফাস প্রথম হতে হয়; সুতরাং যখন সে নেফাস হতে পাক হয়, তখন এক তালাক পড়ে, অতঃপর প্রত্যেক তোহরে দ্বিতীয় তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, তুমি প্রতি একটি সুন্নী তালাকের দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা। তবে তিন তালাক সুন্নতের ছেফাতসহ পড়বে। আর যদি বলে যে, বিদয়ী তালাক দ্বারা, তবে তিনটি তালাকই তখন তখন পড়বে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আগামী কাল সুন্নী তালাকপ্রাপ্তা, অথচ স্ত্রী এমন অবস্থায় আছে যে, আগামী কাল তার উপর সুন্নী তালাক পড়তে পারে না, তবে তার উপর তালাক পড়বে না। তালাকের সময় আসবে, তখন পড়বে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি সুন্নী তালাকপ্রাপ্তা। আর স্ত্রী নিজের স্বামীর দিক দিয়ে গায়রে জেমা'কৃত তোহরের মধ্যে আছে; কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি এর সহিত ব্যভিচারমূলক অতী করেছে, তবে ঐ তোহরেই তার উপর তালাক পড়বে। আর যদি ঐ স্ত্রীর সাথে অপর কোন ব্যক্তি সন্দেহসূচক অতী করে থাকে, তবে ঐ তোহরে তালাক পতিত হবে না। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে জেহার করে, তারপর তাকে সুন্নী তালাক দেয় এবং সময়ও সুন্নী তালাকের হয়, এমতাবস্থায় যে, জেহারের কাপফারা আদায় করেনি, তবে তালাক পতিত হবে। হুরমতে জেহার ঐ সুন্নী তালাক পতিত হওয়ায় কোন বাধা হবে না। আর এভাবে যদি নিজ স্ত্রীর ভগ্নিকে বিয়ে করে এবং তার সহিত দুখুল করে লয় এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয় এবং পুনঃ নিজ স্ত্রীকে তা বোনের ইদ্দতের অবস্থায় সুন্নত তালাক দেয়, তবে তাও পড়বে। আর এভাবে যদি নিজ স্ত্রীকে সুন্নী তালাক এই অবস্থায় দেয়, যে জিনা দ্বারা হামেলা হয়েছে, তরে তার হুকুমও এই।

এক স্ত্রীকে তার স্বামীর মৃত্যুর খবর দেওয়া হল। তারপর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট বিয়ে বসল এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সহিত দুখুল করল। তারপর তার প্রথম স্বামী এসে উপস্থিত হল এবং দ্বিতীয় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পৃথক করে দেওয়া হল। দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর প্রথম স্বামী এই ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে সুন্নী তালাক দিয়ে দিল, তবে ইমাম আবু ইউসুফের (রহঃ) নিকট তালাক পড়বে না। ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট পতিত হবে। যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন সুন্নী তালাক দিয়ে দেয়, তারপর তার হায়েজ আসে, তারপর তোহর আসে এবং তার উপর এক তালাক পড়ে যায়, তারপর সে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত বিয়ে করে নেয়, তবে যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী ঐ দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে থাকবে, ততদিনে প্রথম স্বামী প্রদত্ত বাকি সুন্নত তালাকসমূহ তার উপর পতিত হবে না। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত এবং ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট পড়বে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, তোমার উপর তিন সুন্নী তালাক এক হাজার দিরহামের পরিবর্তে, যদি তুমি চাও। অথবা চাওয়ার কথা আগে বলল যেমন, তুমি চাইলে তোমার উপর তিন সুন্নী তালাক। তবে একথা যদি হয়েজের অবস্থায় হয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমতের ভিত্তিতে কিয়াস অনুযায়ী স্ত্রীর চাওয়া এখনই হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হায়েজ হতে পবিত্র হয়। আর যদি ঐ কথা এমন তোহরে হয়, যাহাতে জেমা' করা হয়েছে, তাহলেও চাওয়া এখন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না স্ত্রীর হায়েজ আসার পরে পুনঃ পবিত্র হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে ছাগীরাহ হয়, তারপর সে একমাস অতীত হওয়ার আগেই হায়েজ এসে আবার পাক হয়ে যায়, তবে সর্বসম্মতভাবে স্বামীর ইখতিয়ার থাকে যে, তাকে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দেয়। আর যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সে এমন ছিল যে, তার হায়েজ আসছিল। তারপর সে আয়েছা (বৃদ্ধা, যার হায়েজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে) হয়ে যায়, তবে আয়েছা হওয়ার পর তাকে দ্বিতীয় তালাক প্রদান করা যায়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

নাওয়াদেরে আবু সোলায়মান এর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি নিজ স্ত্রী, যে হায়েজা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে বলিল যে, তোমার উপর সুন্নী তিন তালাক। তবে এক তালাক বলবার সাথে সাথে পড়বে। তারপর যদি ঐ স্ত্রীর আবার হায়েজ আসে ও তার পরে পাক হয়, তবে এই প্রথম তালাক বাতিল হয়ে যাইবে। পুনঃ হায়েজ হতে পাক হওয়ার পর তার উপর এক তালাক পড়বে এবং প্রথম তালাক বাতিল হয়ে যাবে। পুনঃ হায়েজ হতে পাক হওয়ার পর তার উপর এক তালাক পড়বে এবং প্রথম তালাক বাতিল হয়ে যাওয়ার দ্বারা ইমাম আবু ইউসুল (রহঃ) এর মুরাদ এই ছুরত যে, আয়েছার হালতে ঐ তালাক সম্পর্কিত কথাবার্তার আগে তার সহিত অতীও করা হয়েছে। তবেই তালাক বাতিল হবে। পুনঃ যদি ঐ হায়েজের পর আয়েছা হয়ে যায়, পুনঃ যদি নির্ধারিত দিন অতীত হওয়ায় ঐ অবস্থায় প্রকাশ পায়, তবে বাকি উভয় তালাক মাসের হিসোব দ্বারা পড়বে।

মুনতাকার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি সুন্নী তালাকপ্রাপ্তা। তখন স্ত্রী বলে যে, আমি পবিত্র আছি। আর স্বামী বলে যে, আমি তোমার সহিত হায়েজের মধ্যে বা হায়েজের পরে মোজামেআত করেছি। তবে স্ত্রীর কথা কবুল হবে। আর যদি স্ত্রী বলে যে, আমি হামেলা এবং স্বামী বলে যে, তুমি হামেলা নও। তবে এই হামেলার দাবীতে স্ত্রীর কথার তাছদীক হবে না। নাওয়াদের হেশামের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি এক সুন্নী তালাক। অথচ স্ত্রীর সহিত সে দুখল করে নিয়েছে। স্ত্রী বলে যে, তোমায় একথা বলেছি, তখন আমি এমন তোহরে ছিলাম যে, তুমি আমার সহিত ঐ তোহরে মিলন করনি এবং স্বামী বলে যে, তোমার পবিত্র হওয়ার পর একথা বলার আগে আমি তোমার সহিত মিলন করেছিলাম। তবে স্বামীর কথা কবুল হবে। আর যদি স্বামী বলে যে, আমি তোমার সহিত হায়েজের মধ্যে মিলন করেছি আর স্ত্রী কথার উপরে মিথ্যারোপ করে, তবে স্ত্রীর কথা কবুল হবে।

আর এভাবে যদি স্ত্রী বলে যে, তুমি কখনই ঐ সময় পর্যন্ত আমার সহিত দুখুল করনি, তবে স্ত্রীর কথা কবুল হবে। কুদুরীতে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি সুন্নী তালাকপ্রাপ্তা।

অথচ ঐ স্ত্রী দাসী এবং সে তখন এমন অবস্থায় আছে যে, তার উপর সুন্নী তালাক পড়তে পারে না। পুনঃ ঐ দাসীকে সে খরিদ করে, তারপর সুন্নী তালাকের সময় আসে, তবে এর উপর তালাক পড়বে। ইহা মুহিতে বর্ণিত আছে। যদি স্বামী গোলাম এবং স্ত্রী আযাদ হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, তুমি সুন্নী তালাক। তারপর স্ত্রী তাকে খরিদ করে, তবে যখন সুন্নী তালাকের সময় আসবে, তখন ঐ স্ত্রীর প্রতি তালাক পড়বে। জহিরিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, তালাক পড়বে না; এবঙ এতাবিয়ায় আছে যে, এর উপরই ফতোয়া। ইহা তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে।

এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তোমার উপর তিন সুন্নী তালাক; এবং স্ত্রী সে সময়ে এমন তোহরে আছে যে তাতে স্বামীর সহিত তার জেমা' হয়েছে। তারপর স্বামী ঐ স্ত্রীকে ক্রয় করে সঙ্গে সঙ্গে আযাদ করে দেয়, তবে সে হায়েজের ইদ্দতের মধ্যে থাকবে । যখন প্রথম হায়েজ হতে পাক হবে, তখন তার উপর এক তালাক পড়বে এবং দ্বিতীয় হায়েজ পুরা করে বায়েনাহ হয়ে যাবে, তখন তার উপর এক তালাক পড়বে এবং দ্বিতীয় হায়েজ পুরা করে বায়েনাহ হয়ে যাবে। পুনঃ দ্বিতীয় তালাক পড়বে না। যদি এরূপ হয় যে, যখন তার সহিত তালাকের কথা বলে, তখন সে হায়েজা থাকে, তারপর তাকে খরিদ করে, তারপর হায়েজের মধ্যেই তাকে আযাদ করে দেয়, তারপর ঐ হায়েজ হতে পাক হয়ে যায়, তবে তার উপর তালাক পড়বে না। এই কারণে যে, নেকাহে ফাসেদ হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে এবং সুন্নী তালাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ বিচ্ছেদের পর অন্ততঃ একমাস কিংবা এক হায়েজ অতীত হওয়া ছাড়া পড়ে না। এভাবে যদি আযাদ হওয়ার দাবী হায়েজের অবস্থায় খিয়ারে এতকের দ্বারা

www.nagorikpathagar.org

নিজের নফরে ইখতিয়ার করে, অথচ তার স্বামী তাকে বলেছিল যে, তুমি সুন্নী তালাকপ্রাপ্তা, তবে যখন ঐ হায়েজ হতে পাক হয়ে যাবে, তখন তার উপর তালাক পড়বে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

কাদের তালাক পড়বে এবং কাদের তালাক পড়বে না তার মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, স্বামী আকেল ও বালেগ হলে তার প্রদত্ত তালাক পড়। সে আযাদ বা গোলাম হোক না কেন। সে তালাক নিজের মনের ইচ্ছায় বা অন্যের জোর জবরদস্তিতে দেক না কেন। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেন ঠাট্টা মশকারা বা হাসি তামাশা করে তালাক দেয়, তবে তাও পড়বে। এভাবে যদি কারও অন্য কোন কথা বলার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মুখ দিয়ে তালাকের কথা বের হয়ে গেল, তবে তাতেও তালাক হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে, রাশেদ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, একব্যক্তি বলতে চেয়েছিল যে, জয়নব তালাকপ্রাপ্তা; কিন্তু তার মুখ হতে বের হয়ে গেল উমারাহ তালাকপ্রাপ্তা, তবে হুকুম তারই তালাকের হবে, যার নাম মুখ হতে বের হয়েছে। অবশ্য আল্লাহর নিকট এক্ষেত্রে ঐ দুই স্ত্রীর মধ্যে কারও তালাকই হবে না। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে আনতে তালিকুন কিন্তু সে আনতে তালিকুনের অর্থ জানে না বা আনতে তালিকুন কথা দ্বারা তালাক হয়ে যায় তাও জানে না, তবে এতে তালাক পড়ারই হুকুম হবে; কিন্তু আল্লাহর নিকট এ অবস্থায় তালাক হবে না। ইহা জখীরায় বর্ণিত আছে।

অল্পবয়স্ক বালক, যদিও সামান্য বুদ্ধি হয়েছে, তাছাড়া পাগল ঘুমন্ত ব্যক্তি বা বেহুঁশ প্রভতি লোকদের তালাক পতিত হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

এভাবে যার মাথা কখনও কখনও বিকৃত হয়, তার তালাকও পড়বে না। তবে শর্ত হইল, যদি মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় তালাক দিয়া থাকে। আর যদি সুস্থ অবস্থায় তালাক দেয় তবে তা পড়বে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক ঘুমন্ত ব্যক্তি তালাক দিল। তারপর যখন ঘুম হতে জাগ্রত হল, তখন সে স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে ঘুমের মধ্যে তালাক দিয়োছলাম, তবে তালাক পড়বে না। এভাবে যদি বলে যে, আমি ঐ তালাকে সম্মতি দিলাম, তবে তালাক হবে না। আর যদি বলে যে, আমি ঐ তালাক যা আমি ঘুমের মধ্যে মুখে বলেছিলাম, তবে তালাক পতিত হবে না।

যদি কোন ছোট বালক তালাক দেয়, তারপর যখন বালেগ হয়, তখন বলে যে, আমি সেই ছোট বেলার তালাকে সম্মতি দিলাম। তবে তালাক পড়বে না। আর যদি বলে যে, আমি সেই তালাক বর্তালাম, তবে পড়বে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কোন ছোট বালকের স্ত্রীকে তালাক দেয়, বালক বালেগ হবার পর বলে আমি অমুক ব্যক্তি যে তালাক দিয়েছিল, উহা বর্তাইয়া দিলাম, তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি, তবে তালাক পড়বে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কোন বালক কোন ব্যক্তির পক্ষ হতে তালাক দিবার উকিল হয় এবং সে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যায়েদ আমাদের কসমের বিবরণ দেওয়া শুরু করল, (অর্থাৎ আমর যে কসম করেছিল যে যদি তার স্ত্রী অমুকের ঘরে যায়, তবে সে তালাক) তারপর সে যখন তালাকের বয়ান পর্যন্ত পৌছল, তখন তার মনে আপনা হতে স্ত্রীর খেয়াল আসল, তবে যদি সে তালাকের নিয়ত করে এবং কথার বর্ণনা এভাবে সংযুক্ত হয় যে, সে ইহাও হতে পারে যে, সে নিজের স্ত্রী উপর তালাক বর্তায় তবে তালাক পড়ে যাবে। কারণ এই

www.nagorikpathagar.org

যে, সে তালাক বর্তেছে। আর যদি সে কোন নিয়ত না করে, তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা তখন ইহা হেকায়েত ধরা হবে। ইহা ফতোয়ায় কোবরায় বর্ণিত আছে।'

মত্তির হালতে তালাক দিলে তা পড়বে। তবে তার শর্ত এই যে, যদি শরাব অথবা নবীজ খেয়ে নেশার ঘোরে মত্তি আসে এবং ইহাই আমাদের আছহাবদের মাযহাব। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি কাকেও জবরদস্তি শরাব পান করানো হয় অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনে শরাব পান করে এবং তাতে নেশা হয় এবং তদবস্থায় সে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার তালাক সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে ছহীহ এই যে যেভাবে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হয় না, তদ্রূপ তার তালাকও পড়বে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি ভাং বা ঐ জাতীয় কোন বস্তু বা পুরুষ গাধা বা খচ্চর ইত্যাদির দুধপান করে নেয় এবং তদবস্থায় সে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার তালাক পড়বে না। ইহা তাহযীবের বিবরণ।

যদি কেউ ভাং খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয় তবে তার তালাক হয়ে যাবে এবং তাকে হদমারা যাবে। কারণ হল, এভাবে ভং খাওয়া মানুষের মধ্যে অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমাদের এ যুগে ইহার উপরই ফতোয়া । ইহা জাওয়াহেরে আখলাতীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি কেউ হুবুব ফাওয়াকাহ এবং মদু দ্বারা শরাব বানিয়ে পান করতঃ উহাদ্বারা নেশাগ্রস্থ হয়ে স্ত্রী তালাক দেয় বা গোলাম আযাদ করে, তবে তাতে ইমামদিগের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) বলেন, যে, এই জাতীয় বস্তু পনে যেমন তার উপর হদ জারী হয় না, তেমন উহাদ্বারা নেমাগ্রস্থ অবস্থার কোন কার্যক্রমেরও কোন মুল্য দেওয়া যায় না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ মধু ইত্যাদি দ্বারা তৈরী সরাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয় এবং তদবস্থায় স্ত্রী তালাক দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট তালাক পড়বে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহ) এর কওলের উপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কেউ নবীজ পান করে এবং তা তার শরীরের জন্য অনুকূলে না হওয়ায় শরীরের তাপ বৃদ্ধি পেয়ে মাথায় যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এবং তার প্রাবল্যে তার জ্ঞান লোপ পায়, তবে ইহা তার নবীজ পানের জন্য নয়; বরং মাথা যন্ত্রণাজনিত কারণের ফল। অতএব এই অবস্থায় সে স্ত্রীকে তালাকদিলে তা পতিত হইবে না। যদি কেহ তাহার শরীরের কোন আঘাতের কষ্টে বা সে নিজের মাথায় নিজে আঘাত করেছে, তার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং দতবস্থায় স্ত্রী তালাক দেয়, তবে তা পড়বে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে।

এ ঘটনার উপরে সকলেই একমত যে, যদি কেউ অন্যের উৎপীড়ন দ্বারা তালাকের কথা উচ্চারণ করতে মজবুর হয়, তবে তার এ তালাকের কথা বলা জারী (কার্যকর) হবে না। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তিকে যদি বাদশাহ জবরদস্তি করিয়ে বাধ্য করে যে, সে যেন নিজ স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য কোন উকীল নিয়োগ করে, এতে সে ব্যক্তি প্রহার, অত্যাচার এবং গ্রেফতারের ভয়ে কাকেও বলে যে, তুমি আমার উকীল, ইহার বেশি কিছু না বলে, উকীল লোকটির স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর মুয়াক্কিল বলে যে, আমি তাকে আমর স্ত্রী তালাক দিবার জন্য উকীল করিনি। তবে ওলামাগণ বলেন যে, তার একথা গ্রাহ্য করা যাবে না; বরং তালাক পতিত হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য কাকেও উকীল নিয়োগ করল। উকীল শরাব ও নেশার দ্রব্য পান করিয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দিল। তবে কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এতে তালাক পড়বে না। কিন্তু অধিকাংশ মাশায়েখের নিকট তালাক পড়বে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

গোংগাদের তালাক ইশারার দ্বারা হয়ে তাকে। গোংগা বুঝতে হবে, যে জন্মগত গোংগা অথবা পরে চিরদিনের জন্য গোংগা হয়ে গিয়েছে। এমন কি এখন তার ইশারায় অর্থবোধক রূপে পরিণত হয়েছে। ইহা মুজামিরাতে বর্ণিত হযেছে। উক্ত গোংগা লিখতে পারুক কি না পারুক, তার ইশারায়ই তালাক হয়ে যাবে। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে।

যদি গোংগা ব্যক্তির ইশারাহ স্পষ্ট না হয় যে, তাদ্বারা তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝা যায়, অথবা যদি এমন হয় যে, তা দ্বারা এর ইচ্ছা বুঝা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না; বরং সন্দেহ থাকে, তবে ঐ ইশারাহ বাতিল হবে। ইহা মবসুতে বর্ণিত আছে।

আর যদি কোন ব্যক্তি জন্মগত গোংগা বা হয় বরং মধ্যম বয়সে গোংগা হয়ে গিয়েছে এবং তার স্থায়ী নয়। তবে এরূপ গোংগা ব্যক্তির ইশারাকে নির্ভরশীল ধরা যাবে না। তবে যে অবস্থায় গোংগার ইশারাকে অর্থবোধক এবং নির্ভরশীল মনে করা হয়, তদবস্থায় সে যদি তালাক দেয় এবং তার ইশারার দ্বারা তিন তালাকের কম সংখ্যক তালাক বুজা যায়, তবে তা রেজয়ী তালাক হবে। ইহা মুজামিরাতে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তালাক পতিত হওয়ার মাসায়েল
প্রথম ভাগ
স্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়ার মাসায়েল

স্পষ্ট তালাক এমন, যেমন কেউ বলল, 'তুমি তালাকী বা তালাকপ্রাপ্তা, আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি' তবে এতে এক তালাক রেজয়ী পড়বে - যদিও সে একাধিক তালাকের নিয়ত করে থাকে বা বায়েনার নিয়ত করে বা কোনরূপ নিতয়ই না করে। ইহা কানযে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে, 'তুমি তালাকী' আর মনে এরূপ নিয়ত করে যে, তুমি কড়াকড়ি হতে ঢিলপ্রাপ্তা। তবে কাজীর নিকট তার এ মনের নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না - আল্লাহর কাছে এবং বান্দার মধ্যে যাই থাকুক। এমন ক্ষেত্রে স্ত্রীরও কাজীর মতই জায়েয হবে না যে, সে নিজের উপর স্বামীর কোনরূপ অধিকারকে স্বীকার করে নেয়। কাজী যখন এমন বাক্য স্বামীর মুখ হতে শুনে বা কোন আদেল সাক্ষী তার নিকট এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে কাজী অবশ্যই তালাক পড়ার হুকুম প্রদান করবে।

আর যদি কেউ স্ত্রীকে এরূপ বলে যে, অর্থাৎ কড়কড়ি বা বাধ্যবাধকতা হতে ঢিলপ্রাপ্তা, তবে কাজীর বিচারে কিছুই হবে না। আর যদি এরূপ বলে, 'তুমি এ কয়েদ বা শর্ত হতে তালেকা বা বিমুক্ত'। তা হলেও এ হুকুম হবে। আর যদি 'তুমি তালেকাহ' বলে তা হতে এ নিয়ত করা হয় যে, তুমি কাজ হতে মুক্ত, তবে কাজায়ান ও দিয়ানাতান কোনদিক দিয়াই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি এ কাজ হতে তালেকা অথবা অমুক কাজ হতে তালেকা, তবে দিয়ানাতান তার কথা বিশ্বাস করা যাবে; কিন্তু কাজায়ান বিশ্বাস করা যাবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, হে তালাকপ্রাপ্তা! তবে যদি ঐ স্ত্রীর ইহার পূর্বে কোন স্বামী না থাকে বা থাকলেও যদি তার দ্বারা তালাক প্রদত্তা হয়; বরং সে স্বামী মরে গিয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় স্বামীর এরূপ কথায় স্ত্রীর উপরে তালাক পড়বে। আর যদি ঐ স্ত্রীর ইহার পূর্বে কোন স্বামী থেকে থাকে আর সে তাকে তালাক দিয়ে থাকে, আর এই স্বামী

www.nagorikpathagar.org

যদি তার কথা দ্বারা সেই পিছনের ঘটনা প্রকাশের নিয়ত না করে, তা হলেও স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে, আর যদি স্বামী বলে যে, আমি সেই পূর্বেকার ঘটনার উক্তি করেছি, তবে সে ব্যাপার আল্লাহর ও তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে কাজায়ান এর হুকুম কি হবে? তাতে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। ছহীহ এ যে, তার কথা বিশ্বাস করা যাবে। আর যদি সে বলে যে, আমি ইহা দ্বারা স্ত্রীকে গালি দেয়ার নিয়ত করেছিলাম তবে তার কথা কাজায়ান বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তবে আল্লাহ ও ঐ ব্যক্তির মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ। যদি কেউ বলে যে, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তবে ইহা স্পষ্ট উক্তি নয়। কিন্তু যদি এদ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক পতিত হবে। নতুবা হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, 'আনতে মুত্বলাক্বাতুন' অর্থাৎ তুমি মুক্তিপ্রাপ্তা অথবা হে মুক্তিপ্রাপ্তা। তবে এতে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক পড়বে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, আনতে তালেকুন বা আনতেত্তালাক বা আনতে তালেকুত্তালাক বা আনতে তালেকুন তালাকান, তবে যদি কোন নিয়ত না থাকে বা এক অথবা দুই তালাকের নিয়ত করে, তবে এক তালাকে রেজয়ী পড়বে। আর যদি তিন তালাক নিয়ত করে, তবে তিন তালাক পড়বে। যদি কেউ বলে যে, আনতে তালাক অর্থাৎ তুমি তালাক, তবে ইহাদ্বারা তালাক পড়ে যায়। এতে কোন নিয়তের অপেক্ষা করে না। তবে এতে তালাকে রেজয়ী হবে। আর ইহাদ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করাও শুদ্ধ হবে; কিন্তু যখন তালাক শব্দ (খবর) আলিফ ও লাম ছাড়া হয়, তখন দুই তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ হবে না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কিন্তু দুই তালাকের নিয়ত না হওয়া ঐ সময়, যখন স্ত্রী আযাদ হয়। যদি স্ত্রী দাসী হয়, তখন দুই তালাকের নিয়ত করলে দুই তালাক পড়বে। আর স্ত্রী আযাদ হওয়ার ছুরতে যদি এক তালাক তার উপর পূর্বেই পড়ে থাকে তবে তার উপরও দুই তালাক পড়বে। তবে শর্ত হল যে, এ দুই তালাকের প্রথম তালাকের সাথে যদি নিয়ত করে থাকে। ইহা সিরাজুর ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, আনতে তালেক্বত্তালাক্ব অর্থাৎ তুমি তালেক্বত্তালাক্ব। আর বলে যে আমি তালেক শব্দ দ্বারা এক তালাক এবং আনতাত্তালাক শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় তালাক অর্থ নিয়েছি। তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে। তবে দুই তালাক রেজয়ী পড়বে। তবে শর্ত এ যে, যদি স্ত্রী মাদখুলাহ হয়। নতুবা দ্বিতীয় শব্দ অনর্থক গণ্য হবে। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ বলে যে, তোমার জন্য তালাক। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, যে যদি সে তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক পড়ে যাবে। আর যদি কোন কিছু নিয়ত না করে, তবে তালাক পড়বে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, তালাকের নিয়ত করলে তা পড়বে। আর কিছু নিয়ত না করলে তালাকের ব্যাপারে আওরাতের হাতে ইখতিয়ার থাকবে। যদি কেউ বলে যে, 'আলাইকেত্তালাক্ব' অর্থাৎ তোমার উপর তালাক, তবে আওরাত তালেকা হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি তালাকের নিয়ত থাকে।

যদি কেউ বলে যে, তালাক্বী আলাইকে ওয়াজিবুন। অর্থাৎ আমার তালাক তোমার উপর, তাহা হলেও এই হুকুম হবে। ইহা বুকালী নিজের ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন। আর যদি কেউ বলে যে, 'তালাকুকে আলাইয়্যা' অর্থাৎ তোমার তালাক আমর উপর। তবে তালাক পড়বে না। আর যদি বলে, 'তালাক্বুকে আলাইয়্যা' ওয়াজিবুন আরও লাযেবুন আও আরজুন আও ছাবেতুন অর্থাৎ তোমার তালাক আমার উপর ওয়াজিব অথবা ফরজ অথবা ছাবেত' তবে আবুল্লাইছ (রহঃ) এ মাসয়ালায় মুতায়িখখিরীনদের মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন যে, কারও কারও নিকট এক তালাক রেজয়ী পতিত হবে। চাই নিয়ত থাকুক, কি না থাকুক আর কেউ কেউ বলেছেন তালাক পড়বে না, চাই নিয়ত করুক, কি না করুক। আর কেউ কেউ কলেছেন যে, ওয়াজিবুন শব্দ বলার সময় নিয়ত ছাড়াও তালাক পতিত

www.nagorikpathagar.org

হবে। লাযেম শব্দ বলার সময় পড়বে না, যদিও নিয়ত থাকুক। পার্থক্য উভয়ের মধ্যে কেবল প্রচলনের দিক দিয়ে। আর ফরজ শব্দ আল্লাহর হুকুম ছাড়া উল্লেখ করা ভুল।

যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি এরূপ কাজ কর, তবে তোমার তালাক আমার উপর ওয়াজিব অথবা লাযেম অথবা ছাবেত হবে। তারপর স্ত্রী সেই কাজ করল। তবে এক্ষেত্রেও ইমামদের মতভেদ আছে। শায়খ ছদরে শহীদ (রহঃ) এ মত অবলম্বন করেছেন যে, প্রত্যেক ছুরতেই তালাক পড়বে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে এবং ইহাই ছহীহ। আর শায়খ ইমাম আজম জহীর উদ্দীন হাসান ইবনে আলী মুরগনিয়ানী (রহঃ) সব ছুরতেই তালাক পতিত না হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর কাজীর (রহঃ) ফতোয়ায় কোবরায় বর্ণিত হয়েছে যে, উত্তম হল, সব ছুরতেই তালাক পড়বে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

ইবনে সেমা' ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, 'কুনী তালেক্বান' অথাৎ তুমি তালেকা হয়ে যাও অথবা বলল, 'এত্বলাকী' অর্থাৎ তুমি হয়ে যাও তালেকা। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, আমি দেখতেছি তাতে তালাক পড়বে। যদি কেউ বলে, 'আনতে তালেকুন, তালেকুন' অথবা 'আনতে তালেকুন আনতে তালেকুন' অথবা 'ক্বাদ তাল্লাকতুকে ক্বাদ তাল্লাকতুকে' তবে দুই তালাক পড়বে -- যদি স্ত্রী মাদখুলাহ হয়। তবে যদি তালাকদাতা বলে যে, দ্বিতীয় কালাম দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রথম কালামের খবর দেয়া। তবে কাজায়আন উহা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে, তুমি তালেকা। তখন তাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি বললে? তখন সে বলে যে, আমি তাকে তালাক দিলাম। অথবা বলে যে, আমি ইহা বললাম যে, সে তালোই। তবে কাজায়ান এক তালাক পতিত হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে, আনতে তালেকুন ওয়া তালেকুন ওয়া তালেকুন অর্থাৎ তুমি তালেকাহ ও তালেকাহ ও তালেকাহ, আর যদি তাকে কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত না করে, আর স্ত্রী যদি মাদখুলাহ হয়, তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর গায়রে মাদখুলাহ হলে এক তালাক পড়বে। আর যদি কেউ বলে, আনতে তালেকুন ফাতালেকুন, ফাতালেকুন অথবা ছুম্মা তালেকুন, ছুম্মা তালেকুন। তবুও পূর্বোক্ত হুকুম হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, আনতে তালেকুন, আনতে তালেকুন আনতে তালেকুন। তারপর বলে যে, আমি প্রথম কালাম দ্বারা তালাকের ইচ্ছে করেছি। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কালাম দ্বারা শুধু আমার স্ত্রীকে বুঝানো মকুছদ ছিল। তবে দিয়ানাতান তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে; কিন্তু কাজায়ান স্ত্রীর উপর তিন তালাক পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যেখানে তালাকদাতা তালাক কথাটি বার বার উল্লেখ করে, চার হরফে ওয়াক্তসহ বা ওয়াক্ত ছাড়া অন্য হরফসহ, তবে তবে তালাক একাদিক পড়বে। আর যদি দ্বিতয়িটির দ্বারা প্রথমটিরই অর্থ লওয়ার দাবী করে, তবে কাজায়ান তা বিশ্বাস করা যাবে না। যেমন এরূপ কালাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে, যে, ওহে মুতল্লাকাহ! তুমি তালাকপ্রাপ্তা। অথবা আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, তুমি তালেকাহ। তবে তালাক দুটি হবে। আর যদি দ্বিতীয় তালাককে হরফে তাফসীর অর্থাৎ ফা হরফের সাথে উল্লেখ করে, তবে নিয়ত ব্যতীত দ্বিতীয় তালাক পড়বে না। যেমন কেউ বলল যে, 'তাল্লাক্বতুকে ফা আনতে তালেকুন' অর্থা আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, অতএব তুমি তালেকাহ। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি বলে, আনতে তালেকুন অ'তাদ্দী, ওয়া আনতে তালেকুন এতাদ্দী, অথবা আনতে তালেকুন ফা'তাদ্দী তবে যদি সে এক তালাকের নিয়ত করে, তবে এক তালাক পড়বে, আর যদি দুই তালাকের নিয়ত করে, তবে দুই তালাক পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি কোন নিয়ত করে এবং তা যদি এই ছুরতে হয় যে, হরফ ফার সঙ্গে আনতে তালেকুন ফা'তাদ্দী বলে, তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি এ'তদ্দী অথবা অ'তাদ্দী বলে, তবে দুই তালাক পড়বে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তারপর তাকে বলে যে, 'তালাক দাদাহমান্ত' অর্থাৎ আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, তবে দ্বিতীয় তালাক পড়বে। আর যদি বলে, 'তালাক দাদাহ আন্ত' অর্থাৎ তালাক এখন দিয়েছি, তবে দ্বিতীয় তালাক পড়বে না।

আর যদি বলে, 'আনতে তালেকুন ওয়াহেদাতুন, ওয়াদেহাতুন অর্থাৎ তুমি তালেকা এক এক। তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি বলে, আনতে তালেকুন ওয়া আনতে। অর্থাৎ তুমি তালেকা এবং তুমি। তবে দুই তালাক পতিত হবে। ফতোয়ার মধ্যে আছে যে, এক তালাক পড়বে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালেকাহ, তারপর আবার তাকে বলে যে, হে তালাকপ্রাপ্তা! তবে দ্বিতীয় তালাক পড়বে না। ইবনে সেমা' স্বীয় নাওয়াদেরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তির দুজন স্ত্রী। উদের মধ্যে কারও সাথে সে দুখুল করেনি। অতঃপর সে বলে যে, আমার স্ত্রী তালেকাহ আমার স্ত্রী তালেকাহ আমার স্ত্রী তালেকাহ। তারপর সে বলে যে আমি ঐ দুজনের মধ্যে একজনের অর্থ করেছি, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, আমি এর কথায় বিশ্বাস আনব না এবং উভয়কে এর দ্বারা বায়েনাহ করব। আর এভাবে যদি সে বলে যে, আমার স্ত্রী তালেকাহ; এবং আমার স্ত্রী তালেকা, তা হলেও এই হুকুম হবে। আর যদি উভয়ের সহিত সে দুখুল করে নেয় তবে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, উভয়ের কথা একজনের উপর প্রযুক্ত করে। ইহা জখীরাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক স্ত্রী নিজ স্বামীকে বলল, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও এবং তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও। তখন স্বামী বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে তালা দিয়ে দিলাম, তবে উক্ত স্ত্রীর উপর তিন তালাক পড়বে। স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করুক, কি না করুক। আর যদি স্ত্রী হরফে আতফ আওর ছাড়া বলে যে তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও, তুম আমাকে দিয়ে দাও। তখন স্বামী বলে যে, অবশ্যই আমি তোমাকে তালাক দিলাম। স্বামী যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তিন তালাক পড়বে, আর যদি এক তালাকে নিয়ত করে বা কোন নিয়ত না করে, তবে এক তালাক পড়বে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে।

শায়েখ আবুল কাসেম ছাফফার (রহঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে 'তাল্লাকুতুকে গায়রা মাররাতিন' অর্থাৎ আমি তোমাকে একবার ছাড়া তালাক দিয়েছি। তবে তার উপর দুই তালাক পড়বে। ওয়াকেআতে নাতেকীর মধ্যে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল, 'আনতে তালেকুন কাযা কাযা' তবে হয়ত সে বলেছে আহাদা আশারা অর্থাৎ এগার। তবেঐ স্ত্রীর উপর তিন তালাক পড়বে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। এক স্ত্রী স্বামীকে বলল যে, তুমি আমাকে তালাক দাও। জবাবে স্বামী বলল যে, তুমি আমার স্ত্রী নও; তবে মাশায়েখগণ বলেছেন যে ইহা এমন জবাব যে, তাতে তালাক পড়ে যাবে। নিয়তের অপেক্ষা করবে না। এক স্ত্রী স্বামীকে বলল, যমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও। স্বামী জবাব দিল, 'আনতে ওয়াহেদাতুন'। অর্থাৎ আচ্ছা তোমাকে এক, তবে এক তালাক পতিত হবে।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিল এবং এক তালাক কিংবা দুই তালাক দিল, তখন স্ত্রীর মাতা তার নিকট আসল এবং বলল, তুমি তাকে তালাক দিলে এবং এর পিতার হকের কিছু আদব রাখলে না। স্ত্রীর মামা এই ব্যাপারে কিছু ভর্ৎসনা করল। স্বামী বলল, ইহা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়। তবে আরও এক তালাক পড়বে। আর যদি স্ত্রীর মাতা জামাতাকে ভর্ৎসনা করে এবং এভাবে মুখে তালাকের উল্লেখ না করে। তারপর স্বামী একথা বলে যে, ইহা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এক স্ত্রী স্বামীকে বলল যে, আমাকে তালাক দিয়ে দাও। স্বামী বলল যে, আমি এরূপ বলে যে, আমি এরূপ করেছে, তবে দ্বিতীয় তালাক পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

ইব্রাহীম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তিকে বলা হল যে, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছ? সে জবাব দিলে যে, হাঁ। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, কিয়াস অনুযায়ী তিন তালাক পতিত হয়' কিন্তু আমি ভালর জন্য সাব্যস্ত করেছি যে, এক তালাক পতিত হবে। মুন্তাকার মধ্যে আছে যে, এক মহিলা স্বামকে বলল যে, আমাকে তিন তালাক দিয়ে দাও। স্বামী বলল যে, আমি তোমাকে বায়েনাহ করে দিয়েছি। তবে ইহা এমন জবান যে, এদ্বারা তিন তালাক বায়েনাহ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি স্বামীকে বল যে, তুমি তালেকাহ, তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি স্বামী বলে যে, নিশ্চয় আমি তোমাকে তালাক দিলাম। তবে তিন তালাক পড়বে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর যদি স্ত্রী বলে যে, আমি তালেকাহ! জবাবে স্বামী বলে যে, হ্যাঁ। তবে তালাক পড়বে না। যদিও স্বামী তালাকের নিয়ত করে।

এক ব্যক্তিকে বলা হল, 'আলাস্তা তাল্লাকতা ইমরায়াতাকা?' অর্থাৎ তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও নাই? স্বামী জবাবে বলে, বালা অর্থাৎ হাঁ দিয়েছি? তবে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী জবাব দেয় যে, হ্যাঁ দেইনি, তবে স্ত্রী তালাপ্রাপ্তা হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কেহ তালেকুন এর কাফ হরফকে উহ্য করে লাম হরফকে জের'সহ এরূপ বলে যে, তুমি তালে, তবে তালাক বিনা নিয়তে পড়বে। অথবা যদি তালাক সম্পর্কে কথোপকথনের সময় বা রোগের সময় এরূপ বলে তবুও ঐ হুকুম হবে। নতুন নিয়তের উপরে মৌকুফ হবে। আর যদি তালেকুন শব্দের লাম হরফকে উহ্য করতঃ এরূপ বলে যে, তুমি তাকুন। তবে তালাক পড়বে না। আর যদি কেউ তালেকুন শব্দের লাম এবং কাফ এই দুটি অক্ষর লোপ করে বলে, আনতে ত্বা অর্থাৎ তুমি তা। আর এমনি সময়ে যদি কেউ তার মুখ বন্ধ করে দেয় বা সে নিজেই চুপ হয়ে যায়, তবে তালাক পতিত হবে না। যদিও সে তালাকের নিয়ত করে। ইহা বাহরুর রায়েরেক বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলে যে, তোমার তালাক। এখানে পাঁচটি শব্দ আছে। যেমন তালাক্ব তালাগ, তোয়ালাগ, তালাক ত্বোয়ালাক্ব। শায়েখ ইমাম জলীল আবুবকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ত্বালাক্ব পতিত হবে। আর যদি ইচ্ছাপূর্বক বলে এবং এই নিয়ত করে যে, ত্বালাক্ব পতিত না হোক। তবে কাজায়ানতা স্বীকৃত হবে না। তবে দিয়ানাতান স্বীকৃত হবে। আর যদি সে পূর্ব হতে এভাবে সাক্ষী রাখিয়ে নেয় যে, আমার স্ত্রী আমার নিকট তালাক প্রার্থনা করে; কিন্তু আমি তালাক দেয়া ভাল মনে করছি না। কাজেই আমি মুখে এই প্রকার (বিকৃত) শব্দ উচ্চারণ করব, যাতে তার ধর পাকড় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সে এরূপ (বিকৃত) শব্দ বলে। তারপর সাক্ষীগণ কাজীর নিকট বিস্তারিত ঘটনা প্রকাশ করে, তবে কাজী উভয়ের মধ্যে তালাক পতিত হওয়ার হুকুম দিবে না। যেমন নাকি ইমাম শাসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেছেন। পরে তিনি তা হতে ফিরে গিয়ে আমাদের মত অনুরূপ হুকুম দিয়েছেন এবং ফতোয়াও ইহার উপরে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, কিহে তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছ? সে ব্যক্তি নাআম বা বালা শব্দ বানান করল; কিন্তু ঐ শব্দ উচ্চারণ করল না। তবে তালাক পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি আওরাতকে এভাবে এভাবে বলে যে, আনতে ত্বোয়া আলিফ লাম ক্বাফ অর্থাৎ 'ত্বালেকুন' তবে তালাক পতিত হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি কেউ বলে যে, দুনিয়ার আওরাত অথবা রায় প্রদেশের আওরাতগণ তালাক। এই ব্যক্তিও রায়ের অধিবাসী। তবে উহার স্ত্রী তালাক হবে না। তবে তার তালাকের নিয়ত করলে হবে। ইহা হেশাম (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইহাই শুদ্ধতর। যদি বলে যে, এ গলির বা এ ঘরের আওরাতগণ তালাক। অথবা এ বাড়ীর আওয়াতগণ তালাক। অথচ উহার ঘরও ঐ গলিতে বা সেও ঐ ঘরে বাস করে এবং তার স্ত্রীও ঐ ঘরে বা উক্ত

www.nagorikpathagar.org

বাড়ীতে আছে। তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, এ শহরের বা এই গ্রামের আওরাতগণ তালাক এবং উহার মধ্যে তার স্ত্রীও আছে। তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

যদি কেউ বলে যে, আনতে বেছালাছিন ফার্সী ভাষায় 'তু বাছেহাস্তী' তবে তিন তালাক পতিত হবে, যদি নিয়ত থাকে। আর যদি সে বলে যে, আমি নিয়ত করিনি। তবে যদি সে তালাকের কথোপকথন কালে এরূপ বলে থাকে, তবে তার ঐ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর যদি তা না হয়ে থাকে, তবে বিশ্বাসযোগ্য হবে। আসলে ফার্সী ভাষায় তু রাছেহ বললে তার এরূপ হুকুমই হয়ে থাকে এবং এরূপ ফতোয়া দিবার ইখতিয়ার আছে; কিন্তু উহার উর্দু অনুবাদ বললে তা দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, "আনতে মিন্নী ছালাছান" অর্থাৎ তুমি আমার তরফ হতে তিন। তবে তালাকের নিয়ত করলে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি সে বলে যে, আমি তালাকের নিয়ত করিনি, তবে যদি তালাকের আলোচনার হালতে বলে থাকে তা হলে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর তা না হলে বিশ্বাসযোগ্য হবে। যদি কোন আওরাত স্বামীকে বলে, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও। তখন স্বামী তিন অঙ্গুলির ইশারা করে, যার অর্থ তিন তালাক, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ না করে, ততক্ষণে তালাক পড়বে না। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে, ইবনে সেমা' ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ বলে যে, জয়নব আমার স্ত্রী তালেকাহ্। তখন জয়নবের তালাক হওয়ার পরে সে স্বামীর নিকট থাকতে অস্বীকার করল এবং কাজীর নিকট মামলা দায়ের করল। স্বামী বলল, অমুক শহরে জয়নব নাম্নী আমা রএক অন্য স্ত্রী আছে। আমি তালাক দ্বারা তার নিয়ত করেছি; কিন্তু স্বামী এর কোন সাক্ষী পেশ করল না। তবে কাজী তালাক ঐ আওরাতের উপর বর্তাইয়া যদি বায়েনাহ হয়ে থাকে, তবে আওরাতকে ঐ ব্যক্তি হতে পৃথক করে দিবে। তারপর যদি স্বামী সেই দাবীকৃত আওরাতকে হাজির করে এবং তার নামও জয়নব হয়, তবে যদি কাজী ইহা (ভালভাবে) জেনে নিতে পারে, তবে কাজী উক্ত তালাক এ আওরাতের উপর বর্তাইয়া দিয়ে প্রথম জয়নবকে স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দিবে ও তার তালাক করে দিবে।

সময়ের সাথে সম্পৃক্ত তালাকের মাসায়েল

যদি কেউ বলে যে, তুমি কাল তালাক এবং তার কোন বিশেষ নিয়তও নেই; তবে কালকের ফজর হওয়ার সাথে সাথে তালাক পড়বে। আর যদি সে দাবী করে যে, আমার নিয়ত এরূপ ছিল যে, কালকের দিন শেষ সময়ে তালাক হবে। তবে উভয় অবস্থায় দিয়ানাতান উহা গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু কাজায়ান কাল বলার অবস্থায় সর্বসম্মতভাবে উহা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কালকের দিন বলার অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, কাজায়ানও উহা গ্রহণযোগ্য হবে। আর ছাহেবাইন (রহঃ) বলেছেন যে, গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এভাবে যদি রহমান অথবা রমজানে তালাক বলে, অথবা বলে যে, 'আনতে ত্বালেকুন শাহরান আও ফীল শাহরিন' অর্থাৎ তুমি তালাক মাস অথবা মাসে, তা হলেও ঐ হুকুম হবে। আর যদি কোন সময় বলে যে, তুমি রমজানে তালাক। তবে রমজান দ্বারা ঐ রমজান মুরাদ হবে যা প্রথম আসবে এবং এভাবে যদি বলে যে, তুমি বৃহস্পতিবার তালাক, তবে প্রথম যে বৃহস্পতিবার আসবে তাই সাব্যস্ত করা যাবে। আর যদি সে বলে যে, আমি এ রমজান ছাড়া দ্বিতীয় রমজান মুরাদ নিয়েছি, তবে কাজায়ান তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে দিয়ানাতান গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি বৃহস্পতিবার দিন বলে যে, বৃহস্পতিবার বা বৃহস্পতিবার দিনে তালাক। তবে যখীরায় যেরূপ উল্লেখ আছে যে, বৃহস্পতিবার প্রথম আসবে সেই বৃহস্পতিবার তালাক হবে।

www.nagorikpathagar.org

মাজমাউন্নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে, যে যদি কেউ বলে যে, তুমি জুমাবার বা জুমার দিনে তালাক এবং ঐ দিনই যদি জুমার দিন হয়ে থাকে, তবে তালাক পড়বে। আগামী জুমার দিনের জন্য থেকে যাবে না; কিন্তু যদি আগামী জুমার দিনের নিয়ত করে, তবে ঐ জুমার দিন পড়বে না। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি শাবান মাসে বলল যে, তুমি রমজান মাসে তালাক। তবে শাবান মাসের শেষ দিন যখন সূর্য অস্ত যাবে, তখনই স্ত্রীর উপর তালাক পড়ে যাবে। আর যদি বলে, তুমি গ্রীষ্মকালে বা শীত কালে বা বসন্ত কালে বা শরৎ হেমন্ত কালে তালাক। তবে যে সময়ের কথা বলবে, সে সময় আসামাত্র তালাক পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি শপথের সাথে মধ্য রমজানে স্ত্রীকে বলল যে, তুমি লাইলাতুল কদরে তালাক। তবে যখন পর্যন্ত আগামী বৎসরের রমজান অতীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক পড়বে না এবং ছাহেবাইনের কওল অনুযায়ী যখন আগামী রমজানের অর্ধেক অতিক্রান্ত হবে, তখন তালাক পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। আর যদি শপথকারী সাধারণ শ্রেণীর লোক হয়, তবে যে রমজানে শপথ করেছে, তার সাতাইশে তারিখে অতিক্রান্ত হলেই প্রসিদ্ধ। আর যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাক ছয়দিন পর, তবে মানুষের কাছে প্রচলন অনুসারে সপ্তম দিনের সূর্য ডুবার পর তালাক পতিত হবে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি আজ কাল বা কাল আজ তালাক। তবে যে দুই সময়ের নাম সে মুখে উচ্চারণ করেছে, তার প্রথম সময়টি ধরা হবে। অতএব উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ের প্রথম ছুরতে তালাক পড়বে এবং দ্বিতীয় ছুরতে কাল তালাক পড়বে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি তালাক আজ এবং কাল। তবে তখনই এক তালাক পড়বে। ইহা ছাড়া আর কোন তালাক পড়বে না। আর যদি বলে যে, কাল এবং আজ, তবে সে আজএক তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হবে এবং কালকার দিন দ্বিতীয় তালাক পড়বে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক আজকার দিন এবং যখন কাল আসবে, তবে এক তালাক তখনই পড়বে। আর যখন কালকের দিন হবে, এমতাবস্থায় যে, সে ইদ্দতের মধ্যে, তবে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক সেদিন, যখন কাল আসবে। তবে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহার উপর তালাক হবে। ইহা যখীরার মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি আওরাতকে রাত্রে বলে, তুমি নিজের রাত্রে, দিনে নয়, তালাক, তবে যে সময়ে একথা বলবে, সঙ্গে সঙ্গে তার উপর তালাক পতিত হবে। তারপর দিনে কিছু পড়বে না। আর ইহা ঐ সময়ে যখন তার কোন নিয়ত না থাকে। আর যদি এ নিয়ত করে থাকে যে, উল্লিখিত দুইটি সময়ের একেক সময়ে এক এক তালাক পতিত হবে, তবে তার নিয়ত অনুসারে হবে। আর যদি আওরাতকে রাতে বলে যে, তুমি নিজের দিনে ও রাত্রে তালাক। তবে ঐ দুই সময়ের একেক সময়ে একেকটি তালাক পতিত হবে। যদি বলে যে তুমি নিজের খানা-পিনার মধ্যে তালাক বা নিজের দাঁড়ানো ও বসার মধ্যে তালাক। তবে যখন পর্যন্ত ঐ দুই কার্য তার মধ্যে পাওয়া না যাবে, তখন পর্যন্ত তালাক পড়বে না। আর যখনই ঐ কাজ পাওয়া যাবে, তালাক কার্য তার মধ্যে পাওয়া না যাবে, তখন পর্যন্ত তালাক পড়বে না। আর যখনই ঐ কাজ পাওয়া যাবে, তালাক পড়ে যাবে। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে দ্বিপ্রহরে বলে যে, তুমি তালাক এ দিনের প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে। তবে এক তালাক হবে আর যদি বলে, এ দিনের শেষ ভাগে ও প্রথম ভাগে, তবে দুই তালাক পড়বে। এ কারণে যে, প্রথম ছুরতে যে তালাক প্রথম সময়ে পড়বে তাই শেস সময়ে হবে। অতএব এক তালাকই পড়বে আর দ্বিতীয় ছুরতে যে তালাক প্রথম সময়ে পড়বে তাই শেষ সময়ে হবে। অতএবং এক তালাকই পড়বে আর দ্বিতয়ি ছুরতে দিনের শেষ ভাগ প্রথম বলার কারণে দুই তালাক পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক ঐ সময়, কাল, তবে তখন তখন এক তালাক পড়বে। আর যদি সে বলে যে, আমি ঐ সময় দ্বারা কালকার দিনের এ সময়ের মুরাদ নিয়েছিলাম, তবে কাজায়ান তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে দিয়ানাতান গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

আর মুন্তাকার মধ্যে আছে যে, কোন ব্যক্তি বলিল, তুমি তালাক কাল এবং কালের পরে। তবে শুধু কালই তার উপর তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক গত দিন এবং আজকার দিন। তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি বলে আজকার দিন এবং গত দিন, তবে দুই তালাক পড়বে। আর উহার সাথে যদি এরূপও বলে যে, গত দিন হতে একদিন আগে। তবে তিন তালাক পড়বে। ইহা এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি তালাক কাল অথবা কালকের পর। তবে পরশু দিন তালাক পড়বে। কারণ হল, সে দুইটি সময়ের মধ্যে একটি সময়কে নির্দিষ্ট করেছে। তবে নিয়ম হল, যখন তালাকের এজাফত দুইটি ওয়াক্তের কোন একটির দিকে হবে, তখন দুই ওয়াক্তের মধ্যে শেষেরটির দিকেই হয়ে থাকে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক আজকের দিন এবং কাল এবং কালকের পর এবং তার কোন নিয়ত নেই। তবে এক তালাক পতিত হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে আর যদি সে তিনদিনে ভিন্ন ভিন্ন তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে সবই পড়বে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি তালাক এমন এক তালাকের সঙ্গে, যা তোমার উপর কাল পতিত হবে। তবে ফজর উদয় হওয়ার সাথেই তালাক পতিত হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। আর যদি সে দিনের ভিন্ন ভিন্ন তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে সবই পতিত হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি প্রত্যেক জুমাবার তালাক। তবে যদি তার এই নিয়ত থাকে যে, তুমি প্রত্যেক জুমাবারই তালাক, তবে তার উপর প্রত্যেক জুমাবারই তালাক পড়তে থাকবে, এমন কি এভাবে সে তিন তালাক দ্বারা বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ নিয়ত হয়, যে তার জীবনে যত জুমাবার আসবে সব জুমাবার তালাক হবে। তবে ঐ আওরাতের উপর শুধু এক তালাক পড়বে। আর যদি এভাবে বলে যে, তুমি তালাক আজ এবং মাস শুরুর পর। তবে যদি এ উল্লিখিত ওয়াক্তের প্রত্যেক দিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে, তবে নিয়ত অনুযায়ী তালাক পড়বে। আর যদি বলে, তুমি তালাক প্রত্যেক দিন এক তালাক দ্বারা। তবে প্রত্যেক দিন এক তালাক পড়বে।

কোন কিছুর সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে তালাক দিবার মাসয়ালা

যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি অমুক বস্তুর সংখ্যার অনুরূপ তালাক। অথচ স্বামী এমন বস্তুর নামোচ্চারণ করল, যা সংখ্যা হীন। যেমন সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এক তালাক বায়েনাহ পড়বে। আর যদি বলে যে, ঐ বস্তুর সংখ্যার অনুরূপ, যা আমার হাতের মধ্যে আছে। অথচ তার হাতের মধ্যে কোন বস্তু নেই। তবে এক তালাক পড়বে। আর এভাবে যদি বলে যে, মাছের কুয়ার অনুরূপ। অথচ কোন মাছের কুয়ায় কোন মাছ নেই। তা হলেও এরূপ হুকুম হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি তালাকের সম্পর্ক এমন সংখ্যার দিকে করা হয়, যার বাস্তবে না থাকা প্রকাশ্য ও জানা-শুনা। যেমন কেউ বলল যে, আমার হাতের তালুর পশমের পরিমাণের অনুরূপ। অথবা যার সহিত সম্পর্ক করা হয়, তার থাকা না থাকা অজানা। যেমন যদি বলা হয় যে, শয়তানের চুলের অনুরূপ। তবে আলাক পড়বে। যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাক হাজারের মত। তবে যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তা হলে সর্বসম্মতভাবে তিন তালাক পড়বে। আর যদি এক তালাকের নিয়ত করে বা কোন নিয়ত না করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট

www.nagorikpathagar.org

এক তালাক বায়েনাহ পড়বে। আর যদি কেন বলে যে, তুমি এক তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হাজারের মত, তবে সর্বসম্মত মতে এক তালাক বায়েনাহ হবে। আর যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাক হাজার সংখ্যার মত বা তিন সংখ্যার মত। তবে কাজায়ান তিন তালাক পড়বে। আর যদি এছাড়া অন্য কিছু নিয়ত করে, তবে নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে।

আর যদি কেউ বলে যে, তারকার মত। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে এক তালাক পড়বে। আর যদি তারকার সংখ্যার নিয়ত করে, তবে তিন তালাক পড়বে। আ শরহে মোখতারের মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালাক তারকার সংখ্যার অনুরূপ, তবে তিন তালাক পড়বে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি কেউ বলে যে, তুমি এক তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা তিনের অনুরূপ। তবে এক তালাক বায়েনাহ পতিত হবে। যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাক পাহাড় বা সাগরের মত। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম জুফার (রহঃ) এর নিকট এক তালাক বায়েনাহ পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। আর যদি বলে যে, পাহাড়ের বিরাটত্বের মত। তবে এক তালাক বায়েনাহ পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। যদি বলে যে, পাহাড়ের বিরাটত্বের মত। তবে এক তালাক বায়েনাহ পড়বে আর তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক বালুকার সংখ্যার মত; তবে সর্বসম্মত মতে তিন তালাক পতিত হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যদি বলে যে তুমি এক তালাক দ্বারা তালাকপাপ্তা ঘরের মত। তবে এক তালাক পড়বে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

মূল কথা হল, ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে কোন বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য করিয়ে তালাক দিলে ঐ বস্তু চাই ছোট বা বড় হোক বা এর বিরাটত্ব শব্দ ব্যবহার করুক বা না করুক, বায়েনাহ তালাক পড়বে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট যার সহিত সামঞ্জস্য করা যবে, যে বস্তুর সহিত তার বিরাটত্ব বা বিশালতা শব্দটি ব্যবহার করলে তবে বায়েনাহ তালাক পড়বে। নতুবা রেজয়ী তালাক হবে।

যদি বলে যে, তুমি তালাক সুঁচের মাথায়র মত, তবে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট তালাকে বায়েনাহ পড়বে। আর ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট যদি বরফ দ্বারা সাদা রং মুরাদ হয়, তবে রেজয়ী তালাক হবে। আর যদি শীতলতা মুরাদ হয়, তবে তালাকে বায়েনাহ পড়বে। যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাক এরূপ, এই কথা যদি একটি আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারাহ করে, তবে এক তালাক পড়বে, দুইটি অঙ্গুল উঠিয়ে ইশারাহ করলে দুই তালাক পড়বে, আর তিনটি আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারাহ করলে তিন তালাক হবে। আর এর মধ্যে খোলা অঙ্গুলিরই এ'তেবার করা হবে। বন্ধ আঙ্গুলের এ'তেয়বার করা যাবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে; এবং অভিমতই মো'তাবর। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

তবে যদি স্বামী এরূপ দাবী করে যে, আমার মুরাদ ছিল হাত বা বন্ধ আঙ্গুল। তবে কাজায়ান তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক ইহার অনুরূপ। আর তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারাহ করে, তবে তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাক পড়বে। আর এক তালাকের নিয়ত করলে এক তালাক বায়েনাহ হবে। আর কিছু নিয়ত না করলেও এক তালাক পড়বে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাকপ্রাপ্তা আহসান, আজমাল, আ'দাল আসান তালাক দ্বারা, তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক আক্বাবাহ, আফহাস, আখবাছ অথবা আসওয়া তালাক দ্বারা, তবে এদ্বারা বায়েনাহ তালাক হবে; এবং ইহা আয়েম্মাত্রয়ের ঐকমত্যের উছুল। যদি কেহ বলে যে, তুমি তালাক এতবড় যার দৈর্ঘ্য এত ও

www.nagorikpathagar.org

প্রস্থ এত, তবে এক তালাক বায়েনাহ হবে। আর যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তা পড়বে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাক যা না খুব কম, না খুব বেশি, তবে তিন তালাক পড়বে এবং এই মতই উত্তম। ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) বলেন যে, দুই তালাক পড়বে। আর যদি না কুব বেশি কথাটি আগে বলে, তবে এক তালাক পড়বে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি তালাক এবং অন্য কিছু, তবে এক তালাক হবে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক এক তালাক দ্বারা এবং অন্য কিছু, তবে দুই তালাক হবে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক এক ছাড়া। তবে দুই তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক দুই ছাড়া, তবে তিন কালাম পড়বে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক একের বেশি ও দুই এর কম। তবে শায়খ ইমাম আবুবকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহঃ) বলেন যে, কিয়াস অনুযায়ী দুই তালাক হওয়া উচিতঃ কিন্তু ইখতেলাফুল ওলামায়ে উল্লেখ আছে যে, তিন তালাক পতিত হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি তালাক উত্তম বা সুন্দর তালাক দ্বারা, তবে এমন তালাক পড়বে যা দ্বারা রুজু করা যায়, চাই আওরাত হায়েজা হোক বা গায়রে হায়েজা হোক। এই তালাক সুন্নত হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালাক এমন তালাক দ্বারা, যা তোমার উপর জায়েয নয় বা যা তোমার উপর পতিত হবে না। অথবা এরূপ শর্ত দ্বারা আমার তিনদিন ইখতিয়ার থাকবে, তবে এক তালাক পড়বে। এবং খিয়ার বাতিল হবে। আর যদি এভাবে বলে যে, তুমি তালাক এরূপ তালাক দ্বারা, যা বাতাসে উড়ে। তা হলেও উক্তরূপ হুকুম হবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক এরূপ শর্তযুক্ত তালাক দ্বারা যে, আমার তোমাকে মোরাজেআত করার ইখতিয়ার থাকবে না। তবে শর্ত নিরর্থক হবে এবং তার মোরাজেআত করার ইখতিয়ার হাছিল হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে, তুমি তালাক দুই রংয়ের তালাক দ্বারা, তবে ইহা দুই তালাক হবে। আর যদি বলে যে, বহু রংয়ের তালাক দ্বারা, তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী বলে যে, আমার মুরাদ লাল, সবুজ ইত্যাদি ছিল, তবে দিয়ানাতান ঐ কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে দুখুলের পরে এক তালাক দিল, তারপর বলল যে, আমি এই তালাক দেয়াকে বায়েনাহ ধার্য করেছি অথবা আমি উহাকে তিন তালাক ধার্য করেছি। তবে ইহাতে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েত আছে এবং শুদ্ধ হইল, ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত অনুসারে বায়েনাহ বা তিন তালাক কিছু হবে না এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত অনুসারে বায়েনাহ হতে পারে, তিন তালাক হতে পারে না। আর যদি দুখুলের পরে নিজ স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেয়, তারপর ইদ্দতের মধ্যে বলে যে, আমি এই তালাক দ্বারা নিজ স্ত্রীর উপরে তিন তালাক লাযেম করিয়ে অথবা বলে যে, আমি ইহা দ্বারা দুই তালাক লাযেম করে দিয়েছি; তবে ইহা তার কথা অনুযায়ী হবে। আর যদি তাকে এক তালাক দিয়ে পুনঃ রুজু করে, তারপর বলে যে, আমি এই তালাককে বায়েনাহ ধার্য করেছি তবে বায়েনাহ হবে না। আর যদি আওরাতকে দুখুলের পরে বলে যে, যখন আমি তোমাকে এক তালাক দিব, তবে বায়েনাহ হবে না। আর যদি আওরাতকে দুখুলের পরে বলেযে, যখন আমি তোমাকে এক তালাক দিব, তবে তা বায়েনাহ অথবা তিন তালাক। তারপর তাকে এক তালাক দিয়ে দিল। তবে তাকে মোরাজেআত করার ইখতিয়ার থাকিবে। আর এই তালাক বায়েনাহ বা তিন তালাক হবে না-এই কাররেণ যে, সে নুযুলে তারাকের আগে ঐরূপ কথা বলিয়াছে। আর যদি বলে যে, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে তখন তালাক। তারপর বলে যে, আমি এ তালাককে বায়েনাহ ধার্য করেছি অথবা বলে যে, আমি ইহাকে তিন তালাক ধার্য করেছি; কিন্তু একথা সে আওরাতের

www.nagorikpathagar.org

ঘরে প্রবেশ করার আগে বলেছে সুতরাং একথা ওয়াক্ত মত প্রযুক্ত হওয়া লাযেম হবে না। অর্থাৎ এক তালাক রেজয়ী পতিত হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

দুখুলের পূর্বে তালাক দিবার মাসায়েল

যদি কোন ব্যক্তি বিয়ের পরে নিজ স্ত্রীর সাথে দুখুল করার আগে তিন তালাক প্রদান করে, তবে সবই তার উপর পড়বে। আর যদি তিন তালাক আলাদা আলাদা দেয়, তবে প্রথম তালাকই বায়েনাহ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক তার উপর পড়বে না। যেমন নাকি যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালেক্বাহ, তালেক্বাহ, তালেক্বাহ অথবা বলে যে, তুমি তালেক্বাহ এক, এক এক, তবে এর যে কোন ছুরতে এক তালাক পড়িবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

এ প্রকার মাসয়ালার মধ্যে আসর কথা এই যে, যে শব্দ বলে যদি তা প্রথম অর্পিত হয়ে যায়, তবে সে একই পতিত হবে। আর যদি উহা শেষে পড়ে, তবে দুই পড়বে। যেমন নাকি যদি বলে, তুমি তালাক এক তালাক দ্বারা এক তালাকের আগে অথবা বলে যে, তুমি তালাক এক তালাক দ্বারা এক তালাকের আগে অথবা বলে যে, তুমি তালাক এক তালাক দ্বারা, যার আগে এক তালাক; তবে দুই তালাক পড়বে। অর যদি বলে যে, এক একের পরে, তা হলেও দুই তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, এক একের পরে, তা হলেও দুই তালাক পড়বে। আর যদি বলে, এক একের সঙ্গে তা হলেও একই হুকুম হবে। আর যদি আওরাত মাদকুলাহ হয়, তবে সমস্ত ছুরতে দুই তালাক পড়বে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

আর যদি বলে যে, তুমি তালাক এমন তালাকের সাথে, যার পূর্বে দুই তালাক, তবে তিন তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, এমন এক তালাক দ্বারা যার পুর্বে দুই তালাক বা যার পরে দুই তালাক, তা হলেও এ হুকুম হবে। ইহা এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক দুই তালাক দ্বারা আমার তালাকের পরে তালাক যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর; তবে প্রবেশ করার পর উভয় তালাক পড়বে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি গায়রে মাদখুলাহ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি একুশ তালাক দ্বারা তালাক, তবে আমাদের ইমামত্রয়ের নিকট তিন তালাক পড়বে। আর বলে যে, এগার তালাক, তবে সর্বসম্মতভাবে তিন তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে,এক এবং দশ তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, এক এবং শত বা এক এবং হাজার তবে এক তালাক পড়বে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) হতে হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। আর মিম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, তিন তালাক পড়বে। ইহা মুহীতে বর্ণিত হয়েছে।

আর মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যদি গায়রে মাদখুলাহকে দুই তালাক দেয়, তারপর বলে যে, আমি তাকে দুই তালাক দিবার আগে এক তালাক দিয়েছি, তবে আমি উহার উক্ত দুই তালাক বাতিল করব না। আর স্বামী যে তালাকের একরার করতেছে উহা আওরাতের যিম্মায় লাযেম করব; সুতরাং এই আওরাত ঐ স্বামীর জন্য হালাল হবে না যখন পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সহিত বিয়ে বসে হলাল হয়ে আসবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। যদি বলে যে, দেড় তালাক, তবে সকলের মতে দুই তালাক পড়বে। আর যদি বলে, অর্ধেক এব ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট দুই তালাক এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ এর নিকট এক তালাক পড়বে; এবং ইহাই শুদ্ধ মত। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি ইহা বলার ইচ্ছা করে থাকে যে, তুমি তালাক তিন তালাক দ্বারা বা এই রকম অন্য কোন সংখ্যার নাম বলবার ইচ্ছা করে; কিন্তু 'তুমি তালাক' বলে স্বামী মরে যায়, তিন বা দুই ইত্যাদি কিছু বলতে না পারে, তবে কিছুই পড়বে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক অবশ্যই বা তুমি তালাক বায়েন; কিন্তু যদি

www.nagorikpathagar.org

অবশ্যই বা বায়েন বলিবার আগে যদি মরে যায়, তবে কিছুই পড়বে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালাক, তোমরা সাক্ষী থাক তিন তালাকের, তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, অতএব তোমরা সাক্ষী থাক। তবে তিন তালাক পড়বে। ইহা এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তবে তালাক এবং এক তালাক, তারপর যেস ঘরে প্রবেশ করল। তবে এক তালাক পড়বে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট। আর ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট দুই তালাক পড়বে। আর যদি শর্ত পরে উল্লেখ করে, তবে সকলের নিকট দুই তালাক পড়বে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় বর্ণিত আছে।

তালাকে কেনায়ার (ইঙ্গিতসূচক) মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, ইঙ্গিতসূচক শব্দ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম। তবু যতদূর সম্ভব আরবী ভাষার শব্দগুলি যার যার নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না। উল্লেখ্য যে, ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তাতে অবশ্যই তালাকের নিয়ত থাকতে হবে। নিয়ত ছাড়া তালাক পড়বে না। নিয়ত থাকলে অবশ্যই তালাক পড়বে। অথবা অবস্থা যদি একথা প্রকাশ করে যে, কেনায়াত বা ইঙ্গিতসূচক শব্দটি তালাকের উদ্দেশ্যেই বলেছে, তবে তাতেও তালাক পড়ে যাবে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় বর্ণিত হয়েছে।

কেনায়াত তিন প্রকার। যেমন -

প্রথম প্রকার হল ঃ এরূপ কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা। যথা, আমরুন কি বিইয়াদিকি, ইখতারী, ই'তাদ্দী অর্থাৎ তোমার কাজ তোমার হাতে, তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইদ্দত পালন কর।

দ্বিতীয় প্রকার হল ঃ এরূপ কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা। যেমন, তুমি বের হয়ে যাও; তুমি চলে যাও, তুমি উঠিয়ে দাঁড়াও, তুমি এক কিনার হয়ে যাও, তুমি উড়নী উড়াও, তুমি পর্দা কর।

তৃতীয় প্রকার হল ঃ এরূপ কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা। যেমন, খালিয়াহ, বারিয়্যাহ, বাত্তাহ বায়েন, হারাম।

অবস্থাও তিন প্রকার ঃ যেমন (১) রেজার অবস্থা, (২) তালাক সম্পর্কিত আলোচনার অবস্থা, যেমন স্ত্রী নিজে অথবা সে ছাড়া অপর কেউ স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে। আর (৩) ক্রোধের অবস্থা।

রেজার অবস্থায় ঐ সমস্ত শব্দের কোনটির দ্বারা তালাক পড়বে না। আর তালাক সম্পর্কিত আলোচনার অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকার শব্দগুলি ছাড়া অন্য শব্দসমুহের দ্বারা কাজায়ান তালাক হয়ে যাবে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শব্দসমূহ দ্বারা তালাক পড়বে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। আর ক্রোধের অবস্থায় যদি এই সমস্ত শব্দ বলে, তবে উহার মধ্যে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে যে, তার উদ্দেশ্য কি ছিল। কেননা ইহার মধ্যে রদ্দে সেতামের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যা রদ ও সেতাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে না বরং তালাকের জন্য যোগ্যতা রাখে, যেমন তুমি ইদ্দত পালন কর, তুমি ইখতিয়ার কর এবং তোমার কাজ তোমার হাতে, তবে এ শব্দের মধ্যে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) খালিয়াহ, বারিয়্যাহ, বাত্তাহ, বায়েন এবং হারাম এর সঙ্গে আরও চারটি শব্দ মিলিয়েছেন অর্থাৎ লা ছাবীলা লী আলাইকি অর্থাৎ আমার তোমার উপরে কোন পথ নেই। আমার তোমার উপর কোন অধিকার নেই। আমি তোমা রাস্তা খালি করে দিয়েছি, আমি তোমাকে পৃথক করে দিয়েছি। ইহা মবসূত, জামে' ছগীর এবং অন্যান্য কিবাবে আছে। আর 'তুমি আমার অধিকার হতে বের হয়ে গিয়েছ। ইহার কান রেওয়ায়েত নাই। মাশায়েখগণ বলেছেন যে,ইহা খাল্লাইতু ছাবীলাকির অনুরূপ। নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) পাঁচটি শব্দের সহিত আরও ছয়টি শব্দ মিলিয়েছেন, ইহার চারটি তো যা আমরা উল্লেখ করেছি, বাকি দুটি হল

www.nagorikpathagar.org

এই যে, আমি তোমাকে খোলা করে দিয়েছি; এবং তুমি নিজের লোকের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে আছে। যদি বলে, যথায় ইচ্ছা চলে যাও। তবে নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে, এখান হতে অন্য জায়গায় চলে যাও বা বলে যে, এখান হতে চলে যাও। তবে তা 'যথায় ইচ্ছা চলে যাও' - এর অনুরূপ হুকুম হবে। বাযযারিয়ার মধ্যে আছে যে, যদি তুমি গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিলিত হও। তবে তালাক পড়বে, যদি তার তালাকের নিয়ত থাকে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি বলে যে, তুমি ইদ্দত পালন কর। অথবা বলে যে, তুমি তোমার রেহেম পবিত্র কর, অথবা বলে যে, তুমি এক। এসব ছুরতে এক তালাক রেজয়ী পড়িবে, যদিও স্বামী দুই বা তিন তালাকের নিয়ত করে; কিন্তু 'তুমি ইখতিয়ার কর' ইহার মধ্যে তিন তালাকের নিয়ত শুদ্ধ হবে না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, স্বামী তালাস কর। তবে এক বায়েনাহ তালাক পড়িবে-যদি তালাকের নিয়ত করে। যদি দুই বা তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তাই পড়বে। ইহা শরহে বেকায়ার মধ্যে আছে।

এভাবে দাসীর ছুরতে দুই তালাকের নিয়ত শুদ্ধ। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। আর যদি নিজের আযাদকৃত স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেয়, তারপর তাকে বলে যে, তুমি বায়েনাহ। আর দুই তালাকের নিয়ত করে, তবে একই তালাক হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে দুই তালাক পড়বে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, আমি বিয়ে ভঙ্গ করলাম। আর তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক পড়বে। ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তাও শুদ্ধ হবে অর্থাৎ তিন তালাক পতিত হবে। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ায় উল্লেখ আছে। আর যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রী নহ। অথবা স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমার স্বামী নই বা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমার কি স্ত্রী আছে? আর সে জবাবে বলে যে, না। তারপর দাবী করে যে, আমি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেছি। তবে রেজা এবং ক্রোধ উভয় অবস্থায় উহার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তালাক পড়বে না। আর যদি বলে যে, আমার নিয়ত তালাক ছিল, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে যে, আমি তোমাকে বিবাহ করিনি এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে সকলের মতেই তালাক পড়বে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, আমার স্ত্রী নেই, তবে তালাক পড়বে না যদিও তালাকের নিয়ত করে। আর যদি বলে যে, আমার উপর হজ্জ লাযেম যদি আমার স্ত্রী থাকে। তা হলেও ঐ হুকুম হবে। ইহা সকলেরই মত। যেমন ইমাম সুরুখসী স্বীয় কিতাবে এবং শায়খ নজমুদ্দীন শরহে শাফীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি বলে যে, আল্লাহর কসম তুমি আমার স্ত্রী নাই আল্লাহর কসম আমার স্ত্রী। তবে কিছুই পড়বে না - যদিও তালাকের নিয়ত করে। আর যদি বলে আমার তোমার নিকট কোন প্রয়োজন নাই। আর তালাকের নিয়ত করে, তবে এতে তালাক হবে না। আর যদি বলে যে, আমি তোমার আশা করি না বা আমি তোমাকে চাই না বা আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা করি না, বা আমার তোমার প্রতি কোন আকর্ষণ নাই; তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তালাক পড়বে না -যদিও তালাকের নিয়ত করে। ইহা বাহরুর রায়েকের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি আমার স্ত্রী নও এবং আমি তোমার স্বামী নই এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তালাক পড়বে এবং ছাহেবাইনের নিকট পড়বে না।

আর যদি স্বামী বলে, আমি তোমার নিকট বায়েন অথবা আমি তোমার হারাম এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক পড়বে। আর যদি বলে, তুমি আমার স্ত্রী নও এবং তোমার নিকট বা তোমার উপর না বলে তবে তালাক

www.nagorikpathagar.org

পড়বে না - যদিও নিয়ত করে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি তালাকের কথোপকথনের মধ্যে আওরাতকে বলে যে, আমি নিজের হতে তোমাকে বায়েন করে দিয়েছি অথবা আমি তোমাকে বায়েন করে দিয়েছি অথবা আমি তোমার হতে বায়েন হয়ে গিয়েছি অথবা আমার তোমার উপর কোন দখল নেই। অথবা আওরাতকে বলে যে, আমি তোমাকে তোমার নিকট হেবা করে দিলাম অথবা তোমার রাস্তা খালি করে দিলাম অথবা তুমি মুক্ত। অতঃপর আওরাত বলে যে, আমি নিজেকে ইখতিয়ার করলাম। তবে তালাক পড়ে যাবে। তারপর যদি স্বামী দাবী করে যে, আমি তালাকের নিয়ত করেছিলাম না, তবে কাজায়ান তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি আওরাতকে বলে যে, আমার ও তোমার মধ্যে বিবাহ নেই অথবা বলে যে, আমার ও তোমার মধ্যে বিবাহ বাকি নেই, তবে তালাক পড়বে। যদি তালাকের নিয়ত থাকে। যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে যে, তুমি আমার স্বামী নই, তখন স্বামী বলে যে, তুমি সত্য কথা বলেছ। আর যদি সে তালাকের নিয়ত করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তালাক পতিত হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

হাসান (রহঃ) ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমাকে তোমার লোকদের নিকট বা তোমার পিতার নিকট বা তোমার স্বামীদের নিকট হেবা করেছি। তবে তালাকের নিয়ত করলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, আমি তোমাকে তোমার ভাইয়ের নিকট বা মামুর নিকট বা চাচার নিকট অথবা অমুক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হেবা করেছি, তবে তালাক হবে না। এটি সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমাকে তোমার নিকট হেবা করেছি, ইহাও কেনায়াত তালাকসমূহের অন্যতম। তবে যদি স্বামী নিজ আওরাতকে বলে যে, আমি তোমাকে মোবাহ অর্থাৎ সিদ্ধ করে দিলাম। তবে তালাক পতিত হবে না, যদি তালাকের নিয়তে বলে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

আর যদি বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীর, স্থান বের হয়ে গেলে। চাই তা রেজামন্দির অবস্থায় বলুক বা ক্রোধের অবস্থায় বলুক, স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে-যদি তালাকের নিয়ত করে থাকে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, আমার ও তোমা রমধ্যে কিছুই থাকল না এবং তা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক হবে না। আর যদি বলে যে, আমার এবং তোমার মেধ্য কোন মোয়ামেলা (বা সম্পর্ক) নাই, তবে নিয়ত থাকলে তালাক হয়ে যাবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি বলে যে, আমি তোমার বিবাহ হতে মুক্ত হয়ে গেলাম, তবে নিয়ত তালাকের থাকলে তালাক পড়ে যাবে। আর যদি বলে যে, তুমি আমা হতে দূর হও এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

তুমি আমা হতে একদিকে সরে যাও, বা তুমি আমা হতে মুক্তিলাভ করেছ। ইহাও কেনায়াতসমূহের মধ্যে শামিল। ইহা ফতহুল কাদীরের মধ্যে আছে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তোমার জন্য চারদিকের পথ খোলা। তবে তাতে কিছুই পড়বে না - যদিও তালাকের নিয়ত থাকে। হ্যাঁ, তবে, যদি উহার সঙ্গে এ কথাও বলে যে, তোমার যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন কর এবং তারপর বলে যে, আমার তালাকের নিয়ত ছিল, তবে তালাক পড়ে যাবে। আর যদি বলে যে, আমার উহাতে তালাকের নিয়ত ছিল না, তবে তার একথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। আর যদি বলে যে, যে পথে তোমার ইচ্ছা যেতে পার। আর বলে যে, আমি তালাকের নিয়ত করেছিলাম, তবে তালাক পড়বে। নিয়ত ব্যতীত পতিত হবে না-যদিও তালাকের আলোচনা চলার অবস্থায় হয়ে থাকে। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি স্ত্রীকে বলে যে. তুমি হাজারবার চলে যাও। আর যদি তালাকের নিয়ত করে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। মাজমাউন্নাওয়াযিলে উল্লেখ আছে যে, যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি জাহান্নামে যাও এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক পড়ে যাবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি বলে যে, আমি তোমাকে আযাদ করে দিয়েছি, তবে নিয়ত করলে তালাক পড়ে যাবে। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি বলে যে, তুমি আযাদ হয়ে যাও বা তুমি মুক্ত হয়ে যাও, তবে ইহা তুমি মুক্ত এ কথারই অনুরূপ হয়। ইহা বাহরুর রায়েকে আছে। আর যদি, 'আমি তোমার তালাক বেচিয়া ফেলিয়াছি' আর স্ত্রী বলে যে, আমি কিনে নিয়েছি। তবে ইহা তালাকে রেজয়ী হবে। আর যদি স্বামী বলে যে, তোমার মোহরের বিনিময়ে তুমি তালাক। তবে তালাক বায়েনাহ হবে। এভাবে যদি বলে যে, আমি তোমার নফসকে বিক্রয় করেছি, তবে এরূপ ছুরতেও ঐরূপ হুকুম হবে।

এক স্ত্রীকে তার স্বামী বলল যে, আমি তোমাকে ঘৃণার বস্তু মনে করছি। তখন স্ত্রী বলল, মুখের থুকের মত? যদি তাই হয়, তবে উহা নিক্ষেপ কর। তখন স্বামী বলল যে, থুক, থুক। অতঃপর সে মুখ হতে থুক নিক্ষেপ করল ও বলল, আমি নিক্ষেপ করলাম। স্বামী ইহাদ্বারা তালাকের নিয়ত করল। তবে তালাক পড়বে না। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। কোন স্ত্রীর স্বামীর ধারণা হল যে, তার বিবাহ ফাসেদ রীতি অনুযায়ী হয়েছে, তখন সে বলল যে, আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ হয়েছে তা তরক করলাম। তারপর প্রকাশ পেল যে, বিবাহ শুদ্ধভাবেই হয়েছে। তবে তার স্ত্রী তালাক হবে না।

যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমাকে তিন তালাক দেয়া হতে মুক্ত হলাম। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, নিয়ত করলে তালাক হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, তালাক হবে না-যদিও তালাকের নিয়ত করে; এবং এই মতই প্রকাশ্য। যদি কেউ বলে যে, আমি তোমাকে স্ত্রী হওয়া হতে মুক্ত করে দিলাম, তবে নিয়ত ব্যতীতই তালাক পড়ে যাবে - চাই উহা ক্রোধের অবস্থায় বলুক বা অন্য কোন অবস্থায়। ইহা যখীরার মধ্যে উল্লেখ আছে। মাজমাউন্নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে, এক স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, আমি তোমা হতে মুক্ত হলাম। তখন স্বামী বলল যে, আমি তালাকের নিয়ত করিনি। তবে নিয়ত না থাকার কারনে তালাক পড়বে না। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যে সকল শব্দের তালাকের কোন ইঙ্গিত বা অবকাশ নেই, তালাকের নিয়ত করে বললেও উহা দ্বারা তালাক পড়বে না। যেমন কেউ বলল যে, বারাকাল্লাহু আলাইকি, অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তায়ালা বরকত দিন, অথবা বলল যে, আমাকে খানা দাও বা পানি পান করাও, তবে এ সমস্ত শব্দ দ্বারা নিয়ত করা সত্ত্বেও তালাক পড়বে না। যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, তুমি এখান হতে যাও এবং তালাকের নিয়ত করে তবে তালাক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, তালাক পড়বে না এবং ইমাম জুফর (রহঃ) এর অভিমত অনুসারে তালাক পড়িবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি বলে যে, এখান হতে গিয়ে বিবাহ করে লও, তবে এক তালাক পড়বে-যদি তালাকের নিয়ত করে। যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। ফতোয়ায় উল্লেখ আছে যে, যদি আওরাত বলে যে, এখান হতে গিয়ে কাপড় খরিদ কর বা এখান হতে উঠে গিয়ে খাও; তবে এখান হতে উঠে বা এখান হতে গিয়ে কথা দ্বারা তালাকের নিয়ত করলেও তালাক পড়বে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বস। তবে সে আমার জন্য তোমাকে হালাল করে দিবে। তবে ইহা তিন তালাকের স্বীকৃতিস্বরূপ। আর যদি বলে যে, তুমি বিবাহ করে নাও এবং এক তালাকের নিয়ত করে বা তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে ইহা শুদ্ধ হবে। আর কোন নিয়ত না করলে তালাক পড়বে না। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি একব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে বলে যে, যদি তুমি আমাকে আমার বিবাহকৃত স্ত্রীর জন্য মার, তবে আমি তোম তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তুমি তা নিয়ে যাও। যদি এতে তালাকের নিয়ত থাকে, তবে এক তালাক বায়েনাহ পড়বে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি আওরাতকে বলে যে, 'তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর, তুমি ইদ্দ ইখতিয়ার কর, তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর'। তবে এই মাসয়ালায় কয়েকটি ছুরতের সম্ভাবনা থাকে। যেমন (১ম) সব কথা দ্বারা সে এক তালাকের নিয়ত করেছে। (২য়) হয়ত শুধু প্রথম বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে। (৩য়) হযত প্রথম বাক্য দ্বারা শুধু হায়েজের নিয়ত করেছে। (চতুর্থ) হয়ত প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে। (পঞ্চম) শুধু প্রথম ও তৃতীয় বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে; তবে এ ছয় ছুরতের প্রত্যেক ছুরতে ঐ আওরাতের উপর তিন তালাক পড়বে। (সপ্তম) হয়ত সে শুধু দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে। (অষ্টম) হয়ত প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা শুদু হায়েজের নিয়ত করেছে। (নবম) হয়ত প্রথম বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে। (দশম) হয়ত প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা শুদু হায়েজের নিয়ত করেছে। (একাদশ) হয়ত প্রথম ও তৃতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে। (দ্বাদশ) প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে। (ত্রয়োদশ) প্রথম ও তৃতীয় বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে। (পঞ্চদশ) প্রথম ও তৃতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে। (ষষ্ঠদশ) দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে। এ ছুরতগুলিতে ঐ আওরাতের উপর দুই তালাক পড়বে।

তারপর (সপ্তদশ) সব বাক্য দ্বারাই হয়ত হায়েজের নিয়ত করেছে। (অষ্টাদশ) হয়ত তৃতীয় ব্যা দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে। (উনবিংশতি) হয়ত তৃতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে। (বিংশতি) হয়ত দ্বিতীয় বাক্য তালাক এবং তৃতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে। (একবিংশতি) হযরত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে এবং প্রথম বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছে। (দ্বাবিংশতি) হয়ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দ্বারা হায়েজের নিয়ত করেছে। তারপর (ত্রয়োবিংশতি) হয়ত বাক্যগুলির কোনটির দ্বারা কোন নিয়তই করে নাই। তবে এই অবস্থায় আওরাতের উপর কোন তালাকই পতিত হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল, 'তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর, তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর, তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর। তারপর বলল যে, আমি কথাগুলি দ্বারা এক তালাকের নিয়ত করেছিলাম তবে তার একথা দিয়ানাতান বিশ্বাসযোগ্য হবে; কিন্তু কাজায়ান তিন তালাক পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে, তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর তিন। আর বলে যে, আমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর দ্বারা এক তালাকের নিয়ত করেছি এবং 'তিন' দ্বারা তিন হায়েজের নিয়ত করেছি। তবে কাজায়ানও তার কথা অনুযায়ী হুকুম হবে। ইহা শরহে জামে' ছগীরের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

মবসুতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি বলে, ইদ্দত ইখতিয়ার কর তুমি, পুনঃ ইদ্দত ইখতিয়ার কর তুমি, অথবা তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর, তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর অথবা তুমি ইদ্দত এবং ইখতিয়ার কর। আর যে তালাকের নিয়ত করে, তবে কাজায়ান আওরাতের উপর দুই তালাক পড়বে। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি আওরাতকে বলে, তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর হে তালাকপ্রাপ্তা! আর 'ইদ্দত ইখতিয়ার কর' কথা দ্বারা এক তালাকের নিয়ক করে, তবে স্ত্রী উপর দুই তালাক পড়বে। এক তালাক পড়বে 'তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর কথা দ্বারা এবং আর এক তালাক পড়বে 'হে তালাকপ্রাপ্তা' কথা দ্বারা। আর যদি সে বলে যে, আমি 'আয় মুতাল্লাকাহ' কথা দ্বারা তালাকের নিয়ত করি নাই। বরং আমার কথার মুরাদ ছিল যে, তুমি ইখতিয়ার কর কথা দ্বারা আওরাতের মুতাল্লাকাহ হওয়া তো অবশ্যই লাযেম হয়ে যায়, অতএব সেই হিসাবেই আমি তাকে আয় মুতাল্লাকা সম্বোধন করেছি। তবে দিয়ানাতান তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি বায়েন থাক। কারণ তুমি তালাকপ্রাপ্তা। তবে যদি 'বায়েন থাক' কথা দ্বারা তালাকের নিয়ত না করে, তবে এক তালাক পড়বে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, আমি নিজেকে তোমার উপর হারাম করেছি। অতএব তুমি নিজেকে পাক কর এবং একথা দ্বারা তালাকেই নিয়ত করে, তবে স্ত্রীর উপর এক তালাক বায়েনাহ পড়বে। কারণ হল, বায়েনাহ স্ত্রীর উপর বায়েনাহ তালাক পড়তে পারে না। এভাবে যদি আমি নিজেকে তোমার উপর হারাম করেছি কথা দ্বারা এক তালাকের নিয়ত করে এবং তুমি নিজেকে পাক কর কথা দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে তা হলেও এক তালাক বায়েনাহ পড়বে।

আর যদি বলে, আমি নিজেকে তোমার উপর হারাম করিলাম এবং একথা দ্বারা তার কোন উদ্দেশ্য না থাকে এবং তুমি নিকেজে পাক কর; কথা দ্বারা এক তালাক অথবা তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক তার নিয়ত অনুযায়ী হবে। ইহা মুহীতে বর্নিত আছে। আর যদি স্ত্রী তার স্বামীকে বলে যে, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও। তখন স্বামী বলে যে, তুমি ইদ্দত ইখতিয়ার কর। তারপর দাবী করে যে, আমি তালাকের নিয়ত করি নাই। তবে তার একথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। ইহা তাতারখানিযায় বর্ণিত আছে।

লিখিত তালাকের মাসয়ালা

লিখিত তালাক দুই রকম হতে পারে। যেমন মারসুমাহ ও গায়রে মারসুমাহ। মারসুমাহর অর্থ হল কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট কিছু লিখা হয়। আর গায়রে মারসুমাহর অর্থ হল যা উক্তরূপ নয় অর্থাৎ এমনভাবে লিখা যেভাবে কোন কিছু অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট লিখা হয় না। এ গায়রে মারসুমাহর দুই অবস্থা হতে পারে। প্রথম হল, যেমন যমিনে বা দেয়ালে বা কোন তখতির উপরে লিখা হল, যা পড়া যায় ও বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় হল, যা বাতাস, পানি বা এমন কিছুর উপর লিখা হল, যহা দেখা যায় না, পড়া যায় না এবং বুঝার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। এ অবস্থায় তালাকের কথা লিখলে যদিও তালাকের নিয়ত থাকে, তাতে তালাক পড়বে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় যদি তালাকের নিয়ত থাকে তবে তালাক পতিত হবে। নিয়ত না থাকলে পড়বে না।

উল্লেখ্য যে, মারসুমাহ তালাক যদি স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেয়, এভাবে লিখে যে, আম্মাবা'দ, তুমি তালাক। তবে যেভাবে লিখবে সেইভাবেই তালাক পড়বে এবং সেই লিখার সময় হতে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। আর যদি চিঠি পৌছানোর সাথে তালাককে সম্পর্কিত করে বা ঝুলিয়ে দেয়, যেমন লিখে দেয় যে, যখন আমার চিঠি তোমার নিকট পৌছবে, তখন তুমি তালাক। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত চিঠি তার নিকট না পৌছবে, তখন তুমি তালাক। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত চিঠি তার নিকট না পৌছবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক পড়বে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর যদি লিখে যে, যখন আমার চিঠি তোমার নিকট পৌছবে তখন তুমি তালাক, তারপর অন্যান্য জরুরী খবর লিখে। তারপর স্ত্রীর কাছে চিঠি পৌছে, অতঃপর চাই সে উহা পড়ুক, কি না পড়ুক, তালাক পড়ে যাবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর নিকট জরুরী খবরসমূহ লিখল এবং তার পরে লিখল আম্মাবা'দ, যখন আমর এ চিঠি তোমা রনিকট পৌছবে, তখন তুমি তালাক। তারপর তার মনে হল, সে তালাকের বিষয়টা কটে দিল; কিন্তু তারপরও যখন ঐ চিঠি আওরাতের নিকট পৌছবে, সে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি সে চিঠির অন্য সব জরুরী বিষয় লুপ্ত করে দেয়, শুধু তালাকের বিষয়টা বাকী রাখে, তবে এ চিঠি যখন আওরাতের নিকট পৌছবে, তার উপর তালাক পড়বে না। কারণ এ যে, সে চিঠির আসল জরুরী বিষয় লুপ্ত করে দেয়ায় উহা আর চিঠি থাকল না। কাজেই তার যে শর্ত ছিল সঠিক হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি চিঠির প্রথমে লিখে যে, আম্মাবা'দ, যখন আমার এ চিঠি তোমার নিকট পৌছবে, তখন তুমি তালাক। তারপর অন্যান্য জরুরী খবরসমূহ লিখে। তারপর তালাকের বিষয় লুপ্ত করে দেয় এবং বাকি যা কিছু লিখেছিল, তা রেখে দিল। তবে চিঠি পৌছার পর উক্ত আওরাতের উপর তালাক পড়বে না। আর যদি তালাকের বিষয় রেখে দিয়ে বাকি সব কথা লুপ্ত করে দেয় এবং স্ত্রীর নিকট পাঠায়, তবে স্ত্রীর উপর তালাক পড়ে যাবে-চাই তালাকের বিষয়ের পূর্বে লিখিত বিষয়ের কথা কম বেশী হোক। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

আর যদি স্ত্রীকে তালাকের বিষয় এরূপ লিখে যে, আম্মাবা'দ তুমি তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কথাটি যদি পূর্বের কথার সহিত মিলিয়ে লিখে তবে তালাক পড়বে না। আর না মিলিয়ে দুরে লিখলে তালাক পড়বে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি আওরাতকে এরূপ লিখে যে, যখন আমার এ চিঠি তোমার নিট পৌছবে তখন তুমি তালাক। তারপর এ চিঠি উক্ত আওরাতের পিতার হাতে পড়ল, পিতা ঐ চিঠি পেয়ে চিরে ফেলল, কন্যাকে দিল না, তবে যদি পিতা তার কন্যার সব ব্যাপারে দায়িত্ব বহনকারী হয় এবং তার আবাসস্থলে কন্যাও অবস্থান করে, তবে এমন ক্ষেত্রে ঐ চিঠি পিতার হাতে পৌছলেও তালাক পড়ে যাবে। আর এরূপ না হলে তালাক পড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না চিঠি খোদ স্ত্রীর হাতে পৌছে।

আর যদি পিতা ঐ চিঠি তার নিকট পৌছবার কথা কন্যার নিকট বলে এবং ঐ চিরা ফাড়া চিঠি-কন্যার হাতে দেয় ও ঐ চিঠি পড়া ও বুঝায়, তবে তালাক পড়বে। নচেৎ পড়বে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি তালাকের কথা অক্ষর দ্বারা লিখে এবং ইনশাআল্লাহ মুখ দিয়ে বলে, অথবা তালাকের কথা মুখে বলে আর ইনশাআল্লাহ লিখে দেয়, তবে এ মাসয়ালা সম্পর্কে কোন রেওয়াতে পাওয়া যায় না। তবে ইহাতে তালাক শুদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি মারপিট এবং কয়েদ হবার ভয়ে তালাক দিতে জবরদস্তি এভাবে মজবুর হয়ে গেল যে, সে নিজের স্ত্রী অমুক কন্যা অমুক পুত্র অমুকের তালাক লিখে দেক। তখন সে লিখে দিলে যে, উহার স্ত্রী অমুক কন্যা অমুক পুত্র অমুক তালাক। তবে তার স্ত্রী উপর তালাক পতিত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে এক চিঠি লিখ যে, যদি তুমি নিজের ঘর হতে বের হও, তবে তুমি তালাক। তখন সে ঐ চিঠি লিখে উক্ত স্ত্রীর ঐ ঘর হতে বের হওয়ার আগে স্বামীকে পড়ে শুনাল। অতঃপর স্বামী উহা স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দিল। তবে উক্ত স্ত্রী ঐ যে ঘর হতে বের হয়েছে এতে তালাক হবে না। যদি আওরাতকে লিখে যে, তুমি বাদেও অমুক বাদে আমার প্রত্যেক স্ত্রী তালাক। তারপর সে শেষোক্ত স্ত্রীর নাম কেটে দিল। তারপর চিঠি পাঠাল। ঐ স্ত্রী মুতাল্লাকাহ হবে না। ইহা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে।

মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, যদি কাগজে এক চিঠি লিখা হয় এবং তাতে উল্লেখ করা হয় যে, যখন তোমার নিকট এ চিঠি পৌছবে, তখন তুমি তালাক। তারপর এর আর একখানি কাগজে লিখিয়ে আর একখানা চিঠি তৈরী করা হল। অথবা কাকেও হুকুম করা হল যে, ইহা অন্য কাগজে উঠিয়ে আর একটি কপি তৈরি করে নাও। অতঃপর ঐ উভয় চিঠি স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হল। তবে কাজায়ান ঐ স্ত্রীর উপর দুই তালাক পড়বে, তবে শর্ত হল, যদি স্বামী স্বীকার করে যে,এ উভয় চিঠি আমার অথবা সাক্ষীগণ এরূপ সাক্ষ প্রদান করে। কিন্তু দিয়ানাতান স্ত্রীর উপর এক তালাক পড়বে। কারণ হল মুলতঃ এ উভয় চিঠি একই চিঠি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
তাফবীজের মাসায়েল
প্রথম ভাগ ঃ ইখতিয়ারের মাসায়েল

যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি ইখতিয়ার কর অথবা বলে যে, তুমি নিজের নফসকে তালাক দাও। তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার অর্জিত হবে যে, যতক্ষণ সে ঐ তাফবীজ অর্থাৎ সমর্পণের মজলিসে থাকবে, অর্থাৎ যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থা হতে অন্য কোন অবস্থায় না যাবে এবং স্থান ত্যাগ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে নিজে তালাক দিতে পারবে-যদিও মজলিস দীর্ঘ হয় যেমন একদিন অথবা তারও বেশি। উক্ত ইখতিয়ার যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মজলিস হতে না উঠবে বা যে কাজের মধ্যে আছে, সে কাজ ছেড়ে অন্য কাজ শুরু না করে। আর যদি মজলিস হতে দাঁড়িয়ে যায় তবুও মজলিসের যেখানে বসেছিল, যদি সেই স্থান না ছাড়ে, তবে ততক্ষণ ইখতিয়ার তার হাতে থাকবে। আর স্বামী এ ইখতিয়ার থাকবে না, সে তাকে ফিরিয়ে নিবে এবং স্ত্রীকে যা সোপর্দ করেছে তা গ্রহণ করতে তাকে নিষেধও করতে পারবে না, উহা ভঙ্গও করতে পারবে না। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর উক্ত স্ত্রী যদি তার প্রাপ্ত ইখতিয়ার গ্রহণ করার আগে উঠে যায়, অথবা যে কাজে রত ছিল সেই কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ শুরু করে, যেমন সে খানা খাওয়ার জন্য খানা তলব করে বা মাথার চুলে চিরুণী চালাতে শুরু করে বা গোসল করতে আরম্ভ করে, বা খেজাব লাগাতে শুরু করে, অথবা স্বামীর সহিত মোজামেআত করে বা কারও কোন বস্তু বেচাকেনা শুরু করে দেয়; তবে এসব কাজ উহার খিযার বাতিল করে দেয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রী পানি পান করে, তবে উহা তার খিয়ারকে বাতিল করে না। এভাবে যদি কোন খাবার দ্রব্য না আনিয়ে যথাস্থানে থাকিয়ে সামান্য দ্রব্য খেয়ে নেয়, তবে তার পানি পানের হুকুম হবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি বসা অবস্থায় অর্থাৎ না দাঁড়িয়ে কাপড় পরে, বা এমন কোন স্বল্প কাজ করে, যা দ্বারা তার ইখতিয়ারের প্রতি অনীহার ভাব প্রকাশ না পায়, তবে তার খিযার বাতিল হবে না। আর যদি সে বলে যে, তোমরা আমার জন্য সাক্ষী ডেকে দাও, আমি আমার ইখতিয়ারের উপর তাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে নিব অথবা আমার পিতাকে ডেকে দাও, অমি তার নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ কর। অথবা আওরাত দাঁড়ানো ছিল, তাকিয়ায় হেলান দিল বা বসিয়ে গেল, তবে সে তার ইখতিয়ারের উপরই বহাল থাকবে। আর যদি অর্ধ শায়িতাবস্থা হতে পুরাপুরি শায়িত হয়ে যায়, তবে এতে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর দুইটি রেওয়ায়েত আছে। উহার এক রেওয়ায়েত হল, খিযার বাতিল হবে এবং ইহাই ইমাম জুফার রহঃ) এর কওল। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হল এ যে, খিয়ার বাতিল হবে না। আর যদি দাঁড়ান থাকে, তারপর সওয়ার হয়ে যায়, তবে খিয়ার বাতিল হবে। আর এভাবে যদি সওয়ার থাকে, তারপর এক জানোয়ার হতে অন্য জানোয়ারে সওয়ার হয়ে যায়, তাতেও খিয়ার বাতিল হয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে।

আর যদি আওরাত ঠেস দিয়ে থাকে, তারপর উঠে সোজা হয়ে বসে, তবে তার খিয়ার বাতিল হবে না। ইহা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। আর যদি সওয়ার থাকে, তারপর অবতরণ করে, অথবা তার বিপরীত করে, তবে খিয়ার বাতিল হবে। ইহা খোলাছায় আছে। আর যদি সওয়ারী জানোয়ার চলতেছি, তারপর থেমে গেল, তবে নিজের খিয়ারের উপর থাকবে। আর যদি চলতে থাকে তবে খিয়ার বাতিল হবে। স্বামীর কথা শুনিয়ে চলমান আওরাতের চলতে থাকা মজলিস বদলাবারই নামান্তর। সওয়ারী জানোয়ারের উপর যে খাড়া থাকে, খাড়া থাকবে যদি চলতে শুরু করে, তবে খিযার বাতিল হবে। আর যদি খাড়া অবস্থায় স্বামী ইখতিয়ার দেয় এবং নিজের নফসকে ইখতিয়ার দিয়েছে, সেই কদমের উপরই নিজে নিজেকে ইখতিয়ার করে নেয়, তবে স্বামী হতে বায়েনাহ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি পায়দল হয় তবে তার হুকুমও একইরূপ হবে। আর যদি তার জবাবের আগে তার পদক্ষেপ হয়, তবে স্বামী হতে বায়েনাহ হবে না। আর যদি সওয়ারী জানোয়ার চলতে থাকে ও তাকে থামিয়ে দেয়, তবে তার বাকি থাকবে। নৌকা কক্ষের হুকুম অনুরূপ সওয়ারী জানোয়ারের মত নয়। কিন্তু শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেছেন যে, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চাই উভয় দুই জানোয়ারের উপর সওয়ার হয় অথবা এক জানোয়ারের উপর থাকে অথবা স্ত্রী এক জানোয়ারের উপর থাকে এবং স্বামী পায়দল চলতে থাকে এবং চাই উভয় দুই নৌকায় থাকে অথবা একই নৌকায় থাকে এবং চাই উভয় দুই হাওদায় থাকে বা একই হাওদায়। এমন কি যদি উভয় এক ব্যক্তির কাঁধের উপর সওয়ার থাকে এবং স্ত্রী যে কদমে স্বামী তাকে ইখতিয়ার দিয়েছে, সেই কদমেই নিজের নফসকে ইখতিয়ার করে নেয়, তবে সে বায়েনাহ হয়ে যাবে। নতুবা হবে না। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে ইখতিয়ার দিল; কিন্তু সে ইখতিয়ার গ্রহণ করার পূর্বে তার স্বামী তাকে তার খুশীতে বা নাখুশীতে উঠে খাড়া করাল ও তার সহিত মোজামেআত করল, তবে আওরাতের নিকট হতে খিয়ার চলে যাবে। মাজমাউন নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেওয়া হয় এবং তার নিকট কোন লোক না থাকে, তখন সে নিজে সাক্ষী ডাকার জন্য উঠে, তবে তার দুই অবস্থা হবে। হয়ত সে ঐজন্য নিজের জায়গা পরিবর্তন করবে অথবা জায়গা পরিবর্তন না। যদি জায়গা পরিবর্তন না করে, তবে সকলের মতেই খিয়ার বাতিল হবে না। আর যদি সে জায়গা পরিবর্তন করে, অন্য জায়গায় যায়, তবে তাতে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন এবং মতভেদের ভিত্তি হল এ যে, কারও কারও নিকট খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে আর ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনীহা প্রকাশ অথবা মজলিস পরিবর্তনই মো'তাবার অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য। যদি এর মধ্যে কোন একটি পাওয়া যায়, তবে খিয়ার বাতিল হবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, শুধু আওরাতের অনীহা প্রকাশই খিয়ার বাতিলের জন্য নির্ভরযোগ্য। যদি শুধু অনীহা প্রকাশ পাওয়া যায়, তবেই খিয়ার বাতিল হবে এবং এটাই শুদ্ধতর।

স্বামী আওরাতকে খিয়ার দিবার পর পরই যদি সে নামায আদায় করতে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এ নামায ফরজ বা ওয়াজিব হোক। আর যদি স্ত্রী নামাযে থাকার হালতে স্বামী তাকে ইখতিয়ার দেয়, আর আওরাত নামায পুরা করে, তবে যদি স্ত্রী ফরজ নামায় অথবা বেতের এবং তদনুরূপ কোন ওয়াজিব নামাযে থাকে, তবে বাতিল হবে না; বরং তা নামায হতে বের হয়ে আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আর যদি স্ত্রী নফল নামাযে থাকে, তবে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলে নিজের খিয়ারের উপর থাকবে। আর যদি দুই রাকাতের পরেও নামায বাড়িয়ে দেয়, তবে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যদি জোহরের প্রথম চার রাকাত সুন্নত পড়বার অবস্থায় আওরাতকে খিয়ার দেয়া হয় এবং আওরাত চার রাকাত নামায পুরা করে, দুই দুই রাকাতের পরে সালাম না ফিরায়, তবে সে ক্ষেত্রেও মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, নফল নামাযের ছুরতের মত তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং কেউ কেউ বলেন যে, বাতিল হবে না এবং ইহাই শুদ্ধ। ইহা বাদয়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইখতিয়ার কর। সে বলে যে, আমি প্রথম অথবা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়কে ইখতিয়ার করলাম। অথবা বলল যে, 'আখতারতু ইখতিয়ারাতান' অর্থাৎ আমি ইখতিয়ার করলাম ইখতিয়ারের হক অনুযায়ী। তবে নিয়ত ছাড়া তিন তালাক পড়বে এবং নফস শব্দ উল্লেখ করারও আবশ্যক করবে না। ইহা জামে'র মধ্যে বর্ণিত আছে; কিন্তু যিয়াতাদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়ত করা শর্ত।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর ঐ কথা যে, 'আমি প্রথম অথবা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়কে ইখতিয়ার করলাম' দ্বারা তিন তালাক পতিত হওয়ার মাযহাব ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর। সাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট এক তালাক পড়বে। আর যে ছুরতে স্ত্রী বলে যে, "আখতারতু ইখতিয়ারাতান আওয়েল ইখতিয়ারাত আও মাররাতান আও বিমাররাতিন আও

দাফআতান আও বিদাফআতিন আও বিওয়াহিদাতিন আও ইখতিয়ারাতা ওয়াহিদাতান' তবে সর্বসম্মত মতে তিন তালাক পড়বে। আর এভাবে যদি স্বামী উভয় শেষের ইখতিয়ারকে ওয়াও বা ফা দ্বারা অর্থাৎ অতএব দ্বারা উল্লেখ করে অথবা ছুম্মা অর্থাৎ পুনঃ অথবা অন্য কোন হরফে আতফ উল্লেখ না করে, কোন অবস্থায়ই কোন পার্থক্য নেই। উল্লিখিত হুকুমই হবে। ইহা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে। আর যদি স্ত্রী উহার জবাবে এরূপ বলে যে, আমি নিজের নফসকে তালাক দিলাম। অথবা বলে যে, আমি তালাকী, তা হলেও ইহা সমস্তের জবাব হবে এবং সে তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

আর যদি স্ত্রীকে তিনবার ইখতিয়ার কর বলে আর স্ত্রী বলে যে, আমি সেই প্রথম তাতলীককে ইখতিয়ার করেছি অথবা সেই এক তাতলীককে ইখতিয়ার করেছি; তবে সর্বসম্মত মতে এক তালাক পড়বে। ইহা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, ইখতিয়ার কর, ইখতিয়ার কর, ইখতিয়ার কর। অথবা শেষ বাক্যদ্বয়কে পাছ (অর্থাৎ অতএব) শব্দের সহিত উল্লেখ করে এবং আওরাত জবাবে বলে যে, আমি নফসকে এক তালাক দিয়েছি অথবা বলে যে, নিজের নফসকে এক তাতলীকার দ্বারা ইখতিয়ার করেছি, তবে এক তালাক বায়েনাহ হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইখতিয়ার কর। আওরাত বলে যে, আমি একটিকে বাতিল করেছি। তবে সমস্ত বাতিল হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি ইখতিয়ার কর, তুমি ইখতিয়ার কর। আওরাত নিজের নফসকে ইখতিয়ার করে, তারপর স্বামী দাবী করে যে, আমি প্রথম বাক্য দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছি এবং বাকি দুইটির দ্বারা শুধু স্ত্রীকে বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল। তবে কাজাযান বিশ্বাসযোগ্য হবে না; কিন্তু দিয়ানাতান বিশ্বাসযোগ্য হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যদি আওরাতকে বলে, ইখতারী, ইখতারী, ইখতারী বি আলফিন অর্থাৎ তুমি ইখতিয়ার কর, ইখতিয়ার কর এক হাজারের বিনিময়ে। আর আওরাত বলে যে, আমি সব ইখতিয়ার করলাম। তবে প্রথম দুই তালাক মোফত অর্থাৎ বিনা এওজে পড়বে এবং তৃতীয় তালাক এক হাজারের বদলে পড়বে। এভাবে যদি আওরাত এরূপ বলে যে, আমি আমার নফসকে ইখতিয়ার করলাম ইখতিয়ার করার মত। একবার অথবা বা একবার অর্থাৎ একবারের দ্বারা । তা হলেও ঐ একই হুকুম হবে। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে।

আর যদি আওরাত বলে যে, আমি নিজ নফসকে প্রথম দ্বারা বা দ্বিতীয় দ্বারা বা তৃতীয় দ্বারা ইখতিয়ার করলাম। তা হলেও ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট পূর্বোক্ত হুকম হবে; কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট যদি স্ত্রী প্রথম এবং দ্বিতীয়কে ইখতিয়ার করে, তবে মোফত এক তালাক পতিত হবে। আর যদি তৃতীয়কে ইখতিয়ার করে, তবে এক হাজারের বিনিময়ে পতিত হবে। ইহা কাফীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি আওরাত এরূপ বলে যে, আমি নিজ নফসকে তালাক দিয়েছি এক তালাক দ্বারা অথবা ইখতিয়ার করিয়াছি নিজ নফসকে এক তাতলীক দ্বারা। তবে ইহা এক তালাক বায়েনাহ হবে। তারপর যদি ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তখন সে যদি বলে যে, আমি প্রথম অথবা দ্বিতীয় মুরাদ নিয়েছি। তবে মোফত পতিত হবে। আর যদি বলে তৃতীয় মুরাদ নিয়েছি, তবে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে পড়বে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে, ইখতারী ইখতারী ওয়া ইখতারী বি আলফিন। স্ত্রী বলে যে, আমি ইখতিয়ার করেছি অথবা আমি ইখতিয়ার করেছি এক অথবা এক দ্বারা তবে সর্বসম্মত মতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী বলে যে, এক দ্বারা বা দুই বা তিন দ্বারা। তা হলেও ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট উক্ত হুকুম হবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট কিছুই পতিত হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। আর যদি বলে, ইখতারী

বি-আলফিন' এবং স্ত্রী বলে, আমি এক তাতলীকাকে ইখতিয়ার করেছি অথবা আমি নিজ নফসকে তালাক দিয়েছি। তবে সর্বসম্মত মতে কিছুই পড়বে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। আর যদি স্ত্রী বলে যে, আমি এক তালাক দিয়েছি, তবে সর্বসম্মত মতে তালাক পড়বে না। আর স্বামী যদি 'প্রত্যেক ইখতিয়ার থাকবে যে, যেই টাকে ইচ্ছা ইখতিয়ার করে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রীকে বলে যে, তিন তালাকের মধ্যে যতটা চাহ তুমি ইখতিয়ার কর। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট স্ত্রীর জন্য এই ইখতিয়ার হবে যে, একটি বা দুইটি ইখতিয়ার করে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট তিন তালাক পর্যন্ত নিতে পারে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি ইখতিয়ার কর। আওরাত বলে যে, আমি তোমাকে ইখতিয়ার করতেছি না অথবা আমি তোমাকে চাইতেছি না অথবা আমার তোমাকে কোন প্রয়োজন নাই। তবে এ সমস্ত বাতিল হবে। আর যদি বলে যে, আমি নিজ স্বামীকে চাইতে অথবা তাকে প্রিয় জানতেছি, তবে আওরাত নিজের ইখতিয়ারের উপর থাকবে। আর যদি বলে যে, আমি নিজ স্বামীকে চাইতে অথবা তাকে প্রিয় জানতেছি, তবে আওরাত নিজের ইখতিয়ারের উপর থাকবে। আর যদি বলে যে, আমি ইখতিয়ার করেছি যে, তোমার স্ত্রী থাকব না, তবে তার হতে বায়েনাহ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে।

আর যদি বলে যে, তাতলীকাকে ইখতিয়ার কর। আওরাত বলে যে, আমি উহাকে ইখতিয়ার করেছি। তবে এক তালাক রেজয়ী পড়বে। আর যদি বলে যে, তাতলীকাতাইনকে ইখতিয়ার কর। আওরাত এক ইখতিয়ার করে, তবে তা পতিত হবে। যদি স্বামী কাকেও বলে যে, আমার স্ত্রীকে তাখয়ীর দাও, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাখয়ীর না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর খিয়ার হাছিল হবে না।

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার স্ত্রীকে খিয়ারের খবর দাও। তারপর তার খবর দিবার পূর্বে স্ত্রী ইহা কোনভাবে শুনে নিজের নফসকে ইখতিয়ার করিয়ে নেয়। তবে তালাক পড়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। আর যদি বলে যে, তুমি নিজ নফসকে ইখতিয়ার কর আজকার দিন কিংবা ঐ মাসে কিংবা ঐ মাস পর্যন্ত, কিবংবা বৎসর পর্যন্ত। তবে যখন পর্যন্ত উল্লিখিত সময় বাকী থাকবে, তখন পর্যন্ত আওরাতের খিয়ার বাকি থাকবে। চাই সে ঐ মজলিসে অনীহা প্রকাশ করে বা অন্য কাজে মশগুল হয়ে যায় বা গেলেই খিয়ার বাতিল হয়ে যায়। চাই স্ত্রী ইহা জানুক, বা নাজানুক। আর যদি সময় নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে এর বিপরীত হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, আজ ইখতিয়ার কর এবং কাল ইখতিয়ার কর। স্ত্রী আজের খিয়ার প্রত্যাখ্যান করে, তবে কালকের খিয়ার বাতিল হবে না। আর যদি বলে যে, আজ এবং কাল তুমি ইখতিয়ার কর। স্ত্রী আজের খিয়ার প্রত্যাখ্যান করে, তবে বিলকুল বাতিল হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় ভাগ

তালাকের সাথে ইচ্ছা করা শব্দ ব্যবহারের মাসায়েল

যখন স্ত্রীকে বলে যে, তুমি নিজের নফসকে তালাক দাও। চাই তাকে বলে যে, যদি তুমি চাও অথবা না বলে, তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার হয়ে যাবে যে, ইচ্ছা হলে সে খাছ ঐ মজলিসেই নিজেকে নিজে তালাক দিয়ে দিতে পারে। স্বামীর এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে তা বাতিল করে দেয়। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বলে যে, আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও এবং তার সাথে মাশিয়াত যুক্ত করে দেয়, যেমন এরূপ বলে যে, আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, যদি তুমি চাও এবং তারও এই হুকুম হবে যে, শুধু ঐ মজলিস পর্যন্তই থাকবে। আর যদি তার ইচ্ছা করা না মিলায় অর্থাৎ কেবল এরূপ বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, তবে এটা উকীল বানানোর অনুরূপ এবং এটা ঐ মজলিস পর্যন্তই সীমিত নয়। আর উকীল নিয়োগকারী নিয়োগ বাতিল করারও ইখতিয়ার রাখে। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারায় বর্ণিত আছে।

যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি নিজ নফসকে তালাক দাও। তবে স্বামীর তা হতে ফিরে যাওয়ার ইখতিয়ার হবে না। আর যদি তাকে বলে যে, তুমি তোমার সতিনকে তালাক দাও। তবে এটা ঐ মজলিস পর্যন্ত সীমিত নয়। কারণ হল, এটা উকীল বানিয়ে দেওয়া। এটা কাফীর মধ্যে আছে। যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি নিজের নফসকে তালাক দাও। আর তিন তালাকের নিয়ত করে, আর স্ত্রী নিজ নফসকে তিন তালাক ভিন্ন ভিন্ ভাবে বা একসাথে দিয়ে দেয় বা বলে, আমি আমার নফসকে তালাক দিলাম, তবে তিন তালাক পড়বে। আর যদি স্ত্রী এক অথবা দুই তালাক দেয়, তবে পড়বে। আর যদি এক তালাক দিয়ে চুপ থাকে, পুনঃ দুই তালাক দেয়, তবে এক তালাকই পড়বে! এটা তামারতাশীর মধ্যে আছে।

যদি স্বামী দুই তালাকের নিয়ত করে, তবে এক তালাক পড়বে; কিন্তু যদি স্ত্রী দাসী হয়, তবে দুই তালাকই পড়বে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। আর যদি স্বামী এক তালাকের নিয়ত করে, তবে স্ত্রীর তিন তালাক বর্তানোর দ্বারা ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট কিছু পড়বে না এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট এক তালাক পড়বে। আর যদি স্ত্রী এক তালাক দেয় এবং স্বামীর কোন সংখ্যার নিয়ত নাই অথবা এক এর নিয়ত আছে, তবে এক তালাক রেজয়ী হবে। আর এভাবে যদি আওরাত এরূপ বলে যে, আমি নিজের নফসকে বায়েন করে দিলাম। অথবা আমি হারাম হয়েছি। অথবা বায়েন হয়েছি, বা বাত্তাহ হয়েছি বা হুররিয়্যাহ হয়েছি, তা হলেও একই রেজয়ী তালাক পড়বে। এটা তামারতাশীর মধ্যে আছে। আর যদি উক্ত সুরতে আওরাত এরূপ বলে যে, আমি আমার নফস ইখতিয়ার করেছি, তবে তালাক পড়বে না। আর যে আমার আওরাতকে সোপর্দ করা হয়েছিল, তা হাত হতে বের হয়ে যাবে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি নিজ নফসকে তিন তালাক দিয়ে দাও। আর সে এক তালাক দেয়, তবে এক তালাকই হবে। আর যদি বলে যে, নিজেকে নিজে এক তালাক দাও। আর সে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ)এর নিকট তালাক পড়বে না। আর সাহেবাইন (রহঃ)এর নিকট তালাক পড়বে। এটা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি নিজ নফসকে এক এক তালাক দাও। আর সে বলে যে, আমি নিজ নফসকে এক এক তালাক দিলাম। তবে এক তালাক হবে। আর বেশি বেহুদা হবে।

আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি নিজ নফসকে রেজয়ী তালাকের দ্বারা তালাক দাও। আর সে বায়েনাহ তালাক দেয়, অথবা বলে যে, বায়েনাহ তালাক দাও, আর সে রেজয়ী তালাক দেয়, তবে সেই তালাকই পড়বে–স্বামী যার

www.nagorikpathagar.org

হুকুম করবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি স্বামী নিজের দুই স্ত্রীকে বলে যে, তোমরা উভয়ে নিজ নিজ নফসকে তিন তালাক দাও। অথচ তারা উভয়ে তার মাদখুলাহ। তারা প্রত্যেকে নিজেকে ও নিজ সতিনীকে আগে পিছে তালাক দিয়ে দিল, তবে উভয়ের প্রত্যেকে প্রথম তালাক দ্বারা মুতাল্লাকাহ হয়ে যাবে। আর এটা হবে না যে, অন্যজনের তাতলীক দ্বারা মুতাল্লাকাহ হল। এজন্য যে, প্রথমজনের তাতলীকের পরে দ্বিতীয়জনের নিজের নিজ নফসকে এবং সতিনীকে তালাক দেওয়া বাতিল। আর যদি প্রথমজন অগ্রে নিজ সতিনীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তারপর নিজ নফসকে তালাক দেয়, তবে তার সতিনই মুতাল্লাকাহ হবে, নিজে হবে না-এই জন্য যে, সে নিজ নফসের ব্যাপারে মালিক। আর মালিক হওয়া মজলিসের উপর সীমিত; সুতরাং যখন সে নিজের সতিনীকে তালাক দিতে শুরু করে, তকন যে ইখতিয়ার তাকে তার নফসের জন্য দেওয়া হয়েছে, তা তার হাত হতে বের হয়ে গেল। আর নিজের নফসকে প্রথম তালাক দেওয়া শুরু করার পর অন্যকে তালাক দিবার ইখতিয়ার তার হাত হতে বের হতে পারে না, কারণ এই যে, সে অন্যের ব্যাপারে উকীল। আর ওকালাত মজলিসের উপর সীমিত হয় না। এটা জহিরিয়ার মধ্যে আছে।

মুন্তাকার মধ্যে ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি নিজ দুই স্ত্রীকে বলল যে, তোমরা উভয়ে নিজ নিজ নফসকে তালাক দাও। তারপর বলল যে, তোমরা নিজ নফসকে তালাক দিও না, তবে তাদের প্রত্যেকের নিজ নফসকে তালাক দিয়ে দেবার ইখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে ঐ মজলিসে ছাবেত থাকে; কিন্তু কারও এই ইখতিয়ার বাকি থাকবে না যে, নিষেধের পরে নিজ সতিনকে তারাক দিবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

যদি নিজ দুই স্ত্রীকে বলে যে, তোমরা উভয়ে নিজ নফসকে তিন তালাক দাও, যদি তোমরা উভয়ে চাও। তখন উভয়ের র মধ্যে শুধু একজনে নিজ নফসকে এবং নিজের সতিনকে ঐ মজলিসেই তিন তালাক দিয়ে দেয়, তবে উভয়ের কেউ মুতাল্লাকাহ হবে না। তারপর যদি ঐ মজলিস হতে দাঁড়াবার আগে দ্বিতীয়জনেও নিজের নফসকে ও নিজের সতিনকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তবে উভয়ে তিন তিন তালাক দ্বারা মুতাল্লাকাহ হয়ে যাবে। আর উভয়ের একজনের তাতলীক দ্বারা তালাক পড়বে না। আর যদি উভয়ে মজলিস হতে উটে দাঁড়ায় তারপর তারা উভয়ে নিজ নফসকে এবং নিজ সতিনকে তিন তালাক দেয়, তবে তাদের কেউ মুতাল্লাকাহ হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, নিজ নফসকে তিন তালাক দাও, যদি তুমি চাও সে নিজ নফসকে এক বা দুই তালাক দেয়, তবে সর্বসম্মত মতে কিছুই পড়বে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি এই মাসয়ালায় আওরাত এরূপ বলে যে, আমি চাইলাম এক এবং এক। তবে যদি সে এক অন্যের সাথে মিলিত, এভাবে বলে তবে তালাক পড়ে যাবে। চাই মাদখুলাহ বা গায়রে মাদখুলাহ হোক। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি আওরাতকে বলে, তুমি নফসকে এক তালাক দাও, যদি তুমি ইচ্ছা কর। সে তিন তালাক দিয়ে দিল। তবে ইমাম আজম (রহঃ)এর নিকট কিছুই পতিত হবে না এবং সাহেবাইন (রহঃ)এর নিকট এক তালাক পড়বে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। আর যদি বলে যে, তুমি নিজ নফসকে তালাক দাও, যখন ইচ্ছা। তবে আওরাতের ইখতিয়ার হবে যে, যখন ইচ্ছা নিজ নফসকে তালাক দেয়, চাই ঐ মজলিসে হোক বা তার পরে; কিন্তু তার মাশিয়াত একবারই হবে। যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি নিজ নফসকে তালাক দাও, যদি তুমি চাও এবং অমুক দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দাও যদি তুমি চাও। সে বলে যে, অমুক তালেকাহ এবং আমি তালেকাহ অথবা বলে যে, আমি তালেকাহ এবং অমুক তালেকাহ। তবে উভয়ের উপর তালাক পড়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি স্ত্রীকে বলে যে, নিজ নফসকে তালাক দিয়ে দাও, তিন তালাক, যদি তুমি চাও। আর স্ত্রী বলে যে, তালেকাহ্। তবে কিছু পড়বে না। তবে যদি এরূপ বলে যে, আমি তিন তালাক দ্বারা তালেকাহ্, তবে তালাক পড়বে। এটা তাতারখানিয়ায় আছে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, নিজ নফসকে তালাক দিয়ে দাও, যদি তুমি চাও। আর সে বলে, যে, আমি অবশ্যই চাই যে, আমার নফসকে তালাক দিয়ে দেই, তবে এটা পরিত্যাজ্য।

মুন্তাকার মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি আওরাতকে বলে যে, নিজ নফসকে এক তালাক বায়েনাহ দিয়ে দাও, যখন ইচ্ছা। তারপর তাকে বলে যে, নিজের নফসকে এমন তালাক দিয়ে দাও যে, আমি রেজায়াত করতে পারি, যখন তোমার ইচ্ছা। আর আওরাত কয়েক দিন পরে বলে যে, আমি তালেকাহ্। তবে এটা এক এমন তালাক হবে, যাতে স্বামী রুজু করতে পারে। আর আওরাতের এই কথা স্বামীর দ্বিতীয় কথার জবাব হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, 'তাল্লেক্বী নাফসাকা আশরান ইন শি'তা' অর্থাৎ তুমি নিজ নফসকে তালাক দাও, যদি তুমি চাও। আর স্ত্রী বলে যে, আমি নিজ নফসকে তিন তালাক দিয়ে দিলাম, তবে কিছুই পড়বে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, নিজ নফসকে তালাক দাও, যদি তুমি চাও। আর স্ত্রী বলে যে, আমি ইচ্ছা করেছি। তবে কিছুই পড়বে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যিয়াদাতের মধ্যে আছে যে, যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যখন কালকের দিন আসবে, তখন নিজ নফসকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দাও। তারপর স্বামী কালকের দিন আসার পূর্বে রুজু করে নিল, তবে রুজু করা কোন কাজে আসবে না। আর যদি আওরাত বলে যে, যখন কালকের দিন আসবে তখন আমাকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দিবে। অতঃপর সে কালকের দিন আসার পূর্বে তাকে রুজু করে নেয়, তবে আওরাতের রুজু করা কাজে আসবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালেকাহ, যদি তুমি চাও। আর সে বলে যে, আমি চেয়েছি। তবে তালাক পড়বে; এবং মাশিয়াত মজলিসের সাথে খাছ হবে। এটা তাহযীবের মধ্যে আছে। আর যদি আওরাত বলে যে, তুমি তালেকাহ যদি তুমি চাও, বা এরাদা কর বা রাজী থাক ইত্যাদি। আর আওরাত ঐ মজলিসেই বলে যে, আমি চাইলাম বা এরাদা করলাম ইত্যাদি, তবে তালাক পড়ে যাবে। এটা হাবীর মধ্যে আছে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালেকাহ যদি তুমি বাল মনে কর। আর স্ত্রী বলে যে, আমি চাইলাম। তবে তালাক পড়বে। এটা তাতারখানিয়ায় আছে।

আর যদি বলে যে, 'আনতে তালেকুন ইন শি'তা।' অর্থাৎ তুমি তালেকাহ যদি চাও। আর আওরাত বলে যে, 'আহবাবতু' অর্থাৎ আমি (তা) ভালবাসি। তবে তালাক পতিত হবে না। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি বলে যে, তুমি নিজের তালাক চাও। তবে বিনা নিয়তে তালাক পড়বে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, যদি তুমি চাও, তবে তালেকাহ। আর আওরাত বলে যে, হা বা আমি কবুল করলাম বা আমি রাজি হলাম। তবে তালাক পড়বে না। আর যদি বলে যে, তুমি তালেকাহ যদি তুমি কবুল কর। আর আওরাত বলে যে, আমি চাইলাম। তবে ফকীহ আবুবকর বলখী ৯রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তালাক পড়বে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালেকাহ্, যদি তুমি চাও। আর আওরাত বলে যে, আমি চাই যদি তুমি চাও। তকন স্বামী বলে যে, আমি চাই। অথচ তার তালাকের নিয়ত ছিল। তবে উল্লিখিত আমরে মাশিয়াত বাতিল হয়ে গেল। এমন কি যদি স্বামী এরূপ বলে যে, আমি তোমার তালাক চাই, তবে নিয়তের শর্তে তালাক পড়বে। এটা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। আর যদি আওরাত বলে যে, তুমি তালেকাহ যদি তুমি চাও। আর সে বলে যে, আমি চাই যদি এরূপ হয়। তবে এটার মধ্যে দুইটি সূরত আছে। হয়ত সে নিজের চাওয়াকে এমন আমলের সাথে যুক্ত করেছে, যা

www.nagorikpathagar.org

বিগত সময় পাওয়া গিয়েছে, অতএব এই ছুরতে তালাক পড়বে। অথবা হয়ত নিজ মাশিয়াতকে এমন আমলের উপর রেখেছে, যা পাওয়া যায়নি। তবে এই ছুরতে তালাক পড়বে না। আর আমলে মাযকুর আওরাতের হাত হতে বের হয়ে যাবে এবং ঐ কারণেই আমরা বলি যে, যদি আওরাত এরূপ বলে যে, আমি চাই যদি আমার পিতা চায়। তবে এটা বাতিল। আর যদি তার পর তার পিতা বলে যে আমি চাই, তবে তালাক পড়বে না। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালেকাহ তিন তালাক দ্বারা যদি তুমি চাও। আর আওরাত বলে যে, আমি তালেকাহ। তবে এটা বাতিল। আর যদি বলে যে, আমি তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা, তবে তিন তালাক পতিত হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালেকাহ এক তালাক দ্বারা যদি তুমি চাও। আর আওরাত বলে যে, আমি তিন তালাক চাই। তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ)এর নিকট পড়বে না আর ছাহেবাইন (রহঃ)এর নিকট এক তালাক পড়বে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি বলে যে, তুমি তালেকাহ তিন তালাক দ্বারা যদি তুমি চাও। আর আওরাত এক তালাক চায়, তবে পড়বে না। আর যদি আওরাত এব এবং এক এবং এক চায তবে তিন তালাক পড়ে যাবে। চাই মাদখুলাহ বা গায়রে মাদখুলাহ হোক। আর যদি আওরাত বলে যে, আমি চাই এক তারপর চুপ থাকে, তবে অনীহা প্রমাণ হয়ে গেল। এমনকি যদি তার পর আরও চায়, তবে পড়বে না। এটা তামারতাশীর মধ্যে আছে। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে, তুমি তালেকাহ যদি তুমি চাও এবং তুমি চাও এবং তুমি চাও। আর আওরাত বলে যে, আমি চাই। তবে পড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনবার বলে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। আর যদি বলে, তুমি তালেকাহ এক যদি তুমি চাও। আর আওরাত বলে, আমি একের অর্দ্ধেক চাই। তবে মুতাল্লাকাহ হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

দাউদ ইবনে রশীদ (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি এক তালাক, যদি তুমি চাও। তুমি তালেকাহ দুই তালাক দ্বারা যদি তুমি চাও। আর আওরাত বলে যে, হাঁ নিশ্চয়ই আমি এক চাই; হাঁ নিশ্চয়ই আমি দুই চাই। তবে উক্ত আওরাত যদি দুই বাক্য মিলিয়ে বলে, তবে তিন তালাক পতিত হবে। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালেকাহ, যদি চাও এক এবং যদি চাও দুই। আর আওরাত বলে যে, আমি চাই। তবে তিন তালাক দ্বারা মুতাল্লাকাহ হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি অমুককে বিয়ে করি, তবে সে তালেকাহ, যদি সে চায়। তারপর তাকে বিবাহ করল, তবে যে মজলিসে আওরাত এটা জানতে পারল, সে মজলিস পর্যন্ত তার নিজের মাশিয়াত অর্থাৎ চাওয়ার ইখতিয়ার থাকে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

যদি কেউ বলে যে, তুমি তালেকাহ এবং তালেকাহ যদি যায়েদ চায়। আর যায়েদ বলে যে, আমি তাতলীকে ওয়াহেদাহ অর্থাৎ এক তালাক দ্বারা হওয়া তালাক চাই। তবে কিছুই পড়বে না। আর এভাবে যদি বলে যে, আমি চার তালাক চাই। তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যদি তুমি চাও আর যদি তুমি না চাও তুমি তালেকাহ। তবে এই মাসয়ালার মধ্যে কয়েকটি ছুরত আছে। একটি এই যে, চাওয়াকে প্রথম বলল এবং তা এভাবে যে, যদি তুমি চাও আর যদি তুমি না চাও, তুমি তালেকাহ। দ্বিতীয়টি এই যে, তালাকের কথাটি প্রথম বলল যেমন, তুমি তালেকাহ যদি তুমি চাও আর যদি তুমি না চাও। তৃতীয়টি এই যে, তালাকের কথাটি প্রথম বলল যেমন, তুমি তালেকাহ যদি তুমি চাও আর যদি তুমি না চাও। তৃতীয়টি এই যে, তালাকের কথা মাঝখানে বলল যেমন, যদি তুমি চাও, তুমি তালেকাহ আর যদি তুমি না চাও। সব কথাগুলির আবার দুইটি সূরত আছে। প্রথম এই যে, শর্তের শব্দ দ্বিতীয়বার বলা, এভাবে যে, যদি তুমি চাও আর যদি তুমি না চাও, তুমি তালেকাহ। এখানে শর্তের শব্দ "যদি" দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় এই যে

শর্তের শব্দ দ্বিতীয়বার না বলা বরং আতফের (সংযুক্তির) অক্ষর দ্বারা উল্লেখ করা যেমন যদি তুমি চাও আর তুমি না চাও, তুমি তালেকাহ। এখানে কথা তিনটি (১ম) চাওয়া (২য়) এনকার করা (৩য়) মাকরূহ জানা বা খারাপ মনে করা। তবে যদি স্বামী শর্তের শব্দের পুনরুক্তি না করে এবং আতফের হরফ দ্বারা বলে, তবে তিন ছুরতেই তালাক পড়বে না- চাই সে তালাককে মাশিয়াত অর্থাৎ চাওয়া না চাওয়ার আগে বলুক বা পরে বলুক বা মাঝখানে বলুক।

আর যদি শর্তের শব্দের পুনরুক্তি করে এবং যদি মাশিয়াতকে আগে বলে যেমন যদি তুমি চাহ আর যদি তুমি না চাও, তুমি তালাক, তবে কখনও তালাক পড়বে না। এভাবে যদি বলে যে, যদি তুমি চাও আর যদি তুমি এনকার কর, তুমি তালাক। অথবা বলে যদি তুমি চাও, আর যদি তুমি না পছন্দ কর (মাকরূহ জান), তুমি তালাক সব ছুরতেই উক্ত হুকুম হবে।

আর যদি তালাককে মাশিয়াতের আগে আনে, যেমন তুমি তালেকাহ যদি তুমি চাও, আর যদি তুমি না চাও। তারপর আওরাত ঐ মজলিসেই বলে যে, আমি চাও। তবে তালাক পড়বে। আর এভাবে যদি কিছু বলার পূর্বে মজলিস হতে উঠে দাঁড়ায় তাতেও না চাওয়া পাওয়া যাওয়ার কারণে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী তালাকের কথা মধ্যখানে বলে যেমন, যদি তুমি চাও, তবে তুমি তালাক আর যদি তুমি না চাও, তবে ভাষার প্রচলন অনুযায়ী তাকদীমে এছবাতে মাশিয়াত অর্থাৎ ইতিসূচক মাশিয়াত অগ্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তালাক পড়বে এবং তার বিপরীত হলে সে ক্ষেত্রে তালাক পড়িবে না।

যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালেকাহ, যদি তুমি চাও বা না চাও। আর আওরাত ঐ মজলিসে তালাক চাইল। তবে চাওয়ার কারণে মুতাল্লাকাহ হবে। আর যদি মজলিস হতে উঠে যায়, তবুও তালাক হবে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালেকাহ যদি তুমি চাও বা এনকার কর। তবে এখানে এক কথার উপরে হবে যে, আওরাত নিজ মজলিসে দুই কথার কোন একটা করবে। যদি আওরাত মজলিসে তালাক চায় তবে মুতাল্লাকাহ হবে। আর যদি মজলিসে বলে যে, আমি এনকার করলাম, তবুও মুতাল্লাকাহ হবে। আর যদি চাওয়া এবং এনকার করা দুটারই পূর্বে উঠে দাঁড়িয়ে যায়, তবে মুতাল্লাকাহ হবে না। উল্লেখ্য যে, এনকার করা তার মুখের কথা ছাড়া অন্য কোন ছুরত দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। এই সমস্ত তখন, যখন স্বামীর নিয়ত না থাকে। আর যদি সে এই নিয়ত করে যে, যে কোন অবস্থায় আওরাতের উপর তালাক পড়বে। তবে তার নিয়ত অনুযায়ী হবে। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে।

আর যদি এরূপ বলে যে, যদি তুমি চাহ তবে তালেকাহ আর যদি তুমি না চাও, তবে তুমি তালেকাহ। তবে তখন তখন তার উপর তালাক পড়বে। আর যদি বলে যে, যদি তুমি তালাক পছন্দ কর তবে তুমি তালাক। আর যদি তুমি তালাককে খারাপ মনে কর, তবে তুমি তালাক। তবে মুতাল্লাকাহ হবে না। আর যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালাক, যদি তুমি নিজের তালাককে এনকার কর বা অপছন্দ কর। আর আওরাত বলে যে, আমি এনকার করি, তবে মুতাল্লাকাহ হবে। আর যদি আওরাতকে বলে যে, যদি তুমি নিজের তালাক না চাও তবে তুমি তালাক, আর আওরাত বলে যে, আমি চাই না। তবে মুতাল্লাকাহ হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, যদি তুমি আমাকে ভাল জান অথবা খারাপ জান, তুমি তালাক। আর স্ত্রী বলে যে আমি তোমাকে ভাল জানি বা খারাপ জানি, তবে তালাক পড়বে, যদিও তার মনে প্রকাশ্য কথার বিপরীত থাকে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, যদি তুমি আমাকে নিজের মন হতে ভাল জান, তবে তুমি তালাক। আর স্ত্রী বলে যে, আমি তোমাকে ভাল জানি, অথচ সে মিথ্যা বলে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট মুতাল্লাকাহ হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ নিজ দুই স্ত্রীকে বলে যে, যদি তোমরা উভয়ে চাও তবে তোমরা উভয়ে তালাক। তখন উভয়ের মধ্যে একজনে চাইল। তবে তালাক পড়বে না। আর যদি দুই পুরুষকে বলে যে, যদি তোমরা উভয়ে চাও, তবে এই স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা। তখন একজনে এক তালাক এবং অন্য জনে দুই তালাক চাইল, তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যদি তুমি চাও, তবে তুমি তালাক। তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে যে, তোমার তালাক উহার তালাকের সঙ্গে। তবে প্রথম স্ত্রী চাইলেই উভয় স্ত্রীর উপরে তালাক পড়বে। তবে শর্ত হল, যদি স্বামী তালাকের নিয়ত করে। আর যদি নিয়ত না করে, তবে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। এটা মুহীতে সুরখসীতে বর্ণিত আছে।

যদি বলে যে, যদি তুমি চাও এবং অমুক ব্যক্তি চায়, তবে উভয়ের চাওয়ার উপরে তালাক ঝুলন্ত থাকবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালাক যখন তুমি চাবে এবং অমুক ব্যক্তি চাবে আর স্ত্রী বলে যে, আমি চাই এই শর্তে যে, যদি অমুক ব্যক্তি চায়। আর অমুক ব্যক্তি বলে যে, আমি চাই তবে তালাক পড়বে আর যদি বলে যে, চাই না, তবে তালাক পড়বে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি আওরাতকে বলে যে, তুমি তালাক কালকের দিন, যদি তুমি চাও। তবে স্ত্রীর কালকের দিন চাইবার ইখতিয়ার হাছিল হবে। যদি বলে যে, যদি তুমি চাও, তবে কালকের দিন তালাক, তবে স্ত্রীর তখন চাইবার ইখতিয়ার হবে। এ মাসয়ালায় কোন মতভেদের কথা বলা হয়নি। মাশায়েখগণ বলেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, আওরাতের উভয় মাসয়ালার কালকের দিন চাইবার ইখতিয়ার হাছিল হবে।

যদি বলে যে, তুমি তালাক কালকার দিন, যদি তুমি চাও। আর আওরাত বলে যে, আমি এখনই চাই। তবে তালাক পড়বে না। তারপর যদি আবার উহার পর সে কালকার দিন চায়, তবে তালাক পড়বে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি তুমি এখন চাও, তবে কালকের দিন তালাক। অথবা স্বামী ঐ সময়ের কথা মুখে উচ্চারণ না করে; কিন্তু নিয়ত করে, আর স্ত্রী বলে যে, আমি এটা চাই যে, আমি কাল তালাক হয়ে যাই, তবে কালকের দিন তার উপর তালাক পড়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী বলে যে, আমি চাই যে, আমি আজ তালাক হয়ে যাই, তবে তালাক হবে না। আর তার উপর সোপর্দকৃত তালাকের আমর তার হাত হতে বাহির হয়ে যাবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি গতকাল তালাক, যদি তুমি চাও। তবে স্ত্রীর তখন তখন ইখতিয়ারে মাশিয়াত হাছিল হবে। এটা মুহীতে সুরখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি মাসের শুরুতে তালাক, যদি তুমি চাও। তবে স্ত্রীর মাসের শুরুতে ইখতিয়ারে মাশিয়াত হাছিল হবে। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, তুমি তালাক যদি অমুক ব্যক্তি আজকার দিন তোমার তালাক না চায়। অমুক ব্যক্তি বলল যে, আমি চাই না। তবে তালাক পড়বে না। কারণ এই যে, অমুক ব্যক্তির ঐ সমস্ত দিন পর্যন্ত চাইবার ইখতিয়ার আছে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রীকে বলে যে, যখন কালকের দিন আসবে, তবে তুমি তালাক, যদি তুমি চাও। তবে স্ত্রীর কালকের দিন ইখতিয়ারে মাশিয়াত হাছিল হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীকে বলে তুমি তালাক, যখন তুমি চাও, অথবা তুমি তালাক যদি তুমি চাও। এ উভয় বাক্য একই রকম, যখন স্ত্রী চায় নিজের নফসকে তালাক দিয়ে দিতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট যদি সে নিজের কথা (যদি তুমি চাও) শেষে উল্লেখ করে, তবে এই হুকুম হবে। আর যদি প্রথম উল্লেখ করে, তবে তখন তখন ইখতিয়ারে মাশিয়াত হাছিল হবে। অতএব স্ত্রী যদি তখন তখন ঐ মজলিসে চায়, তবে আবার যখন চাইবে নিজ নফসকে তালাক দিতে পারবে। আর যদি কিছু বলবার আগে মজলিস হতে উঠে দাঁড়ায়, তবে আমরে তাফবীজ বাতিল হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালাক প্রত্যেকবার,

www.nagorikpathagar.org

যখন তুমি চাও। আর আওরাত এক এক করে নিজেকে নিজে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তারপর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়। তারপর প্রথম স্বামীর বিবাহে আসে এবং পুনঃ নিজের নফসকে তালাক দেয়, তবে উক্ত তাফবীজের হুকুম দ্বারা তালাক পড়বে না। যদি সে নিজের নফসকে এক অথবা দুই তালাক দেয় তারপর ইদ্দতের পরে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়, তারপর তার তালাকের পরে প্রথম স্বামীর বিবাহে আসে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট নূতনভাবে তিন তালাকের মালিক হবে এবং স্ত্রীর ইখতিয়ার হবে যে, দ্বিতীয়ের পর তিন তালাক পর্যন্ত নিজ নফসকে দিয়ে দেয় এবং তাতে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) মতভেদ করেছেন। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

যদি বলে যে, প্রত্যেকবার যখন তুমি চাও, তুমি তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত, তখন যদি স্ত্রী এক তালাক চায়, তবে এটা বাতিল হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি আওরাতকে বলে যে, 'আনতে তালেকুন কাইফা শি'তা' তবে স্ত্রী নিজের চাওয়ার পূর্বে এক রেজয়ী তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। তারপর যদি সে বলে যে, আমি এক বায়েনাহ তালাক অথবা তিন তালাক চেয়েছি এবং স্বামী বলে যে, আমি এর নিয়ত করেছি। তবে এটা স্বামীর কথার অনুরূপ হবে। যদি আওরাত তিন তালাক চায় এবং স্বামী এক বায়েনাহর নিয়ত করে, অথবা উহার বিপরীত করে, তবে এক জেয়ী তালাক পড়বে। আর যদি স্বামীর ঐ কথার সময়ে কোন নিয়ত না থাকে, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, তাখয়ীর ওয়াজিব হওয়ার কারণে আওরাতের মাশিয়াত মো'তাবার হবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট; এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত না চাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই পতিত হবে না। যদি চায়, তবে এক রেজয়ী বা বায়েনাহ বা তিন তালাক নিজের উপর পড়তে পারে। তবে শর্ত এই যে, যদি ইচ্ছা স্বামীর ইচ্ছার অনুরূপ হয়। এটা ইমাম আজম (রহঃ) বলেছেন।

যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, আনতে তালেকুন কাম শি'তা ওয়া মা শি'তা অর্থাৎ তুমি তালাক যত চাও, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী কোন অন্য কাজ শুরু না করে অথবা মজলিস হতে উঠে না দাঁড়ায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ মজলিসে তার ইখতিয়ার হবে যে, যতটি চাবে এক বা দুই বা তিন তালাক দিয়ে দিবে; কিন্তু আসল তালাক স্ত্রীর ইচ্ছার উপর মৌকুফ থাকবে। অর্থাৎ যদি চায় তবে দিবে। যদি স্ত্রী ঐ তাফবীজ প্রত্যাহার করে, তবে প্রত্যাহৃত হয়ে যাবে। যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি নিজের নফসকে তিন হতে যতটি চাও তালাক দও। অথবা তিন হতে যতটা চাও ইখতিয়ার কর। তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার হবে যে, নিজের নফসকে এক অথবা দুই তালাক দিয়ে দিবে; কিন্তু পুরা তিন তালাক দিতে পারবে না; এবং এটা ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট; এবং ছাহেবাইন (রহঃ) বলেছেন যে, তিন তালাক পর্যন্তও দিতে পারবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। এই মতভেদের ভিত্তিতে যদি কোন ব্যক্তি কাকেও বলে যে, আমার আওরাতগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তালাক দিয়ে দাও, তবে তার ইখতিয়ার নেই যে, সব আওরাতকে তালাক দিয়ে দেয় এবং ছাহেবাইন (রহঃ)-এর নিকট তার এই ইখতিয়ার আছে। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে আছে।

যদি স্বামী কাকেও বলে যে, আমার স্ত্রীদের মধ্যে যে তালাক চায়, তাকে তালাক দিয়ে দাও। তারপর সকল স্ত্রী তালাক চাইলে উকীলের ইখতিয়ার থাকবে যে, সকলকে তালাক দিয়ে দেয়। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীর অলী স্ত্রীর স্বামীর নিকট তালাকের দাবী করে, আর স্বামী স্ত্রীর পিতাকে বলে, তুমি আমার নিকট কি চাও? 'তুমি যা চাও' এই পর্যন্ত বলে বাইরে চলে যায় এবং স্ত্রীর পিতা তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্বামী নিজের শ্বশুরকে তালাক সোপর্দ করার নিয়ত না করলে স্ত্রী তালেকাহ হবে না। যদি স্বামী বলে যে, আমি তাফ্‌বীজের নিয়ত করিনি, তবে তার কথা কবুল হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে ঐ মজলিসে তালাক দিতে পারে, ইচ্ছা করলে তার পরেও দিতে পারে এবং স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তার নিকট হতে রুজুও করতে পারে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি নিজেকে নিজে তালাক দিয়ে দাও। তবে স্ত্রীর নিজেকে নিজে তালাক দিবার ইখতিয়ার ঐ মজলিস পর্যন্ত থাকবে। এজন্য যে, তার ব্যাপারেই এ তাফবীজ। আর স্ত্রীর নিজের সতিনকে তালাক দিবার ইখতিয়ার ঐ মজলিসে এবং এর পরেও থাকবে। কেননা সতিনের তালাকের ব্যাপারে সে উকীল স্বরূপ।

যদি দুই ব্যক্তিকে বলে যে, তোমরা উভয়ে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। যদি তোমরা উভয়ে চাও। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে একমত না হতে পারে, একাকী কারও পক্ষে তালাক দিবার ইখতিয়ার হবে না। যদি দুই ব্যক্তিকে বলে যে, তোমরা উভয়ে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও "এবং যদি তোমরা উভয়ে চাও" এ কথা না বলে, তবে উভয়ের মধ্যে একজনেরও তালাক দিবার ইখতিয়ার হবে। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে আছে। যদি দুই ব্যক্তিকে নিজের স্ত্রী তালাকের জন্য উকীল বানায়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকের তালাক দিবার ইখতিয়ার হবে। তবে শর্ত এই যে, তালাক মালের বিনিময়ে না হওয়া চাই। আর যদি দুজনকে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য উকিল বানায় এবং বলে দেয় যে, তোমাদের উভয়ের একে অপরকে ছাড়া তালাক দিবে না। তারপর যদি একজনে উহাকে তালাক দেয়, তারপর দ্বিতীয়জনে দেয়, অথবা একজনে তালাক দেয় এবং দ্বিতীয়জনে তালাক দিবার অনুমতি দেয়, তবে তালাক পড়বে না। আর যদি দুই ব্যক্তিকে বলে যে, তেমরা উভয়ই তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও। আর এন এক তালাক দেয় এবং অন্যজনে দুই তালাক দেয়, তবে কিছুই পড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয়ে একত্র হয়ে উহাকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। এটা ফতোয়ায় কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি দুই ব্যক্তিকে বলে যে, তোমরা আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দাও। তবে প্রত্যেকের একাকী তালাক দিবার ইখতিয়ার হবে। আর এভাবে একজনের এক তালাক এবং অন্যজনের দুই তালাক দিবারও ইখতিয়ার হবে। এটা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি কাকেও বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য উকীল-যদি তুমি চাহ। আর ঐ ব্যক্তি ঐ মজলিসেই চাহে, তবে এটা জায়েয হবে। আর যদি চাইবার পূর্বে মজলিস হতে উঠে দাঁড়ায়, তবে উকীল করা বাতিল হয়ে যায়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে।

যদি কাউকেও বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দাও, যদি স্ত্রী চায়, তবে এই ব্যক্তি উকীল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্ত্রী চাবে। আর উক্ত স্ত্রীর ঐ মজলিস পর্যন্ত চাইবার ইখতিয়ার হবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি মজলিস হতে উঠে দাঁড়ায় তবে তার ওকালত বাতিল হয়ে যাবে। আর উহার তালাক উহার পরে পড়বে না। যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীর তালাকের উকীল এই শর্তের উপরে যে, আমার ইখতিয়ার থাকবে অথবা এই শর্তের উপরে যে, উক্ত আওরাতের খিয়ার থাকবে অথবা এই শর্তের উপরে যে, অমুক ব্যক্তির খিয়ার থাকবে, তবে ওকালাত জায়েয হবে; কিন্তু এই খিয়ারের শর্ত বাতিল হবে। যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে একজনকে তালাক দিয়ে দাও। আর সে কোন এক নির্দিষ্ট আওরাতকে তালাক দিয়ে দেয়। তবে তা শুদ্ধ হবে। আর স্বামীর জন্য এই ইখতিয়ার হবে না যে, ঐ আওরাত ব্যতীত অন্য কোন আওরাতের দিকে তালাক ফিরিয়ে দিবে। আর যদি সে কোন অনির্দিষ্ট আওরাতকে তালাক দেয়, তবে তাহাও শুদ্ধ হবে; কিন্তু ঐ আওরাতদের মধ্যে মুতাল্লাকাহ নির্দিষ্ট করা এবং বয়ান করা স্বামীর ইখতিয়ারে হবে। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে।

এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে নিজের সকল কাজের উকীল করলাম। তারপর উকীল তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল। তবে মাশায়েখ (রহঃ) ইহাতে মতভেদ করেছেন। আর শুদ্ধ এই যে, তালাক পতিত হবে

www.nagorikpathagar.org

না। আর যদি বলে যে, আমি তোমাকে নিজের সকল কাজ-যার জন্য উকীল করা জায়েয আছে, উকীল করে দিলাম। তবে সে সাধারণ উকীলে গণ্য হবে। ক্রয়, বিক্রয়, বিবাহ সকল কিছুতেই শামিল হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল করে যে, আমার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দাও। উকীল তাকে দুই তালাক দিয়ে দিল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তা জায়েয হবে না এবং ছাহেবাইন (রহঃ)-এর নিকট এক তালাক পড়বে। এটা ফতোয়ায়ে ছোগরায় বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি কাউকেও তালাকের জন্য উকীল বানাল। উকীল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল এবং তিন তালাক দিল। আর যদি স্বামী উকীল করতে তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তালাক পড়বে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত না করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট কিছু পড়বে না। একব্যক্তি কাউকেও উকীল করল যে, তার স্ত্রীকে এক তালাক রেজয়ী দিয়ে দেয়, আর উকীল এর স্ত্রীকে এক তালাক বায়েন দিয়ে দেয়, অর্থাৎ বলে যে, আমি তোমাকে এক তালাক বায়েন দিলাম। তবে এক তালাক রেজয়ী পড়বে। আর যদি উকীল আওরাতকে বলে যে, আমি তোমাকে বায়েন করে দিয়েছি। তবে কিছুই পড়বে না। আর যদি উকীলকে বলে যে, আওরাতকে তালাকে বায়েন দিয়ে দাও। আর উকীল আওরাতকে বলে যে, তুমি তালাক তাতলীকায় রেজয়িয়া দ্বারা। তবে এক তালাক বায়েনাহ পতিত হবে। একব্যক্তি কাউকেও বলল, আমার স্ত্রীকে আমার ভ্রাতার সামনে তালাক দিয়ে দাও। উকীল এর ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে এর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল। তবে তালাক পড়বে। যেমন যদি বলে যে, আওরাতকে সাক্ষীদের সামনে তালাক দিয়ে দাও এবং উকীল সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে একে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তালাক পড়বে।

একব্যক্তি কাউকেও বলিল যে, আমি তোমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে মানা করতেছি না। তবে এটা উকীল বানানো নয়। যেমন নাকি যদি কাউকেও দেখে যে, তার স্ত্রীকে তালাক দিতেছে এবং তাকে মানা না করে, তবে তালাক দাতা এর পক্ষ হতে উকীল হয়ে যাবে না এবং তালাক পড়বে না, এখানেও তদ্রূপ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি যায়েদকে বলল যে, আমার স্ত্রীকে সুন্নত তালাক বায়েন দিয়ে দাও এবং আমরকে বলিল যে, আমার স্ত্রীকে সুন্নত তালাকে রেজয়ী দিয়ে দাও। অতঃপর উভয় ব্যক্তি একই তোহরে তালাক দিল। তবে ঐ স্ত্রীর উপর এক তালাক পড়বে; কিন্তু ঐ তালাকের ব্যাপারে স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে, চাই তালাক বায়েনাহ ধার্য করবে বা রেজয়ী ধার্য করবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যদি কোন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেবার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং উকীল নিজের ওকালাতের বিষয় মালুম হওয়ার আগে উক্ত আওরাতকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে সে তালাক বাতিল হবে। এই জন্য যে, চাওয়ার পূর্বে তালাকের ওকালাত ছাবেত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি অমুকের নিকট যাও, যেন সে তোমাকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর আওরাত তার নিকট যায় এবং সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে শুদ্ধ হবে এবং ঐ ব্যক্তি তালাকের উকীল হয়ে যাবে। যদিও তার নিজের উকীল হওয়ার বিষয় জানা হল না। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই মাসয়ালায় দুই রেওয়ায়েত আছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিজে উকীল হওয়ার বিষয় জানার পূর্বে উকীল হবে না এবং অন্য রেওয়ায়েতে অনুযায়ী উকীল সাব্যস্ত হবে। যদি স্বামী আওরাতকে অমুক ব্যক্তির নিকট যাতে মানা করে, তবে অমুক ব্যক্তি ওকালাত হতে বরখাস্ত হবে না।

একব্যক্তি কাউকেও নিজ স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য উকীল বানাল এবং উকীল তাকে নিজের নেশার অবস্থায় তালাক দিয়ে দিল। তবে এটাতে মতভেদ রয়েছে। শুদ্ধমত এই যে, তালাক পড়বে। একব্যক্তি কাউকেও নিজ স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর মুয়াক্কিল স্ত্রীকে বায়েন অথবা রেজয়ী তালাক দিয়ে দিল। তারপর উকীল তাকে তালাক দিল। তবে যখন পর্যন্ত উক্ত আওরাত ইদ্দতের মধ্যে, উকীলের তালাক তার উপর পড়বে। আর

www.nagorikpathagar.org

মুয়াক্কিলের বায়েন করে দেওয়ায় উকীল বরখাস্ত হবে না এবং শর্ত হল যে, উকীলের তালাক মালের বিনিময়ে না হয়। আর যদি উকীল তালাক না দেয়, এমন কি ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে মুয়াক্কিল উক্ত আওরাতকে বিয়ে করে নেয়, তারপর উকীল তাকে তালাক দেয়, তবে উকীলের তালাক তার উপর পড়বে। আর যদি মুয়াক্কিল তাকে ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে বিয়ে করে, তারপর উকীল তাকে তালাক দেয়, তবে উকীলের তালাক তার উপর পড়বে না।

এভাবে যদি স্বামী বা স্ত্রী মোরতাদ হয়ে যায়, (নাউযুবিল্লাহি) তারপর উকীল তাকে তালাক দেয়, তবে যখন পর্যন্ত উক্ত আওরাত ইদ্দতের মধ্যে তাকে তখন পর্যন্ত উকীলের তালাক পড়বে। আর যদি মুয়াক্কিল মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে যায় এবং কাজী তাকে যাবার হুকুম দেয়, তবে ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে। এমনকি যদি মুয়াক্কিল মোরতাদ মুসলমান হয়ে ফিরে আসে এবং ঐ আওরাতকে বিবাহ করে, তারপর উকীল তাকে তালাক দেয়, তবে উকীলের তালাক তার উপর পড়বে না। আর যদি উক্ত উকীল (নাউযুবিল্লাহ) মোরতাদ হয়ে যায়, তবে সে নিজের ওকালাতের উপর থাকবে। যদি সে দারুল হরবে যায়; কিন্তু যখন কাজী তাকে যাবার হুকুম দেয়, তখন সে বরখাস্ত হবে। এটা ফতায়ায়ে কাজীকানে আছে। আর যে ব্যক্তি তালাকের উকীল হয়, তার জন্য এই ইখতিয়ার নাই যে, সে অন্য কাকেও উকীল বানায়।

যদি বুদ্ধিমান বালক অথবা গোলামকে উকীল নিয়োগ করে যে, তালাক দিয়ে দাও, তবে শুদ্ধ হবে। এটা সিরাজিয়াহর মধ্যে আছে। যদি কাউকেও উকীল করে; কিন্তু সে ওকালাত কবুল না করে প্রত্যাখ্যান করে, তারপর সে তালাক দেয়, তবে তালাক পড়বে না। আর যদি সে কবুল না করে চুপ করে থাকে, তারপর সে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তালাক পড়বে। আর যদি উকীলকে বলে যে, তুমি কালকের দিন আওরাতকে তালাক দিয়ে দাও, উকীল আওরাতকে বলে যে, তুমি কালকের দিন তালাক, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর। তারপর আওরাত ঘরে প্রবেশ করলে তালাক পড়বে না। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দাও। উকীল পুরা এক তালাক দিয়ে দিল, তবে কিছু পড়বে না। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি ফিল-হাল কোন শর্ত ব্যতিরেকে তালাক দিবার জন্য উকীল হয় এবং এই প্রকার উকীল যদি কোন শর্তের সাথে তালাক দেয়, তবে শুদ্ধ হবে না। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি সফরের এরাদাহ করল। তারপর এক ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য উকীল করল। তারপর স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ঐ উকীলকে বরখাস্ত করে দেয়, তবে যদি আওরাতের দাবীতে এই ওকালাত না হয়, তবে বরখাস্ত করা শুদ্ধ হবে। আর যদি আওরাতের দাবীতে হয়, তবে আওরাতের অনুপস্থিতিতে উকীলের বরখাস্ত করা শুদ্ধ হবে না। শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বলেন, শুদ্ধ এই যে, তালাকের উকীলকে বরখাস্ত করা স্বামীর ইখতিয়ারে, যদিও উক্ত উকীল আওরাতের দরখাস্তে হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তিকে তালাকের জন্য উকীল করে এবং বলে যে, প্রত্যেকবার যখন আমি তোমাকে বরখাস্ত করব, তবে তুমি আমার উকীল হবে। তবে কেউ কেউ বলছেন যে, এরূপ উকীল করা শুদ্ধ নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা শুদ্ধ এবং তাকে বরখাস্ত করতে পারে না। শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বলেন, শুদ্ধ এই যে, মুয়াক্কিল তাকে বরখাস্ত করতে পারে, তবে বরখাস্ত করার রীতিতে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন। শায়েখ ইমাম (রহঃ) বলেছেন যে, যদি উক্ত উকীলকে এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে সমস্ত ওকালাত হতে বরখাস্ত করে দিয়েছি। তবে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে; এরূপ বলবে যে, আমি তোমাকে বরখাস্ত করেছি অর্থাৎ যেভাবে আমি তোমাকে উকীল করেছি, সেভাবেই আমি তোমাকে বরখাস্ত করেছি। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, এরূপ বলবে যে, আমি তোমাকে ওকালাতে মুআল্লাকাহ হতে রুজু করলাম; এবং তোমাকে ওকালাতে মুতাল্লাকাহ হতে বরখাস্ত করলাম। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কাউকেও বলে যে, আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। অতএব তাকে বায়েন করে দাও। অথবা বলে যে, তাকে বায়েন করে দাও। তাকে তালাক দাও, তবে এটা এমন উকীল করা যে, মজলিস পর্যন্তই সীমিত নয়। আর স্বামীর তা হতে রুজু করার ইখতিয়ার হবে। আর যখন উকীল তাকে তালাক দিবে, তবে এক তালাক বায়েন পড়বে। আর ঐ উকীলের এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, একের বেশি তালাক দিবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

যদি উকীলকে বলে যে, আমার স্ত্রীকে তালাক দাও এই শর্তের উপরে যে, স্ত্রী ঘর হতে কোন বস্তু বাইর করে না নেয়। অথবা বের করে নেয়। উকীল তাকে বলে যে, আমি তোমাকে তালাক দিলাম এই শর্তের উপরে যে, তুমি ঘর হতে কোন বস্তু বের করে নিবে অথবা নিবে না। আর আওরাত তা কবুল করে, তবে মুতাল্লাকাহ হয়ে যাবে। চাই কোন বস্তু বের করে নেক বা না নেক। আর যদি আওরাতকে বলে, আমি এই শর্তের উপরে তোমাকে তালাক দিলাম যে, তুমি ঘর হতে কোন জিনিস বের করে নিবে না। তাপর যদি আওরাত কিছু বের করে, তবে মুলতাল্লাকাহ হবে না। আর যদি উভয় তাতে এখতেলাফ করে, তবে স্বামীর কথা কবুল হবে। কেননা সে এনকারকারী। তা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও এবং উকীল ওকালাত কবুল করে, তারপর মুয়াক্কিল গায়েব হয়ে যায়, তবে উক্ত উকীলকে তালাক দিবার জন্য মজবুর করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, যখন আমার স্ত্রী হায়েজা হতে পাক হয়, তখন তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তারপর উকীল ঐ আওরাতকে বলে যে, যখন তুমি হায়েজা হতে পাক হবে, তখন তুমি তালাক। তবে এটা বাতিল হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার সাথে অমুকের বিবাহ করে দাও এবং তাকে তিন তালাক দিয়ে দাও। তারপর মালুম হল যে, ঐ উকীল ওকালাতের পূর্বে বা পরে ঐ আওরাতের সাথে নিজের বিবাহ করে নিয়েছে। তবে ঐ উকীল মুয়াক্কিলের তরফ হতে তালাকের উকীল বাকি থাকবে। এটা কানিয়ার মধ্যে আছে তালাকের উকীল এবং দূত উভয় বরাবর। এটা তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে। দূত প্রেরণের ছুরত এই যে, স্বামী নিজের স্ত্রীর নিকট তার তালাক কারও মারফত পাঠিয়ে দেয়, আর দূত তার বাসস্থানে গিয়ে তার নিকট পৌঁছে দৌত্যকর্ম যথাযথভাবে পালন করে। তবে আওরাতের উপর তালাক পড়ে যায়। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

ফাওয়ায়েদে নিজামউদ্দীনে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি নিজের স্ত্রীর আমল তার হাতে দিল যে, যদি আমি অমুক কাজ করি, তবে তুমি যখন ইচ্ছা নিজের পা এই বন্দীত্ব হতে মুক্ত করে নেয়। তারপর স্বামী সেই কাজ করে। আওরাত ঐ কাজের কারণে তালাক দিবার পূর্বে স্বামীর নিকট হতে খোলা করে। তারপর নিজের পা ঐ বন্দীত্ব হতে ছাড়িয়ে নিতে পারে, কি পারে না? শায়েখ (রহঃ) জবাবে বললেন যে, হাঁ নিজেকে নিজে তালাক দিতে পারে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি ইদ্দত অতীত হয়ে যায়, তারপর বিবাহ করে, তবে আওরাত নিজেকে নিজে তালাক দিতে পারে, কি পারে না? জবাবে বলা হল, না।

যিয়াদাতের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, যদি কাউকেও উকীল করা হয় যে, তার স্ত্রীকে হাজার দিরহামের বদলে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর ঐ আওরাতকে (স্বামী) নিজেই বায়েন করে দেয়, তবে পুনঃ উকীলের এই ইখতিয়ার হবে না যে, উক্ত আওরাতকে তালাক দেয়। এভাবে যদি তাজদীদে বিয়ে করে নেয়, তা হলেও এই হুকুম হবে। আর যদি নিজ স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়ে দেয়, তারপ কাউকেও উকীল করে যে, আমার স্ত্রীকে কিছু পরিমাণ মালের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দাও। তারপর উকীল তাকে মালের বিনিময়ে তালাক দিয়ে দিল এবং আওরাত কবুল করল। তবে তালাক পড়বে এবং মাল ওয়াজিব হবে না। আর যদি স্বামী ইদ্দতের মধ্যে তার সাথে নূতন বিবাহ করে নেয়, তারপর উকীল মালের উপরে তালাক দেয় এবং আওরাত কবুল করে নেয়, তবে তালাকও পড়বে না।

www.nagorikpathagar.org

একব্যক্তি এই শর্তে নিজের স্ত্রীর আমর তার হাতে দিল যে, যদি তুমি মোহর মাফ করে দাও, তবে যখন ইচ্ছা নিজেকে নিজে তালাক দিয়ে দাও। অথচ উক্ত আওরাত নিজের মোহর এই তাকবীজের পূর্বে স্বামীকে হেবা করে দিয়েছে। তবে শায়খুল ইসলাম নিজাম উদ্দীন এবং কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, আওরাত নিজেকে নিজে তালাক দিতে পারে এবং কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, তালাক দিতে পারে না। এটা অজীযে কারদারীর মধ্যে আছে।

এক ব্যক্তি সফরে যাবার সময় তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমার যাবার পর একমাস অতিক্রান্ত হয়, আর আমি তোমার নিকট না আসি এবং তোমার খোরপোষ তোমার নিকট না পৌঁছে, তবে আমি তোমার আমল তোমার ইখতিয়ারে দিলাম যে, যকন তোমার মনে নেয়, নিজের পাও নিজে মুক্ত করে নেও। তারপর একমাস অতিক্রান্ত হওযার মধ্যে তার খোরপোষ এসে গেল কিন্তু সে নিজে আসল না এবং আওরাতের আমল তার হাতে হবে না। এজন্য যে, তার মোখতার (ইখতিয়ার) হওয়ার দুইটি শর্তের একটি শর্ত পাওয়া গেল। তবে শর্ত পুরা হল না; কিন্তু যদি এরূপ বলত যে, যদি 'আমি এবং আমার কোরপোষ না পৌঁছে' তারপর উভয়ের মধ্য হতে এক বস্তু পৌঁছাত, তবে আওরাতের আমর তার ইখতিয়ারে হয়ে যেত।

মুহীতে বর্ণিত আছে যে, স্বামী স্ত্রীকে বলল যে, যদি দশদিন আমি তোমার নিকটে অনুপস্থিত থাকি এবং তোমার খোরপোষ তোমার নিকট না পৌঁছে, তবে আমি তোমার আমল তোমার হাতে দিলাম। তারপর দশদিন অতীত হল। তারপর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোরপোষ পৌঁছার ব্যাপারে মতভেদ হল। স্বামী বলল যে, আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করল। তবে শায়েখ (রহঃ) বলেন যে, স্ত্রীর কথা কবুল হবে। এমন কি তার আমল তার হাতে হবে। এটা কিতাবুল আছলের বর্ণনা। আর মুন্তাকার বর্ণনা এটার বিপরীত। এটা ফুছুলে এমাদিয়াহর মধ্যে আছে। যদি এরূপ বলে যে, যদি আমার টাকা তুমি অমুক ওয়াক্ত পর্যন্ত না দাও, তবে আমার হাতে এমন আওরাতের আমল তুমি দিবে, যাকে তুমি চাও। তবে পাওনাদারের ঐ আওরাতের তালাক দেবার ইখতিয়ার হবে। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীর আমল তার হাতে দিয়ে দিল। আওরাত বলল, 'দস্ত বায দাশতাম খেশতানেরা' অর্থাৎ নিজেকে বলল না এবং উক্ত আওরাত মুতাল্লাকাহ হবে না। যদি আওরাত বলে যে, আমি নিজেকে নিজে মুরাদ নিয়েছিলাম অর্থাৎ এই মুরাদ ছিল যে, আমি নিজের হতে পৃথক করে দিলাম। তারপর যদি মজলিস মৌজুদ থাকে, তবে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। আর মজলিস বর্তমান না থাকলে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আমাদের কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, এই মাসয়ালায় তালাক পতিত হওয়া চাই। এটা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বলেছেন যে, একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, "আমর বদস্তে তু নেহাদাম শশমাহরা' তবে পুরা ছয়মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত আওরাতের আমল তার ইখতিয়ারে হবে। এটা অজীয়ে কারদাবীর মধ্যে আছে। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল, যদি একমাস তোমার খোরপোষ তোমার নিকট না পৌঁছাই, তবে তোমার আমর তোমার হাতে। তার পরে এই আওরাত স্বামীর বিনানুমতিতে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের পিতার গৃহে চলে গেল এবং সারামাস থাকল। আর তার স্বামী তাকে খোরপোষ পৌঁছাল না এবং আওরাতের আমল তার ইখতিয়ারে না থাকা চাই।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, যদি দশদিন পর পাঁচ আশরাফি তোমাকে না পৌঁছাই তবে তোমার আমল তোমার হাতে। তুমি নিজের নফসকে তালাক দিয়ে দিবে, যখন চাবে। তারপর দশ দিন চলে গেল এবং স্বামী আশরাফি পৌঁছাল না। তবে আওরাত নিজের নফসকে তালাক দিতে পারে। তবে শর্ত এই যে, যদি স্বামীর মুরাদ এই হয় যে, দশদিন অতীত হলেই আশরাফি না পৌঁছাবার অবস্থায় আওরাতের নিজের তালাক দিবার ইখতিয়ার হবে।

www.nagorikpathagar.org

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীর নিকট হতে সফরে চলে গেল এবং তিনমাস গত হবার পর তার নিকট হতে চিঠি আসল যে, যদি আমার তোমার নিকট হতে অনুপস্থিতি দুইমাস হয়ে যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমি তোমার নিকট না পৌঁছি তবে তুমি যখন ইচ্ছা নিজেকে নিজে তালাক দিয়ে দিবে। আর কথা এই জানা গেল যে, ঐ ব্যক্তি ঐ চিঠি ঐ সময় লিখেছিল, যখন তার স্ত্রীর নিকট হতে অনুপস্থিতি এক মাসের বেশি হয়নি। কিন্তু পত্রবাহক পথে দেরি করেছে। তবে কারও কারও মতে আওরাতের আমল তার হাতে থাকবে। শাইখুল ইসলাম বোরহান উদ্দীন (রহঃ) বলেন, যদি কেউ আওরাতকে বলে যে, যদি কোন শরয়ী অপরাধ ছাড়া আমি তোমাকে মারি, তবে তোমার আমল তোমার ইখতিয়ারে। তারপর ঐ আওরাতকে বলে যে, আমি তোমাকে ইখতিয়ার দিতেছি, প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি পিতা মাতার কাছে যেতে পার। তারপর এক সপ্তাহ চলে গেল; এবং দশদিন হয়ে গেল এবং স্ত্রীর পিতামাতা তার নিকট আসল; এবং তাদের সাথে স্ত্রী তাদের বাড়ী গেল; কিন্তু স্বামীর অনুমতি নিয়ে গেল না তারপর স্বামী এই কারণে তাকে মারল। তবে স্ত্রীর ইখতিয়ার তার হাতে থাকবে। শায়েখ নিজাম উদ্দীন (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, একব্যক্তি শরয়ী অপরাধ ছাড়া মারলে তজ্জন্য স্ত্রীর আমল তার হাতে সোপর্দ করেছিল। স্ত্রীর মাতা কন্যার গৃহে এসেছিল, তাতে স্বামী বলল যে, এই কুত্তিয়া এখানে কেন আসল? জবাবে স্ত্রী বলল যে, তোমার মাতা ও ভগ্নি কুত্তিয়া । তখন স্বামী স্ত্রীকে মারল। তবে স্ত্রীর আমল তার ইখতিয়ারে হবে না। এটা ফুছুলে এমাদিয়ার মধ্যে আছে।

কেউ নিজ স্ত্রীর আমল এই শর্তে তার ইখতিয়ারে দিল যে, যদি তাকে বিনা অপরাধে মারে, তবে আওরাত নিজেকে নিজে তালাক দিয়ে দিবে। তারপর স্বামী উক্ত আওরাতকে বলে যে, তোমার উপর অভিশাপ; এবং স্ত্রী জবাব দেয় যে, তোমার অভিশাপ তোমার উপর। তবে এটাতে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা স্ত্রীর পক্ষ হতে অপরাধ নয়। কারণ এই যে, আওরাত প্রথম কটুক্তি করেনি; বরং সে স্বামীর কথার জবাব দিয়েছে। আর আমাদের মাশায়েখদের নিকট এটা আওরাতের পক্ষ হতে অপরাধ এবং এটাই শুদ্ধতর। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, তোমার মাতা কালী হাবশী। জবাবে স্ত্রী বলে যে, তোমার মাথা কালী হাবশী। তবে মাশায়েখদের প্রথম অভিমত অনুযায়ী এটা আওরাতের পক্ষ হতে অপরাধ নয়। আর আম মাশায়েখগণ এটাতে পরস্পর মতভেদ করেছেন। যেমন নাকি কেউ কেউ বলেছেন, যদি স্বামীর মাতা জীবিত হয়, তবে এই কাজ আওরাতের পক্ষ হতে অপরাধ নয়। আর যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে অপরাধ। আর কেউ কেউ বলেন যে, আওরাতের আমল আওরাতের ইখতিয়ারে হবে না। চাই স্বামীর মাতা জীবিত কি জীবিত না হোক। যদি আওরাত স্বামীকে বলে যে, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দেক। তবে এটা আওরাতের পক্ষ হতে অপরাধ।

এভাবে যদি স্বামীকে বলে, হে খোদাদ্রোহী কাফির! তবে এটাও স্ত্রীর পক্ষ হতে অপরাধ। আর যদি স্বামীকে বলে, হে বদস্বভাব! তবে স্বামী যদি তদ্রূপই হয়, তবে এটা অপরাধ হবে না। আর যদি তদ্রূপ না হয়, তবে অপরাধ হবে। যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, তুমি এরূপ করোও না। স্ত্রী জবাবে বলে যে, খুব করব। তবে যদি তা এমন কাজের ব্যাপারে বলে, যা দোষের কাজ, তবে এটা আওরাতের অপরাধ, আর যদি এরূপ কাজের ব্যাপারে বলে যা দোষের কাজ নয়, তবে এটা আওরাতের অপরাধ নয়। আর মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি আওরাত নিজের স্বামীকে বলে যে, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও। জবাবে স্বামী বলে যে, আমি তোমার তালাক তোমার হাতে রেখে দিলাম। তবে দুই তালাক পড়বে। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে।

আর যদি আওরাত স্বামীকে বলে যে, হে বে-মজা! তবে যদি স্বামী শরীফ হয়, তবে তার ক্ষেত্রে এটা স্ত্রীর অপরাধ হবে। এরূপ উপমার মধ্যে আছে। একব্যক্তি আওরাতের আমল তার হাতে দিয়ে দিল যে, তাকে বিনা অপরাধে মারবে না। তারপর ঐ আওরাত অন্যান্য আওরাতের সামনে বলে যে, যদি তোমাদের স্বামী পুরুষ হয়, তবে আমার

স্বামী পুরুষ নয়। তখন স্বামী তাকে মারল। তবে আওরাতের আমল তার হাতে থাকবে না। ফতোয়ায়ে দীনারীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি নিজ স্ত্রীর আমল তার ইখতিয়ারে দিল যে, কোন গুনাহের জন্য তাকে মারবে না, যদি তার অনুমতি ছাড়া অমুক ব্যক্তির নিকট না যায়। তারপর তার বিনানুমতিতে অমুক ব্যক্তির নিকট গেল, তখন স্বামী তাকে কটূক্তি করল এবং স্ত্রী তাকে গালি গালাজ করল। তখন স্বামী তাকে মারল। তখন আওরাত বলল যে, আমি আমার হাতে সোপর্দকৃত আমলের হুকুম অনুযায়ী নিজেকে নিজে তালাক দিলাম, স্বামী বলল যে, আমি তোমাকে এই অন্যায়ের জন্য মেরেছি যে, তুমি আমার বিনানুমতিতে অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়েছ। তবে স্বামীর মত কবুল হবে এবং তালাক হবে না। ফতোয়ায়ে দীনারীর মধ্যে আছে যে, এক আওরাত নিজ স্বামীকে বলল যে, তুমি আমার তালাকের শপথ করেছিলে যে, তোমাকে বিনা অপরাধে মারব না তারপর তুমি আমাকে বিনা অপরাধে মেরেছ। অতএব এখন আমি তোমার উপর তালাক। স্বামী বলল যে, আমি তোমাকে শরয়ী অপরাধ ছাড়া মারিনি। তবে স্বামীর কথা কবুল হবে। আর যদি স্বামী তার পর এরূপ বলে যে, আমি তোমাকে এরূপ বলেছিলাম যে, তুমি তোমার ভগ্নির নিকট যাবে না, কারণ তাতে আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। তুমি সে কথা মাননি, তার নিকট গিয়েছ। আর আমি তোমাকে সেই কারণে মেরেছি। আর স্ত্রী নিজের ভগ্নির নিকট যাওয়া অস্বীকার করে, তবে শায়েখ (রহঃ) এর মতে স্বামীর কথা কবুল হবে। আর তার মধ্যে সাক্ষীদের কথা শুনা যাবে না।

একব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শরাবের মজলিসে বলল যে, আমি যে কোন আওরাতকে বিবাহ করেছি, তোমার জন্য করেছি। তাকে রাখা বা ছেড়ে দেওয়া তোমার হাতে। মোখাতাব বলল যে, যদি এরূপই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রীকে এক তালাক ও দুই তালাক এবং তিন তালাক দিলাম। তবে শায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এটা পড়বে না। এজন্য যে, তোমার হাতে এরূপ বলা এটা বিগত সময়ে তার হাতে ইখতিয়ার হওয়ার খবর দেয়। আর বিগত যমানায় হাতে ইখতিয়ার হওয়ায় তা এখন পর্যন্ত বাকি থাকা লাযেম হয় না; বরং মতলক আমর শুধু মজলিস পর্যন্ত সীমিত হয়ে থাকে। অথচ এখানে মজলিস বদল হয়েছে। অতএব বাতিল হয়ে যাবে। এমন কি যদি এরূপ বলে যে, তোমার হাতে, তবে এটা ঐ আমলের স্বীকৃতি যে, আমরের ইখতিয়ারও কায়েম আছে। অতএব তার তালাক দেওয়া শুদ্ধ হবে। এটা ফুছুলে উছতুরুশনীর মধ্যে আছে।

একব্যক্তি আওরাতের আমর তার হাতে দিয়ে দিল এই শর্তে যে, এক মাসের মধ্যে যদি দুই দীনার আওরাতকে পৌঁছায়, তবে আওরাত মোখতার হবে, সে কি নিজেকে নিজে তালাক দিয়ে দিবে, তারপর স্বামী ঐ আওরাতের এক কর্জ পাওনাদারের কর্জ শোধের কথা কবুল করে নেয়, আওরাত মুদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর খোদ মোখতার হতে পারে কিনা? জবাব হল, যদি স্বামী মুদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার আগে আওরাতের কর্জ-পাওনাদারের কর্জ শোধ করে, তবে আওরাত মোখতার হবে না। আর যদি শোধ না করে, তবে আওরাত মোখতার হবে। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর আমর তার ইখতিয়ারে দিল যে, তার অনুমতি ব্যতিরেকে শহরের বাইরে যাবে না। তারপর স্বামী বাইরে যাওয়ার এরাদাহ করল এবং আওরাত তাকে রোখছত করার জন্য সঙ্গে গেল, তবে এটা আওরাতের পক্ষ হতে শহরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি হবে কি না? জবাব এই যে, এটা অনুমতি হবে না।

একটি ফতোয়ার ঘটনা এই যে, একব্যক্তি আওরাতের আমল তার হাতে দিল এই শর্তে যে, আওরাতের অনুমতি ব্যতিরেকে দাসী খরিদ করবে না। তারপর এই আওরাত নিজের স্বামীর সঙ্গে এক শহরে চলে গেল এবং সেখানে এক দাসী পছন্দ করল এবং তার স্বামী তাকে কিনল। তবে আমাদের কোন কোন আহলে যমানা যদিও তারা ফতোয়া দিবার লিয়াকত রাখেন না, তারা বলেছেন যে, আওরাতের আমল তাদের ইখতিয়ারে হয়ে যাবে। এটা ফুছুলে এমাদিয়াহর মধ্যে আছে। মাজমুউন্নাওয়াযিলে আছে যে, আওরাত নিজ স্বামীকে বলল যে, আমি তোমাকে একটি

www.nagorikpathagar.org

কথা বলছি, তুমি জায়েয রাখবে অথবা বলল, আমি একটি কাজ করব, তুমি অনুমতি দিবে? স্বামী বলল যে, হাঁ আমি জায়েয রাখব। তখন আওরাত বলল যে, আমি নিজ নফসকে তিন তালাক দিয়ে দিলাম, তবে কিছু পড়বে না। আর যদি স্বামী বলে যে, আমি তাকে তালাক দিবার নিয়ত করিনি, তবে স্বামীর কথা কবুল হবে। এটা মুহীতের মধ্যে আছে।

এক ব্যক্তি বিনা অপরাধে মারার উপরে তালাক মুআল্লাক করে দিল। তারপর আওরাত যে গলির অন্যদিক প্রশস্ত নয়, তাতে আগুন আনতে গেল এবং ঐ গলিতে এক অপরিচিত পুরুষ থাকত এবং আওরাতের এই ইচ্ছা ছিল না যে, ঐ ব্যক্তিকে দেখবে; কিন্তু স্বামী তাকে মারল। তবে আওরাতের উপরে তালাক পড়বে না কেননা স্বামী তাকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। এটা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলল যে, যখন আমার অনুমতি ছাড়া তুমি এই শহরের বাইরে যাবে, তবে তুমি নিজের স্ত্রীর আমল আমার হাতে দিলে। সে বলল যে, হাঁ দিলাম। তারপর সে একবার ঐ ব্যক্তির নিকট হতে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিল। এখন সে কি অনুমতি ছাড়াই যেতে পারে? শায়েখ আলাউদ্দীন (রহঃ) জবাবে বললেন, হাঁ যেতে পারে। এজন্য যে, যখন অর্থ যে কোন সময় বা সকল সময়। আর একবারে জন্য অনুমতি দেওয়া ঐ সময়সমূহের জন্য শামিল হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, যদি প্রত্যেক ছয় মাসের শুরুতে তোমাকে তোমার মা-বাপের শহরে না পৌঁছাই, তবে আমি তোমার আমর তোমার হাতে দিলাম যে, এক তালাক বায়েন যখন ইচ্ছা নিজেকে দিয়ে দাও। আর আওরাত ঐ তাফবীজকে ঐ তাফবীজের মজলিসেই কবুল করল। তারপর এক বৎসর চলে গেল। আর স্বামী তাকে তার মা ও বাপের ঘরে নিয়ে গেল না। এখন ঐ আওরাত নিজেকে নিজে তালাক দিতে পারে কি পারে না? এই ঘটনা মুরগনিয়ানীর মধ্যে ঘটিয়াছিল। যেমন তথাকার লোক তার ফতোয়া তলব আমাদের নিকট পাঠিয়েছিল। তখন আমি লিখলাম যে, হাঁ আওরাতের এই ইখতিয়ার হাছিল আছে এবং ঐ সময়কার সমরকন্দের মুফতী আমার জবাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর আমল তার হাতে দিল যে, যদি তাকে ন্যায়ভাবে বা অন্যায়ভাবে মারে তবে যখন ইচ্ছা সে নিজেকে নিজে তালাক দিয়ে দিবে এবং আওরাত ঐ মজলিসেই তা কবুল করে নিল। তার পরে ঐ ব্যক্তি ঐ আওরাতকে অপরাধের কারণে মারল। এখন কি ঐ আওরাত নিজেকে নিজে তালাক দিতে পারে? তার জবাব হল, হাঁ, দিতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ইলার মাসায়েল

নিজের নফসকে নিজ স্ত্রী হতে কসমের দ্বারা বিরত রাখাকে ইলা বলা হয়। চাই কসম আল্লাহর নামে হোক বা অন্য কোন বিষয়বস্তুর নামে। এটা মতলকান হতে পারে অথবা বার মাসের শর্তেও হতে পারে। যদি কেউ ইলা করে কসম ভাঙ্গে এবং সে কসম আল্লাহর নামে হয়, তবে এটার কাফফারা আদায় করতে হবে, নতুবা কাফফারা আদায় করা লাগবে না। ইলার কসম পরিষ্কার শব্দ দ্বারা অথবা ইঙ্গিত ইশারামূলক শব্দ দ্বারা উভয় রকমই হতে পারে। স্পষ্ট শব্দগুলি এরূপ– আমি তোমার সাথে জেমা করব না অথবা আমি তোমার সাথে অতী করব না ইত্যাদি। আর ইঙ্গিত ইশারামূলক কথা এরূপ– যা বললে প্রচলন অনুযায়ী এর দ্বারা জেমার অর্থ খেয়াল আসে, যদি এই রকম অবস্থা হয় যে, ইশারা ইঙ্গিতমূলক কথাগুলির দ্বারা জেমা অথবা গায়রে জেমা উভয় রকমের অর্থ হতে পারে, সেখানে ইলা-কারীর নিয়তের উপরে নির্ভর করবে। যদি সে ইশারা ইঙ্গিতমূলক কথার দ্বারা জেমার নিয়ত করে তা হলেই ইলা হবে নতুবা নয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন কেউ বলল, 'আমি তোমার নিকটবর্তী হব না।, এখানে যদি শুধু স্বামীর স্ত্রীর নিকটে না যাওয়ার উদ্দেশ্য হয়, তবে ইলা হবে না। আর যদি নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ স্বামী জেমা গ্রহণ করে, তবে ইলা হবে। ইলার অধিকার তারই থাকে, যে তালাক দিবার অধিকার রাখে। এটা ইমাম আজমের অভিমত এবং ছাহেবাইনের নিকট যে অজুবে কাফফারার যোগ্য, সে-ই ইলার অধিকার রাখে। এটা তাতারখানিয়ায় আছে।

এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, আল্লাহর কসম আমার দেহের চামড়া তোমার দেহের চামড়াকে স্পর্শ করবে না। তবে এ ব্যক্তি ইলাকারী হবে না। কারণ হল, চামড়ার দ্বারা চামড়ার স্পর্শ জেমার অর্থ সর্বক্ষেত্রে নেওয়া যায় না। যদি কেউ বলে, আল্লাহর কসম আমার আলায়ে তানাছুল তোমার ফুরুজ স্পর্শ করবে না, তবে এই ব্যক্তি ইলাকারী হবে। কারণ হল, এরূপ কালাম দ্বারা জেমা ছাড়া অন্য কিছু বুঝা যায় না। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে ইলার খবর দিলাম আর যদি সে স্ত্রীকে প্রতারণা করার ইচ্ছা করে, তবে দিয়ানাতান ইলা হবে না; কিন্তু কাজায়ান উহা বিশ্বাসযোগ্য হবে। যদি কেউ বলে যে, যখন আমি তোমার সাথে মিলন করব, তখন আমার উপর নামায ওয়াজিব, তবে এর দ্বারা ইলা হবে না। এটা কাফীর মধ্যে আছে। এবনে সেমা ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপরে ওয়াজিব যে, আমি নিজের এ গোলাম জেহারের কাফফারায় আদায় করব যদি আমি নিজের অমুক স্ত্রীর সাথে মিলন করি অথচ সে ঐ স্ত্রীর সাথে জেহার করেছে। তবে এর দ্বারা ইলা হবে না। আর যদি বলে যে, আমার এ গোলাম জেহারের কাফফারায় আযাদ যদি আমি নিজের স্ত্রীর সাথে মিলন করি তবে এটা ইলা হবে, চাই সে জেহার করুক অথবা না করুক এবং গোলাম আযাদ করা এর কাফফারায়ে জেহার দ্বারা হয়ে যাবে।

যদি নিজ স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমার সঙ্গে মিলন করি অথবা তোমাকে নিজের বিছানায় ডাকি, তবে তুমি তালাক, তা হলে সে ইলাকারী হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া । যদি স্ত্রীকে বলে যে, যদি তুমি আমার জানাবাতে গোসল কর, তবে তুমি তিন তালাক। এবং সে এই কথার পুনরুক্তি করে আর স্ত্রী এটা না জানে এবং স্ত্রী গর্ভবতি থাকে আর হামেলের পূর্বে তার সাথে জেমা না করে, তারপর এ সকল কথাবার্তার চারমাস অথবা চারমাসের বেশির পরে এর সন্তান পয়দা হয়, তবে এক তালাক বায়েনাহ এর উপর চারমাস অতীত হওয়ার কারণে পড়বে, এবং অজয়ে হামেলের কারণে এর ইদ্দত চলে যাবে। তারপর যদি এর পরে তাকে বিয়ে করে, তবে জায়েয হবে। এটা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি এভাবে কসম করে যে, যদি আমি তোমার সঙ্গে মিলন করি, তবে আমার উপর হজ্জ অথবা ওমরাহ অথবা ছদকাহ অথবা রোযা অথবা ইতেকাফ অথবা কাফফারার সাথে কসম ওয়াজিব হবে, তবে সে ইলাকারী কোরআন অথবা

বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায অথবা তাসবীহ আদায় করা ওয়াজিব হবে, তবে ইলাকারী হবে না। আর যদি বলে যে, আমার উপর ওয়াজিব যে, এই মিসকীনকে এই দিরহামসমূহ ছদকাহ করে দিব। অথবা আমার মালসমূহ মিসকীনদের ছদকাহ। তবে ইলা শুদ্ধ হবে না। হাঁ, তবে যদি এর তাছদীকের নিয়ত থাকে, তবে শুদ্ধ হবে। যদি বলে যে, প্রত্যেক মহিলা যাকে আমি বিয়ে করব সে তালাক। তবে হযরত ইমাম আজম এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদের নিকট ইলাকারী হয়ে যাবে। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি বলে যে, যদি আমি তোমার সঙ্গে মিলন করি, তবে আমার উপর মোহররম মাসের রোযা ওয়াজিব। তারপর যদি কসমের সময় হতে চারমাসের আগে মোহররম মাস চলে যায়, তবে ইলাকারী হবে না। যদি চারমাসের আগে চলে না যায়, তবে ইলাকারী হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি বলে যে, যদি আমি তোমার সঙ্গে মিলন করি, তবে আমার উপর এক মিসকীনের খানা অথবা একটি রোযা ওয়াজিব। তবে সকলের মতে সে ইলাকারী হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। আর যদি কসম করে যে, সে স্ত্রীর সাথে অমুক নির্দিষ্ট সময় অথবা অমুক নির্দিষ্ট স্থানে মিলন করবে না, তবে সে ইলাকারী হবে না। যদি স্ত্রীর হায়েজ হওয়া অবস্থায় কসম করে যে, তার সাথে মিলন করবে না, তবে সে ইলাকারী হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি বলে যে, তুমি আমার উপর অমুক ব্যক্তির স্ত্রীর ন্যায় অথচ অমুক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ইলা করেছে, তবে সে যদি ইলার নিয়ত করে তবে ইলাকারী হবে নতুবা নয়। আর যদি বলে যে, তুমি আমার উপর মৃতের মত এবং কসমের নিয়ত করে, তবে ইলাকারী হয়ে যাবে। আর যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমার সাথে মিলন করলে তুমি আমার উপর অবৈধ এবং কসমের নিয়ত করে, তবে ইমাম আজমের নিকট ইলাকারী হয়ে যাবে এবং ছাহেবাইনের নিকট যখন পর্যন্ত তার সাথে মিলন না করবে তখন পর্যন্ত ইলাকারী হবে না। যদি নিজের স্ত্রীকে ইলা করে তারপর নিজের দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে এর ইলার ভিতরে শরীক করেছি, তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর জন্য সে ইলাকারী হবে না; এবং শায়েখ কুরখী (রহঃ) বলেছেন যে, যদি নিজের স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার উপর অবৈধ তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমাকে ওর সাথে শরীক করে দিলাম। তবে উভয়ের জন্য ইলাকারী হয়ে যাবে। এটা জাহিরিয়াহের বিবরণ।

যদি নিজ দুই স্ত্রীকে বলে যে, যখন আমি তোমাদের উভয়ের সাথে মিলন করব না, তবে এর দ্বারা তার ইলা করা ছাবেত হবে। তারপর যদি বার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং তাদের উভয়ের সাথে মিলন না করে, তা হলে উভয় স্ত্রী বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি তাদের কোন একজনের সাথে মিলন করে নেয়, তবে তার ইলা ছাকেত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়জনের ইলা জারী থাকবে এবং ঐ ব্যক্তির উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। আর যদি উভয়ের সঙ্গে মিলন করে তবে উভয়েরই ইলা ছাকেত হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির উপর কসমের কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগে একজন মরে যায়, তবে উভয়ের ইলা ছাকেত হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির উপরে কসমের কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে না, যদিও এর পরে জীবিতের সাথে মিলন করে এবং ইহা সকলের ঐক্যমত। আর যদি উভয়ের মধ্যে হতে একজনকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে ইলা বাতিল হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

একব্যক্তি নিজের চার স্ত্রীকে বলল যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের চারজনের সাথেই মিলিত হব না। তবে সাথে সাথে সে ব্যক্তি ইলাকারী হয়ে যাবে, যেমন নাকি যদি সে তাদের সাথে মিলন করল না, এমন কি চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তবে সকলেই বায়েনাহ হয়ে যাবে। এটা আমাদের মাযহাবত্রয়ের অভিমত। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি চার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাদের সঙ্গে মিলন করব না, কিন্তু অমুক এবং অমুক। তবে ঐ

www.nagorikpathagar.org

দুজনের সাথে ইলাকারী হয়ে যাবে। যেমন তাদের সাথে মিলন করায় হানেছ হবে না এবং অতী ছাড়া চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ায় ঐ ব্যক্তি এবং ঐ দুই স্ত্রীর মধ্যে বায়েনাহ হবে না। এটা ফুছুলে এমাদিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি একই বৈঠকে নিজ স্ত্রীকে তিনবার ইলা করে, তবে ছাহেবাইনের নিকট ভালর জন্য একই তালাক পড়বে। যদি মজলিস একাধিক হয়, তবে তালাকও একাধিক হবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। যদি নিজ দুই স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের একজনের সঙ্গে মিলিত হব না, তবে সে ঐ দুজনের একজনের সঙ্গে ইলাকারী হয়ে যাবে। যেমন যদি সে তাদের মধ্য হতে একজনের সঙ্গে অতী করে, তবে সে-ই ইলার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং ইলা ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি সে একজনকে তিন তালাক দিয়ে দেয় অথবা সে মরে যায় অথবা মোরতাদ হয়ে যায়, তবে অন্য স্ত্রী ইলার জন্য নির্দিষ্ট হবে।

আর যদি সে উভয়ের মধ্য হতে কারও সাথে মিলন না করে এমন কি চারমাস চলে যায়, তবে উভয়ের মধ্য হতে একজন বায়েনাহ হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির ইখতিয়ার হবে যে, যার উপর ইচ্ছা তালাক পতিত করতে পারবে। আর যদি চারমাস গত হওয়ার আগে সে তাদের মধ্য হতে একজনের উপরে ইলা নির্দিষ্ট করতে চায়, তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না। যেমন যদি সে একজনকে নির্দিষ্ট করে এবং তারপর চারমাস গত হয়ে যায়, তবে ঐ নির্দিষ্ট স্ত্রীর উপর তালাক পড়বে না বরং উভয়ের মধ্যে অনির্দিষ্ট একজনের উপর তালাক পড়বে। তারপর ঐ ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করে। তারপর যদি ঐ ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন একজনের উপর তালাক না বর্তায়, এমন কি আরও চারমাস চলে যায়, তবে দ্বিতীয়জনের উপরও তালাক পড়বে; এবং উভয় স্ত্রীই ঐ ব্যক্তি হতে এক তালাক দ্বারা বায়েনাহ হয়ে যাবে। এটা জাহের রেওয়ায়েতের হুকুম। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি উভয় স্ত্রী উভয় মুদ্দত গত হওয়ায় বায়েনাহ হয়ে যায়, তারপর উভয়কেই বিবাহ করে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে একজনের জন্য ইলাকারী হবে। আর যদি উভয়কে আগে পিছে বিয়ে করে, তবে উভয়ের মধ্যে একজনের সাথে ইলাকারী হবে এবং প্রথম যাকে বিয়ে করেছে সে অগ্র বিবাহজনিত কারণে অথবা নির্দিষ্ট করার কারণে নির্দিষ্ট হবে না; কিন্তু যখন প্রথম স্ত্রীর বিয়ের দিন হতে চারমাস গতে হবে; তখন ইলার মুদ্দতের অগ্রতাজনিত কারণে প্রথম বায়েনাহ হয়ে যাবে। তারপর যখন এর বায়েনাহ হওয়ার পর আরও চারমাস গত হবে, তখন দ্বিতীয়জনও বায়েনাহ হয়ে যাবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। যদি সে বলে যে, তোমাদের দুজনের কারও সাথে মিলন করব না, তবে উভয়ের জন্য সে ইলাকারী হবে। তারপর যদি উভয়ের মধ্যে একজনের সাথে মিলন করে, তবে উভয়ের ইলা বাতিল হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির উপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি কসম করে যে, নিজ স্ত্রী এবং নিজ দাসীর সাথে অথবা নিজ স্ত্রী এবং আজনবিয়ার সাথে মিলন করব না, তবে যখন পর্যন্ত না সে আজনবিয়া অথবা দাসীর সাথে মিলন করবে, তখন পর্যন্ত ইলাকারী হবে না। মিলন করলে ইলাকারী হয়ে যাবে। এজন্য যে, এর পরে কাফফারা আদায় করা ব্যতীত স্ত্রীর সাথে মিলন করা সম্ভব হবে না। এটা শরহে শোখতারের মধ্যে উল্লেখ আছে।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং দাসীকে বলল যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের একজনের সাথে মিলন করব না, তবে সে ইলাকারী হবে না। হাঁ, তবে যদি সে নিজ স্ত্রীকে মুরাদ নেয়। আর যদি সে একজনের সাথে মিলন করে, তবে হানেছ হয়ে যাবে। যদি সে দাসীকে আযাদ করে তাকে বিয়ে করে নেয়, তা হলেও সে ইলাকারী হবে না। যদি বলে যে, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কারও সাথে মিলন করব না। তবে এস্তেহসান সে আযাদ স্ত্রীর সাথে ইলাকারী হবে। ইহা জামে' কবীরের মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ তার এক আযাদ এবং দাসী স্ত্রীকে এরূপ বলে যে, যদি আমি তোমাদের একজনের সাথে মিলন করি, তবে অন্যজন আমার উপর আমার মায়ের পীঠের মত। তবে সে তাদের একজনের সাথে ইলাকারী হবে। তারপর যদি চারমাস অতিক্রান্ত হয়, তবে তাদের একজন ইলার কারণে বায়েনাহ হয়ে যাবে এবং তা নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার ইলাকারীর থাকবে। তারপর যদি সে ঐ দুজনের কারও উপর তালাক নির্দিষ্ট না করে অথবা একজনের উপর নির্দিষ্ট করে এবং দ্বিতীয় চারমাস অতিক্রান্ত হয়, তবে আর কোন তালাক পড়বে না। আর যদি বলে যে, যদি আমি তোমাদের উভয়ের একজনের সাথে মিলন করি, তবে অন্যজন আমার উপর আমার মাতার পীঠের অনুরূপ। তবে ইলা বাকি থাকবে। আর এভাবে যদি সে বলে যে, যদি আমি তোমাদের মধ্যে একজনের সাথে মিলন করি, তবে তোমাদের মধ্যে একজন আমার উপর আমার মায়ের পীঠের মতো। তা হলেও উক্ত হুকুমই হবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। আর যদি সে বলে যে, যদি আমি তোমাদের দুজনের একজনের সাথে মিলন করি, তবে তোমাদের একজন আমার উপর আমার মাতার পীঠের মতো। তারপর দুমাস গত হওয়ায় তাদের মধ্যে যে দাসী স্ত্রী, সে বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর আযাদ স্ত্রীর ইলা এখনও বাকি থাকবে। যেমন নাকি যদি দাসীর বায়েনাহ হওয়ার সময় হতে বলে এবং চারমাস গত হয়ে যায়, তবে আযাদ স্ত্রীও বায়েনাহ হয়ে যাবে।

আর যদি দাসী স্ত্রী এবং আযাদ স্ত্রী উভয়কে বলে যে, যদি আমি তোমাদের একজনের সাথে মিলন করি, তবে অন্যজন তালাক। তবে সে ইলাকারী হয়ে যাবে। তারপর দুমাস গত হওয়ার পর দাসী স্ত্রী বায়েনাহ হয়ে যাবে এবং আযাদ স্ত্রী হতে ইলা ছাকেত হবে না; কিন্তু আযাদ স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইলার মুদ্দত দাসীর বায়েনাহ হওয়ার সময় হতে মো'তাবার হবে। যেমন নাকি যদি দাসীর বায়েনাহ হওয়ার সময় হতে আরও সময় পার হয় এবং এখনও দাসী ইদ্দতে থাকে, তবে আযাদ স্ত্রী বায়েনাহ হয়ে যাবে। এজন্য যে, দাসীকে তালাক দেওয়া ছাড়া আযাদ স্ত্রীর সাথে কোরবত করা সম্ভব নয়; কিন্তু যদি এই মুদ্দত গত হওয়ার আগে দাসীর ইদ্দত চলে হয়ে যায়, তবে আযাদ স্ত্রী হতে ইলা ছাকেত হয়ে যাবে। কেননা যেহেতু দাসী মহল্লে তালাক থাকল না, এজন্য কোন আমর লায়েম আসা ছাড়া সে আযাদ স্ত্রীর সাথে মিলন করতে পারে।

আর যদি উভয় স্ত্রী আযাদ হয়, তবে চারমাস চলে যাবার পর একজন বায়েনাহ হয়ে যাবে এবং স্বামীকে বয়ানের ইখতিয়ার দেওয়া যাবে। আর বাকি স্ত্রীর জন্য সে ইলাকারী হয়ে যাবে। তারপর যদি আবার চারমাস গত হয় এবং প্রথম স্ত্রী তখনও ইদ্দতে থাকে, তবে দ্বিতীয় স্ত্রী মুতাল্লাকাহ হয়ে যাবে। আর ইদ্দতে না থাকলে মুতাল্লাকাহ হবে না। আর যদি স্বামী কারও ব্যাপারে বয়ান না করে, এমন কি আরও চারমাস গত হয়, তবে উভয় বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি দাসী স্ত্রী ও আযাদ স্ত্রী উভয়কে বলে যে, যদি আমি তোমাদের একজনের সাথে মিলন করি, একজন তালাক হবে। তবে সে একজনের সাথে ইলাকারী হবে এবং দুমাস গত হওয়ার পর দাসী স্ত্রী বায়েনাহ হয়ে যাবে। তারপর তার বায়েনাহ হওয়ার সময় হতে আরও চারমাস গত হলে আযাদ স্ত্রীও বায়েনাহ হয়ে যাবে, চাই উক্ত দাসী স্ত্রী ইদ্দতে থাকুক বা না থাকুক। কারণ এ যে, কোন বস্তু লাযেম আসা ছাড়া সে আযাদ স্ত্রীর সাথে অতী করতে পারে না। কারণ এই যে, জাবা তাদের মধ্যে একজনের তালাক এবং প্রথম স্ত্রীর ইদ্দত অতীত হওয়ার পর তালাক তারই উপর নির্দিষ্ট হবে, যে মহল্লে তালাক হিসেবে আছে।

যদি উভয় স্ত্রী আযাদ হয়, তাহা হলেও ঐ হুকুম হবে। হাঁ, তবে পার্থক্য এই যে, বায়েনাহ হওয়ার মুদ্দত চারমাস হবে। যদি বলে যে, যদি আমি তোমাদের উভয়ের কারও সাথে মিলন করি, তবে অন্যজন তালাক। তবে উভয়ের সাথে ইলাকারী হবে এবং তাদের মধ্যে যে দাসী, সে দুমাস গত হওয়ার পর তালাক হয়ে যাবে। আর যদি পুনঃ দুমাস

www.nagorikpathagar.org

গত হয় এবং দাসী কখনও ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তবে স্বাধীন স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর যদি দাসীর ইদ্দত তার পূর্বেই গত হয়ে যায়, তবে স্বাধীন স্ত্রীর উপর কোন তালাক পড়বে না। আর যদি উভয় স্বাধীন স্ত্রী হয় তবে চারমাস গত হওয়ার পর উভয় বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী এরূপ বলে যে, যদি আমি তোমাদের কারও সাথে মিলন করি তবে তোমাদের একজন তালাক। তবে স্বামী উভয়ের সাথেই ইলাকারী হবে এবং দাসী স্ত্রী দুমাস চলে যাবার পর তালাক হয়ে যাবে। তারপর যখন আরও দুমাস চলে যাবে, তখন স্বাধীণ স্ত্রীও তালাক হবে। চাই দাসী স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক। আর যদি উভয়ে স্বাধীন স্ত্রী হয়, তবে চারমাস গত হওয়ায় প্রত্যেকের উপরে এক তালাক বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি সে উভয়ের মধ্যে কার সাথে মিলন করে, তা হলে হানেছ হয়ে যাবে, কিন্তু তালাক মাত্র একই হবে এবং সে অনির্দিষ্টভাবে তালাক হবে এবং কসম বাতিল হয়ে যাবে অর্থাৎ সামনে ইহার কোন তাছির থাকবে না।

কিন্তু যদি সে এরূপ বলে, যদি আমি তোমাদের কারও সাথে মিলন করি তবে সে তালাক। তাহলে এরূপ ছুরতে কারও সাথে মিলন করে, তবে সে তালাক হয়ে যাবে এবং তখনও কসম বাতিল হবে না। যেমন নাকি যদি সে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে মিলন করে, তবে সেও তালাক হয়ে যাবে। এটা জামে; কবীরের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজ দুই স্ত্রীকে বলে যে, আল্লাহর কসম আমি এর সাথে বা ওর সাথে মিলন করব না; তারপর মুদ্দত গত হয়ে যায়, তবে উভয়ে বায়েনাহ হয়ে যাবে। এটা ফুছুলে এমাদিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি এরূপ বলে, আমি এর সাথে মিলন করব এবং ওর সাথে, তবে এটা ঐ কথার অনুরূপ হয় যে, যদি আমি তোমাদের উভয়ের সাথে মিলন করি অর্থাৎ সে উভয়ের সাথে ইলাকারী হয়ে যাবে। আর যদি সে এরূপ বলে যে, যদি আমি এর সাথে মিলন করি তারপর উহার সাথে, তবে সে ইলাকারী হবে না। এটা মেরাজুদ্দেরায়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে ইলা করল। তারপর তাকে এক তালাক বায়েন দিয়ে দিল। তবে যদি ইলার সময় হতে চারমাস অতীত হয় এবং তখনও সে তালাকের ইদ্দতে থাকে, তবে ইলার কারণে এর উপর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। আর যদি ইলার মুদ্দত গত হওয়ার আগে সে ইদ্দত হতে খারিজ হয়ে যায়, তবে ইলার কারণে কোন তালাক পড়বে না। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে ইলা করল, তারপর তাকে তালাক দিয়ে দিল, তারপর তাকে বিয়ে করে নিল, তবে যদি ইলার ইদ্দত গত হওয়ার আগে তাকে বিয়ে করে, তা হলে ইলা ঐরূপই বাকি থাকবে। যেমন নাকি যদি ইলার সময় হতে চারমাস অতি করা ছাড়া গত হয়ে যায়, তবে ইলার কারণে এর উপর এক তালাক পড়বে। আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে উহাকে বিয়ে করে, তবে ইলার মুদ্দত থাকবে; কিন্তু ইলার মুদ্দত বিয়ের সময় হতে মো'তাবার হবে। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে ইলা করল; কিন্তু এর পূর্বে তাকে এক তালাক বায়েন দিয়াছিল, তবে সে ইলাকারী হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি মুতাল্লাকায়ে রেজিয়্যাকে ইলা করে, তবে ইলাকারী হয়ে যাবে; কিন্তু যদি মুদ্দত অতীত হওয়ার আগে এর তালাকের ইদ্দত অতীত হয়, তবে ইলা ছাকেত হয়ে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে ইলা করে, তারপর মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর চারমাস অতিক্রান্ত হয়, তবে ইলার কারণে বায়েনাহ হবে না। কেননা, মোরতাদ হওয়ার কারণে অধিকার ক্ষুণ্ন এবং বায়েনাহ পড়েছে– যদিও মোরতাদ হওয়ার কারণে ইলা এবং জেহার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দুটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু মোখতার রেওয়ায়েত যা আমরা বললাম। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাকের কসম খেল যে, আমি ওকে তালাক দিব না, তারপর ঐ স্ত্রীকে ইলা করল এবং ইলার মুদ্দত গত হয়ে গেল, তবে ঐ ব্যক্তি হানেছ হবে; এবং এর উপর এক তালাক ইলার

কারণে এবং দ্বিতীয় তালাক কসমের কারণে পড়বে। যদি কোন ব্যক্তি কসম খায় অথচ সে বোবা, তবে কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে। তবে মোখতার অভিমত অনুযায়ী যার সম্পর্কে কসম খাওয়া হয়েছে, উক্ত স্ত্রীর উপর তালাক পড়বে না। এটা তাতারখানিয়াহর মধ্যে আছে।

এক গোলাম নিজ স্বাধীন স্ত্রীকে ইলা করল। তারপর উক্ত স্বাধীন স্ত্রী ঐ গোলামের মনিব হয়ে গেল, তবে ইলা বাকি থাকবে না। আর যদি ঐ স্ত্রী উক্ত গোলামকে বিক্রি করে দেয় অথবা স্বাধীন করে দেয়, তারপর ঐ গোলাম উক্ত স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, তা হলে পূর্বোক্ত ইলা পুনরায় পড়বে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। আর যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে দুমাস এবং দুমাস মিলন করব না, তবে সে ইলাকারী হয়ে যাবে। এভাবে যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলন করব না, দুমাস এবং দুমাস ঐ দুমাসের পরে, তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। আর যদি স্ত্রীকে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে দুমাস মিলন করব না। তারপর একদিন বাদে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে প্রথম দুমাসের পরে পুনঃ দুমাস মিলন করব না, তা হলে ইলাকারী হবে না। আর যদি বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে দুমাস মিলন করব না, তারপর একঘণ্টা নীরব থেকে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে দুমাস মিলন করব না, তবে ইলাকারী হবে না। আর যদি বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে কোরবত করব না দুইমাস এবং দুইমাস নয়। তবে ইলাকারী হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ; এবং মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি বলে যে, আমি তোমার সাথে চারমাস অতী করব না চার মাসের পরে। তবে সে ইলাকারী হবে, যেন সে এরূপ তোমার সাথে দুমাস দুমাসের আগে মিলন করব না। তবে এটাও ইলা এবং ইবনে সেমা' ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একব্যক্তি বলল যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলন করব না চারমাস কিন্তু একদিন, তারপর সাথে সাথেই বলল যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে ঐদিন মিলন করব না, তবে সে ইলাকারী হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

আর যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, আমার তোমার সাথে মিলন করার একমাস পূর্বে তুমি তালাক, তবে যখন পর্যন্ত একমাস গত না হয়, তবে সে ইলাকারী হবে না। তারপর যখন একমাস গত হয়ে গেলে এবং সে মিলন না করে, তবে সেই সময় হতে ইলা হবে। তারপর যদি একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইলার মুদ্দত শেষ হওয়ার আগে তার সাথে জেমা করে, তবে কসমে হানেছ হওয়ার কারণে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি চারমাস গত হয়ে যায় এবং সে জেমা না করে, তবে এক তালাক বায়েনাহর দ্বারা ইলার কারণে বায়েন হবে। আর এভাবে যদি এরূপ বলে, আমার তোমার সঙ্গে মিলন করার একমাস, তবে তালাক, যদি আমি তোমার সাথে মিলন করি। তা হলেও এই হুকুম হবে। এটি জামে' কবীরের মধ্যে আছে।

শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, আমার তোমার সঙ্গে মিলন করার কিছু আগে তুমি তালাক, তবে ইলাকারী হয়ে যাবে। তবে সে যদি তার সাথে মিলন করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তালাক পড়বে। আর যদি তাকে চারমাস ছেড়ে দেয় তবে ইলার কারণে বায়েনাহ হয়ে যাবে। এটা তাতারখানিয়ায় আছে। আর যদি নিজ দুই স্ত্রীকে বলে যে, তোমরা উভয়ে তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা, তোমাদের সাথে আমার মিলন করার একমাস আগে, তবে একমাস গত হওয়ার আগে সে তাদের উভয়ের সাথে ইলাকারী হবে না। তারপর একমাস চলে যাবার পর উভয়ের সাথে ইলাকারী হবে। তারপর যদি উভয়কে চারমাস ছেড়ে দেয়, তবে উভয় বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি উভয়ের সঙ্গে মিলন করে, তবে প্রত্যেকে তিন তালাক দ্বারা বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি সে উভয়ের মধ্যে একজনের সঙ্গে একমাস

www.nagorikpathagar.org

গত হওয়ার আগে মিলন করে অথবা উভয়ের সঙ্গে মিলন করে, তবে ইলা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এককাস চলে যওয়ার পরে একজনের সঙ্গে মিলন করে, তবে তার সাথে ইলা ছাবেত হবে এবং দ্বিতীয়জনের ইলা বাকি থাকবে। তারপর যদি সে দ্বিতীয়জনের সাথেও মিলন করে, তবে উভয়ে তিন তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর যদি সে এরূপ বলে যে, তোমরা উভয়ে তিন তালাক। তোমাদের সাথে আমার মিলন করার একমাস পূর্বে। তা হলেও এই হুকুম হবে। ইহা জামে' কবীরের মধ্যে আছে। আর যদি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করার উপরে নিজের গোলাম আযাদ হওয়ার কসম খায়, তারপর ঐ গোলামকে বিক্রি করে দেয়, তবে ইলা ছাকেত হয়ে যাবে। তারপর যদি মিলন করার আগে ঐ গোলাম এর মিলকিয়াতে ফিরে আসে, তবে পুনরায় ইলা মো'নাকেদ হবে। আর যদি মিলন করার পর তার মিলকিয়াতে আসে তবে ইলা মো'নাকেদ হবে না।

আর যদি এরূপ বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে মিলন করি, তবে আমার এই উভয় গোলাম স্বাধীর হয়ে যাবে, তারপর উভয়ের মধ্যে এক গোলাম মরে গেল অথবা সে এক গোলামকে বিক্রি করে দিল, তবে ইলা বাতিল হবে না। আর যদি সে উভয়কে বিক্রি করে দেয় অথবা উভয়ে মরে যায়, চাই তা সাথে সাথে হোক অথবা আগে পরে, তবে ইলা ছাকেত হয়ে যাবে। তারপর যদি মিলনের আগে তাদের মধ্যে এক গোলাম তার মিলকিয়াতে আসে, তবে ইলা মো'নাকেদ হবে। তারপর যদি দ্বিতীয় গোলামও তার মিলকিয়াতে আসে, তবে প্রথম গোলামের মিলকিয়াতে আসার সময় হতে ইলার এতেবার হবে। আর যদি বলে, যদি আমি তোমার সাথে মিলন করি, তবে আমার উপর নিজ পুত্রের কোরবানী ওয়াজিব, তবে সে ইলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

আর যদি দুই গোলামের মধ্যে এক অনির্দিষ্ট গোলামের স্বাধীন হওয়ার উপর ইলা করে, তারপর উভয়ের মধ্যে এক গোলামকে বিক্রি করে দেয়, তারপর তাকে কিনে নেয়, তারপর দ্বিতীয় গোলামকে বিক্রি করে দেয়, তবে ইলার মুদ্দত ঐ সময় হতে হবে, যে সময় হতে প্রথম বিক্রয়কৃত গোলামকে কিনেছে। আর যদি প্রথম বিক্রয়কৃত গোলামের খরিদ করার আগে দ্বিতীয় গোলামকে বিক্রি করে দেয়, তবে ইলা ছাকেত হয়ে যাবে।

আর যদি বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে মিলন করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন, যদি সে চাঁদ দেখে, অথবা প্রত্যেক দাসী যাকে, আমি খরিদ করব সে স্বাধীন, তবে সে ইলাকারী হবে। আর যদি বলে যে, এ গোলাম মুক্ত যদি আমি তাকে কিনি অথবা অমুক তালাক যদি আমি বিয়ে করি অথবা বলে যে, প্রত্যেক স্ত্রী তালাক যাকে আমি আরব দেশ হতে বিয়ে করব অথবা বলে যে প্রত্যেক মুসলমান মহিলা অথবা বলে যে, এই দিরহাম ছদকাহ যদি আমি তার মালিক হই, তবে ইলাকারী হবে না। কারণ হল, এটা মিলন করার প্রতিবন্ধক নয়। এটা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে মিলন করি, তবে আমার এই গোলাম মুক্ত তারপর চারমাস অতীত হয়ে যায় এবং স্ত্রী কাজীর নিকট নালিশ করে এবং কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়, তারপর গোলাম সাক্ষী কায়েম করে যে, আমি আসল মুক্ত তবে তার মুক্তির হুকুম দেওয়া যাবে এবং ইলা বাতিল হয়ে যাবে। আর উক্ত স্ত্রীকে নিজ স্বামীর নিকট ফেরত দেওয়া যাবে– এই কারণে যে, প্রকাশ পেয়েছে সে ইলাকারী ছিল না। কোন বিষয় লাযেম আসা ছাড়া সে তার সাথে অতী করতে পারত। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। তারপর একদিন চলে গেল, তারপর বলল, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। তারপর একদিন চলে গেল। সে পুনঃ বলল, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না, তবে ইহা তিনটি কলম হল এবং তিনটি ইলা হল। যেমন নাকি যদি চারমাস গত হয়ে যায়, তবে এক তালাক দ্বারা বায়েনাহ হয়ে যাবে। তারপর যখন একদিন গত

www.nagorikpathagar.org

হবে তখন দ্বিতীয় তালাক পড়বে। অতঃপর যখন একদিন আরও গত হবে, তখন তৃতীয় তালাক পড়ে উক্ত স্ত্রী তিন তালাক দ্বারা বায়েনাহ হয়ে যাবে। তারপর যখন পর্যন্ত সে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিয়ের মাধ্যমে হালালাহ না হয়ে আসবে, তখন পর্যন্ত এর জন্য হালাল হবে না। আর যদি সে ঐ কসমের পরে স্ত্রীর সাথে মিলন করে, তবে তার উপর তিন কাফফারাহ আবশ্যক হবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কেউ এক বৈঠকে তিনবার নিজ স্ত্রীর সাথে ইলা করে, অর্থাৎ বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। তবে যদি সে একই কথার পুনরুক্তির নিয়ত করে, তবে একই ইলা এবং একই কসম হবে। আর যদি সে কোন নিয়তই না করে, তবে এক ইলা এবং দুই কসম হবে। আর যদি কথাকে শক্ত ও কঠিন করার নিয়ত করে, তবে এক ইলা এবং তিন কসম হবে। এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত।

ইলা কত প্রকার

উল্লেখ্য যে, ইলা চার প্রকার। যেমন প্রথম হল : ইলা এক এবং কসম এক। যেমন বলল, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। দিতীয় হল : ইলা দুই এবং কসমও দুই। এর ছুরত এই যে, কেউ নিজ স্ত্রীকে দুই বৈঠকে ইলা করল অথবা বলল যে, যখন কালকের দিন আসবে, তবে আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। আর যখন পরশু দিন আসবে, তবে আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। তৃতীয় হল : ইলা এক এবং কসম দুই। এই মাসয়ালার মতভেদ বিদ্যমান। যেমন যদি সে একই মজলিসে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলন করব না, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না এবং তাদ্বারা তাগলীজের নিয়ত করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ইলা এক এবং কসম দুই-ই হবে। এমন কি যদি সে চারমাস গত হওয়া পর্যন্ত মিলিত না হয়, তবে এক তালাক দ্বারা বায়েনাহ হবে। আর যদি মিলিত হয়, তবে দুই কাফফারা আদায় করা লাযেম হবে। আর চতুর্থ হল : ইলা দুই এবং কসম এক, যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল যে, প্রত্যেকবার, যখন তুমি ঐ দুই ঘরে প্রবেশ করবে, তবে আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হবে না। তারপর স্ত্রী ঐ দুই ঘরের কোন এক ঘরে দুবার প্রবেশ করল অথবা উভয় ঘরে একবার প্রবেশ করল, তবে তা দুই ইলা এবং এক কসম। যেমন নাকি প্রথম ইলা প্রথমবার প্রবেশ করার উপরে ও দ্বিতীয় ইলা দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার উপরে মো'নাকেদ হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

আর যদি বলে যে আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না এক বছর কিন্তু একদিন অর্থাৎ একদিন পরে এর এই দিন বছরের শেষ দিক হতে কমিয়ে দেওয়া যাবে। তবে সকলে একমত যে, সে ইলাকারী হবে। একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, আল্লাহর কসম, আমি এক বছর তোমার সাথে মিলিত হব না, তারপর যখন চারমাস চলে গেল, সে এক তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হল। তারপর তাকে বিয়ে করল। তারপর আবার যখন চারমাস গত হল এবং সে বায়েনাহ হল, তবে যদি আবার তাকে বিয়ে করে, তবে সে পুনঃ বায়েনাহ হবে না। কারণ এই যে, বৎসরের মধ্যে চারমাসের কম বাকি রয়েছে। ইহা গায়াতুল বয়ানের বিবরণ।

আর যদি বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না এক বৎসর পর্যন্ত; কিন্তু একদিন। তবে আমাদের আছহাবত্রয়ের অভিমত অনুযায়ী সে তখনই ইলাকারী হবে না এবং হযরত ইমাম জুফর (রহঃ) এর মতে তখনই ইলাকারী হবে। তবে আমাদের নিকট যদি এক বৎসর চলে যায় এবং কোনদিন ঐ ব্যক্তি ওর সাথে মিলন না করে, তবে তার উপর কাফফারা আদায় করা লাযেম হবে না। আর যদি এরূপ বলে, তারপর তার সাথে কোন একদিন

www.nagorikpathagar.org

মিলিত করে, তবে দেখতে হবে, যদি ঐ বছরের চারমাস বা বেশি বাকি থাকে, তবে ইলাকারী হবে। আর যদি কম বাকি থাকে, তবে ইলাকারী হবে না এবং এরূপ মতভেদ এই মাসয়ালায়ও আছে, যেমন যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না এক বৎসর পর্যন্ত; কিন্তু একবার তবে হুকুম পূর্বানুরূপ হবে; তবে পার্থক্য এতটুকু যে, কিন্তু একদিন বলার ছুরতে যখন সে বৎসরের মধ্যে স্ত্রীর সাথে কোনদিন মিলন করে এবং বৎসরের মধ্যে চারমাস বা তার বেশি বাকি থাকে, তবে যখন পর্যন্ত ঐ দিনের সূর্য অস্ত না যায়, তখন পর্যন্ত সে ইলাকারী হবে না এবং ইলার মুদ্দত ঐদিন সূর্যাস্তের সময় হতে মো'তাবার হবে এবং কিন্তু একবার (বা একবার ছাড়া) বলার ছুরতে একবার জেমা হতে অবসর হওয়ার পর হতে ইলাকারী হয়ে যাবে এবং অতী হতে অবসর হওয়া মাত্রই ইলার মুদ্দত শুরু হয়ে যাবে। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

আর যদি সে কোন নির্দিষ্ট মুদ্দত বয়ান না করে, যেমন বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না একদিন ছাড়া। তবে যখন পর্যন্ত ওর সাথে একদিন মিলন না করে, তখন পর্যন্ত ইলাকারী হবে না। যখন মিলন করবে, তখন ইলাকারী হবে। আর যদি বলে যে, এক বৎসর একদিন ছাড়া যে, যাতে আমি তোমার সাথে মিলন করব না। তবে কখনও ইলাকারী হবে না। আর যদি এরূপ এসতেছনার সাথে মুদ্দত মতলকান ছেড়ে দেয়, তা হলেও একই হুকুম হবে। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। আর যদি নিজ দুই স্ত্রীকে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সাথে মিলিত হব না একদিন একদিন ছাড়া, যেদিন আমি তোমাদের সাথে মিলিত হব। তবে এই কসম দ্বারা সে কখনও ইলাকারী হবে না। তবে যদি সে ঐ দুই দুই স্ত্রীর সাথে দুইদিন জেমা করে, তবে দ্বিতীয় দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হানেছ হয়ে যাবে।

আর যদি বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না একদিন ছাড়া। অথবা একদিন ছাড়া আমি অথবা একদিন ছাড়া এক যেদিন আমি তোমার সাথে মিলন করব অথবা একদিন ছাড়া এক যেদিনে আমি তোমার সাথে মিলিত হব। তবে ইলাকারী হবে না। এমন কি, একদিন ঐ উভয়ের সঙ্গে জেমা করে। তারপর যখন এদিন চলে যায়, তবে উভয়ের সাথে ইলাকারী হয়ে যাবে। ইলার আলামত পাওয়া যাবার কারণে, আর যদি উভয়ের সাথে দুই বিভিন্ন দিনে মিলিত হয়, যেমন একজনের সাথে বৃহস্পতিবার এবং অন্যজনের সাথে জুমার দিন মিলিত হয, তবে হানেছ হয়ে যাবে এবং কসম ছাবেত হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি উভয়ের সহিত বৃহস্পতিবার দিন, তারপর উভয়ের সাথে জুমার দিন মিলন করে, তাহলেও এই হুকুম হবে। আর যদি উভয়ের সাথে বৃহস্পতিবার মিলিত হয়, তারপর একজনের সাথে জুমার দিন মিলন করে, তবে যার সাথে জুমার দিন মিলন না করে, তার সাথে ইলাকারী হবে আর যার সাথে মিলন করে, তার সাথে ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি বৃহস্পতিবার একজনের সাথে মিলন করে আর জুমার দিন উভয়ের সাথে মিলন করে, তবে বৃহস্পতিবার যার সাথে মিলন না করে, তার সাথে ইলাকারী হয়ে যাবে যখন জুমার দিন সূর্য অস্ত যাবে আর যার সাথে বৃহস্পতিবার মিলিত হয়, তার সাথে ইলা ছাবেত হয়ে যাবে। তারপর যার সাথে বৃহস্পতিবার মিলন করেছিল, যদি তার পর তার সাথে পুনঃ মিলন করে, তবে হানেছ হবে না।

আর যদি দ্বিতীয়জনের সাথে মিলিত হয়, তবে হানেছ হয়ে যাবে এবং উভয়ের সাথে ইলা ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে একজনের সাথে মঙ্গলবার মিলন করে এবং উভয়ের সাথে বৃহস্পতিবার অতী করে, তবে বৃহস্পতিবার দিন এসতেছনার জন্য নির্দিষ্ট হবে। তারপর যদি উভয় স্ত্রীর সঙ্গে জুমার দিন মিলিত হয়, তবে হানেছ হয়ে যাবে এবং কসম ছাকেত হয়ে যাবে। এজন্য যে, এসতেছনার দিন ছাড়া উভয়ের সাথে মিলন করা পাওয়া গিয়েছে। আর যদি জুমার দিন ঐ স্ত্রীর সাথে মিলন করে, যার সাথে মঙ্গলবার মিলন করেছিল, তবে হানেছ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

এজন্য যে, শর্ত এই ছিল যে, উভয়ের সাথে মিলন করে, একজনের সাথে নয়। অথচ সে একজনের সাথেই দুবার মিলন করেছে। তবে ইলা ঐ স্ত্রীর সাথে, যার সাথে মঙ্গলবার মিলন করেনি বাকি থাকবে। আর যদি নিজ দুই স্ত্রীকে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সাথে মিলিত হব না, বৃহস্পতিবার ছাড়া, তবে যখন পর্যন্ত বৃহস্পতিবার গত না হবে, তখন পর্যন্ত ইলাকারী হবে না। তারপর বৃহস্পতিবারের পরে সে ইলাকারী হবে। আর যদি সে এরূপ বলে যে, কোন বৃহস্পতিবার ছাড়া, তবে সে কখনও ইলাকারী হবে না। ইহা জামে' কবীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি এক ব্যক্তির স্ত্রী কুফা থাকে এবং সে নিজে বছরায় থাকে, তারপর সে বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি কুফায় প্রবেশ করব না। তবে সে ইলাকারী হবে না। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না, এমন কি সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে। অথবা এমন কি যে, সেই জানোয়ার, যে কিয়ামতের অল্প পূর্বে বের হবে, সেই জানোয়ার বের হয়, অথবা এমন হয়, তবে কিয়াস এই যে, সে ইলাকারী হবে না। আর এস্তেহসানান ইলাকারী হবে। আর এভাবে যদি বলে যে, এমন কি কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, এমন কি উট সুচের নাকের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যাবে, তা হলেও সে ইলাকারী হবে। যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলন করব না, এমন কি অমুক আমাকে অনুমতি দেয়, অথবা অমুক ব্যক্তি সফর হতে এসে যায়, তবে সে ইলাকারী হবে না; কিন্তু কসম হয়ে যাবে। এমন কি যে, যদি এর পরে ওর সাথে মিলিত হয়, তবে এর কাফফারা আদায় করা লাযেম হবে; কিন্তু যদি অমুক মরে যায়, তবে তখন হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট সে ইলাকারী হবে এবং তরফাইনের নিকট কসম বাতিল হয়ে যাবে। যেমন নাকি যদি এর পরে স্ত্রীর সাথে মিলন করে, তবে হানেছ হবে না। অতএব যখন কসমই বাতিল হয়ে যাবে তখন ইলাকারী হবে না। ইহা জামে' কবীরের মধ্যে আছে।

আর যদি বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না, আমার গোলাম আযাদ না করা পর্যন্ত অথবা আমার অমুক স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত। অথবা আমি একমাস রোযা না রাখা পর্যন্ত। তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতানুযায়ী ইলাকারী হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, আমি তোমার সাথে মিলিত হব না, নিজের গোলাম হত্যা না করা পর্যন্ত অথবা গোলামকে প্রহার না করা পর্যন্ত, অথবা অমুককে হত্যা না করা পর্যন্ত, অথবা অমুককে প্রহার না করা পর্যন্ত অথবা তাকে গালি না দেওয়া পর্যন্ত, অথবা ঐরূপ কোন কথা না বলা পর্যন্ত। তবে ইলাকারী হবে না। এজন্য যে সাধারণ প্রচলন এবং রেওয়াজ অনুযায়ী ঐ সমস্ত ব্যাপারের কসম করা যায় না। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খোলা তালাকের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

খোলা তালাকের শর্ত এবং হুকুম

বিবাহের মিলকিয়াতকে বিনিময়-বদলের দ্বারা খোলা শব্দের মাধ্যমে দূর করে দেওয়াকে খোলা বলা হয়। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। কোন কোন ক্ষেত্রে খরিদ ও বিক্রি শব্দ দ্বারাও ইহা শুদ্ধ হয়ে থাকে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। খোলার শর্ত এবং তালাকের শর্ত একই প্রকার এবং খোলার হুকুম হল এর দ্বারা তালাকে বায়েন পড়ে থাকে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। খোলার মধ্যে তিন তালাকের নিয়ত করা শুদ্ধ। যদি কেউ স্ত্রীকে কয়েকবার বিয়ে করে ও কয়েকবার খোলা দিয়ে দেয় তবে আমাদের নিকট তিনবারের পরে অন্য স্বামীর নিকট বিয়ে ছাড়া ঐ মহিলা ঐ ব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

(প্রথম স্বামীর) জন্য হালাল থাকবে না। এটা জামে' ছগীরের মধ্যে আছে। আর সাধারণ ওলামাদের কাছে খোলা জায়েয হওয়ার জন্য শাসকের হাজির থাকা শর্ত নয় এবং তাদের অভিমত শুদ্ধ। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মনে ধারণা জন্মে যে, তাদের দ্বারা এখন আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলা অসম্ভব। তখন এটাতে কোন দোষ হবে না যে, স্ত্রীর কিছু মাল দিয়ে দেওয়ায় স্বামী তাকে খোলা দিয়ে দিবে। তখন উভয়ে এরূপ কাজ করবে। তখন এক তালাক বায়েন পতিত হবে এবং মহিলার উপর মাল দেওয়া আবশ্যক হবে। এটা হেদায়াহর মধ্যে আছে। আর যদি অপরাধ স্বামীর দিক হতে হয়, তবে খোলার উপরে তার জন্য কোন মাল নেওয়া বৈধ হবে না। আর এই হুকুম হবে দিয়ানাতান। আর যদি সে মাল নিয়ে নেয়, তবে কাজায়ান আবশ্যক হবে। আর মহিলার উপর মাল দেওয়া ওয়াজিব হবে। এমন কি স্বামীর নিকট হতে প্রদত্ত মাল ফেরত নেওয়ার তার কোন অধিকার থাকবে না, এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

আর যদি অপরাধ স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়, তবে আমাদের মতে যে পরিমাণ মাল স্বামী তাকে দিয়েছে তার চেয়ে বেশি নেওয়া স্বামীর জন্য মাকরূহ হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সে বেশি নেয়, তবে কাজায়ান জায়েয হবে। এটা গায়াতুল বয়ানে উল্লেখ আছে। যদি স্বামী বলে যে, তুমি নিজেকে আমার নিকট হতে এই পরিমাণ খোলার মধ্যে নিয়ে যাও। স্ত্রী বলল যে, আমি খোলার মধ্যে নিয়েছি। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, শুদ্ধ হবে। আর কারও কারও মতে শুদ্ধ হবে না। আর উত্তম এই যে, শুদ্ধ হবে না; কিন্তু যদি সে তাহকীক এবং তাকরীরের নিয়ত করে, তবে শুদ্ধ হবে। এই কারণে যে, এটা জাহের। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি স্বামী বলে যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ মালের উপর খোলা দিয়ে দিয়েছি। তারপর স্ত্রী বলে যে, হাঁ, তবে কিছুই হবে না। যেন বলল যে, হাঁ, তুমি আমাকে খোলা দিয়ে দিয়েছ। আর যদি বলে যে, আমি রাজী হয়েছি। অথবা আমি অনুমতি দিয়েছি, তবে শুদ্ধ হবে। এভাবে যদি স্ত্রী বলে যে, তুমি আমাকে এই পরিমানের বদলে তালাক দিয়ে দাও। আর স্বামী বলে যে, হাঁ, তবে এটা কিছুই হবে না। এজন্য যে এটা ওয়াদাহ স্বরূপ। তার বিপরীত যে, যদি স্ত্রী বলে যে, আমি হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক। তারপর স্বামী বলে যে, হাঁ। তবে তালাক পড়বে। যেন সে এরূপ বলল যে, হাঁ তুমি হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক। এটা গায়াতুস সুরুজীর বিবরণ।

যদি মোহর ছাড়া কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে খোলা করা হয়, তারপর যদি স্ত্রী মাদখুলাহ হয়, আর সে নিজের মোহর আদায় করে নেয়, তবে সে স্বামীকে খোলার মাল দিয়ে দিবে এবং উভয়ের মধ্যে কেউ তালাকের পরে অন্যজনের পিছনে ঘুরবে না। আর যদি স্ত্রী মোহর উসুল না পায়, তবে স্ত্রী স্বামীকে খোলার বিনিময় দিয়ে দিবে এবং স্বামীর নিকট হতে মোহরের কিছু চাইবে না। এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত। আর যদি স্ত্রী গায়রে মাদখুলাহ হয় এবং সে মোহর উসুল পায়, তবে স্বামী তার নিকট হতে খোলার বিনিময় নিয়ে নিবে এবং তারাক দুখুলের পূর্বে হওয়ার কারণে মাকবুজাহ মোহরের অর্ধেক ফেরত নিবে না। এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ)এর অভিমত। আর যদি মোহর মাকবুজাহ না হয়, তবে স্বামী তা হতে বদলে খোলা নিয়ে নিবে; এবং স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে মোহরের অর্ধেক নিতে পারবে না। এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ)এর অভিমত। যদি স্ত্রীকে তার মোহরের উপর খোলা দিয়ে দেয় আর যদি স্ত্রী মাদখুলাহ হয়, আর তার মোহর মাকবুজাহ হয়, তবে স্বামী তার নিকট হতে তার মোহর ফেরত নিবে। আর যদি মোহর মাকবুজাহ না হয়, তবে স্বামী হতে সমস্ত মোহর ছাকেত হয়ে যাবে। আর উভয়ের মধ্যে কেউই কারও নিকট কিছু চাইবে না।

আর যদি স্ত্রী মাদখুলাহ না হয়, তবে যদি স্ত্রী মোহর কব্জা করে নেয়, যেমন এক হাজার দিরহাম। তবে এসতেহসানান স্বামী তার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম ফেরত নিবে। আর যদি সে মোহর উসুল না করে, তবে এসতেহসানান

-২৫(খ)

www.nagorikpathagar.org

স্বামী তার নিকট হতে কিছুই ফেরত নিবে না; এবং স্বামীর যিম্মা হতে মোহর ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী হতে মোহরের দশমাংশের উপর খোলা করে এবং মোহর হাজার দিরহাম হয়, তারপর যদি স্ত্রী মাদখুলাহ হয় আর মহর মাকবুজাহ হয়, তবে স্বামী এটা হতে একশত দিরহাম ফেরত নিবে এবং বাকি অংশ স্ত্রী কব্জায় থাকবে। এটা সব ওলামার ইত্তেফাকী অভিমত। আর যদি মোহর মাকবুজাহ না হয়, তবে স্বামীর যিম্মা হতে সমস্ত মোহর ছাকেত হয়ে যাবে আর এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর রায়।

আর যদি স্ত্রী মাদখুলাহ না হয়, আর যদি মোহর মাকবুজাহ হয়, তবে স্বামী তা হতে অর্ধেক মোহরের দশমাংশ ফেরত নিবে এবং বাকি মোহর হতে হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট যিম্মামুক্ত হবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। এই সমস্ত তখন, যখন স্ত্রীকে সমস্ত অথবা কিছু মোহরের উপর খোলা দেওয়া হয়, আর যদি তা না হয় বরং বিপরীত হয়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট তার হুকুম ঐরূপ হবে, যা হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট খোলার ছুরতে উল্লেখ হয়েছে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি কোন মহিলকে মোহরে মুছাম্মার উপরে বিয়ে করল। তারপর তাকে তালাকে বায়েন দিয়ে দিল। তারপর তাকে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় মোহরের উপর বিয়ে করল। তারপর স্ত্রী তার নিকট হতে নিজের মোহরের উপর খোলা নিয়ে নিল, তবে স্বামী দ্বিতীয় মোহর হতে মুক্ত হবে। প্রথম মোহর হতে নয়। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

স্ত্রীকে দুখুলের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল, অথচ বিয়ের সময়ে তার মোহর ধার্য করা হল না। তবে বয়ান ছাড়াই স্বামীর যিম্মা হতে মোতা' ছাকেত হয়ে যাবে। এটা অজীয়ে কারদারীর বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

যে জিনিস দ্বারা খোলা জায়েয এবং যে জিনিসের দ্বারা জায়েয নয় এর মাসায়েল

যে বস্তু দিয়ে মোহর ধার্য করা জায়েয, তা দ্বারা খোলা করাও জায়েয। এটা হেদায়ায় উল্লেখ আছে। যদি উভয়ের সম্মতিক্রমে শরাব বা শূকর বা মুরদার বা রক্তের উপর খোলা করা হয় এবং স্বামী তা গ্রহণ করে, তবে বিচ্ছেদ ছাবেত হয়ে যেবে এবং স্ত্রীর উপর কোন মাল ওয়াজিব হবে না এবং সে নিজের মোহর হতে কিছু ফেরত দিবে না। এটা হাবীর বর্ণিত মাসয়ালা।

আর যদি স্ত্রীকে নিজের জাতী গোলামের উপর খোলা দিয়ে দেয়, অথবা জাতী গোলামের উপর তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রীর যিম্মায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তালাক পড়ার জন্য কবুল জরুরী। তারপর যে সকল ছুরতে মাল আবশ্যক হয় না এবং খোলা খোলা বা বায় শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, তবে এক তালাক বায়েনাহ পড়বে আর যে ছুরতে খোলা তালাক শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, তবে মাদখুলাহ এর ছুরতে এক তালাক রেজয়ী পড়বে, যেমন নাকি যদি শরাবের উপর অথবা স্ত্রীর স্বামীর মোহর ছাড়া অন্য স্বামীর উপর স্ত্রীর অন্য কোন কর্জ পাওনা থাকলে তা হতে মুক্ত করে দিবার উপর অথবা কর্জ আদায় করার সময় দিবার উপর স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে এভাবে মুক্ত করা শুদ্ধ এবং সময় দেওয়াও শুদ্ধ হবে এবং এক তালাক রেজয়ী হবে। এটা এতাবিয়াহর বিবরণ।

আর যদি খোলার মধ্যে এমন বস্তুর কথা বরা হয়, যা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে যেমন যে বস্তু তার ঘরে আছে বা হাতের মধ্যে আছে, তার উপর খোলা নিল। তবে দেখা যাবে যে, তার হাতে বা ঘরে ঐ সময়ে যদি কোন বস্তু থাকে, তবে তার স্বামীর হবে। আর যদি না তাকে, তবে স্বামীর কিছুই মিলবে না। এইভাবে যদি স্ত্রী যা তার

www.nagorikpathagar.org

বকরীর পেটে আছে বা তার দাসীর পেটে আছে, তার উপরে খোলা লয় এবং বাচ্চার নাম প্রকাশ্যভাবে না বলে, তা হলেও উক্ত হুকুম হবে।

আর যদি স্ত্রী খোলার মধ্যে এমন জিনিসের কথা বলে, যা অবশ্য মাল, কিন্তু মৌজুদ নেই। পরে পাওয়া যেতে পারে, যেমন খোলা নিল খেজুর গাছের ফলের উপর যা এই বৎসর আসবে অথবা এই বৎসর সে যা কামাই করবে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে, সে যে মোহর উসুল পেয়েছে, তা ফিরিয়ে দিবে। তাই উল্লিখিত বস্তু পাওয়া যাক, কি না পাওয়া যাক যদি স্ত্রী খোলার মধ্যে এমন জিনিসের কথা বলে, তা মাল এবং তা মৌজুদ হওয়ার জন্য সময়েরও প্রয়োজ নেই; কিন্তু তার পরিমাণ উল্লেখ নেই, তবে এই কারণে খোলা স্থগিত হবে না, যেমন খোলা নিল এই মালের উপর যা তার হাতে বা ঘরে মৌজুদ আছে, অথবা এই ফলের উপর যা তার বৃক্ষের খুরমার উপর, যা তার বৃক্ষে মৌজুদ আছে, অথবা বকরীর বাচ্চার উপর যা বকরীর পেটে আছে। অথবা দুধের উপর, যা তার বকরীর দুগ্ধথলির মধ্যে আছে। তবে যে বস্তুর কথা উল্লেখ করে, যদি তা উপস্থিত ক্ষেত্রে মৌজুদ থাকে, তবে স্বামীর তাই মিলবে। আর যদি মৌজুদ না তাকে তবে স্ত্রীর উপর মোহর মাকবুজাহ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি খোলা এমন বস্তুর উপর করা হয়, যার সংখ্যা বা পরিমাণ জানা যায, যেমন যদি এরূপ বলে যে, আমার হাতে যে দীনার বা দিরহাম বা পয়সা আছে, যার সংখ্যা বা পরিমাণ জানা যায়, যেমন যদি এরূপ বলে যে, আমার হাতে যে দীনার বা দিরহাম বা পয়সা আছে, তবে তার নিম্নতম পরিমাণ যা ধরা হয় তা হল তিন। তারপর যখন তার পরিমাণ জানা গেল তখন যদি দেখা যায় যে, স্ত্রী হাতে তিন বা তার বেশি আছে, তবে স্বামীর তাই মিলবে। আর যদি দেখা যায় যে, স্ত্রীর তা হতে কম আছে, তবে দিরহাম বা দীনার তার ছুরতে ওজনের হিসাবে তিন দিরহাম বা দীনার মিলবে। আর পয়সা থাকার ছুরতে গণনার হিসেবে তিন পয়সা মিলবে। যদি স্ত্রীর হাতে দুই দিরহাম থাকে, তবে স্ত্রীর হুকুম দেওয়া যাবে, সে তিন দিরহাম পুরা করে দিবে।

আর যদি খোলার মধ্যে এমন বস্তুর বয়ান করে যা মাল এবং ইশারা এমন বস্তুর দিকে করে যা মাল নয়। যেমন স্ত্রী এক মটকা সিরকার উপর খোলা নিল। অর্থাৎ মটকার দিকে ইশারা করল; কিন্তু মটকায় শরাব পাওয়া গেল। তবে যদি স্বামীর জানা তাকে যে, তাতে শরাব আছে, তা হলে তার কিছুই মিলবে না। আর যদি জানা না তাকে তবে স্ত্রীকে সে যে মোহর দিয়েছে, তা ফেরত নিবে এবং এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর অভিমত। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

আর যদি স্ত্রীকে এক নির্দিষ্ট গোলামের উপরে খোলা দেয়, তারপর প্রকাশ পায় যে, উক্ত গোলাম আযাদ অথবা তার মৃত্যু হয়েছে, তবে স্বামী তাকে যা কিছু দিয়েছে ফেরত দিয়ে দিবে। তাকে স্ত্রী নিজ স্বামীর সাথে এরূপ একরার নিল যে, মোহর এবং ইদ্দতের খোরপোষ খোলার বিনিময়, তবে শর্ত এই যে, স্বামী তাকে বিশ দিরহাম ফিরিয়ে দিবে। তবে এটা শুদ্ধ হবে এবং স্বামীর যিম্মায় বিশ দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে। এটা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। যদি স্ত্রী কোন পলাতক গোলামের উপর খোলা নেয়, এই শর্তের উপরে যে, স্ত্রী তার জেমান মুক্ত। তবে এটাতে সে জেমান মুক্ত হবে না। অতঃপর যদি স্ত্রীর উপর হাত আসে, তবে সে সেই গোলামকেই স্বামীর নিকট সোপর্দ করবে আর যদি তাতে সে অসমর্থ হয়, তবে সে তার মূল্য দিয়ে দিবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রী কোন জন্তুর উপর খোলা নেয় যার অছফ বয়ান করে সে তার যিম্মা নিজের উপর নিয়ে নেয়, যেমন ঘোড়া বা খচ্চর বা গাধা ইত্যাদি, তবে খোলা জায়েয হবে এবং স্বামীর ঐ জাতীয় একটি মধ্যম শ্রেণীর জন্তু মিলবে; কিন্তু স্ত্রীর অধিকার থাকবে, চাই সে তার মধ্যম শ্রেণীর একটি জন্তু দিয়ে দেয় বা তার মূল্য দিয়ে দেয়। আর যদি স্ত্রীকে কোন

www.nagorikpathagar.org

গায়রে অছফ বয়ানকৃত জন্তুর উপর খোলা দেয়, তবে তালাক পড়বে এবং স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে যে, যে বস্তুর উপর স্ত্রীর ঐ ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী তা স্বামীকে ফিরিয়ে দিবে। এটা নিয়াবীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি স্বামী বলে যে, আমি তোমাকে খোলা দিলাম এবং স্ত্রী বলে যে, আমি কবুল করলাম, তবে মোহরের মধ্য হতে ছাকেত হবে না এবং স্বামীর ঐ কথার দ্বারা স্ত্রীর উপর তালাকে বায়েন পড়বে, যদি স্বামী নিয়ত করে এবং তাতে স্ত্রীর কবুলের কোন দখল না থাকে। যেমন নাকি যদি স্বামী ঐ কথা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে এবং স্ত্রী কবুল না করে তা হলেও এক তালাক বায়েন পড়বে। আর যদি সে বলে যে, আমি তালাকের নিয়ত করিনি, তবে তালাক পড়বে না। কাজায়ান এবং দিয়ানাতান উভয় প্রকারই তার মত তাছদীক করা যাবে।

আর যদি পরস্পরের খোলা হয় এবং বিনিময় মালের কথা উল্লেখ করা না হয়, তবে শুধু এই যে, পরস্পর পরস্পর হতে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি স্বামীর উপর মোহর বাকি না থাকে, তবে যে মোহর স্বামী হয়েই থাকে। অতএব হুকুমে এটাই মো'তাবার হবে। এটা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে; এবং এটাই খোলাছাহর মধ্যে আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণের উপর খোলা দিয়ে দিলাম, অর্থাৎ কোন জানা মালের কথা উল্লেখ করল। তবে যখন পর্যন্ত স্ত্রী কবুল না করবে, তখন পর্যন্ত তালাক পড়বে না। আর যদি স্ত্রী কবুল করার পর স্বামী বলে যে, আমি তাদ্বারা তালাকের নিযত করিনি। তবে কাজায়ান তার কওল তাছদীক হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরে খোলার আকদ করে, কিন্তু খোলার পরিমাণ এরূপ ধার্য হয় যে, যা স্বামী বলে, বা যা স্ত্রী বলে বা যা অপর কোন লোক বলে দেয়, তবে এটা মোহরের ছুরতের মত জায়েয হবে; কিন্তু মোহরের ছুরতের মাপকাঠি হল মোহরে মেছাল। কিন্তু এক্ষেত্রে মাপকাঠি হল স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে। যেমন নাকি, যদি স্ত্রী স্বামীর হুকুমের উপর খোলা নেয় এবং স্বামী পরে এই হুকুম করে যে, আমি যা দিয়েছি ঐ পরিমাণ ফিরিয়ে দাও। অথবা তার চাইতে কম পরিমাণ দেওয়ার হুকুম করে, তবে শুদ্ধ হবে। আর যদি তদপেক্ষা বেশি পরিমাণ দিবার হুকুম করে, তবে স্ত্রীর উপর এই আধিক্য ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্ত্রী তা দিতে রাজী হবে। আর যদি স্ত্রীর হুকুমের উপর হয়, তবে যদি স্ত্রী এই পরিমাণ হুকুম করে, স্বামী যে পরিমাণ দিয়েছে, অথবা তদপেক্ষা বেশি দিবার হুকুম করে, তবে জায়েয হবে। আর যদি তদপেক্ষা কম দিবার হুকুম করে, তবে ঐ কমী ছাবেত হবে না-যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামী রাজী হয়ে যায়। এটা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি হুকুম কোন অন্য লোক দেয়, তবে যদি সে মোহরের পরিমাণ হুকুম দেয়, তবে জায়েয হবে। আর যদি সে বেশি বা কম পরিমাণের হুকুম দেয়, তবে বেশির ক্ষেত্রে স্ত্রীর রাজী না হওয়া পর্যন্ত জায়েয হবে না। আর কমীর ক্ষেত্রে স্বামীর রাজী না হওয়া পর্যন্ত জায়েয হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে এই শর্তের উপরে খোলা নয় যে, যে স্বামীর পিতা, উক্ত স্ত্রীর যার মনিব, সে ঐ স্বামীর পিতাকে স্বামীর পক্ষ হতে মুক্ত করে দিবে এবং স্ত্রী এরূপ করল, তবে এ মুক্ত করা স্ত্রীর পক্ষ হতে হবে এবং তার বেলায়েত স্ত্রীর হবে। আর যদি এই শর্তের উপরে খোলা হয় যে, স্বামীর পিতাকে স্বামীর তরফ হতে আযাদ করে দিবে। তারপর যদি আওরাত আযাদ করে, তবে এই মুক্ত করা স্বামীর পক্ষ হতে হবে। তবে এখন প্রথম ছুরতে স্বামী স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর স্ত্রীর নিকট হতে ফেরত নিবে, কি নিবে না, মাশায়েখগণ এটাতে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, ফেরত নিবে কিন্তু শুদ্ধতর হল, কিছু ফেরত নিবে না। এটা তাতারখানিয়ার বিবরণ ।

www.nagorikpathagar.org

নবম পরিচ্ছেদ

মাসয়ালায়ে জেহার

জেহার হল নিজের স্ত্রীর অথবা তার এমন কোন অঙ্গের যে অঙ্গের দ্বারা তার সর্বাঙ্গ তাবীর করা যেতে পারে, তার তাশবীহ দেওয়া কোন মোহাররেমাতে আবাদিয়ার এমন কোন বস্তু তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যার দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়, যদিও মোহাররেমাতে আবাদি নসবের কারণে বা রেজায়াতের কারণে বা অন্য কোন রেশতার কারণে হোক। এটা ফতহুল কাদীরে আছে। চাই স্ত্রী আযাদ অথবা দাসী অথবা মোদাব্বেরাহ অথবা মোকাতেবাহ অথবা উম্মে ওয়ালাদ অথবা কিতাবিয়াহ হোক। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর জেহার শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্ত্রী হওয়া, পুরুষের মধ্যে আহলে কাফফারা হওয়া। এটা ফতহুল কাদীর আছে। যদি কেউ এমন মহিলাকে বিবাহ করে, যে বিয়ের অনুমতি দেয়নি। তারপর তার সাথে জেহার করে, তার পর সে বিয়ে করল এবং মহিলা এজাযত দিল, তবে জেহার বাতিল হবে। আর যদি গোলাম অথবা মোদাব্বের অথবা মোকাতেব নিজ স্ত্রীকে জেহার করে, তবে তার জেহার ছহীহ হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মাসয়ালা।

যদি কেউ নিজ দাসীকে জেহার করে, চাই সে অতীকৃতা বা অতীকৃতা না হোক জেহার ছহীহ হবে না। এটা ফতহুল কাদীরে আছে। যদি কেউ এমন স্ত্রীর সাথে তাশবীহ দেয়, যার হুরমত আবাদী নয়; বরং হুরমত কিছু সময় পর্যন্ত। যেমন মুতাল্লাকায় ছালাছাহ তবে জেহার ছহীহ হবে না। এটা মুলাখখাছুল মুহীতের বিবরণ।

জেহারের আরকান

জেহারের রোকন এই যে, কারও নিজ স্ত্রীকে এরূপ বলা যে, 'আনতে আলাইয়্যা কাজাহরি উম্মী' তুমি আমার উপর আমার মাতার পিঠের ন্যায় অথবা এরূপ বলে যে, তারই অনুরূপ হয়। এটা নেহায়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, তোমার মাথা আমার উপর আমার মায়ের পেটের মতো অথবা তোমার চেহারা বা তোমার গ্রীবা বা তোমার ফুরুজ। তবে জেহার হয়ে যাবে। এভাবে যদি স্ত্রীকে বলে যে, তোমার শরীর আমার উপর আমার মায়ের পেটের মতো অথবা তোমার চতুর্থাংশ শরীর অথবা অর্থাংশ শরীর কিংবা শরীরের কোন বিশেষাংশের কথা উল্লেখ করে, তা হলেও এই হুকুম হবে। এটা বাদায়ে'র বর্ণিত মাসায়েল।

যদি এমন কোন অঙ্গের উল্লেখ করে যার দ্বারা সারা অঙ্গ তাবীর করা যায় না। যেমন হাত অথবা পা, তবে জেহার ছাবেত হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। যদি বলে যে, তোমার পিঠ আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো। অথবা তার পেট অথবা তার ফুরুজের মতো, তবে এটা জেহার হবে না। এটা জাহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে আছে। যদি বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের টাখনুর মতো, তবে কিয়াসান এটা জেহার হবে। আর যদি বলে যে, তোমার রান আমার উপর আমার মায়ের রানের মতো, তবে এটা জেহার হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি স্ত্রীকে নিজের মায়ের এমন অঙ্গের সাথে তাশবীহ দেয় যার দিকে দৃষ্টিপাত করা তার জন্য হালাল নয়, তবে এটার উদাহরণ মাতার পিঠের সাথে তাশবীহ দেওয়ার অনুরূপ অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে জেহার হয়ে যাবে। এভাবে যদি অন্য কোন মহিরার সাথে তাশবীহ দেয়, যাকে তার কোন সময়ের জন্য বিয়ে করা হালাল নয়, যেমন ভগ্নি, ফুপী, রেজায়ী মা এবং রেজায়ী ভগ্নি তা হলেও একই হুকুম হবে। এটা জাওহারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে আছে। যদি মহিলাকে এমন বস্তুর সঙ্গে তাশবীহ দেয়, যার দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল। যেমন চুল, চেহারা, হাত এবং পা তবে এটা জেহার হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি স্বামী বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো। তবে জেহার হয়ে যাবে, চাই স্ত্রী মাদখুলাহ অথবা গায়রে মদখুলাহ হোক। আর যদি বলে যে, তোমার কন্যার পিঠের মতো, তবে যদি মাদখুলাহ হয়, তবে জেহার হবে; কিন্তু মাদখুলাহ না হলে জেহার হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর যদি নিজ স্ত্রীকে নিজের পিতা অথবা পুত্রের স্ত্রীর সাথে তাশবীহ দেয়, তবে জেহার হবে। চাই পিতা অথবা পুত্র নিজ স্ত্রীর সাথে দুখুল করুক, কি না করুক। যদি নিজ স্ত্রীকে এমন মহিলার সাথে তাশবীহ দেয় যার সাথে তার পিতা অথবা পুত্র জিনা করেছে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ বলেন যে, এটা জেহার হবে এবং এটাই শুদ্ধ। যদি ফতোয়া দেওয়া যায় যে, জেহার শুদ্ধ হবে না, তবে তাদের দলীল হল যমানার অবস্থা। যদি নিজ স্ত্রীকে এমন মহিলার মা অথবা মেয়ের সাথে তাশবীহ দেয় যার সাথে জিনা করা হয়েছে, তবে জেহার হয়ে যাবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি শাহাওয়াতের সাথে কোন অচেনা মহিলাকে চুম্বন করে অথবা কামভাবের সাথে তার ফুরুজ্ঞ দেখে, তারপর নিজ স্ত্রীকে তার মেয়ের সাথে তুলনা করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এই ব্যক্তি জেহারকারী হবে না এবং উক্ত কাজগুলি অতীর সাথে তুলনীয় নয়। এটা মুহীতের মাসয়ালা।

জোহারের হুকুম এই যে, কাফফারাহ আদায়ের সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ অতি এবং অতী সংঘটিত হতে পারে যে কাজগুলির কারণে এ জাতীয় কাজ সবই নিষিদ্ধ। এটা ফতোয়ায়ে খাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কাফফারা আদায়ের আগে ঐ স্ত্রীর সাথে অতী করে, তবে আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার করবে এবং তার উপর প্রথম কাফফারা আদায় করা ছাড়া কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি স্ত্রীকে জোহার করে, তারপর তাকে তালাকে বায়েন দেয়, তারপর তাকে বিয়ে করে, তবে তার সাথে অতী বা অন্য ফায়েদাহ লওয়া হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফফারা আদায় করে। যদি স্ত্রী দাসী হয় এবং তার সাথে জেহার করে, তারপর তাকে খরিদ করে, এমনকি মেলকে ইয়ামিনের কারণে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়, তা হলেও কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত অতী ও এছতেমতাআ' হালাল হবে না। এভাবে যদি স্ত্রী আযাদ হয়, তারপর সে ইসলাম হতে মোরতাদ হয়ে যায় এবং দারুল হরবে চলে যায়, তারপর কয়েদ হয়ে দারুল ইসলামে আসে, তারপর ঐ ব্যক্তি তাকে খরিদ করে; তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। যদি স্ত্রীর সাথে জেহার করে নিজে মোরতাদ হয়ে যায়, তা হলেও হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ঐ হুকুম হবে।

জেহারকৃত স্ত্রীকে যদি তিন তালাক দিয়ে দেয়, তারপর যদি সে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিয়ে বসে তারপর আবার সে প্রথম স্বামীর বিবাহে আসে, তবে প্রথম কাফফারা আদায় করা ছাড়া এর সাথে অতী করা জায়েয হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি একই সাথে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মোরতাদ হয়ে যায়, তারপর উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে তারা তাদের জেহারের উপর থাকবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

উল্লিখিত হুকুমসমূহ জেহারে মতলক, বা জেহারে মিআদী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি জেহারে মিআদীর মুদ্দতের মধ্যে চাই একদিন, একমাস বা এক বছর হোক, এর মধ্যে স্ত্রীর সাথে মিলন করে, তবে তার উপর কাফফারা আদায় করা আবশ্যক হবে। আর যদি মিলন না করে, এমন কি মুদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে তার যিম্মা হতে কাফফরা ছাকেত হয়ে যাবে এবং জেহার বাতিল হয়ে যাবে। এটা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে আছে এবং স্ত্রীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, সে জেহারকারী হতে অতীব মোতালেবাহ করে এবং স্ত্রীর উপর ওয়াজিব এই যে, নিজের সাথে তাকে এহ্তেমতায় বাধাদান করে–যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কাফফারা আদায় করে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি জেহারকারী কাফফারা আদায় না করে এবং এই ব্যাপার কাজীর নিকট অভিযোগ আকারে পেশ হয়, তবে কাজী তাকে

www.nagorikpathagar.org

কাফফারা আদায় করাবার জন্য কয়েদ করবে অথবা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে। এটা জহিরিয়াহের মধ্যে আছে। আর যদি জেহারকারী বলে যে, আমি কাফফারা আদায় করে দিয়েছি, তবে তা তাছদীক করা যাবে। এটা নাহরুল ফায়েকে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো, তবে সে জেহারকারী হয়ে যাবে। চাই সে জেহারের নিয়ত করুক অথবা তার কোন নিয়তই না থাকুক। আর যদি সে মরতবা বোযর্গী বা তালাক বা তাহরীমের নিয়ত করে, তা হলেও জেহার ছাড়া কিছুই হবে না। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার মা, তবে তাতে জেহার হবে না; কিন্তু এটা মাকরূহ হবে। অথবা যদি বলে যে, হে আমার কন্যা। অথবা হে আমার বোন! অথবা এরূপ অন্য কিছু, তাহলেও একই হুকুম হবে। আর যদি বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের মতো অথবা আমার মায়ের অনুরূপ, তবে যদি ইহা কোন কিছু নিয়ত করে বলে এবং নিয়ত তালাকের করে, তবে তালাকে বায়েন পড়বে। আর যদি কেরামত বা জেহারের নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত অনুযায়ী হবে। এটা ফতহুল কাদীরের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর যদি তার কোন নিয়ত না থাকে তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর মতানুযায়ী এর উপর কিছু লাযেম হবে না। যেহেতু শব্দকে সম্মান বা কেরামতের অর্থের উপর হামলা করা যায়। এটা জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে; এবং শুদ্ধ হল, এটা সকলের নিকটই জেহার হবে। আর যদি সে এরূপ বলে যে, 'তুমি আমার মায়ের মত' আমার উপর বা আমার নিকট একথা না বলে এবং কোন নিয়ত না করে, তবে সকলের নিকটই তার উপর কিছু আবশ্যক হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে অতী করি তবে যেন মায়ের সঙ্গে অতী করলাম, তবে তার উপর কিছু আবশ্যক হবে না। এটা গায়াতুস সুরুজীর মাসয়ালা।

আর যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার উপর হারাম আমার মায়ের অনুরূপ এবং তালাক বা জেহার বা ইলার নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত অনুরূপ হবে। যদি কিছু নিয়ত না করে, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) নিকটও ছহীহ ইহাই, যা হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি বলে যে, তুমি আমার উপর হারাম আমার মাতার পিঠের মতো; এবং তালাক অথবা ইলার নিয়ত করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট জেহার ছাড়া অন্য কিছু হবে না কিন্তু ছাহেবাইনের নিকট তালাক। আর যদি সে তাহরীমের নিয়ত করে বা কোন কিছুর নিয়ত না করে, তবে সকলের মতে জেহার হবে। যদি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার উপর আমার পিতার পিঠের মতো, বা আমার কোন আত্মীয়ার পিঠের মতো বা কোন আজানবির পিঠের মতো। তবে জেহার হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

আর যদি বলে যে, তুমি আমার পিতার ফুরুজের মতো এবং আমার পুত্রের ফুরুজের মতো। তবে জেহার হবে। ফুরুজ শব্দ আরব দেশে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের লজ্জাস্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের সাথে জেহার করতে পারে না এটা ইমাম মুহাম্মদের রায় এবং ফতোয়াও এর উপর এবং এটা ছহীহ। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত হয়েছে। জেহারের শর্ত হল এ যে, স্বামীর আহলে কাফফারাহ হওয়া চাই। অতএব যিম্মীর জেহার বালক এবং পাগলের অনুরূপ হবে। অর্থাৎ তা শুদ্ধ হয় না। যদি কেউ জেহার করে তারপর পাগল হয়ে যায়। তারপর পুনরায় সে সুস্থ হয়। তবে সে নিজের জেহারের উপর কায়েম থাকবে। এটা নয় যে, সুস্থ হওয়ার কারণে জেহার পুনরায় ফিরে আসে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। জেহারের শর্ত হল এই যে, সে অচেতন না হয়, দিশাহারা না হয়, পাগল না হয় এবং নিদ্রাচ্ছন্ন না হয়। এ সমস্ত লোকের জেহার শুদ্ধ হবে না। যে ব্যক্তি নেশার মধ্যে থাকে তার জেহার

www.nagorikpathagar.org

ওয়াজিব থাকবে। আর যদি গোংগা ব্যক্তির জেহার লিখার দ্বারা অথবা ইশারার দ্বারা হয় এমনভাবে যে, তা বুঝে আসে এবং সে ব্যক্তি জেহারের নিয়ত করে, তবে তার হুকুম তালাকের হুকুমের মতো। এটা তাতারখানিয়ায় আছে। মজুসিয়ার স্বামী মুসলমান হয়ে গেল এবং এর আগে এর স্ত্রীর উপর ইসলাম পেশ করা হয় কিন্তু সে গ্রহণ করল না। তবে এর সাথে জেহার করলে তা বিশুদ্ধ হবে। এ কারণে যে, স্বামী আহলে কাফফারাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যদি স্ত্রী নাবালেগা হয়, হায়েজা হয় বা নেফাস অবস্থায় থাকে অথবা পাগলিনী হয় অথবা গায়রে মাদখুলাহ হয়, যেকোন অবস্থায় তাদের সাথে জেহার করা শুদ্ধ। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে আছে। যদি স্ত্রীকে তালাকে রেজয়ী দিয়ে দেয় তারপর তার সাথে ইদ্দতের মধ্যে জেহার করে, তবে তা শুদ্ধ হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে; এবং যে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং যাকে বায়েনাহ করে দিয়েছে এবং যাকে খোলা দিয়ে দিয়েছে এদের সাথে জেহার করা ছহীহ হবে না, যদিও ইদ্দতের মধ্যে হয়। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। জেহারের সাথে মিলিয়ে যদি তালাক দিয়ে দেয়, তবে সকলের মতে এর উপর কাফফারা আদায় করা লাযেম হবে না। এটা গিয়াসিয়ার মধ্যে আছে। যদি নিজ স্ত্রীকে এরূপ বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো কালকের দিন অথবা কালকের পরের দিন, তবে এটা একই জেহার হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো কালকের দিন এবং যখন পরশু দিন আসবে তবে এটা দুই জেহার হবে। অতএব যদি আজকের কাফফারা দিয়ে দেয়, তবে তা পরশুর জন্য যথেষ্ট হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো প্রত্যেক দিন। তবে এটা একই জেহার হবে। এটা একই কাফফারা আদায় করার দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো প্রত্যেক দিনে। তবে প্রত্যেক দিন আসার পর নূতন জেহার হতে থাকবে। তারপর যখন একদিন গত হবে, তবে সেই দিনের জেহার বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় দিনে নূতন জেহার হবে। এ রকমভাবে প্রত্যেক দিন হতে থাকবে; কিন্তু তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে রাত্রে স্ত্রীর সাথে মিলন করে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। আর যদি বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো প্রত্যেক দিন জেহারের দিক দিয়ে, তবে প্রত্যেক দিন নূতন জেহার পয়দা হবে। অতএব, প্রত্যেক দিন ঐ ব্যক্তি জেহারকারী হবে। আর যদি বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো প্রত্যেকবার যখন দিন আসবে। তবে যখন কোন দিন আসবে তখন ঐ ব্যক্তি ঐ স্ত্রীর সাথে জোহারকারী হয়ে যাবে; এবং ঐ দিনের জেহার ঐদিন গত হওয়ায় শেষ হয়ে যাবে না এবং এভাবে যখন দিন আসবে তখন সে নূতন জেহার দ্বারা জেহারকারী হতে থাকবে। এটা জামে' কবীরের মাসয়ালা।

মুন্তাকার মধ্যে আছে যে, যদি নিজ স্ত্রীর সাথে বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো পূর্ণ রমজান মাস এবং পূর্ণ রজব। তারপর সে রজব মাসে কাফফারা দিয়ে দেয় তা হলে ঐ ব্যক্তি হতে রজব এবং রমজানের এস্তেহসানান ছাকেত হয়ে যাবে; এবং এটা একই জেহার হবে। আর যদি সে শাবান মাসে কাফফারা দিয়ে দেয়, তবে জায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে জেহার করে তারপর অন্য কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার উপর ঐ রকম যে রকম অমুক ব্যক্তির উপর তার স্ত্রী। তবে ঐ ব্যক্তি জেহারকারী হয়ে যাবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

যদি নিজ স্ত্রীর সাথে জেহার করে, তারপর ঐ স্ত্রীর সাথে অন্য স্ত্রীকেও শরীক করে দেয় অথবা বলে যে, তুমিও আমার উপর এরূপ যেরূপ অমুক আমার উপর। যদি নিয়ত জেহারের করে থাকে, তবে জেহার শুদ্ধ হবে। যদি জেহারের

www.nagorikpathagar.org

কথা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে অথবা কাফফারা আদায় করার পর বলে, তা হলেও জেহার হয়ে যাবে। এটা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যদি কোন ব্যক্তি তার তৃতীয়া স্ত্রীকে বলে যে, আমি তোমাকে আমার পূর্বে দুই স্ত্রীর জেহারের সাথে শরীক করলাম, তবে জেহার হয়ে যাবে। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের একাধিক স্ত্রীকে এক সাথে বলে যে, তোমরা আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো, তবে সকলের সাথেই জেহার হয়ে যাবে এবং ঐ স্বামীর উপর প্রত্যেকের জন্য একই কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা কাফীর বিবরণ।

যদি নিজ স্ত্রীকে কয়েকবার এক মজলিসে অথবা একাধিক মজলিসে জেহার করে, তবে তার উপর প্রত্যেক জেহারের জন্য কাফফারা আদায় করা লাযেম হবে। যদি কোন আজনবিয়াহ মহিলাকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো। তারপর তাকে বিয়ে করলে তার উপর তালাক এবং জেহার উভয় আবশ্যক হবে। আর যদি বলে যে, যখন আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি তালাক এবং তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো। তারপর তাকে বিয়ে করলে তার উপর তালাক আবশ্যক হবে, জেহার আবশ্যক হবে না। এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর রায় এবং এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। আর যদি আজনবিয়াহ মহিলাকে বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো, যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তবে সে তাকে বিয়ে করলেও এবং ঐ ঘরে প্রবেশ করলেও জেহার আবশ্যক হবে না। যদি জেহারকে কোন শর্তের উপর মুআল্লাক করা হয়, তারপর ঐ শর্ত পাওয়া যাবার আগে যদি স্ত্রীকে বায়েনাহ করে দেয়, তারপর তার ইদ্দতের মধ্যে শর্ত পাওয়া যায়, তবে জেহার পড়বে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি বলে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো ইনশাআল্লাহ, তবে জেহার হবে না।

যদি বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পেটের মতো যদি অমুকে চায় অথবা এরূপ বলে যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মতো যদি তুমি চাও। তবে এ চাওয়া ঐ মুজলিস পর্যন্ত হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। আর যদি বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে মিলন করি, তবে তুমি আমার উপর আমার মায়ের পেটের মতো তবে এটা দ্বারা ইলাকারী হবে। তারপর যদি তাকে চারমাস পর্যন্ত দূরে রাখে, তবে ইলার কারণে স্ত্রী বায়েনাহ হয়ে যাবে। আর যদি চার মাসের মধ্যে তার সাথে অতী করে, তবে জেহার আবশ্যক হয়ে যাবে আর যে ছুরতে ইলার কারণে বায়েনাহ হয়ে যায়, তারপর তাকে বিয়ে করে, তারপর মিলন করে, তা হলেও সে জেহারকারী হবে। এটা মবসুতের বিবরণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ
মাসয়ালায়ে লিয়ান

স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে জিনার অভিযোগ প্রমাণ এবং জিনার অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আল্লাহর কসমের সাথে নিজ নিজ সাক্ষ্য প্রদানকে লিয়ান বলা হয়। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে জিনার অপবাদ দেয় যে, সে জিনা করেছে এবং তার নিকট কোন সাক্ষী না থাকে, তবে পবিত্র কোরআনের হুকুম অনুযায়ী উভয়ের দ্বারা লিয়ান করানো হবে। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে কয়েকবার জিনার অপবাদ দেয়, তবে তার উপর একই লিয়ান ওয়াজিব হবে। এটা মবসুতের মধ্যে আছে। লিয়ান দ্বারা ক্ষমা, দোষ মুক্তি বা বা সমঝোতাকে বুঝা যাবে না। এভাবে যদি স্ত্রী অপবাদ বা অভিযোগকারীকে ক্ষমা করে দেয় বা কিছু পরিমাণ মালের বিনিময়ে তার সাথে ইছালেহ করে নেয়, তবে তা শুদ্ধ হবে না এবং স্ত্রীর উপর ইছালেহর বিনিময় ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে এবং তার পর অভিযোগকারীর দ্বারা লিয়ান দাবী করা স্ত্রীর অধিকার থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি স্ত্রী বা পুরুষের যে কেউ লিয়ানের জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে তা বিশুদ্ধ হবে না; কিন্তু সাক্ষীর সাথে উকীল নিয়োগ করা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জায়েয হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। লিয়ানের কারণ হল, স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যাপারে এমন অভিযোগ আনে, যা আজনবির ক্ষেত্রে হদ ওয়াজিব করে, আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তাদ্বারা লিয়ান ওয়াজিব হয়। এটা নেহায়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, হে জানিয়া! তুমি জিনা করেছ, অথবা আমি তোমাকে জিনা করতে দেখেছি। তবে লিয়ান ওয়াজিব হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী দুর্নাম করে অথচ ঐ স্ত্রী এমন যে, তার দুর্নাম আরোপকারীর প্রতি হদ ওয়াজিব হয় না, এ কারণে যে, ইতোপূর্বে ঐ স্ত্রীর ব্যাপারে জিনার বিষয় প্রচার হয়েছে। অথবা তার এমন সন্তান হয়েছে, যার পিতার মতো নয়। তবে এরূপ স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে লিয়ান জারী হবে না। এটা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে আছে।

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, তুমি হারাম জিনা দ্বারা জিনাকৃতা হয়েছ বা হারাম অতী দ্বারা অতিকৃতা হয়েছ, তবে লিয়ান ও হদ কিছুই ওয়াজিব হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। লিয়ান জারী হওয়ার শর্ত এই যে, উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হবে এবং তাদের বিবাহও শুদ্ধ। চাই স্ত্রী মাদখুলাহ বা গায়রে মদখুলাহ হোক। যদি কারও সম্পর্কে জিনার অভিযোগ আনে তাকে তিন তালাক দিয়ে দেওয়া হয় অথবা এক বায়েন দিয়ে দেয়, তবে হদ ও লিয়ান কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি উভয়ের বিয়ে ফাসেদ হয়, তবে লিয়ান ওয়াজিব হবে না। কেননা তারা স্বামী-স্ত্রীই শুদ্ধ নয়। এটা গায়াতুল বয়ানে আছে। আর যদি তালাকের পরে পুনঃ সে মহিলাকে বিয়ে করে তারপর স্ত্রী পূর্বের অপবাদের ব্যাপারে স্বামীকে দায়ী করলে হদ ও লিয়ান কিছুই ওয়াজিব হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

স্ত্রীকে তালাকে রেজয়ী দিলে লিয়ান ছাকেত হবে না। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। যদি স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর তাকে জিনার অপবাদ দেওয়া হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না থাকার কারণে লিয়ান ওয়াজিব হবে না। যদি স্ত্রীকে তালাকে রেজয়ী দেওয়ার পর তার সম্পর্কে অভিযোগ করে তবে লিয়ান ওয়াজিব হবে। যদি স্ত্রীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর উপরে অপবাদ আরোপ করে, তবে আমাদের নিকট লিয়ান করা যাবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আমাদের নিকট লিয়ানের যোগ্য সেই ব্যক্তি যে শাহাদাতের যোগ্য হয়। যদি স্ত্রী জিনা করা স্বীকার করে নেয়, তবে সে আহলে লিয়ান হতে খারিজ হয়ে যায়। এটা মবসুতের বিবরণ।

লিয়ানের হুকুম

লিয়ানের হুকুম এই যে, যখন উভয় লিয়ান হতে ফারেগ হয়ে যায়, তখন পরস্পরের মধ্যে অতী, এছতেমতা' প্রভৃতি হারাম হয়ে যায়; কিন্তু লিয়ান দ্বারা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ পতিত হয় না, যখন পর্যন্ত না স্বামী স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিয়ে দেয়। আর যদি স্বামী নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে নেয়, তবে বিয়ে দোহরান ছাড়াই অতী করা হালাল হয়ে যায়। এটা নেহায়াহর মধ্যে আছে। হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, লিয়ান দ্বারা যে জুদাই পড়ে, তা এক তালাকে বায়েন হয়ে থাকে। অতএব বিবাহের মিলকিয়াত ছুটে যায়। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

লিয়ানের শর্ত

লিয়ানের শর্ত হল, স্ত্রী লিয়ানের মোতালেবাহ করবে। তারপর যদি স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে হাকীম তাকে গ্রেফতার করবে যখন পর্যন্ত না সে লিয়ান করে বা নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে। এটা হেদায়াহর মধ্যে আছে। যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী স্বীকার করে, তবে তাকে হদ্দে কজফ মারা যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে আছে। যদি স্বামী লিয়ান করে, তবে স্ত্রীর উপর লিয়ান করা ওয়াজিব হবে। যদি স্ত্রী লিয়ান করতে অস্বীকার করে, তবে হাকীম তাকে গ্রেফতার করবে, যখন পর্যন্ত না সে লিয়ান করে বা স্বামীর কথা সত্য বলে স্বীকার করে। এটা হেদায়াহর মধ্যে আছে। স্ত্রীর জন্য উত্তম হল, মামলা-মুকদ্দমা ও লিয়ানের মোতালেবাহ ছেড়ে দেওয়া, আর যদি সে এটা ছেড়ে না দেয়, বরং কাজীর নিকট মামলা পেশ করে, তখন কাজী তাকে বুঝাবে যে, এটা ছেড়ে দাও এবং এটা হতে দূরে থাক। তারপর সে যদি কাজীর কথামত ফিরে যায়, তারপর আবার যদি সে নিজের মতে ফিরে আসে অর্থাৎ স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা পেশ করে, তবে এটা তার অধিকার আছে, যদিও মুদ্দত চলে যায়। কেননা এটা তার হক। হকুল আবদ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয় না। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

লিয়ানের ছিফাত

লিয়ানের ছিফাত হল, কাজী প্রথমে স্বামীর দ্বারা লিয়ান করাবে। স্বামী চারবার এরূপ বলবে যে, আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি এই স্ত্রীর ব্যাপারে যে অভিযোগ এনেছি তাতে আমি সত্যবাদী। তারপর পঞ্চবার বলবে যে, তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, যদি সে স্ত্রীর উপর মিথ্যা এলযাম এনে থাকে। স্বামী তার প্রত্যেকবার কসম করার সময় স্ত্রীর দিকে ইশারা করবে। তারপর স্ত্রীও চারবার এভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় এই ব্যক্তি আমার ব্যাপারে মিথ্যা জিনার অপবাদ দিতেছে; এবং পঞ্চমবার এরূপ বলবে যে, যদি এই ব্যক্তি আমার ব্যাপারে সত্য কথা বলে তাকে, তবে আমার উপর আল্লাহর লানত পতিত হোক। এটা হেদায়াহর মধ্যে আছে। লিয়ানের সময় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা শর্ত নয়। তবে বসে বলার চাইতে উত্তম। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। লিয়ানে আমাদের নিকট সাক্ষ্য শব্দ বলা জরুরী। তা না বলে যদি এরূপ বলে যে, আল্লাহর কসম আমি লিয়ান করছি, তবে ছহীহ হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যখন স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষ হতে লিয়ান সমাধা হয়ে যাবে, তকন কাজী তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে। তবে কাজীর নির্দেশ ছাড়া তাফরীক পড়বে না। সে স্বামীকে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে আলাদা হয়ে যেতে বলবে। এতে স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে কাজী নিজে তাদের মধ্যে আলাদা করে দিবে। এভাবে কাজীর দ্বারা আলাদা করার হুকুম না হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক জারী থাকবে, এমন কি স্বামীর ঐ স্ত্রীর সাথে জেহার বা ইলা করা বিশুদ্ধ হবে, উভয়ের মধ্যে যদি কেউ মরে যায়, তবে অপর ব্যক্তি তার মীরাছের অংশীদার হবে। যদি লিয়ানের পরে তারা উভয় কাজীর নিকট এই আবেদন করে যে, তাদের মধ্যে যেন বিচ্ছেদ না করা হয়, তবে কাজী সে আবেদন গ্রাহ্য করবে না; বরং অবশ্যই আলাদা করে দিবে। এটা জাহারাতুন্নাইয়ারাহর বিবরণ।

যদি কাজী লিয়ান সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ভুলবশতঃ তাদের মধ্যে তাফরীক করে দেয়, তবে দেখতে হবে, যদি পরস্পরের লিয়ানের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়, তবে তাফরীক জারী হয়ে যাবে। আর যদি পরস্পরের লিয়ানের বেশির ভাগ অংশ ব্যাক থাকে, তবে তাফরকি জারী হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি স্বামীর লিয়ান সম্পূর্ণ হবার পর স্ত্রীর লিয়ানের পূর্বে উভয়ের মধ্যে তাফরীক করে দেয়, তবে হুকুম জারী হবে। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে।

যদি ভুলবশতঃ স্বামীর পূর্বে স্ত্রীর লিয়ান শুরু করায়, তারপর স্বামী লিয়ান করে, তবে স্ত্রী আবার লিয়ান করবে। আর যদি না করায়ে কাজী উভয়ের মধ্যে তাফরীক করে, তবে তাফরীক পড়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কুরখীর মধ্যে আছে। যদি স্বামী-স্ত্রী কোন হাকীমের নিকট লিয়ান করে; কিন্তু এখনও তাদের মধ্যে তাফরীক করা হয়নি, ইতোমধ্যে হাকীম মরে গেল বা পদ হতে বরখাস্ত হয়ে গেল, তবে কাজী পুনরায় তাদের দ্বারা লিয়ান করাবে। এটা হযরত ইমাম

www.nagorikpathagar.org

আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর কওল। এটা ফতোয়ায়ে কুরখীর মধ্যে আছে। আর যদি লেয়ানের পরে কাজী কর্তৃক উভয়কে তাফরীক করে দিবার আগে উভয়ের মধ্যে এমন অবস্থা হল যে, তারা লেয়ানের অযোগ্য হয়ে গেল, তবে লেয়ান বাতিল হয়ে যাবে। এটার ছুরত এই যে, লেয়ান হতে ফারেগ হবার পর উভয় কিংবা উভয়ের একজন গোংগা হয়ে গেল। অথবা উভযের মধ্যে একজন মোতাদ হয়ে গেল। অথবা উভয়ের একজন নিজেকে নিজে মিথ্যাবাদী স্বীকার করে নেয়, তবে লেয়ান বাতিল হয়ে যাবে এবং উভয়ের মধ্যে তাফরীকও করা যাবে না। আর যদি লেয়ান হতে ফারেগ হবার সাথে সাথে উভয়ের মধ্যে কেউ পাগল হয়ে যায়, তবে কাজী উভয়ের মধ্যে তাফরীক করে দিবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক স্বামী ও তার স্ত্রী পরস্পর লিয়ান করল এবং কাজী তাদের উভয়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত তাফরীক করেনি, এমতাবস্থায় উভয়ের একজন অর্ধ পাগল হয়ে গের, তবে কাজী উভয়ের মধ্যে পৃথক করে দিবে। আর যদি স্বামী লিয়ান করে এবং স্ত্রী এখন পর্যন্ত লিয়ান করেনি এই অবস্থায় অর্ধ পাগল হয়ে যায়, অথবা স্ত্রী লিয়ান হতে ফারেগ হওয়ার আগেই অর্ধ পাগল হয়ে যায়। অথবা স্বামী নিজের লিয়ান হতে ফারেগ হয়ে স্ত্রীর লিয়ানের আগে অর্ধ পাগল হয়ে যায়, তবে কাজী উভয়ের মধ্যে তাফরীক করবে না এবং স্ত্রীকে লিয়ানের হুকুম দিবে না আর যদি উভয়ে লিয়ান করে উভয়ে গায়েব হয়ে যায, তারপর তাফরীকের জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তাদের মধ্যে তাফরকি করে দিবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, হে জানিয়াহ! তারপর স্ত্রী বলে যে, তুমি আমার চাইতে বেশি জিনাকারী। তবে স্বামীর উপর লিয়ান ওয়াজিব হবে, এইজন্য যে, স্ত্রীর বাক্য এলযাম নয়, এজন্য যে, স্ত্রীর কথার অর্থ এই যে, তুমি আমার চাইতে বেশি জিনা করতে পার। এই কারণেই যদি কোন আজনবিকে এই শব্দ দ্বারা অপবাদ দেয়, তবে সে হদের যোগ্য হয় না। আর যদি নিজ স্ত্রীকে এরূপ বলে যে, তুমি অমুক স্ত্রী অপেক্ষা বেশি জিনাকারিণী; অথবা তুমি সব মানুষের চাইতে বেশি জিনাকারী তবে হদ এবং লিয়ান ওয়াজিব হবে না। এটা মবসুতে উল্লেখ আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, হে জানিয়াহর বেটি জানিয়াহ! অথবা বলে যে, ছিনালের বেটি ছিনাল! তবে এটা আওরাত এবং তার মা উভয়ের উপর অপবাদ এটা এতাবিয়াহর বিবরণ।

তারপর যদি স্ত্রী এবং তার মা উভয়ের হদের মোতালেবাহর জন্য একমত হয়, ঐ ব্যক্তির প্রথম স্ত্রীর মায়ের জন্য হদ হবে লিয়ান ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রীর মা এলযামের হদ দাবী না করে; বরং স্ত্রী একা দাবী করে, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরে লিয়ান করানো যাবে। তারপর যদি স্ত্রীর মাতাও দাবী করে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে ঐ ব্যক্তির উপর এলযামের হদ ওয়াজিব হবে। এভাবে আওরাতের মা যদি মৃতা হয়, আর স্বামী স্ত্রীকে বলে, হে ছিনালের বেটি ছিনাল! তবে স্ত্রীর হদে লিয়ান তলব করার হক রয়েছে। তবে যদি আওরাত নিজের বাবত ও মাতার বাবত একসাথে মকদ্দমা পেশ করে, তবে ঐ ব্যক্তির উপর মাতার বাবত হদ মারা যাবে। আর যদি আওরাত নিজে মাতার বাবত মকদ্দমা না করে, শুধু নিজের ব্যাপারে নালিশ করে, তবে উভয়ের উপর লেযান ওয়াজিব হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন আজনবিয়াহ স্ত্রীর উপর এলযাম দেয়, তারপর তাকে বিয়ে করে, তারপর আবার তার এলযাম করে, তারপর স্ত্রী যদি হদ ও লিয়ান দাবী করে, তবে ঐ ব্যক্তিকে হদ মারা যাবে। লিয়ান করাবে না। আর যদি শুধু লিয়ানের দাবী করে, হদের দাবী না করে, তবে উভয়ের মধ্যে লিয়ান করানো যাবে। তারপর যদি স্ত্রীর হদের দাবী করে, তবে হদ মারা যাবে। কেননা হদ ও লিয়ান একত্রে জমা করা শরীয়তে জায়েয আছে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন ব্যক্তির চারজন স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের প্রত্যেকের নামে একসাথে অথবা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেকের নামে অপবাদ দেয়, এবং স্ত্রীরা যদি প্রত্যেকে লিয়ানের যোগ্য হয় তবে প্রত্যেক স্ত্রীর ও লোকটির ভিন্ন ভিন্নভাবে লিয়ান করাবে। আর যদি স্বামী লিয়ানের যোগ্য না হয় তবে তাকে অপবাদের সাজা দেওয়া যাবে। এক হদই সকলের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। আর যদি স্বামী লিয়ানের যোগ্য হয় এবং স্ত্রীদের মধ্যে কেউ লিয়ানের যোগ্য না হয়, তবে যে স্ত্রী লিয়ানের যোগ্য তার সাথে স্বামীর লিয়ান করানো হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি নিজ যিম্মিয়া অথবা দাসী স্ত্রীর উপরে অপবাদ দেয়, তারপর উক্ত যিম্মিয়া স্ত্রী মুসলমান হয়ে যায় বা দাসী স্ত্রী মুক্ত হয়ে যায়, তবে ঐ ব্যক্তির উপর হদ বা লিয়ান কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি দাসী স্ত্রী স্বাধীন হয়ে যায়, তারপর তার স্বামী তার উপর অপবাদ দেয়, তবে ঐ ব্যক্তির উপর হদ বা লিয়ান কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি দাসী স্ত্রীকে আযাদ করা হয়, তারপর তার স্বামী তাকে অপবাদ দেয়, তা হলে ঐ ব্যক্তির উপর লিয়ান ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ স্ত্রী বলে যে, তোমার ফুরুজ জানি বা তোমার দেহ জানি, তবে এটা অপবাদ বৈ কি! কিন্তু যদি বলে যে, তোমার হাত বা পা জানি, তা অপবাদ হবে না। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, আমি (বিয়ে করে) তোমাকে বাকেরাহ পাই নাই, তবে হদ বা লিয়ান কিছু ওয়াজিব হবে না এবং ঐ ব্যক্তিকে এলযামকারীও সাব্যস্ত করা যাবে না। এটা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে আছে। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তুমি জিনা করেছে এবং এই হামল জিনা দ্বারা হয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে লিয়ান করানো হবে। আর যদি কেউ বলে যে, তোমার হামল আমার দ্বারা হয়নি। তবে লিয়ান ওয়াজিব হবে না; এবং এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম জুফর (রহঃ)-এর রায়। চাহেবাইনের মতে যদি বাচ্চা ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে উভয়ে লিয়ান করবে। আর যদি তদপেক্ষা বেশি সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়, তবে লিয়ান করাবে না। এটাই বিশুদ্ধ। এটা মুজমিরাতের বিবরণ।

যদি কোন স্বামী স্ত্রীর নিকট হতে দূরে থাকে এমতাবস্থায় স্ত্রীর সন্তান হল কিন্তু স্বামী জানল না, সফর হতে ফিরে এসে জানতে পারল। তবে ঐ বাচ্চাকে তার নিজের নয় বলে অস্বীকার করার সময় হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট কবুরে তাহনিয়ার ওয়াক্ত পর্যন্ত এবং ছাহেবাইনের মতে নেফাসের মুদ্দত পর্যন্ত সে অস্বীকার করতে পারে কারণ হল তার জানার পর ছাড়া নছব আবশ্যক হয় না। অতএব তার ফিরে আসার অবস্থা বাচ্চার জন্মের সময় ফিরে আসারই অনুরূপ। এটা কাফীর বিবরণ। আর যদি স্বামী প্রকাশ্যভাবে বা আভাসে ইঙ্গিতে একবার বাচ্চার নছব স্বীকার করে নেয়, তবে তার পরে আর তার নফী বা অস্বীকার করা শুদ্ধ হবে না। প্রকাশ্যে স্বীকৃতির সুরত এই যে, সে বলে যে, এ বাচ্চা আমার আর আভাস ইঙ্গিতে স্বীকৃতির ছুরত হল যে, মুবারকবাদীর সময়ে সে নীরব থাকে। তবে তার দ্বারা লিয়ান করানো যাবে। এটা গায়াতুল বয়ানে আছে। কোন ব্যক্তির স্ত্রীর সন্তান পয়দা হল। ঐ ব্যক্তি তার নফী করল এবং বলল যে, এ সন্তান আমার নয় অথবা বলল যে, এটা জিনার সন্তান এবং কোন কারণে লিয়ান ছাকেত হল, তবে তার নছব মোনতাফী হবে না। চাই ঐ ব্যক্তির উপর হদ ওয়াজিব হোক বা না হোক। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যদি নিজ আযাদ স্ত্রীর সন্তানের নফী করে, আর স্ত্রী তার তাছদীক করে, তবে ঐ ব্যক্তির উপর হদ এবং লিয়ান কিছু লাযেম হবে না।

কোন স্ত্রী একই পেট হতে দুই সন্তান প্রসব করল। অর্থাৎ আগে পিছে ভূমিষ্ঠ হল, স্বামী প্রথম সন্তানকে স্বীকার করল এবং দ্বিতীয় সন্তানের নফী করল। তবে উভয় সন্তান তার লাযেম হবে এবং আওরাত দ্বারা লিয়ান করাবে। আর যদি প্রথম সন্তানের নফী করে ও দ্বিতীয় সন্তানের একবার করে, তবে উভয় সন্তান তার লাযেম হবে ও তার উপর হদ ওয়াজিব হবে। আর যদি উভয়ের নফী করে, তারপর এক সন্তান লিয়ানের বাবত লিয়ান করবে এবং উভয় সন্তানই

www.nagorikpathagar.org

তার সন্তান সাব্যস্ত করা হবে। এভাবে যদি স্ত্রী দুই সন্তান প্রসব করে এবং তার মধ্যে এক সন্তান মৃত। তারপর স্বামী যদি উক্ত উভয় সন্তানের নফী করে, তবে উভয় সন্তান তারই লাযেম হবে; এবং জীবিত সন্তানের বাবত লিয়ান করবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি স্ত্রী এক সন্তান প্রসব করে, তারপর স্বামী তার নফী করে এবং তার ব্যাপারে লিয়ান করে; তারপর দ্বিতীয় আর একটি সন্তান প্রসব করে, তবে উভয় সন্তান ঐ ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে; এবং লিয়ান হয়ে যাবে। অতএব যদি বলে যে, এ উভয় আমার সন্তান, তবে কথা সত্য হবে এবং তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না, আর যদি বলে যে, এ উভয় আমার সন্তান নয় তবে তার সন্তান হবে এবং তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি বরে যে, আমি বেহুদা লেয়ান করেছি আর আমি স্ত্রী যে এলযাম দিয়েছি তা সব মিথ্যা তবে ঐ ব্যক্তির উপর হদ ওয়াজিব হবে। এটা মবসুতে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে রেজয়ী তালাক দেয়, তারপর দুই বৎসরের একদিন কমে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আর স্বামী তার নফী করে, তারপর আবার দুই বৎসরের একদিন পর দ্বিতীয় বাচ্চা হয়, তারপর যদি সে তার নছব একবরার করে, তবে ঐ আওরাত উক্ত স্বামী হতে বায়েনাহ হয়ে যাবে এবং হদ ও লেয়ান কিছুই ওয়াজিব হবে না। এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর রায়। যখন স্বামী স্ত্রীর উপর জিনা এবং তার প্রসবকৃত সন্তানের নফী এই উভয় রকম অপবাদ দেয় আর কাজী স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দ্বারা লিয়ান করিয়ে উভয়কে তাফরীক করে দেয়, তবে ঐ সন্তান মাতার লাযেম হবে। আর বাশার (রহঃ) হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কাজীর জন্য একথা বলা জরুরী যে, আমি তোমাদের মধ্যে তাফরীক করে দিলাম এবং এই সন্তানের নছব এই ব্যক্তির হতে কর্তন করে দিলাম। এমন কি যদি কাজী একথা না বলে, তবে ঐ ব্যক্তি হতে সন্তানের নছব কর্তিত হবে না এবং এটাই বিশুদ্ধ। এটা মবসুত ও নেহায়াহর মধ্যে আছে। তারপর কাজী ঐ বাচ্চার নছব নফী করে তার মাতার সাথে তাকে লাযেম করে দিবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাজী উভয়ের মধ্যে তাফরীক করে দিবে এবং বলবে যে, আমি এই সন্তানকে তার মাতার সাথে লাহেক করে দিলাম এবং এই ব্যক্তিকে ঐ সন্তানের নছব হতে বের করে দিলাম। যদি কাজী এরূপ না বলে, তবে নছব বিচ্ছিন্ন হবে না। এটা কাফীর মধ্যে আছে। মবসুতে বর্ণিত আছে যে, এটাই শুদ্ধ। যদি স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করে যে, সে আমার উপর জিনার অপবাদ দিয়েছে; কিন্তু স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে স্ত্রীর দাবী প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীর দরকার এবং তা দুজন আদেল পুরুষ হওয়া চাই। স্ত্রীলোকের সাক্ষী কবুল হবে না। যদি স্ত্রী দুই আদেল পুরুষ সাক্ষী কায়েম করে এবং তার স্বামীও নিজের পক্ষে দুই পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ এবং দুজন স্ত্রী কায়েম করে, তবে লিয়ান ছাকেত হয়ে যাবে এবং স্বামীর উপর হদও লাযেম হবে না। যদি স্ত্রীর নিকট সাক্ষী না তাকে এবং সে চায় যে স্বামী দ্বারা কসম করাবে, তবে স্ত্রীর কসম করাবার ইখতিয়ার নাই। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যদি স্বামী স্ত্রীর দ্বারা তার কথা তাছদীক করার দাবী করে এবং চায় যে স্ত্রী কসম করুক। তবে স্ত্রীর উপর কসম করা আবশ্যক হবে না। এটা মবসুতের বিবরণ।

যদি স্ত্রীর উপর জিনার চারজন সাক্ষী কাযেম হয়, তবে লিয়ান ওয়াজিব হবে বরং তার উপর হদ্দে জিনার হুকুম জারী হবে। যদি চারজন সাক্ষী কায়েম হয় এবং তার এক সাক্ষী খোদ স্বামী হয়, তবে যদি সাক্ষী কায়েমের পূর্বে স্বামীর পক্ষ হতে জিনার অপবাদ না হয়ে থাকে, তবে সাক্ষী কবুল হবে। আর যদি আগে স্বামীর পক্ষ হতে অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সাক্ষী কবুল হবে না; বরং স্বামীর উপর অপবাদের হদ জারী হবে। যদি স্ত্রীর স্বামীর বিপক্ষে স্ত্রীর দুই কন্যা সাক্ষী দেয় যে স্ত্রীর স্বামী তার উপর অপবাদ দিয়েছে, তবে তাদের সাক্ষী জায়েয হবে না। এভাবে যদি মহিলার

পিতা এবং পুত্র সাক্ষী দেয় তবে তা কবুল হবে না যদি দুজন সাক্ষীর একজনে বলে যে, স্বামী ফারসী ভাষায় অপবাদ দিয়েছে, আর অপর সাক্ষী বলে যে, আরবী ভাষায় দিয়েছে, তবে এ সাক্ষ্য কবুল হবে না।

যদি দুজন সাক্ষীর একজনে বলে যে, স্বামী মহিলাকে বলেছে যে, তুমি যায়েদের সাথে জিনা করেছে আর অপর সাক্ষী বলে যে, স্বামী স্ত্রীকে বলেছে যে, তুমি বকরের সাথে জিনা করেছে, তবে তাদের সাক্ষী কবুল হবে না। তখন ঐ ব্যক্তির উপর লিয়ান ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে যায়েদের সাথে জিনার অপবাদ দেয়, তারপর যায়েদ এসে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট নিজ অপবাদের জন্য কৈফিয়ত চায়, তবে ঐ ব্যক্তিকে হদ্দে এলযাম মারা যাবে এবং লিয়ান ছাকেত হয়ে যাবে। যখন দুজন সাক্ষী কোন স্ত্রীর স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রতি অপবাদের সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজী তাকে গ্রেফতার করবে। সাক্ষীদ্বয় যদি বলে যে, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঐ ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এবং দাসীকে একই বাক্যে অপবাদ দিয়েছে, তবে এই সাক্ষী জায়েয হবে না।

যদি স্ত্রীর চারজন সাক্ষীর দুজনে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী তার উপর বৃহস্পতিবার অপবাদ দিয়েছে আর বাকি দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, শুক্রবার দিন অপবাদ দিয়েছে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে লিয়ানের হুকুম দেওয়া যাবে। এটা তাতারখানিয়াহর মধ্যে আছে। আর যদি স্বামী দাবী করে যে, আমার অপবাদ দিবার দিন সে দাসী বা যিম্মিয়া ছিল, তবে লিয়ান ওয়াজিব হবে না। তবে যদি ঐ স্ত্রী কাজীর নিকট স্বাধীন এবং মুসলমান বলে শুনে থাকে এবং স্বামী স্ত্রীর দাসী এবং কাফিরাহ হওয়ার সাক্ষী কায়েম করে, পক্ষান্তরে স্ত্রীও তার স্বাধীন এবং মুসলমান হওয়ার পক্ষে সাক্ষী কায়েম করে, তবে স্ত্রীর সাক্ষী স্বামীর তুলনায় উত্তম হবে; কিন্তু স্বামীর দ্বারা যদি এরূপ ছাবেত হয় যে, স্ত্রী মুসলমান ছিল; কিন্তু পরে মোরতাদ হয়ে গিয়েছে, তা হলে স্বামীর সাক্ষী গ্রহণীয় হবে। এটা এতাবিয়ায় উল্লেখ আছে।

যদি অপবাদদাতা স্বামী দুজন এমন সাক্ষী আনে, যাদের সাক্ষ্যে প্রমাণ হয় যে, স্ত্রী নিজেই জিনার কথা স্বীকার করেছে, তবে স্বামীর যিম্মা হতে লিয়ান ছাকেত হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর উপর জিনার হদ ওয়াজিব হবে না, কারণ একবার স্বীকার করায় এটা লাযেম হয় ন। যদি একজন পুরুষ এবং দুজন স্ত্রীলোক আওরাতের ব্যাপারে ঐরূপ সাক্ষ্য দেয়, তা হলেও এসতেহসানান লিয়ান ছাকেত হবার হুকুম হবে। যদি স্বামী এরূপ দাবী করে যে, এই স্ত্রী জানিয়াহ অথবা এটাকে অবৈধ অতী করা হয়েছে। তবে স্বামীর উপর লিয়ান ওয়াজিব হবে। তবে যদি দাবী করে যে, তার নিকট তার কথার সাক্ষী আছে। তবে মজলিস হতে কাজীর উঠে যাওয়া পর্যন্ত তাকে সাক্ষী হাজির করতে সময় দেওয়া যাবে। যদি তা না করতে পারে, তবে অবশ্যই তার লিয়ান করতে হবে। যদি স্বামী বলে যে, আমি যখন তার অপবাদ দিয়েছি, তখন সে ছগীরাহ ছিল আর স্ত্রী বলে যে, সে তখন করীবুল বুলুগ ছিল, তবে স্বামীর অভিমত কবুল হবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষী কায়েম করে; তবে স্ত্রীর সাক্ষী গৃহিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
ইদ্দতের মাসায়েল

বিয়ে ভেঙ্গে গেলে, চাই বিয়ে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ হোক বা ফাসেদ বিয়ে হোক, তাতে যদি দুখুল হয়ে থাকে, অথবা স্বামীর মৃত্যু হয়ে গেলে, তবে শরীয়ত সিদ্ধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্ত্রীর অপেক্ষা করাকে ইদ্দত বলে ইহা শরহে নেকায়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি এক মহিলাকে শরীয়তানুযায়ী বিয়ে করেছে, তারপর দুখুল বা খেলাওয়াতে ছহীহার পরে তাকে তালাক দিয়ে দিল। তাহলে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। আর যদি বিয়ে ফাসেদ বিয়ে হয়, তবে কাজী উভয়ের মধ্যে তাফরীক করে দেয় এবং যদি দুখুলের আগে এই তাফরীক হয়, তাহলে ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। যদি খেলাওয়াতের পরে তাফরীক হয়, তা হলেও এ হুকুম হবে। আর যদি দুখুলের পর তাফরীক করা হয়, তবে তাফরীকের সময় হতে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। তাফরীক যদি কাজীর পক্ষ হতে না হয়, তা হলেও ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

ফুজুলীর দ্বারা বিয়ে করার ক্ষেত্রে অতী হলেও ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। জানিয়াহ আওরাতের উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। ইহা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা মরহে তাহাবীর বিবরণ।

এক ব্যক্তি বলল, যে মহিলাকে আমি বিয়ে করব, সে তালাক। তারপর সে তার এ কথা ভুলে গেল এব এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং তার সহিত দুখুল করল। তবে সে তালাক হয়ে যাবে এবং এক পূর্ণ মোহর এবং অর্ধেক মোহর আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং তার উপর ইদ্দত পালন করাও ওয়াজিব হবে। আর যদি সন্তান পয়দা হয়, তবে তার নছব ঐ স্বামী হতে ছাবেত হবে ইহা খোলাছাহর বিবরণ। এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করে তার সহিত দুখূল করল। তারপর বলল, আমি কসম খেয়েছিলাম যে, যদি আমি কোন ছাইয়্যেবাহকে বিয়ে করি, তবে সে তিন তালাক। আর আমার ইহা জানা ছিল না যে, এই স্ত্রী ছাইয়্যেবাহ। তবে ঐ ব্যক্তির একরার অনুসারে তালাক হয়ে যাবে। তারপর যদি স্ত্রী এর তাছদীক করে, তবে তার দুখুলের আগে তালাক হওয়ার কারণে অর্ধেক মোহর পাবে। আর দুখুলের পরে তালাক হলে পুরা মোহর পাবে এবং স্ত্রীর সহিত অতী হবার কারণে তার ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে; কিন্তু তার ইদ্দতের সময়ের খোরপোষ মিলবে না।

আর যদি স্ত্রী ঐ ব্যক্তিকে তাকযীব করে, যেহেতু সে কসম খায়নি, তবে স্ত্রীর একই মোহর মিলবে এবং তার খোরপোষ এবং বাসস্থানও মিলবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। চারজন স্ত্রী এরূপ আছে যে, তাদের উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয় না। এক হল, যাকে দুখুলের আগে তালাক দেয়া হয়। দ্বিতীয় হল, স্বাধীন স্ত্রী, যে আমাদের দেশে আমান নিয়ে প্রবেশ করে, অথচ সে দারুল হরবে নিজের স্বামীকে ছেড়ে এসেছে। তৃতীয় হল, দুই বোন যাদেরকে একই আকদে বিয়ে করা হয়েছে। তারপর বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। চতুর্ত হল, চতুর্থ স্ত্রী থাকাবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী হিসেবে যাকে বিয়ে করা হয়েছে এবং তার বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। ইহা তাতারখানিয়হর বিবরণ।

স্ত্রীদের ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া সকল ইমামদের ইত্তেফাকী অভিমত। ইহা তামারতাশীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেন নিজ স্ত্রীকে বায়েন দিয়ে দেয় বা রেজয়ী বা তিন তালাক দেয় অথবা উভয়ের মধ্যে তালাক ছাড়া তাফরীক হয়ে যায় এবং আসাদ স্ত্রী এরূপ হয় যে, তার হায়েজ আসে, তবে তার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। চাই স্ত্রী স্বাধীন মুসলমান হোক বা কিতাবিয়াহ হোক। ইহা সিরাজুল ওয়াজহাজের বিবরণ। আর যে মেয়ে নাবালেগাহ হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধা

www.nagorikpathagar.org

হওয়ার কারণে তার হায়েজ আসে না অথবা এরূপ মহিলা, যে বালেগাহ হওয়া সত্ত্বেও কোন সময় তার হায়েজ আসে না, তবে এরূপ স্ত্রীলোকদের ইদ্দত হল তিন মাস। ইহা নেকায়াহর বিবরণ।

এভাবে যে সব মেয়ে এইমাত্র রক্ত দেখল আবার তা বন্ধ হয়ে গেল, তবে তার হিসেবও মাসের দ্বারা করে তিনমাস হবে এবং ইহাই বিশুদ্ধ। আর যদি কোন মহিলা তিন দিন পর্যন্ত রক্ত দেখল, তারপর রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার ইদ্দতের হিসেব হায়েজ দ্বারা হবে, যদিও তাতে অনেক দিন গত হয়ে যায়। আর এমন কি যে বৃদ্ধা হয়ে আয়েছা হয়ে যায়। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। জামেউল ফিকায় লেখা আছে যে, যে মহিলা তিন দিনের কম রক্ত দেখে, তার ইদ্দতের হিসেব মাসের দ্বারা হবে; এবং ইহা বিশুদ্ধ। আর যে রক্ত তিন দিন দেখবে তার হিসোব হায়েজ দ্বারা হবে। ইহা গায়াতুস সুরুজীর বিবরণ। যদি নাবালেগা মেয়ে মাসের হিসেবে ইদ্দত পালন করতে থাকে, ইতোমধ্যে সে হায়েজের রক্ত দেখে, তবে তার এতদিনের ইদ্দত বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুন ভাবে হায়েজের হিসেবে ইদ্দত পুরা করতে শুরু করবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যখন তালাক অথবা মৃত্যুজনিত ইদ্দতের হিসেব মাসের দ্বারা ওয়াজিব হবে, তবে ঘটনাক্রমে অসুবিধার সৃষ্টি হলে চাঁদের মাসের দ্বারা হিসেবে করবে- যদি তাতে ত্রিশদিন অপেক্ষা কম হয়। এরূপ ঘটনা যদি মাসের মধ্যিখানে হয়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট আও দুইটি বর্ণনা র একটি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট মাস পুরা করা দিনের হিসেব দ্বারা হবে। যেমন তালাকের ইদ্দত নব্বই দিন এবং মৃত্যুর ইদ্দত একশত বত্রিশ দিনে পুরা হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। আর যদি চাঁদের প্রথম তারিখে আছরের সময়ে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং এ স্ত্রী এমন যে, মাসের দ্বারা তার ইদ্দতের হিসেব হয়। তবে তার হিসেব চাদ দ্বারা করা হবে। আর একদিন হতে কিছু অংশ চলে যাওয়া এ হুকুম ওয়াজিব করে না যে, দিন দ্বারা তার হিসেব করতে হবে, ইহা ঐ হুকুমের বিপরীত যে, যদি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় তারিখে তালাক দেয়, তবে এ হুকুম হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি নিজ স্ত্রীকে হায়েজের অবস্থায় তালাক প্রদান করে, তবে তার উপর ইদ্দতের তিন হায়েজ পূর্ণ করতে হবে এবং যে হায়েজের মধ্যে তালাক দেয়া হয়েছে তা হিসেবের মধ্যে ধরা যাবে না। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে। দাসী মোদাব্বেরাহ, উম্মে ওয়ালাদ এবং মোকাতেবাহর তালাক ও বিয়ে ভঙ্গ হওয়ার ইদ্দত দুই হায়েজ। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যে, তার হায়েজ আসে না, তবে তালাক এবং বিবাহ ভঙ্গজনিত ঘটনার ইদ্দত ওর জন্য দেড়মাস। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে সন্দেহসূচক অবস্থার মধ্যে অথবা ফাসেদ বিয়ের দ্বারা বিয়ে করে দুখুল করে, তবে ঐ ব্যক্তির উপর তার মোহর দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রী স্বাধীন হয়, তবে ইদ্দত হবে তিন হায়েজ আর দাসী হলে হবে দুই হায়েজ। চাই এ ব্যক্তি ঐ স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে মরে যায় অথবা উভয়ের মধ্যে তাফরীক করিয়ে দেয়া হয় এবং স্ত্রী জীবিত থাকে। আর যদি এই স্ত্রী নাবালেগাহ বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে তার হায়েজ না আসে, তবে স্বাধীনা স্ত্রীর ইদ্দত দেড়মাস। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে (যে অন্যের দাসী) ক্রয় করে। অথচ সে তার সহিত দুখুল করেছে, তবে বিয়ে ফাসেদ হয়ে যায়। আর এ ব্যক্তি দিক দিয়ে ঐ স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে না। এমন কি অতী করা ঐ ব্যক্তি জন্য হারাম হবে না কিন্তু অন্য কোন পুরুষের জন্য এ দাসী অন্য ব্যক্তির দিক হতে ইদ্দত পালনরত স্ত্রী। এমনকি ঐ ব্যক্তির জন্য এ ইখতিয়ার নেই যে, অন্য কোন পুরুষের সহিত ঐ দাসীর বিয়ে দিয়ে দেয়, যখন পর্যন্ত তার দুই হায়েজ না এসে যায়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যে আওরাতের হায়েজ আসে, সে নিজের ইদ্দত

www.nagorikpathagar.org

তিন হায়েজ দ্বারা পূর্ণ করবে। যদি তার হায়েজ দশ দিন হয়, তবে তার গোসল করতে যে সময় যাবে, তা তার হায়েজের মধ্যে দাখেল হবে না। আর যদি দশ দিনের কম হায়েজ আসে, তবে গোসল করার সময় হায়েজের দিনের মধ্যে দাখেল হবে না। আর যদি মহিলা কাফির হয়, তবেও সময় উভয় ছুরতের কোন ছুরতেই হায়েজের মধ্যে দাখেল হবে না এবং স্বামীর তার সহিত অতী করা হালাল হবে এবং তার অন্য লোকের সহিত বিয়ে করে নেওয়া হালাল হবে, যখন এই সময় শেষ ইদ্দত হয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

হামেলাহ মহিলার ইদ্দত হল ওয়াজেন হামল পর্যন্ত। ইহা কাফীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যে মহিলা হায়েজ দ্বারা ইদ্দত কাটায়, যদি তার হায়েজের সময় পুরা দশদিন হয়, তবে তার গোসলের সময় হায়েজের মধ্যে দাখেল হবে না। অতএব তৃতীয় হায়েজের রক্ত বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তাকে রেজয়াত করার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। যদি স্বামী উহাকে তালাক না দেয়, তবে তার সহিত মিলন করতে পারে আর যদি তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রীর অন্য লোকের সহিত বিয়ে করে নেয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি তার হায়েজের দশদিনের কম হয়, তবে যদি সে গোলস না করে থাকে, বা এক নামাযের ওয়াক্ত পুরা গত না হয়ে থাকে, তবে রেজয়াত বাতিল হবে না এবং মহিলার জন্য জায়েয হবে না যে, সে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিয়ে বসে। আর এ হুকুম তখন হবে, যখন মহিলা মুসলিম হবে। আর যদি কিতাবিয়াহ হয়, তবে রক্ত বন্ধ হবার সাথে সাথে রেজয়াতের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে এবং তার স্বামীর তার সহিত অতী করা হালাল হবে এবং মহিলার অন্য পুরুষের সহিত বিয়ে বসা জায়েয হবে, চাই তার আইয়্যামে হায়েজ দশদিন বা তার কম হোক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

হামেলা মহিলার ইদ্দত ওয়াজে, হামল পর্যন্ত, তবে অজুরে ইদ্দতের সময় হামেলা বা অজুরে ইদ্দতের সময়ের পরে হামেলা হোক। ইহা ফতোয়ায় কাজীখানের মধ্যে আছে; এবং চাই মহিলা স্বাধীন হোক, বা দাসী হোক অর্থাৎ মোদাব্বেরাহ বা মোকাতেবাহ বা উম্মে ওয়ালাদ হোক, চাই মহিলা মুসলমান হোক বা কিতাবিয়াহ হোক।

হামেলা ইদ্দত ওয়ালির জন্য ইদ্দতের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই দুই একদিন মাতও হতে পারে অর্থাৎ সন্তা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত খতম হয়ে যায়। ইহা জাওয়াহারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে আছে। আছলের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি স্ত্রী মরে যায় এবং তারপর তাকে গোসল করাচ্ছে বা কাফন পরাচ্ছে, যদি এ অবস্থায় মহিলার সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়, তবে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। আর এরূপ ইদ্দতের শেষ হওয়ার শর্ত হইল এ যে, বাচ্চার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন প্রকাশ পেতে হবে। যদি তা মোটেই প্রকাশ না পায়, যেমন একটি রক্তপিণ্ড বা মাংস পিণ্ডের মতো হলে তা দিয়ে ইদ্দত খতম হবে না। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

যদি ইদ্দত পালনকারিনী মহিলার দুইটি সন্তান প্রসব হয়, তবে শেষ সন্তানের জন্মের সাথে সাথে ইদ্দত শেষ হবে। ইহা মুহিতের মধ্যে আছে। আর যদি সন্তানের শরীরের অধিকাংশ বের হয়ে যায়, তবে তখনই রেজায়াতের হুকুম বাতিল হয়ে যায়। যদি তালাক হয়, তবে মহিলার তখনই অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে এহতিয়াতান হালাল হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। হেশাম (রহঃ) হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দেয় এমতাবস্থায় যে, সে হামেলাহ, তবে যখন তার পেট হতে সন্তানের মাথার চুল বা পায়ের অংশ এবং শরীরের অর্ধাংশ মাথা এবং টাখনু ছাড়া বের হয়, তবে ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, সন্তানের শরীর চোতর হতে নিয়ে স্কন্ধ পর্যন্ত। ইহা যখীরাহর মধ্যে আছে। আর যদি মহিলা অয়েছা হয় এবং সে স্বাধীন হয়, তবে তার ইদ্দত তিনমাস। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। আর যদি মহিলা আয়েছা হয় এবং সে মাসের হিসাবে ইদ্দত পালন শুরু করে তারপর সে রক্ত দেখে, তবে যতগুলি দিন তার ইদ্দত হতে চলে

www.nagorikpathagar.org

যায়, তা সব বাতিল হবে এবং আবার প্রথম হতে তার ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। এর অর্থ এই যে, সে তার অভ্যাস অনুযায়ী রক্ত দেখেছে। কেননা অভ্যাস অনুযায়ী রক্ত দেখায় তার আয়েছা হওয়া বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং ইহাই বিশুদ্ধ। ইহা হেদায়োহর মধ্যে উল্লেখ আছে। ছদরে শহীদ (রহঃ) বলেন যে, আয়েছা হওয়ার পর সে এই যে রক্ত দেখেছে, যদি সে রক্ত খালেছ হয়, তবে তা হায়েজ। তবে তার আয়েছা হওয়া বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি রক্ত খালেছনা হয় বরং সবুজ বা অন্য কোন বর্ণের হয়, তবে ইহা হায়েজ হবে না' বরং ইহা কোন রোগ মনে করতে হবে। এই কওল উত্তম এবং ফতোয়া এর উপরেই।

মাজমাউননাওয়াযিলে বর্ণিত আছে যে, আয়েছা মহিলা যদি মাসের হিসেবে ইদ্দত শেষ করে কারও সহিত বিয়ে বসে, তারপর আবার সে রক্ত দেখে, তবে কারও কারও নিকট তার বিয়ে ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি কাজী তার বিয়ে জায়েয হওয়ার হুকুম দিয়ে দেয়, তারপর আবার রক্ত দেখে, তবে বিয়ে ফাসেদ হবে না এবং শুদ্ধতর এই যে, বিয়ে জায়েয হবে। ইহাতে কাজীর হুকুম দিবার শর্ত নেই। তবে ইহার পরবর্তী ইদ্দত হায়েজের হিসেবে হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কোন আয়েছা যদি ইদ্দতের কিছু অংশ মাসের হিসেবে পালন করে থাকে, ইতোমধ্যে সে হামেলাহ হয়ে যায়, তবে ওয়াজে' হামল দ্বারা সে তার ইদ্দত পুরা করবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

আযাদ মহিলার মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশদিন। চাই মাদখুলাহ বা গায়রে মাদখুলাহ হোক, মুসলমান বা মুসলমান পুরুষের অধীনে কিতাবিয়াহ হোক, চাই ছাগীরাহ বা বালেগাহ হোক, আয়েছা হউক, চাই ঐমুদ্দতের মধ্যে তার হায়েজ আসুক বা না আসুক, যদি হামল জাহের না হয়। হামল জাহের হলে ইদ্দত ওয়াজে' হামল পর্যন্ত হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে আছে। এ ইদ্দত শুধু শুদ্ধ বিয়েতে ওয়াজিব হয়ে থাকে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। জমহুর ওলামার নিকট দশদিনের সহিত দশ রাতও যুক্ত হয়ে থাকে। ইহা মেরাজুদ্দেরায়াহর মধ্যে আছে। আর যদি দাসী-বাঁদী হয়, তারপর তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে মরে যায়, তবে তার ইদ্দত দুইমাস পাঁচ দিন হবে এবং মোদাব্বেরাহ, মোকাতেবাহ, উম্মে অলাদ ইত্যাদির উপরও এই হুকুম। ইহা গায়াতুল বয়ানে আছে। কোন ব্যক্তি দূরের সফরে আছে। তার স্ত্রীকে এক ব্যক্তি খবর দিল যে তোমার স্বামী মারা গিয়েছে, পক্ষান্তরে দুই ব্যক্তি খবর দিল যে, সে জীবিত আছে। তারপর যে ব্যক্তি মৃত্যুর খবর দিয়েছে, সে যদি বলে যে, আমি তার মৃত্যু বা জানাযা নিজের চোখে দেখেছি, আর যদি লোকটি আদেল হয়, তবে ঐ মহিলার এই অবকাশ থাকে যে, সে ইদ্দত পুরা করে অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে বসে। আর এই হুকুম ঐ সময়, যখন খবরদাতা তারিখ উল্লেখ না করে, আর যদি তারিখ উল্লেখ করে কিন্তু যারা তার জীবিত থাকার কথা তারিখসহ বলে, আর সে তারিখ যদি মৃত্যুর খবর দাতার তারিখের পরবর্তী হয়, তবে দুজন লোকের সাক্ষ্যই উত্তম হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

শায়েখ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, এক মহিলার স্বামী সফরে নিখোঁজ হয়ে গেল। তারপর এক ব্যক্তি মহিলার নিকট এসে তার স্বামীর মৃত্যুর খবর দিল। তাতে সে দুঃখ শোক পালন করে ইদ্দত পূর্ণ করতঃ অন্য পুরুষের সহিত বিয়ে বসল এবং তার সহিত দুখুল হল। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে, দ্বিতীয় স্বামী জীবিত আছে এবং বলল যে, আমি তাকে অমুক শহরে দেখেছি। তবে এমতাবস্থায় তার বিয়ের অবস্থা কি হবে? আর তার দ্বিতীয় স্বামীর সহিত কিয়াম করা দেখেছি। তবে এমতাবস্থায় তার বিয়ের অবস্থা কি হবে? আর তার দ্বিতীয় স্বামীর সহিত কিয়াম করা হালাল না হারাম হবে? শায়েখ জবাব দিলেন, যদি আওরাত প্রথম ব্যক্তির খবর তাছদীক করে থাকে, তবে তার জন্য সম্ভব নয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করে। অতএব মহিলার দ্বিতীয় বিয়ে বাতিল হবে না এবং তাদের উভয়ের জন্য ইখতিয়ার আছে, যে তারা একসাথে থাকবে, তাদের বিয়ে বহাল থাকবে। ইহা তাতারখানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন লোক নিজ দুই স্ত্রীর মধ্যে নির্দিষ্ট একজনকে দুজনের সাথে দুখুল করার পর তালাক দিয়ে দেয়, তাদের উভয়ের হায়েজ আসে তারপর লোকটি মরে গেল, কিন্তু জানা গেল না যে, কাকে তালাক দিয়েছে। তবে উভয়ের উপর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। এই ইদ্দতে তিন হায়েজ পুরা করবে। এভাবে যদি সে দুজনের অনির্দিষ্ট একজনকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তারপর সে মরে যায়, তবে উভয়ের প্রত্যেকের উপর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। এ ইদ্দতে তিন হায়েজ পূর্ণ করবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যদি আমিএই ঘরে প্রবেশ না করি আজকের দিন, তবে তুমি তিন তালাক, তারপর ঐ দিন চলে যাবার পর সে মরে গেল। আর ইহা জানা গেল না যে, সে ঐ ঘরে প্রবেশ করেছিল কি না" তবে ঐ মহিলার উপর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। হায়েজ দ্বারা তার ইদ্দত পুরা করতে হবে না। ইহা মবসুতে উল্লেখ আছে। যদি কোন বালক নিজ স্ত্রীকে রেখে মরে যায়, তারপর তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীর গর্ভ প্রকাশ পায়, তবে মাসের হিসেবে সে ইদ্দত পুরা করবে। আর যদি হামেলা হওয়ার অবস্থায় উক্ত বালক মরে যায়, তবে এসতেহসানান ওয়াজে' হামল দ্বারা ইদ্দত পুরা করবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে এবং উভয় ছুরতে ঐ বালক স্বামী হতে বাচ্চার নছব ছাবেত হবে না। ইহ হেদায়ায় উল্লেখ আছে। মৃত্যুর দিন হামল বিদ্যমান থাকার ইলম এভাবে হতে পারে যে, মৃত্যুর দিন হতে ছয়মাস বা তার কম দিনের মধ্যে যদি সন্তান প্রসব হয়, তবে বুঝা যাবে যে মৃত্যুর দিন হামল বর্তমান ছিল। ইহা জামে ছগীরে বর্ণিত আছে। আর যদি খাশী ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে ছেড়ে মরে যায়, এমন অবস্থায় যে, স্ত্রী হামেলা ছিল, অথবা তার মৃত্যুর পর স্ত্রী হামেল হল, তবে তার ইদ্দত ওয়াজে' হামল পর্যন্ত। আর যদি মজবুব নিজ স্ত্রীকে হামেলা রেখে মরে যায়, অথবা তার মৃত্যুর পর হামেল হয়, তবে দুই বর্ণনার এক বর্ণনায় আছে যে, বালকের স্ত্রীর হুকুম অনুরূপ হবে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারাহর মধ্যে াছে। আর যদি মজনুন নিজ স্ত্রীকে রেখে মরে যায়, তবে সন্তানের নছব এবং স্ত্রীর ইদ্দত সুস্থ ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মরে যায়, তবে তালাক যদি রেজয়ী হয়, তা হলে এর ইদ্দত বদল হয়ে মৃত্যুর ইদ্দত হয়ে যাবে। চাই ঐ ব্যক্তি রোগের অবস্থায় তালাক দেক বা সুস্থ অবস্থায় দেক। আর যদি তালাক বায়েনাহ বা তিন তালাক হয়, তবে যদি সে ওয়ারিছ না হতে পারে এরূপে যে, স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় তালাক দিয়েছে তবে তার তালাকের ইদ্দত মৃত্যুর তালাকে রূপান্তরিত হবে না। আর যদি ওয়ারিছ হয় এরূপে যে, তাকে রোগের অবস্থায় তালাক দিয়েছে, তারপর ইদ্দত গত হওয়ার আগে মরে গিয়েছে, তবে মহিলা ওয়ারিছ হবে, এবং চার মাস দশদিনে মৃত্যুর ইদ্দত পুরা করবে। যাতে তিন হায়েজের পুরা হওয়ার লেহাজ রাখবে। এমন কি যদি চার মাস দশ দিনে তিন হায়েজ না আসে, তবে তা পুরা করবে এবং ইহা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। যদি উম্মে ওয়ালাদের মনিব তাকে ছেড়ে মরে যায়, অথবা, তাকে স্বাধীন করে দেয়, তবে তার ইদ্দত তিন হায়েজ হবে; এবং ইহা ঐ সময়, যখন সে, উম্মে ওয়ালাদ ইদ্দতের মধ্যে না থাকে এবং কোন স্বামীর অধীনেও না থাকে। উম্মে ওয়ালাদরে ইদ্দতের খোরপোষ মিলবে না।

আর যদি সে হায়েজাহ না হয়, তবে তার ইদ্দত তিন মাস। আর যদি এরূপ দাসীকে ছেড়ে মারা যায়, যার সহিত অতী করেছে, অথবা এমন দাসী বা মেরাদ্দাব্বেরাহ, যাকে আযাদ করেছে, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি নিজ উম্মে ওয়ালাদকে কারও সহিত বিয়ে করিয়ে দেয়, তরপর নিজে মরে যায়, এমন অবস্থায় যে' উক্ত উম্মে ওয়ালাদ নিজ স্বামীর অর্ধনে বা কোন স্বামীর ইদ্দতের মধ্য, তবে মনিবের মৃত্যুর

www.nagorikpathagar.org

ইদ্দত এর ওয়াজিব হবে না। আর যদি মনিব তাকে স্বাধীন করে দেয়, তারপর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার উপর আযাদ মহিলার ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামী তাকে প্রথম তালাক দেয়, অরপর মনিবতাকে আযাদ করে তবে যদি তালাক রেজয়ী হয়, তবে তার ইদ্দত বদল হয়ে আযাদ মহিলার ইদ্দতে পরিণত হবে। আর যদি তালাকে বায়েন হয় তবে ইদ্দত বদল হবে না।

তারপর যদি তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তার মনিব মরে যায়, তবে তার উপর মনিবের মৃত্যুর দ্বারা তিন হায়েজের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। আর যদি মনি ও স্বামী উভয় মরে যায়, তবে যদি জানা যায় যে, স্বামী প্রথম মরেছে এবং ইহাও জানা যায় যে, উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে দুই মাস পাঁচ দিনের ব্যবধান। তবে তার উপর দুমাস পাঁচ দিনের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। যেভাবে দাসীদের স্বামী মারা গেলে হয়, তারপর মনিব মরার কারণে তার উপর তিন হায়েজের ইদ্দত ওয়াজিব হবে। আর যদি দুইজনের মৃত্যুর মধ্যে দুমাস পাঁচদিনের কম পাথ্যক্য হয়, তথাপি তার উপর স্বামীর মৃত্যুর দুমাস পাঁচ দিনের ইদ্দত ওয়াজিব হবে। তারপর মনিবের মৃত্যুর জন্য কোন ইদ্দত আবশ্যক হবে না। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

আর যদি উম্মে ওয়ালাদের স্বামী এবং মনিব উভয় তাকে রেখে মরে যায় আর ইহা জানা যায় যে, তাদের উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে দুই মাস পাঁচদিনের কম পার্থক্য, তবে তার উপর চারমাস দশদিনের ইদ্দত এহতিয়াতান শেষের ব্যক্তির মৃত্যুর দিন হতে ওয়াজিব হবে। আর ইহার মধ্যে হায়েজের এ'তেবার হবে না। আর যদি জানা যায় যে, উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য দুই মাস পাঁচ দিন বা তার বেশি, তবে এর উপর চার মাস দশ দিনের ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। যার মধ্যে তিন হায়েজের ইদ্দতও পুরা করবে। আর যদি ইহা মালুম না হয় যে উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান কতদিনের ছিল, আর ইহাও জানা না যায় যে, কে আগে মরেছে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ইদ্দত চার মাস দশদিন হবে। যার মধ্যে হায়েজের ইদ্দত পুরা করা মো'তাবার নয়। আর সাহেবাইনের নিকট তাতে তিন হায়েজের ইদ্দতও পুরা করা লাগবে।

স্বামী যদি স্ত্রীকে রেজয়ী তালাক দিয়ে দেয়, তা হলেও এসব ছুরতে উক্তরূপ হুকুম হবে। আর ঐ স্ত্রীর স্বামীর কোন মীরাছ মিলবে না। ইহা মবসুত্তের মধ্যে আছে। যদি ছগীরাহকে যার হায়েজ আসে না তালাক দেয়া হয় এবং স্বামী তার সহিত দুখুল করে থাকে এবং ছগীরাহকে যার হায়জ অসে না তালাক দেওয়া হয় এবং স্বামী তার সহিত দুখুল করে থাকে এবং ছগীরাহ এমন হয় যে, যার মত মহিলার সঙ্গে জেমা করা যায়, তবে তার ইদ্দত তিন মাস হবে। শায়েখ আবু আলী নাছফী (রহঃ) বলেন যে, এই হুকুম এ সময় হবে যে, ছগীরাহ এমন হয যে, সে করীবুল বুলুগ নয়। আর যদি করীবুল বুলুগ হয়, তবে শায়েখ আবু ফজল (রহঃ) বলেন যে, তার ইদ্দত মসের হিসেব দ্বারা শেষ হবে না বরং অপেক্ষা করতে হবে এ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত যে, তার উক্ত অতী দ্বারা হামল হয়েছে কিনা। ইহা তামারতাশীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কোন ছগীরাহকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দিল। তারপর তার উপর তিন মাসের একদিন কম গত হল, তারপর তার হায়েজ আসিল, তবে যখন পর্যন্ত তার তিন হায়েজ না আসিবে, তখন পর্যন্ত তার ইদ্দত পূর্ণ হবে না। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাকে রেজয়ী দিয়ে দিল, তারপর সে তিন হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ করল। কিন্তু একদিন কম থাকল, এমনি অবস্থায় স্বামী মরে গেল। তবে তার উপর চার মাস দশদিনের ইদ্দত হতে খারিজ হবে না, এমন কি অয়েছা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর তার হায়েজ বন্ধ থেকে আয়েছা হয়ে যায়, তবে তার পুনরায় প্রথম হতে মাসের হিসাব দ্বারা তিন মাস ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

মানকুহা দাসীকে যদি তার স্বামী তালাকে রেজয়ী দিয়ে দেয়, তারপর তার ইদ্দতের মধ্যে তার মনিব তাকে আযাদ করে দেয়, তবে তালাকের সময় হতে তার ইদ্দত পরিবর্তিত হয়ে আযাদ স্ত্রীর ইদ্দতে পরিণত হবে। অতএব তার তিন হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে, যদি তার হায়েজ আসে। আর যদি হায়েজ না আসে, তবে তিন মাস ইদ্দত পুরা করা লাযেম হবে। আর যদি স্বামী তাকে এক তালাক বায়েন বা তিন তালাক দিয়ে থাকে, অথবা তাকে ছেড়ে মরে যায়, তারপর তাকে ইদ্দতের মধ্যে আযাদ করে দেওয়া হয়, তবে তার ইদ্দত পরিবর্তিত হয়ে আযাদ স্ত্রীর ইদ্দতের পরিণত হবে না। তখন তার উপর ওয়াজিব হবে যে, সে দুই হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ করে অথবা একমাস এবং আর অর্ধ মাস দ্বারা পূর্ণ করে অথবা দুই মাস পাঁচ দিন দ্বারা পূর্ণ করে। ইহা গায়াতুল বয়ানে আছে।

ছগীরাহ দাসীকে দুখুলের পরে তালাক দেওয়া হইল। তবে তার ইদ্দত দেড়মাস হবে। আর যদি ইদ্দত প্রায় শেষ হবার নিকটে পৌছে তার হায়েজ আসে যায়, তবে তার ইদ্দত বদল হয়ে হায়েজের ইদ্দতে পরিণত হবে। অতএব দুই হায়েজ দ্বারা তার ইদ্দত পুরা হবে। তারপর যখন তার হায়েজের ইদ্দতে পরিণত হবে। অতএব দুই হায়েজ দ্বারা তার ইদ্দত পুরা হবে। তারপর যখন তার হায়েজের ইদ্দত পুরা হয়ে আসবে, তখন তাকে যদি আযাদ করা হয়, তখন তার ইদ্দত তিন হায়েজ হয়ে যাবে। তারপর যখন তার এ ইদ্দত পুরা হয়ে আসবে, তখন যদি তার স্বামী মরে যায়, তবে তার উপর চার মাস দশদিন ইদ্দত আবশ্যক হবে।

তালাকের ছুরতে ইদ্দতের শুরু তালাকের পর হতে এবং ওফাতের ছুরতের পর হতে হবে। যদি মহিলার ইদ্দত তালাকের কি ওফাতের তা জানা না থাকে, এমন কি ইদ্দতের সময় গত হয়ে যায়, তবে তার ইদ্দত পুরা হয়ে যাবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি মহিলার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে যে সময় তার একীন হয়ে যাবে, সে সময় হতে ইদ্দত শুরু করবে। ইহা এত্তাবিয়াহর মধ্যে আছে।

তালাকের ছুরতে ইদ্দতের শুরু তালাকের পর হতে এবং ওফাতের ছুরতে ওফাতের পর হতে হবে। যদি মহিলার ইদ্দত তালাকের কি ওফাতের তা জানা না থাকে, এমন কি ইদ্দতের মুদ্দত গত হয়ে যায়, তবে তার ইদ্দত পুরা হয়ে যাবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি মহিলার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে যে সময় তার একীন হয়ে যাবে, সে সময় হতে ইদ্দত শুরু করবে। ইহা এত্তাবিয়াহর মধ্যে আছে। নেকায় ফাসেদের ক্ষেত্রে ইদ্দত শুরু হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তাফরীকের সময় হতে; অথবা যে সময় অতীকারী ঐ মহিলার সহিত অতী তরক করার উপরে নিয়ত করিয়ে নিবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে।

যদি স্বামী একরার করে যে, আমি নিজ এই স্ত্রীকে অমুক সময় হতে তালাক দিয়েছি, তবে ইদ্দত সেই একরারের সময় হতে হবে। চাই মহিলা এর কথা তাছদীক করুক, কি না করুক বা বলুক যে, আমার ইহা জানা নেই; কিন্তু ইহা দ্বারা স্বামীর কথা তাছদীক হয় না। ইহাই উত্তম। আর হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যে ছুরতে মহিলা স্বামীর কথা তাছদীক করে, সেই ছুরতে তার ইদ্দত ঐ সময় হতে শুরু কবে, যে সময় তাকে স্বামী তালাক দিয়েছে। যদি মহিলাকে তিন তালাক দিয়ে দেয় এবং তার তালাক লোকদের কাছ হতে ঢেকে রাখে, তারপর যখন তার দুই হায়েজ আসে, তারপর সে তার সহিত অতী করে, যাতে সে হামেল হয়, তারপর ঐ ব্যক্তি উহাকে তালাক দিবার একরার করে, তবে যখন পর্যন্ত ঐ মহিলা ওয়াজে' হামল না হয়, উহার জন্য খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হবে, এজন্য যে, তার ইদ্দত তখনই পূর্ণ হবে, যখন তার ওয়াজে' হামল হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি নিজ মাদখুলাহ স্ত্রীকে বলল, যতবার তোমার হায়েজ আসবে এবং তুমি পাক হবে, তবে তুমি তালাক। তারপর উক্ত আওরাতের তিন হায়েজ আসল, তবে ইদ্দতের শুমার প্রথম তালাক পড়ার সময় হতে হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারপর তালাক হতে এনকার করে, তারপর তার উপর সাক্ষী কায়েম করা হয় এবং কাজী উভয়ের মধ্যে তাফরীকের হুকুম করে, তবে ইদ্দত তালাকের সময় হতে হবে। কাজীর বিচারের সময় হতে নয়। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। দুই ইদ্দত আমাদের নিকট এক মুদ্দতের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। চাই এক জাতীয় বিষয়ের দ্বারা হোক বা দুই জাতীয় বিষয়ের দ্বারা। যেমন নাকি প্রথম ছুরত এই যে, মুতাল্লাকার এক হায়েজ আসল। তারপর সে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত বিবাহ করে নিল; এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সহিত অতী করল এবং উভয়ের মধ্যে তাফরীক করিয়ে দেয়া হল। তারপর তার দুই হায়েজ আসল, তবে এখন দ্বিতীয় স্বামীর ইখতিয়ার হবে। চাই তাকে বিয়ে করে নিক কেননা প্রথম স্বামীর ইদ্দত এখন গত হয়েছে; কিন্তু অন্য কারও এ ইখতিয়ার নেই যে, ঐ মহিলাকে বিয়ে করতে পারে- যখন পর্যন্ত না তাফরীকের সময় হতে তিন হায়েজ পুরা হয়ে যায় কেননা অন্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত এখনও বাকি আছে। আর যদি প্রথম স্বামী তাকে তাকে রেজয়ী দেয়, তবে যখন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ের তাফরীকের পরে মহিলার দুই হায়েজ না আসে, তখন পর্যন্ত প্রথম স্বামীর ইখতিয়ার থাকবে যে, ঐ মহিলাকে মোরাজেয়াত করে লয়।

আর যদি দ্বিতীয় বিয়ের তাফরীকের পর ঐ মহিলার তিন হায়েজ আসে, তবে ঐ উভয় ইদ্দত গত হবে। আর দ্বিতীয় ছুরত অর্থাৎ উভয় ইদ্দত দুই জাতীয় হলে ছুরত এই যে, এক মহিলার স্বামী তাকে ছেড়ে মরে গেল। তারপর ঐ মহলির সাথে সন্দেহসূচক অতী করা হল। তবে প্রথম মৃত্যুর ইদ্দত চারমাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শেষ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় সন্দেহসূচক অতীর ইদ্দতও যদি ঐ মাসের মধ্যে উহার তিনবার হায়েজ আসে, তবে ইদ্দত পুরা হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি মহিলারক এক তালাক বায়েনাহ বা দুই তালাক বায়েনাহ দেয়, তারপর ঐ আওরাতের ইদ্দতের মধ্যে হুরুমতের একরার থাকা সত্ত্বেও অতী করে, তবে মহিলার উপর ওয়াজিব হবে না যে, সে প্রত্যেক অতীর জন্য নূতনভাবে ইদ্দত পালন করবে। আর এই ইদ্দত প্রথম ইদ্দতের সহিত দাখেল হবে। এমনকি প্রথম ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। তবে মোতাদাখেল থাকবে না, তারপর যখন প্রথম ইদ্দত গত হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইদ্দত বাকি থাকবে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইদ্দত অতীর ইদ্দত হবে। যেমন নাকি যদি মহিলাকে এই অবস্থায় তালাক দেয়, তবে দ্বিতীয় তালাক পড়বে না।

আসল কথা এই যে, যে মহিলা তালাকের ইদ্দতে থাকে, তার সহিত দ্বিতীয় তালাক মিলিত হয়ে থাকে, আর যে অতীর ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তার সহিত অন্য কোন তালাক লাহেক হয় না। আর তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সহিত যদি তার স্বামী ইদ্দতের মধ্যে একথা জানা সত্ত্বেও অতী করে যে, সে আমার উপর হারাম এবং হুরমতের একরার সত্ত্বেও। তবে স্ত্রী আর নতুন ইদ্দত পালন করবে না বরং স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে রজম করা যাবে। যদি স্ত্রী বলে যে, আমি হুরমতের কথা জানতাম, তা হলেও একই হুকুম হবে।

যদি স্বামী সন্দেহের দাবী শেষ করে এভাবে যে, সে বলে আমার ধারণা ছিল যে, সে আমার জন্য হালাল। তবে মহিলা প্রত্যেক অতীর জন্য নূতন ইদ্দত পুরা করবে এবং প্রথম ইদ্দতের সঙ্গে মোতাদাখেল হয়ে যাবে। কেবল তা এই ছুরতে হবে না যে, প্রথম ইদ্দত গত হয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইদ্দত বাকি খাতবে, তবে অতীর ইদ্দত হবে যে, এই ছুরতে মহিলা খোরপোষের দাবীদার হবে না। বর্ণিত অবস্থা ঐ সময় যে মহিলাকে তালাক দিবার একরার সত্ত্বেও অতী করা হয়, আর যদি মহিলাকে তালাক দিতে মোনকের থাকা অবস্থায় তার সহিত গত করা হয়, তবে মহিলা নূতন ইদ্দত পুরা করবে। ইহা যখীরাহর মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি নিজ মহিলাকে তিন তালাক দিয়ে দিল। তারপর স্ত্রী ঐ সময়ই এক ব্যক্তির সহিত বিয়ে বসল এবং সে তার সহিত দুখুল করল। তারপর উভয়ের মধ্যে তাফরীক করা হল।

www.nagorikpathagar.org

তবে ঐ মহিলার উপর তিন হায়েজের ইদ্দত পুরা করতে হবে; আর এ মহিলার খোরপোষ এবং বাসস্থান প্রথম স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। ইহা ফতোয়ায় কাজীখানের বিবরণ।

আর যদি মহিলার মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিয়ে বসে এবং সে তার সহিত দুখুল করে নেয়, তারপর তাদের মধ্যে তাফরীক করা হয়, তবে মহিলার উপর মৃত স্বামীর পক্ষের বাকি ইদ্দত চারমাস দশদিন পুরা করা আবশ্যক হবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর অতী বাবত তিন হায়েজের ইদ্দত পুরা করা ওয়াজিব হবে; এবং তার মধ্যে ঐ হায়েজ হিসেব করা হবে, তা মহিলার মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে এসেছে । ইহা মেরাজুদ্দেরায়ার মধ্য আছে।

যদি কিতাবিয়াহ মহিলা কোন মুসলমানের অধীনে হয়, তবে তার উপর ইহাই ওয়াজিব হবে যাহা মুসলমান মহিলার উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। তবে যদি এ কিতাবিয়াহ মহিলা স্বাধীন হয়, তবে মুসলমান আযাদের মতো এবং দাসী হলে মুসলমান দাসীর মতো হুকুম হবে। আর যদি কিতাবিয়াহ মহিলা কোন কাফিরের অধীনে হয়, তবে মৃত্যু বা ফেরকাত কোন ছুরতেই তার উপর ইদ্দত হবে না, তবে শর্ত এ যে, যদি তাদের মাযহাবে এরূপ থাকে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত আর ছাবেহানের নিকট ইদ্দত ওয়াজিব হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর শোকের মাসায়েল

যে স্ত্রীকে তিন তালাকে বায়েনাহ দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়া হয়েছে বা যার স্বামী মারা গেছে, যদি বালেগাহ মুসলমান মহিলা হয়, তবে তার উপর ইদ্দতের দিনগুলিতে শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। শোক করার অর্থ হল, সুঘ্রাণ, তেল, সুরমা, খেজাব বা রেশমের কাপড় ব্যবহার না করা, লাল রংয়ের কাপড় পরতে কোন দোষ নেই। অলঙ্কার ইত্যাদি ব্যবহার করা হতেও বিরত থাকবে। কোনরূপ সাজ-সজ্জা বা চুল আঁচড়ানো হতেও পরহেজ করবে। ইহা তাতারখানিযার বিবরণ।

শামসুল আয়েম্মা হারুয়ায়ী (রহঃ) বলেন, যে কাপড় দ্বারা সজ্জিত হওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, তেমন কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় পরায় কোন দোষের কারণ নেই। আর চুলের সাধারণভাবে চিরুনী ব্যবহারেও কোন নিষেধ নেই। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। অবশ্য স্ত্রীর ইখতিয়ারী অবস্থা এরূপ চলতে হবে; কিন্তু এজতেরারী অবস্থার জন্য কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যেমন যদি মাথায় কোন রোগ থাকে বা মাথা গরম থাকে তবে দতবস্থায় মাথার তেল ব্যবহারে কোন অপরাধ হবে না। এভাবে যদি চোখে কোন অসুখ থাকে, তবে সুরমা ব্যবহার করা যেতে পারে। রেশমের কাপড় এবং ছাপানো কাপড় পরা হালাল নয়। হাঁ, তবে কালো রংয়ে ছাপানো হলে পরা যায়। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে।

যদি মহিলা এরূপ গরীব হয় যে, তার নিকট একখানা রঙ্গিন কাপড় ছাড়া দ্বিতীয় কাপড় নেই। তবে তা পরলে দোষ হবে না -যদি সজ্জিত হওয়ার নিয়ত না থাকে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। ছগীরাহ, মাজনুনাহ যদিও বালেগাহ হয়, কিতাবিয়াহ বা যে মহিলা নেকাহে ফাসেদের ইদ্দতের মধ্যে থাকে, যে মহিলা তালাকে রেজয়ী প্রাপ্তা, ইহাদের উপর শোক প্রকাশের হুকুম নেই এবং ইহা আমাদের নিকট। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি কাফির মহিলা ইদ্দতের মধ্যে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার উপর ইদ্দতের বাকি দিনগুলি শোক করা আবশ্যক হবে। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে আছে। দাসী বিবাহিত হলে যখন তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেয় বা স্বামী মরে যায়, তবে তার উপর শোক প্রকাশ করা আবশ্যক হবে; এবং এ হুকুম মোদাব্বেরাহ, উম্মে ওয়ালাদ, মোতাতেরাহ সকলের উপর। আর যদি উম্মে ওয়ালাদকে তার মনিব মুক্ত করে দেয় অথবা ছেড়ে মরে যায়, তবে তার উপর শোক করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে না। আর এ হুকুম এমন মহিলার উপরও, যার সহিত সন্দেহসূচক অতী করা হয়েছে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

কোন বিদেশী বা অপরিচিত ব্যক্তির জন্য ইহার জায়েয নয় যে, কোন ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীকে খোলাখুলি স্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। চাই সে তালাকের ইদ্দতে থাকুক বা স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দতে থাকুক। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। তারপর তা'রীজের ব্যাপার এই যে, রেজয়ী তালাক দ্বারা মুতাল্লাকাহ মহিলার নিকট তা'রীজ করা নিষেধ। আমাদের নিকটও হুকুম এরূপ। যাকে তালাকে বায়েন দেয়া হয়েছে, তার নিকটও তা'রীজ করা জায়েয নেই। তবে তা'রীজ করা জায়েয কেবল ঐ সকল মহিলার নিকট যারা স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দতে আছে। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে আছে। তা'রীজের ছুরত হল এরূপ যে, উক্ত মহিলার নিকট এরূপ বলে যে, আমিও বিয়ে করতে চাই। অথবা বলে যে, আমি এরূপ মহিলা পছন্দ করি যার মধ্যে এসব গুণ আছে। ইহা বলে সে এন সব গুণের উল্লেখ করতে থাকে যা ঐ মহিলার মধ্যে আছে। অথবা এরূপ বলে যে, মাশাআল্লাহ, তুমি কত সুন্দর, অথবা তোমাকে দেখলে আমার খুবই ভাল লাগে, এমন আর কাকেও দেখলে লাগে না, অথবা বলে যে, আশা রাখি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ও আমাকে একই জায়গা করে দিবেন। অথবা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় আমার জন্য একটি ব্যাপার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি মহিলা কোন শুদ্ধ বিয়ের ক্ষেত্রে তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত পালনরত থাকে এবং আযাদ বালেগাহ আকেলা মুসলিমাহ এবং হালতে ইখতিয়ারীতে আছে, তবে এই মহিলা দিনে কোন সময়ই বাইরে যাবে না। চাই তিন তালাকপ্রাপ্তা হোক, বায়েনাহ প্রাপ্তা হোক বা রেজয়ীপ্রাপ্তা হোক। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যে মহিলাকে রেখে তার স্বামী মারা গেছে, সে দিনে বের হতে পারে এবং রাতেরও কিছু অংশ পর্যন্ত পারে; কিন্তু নিজের গৃহ ছাড়া অন্য কোথাও রাত্রি কাটাবে না। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। আর যে আওরাত নেকাহে ফাসেদের ইদ্দতের মধ্যে আছে, সে গৃহ হতে বের হতে পারে; কিন্তু যদি তার স্বামী নিষেধ করে দেয় ফাসেদের ইদ্দতের মধ্যে আছে, সে গৃহ হতে বের হতে পারে; কিন্তু যদি তার স্বামী নিষেধ করে দেয় তবে সেও পারে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি দাসী ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তবে সে নিজ মনিবের খেদমতের জন্য বের হতে পারে। চাই মৃত্যুর ইদ্দতে হোক, খোলার ইদ্দতে হোক বা তালাকের ইদ্দতে হোক। আর তালাক চাই রেজয়ী বা বায়েন হোক।

আর যদি তাকে ইদ্দতের মধ্যে আযাদ করে দেয়া হয়, তবে বাকি ইদ্দতে তার উপর ঐসব আমলই ওয়াজিব হবে, যা আযাদকৃত বায়েনপ্রাপ্ত মহিলার উপর ওয়াজিব হয়। কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি মুনিব দাসীকে তার স্বামীর সহিত থাকার জন্য কোন স্থান দিয়ে দেয়, তবে যতদিন সে ঐ অবস্থায় থাকে, সেখান হতে বের হবে না। তবে মনিব নিজে যদি তথা হতে বের করে নেয়, সে কথা স্বতন্ত্র। মোদাব্বেরাহ, দাসী, উম্মে ওয়ালাদ ইত্যাদি বাইরে যাওয়া বৈধতার হুকুম দাসীর হুকমেরই অনুরূপ। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কিতাবিযাহ মহিলার ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর অনুমতি ক্রমে বাইরে যাওয়া হালাল হবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া হালাল হবে না। চাই তালাকে রেজয়ী বা বায়েনাহ বা তিন তালাক হোক। এভাবে মৃত্যুর ইদ্দতে তার ইখতিয়ার আছে যে, স্বামীর গৃহ ছাড়া অন্য কোন ঘরে রাত কাটিয়ে দেয়। ইহা মবসুতে বর্ণিত আছে। যদি কিতাবিয়াহ মহিলা ইদ্দতের মধ্যে মুসলমান হয়ে যায়, তবে বাকি ইদ্দতের তার উপর ঐ সব হুকুমই আবশ্যক হবে, যা মুসলমান মহিলার উপর ওয়াজিব হয়।

আযাদ মুসলমান মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়া বা অনুমতিসহ ঘরের বাইরে যেতে পারে না। নাবালেগা মহিলা তাকে রেজয়ী হলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতে পারে, তার এ ইখতিয়ার নেই যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া সে বের হবে। যেভাবে তার উপরে তালাকের পূবে হুকুম ছিল। আর যদি তালাকে বায়েনাহ হয়, তবে স্বামীর অনুমতিক্রমে বা

www.nagorikpathagar.org

বিনানুমতিতে উভয় অবস্থায়ই বের হতে পারে। হাঁ, তবে যদি করীবুল বুলুগ হয়, তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া বের হতে পারবে না। মাশায়েখগণও এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি মনিব নিজ উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করে দেয়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, ইদ্দতের মধ্যে বের হবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে এবং মাজনুনার হুকুম কিতাবিয়াহ মহিলার অনুরূপ। অর্থাৎ ইহারা ঘরের বাইর হতে পারবে। ইহা গায়াতুস সুরুজীর মধ্যে আছে।

যদি মুসলমান মহিলা নিজ স্বামীর পুত্রকে কামভাবের সাথে চুম্বন করে, এমন কি উভয়ের মধ্যে তাফরীক হয়ে যায়, আর যেহেতু দামকুলাহ হওয়ার পরে এরূপ হয়েছে, মহিলাদের উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে, তবে এতে নিজ গৃহ হতে বের হওয়ার ইখতিযার থাকবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। এক মহিলা নিজ ইদ্দতের খোরপোষের উপর স্বীয় স্বামী হতে খোলা নিল। তারপর ঐ মহিলার দরকার হল যে, খোরপোষের জন্য সে বাইরে যায়। তবে মাশায়েখগণ এতে মতভেদ করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন যে, বের হতে পারে না এবং ইহা মোখতার। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে মধ্যে আছে এবং ইহাই শুদ্ধতর। ইহা মুহীতের সুরুখসীর মধ্যে আছে। ইদ্দত পালনরত স্ত্রীর স্ত্রী উপরে ওয়াজিব এই যে, ঐ গৃহেই সে ইদ্দত পালন রতা কাফীর মধ্যে আছে আর যদি সে নিজের প্রতিবেশীগণকে দেখার জন্য যায় অথবা কোন অন্য ঘরে কোন কারণবসতঃ যায় যে, ঐ সময় উহার উপর তালাক পড়ে, তবে ঐ সময় অবিলম্বে নিজের ঘরে চলে যাবে এবং এই হুকুম মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে হবে। যদি নিজ বাসগৃহ হতে বের হওয়ার জন্য মজবুর হয়, এভাবে যেমন গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়ার ভয় হয়, অথবা এ গৃহ কেরায়ার উপর ছিল এবং মহিলা এমন কিছু পায়নি যে, মৃত্যুর ইদ্দত যদি সেখানে বসে পুরা করে তবে এর ভাড়া তা দ্বারা দিয়ে দিবে, তখন এমন অবস্থায় তার অবস্থান পাল্টায়ে নেয়া কোন দোষের কিছু নয়। আর যদি সে ভাড়া দিতে পারে, তবে ঘর বদল করবে না। আর যা মিলবে, উহা স্বামীর হয়ে যাবে। আর যদি সে তাকে রেখে মরে যায়। তবে আওরাত নিজের অংশ পাবে। আর যদি তার অংশ এর মধ্যে এই পরিমাণ হয় যে, তা থাকার জন্য যথেষ্ট হয়; এবং বাকি ওয়ারিছগণ হতে যারা তার মুহাররম না হয়, তাদের হতে পর্দা করবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি মৃত স্বামীর ঘরে মহিলার যে অংশ আছে তা তার থাকার জন্য যথেষ্ট না হয় এবং অন্যান্য ওয়ারিছগণ নিজেদের অংশ হতে উহাকে বের করে দেয়, তবে ঘর পরির্তন করবে। ইহা হেদায়া'র মধ্যে আছে। আর যদি ওয়ারিছ তাকে উজরতের উপর থাকতে দেয় এবং সে কেরায়া দিতে পারে, তবে ঘর বদল করবে না। ইহা শরহে মাজমাউল বাহরাইনের বিবরণ।

যদি আওরাতে মু'তাদ্দা এমন ঘরে থাকে,যে তথায় তার সহিত অন্য কেউই নাই এবং চোর ডাকাতের উপদ্রব নেই কিন্তু অন্য রকম ভয়-ভীতি আছে, তবে যদি ভয় খুব বেশি না থাকে, তবে ঘর বদলাবে না। আর যদি ভয় বেশি থাকে, তবে বদলাতে পারে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। আর ঘরের যে কোঠায় সে ইদ্দত পালন করতেছে, যদি ভেঙ্গে যায়, তবে অন্যের কোঠায় থাকার ব্যবস্থা করা এ অবস্থায় যে, ইদ্দত মৃত্যুর বা বায়েন তালাকের হয় এবং স্বামীও উপস্থিত নাই, ইখতিয়ার থাকবে। আর তালাকে বায়েন অথবা তালাকে রেজয়ীর মধ্যে যদি স্বামী উপস্থিত থাকে, তবে ঘরের তদবীরের ইখতিয়ার স্বামীর থাকবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি মহিলাকে তিন তালাক বা এক তালাক বায়েন দিয়ে দেয়, এবং ঐ ব্যক্তির একটি কোঠা ছাড়া অন্য কোন ঘর না থাকে, তবে কোঠায় উভয়ের মধ্যে এক পর্দা টানিয়ে নিবে। যাতে উভয়ের মধ্যে খেলাওয়াত না হয়। আর যদি লোকটি ফাসেক হয় যে, উহার পক্ষ হতে মহিলার ভয়ের কারণ আছে, তবে মহিলা তথা হতে বের হয়ে অন্যত্র থাকবে। আর যদি স্বামী সেখান হতে বের হয়ে অন্যত্র থাকে এবং স্ত্রী ঐখানে অবস্থান করে, তবে তাই উত্তম হয়।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি কাজী কোন নির্ভরশীলা স্ত্রীলোককে এর সহিত থাকার ব্যবস্থা করে দেয় যে, তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়, তবে সে ব্যবস্থাও উত্তম হয়। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কেউ জঙ্গলে বসে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ঐ জঙ্গলেই তাদের বাস করার তাঁবু। স্ত্রী স্বামীর সহিত ঐ তাঁবুতেই বাস করে, তবে তালাকের পরে স্ত্রী বা স্বামী অন্যত্র যেখানে ঘাস পানি আছে, একজন সেখানে চলে যাবে। তবে সেখানে মহিলা থাকবে, সেখানে তার কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে নাকি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইহা জহিরিয়াহর বিবরণ।

মু'তাদ্দা মহিলা সফর করবে না, হজ্জ্ব বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হোক এবং তার স্বামীও তাকে কোন সফরাদিতে যেতে দিবে না। ইহা আমাদের মত। আর যদি স্বামী সঙ্গে নিয়ে যায়, কিন্তু তার রেজয়াত উদ্দেশ্য নয়, তবে রেজয়াত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। মহিলা কোন বড় ঘরে থাকলে তার প্রাঙ্গন বা বারান্দায় যাতায়াত করতে পারে, কিন্তু অন্য কোন পড়শি থাকলে তাদের ঘরের দিকে যাবে না। যদি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী সফরে যায়, তারপর তাকে তালাকে বায়েন বা তিন তালাক দিয়ে তাকে রেখে মরে যায়, এমতাবস্থায় যদি দেখা যায় যে, তাদের গন্তব্যস্থান এবং নিজেদের শহরের মধ্যে গন্তব্যস্থানের দূরত্ব কম, তবে ইচ্ছা হলে মহিলা তথায় যেতে পারে, ইচ্ছা হলে শহরেও ফিরে আসতে পারে। চাই তার সহিত কোন মুহাররম ব্যক্তি থাকুক বা না থাকুক, তবে শহরের ফিরে আসাই উত্তম। আর যদি কোন জঙ্গলের মধ্যে এ অবস্থা হয়, তবে ইচ্ছা হলে গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে পারে, আর সঙ্গে কোন মাহরাম বা গায়রে মাহরাম থাকলে তাদের সাথে নিজ শহরেও ফিরে আসতে পারে। আর যদি কোন শহরে এ অবস্থা হয়, তবে শহর হতে কোন ব্যক্তি ছাড়া বের হবে না; কিন্তু সঙ্গে কোন মাহরাম ব্যক্তি থাকলেও ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট ঐ শহর হতে বের হবে না; কিন্তু ছাহেবাইনের নিকট এমতাবস্থায় বের হতে পারে এবং ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) ও ইহা প্রথম অভিমত। আর যদি স্বামী তাকে তালাকে রেজয়ী দিয়ে থাকে এবং স্বামী জীবিত থাকে, তবে সে স্বামীর সাথেই থাকবে, চাই স্বামী সামনে যাউক বা শহরে ফিরিয়ে আসুক, কোন অবস্থায়ই স্বামীর নিকট হতে পৃথক হবে না। ইহা কাফীর বিবরণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নছব ছাবেত হওয়ার মাসায়েল

আমাদের মাযহাব মতে নছব ছাবেত হওয়ার জন্য তিনটি স্তর আছে। প্রথম পর্যায় হল; নেকাহে ছহীহ এবং এর পর্যায়ভুক্ত যা, যেমন নেকাহে ফাসেদ, এর হুকুম হল, দাবী ছাড়াই নছব ছাবেত হয়ে যায় এবং কেবলমাত্র অস্বীকার করলেই নছব না বোধক হয়ে যায় না। অবশ্য লিয়ান দ্বারা নফী হয়ে থাকে। তবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি এই ধরনের কথাবার্তা হয় যে, তাতে লিয়ান ওয়াজিব হয় না, তবে তাতে নছব নফী হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

দ্বিতীয় স্তর হল ঃ উম্মে ওয়ালাদ, এর হুকুম হল, দাবী ছাড়াই নছব ছাবেত হয়, তবে আবার কেবলমাত্র অস্বীকার করলেই নছব নফী হয়ে যায়। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। আর নেহায়ার মধ্যে মবসুতের হাওলা দিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, মনিবের অস্বীকার করার ইখতিয়ার তখন পর্যন্ত থাকবে, যখন পর্যন্ত কাজী তার নছবের হুকুম না দিবে; কিন্তু বহুদিন পরেও যদি কাজী নছবের হুকুম দেয় তবে মনিবের দিকে নছব ছাবেত হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। তারপর আর সে তা বাতিল করতে পারবে না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, উম্মে ওয়ালাদের বাচ্চার নছব মনিবের দাবী ছাড়া তখনই ছাবেত হবে, যখন তার সহিত মনিবের অতী করা হালাল হবে। আর যদি হালাল না হয়, তবে দাবী করা ছাড়া ছাবেত হবে না। যেমন মনিব নিজ উম্মে অলাদকে মোকাতেবাহ করে দিল। অথবা দুই শরীকের দাসীকে এক শরীক অতী হতে ইলা করে দিল, তারপর এর পরে তার বাচ্চা হল। তবে

www.nagorikpathagar.org

দাবী ছাড়া নছব ছাবেত হবে না। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। এভাবে তার উপর অতী করা হারাম হয়ে যায়, এ কারণে যে, যদি তার পিতা বা পুত্র তার সহিত অতী করে বসে। অথবা যদি মনিব উম্মে ওয়ালাদের মাতা বা কন্যার সহিত অতী করে ফেলে, তবে তার পর যদি উম্মে ওয়ালাদের বাচ্চা হয়, তবে দাবী ছাড়া তার নছব ছাবেত হবে না। ইহা শরহে মোখতারের বিবরণ।

তৃতীয় স্তর হল ঃ দাসী। যদি তার সন্তান পয়দা হয়, তবে আমাদের নিকট বিনা দাবীতে মনিবের নছব ছাবেত হয় না। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। মোদাব্বেরাহ দাসীর হুকুমও দাসীর হুকুমের অনুরূপ। অর্থাৎ মোদাব্বেরাহর সন্তানের নছবও মনিবের দাবী ব্যতীত ছাবেত হবে না। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে। আর যদি দাসীর সহিত অতী করে এবং এনযালের সময় জুদা না হয়, তবে তার জন্য বাচ্চা অস্বীকার করা হালাল হবে না; বরং তার উপর আবশ্যক যে, একে নিজের বাচ্চা বলে স্বীকার করবে। হাঁ যদি সে বাইরে বীর্যপাত করে, তবে তার অস্বীকার করা জায়েয হবে। এজন্য যে, তার সন্তান হওয়ায় প্রতিবন্ধকতা মৌজুদ আছে। ইহা শরহে মোখতারে আছে। যদি দাসীর বিবাহ এক রাদ্দির (দুধ সম্পর্কিত ব্যক্তি) সহিত করে দেয়া হয় আর ঐ দাসীর সন্তান হয়, তবে এক্ষেত্রে মনিব সন্তানকে নিজের বলে দাবী করলে তার নছব ছাবেত হবে।

যদি দাসীর স্বামী মজবুর হয়, তবে মনিবের দাবী দ্বারা তার নছব ছাবেত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন মহিলাকে বিয়ে করে এবং বিয়ের দিন হতে ছয় মাসের কমের মধ্যে মহিলার সন্তান হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নছব ছাবেত হবে। চাই সেই ব্যক্তি স্বীকার করুক বা চুপ থাকুক। আর যদি সে এনকার করে, তবে একজন মহিলার সাক্ষ্যের উপরে নছব ছাবেত হবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। যদি ছয় মাসের একদিন কমে এক সন্তান হয়, আবার ছয় মাস একদিন পর আর একটি সন্তান হয়, তবে ঐ দুই সন্তানের কারও সহিত নছব ছাবেত হবে না। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে।

যে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে, এর সন্তানের নছব তার স্বামীর দ্বারা ছাবেত হবে; কিন্তু এ ছুরতে হবে না যে, যদি একীনান জানা হয়ে যায় যে, ইহা ঐ স্বামীর দ্বারা হয় না। যদি কোন আজনবি বেশি সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে তার নছব ছাবেত হবে না। তবে স্বামী দাবী করলে হবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট খরিদ করার সময় হতে দুই বৎসর পর্যন্ত দাবী ছাড়া তার নছব ছাবেত হবে। আর এভাবে যদি তাকে আযাদ না করে; বরং একে বিক্রয় করে দেয়, তারপর বিক্রয়ের সময় হতে ছয় মাসের বেশি সময়ের মধ্যে সে সন্তান প্রসব করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট মুশতারীর তাছদীক ছাড়া নছব ছাবেত হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যদি উম্মে ওয়ালাদকে রেখে তার মনিব মরে যায় অথবা আযাদ করে দেয়, তবে আযাদ করা বা মরে যাওয়ার সময় হতে দুই বছর পর্যন্ত এর সন্তানের নছব মনিব দ্বারা ছাবেত হবে। ইহা এতাবিয়াহর বিবরণ।

যদি কেউ নিজ দাসীকে বলে যে, যদি তোমার পেটে বাচ্চা থাকে, তবে সে আর। তারপর এক মহিলা জন্মের উপর সাক্ষ্য দেয়, তবে এ দাসী এর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এবং মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এ হুকুম ঐ সময় যে, একবারের সময় হতে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে। আর যদি এর চাইতে বেশি সময়ের মধ্যে প্রসব করে, তবে সন্তান মনিবের যিম্মা আবশ্যক হবে না, তবে এ হুকুম ঐ ছুরতে হবে যে, যখন মনিব শর্ত এবং তালীকের শব্দ দ্বারা বরে যে, যদি তোমার পেটে বাচ্চা থাকে অথবা তোমার হামল হয়, তবে সে আমার। আর যদি মনিব এরূপ বলে যে, এ আমার দ্বারা হামেলাহ হয়েছে, তবে তার বাচ্চার নছব মনিব দ্বারা ছাবেত হবে। যদিও ছয়াস হতে বেশি দুই বছর সময়ের মধ্যে সন্তান পয়দা হয়; কিন্তু যদি মনিব উহা নফী করে দেয়, তবে নছব লাযেম হবে

www.nagorikpathagar.org

না। এক ব্যক্তি গোলামকে বলল যে, এ আমর পুত্র। তারপর সে মরে গেল। তারপর গোলামের মা আসল এবং সে মুক্তকৃতা। সে বলল, আমি এই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, তবে এ সেই ব্যক্তির স্ত্রী হবে এবং এরা উভয় তার ওয়ারিছ হবে। নাওয়াদেরে বর্ণিত আছে যে, ইহা এসাতেহসানান এবং ইহা ঐ সময়, যখন জানা যাবে, এ মহিলা আযাদ। আর যদি ইহা জানা না যায় এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ দাবী করে যে, এ মৃত্যু ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ এবং এই মহিলা বিবাহের দাবী করে, তবে এ মহিলা ওয়ারিছ হবে না। ইহা জামে ছগীরের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি মহিলাকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তারপর সে অন্য কোন স্বামীর সহিত বিয়ে বসে হালাল হওয়ার আগে সে আবার তাকে বিয়ে করে এবং ঐ ব্যক্তির দ্বারা ঐ মহিলার সন্তান পয়দা হয়; কিন্তু অবস্থা এই যে, উহাদের দুই জনের কেউই জানেনা যে, ইহা ফাসেদ বিয়ে। তা হলে নছব ছাবেত হবে। আর যদি উভয় ইহাকে ফাসেদ বিয়ে জানে, তা হলে হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট নছব ছাবেত হবে। ইহা তাতারখানিয়ার বিবরণ।

যদি কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তারপর সে অন্য কোন স্বামীর সহিত বিয়ে বসে হালাল হওয়ার আগে সে আবার তাকে বিয়ে করে এবং ঐ ব্যক্তির দ্বারা ঐ মহিলার সন্তান পয়দা হয়; কিন্তু অবস্থা এই যে, তাদের দুই জনের কেউই জানেনা যে, ইহা ফাসেদ বিয়ে। তা হলে নছব ছাবেত হবে। আর যদি উভয় ইহাকে ফাসেদ বিয়ে জানে, তা হলে হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নকট নছব ছাবেত হবে। ইহা তাতারখানিয়ার বিবরণ।

এক ব্যক্তির অধীনে এক মহিলা আছে এবং তার এক বাচ্চা আছে আর এ বাচ্চা ঐ ব্যক্তির কাবুর মধ্যে নাই। আওরাত লোকটিকে বলল, তুমি তখন আমাকে বিবাহ করেছ, যখন আমার এই বাচ্চা তোমার আগে আমার অন্য স্বামী দ্বারা পয়দা হয়েছে। স্বামী বলল যে, না; বরং তুমি আমার অধীনেই তাকে প্রসব করেছ। তবে সে ঐ স্বামীরই পুত্র হবে। আর যদি বাচ্চা স্বামীর নিকট থাকে না মহিলার নিকট থাকে; এবং স্বামী বলে যে, আমার এ পুত্র তোমার পেটে হয়নি, বরং অন্য মহিলার পেটে হয়েছে; কিন্তু মহিলা বলে যে, না আমার পেটেই হয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর কথা কবুল হবে। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। যদি কোন মহিলার সাথে কেউ জিনা করে, তাতে সে হামেলাহ হয়ে গেল। তারপর সে তাকে বিয়ে করল। তারপর বাচ্চা পয়দা হল। তারপর যদি বিয়ের সময় হতে ছয় মাস এবং তার বেশি সময়ের মধ্যে বাচ্চা হয়, তবে ঐ ব্যক্তি হতেই নছব ছাবেত হবে, আর যদি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে বাচ্চা পয়দা হয়, তবে ঐ বাচ্চার নছব ঐ ব্যক্তির হতে ছাবেত হবে না। হাঁ তবে যদি ঐ ব্যক্তি দাবী করে, আর এই কথা না বলে যে, জিনার দ্বারা হয়েছে তবে ছাবেত হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমার জিনার দ্বারা হয়েছে, তবে তার নছব ছাবেত হবে না এবং বাচ্চা তার ওয়ারিছও হবে না। ইহা নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি এক দাসী খরিদ করল। তারপর তার এক সন্তান হল, তখন এ ব্যক্তি বলল যে, এ আমার স্ত্রী। উহাকে আমার সহিত উহার মনিবে বিবাহ দিয়েছিল এবং এই দাবীর উপর সে সাক্ষী কায়েম করল, তবেঐ দাসী তার স্ত্রী সাব্যস্ত হবে এ বাচ্চা উহার স্বামীর বাচ্চা গণ্য করা হবে। আর যেহেতু মনিব উহার দাবী করেছিল, এই কারণে যে, সে আযাদ হবে।

এক মহিলার কাছে একটি ছেলে আছে, এক ব্যক্তি ঐ মহিলাকে বলল যে, এ আমার ছেলে। তোমার সাথে আমার বিবাহের মাধ্যমে পয়দা হযেছে এবং অওরাত বলল যে, না জিনার মাধ্যমে পয়দা হয়েছে; তবে বাচ্চার নছব ঐ ব্যক্তির হতে চাবেত হবে না। আর যদি আওরাত উহার পর বলে যে, এ তোমার ছেলে বিয়ের মাধ্যমে হয়েছে, তবে বাচ্চার নছব তাদের উভয হতে ছাবেত হবে। এক মুসলমান এমন এক মহিলাকে বিয়ে করল যে, সে তার উপর স্থায়ী হারাম। তারপর তার গর্ভে সন্তান হল। তবে সন্তানের নছব ঐ ব্যক্তির হতে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ছাবেত হবে এবং ছাবেবাইনের নিকট ছাবেত হবে না; এবং এই দ্বিমত ইহার ভিত্তিতে যে, এরূপ বিবাহ ইমাম আজম (রহঃ) নিকট ফাসেদ এবং ছাহেবাইনের নিকট বাতিল। ইহা জহিরিয়াহর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি নিজ স্ত্রীর সাথে খেলাওয়াতে ছহীহা হয়, তারপর তাকে ছারীহ তালাক দিয়েছিল এবং বলল যে, আমি তার সাথে জেমা করিনি, তারপর স্ত্রী তার তাছদীক করল বা তাকযীব করল, তবে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে এবং মহিলার পুরা মোহর মিলবে। তারপর যদি ঐ ব্যক্তি মহিলাকে বলে যে, আমি তোমাকে মোরাজেয়াত করে নিয়েছি, তবে মোরাজেয়াত শুদ্ধ হবে না। আর যদি দুই বৎসরের কম সময়ের মধ্যে ঐ মহিলা সন্তান প্রসব করে এবং এখনও সে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা একবার না করে থাকে, তবে ঐ মোরাজেয়াত ছহীহ হবে এবং তালাকের পূর্বে উহার সাথে অতীকারী সাব্যস্ত করা হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

উম্মে ওয়ালাদ যদি কারও সাথে ফাসেদ বিবাহাবদ্ধ হয় এবং স্বামী তার সাথে দুখুল করে এবং তাতে বাচ্চা পয়দা হয়, তবে তার সন্তানের নছব স্বামী হতে ছাবেত হবে। যদিও মনিব তার বলে দাবী করে। ইহা খায়নাতুল মুফতীনে উল্লেখ আছে। নছব ইশারার দ্বারা ছাবেত হয়ে যায়, যদিও মুখে পরিষ্কার ভাবে বলার সামর্থ্যও বহাল তাকে। ইহা নেহায়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। এক ব্রক্তি এক মহিলার সাথে নিজ নাবালেগ পুত্রের বিয়ে করিয়ে দিল। যে ছেলে জেমা করার যোগ্য নয় এবং তা দ্বারা হামেল হওয়ারও কথা নয়, অর্থাৎ জেমা করতে পারে না। তারপর ঐ মহিলার বাচ্চা পয়দা হল। তবে ইহা ঐ বালকের জন্য আবশ্যক হবে না কিন্তু স্বামীর পিতা নিজের পক্ষ হতে যা কিছু মহিলাকে দিয়েছে, তা ফেরত দিবে না, তবে হামলের ছয় মাসের খোরপোষ যা মহিলাকে দেওয়া হয়েছে তা সে ফেরত দিবে। ইহা জহিরিয়াহর বিবরণ।

করীবুর বুলুগ বালকের স্ত্রীর সন্তান পয়দা হলে তবে তার নছব ঐ বালক হতেই ছাবেত হবে। ইহা সিরাজিয়াহর মধ্যে আছে। যদি দারুল হরব হতে কোন হামেলা মহিলা দারুল হরবে স্বামী ছাড়িয়ে হিজরত করে দারুল ইসলামে আসে এবং এখানে এসে সন্তান প্রসব করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ঐ বাচ্চা হরবী স্বামীর আবশ্যক হবে না। ইহা তামারতাশীর মধ্যে আছে। হামলের মুদ্দত নীচের দিকে কমছে কম ছয় মাস এবং উপরের দিকে বেশি হতে বেশি দুই বৎসর। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। মুদ্দতের এ'তেবার শুদ্ধ বিয়ের ওয়াক্ত হতে হয়। ইহা সকলের মত। আর কেউ কেউ বলেন যে, শুদ্ধ বিয়ের দুখুল শর্ত নয়। তবে খেলাওয়াত হওয়া জরুরী। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

শিশুকে দুধপান করানো এবং লালন-পালনের মাসায়েল

শিশু সন্তানকে দুধ পান এবং লালন-পালনের জন্য সর্বাধিক যোগ্য এবং দাবীদার হল সন্তানের মা। চাই সে বিয়ে জারী থাকার অবস্থায় থাকুক বা তার উপর পৃথক অবস্থায় হয়ে থাকুক। তবে যদি শিশুর মা মোরতাদ, ফাসেক প্রভৃতি হয় তবে ঐ হুকুম নয়। ইহা কাফীর বিবরণ। চাই সে মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাক বা দারুল ইসলামে বর্তমান থাকুক। তারপর যদি মোরতাদ হয়ে পুনঃ তাওবাহ করে, অথবা ফেসক ফুজুরী হতে তাওবা করে নেয়, তবে সে আবার সর্বাপেক্ষা যোগ্য হয়ে যায়। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

এভাবে যদি শিশুর মা বাইজী, গায়িকা বা নর্তকী ইত্যাদি হয়, তবে শিশু পালনের তাদেরও কোন হক নেই। ইহা নাহরুল ফায়েকে উল্লেখ আছে; কিন্তু মা যদি শিশু পালন করতে নারাজ হয়, তবে ছহীহ মতে তার উপর জোর করা যাবে না। তবে যদি সন্তানের একমাত্র মা ছাড়া আরহামের মধ্যে শিশু পালন যোগ্য অন্য কাকেও পাওয়া না যায়, তবে তেমন ক্ষেত্রে শিশু পালনের জন্য তাকে মজবুর করা যাবে-যাতে বাচ্চার জীবনাশংকা দেখা না দেয়। তারপর যদি মাতার দিক হতে কোন প্রকারেই সন্তান প্রতিপালনের আশা করা না যায় এবং পিতাও সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে

www.nagorikpathagar.org

অস্বীকার করে, তবে পিতাকে মজবুর করা যাবে। ইহা শহরতে কানযের মধ্যে আছে। শিশুর মাতার মধ্যে যদি উপরোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে শিশু পালনের যোগ্যতা অনুপস্থিত থাকে, অথবা সে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহাবদ্ধ হয়ে চলে যায় বা মৃত্যুবরণ করে, তবে শিশুর লালন-পালনের জন্য সর্বপ্রথম দায়িত্ব আসবে শিশুর নানীর উপর। তার অবর্তমানে তার মামার উপর, এভাবে উপরের দিকে যতদূর যায়। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। তদের অবর্তমানে শিশুর খালা এবং ফুপুর মধ্যে কে শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ বেশি অগ্রগণ্য তাতে মতভেদ রয়েছে। তবে কিতাবুত্ত্বালাকের বর্ণনায় আছে যে, ফুপুর তুলনায় এদিক দিয়ে খালাই অগ্রগণ্যা। আবার খালাদের মধ্যে যে খালা এক বাপ ও এক মায়ের দিক দিয়ে মায়ের বোন সে সর্বাধিক অগ্রগণ্যা। সে না থাকলে পিতার খালার উপর দায়িত্ব বর্তিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

মোটকথা এক্ষেত্রে মায়ের দিকের রেশতাকে পিতার দিকের রেশতা হতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইহা শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে। এ ক্ষেত্রে চাচি, মামি বা চাচা, মামা প্রভৃতিদের প্রতি কন্যাদের কোন হক নেই। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

যদি বচ্চার মা অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয় এবং বাচ্চার নানী নাতীর প্রতিপালন দায়িত্ব নিয়ে নাতীকেসহ কন্যার দ্বিতয়ি স্বামীর ঘরে অবস্থান করে, তবে বাচ্চার পিতার এ ইখতিয়ার থাকবে যে, নিজ সন্তানকে শাশুড়ীর নিকট হতে নিয়ে আসবে। আর যদি কোন বাচ্চা তার নানীর দায়িত্বে থাকে এবং দেখা যায় যে, তার দ্বারা বাচ্চার কোন কোন রকমের হক নষ্ট হয়েছে, তবে বাচ্চার ফুপুর ইখতিয়ার থাকবে যে, সে বাচ্চাকে তার নানীর নিকট হতে নিজের হেফাজতে নিয়ে আসে। ইহা কানিয়াহর মধ্যে আছে। যদি বাচ্চার পিতা দাবী করে যে, বাচ্চার মা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহাবদ্ধ হয়েছে, আর বাচ্চার মা যদি বলে যে, না, সে কারও সহিত বিবাহাবদ্ধ হয়নি, তবে বাচ্চার মায়ের কথাই কবুল হবে। তারপর সে যদি এ কথা স্বীকার করে বলে যে, হাঁ সে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বসছিল; কিন্তু সে তাকে তালাক দিয়েছে সুতরাং তার আবার বাচ্চা পালনের আগ্রহ জন্মেছে, তবে সে যদি কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট না করে একথা বলে, তবে তার কথা কবুল হবে। আর যদি কাকেও নির্দিষ্ট করে বলে, তবে তার সেই দ্বিতীয় স্বামীর নিকট হতে তার তালাকের একরার না পাওয়া পর্যন্ত কথা কবুল হবে না।

যদি বাচ্চা পালন করার মত যোগ্য নারী না পাওয়া যায়, তা হলে তাকে আছাবা পুরুষদের কাছে সমর্পণ করবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হল পিতা, তারপর দাদা, তারপর এদের উপরে যতদূর যায়। তারপর এক পিতা এক মায়ের দিক হতে ছগা ভাই। তারপর পিতার তরফের ভাই, তারপর ছগা ভ্রাতার ছেলে। তারপর তামার তরফের ভাই। তারপর ঐরূপ ভ্রাতার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। তারপর ছগা চাচা, তারপর পিতার সতাল ভাই, তারপর তাদের পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র। যদি ভাই বা চাদের মধ্যে অনেক ব্রক্তি থাকে, তবে তাদের মধ্যে যে বেশি নেককার এবং সঃ স্বভাববিশিষ্ট হবে, তার নিকট বাচআ সোপর্দ করবে। যদি সেই দিক দিয়ে সকলে একরূপ হয়, তবে বায়োজ্যেষ্ঠের কাছে সোপর্দ করবে। আর যদি বাচ্চার এই ধরণের লোকই না থাকে, তবে কাজী বাইরের কোন আমানতদার এবং নির্ভরশীল লোকের কাছে শিশুকে সমর্পণ করবে। ইহা কাফীর বিবরণ।

শিশু পালেনর জন্য স্থান হবে স্বামী স্ত্রীর ঘর, যখন তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক জারী থাকে। আর যখন স্বামী ঐ শহর হতে চলে যেতে চাইবে এবং চাইবে যে শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে যাবে, তবে স্বামীর জন্য এ ইখতিয়ার হবে না-যতদিন পর্যন্ত না সন্তান পালনকারিনী হতে অমুখাপেক্ষী হবে। আর যদি । উক্ত মহিলা চায়, যে শহরের আছে, সেই শহর হতে বের হয়ে অন্য শহরে চলে যাবে, তবে স্বামীর জন্য ইখতিয়ার হবে যে, সে তাকে যেতে বারণ

www.nagorikpathagar.org

করে। চাই তার সাথে শিশু থাকুক বা না থাকুক। আর এভাবে ইদ্দতওয়ালী মহিলা চাই তার সাথে সন্তান থাকুক বা না থাকুক শহর হতে বের হওয়া জায়েয নয়। স্বামীর তাকে বের করে দেয়াও জায়েয নয়। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পৃথক হয়ে থাকে, তার ইদ্দত পুরা হয়ে গেলে স্ত্রী ইচ্ছা করে যে, বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে নিজের শহরে চলে যাবে, তবে যদি তাদের বিয়ে সেই শহরের হয়ে থাকে, তা হলে তার এই ইখতিয়ার হবে। আর যদি অন্য কোন শহরে হয়ে থাকে, তবে হবে না। তবে যদি এই জুদায়ীর শহর এবং মহিলার শহরের মধ্যে নৈকট্য এই পরিমাণ হয় যে বাচ্চার পিতা বাচ্চাকে দেখার জন্য সে শহরে গিয়ে আবার রাত্র আসার আগে ফিরয়ে আসতে পারে, তবে এ রকম অবস্থায় দুই শহরও এক শহরেই দুইটি মহল্লার অনুরূপ হয়ে যায় এবং মহিলার ইখতিয়ার থাকে যে, এক মহল্লা হতে অন্য মহল্লায় চলে যায়, যদি মহিলা এক শহর হত অন্য শহরে চলে যেতে চায়, এমন শহরে, যে শহরে তার বিয়ে হয়নি, দুই শহরের এরূপ নৈকট্য হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ইখতিয়ার হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি মহিলা এমন শহরে যেতে চায়, যা এতটা নিকটবর্তী নয় এবং তা তার নিজের শহরও নয়, কিন্তু বিয়ের আকদ সেখানেই হয়েছিল, তবে মবসুতের বর্ণনানুযায়ী তার ইখতিয়ার হবে না এবং ইহাই শুদ্ধ। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরায় বর্ণিত আছে। যদি স্বামী স্ত্রী উভয় শহরতলিতে থাকে কিন্তু মহিলা বাচ্চা নিয়ে গ্রামে গিয়ে বাস করতে চায় এবং সেই গ্রামের তার বিয়ে হয়ে থাকে, তবে ইহা মহিলার ইখতিয়ার আছে। আর যদি বিয়ে অন্য গ্রামে হয়ে থাকে, তবে মহিলার ইখতিয়ার হবে না। আর যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে, সে গ্রামেও যদি বেশি দুর হয়, তবে ইখতিয়ার হবে না, হাঁ তবে যদি এরূপ নিকটে হয় যে, বাচ্চার পিতা তথায় গিয়ে তাকে দেখে শুনে একদিনের মধ্যে অর্থাৎ রাত্র আসবার আগে ফিরে আসতে পারে, তবে ইখতিয়ার থাকবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

মুন্তাকার মধ্যে ইবনে সেমা বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বছরায় এক মহিলাকে বিয়ে করল। তার এক বাচ্চা পয়দা হল, অতঃপর ঐ ব্যক্তি বাচ্চাকে কুফা নিয়ে গেল এবং ঐ মহিলাকে তালাক দিয়ে দিল। তারপর মহিলা নিজের বাচ্চার ব্যাপারে অভিযোগ উথাপন করল এবং সে চাইল যে বাচ্চা তাকে ফেরত দেয়া হক। তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, সে যদি ঐ ব্যক্তি মহিলার অনুমতিক্রমে বাচ্চা কুফা নিয়ে থাকে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে না যে সে বাচ্চা ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। স্ত্রীকে বলা যাবে যে, তুমি নিজে কুফায় গিয়ে বাচ্চা নিয়ে আস। আর যদি মহিলার অনুমতি ছাড়া বাচ্চা নিয়ে থাকে তবে ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে যে, সে নিজে বাচ্চাকে মহিলার নিকট নিয়ে আসবে।

ইবনে সেমা' আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে সন্তানসহ, যে ঐ মহিলার গর্ভে পয়দা হয়েছে, বছরাহ হতে কুফা নিয়ে আসল। তারপর মহিলাকে আবার বছরাহ পাঠিয়ে দিল এবং তাকে তালাক দিয়ে দিল, তবে ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে যে, ঐ বাচ্চাকেও ঐ মহিলার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবে। তবে মহিরার জন্য ঐ ব্যক্তি হতে উহার মুয়াখাযাহ করা যাবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। অর যদি তালাকদাতা নিজ বাচ্চাকে তার মা হতে এ কারণে নিয়ে যায় যে, সে আওরাত অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে বসেছে, তবে সে ব্যক্তির ইখতিয়ার আছে যে, ঐ বাচ্চাকে সে নিয়ে চলে যেতে পারে-যতদিন পর্যন্ত না মহিলার হক ঐ বাচ্চার উপর ফিরে আসে।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
খোরপোষের মাসায়েল
প্রথম ভাগ
স্ত্রীর খোরপোষের মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, স্বামীর উপর নিজ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব। চাই স্ত্রী মসুলমান হোক, যিম্মিয়াহ হোক, ধনী বা গরীব হোক, চাই তার সাথে দুখুল করুক বা না করুক, চাই স্ত্রী বালেগাহ হোক বা নাবালেগাহ হোক যে, তার সাথে জেমা করা যায়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। চাই মোকাতেবাহ হোক বা আযাদ স্ত্রী হোক। ইহা জাওয়ারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। মাশায়েখগণ এ বিষয়ের উপর নানারূপ উক্তি করেছেন যে, জেমার উপযুক্ত মহিলা কখন হয়? মোখতার অভিমত হল, নয় বছরের পূর্ব পর্যন্ত জেমার উপযুক্ত হয় না; এবং ফতোয়া ইহার উপর। ইহা তাতারখানিয়ায় আছে; এবং ছহীহ হল বয়সের কোন এতেবার নাই, যার মধ্যে জেমার কষ্ট সহ্য করার সামর্থ আছে, সে-ই জেমার যোগ্য, বয়স যাই হোক না কেন। ইহা কাফীর বিবরণ। আর যদি মেয়ে এত ছোট হয় যে, তার সাথে অতী করা যায় না। তবে আমাদের নিকট তার খোরপোষ প্রদান করা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। চাই সে পিতার ঘরে থাকুক। ইহা মুহীতের বিবরণ।

বালেগাহ মেয়েকে যদি স্বামীর ঘরে পাঠান না হয় এবং তদবস্থায় স্বামীর নিকট খোরপোষ তলব করা হয়, তবে ইহা চাওয়ার অধিকার আছে; কিন্তু বলখের মাশায়েখগণ বলেন যে, যদি মেয়েকে স্বামীর ঘরে না পাঠান হয়, তবে সে খোরপোষের মোস্তাহেক হবে না; কিন্তু ফতোয়া প্রথম অবস্থার উপর। ইহা ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়ার মধ্যে আছে। যদি স্বামী তাকে নিজের ঘরে যেতে বলে এবং স্ত্রী যেতে অস্বীকার না করে, তবে তার খোরপোষ মিলবে। আর যদি অস্বীকার করে, তবে যদি সে এই উদ্দেশ্যে অস্বীকার করে যে, তার বাকি মোহার আদায় করে নিবে, তা হলে তার খোর-পোষ মিলবে। আর কোন কারণ ছাড়া অস্বীকার করলে পাওয়া যাবে না। এটি মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কোন স্ত্রী স্বামীকে অতী করতে বাধা দেয়, কোন রকমেই তাকে জেমার সুযোগ দেয় না, তবে তার জন্য খোরপোষ মিলবে না। হাঁ, তবে যদি স্ত্রী বলে যে, আমার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করে করে দাও বা আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাও, তার আগে তুমি অতীর জন্য চেষ্টা করিও না, তবে এ অবস্থায় উপরোক্ত হুকুম হবে না। যদি স্বামী কোন অন্যের জায়গা জবর দখল করে সেখানে থাকে; কিন্তু স্ত্রী এভাবে থাকতে অস্বীকার করে, তবে তার খোরপোষ মিলবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে মোহর নিয়ে থাকে, কিন্তু তার বাকি মোহার আদায় করার জন্য সাময়িকভাবে স্বামীকে অতী করতে বাধা দেয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট এ স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে বাধা প্রদানকারীদের হুকুম হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। কোন ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন ব্যক্তি যদি নামায না পড়ে এবং এজন্য স্ত্রী তার সাথে অতী করতে অস্বীকার করে, তবে ওলামাগণ জবাব দিলেন যে, তার জন্য এ ইখতিয়ার নাই। ইহা জহিরিয়াহর বিবরণ। যদি স্বামী স্ত্রীকে কোন শহরের নিয়ে যেতে চায় এবং স্বামী যদি স্ত্রীর পুরা মোহরও আদায় করিয়ে দিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় সে স্বামীর প্রস্তাবে রাজী না হলে তাকে খোরপোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। যদি কোন গাছের বা ছিনতাইকারী স্ত্রীকে গছব করে নিয়ে যায় ও তাকে কয়েদ করে রাখে, তবে তার জন্য খোরপোষ দেওয়া স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি স্ত্রী ফরজ হজ্জ আদায় করে এবংতা যদি স্বামীর বাড়ীতে যাওয়ার আগে করে, আর যদি কোন মাহরাম ব্যক্তি সঙ্গী ছাড়া করে, তবে স্বামীর উপর খোরপোষ হবে না। আর যদি সে স্বামী ছাড়া কোন মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে হজ্জ আদায় করে তবে এ ক্ষেত্রেও স্বামীর উপর খোরপোষ আবশ্যক হবে না। এতে সব ইমাম একমত। তার যদি স্ত্রীর স্বামীর বাড়ী যাওয়ার পর এরূপ করে তবে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট স্বামীর উপর ভরণ-পোষণ আবশ্যক হবে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ওয়াজিব হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। এবং ইহাই উত্তম।ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর, তবে সকলের মতেই স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া আবশ্যক হবে। তবে সফরের খোরপোষ নয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। স্ত্রী যদি নফল হজ্জ আদায় করে, তবে সকলের খোরপোষ নয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। স্ত্রী যদি নফল হজ্জ আদায় করে, তবে সকলের মতে স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোষ দেয়া আবশ্যক হবে না-যদি স্বামী তার সফর সঙ্গী না হয়। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর এ মাসয়ালায় সকলেই একমত যে, নামায ও রোযায় খোরপোষ ছাকেত হয় না। ইহা গায়াতুসসুরুজীর মধ্যে আছে। যদি কোন ব্যক্তির কতিপয় স্ত্রী থাকে, যেমন তাদের কেউ মুসলমান আযাদ, কেউ দাসী, কেউ যিম্মিয়া, কেউ নাছরানিয়াহ, কেউ ইয়াহুদিয়াহ, তবে তাদের সকলের খোরপোষই এক সমান হবে। ইহা তাতারখানিয়ায় আছে। ইহার সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে অতী করা হয়েছে, তার কোন খোরপোষ মিলবে না। ইহা খোরাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। ফাসেদ বিয়ের দ্বারা স্বামী উপর খোরপোষ এক সমান হবে। ইহা তাতারখানিয়ায় আছে। এর সঙ্গে সন্দেহজনখাবে অতী করা হয়েছে, তার কোন খোরপোষ মিলবে না। ইহা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। ফাসেদ বিয়ের দ্বারা স্বামী উপর খোরপোষ হয় না; কিন্তু ফাসেদ বিয়ের উপর তাফরীকের ইদ্দতের খোরপোষ স্বামীর উপর আবশ্যক হয়।

যদি বিয়ে সাক্ষী ছাড়া হয়, তবে সকলের মতে এরূপ বিয়ে স্ত্রী খোরপোষের মোস্তাহেক হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। স্বামী স্ত্রী সাথে ইলা করলে স্ত্রী স্বামীর খোরপোষ দিতে হবে। যদি স্ত্রীর সাথে দুজন খাদেমাহ থকে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, একজন খাদেমার বেশি খোরপোষ স্বামীর নিকট দাবী করা যাবে না। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, স্বামী স্বচ্ছল থাকলে খাদেমাহর ব্যাপারে গরীব স্বামীর অপেক্ষা বেশি দাবী করা যায়। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। কেউ কেউ বলেন যে, খাদেমাহ যদি স্ত্রীর দাসী হয়, তবে তার খোরপোষ স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। আর গায়রে মামলুকাহ হলে আবশ্যক হবে না। ইহা হাসান (রহঃ) ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইহাই ছহীহ এবং ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। স্ত্রী কাজীর নিকট স্বামীর পক্ষ হতে মাসিক বা দৈনিক হিসেবে খোপোষের জন্য দরখাস্ত করলে কাজী অনুরূপ একটা পরিমাণ ধার্য করে দিবে। মাসিক পরিমাণ ধার্য করলে প্রত্যেক মাসে মাসে দিবে আর দৈনিক পরিমাণ ধার্য করে দিলে প্রত্যেক দিন আদায় করবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে।

ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, যদি স্ত্রী রুটি তরকারী পাক করতে অস্বীকার করে, তবে স্বামীর উপর তাকে অন্যের দ্বারা খানা পাকিয়ে খাওয়ানো এমন অবস্থায় ওয়াজিব হবে যে, যদি স্ত্রী কোন বড় ঘরের বা কোন বিশেষ শরীফ ঘরের হয় এবং যদি তার পিতা-মাতাও কখনও এরূপ কাজ না করে থাকে। আর যদি এরূপ মহিলা না হয়, তবে স্বামীর উপর ঐ ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে না। ইহা জাহিরিয়ার মধ্যে আছে। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এসব কাজ মহিলার উপর দিয়ানাতান ওয়াজিব, যদিও কাজায়ান কাজী মহিলার উপর মজুবুর না করুক। ইহা বাহরুর রায়েকে উল্লেখ আছে। স্ত্রীকে যদি স্বামী পারিশ্রমিক দিবার শর্তে খানা পাকাতে রাজী করে, তবে তা জায়েয হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

কোন মহিলা কাজীর নিকট এসে দরখাস্ত করল যে, আমি অমুকের পুত্র পুত্র অমুকের কন্যা, আর আমার স্বামী অমুকের পুত্র অমুকের পুত অমুকের পুত্র অমুক। সে আমাকে রেখে কোথায় চলে গিয়েছে। আমার জন্য কোন খোরপোষ দিয়ে যায়নি, তা হলে কাজী যদি জানে যে, ঐ ব্যক্তির ঘরে উক্ত মহিলার খোরপোষ উপযোগী অর্থ এবং মাল সামান আছে এবং তার ইহাও যদি জানা থাকে যে, সত্যই এ মহিলা সেই লোকটির স্ত্রী, তা হলে কাজী মহিলা নিকট হতে এরূপ কসম করাবে যে, তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন কোন আভ্যন্তরীণ কারণ হয়নি, যাতে স্বামীর পক্ষে খোরপোষ আবশ্যক হয় না। যদি মহিলা কসম করে, তবে কাজী মহিলাকে হুকুম দিবে যে, তুমি স্বামীর ঘরের মাল সামান হতে মধ্য অবস্থায় তোমার খোরপোষ চালিয়ে যাও কিন্তু যেন খরচ এছরাফ এর পর্যায়ে না যায়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে এবং ইহাই ছহীহ। ইহা মুহীতের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

স্ত্রীর বাসস্থানের মাসায়েল

স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা দ্বারা মুরাদ হল স্বামীর উপর স্ত্রীর বসবাসের উপযোগী নিজের সঙ্গতি অনুযায়ী শরীয়ত মোতাবেক বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। এরূপ ঘর হওয়া চাই, যে ঘরে স্বামীর স্ত্রী ছাড়া পরিবার পরিজনের মধ্যে কেউ না থাকে। তবে যদি মহিলা তাদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে, তবে কোন আপত্তি নেই। ইহা শরহে কানযের মধ্যে আছে। আর যদি মহিলাকে এমন ঘরে রাখা হয়, যে ঘরে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকে না, তারপর মহিলা কাজীর নিকট এরূপ অভিযোগ পেশ করে যে, আমাকে স্বামী মারে, কষ্ট দেয়, আপনি তাকে এরূপ হুকুম করুন যে, কোন নেককার লোকের নিকট আমাকে রাখুন, যে তার ভাল মন্দ দেখিয়ে তাকে বিরত রাখতে পারে। তখন কাজী যদি রেখে যে, স্ত্রী যা বলে, তা সত্য, তা হলে সে স্বামীকে ধম ঝিড়কি দিবে এবং স্বামীকে বলে দিবে যে, তুমি পরহেজগার এবং ভাল লোকের নিকট গিয়ে বসবাস কর। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি স্ত্রী তার সপত্নী এবং মাতা ইত্যাদির সাথে এক ঘরে থাকতে অস্বীকার করে, তবে যদি স্বামী একই ঘরে ভিন্ন কোঠা বানিয়ে, ভিন্ন দরজা করে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা করে দেয়, তবে তার পর সম্পূর্ণ আলাদা ঘরের জন্য দাবী করা স্ত্রীর ইখতিয়ার নেই। যদি স্ত্রী বলে যে, আমি তোমার দাসী উম্মে ওয়ালাদ ইত্যাদির সাথে থাকব না, তবে তার এরূপ বলার ইখতিয়ার নেই। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। বোরহানুল আয়েম্মা (রহঃ) ইহার উপর ফতোয়া দিয়েছেন। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। যদি স্বামী এরূপ চায় যে, তার ঘরে স্ত্রীর নিকট তার পিতা মাতা বা তার যি-রেহেম মাহরাম রেশদাতার কেউ না আসে, ওলামাগণ ইহাতে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, প্রত্যেক জুমা বার তার পিতা তাকে দেখতে আসলে তাকে মানা করতে পারবেন না এবং ফতোয়া এরই উপর

আর এভাবে যদি স্ত্রী চায় যে, নিজের খালা, ফুপী, ভগ্নি ইত্যাদির সাথে দেখা করতে তাদের বাড়ী যাবে, তবে তার মধ্যেও এরূপ নানাবিধ মত রয়েছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। আর স্বামীর এই ইখতিয়ার নেই যে, আওরাতের পিতামাত এবং অন্য স্বাতীর ঘরের ছেলেকে তাকে দেখতে আসতে বা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে মানা করে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে।

মহিলাকে কোন ওয়াজের মাহফিলে যেখানে কোন বিদয়াতের ভয় নেই, তথায় যেতে অনুমতি দেওয়ায় কোন দোষ নেই। মহিলার কোন গোলামের সাথে সফর করা জায়েয নেই, যদিও সে খাশী হয়। আমাদের এই যমানায় কোন মজুসী ভ্রাতার সাথে, কোন রেদ্বায়ী ভ্রাতার সাথে সফর করবে না। হাঁ, তবে এমন বালক যে বারেগ বা কারীবুল বুলুগ নয় বা মহিলার সাথে সফর করা যেতে পারে। আর নিজ কন্যার স্বামী, নিজের স্বামীর পুত্র এবং নিজের মাতার স্বামীর

সঙ্গে সফর করা যায়। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। স্ত্রীর জন্য এই ইখতিয়ার নেই যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘরের কোন জিনিস অন্যকে দিয়ে দেয় এবং ফরজ রোযা ছাড়া অন্য কোন রূপ রোযা রাখে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ
ইদ্দতকালীন খোর-পোষের মাসায়েল

যে স্ত্রী তালাকের ইদ্দতে থাকে, সে তার খোরপোষ এবং বাসস্থানের দাবীদার। চাই তালাক রেজয়ী বা বায়েনাহ হোক বা তিন তালাক হোক। চাই স্ত্রী হামেলাহ হোক বা গায়রে হামেলাহ হোক। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। জুদায়ী যদি স্বামীর পক্ষ হতে স্বামীর কারণে হয়, তবে স্ত্রীর খোর-পোষ মিলবে। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয় এবং স্ত্রীর হকের উপরে থাকে, তা হলেও স্ত্রীর খোরফোষ মিলবে। আর স্ত্রী নাহক পথে থাকলে খোরপোষ মিলবে না। আর যদি স্ত্রী নয়; বরং অন্য লোকের পক্ষ হতে কোন ব্যাপারে কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তা হলে স্ত্রীর খোর-পোষ মিলবে যদি স্ত্রী খোলা ও ইলার কারণে বায়েনাহ হয়ে যায় বা স্বামী মোরতাদ হয়ে যাওয়াই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসে বা স্বামী স্ত্রীর মায়ের সাথে জেমা করার কারণে জুদায়ী ঘটে, তবে স্ত্রীর খোর-পোষ মিলবে।

ছগীরাহ স্ত্রী যদি কবীরাহ হবার পর অলীর বিয়ে অস্বীকার করে ফেরকাত অবলম্বন করে অথবা গায়রে কুফুর বিবাহে দুখুলের পরে ফেরকাত সংঘটিত হয়, তবে খোর-পোষের দাবীদার হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি স্ত্রী মোরতাদ হয়ে যায় বা সে স্বামীর পুত্র বা পিতার সাথে অতী করে, অথবা কামভাবের সাথে তাদেরকে স্পর্শ করে, তবে এসতেহসানান খোর-পোষ মিলবে এবং সে বাসগৃহের দাবীদার হবে। আর যদি জবরদস্তি তার সাথে এ কাজ করা হয়, তবে সে খোর-পোষ এবংে বাসগৃহ উভয়ের দাবীদার হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়া হয়, তারপর সে মোরতাদ হয়ে যায়, তবে তার খোর পোষ মিলবে, নতুবা মিলবে না। রেজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে ঐভাবে মোরতাদ হয়ে যদি আবার ফিরে আসে, তবে স্ত্রীর খোর-পোষ মিলবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

যদি স্ত্রী রেজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর পুত্র বা পিতার সাথে অতী করে বা কামভাবের সাথে স্পর্শ করে, তবে তার খোর-পোষ ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি বায়েনাহ তালাকের ইদ্দতের মধ্যে এগুলি হয় বা তালাক ছাড়া অনুরূপ ফেরকাতের ইদ্দতের মধ্যে হয়, তবে তার খোর-পোষ এবং বাসস্থান মিলবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যার স্বামী স্ত্রী রেখে মরে গেছে, তার খোর-পোষ নাই, চাই সে হামেলাহ বা গায়রে হামেলাহ হোক। আর যদি উম্মে ওয়ালাদ হয় এবং সে হামেলাহ হয়, তবে তার মৃতের সমস্ত মাল হতে খোর-পোষ মিলবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহায়ে বর্ণিত আছে। ইদ্দতওয়ালি স্ত্রী যদি ইদ্দত পালনের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে সব সময় না থাকে, তখনও তাকে আবার কখনও থাকে না, তবে সে খোর-পোষের দাবীদার হবে না। ইহা জহিরিয়াহর বিবরণ।

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট হতে অদৃর্শ এবং নিখোঁজ হয়ে গেল। তারপর তার স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ করে নিল এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার দুখুলও হল। তারপর প্রথম স্বামী ফিরে আসল। তবে কাজী উক্ত আওরাত এবং দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যে তাফরীক করে দিবে এবং আওরাতের উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে তার ইদ্দতকালীন খোর-পোষ দ্বিতীয় স্বামী বা প্রথম স্বামী কারও উপর ওয়াজিব হবে না। এক ব্যক্তি দুখুলের পর নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিল এবং আওরাত ইদ্দত শেস হবার আগেই অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ করে নিল এবং সে তার সাথে দুখুল করল। তখন কাজী তাদের মধ্যে তাফরীক করে দিবে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর

www.nagorikpathagar.org

কথা অনুযায়ী প্রথম স্বামীর উপর খোর-পোষ এবং বাসস্থান ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে করে নেয় এবং সে তার সাথে দুখুল করে নেয়, তারপর ইহা কাজীর গোচরে আসে এবং সে তাদের উভয়ের মধ্যে তাফরীক করে দেয়, তারপর ইহা প্রথম স্বামী জানতে পেয়ে সে মহিলাকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তবে ঐ মহিলার উপরে উক্ত উভয় স্বামীর দিক হতে ইদ্দত ওয়াজিব হবে এবং তার জন্য উক্ত উভয়ের কারও উপর খোর-পোষ আবশ্যক হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি স্বামী বিয়ের দাবীদার হয় এবং মহিলা বিয়ে অস্বীকার করে, তারপর স্বামী নিজ দাবীর উপর সাক্ষী কায়েম করে, তবে বিয়ে ছাবেত হইবার পরে ঐ মহিলার জন্য কোন খোর-পোষ মিলবে না। দুই বোনের প্রত্যেকেই দাবী করে যে, এ ব্যক্তি আমাকে বিয়ে করেছে এবং পুরুষ ব্যক্তি অস্বীকার করে, তারপর উভয় মহিলা বিবাহ ও দুখুলের সাক্ষী কায়েম করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষীর কাছে হাল জিজ্ঞাসা বাদ করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুই বোন একজনের খোর-পোষ পেতে থাকবে। ইমাম খাচছাফ (রহঃ) ইহা তাছরীহ করে দিয়েছেন। এক মহিলা নিজ স্বামী হতে একমাস পর্যন্ত সাক্ষীর মহিলা ঐ স্বামীর নিকট হতে যা কিছু নিয়েছে, তা স্বামীকে ফিরিয়ে দিবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে।

চতুর্থ ভাগ

শিশু সন্তানের খোর-পোষের মাসায়েল

ছোট বাচ্চার খোরপোষ তার পিতার উপর আবশ্যক হবে। ইহা মধ্যে অন্য কাকেও শরীক করা যাবে না। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে আছে। যদি বাচ্চা দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়, আর ঐ শিশুর মাতা যদি তার বিয়ের মধ্যে থাকে, আর এই বাচ্চা অন্য স্ত্রীর দুধপান করে, তবে তার মাকে দুধপান করার জন্য মজবুর করা যাবে না। আর যদি বাচ্চা অন্য কোন স্ত্রীর দুধপান না করে, তবে শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ছুরতেও মাকে দুধপান করার উপর মজুবর করা যাবে না এবং শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বলেন যে, মজবুর করা যাবে। আর এর মধ্যে তিনি কোন দ্বিমতের কথা উল্লেখ করেননি এবং এরই উপর ফতোয়া। আর যদি পিতার বা বাচ্চার কোন মিল না থাকে, তবে বাচ্চাকে মাতাকে দুধপান করানোর জন্য মজুবুর করা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। ইহাই ছহীহ মত। সন্তানের দুধপান করানোর ক্ষেত্রের তার মাতা ছাড়া যদি উজরতের বদলে অন্য মহিলার আশ্রয় নিতে হয়, তবে ঐ উজরত পিতার তখন দিতে হবে, যখন ঐ সন্তানের নিজের কোন মাল না থাকে, যদি তার নিজের কোন মাল থাকে তা হলে তা দ্বারা দুধপান করানেওয়ালির উজরত আদায় করবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

যদি কারও কোন দাসী বা উম্মে ওয়ালাদের গর্ভে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তার উপর বাচ্চাকে দুধপান করার জন্য জোর করে। কেননা এর দুধ এবং এর মুনাফা সবই মনিবের, আর যদি মনিব চায় যে, বাচ্চাকে অন্য কোন মহিলার দুধপান করাবে এবং বাচ্চার মাতা চায় যে সে নিজে দুধপান করাবে, তবে এক্ষেত্রে মনিবেরই ইখতিয়ার থাকবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বাচ্চাকে দুধপান করাবার জন্য উজরতের বিনিময়ে এক মাসের শর্তে কোন মহিলা নিযুক্ত করে, তারপর তার এ মুদ্দত শেষ হয়ে যায়, তারপর সে মহিলা আর দুধপান করাতে অস্বীকার করে, অথচ ঐ বাচ্চা উক্ত মহিলা ছাড়া অন্য কোন মহিলার দুধপান না করে, তবে ঐ মহিলাকে দুধপান করাবার জন্য মজবুর করা জায়েয হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। যদি নিজের স্ত্রীকে অথবা নিজের রেজয়ী তালাক প্রাপ্তা ইদ্দতওয়ালীকে

www.nagorikpathagar.org

উজরতের উপর বাচ্চার দুধপান করাতে নিয়োগ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যদি নিজের বায়েন তালাকপ্রাপ্ত বা তিন তালাক প্রাপ্তা ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীকে উজরতের উপরে বাচ্চার দুধপান করাতে নিযুক্ত করা হয়, তবে ঐ মহিলা উজরাতের মোস্তাহেক হবে। ইহা ইবনে যিয়াদ হতে বর্ণিত আছে এবং ফতোয়া এর উপর। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতীর মধ্যে আছে। রেজয়ী তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ইদ্দতের মুদ্দত গত হয়ে গেলে তাকে উজরতের উপরে দুধপান করাতে নিয়োগ করা জায়েয হবে। আর যদি সে বেশি উজরত দাবী করে, তবে বাচ্চার পিতা তাকে কম উজরতের উপর দুধপান করবার জন্য মজবুর করতে পারবে না।

দুধপান শেষ হওয়ার পর বাচ্চা সন্তানের খোরপোষের পরিমাণ কাজী বাচ্চার পিতার সঙ্গতি অনুসারে ধার্য করে দিবে এবং উহা বাচ্চার মাতার নিকট দেয়া যাবে। সে বাচ্চার জন্য খরচ করবে, আর যদি বাচ্চার মা নির্ভরশীলা না হয়, তবে অন্য কোন মহিলার নিকট দেয়া হবে। সে বাচ্চার জন্য খরচ করবে। কোন অভাবগ্রস্ত ব্রক্তির যদি ছোট বাচ্চা থাকে এবং তার পিতা নিঃস্ব হলেও কামাই করিতে সক্ষম, তবে রুজী কামাই করে বাচ্চার খোরপোষের ব্যবস্থা করা তাহার উপর ওয়াজিব হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি সে কামাই করে উহার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে মজবুর করা যাবে; এবং এজন্য তাকে আটকও করা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। আর যদি পিতা কামাই করতে অক্ষম হয়, তবে কাজী বাচ্চার মাতাকে কর্জ করিয়ে বাচ্চার খোরপোষ চালাতে হুকুম করবে, যখন পিতা স্বচ্ছল হবে, তখন কর্জ পরিশোধ করিবে।

দুধ ছাড়ার পর যদি বাচ্চার নিজের কোন মাল থাকে, তবে তা দ্বারা বাচ্চার খোরপোষ চালাবে আর যদি মাল থাকলেও তা অনুপস্থিত থাকে তবে কাজী পিতাকে হুকুম করবে যে, তুমি নিজের খরচ চালাতে যাও, পরে এর মাল হতে নিয়ে নিবে। আর যদি পিতা কাজীর হুকুম ছাড়া নিজের মাল হতে খরচ করে, তবে তার সাক্ষী রেখে নিবে। সাক্ষী থাকলে পরে ঐ মাল ফিরে নিতে পারবে। আর সাক্ষী না থাকলে ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

কন্যা সন্তানের খোরপোষও পিতার প্রতি ওয়াজিব-যতদিন পর্যন্ত তার বিয়ে না হয়। বিয়ের পর কন্যার খোরপোষ তার স্বামীর উপর স্থানান্তরিত হবে। তখন আর ইহা পিতার উপর ওয়াজিব থাকবে না।

পঞ্চম ভাগ

যাওয়িল আরহামের খোর- পোষের মাসায়েল

স্বচ্ছল অর্থাৎ সঙ্গতিসম্পন্ন সন্তানের প্রতি তার অভাবগ্রস্ত পিতা-মার খোরপোষ বহন করতে জবরদস্তি করা যাবে। চাই তারা মুসলমান বা যিম্মী হোক। চাই তারা নিজেরা কামাই করতে সক্ষম হোক বা না হোক। তবে যদি তারা হরবী হয় এবং আমান নিয়ে দারুল ইসলামে এসে থাকে, তবে এ হুকুম হবে না। আর মালদার পুত্রের পিতা-মাতার খোরপোষ দেয়ার ব্যাপারে কাকেও শরীক করতে পারবে না। ইহা এত্তাবিয়াহর মধ্যে আছে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, মালদার হওয়ার অর্থ এখানে সাহেবের নেছাব হওয়া এবং ইহারই উপর ফতোয়া। আর নেছাবের অর্থ এখানে যে পরিমাণ মাল হইলে সে ছদকাহ গ্রহণের উপযুক্ত থাকে না। ইহা হেদায়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির দুই পুত্র থাকে, একজন বেশি মালদার আর একজন ছাহেবে নেছাব হলেও অন্যজন অপেক্ষা কম মালদার, তবে উভয়েরই সমান খোরপোষ দিতে হবে। যদি দুই ভাইয়ের একজন মুসলমান হয় এবং অন্য জন যিম্মী তবুও দুজনে সমান খোরপোষ দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন, যদি উভয়ের মধ্যে মালে সামান্য ব্যবধান হয় তবে, উভয়ে সমান খোরপোষ দিয়ে আর বেশি ব্যবধান হলে খোরপোষে ব্যবধান হবে। ইহা যখীরাইর মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি দুজনের একজনে খোরপোষ দিতে অস্বীকার করে, তবে কাজী একজনকে সম্পূর্ণ খোরপোষ দিতে হুকুম করবে। তারপর অন্যজনের নিকট হতে ইহা নিয়ে নিবে। যদি কোন অভাবী ব্যক্তির স্ত্রী থাকে এবং তার অন্য ঘরের বালেগ মালদার পুত্র থাকে, আর তার নিজের মা না থাকে, তবে ঐ পুত্রকে নিজের পিতার স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে মজবুর করা যাবে না। পিতার দাসী বা উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম হবে। হাঁ তবে যদি পিতা রুগ্ন এবং মাজুর হয়, তার খিদমতের জন্য কোন মহিলার দরকার হয়, তবে সে বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা, দাসী বা উম্মে ওয়ালাদ হোক, তবে এ ছুরতে মালদার পুত্রকে খোরপোষ দিবার জন্য মজবুর করা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি পিতা মোহতাজ হয় এবং তার ছোট পুত্রও মোহতাজ হয় আর তার বড় পুত্র মালদার হয়, তবে বড়পুত্র পিতার সাথে ছোট ভায়ের খোরপোষ দিবে। যদি কারও মোহতাজ পিতা ও মাতা থাকে এবং সে একজনের খোরপোষ দিয়ার সামর্থ রাখে, তবে সে মাতার খোরপোষ দিবে। যদি মোহতাজ পিতার একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে মালদার পুত্রের জন্য শুধু পিতার এক স্ত্রী খোরপোষ দেয়া লাযেম হবে। পিতা ইহা সকলের মধ্যে বন্টন করে দিবে। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি পিতার মত পুত্রও মোহতাজ হয় এবং তার পরিবার পরিজন থাকে, তবে সে কামাই করে পরিবার পরিজনের সাথে শুধু পিতার খোরপোষ দিবে; কিন্তু সে পিতাকে পৃথকভাবে দিবে না বরং তাকে নিজের পরিবারের সাথে শুধু পিতার খোরপোষ দিবে; কিন্তু সে পিতাকে পৃথকভাবে দিবে না বরং তাকে নিজের পরিবারের সাথে একত্রে ভরণ-পোষণ দিবে। যদি মোহতাজ পিতার পুত্র ও কন্যা উভয়ে মালদার হয় তবে পুত্র ও কন্যা উভয়েই পিতা মাতার খোরপোষ দিবে। যদি কোন মোহতাজ ব্যক্তির ভ্রাতা এবং কন্যার সন্তান মালদার হয়, তবে কন্যার সন্তান খোরপোষ দিবে। তাই সে পুত্র হোক বা কন্যা হোক। যদি কোন মোহতাজ ব্যক্তির পিতা এবং সন্তান উভয় মালদার হয়, তবে সন্তান খোরপোষ দিবে, পিতা নয়। কারণ হল, সন্তানের মালের উপরই তার পিতার দাবী। যদি মোহতাজ ব্যক্তির মালদার দাদা ও পোতা থাকে, তবে তারা উভয়ে তাদের মীরাছের খোরপোষ দিবে, যদিও মীরাছের অধিকারী ভাই হয়ে তাকে।যদি মোহতাজ ব্যক্তির মালদার মা ও দাদা থাকে তবে মীরাছের অংশানুযায়ী উভয়ে খোরপোষ দিবে। এভাবে যদি মা ও ছগা ভাই মালদার হয়, তবে তারা উভয়ে মীরাছের অংশানুযায়ী খোরপোষ দিবে। যদি ছগা চাচা ও ছগি ফুপী মালদার হয়, তবে ছগা চাচা খোর-পোষ দিবে। যদি ছগা চাচা ও ছগা মামু মালদার হয় তবে ছগা চাচা খোরপোষ দিবে। যদি ছগা মামু ছগী ফুপী মালদার হয়, তবে উভয়ে সমানাংশে খোরপোষ দিবে।

মোটকথা, এই মাসয়ালার মধ্যে মুল নিয়ম হল, যে ব্যক্তি আছারা হওয়ার কারণে সমস্ত মীরাছের অধিকারী হয়, সে যদি মোহতাজ হয়, তবে তাকে মৃত তুল্য সাব্যস্ত করে তার পরে যারা থাকবে তাদেরকে নিজ নিজ মীরাছের অংশ হিসেবে খোরপোষ দিতে হবে। খৃষ্টানের উপর মুসলমান ভ্রাতার খোরপোষ দিতে হবে না। একইভাবে মুসলমানের উপর তার খৃষ্টান ভ্রাতার খোরপোষ দিতে হবে না। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। যদি যিম্মী স্বামী মুসলমান হয়ে যায় এবংতার স্ত্রী আহলে কিতাব নহে, সে মুসলমান হতেও অস্বীকার করে, তারপর তাদের মধ্যে তাফরীককরে দেয়া হয়, পরে আওরাতের খোরপোষ ও বাসগৃহ মিলিবে না। আর যদি আওরাত মুসলমান হয়ে যায় এবং স্বামী মুসলমান হতে অস্বীকার করে আর তাদের মধ্যে তাপরীক করে দেয়া হয়, তবে স্বামীর আওরাতকে তার ইদ্দত পর্যন্ত খোরপোষ এবং বাসগৃহ দিতে হবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যিম্মী ব্যক্তি যদি তার কোন মাহরাম আওরাতকে বিয়ে করে, যে রকম বিয়ে তাদের মধ্যে সিদ্ধ আছে, তারপর মহিলা যদি ঐ ব্যক্তির নিকট নিজ খোরপোষ দাবী করে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) অভিমতের উপর কিয়াস করে কাজী তার উপর খোর-পোষ লাযেম করে দিবে। আর যদি বিয়ে সাক্ষী ছাড়া হয়ে থাকে, তবে সকলের মতে মহিলার খোরপোষের দাবীদার হবে।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ ভাগ

গোলাম বাঁদীদের খোরপোষের মাসায়েল

মনিবের উপর ওয়াজিব হল যে, সে নিজ গোলাম ও দাসীর খোরপোষ বহন করবে, চাই দাসী ও গোলাম মোদাব্বের হোক, উম্মে ওয়ালাদ বা অন্য প্রকার হোক, চাই ছোট হোক, চাই বড় হোক, চাই হাত পা কাজের অযোগ্য হোক বা সুস্থ সবল ও কাজের যোগ্য হোক, চাই অন্ধ হোক বা চক্ষুষ্মান হোক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি মনিব খোরপোষ দিতে অস্বীকার করে, তবে যে দাসী বা গোলাম ইজারার বিনিময়ে দেয়া যায়, তাকে ইজারায় দিয়ে ইজারার মাল দ্বারা তার খোরাক চালাবে। আর যদি বয়স খুব কম হওয়ার কারণে সে উজারতে খাটবার অযোগ্য হয়, তবে গোলাম ও দাসীর অনুরূপ তাদেরকে খোরপোষ দিবে। অথবা তাদেরকে বিক্রয় করে দিবে। মনিব মোদাব্বের এবং উম্মে অলাদকে খোরপোষ না দিলে তার উপর জবরদস্তি করা যাবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি দাসী অত্যন্ত খুবছুরত হয় যে, তাকে উজরতে দেয়া যায় না, তাতে ফিতনা হতে পারে, তবে মনিবকে মজুবুর করা যাবে যে, হয় তার খোরপোষ দিবে নতুবা তাকে বিক্রি করে ফেলবে। তা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। গোলামের কামাই দ্বারা যদি তার খোরপোষের ব্যবস্থা না হয়, তবে বাকি যে পরিমাণ দরকার হবে, তা মনিব দিয়ে দিবে। আর যদি কামাইকৃত টাকা সব খরচ না হয়ে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে মনিব তার মালিক হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। খোরাক বাবত তাদেরকে মধ্যম রকমের খোরাক যেমন রুটির সাথে প্রয়োজন অনুসারে তরকারি দিবে। তার কাপড় দিবার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সতরে আওরাত হয়, তাই যথেষ্ট নয়; বরং তাকে মধ্যম রকম পোশাক দিবে।

গোলামকে নিজেকে পাকিয়ে খেতে বলা যেতে পারে। তবে নিজের সাথে একত্রে বসিয়ে খাওয়ানো উত্তম। এভাবে একসাথে মনিবের সাথে খাইতে বসলে গোলামের মনিবের আদব রক্ষা করে পানাহার করা চাই। যদি মুনীবের একাধিক দাসী গোলা থাকে, তবে প্রত্যেকের খোরপোষের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে। দাসী গোলামকে পৃথক করতে দিলে নিজেরা যা খাবে তাদেরকে তাই খেতে দিবে। যদি গোলাম উপার্জন করার অনুমতি চায় কিন্তু মনীব যদি অনুমতি না দেয়, তবে মনিব তাকে যেভাবে খোরপোষ দেয়, গোলাম তাতেই রাজী থাকবে। ইহা তাতারখানিয়াহর মধ্যে আছে।

যদি গোলাম দুজন শরীকদারের মধ্যে এক মালিক হয়, তবে উভয় শরীকদার নিজ নিজ অংশ মত এর খোরপোষ দিবে। যদি গোলামের উপর দুজন মনিবই দাবী করে যে, এ গোলাম আমার একার, কিন্তু এ ব্যাপারে কারই কোন সাক্ষী না থাকে, তবে দুজনেই তার খোরপোষ দিবে। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি দুজন শরীকদারের একটি দাসী থাকে, এবং তার বাচ্চা পয়দা হয়, আর দুজনেই বলে যে, এ আমার বাচ্চা। তবে ঐ বাচ্চার খোরপোষ দুজনেই বহন করবে। তা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি কেউ নাবালেগ দোলাম বা দাসীকে আযাদ করে দেয়, তবে আর তার খোরপোষের যিম্মাদারী ঐ মনিবের থাকবে না। বাইতুল মাল হতে এর খোরপোষ দেয়া হবে। এক ব্যক্তির অধীনে দাসী আছে, সে কাজীর নিকট মামলা দায়ের করল যে, আমার মনিব আমাকে খোরপোষ দেয় না। তবে কাজী তাকে হুকুম দিবে যে, এর খোরপোষ দাও বা একে বিক্রি করে দাও। তবে কাজী যদি তাকে খোরপোষ দেয়ার জন্য মজবুর করে এবং সে খোরপোষ দেয়, তারপর যদি এরূপ সাক্ষী কায়েম হয়ে যায় যে, এ মহিলা আযাদ, দাসী নয়। তারপর কাজীও তার আযাদীর হুকুম দিয়ে দেয়। তবে মনির তার নিকট হতে এ পরিমাণ মাল ফেরত নিতে পারবে যে পরিমাণ মাল সে তার অনুমতি ছাড়া খরচ করেছে, আর যে পরিমাণ মাল তার অনুমতিক্রমে খরচ করেছে তা ফেরত নিতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

যায়েদ আমরের অধীনস্থ দাসীর উপর দাবী করল যে, এ আমার দাসী; কিন্তু আমর তা অস্বীকার করল। তখন যায়েদ তার দাবীর পক্ষে সাক্ষী কায়েম করল। তখন কাজী ঐ দাসীকে কোন আদেল ব্যক্তির নিকট রেখে সাক্ষীদের নিকট হতে অবস্থা জানিবে। যেহেতু বাহ্যতঃ দাসীর উপরে আমরের অধিকার-ই বর্তমান, তাই আমরকে দাসীর খোরপোষ দেয়ার হুকুম দিবে। তবে যদি আমর তার খোরপোষের খরচ বহন করে, তবে কাজী সাক্ষীদের কথা রদ করে দিবে এবং উক্ত দাসী আমরেরই থাকবে। আর যদি সাক্ষীদের কথা বিপরীত হয় এবং কাজী যায়েদের পক্ষে হুকুম দেয়, তবে আমর ঐ খোরপোসের খরচ যায়েদের নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে না। যেহেতু তা প্রকাশ পেয়েছে যে, দাসী গছবকৃত, কাজেই সে গাছেবের মাল খরচ করেছে। নিয়ম আছে যে, এই মাল মোফত তুল্য হয়ে থাকে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়

এতাকের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

এতাকের তাফসীর, রোকন, হুকুম, প্রকার এবং শর্ত,

এতাকে শরয়ী তাফসীর হল, ইহা এমন একটি হুকমী শক্তি যে, যার উপর ইহা প্রযুক্ত হয়, সে অধিকারত্বের সামর্থ্য এবং বেলায়েত ও শাহাদাতের যোগ্যতা লাভ করে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ, এমন কি, সে ঐ এতাকের কারণে অন্যের উপর তাছাররুফ এবং অন্যের তার উপর তাছাররুফ করাকে দূর করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

এতাকের রোকন

এতাকের রোকন হল এমন সকল শব্দ, যেগুলো দ্বারা এতাকের অর্থ বিকাশ লাভ করে। এটা বাদায়ের মধ্যে উল্লেখ আছে। (এতাকের অর্থ দাস-দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়া।)

এতাকের হুকুম

এতাকের হুকুম হল, এর মাধ্যমে দাস-দাসীর জীবন হতে দুনিয়াবী মালিকের দাসত্বের শৃংখল ছিন্ন হয়ে যাওয়া। যদি মালিক তার দাস-দাসীকে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে এভাবে মুক্ত করে দেয়, তবে এর পরিণামে এজন্য বহুবিধ ছওয়াবের ভাগীদার হয়। এটা মুহীতের বিবরণ।

এতাকের প্রকারভেদ

এতাক চার প্রকার। যথা : (১) ওয়াজিব (২) মুস্তাহাব (৩) মুবাহ (৪) এবং হারাম।

ওয়াজিবের মধ্যে কতক হল, যা কতল, জেহার, কসম এবং এফতারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে তার মধ্যে পার্থক্য হল যে, কতল, জোহার এবং এফতারের ছুরতে যদি বুরদাহ (এক বিশেষ শ্রেণীর দাস) মুক্ত করার সামর্থ্য থাকে, তবে তার উপর এটা ওয়াজিব হবে না। আর কসমের ছুরতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এটা তাখীরের সাথে ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে সে বুরদাহ মুক্ত করে দিতে পারে অথবা অন্য কোন ভাবেও কাফফারা আদায় করতে পারে।

মুস্তাহাব এতাক হল, যে ব্যক্তি তার উপর ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দেয়।

মুবাহ এতাক হল, কোন নিয়্যত ছাড়াই মুক্ত করে দেওয়া।

আর হারাম এতাক হল, শয়তানের রাস্তায় মুক্ত করে দেওয়া। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি কেউ শয়তান বা দেব-দেবীর নামে মুক্ত করে দেয়, তবে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু আযাদকারী কাফির সাব্যস্ত হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

এতাকের শর্ত

এতাকের শর্ত হল, আযাদকারী নিজে স্বাধীন, বালেগ এবং বুদ্ধিমান হতে হবে; এবং দাস-দাসীর উপর নিজের মালিকানা বহাল থাকতে হবে। এটা নেহায়ায় উল্লেখ আছে। উল্লিখিত শর্তানুসারে নাবালেগ এবং পাগল ব্যক্তি মুক্ত করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ কারণে যদি এতাকের বিষয়টিকে ঐ দুই অবস্থার দিকে এজাফত করা হয় অর্থাৎ যদি কেউ বলে যে, আমি তাকে নাবালেগ অবস্থায় মুক্ত করে দিয়েছি অথবা পাগল অবস্থায় মুক্ত করেছি, তবে আযাদ হবে না। এভাবে যদি নাবালেগ অবস্থায় বা পাগল অবস্থায় বলে যে, যখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক হব অথবা যখন আমি হুঁশে

আসব, তখন এ গোলাম মুক্ত হবে, তবে তাতে এতাক কার্যকর হবে না। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ। যে ব্যক্তি কখনও পাগল হয়, আবার কখনও সুস্থ হয়, তার সুস্থ হওয়ার অবস্থায় তাকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে বিবেচিত করা হবে এবং পাগল অবস্থায় বুদ্ধিহীন বলে বিবেচিত করা হবে। এটা বাহরুর রায়েকে আছে। যে ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিবার জন্য বাধ্য করা হয় এবং সে তাতে মুক্ত করে দেয় অথবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মুক্ত করে দেয়, তবে মুক্ত হয়ে যাবে। এটা বাদায়ের মধ্যে আছে। এতাকের শর্তের মধ্যে আর একটি হল, মুক্ত করনেওয়ালা ব্যক্তির অচৈতন্য, ভাবাচ্ছন্ন এবং বরছাম রোগাক্রান্ত না হওয়া চাই এবং এমন অবস্থাপন্ন না হওয়া চাই যে, নেশা পান ছাড়াও অচৈতন্যতার শিকার হয়ে পড়ে; এবং নিদ্রিত ব্যক্তি না হওয়া চাই। উল্লিখিত লোকদের কারও দ্বারা মুক্ত করা সহীহ হবে না।

যদি কেউ বলে যে, আমি আমার গোলামকে আমার ঘুমের মধ্যে মুক্ত করে দিয়েছি, তবে তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা যাবে; সুতরাং এতে গোলাম মুক্ত হবে না। আর যদি কেউ বলে যে, আমি আমার জন্মের পূর্বে অথবা গোলামের জন্মের পূর্বে গোলামকে মুক্ত করেছি, তবে গোলাম মুক্ত হবে না। আমাদের নিকট মুক্ত করনেওয়ালার খুশীর সাথে এবং সাগ্রহে মুক্ত করা মুক্ত হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এভাবে ইচ্ছাপূর্বক মুক্ত করাও শর্ত নয়। এমন কি যদি কেউ ভুলে মুক্ত করে দেয়, তবে তাতেও এতাক শুদ্ধ হবে। এভাবে এতাকে খিয়ারের শর্ত না থাকাও শর্ত নয়, চাই এতাক বিনিময় সাপেক্ষে বা অবিনিময় সাপেক্ষে হোক এবং এতে যদি মুনিবের জন্য খিয়ারের শর্ত থাকে, তবে তাতেও এতাক কার্যকর হবে এবং শর্ত বাতিল হবে। আর যদি খিয়ার গোলামের জন্য হয়, তবে খিয়ারে শর্ত হতে মুক্ত হওয়া এতাক শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

স্বাধীন করনেওয়ালার জন্য মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। অতএব কোন কাফিরের পক্ষ হতে মুক্ত করে দেওয়াও শুদ্ধ হবে; কিন্তু যদি কোন মোরতাদ মুক্ত করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তখন হুকুম জারী হবে না; বরং এটা মওকুফ থাকবে। আর যদি মোরতাদ মহিলা মুক্ত করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এটা কার্যকর হবে।

ছরীহ শব্দ দ্বারা মুক্ত করার মাসায়েল

জেনে রাখবে, 'হুররিয়াত, এতাক এবং বেলা' প্রভৃতি শব্দগুলি মুক্ত করার ক্ষেত্রে ছরীহ শব্দ। এটা ছাড়া এই শব্দগুলি হতে উদ্ভূত শব্দাবলীও ছরীহর অন্তর্ভুক্ত। এসব শব্দ দ্বারা এতাক করা হলে তাতে আর নিয়তের প্রয়োজন পড়ে না। অতএব এসব শব্দ দ্বারা নিজ দাস-দাসীকে বিশেষিত করলে বা তাদের খবর দিলে বা তাদেরকে সম্বোধন করলে যেমন কেউ নিজ গোলাম বা দাসীকে বলল যে, তুমি স্বাধীন বা আযাদকৃত বা মুক্তিপ্রাপ্ত। অথবা বলল যে, ক্বাদ হারারতুকা অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি বা ক্বাদ আতাক্বতুকা অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মুক্ত করেছি অথবা এরূপ বলল যে, আয়ে আতীক, আয়ে হুর, বা আয়ে মাওলা বা ইয়ে মেরা মাওলা হায়, অর্থাৎ হে আযাদ, হে মুক্ত, হে স্বাধীন হে প্রভু বা এ আমার প্রভু বা মনিব, তবে উল্লিখিত প্রত্যেকটি অবস্থায় দাস-দাসী আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি এসব শব্দ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এরূপ দাবী করা হয় যে, এটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগকারীর মুক্ত করা উদ্দেশ্য ছিল না, তবে কাজায়ান তার এ দাবী কবুল হবে না। এটা হাদীসে কুদসীর বিবরণ।

যদি এরূপ দাবী করা হয় যে, আমার উদ্দেশ্য ছিল তার পূর্ব পরিচয়ে সম্বোধন করা, কেননা সে পূর্বে মুক্ত ব্যক্তি ছিল, পরে সে যুদ্ধে বন্দী হয়ে গোলামরূপে পরিণত হয়েছে। তবে দিয়ানাতান তার দাবী কবুল হবে; কিন্তু কাজায়ান কবুল হবে না। আর যদি উক্ত গোলামের জন্ম এ দেশে হয়ে থাকে, তবে কোন দিক দিয়েই মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তুমি এই কাজের দ্বারা মুক্ত বা বলে যে, তুমি আজকের এই কাজের দ্বারা মুক্ত। তবে কাজায়ান মুক্ত হয়ে যাবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। আর যদি কেউ গোলামকে বলে, 'আনতা

www.nagorikpathagar.org

হুররুন আলবাত্তাতুন' অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় মুক্ত। কিন্তু যদি বক্তা আলবাত্তাতুন শব্দটি বলার অবকাশ না পায়, ইতোমধ্যেই গোলামের মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সে গোলাম অবস্থায়ই মারা যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি সাক্ষী করে নিল যে, আমার এ গোলামের নাম হুর। তারপর সে তাকে 'আয় হুর' বলে ডাকল। তবে উক্ত গোলাম মুক্ত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে; কিন্তু যদি গোলামকে হুর নামে না ডেকে ফারসী শব্দের আযাদ নামে ডাকে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। তবে আযাদ তার নাম রেখে নিয়ে যদি তাকে আযাদ নামে ডাকা হয়, তা হলে সে মুক্ত হবে না।

একব্যক্তি তার গোলামকে কোন শহরে পাঠানোর সময় বলল, যদি কেউ তোমাকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি বলবে যে, আমি হুর অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি। তারপর বাস্তবিক যদি কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে এবং সে তার উত্তরে বলে যে, আমি হুর। তবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি মালিক গোলামকে এরূপ বলে দেয় যে, আমি তোমার নাম হুর রাখলাম। অতএব কেউ তোমার নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তুমি এ নাম পরিচয় বলবে। এই ছুরতে গোলাম কারও প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে হুর বললে সে মুক্ত হবে না। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আমার গোলামকে বল যে, তুমি আযাদকৃত অথবা বলে যে, আমার গোলাম আযাদ। তবে গোলাম সাথে সাথে স্বাধীন হয়ে যাবে। এক ব্যক্তির সালেম ও মারযুক নামক দুটি গোলাম আছে। মালিক নিজ গোলাম সালেমকে ডাকল যে, হে সালেম! কিন্তু জ্বী বলে মারযুক সায় দিল। তখন মালিক বলল যে, তুমি মুক্ত অথচ তাকে তার মুক্ত করার নিয়ত ছিল না। তবে এ ছুরতে সে (মারযুক) মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মালিক ঐ ছুরতে বলে যে, আমি সালেমের আযাদের নিয়ত করেছিলাম, তবে কাজায়ান সালেম এবং মারযুক উভয়েই আযাদ হয়ে যাবে; কিন্তু দিয়ানাতান যার নিয়ত করেছিল, সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে এরূপ বলে ফেলে যে, হে সালেম! তুমি স্বাধীন তারপর দেখা গেল যে, সে ব্যক্তি তার অন্য এক গোলাম অথবা অন্য কোন ব্যক্তির গোলাম। তবে সালেমই স্বাধীন হবে। এটা বাদায়ের মধ্যে আছে। ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছে উল্লেখ আছে, যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে, 'আনতে হুররাতুন' অথচ আনতে স্ত্রী লিঙ্গে ব্যবহৃত জমির এবং হুররাতুন স্ত্রী লিঙ্গে ব্যবহারযোগ্য শব্দ। অথবা কেউ তার দাসীকে সম্বোধন করে বলে যে, 'আনতা হুররুন' অথচ আনতা শব্দটি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত জমির এবং হুররুনও পুংলিঙ্গে ব্যবহারযোগ্য শব্দ। তবে এ ছুরতদ্বয়ে গোলাম এবং দাসী উভয়েই মুক্ত হয়ে যাবে। এটা মুহীত ও ফতোয়ায়ে কোবরায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, 'আল এতাকু আলাইকা' অর্থাৎ তোমার উপর এতাক তথ্য আযাদী প্রযুক্ত হয়েছে। তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তোমায় মুক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। তবে গোলাম মুক্ত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। আর যদি বলে যে, তোমাকে মুক্ত করা জরুরি, তবে মুক্ত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। যদি কেউ গোলামকে বলে যে, 'আনতা হুররুন আওলা' অর্থাৎ তুমি আযাদ অথবা নয়। তবে সর্বসম্মতিতে মুক্ত হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি কেউ তার গোলামকে বলে, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত করেছেন। তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে, যদিও সে তাকে মুক্ত করার নিয়ত না করে থাকে এবং এটাই উত্তম। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, তুমি হুররুন সিন বা হুররুন হাসান বা সৌন্দর্য ও চেহারার দিক দিয়ে আযাদের মতো, তবে তাতে সে মুক্ত হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। আজনাসে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ গোলামকে বলে যে, আয়

www.nagorikpathagar.org

হুররুন নাফ্স। তবে কাজায়ান গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। এটা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। মুনতাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির কোন গোলামের প্রতি কেছাছ লাযেম হওয়ায় মালিকের জন্য তার খুন হালাল হয়ে গিয়েছে। অতঃপর মালিক তাকে বলল যে, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। তারপর সে দাবী করল যে, আমার কথার অর্থ ছিল যে, আমি তোমাকে খুনের বদলা হতে মুক্ত করে দিলাম। তবে কাজার হুকুমে তার এ কথা গোলামী হতে মুক্ত করার অর্থেই ব্যবহৃত হবে। আর তাকে খুনের বদলা হতে মুক্ত করাতো আবশ্যক হবেই। কেননা এটা মালিকের নিজেরই স্বীকৃতি। আর যদি সে একথা না বলত যে, আমি তাকে হত্যা করা হতে মুক্ত করেছি, তবে তাকে হত্যা করা হতে মুক্ত করা তার উপর আবশ্যক হত না। আর যদি সে এরূপ বলত যে, আমি খুনের কেছাছ হতে তাকে খালেছ আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করেছি, তবে সে পরে যা বলেছে, সে অনুসারে হুকুম হত। এটা মুহীতের বিবরণ।

একব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল যে, তোমার বংশ মুক্ত অথবা তোমার মূল মুক্ত তারপর যদি জানা যায় যে, উক্ত গোলাম যুদ্ধে বন্দীকৃত, তবে সে মুক্ত হবে না। আর যদি সে সেরূপ যুদ্ধবন্দী বলে মালুম না হওয়া যায়, তবে সে মুক্ত হবে। যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, তোমার মা ও বাপ মুক্ত, তবে গোলাম মুক্ত হবে না। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, তার জন্মের পর তার পিতা মাতা মুক্ত হয়েছে। এক ব্যক্তির একটি গোলাম আছে, ঐ গোলামের একটি পুত্র আছে। মালিক গোলামকে বলল যে, তোমার পুত্র মুক্ত পুত্র, তবে পুত্র মুক্ত হবে; কিন্তু তার পিতা মুক্ত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তোমার পুত্র মুক্ত ব্যক্তির পুত্র, তবে পিতা মুক্ত হবে; কিন্তু তার পুত্র মুক্ত হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি এতাককে শরীরের এমন কোন অঙ্গের দিকে মুজাফ করা হয়, যে অঙ্গকে সারা শরীর দ্বারা তাবীর করা যায়, যেমন যদি কেউ বলে যে, তোমার মস্তক বা তোমার গ্রীবা অথবা তোমার যবান স্বাধীন, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি এমন অঙ্গের সাথে এতাককে মুজাফ করা যায়, যাকে সারা অঙ্গ দ্বারা তাবীর করা যায় না, তবে মুক্ত হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। শরমগাহ চাই পুরুষের হোক বা স্ত্রীর হোক ইহা উভয়ের শরীরের এক খাছ অঙ্গ। কিতাবে উল্লেখ আছে, গোলাম হোক বা দাসী হোক, যদি বলা হয় যে, তোমার শরমগাহ আযাদ, তবে আযাদ হয়ে যাবে। যদি গোলামকে বা দাসীকে বলা হয় যে, তোমার ফুরুজ স্বাধীন, তবে স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা ফুরুজ আরবী ভাষায় এমন একটি শব্দ, যা দ্বারা স্ত্রী লোকের ফুরুজ (শরমগাহ) এবং পুরুসের আলায়ে তানাছুল উভয়কে বুঝায়। পক্ষান্তরে যাকার এর হুকুম ভিন্ন। অর্থাৎ যদি গোলামকে বলা হয় যে, তোমার যাকার বা আলায়ে তানাছুল আযাদ, তবে মুক্ত হবে না। এটা প্রকাশ্য রেওয়ায়েত। যদি দাসীকে বলা হয় যে, তোমার ফুরুজ জেমা হতে আযাদ বা মুক্ত, তবে ইমাম ইউসুফ -এর মতে কাজায়ান সে মুক্ত হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

আর যদি মলদ্বারের কথা বলা হয়, তবে কাজায়ান মুক্ত হয়ে যাবে, এটা বিশুদ্ধতর। এটা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। তবে কারও কারও নিকট হতে মুক্ত হবে না। যদি কেউ বলে যে, তোমার উনুক মুক্ত, তবে কেউ কেউ বলে যে রুকবাহ বললে যেমন মুক্ত হয়, উনুক বললেও তেমনি মুক্ত হবে; কিন্তু কারও মতে উনুক যদিও রুকবাহ অর্থাৎ গ্রীবার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবুও রুকবাহ বললে মুক্ত হবে না। কারণ হল, রুকবাহ বলে সর্বাঙ্গ বুঝাবার যেমন প্রচলন আছে, উনুক শব্দের দ্বারা তেমন সারা অঙ্গ বুঝাবার প্রচলন নেই। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, তোমার মাথা আযাদের মাথা বা তোমার মুখ আযাদের মুখ বা তোমার শরীর আযাদের শরীর, তবে তাতে মুক্ত হবে না। অথবা যদি বলে যে, তোমার মাথা আযাদের মাথার মতো বা তোমার মুখ আযাদের মুখের মতো বা তোমার শরীর আযাদের দেহের মতো, তবে মুক্ত হবে না।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি এরূপ বলে যে, তোমার মাথা আযাদ মাথা বা তোমার মুখ আযাদের মুখ বা তোমার শরীর আযাদের শরীর বা তোমার চেহারা আযাদের চেহারা, তবে আযাদ হয়ে যাবে। এভাবে যদি দাসীকে বলে যে, তোমার ফুরুজ আযাদের ফুরুজ, তবে দাসী মুক্ত হয়ে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি বলে যে, তুমি মুক্ত ব্যক্তির মতো, তবে নিয়ত ছাড়া মুক্ত হবে না। এটা মাজমা এবং কাফীর মধ্যে আছে। যদি বলে যে, বলখবাসী গোলাম আযাদ বা বাগদাদবাসী গোলাম আযাদ; কিন্তু সে নিজের গোলামের নিয়ত করল না। অথচ সেও বাগদাদের অধিবাসী। অথবা বলে যে, বাগদাদবাসী সব গোলাম আযাদ অথবা বলে যে, প্রত্যেক গোলাম যা যমিনের উপর আছে, আযাদ। তবে আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এতে তার নিজের গোলাম মুক্ত হবে না। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, মুক্ত হয়ে যাবে; কিন্তু ফতোয়া ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমতের উপর। আর যদি এরূপ বলে যে, প্রত্যেক গোলাম যা এ গলিতে আছে, মুক্ত অথচ তার গোলামও ঐ গলিতে আছে। অথবা বলে যে, প্রত্যেক গোলাম যা এই জামে মসজিদে আছে, তা হলেও উপরোক্ত রূপ মতানৈক্য আছে। যদি বলে যে, প্রত্যেক গোলাম যা এই ঘরে আছে, আযাদ। তবে বিল ইত্তেফাক গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, হযরত আদম (আঃ) এর যত সন্তান আছে, সব আযাদ। তবে বিল ইত্তেফাক তার গোলাম মুক্ত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি গোলামকে বলে যে, তুমি নও আযাদ ব্যতীত। তবে তার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। এটা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি কোন আযাদ মহিলাকে বলে যে, তুমি এরূপই মুক্ত এবং এরূই কথা দ্বারা তার নিজের দাসীর দিকে ইশারা করে এবং তাকেই অর্থ করে, তবে তার দাসী মুক্ত হয়ে যাবে; কিন্তু তারপরে যদি সে এরূপ দাবী করে যে, আমার কথার অর্থ দাসীর আযাদী ছিল না। তবে কাজায়ান তার এ অভিমত গ্রহণ যোগ্য হবে না। আর যদি কেউ তার দাসীকে বলে যে, তুমি আযাদ যেমন এ আওরাত। অথবা সেই আওরাত অন্য কোন ব্যক্তির দাসী, তবে তার দাসী মুক্ত হয়ে যাবে। এটা জামেউর জাওয়ামেয়ে হতে তাতারখানিয়ায় নকল করা হয়েছে। আর যদি কেউ নিজ দাসীকে বলে যে, তুমি সেরূপ, যেমন এই আওরাত। অথচ ঐ আওরাত এক আযাদ মহিলা। তবে তার দাসী আযাদ হবে না, যদি সে তার এতাকের নিয়ত না করে এবং এভাবে যদি কোন আযাদ আওরাতকে বলে যে, তুমি সেরূপ, যেরূপ এই আওরাত এবং এই আওরাত তার দাসী। তবে তার দাসী আযাদ হবে না, যদি তার আযাদীর নিয়ত না করে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কিছু পরিমাণ আযাদ করার মাসায়েল

যদি কেউ নিজ গোলামের কিছু অংশ মুক্ত করে, চাই কোন নির্দিষ্ট অংশ হোক বা অনির্দিষ্ট অংশ। যদি কেউ নির্দিষ্ট অংশ মুক্ত করে দেয় যেমন এক-চতুর্থাংশ। অথবা অংশের পরিমাণ উল্লেখ না করে এভাবে বলে যে, আমি তোমার কতক বা কিছু অংশ মুক্ত করে দিলাম। উক্ত দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, অনির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্ত করার ছুরতে মালিককে পরিমাণ উল্লেখ করতে বলা হবে যে, তার উদ্দেশ্য কি পরিমাণ মুক্ত করা। তবে সে যাই হোক না কেন, হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকটে কিছু মুক্ত করায় সম্পূর্ণ মুক্ত হবে না এবং ছাহেবাইন বলেন যে, সম্পূর্ণই মুক্ত হয়ে যাবে। হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর মতই শুদ্ধ।

মালিক যদি বলে, তোমার এক ছেহাম আযাদ, তবে ইমাম আজমের (রহঃ) নিকট এক-ষষ্ঠাংশ মুক্ত হবে। এভাবে যদি ছেহামের স্থলে মায় (বস্তু) শব্দ বলে, তা হলেও এই হুকুম হবে। এটা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। মোতেকুল বাজ (অর্থাৎ যার কিছু অংশ মুক্ত হয়েছে) মোকাতেবের অনুরূপ অর্থাৎ যে বিনিময় তাকে আদায় করতে হবে, যতক্ষণ

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত তা আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আযাদী স্থগিত থাকবে; কিন্তু সে যা কামাই করবে তার অধিকারী সেই হবে। মালিকের তার উপর দখল থাকবে না এবং সে গোলামের খিদমতও গ্রহণ করতে পারবে না। এটা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। ঐ গোলাম নিজে ওয়ারিছ হবে না এবং অন্য কেও তার ওয়ারিছ হবে না। তার সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েয হবে না এবং দুই স্ত্রীর বেশি বিয়ে করে একই সাথে জমা রাখতে পারবে না। এটা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না, একান্ত ক্ষুদ্রবস্তু ছাড়া কোন বস্তু কাকেও হেবা বা ছদকাহ করতে পারবে নাআর পক্ষে কফীল হতে পারবে না। কাকেও কিছু কর্জ দিতে পারবে না; কিন্তু এর মধ্যে এবং মোকাতেবের মধ্যে এই পার্থক্য যে, যদি মোতেকুল বাজ নিজের বিনিময় আদায় করতে পারে, তবে তাকে পূর্ণ গোলাম মনে করা যাবে না। এটা গায়াতুল বয়ানের বিবরণ।

যদি এক গোলাম দুই শরীকের মধ্যে এজমালি এবং তার একজন নিজের অংশ মুক্ত করে দেয়, তবে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর সে শরীক যদি সচ্ছল হয়, তবে অন্য শরীক, যে মুক্ত করেনি, তার জন্য ইখতিয়ার থাকব যে, চাই সে নিজেও মুক্ত করে দিতে পারে বা চাই অন্য শরীকের নিকট হতে নিজের অংশের মূল্য নিতে পারে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যখন দুই শরীকের একজন তার অংশ মুক্ত করে দেয়, তখন দ্বিতীয় শরীকের এই ইখতিয়ার হবে না যে, সে গোলামের নিজের অংশ বিক্রয় করবে অথবা হেবা করে দিবে। অথবা তাকে মোহর ধার্য করবে। কেননা এই গোলাম মোকাতেবের অনুরূপ। এটা মবসুতের বিবরণ।

তোহ্ফায় বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় শরীকদার যে গোলাম মুক্ত করেনি, তার জন্য কয়েক রকমের ইখতিয়ার আছে। যথাঃ যখন মুক্ত করনেওয়ালা শরীকদার ধনী হয়, তখন দ্বিতীয় শরীকদার চাই তার অংশও মুক্ত করে দিবে তাই মোকাতেব করে দিবে, চাই আযাদকারী শরীকদার হতে নিজের অংশের মূল্য নিবে। চাই নিজের অংশকে মোদাব্বের করে দিবে; কিন্তু যদি মোদাব্বের করে দেয়, তবে তার অংশ মোদাব্বের হয়ে যাবে। তবে গোলামের উপর তার জন্য তখনই ওয়াজিব হবে। তারপর সে মুক্ত হয়ে যাবে। তবে এই ইখতিয়ার তাকবে না যে, তাকে মোদাব্বের করে দিয়ে এই কয়েদ যুক্ত করে দিবে যে, তার মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যাবে। এটা গায়াতুসসুরুজীর বিবরণ আছে।

আর যদি আযাদকারী শরীকদার অস্বচ্ছল হয়, তা হলেও এই হুকুম হবে; কিন্তু এই ইখতিয়ার থাকবে না যে শরীকদারের নিকট হতে মূল্য নিবে। এটা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। আর যে শরীকদার মুক্ত করেনি, তার এই ইখতিয়ার হবে না যে, কিছু না করে ঐ অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে। যে শরীকদার আযাদ করে নাই, তার ইখতিয়ারের ছুরত এই যে, সে অন্য শরীকদারকে বলবে যে, আমি এই ইখতিয়ার করেছে যে, তোমার নিকট হতে মূল্য নিবে অথবা বলবে যে, আমাকে আমার হক দিয়ে দাও। মোট কথা যাই ইখতিয়ার করবে, মুখে প্রকাশ করবে। মনে মনে ইখতিয়ার করার কোন মূল্য নেই। এটা নেহায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি দ্বিতীয় শরীকদারও নিজের অংশ মুক্ত করে দেয়, অথবা মোকাতেব বা মোদাব্বের করে দেয় বা গোলাম দ্বারা নিজের সাইআত করিয়ে নেয়, তবে গোলামের বেলায়েত উভয় শরীকদারের মধ্যে বিভক্ত হবে। আর যদি সে আদাকারী শরীকদার হতে মূল্য নিয়ে নেয়, তবে গোলামের বেলায়েত শুধু তারই হবে, যে গোলাম মুক্ত করেছে। এটা মুহীতে সুরখসীর বিবরণ।

আর যখন আযাদকারী অন্য শরীকদারকে মূল্য দিয়ে দেয়, তখন তার ইখতিয়ার থাকে যে, চাই সে বাকি গোলামকে মুক্ত করে অথবা মোদাব্বের বা মোকাতেব করে অথবা গোলাম দ্বারা সাইআত করিয়ে নেয়। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি শরীকদার আযাদকারী শরীকদারকে মূল্য হতে মুক্ত করে দেয়, তবে তার ইখতিয়ার হবে যে, চাই

গোলামের দিকে রুজু করে এবং তার বেলায়েত আযাদকারীর জন্য হবে। আর যে শরীকদার চুপ করে থাকে, তার গোলাম দ্বারা সাইআত করাবার হক বাতিল হয়ে যাবে। এটা এতাবিয়াহর বিবরণ।

আর যদি ঐ শরীকদার যে মুক্ত করেনি, মুক্তকারীর নিকট নিজের অংশ বিক্রি করে, অথবা বিনিময় সাপেক্ষে হেবা করে, তবে কিয়াছ অনুযায়ী তাজমীনের অনুরূপ জায়েয হবে; কিন্তু এস্তেহসানান জায়েয হবে না। এটা নেহায়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যখন নীরব শরীকদার মুক্তকারী শরীকদার হতে মূল্য নেয়া ইখতিয়ার করে এবং অবস্থা এমন যে, শরীকদার স্বচ্ছল। তারপর আবার ইচ্ছা করে যে, তা হতে ফিরে গিয়ে গোলাম দ্বারা সাইআত করিয়ে নেয়, তবে যখন পর্যন্ত শরীকদার মূল্য দিবার স্বীকার না করে, অথবা কাজী তার হুকুম না দেয়, তখন পর্যন্ত ফিরে যেতে পারে; এবং এটা ইবনে সেমা' হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আছলের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যখন ছাকেত শরীকদার মূল্য নেওয়া ইখতিয়ার করে, তখন আবার তার সাইআত করানো ইখতিয়ার করা জায়েয হবে না। আর যদি শরীকদার গোলাম দ্বারা সাইআত করার ইখতিয়ার করে, তারপর আবার তার ধনী শরীকদার হতে মূল্য নেওয়া ইখতিয়ার করা জায়েয হবে না। চাই গোলাম ঐ সাইআতের উপরে রাজী হোক বা না হোক। এই হুকুম সব রেওয়ায়েতেরই অনুরূপ। এটা মুহীতের বিবরণ। তবে গোলাম মরে গেলে ইখতিয়ারের হুকুম বদল হতে পারে। এটা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। উল্লেখ্য যে, ইখতিয়ার করা হাকীমের সামনে বা অন্য কোন লোকের সামনে একই হুকুম রাখে। এটা মবসুতের বিবরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুটির মধ্যে একটি গোলাম মুক্ত করার মাসায়েল

যদি কেউ তার দুজন গোলামকে লক্ষ্য করে বলে যে, তোমাদের মধ্যে একজন স্বাধীন। অথবা এরূপ বলে যে, এই স্বাধীন বা ঐ স্বাধীন অর্থাৎ সে নাম নিয়ে বলে যে, সালেম মুক্ত বা গানেম মুক্ত তবে এটা শুদ্ধ হবে এবং তার মালিকের জন্য তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার খিয়ার হাছিল হবে। এটা কাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। যদি উভয় গোলাম এ ব্যাপারে হাকীমের নিকট অভিযোগ দায়ের করে, তবে হাকীম মালিককে এ ব্যাপারে খুলে বলার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। আর যদি উভয় গোলাম হাকীমের নিকট অভিযোগ না করে, আর মালিক উভয়ের মধ্য হতে একজনের আযাদী নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে ইখতিয়ার করে নেয়, তবে ইখতিয়ার করার সাথে সাথেই তার উপর মুক্তি প্রযুক্ত হবে। এটা সিরাজুল হওয়াহ্হাজের বিবরণ। ইখতিয়ার করার আগে মালিকের জন্য জায়েয আছে, সে উভয় গোলাম হতে খিদমত নিবে এবং উভয়কে ভাড়ার উপরে লাগাবে বা তাদের দ্বারা আয়-রোজগার করাবে এবং তার আয় উজার্জনের অধিকারী মালিকই হবে।

যদি কোন কাতেল কোন মালিকের দুই গোলামকে একই সাথে হত্যা করে, তবে কাতেলের উপর উভয় গোলামের প্রত্যেকের অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে এবং এটা মালিকের হবে; এবং কাতেলের উপর প্রত্যেক গোলামের অর্ধেক দিয়তও ওয়াজিব হবে এবং এটা গোলামদ্বয়ের ওয়ারিছদের হবে। আর যদি কাতেল গোলামদ্বয়কে পূর্বে পরে কতল করে, তবে কাতেলের উপর প্রথম মকতুলের মূল্য তার মালিকের জন্য ওয়াজিব হবে এবং দ্বিতীয় মকতুলের দিয়ত তার ওয়ারিছদের জন্য ওয়াজিব হবে। আর যদি কাতেল দুজন হয় এবং তারা একেকজনে একেকজনকে খুন করে, আর প্রত্যেকের খুন একই সময় হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেক কাতেলের উপর পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে, যার মধ্য হতে অর্ধেক মকতুলদের ওয়ারিছদের জন্য এবং বাকি অর্ধেক মকতুলদের মালিকের জন্য হবে। আর যদি কাতেলদের খুন

করার পূর্বে পরে হয়, তবে প্রথম কাতেলের উপর নিজ মকতুলের পূর্ণ মূল্য তার মালিকের জন্য ওয়াজিব হবে এবং দ্বিতীয় কাতেলের উপর নিজ মকতুলের দিয়ত তার ওয়ারিছদের জন্য ওয়াজিব হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

যদি কেউ দুই দাসীকে বলে যে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মুক্ত তারপর তাদের উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকের সন্তান পয়দা হল। অথবা একজনের সন্তান পয়দা হল। তবে যে দাসীর মুক্তি মালিক ইখতিয়ার করবে তার সন্তান মুক্ত হবে। আর যদি উভয় দাসী এক সঙ্গে মরে যায়, অথবা উভয় এক সাথে খুন হয়ে যায়, তবে মালিকের জন্য ইখতিয়ার থাকবে বাচ্চাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মুক্ত করা ইখতিয়ার করবে এবং মুক্ত করে দিবে। তার মকতুলের খুন হওয়ার গুনাহের বিনিময় বাবত কোন মীরাছ পাবে না। এটা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি উভয় দাসীর জীবিতাবস্থায় একজনের সন্তান মরে যায়, তবে সেদিকে লক্ষ্য করা যাবে না। আর যদি উভয় দাসীর মৃত্যুর পর কারও সন্তান মরে যায়, তবে সেদিকে লক্ষ্য করা হবে। এটা মুহীতের বিবরণ। আর যদি মালিকের ইখতিয়ার করার পূর্বে উভয় দাসীর সাথে অতী হয়ে থাকে, তবে উভয় দাসীর আকর ওয়াজিব হবে। আর এ উভয় আকর মালিকের মিলবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

যদি কেউ নিজ দুই দাসীকে বলে যে, তোমাদের দুজনের একজন মুক্ত। তারপর সে ঐ দুজনের একজনের সাথে অতী করল এবং সে গর্ভবতী হল না। তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট অন্যজন মুক্ত হবে না। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তবে দ্বিতীয় জন সর্বসম্মতিক্রমে মুক্ত হবে। এটা ফতহুল কাদীরের বর্ণিত আছে। আর তাদের উভয়ের সাথে অতী করা হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর মাযহাবে হালাল। তবে তার ফতোয়া দেওয়া যাবে না। এটা হেদায়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ নিজ দুই দাসীকে বলে যে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মুক্ত। তারপর সে তাদের একজন হতে খিদমত গ্রহণ করল, এই আমর বিল-ইত্তেফাক সকলের নিকট ইখতিয়ার হবে না। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। যদি দুজনের মধ্যে একজনকে মুক্ত করার পর ইখতিয়ার করার আগে তাদের মধ্যে একজন মরে যায়, তবে দ্বিতীয়জন মুক্ত হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি দুজনের একজন খুন হয়ে যায, চাই মালিক নিজে খুন করুক অথবা অন্য কেউ খুন করুক, তবে উপরোক্ত হুকুম হবে। পার্থক্য কেবল এই যে, যদি মালিক খুন করে, তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি অন্য কেউ খুন করে, তবে তার উপর মকতুল গোলামের মূল্য মালিকের জন্য ওয়াজিব হবে। আর যদি এই ছুরতে মালিক মকতুলের আযাদী ইখতিয়ার করে, তবে জীবিত গোলাম হতে আযাদী উঠে যাবে না; বরং সে অবশ্যই মুক্ত হবে; কিন্তু মকতুলের মূল্য এই সূরতে মকতুলের ওয়ারিছদের মিলবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে একজনের হাত কাটা হয়, তবে অন্যজন মুক্ত হবে না-চাই মালিক তার হাত কর্তন করুক বা অন্য কেউ কর্তন করুক।

ইবনে সেমা' মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি দুই গোলাম সম্পর্কে মালিক বলে যে, এই দুজনের মধ্যে একজন আমার পুত্র। অথবা দুই দাসী সম্পর্কেই বলে যে, এই দুজনের মধ্যে একজন আমার উম্মে ওয়ালাদ। তারপর উভয়ের মধ্য হতে একজন মরে গেল। তবে জীবিত জন মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট হবে না। এটা ইজাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি মালিক বরে যে, আমার গোলাম মুক্তি অথবা এক গোলাম ছাড়া তার আর কোন গোলাম নাই। তবে সে মুক্তি হয়ে যাবে। তারপর যদি মালিক বলে যে, আমার আর এক গোলাম আছে এবং আমি তার মুরাদ নিয়েছিলাম। তবে কাজায়ান তার কওল গ্রহণযেগ্যি হবে না। হাঁ যদি সে সাক্ষী কায়েম করে, তবে সে ছুরতে গ্রহণযোগ্য হবে। এটা বাদাযে'র মধ্যে আছে। যদি মালিক এইরূপ বলে যে, আমার গোলামদের একজন মুক্তি অথচ এক গোলাম ছাড়া তার আর গোলাম নাই। তবে তার সেই গোলামই মুক্ত হয়ে যাবে। এটা মবসুতের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি মালক নিজ দুই গোলামকে বলে যে তোমাদের মধ্যে একজন মুক্ত তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, তুমি তাদের মধ্যে কাকে মুরাদ নিয়েছ? মালিক বলল যে, আমি এই গোলামকে মুরাদ নেইনি। তবে অন্য গোলাম মুক্ত হবে। তারপর যদি সে দ্বিতীয় গোলাম সম্বন্ধে বলে যে, আমি তাকে মুরাদ নেইনি। তবে প্রথম গোলামও মুক্ত হয়ে যাবে। এটা শরহে মোখতারে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট না করে দুই গোলাম হতে একজনকে মুক্ত করে এবং গোলামদ্বয় তাদের মালিককে কাজীর কাছে নিয়ে তার দ্বারা বলানোর জন্য অর্থাৎ কাকে মুক্ত করেছে খুলে বলার জন্য অভিযোগ করে, তবে কাজী তাকে বয়ান করতে হুকুম দিবে। যদি সে বলতে অস্বীকার করে, তবে কাজী তাকে আটক করবে। শায়েখ কুরখী এমনই বলেছেন। আর যদি গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকে দাবী করে যে, আমি মুক্ত হয়েছি, অথচ তাদের কারও নিকট সাক্ষী নাই এবং মালিক মুক্ত করার কথা অস্বীকার করে, আর গোলামদ্বয় তার কসম তলব করে, তবে কাজী তাদের প্রত্যেকের জন্য মালিকের নিকট হতে কসম নিবে যে, আল্লাহর কসম, আমি তাকে মুক্ত করিনি। তারপর যদি মালিক তাদের ব্যাপারে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তারা উভয় মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মালিক উভয়ের ব্যাপারে কসম করে, তবে তারপর কাজী মালিককে বলতে হুকুম করবে। কাজী শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, যদি মুক্ত করার পর তার ভুল হয়ে যায় এবং তার সে কথা মনে না আসে, তবে মালিককে বলতে বাধ্য করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, এই অবস্থায় দুই প্রকারে বয়ান হয়ে থাকে, এক প্রকার হল প্রকাশ্য যে, মালিক দুজনের একজনকে পরিষ্কার বলে দিবে যে, আমি তাকে মুক্ত করেছি। আর দ্বিতীয় প্রকার হল, অপ্রকাশ্য জরুরত ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি গোলামদ্বয়ের কারও সাথে এমন ব্যবহার করা হয়, যা তার উপর মিলকিয়াত না থাকলে করা যায় না। তবে বুঝতে হবে যে তাকে মুক্ত করেনি। পক্ষান্তরে যার সাথে তদ্রূপ ব্যবহার না করা হয়, তবে তা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটার উপর সম্ভবতঃ মালিকের অধিকার নেই।

যদি কোন মালিক বলে যে, আমি আমার কাদীমুছ ছোহবত গোলামকে মুক্ত করলাম। তবে এ ব্যাপারে মাশায়েখদের নানা মত রয়েছে। তবে মোখতার মত হল, যার সংসর্গের পর এক বৎসর গত হয়েছে। এটা তানজীসে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি কেউ নিজ দাসীকে বলে যে, তুমি মুক্ত অথবা তোমার হামল মুক্ত তারপর হামল প্রসবের পর মালিক মরে গেল। তবে ঐ বাচ্চা মুক্ত হবে এবং উক্ত দাসীর অর্ধাংশ মুক্ত হবে। এটা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজ দাসীকে বলে যে তুমি প্রথম যে সন্তান প্রসব করবে, সে যদি পুত্র সন্তান হয়, তবে সে মুক্ত হবে, তারপর উক্ত দাসী আথে এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করল; কিন্তু এটা জানা গেলনা যে, আগে কে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তবে সন্তান দুটির একসাথে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে দাসী ও মালিক একমত থাকার কারণে অর্ধেক দাসী এবং অর্ধেক কন্যা মুক্ত হবে এবং পুত্র গোলাম থাকবে। তবে যদি দাসী দাবী করে যে, প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং কন্যা পরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আর যদি মালিক তা অস্বীকার করে এবং বলে যে, না; বরং আগে কন্যা হয়েছে এবং পুত্র পরে হয়েছে। তবে কসমের মাধ্যমে মালিকের কথা কবুল হবে। আর মালিকের এ বিষয়ে মালুমাতের উপর কসম চাওয়া যাবে। যদি সে তাতেও কসম করে, তবে তাদের কেউই মুক্ত হবে না; কিন্তু এটার পরে যদি দাসী সাক্ষী পেশ করে যে, সে প্রথম পুত্র প্রসব করেছে, তবে তার মুক্তির হুকুম দেওয়া যাবে। আর যদি মালিক কসম করতে অস্বীকার করে, তবে দাসী এবং কন্যা মুক্ত হবে। আর যদি উভয়ে একমত হয়ে যে, প্রথম কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবে কেউই আযাদ হবে না। আর যদি দাসী দাবী করে যে, প্রথম পুত্রই ভূমিষ্ঠ হয়েছে; কিন্তু কন্যা তা সত্ত্বেও বড় হয়েছে। তবে মালিক হতে কসম তলব করা হবে। যদি সে কসম করে, তবে কিছুই ছাবেত হবে না। আর যদি সে কসম না করে,

www.nagorikpathagar.org

তবে দাসী মুক্ত হবে; কিন্তু দাসী দাবী না করে, তবে এমতাবস্থায় কন্যা মুক্ত হবে, তার মা মুক্ত হবে না। এটা কাফীর মধ্যে আছে।

যদি কেউ দাসীকে বলে যে, তোমার প্রথম সন্তান যদি পুত্র হয়, তবে সে মুক্ত হবে। আর যদি কন্যা হয়, তবে তুমি মুক্ত হবে। তারপর দাসী দুইটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা প্রসব করল। তবে যদি এটা জানা যায় যে, প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবে মুক্ত হয়ে যাবে এবং বাকী সব দাস দাসীই থাকবে। আর যদি জানা যায় যে, প্রথম কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবে এই কন্যা দাসী থাকবে আর বাকী সব মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি জানা না যায় যে, প্রথম পুত্র ভূমিষ্ট হয়েছে, না কন্যা হয়েছে, তবে দাসীর অর্ধাংশ মুক্ত হবে এবং দুই পুত্র সন্তানের প্রত্যেকের তিন-চতুর্থাংশ মুক্ত হবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ তিন-চতুর্থাংশের মূল্যের জন্য সাইআত করবে; এবং বাকি সব মালিকের অধীন থাকবে।

যদি কেউ দাসীকে বলে যে, যদি তোমার পেটে পুত্র হয়, তবে তুমি মুক্ত হবে আর যদি তোমার পেটে কন্যা হয়, তবে সে মুক্ত হবে। তবে এই ছুরতে কন্যা ও পুত্র মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি দাসীকে বলে যে, যদি তোমার প্রথম সন্তান পুত্র হয়, তবে তুমি মুক্ত হবে। আর যদি কন্যা হয়, তবে সে মুক্ত হবে। তারপর যদি দাসী পুত্র ও কন্যা উভয় প্রসব করে, আর এটা জানা যায় যে, প্রথম সে পুত্র প্রসব করেছে, তবে দাসী তার কন্যাসহ মুক্ত হবে এবং পুত্র দাস থাকবে। আর যদি এটা জানা যায় যে, দাসী প্রথম কন্যা প্রসব করেছে, তবে ঐ কন্যা মুক্ত হবে এবং দাসী তার পুত্রসহ দাস-দাসী থাকবে। আর যদি কোনটাই জানা না যায়, তবে যদি দাসী ও মালিক কোনটার উপর একমত হয়, তবে তার অনুরূপ হুকুম হবে। আর যদি দাসী ও মালিক উভয়ই এরূপ বলে যে, কে আগে হয়েছে আমি জানি না। তবে পুত্র গোলাম থাকবে এবং কন্যা মুক্ত হবে এবং দাসীর অর্দ্ধাংশ মুক্ত হবে। এটা মবসুতে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি দাসী প্রথম পুত্র হয়েছে বলে দাবী করে, তবে কসম দ্বারা মালিকের কথা কবুল হবে। এটা তামারতাশীর মধ্যে আছে।

যদি কেউ নিজ দাসীকে বলে যে, যদি তুমি প্রসব কর এক পুত্র, তারপর এক কন্যা, তবে তুমি মুক্ত হবে, আর যদি তুমি প্রসব কর এবং কন্যা, তারপর এক পুত্র, তবে পুত্র মুক্ত হবে। তারপর তার এক পুত্র এবং কন্যা ভূমিষ্ঠ হল। তবে যদি প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তা হলে দাসী মুক্ত হবে এবং পুত্র ও কন্যা উভয় দাস-দাসী থাকবে। আর যদি প্রথম কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, তবে পুত্র মুক্ত হবে এবং দাসী ও কন্যা উভয় দাসী থাকবে। আর যদি এটা জানা না যায় যে, কে আগে হয়েছে এবং দাসী ও মালিক কে আগে হয়েছে তা না জানার ব্যাপারে একমত হয়, তবে কন্যা দাসী থাকবে এবং পুত্র ও দাসী উভয়ের মধ্য হতে অর্দ্ধাংশ মুক্ত হবে এবং অর্দ্ধাংশের মূল্যের জন্য প্রত্যেক সাইআত করবে। আর যদি উভয়ে দ্বিমত পোষণ করে, তবে মালিককে তার জানার উপরে কসম করাবে এবং কসমের দ্বারা তার কথা কবুল হবে।

এটা এমন অবস্থায় যে, যদি দাসী পুত্র ও কন্যা এক এক করে প্রসব করে, আর যদি সে দুই দুইটি করে পুত্র ও কন্যা প্রসব করে এবং অন্যান্য বিষয়গুলো উপরোক্ত রূপ হয়, তবে যদি প্রথম দুই পুত্র প্রসব করে, তারপর দুই কন্যা, তবে দাসী মুক্ত হবে ও তার মুক্তির দ্বারা দ্বিতীয় কন্যাও মুক্ত হবে এবং উভয় পুত্র ও প্রথম কন্যা এরা সকলে দাস-দাসী থাকবে। আর যদি প্রথম এক পুত্র প্রসব করে, তারপর দুই কন্যা এবং তারপর এক পুত্র, তবে দাসী এবং দ্বিতীয় কন্যা মুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় পুত্র নিজ মাতার মুক্ত হওয়ার কারণে মুক্ত হবে। আর যদি এক পুত্র প্রথম প্রসব করে, তারপর এক ক্যা প্রসব করে, তারপর এক পুত্র প্রসব করে, তারপর এক কন্রা, তবে দাসী মুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় পুত্র ও দ্বিতীয় কন্যা মায়ের মুক্ত হওয়ার কারণে মুক্ত হবে এবং প্রথম পুত্র ও প্রথম কন্যা দাস-দাসী থাকবে। আর যদি

দাসী প্রথম দুই কন্যা প্রসব করে এবং তারপর দুই পুত্র, তবে শুধু প্রথম পুত্র মুক্ত হবে এবং বাকি সকলে দাস-দাসী থাকবে।

আর এইভাবে যদি প্রথম এক কন্যা প্রসব করে, তারপর দুই পুত্র প্রসব করে এবং তারপর এক কন্যা। তা হলেও প্রথম পুত্র মুক্ত হবে। আর এভাবে যদি দাসী প্রথম এক কন্যা প্রসব করে, তারপর এক পুত্র প্রসব করে, তারপর এক কন্যা প্রসব করে, তারপর এক পুত্র, প্রসব করে, তা হলে প্রথম পুত্র মুক্ত হবে। আর যদি তাকদীম ও তাখীর অর্থাৎ পূর্বাপর কিছু না জানা যায়, যদি সকলে তাতে একমত হয়, তবে প্রত্যেক সন্তানের একচতুর্থাংশ মুক্ত হবে এবং দাসী অর্থাৎ তাদের মা হতে অর্দ্ধাংশ মুক্ত হবে এবং বাকি অর্দ্ধাংশের মূল্যের জন্য সাইআত করবে। আর যদি সকলে দ্বিমত পোষণ করে, তবে মালিক হতে তার জানার উপরে কসম নিয়ে তার কথা কবুল করবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

আর যদি দাসীকে বলে যে, তুমি যে সন্তান প্রসব করবে, সে মুক্ত হবে। তারপর দাসী প্রথম এক মৃত সন্তান প্রসব করল। তারপর এক জীবিত সন্তান প্রসব করল। তবে জীবিত সন্তান মুক্ত হবে। আর যদি তার সাথে এরূপও বলে যে, তুমি মুক্ত তবে দাসী মৃত সন্তানের সাথে মুক্ত হবে। এটা খাযীনাতুল মুফতীনে আছে। যদি কেউ নিজ দুই দাসীকে বলে যে, যা তোমাদের উভয়ের একজনের পেটে আছে, সে মুক্ত তবে তার ইখতিয়ার আছে যে, উভয়ের মধ্যে যার উপর চাই মুক্তি প্রযুক্ত করে। তবে যদি কোন ব্যক্তি তাদের একজনের পেটে এমন আঘাত করে যে, সেই মৃত সন্তান মুক্ত করার কথার পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে গর্ভপাত হয়ে যায়, তবে সে গোলাম হবে এবং দ্বিতীয় সন্তান মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট হবে। আর যদি প্রত্যেক দাসীর পেটে এক একব্যক্তি এরূপ আঘাত করে যে, আযাদ করার কথার সময় হতে ছয় মাস সময়ের কমে প্রত্যেক মৃত সন্তান গর্ভপাত হয়ে যায়, তবে প্রত্যেকের সন্তানের জন্য ঐ অপরাধকারীর উপর তাই ওয়াজিব হবে, যা দাসীর ক্ষতি করার জন্য ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তিন দাসীকে বলে যে, যা কিছু এই দাসীর পেটে আছে, তা মুক্ত এবং যা কিছু এই দাসীর পেটে আছে অথবা যা কিছু এই দাসীর পেটে আছে অথবা যা কিছু ঐ দাসীর পেটে আছে। তবে যা কিছু প্রথম দাসীর পেটে আছে, তা মুক্ত হবে এবং বাকি দুই দাসীর ক্ষেত্রে মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, যার উপর ইচ্ছা মুক্তি অর্পণ করতে পারবে। এটা জহিরিয়াহর বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, যদি আমার দাসীর পেটের সন্তান পুত্র হয়, তবে সেই বাচ্চাকে মুক্ত করব। আর যদি কন্যা হয়, তবে তাকে মুক্ত করব। তারপর সে মরে গেল। তারপর উক্ত দাসী এক পুত্র ও এক কন্যা উভয় প্রসব করল, তবে অছির উপর ওয়াজিব হবে যে, ঐ উভয়কে মুক্ত করে দেয়; কিন্তু তার এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত করবে। যদি কেউ নিজ দাসীকে বলে যে, যদি তুমি প্রথম পুত্র প্রসব কর, তবে তুমি মুক্ত আর যদি কন্যা প্রসব কর, তারপর পুত্র, তবে তারা উভয় মুক্ত তারপর সে এক পুত্র এবং দুই কন্যা প্রসব করল এবং এটা জানা গেল না যে, তাদের মধ্যে প্রথম কে হল, তবে দাসী এবং তার পুত্র প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশ মুক্ত হবে এবং উভয় কন্যার এক-চতুর্থাংশ মুক্ত হবে এবং বাকি তিন-চতুর্থাংশের মূল্যের জন্য প্রত্যেকের সাইআত করবে। শায়েখ আবু আসমা (রহঃ) বলেন যে, এটা ভুল এবং চহীহ হল, উভয় কন্যার প্রত্যেকের তিন-চতুর্থাংশ মুক্ত হবে এবং প্রত্যেক এক-চতুর্থাংশের মূল্যের জন্য সাইআত করবে।

যদি দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, সে নিজ দুই গোলামের একজনকে মুক্ত করেছে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এই সাক্ষ্য বাতিল আর যদি দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, যে দুই দাসীর মধ্যে একজনকে মুক্ত

www.nagorikpathagar.org

করেছে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট মকবুল হবে না, যদিও এর মধ্যে দাবী শর্ত নেই। আর এ সমস্ত তখন, যখন উভয় সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে নিজ সুস্থাবস্থায় নিজ দুই গোলামের একজনকে মুক্ত করেছে, আর যদি উভয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সে নিজ মরজে মওতের মধ্যে দুই গোলামের বধ্যে একজনকে মুক্ত করেছে, অথবা নিজের সুস্থাবস্থায় বা রুগ্নাবস্থায় দুজনের একজনকে মোদাব্বের করেছে। আর এ সাক্ষী ঐ ব্যক্তির রুগ্নাবস্থায় অথবা মৃত্যুকালে পেশ করে, তবে এস্তেহসানান মকবুল হবে আর যদি তারা উভয়ে এর মৃত্যুর পর সাক্ষ্য দেয় যে, সে নিজ সুস্থাবস্থায় বলেছিল যে, দুজনের মধ্যে একজন মুক্ত তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, সাক্ষ্য কবুল হবে না এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, কবুল হবে। এটা বেদায়াহর মধ্যে আছে। তবে শুদ্ধতর মত হল, কবুল হবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে।

আর যদি দুই ব্যক্তিই সাক্ষ্য দেয় যে, সেই ব্যক্তি ঐ দুই গোলামের নির্দিষ্ট একজনকে মুক্ত করেছে। কিন্তু আমরা তাকে ভুলে গেছি। তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সাক্ষীদ্বয় এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, এ দুই ব্যক্তির একজনে তার নিজের গোলামকে মুক্ত করেছে। তবে সাক্ষ্য কবুল হবে না। এটা তামারতাশীর মধ্যে আছে। যদি কোন ব্যক্তি নিজ দুই গোলামকে বলে যে, যখন কালকের দিন আসবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন মুক্ত। তারপর সে তাদের একজনকে বিক্রি করে ফেলল। তারপর কালকের দিন আসার পূর্বেই আবার তাকে কিনল। অতঃপর কালকের দিন আসল। তবে তাদের একজন মুক্ত হয়ে গেল; কিন্তু মালিকের বিবৃতি প্রদান করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি মালিক তাদের একজনকে বিক্রি করে আবার কালকের দিন আসার পূর্বে তাকে কিনে নেয়, তারপর দ্বিতীয় গোলামকে বিক্রি করে দেয়; কিন্তু তাকে কিনল না। ইতোমধ্যে কালকের দিন এসে পড়ল। তবে কালকের দিন আসার সময় যে গোলাম তার অধীনে আছে, সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং বিক্রে করার কারণে তার কসম বাতিল হবে না। আর যদি এক গোলামের অর্দ্ধাংশ বিক্রি করে ফেলে, তারপর কালকের দিন আসে, তবে যে গোলাম পুরা তার অধীনে থাকে, সে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি সে উভয় গোলামের অর্দ্ধাংশ বিক্রি করে ফেলে, তারপর কালকের দিন এসে যায়, তবে উভয়ের মধ্যে একজন মুক্ত হয়ে যাবে, তবে মালিকের বিবৃতি প্রদানের ইখতিয়ার থাকবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি তার দুই গোলাম এবং অন্য এক মুক্ত ব্যক্তি মোট এই তিন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলল যে, তোমাদের মধ্যে দুজন মুক্ত তবে দুজনের একজনের অর্থ হবে মুক্ত ব্যক্তি। আর বাকি একজনের অর্থ হবে দুই গোলামের একজন; সুতরাং দুই গোলামের এক গোলাম মুক্ত হবে। তবে মালিককে বিবৃতি প্রদান করার হুকুম দেওয়া যাবে যে, কাকে মুক্ত করার মুরাদ নিয়েছে। তবে যদি মালিক বিবৃতি প্রদান করার পূর্বে মরে যায়, তবে উভয় গোলামের অর্দ্ধাংশ করে মুক্ত হবে। এটা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুক্ত করার সময় কসমের মাসায়েল

একব্যক্তি বলল, যখন আমি এ ঘরে ঢুকব, তখন আমার সকল গোলাম যেদিন এরূপ হবে তারা স্বাধীন। অথচ ঐ দিন তার কোন গোলাম ছিল না। তারপর সে এক গোলাম কিনার পর ঘরে প্রবেশ করলে সে গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি তার কসম করার দিন তার অধিকারে কোন গোলাম থাকে এবং সে মালিক যেদিন ঘরে প্রবেশ করে সেদিন পর্যন্তও থাকে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে-চাই সে রাতে প্রবেশ করুক বা দিনে। আর যদি সে 'যেদিন এরূপ হবে'

কথাটি না বলে, তবে সে যে গোলামের মালিক কসমের পরে হবে, সে মুক্ত হবে না। এটা কাফীর মধ্যে আছে। আর যদি নিজ গোলামকে বলে যে, যদি আমি এ ঘরে প্রবেশ করি, তবে তুমি মুক্ত তারপর সে ঐ গোলামকে ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে বিক্রি করে ফেলে, তবে কসম বেকার হয়ে যাবে। আর যদি ঘরে প্রবেশ না করে এমন কি তাকে দুবার কিনে নেয়, তারপর ঘরে প্রবেশ করে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, প্রত্যেকবার যখন আমি প্রবেশ করব, আমার এক গোলাম মুক্ত হবে। লোকটির কয়েকটি গোলাম আছে। লোকটি চারবার ঘরে প্রবেশ করল। তবে তার উপর প্রত্যেকবার ঘরে প্রবেশ করায় এক এক গোলাম মুক্ত করা ওয়াজিব হবে। এ মুক্তি যে গোলামের উপর ইচ্ছা সে প্রযুক্ত করতে পারে। এভাবে একের পর এক মোট চার গোলামকে মুক্ত করতে হবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি কেউ নিজ দাসীকে বলে যে, যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি মুক্ত। অতঃপর সে ঐ দাসীকে মুক্ত করে দিল। তারপর দাসী মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল। তারপর সে সেখান হতে কয়েদ হয়ে এল এবং এ ব্যক্তিই আবার তার মালিক হল। অতঃপর এ দাসী উক্ত ঘরে প্রবেশ করল। তবে আমাদের নিকট সে মুক্ত হবে না। এটা ইউনাবীর মধ্যে আছে। যদি কেউ গোলামকে বলে যে, যদি তুমি এ ঘরে আজ প্রবেশ কর, তবে তুমি মুক্ত। তারপর দিন গত হবার পর গোলাম দাবী করল যে, আমি ঘরে প্রবেশ করেছিলাম; কিন্তু মালিক তা অস্বীকার করল। তবে মালিকের কথা কবুল হবে। যদি কেহ গোলামকে বলে, এ গরে প্রবেশ কর, তবে তুমি মুক্ত। একথা ঐ কথারই অনুরূপ যে, 'যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর, তবে তুমি মুক্ত।" এটা সিরাজিয়াহর বিবরণ।

যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, যদি তুমি এ উভয় ঘরে প্রবেশ কর, তবে তুমি মুক্ত। তারপর ঐ ঘরে প্রবেশ করার আগে মালিক তাকে বিক্রি করে দেয়, তারপর গোলাম ঐ দুই ঘরের এক ঘরে প্রবেশ করে, তারপর মালিক তাকে কিনে, তারপর গোলাম দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করে। তবে গোলাম আমাদের নিকট মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ আছল-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, যদি মালিক বলে যে, প্রথম যে গোলাম আমার নিকট আসবে, সে মুক্ত। অতঃপর প্রথম তার নিকট এক মৃত গোলামকে আনা হল। তারপর এক জীবিত গোলাম আসল। তবে জীবিত গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। এতে কোন মতভেদ নেই। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত। আর কেউ কেউ বলেন যে, সকলেরই অভিমত এটা এবং এটাই শুদ্ধ অভিমত। এটা শরহে জামে' কবীরে বর্ণিত আছে। আর যদি একসাথে দুই গোলামকে তার নিকট উপস্থিত করা হয়, তবে কেউই মুক্ত হবে না। তারপর যদি কোন গোলাম একা তার নিকট উপস্থিত হয়, তবে সেও মুক্ত হবে না। এটা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি কেউ নিজ গোলাম সালেমকে বলে যে, তুমি মুক্ত, যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর; না; বরং সালেম (অর্থাৎ তার দ্বিতীয় গোলাম।) তবে দ্বিতীয় গোলাম ঐ ঘরে প্রবেশ করা ছাড় মুক্ত হবে না। এটা শরহে জামে' কবীরে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ বলে যে, আমার যে স্ত্রী এ ঘরে প্রবেশ করবে, সে তালাক এবং আমার গোলামদের মধ্যে এক গোলাম মুক্ত। তারপর তার দু স্ত্রী উক্ত ঘরে প্রবেশ করল। তবে উভয় স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং গোলাম একটিই মুক্ত হবে আর মালিকের ইখতিয়ার থাকবে যে, যে গোলামকে ইচ্ছা সে মুক্ত করতে পারবে। আর যদি সে বলে যে, যেবারই আবার কোন স্ত্রী এ ঘরে প্রবেশ করবে, তবে সে তালাক হবে এবং আমার গোলামদের মধ্যে এক গোলাম মুক্ত হবে। তারপর ঘরে দুই স্ত্রী প্রবেশ করল অথবা এক স্ত্রী দুবার ঘরে প্রবেশ করল। তবে দুই স্ত্রীই তালাক হবে এবং দুটি গোলাম মুক্ত হবে। যদি কেহন নিজ গোলামকে বলে যে, তুমি মুক্ত, যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর অথবা ঐ ঘরে। তবে যে ঘরেই প্রবেশ করুক, সে মুক্ত হবে। আর যদি বলে যে, যদি এই ঘরে প্রবেশ কর এবং ঐ ঘরে

www.nagorikpathagar.org

প্রবেশ কর, তবে যখন পর্যন্ত না উভয় ঘরে প্রবেশ করবে, মুক্ত হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি আজ মুক্ত যদি তুমি এই ঘরে প্রবেশ কর, তবে যখন পর্যন্ত না সে আজ ঐ ঘরে প্রবেশ করবে, মুক্ত হবে না। এটা হাদীসে কুদসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ বলে যে, প্রত্যেক গোলাম যাকে আমি কিনব, যখন আমি এই ঘরে প্রবেশ করব, সে মুক্ত। তবে এই কসম ঐ সমস্ত গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যাদেরকে উক্ত ঘরে প্রবেশ করার পরে কিনবে। এটা ইজাহর মধ্যে আছে। কেউ যদি বলে যে, আমি এই ঘরে প্রবেশ করি, তবে আমার গোলাম মুক্ত। অথবা আমি অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলে, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তবে যদি সে প্রথম ঘরে প্রবেশ করে, তবে তার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে এবং অমুকের সাথে কথা বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হবে না। আর যদি প্রথম অমুকের সাথে কথা বলে, তবে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার হবে না। আর যদি প্রথম অমুকের সাথে কথা বলে, তবে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে না, তবে যখন উক্ত শর্তদ্বয়ের কোন একটি পাওয়া যাবে এবং তার হুকুম ছাবেত হবে, তখন দ্বিতীয় শর্ত বাতিল হয়ে যবে। আর যদি উভয় শর্ত একসাথে পাওয়া যায়, তখন তার উভয় জাযার একটি নাযিল হবে; কিন্তু তার নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার হাছিল হবে। এটা শরহে জামে' কবীরের বিবরণ।

এক ব্যক্তির দুটি দাসী আছে। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের মধ্যে যে এই ঘরে প্রবেশ করবে, সে মুক্ত। অতঃপর সে তাদের একজনকে বিক্রি করে ফেলল। তারপর সেই দাসী ঐ ঘরে প্রবেশ করল, তারপর যে দাসী তার নিকট ছিল, সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল, তবে সে মুক্ত। হবে না। আর যদি সে বিক্রিত দাসীর পূর্বে ঐ ঘরে প্রবেশ করত, তবে সে মুক্ত হয়ে যেত। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি বলল, যদি আমি এ ঘরে প্রবেশ করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে তবে গরে প্রবেশ করা ছাড়া কোনটাই নাযিল হবে না। আর যদি ঘরে প্রবেশ করে, তবে উভয় হবে। অর্থাৎ স্ত্রী তালাক হবে এবং গোলামও মুক্ত হবে। আর যদি সে জাযা অগ্রবর্তী করে, এভাবে যে, আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার গোলাম মুক্ত যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি, অথবা যদি শর্তকে মধ্যবর্তী করে, এভাবে যে, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি এবং আমার গোলাম মুক্ত, তা হলেও উপরোক্ত হুকুমই হবে।

আর যদি বলে যে, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার উপর পায়দল হজ্জ করা ওয়াজিব। আর আমার গোলাম মুক্ত–যদি আমি অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলি। আর ঐ ব্যক্তি কোন নিয়ত না করে, তবে পায়দল হজ্জ করা এবং স্ত্রীর উপর তালাক ঘরে প্রবেশের সাথে মোআল্লাক অর্থাৎ ঝুলানো থাকবে এবং গোলাম মুক্ত করা অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলার সাথে ঝুলন্ত থাকবে। যদি কেউ বলে যে, আমি যে গোলাম কিনব, প্রত্যেক গোলামই মুক্ত হবে একমাত্র প্রথম গোলাম ছাড়া। অতঃপর সে এক গোলাম কিনল, তবে সে মুক্ত হবে না, সে ছাড়া আর সবই মুক্ত হবে–চাই তাদেরকে যেভাবেই কিনুক। আর যদি প্রথমবার সে দু গোলাম কিনে, তবে উভয় গোলামই মুক্ত হয়ে যাবে। এটা শরহে জামে' কবীরের বিবরণ। আর যদি কেউ বলে যে, প্রত্যেক গোলাম যার আমি মালিক, সে মুক্ত। আর তার গোলাম একটি। তারপর সে আর একটি গোলাম কিনল। তবে মুক্ত সে-ই হবে, যে তার অধীনে ছিল। আর কসমের পরে যাকে কিনেছে, সে মুক্ত হবে না; কিন্তু যদি সে তারও নিয়ত করে থাকে, তবে সেও মুক্ত হবে। আর যদি সে দাবী করে যে, যে আমার অধীনে ছিল, আমি তার মুক্তির নিয়ত করিনি, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা শরহে জামে' ছগীরের বিবরণ।

যদি কেউ তার গোলামকে বলে যে, তুমি মুক্ত আজ অথবা কাল, তবে কালকের দিন না আসা পর্যন্ত সে মুক্ত হবে না। হাঁ, তবে যদি সে আজকের দিনই মুক্ত করার নিয়ত করে, তবে আজই মুক্ত হবে। আর যদি সে বলে যে, তুমি

আযাদ আজকাল, তবে আজই মুক্ত হবে। আর যদি বলে যে, তুমি মুক্ত কাল আজ। তবে কালকের দিন মুক্ত হবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ বলে যে, তুমি মুক্ত গতকাল। অথচ সে মালিক উক্ত গেলামের আজ মালিক হয়েছে। তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি বলে যে, তুমি মুক্ত, আমি তোমাকে কিনার পূর্বে, তবে মুক্তি হবে। যদি কেউ বলে, দুজন গোলামকে যে, প্রত্যেকবার যখন একটি দিন গত হবে, তোমাদের দুজনের একজন গোলাম মুক্ত হবে। তারপর দুই দিন গত হল, তবে উভয় গোলামই মুক্ত হয়ে যাবে। এটা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। আর যদি কেউ বলে যে, আমার গোলাম মুক্ত, যদি অমুক ব্যক্তি কালকের দিন এই ঘরে প্রবেশ না করে, আর আমার স্ত্রী তালাক যদি সে এই ঘরে প্রবেশ করে। আর জানা না যায় যে, সে লোকটি উক্ত ঘরে প্রবেশ করেছে কি, না করেছে। তবে মুক্তি এবং তালাক উভয় অর্পিত হবে। কারণ হল, সে প্রথম কসমে ঘরে প্রবেশের একবার করেছে এবং দ্বিতীয় কসমে ঘরে প্রবেশ এনকার করেছে। এটা শরহে তালখীছের বিবরণ।

যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, তুমি মুক্ত অমুক এবং অমুকের মৃত্যুর একমাস আগে হতে। তারপর ঐ দুজন হতে একব্যক্তি এরূপ কথার একমাস পর মারা গেল, তবে গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, তুমি মুক্ত, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার একমাস পূর্বে, তবে সে পহেলা রমজানে মুক্ত হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই, তবে প্রত্যেক গোলাম যার আমি মালিক, সে মুক্ত। তারপর সে মুসলমান হয়ে গেল এবং সে এক গোলাম খরিদ করল। তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এটা শরহে জামে' কবীরে আছে। যদি কোন ব্যক্তি এক মুক্ত মহিলাকে বলে যে, যখন আমি তোমার মালিক হব, তখন তুমি মুক্ত। তারপর উক্ত আওরাত মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল এবং সেখান থেকে জিহাদে বন্দি হয়ে আসল,যাকে আবার ঐ ব্যক্তিই কিনল। তবে হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) নিকট সে মুক্ত হবে না। আর যদি বলে যে, যখন তুমি মোরতাদ হয়ে আবার বন্দি হয়ে দারুল হরব হতে আসবে এবং আমি তেমাকে কিনব, তখন তুমি মুক্ত। তারপর যদি এরূপই ঘটনা হয়, তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্ত হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তুমি মুক্ত, যদি তুমি চাও। তবে মজলিসের মধ্যেই তার চাইবার কারণে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি সে বলে যে, যদি অমুকে চায়, তবে অমুকের ঐ মজলিসে চাইবার ফলেই সে মুক্ত হয়ে যাবে, যদি অমুক ব্যক্তি মজলিসের মধ্যে উপস্থিত থাকে। অথবা অমুকের জানার মজলিসে চাইবার দ্বারা মুক্ত হবে। এটা নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি বলে যে, তুমি মুক্ত, যদি অমুকে না চায়। তারপর যদি অমুক ব্যক্তি নিজের জানার মজলিসে বলে যে, আমি চাই, তবে ঐ গোলাম মুক্ত হবে না। আর যদি বলে যে, আমি চাই না, তবে মুক্ত হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি মালিক বলে যে, তুমি মুক্ত যদি আমি চাই। তারপর যদি সে নিজ জীবনের শেস পর্যন্ত না চায় তবে গোলাম মুক্ত হবে না; এবং তার না চাওয়া ঐ মজলিস পর্যন্ত সীমিত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কারও নিকট বলে যে, আমার গোলামদের মধ্যে তুমি যার মুক্তি চাও তাকে মুক্ত করে দাও। তখন মোখাতাব একসাথে সকলেরই মুক্তি চাবে, তবে সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে। আর হযরত ইমাম আজম (রহঃ)এর অভিমত । একজনকে বের করে নেওয়ার ইখতিয়ার মালিকের রয়েছে। ছাহেবাইনের নিকট সকলেই মুক্ত হবে। এই মাসয়ালা এভাবেই আবু সোলায়মানের মধ্যে বর্ণিত আছে এবং আবু হাফছের বর্ণনার উল্লেখ আছে যে, যদি মাজুর ব্যক্তি একসাথে সকলকে মুক্তি করে দেয়, তবে একজন ছাড়া সকলে মুক্ত হয়ে যাবে। হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট এই বর্ননাই শুদ্ধ। কারণ হল, মাজুরের ইচ্ছার

www.nagorikpathagar.org

উপরে মুক্ত করা ঝুলন্ত মুক্ত হওয়া নয়। যদি কেউ কাকে বলে যে, আমার গোলামদের মধ্যে যে নিজের মুক্তি চায় তাকে মুক্ত করে দাও। সে সকলকেই একসাথে মুক্ত করে দিল। তবে সর্বসম্মতভাবে সকল গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে।

যদি দুই দাসীকে বলে যে, তোমরা দুজন মুক্ত, যদি তোমরা চাও, তখন তাদের একজন তা চাইল, তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে বলে যে, তোমাদের মধ্যে যে এভাক অর্থাৎ মুক্তি চাও সে মুক্ত তখন উভয়েই চাইল, তবে উভয়েই মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি একজনে চায়, তবে সেই একজনই মুক্ত হবে। আর দুজনেই চাইলে যদি মালিক বলে যে, আমি তোমাদের একজনকে মুক্ত করারই নিয়ত করেছি, তবে তার কথা দিয়ানাতান গ্রহণযোগ্য হলেও কাজায়ান গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, আমি আমার গোলামকে মুক্ত করার ইখতিয়ার তোমাকে দিয়েছি। তবে আর তা তার নিকট হতে প্রত্যাহার করতে পারবে না। তবে ঐ ইখতিয়ার তার ঐ মজলিস পর্যন্ত থাকবে। এভাবে যদি বলে যে, এই দুই গোলামের যাকে তুমি চাও মুক্ত করে দাও, তা হলেও উক্তরূপ হুকুম বর্তাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মারের বদলে মুক্তি দেয়ার মাসায়েল

কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে মারের বদলে মুক্ত করে দিল এবং গোলাম তা কবুল করে নিল। তবে সে মুক্ত হয়ে যবে। যেমন মালিক বলল যে, তুমি আযাদ হাজার দিরহামের উপরে । তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দিয়ে দাও বা তুমি আমার হাজার দিরহাম আদায় কর অথবা তোমার নিকট আমার হাজার দিরহাম পাওনা, তুমি তা আদায় করে দাও। অথবা বলে যে, আমি তোমাকে তোমার হাতে এই মূল্যের উপর বিক্রি করলাম অথবা আমি তোমাকে তোমার নিকট হেবা করলাম, বিনিময়ে তুমি আমাকে এই পরিমাণ দিরহাম দিয়ে দাও। এই সমস্ত ছুরতই শুদ্ধ এবং যা কিছু গোলামের যিম্মায় শর্তস্বরূপ প্রযুক্ত হবে, তা তার যিম্মায় কর্জ স্বরূপ থাকবে। এমন কি এটার জন্য গোলামের পক্ষ হতে কোন জামিনদার নির্দিষ্ট করে দেওয়াও বিশুদ্ধ হবে। এভাবে মালিক গোলামের মুক্তির বদলে যা চাবে তা তার হাতে হাতে দিয়ে দেওয়াও শুদ্ধ হবে; কিন্তু এটা ধার হিসেবে রেখে দেওয়া ঠিক নয়।

অবশ্য মালিকের কথা গোলামের কবুল করে নেওয়া জরুরী। যদি গোলাম মালিকের প্রস্তাবের মজলিসে উপস্থিত থাকে, তবে ঐ মজলিস পর্যন্তই তার কবুল মো'তাবর হবে। আর যদি গোলাম অনুপস্থিত থাকে, তবে তার জানার মজলিস মো'তাবার হবে। আর এটাও জরুরী যে, গোলাম মালিকের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে কবুল করবে। যেমন মালিক বলল যে, তুমি আযাদ হাজার দিরহামের বিনিময়ে। আর গোলাম বলল যে, আমি অর্দ্ধেক পরিমাণ কবুল করলাম। তবে এটা ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হবে না; বরং পুরা গোলাম পুরা মালের বিনিময়ে মুক্ত হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ এবং তার বেলায়েত তার মালিকের হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি মালিক কোন বস্তু বা মালামাল বিনিময় ধার্য করে এবং গোলাম তার মধ্যম শ্রেণীর মূল্য পেশ করে, তবে মশহুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মালিককে তা গ্রহণ করতে মজবুর করা যাবে। আর যদি মালিক রকমের কথা উল্লেখ না করে এরূপ বলে যে, তোমাকে একটি জন্তু বা কাপড় বা খাট দিতে হবে এবং গোলাম তা কবুল করে নিয়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে; কিন্তু তার উপর তার মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে।

যদি মালিক এবং গোলামের মধ্যে বিনিময়ের মালের রকম বা শ্রেণী ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ দেখ দেয়, যেমন মালিক বলে যে, আমি তোমাকে একটি গোলামের বিনিময়ে মুক্ত করেছে। গোলাম বলে যে, না কিছু পরিমাণ গমের

www.nagorikpathagar.org

বিনিময়ে। মারিক বলে যে, আমি তোমাকে হাজার দীনারের বিনিময়ে মুক্ত করেছি। গোলাম বলে যে, না, হাজার দিরহামর বিনিময়ে। মালিক বলে যে, আমি তোমাকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত করেছি। আর গোলাম বলে যে, না বরং একশত দিরহামের বিনিময়ে। এমতক্ষেত্রে কসমের মাধ্যমে গোলামের কথা কবুল হবে। এভাবে গোলাম যদি আসল মালই এনকার করে যে, যার উপর কান বিনিময়ই ধার্য করা হয়নি। তবে এমত ক্ষেত্রেও কসম দ্বারা গোলামের কথা এবং সাক্ষী দ্বারা মালিকের কথা কবুল হবে। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

আর যদি মালিক গোলামকে বলে যে, আমি তোমাকে কার হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত করেছিলাম; কিন্তু তুমি তা কবুল কর নাই; কিন্তু গোলাম বলে যে, আমি কবুল করেছিলাম। তবে কসমের দ্বারা মালিকের কথা কবুল হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি গোলাম নিজ মালিককে বলে যে, আপনি আমাকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত করে দিন। মালিক তার অর্দ্ধাংশ মুক্ত করে দিল। তবে বাকি অর্দ্ধাংশ এমনিই অর্থাৎ বিনিময় ছাড়াই মুক্ত হয়ে যাবে। যদি গোলাম বলে যে, আমাকে হাজার দিরহামের বদলে মুক্ত করে দিন। আর মালিক তার অর্দ্ধাংশ মুক্ত করে দেয়, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট অর্দ্ধাংশ পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত হবে। এক গোলাম দুজন মালিকের মধ্যে এজমালি। মালিকদ্বয়ের একজন বলল যে, তুমি মুক্ত এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এবং গোলাম তা কবুল করে নেয। তবে তার অর্দ্ধাংশে পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত হবে; কিন্তু অন্য মালিক যদি অনুমতি দেয়, তবে হাজার নিজের অংশে হজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত করলাম এবং গোলাম তা কবুল করে নেয়, তবে গোলামের উপর হাজার দিরহাম উক্ত আযাদকারীর জন্য আবশ্যক হবে এবং তাতে অন্য মালিক অংশীদার হবে না।

যদি কেউ গোলামকে বলে যে, যখন তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দিবে, তকন তুমি মুক্ত অতঃপর গোলাম কামাই করে তাকে হাজা দিরহাম দিয়ে দিল। তখন তার অংশ মুক্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মালিকের এই মালের শরীক হওয়া তার ইখতিয়ার আছে। কেননা গোলাম তার গোরাম থাকাবস্থায় এই মাল কামাই করেছে। অতএব শরীক মালিক যদি এই মাল বন্টন করে নেয়, তবে গোলাম আদাকারী মালিক গোলামের নিকট হতে তা আদায় করতে পাবে না। কেননা গোলাম যে শর্ত করেছির তা আদায় করেছে। আর যদি সে এরূপ বলে যে, যখন তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দিবে, তখন আমার অংশ মুক্ত। তা হলে এক শরীকদার হতে অন্য শরীকদার যা নিয়ে নেয়, ঐ পরিমাণ গোলাম হতে ফিরিয়ে নিবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। যদি কেউ গোলামকে বলে, তুমি মুক্ত এবং আমাকে এক হাজার দিরহাম দাও। তবে গোলাম এমনিই মুক্ত হয়ে যাবে। এটা জহিরিয়াহ্র বিবরণ।

যদি কেউ গোলামকে বলে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দিবে, তুমি মুক্ত। তবে যখন পর্যন্ত গোলাম ঐ হাজার দিরহাম না দিবে, তখন পর্যন্ত মুক্ত হবে না। আর যদি বলে, তুমি আমাকে হাজার দিরহাম দাও, তুমি মুক্ত, তবে তখনই গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। এটা যখীরাহর বিবরণ। আর যদি বলে যে, তুমি মুক্ত এবং তোমার উপর হাজার দিরহাম থাকল। তবে সাথে সাথে গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মোদাব্বের করার মাসায়েল

তাদবীর অর্থ গোলামের মুক্তিকে নিজের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া। অর্থাৎ মালিকের মৃত্যুর পর গোলামের মুক্ত হওয়া।

তাদবীর দুই প্রকার। যথা, মতলক এবং মোকাইয়্যাদ। মোদাব্বেরে মতলকের ছুরত হল সাধারণভাবেই মৃত্যু সাথে মুক্তিকে সম্পৃক্ত করা। অন্য কোন বিষয়ের সাথে তা জড়িত না করা। এটা নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যেমন কেউ বলল যে, তুমি মোদাব্বের।

এটা কতিপয় শব্দ দ্বারা বাল যায়। তার মধ্যে কতকগুলি শব্দ স্পষ্ট। যেমন কেউ বলল যে, তুমি মোদাব্বের অথবা বলল যে, আমি তোমাকে মোদাব্বের করলাম। কখনও কখনও এক্ষেত্রে হুর এবং এতাক শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন কেউ বলল যে, তুমি আমার মৃত্যুর পরে হুর অর্থাৎ মুক্ত বা আমি আমার মৃত্যুর পরে তোমাকে মুক্ত করে দিলাম অথবা বলল যে, তুমি মুক্ত আমার মৃত্যুর পর।

এক্ষেত্রে মৃত্যু শব্দ ব্যবহার না করে যদি ওফাত বা হালাক শব্দ ব্যবহার করে, তবে তারও একই হুকুম। যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, তুমি মোদাব্বের আমার মৃত্যুর পর। তবে তখনই মোদাব্বের হয়ে যাবে। এভাবে যদি কেউ বলে যে, আমি তোমাকে মুক্ত করে করলাম, অতএব তুমি আমার মৃত্যুর পরে মুক্ত বা আমার মৃত্যুর সাথে সাথে মুক্ত, তুমি একই হুকুম হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। মোদাব্বেরে মতলকের হুকুম হর, মালিক যতদিন জীবিত থাকে, সে তার জন্য গোলামকে বিক্রি করা বা হেবা করা জায়েয হবে না, তাকে মোহর ধার্য করে বিয়ে করা, তাকে ছদকাহ করা বা ঋণদান করাও জায়েয হবে না। তবে তাকে মুক্ত করে দেওয়া বা মোকাতেব করা জায়েয হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

যদি মোদাব্বের মতলককে বিক্রি করে এবং কাজী বিক্রি জায়েয হওয়ার হুকুম দান করে, তবে তা কাজায়ান জারী হবে; এবং এই হুকুম কাজায়ান মোদাব্বের করাকে নষ্ট করে দেওয়া সাব্যস্ত হবে। এমনকি যদি বিক্রির পরে আবার কোন সময়ে ঘটনাক্রমে সে তার অধীনে আসে, তবে তার মৃত্যুর পরে সে মুক্ত হবে না। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে এবং মালিকের তার নিকট হতে খিদমত নেওয়া বা তাকে মজুরীতে লাগানোর ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি দাসীকে মোদাব্বেরে মতলক করা হয়, তবে তার সাথে অতী করা জায়েয হবে এবং যে কোন পুরুষের সাথে ইচ্ছা তাকে বিয়ে দিতে পারবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে এবং গোলামের যাবতীয় উপার্জনাদির অধিকারী মালিক হবে। মোকাইয়্যাদ মোদাব্বেরের ছুরত হল, নিজ গোলামের মুক্তি নিজের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করবে ঠিকই, কিন্তু ঐ মৃত্যু আবার বিশেষ বিষয়ের সাথে জড়িত করা, যেমন কেউ এরূপ বলল যে, যদি আমি এই রোগে মরে যাই, অথবা যদি আমি এই সফরে গিয়ে মারা যাই, তবে তুমি মুক্ত। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

মোদাব্বেরে মোকাইয়্যাদের হুকুম হল, যদি মারিক উল্লিখিত ছিফাত এবং শর্তের সাথে মারা যায়, তবে মোদাব্বেরে মতলকের মতই গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে এবং মালিকের জীবিতকালে ইখতিয়ার থাকবে যে, সে এরূপ মোদাব্বেরকে সর্বরকম কাজে ব্যবহার করে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। হাসান (রহঃ) হযরত ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি মালিক বলে যে, যদি আমি মারা যাই, আমাকে কাফন দাফন করা হয়, তবে তুমি মুক্ত, তবে এটা মোদাব্বের হবে না। আর যদি সে মারা যায়, এমতাবস্থায় যে, গোলাম তার অধীনে থাকে, তবে তার জন্য মোস্তাহাব হল, এক-তৃতীয়াংশ মালদ্বারা তাকে মুক্ত করা, এটা নিয়াবীর মধ্যে আছে। মোকাইয়্যাদ মোদাব্বেরের এক ছুরত হল, কেউ বলিল যে, যদি আমি এক বৎসর শেষ হবার পর বা ঐ বৎসর পর্যন্ত মারা যাই, তবে তুমি মুক্ত। এটা হেদায়াহর বিবরণ।

যদি কেউ এমন মুদ্দতের কয়েদ লাগায় যে, অতদিন ঐ ব্যক্তির বাঁচার সম্ভাবন নেই, যেমন নাকি ষাট বৎসর বয়সের মালিক বলল যে, যদি আমি একশত বৎসর পর মারা যাই, তবে তুমি মুক্ত। তবে হাসান ইবনে যিয়াদের নিকট এটা মোদাব্বেরে মতলক হবে এবং এটাই উত্তম মত। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তুমি মুক্ত যেদিন আমি মরব; কিন্তু সে দিবা ভাগেই মরার নিয়ত করেনি, তবে এটা মোদাব্বেরে মতলক হবে। আর যদি সে দিবাভাগে মরার নিয়ত করে থাকে, তবে এটা মোকাইয়্যাদ মোদাব্বের হবে। এটা জহিরিয়াহর বিবরণ। যদি

কেউ বলে যে, তুমি মুক্ত আমার মৃত্যুর একমাস আগে। তারপর একমাস পার হবার পর সে মারা যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে মুক্ত হবে; কিন্তু শায়েখ আবুবকর ছাফফাক এর মতে এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হবে এবং ফকীহ আবুল কাসেম বলেন যে, সমস্ত মাল দ্বারা মুক্ত হবে এবং এটা হযরত ইমাম আজম (রহঃ)-এর অভিমত। ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, এটাই সহীহ। এটা গিয়াসিয়ার মধ্যে আছি। আর যদি একমাস গত হওয়ার আগে মারা যায়, তবে মুক্ত হবে না। এটা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তুমি মুক্ত আমার মৃত্যুর একদিন পর, তবে এ৷ মোদাব্বের হবে না এবং মালিকের তাকে বিক্রি করার অধিকার থাকবে। আর যদি মালিক এমন অবস্থার মারা যায় যে, গোলাম তার অধিকারে থাকে, তবে মৃত্যুর একদিন পরে তার এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হবে; এবং ওযারিছ ছাড়া অন্যের মুক্ত করায় মুক্ত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া এবং এস্তেহসানান ওয়ারিছদেরকে তাকে মুক্ত করার হুকুম করা যাবে। এটা তাহযীবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তুমি আমার মৃত্যুর এবং অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর পরে মুক্ত হবে। অথবা যদি বলে যে, অমুকের মৃত্যু এবং আমার মৃত্যুর পরে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এটা তখন মোদাব্বেরে মতলক হবে না। তবে যদি অমুক ব্যক্তি প্রথম মরে যায় এবং এখনও গোলাম ঐ মালিকের অধীনে থাকে, তবে এখন মোদাব্বেরে মতলক হবে। আর যদি মালিক অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর আগে মরে যায, তবে সে মোদাব্বের হবে না এবং ওয়ারিছদের তাকে বিক্রি করার অধিকার থাকবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

হাসান (রহঃ) হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ বলে যে, তুমি অমুকের পক্ষ হতে মোদাব্বের, তবে সে ঐ মালিকের পক্ষ হতে মোদাব্বের হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার গোলামী তোমার জন্য অছিয়ত করলাম। তারপর গোলাম বলে যে, আমি কবুল করলাম না। তবে সে মোদাব্বের হয়ে যাবে এবং তার তা রদ করবার কিছু নেই। এটা খাযীনাতুল মুফতীনে আছে। একব্যক্তি নিজ দুই গোলামকে বলল যে, তোমাদের মেধ্যে একজন আমার মৃত্যুর পর মুক্ত এবং তার জন্য একশত দিরহামের অছিয়ত করলাম। তবে এই ছুরতে একশত দিরহামের অছিয়ত বাতিল হবে। কেননা উভয়ের মধ্যে এক গোলাম। অতএব তার ক্ষেত্রে অছিয়ত হবে না। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমার মালিক হই, তবে তুমি মোদাব্বের। তারপর তার অংশের মালিক হল, তবে মোদাব্বের হবে না। এটা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে।

যদি কেউ কোন দাসীকে বরে যে, যদি আমি তোমার মালিক হই, তবে তুমি আমার মৃত্যুর পর মুক্ত। তারপর দাসীর সন্তান পয়দা হয়, তারপর ঐ ব্যক্তি তাকে কিনে নেয়, তবে দাসী মোদাব্বেরাহ হবে; কিন্তু সন্তান হবে না। আর যদি মালিক বলে যে, তুমি মোদাব্বেরাহ হওয়ার আগে সন্তান প্রসব করেছ। আর দাসী বলে যে, না; বরং তার পরে প্রসব করেছে। তবে মালিকের কথা তার এলেমের উপর কসম করিয়ে মকবুল হবে; এবং সাক্ষ্য দাসীর কবুল হবে। যদি কেউ দুই দাসীকে বলে যে, যদি আমি তোমাদের উভয়ের মালিক হই, তবে তোমর উভয় আমার মৃত্যুর পূর্ণ একমাস পর মুক্ত। তারপর সে এক দাসীর মালিক হল এবং স তার নিকট সন্তান প্রসব করল। তারপর অন্য দাসীর মালিক হল। তবে তার মৃত্যুর পর উভয় মুক্ত হবে এবং প্রথম দাসীর সন্তান গোলাম থেকে যাবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তুমি আমার অমুকের সাথে কথা বলার পর এবং আমার মৃত্যুর পর মুক্ত তারপর সে অমুকের সাথে কথা বলল। তবে গোলাম মোদাব্বের হয়ে যাবে। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

একব্যক্তি তার গোলামকে বলল, তুমি মুক্ত আমার মৃত্যুর পর, যদি তুমি শরাব পান না কর। তারপর মালিকের মৃত্যুর পর ছয়মাস পর্যন্ত সে শরাব পান করল না। তারপর শরাব পান করল এবং এখনও মুক্ত হয়নি, তবে তার

এতাক বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি গোলাম মালিকের মৃত্যুর পর শরাব পান করার পূর্বে কাজীর নিকট আবেদন পেশ করত এবং কাজী তার মুক্ত হওয়ার হুকুম জারী করে দিত, তারপর সে শরাব পান করত, তবে তারপর আর তাকে গোলামীভুক্ত কর যাইত না। এটা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) আছলের মধ্যে বর্ননা করেছেন যে, যদি কেউ গোলামকে বরে যে, তুমি মুক্ত আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি এখনই চাও। তারপর গোলাম তখনই চাইল। তবে মালিকের মৃত্যুর পর সে এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি এই মুরাদ নেয় যে এখনই অর্থাৎ মৃত্যুর পর, তবে গোলামের মালিকের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত চাইবার অধিকার হবে না। তারপর যখন মালিক মলে যায় আ তার মরার সময়ে গোলাম চায় তবে মোদাব্বের হওয়া ছাড়া সে এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হবে। এটা নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর শায়খ আবু বকর রাজী বলেন যে, শুদ্ধ হল, গোলাম ওয়ারিছ বা আছির মুক্ত করা ছাড়া সে মুক্ত হবে না এবং হাকীম (রহঃ)-ও নিজ মোখতাছারের মধ্যে এই মতকে সমর্থন করেছেন। এটা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

যদি কেউ নিজ গোলমকে বলে যে, তুমি মুক্ত, যদি তুমি চাও আমার মৃত্যুর পর। অতঃপর মালিক মরে গেল এবং যে মজলিসে গোলাম মালিকের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারল, সে সেই মজলিস হতে উঠে দাঁড়াল অথবা অন্য কোন কাজ শুরু কর দিল, তবে মালিক প্রদত্ত ইখতিয়ার যা গোলামকে দেওয়া হয়েছে, তা বাতিল হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি কেউ কাকে বরে যে, আমার গোলামকে মোদাব্বের করে দাও এবং সে তাকে মুক্ত করে দেয়, তবে এটা শুদ্ধ হবে না। আর যদি কেউ কাকে বলে যে, যদি তোমার ইচ্ছা নেয়, তবে আমার গোলামকে মোদাব্বের করে দাও, আর সে মোদাব্বের করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে-চাই সে বুদ্ধিমান বালক হোক বা না হোক। অর্থাৎ মোদাব্বের করলে কি হুকুম হয় তা জানুক বা না জানুক। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে বরে যে, তোমরা আমার গোলামকে মোদাব্বের করে দাও এবং তাদের একজনে তাকে মোদাব্বের করে দেয়, তবে জায়েয হবে, আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার গোলামকে মোদাব্বের করার কাজ আমি তোমাদের দুইজনকে সোপর্দ করলাম। তারপর তাদের একজনের মোদাব্বের করল এবং এটা জাযেয হবে না। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি বলল যে, তোমারা আযাদ করে দাও আমার মৃত্যুর পর আমার গোলামকে ইনশাআল্লাহ তায়ালা। তবে এই এস্তেছনা শুদ্ধ হবে না। আর যদি বলে যে, সে আমার মৃত্যুর পর আযাদ ইনশাআল্লা তায়ালা, তবে এস্তেহসানান এই এস্তেছনা শুদ্ধ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যিয়াদাতের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ তার গোলামকে হাজার দেরহামের উপর মাদাব্বের করে এবং সে তা কবুল করে, তবে সে মোদাব্বের হযে যাবে এবং তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। এটা মুহতিে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। এক গোলাম দুই শরীকের মধ্যে এজমালি। মারিকদ্বয়ের মধ্যে একজনে তাকে মোদাব্বের করল এবঙ অন্য মালিক চুপ করে থাকল। তবে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) অভিমত মোতাবেক শুধু মোদাব্বেরকারীর অংশই মোদাব্বের হবে এবং নীরব শরীকের নিজের অংশ বাবত তার পাঁচ রকমের ইখতিয়ার থাকবে।

(১) ইচ্ছা হলে সে নিজের অংশও মোদাব্বের করে দিবে। তখন ঐ মোদাব্বের উভয়ের মধ্যে এজমালিই থাকবে। যদি উভযের একজন মরে যায়, তবে তার অংশ তার এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হযে যাবে এবং উক্ত গোলাম অন্য মালিকের নিজ অর্দ্ধেক মূল্যের জন্য সাইআত করাবে, কিন্তু যদি সে অন্য মালিক সাইআত উসুল করার আগে মরে যায়, তবে সাইআত বাতিল হয়ে যাবে।

(২) আর ইচ্ছা হলে সে তার অংশ মুক্ত করে দিবে। যদি সে মুক্ত করে দেয়, তবে মুক্তি ছহীহ হবে এবং মোদাব্বেরকারীর জন্য ইখতিয়ার হবে যে, সে মুক্তকারী হতে নিজের অংশের মূল্য মোদাব্বের গোলামের হিসাবে নিয়া নেয় এবং তার বেলায়েত উভয়ের মধ্যে এজমালী হবে এবং আযাদকারীর জন্য ইখতিয়ার হবে যে, সে যে মূল্য দিয়েছে তা গোলামের নিকট হতে নিয়ে নেয়, চাই মোদাব্বেরকারী মুক্ত করে দেক এবং চাই গোলাম দ্বারা সাইআত করিয়ে নিক।

(৩) আর ইচ্ছা হলে নীরব শরীক গোলাম দ্বারা সাইআত করিয়ে নিবে। তবে যখন সে সাইআত করে অর্দ্ধেক মূল্য আদায় করে দিবে, তকন সে মুক্ত হয়ে যবে। তারপর মোদাব্বেরকারীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, সে গোলাম দ্বারা সাইআত করাযে নেয়, তবে যখন গোলাম তার সাইআতও আদায় করে দিবে, তখন সে পুরা মুক্ত হবে। আর যদি মোদাব্বেরকারী সা'ইয়আতের মাল নিবার পূর্বে মরে যায, তবে সাইআত বাতিল হয়ে যাবে; এবং তার অংশ গোলাম তার এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে। আর যখন তা এমনিই ছেড়ে দিবে, তারপর সে মরে যাবে, তখন তার অংশ মীরাছ হবে, তা ওয়ারিছগন পাবে। তার ওয়ারিছদের ঐ অংশের বাবত এতাক এবং সাইআত ইত্যাদির খিয়ার হাছিল হবে। আর যদি মোদাব্বেরকারী মরে যায, তবে তার অর্দ্ধাংশ তার এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে।

(৪) আর ইচ্ছা হলে নীরব শরীক গোরাম হতে নিজের শরীক অংশের অর্দ্ধেক মূল্য গোলামের দ্বারা সাইআত করায়ে নিতে পারে, যকন গোলাম তা আদায় করে পুরা মুক্ত হয়ে যাবে, তখন তার বেলায়েত উভয়ের মধ্যে এজমালী হয়ে যাবে।

(৫) আর ইচ্ছা হলে নীরব শরীক মোদাব্বেরকারীর নিকট হতে নিজের অংশের মূল্য নিতে পারে, তবে শর্ত হল, যদি সে মালদার হয়। তবে গোলামের সম্পূর্ণ বেলায়েত মোদাব্বেরকারী হবে; এবং মোদাব্বেরকারীর ইখতিয়ার যে, সে যে মূল্য দিয়েছে, সে উক্ত গোলাম হতে নিয়ে নিবে। আর যদি সে তা না নেয়, এমন কি সে মরে যায়, তবে তার অর্দ্ধেক তার এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে এবং ওয়ারিছদের জন্য গোলাম নিজের পূর্ণ মূল্যের অর্দ্ধেক দ্বিতীয়াংশের মোকাবেলায় সাইআত করবে। আর যদি মোদাব্বেরকারী গরীব হয়, তবে নীরব শরীকের মোদাব্বেরকারী হতে নিজের অংশের মূল্য নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না; কিন্তু বাকি চার প্রকার ইখতিয়ার বলবৎ থাকবে। যেমন চাই নিজের অংশ মুক্ত করে দিবে তাই মোদাব্বের করবে। চাই গোলাম দ্বারা সাইআত করাবে। চাই এমনিই ছেড়ে দিবে। এটা তাতারখানিয়াহর বিবরণ।

এক গোলাম দুই শরীকের মধ্যে এজমালি। তারা উভয়ে তাকে একই সাথে মোদাব্বের করে দিল। যেমন তারা প্রত্যেকে বলল যে, আমি তোমাকে মোদাব্বের করলাম, অথবা বলল যে, তোমার মধ্যে আমার অংশ মোদাব্বের অথবা বলল যে, যখন আমি মরে যাব, তখন তুমি মুক্ত। অথবা বলল যে, যখন আমি মরে যাব, তখন তুমি আমার মৃত্যুর পরে মুক্ত অথবা বলল যে, তুমি আমার মৃত্যুর পরে মুক্ত। আর উভয়ের একথা একই সাথে উভয়ের যবান হতে বের হল। তবে এই গোলাম উভয়ের মোদাব্বের হয়ে যাবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে। কেউ নিজ গোলামকে বলল, তুমি আযাদ অথবা মোদাব্বের। তবে ঐ ব্যক্তিকে বয়ান করতে হুকুম করা হবে। তারপর যদি সে বলে যে, আমি গোলামের মোদাব্বের হওয়া মুরাদ নিয়েছি। তবে গোলাম মোদাব্বের হয়ে যাব্যের যদি বলে যে, আমি গোলামের আযাদ হওয়া মুরাদ নিয়েছি। তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি বয়ান করার পূর্বে সে মরিয়া যায়, আর যদি সুস্থাবস্থায় এইকথা বলে তাকে, তবে অর্ধেক গোলাম তার সমস্ত মাল দ্বারা মোফত মুক্ত হয়ে আর অর্ধেক মোদাব্বের হওয়ার কারণে মুক্ত হবে।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দাসীর নিজ মালিক হতে সন্তান জন্মের মাসায়েল

যখন দাসী নিজ মালিক হতে সন্তান প্রসব করে, তখন মালিকের উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যায়। চাই সে সন্তান জীবিত প্রসব করুক অথবা মৃত। অথবা গর্ভপাত হয়ে যাক, এমন অবস্থায় যে, বাচ্চার শারীরিক গঠন পূর্ণ হয়ে যায়, কিংবা কিছু কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা দেখে যখন মালিক স্বীকার করে যে, এটা আমারই নোতফা। তবে দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাওয়ার জন্য এটা একটি পূর্ণ সন্তান প্রসব করারই অনুরূপ। আর যদি এরূপ গর্ভপাত হয় যে, তার আঙ্গিক গঠনে কিছুই প্রকাশ পায় না বরং শুধু একটি রক্তের দলা বা মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। আর মালিক দাবী করে যে, এটা আমার নোতফা। তবে তাতে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে।

উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রয় করা জায়েয নয় এবং এভাবে দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণে তার হুররিয়াতের হক ছাবেত হওয়া যে সকল তাছাররুফ দ্বারা বাতিল হয় তা জায়েয নয়। যেমন হেবা, ছদকাহ, অছিয়ত, রেহেন ইত্যাদি জায়েয নয়। আর যে সকল তাছাররূপ তা বাতিল করে না, তা জায়েয হবে। যেমন ইজারা দেওয়া, খিদমত নেওয়া, উপার্জন করানো, ভাড়ায় লাগানো, অতী করা ইত্যাদি। তার দ্বারা উপার্জিত মালের অধিকারী মালিক হবে। যদি কেউ তার সাথে সন্দেহসূচকভাবে অতী করে, তবে তার আকরও মালিকের হবে। যদি মালিক তাকে কারও সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়, তবে তার মোহরও মালিকের হবে। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

যদি এক কাজী উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা জাওয়াযের হুকুম দেয়, তবে তা কাজায়ান জারী হবে না; বরং অন্য কাজীর হুকুমের উপর মৌকুফ থাকবে। যদি অন্য কাজী প্রথম কাজীর হুকুম বহাল রাখে, তবে তা জারী হবে। আর যদি বাতিল করে দেয়, তবে বাতিল হবে। এটা যখীরাহর বিবরণ। মালিকের ইখতিয়ার আছে যে, সে উম্মে ওয়ালাদকে কারও সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়; কিন্তু তাকে এক হায়েজ দ্বারা এস্তেবরা না করিয়ে বিয়ে করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যদি এস্তেবরা ছাড়া বিয়ে করিয়ে দেয় এবং তারপর সে ছয়মাস অতীত হওয়ার আগে সন্তান প্রসব করে, তবে সে সন্তান মালিকের হবে এবং ঐ বিয়ে ফাসেদ হবে। আর যদি সন্তান ছয় মাসের পর হয়, তবে তার নছব দাসীর স্বামীর দ্বারা ছাবেত হবে। আর যদি মালিক তার নছবের দাবী করে, তবে নছব স্বামীর দ্বারাই ছাবেত থাকবে। তবে মালিকের এরূপ দাবীর কারণে দাসী মুক্ত হয়ে যাবে। এটা মবসুতে বর্ণিত আছে।

যদি মালিক তার বিয়ে করিয়ে দেয় এবং তাতে তার সন্তান হয়, তবে সন্তানও নিজ মাতার হুকুমে হবে। অর্থাৎ মালিকের জন্য তাকে বিক্রি, হেবা, রেহেন ইত্যাদি জায়েয হবে না; এবং সে কারও জন্য সাইআত করবে না এবং মালিকের মৃত্যুর পরে সে সমস্ত মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে। অবশ্য মালিকের তাদ্বারা খিদমত নেওয়া এবং তাকে ইজারা দেওয়া ইত্যাদি জায়েয হবে; কিন্তু যদি বাচ্চা কন্যা হয়, তবে তা দ্বারা এস্তেমতা' হাসিল করা জায়েয নয়। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে।

কেউ নিজ দাসীকে নিজের গোলামের সাথে বিয়ে করিয়ে দিল। তারপর তার সন্তান হল। অতঃপর মালিক ঐ সন্তানের নছব দাবী করল। তবে নছব ছাবেত হবে না; বরং নছব গোলামেরই ছাবেত হবে; কিন্তু মালিকের এই দাবীর ফলে ঐ সন্তান মুক্ত হয়ে যাবে এবং দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। আর যখন উম্মে ওয়ালাদের মালিক মারা যাবে, তখন সে মুক্ত হয়ে যাবে। চাই মালিক তাকে কোন পুরুষের সাথে বিয়ে দেক বা না দেক। এটা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে উল্লেখ আছে। উক্ত হুকুম উম্মে ওয়ালাদের উপর সর্বাবস্থায় ছাবেত হবে-চাই তার মালিকের হাকীকী

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যু বা হুকমী মৃত্যু হোক। হুকমী মৃত্যুর ছুরত এই যে, মালিক মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল। এভাবে যদি হরবী আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আসে এবং সেখানে কোন দাসী কিনে তাকে উম্মে ওয়ালাদ বানায়, তারপর দারুল হরবে চলে যায়। অতঃপর জিহাদে বন্দি হয়, তবে উক্ত দাসী মুক্ত হয়ে যাবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। আর যখন উম্মে ওয়ালাদ তার মালিকের মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যায়, তবে সে সময় তার নিকট যে সকল মাল থাকে, তা মালিকের হবে। তবে যদি মালিক তার জন্য এই মালের অছিয়ত করে গিয়ে থাকে, তবে মালিক সে মালের অধিকারী হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যদি উম্মে ওয়ালাদকে তার মালিক মুক্ত করে দেয়, তারপর সে মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়। তারপর আবার বন্দি হয়ে আসে এবং উক্ত মালিক তাকে কিনে নেয়, তবে সে আবার উম্মে ওয়ালাদ হবে। অর্থাৎ তার উম্মে ওয়ালাদ ফিরে আসবে। এভাবে যদি কেউ কোন যি-রেহেম মাহরামের কোন প্রকারে মালিক হয়ে যায় এবং সে তার নিকট হতে মুক্ত হয়ে যায়, তারপর সে মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর আবার বন্দি হয়ে আসে, তারপর ঐ মালিক তাকে কিনে নেয়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি যায়েদের দাসীর আমর হতে সন্তান হয় বিয়ের মাধ্যমে বা সন্দেহমূলক অতীর মাধ্যমে, তারপর যদি আমর ঐ দাসীর মালিক হয়ে যায়, তবে সন্তানের আমর হতে নছব ছাবেত হবে এবং দাসী আমরের উম্মে ওয়ালাদ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে ফতোয়া। তবে উল্লেখ থাকে যে, আমাদের নিকট উম্মে ওয়ালাদ হওয়া ঐ সময় হতে ছাবেত হবে, যখন আমর তার মালিক হবে। যখন তার নোতফা দাসীর গর্ভে স্থিত হবে তখন হতে নয়। এটা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ জিনার মাধ্যমে কোন দাসী হতে ইসতিলাদ করে, তারপর সে তার মালিক হয়ে যায়, তবে এস্তেহসানান সে তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না এবং এটা আমাদের ইমামত্রয়ের অভিমত। এটা যখীরাহর মধ্যে আছে; কিন্তু সন্তান অবশ্য মুক্ত হয়ে যাবে। যদি যায়েদ বলে যে, আমি এই দাসীকে বিয়ে করেছি এবং সে আমার দ্বারাই সন্তান প্রসব করেছে। আর একথা কেবল তার দ্বারা জানা যায় এবং ঐ দাসীর মালিক এটা অস্বীকার করে, তবে যায়েদের দাবী ছাবেত হবে না। তারপর যদি যায়েদ ঐ দাসীর মালিক হয়ে যায়, তবে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং এটা আমাদের ইমামত্রয়ের অভিমত। এটা যখীরাহর বিবরণ।

যদি কেউ নিজ রুগ্নাবস্থায় নিজের দাসীকে বলে যে, তুমি আমার দ্বারা সন্তান প্রসব করেছে। তবে যদি সে সেই সময় হামেল হয় বা তার সাথে বাচ্চা বর্তমান থাকে, তবে ঐ দাসী তার সমস্ত মাল দ্বারা মুক্ত। হবে, নতুবা সে এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। যদি হামেলা দাসীর ব্যাপারে মালিক বলে যে, তুমি আমার দ্বারা সন্তান প্রসব করেছে। তবে যদি সে সেই সময় হামেল হয় বা তার সাথে বাচ্চা বর্তমান থাকে, তবে ঐ দাসী তার সমস্ত মাল দ্বারা মুক্ত হবে, নতুবা সে এক তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা মুক্ত হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি হামেলা দাসীর মালিক বলে যে, তার হামল আমার দ্বারা হয়েছে, তবে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর যদি এভাবে বলে যে, সে যদি হামেল হওয়া থাকে, তবে তা আমার দ্বারা হয়েছে। তারপর দাসীর বাচ্চা পয়দা হল বা গর্ভপাত হয়ে গেল; কিন্তু বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরাপুরি বা আংশিকবাবে গঠিত হয়েছিল এবং মালিক তা তারই সন্তান বলে দাবী করে, তবে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি ছয় মাসের কমে বাচ্চা পয়দা হয়, আর যদি হয় মাসের কমে বাচ্চা পয়দা হওয়া সত্ত্বেও মালিক তার বেলাদাত অস্বীকার করে; কিন্তু যদি কোন মহিলা বেলাদাতের উপরে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে দাসী মালিকের উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং মালিক হতে বাচ্চার নছব

www.nagorikpathagar.org

ছাবেত হবে। এটা জহিরিযাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি ছয় মাসের বেশি সময় পর দাসী সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তান মালিকের হওয়া লাযেম হবে না এবং দাসী তার উম্মে ওয়ালাদও হবে না। এটা বাদায়ে'র বিবরণ।

আর যদি মালিক বলে যে, ঐ দাসীর হামল আমার দ্বারা হয়েছে অথবা যদি বলে যে, যা তার পেটে আছে, তা বাচ্চা, তা আমার দ্বারা হয়েছে। তারপর মালিক দাবী করে যে, তা হাওয়া ছিল। বাচ্চা নয়। দাসী তা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক, মালিক দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, যা তার পেটে আছে তা আমার এবং হামল বা বাচ্চার নামোল্লেখ না করে, তারপর বলে যে, তার পেটে হাওয়া ছিল। তবে দাসী যদি তার কথার তাছদীক করে, তবে সে উম্মে ওয়ালাদ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

আর যদি দাসী বলে যে, না। তা বাচ্চা ছিল, গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে। সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হয়েছিল, তবে দাসীর অভিমতই কবুল হবে এবং সে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। এক ব্যক্তি একবার বলল যে, আমার এই দাসী আমার দ্বারা হামেলা হয়েছে। তারপর দুই বৎসরের বেশি সময়ের পরে সে সন্তান প্রসব করল এবং এক মহিলা বেলাদাতের সাক্ষ্য প্রদান করল। আর দাসী দাবী করল যে, এটা সেই হামল। আর মালিক তা এনকার করল। তবে দাসী উম্মে ওয়ালাদ হবে; কিন্তু মালিক দ্বারা বাচ্চার নছব ছাবেত হবে না।

যদি এক ব্যক্তির ব্যাপারে দুজন সাক্ষীর একজন বলল যে, ঐ ব্যক্তি বলেছে যে, এই দাসী আমার দ্বারা হামেলা হয়েছে। আর অন্য ব্যক্তি বলে যে, ঐ ব্যক্তি বলেছে যে, এই দাসী আমার দ্বারা সন্তান প্রসব করেছে। তবে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। কেননা দাসীর ঐ ব্যক্তির দ্বারা হামেলা হওয়ার ব্যাপারে উভয় সাক্ষীরই কথা এক। আর যদি এক সাক্ষী বলে যে, ঐ ব্যক্তি বলেছে যে, ঐ দাসী আমার দ্বারা পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। আর দ্বিতীয় সাক্ষী বলে যে, সে বলেছে, ঐ দাসী আমার দ্বারা কন্যা সন্তান প্রসব করেছে। তবে এ ক্ষেত্রেও উভয় সাক্ষী এ ব্যাপারে এক কথা বলল যে, দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ; সুতরাং এ ছুরতেও দাসী উম্মে ওয়ালাদ হবে। এটা মুহীতে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তি নিজ দাসীকে বলে যে, যদি তোমার পেটে পুত্র সন্তান হয়, তবে তা আমার নোতফা, আর যদি কন্যা সন্তান হয়, তবে তা আমার নোতফা নয়। তবে পেটের ঐ সন্তানের নছব যে কোন অবস্থায় তার দ্বারাই চাবেত হবে। চাই দাসী পুত্র ছেলে জন্মদান করুক বা মেয়ে।

দশম অধ্যায় ঃ কসমের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কসমের শরয়ী তাফসীর, রোকন, শর্ত এবং হুকুমের মাসায়েল

ইয়ামীন শব্দের অর্থ কসম বা হলফ করা। তার বহুবচনের শব্দ আইমান। ইয়ামীনের প্রতিশব্দ হলফ হতে কর্তৃবাচ্য শব্দ হালেফের অর্থ কসম খানেওয়ালা অর্থাৎ যে কসম করে। মুসতাহলিফ শব্দের অর্থ কসম লেনেওয়ালা অর্থাৎ যে কসম করায় আর তাহলীফ অর্থ কসম করানো। আর মাহলুফ অর্থ যাকে কসম করানো হয়। কসম কখনও কখনও কোন বিষয়ের উপর মোআল্লাক হয়ে তাকে, যেমন যদি এরূপ হয়, তবে সে মুক্ত। আবার ককনও কখনও কসম দ্বারা শুধু খবর দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে মারব। এক্ষেত্রে কসম কিছুর উপর মোআল্লাক নয়। শরীয়তের পরিভাষায় কসম এমন বস্তু যে, তা দ্বারা কসমকারীর কোন কাজ করা বা না করার ইচ্ছার উপর জোর বা তাকীদ দেওয়া হয়। এটা কেফায়াহর বিবরণ। কসম দুই প্রকার। প্রথমতঃ আল্লাহ এবং আল্লাহর কোন ছিফাতের কসম করা। আর দ্বিতীয়তঃ গায়রুল্লাহর কসম করা। এটা কাফীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

গায়রুল্লাহর কসম আবার দুই প্রকার। যথা ঃ (১) প্রথম প্রকার যেমন পিতা, মাতা, নবী-রাসূল, ফিরেশতা, নামায রোযা, কাবাত, হেরেম, জমজম ইত্যাদি ব্যক্তি ও বস্তুর নামে কসম করা। এই প্রকার কসম জায়েয নয়।

(২) আর দ্বিতীয় প্রকার হল শর্ত ও জাযার মাধ্যমে কসম করা। এই প্রকার কসম আবার দুভাগে বিভক্ত। এক প্রকার হল, ইয়ামীনে বা-কোরব এবং দ্বিতীয় প্রকার হল ইয়ামীনে বিগায়রে কোরব। ইয়ামীনে বা-কোরবের উদাহরণ হল, যদি আমি এরূপ করি, তবে আমার উপর রোযা বা নামায ওয়াজিব বা হজ্জ্ব বা ওমরাহ, গোলাম মুক্তি করা বা ছদকাহ দান করা ওয়াজিব। আর ইয়ামীনে বা গাইরে কোরবের উদাহরণ হল, যদি আমি এরূপ করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক বা আমার গোলাম মুক্তি এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

আল্লাহর নামে কসম করার রোকন হল, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম উল্লেখ করবে বা তাঁর যে ছিফাতের উপর কসম করবে, সেই ছিফাত কসমের মধ্যে উল্লেখ করবে। আর গায়রুল্লাহর কসমের রোকন হল, শর্তে ছালেহ এবং জাযাযে ছারেহ উল্লেখ করবে। এটা কাফীর মধ্যে আছে। শর্তে ছালেহর মুরাদ হল, তা কার্যতঃ বিদ্যমান না থাকলেও এহতেমালে অজুদ অর্থাৎ থাকবার সম্ভাবনা আছে। আর জাযায়ে ছালেহের মুরাদ হল, শর্ত পাওয়া গেল যা পাওয়া সুনিশ্চিত।

কসমে বিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর নামে কসমের শর্ত বহুত আছে। যেমন ঃ

(১) কসমকারীর আকেল ও বালেগ হওয়া। অতএব পাগলের কসম শুদ্ধ হবে না। নাবালেগের কসমও শুদ্ধ নয়।

(২) মুসলমান হওয়া। অতএব কাফিরের কসম শুদ্ধ নয়। যদি কেউ কাফির অবস্থায় কসম করে তারপর মুসলমান হয়ে যায় এবং ঐ কসম পুরা না করে, তবে আমাদের নিকট তার কাফফারাহ ওয়াজিব হবে না। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। মোরতাদ হয়ে গেলে তার কসম বাতিল হয়ে যায় তারপর আবার যদি সে ইসলামে ফিরে আসে, তবে কসমের হুকুম তার উপর আবশ্যক হবে না। এটা শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে। কসম করার জন্য মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। অতএব গোলাম ও দাসীর কসম শুদ্ধ হবে। তবে তাদের কসম হানেছ হলে তখন তখন মালী কাফফারা তাদের উপর আবশ্যক হবে না। অবশ্য রোযা দ্বারা কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে তাদের মালিকের জন্য এই ইখতিয়ার আছে যে, সে ইচ্ছা কররে গোলাম বা দাসীকে কাফফারার রোযা রাখতে বারণ করতে পারে।

(৩) কসমের আর এক শর্ত হল, তা এস্তেছনা মুক্ত হতে হবে। যেমন ইনশাআল্লাহ তায়ালা, মাশা আল্লাহ তায়ালা ইত্যাদি বাক্য বলা যাবে না বা এই সকল বাক্য যেমন যদি আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন বা আল্লাহ আমার উপর সহজ করে বা সুযোগ করে দেন। ইত্যাদিও বলা চলবে না। বললে কসম ছাবেত হবে না। হাঁ, তবে এসব বাক্য যদি কসমের সাথে না মিলে জুদা করে বলে, তবে কসম শুদ্ধ হবে।

গায়রুল্লাহর কসম অর্থাৎ শর্ত সাপেক্ষ বাক্য দ্বারা যে কসম করা হয়, তার শর্ত হল তালাক এবং এতাক জায়েয হওয়ার জন্য যে শর্তগুলি রয়েছে, তাই।

তার আর এক শর্ত হল, শর্ত ও জাযার মধ্যে অন্য কিছু প্রযুক্ত না করা। যদি কিছু প্রযুক্ত হয়, তবে তা কসমে তালীক হবে না বরং কসমে তাখবীর হয়ে যাবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

আল্লাহর নামে যে কসম করা হয়, তা তিন প্রকার। যেমন ঃ (১) গমুস (২) লোগবু এবং (৩) মোনা'ক্বাদাহ।

(১) কসমে গমুস এরূপ কসম যে, কোন কিছুর হওয়া কি না হওয়ার ব্যাপারে বর্তমান কিংবা গত কালের উপর ইচ্ছাপূর্বক করা হয়। এই প্রকার কসমকারী কঠিন গুনাহর শিকার হয়। তার তাওবাহ এবং ইস্তেগফার করা চাই। এই ব্যক্তির উপর কাফফারা হয় না।

www.nagorikpathagar.org

(২) কসমে লোগব হল, কোন কিছুর ব্যাপারে বর্তমান বা অতীতকালে কসম করা। এমতাবস্থায় যে, তার ধারণা মতে ঘটনা তাই, যার উপর সে কসম করছে। অথচ ঘটনা তার বিপরীত। যেমন কেউ বলল যে, আল্লাহর কসম আমি এরূপ করেছে। অথচ বাস্তবে সে তা করে নাই; কিন্তু তার খেয়াল হচ্ছে যে, আল্লাহর কসম আমি এরূপ করেছে। অথবা কেউ দূর হতে এক ব্যক্তিকে দেখে ধারণা করল যে, সে যায়েদ। অতএব সে বলল যে, আল্লাহর কসম, সে যায়েদ। অথচ বাস্তবে সে ব্যক্তি আমর ছিল। অথবা দূর হতে কেউ কোন পাখি দেখে বলল, আল্লাহর কসম, পাখিটি কাক। কিন্তু আসলে পাখিটি কাক নয় বরং চীল। তবে এই ধরনের কসমের কারণে আশা করা যায়, সে ব্যক্তি ধৃত হবে না।

(৩) আর কসমে মোনা'ক্বাদাহ হল এই যে, ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ করা বা না করার উপরে কসম করা। এটার হুকুম হল, যদি এটা হানেছ হয়ে যায়, তবে তাতে কাফফারাহ আবশ্যক হয়। এটা কাফীর বিবরণ। এই জাতীয় কসমের কতিপয় অবস্থা আছে। যেমন তার প্রথম অবস্থা হল, কসম পুরা করা ওয়াজিব। তার ছুরত হল, যখন কসমে মোনা'ক্বাদাহ এমন কোন কাজ করার জন্য হয়, যা আল্লাহর ইবাদাতরূপে গণ্য । অর্থাৎ যা করার জন্য নির্দেশ রয়েছে বা এমন কোন কাজ না করার জন্য হয়, যা মা'আছিয়তরূপে বিবেচিত। অর্থাৎ যা না করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। এই শ্রেণীর কসমকে হেফাজাত করা অর্থাৎ বহাল রাখা ওযাজিব। একাজ তার উপর কসমের পূর্বেও ফরজ ছিল। কসম দ্বারা তার উপর আরও জোর হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা হল, কসম বহাল না রাখা অর্থাৎ ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। তার ছুরত হল, আল্লাহর ইবাদত তরক করার জন্য যে কসম করা হয়। যেমন কসমকারী আল্লাহর ইবাদত করবে না বা গুনাহর কাজ করবে, এই শ্রেণীর কসম ভেঙ্গে ফেলবে এবং তজ্জন্য কাফফারা আদায় করবে।

তৃতীয় অবস্থা হল, কসম বহাল রাখা বা ভেঙ্গে ফেলা ইচ্ছাধীন। বহালও রাখতে পারে বা ভেঙ্গেও ফেলতে পারে। তবে বহাল রাখার তুলনায় ভেঙ্গে ফেলাই উত্তম।

চতুর্থ অবস্থা হল, কসম পুরা করা বা ভেঙ্গে ফেলা উভয়ই সমান। এটা পুরাও করতে পারে এবং ভেঙ্গেও ফেলতে পারে। তবে ভেঙ্গে ফেলা অপেক্ষা বহাল রাখা উত্তম। এটা মবসুতের মধ্যে আছে। উল্লেখ্য যে নিদ্রিতাবস্থায় কসম করলে তা শুদ্ধ হবে না। এটা শরহে মোখতারে উল্লেখ আছে। আর আল্লাহর নামে কসম করা মাকরূহ অবশ্য নয়, তবে কথায় কথায় কসম করার চাইতে কসম কম করা ভাল। আর গায়রুল্লাহর নামে কসম করা কারও কারও নিকট মাকরূহ; কিন্তু সাধারণ ওলামাদের নিকট মাকরূহ নয়, তা কাফীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যা কসম হয় এবং যা কসম হয় না সেগুলোর মাসায়েল

পবিত্র নাম আল্লাহ তায়ালা এবং মহান আল্লাহ পাকের অন্যান্য নামসমূহ যেমন, রাহমান-রাহীম ইত্যাদি, এগুলোর সাথে কসম করা শুদ্ধ, চাই এর সবগুলোর সাথে কসম করার প্রচলন থাকুক বা না থাকুক। এ-ই আমাদের ওলামাদের প্রকাশ্য অভিমত এবং এ-ই শুদ্ধ। অথবা মহান আল্লাহ তায়ালার ছিফাতসমূহের মধ্যে যে সকল ছিফাতের সাথে মানুষের কসম করার প্রচলন রয়েছে, সে সকল কসমও শুদ্ধ। যেমন জালালুল্লাহি বা কিবরিয়াউল্লাহি ইত্যাদি। ইহা কাফীর বিবরণ। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধতর মতই হল মহান আল্লাহ পাকের ছিফাতের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে প্রচলনের গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ইহা নেকায়াহর বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, আমার রব (বা আমার প্রভু) এর কসম বা রাব্বুল (আরশের প্রভু) এর কসম বা রাব্বুল আলামীন (বিশ্বপ্রভু) এর কসম, তবে সে ব্যক্তি কসমকারী হয়ে যাবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, হকের কসম, আমি এইরূপ করব না, তবে মতভেদ ছাড়িয়ে ইহা কসম হবে। আর যদি বলে, বিল হাক্বি, আমি এইরূপ করব না, তবে ইহা কসম হবে। যদি কেউ বলে যে, 'হাক্কান লাআফ'আলু কাযা' তবে শুদ্ধ হল যদি 'হাক্বক্বান' শব্দ দ্বারা আল্লাহ তালার মুরাদ নেয়া হয়, তবে কসম হবে। যদি বলে যে, 'বাহাক্বক্বিল্লাহি' আমি এরূপ করব না। তবে কসম হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ বলে যে, "অ হাক্বকুল্লাহি লা আফা'আলু কাযা" তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কসম হবে না, তবে কসম হবে। এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে দুটি রেওয়ায়েত আছে। উহা একটি তারফাইন (রহঃ) এর অনুরূপ এবং ইহাই শুদ্ধ।

যদি কেউ বলে 'হুরমাতুল্লাহ' তবে শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, ইহা 'হাক্বকুল্লাহ' শব্দের অনুরূপ। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছেযদি বলে আজমাতুল্লাহ, কুদরাতুল্লাহ তবে তা কসম হবে, চাই কসমের নিয়তে হোক বা না হোক। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে রয়েছে। যদি "জাবারুতুল্লাহ" বলে, তাও কসম হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে আছে। বা যদিবলে "অ কুওয়াতুল্লাহ" "অ এরাদতুল্লাহ" 'অ মাশিয়াতুল্লাহ" তবে কসম হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। বা যদি বলে 'অ কুওয়াতুল্লাহ" "অ আমানাতুল্লাহ" বলে, তবে কম হবে। তবে তাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, ইহা কসম হবে না। যদি "অ আমানাতুল্লাহ" বলে, তবে কম হবে। তবে তাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, ইহা কম হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে এরূপ এক বর্ণনা করেছে। যদি বলে যে, সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহর সাথে এরূপ করব না। অথবা বলে যে, ক সম করিতেছি অথবা বলে যে, আল্লাহর কসম করিতেছি বা আল্লাহর সাথে পাক্কা এবাদাহ করিতেছি, অথবা বলে যে, আমার উপর অঙ্গীকার বা আমার উপর অআল্লাহর অঙ্গীকার যে, আমি এরূপ করব না। অথবা বলে যে, আমার উপর আল্লাহর যিম্মা যে, এরূপ করব না, তবে ইহা কসম হবে আর যদি বলে যে, আমার উপর নজর বা মানত যে, আমি এরূপ করব না, তবে ইহা কসম হবে আর যদি বলে যে, বিসমিল্লাহ আমি এরুপ করব না, তবে মোখতার কওল অনুসারে কসম হবে না। যদ কসেমের নিয়ত করা না হয়। ইহা ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি বলে "অ বিসমিল্লাহ" তবে কসম হবে। ইহা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অথবা খানায়ে কা'বার কসম করে, তবে সে ব্যক্তি কসমকারী হবে না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবনে মোকাতেল রাজী (রহঃ) বলেন যে, যদি কেউ কোরআনের কসম করে, তবে কসম হবে। আমাদের জমহুর মাশায়েখগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। ইহা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবেশ করা বা বাস করা ইত্যাদির উপর কসমের মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে যে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে না। (ঘর বলতে ইহাকে বুঝায়, যাতে মানুষ রাত যাপন করে।) তারপর লোকটি মসজিদ, মন্দির বা কোন উপাসনালয়, খানায়ে কা'বা অথবা হাম্মাম খানা, দহলীজ ইত্যাদিতে প্রবেশ করে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, এই মসজিদে প্রবেশ করব না। তারপর সে মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে এবং সেখানে ঘর তৈরি করে, তারপর আবার ঘর ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করা হয়, তারপর সে ব্যক্তি ঐ মসজিদে প্রবেশ করে, তবে হানেছ হবে না; কিন্তু যদি কসম করে যে, এ মসজিদে প্রবেশ করব না। তারপর সেই মসজিদ ভেঙ্গে নতুন মসজিদ করা হয় এবং সেই ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করে, তবে হানেছ হবে, কারও কারও মতে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে কবীরের বিবরণ। এভাবে যদি কেউ বলে যে, এই ঘরে প্রবেশ করব না। সে ঘরে যদি যমিন বাড়িয়ে নিয়ে হয় এবং বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি কসম করল যে, মসজিদে প্রবেশ করব না, তারপর সে ব্যক্তি তার ছাদের উপর গিয়ে দাঁড়াল। তবে উত্তম এই যে, ছাদের উপর দাঁড়াবার কারণে হানেছ হবে। তবে শর্ত এই যে, কসমকারী যদি আজমী ব্যক্তি হয় এবং ফতোয়া এর উপরে। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতীর বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না। তারপর ইহা ভেঙ্গে সমতল ভূমিতে পরিণত করার পর যদি সেখানে প্রবেশ করে, তবে হানেছ হয়ে যাবে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না। তারপর ঐ ঘর নির্মাণ করা হয়, তারপর সে সেই ঘরে প্রবেশ করে, তবে হানেছ হয়ে যাবে। আর যদি উহা মসজিদ ব া বাগান বা হাম্মামখানা ইত্যাদিতে পরিণত করে, তবে হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, এই ঘরে প্রবেশ করব না; কিন্তু সে কোন বাহন আরোহী ছিল। বাহন তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। সে চেষ্টা করেও থামাতে পারল না। তবে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। অথবা যদি কেউ কসমকারীকে তার হুকুম ছাড়া উঠিয়ে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে, তবে হানেছ হবে না। চাই সে এই কাজে খুশী থাকুক বা নাখোশ থাকুক। ইহা আয়েম্মায়ে মাশায়েখদের মত এবং ইহাই বিশুদ্ধ। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ। যদি কেউ কসম করে যে, এই ঘরে প্রবেশ করব না, তারপর সে ঐ ঘরের কোন প্রাচীরের উপর গিয়ে দাঁড়াল, তবে সে নিজের কসম হানেছ হয়ে যাবে। যদি সে এর ছাদের উপর দাঁড়ায়, তাতেও এই হুকুম হবে।

যদি কোন কসমকারীর ঘরের মধ্যে এক পা প্রবেশ করায়, তবে হানেছ হবে না। আর যদি এক পা প্রবেশ করিয়ে এমনভাবে ঝুঁকে যায় যে, এই ঘরে প্রবেশ করব না, তারপর সে ঐ ঘরের দিকে গিয়ে পড়ে, তবে হানেছ হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত ইমাম শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, ছহীহ এই যে, সে হানেছ হবে না। ইহা কাজীখানের মধ্যে আছে। এই হুকুম ঐ সময়ে হবে, যখন সে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যদি সে শায়িতাবস্থায় বা কাত বা চিত অবস্থায় প্রবেশ করতে থাকে এবং তার শরীরের বেশির ভাগ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে ঘরের প্রবেশকারী রূপে গণ্য হবে। যদিও তার চোতর ঘরের বাইরে থাকে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার মাথা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেয়; কিন্তু দুই পা প্রবেশ করায়নি। তবে হানেছ হবে না। আবে যদি যদি ঘর হতে কোন বস্তু নেয়ার জন্য খালি হাত ঘরে প্রবেশ করিয়ে দেয়; তবে উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

যদি কসমকারী ব্যক্তি ঘরের দরজার সামন দিয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে যাতে থাকে এবং পা ফিছলে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তবে এতে মতভেদ রয়েছে। শুদ্ধ মত এই যে, সে হানেছ হবে না। আর যদি রাতাসের ঝটকা তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে, তবে তাতেও মতভেদ রয়েছে; এবং শুদ্ধ মত এই যে, সে হানেছ হবে না। তবে শর্ত এই যে, যদি সে নিজেকে সামলে নিতে না পারে। আর যদি কেউ তাকে জবরদস্তি রে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করায় এবং সে বের হয়ে এসে আবার স্বেচ্ছায় নিজে প্রবেশ করে, তবে তাতেও মতভেদ আছে, তবে শুদ্ধমত এই যে, সে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা জাহিরিয়্যাহর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, সে ঐ ঘর দিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া ঐ ঘরে প্রবেশ করবে না। তবে ইবনে সেমা' বলেন যে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যদি সে ব্যক্তি ঐ ঘরে প্রবেশকরে এবং তার ইচ্ছা এইরূপ নয় যে, সে ঘরে বসবে; কিন্তু ঘরে প্রবেশ করার পর এমন ঘটনা পেশ হলে যে, সেখানে বসা জরুরী। অতএব প্রয়োজনের তাগিদে সে বসে গেল। তবে সে হানেছ হবে না।

যদি কেউ এরূপ বসম করে যে, আমি ফোরাত নদীতে দাখিল হব না। তারপর সে নৌকায় চড়ে ফোরাত নদীর উপর দিয়ে চলে গেল বা ফোরাতের উপরের পুল পাড় হয়ে গেল, তবে সে হানেছ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ফোরাতের পানির মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি কেউ কসম করে যে, আমি বছরায় প্রবেশ করব না। তারপর বছরার কোন গ্রামে প্রবেশ করল। তবে সে হানেছ হয়ে যাবে যদি কেউ কসম করে যে, বাগদাদে প্রবেশ করব না। তারপর সে নৌকায় চড়ে বাগদাদ হয়ে চলে গেল। তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, হানেছ হয়ে যাবে এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলে যে, জানেছ হবে না এবং ফতোয়া এর উপর। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, ঐ গলিতে যাবে না। তারপর সে ঐ গলিতে যাওয়া ছাড়া ঐ গলির মসজিদে প্রবেশ করল। তবে সে হানেছ হবে না; এবং ইহাই উত্তম মত। ইহা খোলাছাহর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের ঘরে প্রবেশ করব না কিন্তু অন্য আর কিছু নিয়ত করেনি। তারপর সে এমন ঘরে প্রবেশ করল, যে ঘর অমুক ব্যক্তি অন্যের নিকট ভাড়ায় লাগিয়ে রেখেছে। তবে সে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি অমুকের ঘরে প্রবেশ করব না। তারপর সে এমন ঘরে গেল, যে ঘর সেই ব্যক্তির এবং অন্য কোন লোকের মধ্যে এজমালি। তবে যদি সেই ব্যক্তি ঐ ঘরে থাকে, তবে কসমকারী হানেছ হবে। আর যদি না থাকে তবে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বের হওয়া, আসা এবং সওয়ার হওয়া ইত্যাদির কসমের মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে যে, মসজিদ, কক্ষ হতে বের হব না। তারপর সে কাউকেও হুকুম করে যে, আমাকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে যাও। সে মতে কেউ তাকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে গেলে, সে হানেছ হবে। ইহা ফহতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। কেউ কসম করল যে, বাইরে যাবে না। তারপর জবরদস্তি তাকে বাইরে নিয়ে গেল। তবে সে হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, বের হবে না। অতঃপর কসম করার হুকুমে নয়; বরং অন্য কারও হুকুমে কোন ব্যক্তি তাকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। অথচ সে ব্যক্তি তাকে বারণ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বারণ করল না বরং মনে মনে সে ঐ ব্যক্তির উপর রাজীই থাকল। তবে এতে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত এই যে, সে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' চগীরে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, বাইরে যাবে না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে গলিল মধ্যে যায়, হানেছ হবে না। ইহা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, জানাযার কাছে যাওয়া ছাড়া বের হব না। তারপর সে

www.nagorikpathagar.org

জানাযার কাছে যাওয়ার জন্য বাইরে গেল; কিন্তু বের হয়ে সেখানে আরও কোন জরুরী কাজ করল। তবে সে হানেছ হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, রায় হতে কুফার দিকে যাওয়ার জন্য বের হবে। তারপর সে রায় হতে মক্কার দিকে যাওয়ার নিয়তে বের হল। আর তার রাস্তা কুফার দিক হতেই, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ঘর হতে বের হওয়ার সময়ে যদি সে নিয়ত করে যে, কুফার দিক হতে যাবে তবে হানেছ হবে। আর যদি নিয়ত করে যে, কুফার দিকে যাবে না। তারপর বের হওয়ার পর সে রায় এর দিকে আসে এবং রওয়ানা হয়ে এমন জায়গায় আসে যে, সে নামাযে কছর করে, তারপর কুফার দিক হতে যায়, তবে হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়র জন্য বের হব না। তারপর সে মসজিদে যাবার নিয়তে বের হল। তারপর মসজিদ হতে অন্যত্রও যাবার মনস্থ করল এবং গেল, তবে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই ঘর হতে বের হবে না। তারপর সে নিজের এক পা ঐ ঘর হতে বের করল। তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এরকম বলেছেন। আর আমাদের কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, যদি সে ঘর হতে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি তার শরীর বের হয়ে পড়ে, তবে সে হানেছ হবে। তবে আমাদের ইমামগণ জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন অবস্থায়ই হানেছ হবে না এবং শামসুল আয়েম্মা হালুয়ারী (রহঃ) এই মতই গ্রহণ করেছেন। যদি কেউ কসম করে যে, এই ঘর হতে বের হব না। তবে ঐ ঘরের মধ্যে যদি কোন বড় বৃক্ষ থাকে এবং উহার শাখা প্রশাখা ঘরেরও বিস্তার লাভ করে, ঐ ব্যক্তি যদি উক্ত বৃক্ষে আরোহণ করতঃ উহার কোন শাখায় গিয়ে পৌছে; এবং এমন জায়গায় গিয়ে পৌছে যে, সে নীচে পড়ে গেলে ঘরের বাইরে রাস্তার উপরে পড়ে যায়, তবে সে হানেছ হবে না– চাই কসমকারী ব্যক্তি আরববাসী হোক বা আজমবাসী।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই ঘরের এই দরজা দিয়ে বের হবে না। তারপর সে ঐ ঘরের অন্য কোন দরজা দিয়ে বের হল, তবে সে কসমে হানেছ হবে না। এভাবে যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই ঘরের দরজা দিয়ে বের হব না। তারপর সে ঐ ঘরের ছাদের উপর উঠে তথা হতে অন্য ঘরে নেমে সেই ঘরের দরজা দিয়ে বের হয়, তবে সে হানেছ হবে না; কিন্তু শায়েখ আবু নছর বুসী (রহঃ) বলেন যে, হানেছ হবে। কেননা যেখান দিয়েই বের হোক না কেন, সবই ঐ ঘরের দরজা। কেউ তার স্ত্রীকে কসম দিল যে, অমুকেরর সাথে মঞ্জিল হতে বের হবে না। তারপর উক্ত আওরাত ঐ লোক ছাড়া অন্য লোকের সাথে অথবা একাকী মঞ্জিল হতে বের হল, তারপর যার সাথে বের হতে বারণ করেছিল, সেই ব্যক্তি আওরাতের কাছে গিয়ে মিলল, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, মক্কার দিকে যাব না। তারপর সে মক্কার দিকে যাবার নিয়ত করে ঘর হতে বের হয় বেং তারপর ফিরে আসে, তবে হানেছ হবে। তবে হানেছ হওয়ার শর্ত হল, যদি সে মক্কার জনপদ হতে বের হয়ে গিয়ে থাকে। আর যদি জনপদ অতিক্রম করার আগেই প্রত্যাবর্তন করে, তবে হানেছ হবে না– যদিও সে মক্কা যাওয়ার নিয়ত করে থাকে, তবে হানেছ হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, মক্কার দিকে পায়দল যাব না। তারপর সে নিজের শহরের জনদপ হতে পায়দল বের হল। তারপর সওয়ার হল। তবে হানেছ হবে না। আর যদি সওয়ার অবস্থায় শহরের জনপদ হতে বের হল, তারপর পায়দল যায়, তবে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কেউ এরূপ কসম করে যে, এর নিকট কাল আগমন করব, যদি সাধ্যে ও সামর্থ্যে কুলায়। তারপর তার কোন রোগ ব্যাধি হল না। বা সরকারের পক্ষ হতেও কোন ওজর আপত্তি বা প্রতিবন্ধকতা পেশ হল না; কিন্তু সে ঐ ব্যক্তির নিকট গেল না। তবে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা কাফীর মধ্যে

আছে। কেউ কসম করল যে, পায়দল বাগদাদ আসব না। তারপর সে সওয়ার হয়ে বাগদাদের উপকণ্ঠে আসল, অতঃপর পায়দল বাগদাদের ভিতরে প্রবেশ করল, তবে সে হানেছ হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, আমার স্ত্রী অমুকের বিয়ে শাদীতে আসবে না। তারপর তার স্ত্রী সে ব্যক্তির বিবাহ শাদীর আগে গেল এবং তথায় থেকে গেল, এমন কি সে ব্যক্তির বিয়ে শাদীও হয়ে গেল, তবে হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের কাছে আসব না। তবে এই কসম হল ঐ কথার উপর যে, সেই ব্যক্তির ঘরে বা দোকানে আসবে না– চাই তার সাথে সাক্ষাত হোক বা না হোক। আর যদি তার মসজিদে আসে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আম সওয়ার হব না। তবে তার কসম ঐ সমস্ত জানোয়ারের উপর প্রযোজ্য হবে, যার উপর সাধারণতঃ লোক সওয়ার হয়ে থাকে, যেমন ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি। তবে যদি কসম করার পর কেউ কোন মানুষের পিঠে সওয়ার হয়, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আমি ঘোড়ার উপর সওয়ার হব না। তারপর সে বারায়ুনের উপর সওয়ার হল। তবে হানেছ হবে না। এই ভাবে যদি কেউ কসম করে যে, আমি বারায়ুনের উপর সওয়ার হব না। তারপর সে ঘোড়ার উপর সওয়ার হল। তবে হানেছ হবে না। কেননা আরবী ঘোড়াকে ফারাসুন বলে আর বারায়ুন বলা হয় আজমী ঘোড়াকে। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এই হুকুম তখন হবে, যখন কেউ আরবী ভাষায় কসম করবে; কিন্তু যদি কেউ ফারসী ভাষায় কসম করে বা উর্দু ভাষায় কসম করে, তখন যে কোন ঘোড়ায় চড়লেই হানেছ হয়ে যাবে। কেননা ফারসী ভাষায় (আপস) শব্দ যে কোন ঘোড়াকে বলা হয় এবং উর্দু ভাষায় ঘোড়াকে ঘোড়াই বলা হয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি কেউ আরবী ভাষায় কসম করে যে খাইল (ঘাড়া) এর উপর সওয়ার হব না। তবে আরবী ঘোড়া বা আজমী ঘোড়া যে কোনটির উপর সওয়ার হলেই হানেছ হবে। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

এক ব্যক্তি কাউকেও বলল যে, বস, আজ চাশতের খাদ্য অর্থাৎ ভোরের নাস্তা আর এখানে করে যাও। সে ব্যক্তি বলল, যদি আমি ভোরের নাস্তা করি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে সেখান হতে নিজের ঘরে এসে ভোরের নাস্তা করল। তবে হানেছ হবে না; কিন্তু যদি সে বলত যে, আজ আমি ভোরের নাস্তা রকলে আমার গোলাম আযাদ। আর তদবস্থায় সে ঘরে এসে ভোরের নাস্তা করলে হানেছ হত। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, যমিনের উপরে চলবে না। তারপর সে পায়ে জুতা বা মোজা পরে মাটির উপরে হাটল। তবে কসমে হানেছ হবে। আর যদি সে যমিনের উপরে বিছানো বিছানার উপরে হাটে, তবে হানেছ হবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পানাহারের উপর কসমের মাসায়েল

আহার করা বলতে কোন বস্তু চিবিয়ে খাওয়া বুঝা যায়। তবে এর আসল অর্থ হল, আহার্য্য বস্তু মুখ হতে পেপে পৌছে দেয়া। চাই তা জীর্ণ করে হোক বা না চিবিয়ে হোক। যেমন রুটি, গোশত, ফলমূল ইত্যাদি।

আর পান করা বলতে কোন তরল বস্তু মুখ হতে পেটে পৌছে দেয়াকে বুঝা যায়। পান করার মধ্যে পানীয় দ্রব্য চিবাবার অবকাশ নেই। যেমন পানি দুধ, মধু, দধি ইত্যাদি।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি আখরোট বা ডিম খাব না। তারপর তা গলার নীচে চলে গেল। তবে হানেছ হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন এমন বস্তু না খাওয়ার কসম করে, যা চিবিয়ে খেতে হয় না। তারপর ঐ বস্তু অন্য কোন বস্তুর সাথে খেল। তবে অন্য বস্তু যদি এমন হয়, যা চিবিয়ে খেতে হয়। তবে কসমে

www.nagorikpathagar.org

হানেছ হয়ে যাবে। যেমন কেউ কসম করল যে, এই দুধ বা এই মধু খাব না। তারপর তা রুটির সাথে মিশিয়ে খেলে। তবে হানেছ হবে। আর যদি দুধ বা মধু পানির সাথে মিশিয়ে পান করে ফেলে, তবে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, দুধ বা মধু আহার করব না। তারপর তা পান করল। তবে হানেছ হবে না। আর যদি কসম করে যে, দুধ বা মধু পান করব না। তারপর দুধ দ্বারা ক্ষীর বানিয়ে বা মধু রুটির সাথে মিলিয়ে খায়, তবে হানেছ হবে না। মাশঅয়েখগণ বলেন যে, এই হুকুম ঐ সময় হবে, যখন কসম আরবী ভাষায় করা হবে। আর যদি ফারসী ভাষায় করে, তারপর উহা আহার বা পান রে সর্বাবস্থায় হানেছ হবে। এবং ইহার উপরই ফতোয়া।

যদি কেউ কসম করে যে, রুটি খাব না। তারপর তা শুষ্ক করে গুড়া করতঃ পানির মধ্যে ফেলে তা পান করে ফেলল। তবে হানেছ হবে না। আর যদি রুটি আস্ত রেখে যায়, তবে হানেছ হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। আমাদের পানাহারের ক্ষেত্রে আরব দেশের প্রথা প্রচলিত, ফারসী ভাষায় প্রথা প্রচলিত নয়। যেমন আরব দেশে বলা হয়, 'শরাবুল খামার' পক্ষান্তরে ফারসী ভাষায় বলা হয়, শরাব খোরদান। যদি কেউ কসম করে যে, দুধ পান করবে না। তারপর দুধের খীর বানিয়ে খেল। তবে শায়েখ আবুবকর বলখী (রহঃ) বলেন যে, হানেছ হবে না। যদিও তাতে পানি মিশ্রিত করা না হয়। ইহা হাবীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, মাখন খাব না। তারপর সে এমন ছাতু খেল যে, উহার সাথে মাখন মিলানো এবং তাতে মাখন দেখা যায় এবং মাখনের স্বাদও অনুভূত হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি মাখন দেখা না যায় এবং মজা অনুভূত না হয়, তবে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র বিবরণ।

কেউ কসম করল যে, আমি দুধ পান করব না। তারপর সে দুধের তৈরি ছানা মাখন ঘি ইত্যাদি খেল। তবে হানেছ হবে না। হাঁ, তবে যদি সে এরূপ নিয়ত করে যে, দুধের তৈরি কোন জিনিসও খাবে না। তা হলে ঐ সকল দ্রব্য খেলেও হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে, এই দ্রব্য খাব না। তারপর সে তা অন্য দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে খায়, তবে যা না খাওয়ার কসম করেছে, তা যদি মিশ্রিত অন্য দ্রব্যের তুলনায় বেশি হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি পরিমাণে কম এবং যার সাথে মিশিয়ে খেয়েছে তার পরিমাণ বেশি হয়, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই বকরী খাব না। তবে অন্যান্য দ্রব্য খেলে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, মুরগীর গোশত খাব না। তারপর সে মোরগের গোশত খেল, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, উটের গোশত খাব না, তারপর সে উটনীর গোশত খেল, তবে হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, এ খানা খাব না। তারপর সেই খানা হতে সামান্য কিছু খানা খেলেও হানেছ হবে। এভাবে যদি কসম করে যে, এই পানি পান করব না। তারপর সেই পানি হতে সামান্যও পান করে, তবে হানেছ হবে। হাঁ তবে যদি সব খানা বা সব পানির ব্যাপারে নিয়ত করে থাকে, তবে সামান্য খানা বা সামান্য পানি খেলে হানেছ হবে না। আছলে বর্ণিত আছে যে, যদিকেউ নিজ স্ত্রীদেরকে বলে যে, তোমাদের মধ্যে যে এখানা হতে খাবে, সে তালাক, তারপর প্রত্যেকেই তা হতে খেল, তবে সকলেই তালাক হয়ে যাবে আর যদি এইরূপ বলে যে, তোমাদের মধ্যে এইখানা খাবে, সে তালাক, তবে দেখা যাবে যে, যদি এ খানা এতবেশি হয় যে, একজন শ্রেণীর একাকীর পক্ষে তা খাওয়া সম্ভব নয়, তবে এই ছুরতে সকল স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে আর যদি খানা এত কম হয় যে, একজন স্ত্রীর পক্ষেই খাওয়া সম্ভব, তবে সেই ছুরতে তা সকল স্ত্রী খেলে কেউই তালাক হবে না। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি লবণ খাব না। তারপর সে খানা খেল, তবে সে খানায় লবণ দেওয়া হলেও যদি উহা লবণাক্ত না হয়ে যায়, তবে হানেছ হবে না। ইহাই উত্তম মত। আর যদি উক্ত খাদ্য লবণাক্ত হয়ে যায়, তবে হানেছ হবে।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে দি কেউ কসম করে যে, আমি মরিচ খাব না। তারপর সে মরিচ দ্বারা পাকানো তরকারী খেল। তবে দি তার ঝাল স্বাভাবিক থাকে, তা হলে হানেছ হবে না। আর যদি জাল বেশি হয়, তবে হানে হানেছ হবে; কিন্তু ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, যখন পর্যন্ত খালি লবণ দিয়ে কোন দ্রব্য যেমন রুটি ইত্যাদি না খায়, তখন পর্যন্ত হানেছ হবে না। এবং ফতোয়া ইহারই উপর। আর যদি কসমকারীর কোন ব্যাপার দ্বারা উহা প্রকাশ পায় যে, সে লবণযুক্ত কোন খাদ্য খাবে না বলে কসম করেছে, তবে তারপর তদ্রূপ খাদ্য খেলে হানেছ হবে । ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, গম খাবে না। তারপর সে গমের আটার রুটি খেল, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, মাথা খাবে না। আর যদি সে এরূপ নিয়ত করে নেয়, মৎস্য, গরু, বকরী বা যে কোন কিছুর মাথা খাবে না। তবে এমতাবস্থায় সে কোন মাছের মাথা খেলেই হানেছ হবে। আর যদি সে কোন নিয়ত না করে, তবে সাধারণভাবে গরু এবং বকরীর মাথা যাবে; সুতরাং এমতাবস্থায় মাছের মাথা খেলে হানেছ হবে না। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর মত তবে ছাহেবাইন বলেন যে, এই যমানায় শুধু বকরীর মাথার উপর প্রযোজ্য হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। এই মতভেদ শুধু যমানার অবস্থার কারণ হয়েছে। কেননা ইমাম আজমের যমানায় মাথা বলতে বকরী ও গরুর মাথা দুটির উপরই প্রযুক্ত হত। আর ছাহেবাইনদের যমানায় শুধু বকরীর মাথার উপর প্রযুক্ত হত। তৎপরবর্তী আমাদের যমানায় যেখানে যেরূপ প্রচলন আছে, তদনুরূপ হুকুম হবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, ডিম খাব না। তবে ইহা পাখী জাতীয় জীব যথা হাঁস ও মুরগীর উপর প্রযোজ্য হবে। মাছের ডিমের উপর নয়; সুতরাং কেউ ডিম ন খাওার কসম করে মাছের ডিম খেলে হানেছ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুক স্ত্রীর হাতের পাকানো মাংস খাবে না। তারপর যদি অন্য কোন স্ত্রী পাকিয়ে দেয় এবং ঐ স্ত্রী কেবল পাকানো মাংস গরম করে দেয়, তবে হানেছ হবে। আর এই মত ইখতিয়ার করেছে। হাসান বলেন যে, উহা সবই হারাম। ফকীহ আবুল্লাইছ বলেন যে, যাতে ওলামায়ে কেরাম এখতেলাফ করেছেন, তা মতলক হারাম নয়। ছাহেবে কিতাবে র মতে আবুল্লাইছের মতই উত্তম। যদি কেউ একান্ত মজবুর হয়ে হারাম বা মুরদার খায় তবে মাশায়েখে কিরাম মতভেদ করেছেন। তবে মোখতার এই যে, হানেছ হবে। কারণ এই যে, বস্তুর হুরমত বাকীই থাকবে। তবে গুনাহ হবে না।

যদি কে গছবকৃত গম এনে খানা পাকায় কিন্তু ঐ খানা খাওয়ার আগে গমের মালিককে এর বিনিময় দিয়ে দেয়, তবে উহা খেলে হানেছ হবে না। আর যদি বিনিয় দিবার আগে খায়, তবে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আঙ্গুর বা আনার খাবে না। তারপর উহা চিবিয়ে ফেলে দিয়ে জিহ্বায় লেগে যাওয়ায় ইহার রস চুষতে শুরু করে। তবে হানেছ হবে না। তবে যদি চিবানোর সময় এর রস গিলে ফেলে, তবে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, যায়েদের কামাইকৃত খানা খাবে না। তারপর যায়েদের কিছু মীরাছ মিলল এবং কসমকারী তা খেল। তবে হানেছ হবে না। আর যদি যায়েদ কোন দ্রব্য খরিদ করে হেবা বা ছদকাহ করে দেয় এবং কসমকারী বক্তি তা গ্রহণ করে ও তা খায়, তবে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, যায়েদের কামাইকৃত কোন বস্তু খাব না। তারপর যায়েদের মৃত্যুর পরে আমর তার ওয়ারিছ হয়, তারপর কসমকারী আমরের মীরাছ হতে কিছু খেল। তবে হানেছ হবে বা এভাবে যদি কসমকারী নিজেই যায়েদের ওয়ারিছ হয়, তবে ওয়ারিছ সূত্রে যায়েদের মীরাছ হতে কিছু খায়, তবে হানেছ হবে। হাঁ, তবে মীরাছী সুত্র ছাড়া যদি খরিদ সূত্রে কেউ যায়েদের দ্রব্যে অধিকারী হয় এবং কসমকারী তা হতে কিছু খায়, তবে হানেছ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

কারও নিকট কিছু দিরহাম আছে। সে কসম করল যে, ইহা আমি খাব না। তারপর সে ঐ দিরহাম বদলিয়ে কিছু দীনার বা পয়সা নিল। তারপর ঐ দীনার বা পয়সার দ্বারা কোন দ্রব্য কিনে খেল, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, হানেছ হবে আর যদি কসম করে যে, এই দীনার বা এই দিরহাম খাব না। তারপর সেই দীনার বা দিরহাম দ্বারা কোন বস্তু কিনল। তারপর সেই বস্তুর বিনিময়ে খাবার কিনে খেল, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ এরূপ কোন দ্রব্য খাবে না বলে কম করে, যা খাওয়ার বস্তু নয়। তারপর কসমকারী সেই বস্তু বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে তা খেল, তবে হানেছ হবে। যদি কেউ এরূপ বস্তুর উপর তা না খাওয়ার কসম করে, যা খাবার বস্তু, তারপর উহার বিনিময়ে অন্য খাবার বস্তু খরিদ করে তা খেল। তবে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, পিতার মীরাছ কিছু খাব না। তারপর তার পিতা মরে গেল; এবং এই ব্যক্তি তার পিতার মালের ওয়ারিছ হল এবং সে ঐ মালের বিনিময়ে খাবার কিনে তা খেল। তবে কিয়াসান সে হানেছ হবে না; কিন্তু এস্তেহাসানান হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের যমীনের উৎপন্ন ফসল খাব না। তারপর উহার উৎপন্ন ফসল যা কৃষকের কাছে আছে বা তার নিকট হতে খরিদ সূত্রে খরিদ্দারের কাছে, তা খরিদ করে খেলে হানেছ হবে। আর যদি তাদের নিকট হতে কোন ব্যক্তি খরিদ করে উহা বপন করে, তারপর ঐ ব্যক্তির নিকট হতে উৎপন্ন ফসল কসমকারী কিনে খায়, তবে হানেছ হবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীর বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির এই খাদ্য খাব না। তারপর সেই ব্যক্তি এই খাদ্য বিক্রয় করে দিল। তারপর কসমকারী সেই খাদ্য খেল। তবে সে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। যদি কেউ গোশত খেলে হানেছ হবে। তারপর সেই ব্যক্তি যদি খানা পাকিয়ে অন্যের নিকট বিক্রয় করে এবং কসমকারী যদি সেই খরিদ্দারের নিকটহতে উহা কিনে খায়, তবে হানেছ হবে যদি কেউ কসম করে যে, তোমার এ খাদ্য খাব না। তারপর যদি খাদ্যের মালিখ উহা তাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়, তবে কিয়াসান ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট উহা খেলে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির খানা খাব না। সে কোন কিছু নিয়ত করে নি। তারপর কসমকারী ঐ ব্যক্তির নিকট হতে খানা কিনে নিল অথবা ঐ ব্যক্তি যাকে খানা হেবা করেছে, তার নিকট হতে সেই খানা কিনে নিয়ে খেল। তবে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, তার খানা খাব না। কিন্তু সে এমন খানা খেল, যে খানায় অমুক ব্যক্তির সাথে আর এক ব্যক্তি শরীক, তবে হানেছ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির রুটি খাব না। তারপর সে এমন রুটি খেল, যে রুটিতে সেই ব্যক্তির সাথে আর এক ব্যক্তি শরীক, তবে হানেছ হবে; কিন্তু যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির রাগীফ খাব না; কিন্তু সে এমন রাগীফ খেল, যে রাগীফে অমুক ব্যক্তির সাথে আর এক ব্যক্তি শরীক তবে হানেছ হবে না। এজন্য যে, রাগীফের টুকরাকে রাগীফ বলা হয় না; কিন্তু রুটির টুকরাকে রুটিই বলা হয়। যদি কেউ কসম করে যে, পুত্রের বস্তু খাবে না; কিন্তু সে এমন মটকা হতে সিরকা খেল যার সিরকায় তার সাথে তার পুত্রও অংশীদার, তবে হানেছ হবে। কেননা সে পুত্রের মাল খেল। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে নিজের পিতার কোন বস্তু খাবে না। তারপর সে পিতার ঘর হতে পতিত এক টুকরা রুটি খেল। তবে শায়েখ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফজল বলেন যে, হানেছ হবে না; এবং শায়েখ আবু আলী নখফী বলেন যে, হানেছ হবে। আর ফকীহ আবু বকর বলখী বলেন যে, যদি ঐ টুকরাটি কোন ফকীরকে ছদকাহ স্বরূপ দেওয়া যায়, তবে হানেছ হবে। আর তা দেওয়া না গেলে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির মাল খাব

www.nagorikpathagar.org

ন, তবে সেই ব্যক্তির মৌজুদ বর্তমান মাল এবং যে মাল পরে তার কাছে আসবে, উভয় প্রকার মালের উপরই কসম বর্তিবে। ইহা সিরাজিয়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, নিজের জামাতার কোন দ্রব্য খাবে না। তারপর যদি জামাতার লবণ এবং পানি নিয়ে নিজের খামীরের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং কসমকারী সেই খামীর খায়, তবে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কসম করে যে, জামাতার খানা খাবে না। তারপর জামাতা সফরে চলে গেল এবং নিজ স্ত্রীর জন্য খোরাক রেখে গেল। কসমকারী সেই খোরাক হতে কিছু খেল। তবে যদি জামাতা তার স্ত্রীর জন্য ঐ খোরাক পৃথকভাবে রেখে যায়, তা হলে হানেছ হবে না। আর যদি পৃথক করে রেখে গেলেও এই কথা বলে যায় যে, ইহা হতে যা তোমার প্রয়োজন হয়, তাহাই তুমি খেও। এমতাবস্থায় কসমকারী ও তা হতে খেলে হানেছ হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, পিতার মাল খাবে না। তারপর পিতা মরে গেল। এখন কসমকারী পিতার মালের ওয়ারিছ হয়ে গেল। অতপর সে ঐ মাল খেল, তবে হানেছ হবে না। ইহাই ছহীহ মত, ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। আর যদি কসমের মধ্যে এই কথা বলে যে, পিতার মৃত্যুর পরও তার মাল খাবে না। এমতাবস্থায় মৃত্যুর পরও তার পরিত্যক্ত মাল খেলে হানেছ হবে। ইহা অজীয়ে কারদারী র মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি তার সাথে একত্রে খানা খাব না। তারপর কসমকারী এক বরতনে এবং সেই ব্যক্তি অন্য বরতনে খানা খায়, তবে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি অমুকের মাল খাব না। তারপর কসমকারী এবং সেইব্যক্তি উভয়ে নিজ নিজ টাকা দিয়ে যদি কোন খানা ক্রয় করে এবং উভয়ে তা খায়, তবে কসমে হানেছ হবে না। কেননা প্রচলন অনুসারে ইহাকে যার মাল তার খাওয়া বলে। এরূপই ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছে বর্ণিত অআছে। ইহা কাফীতে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের আঙ্গুর বাগিচার কোন কিছু এ বছর খাব না, তবে মাথায়েখ (রহঃ) বলেন যে, তার কসম ঐ দিন হতে বার মাস পরে প্রযোজ্য হবে। এবং আমাদের মাওলানা বলেন যে, ঐ সময় হতে চলমান বছরের যতদিন বাকি আছে, ততদিন পর প্রযোজ্য হবে ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির খানা হতে কিছু খাব না। তারপর সে তার সিরকাহ বা তেল যাইতুন বা নিমক খেল বা উহা হতে কোন কিছু নিয়ে নিজের খানার সাথে মিশিয়ে খেল। তবে হানেছ হবে। আর যদি তার পানি বা নবীজ নিয়ে এর সাথে নিজের খানার সাথে মিশিয়ে খায়, তবে হানেছ হবে না। ইহা জাওয়ারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কসম করে যে, এই গম খাব না। তারপর উহা অন্য খাদ্যের সাথে মিলিয়ে খেল বা কসম করে যে, এই জাও খাব না, তারপর উহা অন্য খাদ্যের সাথে মিলিয়ে খেল। তবে ঐ গম এবং জাও যদি মিশ্রিত খাদ্য বস্তু অপেক্ষা বেশি হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি মিশ্রিত খাদ্য বস্তুর পরিমাণ বেশি হয়, তবে হানেছ হবে না। আর যদি উভয় দ্রব্য সমান হয়, তবে কিয়াস অনুযায়ী হানেছ হবে এবং এস্তেহসানান হানেছ হবে না। আর যদি গম বা জাও একটি করে খায়, তবে সর্ববস্থায় হানেছ হবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। যদি কসম করে যে, আমি আহার করব না এবং পান করব না অমুকের অনুমতি ব্যতীত। তারপর সে ব্যক্তি তাকে অনুমতি দিল। তবে ঐ অনুমতি তার এক লোকমা বা এক ঢোকের জন্য হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে কোন খাবার খাব না ও পান করব না। তারপর সে খাদ্য ও পানীয় মুখে রাখল, কিন্তু হলকের নীচে যেতে দিল না। তবে সে কসমের হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আমি কোন খাদ্য বা

www.nagorikpathagar.org

পানীয়ের স্বাদ চাখব না। তারপর সে তা তার মুখে প্রবেশ করাল। তবে সে হানেছ হবে। তারপর যদি সে দাবী করে যে, আমার স্বাদ চাখার অর্থ ছিল আমি উহা পানাহার করব না। তবে তার এই দাবী দিয়ানাতান গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু কাজায়ান গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে। কেউ কসম করল যে, দজলা নদী হতে পানি পান করব না। তারপর দজলা হতে পানি বরতনে নিয়ে পান করল। তবে হানেছ হবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না দজলা নদীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা হয়। যদি কেউ কসম করে যে, বৃষ্টির পানি পান করব না। তবে দজলায় বৃষ্টির পানি পতিত হলে দজলা হতে পানি উঠিয়ে পান করলে হানেছ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে, এই পেয়ালায় পানি পান করব না। তবে সেই পেয়ালায় যে পানি আছে, তা অন্য পেয়ালায় ঢেলে সেই পেয়ালায় পান করে, তবে হানেছ হবে না। আর যদি কসম করে যে, এই পেয়ালার পানি পান করব না। তবে সেই পেয়ালার পানি অন্য পেয়ালা ঢেলে যদি সেই অন্য পেয়ালায় পান করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে হানেছ হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, এই পানি পান করব না। তারপর সেই পানি জমে বরফ হয়ে গেল এবং কসমকারী সেই বরফ খেল। তবে হানেছ হবে না; কিন্তু যদি সে বরফ গলে অবার পানি হয়ে যায় এবং কসমকারী সেই পানি পান করে, তবে কসমকারী হানেছ হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুক ব্যক্তি অনুমতি না দিলে পানি পান করব না। অতঃপর অমুক ব্যক্তি পানির পাত্র উঠিয়ে তার হাতে দিল এবং সে তা পান করল। তবে হানেছ হবে, কেননা অমুক ব্যক্তি যতবার দ্বারা অনুমতি দান করেনি। যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি তোমাকে আজ রাত্রে অমুকের ঘরে নিয়ে না যাই এবং তোমাকে শরাব পান না করাই, তবে আমার স্ত্রী তালাক তারপর সে তাকে অমুকের ঘরে নিয়ে যায়; কিন্তু শরাব পানি না করায়, তবে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, দাওয়া (ঔষধ) সেবন কব না। তারপর সে দুধ বা মধু পান করল। তবে হানেছ হবে না। যদি কোন ব্যক্তিকে শরাব পান করার জন্য তিরস্কার করা হয়, তারপর সে কসম করে যে, আঙ্গুর বৃক্ষ হতে যা বের হয়, সে আর তা কখনও পানও পান করবে না। তবে এই কসম শরাব পান না করার উপরই হবে। কেননা, শরাব আঙ্গুর বৃক্ষ নির্গত বস্তু হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। ইহা জহিরিয়াহর বিবরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথা না বলা সম্পর্কিত কসমের মাসায়েল

যদি কেউ বলে যে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না, তবে তার সে কথা কসমের কথায় পরবর্তী কথা হবে, যা তার কসমের কথার সাথে যুক্ত নয় বরং পৃথক হবে। যেমন নাকি যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে কথা বলি, তবে আমার গোলাম আযাদ। অতএব তুমি আমার নিকট হতে চলে যাও। তবে এই পরবর্তী বাক্য যদি নিজের কসমের কথার সাথে মিলিয়ে বলে, তবে সে হানেছ হবে না। কারণ এই যে, ইহা তার কসমের কথার সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত কথা। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে কথা বলি, তবে তুমি তালাক। অতএব তুমি চলে যাও। অথবা তুমি এখান হতে উঠে যাও। তবে চলে যাও বা এখান হতে উঠে যাও বলায় হানেছ হবে না। কেননা ইহা তার কসমের কথার সাথে যুক্ত। আর যদি সে এরূপ বলে যে এবং তুমি চলে যাও বা এবং তুমি এখান হতে উঠে যাও। তবে তাতেও হানেছ হবে না। আর যদি কসমকারী তার এ কথার দ্বারা প্রথশ হতে নতুন কথা মুরাদ নেয়, তবে তার কথার তাছদীক করা যাবে। আর যদি সে চলে যাও কথা দ্বারা তালাক মুরাদ নেয়, তবে ঐ কথার দ্বারা এক তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় তালাক কসমের কথার ফলে কথা বলার কারণে পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

যদি ঐ ব্যক্তিকে কসমের পরে বলে যে, তুমি চলে যাও, তবে সে হানেছ হবে, যদিও কসমের কথার সাথে মিলিয়ে বলে। কেননা বাক্যটি হরফে এস্তেছাল অর্থাৎ যুক্তকারী শব্দযোগে বলা হয়নি অতএব বাক্য পৃথক হয়ে গেছে। আর যদি কসমের পরে বলে, এবং তুমি তালাক, তবে সে হানেছ হবে। আর যদি লিখে দেয় অথবা দূত প্রেরণ করে, বা ইশারা করে দেয়, তবে হানেছ হবে না। আর এভাবে যদি কসমকারী নামায শেষে ডাইনে বামে সালাম ফিরায় এবং কসমকৃত ব্যক্তি যদি কসমকারীর ডানে বা বামে বসা থাকে, সাথে কথা বলব না তার অনুমতি ছাড়া। তারপর যে ব্যক্তি অনুমতি দিল; কিন্তু সে তা জানল না। এমনকি সে তার সাথে কথা বলে ফেলল। তবে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, কথা বলব না এবং সে কোনরূপ নিয়ত করল না। তারপর সে নামায পড়ল এবং তাতে কিরাত পড়ল, তাসবীহ-তাহলীল পড়ল অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল। তবে এস্তেহসানান হানেছ হবে না। আর যদি সে নামাযের বাইরে কিরাত পড়ে বা তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করে, তবে আমাদের ওলামাদের নিকট হানেছ হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন, যদি ফরাসি ভাষায় কসম করে যে, কথা বলবে না, তবে নামাযের বাইরেও কিরাত এবং তাসবীহ-তাহলীল পড়লে হানেছ না। কেননা এদেরকে কারী এবং মুসাব্বিহ অর্থাৎ কিরাত পাঠক এবং তাসবীহ আদায়কারী বলা হয়। মুতাকিল্লাম বা কথক বলা হয় না এবং ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা কাফীর মধ্যে অআছে। কেউ কসম করল যে, কথা বলব না। তারপর সে নামাযের মধ্যে তাকবীর বলল অথবা দোয়া পাঠ করল। তবে হানেছ হবে না। আর যদি নামাযের বাইরে তাকবীর বলে বা দোয়া পাঠ করে, তবে হানেছ হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি কসম আরবী ভাষায় করে। আর যদি ফারসী ভাষায় কসম করে, তবে নামাযে হোক বা নামাযের বাইর হোক যে কোন অবস্থায় ঐ সমস্ত বিষয় পাঠ করলে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

আর যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের সঙ্গে কথা বলব না। তারপর কসমকারী সেই ব্যক্তির ইমামতীতে মুক্তাদী নিয়ে নামায শুরু করল। তারপর ইমাম নামাযের মধ্যে কোন কিছু ভুল করল। তখন কসমকারী সুবহানাল্লাহ বলে তার লোকমা দিল। তবে তাতে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। আর যদি কসমকারী কতিপয় লোকের নামাযের ইমামতী করে, যার মধ্যে সেই লোকও আছে, যার সঙ্গে কথা বলবে না বলে সে কসম করেছে। নামায শেষ হবার পর তার প্রথম সালামে সে হানেছ হবে না। এবং দ্বিতীয় সালামেও হবে না। ইহাই উত্তম মত; এবং ইহা তখন হবে, যখন কসমকারী ইমাম হবে। আর যদি কসমকারী মুক্তাদী হয়, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী হানেছ হবে না। আর যদি নামাযের বাইরে তাকে কোরআন পাঠ করায়, তবে সে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, উহার সাথে কথা বলব না। তার তাকে সে কোন কিতাব পড়ে শুনাল এবং সে ব্যক্তি তা শিখল। তবে যদি কসমকারী তাকে লিখবার নিয়ত করে থাকে, তবে তার হানেছ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। ইহা হাবীর মধ্যে আছে।

আর যদি কেউ কসম করে যে, উহার সাথে কথা বলব না। তারপর কসমকারী তাকে দূর হতে আওয়াজ দিল, এত বেশি দূর হতে যে, সে ঐ আওয়াজ শুনল না। তবে হানেছ হবে না। আর যদি দূর এই পরিমাণ হয় যে, সে সেই আওয়াজ শুনতে পেল, তবে সে হানেছ হবে। এভাবে যারা সাথে কথা বলবে না কসম করে, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে ও তাকে এভাবে ডাকে যে, সে ঘুম হতে জেগে যায়, তবে হানেছ হবে। আর যদি জেগে না যায়, তবে শায়েখ শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বলেন যে, ছহীহ মত এই যে, হানেছ হবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। যদি কসমকারী এমন একদল লোকের কাছে যায়, যে দলে মধ্যে মাহলুফ আলাইহে (অর্থাৎ যার উপরে কসম করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে) ও থাকে। আর কসমকারী যদি ঐ দলকে সালাম করে, তবে হানেছ হয়ে যাবে, যদিও মাহলুফ আলাইহে সালাম না শুনে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি কসমকারী ঐ সালামে মাহলুফ আলাইহের নিয়ত না করে, তবে দিয়ানাতান তা গ্রহণযোগ্য হলেও কাজায়ান গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

আর যদি কোন দলকে কসমকারী সালাম করে, যে দলে মাহলুফ আলাইহেও রয়েছে; কিন্তু কসমকারী তা জানে না, তবু যে হানেছ হবে। আর যদি সে মাহলুফ আলাইহেকে বাদ রেখে এভাবে সালাম। তবে হানেছ হবে না। আর যদি বলে, 'ইল্লা আলা ওয়াহেদ' অর্থাৎ এক ব্যক্তি ব্যতীত এবং এর দ্বারা সেই ব্যক্তির নিয়ত করে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না। তারপর সেই ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে দিল। তখন কসমকারী বলল যে, কে ওখানে? অথবা বলল, সে এখানে, বা ওখানে কে? বা বলল যে, ও কে? বা এ কে? তবে কারও মতে হানেছ হবে না, যদি এ কথা না বলে যে তুমি কে? এবং এই মতই উত্তম। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কসম করে যে, অমুকের সাথে কথা বল না। তারপর মাহলুফ আলাইহে কসমকারীকে ডাকল এবং সে জবাব দিল যে, জী হুযুর? হাজির আছি অথবা বলল, আমি এখানে আছি। তবে কসমে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না। তারপর সেই ব্যক্তি অন্য কোন লোককে আহ্বান করল, তাতে কসমকারী বলল, এই যে, আমি এখানে আছি, তবে কসমে সে হানেছ হবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে।

কেউ কসম করল যে, নিজ স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না। তারপর সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সেখানে তার স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ ছিল না, কসমকারী ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল যে, এই জিনিসটি কে রাখছে? বা অমুক জিনিসটি কোথায়? তবে হানেছ হবে। আর যদি ঘরের মধ্যে স্ত্রী ব্যতীত অন্য লোক থাকে, তবে ঐরূপ বললে হানেছ হবে না। আর যদি কসমকারী এরূপ বলে যে, আমি জানি না কে এরূপ করল। তবে ঘরে মধ্যে তার স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ না থাকলেও ঐরূপ কথায় হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে তার সাথে এমন বর্ণনায় কিছু কথা বলল যে, সে তার কিছুই বুঝতে পারল না। তথাপি হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত অআছে। কেউ কসম করল যে, অমুকের সাথে কথা বলব না। তারপর মাহলুফ আলাইহে কোন লোককে গালি দিতে লাগল। তখন কসমকারী তাকে 'মকুন' (অর্থাৎ গালি দিওনা) বলে নিষেধ করতে গেল; কিন্তু সে 'মকুন' পর্যন্ত বলা মাত্র তার কসমের কথা স্মরণ হওয়ায় সে থেমে গেল। তবে সে কসমে হানেছ হবে না। কারণ এই যে, এই পর্যন্ত শব্দাংশটি কোন অর্থ প্রকাশ করে না। অতএব উহা কথার মধ্যে গণ্য নয়। মাহলুফ আলাইহে যদি কসমকারীর পিতাকে গালি দেয় এবং তা শুনে কসমকারী বলে যে, না, সে নয়; বরং তুমিই। তবে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, যে কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না বলে কসম করেছে, সে অন্য কোন লোকের সাথে কিছু কথা বলল, উদ্দেশ্য এই যে, উহা মাহলুফ আলাইহেও শুনতে পাবে। তবে তাতে হানেছ হবে না। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে কেউ কসম করল যে, অমুক বক্তির সাথে কথা বলবে না। তারপর কসমকারী দেওয়ালের সাথে কথা বলল যে, ও-দেওয়াল! এইরূপ কি ঐরূপ ইত্যাদি, তবে হানেছ হবে না। যদিও তার উদ্দেশ্যে এরূপ থাকে যে, এই কথা মাহলুফ আলাইহে শুনে নিক এবং ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরায় বর্ণিত রয়েছে। যদি কেউ কসম করে যে, বনি আদম অর্থাৎ মানুষের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে কোন এক ব্যক্তির সাথে কথা বলল, তবে হানেছ হয়ে যাবে। আর যদি সে কসম দ্বারা সমস্ত মানুষের নিয়ত করে, তবে কখনই

www.nagorikpathagar.org

হানেছ হবে না; এবং দিয়ানাতান ও কাজায়ান তার কথা তাছদীক করা যাবে। ইহা বাদা'র মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির উক্ত গোলামের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে ব্যক্তি তার ঐ গোলামকে কারও নিকট বিক্রয় করে ফেলল। তারপর সেই গোলামের সাথে কসমকারী কথা বললে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না। ইইহা শরহে জামে' ছগীরের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের গোলামের সাথে বলবে না। তবে কোন নির্দিষ্ট গোলামের নিয়ত করা হলে তা 'অমুকের উক্ত গোলামের সাথে কথা বলবে না' আর অনুরূপ হয়ে যায়। আর যদি কসমকারীর কোন নিয়ত না থাকে, তারপর সে অমুক ব্যক্তির এমন গোলামের সাথে কথা বলে, যে কসম করার সময়ে তার গোলাম ছিল এবং হানেছ হওয়ার সময়ও তার গোলাম ছিল, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই হানেছ হবে। আর যদি এরূপ গোলামের সাথে কথা বলে, যে কসম করার সময়ে তার এরূপ গোলামের সাথে কথা বলে, যে কসম করার সময়ে তার গোলাম ছিল না; কিন্তু কথা বলার সময়ে তার গোলাম ছিল তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কসম করল, অমুক ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না। অথচ সে ব্যক্তির কোন স্ত্রী নেই। তারপর সে ব্যক্তি বিবাহ করল এবং সেই বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে কসমকারী কথা বলল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে হানেছ হবে না। হুজ্জতের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ফতোয়া শায়খাইনের কওল অনুরূপ। ইহা তাতারখানিয়ায় উল্লেখ আছে আর যদি কসমকারী এরূপই স্ত্রীর সাথে কথা বলে, যাকে সেই ব্যক্তি কসমকারীর কসমের পর বায়েনাহ করে দিয়েছে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না। যদি কসমকারী এরূপ বলে যে, অমুকের স্ত্রী এই আওরাত অথবা অমুকের দোস্ত এই ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না। তারপর কসমকারী ঐ মহিলার স্ত্রীত্ব বা ঐ ব্যক্তির দোস্তী দূর হওয়ার পর যদি তাদর সাথে কথা বলে, তবে সর্বসম্মতিক্রমই হানেছ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে ,অমুক ব্যক্তির ভাইদের সাথে কথা বলব না। অথচ তার ভাই একজনই ছিল। আর যদি ঐ ব্যক্তির তা জানা থাকে, তবে সে সেই এক ভাইয়ের সাথে কথা বললেই হানেছ হবে। আর যদি না জানে, তবে হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, এই চাদর-ওয়ালার সাথে কথা বলব না। তারপর সে তার সাথে এমন সময়ে কথা বলল, যখন সে তার চাদর বিক্রয় করে ফেলেছে। তবে সর্বসম্মতিক্রমেই হানেছ হবে। আর যদি কসমকারী ঐ চাদর ক্রয়কারীর সাথে কথা বলে, তবে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কসম করল, যদি আমি অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলি, তবে সে আযাদ বা এই আযাদ। তারপর কসমকারী সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে যে, ঐ দুই গোলামের মধ্যে যার উপর ইচ্ছা আযাদী অর্পণ করে। আর যদি কেউ বলে যে, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি, তবে আমার প্রত্যেক গোলাম অথবা আমার প্রত্যেক দাসী আযাদ। তারপর সে সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলল। তবে তার কসম উক্ত উভয় প্রকারের উপর অর্পিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক আযাদ ব্যক্তির সাথে কথা বলল। তবে তার কসম উক্ত উভয় প্রকারের উপর অর্পিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক আযাদ হবে।

আর যদি বলে যে, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি, তবে আমার উপর হজ্ব বা ওমরাহ বর্তিবে। তারপর যদি সে তার সাথে কথা বলে, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে, উক্ত দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে সে গ্রহণ করতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে তার শাশুড়ীর সাথে কথা বলবে না। তারপর সে নিজের স্ত্রীর নিকট গেল এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। এ সময় শাশুড়ী জামাতাকে বলল, তোমার কি হল, তুমি ওর সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করলে যে? জামাতা বলল, আমি তাকে আহার দিচ্ছি, পোশাক দিচ্ছি। এটি বলার পরে সে দাবী করল যে, সে শাশুড়ীর কথার জবাব দেয়নি এবং সে এ কথা স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে বলেছে। তবে তার এ কথার তাছদীক করা যাবে; কিন্তু ছহীহ এই যে, কাজায়ান তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে।

এক ব্যক্তি কাউকে বলল, যদি তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বল, তবে আমার গোলাম আযাদ। তার পর সে ব্যক্তি বলল, 'তোমার অনুমতি ব্যতীত' তারপর যদি সে ব্যক্তি তার অনুমতি ব্যতীত উক্ত লোকের সাথে কথা বলে, তবে কসমকারী কসমে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। কেউ কসম করল যে, অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলব না। তারপর সেই ব্যক্তি গোশত বিক্রয় করতে আসল। তখন কসমকারী 'হে গোশত ওয়ালা' বলে তাকে ডাক দিল। তবে হানেছ হয়ে যাবে। মাহলুফ আলাইহে যদি হাঁচি দিয়ে বলে 'আলহামদুলিল্লাহ আর কসমকারী তার উত্তরে বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' তবে হানেছ হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে যে কোন একজনের সাথে আমি যখনই কথা বলব, তবে আমার স্ত্রীদের মধ্যে একজন তালাক। তারপর সে ঐ দুই ব্যক্তির সাথেই একই কথা বলল। তবে দুই তালাক পতিত হবে। তখন চাই সে উহা একই স্ত্রীর উপর অর্পণ করুক বা চাই দুই স্ত্রীর উপর। ইহা কাফার মধ্যে বর্ণিত আছে।

এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, যদি আমি তোমার সাথে তোমার তালাক সম্পর্কিত কথা বলি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সেতার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি চাও, তবে তুমি তালাক। স্ত্রী বলল, যে, না, আমি চাই না। তবে কেউ যদি স্ত্রীকে বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে শেরক সম্পর্কিত কথা বলি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তার পর সে তার স্ত্রীকে বলল যে, 'ইন্নাশ শিরকা লাজুলমুন আজীম', তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে।

আসাদ ইবনে আমর (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমার সাথে তোমার জিনার অপবাদমূলক কথা বলি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি জানিয়াহ ইনশাআল্লাহ। তবে হানেছ হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। কেউ তার স্ত্রীকে বলল যে, যদি তুমি অমুকে এবং অমুকের সাথে কথা বল, তবে তুমি তালাক তারপর ঐ স্ত্রী দুই ব্যক্তির একজনের সাথে কথা বলল। তবে কসমকারীর নিয়ত যদি এরূপ হয় যে, যখন পর্যন্ত সে দুইজনের সাথে কথা না বলবে, হানেছ হবে না, তবে হুকুম তার নিয়ত অনুসারেই হবে। অর্থাৎ হানেছ হবে না। অথবা যদি তার নিয়ত কিছুই না থাকে, তা হলেও হানেছ হবে না। আর যদি এরূপ নিয়ত করে থাকে যে, একজনের সাথে কথা বললেও হানেছ হবে, তাহলে হানেছ হবে।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি ঐ দুই ব্যক্তির সাথে কথা বলব না। তবে তাদের একজনের সাথে কথা বললে হানেছ হবে না। আর যদি সে একজনের সাথে কথা না বলার নিয়ত করে থাকে, তবে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে না। ইহা মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন। যদি কেউ কসম করে যে, এই কুমের কারও সাথে বা বাগদাদের কোন লোকে সাথে আমার কথা বলা হারাম। তারপর সে তাদের কোন এক ব্যক্তির সাথে কথা বলল, তবে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। কেউ বলল যে, অমুকের এবং অমুকের সাথে আমার কথা বলা হারাম। তারপর সে তাদের একজনের সাথে কথা বলল। তবে হানেছ হবে না। আর কেউ কেউ বলেন যে, যদি সে তাদের কোন একজনের সাথে কথা না বলার নিয়ত না করে থাকে, তবে হানেছ হবে না। এই মতই উত্তম। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ বলে যে, আমি কথা বলব না অমুকের সঙ্গে এবং অমুকের সঙ্গে। তবে তাদের যে কোন একজনের সঙ্গে কথা বললেই হানেছ হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, কথা বলব না অমুকের সাথে অথবা অমুক এবং অমুকের সাথে তবে প্রথম জনের সাথে অথবা শেষোক্ত দুই জনের সাথে কথা বললে হানেছ হবে। আর যদি এভাবে কসম করে যে, আমি কথা বলব না অমুকের ও অমুকের সাথে অথবা অমুকের সাথে। তবে প্রথমোক্ত দুজন অথবা শেষোক্তজনের সাথে কথা বললে হানেছ হবে। আর যদি প্রথমোক্ত জনের সাথে বা দ্বিতীয়জনের সাথো কথা বলে, তবে হানেছ হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। দি কেউ এরূপ কসম করে যে, যে এই ঘরের মধ্যে আছে, তার সাথে কথা না বলে আমি ঘর হতে বের হয়ে গেলে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ ঐ ঘরের মধ্যে কোন লোক নাই। এমতাবস্থায় সে বিনা বাক্যে ঘর হতে বের হয়ে গেলে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুকের সঙ্গে কথা বলব না। তারপর সে তার সাথে এমন বয়ানে কথা বলল যে, মাহলুফ আলাইহে কিছুই বুঝতে পারল না। তবে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

হুজ্জাতেরর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কেউ কসম করল যে, কোন বস্তুর সাথে কথা বলব না। তারপর সে কোন জড় পদার্থের সাথে অথবা এমন কোন জীবের সাথে কথা বলল যে, সে নির্বাক। তবে হানেছ হবে না। আর যদি বোবা অথবা বধিরের সাথে কথা বলে, তবে হানেছ হবে। আর যদি কোন শিশুর সাথে কথা বলে এবং সে শিশু তা বুঝে, তবে হানেছ হবে। আর না বুঝলে হানেছ হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। শামসুল ইসলাম (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, একব্যক্তি কসম করেছে যে, তারও সাথে কথা বলবে না। তারপর এক কাফির আসল, যে তার নিকট ইসলাম গ্রহণ করবে। এখন সে ব্যক্তি কি করবে? শামসুল ইসলাম(রহঃ) বললেন যে, ইসলামের গুণ বর্ণনা করবে, যাতে সে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায়; কিন্তু তার সাথে কথা বলবে না। তা হলে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কসমকারী দেখে যে, তার কথা বা বলার কারনে ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির মনে দ্বিভাব উদয়ের সম্ভাবনা আছে। হয়ত তার ইচ্ছা নষ্টও হতে পারে, তবে তার উচিত কসম ভঙ্গ করে করে লোকটিকে ইসলামে দীক্ষিত করা এবং কসম ভঙ্গ করার কাফফারাহ আদায় করা। কেউ নিজ স্ত্রীকে পর পুরুষের সাথে কথা বলতে দেখে ক্রোধের বশে স্ত্রীকে বলল যে, যদি তুমি পুনরায় কোন ভিন পুরুষের সাথে কথা বল, তবে তুমি তালাক তারপর ঐ স্ত্রীলোকটি আবার এমন কোন পুরুষের সাথে কথা বলল, যে তার একান্ত স্নেহের পাত্র বা এমন ব্যক্তি যে, কোন যাওয়িল আরহাম, অবশ্য তার সাথে ঐ স্ত্রীলোকটি হারাম নয়। তবে সে তালাক হয়ে যাবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে।

কেউ কসম করল যে, ঐ যুবক ব্যক্তির সাথে কথা বলব না। তারপর ঐ যুবক বৃদ্ধ হবার পর তার সাথে কথা বলল, তবে হানেছ হবে। ইহা হাবীব মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ কসম করল যে, কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলব না। তারপর সে একটি ছোট বালকের সাথে কথা বলল, তবে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। কেউ কসম করর যে, যদি আমি স্ত্রীলোকের সাথে কথা বলি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে একটি ছোট বালিকার সাথে কথা বলল। তবে কসমে হানেছ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি কোন মহিলাকে বিয়ে করি, তবে আমার গোলাম অযাদ। তারপর সে একটি ছোট বালিকাকে বিয়ে করল, তবে হানেছ হবে না। কারণ এই যে, কথা বলা এবং বিয়ে করা একই জাতীয় ব্যাপার নয়। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি

www.nagorikpathagar.org

তোমার সাথে প্রথম কথা বলি অথবা তোমার আগে বিয়ে করি। তারপর উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হলে উভয় উভয়কে এই সাথে সালাম করল এবং উভয়ে বিয়েও করল একই সাথে। তবে হানেছ হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে প্রথম কথা বলি, তবে তুমি তালাক এবং স্ত্রী বলল, যদি আমি তোমার সাথে প্রথম কথা বলি, তবে আমার দাসী আযাদ। তারপর স্বামী স্ত্রীর সাথে প্রথম কথা বলল, তবে স্বামী স্ত্রীর সাথে প্রথম কথা বলল, তবে স্বামী নিজ কসমের হানেছ হবে না এবং স্ত্রীও নিজ কসমে হানেছ হবে না। কেননা কেউ প্রথম কথা বলেনি আর যদি উভয়ে একে অপরের সাথে একই সঙ্গে এরূপ কসম করে, তবে উভয়ের একই সাথে কথা বলা চাই। তা হলে উভয়ের মধ্যে কেউ হানেছ হবে না।

কতিপয় ব্যক্তি একই বৈঠকে বসে কথা-বার্তা বলছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে একজনে বলল, এর পর যে ব্যক্তি কথা বলবে, তার স্ত্রী তালাক। তারপর যেই বক্তা কথা বলল, তার স্ত্রী তালাক হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। "আস্তগফিরুল্লাহ ইনশাআল্লাহ তায়ালা"। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এস্তেছনা শুদ্ধ এবং হানেছ হবে না এবং এই হুকুম দিয়ানাতান। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, কেউ বলল, আল্লাহর কসম, অমি কারও সাথে কথা বল না অমুক অথবা অমুক ব্যতীত, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে, চাই উভয়ের সাথে কথা বলুক বা একজনের সাথে। অর্থাৎ ঐ দুইজনের সাথে কথা বলায় মুনাফারেদান অথবা মজমুয়ান হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' কবীরে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, কারও সাথে কথা বল না, বছরা বা কুফার লোক ব্যতীত। তার পর সে বছরাবাসী বা কুফাবাসীর সাথে কথা বলল অথবা উভয়ের সাথে কথা বলল, তবে হানেছ হবে না। আর এভাবে যদি কুফার সমস্ত মানুষের সাথে অথবা বছরা সমস্ত মানুষের সাথে কথা বলে, তা হলেও হানেছ হবে না।

কেউ কসম করল যে, কোরআনে পাকের সূরা পড়ব না। তারপর সে মানোযোগ সহকারে সূরার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দেখল, তবে সর্বসম্মতভাবে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের চিঠি পড়ব না অথবা অমুকের কিতাব পড়ব না। তারপর তার কিতাব প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত দেখল এবং উহার মধ্যে যা আছে বুঝে নিল। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতানুযায়ী হানেছ হবে না। কারণ এতে পড়া পাওয়া গেল না এবং ফতোয়া ইহারই উপর। কেউ কসম করল যে, অমুকের কিতাব পড়ব না। তারপর সে তার কিতাবের একটি লাইন পড়ল। তবে হানেছ হবে, আর অর্ধ সতর পড়লে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, সূরা পড়ব না। তারপর সে সূরার মধ্যে একটি হরফ ছেড়ে দিল। তবে হানেছ হয়ে যাবে। আর যদি একটি বড় আয়াত ছেড়ে দেয়, তবে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, এই শে'র (কবিতা) পড়ব না। তারপর সে কবিতার অর্দ্ধেক পড়ল। তবে হানেছ হবে না। যদি এই কবিতার অর্দ্ধেক অন্য একটি কবিতার পূর্ণাঙ্গ হয়। যদি কেউ কসম করে যে, আজ কোন সূরা পড়ব না। তারপর সে নামাযে তা পড়ল। তবে হানেছ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, কোরআনের কোন সুরা তিলাওয়াত করবে না। তারপর সে সূরায়ে ফাতিহা দোয়ার নিয়তে পাঠ করল, তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি কোরআনের প্রত্যেকটি সূরা পড়ব। তবে তা দ্বারা সমগ্র কোরআন পাঠের উপর কসম করা হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। একব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল যে, যদি তমি তার ঘরে যা এবং তার সাথে কথা বল, তবে তুমি তালাক।

www.nagorikpathagar.org

তারপর তার স্ত্রী সেই ব্যক্তির ঘরে গেল না, কিন্তু অন্য কোথাও বসে তার সাথে কথা বলল, তবে হানেছ হবে না। একব্যক্তি কসম করল যে, আমি নিজ ভাইকে কোন কাজের জন্য হুকুম করব না। তাপর অন্য কোন লোকের হাতে কোন একটি জিনিস দিয়ে বলল যে, তুমি আমার ভাইকে বলবে যে, সে যেন এই জিনিসিটি বিক্রয় করে দেয়। তারপর দেখতে হবে, সেই লোকটি যদি তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলে যে, তোমার ভাই বলেছে, এই জিনিসটি তুমি বিক্রয় করে দিবে। অথবা যদি বলে যে, তোমার ভাই তোমাকে ইহা বিক্রয় করে দিতে বলেছে। তবে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, এক মাস অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলব না। তবে ত্রিশদিন ও ত্রিশ রাতের উপর হুকুম হবে। আর যদি এরূপ কসম করে যে, এই মাসে অমুক লোকের সাথে কথা বলবে না, তবে কসম করার মাসের যে কয়দিন বাকী আছে, সে কয়দিনের উপর কসম হবে। ইহা রিসাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তালাক এবং এতাকের কসমের মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে যে, আমি যে গোলামকে প্রথম খরিদ করব, যে আযাদ। তবে তার প্রথম গোলাম সে হবে, যাকে এককভাবে খরিদ করা হয়েছে এবং তার আগে আর কোন গোলাম খরিদ করেনি। তারপর সে তার কসম করার পরে যে গোলামকে খরিদ করবে, সে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি সে ব্যক্তি এবং গোলাম পূর্ণ আর এক গোলামের অর্ধেক খরিদ করে তবে তার পূর্ণ গোলাম আযাদ হবে । আর যদি দুই গোলাম খরিদ করে, তবে কেউই আযাদ হবে না। আর যদি তার পরে কোন গোলাম খরিদ করে, তবে সেও আযাদ হবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি সর্বশেষে যে গোলামকে খরিদ করব, সে আযাদ। তবে সর্বশেষে গোলাম সেই হবে, যে একটি গোলামকে সর্বশেষে খরিদ করা হয়েছে অর্থাৎ সময়ের হিসাবে সে সর্বশেষে খরিদকৃত গোলাম বলে তখনই প্রতিপন্ন হবে, যখন কসমকারী মরে যাবে। যদি সে ব্যক্তি কয়েকটি গোলাম কিনে রেখে যায়. তবে সকলের মধ্যে সর্বশেষে খরিদকৃত গোলাম যে, সে আযাদ হবে। তারপর এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সর্বশেষ গোলাম কখন হতে আযাদ হবে? ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, যখন খরিদ করা হয়েছে, তখন হতেই আযাদ হবে।

যদি কেউ বলে যে, প্রথম গোলাম যাকে দীনারের বিনিময়ে খরিদ করব, সে আযাদ। তারপর সে এক গোলাম দিরহামের বিনিময়ে এবং এক গোলাম অন্য রকম মালের বিনিময়ে খরিদ করল। তারপর এক গোলাম সে দীনারের বিনিময়ে খরিদ করল, তবে এই গোলাম আযাদ হবে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, প্রথম গোলাম, যাকে আমি খরিদ করব এবং যে হাবশী, সে আযাদ হবে। তারপর সে কতিপয় গোলাম খরিদ করল, যারা সকলেই সাদা চামড়া বিশিষ্ট, কেউ কাল চাড়াওয়ালা হাবশী নয়। তারপর সে এক হাবশী গোলাম খরিদ করল; তবে ঐ হাবশী গোলাম আযাদ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যায়েদ কসম করল যে, যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক এবং গোলাম আযাদ। তারপর সে আবার কসম করল যে, তালাক দিব না এবং আযাদ করব না। তারপর সে সেই ঘরে প্রবেশ করল, তবে তার স্ত্রী তালাক হবে এবং গোলাম আযাদ হবে। আর সে দ্বিতীয় কসমে হানেছ হবে না আর যদি কেউ কসম করে যে, তালাক দিব না এবং আযাদ করব না। তারপর কসম করল যে, যদি ঘরে প্রবেশ করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক এবং গোলাম আযাদ। তারপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল, তবে উভয়ে কসমে হানেছ হবে।

যদি কেউ বলে যে, তুমি তালাক, যদি তুমি চাও অথবা বলে যে, তুমি আযাদ, যদি তুমি চাও। তারপর সে কসম করল যে, আমি আযাদ করব না অথবা আমি তালাক দিব না। তারপর তার স্ত্রী ও গোলাম তালাক চাইল, তবে এতে

www.nagorikpathagar.org

হানেছ হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি কসম করল যে, বিয়ে করব না অথবা তালাক দিব না অথবা আযাদ করব না। তারপর ঐ কাজের জন্য কারও উকীল করে দিল। তবে এরূপ করব না। তবে শুধু কাজায়ান এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা হেদায়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ নিজ স্ত্রীকে বলল যে, যদি তুমি নিজেকে তালাক না দাও, তবে হানেছ হবে চাই সে অন্য মজলিসে নিজেকে তালাক দিক বা না দিক। আর অন্য মজলিসে যদি সে নিজেকে তালাক দেয় তবে সে তালাক হবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেনা-বেচা এবং বিয়ে শাদীতে কসমের মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে, আমি খরিদ করব না অথবা বিক্রয় করব না অথবা ইজারাহ দিব না। তারপর সে কোন ব্যক্তিকে উকীল করে দিল এবং সে এই কাজ করল। তবে হানেছ হবে না। হাঁ, তবে যদি সে এরূপ নিয়ত করে থাকে যে, অন্যকেও একাজ করতে হুকুম দিব না, তবে উকীলের দ্বারা করালেও হানেছ হবে। আর যদি তদ্রূপ নিয়ত না করে, তবে উকীলে করলে হানেছ হবে না। যদি কসমকারী তার নিয়ত বয়ান করার সময় এরূপ বরে যে, সে ঐরূপ নিয়ত করেনি, তবে তার কওল গ্রহণযোগ্য হবে। যদি কসম করে যে, বিক্রয় করব না। তারপর ফুজুলি ব্যক্তি তার মাল বিক্রয় করল এবং কসমকারী তাতে অনুমতি দিয়ে দিল। তবে হানেছ হবে না। হাঁ, তবে যদি এমন ছুরত হয় যে, কসমকারী এমন শ্রেণীর লোক যে নিজে বিক্রয় করে না। তবে সেক্ষেত্রে ফুজুলি বিক্রয় করাতেও হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, খরিদ করব না। তরপর ফুজুলির দ্বারা কোন জিনিস খরিদ করাল। তবে হানেছ হবে।ইহা শরহে জামে' কবীরে বর্ণিত আছে, শায়খ আবুবকর (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল যে, একব্যক্তি কসম করিল যে, সে নিজের গোলাম বিক্রয় করবে। তারপর সে গোলাম তার নিকট হতে চুরি হয়ে গেল। এমতাবস্থায় কি হুকুম হবে? তিনি জবাব দিলেন, হানেছ হইবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে।

কোন নিজ দাসীকে বলিল যে, যদি আমি তোমাকে বিক্রয় না করি, তবে তুমি আযাদ। তারপর সে তার সাথে অতী করল, যাতে তার বাচ্চা পয়দা হল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট সে আযাদ হয়ে যাবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। একব্যক্তি কসম করল যে, এই গোলাম বিক্রয় করব না এবং তাকে হেবাও করব না। তবে শায়েখ নাছীর (রহঃ) বলেন যে যদি তার একাংশ বিক্রয় অথবা হেবা করে, তবে হানেছ হবে না। শায়েখ রাজী (রহঃ) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ নিজ দাসীকে বলল, যদি আমি তোমাকে একমাস পর্যন্ত বিক্রয় না করি, তবে তুমি আযাদ। তারপর সেই দাসীর তার তরফ হতে মাহল প্রকাশ পেল। এমতাবস্থায় হুকুম কি হবে? তিনি বললেন, মালিকের জন্য হালাল হবে যে, একমাস পরে ঐ দাসীর সাথে অতী করে নিল, যখন ছয় মাসের আগে তার বাচ্চা পয়দা হয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী মালিক হানেছ হয়ে যায়; এবং তার জন্য হালাল নয় যে, একমাস পরে ঐ দাসীর সাথে অতী করে নিল যখন ছয় মাসের আগে তার বাচ্চা পয়দা হয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী মালিক হানেছ হয়ে যায়; এবং তার জন্য হালাল নয় যে, একমাস পরে দাসীর সাথে অতী করে। আর যদি ছয় মাসের পরে বাচ্চা পয়দা হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে মালিকের জন্য হালাল নয় যে, একমাস পরে তার সাথে অতী করে, ইহা হাবীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যায়েদ কমস করল যে, আল্লাহ চাইলে আমি আমরে উম্মে ওয়ালাদকে অবশ্যই বিক্রয় করব অথবা বলল যে, ওয়াল্লাহি আমি এই মালকে বিক্রয় করব। অথচ আমর আযাদ ব্যক্তি। তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, এই কসম বায়ে ফাসেদের উপর অর্পিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

যেমন নাকি যদি ঐ দুই ব্যক্তিকে বায়ে' ফাসেদ হিসেবে বিক্রয় করে দিল, তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হল। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। হেশাম (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে কেউ বলল, ওয়াল্লাহে আমি তোমার নিকট এই কাপড় দশ দিরহামের কমে বিক্রি করব না। তারপর তার নিকট ইহা নয় দিরহামে বিক্রি করে দিল, তবে হানেছ হবে না' কিন্তু এস্তেহসানান হানেছ হবে। আমরা কিয়াসকেই গ্রহণ করেছি। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি কসম করল যে, নিজের ঘর বিক্রি করব না। তারপর নিজের স্ত্রীকে তার মোহরের বিনিময়ে দিয়ে দিল। তবে হানেছ হয়ে যাবে। শায়েখ ছদরে শহীদ (রহঃ) বলেছেন যে ইহা ঐ সময়ে হবে যখন আওরাতকে দিরহামের উপর বিয়ে করে। তারপর সেই দিরহামের বিনিময়ে তাকে এ ঘর দিয়ে দেয়। আর যদি আওরাতকে ঐ দিরহামের বিনিময়ে বিয়ে করে, তবে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, এ ঘোড়া বিক্রি করব না। তারপর কেউ সেই ঘোড়া নিয়ে গেল। তার বিনিময় দিয়ে দিল। তারপর ঘোড়ার মালিক তাতে রাজী হয়ে গেল। তবে হানেছ হবে নাঃ এবং ফতোয়া এর উপর।

যায়েদ কোন বস্তু দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল। তারপর কসম করল যে, তার মুল্য নিব না। তারপর সে মুল্যের বদলে গম নিয়ে নিল। তবে হানেছ হবে। ইহা অজীযে কারদারীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, এ জিনিস কারও নিকট বিক্রি করবে না, তারপর তা দুজনের নিকট বিক্রি করে, তবে হানেছ হবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, কাপড় খরিদ করে, যা অর্ধেক কাপড়ের সমান হবে না। তা হলেও হানেছ হবে না। আর যদি সে বিছানা, টুপি ক্রয় করে, তবে হানেছ হবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কাপড়ের কোন টুকরা খরিদ করে, যা অর্ধেক কাপড়ের সমান হবে না। তা হলেও হানেছ হবে না। আর যদি অর্ধেক কাপড়ের সমান বা তার চাইতে বেশি হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি এ পরিমাণ খরিদ করে যা দ্বারা নামায জায়েয হয়, তবে হানেছ হবে। কেউ কসম করল যে, এই মহিলার জন্য কাপড় খরিদ করব না। তারপর তার জন্য উড়না খরিদ করল, তবে হানেছ হবে না। ইহা জাওয়াহেরের আখলাতীর মধ্যে আছে। যায়েদ কসম করল যে, আমরের নিকট হতে কোন কিছু কিনব না। তারপর সে তার এক কাপড়ের 'বায়ে' সালেম' ধার্য করল। তবে হানেছ হবে। তা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, খাদ্য কিনব না। তারপর সে গম কিনল, তবে আমাদের ওলামাদের নিকট হানেছ হবে। ইহা হাবীর মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে জও কিনব না। তারপর সে গম কিনল; কিন্তু তার মধ্যে জওয়ের দানা মৌজুদ ছিল। তবে হানেছ হবে তা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

কেহ কসম করল যে, ইট, চুনামাটি কিনব না। তারপর সে ইট চুনামাটির তৈরি বাড়ি খরিদ করল। তবে হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, খোরমা ফল খরিদ করব না। তারপর সে একখণ্ড যমিন কিনল, যাতে খোরমা বৃক্ষের বাগান এবং তাকে খোরমা বৃক্ষের বাগান এবং তাতে খোরমা ফল ছিল। তবে হানেছ হবে না। তবে খরিদ্দার যদি শর্ত করে নেয় যে, এই ফলও আমার হবে। তবে হানেছ হবে। কেহ কসম করল যে, গোশত কিনব না। তারপর জীবিত কবরী কিনল। তবে হানেছ হবে না। এভাবে কেউ কসম করল যে সর্ষার তৈল কিনব না। তারপর সে সরিষার বীজ খরিদ করল। তবে হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, বকরীর বাচ্চা খরিদ করব না। তারপর সে গর্ভবর্তী বকরী কিনল, অথবা কসম করল যে, শিশু গোলাম কিনব না। তারপর সে হামেলা দাসী কিনল। তবে সে হানেছ হবে না। তা বাদায়ে'র মধ্য আছে। কেউ কসম করল যে, বৃক্ষ কিনব না। তারপর সে যমিন কিনল। যাতে বৃক্ষ ছিল। তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে কেউ কসম করল যে, দেয়াল কিনব না। কেউ কসম করল যে খোরমা বৃক্ষ কিনব না তারপর সে এক চার দেয়ালবিশিষ্ট বাগান কিনল, যার মধ্যে খোরমা বৃক্ষ ছিল, তবে হানেছ হবে। কেউ কসম করল যে পশম খরিদ করব না। তারপর এক বকরী কিনল। যার পৃষ্ঠে পশম ছিল। তবে

www.nagorikpathagar.org

হানেছ হবে না। তা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, দুধ কিনব না। তারপর সে দুধ হয় এমন বকরী কিনল, তবে হানেছ হবে না।

কেউ কসম করল যে, এই দিরহাম দ্বারা গোশত কিনবব না। তারপর সে তার খুব সামান্য অংশ দিরহাম দ্বারা গোশত কিনল এবং বাকি সব দিরহাম দ্বারা অন্য বস্তু কিনল তবে হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, এ দিরহাম দ্বারা গোশত ছাড়া অন্য কোন বস্তু কিনব না। তারপর সে তার সামান্য অংশ দিরহাম দ্বারা অন্য বস্তু কিনল আর বাকি সব দিরহাম দ্বারা গোশত কিনল। তবে কিয়াস মোতাবেক হানেছ হবে না। এস্তেহসানান হানেছ হবে। কেউ কসম করল যে, উল বা পথম কিনব না। তারপর সে উলের তৈরি কম্বল বা থলে কিনল। তবে হানেছ হবে না। তা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুকের জন্য এই বস্তু অবশ্যই কিনব। তারপর সে ঐ বস্তু তার জন্য ক্রয় করে আবার তা বিক্রি করতে দিয়ে দিল, তবে সে তার কসমে সত্যবাদী হবে। তা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুকের গোলাম কিনব না। তারপর সে ঐ গোলাম এনে তার বদলে নিজের বাড়ী ঐ ব্যক্তিকে কেরায়ার উপরে দিল। তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, কোন মহিলা কিনব না। তারপর সে এক অল্প বয়স্কা বালিকা দাসী কিনল। তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। একব্যক্তি দশটি দাসী দেখে বলল যে, যদি আমি তার মধ্যে কোন দাসী নিজের জন্য কিনি, তবে সে আযাদ। তারপর সে অন্য কোন লোকের জন্য তার একটি দাসী কিনল। তবে সে আযাদ হবে না। আর যদি তার মধ্য হতে একজনকে নিজের জন্য এবং অন্য একজনকে অপরের জন্য খরিদ করে, তবে তাদের কেউ আযাদ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, দাসী খরিদ করব না। তারপর সে অতি বৃদ্ধা দাসী বা দুগ্ধপোষ্য দাসী খরিদ করল। তবে হানেছ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, খোরাসান হতে কোন গোলাম কিনব না। তারপর সে খোরাসানী গোলাম খোরাসান ছাড়া অন্য কোন স্থান হতে কিনল। তবে হানেছ হবে না। তা খোলাছার মধ্যে আছে। একব্যক্তি একটি ঘোড়া একশত পাঁচ দিরহামে কিনে কসম করল যে, তা আমি একশত পঁয়ত্রিশ দিরহামে খরিদ করেছি। তবে হানেছ হবে। দুই ব্যক্তির মধ্যে আশিটি বকরী এজমালি। যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি যাকাত চাইলে তাদের এক ব্যক্তি কসম করল যে, আমি চল্লিশটি বকরীর মালিক নই। তবে হানেছ হবে না; কিন্তু তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি কোন গোলামের মালিক হই তবে সে আযাদ। তারপর সে অর্ধাংশ তার তরফ হতে আযাদ হবে না। আর যদি সে এরূপ বলে যে, যদি আমি কোন গোলাম খরিদ করি, তবে সে আযাদ। অতঃপর পূর্বোক্ত মাসয়ালার অনুরূপ ঘটনা হলে ঐ গোলামের অর্ধাংশ আযাদ হবে। তা কোন অনির্দিষ্ট গোলামের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট গোলামের ক্ষেত্রে নয়।

কেউ কসম করল যে, স্বর্ণ এবং রৌপ্য কিনব না। তবে তার মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের খণ্ড, স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনা এবং দিরহাম, দীনার অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা সবই শামিল হবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, মুদ্রা শামিল হবে না। যদি কেউ কসম কর যে, আমি পিতল এবং তাম্র খরিদ করব না। তবে তার মধ্যে পিতল ও তাম্র খণ্ড আকারে হোক বা এর দ্বারা তৈরি যে কোন জিনিসপত্র হোক বা তার দ্বারা তৈরী মুদ্রা তাম্র পয়সা ইত্যাদি যাই হোক না কেন সবই শামিল। তা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে মুদ্রা অর্থাৎ পয়সা শামিল নয়। কেউ কসম করল যে, নগীনা কিনব না। তারপর সে আংটি কিনল, যার মধ্যে নগীনা আছে। হবে হানেছ হবে, যদিও তার মুল অংটির কিনল, যার নগীনা ইয়াকু পাথর। তবে হানেছ হবে যদি। কেউ কসম করে যে, এ মহিলাকে বিয়ে করব না। তারপর সে তাকে ফাসেদ বিয়ে তরীকায় বিয়ে

www.nagorikpathagar.org

করল। আর ঐ ফাসেদ বিয়ে চাই সাক্ষ্য ছাড়া অনুষ্ঠিত হোক বা ঐ মহিলা অন্য কোন স্বামীর তালাকের বা মৃত স্বামীর মৃতজনিত ইদ্দতের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থায় ঘটুক, তবে কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি কোন মহিলাকে বিয়ে করে থাকি। অথচ সে এরূপ করল। চাই সে জায়েয বিয়ে করুক বা ফাসেদ বিয়ে। তবে হানেছ হবে; এবং হা এস্তেহসানান হবে। আর যদি এরূপ নিয়তে কথা বল যে, ইতোপূর্বে সে কোন মহিলাকে বিয়ে করেনি। তবে তার এ কথা দিয়ানাতান এবং কাজায়ান তাছদীক করা যাবে। এক মহিলা কসম করল যে, সে নিজেকে কারও বিয়ে সোপর্দ করবে না। তারপর কোন ফুজুলী তার অনুমতি ছাড়া অথবা উকীল তার অনুমতিক্রমে তাকে কারও সাথে বিয়ে করিয়ে দিল। তারপর সে তাতে তার অনুমতি দিয়ে দিল। অথবা মহিলা বাকেরাহ ছিল, তার অলী তার বিয়ে করিয়ে দিল এবং যে চুপ থাকল। তবে হানেছ হবে। তা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কোন বাকেরাহ মহিলা কসম করে যে, কাকেও অনুমতি দিব না যে, সে আমার বিয়ে করিয়ে দেক। তারপর একব্যক্তি তার বিয়ে করিয়ে দিল এবং তার নিকট তার খবর পৌছলে সে চুপ থাকল, তবে এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে কোন রেওয়ায়াত নাই। হাঁ, তবে পুরুষের সে ক্ষেত্রে রেওয়ায়েত মৌজুদ আছে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, নিজ গোলামকে তিজারতের অনুমতি দিব না। তারপর সে গোলাম কেনা-বেচা করতে দেখে চুপ থাকল, তবে হানেছ হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণিত আছে যে, উভয় মাসয়ালায়ই হানেছ হবে। মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন মহিলা কসম করে যে, নিজের বিয়ের ব্যাপারে কাকেও অনুমতি দিব না আর সে মেয়ে বাকেরাও। তারপর তার পিতা তার বিয়ে করিয়ে দিল এবং মহিলা চুপ করে থাকল। তবে তার বিয়ে পূর্ণ হয়ে গেল এবং তাতে পিতা তার বিয়ে করিয়ে দিল এবং মহিলা চুপ করে থাকল। তবে তার বিবাহ পূর্ণ হয়ে গেল এবং তাতে সে হানেছ হবে না। তা খোলাছার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, বিয়ে করব না। তারপর সে পাগল হয়ে গেল, তারপর তার পিতা তার বিয়ে করিয়ে দিল, তবে সে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে, যে কোন মহিলাকে বিয়ে করবে না। তারপর সে এক মহিলাকে বিয়ে করব না। তারপর সে চার দিরহাম দিয়েই এক মহিলাকে বিয়ে করল। তারপর কাজী ঐ মহিলার মোহর দশ দিরহাম পুরা করে দিল। তবে সে হানেছ হবে না। এভাবে যদি আকদের পরে নিজেই আওরাতের মোহর বাড়িয়ে দেয়, তথাপি হানেছ হবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। যদি কসম করে যে, এক দীনারের বেশি, তবে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, বেনতে ফলান অর্থাৎ অমুকের কন্যাকে বিয়ে করব না। তারপর অমুক ব্যক্তির আর একটি কন্যা হল এবং তাকে বিয়ে করল। তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির কোন কন্যা-ই বিয়ে করব না। তারপর সে তার কোন কন্যাকে বিয়ে করলে হানেছ হবে। তা মুহীতের মধ্যে আছে।

কেউ কসম করল যে, কুফাবাসী কোন মহিলাকে বিয়ে করব না। তার পর সে কুফাবাসী এমন মহিলাকে বিয়ে করল, যে তার কসম করার পরে জন্মগ্রহণ করব না। তারপর তার মালিক তাকে এক মহিলা সাথে বিয়ে করিয়ে দিল; কিন্তু গোলাম তাতে নাখোশ ছিল। তবে হানেছ হবে না। আর মালিক গোলামের প্রতি কিয়ের জন্য জবরদস্তি করায় যদি গোলাম নিজে বিয়ে করে নেয়। তবে হানেছ হবে। তা জাহের রেওয়ায়েত এবং তাই ছহীহ। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতীর মধ্যে আছে।

কোন মালিক কসম করল যে, নিজের গোলামকে বিয়ে করবে না। তারপর সে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তার গোলামকে বিয়ে করিয়ে দিল। তারপর মালিক তাতে অনুমতি দিল, তবে হানেছ হয়ে যাবে। তা ফতোয়ায়ে

www.nagorikpathagar.org

কাজীখানের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, গোপনে বিয়ে করব। তবে দুজন সাক্ষী রেখে বিবাহ করা গোপন বিয়ের মধ্যে গণ্য। আর তিনজন সাক্ষী রাখা প্রকাশ্য বিবাহরূপে গণ্য। ইহা মুহীতে সুরুখীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, এই ঘর কেরায়া বা ভাড়ায় লাগাবে না। তবে যদি এরূপ কসম করার পূর্ব হতেই ঐ ঘর ভাড়ায় লাগানো হয়ে থাকে এবং কসমের পরও তা সেভাবে থাকে এবং সাথে সাথে নিয়মিত তার ভাড়া আদায় করা হতে থাকে, তবে হানেছ হবে।

যায়েদ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন বস্তু আমরকে হেবা করল এবং কসম করল যে, আমার এ হেবা আর ফিরিয়ে নিব না। তবে যায়েদ হানেছ হবে না। তা মুহিতের মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে কোন বস্তু হেবা করব না। তারপর যদি সে তাকে কোন বস্তু হেবা করে এবং সে তা কবুল না করুক বা করুক কিন্তু কব্জা না করুক, তবে আমাদের নিকট কসমকারী হানেছ হবে। তবে হেবা না করে কসমরে ক্ষেত্রে ছদকাহ করায় আমাদের নিকট হানেছ হবে না। আর যদি কসম করে যে, ছদকাহ দিব না অথবা কর্জ দিব না, তারপর তাকে ছদকাহ দেয় অথবা কর্জ দেয় কিন্তু মাহলুফ আলাইহে উহা কবুল না করে, তবে কসমকারী নিজ কসমে হানেছ হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে আমার গোলাম হেবা করব না। তারপর অন্য কোন ব্যক্তি ঐ গোলামকে তার অনুমতি ছাড়া হেবা করল। তারপর ঐ ব্যক্তি তাতে অনুমতি দিল। তবে হানেছ হবে। যেমন অন্যকে হেবার জন্য উকীল করে দিলে হানেছ হয়ে যায়। যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে হেবা করব না। তারপর তাকে বিনিময় সাপেক্ষে হেবা করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলামকে মোকাতেব করব না। তারপর অন্য কোন ব্যক্তি তার গোলামকে তার কসম করে যে, আমার গোলামকে তার অনুমতি ছাড়া মোকাতেব করে দেয়, তারপর সে তার কিতাবাত করার অনুমতি দান করে, তবে সে হানেছ হয়ে যাবে। যেমন মোতাকের করার জন্য উকীল নিয়োগ করলে হানেছ হয়ে যায়। তা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ কসম করে যে, যাকে কোন কিছু ধার দিয়েছে, তার নিকট হতে ধারের বিনিময়ে কোন কসম ফায়েদা গ্রহণ করবে না, তবে যদি সে কসমকারী তার নিজের ঘোড়ায় নিজের পিছনে উঠিয়ে বসিয়ে নিল, তবে তাতে কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

নবম পরিচ্ছেদ

হজ্জ এবং রোযার কসমের মাসয়ালা

যদি কেউ কসম করে য, হজ্জ ও নামায আদায় করব না। তবে এ কসম ছহীহ হজ্জের উপর হবে। ফাসেদ হজ্জের উপর হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, হজ্জ করব না। তারপর সে হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে হানেছ হবে না, যখন পর্যন্ত না অকুফে আরাফা আদায় করে। ইহা ইবনে সেমা' ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ– হতে বর্ণনা করেছেন। আর বাশার (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হানেছ হবে না, যখন পর্যন্ত না তাওয়াফে যিয়ারাতের অর্ধাংশের বেশি আদায় করে। অর্থাৎ সাত চক্করের মধ্যে তিন চক্করের বেশি আদায় করে। আর যদি কসম করে যে, আমি ওমরাহ করব না। তারপর ওমরাহর এহরাম বাঁধলে হানেছ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাওয়াফের চার চক্করের বেশি আদায় করে। ইহা বাশার (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। মুনতাকার মধ্যে ইবনে সেমা' (রহঃ) বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বলল, ওয়াল্লাহে আমি হজ্জ করব না, যখন পর্যন্ত না ওমরাহ আদায় করি। তারপর সে ওমরাহ ও হজ্জের এহরাম বাঁধিল এবং উভয়ের আহকাম পুরা আদায় করল। তবে সে হানেছ হবে না। এই কারণে যে, সে

www.nagorikpathagar.org

হজ্জের পূর্বে ওমরাহ আদায় করল। অতএব কসমে তার সত্যবাদী হওয়ার শর্ত পাওয়া গেল। তা মুহীতে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল যে, যদি আমি এই বছর হজ্জ আদায় না করি, তবে তুমি আযাদ। তারপর সে ব্যক্তি বলল যে, আমি হজ্জ আদায় করেছি এবং দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে ব্যক্তি এ বছর কুফায় কোরবানী করেছে। তবে সাক্ষ্য কবুল হবে না এবং উক্ত গোলাম আযাদ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে।

আর যদি সে বলে যে, আমার উপর ওয়াজিব হল মদীনায় হুযুরে পাক (সাঃ) এর দরবারে অথবা মসজিদে আকসায় পায়দলে যাওয়া। তবে তার উপর কিছু লাযেম হবে না। আর যদি সে বলে যে, আমার উপর ওয়াজিব হল খানায়ে কা'বায় পায়দলে যাওয়া। অথচ তার নিয়ত আছে বাইতুল মুকাদ্দাস বা অন্য কোন স্থানে যাওয়া। তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি বলে যে, আমার উপর এহরাম ওয়াজিব, যদি আমি এরূপ কাজ করি। তারপর সে সেরূপ কাজ করল যাতে সে হানেছ হয়ে যায়। তবে তার উপর হজ্জ অথবা ওমরাহ ওয়াজিব হবে; এবং তার উপর আয়েম্মাগণ সকলেই একমত। যদি কেউ বলে যে, আমি এহরাম বাঁধি বা মোহরেম হব অথবা হাদী পাঠাব অথবা পায়দল বাইতুল্লাহ যাব। যদি আমি এরূপ করি, তবে তাতে তিনটি অবস্থা, যথা ঃ ইজার, ওয়াদা এবং আদমে নিয়ত। তবে যদি তার নিয়ত এরূপ হয়ে যে, এরূপ কাজ করার ছুরতে আমার উপর তা ওয়াজিব। অথবা যদি কোন নিয়ত না থাকে, তবে ঐ উভয় ছুরতে যা সে বলেছে, তর উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি তার নিয়ত শুধু ওয়াদাহ করা হয়, অর্থাৎ যদি এরূপ করি, তবে আমি ওয়াদা করতেছি যে, এহরাম বাঁধব। যেমন তখন তার উপর কিছু লাযেম হবে না। তা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি নামায পড়ব না। তারপর ফাসেদ নামায পড়ল, যেমন তাহারাত ছাড়া নামায পড়ল। তবে এস্তেহসানান হানেছ হবে না। আর যদি এরূপ নিয়ত করে যে, ফাসেদ নামাযও পড়ব না। তবে দিয়ানাতান ও কাজায়ান উভয় দিক দিয়েই তার কওলের তাছদীক করা যাবে। যদি কেউ তার কসম অতীত কালের উপর মুকাইয়্যাদ করে, যেমন যদি বলে যে, যদি আমি নামায পড়ে থাকি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে এ নামায পড়ব না। তারপর খাড়া হল, কিরাত পড়ল এবং রুকু করল। তবে এই পর্যন্ত হানেছ হবে না। আর যদি তার সাথে সিজদা করে, তারপর বাদ দেয় অর্থাৎ আর কিছু না করে, তবে হানেছ হবে। তা হেদায়াতের মধ্যে আছে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এ কথা বলেননি যে, সে হানেছ কখন হবে এবং মাশায়েখগণ এতে মতভেদ করেছেন। কেউ কেহ বলেছেন যে, রাকাতের মধ্যে সিজদাহ হতে মাথা উঠাবার সাথে সাথে হানেছ হবে। তা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি এরূপ কসম করে যে, কোন এক নামায পড়ব না। তবে দুই রাকাত পুরা না পড়া পর্যন্ত হানেছ হবে না। তা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

আর যদি কসম করে যে, আমি এক রাকাত নামায পড়ব না। তারপর দুই রাকাত পড়ে এবং তাশাহহুদ পড়ার সময় পর্যন্ত না বসে, তবে যদি সে নিজের কসম নফল নামাযের উপর মুকাইয়্যাদ করে, তবে হানেছ হলে ঐ হুকুমই হবে। আর যদি ফরজ নামায চার রাকাত হয়, তবে ঐ নামায যদি দুই রাকাতই হয়, তা হলে ঐ হুকুমই হবে। আর যদি ফরজ নামায চার রাকাত হয়, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে এবং তাই প্রকাশ্যতর। আর যদি কসম করে যে, নামায পড়ব না। তারপর খাড়া হল এবং রুকু করল এব সিজদাহ করল কিন্তু কিরাত পড়ল না। তবে কেউ কেউ বলেন যে, হানেছ হবে না এবং কেউ কেউ বলেন যে, হানেছ হবে। আর যদি কসম করে যে, জোহরের নামায পড়ব না, তবে চার রাকাতের পরে তাশাহহুদ পড়ার পূর্ব পর্যন্ত হানেছ হবে না। এভাবে যদি কসম করে যে, ফজরের নামায পড়ব না। তবে দুই রাকাতের পরে তাশাহহুদ পড়ার পূর্ব পর্যন্ত হানেছ হবে না। যদি কসম করে যে, মাগরিবের নামায পড়ব না। তবে তিন রাকাতের পরে তাশাহহুদ পড়ার পূর্ব পর্যন্ত হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি জোহারের নামাযের জামাত ইমামের সাথে পাই। তারপর সে ইমামকে তাশাহহুদের মধ্যে পেল এং তার পিছনে নিয়ত করে নামাযে দাখেল হয়ে গেল, তবে হানেছ হয়ে যাবে। আর যদি কসম করে যে, আমি জুমুআর নামায ইমামের সাথে পড়ব না। তারপর সে এক রাকাত ইমামের সাথে পেল এবং সে তা আদায় করল। তারপর ইমাম সালাম ফিরাল এবং সে নিজের দ্বিতীয় রাকাত পড়ে পুরা করল। তবে সে হানেছ হবে না। আর যদি সে ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর বলে, তারপর ঘুমিয়ে যায় বা হদছ হয়ে যায়, তারপর অজু করতে চলে যায়, তারপর ফিরে আসতে আসতে ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তারপর সে ব্যক্তি যেখান হতে নামায ছেড়েছিল, সেখান হতেই ইমামের এক্তেবায়ে বেনা করে, তবে হানেছ হবে। কারণ এই যে, ইমামের সাথে নামায আদায়ের অর্থ এ নয় যে, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নামাযের সমস্ত আরকানে তার সাথে শরীক থাকতে হবে; বরং তার অর্থ হল, ইমামের তাবে' এবং মুক্তাদী হওয়া। আর যদি সে হাকীকাতান ইমামের সাথে সব রোকনে ও আমলে শরীক থাকার নিয়ত করে, তবে দিয়ানাতান ও কাজায়ান তার কওল কবুল হবে। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, সিজদা করব না, রুকু করব না। তারপর সে নামাযের মধ্যে বা নামাযের বাইরে রুকু বা সিজদা করল, তবে হানেছ হবে। আর যদি কসম করে যে, আজকের দিন জামাতের সাথে নামায পড়ব না। তারপর সে একাকী নামায আদায় রত ব্যক্তির ইক্তেদা করল বা একজন মুসল্লির ইমাম হল, তবে হানেছ হবে যদিও তার মুক্তাদী নাবালেগ শিশু হয়। তা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, কারও ইমামতী করব না। তারপর সে একাকী নামায শুরু করল এবং নিয়ত করল যে, কারও ইমামতী করব না। তারপর কতিপয় লোক এসে তার পিছনে ইক্তেদা করল। তবে কাজায়ান হানেছ হবে। দিয়ানাতান হবে না। আর যদি সে জানাযার নামাযে বা সিজদায়ে তিলাওয়াতে মুক্তাদীদের ইমামতী করে, তবে হানেছ হবে না। কেননা তার কসম ছিল মতলক নামায, যেমন ফরজ ও নফল নামাযের ব্যাপারে, কিন্তু জানাযার নামায মতলক নামাযে শামিল নয়।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি অমুক ব্যক্তির ইমামতী করব না। তারপর সে জামাতের ইমামতীর নিয়তে নামায শুরু করে দিল। তখন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিও অন্য লোকের সাথে সাথে তার পিছনে ইক্তেদা করে নামায আদায় কর। তবে ঐ কসমকারী হানেছ হয়ে যাবে- যদিও সে ঐ ব্যক্তির নামায আদায়ের কথা না জানে। তা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুক ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ব না। তারপর সে সেই ব্যক্তির পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে হানেছ হবে। আর যদি সে নিয়ত করে থাকে যে, সোজাসুজি পিছে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে না। তবে তার এ কওল কাজায়ান কবুল হবে না।

কেউ কসম করল যে, অবশ্যই আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করব এবং দিবাভাগে স্ত্রীর সাথে সহবাসও করব এবং দিনে গোসল করব না। তারপর যদি সে ব্যক্তি এরূপ করে যে, ফজর, জোহর ও আছর জামাতের সাথে আদায় করে তারপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। তারপর দিবাভাগে গোসল না করে সূর্যাস্তের পরক্ষণে গোসল করতঃ মাগরিব ও এশার নামাযও জামাতে আদায় করে, তবে হানেছ হবে না। এজন্য যে, তার গোসল রাত্রেই হল। তা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, আমি এ মসজিদের নামাযীদের সাথে নামায পড়ব না, যতদিন পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকে ও এই মসজিদে নামায পড়ে। তারপর সেই ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে তিনদিন পর্যন্তঐ মসজিদের নামায পড়ল না অথবা সে সুস্থ ছিল, কিন্তু তিনদিন পর্যন্ত মসজিদে নামায পড়তে আসল না, তখন কসমকারী মসজিদের নামাযীদের সাথে নামায পড়ল। তবে সে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, সেই বাড়ানো যমিনে নামায পড়ল। তবে হানেছ হবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

কেউ কসম করল যে, আমি ওয়াক্তের নামায ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে পড়ব না। অথচ সে একবার নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ল। এমন কি নামাযের ওয়াক্ত ফৌত হয়ে গেল। তারপর সে তার কাজা আদায় করল। তবে ছহীহ মত এ যে, যদি সে ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে ঘুমিয়ে গিয়ে থাকে এবং নিদ্রার মধ্যেই নামাযের ওয়াক্ত চলে গিয়ে থাকে, তবে হানেছ হবে না। আর যদি ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তবে হানেছ হবে। তা অজীযে কারদারীর মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, এত রাকাত না পড়ে শুব না। তারপর বসতে বসতে ঘুমিয়ে পড়ল। তবে হানেছ হবে না। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে আছে।

যদি কেউ গোলামকে বলে যে, যদি তুমি নামায পড়, তবে তুমি আযাদ। তারপর গোলাম নামায পড়ল এবং মালিক এনকার করল। তবে সে আযাদ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। মুনতাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, কেউ কসম করল যে, ওয়াল্লাহে আমি গোসল করব না এ আওরাত দ্বারা জানাবাত হওয়ার কারণে। তারপর সে সেই স্ত্রীর সাথে জেমা করল। তারপর অন্য স্ত্রীর সাথে জেমা করল। তবে কসমে হানেছ হবে। কারণ হল, তার কসম জেমার উপর অর্পিত হবে। কারণ এ যে, গোসল সে স্ত্রীর দ্বারাও প্রযোজ্য হয়েছিল। তা ফাতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ কসম করল যে, জানাবাতের কারণে গোসল করব না। অথবা হায়েজের কারণে গোসল করব না। তারপর তার স্বামী তার সাথে জেমা করল এবং সে হায়েজা হল। তারপর সে গোসল করল, তবে এ গোসল উভয়টির কারণেই হবে এবং সেত নিজের কসমে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

কেউ কসম করল যে, আমি রোযা রাখব না। তারপর সে রোযা রাখল, তবে সে হানেছ হবে। কেউ কসম করল যে, আমি আজ বা একদিন রোযা রাখব না। তারপর সে রোযার নিয়ত করল এবং ভোরে রোযাদার অবস্থায় উঠল, তারপর সে রোযা ভেঙ্গে ফেলল। তবে হানেছ হবে না। ইহা জামে কবীরে উল্লেখ আছে। কেউ বলল যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর লাযেম হল যে, আমি সেইদিন রোযা রাখব, যেদিন অমুক ব্যক্তি সফর হতে ফিরে আসবে। তারপর সে ব্যক্তি এমন দিন আসল, যেদিন এই ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে অথবা সে ব্যক্তি যাওয়ালের পূর্বে আসল। তারপর যদি সে ব্যক্তি সেদিন রোযা রাখে, তবে তার উপর কাফফারাহ লাযেম হবে না। আর যদি সেদিন সে রোযা না রাখে, তবে কসমের কাফফারাহ লাযেম হবে। আর দি সে এমন সময়ে আসে যে, কসমকারী খানা খেয়ে ফেলেছে। তবে তার উপর আমি এতদিন পর্যন্ত রোযা রাখব, তবে যতদিন পর্যন্ত নিয়ত করবে ততদিনের হুকুম হবে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট মুদ্দতের নিয়ত না করে, তবে ছয় মাসের মুদ্দত ধরা হবে। তখন সে মাসয়ালা এরূপ হবে যে, আমি ছয়মাস পর্যন্ত রোযা রাখব। তবে যদি কসমকারী ছয়মাস পর্যন্ত রোযা রাখে, তা হলে হানেছ হবে না। আর যদি কেউ কসম করে যে, জীবনকাল পর্যন্ত রোযা রাখব। তবে কসম জীবনকাল পর্যন্তই সাব্যস্ত হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি কেউ গোলামকে বলে যে, তুমি রোযা রাখ আমার পক্ষ হতে এবং তুমি আযাদ অথবা তুমি দুই রাকাত নামায পড় আমার পক্ষ হতে এবং তুমি কসম করে যে, মাহে রমজানের রোযা কুফায় রাখব না। তবে তার কসম রমজানের সম্পূর্ণরোযা কুফায় রাখার উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন না কি সে যদি একটি রোযা কুফায় রাখে তথা হতে বের হয়ে যায় বা রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে কুফায় একটি রোযাও না রাখ, তবে সে হানেছ হবে না। যদি কেহ কসম করে যে, আমি অমুকের নিকট ইফতার করব না। তারপর সে নিজের ঘরে ইফতার করে এশার ওয়াক্তে সেই ব্যক্তির ঘরে খানা খায়, তবে হানেছ হবে না। যদি কেহ কসম করে যে, আমি রমজানের চাঁদ কুফায় দেখব না। তবে তার কসম রমজানের চাঁদ দেখার সময়ে কুফায় থাকার উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন নাকি যদি সে চাঁদ দেখার সময়ে কুফায়

www.nagorikpathagar.org

থাকে, তবে হানেছ হবে। যদিও সে নিজের চোখ দ্বারা চাঁদ না দেখে। যদি কেউ বলে যে, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি এ বৎসর কুফায় কোরবানী করি। তারপর দশই যিলহজ্ব সে কুফায় ছিল কিন্তু সে কোরবানী করল না। তা হলে যে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' কবীরের বিবরণ।

দশম পরিচ্ছেদ
পোশাক - পরিচ্ছদ এবং গহনা ইত্যাদি পরার কসমের মাসায়েল

কেউ কসম করল যে, অমুকের কোন কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরল যা সেই ব্যক্তির সূতা এবং অন্য ব্যক্তির সূতা এই দুইজনের সূতা দ্বারা বয়নকৃত। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির বয়নকৃত কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরল যা সেই ব্যক্তির এবং অন্য ব্যক্তি এ দুইজনের বয়নকৃত কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরল যা সেই ব্যক্তি এবং অন্য ব্যক্তি এ দুজনের বয়নকৃত, তবে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, কাপড় পরব না। তারপর যদি তাকে কেউ জবরদস্তি কাপড় পরিয়ে দেয়, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, জামা পরব না। তারপর যদি কসমকারী জামার নিয়মে নয় বরং চাদরের পরিধানের নিয়মে জামা দ্বারা শরীর ঢেকে নিয়, তবে হবে না। এভাবে যদি কেউ কসম করে যে, ইজার পরব না। তারপর যদি সে ইজারের নিয়মে কাছুটি মেরে ইজার পরে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, দুইটি জামা পরব না। যদি কেউ কসম করে যে, আল্লাহর কসম, আমি এই দুইটি জামা পরব না। তারপর সে তার একটি জামা পরে। তারপর আবার সেইটি খুলে ফেলে অন্য জামাটি পরিধান কর। তবে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, আমি অমুককে পোশাক পরাব না। তরপর সে তাকে আরিয়াত হিসেবে কিছু বস্ত্র দিল। অথবা তার মৃত্যুর পর তাকে কাফন দিল, তবে হানেছ হবে না।

কেউ বলল যে, অমুক ব্যক্তিকে কাপড় পরাব না। তারপর সে তাকে দিরহাম দিল এবং তা দ্বারা ঐ ব্যক্তি কাপড় কিনে পরল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, কাল পোশাক পরব না। তারপর সে কাল বর্ণের টুপী অথবা কাল বর্ণের মোজা পরল, তবে হানেছ হবে না। তা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কসম যে, কাল বর্ণের কোন কিছুই পরব না। তবে কাল বর্ণের টুপী বা কাল বর্ণের মোজা পরলে হানেছ হবে। ইহা খাযীনতুল মুফতীনে আছে। কেহ বলল যে, রুই (তুলা) পরব না। তারপর সে তুলার (সূতার) কাপড় পরল। তবে হানেছ হবে। আর যদি ঐরূপ কসম করে কেউ এরূপ কোবা পরে, যার বানাত সূতার নয়, কিন্তু ভিতরে রুই ভর্তি, তবে হানেছ হবে যদি কেউ কসম করে যে, কাতানের কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরে যা তুলা এবং কাতান উভয়ের দ্বারা তৈরি, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি এই কাপড় দ্বারা কোবা এবং সায়াবীল তৈরি না করি। তারপর সে সেই কাপড় দ্বারা শুধু কোবা বানাল। তারপর সেই কোবার সেলাই খুলে ফেলে তা দ্বারা সারাবীল সেলাই করল। তবে হানেছ হবে। তা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, এই জামা পরব না। তারপর সে ঐ জামার সেলাই খুলে ফেলে সে কাপড় দ্বারা আবার জামা বানিয়ে তা পরল। তবে হানেছ হবে। ইহা নাওয়াদেরে বর্ণিত আছে। এভাবে যদি কসম করে যে, এই নৌকায় চড়ব না। তারপর সেই নৌকার সব কক্তা খুলে তা দ্বারা অন্য নৌকা বানিয়ে তাতে চড়লে সে হানেছ হবে। ইহা নাওয়াদেরে উল্লেখ আছে; কিন্তু জামে'র মধ্যে বর্ণিত আছে যে, হানেছ হবে না। কারণ হল, উহা অবিকল ঐরূপ জামা বা ঐরূপ নৌকা হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আস্তরওয়ালা জুব্বার আস্তর খুলে ফেলে পুনরায় অন্য আস্তর

www.nagorikpathagar.org

লাগিয়ে পরল। তবে সে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, খালি যমিনের উপর বসব না। তারপর সে কাপড় পরিহিত অবস্থায় যমিনের উপর বসল। তবে হানেছ হবে; কিন্তু যদি যমিনের উপর বিছানা বা চাটাই ইত্যাদি পরিহিতা অবস্থায় যমিনের উপর বসল। তবে হানেছ হবে; কিন্তু যদি যমিনের উপর বিছানা বা চাটাই ইত্যাদি বিছিয়ে বসে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, এ বিছানা বা এই চাটাইয়ের উপর বসব না। তারপর তা বদলে ঐ একইরূপ অন্য বিছানা বা চাটাইয়ের উপর বসল। তবে তাতে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, এই বিছানার উপর শায়িত হব না। তারপর ঐ বিছানার বদলে একইরূপ অন্য বিছানার উপর শায়িত হল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

কেউ কসম করল যে, এই বিছানার উপর শায়িত হব না। তারপর ঐ বিছানার উপর অন্য চাদর বা ফরাশ বিছিয়ে তার উপর শয়ন করল। তবে হানেছ হবে; এবং ইহা সর্বসম্মত মত। কসম করল যে, এই আসন বা খাটের উপর ববস না। তারপর উহার উপর চাদর বিছিয়ে বসল। তবে হানেছ হবে। আর যদি ঐ খাট বা আসনের উপর অন্য খাট বা অন্য আসন পেতে তার উপর বসে, তবে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, গহনা বা যেওর ব্যবহার করব না। তারপর সে রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করল। তবে হানেছ হবে না। এবং তা জাহের রেওয়ায়েতে। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই হুকুম তখন হবে, যখন আংটি পুরুষের আংটির ছাচে তৈরি করবে। আর যদি স্ত্রীলোকের আংটির ছাচে তৈরি করা হয় এবং তাতে নগীনা বসানো হয়, তবে তা ব্যবহার করলে হানেছ হবে এবং ইহাই শুদ্ধতর মত এবং ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে। বাদশাহদের টুপী যেওরের মধ্যে গণ্য নয়; কিন্তু স্ত্রীলোকদের তাজ, কাঙ্গন এবং চুলের কাটা জেওরের মধ্য গণ্য। ইহা তামারতাশীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, হাতিয়ার পরব না। তারপর যদি কসমকারী তলোয়ার ঝুলিয়ে নেয়, তবে হানেছ হবে না। কিন্তু মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন, যদি ফারসী ভাষায় বলে যে, সালাহ না পোশাম (অর্থাৎ) হাতিয়ার পরব না। তবে উল্লিখিত বস্তুসমূহ এভাবে ব্যবহার করলে হানেছ হবে না। আর যদি লোহার জেরাহ পরে, তবে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মারা, প্রহার করা ইত্যাদি কসমের মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে মারব না। তবে তার মরে যাওয়ার পর তাকে মারলে কসমকারী হানেছ হবে না। তা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ কসম করল যে, গোলামকে মারব না। তারপর সে অন্যকে গোলামকে মারার জন্য হুজুম করল এবং সে গোলামকে মারল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। আর যদি কসমকারী বলে যে, আমার নিয়ত ছিল যে, নিজের হাতে গোলামকে মারব না, তবে কাজাযান তার কওল তাঝদীকরা যাবে এবং সে হানেছ হবে না। আর যদি কোন আযাদ ব্যক্তিকে না মারার উপর কসম করে, তারপর অন্য ব্যক্তিকে তাকে মারার জন্য হুকুম করে এবং সে তাকে মারে, তবে তাতে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। হাঁ, তবে যদি বাদশাহ বা কাজী হয় অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের হাতে মারে না। তারা অন্যকে না মারার কসম করলে এবং অন্যকে মারার হুকুম দিলে এবং সেই হুকুম তামীল হলে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, সে নিজের পুত্রকে মারবে না। তারপর সে অন্যকে মারতে হুকুম দিলে যদি সে তাকে মারে, তবে পিতা হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি যায়েদ কসম করে যে, নিজের গোলামকে একশত কোড়া কারবে এবং তার কোন নিয়ত নাই। তারপর হালকাভাবে একশত কোড়া তারল। তবে কসম সত্য

হয়ে যাবে। এবং মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই হুকুম ঐ সময় হবে, যখন তার প্রহারে ক্লেশ পায়। আর যদি এরূপ মারে যে, তাতে কোন ক্লেশ না পায়, তবে কসম সত্য হবে না। আর যদি দুই শাখার পঞ্চাশ কোড়া মার এবং প্রত্যেকবারের মারে দুই শাখাই তার শরীরে আঘাত করে, তবে কসম সত্য হবে। আর যদি একশত কোড়া একত্র করে একবারে তার শরীরে আঘাত করে, তবে কসম সত্য হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, নিজ স্ত্রীকে মারব না। তারপর তাকে চিমটি কাটল অথবা দন্ত দ্বারা কামড় দিল, অথবা গলা ধাক্কা দিল বা চুল ধরে আকর্ষণ করল, যাতে তার কষ্ট হল, তবে কসমকারী নিজ কসমে হানেচ হবে। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই হুকুম ঐ সময় হবে, যখন ইহা খেল তামাসাচ্ছলে না হবে। আর যদি খেল তামাসাচ্ছলে হয়, তবে হানেছ হবে না; এবং ইহাই ছহীহ মত। আর এভাবে যদি কসমকারী নিজের মাথা দ্বারা তার মাথায় আঘাত করে, এমনভাবে যে তাতে রক্ত বের হয়ে যায়। তবে যদি তা খেল তামাসাস্বরূপ হয়, তা হলে হানেছ হবে না। আর ছহীহ মত এই যে, যদি রাগের সাথে এরূপ হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি তার চুর উপড়ে ফেলে, তবে তাতে মতভেদ আছে। ছহীহ মত এই যে, যদি রাগের সাথে এরূপ করে, তবে হানেছ হবে, ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে মারি, তবে তুমি তালাক। তারপর ঐ আওরাতের দাসীকে মারল। যাতে তার শরীরেও চোট গেলে গেল। তবে মাজমাউন্নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে যে, সে হানেছ হবে না। এবং ইহাই প্রকাশ্যতর।

কেউ কসম করল যে, সে স্ত্রীকে মারবে না। তারপর সে এমনভাবে কাপড় ঝাড়ল যে, তাতে তার স্ত্রীর চোখে ব্যথা পেল। তবে ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছের মধ্যে উল্লেখ আছে যে কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কেউ স্ত্রীকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে এরূপ না মারি যে, তুমি না মৃত, না জীবিতের মত হয়ে যাও, তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এই কসম তার উপর হবে, যাকে কঠিনভাবে মারে। তারপর যদি এরূপ করে তা হলে নিজের কসমে সত্য হল। কেউ কসম করল যে, আমি আমার গোলামকে এমনভাবে কোড়া মারব যে, সে মরে যায় বা নিহত হয়ে যায়। তবে ইহাকে অতিরিক্ত মার ধরতে হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, তাকে এমনভাবে মারব যে, বেহুঁশ হয়ে যায় অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থানগুলি না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কসমকারী কসমে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখীর বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, তাকে তলোয়ার দ্বারা এভাবে আঘাত করব যে, সে মরে যায়। তবে সে নিহত না হওয়া পর্যন্ত কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে, আমি তোমাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করব; কিন্তু সে আর কোন নিয়ত করল না। তারপর সে তাকে তলোয়ারের পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করল। তবে সে কসমে সত্য হয়ে যাবে। আর যদি তার নিয়ত ধারের দিক দিয়ে আঘাত করা হয়ে থাকে, তবে সেইদিক দিয়ে আঘাত করার উপরই কসম হবে। আর যদি কোষবদ্ধ তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে এবং তলোয়ারের ধারে কোষ কেটে গিয়ে যে জখম হয়ে যায়, তবে কসমকারী কসমে সত্য হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি তোমাকে তলোয়ার দ্বারা মারব না। তারপর তাকে কোড়া বা তলোয়ার দিয়ে মারল। তারপর সে দাবী করল যে, আমি এ কোড়া ও তলোয়ার ছাড়া অন্য কোড়া ও তলোয়ারের নিয়ত করেছিলাম। তবে কাজায়ান তার কওল তাছদীক করা যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে একশত কোড়া না মারি, তবে তুমি আযাদ। তারপর

তাকে একশত কোড়া মারার পূর্বেই যদি গোলাম মরে যায়, তবে সে আযাদ অবস্থায় মরে গল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলে, যদি কেউ বলে যে, অমুককে আজ পঞ্চাশ কোড়া মার এবং তার নিয়তে এক নির্দিষ্ট কোড়া ছিল। তারপর সে সেই কোড়া ছাড়া অন্য কোড়া দিয়ে তাকে পঞ্চাশটি আঘাত করল এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তবে তার কসম সত্য হল এবং তার নিয়ত বাতিল হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোড়া মারার কসম করে, তার কাপড় পাকিয়ে তা দ্বারা আঘাত করে, তবে কসমে সে সত্য হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, এই ছুরির ফলা বা এই নেজার ফলা দ্বারা মারব। তারপর ছুরির সে ফলা বা নেজার সেই ফলা বদলায়ে দোছরা ফলার দ্বারা আঘাত করে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি তোমাকে একমাস পর্যন্ত না মারি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে যদি তাকে এক মাসের মধ্যে কখনও না মারে, তবে গোলাম আযাদ হবে। আর যদি তার মধ্যে কোন সময় তাকে মারে তবে সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' কবীরে আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, যদি আজ আমি তোমাকে না মারি তবে তুমি তালাক। তারপর সে তাকে মারতে চাইল। তখন স্ত্রী বলল যে, যদি তোমার অঙ্গ আমার অঙ্গে স্পর্শিত হয়, তেব আমার গোলাম আযাদ। তারপর স্বামী তাকে এক লাঠি দিয়ে মারল। তা হলে উভয়ের মধ্যে কেউই হানেছ হবে না। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যতবার আমি তোমাকে মারব, প্রত্যেকবার তুমি তালাক। তারপর সে তাকে নিজ হাত দ্বারা মারল এবং স্ত্রীর অঙ্গে তার অঙ্গুলিগুলি পৃথক পৃথকভাবে পতিত হল। তবে আওরাত একবারই তালাক হবে। আর যদি সে দুইহাত দ্বারা মারে, তবে দুই তালাক পড়বে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, অতঃপর আমি তোমাকে দেখামাত্র যদি তোমাকে না মারি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে গোলামকে এক মাইল দূর হতে দেখল বা ছাদের উপর এমন স্থানে দেখল, যেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে গোলামকে না মারলে কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি অমুককে দেখি, তবে তাকে মারব। দুরে দেখি বা কাছে দেখি, আর মার যখন ইচ্ছা। তবে তাকে দেখামাত্র না মারলে হানেছ হবে না। আর যদি দেখামাত্র মরার নিয়ত কর থাকে, তবে দেখামাত্র না মারলে সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমাকে দেখি, তারপর তোমাকে না মারি, তবে আমার গোলাম আযাদ। অতঃপর সে তাকে দেখল কিন্তু এমন অবস্থায় যে সে রোগাক্রান্ত থাকার কারণে তার উঠার সাধ্য নেই। তবে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুককে হাজার বার মারব। তবে ইহা তাকে পুনঃ পুনঃ বেশি পরিমাণে মারার উপর বর্তিবে। আর যদি এরূপ কসম করে যে, অমুককে হাজার বার কতল করবে। তবে ইহা তাকে কঠিনভাবে এবং সুনিশ্চিতরূপে কতল করার উপর বর্তিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। কেউ যদি কসম করে যে, অমুককে মারব বা অমুককে হত্যা করব। অথচ সে ব্যক্তি মারা গিয়েছে। তবে যদি কসমকারী তার মৃত্যুর কথা না জানে, তা হলে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না। আর যদি সে তার মৃত্যুর কথা জেনে থাকে, তবে তার কসম জারী হবে এবং ঐ সময় সে হানেছ হবে। ইহা সর্বসমর্থিত মত বেং ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল যে, যদি তুমি আমাকে মার এবং আমি তোমাকে না মারি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে কসম এই কথার উপর হবে যে, কসমকারী মাহলুফ আলাইহ আগে মারবে। আর যদি তার পরে মারবার নিয়ত করে, তবে অন্যের মারবার পরই তার মারবার উপর কসম হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ অপরকে বলে যে, আমারযে গোলামকে তুমি মার হে অমুক! সে আযাদ। তারপর সে সব

www.nagorikpathagar.org

গোলামকে মারল। তবে তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউই আযাদ হবে না। আর যদি বলে যে, আমার যে গোলাম তোমাকে মারবে হে অমুক! তবে সে আযাদ। তারপর সব গোলামেই তাকে মার। তবে সকলেই আযাদ হবে। যদি কেহ বলে যে, যাকে তুমি মারবে আমার গোলামের মধ্যে, সে আযাদ। তারপর সে ব্যক্তি সব গোলামকে মারল, তবে ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট একজন ছাড়া সকলে আযাদ হবে। ইহা জামে' কবীরে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ বলে যে, যদি কেউ এই গোলামকে মারে। তবে তার স্ত্রী তালাক অর্থাৎ যদি খোদ কসমকরী মারে, তবে তার স্ত্রী তালাক হবে। আর যদি অন্য কেউ মারে, তবুও তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

যায়েদ আমরকে মারার ইচ্ছা করল। তখন খালেদ তাকে বলল, যদি তুমি তাকে মার, তবে আমার গোলাম আযাদ। তখন সে মারা হতে বিরত রইল। তারপর সে তাকে মারল। তবে খালেদ হানেছ হবে না। আর এই কসম তখন মারার উপর অর্পিত হবে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি অমুককে হত্যা করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অথচ অমুক ব্যক্তি মরে গিয়েছে এবং কসমকারী তা জানে। তবে তার কসম জারী হবে এবং সে হানেছ হবে; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না। একব্যক্তি কসম করল যে, তোমাকে কালই মেরে ফেলব। অথচ সে ব্যক্তি আজই মরে গেল। তবে হানেছ হবে না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, যদি আমি অমুককে মারি বা তাকে স্পর্শ করি তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর কসমকারী অন্য কোন ব্যক্তির কথা নিয়ত করল, কিন্তু তার হাতের ভুলে সে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত না লাগে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথা নিয়ত করল; কিন্তু তার হাতের ভুলে সে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত না লেগে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উপর গিয়ে আঘাত করল; কিন্তু তার হাতের ভুলে সে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত না লাগে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উপরইগয়ে আঘাত পড়ল এবং সে-ই নিহত হল। অথবা ভুলবশতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে স্পর্শ না করে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকেই স্পর্শ করল। তবে সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে জুমুআর দিন হত্যা করি, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর কসমের পরে সে তাকে বৃহস্পতিবার দিন এমনভাবে আঘাত করল যে, সে জুমুআর দিন মরে গেল। তবে সে নিজ কসমে হানেছ হবে। আর যদি সে তাকে জুমুআর দিন এভাবে মারল যে, তাতে সেদিন না মরে শনিবার দিন মরে যেত, তবে সে হানেছ হত না।

যদি কেউ কসম করে, অমুককে কুফায় হত্যা করব না। তারপর তাকে কুফার শহরতলীতে মারল এবং সে কুফায় প্রাণত্যাগ করল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে মসজিদের মধ্যে তিরস্কার করি, তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর কসমকারী মসজিদের মধ্যে ছিল এবং মাহলুফ আলাইহে মসজিদের বাইরে ছিল। এমতাবস্থায় কসমকারী মাইলুক আলাইকে তিরস্কার করল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কসমকারী মসজিদের বাইরে থাকে এবং মাহলুফ আলাইহি মসজিদের মধ্যে ছিল। এমতাবস্থায় কসমকারী মাহলুফ আলাইহিকে তিরস্কার করল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কসমকারী মসজিদের বাইরে থাকে এবং মাহলুফ আলাইহি মসজিদের মধ্যে থাকে এবং দতবস্থায় কসমকারী মাহলুফ আলাইহিকে তিরস্কার করে, তবে সে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' কবীরের মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকেও বলে যে, যদি আমি তোমাকে মসজিদের মধ্যে হত্যা করি বা মসজিদের মধ্যে জখম করি বা মসজিদের মধ্যে মারি, তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি কসমকারী মসজিদের মধ্যে থেকে মসজিদের বাইরে দাঁড়ানো মাহলুফ আলাইহিকে হত্যা করে বা জখম করে বা মারে, তবে সে

www.nagorikpathagar.org

হানেছ হবে না। তবে যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কসমকারী মসজিদের বাইরে থাকে এবং মাহলুফ আলাইহি মসজিদের ভিতরে থাকে, এরূপ ঘটনা হয়, তবে কসমকারী হানেছ হবে।

যদি কেউ কাউকেও বলে যে, যদি তুমি এই মাথার জখমে মারা যাও তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর সে ব্যক্তি ঐ জখম এবং অন্য কোন কারণে মারা গেল।তবে সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে থাপ্পর মারব না। তারপর সে অন্য কাউকেও থাপ্পর মারল। কিন্তু তা তার উপরে না লেগে মাহলুফ আলাইহির উপরে লেগে গেল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। যদি কেউ কাউকেও বলে যে, যদি আমি তোমার দিকে তীর নিক্ষেপ করি মসজিদের মধ্যে, তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তবে কসমকারীর মসজিদে থাকাই মো'তাবার হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি আমি নিক্ষেপ করি মসজিদের মধ্যে, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তবে মাহলুফ আলাইহির মসজিদে থাকা মো'তাবার হবে। ইহা যখীরাহর বিবরণ। যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি কাল অমুককে বিবস্ত্র ও উপবাস অবস্থায় কয়েদ না রাখি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর কালকের দিন তাকে বিবস্ত্র এবং উপবাস অবস্থায় বন্দি করে রাখল। তারপর অন্য কোন ব্যক্তি এসে তাকে খানা খাওয়াল। তবে সে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরা এবং খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে শাস্তি প্রদান করব না। তারপর তাকে জেলখানায় রাখল। তবে হানেছ হবে না। কারণ হল, জেলখানায় রাখা লঘু শাস্তি মাত্র। সুতরাং ইহা কসমের শাস্তির মধ্যে দাখেল নয়।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে দুঃখ বা কষ্ট না দেই, তবে তুমি তিন তালাক। তারপর কসমকারী স্ত্রীর নিকট হতে কয়েক মাস গায়েব রইল এবং তাকে কোন খোরপোষ দিল না বরং সে আর একটি বিবাহ করল। তখন আওরাতকে তার নিজের লোকেরা বলল, তোমাকে তোমার স্বামী খুবই দুঃখ - কষ্ট দেয়নি কি? সে বলল, না, আমাকে সে কোন দুঃখ - কষ্ট দেইনি। তবে স্ত্রীর কথাই কবুল হবে এবং স্বামী হানেছ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যদি কেউ স্ত্রীকে বলে, যে তুমি তালাক অথবা আল্লাহর কসম আমি আজ আমার খাদেমকে মারব। তারপর সে সেদিন খাদেমকে মারল। তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হল এবং তালাক পড়বে না। আর যদি ঐদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং সে খাদেমকে না মারে, তবে কসমে হানেছ হবে। তখন তার উপর ইখতিয়ার থাকবে যে, চাই সে স্ত্রীর উপর তালাক বর্তায় বা চাই নিজের উপর কসম আবশ্যক করে নেয়।

কেউ কাউকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে কষ্ট দেই বা তিরস্কার করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে তাকে বলল যে, আল্লাহ তোমাকে বরকত না দেক। তবে তার গোলাম মুক্ত হবে না। কেননা একথা তিরস্কার করা বা কষ্ট দেওয়ার মধ্যে গণ্য নয়। আর যদি বলে যে, তুমি নও, তোমার বংশধর নয়, এবং তোমার অর্থও না। তবে কসমকারীর গোলাম স্বাধীন হবে। কেননা একথা কষ্ট দেয়া এবং তিরস্কার করা রূপে বিবেচিত। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। একব্যক্তি কসম করল যে, নিজের স্ত্রীকে কোন কথা দ্বারা কষ্ট দিবে না। তারপর সে তাকে বলল, আল্লাহ জানে তুমি কি করেছ। তবে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেহ কসম করল যে, অমুক ব্যক্তির অপবাদ করবে না। তারপর সে তাকে বলল যে, হে ছিনালের বেটা! তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে; এবং ফতোয়ার জন্য এ মতই উত্তম। কেননা আমাদের দেশে এই যমানায় ঐ কথাকে অপবাদের মধ্যে বিবেচিত করা হয়। যদি কেউ কসম করে যে, কাউকেও তিরস্কার করবে না বা কাউকেও অপবাদ দিবে না। তারপর সে কোন ব্যক্তিকে তিরস্কার করল বা কাউকেও অপবাদ দিল। তবে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।
যদি যায়েদ কসম করে যে, আমি আমর হতে উত্তম। অথচ যায়েদ চোর অথবা শরাবখোর এবং আমর মানুষের কাছে পরহেজগার এবং আলেম হিসেবে পরিচিত। তবে কাজায়ান কসমকারী হানেছ হবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

এক ব্যক্তির ঘোড়া সারাইখানা হতে নিখোঁজ হয়ে গেল। তারপর সে বলল, যদি আমার এ ঘোড়া কেউ নিয়ে যায়, তবে আল্লাহর কসম, আমি এখানে থাকব না। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলছেন যে, কসমকারী হতে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার নিয়ত কি? তারপর যদি সে সরাইখানা অথবা হুজরা অথবা শহরে না থাকার উপর কসমের নিয়ত করে থাকে, তবে তার কসম তার নিয়তের উপর হবে। আর যদি সে কোন নিয়ত না করে, তবে তার ঐ সরাইখানায় না থাকার উপর কসম হবে।

এক মহিলার একটি পুত্র আছে। সে কোন বেগানা লোকের সঙ্গে থাকে। ঐ মহিলার স্বামী তাকে বলল, যদি তোমার পুত্র অমুক এসে আমাদের সাথে না থাকে, তবে যদি তুমি আমার ঘর হতে সামান্য মালও তাকে দাও, তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলার পুত্র এসে তাদের কাছে এক বছর থাকল। পরে গায়েব হয়ে গেল। তারপর মহিলা বলল, আমি আমার পুত্রকে তোমার মাল হতে আবার কিছু দিয়েছি এবং তুমি তোমার কসমে হানেছ হয়ে গিয়েছ। তার পর যদি স্বামী তার কথা মিথ্যা বলে, তবে স্বামীর কথা কবুল হবে। আর যদি স্বামী তার কথার তাছদীক করে, তবে যদি মহিলা তার পুত্রের তাদের কাছে এসে থাকার পূর্বে পুত্রকে কিছু দিয়ে থাকে অর্থাৎ স্বামীর কসমের পরে, তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যায়েদ কসম করল যে, আমরের মাল চুরি করব না। তারপর যায়েদ রাতে আমরের ঘরে ঢুকে জবরদস্তি তার মাল নিয়ে গেল। তবে যায়েদ হানেছ হবে। আর যদি কসম করে যে, আমরের মাল জোর করে নিব না বা চুরি করে নিব না। তারপর যায়েদ পথের মধ্যে আমরের মাল রাহাজানি করে নেয়। তবে গছবের কসমে সে হানেছ হবে কিন্তু চুরির কসমে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
পাওনা দাওনা আদায়ের ব্যাপারে কসমের মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে যে, আমি অমুকের নিকট হতে আমার পাওনা আদায় করে নিব। অথবা আমি অমুকের নিকট হতে আমার হক কব্জা করব। তারপর সে তা নিজে নিয়ে নিল বা তার উকীলে নিয়ে নিল, তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হল। যদি তালেব কসম করে যে, আমি অবশ্যই মাল আদায় করে নিব; এব কোন সময় নির্দিষ্ট করল না। তারপর সে মাতলুবকে নিজের হক হতে মুক্ত করে দিল অথবা নিজের মাল তাকে হেবা করে দিল। তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়, তবে তারপর সেই সময়ের পূর্বে মাতলুবকে মাল হতে মুক্ত করে দিলে কসম ছাকেত হয়ে যাবে। এবং কসমকারী হানেছ হবে না। যদি যায়েদ কসম করে যে, আমি যা আমরের নিকট পাব, তা কবজা করব না। তারপর যায়েদ খালেদকে, যে খালেদের কাছে কোন কিছুর পাওনাদার নয়, তাতে আমরের উপর হাওলা করে দেয় এবং সে আমার হতে যায়েদের পাওনা আদায় করি নেয়, তবে যায়েদ হানেছ হয়ে যাবে। যদি কেউ কসম করে যে, নিজ করজদার হতে দূরে যাব না, তার নিকট হতে আমার পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত। তারপর করজদার তার নিকট হতে ভেগে গেল। অথচ কসমকারী তার নিকট হতে দূরে যায়নি। তবে সে হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম কর যে, আমি করজদারের নিকট হতে করজ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দুরে যাব না। তারপর তারা পরস্পর উপরে নীচে বসল এবং পাওনাদার করজদার তাকে নজরে রাখল যে সে নাগালের বাইরে যেতে না পারে। আর যদি তাদের মাঝখানে কোন সোতরাহ অথবা মসজিদের কোন স্তম্ভ আড়ালকারী হয়, তবে তাতে তাকে জুদা হয়েছে বলা যায় না। আর এভাবে যদি উভয়ের মধ্যে একজন মসজিদের ভিতরে থাকে এবং অন্যজন

www.nagorikpathagar.org

বাইরে থাকে এবং মসজিদের দরজা খোলা থাকে, যাতে পাওনাদার করজাদারকে দেখতে পারে, তা হলেও তাকে জুদা হয়েছে বলা যাবে না; কিন্তু যদি একজন মসজিদের ভিতরে থাকে এবং অন্যজন বাইরে এবং পরস্পরের মধ্যে মসজিদের দেয়াল আড়াল হয় যে, একে অপরকে দেখা যায় না, তবে ইহা জুদায়ী বলা যায়। আর যদি মসজিদের দরজা বন্ধ থাকে এবং দরজার চাবি কসমকারীর হাতে থাকে এবং সে মসজিদের বাইরে দরজার কাছে বসা থাকে, তা হলেও জুদায়ী বলা যাবে। ইহা মুনতাকায় বর্ণিত আছে। আর যদি তালেব ঘুমিয়ে পড়ে অথবা অন্য কোনরূপে মাতলুব হতে বেখেয়াল হয়ে যায় অথবা কেউ তাকে কথায় মশগুল রাখে, এই অবসরে মাতলুব ভেগে যায়, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর যদি ঘুমিয়ে না পড়ে, কোনরূপ বেখেয়ালও না হয়; কিন্তু মাতলুব হাটতে থাকে এবং তালেব তার সঙ্গে না যায় এবং বারণ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বারণ না করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি কাছে থাকতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে মাতলু ভেগে যায়, তবে তালেব নিজের কসমে হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, পাওনাদারের পাওনা মাসের প্রথমাংশে আদায় করে দিবে। তারপর মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে আদায় করে দেয়, তবে সে কসমে হানেছ হবে না। আর যদি কেউ কসম করে যে মাসের শুরুতে আদায় করে দিবে। তবে যেদিন মাসের প্রথম চাঁদ দেখা যাবে, সেদিন সারারাত এবং তারপর সারাদিনের মধ্যে আদায় করে দিলে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, তার হক জোহরের নামাযের ওয়াক্তে আদায় করে দিবে। তবে ইহা আদায়ের জন্য জোহরের নামাযের পূরা ওয়াক্তই ধরা হবে। যদি কেউ কসম করে যে, তার হক মাসের শুরুতে আদায় করে দিব। তারপর সে তা ঐ সময়ের পূর্বেই দিয়ে দিল অথবা পাওনাদার তাকে মুক্তি করে দিল অথবা পাওনাদার মরে গেল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কসম ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি মাতলুব মরে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে হানেছ হবে না। করজদার কসম করল যে, তোমার করজ আদায় না করে এ শহর হতে যাব না। তারপর সে তা আদায় না করে করজদার চলে গেল। তবে সে হানেছ হবে; কিন্তু যদি ইহা হতে কম পরিমাণও দিয়ে যায়, তবে হানেছ হবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীতে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, আল্লাহর কসম আমি যা তোমার নিকট পাই, আজ তা কব্জা করব না। তারপর কসমকারী মতলুবের দাসীকে ঐ মালের উপর ঐদিন বিয়ে করল এবং তার সাথে দুখুল করল। তবে সে হানেছ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ তার একশত দিরহামওয়ালা করজাদারকে বলে যে, আল্লাহর কসম, যদি আমি আজ তোমার নিকট হতে অংশিক পাওনা নিয়ে নিই, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম আদায় করল এবং বাকি পাওনা নিল না, এমন কি সূর্য অস্তমিত হল তবে হানেছ হবে না। যেমন সে তার নিকট হতে পূরা একশত দিরহাম আদায় করল হানেছ হত না। তবে যদি দিনের প্রথম ভাগে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম নিত এবং শেষভাগে বাকি পঞ্চাশ দিরহাম নিতে তবে হানেছ হত।

যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম মুক্ত, যদি তোমার নিকট হতে আজ আমার একশত দিরহামের কোন দিরহাম নিই। তারপর সে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম নিয়ে নিল। তবে নিবার সময়েই সে হানেছ হবে। যদি সেদিন সে কিছু না নিত, তবে হানেছ হত না। আর যদি কেউ কসম করার বয়ান না করে, অর্থাৎ কসমকে মতলক রাখে, এভাবে যে, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি তোমার নিকট হতে একশত দিরহাম করজের আংশিক পরিমাণ নিই। তারপর সে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম আদায় করে নেয়, তবে তা নিবার সাথে সাথে সে হানেছ হবে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমার নিট হতে করজের একশত দিরহাম হতে কিছু কিছু করে নিই। তারপর

করজদার তার জন্য পঞ্চাশ দিরহাম ওজন করে তাকে দেয়। তারপর সেই মজলিসেই তার জন্য বাকি পঞ্চাশ দেরহামও ওজন করে তাকে দেয়। তবে এস্তেহসানান হানেছ হবে না, যদি সে প্রথম পঞ্চাশ দিরহাম দিবার পর দ্বিতীয় পঞ্চাশ দিরহাম ওজনের কাজ ব্যাপৃত থাকে। আর যদি সে সেকাজে মগ্ন না হয়ে মাঝে অন্য কাজে মশুল হয়, তবে সে হানেছ হবে এবং ইহাই এস্তেহসানান আমাদের আলিমত্রয়ের অভিমত।

যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকট যা পাওনা আছি, তা তোমার নিকট হতে একবারে ছাড়া নিব না। তারপর করজদার তার জন্য এক এক দিরহাম করে ওজন করল এবং প্রত্যেক দিরহাম ওজন করে তা তাকে দিতে থাকল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। তবে যদি করজদার ঐ মজলিসে দিরহাম ওজনের কাজ বন্ধ রেখে অন্য কাজে মশগুল হয়, তবে কসমকারী নিজ কসমে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা শরহে জামে' কবীরে উল্লেখ আছে। যদি কেউ বলে যে, তোমার নিকট যে মাল আমার পাওনা আছে, তা হতে কিছু কিছু আদায় করলে তা মিসকীনদের উপর ছদকাহস্বরূপ। তারপর সে তার করজদারের নিকট পাওনা দশ দিরহাম হতে নয় দিরহাম আদায় করে তা কাউকেও হেবা করে দিল। বাকি এক দিরহাম সে কব্জা করল, তবে ঐ দিরহাম ছদকাহ করে দেয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। কেহ বলল, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ কব্জা না করি, তবে তা মিসকীনদের ছদকাহ। তারপর সে ঐ দিরহামের বদলে করজদারের নিকট হতে সে অন্য কোন মাল কব্জা কর। তবে কসমকারী তার কসমে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ আদায়ের নিয়মানুযায়ী আদায় না করি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে ঐ দিরহামের বদলে অন্য কোন মাল বা দীনার কব্জা করে নেয়, তবে নিজের কসমে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে।

কেউ বলল, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা মাল ওজন করে না নিই, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর সে তার কোন মাল নিজের কথার খেলাফ করে ওজন না করে নিয়ে নিল। অথচ সে মাল ওজন করা যায়, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হল। অর্থাৎ সে কসমে সত্যবাদী হল না। যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ আদায়ের নিয়মে আদায় না করি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর মতলুব তালেব হতে এক দেরহাম কর্জ নিল এবং তা করজ দ্বারা আদায় করল। তারপর দ্বিতীয়বার তার নিকট হতে কর্জ নিল এবংতা আদায় করে দিল। এভাবে বরাবর একই দিরহাম করে কর্জ নিয়ে তা আদায করতে থাকল। এমনি করে তার সমস্ত দেরহাম ঐ এক দেরহাম কর্জ করে আদায় করায় সম্পূর্ণ দেরহাম আদায় হয়ে গেল। তবে তলেব হানেছ হবে। আর যদি কেহ কসম করে যে, যাদেয়ের নিকট আমার যে মাল পাওনা আছে তা ওজন করে নিব। তারপর যায়েদ তাকেঐ মাল ওজন ব্যতীত দিয়ে দিল; এবং কসমকারী তা এভাবে নিয়ে নিল। তবে কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি পাওনাদারের উকীল মাল ওজন করে নেয়, তবে পাওনাদার কসমে হানেছ হবে না অর্থাৎ সে তার কসমে সত্যবাদী হবে।

যদি করজদার কসম করে যে, আমার নিকট তার যে পাওনা মাল আছে, তা আমি তাকে ওজন করে দিব।তারপর করজদারের উকীল ঐ মাল ওজন করে দিয়ে দিল, তবে করজদার নিজের কসমে সত্যবাদী থাকল। এভাবে যদি তালেব এবং মতলুব উভয় কসম করে, অর্থাৎ তালেব কসম করে যে, আমি মাল ওজন করে নিব; এবং মালুব কসম করে যে, আমি মাল ওজন করে দিব। তারপর উকীল তাদের উভয়ের কসম অনুযায়ী মাল ওজন করল, তারপর তা লেনদেন হল। তবে তালেব এবং মাতরুব উভয়ে তাদের কসমে সত্যবাদী হল। কেননা কারও পক্ষ হতে নিযুক্ত

www.nagorikpathagar.org

উকীলের কাজ আর নিজের কাজ একই কথা। এভাবে প্রত্যেক যদি কসম করার পূর্বে উকীল নিয়োগ করে এবং প্রত্যেকের উকীল আপন আপন মুয়াক্কিলের কসম অনুযায়ী কাজ করে, তবে তাতে তালেব মাতলুব উভয়ের কসম পূরণ হয়ে যায়।

যদি পাওনাদার কাউকেও উকীল করে দেয় যে, যায়েদের নিকট হতে আমার কার্জের মাল গ্রহণ কর। তারপর সে কসম করল যে, ইহা গ্রহণ করব না। অতঃপর কসমের পরে উকীল ঐ মাল গ্রহণ করল, তবে তালেবের নিজের কসমে হানেছ হওয়াই সংগত; অথচ কাউকেও উকীল করা একটি স্থায়ী এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অতএব কসমের পরে যদিও গ্রহণ করার জন্য উকীল করা হয়েছে, তবুও উকীলের কাজ নিজের কাজেরই অনুরূপ সুতরাং যদিও উকীল সে মাল গ্রহণ করেছে তবুও সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্য উল্লেখ আছে। করজদার নিজের পাওনাদারকে বলল যে, আল্লাহর কসম, তোমার পাওনা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আদায় করে দিব কিন্তু সে তা আদায় করল না, এমনকি বৃহস্পতিবার দিনের সকাল হয়ে গেল, তবে করজদার নিজের কসমে হানেছ হবে। কেননা সে বৃহস্পতিবারকে সীমা নির্ধারণ করেছিল এবং সীমা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখেল নয়। তবে যখন বল াহয় যে, আল্লাহর কসম, তোমার করজ বৃহস্পতিবার দিন পর্যন্ত আদায় করে দিব। তবে যখন পর্যন্ত বৃহস্পতিবার দিবা ভাগে সূর্য অস্তমিত না হয়; তখন পর্যন্ত করজদার হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

আর যদি পাওনাদার কসম করে যে, নিজের করজদার হতে তার কর্জ গ্রহণ করবে না। তারপর পাওনাদার ঐ করজদার হতে ঐদিনই কোন বস্তু ঐ কর্জের বিনিময়ে কিনে এবং ঐদিনই খরিদকৃত মাল গ্রহণ করে, তবে সে হানেছ হবে। আর যদি খরিদকৃত মাল তৎপরবর্তী দিন গ্রহণ করে, তবে হানেছ হবে না। আর যদি কসমের পরে ঐদিন করজদার হতে কোন বস্তু বায়ে' ফাসেদের পন্থায় কিনে এবং তার উপর ঐদিনই গ্রহণ করে নেয়, তবে যদি তার মূল্য করজতুল্য অথবা তার চইতে বেশি হয়, তা হলে হানেছ হবে, নুতবা হবে না।

আর যদি ঐদিন করজদারের কোন বস্তু নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং যদি নষ্টকৃত বস্তু অনুরূপ সাপেক্ষ হয়, অর্থাৎ তার মুল্য তার অনুরূপ বস্তুর দ্বারা দেয়া হয়, মুদ্রা দ্বারা দেয়া না হয়। তবে সে হানেছ হবে না। আর যদি ঐ বস্তু অনুরূপ সাপেক্ষ না হয়ে বরং মূল্যসাপেক্ষে হয়, তবে যদি এর মুল্য করজতুল্য অথবা তার চাইতে বেশি হয়, তবে হানেছ হবে; কিন্তু শর্ত এই যে, প্রথম গছব করে তারপর যদি তা নষ্ট করা হয়। আর যদি গছব করা ছাড়া নষ্ট করা হয়, যেমন বস্তুটিকে জ্বালিয়ে দেয়া হল, তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

করজদার নিজ পাওনাদারকে বলল যে, আমি তোমার মাল আগামী কাল যদি আদায় না করি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর পাওনাদার নিখোজ হয়ে গেল, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, তার কর্জ কাজীর নিকট দিয়ে দিবে। দিয়ে দিলে হানেছ হবে না এবং কর্জ হতেও মুক্ত হয়ে যাবে। আর তাই উত্তম অভিমত। আর যদি তা অন্য স্থানে হয়, যেখানে কাজী অনুপস্থিত আছে; কিন্তু সে কর্জের মাল কবুল করেনি, তবে যদি ঐ মাল তার সামনে এমনভাবে রেখে দেয়া হয় যে, তা গ্রহণ করা উচিত, তা হলে যদি পাওনাদারের হাত ঐ মাল পর্যন্ত পৌছতে পারে, তবে হানেছ হবে না এবং করজদার কর্জ হতেও মুক্ত হবে। আর যদি গাছেব এভাবে মাগছুর মাল ফিরিয়ে দেওয়ার কসম করে এবং যার মাল গছব করেছে, সে তা গ্রহণ করতে কবুল না করে; কিন্তু গাছেব ফিরিয়ে দেয়, তবে সে কসমে হানেছ হবে না; এবং সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইহা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ আছে। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ইবনে সেমা' বলেছেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি নিজ করজদারকে বলল, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকট হতে দূরে যাব না, যখন পর্যন্ত না তুমি আমার মাল দিয়ে দাও, আজকের দিন।

www.nagorikpathagar.org

আর তার নিয়ত এ যে, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না, আমার পাওনা না দেয়া পর্যন্ত। তারপর সেই দিন চলে গেল এবং সে তার সঙ্গ ছাড়ল না এবং করজদার কর্জও আদায় করল না। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। আর যদি ঐদিন চলে যাওয়ার পর সে করজদারের সঙ্গ ত্যাগ করে তবে সে হানেছ হবে। এভাবে যদি পাওনাদার করজদারকে বলে যে, আমি তোমার বাদশাহর নিকট পৌছানো ছাড়া, আজকের দিন। অথবা বাদশাহ তোমাকে আমার নিকট হতে না ছাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত। তারপর সেদিন চলে গেল এবং পাওনাদার করজদারের সঙ্গে ছাড়ল না এবং বাদশাহর নিকট নিয়ে গেল না এবং বাদশাহ তাকে কসমকারীর নিকট হতে ছাড়িয়ে দিল না। তা হলেও হুমুক এ হবে যে, তার পর পাওনাদার যখনই করজদারের সঙ্গ ত্যাগ করবে, তখনই সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি সঙ্গ ত্যাগ না করে, তবে হানেছ হবে না।

যদি যায়েদ কসম করে যে, আমরের নিকট আমার পাওনা চাইব না। তারপর সে আমরের হাত ধরল; কিন্তু তার নিকট পাওনা চাইল না। তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি পাওনাদার কসম করে যে, যদি আমি তোমার নিকট হতে কাল আমার পাওনা মাল আদায় না করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। পক্ষান্তরে করজদারও কসম করর যে, কালকের দিন আমি তাকে মাল দিব না। তারপর পাওনাদার জবরদস্তি মাল নিয়ে নিল। তবে কেউ কসমে হানেছ হবে না। আর যদি পাওনাদারের পক্ষে মাল আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে করজদারকে কাজীর নিকট নিয়ে যাবে। এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। কেউ নিজ করজদারের নিকট হতে কসম করাল যে, সে তার হক অমুক দিন অবশ্য আদায় করে দিব এবং তার হাতে হাত দিবে আর তার অনুমতি ছাড়া কোথাও চলে যাবে না। তারপর নির্দিষ্ট তারিখে কসমকারী এসে পাওনাদারের সব পাওনা আদায় করিয়ে দিল। কিন্তু হাতে হাত দিল না এবং তার অনুমতি ছাড়া চলে গেল। তবে কসমকারী করজদার কসমে হানেছ হবে না।

কেউ কসম করল যে, আমি আমার মাল তোমার নিকট রাখব না এবং সে তাকে কাজী নিকট নিয়ে গেল। তারপর কাজী করজদারকে বন্দি করল এবং তার নিক কসম করিয়ে নিল। তবে কসমকারী নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। আর এভাবে যদি তাকে কাজীর নিকট নিয়ে না যায় এবং রাত আসা পর্যন্ত তার স্থান ত্যাগ করে, তা হলেও সে কসমে সত্যবাদী হবে। এর সুরুখসীর মধ্যে আছে যদি করজদার কসম করে যে, অমুক দিন তার করজ আদায় করে দিব। তারপর সে ঐদিন আসার পুর্বেই তা আদায় করিয়ে দিল অথবা পাওনাদার তা তাকে হেবা করে দিল। অথবা এমনিই দায়মুক্ত করে দিল। তারপর সে সেদিন আসল। অথচ তার উপর করজের দায় নেইনি। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এরবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট সে কসমে সত্যবাদী হল। আর যদি সেদিন আসার পূর্বে পাওনাদার মরে যায় এবং করজদার পাওনাদারের অছী বা ওয়ারিছের নিকট কর্জ আদায় করে দেয়, তা হলেও করজদার কসমে সত্যবাদী হবে। আর আদায় না করলে সে হানেছ হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে, যদি কেউ তার স্ত্রীর নিকট কসম করে যে, যদি আমি প্রত্যেক দিন তোমাকে এক দিরহাম না দেই, তবে তুমি তালাক। তবে সে কোনদিন সূর্যাস্ত যাওয়ার সময়ে দেয় এবং কোন দিন এশার ওয়াক্তে দেয়; কিন্তু দিরহাম না দেওয়া অবস্থায় কোন রাতই যায় না। কবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

যায়েদ কসম করল যে, আমরের নিকট তার পাওনা মালের ব্যাপারে আমরকে ইখতিয়ার দিবে না। তারপর সে একমাস পর্যন্ত আমরের নিকট মাল চাইল না। তবে তাতে সে কসমে হানেছ হবে না। কেননা সে আমরকে ইখতিয়ার দেয়নি। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরায় বর্ণিত আছে। ফতোয়ায়ে নছফীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, পাওনাদার নিজ করজদারের নিকট হতে কসম নিল যে, সে তার নিকট হতে গা ঢাকা দিবে না; কিন্তু এজন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা

হল না। তারপর যখন পাওনাদার করজদারকে তলব করল এবং করজদারের কাছে সে সংবাদ পৌছল; কিন্তু সে বাহির হল না। তবে করজদার কসমে হানেছ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে গোপনে বাজারে যায়, তবে তাতে হানছ হবে না। আর যদি পাওনাদার তাকে তলব করে; কিন্তু করজদারের নিকট সে সংবাদ না পৌছে আর সে কারণে সে বের না হয়, তবে সে হানেছ হবে না। আর যদি পাওনাদার দুই ব্যক্তি হয় এবং তারা উভয়ে করজদারের নিকট হতে ঐভাবে কসম করিয়ে নে, তারপর করজদার তাদের একজনের কর্জ আদায় করে দেয়, তবে তার উপর একজনেরসাথে কসমের হুকুম বাকি থাকবে। ইহা খোলাছার বিবরণ।

করজদার নিজ পাওনাদারের নিকট কসম করল যে, যদি আমি ঈদের দিন তোমার পাওনা আদায় না করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর ঈদের দিন আসল; কিন্তু স্থানীয় শহরের কাজী তার নিকট মৌজুদ দলীল প্রমানের ভিত্তিতে ঐ দিনকে সাব্যস্ত করল না এবং ঈদের নামায পড়ল না; কিন্তু অন্য শহরের কাজী ঐ দিনকেই ঈদের দিন বলে হুকুম দির। তবে ইহা অন্য শহরওয়ালাদের জন্যও আবশ্যক হবে; যদি দুই শহরের দূরত্ব খুব বেশি না হয়। যেমন নাকি রমজানের রোযা রাখার হুকুম আছে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেহ এরূপ কসম করে যে, উহাকে প্রত্যেক মাসে এক দিরহাম করে দিব; কিন্তু সে কোনরূপ নিয়ত করেহি। আর সে কোন মাসের প্রথম দিকে কসম করেছে, তবে তাকে সেই মাসেও দিরহাম দিতে হবে। আর এভাবে যদি মাসের শেষভাগে কসম করে, তা হলেও ঐ হুকুম হবে। ইহা সবসুত্তের বিবরণ।

কসমের অন্যান্য মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম স্বাধীন, যদি আমি মালিক হই, তবে একশত দিরহামের নয়। অথচ সে একশত হতে কম দিরহামের মালিক ছিল। তবে সে কসমে হানেছ হবে না। এভাবে যদি সে কেবল একশত দিরহামেরই মালিক হয়, তা হলেও হানেছ হবে না এবং তার গোলাম মুক্ত হবে না। আর যদি সে একশত হতে বেশি দিরহামের মালিক হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি তার মিলকিয়াতে একশত দিরহাম না থাকে কিন্তু তার মিলকিয়াতে দীনার থাকে, যা একশত দিরহাম অপেক্ষা বেশি, তবে কসমকারী হানেছ হবে। এভাবে যদি তার নিকট ব্যবসায়ের গোলাম থাকে, অথবা তিজারতের মাল বা এমন সংখ্যায় পশু থাকে যাতে যাকাত ওয়াজিব হয়, তবে হানেছ হবে - চাই পুরা নেছাব হোক বা না হোক।

আর যদি তার মিলকিয়াতে খেদমতের গোলাম থাকে বা এরূপ মাল থাকে, যার যাকাত দিতে হয় এই শ্রেণীর নয় বা এমন মাল থাকে যা ব্যবসায়ের মাল নয়, তা হলেও হানেছ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি মরে গেল এবং সে ওয়ারিছ রেখে গেল। ঐ মাইয়্যেতের এক ব্যক্তির উপর কর্জ পাওনা আছে। তারপর উক্ত ওয়ারিছ ঐ করজদারের নিকট আসল এবং তার সাথে বিবাদ শুরু করল। তখন করজদার কসম করল যে, ঐ ব্যক্তির আমার নিকট কোন কিছু পাওনা নাই। তবে যদি করজদার ঐ ব্যক্তির মৃত্যু খবর না জানত, তবে সম্ভবতঃ করজদার হানেছ হত না। আর যদি সে তা জেনে থাকে, তবে সে হানেছ হবে, এবং তাই উত্তম মত। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে।

আছল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কসম করে যে, আমার কোন মাল নাই। অথচ তার কোন ধনী বা গরীব ব্যক্তির নিকট ধারের মাল পাওনা আছে। তবে সে হানেছ হবে না। এভাবে যদি কারও মাল গছব করে নিয়ে তা নষ্ট করিয়ে ফেলে এবং যে তা নষ্ট করে ফেলেছে, সে তা স্বীকার করে অথবা সে াল মৌজুদ আছে; কিন্তু গছবকারী

www.nagorikpathagar.org

অস্বীকার করে, তা হলেও কসমকারী হানেছ হবে না। আর যদি গছবকৃত মাল অবিকল মৌজুদ থাকে এবং গাছের স্বীকাও করে যে, আমি অমুকের মাল গছব করে এনেছি। তবে তাতে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন। যদি কেউ কসম করে যে, যায়েদ যে হকের দাবী করে তাতে তার সাথে আপস করব না। তারপর সে কাউকেও উকীল করল। উকীল যায়েদের সাথে ঐ ব্যাপারে আপস করে ফেলল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, এরূপ কাজ করব না। তবে সে কাজ সর্বদার জন্য তরক করবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, নিশ্চয় এরূপ করব। তবে একবার করলেই তার কসম পূরা হয়ে যাবে-চাই ইহা সে জবরদস্তিতে করুক বা খুশীর সাথে করুক। চাই ভুলে করুক না স্মরণ অবস্থায় করুক। চাই ইহা নিজের জন্য করুক বা অন্যের পক্ষ হতে উকীল হিসেবে করুক। আর যদি সে তা না করে, তবে তাকে হানেছ হওয়ার হুকুম দেয়া যাবে না।-যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ হতে ঐ কাজ করার সম্ভাবনা থাকে। আর তার ছুরত এই যে, সে ঐ কাজ করা ছাড়া মরে গেলে, তার উপর ওয়াজিব হবে যে, সে আর কাফফারা আদায় করার অছিয়ত করে। অথবা আর এক ছুরত এই যে, ঐ কাজ করার পাত্র বা ক্ষেত্র ফওত হয়ে গেলে, যেমন কসম করল যে, যায়েদকে মারব অথবা ঐ ধরনের রুটি কেউ খেয়ে ফেলল। তবে হানেছ হবে। আর ইহা ঐ সময়ে, যখন কসম মতলক হবে। আর যদি মোকাইয়্যাদ হয়, যেমন ঐ রুটি আজ খাব, তবে সময় অতিক্রান্ত হবার আগে কাজের ক্ষেত্র ফওত হয়ে গেলে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কসম ছাকেত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) তাতে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

একব্যক্তি কসম করল যে, হারাম করব না। তারপর সে ফাসেদ বিয়ে করলে হানেছ হবে না। এভাবে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে করলেও হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, কিছু অছিয়ত করব না। তারপর মরজুল মওতের মধ্যে সে হেবা করল। তবে হানেছ হবে না। আর এভাবে যদি নিজের মরজে মওতের মধ্যে নিজের পিতাকে কিনল যে, সে তার তরফ হতে স্বাধীন হয়ে যাবে। তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। যদি কেউ কসম করে যে, আজ তাকে একশত দিরহাম হেবা করবে। তারপর তাকে এমন একশত দিরহাম হেবা করল যে, যা হেবাকারীর অন্য কারও নিকট করজ স্বরূপ আছে। আর হেবাকারী তাকে তা উসুল করবার উকীল বানিয়ে দিল। তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। আর হেবাকারী মাওহুব লাহুর তা কব্জা করার আগে মরে গেলে মাওহুব লাহু তা কব্জা করতে পারবে না। কারণ এই যে তা তখন হেবাকারীর ওয়ারিছদের মীরাছ হয়ে যাবে। তা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

কেউ কসম করল যে, যায়েদ যে কাজের হুকুম করবে এবং যে কাজ নিষেধ করবে, তাতে তার অনুবর্তী হব। তারপর এর পরে যায়েদ তাকে তার স্ত্রীর সাথে জেমা করতে মানা করল; কিন্তু সে স্ত্রীর সাথে জেমা করল। তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, তার খেদমত করব না; কিন্তু যদি সে তাকে তার বদলাস্বরূপ জামা দান করে, তবে হানেছ হবে না। আর যদি বদলা ছাড়া হয়, তবে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, আমার উপরও ঐরূপ। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে যে, তার সমস্ত মাল প্রথম ব্যক্তির মাল অপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক বা সমান হোক, সবই ছদকাহ করে দেয়। তবে যদি তার নিয়ত এই যে, প্রথম ব্যক্তির মালের সমান ছদকাহ। তবে কসম ঐ পরিমাণের উপর হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই লোককে চিনি না অথচ সে তাকে চেহারার মাধ্যমে চিনে, কিন্তু নাম দ্বারা চিনে না অর্থাৎ নাম জানা নাই, তবে তাতে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, এই কাজ করব না, যতদিন পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি এ শহরে থাকে। তারপর সে ব্যক্তি শহর হতে চলে গেল, তখন সে সেই কাজ করল। তারপর সে

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি আবার ঐ শহরে ফিরে আসল এবং কসমকারী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেই কাজ করল, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কেহ কসম করে যে, জুমুআর দিন কোন কাজ করব না এবং সেই ব্যক্তি কাছে কাপড় ছিল যে সেই কাপড় দ্বারা সে জামা বানাবে। অতএব সে সেই কাপড় নিয়ে দর্জির কাছে গেল এবং দর্জিকে বলল যে, এর দ্বারা জামা বানিয়ে দাও। তবে এতে সে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে।

মাজমাউন নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে যে, যায়েদ আমরের নিকট কোন বস্তু হেবা পাঠাল। তখন আমর বলল যে, যদি আমি তোমাকে হাদিয়ার বদলে আমার এই কোবাটি তোমাকে না দেই, তবে আর গোলাম মুক্ত। তারপর কিছু দিন চলে গেল, আমর যায়েদকে দশটি দিরহাম দিয়ে যায়েদের সাথে আপস করে নিল। তবে এতে আমর হানেছ হয়ে গেল; কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত কোবাটি থাকবে এবং আমর জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সে হানেছ হবে না। যেমন নাকি আমর যদি যে কোন সময় কোবাটি যায়েদকে দিয়ে দেয়, তবে আমার তার কসমে সত্যবাদী হয়ে যাবে। ইহা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ কসম করে যে, এই কলম দ্বারা লিখব না। তারপর কলমটি ভেঙ্গে ফেলে। পুনরায় কলমটি সেরে নিয়ে তা দ্বারা লিখতে শুরু করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না।

এভাবে যদি কেউ কসম করে যে, এই কাচি দ্বারা কিছু কাটবে না। তারপর সে চাকুটি ভেঙ্গে ফেলে পুনরায় তা বানিয়ে নিয়ে তা দ্বারা কাটার কার্য শুরু করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা হাদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ কসম করল যে, অমুক মহিলার চেহারা দেখব না। তারপর নেকাবের সাথে তার চেহারার দিকে নজর করল তবে সে কসমে হানেছ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চেহারার অর্ধেকের বেশি খোলা থাকে। ইহা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন। কেউ কসম করল যে, অমুকের চেহারা দেখব না। তারপর তার চেহারা মিহিন পর্দা অথবা চশমার নিচ হতে দেখল। তবে এতে সে নিজের কসমে হানেছ হবে; কিন্তু সে যদি আয়নার উপর নজর করে তার চেহারা দেখে, তবে সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে দেখি এবং তাকে না মারি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে তাকে প্রায় এক মাইল অথবা তারও বেশি দূর হতে দেখল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এতে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। কেননা, এরূপ দেখা তার নিয়ত অনুযায়ী দেখা নয়। একব্যক্তি অন্যকে বলল যে, যদি আমার তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং আমি তোমাকে সালাম না করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তবে তার উচিত তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তাকে সালাম করে। আর যদি এরূপ না করে, তবে সে কসমে হানেছ হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি বলে যে, যদি আমি তোমার ঘোড়া তোমার নিকট হতে ধার চাই আর তুমি তা না দাও, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তবে সেই ছুরতেও তার উচিত যে সে ঘোড়া দিতে এনকার না করে। কেননা যদি এনকার করে, তবে কসমকারী হানেছ হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

মুনতাকায় বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের দিকে ফিরে তাকাব না। তারপর সে তার হাত অথবা পা অথবা মাতার দিকে তাকাল, তবে ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলে যে, যদি হাত এবং পা-এর দিকে তাকায়, তবে তাতে তার দিকে তাকান হবে না এবং তার তাকানো দ্বারা অর্থ হল তার মুখ, চেহারা অথবা মাথার দিকে তাকানো। আর যদি শুধু তার মাথার উপরের দিকে তাকায় এবং তাতে তাকে নাও চিনতে পারে, তবুও তার দিকে তাকানো অর্থাৎ তাকে দেখা ছাবেদ হয়ে যায়। আর যদি তাকে মাথা হতে পা পর্যন্ত কাফনের মত কোন কাপড় দ্বারা লেপ্টানো

www.nagorikpathagar.org

অবস্থায় দেখে এবং তার মাথা ও শরীরের পার্থক্য পৃথক পৃথকভাবে কিছুটা প্রকাশ পায় এবং কাপড় ও এরূপ পাতলা যে, তার মস্ত ছুরত প্রকাশ পায়, তা হলে এর উপর দিয়ে দেখা প্রকৃত দেখারই অনুরূপ হবে আর যদি ঐ কাপড়ের ভিতর হতে তার চেহারা বা ছুরতের কোন কিছুই প্রকাশ না পায়, তবে তার উপর দিয়ে দেখা প্রকৃত দেখা নয়। যদি কেউ কারও পিঠ দেখে, তবে তাকেই দেখা হয়। যদি ছিনা এবং পেট দেখে তাকেও দেখা হয়। আর যদি তার ছিনা এবং পেটের বেশির ভাগ অংশ দেখে তাতেও তাকে দেখা হয়। আর যদি কম অংশ দেখা হয়, তবে তাকে দেখা হয় না। অর্থাৎ ছিনা বা পেটের অর্ধাংশের কম দেখলে তাকে দেখা হবে না।

কেউ কোন মহিলা সম্পর্কে কসম করল যে, আমি তাকে দেখব না। তারপর উক্ত মহিলাকে নেকাব পরিহিত বসা অবস্থায় অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে। তবে তাতে তাকে দেখা হয়ে যায়। হাঁ, তবে যদি তার নিয়ত এরূপ থাকে যে, তার চেহারা দেখবি না। তবে দিয়ানাতান তার কওল তাছদীক করা যাবে। কিন্তু কাজায়ান তাছদীক হবে না। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি অমুককে দেখি, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর তাকে মৃত অথবা কাফন পরিহিত অবস্থায় দেখে অথচ তার মুখ ঢাকা থাকে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলে যে, কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে। কেননা, দেখা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায়ই সমান। যেহেতু জীবিত দেখলেও বলা হয় যে, তাকে দেখেছে এবং মৃতকে দেখলেও বলা হয় যে, তাকে দেখেছে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যায়েদ আমরকে বলল যে, যদি আমি খালেদকে দেখি আর তা তোমাকে না জানাই; তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর খালেদকে সে আমরের সাথে দেখল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট যায়েদ হানেছ হবে না এবং তার গোলামও মুক্ত হবে না। আর যদি যায়েদ বলে যে, যদি আমি খালেদকে দেখি এবং তাকে তোমার নিকট না নিয়ে আসি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর যদি সে উক্তরূপ খালেদকে আমরের সাথে দেখে, তবে সে কসমে হানেছ হবে না; এবং তার গোলামও আযাদ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। হেশাম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেহ বলে, আল্লাহর কসম অমুকের মৃত্যুতে এবং জিন্দেগীতে কখনই আমি তার নিকট উপস্থিত হব না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, জীবনে উপস্থিত না হওয়ার অর্থ এই হবে যে, সে তার বিপদে বা খুশীতে কোন অবস্থায় তার নিকট যাবে না এবং মৃত্যুতে না যাওয়ার অর্থ এই হবে যে, তার জানাযা ও কাফন-দাফনে শরীক হবে না। ইহা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় তার নিকট গমনাগমন করলে কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে না। যদি যায়েদ বলে যে, সে বেগানা মহিলার সাথে খেলওয়াতে করা হারাম কাজ নয় বরং মাকরূহ। ইহা জহিরিয়হর বিবরণ।

ফাওয়ায়েদে শামসুল ইসলাম কিতাবে বর্ণিত আছে, একব্যক্তি নিজের কাপড় ধোপার নিকট দিল। তারপর ধোপা তা অস্বীকার করল। তখন সে ব্যক্তি কসম করল যে, যদি আমি আমার কাপড় তোমাকে না দিয়ে থাকি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। অথচ সে ব্যক্তি নিজের কাপড় তার পুত্রের কাছে অথবা কোন শাগরিদের কাছে দিয়েছিল। তবে যদি তার পুত্র অথবা শাগরিদ তার কোন গৃহবাসী হয়, তবে সে ব্যক্তি নিজের কসমে হানেছ হবে না। হাঁ, তবে যদি তার কথার নিয়ত এরূপ থাকে যে, সে নিজেই ধোপার কাছে দিয়েছে, তবে সে কসমে হানেছ হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। একব্যক্তি আরবী ভাষায় কসম করল যে, আমি অমুককে এই পুলের উপর দিয়ে যেতে দিব নাই। তারপর সে তাকে সত্যই পুলের উপর দিয়ে যেতে মানা করল। তবে সে কসমে হানেছ হবে না। যদি সে মানা না করত তা হলে সে নিজের কসমে হানেছ হয়ে যেত। একব্যক্তি নিজ পুত্রকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে বলি যে, যদি তুমি অমুকের সাথে কাজ কর, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি পুত্র বালেগ হয় এবং তাকে বারণ করতে পিতা

অসমর্থ হয়, তখন সে তাকে তার সাধ্যানুযায়ী পুত্রকে শুদু মুখে বারণ করে, তবে তাতেই সে নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। আর যদি পুত্র ছোট হয়, তবে কসমে সত্যবাদী হওয়ার জন্য শর্ত হল এই যে, তখন কথা ও কাজ উভয়ের দ্বারাই পুত্রকে বারণ করতে হবে।

একব্যক্তি নিজের শ্বশুরের কব্জাকৃত যমীনের দাবী করল এবং কসম করল যে, যদি আমি এই যমিনের দাবী ছেড়ে দেই এবং ইহা আমার শ্বশুরের নিকট হতে আদায় না করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি প্রত্যেক মাসে সে একবার ইহা নিয়ে দরবার করে এবং যে কোন মাসে এই দরবার পুরাপুরি বর্জন না করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। যদি কেহ কসম কর যে, আল্লাহর কসম আমি তাকে এই মহল্লা হতে চলে যেতে দিব না; কিন্তু সে ব্যক্তি মহল্লা হতে চলে গেল এবং কসমকারী সে ঘটনা জানতে পারল না, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর যদি কসমকারী ব্যক্তিকে চলে যেতে দেখে এবং সে তা দেখেও তাকে যেতে বারণ না করে, তা হলে সে নিজের কসমে হানেচ হবে। আর যদি সে ঐ ব্যক্তিকে বাদা দিতে যায়; কিন্তু তাকে ধরে রাখতে সমর্থ না হয়, এমনকি সে মহল্লা হতে বের হয়ে যায়, তবে কসমকরী নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, ইহা যদি সমস্তই গম হয়, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর দেখা গেল যে, ইহা গম এবং যব। তবে সে কসমে হানেছ হবে না এবং ইহা ছাহেবানের অভিমত। আর যদি কেউ বলে যে, ইহা সমস্তই গম ছাড়া অন্য বস্তু। আর যদি দেখা যায় যে, তা সত্য নয়। তবে কসমকারী কসমে হানেছ হবে। আর যদি তা সমস্তই গম হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, উভয় অবস্থায়ই হানেছ হবে না। ইহা ইজাহর বিবরণ। মুনতাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে যদি কেউ বলে, যদি আমি আমার সফরকে দীর্ঘ না করি, তবে অমুক দাসী স্বাধীন। তবে যদি তার নিয়ত তিনদিন অথবা তার বেশি দিনের হয়, তবে তার কসম তার নিয়ত অনুরূপ হবে। আর যদি কোন নিয়ত না করে, তবে এ কসম অন্ততঃ এক মাসের সফরের উপরে হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

শায়েখ আবু নছর দাবুসীর নিকট প্রশ্ন করা হল যে, যদি কেউ কসম করে, কিন্তু ইহা ভুলে যায় যে, সে রোযা রাখার কথা বলেছিল, না কী স্ত্রী তালাক দিবার কথা বলেছিল। তিনি বললেন যে, তার কসম তালাকের উপর হবে- যদি তার কোনক্রমেই কসমের বিষয় স্মরণ না হয়। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার খেদমতে রত কোন খাদেম সম্পর্কে কসম করে যে, আমি তার খেদমত চাই না। তবে উক্ত খাদেম যদি তার দাস হয়, তা হলে কতিপয় ছুরত হবে। এক ছুরত এই যে, যেমন সে বলল তুমি আমার খেদমত কর, তবে সে হানেছ হবে। দ্বিতীয় ছুরত এই যে, কসমের পরে তার নির্দেশ ছাড়া খাদেম খেদমত করল; এবং কসমকারী তাকে খেদমত করতে দিল, বারণ করল না তবে এই ছুরতেও সে হানেছ হবে। তৃতীয় ছুরত এই যে খাদেম তার হুকুম ছাড়া খেদমত করল এবং ইহার পূর্ব হতেই সে হুকুম ছাড়া খেদমত করে আসছিল, তবে এই ছুরতেরও কসমকারী হানেছ হবে। চতুর্থ ছুরত এই যে, কসমের পরে খাদেম মালিকের হুকুম ছাড়া খেদমত করল এবং কসমের পূর্বে সে তার মোটেও খেদমত করত না, তবে এই ছুরতেও সে হানেছ হবে।

কেউ যদি কসম করে যে, যায়েদের খাদেম আমার খেদমত করবে না। তারপর কসমকারী এবং যায়েদ উভয়ে একসাথে এক দস্তরখানে খেতে বসল এবং উক্ত খাদেম তাদের খানা পিনা সরবরাহ করল। এতে কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হয়ে যাবে। উল্লেখ থাকে যে, গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মকে খেদমতে বলা হয়; এবং বাইরের

www.nagorikpathagar.org

কাজ-কর্ম যথা বেচা-কিনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজকে তেজারত বলা হয় এবং তা খেদমতের মধ্যে শামিল নয়। আরও উল্লেখ থাকে যে, খাদেম শব্দটি গোলাম এবং দাসী উভয়ের উর প্রযোজ্য হয়। সে বড় বড় হউক বা ছোট হোক। খেদমত করবার উপযুক্ত হলেই হল। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। তবে আমাদের প্রচলন অনুসারে গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্রে সাথে জরুরীহাট-বাজার করাও খেদমতের মধ্যে শামিল। একব্যক্তি কসম করল যে, আমি অমুকের কৃষক হব না। যথা সে সে সয় ঐ ব্যক্তির কৃষকের কাজে রত অথবা যদি বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির জোতদার হব না অথচ সে সময় ঐ ব্যক্তির যমিন তার নিকট আছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি নিজের কসমে হানেছ হয়ে যাবে। কেননা, কৃষক হওয়া এবং জোতদার হওয়া তার মধ্যে কসম করার কালেই পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কসম করল যে, আমি এই ঘরে থাকব না। তারপর সে সেই ঘর হতে বের হতে চাইল; কিন্তু চাবি খুঁজে পেল না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে চাবির তালাসে রত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর চাবির তালাস বন্ধ করে সে চুপ করে বসে থাকলে নিজের কসমে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

শায়েখ সামছুদ্দিন (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কেউ নিজের হাতিয়াসমূহের দ্বারা কাজ না করার কসম করে অর্থাৎ যদি কেউ এরূপ বলে যে, যদি আমি এই হাতিয়ার স্পর্শ করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে সেই হাতিয়ার ধরল। কিন্তু তার দ্বারা কাজ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধু এমনিই ধরল। এতে সে হানেছ হবে, কি হবে না? শায়েখ নাজমুদ্দীন জবাবে বললেন, না, হানেছ হবে না, ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি ফারসী ভাষায় কসম করল যে, 'আগার মান কাসত কুনাম দবিদাহ যনে মান কালেকাসত' অর্থাৎ যদি আমি এই গ্রামে কৃষি কাজ করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি সে সেই গ্রামে খরবুজা অথবা কার্পাস চাষ করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হয়ে যাবে। আর যদি সে অন্য কারও ফসলের যমিনে পানি দেয় অথবা নিড়ানো কোপানোর কাছ করে বা ফসল কাটে তা হলে হানেছ হবে না। আর যদি নিজের যমিন অন্য কাকে বর্গাচাষ করতে দেয় বা কারও দ্বারা মজুরীর উপরে নিজের যমিন চাষ করায় এবং সে সেভাবে চাষ করে, তবে তাতেও কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে না; কিন্তু শর্ত এই যে, যদি কসমকারী সদা-সর্বদা নিজে যমিন চাষ করে থাকে। আর যদি সে নিজে কখনও এই কাজ না করে আর এমন অবস্থায় সে ঐরূপ কসম করে, তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি তার নিজের গোলাম বা মজদুর তার জন্য কৃষি কাজ করে এবং যদি সে পূর্ব হতেই তাদের দ্বারা এরূপ করিয়ে থাকে, তবে সে নিজের কসমে হানছ হবে। অবশ্য যদি সে এরূপ নিয়ত করে থাকে যে, নিজের হাতে সে কৃষি কাজ করবে না। তার হলে উক্তরূপ অবস্থাও সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ এরূপ কসম করে যে, যদি আমার এই কৃষি কাজ নিজের কোন কাজে আসে তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে নিজের ফসল বিক্রয় করে দেয় অথবা কাউকেও কর্জস্বরূপ দেয় বা কাউকেও হেবা করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি কেউ সেই ফসল নষ্ট করে দেয় এবং সে তার নিকট হতে তার মুল্য আদায় করে নিজের খোর-আপোষের কাজে লাগায়, তবে সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, আমি স্বর্ণ বা রৌপ্য স্পর্শ করবা ন। তারপর সে কোন রেমাহরকৃত স্বর্ণ বা রৌপ্য যেমন মুদ্রা প্রভৃতি স্পর্শ করল। তবে তাতে সে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে আছে।

কেউ কসম করল যে, আমি কাষ্ঠ স্পর্শ করব না; কিন্তু সে বৃক্ষের তাজা শাখা-প্রশাখা স্পর্শ করল । তবে এতে সে হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, চুল ধরব না; কিন্তু সে চুলের মধ্যে হতে উকুন ধরে আনল, এতে সে কসমে

www.nagorikpathagar.org

হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, পম স্পর্শ করব না; কিন্তু সে পশমের কম্বল স্পর্শ করল। এতেও কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা খায়ীনাতুল মুফতীনের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, খালি যমিনের উপর চলব না। তারপর সে পায়ে জুতা অথবা মোজা ব্যবহার করে যমিনের উপর হাঁটল। তবে কসমে সে হানেছ হবে। আর যদি যমিনের উপর চাটাই বা বিছানা পেতে তার উপর হাঁটে, তবে সে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে।

যদি কেউ না'ল সম্পর্কে কসম করে যে, এই না'ল পরব না। তারপর তার তাসমা' কেটে ফেলে অন্য তাসমা' লাগিয়ে পরে, তবে সে কসমে হানেছ হবে। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের মাথার দিকে ইশারা করে বলে যে, যদি কেউ এই মাথা স্পর্শ করে, তবে আমার দাসী স্বাধীন। তারপর যদি সে নিজে স্পর্শ করে, তবে হানেছ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি কেউ কসম করে যে, আজ আমি চুলস্পর্শ করব না। তারপর সে নিজে নিজের মাথা স্পর্শ করে, তবে সে হানেছ হবে না; কিন্তু যদি অন্যের মাথা স্পর্শ করে, তবে হানেছ হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, তাকে শোফা' সোপর্দ করব না অর্থাৎ দিব না। তারপর সে চুপ থাকলে এবং ইহা নিয়ে কোন দরকার করল না। তবে শোফা বাতিল হয়ে যাবে এবং সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর যদি শোফা' দিবার জন্য কাউকেও উকীল করে, তবে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে; যদি কোন তাঁতি কসম করে যে, যদি এক বৎসরের মধ্যে কারও জন্য কাপড় বয়ন করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি সে ঐ সময়ের মধ্যে কাউকেও কাপড় তৈরি করে দিবার জন্য তার নিকট হতে সূতা গ্রহণ করে। তারপর এক বছর পরে সে তাকে কাপড় বয়ন করে দেয়, তবে সে হানছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি এই বাড়ীতে কোন ইমারত তৈরি করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি সে তার এবং তার প্রতিবেশীর বাড়ীর মধ্যকার ভগ্ন দেয়াল তৈরি বা মেরামত করে এবং সে এই নিয়ত করে যে, প্রতিবেশীর ঘর তৈরি করছি, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে আছে। শয়খুল ইসলামকে (রহঃ) জিজ্ঞাসা করা হল, যদি আমি কালকের দিন অমুকের ঘর নষ্ট করে না দেয়, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। অতঃপর সে কসমকারী বন্দি হয়ে গেল এবং এভাবে ইসলাম (রহঃ) বলেন যে, এই মাসয়ালায় মাশায়েখদের মতভেদ আছে। তবে ফতোয়ার জন্য উত্তম এই যে, সেই ব্যক্তির কসমের জন্য হানেছ হয়ে যাবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে।

একাদশ অধ্যায়

হুদুদের মাসয়ালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হদ-এর তাফসীর এবং এর রোকন, শর্ত এবং হুকুমের মাসায়েল

শরীয়তে হদ এমন একটি নির্দিষ্ট সাজা, যা মহান আল্লাহর হকের জন্য হয়ে থাকে। তবে কেছাছকে হদ বলা যাবে না। কেননা, তা মহান আল্লাহর হক নয় বরং বান্দার হকের ব্যাপার আর তাযীরকেও হদ বলা যাবে না। কেননা, ইহা নির্দিষ্ট নয়। ইহা হেদায়াহর বিবরণ।

হদের রোকন হল এই যে, ইমামুল মুসলিমীন তা কায়েম করবে অথবা নায়েবে ইমাম কায়েম করবে।

www.nagorikpathagar.org

হদের শর্ত

আর হদের শর্ত এই যে, যার উপরে হদ কায়েম করা হবে, তার সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন এবং শারীরিক সুস্থতাসম্পন্ন হওয়া চাই এবং অবস্থা এমন হতে হবে যে, তার দ্বারা মানুষ শিক্ষা লাভ করে এবং মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। অতএব, পাগল, নেশাগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত এবং জীর্ণ-শীর্ণ ও শারীরিক কৃশতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর হদ কায়েম করা যায় না- যখন পর্যন্ত না সে সুস্থ ও আরোগ্য হয়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

হদের হুকুম

হদের হুকুম এই যে, যা দ্বারা আল্লাহর বান্দাগণ গুরুতর ক্ষত ও লোকসানের শিকার হয় তা হতে বেঁচে থাকবে এবং দারুল ইসলাম ফেতনা-ফাসাদ হতে নিরাপদ থাকবে। তারপর গুণাহ হতে পবিত্র হয়ে যাওয়ার কথা, আসলে ইহা হদের হুকুম নয়। কেননা, গুণাহ হতে পবিত্র হওয়া তাওবাহর দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। হদ কায়েম করার দ্বারা গুণাহ হতে পবিত্র হয় না। এই কারণেই কাফিরদের উপর হদ কায়েম করা হয় অথচ তারা গুণাহ হতে পাক হয় না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জিনার মাসায়েল

জিনা একে বলা হয় যে, পুরুষ তার কাম বাসনা এমন মহিলার সম্মুখ দ্বারে পূর্ণ করে যে, ছহীহ বা ফাসেদ উভয় রকম বিবাহজনিত অধিকার এবং উভয় রকমের শক-শোবাহ হতে বিমুক্ত থাকে, অথবা মহিলার নিজের প্রতি পুরুষকে এই কাজের জন্য সুযোগ দান করে। ইহা নেহায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। পাগল, নাবালেগ এবং অজ্ঞানের প্রতি জিনার হুকুম হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। এভাবে যদি পুরুষ নিজের পুত্র অথবা মোকাতেবের দাসী অথবা নিজের গোলামের দাসীর সাথে অথবা যুদ্ধের গনীমতের দাসীর সাথে দারুল ইসলামে আসার পর মুজাহিদগণ অতী করে, তবে জিনা হবে না। কেননা, ইহা এক প্রকার অধিকৃত শর্তস্বরূপ। এভাবে যদি এমন মহিলার সাথে অতি করা হয়, যাকে সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করা হয়েছে অর্থাৎ দাসী নিজ মালিকের অনুমতি নেয়নি অথবা পুরুষ এমন দাসীর সাথে অতী করে, যাকে ঐ পুরুষ তার আযাদ স্ত্রীর উপর বিয়ে করেছে। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রের অতী জিনার মধ্যে গণ্য হবে।কেননা, এই অবস্থাসমূহ প্রায় বিয়েরই অনুরূপ। এভাবে যদি পুত্র নিজের পিতার দাসীর সাথে এই খেয়ালে অতী করে যে, ইহা আমার জন্য হালাল, তবে ইহাও জিনা হবে না। ইহা নেহায়ার বিবরণ।

জিনার রোকন

জিনার রোকন হল, নারী পুরুষ পরস্পরের যৌনাঙ্গ পরস্পরের যৌনাঙ্গের সাথে মিলানো এবং পুরুষের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো।

জিনা প্রকাশ্যত ঃ হাকীমের নিকট এভাবে ছাবেত হবে যে চাজিন সাক্ষী সে জিনা করেছে বলে সাক্ষ্য দিবে। অতী করেছে বা জেমা করেছে বললে হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যখন চারজন সাক্ষী কারও উপর একই মজলিসে জিনার সাক্ষ্য দিবে, তখন কাজী তাদের কাজে জিজ্ঞাসা করবে যে জিনা কি বস্তু ও কোথায় জিনা করেছে? তারপর যদি তারা এরূপ বয়ান করে, যা প্রকৃতই জিনা। আর যদি তারা বলে যে, সে এভাবে প্রবেশ করেছে, যেভাবে সুরমাদানিতে কাঠি প্রবেশ করায়। তারপর কাজী জিজ্ঞাসা করবে যে, জিনার অবস্থা কিরূপ? তারপর যখন তারা জিনার অবস্থা বয়ান করবে, তখন তাদের কাছে সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করবে। তারপর যখন তারা সময়ের কথা এরূপ বলবে যে, তাতে সময় খুব বেশি বুঝা যায় না। তারপর কাজী যে মহিলার সাথে জিনা করেছে, তাকে নিষ্ঠার কথা

www.nagorikpathagar.org

পরিজ্ঞাত। তারপর মাশহুদ আলাইহি (যাহ উপর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে) তার নিকট এহছানের (শরয়ী বিয়ের মাধ্যমে যাওজিয়াত হাছিল হওয়া) বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। অর্থাৎ সে বিবাহিত কিনা জানতে চাবে। তারপর যদি সে বলে যে, আমি মোহছেন। অথবা যদি বলে যে, আমি মোহছেন নই; কিন্তু সাক্ষীগণ যদি তাকে মোহছেন বলে সাক্ষ্য দেয়, তবে হাকীম তার নিকট মোহছেনের পরিচয় জিজ্ঞাস করবে। তখন সে যদি যথাযথভাবে বয়ান করে, তবে তার উপর রজম করা অর্থাৎ ছঙ্গেছার করা ওয়াজিব হবে। আর যদি মাশহুদ আলাইহি বলে যে, আমি মোহছেন নই এবং সাক্ষীগণও তাকে মোহছেন বলে সাক্ষ্য না দেয়, তবে তাকে দোররাহ মারা যাবে। আর যদি সাক্ষীগণের সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে ওয়াকিফ না থাকে, তবে তা কাজীর নিকট প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কাজী মাশহুদ আলাইহিকে বন্দি রাখবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির উপর জিনার সাক্ষ্য দেয়, তারপর তাদের কাছে জিনার অবস্থা ও পরিচয় সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করা হয়, তাতে তারা বলে যে, আমরা যা বলেছি তোমার নিকট এর চাইতে বেশি কিছু বলব না। তবে তাদের সাক্ষ্য কবুল হবে না; কিন্তু তাদের উপর হদও ওয়াজিব হবে না। কেননা তারা সাক্ষীর জন্য যে সংখ্যার প্রয়োজন, সে সংখ্যা তাদের রয়েছে। এভাবে সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ হওয়া তাদের প্রতি হদ ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক। যেমন নাকি যদি চার মহিলা মাশহুদ আলাইহির উপর সাক্ষ্য দিলে তাদের উপর হদে কজফ (জিনার অপবাদ প্রদান জনিত হদ) মারা যায় না। আর এভাবে যদি কোন কোন সাক্ষী অবস্থা এবং পরিচয় বয়ান করলে এবং কেউ কেউ বয়ান না করলে মবুদে মাশহুদ আলাইহির উপর হদ কায়েম করা যাবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কজফ লাযেম হবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

জিনার প্রমাণ পুরুষের স্বীকৃতি দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি সে কাজী ছাড়া অন্য কোন লোকের সামনে জিনার কথা স্বীকার করে, যার হদ কায়েম করার ইখতিয়ার নাই। তবে সে স্বীকারের কোন মূল্য হবে না-যদিও সে চারবার স্বীকার করে। অতএব তার এরূপ স্বীকারের উপর সাক্ষ্য কবুল হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আর স্বীকৃতি অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং বাহ্যতঃ সে মিথ্যাবাদী বলে প্রচারিত না হতে হবে। গোঙ্গা ব্যক্তিকে স্বীকৃতির উপর হদ মারা যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। যদি পুরুষ স্বীকার করে যে, আমি গোঙ্গি মহিলার সাথে জিনা করেছি অথবা মহিলা স্বীকার করে যে, আমি গোঙ্গা পুরুষের সাথে জিনা করেছি, তবে উভয়ের মধ্যে কারও উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ইহা জরুরী যে, উভয়ের মধ্যে কেউই অন্যের উপর মিথ্যারোপ না করে। যেমন যদি পুরুষ জিনার একরার করে এবং যে মহিলার সাথে সে জিনা করেছে বলে, সে মহিলা তা অস্বীকার করে, অথবা মহিলা একরার করে এবং পুরুষ অস্বীকার করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) নিকট উভয়ের মধ্যে কারও উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের মধ্যে আছে। একরার হুঁশ অবস্থায় হওয়া অত্যাবশ্যক। এমনকি যদি কেউ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় একরার করে, তবে তাকে হদ মারা যাবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। আর এক্ষেত্রে জবরদস্তি স্বীকৃতির গুরুত্ব নষ্টকারী এবং মহিলার ব্যাপারে সন্দেহ উৎপাদনকারী। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। একরারের ছুরত এরূপ যে, একরারকারী আকেল বালেগ, নিজের উপরে নিজে চারবার চার মজলিসে জিনা করার কথা একরার করবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে।

কারও কারও মতে কাজীর মজলিসসমূহই একরারের যোগ্য। তবে প্রথম মতই শুদ্ধতর। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে; এবং ইহাই ছহীহ। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। জিনার একরারকারীর জন্য বিভিন্ন মজলিস হওয়া

www.nagorikpathagar.org

আমাদের নিকট শর্ত; সুতরাং যদি সে এক মজলিসে চারবার একরার করে, তবে তা মাত্র একবার একরারের তুল্য। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারার মধ্যে আছ। যদি সে প্রতিদিন একবার বা প্রতি মাসে একবার করে একরার করে এবং এভাবে মোট চারবার একরার পাওয়া যায়, তবে তাকে হদের সাজা দেয়া যাবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। বিভিন্ন মজলিসে একরারের ছুরত এই হবে যে, সে যখন একরার করবে কাজী তা রদ করবে এবং সে চলে যাবে, এমনকি কাজীর নজর হতে দূরে যাবে। তারপর আবার এসে একরার করবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। কাজী বা ইমামুল মুসলিমীনের উচিত, একরারকারীকে একরার করার জন্য ধমকি দিবে এবং নিজের বিরক্তি প্রকাশ করবে; এবং তাকে দূরে এক পাশে সরিয়ে দিতে বলবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

অতঃপর যখন তার চারবার একরার হয়ে যাবে, তখন তার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করা যাবে। যদি দেখা যায় যে, সে সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন এবং তার অবস্থা এরূপ যে, তার একরার সিদ্ধ। তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে জিনা কি বস্তু এবং কিভাবে হয় আর তুমি কারও সাথে জিনা করেছ এবং কোথায় করেছ? কেননা এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। তারপর জিজ্ঞাসা করবে যে, কবে জিনা করেছে? কেউ কেউ বলেছেন যে, কবে জিনা করেছে তা জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা সময়ের দীর্ঘতা সাক্ষ্যের জন্য প্রতিবন্ধক; কিন্তু একরারের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তবে শুদ্ধতর মত হল, সময়ের কথাও জিজ্ঞাসা করবে। কারণ এরূপও হতে পারে যে, সে নাবালেগ থাকা অবস্থায় জিনা করেছে তারপর যখন তা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং প্রকাশ পায় যে, সে জিনা করেছে।

তারপর জিজ্ঞাসা করবে যে, সে কি মোহছেন? যদি বলে যে, মোহছেন, তবে জিজ্ঞাসা করবে যে, এহছান কাকে বলে? তারপর যদি সে তাও যথাযথভাবে বলে দেয়, যে তার রজমের হুকুম দিবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি একরারকারী বলে যে, আমি মোহছেন নই এবং সাক্ষীগণ বলে যে, মোহছেন। তবে ইমাম তাকে রজম করবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। একরার করার কালে তাকে তালকীন করা মনদুব। অর্থাৎ একরারকারীকে কাজী বলবে যে, হয়ত তুমি সে মহিলাকে চুম্বন করেছিলে, অথবা হয়ত তাকে স্পর্শ করেছিলে। অথবা হয়ত কোন সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তার সাথে অতী করেছিলে। আছল কিভাবে আছে যে, বলবে, হয়ত তুমি তাকে বিয়ে করে নিয়েছিলে অথবা সন্দেহ স্থলে তার সাথে অতী করেছিলে। মোটকথা, এই উদ্দেশ্যে তালকীন করবে, যাতে কোনক্রমে সে হদ হতে বেঁচে যেতে না পারে। ইহা বাহরুর রায়েকে আছে।

আর যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির উপরে জিনার সাক্ষ্য দেয়, তারপর সে একরার করে নেয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট তাকে হদ মারা যাবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হদ মারা যাবে না। এবং ইহাই শুদ্ধতর মত। ইহা কাফীর মধ্যে আছে; এবং ইহা ঐ সময় হবে, যখন সে কাজার পরে একবার করে। আর যদি পূর্বে একরার করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। চারজন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর জিনার সাক্ষ্য দিল। তারপর সে ব্যক্তি তাদের সাক্ষ্যের পরে একরার করল, পুনরায় এনকার করল এবং সে চারবার করে নাই, তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। আর যদি কোন ব্যক্তির উপর চারজন সাক্ষী জিনার সাক্ষ্য দেয়, আর তা ছাবেতের জন্য তার উপর হুকুম করা হয়, তারপর সে চারবার একরার করে, তবে তার উপর হদ কায়েম করা যাবে। ইহা হাদীসে কুদসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি সে তা ফিরিয়ে নেয়, তবে ফিরিয়ে নিলে শুদ্ধ হবে। ইহা ইমাম তাহাবী ইখতিয়ার করেছেন। ইহা গিয়াসিয়াহর মধ্যে আছে। আর যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের পর সে জিনার একরার করে, তবে এই সাক্ষ্যের মধ্যে শর্তের অভাবজনিত কারণ থাকলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির একরারের কারণে উপরে হদ্দে কজফের সাজা প্রয়োগ করা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি একরারকারী হদ কায়েম করার আগে বা হদ কায়েম হতে থাকার মাঝে নিজ একরার হতে ফিরে যায়, তবে তবে তার ফিরে যাওয়া কবুল করা যাবে এবং তার পথ ছেড়ে দেয়া যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর এই একরার ফিরিয়ে নিয়ে চাই পুরুষের পক্ষ হতে বা স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে হোক একই কথা। উভয়ের পক্ষ হতেই ইহা কবুল করা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। আর এভাবে যদি কাজীর সামনে সাক্ষ্য ও একরার দ্বারা জিনা প্রকাশ পায় তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি জিনার একরারের উপর বহাল থাকে; কিন্তু মোহছেন হওয়ার স্বীকৃতি রুজু করে, তবে তার রুজু কবুল করা যাবে না এবং তাকে ছংগেছার করা যাবে না বরং দোররাহ স্বীকৃতি রুজু করে, তবে তার রুজু কবুল করা যাবে এবং তাকে ছংগেছার করা যাবে না বরং দোররাহ মারা যাবে। ইহা ইজাহর মধ্যে আছে। যদি সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা কারও জিনা ছাবেত হয়ে যায়, অথচ মোহছেন হতে পারে বা নাও হতে পারে। তারপর যখন তার উপর হদ কায়েম শুরু হয়ে যায়, তখন কিছু হদ কায়েম হবার পর সে ভেগে যায় এবং সাথে সাথে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের হাতে আবার সে ধৃত হয়ে আবার ফিরে আসে, তখন বাকী হদও তার উপর কায়েম করা হবে। ইহা মবসুতে বর্ণিত আছ। আর যদি স্যাথ সাথে ধরা না পড়ে কয়েদিন পর ধরা পড়ে আসে, তবে বাকি হদ ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা এতাবিয়াহর বিবরণ।

জিনার একরারের ক্ষেত্রে যিম্মী এবং গোলামের হুকুমও স্বাধীন মুসলমানের অনুরূপ। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি গোলাম নিজে জিনার একরার করে, তবে একরারের স্থলে তার মালিকের উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। আর যদি লোকগণ গোলামের উপর জিনার সাক্ষ্য দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে গোলামের মালিকের উপস্থিত থাকা শর্ত। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে উল্লেখ আছে। নপুংসুক ব্যক্তি নিজে জিনার একরার করে, বা সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয়, তবে তার উপর হদ জারী হবে। খোজাদেরও এই একই হুকুম। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। অন্ধ ব্যক্তি জিনার একরার করলে তার উপর হদ জারী হবে। আর যদি মহিলা একরার করে যে, আমি পাগল বা (ছোট) বালকের সাথে জেমা করেছি, তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। আর যদি পুরুষ একরার করে যে, আমি পাগলিনী বা এমন নাবালেগা মেয়ের সাথে জিনা করেছি, যে জিনার উপযুক্ত নয়। তবে তার উপর হদ জারী হবে। ইহা ইজাহর মধ্যে আছে। যদি পুরুষ একরার করে যে, সে এমন মেয়ের সাথে জিনা করেছে যাকে সে চিনে না। তবে তার হদ জারী হবে।

আর এভাবে যদি পুরুষ একরার করে যে, আমি অমুক মহিলার সহিত জিনা করেছি অথচ সে নিখোঁজ তবে এস্তেহসানান তার উপর হদ জারী হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে, একব্যক্তি চারবার একরার করল যে, আমি অমুক মহিলার সাথে জিনা করেছি; এবং উক্ত মহিলা বলল যে, আমাকে সে বিয়ে করেছে। অথবা কোন মহিলা বলল যে, আমি অমুক পুরুষের সাথে জিনা করেছি এবং উক্ত পুরুষ বলল যে, আমি তাকে বিয়ে করেছি, তবে এ দুই ছুরতে পুরুষ মহিলা কারও উপর হদ ওয়াজিব হবে না; এবং পুরুষের উপর মোহর আদায় করা আবশ্যক হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে। কাজীর কোন কিছু অবহিত হওয়া হুদুদের ক্ষেত্রে দলীল হবে না। এর উপর ছাহাবায়ে কিরাম একমত। যদিও কিয়াস তার দলীল হওয়ার সমর্থক। ইহা কাফীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শরাবখোরীর হদ্দের মাসায়েল

কোন ব্যক্তি শরাব পান করল এবং ধরা পড়ল আর তার দুর্গন্ধ এখনও বাকি আছে অথবা এই অথবা অবস্থায় ধরা পড়ল যে, সে নেশায় আচ্ছন্ন আছে, সাক্ষীগণ তার শরাব বা মদ পান করার সাক্ষ্য দিল, তবে তার উপর হদ কায়েম করা ওয়াজিব হবে। হদ হবে আশী দোররাহ্ এভাবে যদি সে নিজে একরার করে এবং দুর্গন্ধ দূর হবার পর একরার করে, এই হুকুম হবে, চাই সে শরাব অল্প পান করুক বা বেশি। আর যদি সে দুর্গন্ধ বজায় থাকে, তা হলেও এই হুকুম হবে, চাই সে শরাব অল্প পান করুক বা বেশি। আর যদি সে দুর্গন্ধ বজায় থাকে, তা হলেও এই হুকুম হবে, চাই সে শরাব অল্প পান করুক বা বেশি। আর যদি সে দুর্গন্ধ দুর হওয়ার পর একরার করে, তবে হযরত ইমাম আজম (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হদ কায়েম করা যাবে না। আর এভাবে যদি দুর্গন্ধ দুর হবার পর এবং নেশা বিদূরিত হওয়ার পর তা উপর সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করে, তথাপি শায়খাইনের নিকট তাকে হদ মারা যাবে না। আর যদি সাক্ষীগণ একে এমন অবস্থায় ধরে যে, তার মুখ হতে দুর্গন্ধ আসে অথবা সে নেশার মধ্যে বুদ হয়ে থাকে, তারপর তাকে সেখান হতে সেই শহরে নিয়ে চলে যেখানে ইমাম আছেন, তারপর সেখানে পৌছার পূর্বেই দুর্গন্ধ দুর হয়ে যায়, তবে সে ব্যক্তিকে সর্বসম্মতভাবে হদ মারা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

আর যদি নেশার বেহুঁশীজনিত কারণে সে নিজের উপর শরাব পানের একরার করে, তবে তার একরারের উপর হদ মারা যাবে না। ইহা হেদায়াহর বিবরণ।

শরাব পানজনিত বেহুঁশী চিনবার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যেমন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন যে, শরাবের বেহুঁশী এমন যে, শরাবখোর আসমান-যমিন পার্থক্য করতে পারে না; এবং কে পুরুষ, কে স্ত্রীলোক তা চিনতে পারে না; এবং ছাহেবাইন বলেন যে, শরাবের অচৈতন্যতা এমন যে, শরাবখোরের কথাবার্তা অসংগল্প হয়ে পড়ে। অধিকাংশ কথাবার্তা অর্থহীন হয়, এই অবস্থা শরাব পানের নেশার বেহুঁশী। আর ফতোয়া ছাহেবাইনের এই কওলের উপরই যদি কাজীর নিকট সাক্ষীগণ কোন ব্যক্তির উপর শরাব পানের সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজী তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, শরাব বা মদ কি জিনিস? তারপর জিজ্ঞেস করবে যে, সে তা কিভাবে পান করল? এ কারণে যে, হয়ত তাকে মজবুর হয়ে বা জবরদস্তির খারণে পান করতে হয়েছে। তারপর জিজ্ঞাসা করবে যে, কবে পান করেছে। কেননা দীর্ঘ সময়জনিত অবস্থাও থাকতে পারে। তারপর জিজ্ঞেস করবে সে, কোথায় বসে পান করেছে? কেননা দীর্ঘ সময়জনিত অবস্থাও থাকতে পারে। তারপর জিজ্ঞাসা করবে সে, কোথায় বসে পান কচ্ছে? এই কারণে যে, হতে পারে, সে দারুল হরবে পান করেছে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি সাক্ষীগণ এসব ব্যাপারে যথাযথভাবে বয়ান করে, তবে কাজ উক্ত মাশহুদ আলাইহিকে বন্দি করে রাখবে। এজন্য যে, সে সাক্ষীদের আদালত সম্পর্খে ওয়াকিফহাল হয়ে নিবে। আর হাকীম প্রকাশ্য আদালতের উপর হুকুম দিবে না। যে সাক্ষীগণ কোন শরাবখোরের উপরে সাক্ষ্য দেয় তাদের আকেল, বালেগ এবং নাতেক, হতে হবে । কোন বালক, পাগল এবং বন্দি ব্যক্তির উপর শরাবখোরীর হদ কায়েম হবে না। খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন গোংগা ব্যক্তির উপরও শরাব পানের হদ কায়েম করা যাবে না, চাই সাক্ষীগণ তার উপর সাক্ষী দেক, চাই সে নিজে একরার করুক অথবা সে ইশারার দ্বারা বুঝিয়ে দেক, যে ইশারা তার অন্যান্য কাজে একরার বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। অন্ধ ব্যক্তিকে শরাব পানের হদ মারা যাবে, ইহা বারুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি দারুল ইসলামে কোন মুসলমান শরাব পান করে এবং বলে যে, ইহা আমি হারাম বলে জানতাম না, তবে তাকে হদ মারা যাবে। ইহা সিরাজিয়ার

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তির উপর শরাব পানের সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং সেবলে যে, আমি ইহা দুধ মনে করে পান করেছিলাম, অথবা বলে যে, উহা শরাব তা আমি বুঝতে পারিনি, তবে তার কথা কবুল হবে না। আর যদি বলে যে, আমি ইহা নবীজ মনে করেছিলাম, তবে তার একথা গ্রহণ করা হবে। ইহা বাহ্‌রুর রায়েকে বর্ণিত আছে। শরাব পান দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য অথবা পানকারীর নিজের একরার দ্বারাই ছাবেত হয়ে যায় এবং এতে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য কবুল হয় না। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্নিত আছে। যে ব্যক্তি নেশার অবস্থায় থাকে এবং সাক্ষীগণ তার উপর শরাব পান করার সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তার উপর হদ কায়েম করা যাবে না– যতক্ষণ র্পযন্ত না সে হুঁশের মধ্যে আসে এবং নেশা দুর হয়ে যায়। তারপর যখন সে সুস্থ হয় অর্থাৎ হুঁশে ফিরে আসে, তখন তার উপর হদ কায়েম করা যাবে– চাই শরাবের দুর্গন্ধ তার মুখ হতে দূর হোক বা না হোক। কোন মুসলমান যদি শরাব বমি করে ফেলে, তবে তাকে হদ মারা যাবে না। কেননা হতে পারে, তাকে জবরদস্তি করে শরাব পান করান হয়েছে। কোন মুসলমানের মুখ হতে শরাবের দুর্গন্ধ পাওয়া গেলে তাকে হদ মারা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষীগণ তার শরাব পানের সাক্ষ্য প্রদান করে। যদি দুইজন সাক্ষীর মধ্যে একজনে বলে যে, সে শরাব পান করেছে, আর অন্যজনে বলে যে, সে শরাব বমি করেছে, তবে তার উপর হদ কায়েম করা যাবে না।

আর এভাবে যদি উভয় সাক্ষী তার শরাব পানের উপর সাক্ষ্য প্রদান করে এবং দুর্গন্ধ তার মুখ হতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাক্ষীদ্বয় শরাব পানের সময়ের ব্যাপারে মতভেদ করে, তবে তার উপর হদ কায়েম যাবে না। আর এভাবে যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে শরাব পান করেছে, আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে শরাব পানের একরার করেছে, তা হলেও তাকে হদ মারা যাবে না। আর এভাবে যদি একজনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে শরাবের নেশায় আচ্ছন্ন আছে, আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে কোন ব স্তুর নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন আছে– তা হলেও তাকে হদ মারা যাবে না। আঙ্গুর ভিজানো পানি, যদি তার মধ্য হতে ভাঁপ উঠতে শুরু না করে; কিন্তু পান করলে নেশা হয়; যদি কেউ তা পান করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তার উপর হদ কায়েম হবে না। ইহা তাঁর নিকট আঙ্গুরের শীরার অনুরূপ। আর যে সকল পানীয় দ্রব্য বিভিন্ন ফলফলাদি এবং গম, জব এবং আলু বোখারা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় এবং তার স্বাদ মিষ্টি ও উপাদেয় থাকে, তা পান করলে জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যে ব্যক্তি নবীজ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়, তাকে হদ মারা যাবে; কিন্তু বেহুঁশ ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত হদ মারা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যায় যে ইহা সে নিজে পান করেছে, না তাকে অন্য কেউ পান করিয়েছে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যে ব্যক্তি অন্য বস্তুর সাথে মিশানো অর্ধেক অথবা– এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ শরাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়, তাকে হদ মারা যাবে। যদি কেউ নবীজ, মধু, অথবা অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশিয়ে পান করতঃ নেশাগ্রস্ত হয়, তবে তাকে হদ মারা যাবে না। ইহা রিজিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ শরাবকে পানি অথবা দুধ অথবা তেল অথবা অন্য কোন তরল বস্তুর সাথে মিশ্রিত করে; এবং তাতে শরাবের পরিমাণ কম হয়, তথাপি ইহা পান করা হালাল হবে না; কিন্তু ইহা পান করলে যদি নেশাগ্রস্ত না হয়, তবে পানকারীকে হদ মারা যাবে না। শরাব পানের হদ আশি দোররাহ, যদিও বা মাত্র এক ফোটা পান করা হয়। ইহা কানযের মধ্যে বর্ণিত আছে। শরাবখোরীর সাজায় কোড়া মরার হুকুম জিনার সাজায় কোড়া মরার হুকুমের অনুরূপ, অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারা যাবে; কিন্তু চেহারা, চক্ষু, মস্তক, স্ত্রীলোকের ফুরুজ্জ এবং পুরুষের আলায়ে তানাছুলে কোড়া মারবে না। মশহুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যাকে হদ মারা যাবে, তার কেবল মাত্র লজ্জাস্থান ছাড়া সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র করে নেয়া যাবে।

যদি মদখোর গোলাম হয়, তবে তার উপর চল্লিশ দোররাহ মারা যাবে। আর যে ব্যক্তি শরাব পান করার একরার করে পুনরায় তা প্রত্যাহার করে, তে তাকে হদ মারা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যিম্মীর উপর শরাব

পানে হদ কায়েম হবে না। ইমামুল মুসলিমীনের নিকট যদি কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সে শরাব পান করেছে। আর যদি দুইজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য দেয় এবং সে বলে যে, তাকে জবরদস্তি পান করানো হয়েছে, তবে তার ওজর মকবুল হবে না; বরং তার উপর হদ কায়েম করা যাবে এই ব্যক্তির মধ্যে এবং যার উপর জিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে; এবং সে দাবী করেছে যে, আমি বিয়ে করে নিয়েছিলাম, সেই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ হল, যার উপর জিনার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, সে মোজেবে হদের কারণকে এনকার করেছে। এজন্য অতী জিনা হতে আলাদা হয়ে গেছে। আর যার উপর শরাব পানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তার জবরদস্তির ওজর হদ কায়েম না হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। আসলে হদ কায়েম হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও উক্ত ওজরে হদ ছাকেত হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, যদি জবরদস্তি করা হয়েছে তা ছাবেত হয়, অতএব জবরদস্তি ছাড়া শরাব পান করেছে যদি সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তবে তার ওজর ছাবেত হবে না। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হদ্দে কজফ এবং তা'যীরের মাসায়েল

উল্লেখ থাকে যে শরীয়তে কজফ করা অর্থাৎ (কলঙ্কজনক অপবাদ দেওয়া) কারও উপর জিনার দুর্ণাম আরোপ করাকে বলা হয়। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন মোহছেন পুরুষ অথবা মোহছেনাহ মহিলাকে স্পষ্টভাবে জিনার অপবাদ দেয়, অর্থাৎ এরূপ বলে যে, তুমি জিনা করেছ, অথবা বলে যে, তুমি জিনাকার। তবে যদি উক্ত মাকজুফ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিচার দাবী করে, তা হলে কাজী অপবাদকারী ব্যক্তিকে আশি দোররাহ্ মারবে–যদি সে স্বাধীন হয়। আর যদি গোলাম হয়, তবে চল্লিশ দোররাহ্ মারবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। তার পরিধেয় কাপড় শরীর হতে খুলবে না। ইহা ছাড়া অন্যান্য কাপড় খুলে ফেলবে এবং কোড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারবে, যেভাবে জিনার হদে মারা যায়।

কজফ কাজেফের একরার বা দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা ছাবেত হয়ে যায়। ইহা শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে। পুরুষের সাথে মহিলা সাক্ষ্য দিলে কজফ ছাবেত হবে না। যদি এক কাজী অন্য কাজীর নিকট কজফ ছাবেত হওয়ার কথা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়, তবে তাতে ইহা অন্য কাজীর নিকট ছাবেত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। কাজেফ একবার কজফে একরার করে আবার তা প্রত্যাহার করলে এই প্রত্যাহার কবুল হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কাজেফের উপর হদ্দে কজফ তখনই হয়, যখন মাকজুফ ব্যক্তি মোহছেন হয়। মোহছেন হওয়ার পাঁচটি শর্ত আছে। অর্থাৎ আযাদ, আকেল, বালেগ, মুসলমান, পবিত্র হতে হবে। যেমন সারা জীবনে কোন মহিলার সাথে জিনা অথবা অতী করে নি অথবা নেকাহে ফাসেদ করেনি। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে; সুতরাং তার এহছান প্রত্যেক হারাম অতী দ্বারা, যা অনধিকার সত্ত্বেও অসিদ্দ পন্থায় হয়েছে, তা দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে– চাই মহিলা ছোট হোক বা বড় হোক। চাই এরূপ দাসী হোক, যাকে দাবীতে নিয়ে নেওয়া অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দতওয়ালী হোক অথবা বায়েনাহ্প্রাপ্তা হোক অথবা কোন দাসীর সাথে অতী করে পরে তাকে খরিদ করার দাবী করা হোক বা তাকে বিয়ে করার দাবী করা হোক। অথবা নিজের এবং অন্যের এজমালি দাসীর সাথে অতী করা হোক, অথবা এরূপ দাসীর সাথে অতী করা হোক বা এরূপ মহিলার সাথে অতী করা হোক, যাদেরকে অতী করাতেই মজবুর করা হয়েছে। অথবা এরূপ মহিলার সাথে অতী করা হোক, যাকে বাসর রাতে তার ঘরে তার স্ত্রীর স্থলে পাঠানো হয়েছে। অথবা সে নিজে কুফরের অবস্থায় অথবা দারুল হরবে অথবা পাগল অবস্থায় অতী করে থাকুক অথাব এরূপ দাসীর সাথে অতী করুক, যে চিরদিনের জন্য রিদ্বায়াতের কারণে তার উপর হারাম হয়ে গিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ এরূপ দাসী খরিদ করে, যার সাথে তার পিতা অতী করেছে অথবা নিজে যার মাতার সাথে অতী করেছে। তারপর সে ঐ দাসীর সাথে অতী করে, তারপর কেউ তার উপর কফজ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে কাজেফের উপর হদ হবে না। যদি কেউ এরূপ দাসী কিনে, যার মাতাকে অথবা কন্যাকে যৌনাসক্তি নিয়ে স্পর্শ করেছে, অথবা তার মাতা বা কন্যার ফুরুজকে যৌনাসক্তি নিয়ে দেখেছে, অথবা তার পিতা বা পুত্র এর উরু কামভাবসহ দেখেছে। তারপর যদি দাসীর খরিদ্দার ঐ দাসীর সাথে অতী করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, তার ইহছান দুর হবে না এবং তার কাজেফকে হদ মারা যাবে এবং ছাহেবাইন বলেন যে, তার এহছান দুর হবে এবং তার কাজেফকে হদ মারা যাবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

আর এভাবে যদি এরূপ ছিফতের মহিলাকে বিয়ে করে হার সাথে অতী করে, তবে তাতেও এরূপ মতভেদ আছে। আর যদি কেউ এরূপ লোকের কজফ করে যে তার মাতার সাথে অতী করেছে, অথবা নিজের স্ত্রী, যার সাথে হায়েজের অবস্থায় অতী করেছে, অথাব তার সাথে হেজার করেছে অথবা ফরজ রোযার অবস্থায় ছিল এবং সে তার রোযার কথা জানিত অথবা দাসী, যে কিতাবাতের অবস্থায় ছিল, তবে ঐ ব্যক্তির কাজেফকে হদ্দে কজফের সাজা দেওয়া যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

মুন্তাকায় বর্ণিত আছে যে, কারও চারজন বিবাহিতা স্ত্রী বর্তমান আছে। তার পর পঞ্চমজনকে বিয়ে করে তার সাথেও অতী করল। তবে কাজেফকে হদ্দে কজফ মারা যাবে না। যদি মুসলমান নিজ মোরতাদ দাসীর সাথে অতী করে, তবে তার এহছান দূর হবে না এবং তার কাজেফকে হদ মারা যাবে। মুন্তাকার মধ্যে আরও বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ নিজের এরূপ দাসীর সাথে অতী করে, যে নিজের কোন স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে আছে, তবে আমাদের নিকট তার এহছান দুর হবে না। ইহা মুহিতের মধ্যে আছে। যদি নিজ আযাদ স্ত্রীর উপর এক দাসী বিবাহ করে, থবা দুই ভগ্নিকে একই আকদে বিয়ে করে, অথবা এক আওরাত এবং সেই মহিলার ফুপীকে এক আকদে বিয়ে করে এবং এরূপ ফাসেদ আকদের দ্বারা যে অতী করে নেয়, তারপর জানা যায় যে, ঐ আওরাত মোছাহেরাত তথা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণের দিক দিয়ে তার জন্য হারাম ছিল। তা হলেও উক্তরূপ হুকুম হবে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা মবসুতের বিবরণ।

এক ব্যক্তি নিজ পুত্রের দাসীর সাথে অতী করল, যাতে সে হামেলা হয়ে গেল অথবা হল না। তবে তার এহছান দুর হবে না। যেমন নাকি তার কাজেফকে হদ্দে কজফ মারা যাবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, যে সকর অতীকারীর যিম্মা হতে হদ দুর করা হয় এবং তার উপর মোহর ধার্য হয়ে যায় এবং তার তরফ হতে বাচ্চার নছব ছাবেত হয়, এরূপ অতীকারীদের এহছান ছাকেত হয় না। যেমন নাকি তাদের কাজেফকে হদ মারা যাবে। এভাবে যদি কারও দাসীকে তার মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করে এবং তার সাথে দুখুল করে, তবে এরূপ ব্যক্তির কাজেফকে হদ মারা যাবে। ইহা জহিরিয়্যাহ্র মধ্যে আছে। যদি কোন আওরাতকে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করে নেয় অথাব এরূপ আওরাকে বিবাহ করে, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, তার স্বামী রয়েছে। অথবা সে তার স্বামীর ইদ্দত পালন রত। অথবা কোন যিরেহেম মাহরামাহর সাথে নে শুনে বিবাহ করে তার সাতে অতী করে, তবে এই প্রকার লোকের কাজেফের উপর কোন হদ ওয়াজিব হবে না। আর যদি এই দুটির মধ্যে কোন একটি ছুরত অজানাবশতঃ হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, কাজেফকে হদ মারা যাবে। ইগা জাওহারাতুন্নাইয়্যারার মধ্যে আছে। কোন যিম্মী যদি এইরূপ মহিলাকে বিয়ে করে, যাকে তার ধর্মে বিবাহ করা সিদ্ধ ছিল। যেমন নাকি নিজের কোন যি-রেহেম মাহরামাহ মহিলাকে বিয়ে করল। তারপর সে মুসলমান হয়ে গেল। তার পর তাকে কোন ব্যক্তি কজফ

www.nagorikpathagar.org

করল, তবে যদি যিম্মী মুসলমান হওয়ার পর ঐ মহিলার সাথে অতী করে, তবে তার কাজেফের উপর হদ হবে না। আর যদি সে কুফর অবস্থায় দুখুল করে থাকে তা হয়েও ছাহেবাইনের নিকট উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে এর কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে।

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ দুই দাসীর মালিক হয়, যারা পরস্পর ছগী ভগ্নি, সে উভয় দাসীর সাথে অতী করে নেয়। তবে

তার কাজেফকে হদ্দে কজফের সাজা দেয়া যাবে। মবসুতের মধ্যে আছে। যদি এরূপ মহিলাকে কজফ করে, যাকে জিনার কারণে পূর্বে হদ মারা হয়েছে, তবে তার কাজেফের উপর হদ হবে না। আর যদি এরূপ আরাত হয় যে, তার সাথে জিনার আলামত করা হয়েছে। উহা এই যে, কাজী তার এবং স্বামীর মধ্যে লেয়ান করিয়ে এর বাচ্চার নছব এর স্বামীর দিক হতে বিচ্ছিন্ন করে তার সাথে জুড়ে দিয়েছে। অথবা এরূপ মহিলা যে, তার সাথে এক বাচ্চা আছে; কিন্তু তার পিতার পরিচয় নাই, তবে এরূপ মহিলার কাজেফের উপর কোন হদ নেই। আর যদি তার বাচ্চাকে কজফ করে, তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। আর যদি মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে সন্তান ব্যতীত লেয়ান হয় বা সন্তানসহ হয়; কিন্তু সন্তানের নছব তার স্বামী নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করা হয় নি; কিন্তু স্বামী তারপর নিজেকে তাকযীব করে এবং বাচ্চার নছব এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তারপর যদি কোন ব্যক্তি এরূপ মহিলাকে কজফ করে, তবে তার কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, হে জানিয়াহ! তারপর সে বলে যে, না; বরং তুমি। তবে মহিলাকে হদ্দে কফজ মারা যাবে এবং উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো যাবে না। আর যদি কোন বেগানা মহিলাকে বলে যে, হে জানিয়াহ! তারপর সে বলে যে, আমি তোমার সাথে জিনা করেছি, তবে পুরুষকে হদ মারা যাবে না, মহিলাকে হদ মারা যাবে। আর যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, হে জানিয়াহ! তখন স্ত্রী বলে যে, আমি তোমার সাথে জিনা করেছি, তবে পুরুষের উপর হদ হবে না এবং লেয়ানও নয়, আর মহিলার উপরও হদ হবে না। আর যদি মহিলা প্রথম বলে যে, আমি তোমার সাথে জিনা করেছি, তখন পুরুষ তার কজফ করে, তা হলেও ঐ দুইজনের কারও উপর হদ হবে না। ইহা মুহীত্বের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন বেগানাহ মহিলাকে বলে যে, তোমার স্বামী তোমাকে বিয়ে করার আগে তোমার সাথে জিনা করেছে, তবে সে কাজেফ হবে। আর যদি বলে যে, তোমার সাথে নিজ অঙ্গুলির দ্বারা জিনা করেছে। তবে তার উপর হদ্দে কজফ হবে না। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে।

যদি যায়েদ আমরকে বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি জিনাকা এবং খালেদ বলে যে, আমিও সাক্ষী আছি, তবে খালেদের উপর হদ ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, যদি এরূপ বলে যে, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি, যে সাক্ষ্য তুমি দিয়াছ, তবে খালেদের উপর হদ হবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যায়েদ আমর এবং খালেদকে বলল যে, তোমার দুইজনের মধ্যে একজন জিনাকার। তারপর যদি আমর এবং খালেদের মধ্যে খাছ করে কোন একজনের কথা যায়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কে এই? আর যায়েদ বলে যে, না। তবে যায়েদের উপর হদ হবে না। যদি যায়েদ আমরকে বলে যে, হে জিনাকার! তখন খালেদ বলে যে, তুমি সত্য বলেছ। তবে যায়েদের উপর হদ হবে। কেননা সে প্রথম বলেছে এই কারণে। আর খালেদ তার তাছদীক করেছ মাত্র। তার উপর হদ হবে না। যদি খালেদ এরূপ বলে যে, তুমি সত্য বলেছ। সে এরূপই, যেমন তুমি বলেছ। তবে খালেদকে হদ্দে কজফ মারা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কাউকে বলা হয় যে, হে চরিত্রহীন লম্পট বা কোন মহিলাকে বলে যে, হে অমুকের সেবিকা বা নষ্টা মহিলা! তবে এতে হদ ওয়াজিব হবে না।

যদি এভাবে কেউ বলে যে, নিষিদ্ধভাবে অমুকে তোমার সাথে জিনা করেছে অথবা বলে যে, অমুকে তোমার সাথে কুকাজ করেছে। অথবা বলে যে, অমুকে বলে যে, তুমি জানিয়াহ বা তুমি জিনা করেছ বা বলে যে, তুমি অন্য লোক

অপেক্ষা বেশি জিনাকার বা তুমি আমার চাইতে বেশি জিনাকার, বা তুমি অন্য জিনাকারদের অপেক্ষা বেশি জিনাকার বা তুমি গায়রে ফুরুজের জিনাকার বা তোমার উরু বা পা জিনাকারী বা হে লুতী! বা হে কওমে লুতের কার্যকারী! অথবা বলে যে, অমুক তোমার সাথে জবরদস্তি জিনা করেছে বা বলে যে, তোমার সাথে তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় বা মজনুন অবস্থায় জিনা করেছে। তবে এই সমস্ত কথায় হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে না। বালক এবং মজনুনের উপর হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে না; কিন্তু যে মজনুন কখনও সুস্থ হয় এবং কখনও মজনুন হয় তার উপর হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে। মজযুব ব্যক্তির উপরও হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে না। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ।

যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে জিনাকারীর সন্তান! অথচ তার মাতা মোহছেনাহ! তবে এরূপ উক্তিকারীকে হদ মারা যাবে। কারণ এই যে, তার মাতাকে জিনার কজফ করেছে। ইহা তামারতাশীর বিবরণ। যদি কোন পুরুষকে কেউ বলে যে, হে জিনাকারিণী! তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না এবং ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে এবং ইহা ইস্তেহসানান, ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন মহিলাকে পুংবাচক শব্দযোগে বলে যে, হে জিনাকার! তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। কেউ কাউকে বলল যে, 'জানাত ফিল জাবাল' তারপর সে বলল যে, আমার কথার মুরাদ হল ছাউদে জাবাল; কিন্তু সে ইহা ক্রোধান্বিত অবস্থায় বলেছিল, তবে তার সে কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট কাফেজকে হদ মারা যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। আর যদি সে তার কথা দ্বারা পাহাড়ে আরোহণ করা মুরাদ না নিয়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি কেউ কাউকে বলে 'জানাত আলাল জাবাল' তবে সর্বসম্মতভাবে হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা মুজমিরাতের মধ্যে আছে।

আর যদি 'জানাত আলাল জাবাল' ক্রোধের অবস্থায় বলে, তবে কেউ কেউ বলেন যে, হদ ওয়াজিব হবে না আর কারও কারও মতে ওয়াজিব। ইহা ফতহুল কাদীরের মধ্যে আছে যদি কেউ 'ইয়া জানী' বলে দাবী করে যে, আম কিছুর উপর আরোহণ করার মুরাদ নিয়েছি। তবে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাকে হদ মারা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন মতভেদেরর কথা বর্ণিত নাই। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ইব্রাহীম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার দাসীকে ডাকল। তখন এক আযাদ মহিলা তার ডাকের জবাব দিল। তখন সে ব্যক্তি বলল, ওহে ছিনাল! অথচ সে তাকে না দেখে বলল। তার পর সে ব্যক্তি ওজর পেশ করল যে, আমি তাকে নিজের দাসী মনে করেছিলাম। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তাকে হদ মারা যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, তুমি জিনা করেছ এবং অমুকেও তোমার সাথে, তবে সে ব্যক্তি দুই ব্যক্তির উপর কজফকারী হবে। আর যদ সে বলে যে, আমার মুরাদ এই ছিল যে, অমুক ব্যক্তি হয়ত তোমার সঙ্গে ছিল। তবে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, তুমি একজনের সঙ্গে ঐ দুই মহিলার সাথে জিনা করেছ। তবে কাজেফ একসাথে দুইজনের কজফ করল। তাকে হদ মারা যাবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। একব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি গিয়ে অমুককে বলবে যে, হে জিনাকার! তারপর সেই দূত যদি সেই ব্যক্তিকে গিয়ে বলে যে, অমুকে তোমাকে বলেছে যে, হে জিনাকার! তবে কারও উপর হদ হবে না। না প্রেরকের উপর, না দূতের উপর। আর যদি দূত গিয়ে এরূপ বলে যে, হে জিনাকার! তবে দূতের উপর হদ মারা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন আরবী লোককে বলে যে, হে আজমী! অথবা বলে যে, তুমি আরবী নও। তবে তাকে হদ্দে কজফ মারা যাবে না। ইহা কাফীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

এক ব্যক্তি কাউকে বলল যে, তুমি অমুকের বংশধর নও অর্থাৎ ঐ বংশের কোন বিখ্যাত লোকের নাম নিয়ে এরূপ বলল, তবে তার উপর হদ হবে না। একব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলল যে, 'লাস্তা আনতা লি আবীকা' অর্থাৎ তুমি নিজের পিতার নও। তবে তাকে হদ মারা যাবে না। কেউ নিজ গোলাম কে বলল, তুমি তোমার পিতার নও। তবে তার উপর হদ মারা যাবে না। যদি কেউ কাউকেও বলে যে, তুমি তোমার মাতার নও। তবে সে কাজেফ হবে না। এভাবে যদি বলে যে, তমি তোমার পিতার নও। তা হলেও কাজেফ হবে না। যদি কেউ বলে যে, তমি তোমার পিতার নও। অথচ তার মাতা আযাদ এবং পিতা কারও গোলাম। তবে এর হদ হবে। আর যদি তার পিতা আযাদ হয় এবং মাতা দাসী হয়, তবে তাকে হদ মারা যবে না; কিন্তু তা'যীর দেওয়া যাবে। আর যদি কাউকেও বলে যে, তুমি নিজের পিতার নও। অথবা বলে যে, তুমি অমুকের পুত্র নও; এবং ইহা ক্রোধের অবস্থায় বলে, তবে তাকে হদ্দে কজফ মারা যাবে। ইহা কানযের বিবরণ।

যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি অমুকের পুত্র নও এবং অমুকের দ্বারা তার দাদার নাম উল্লেখ করল। তবে তাকে হদ মারা যাবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। কেউ কাউকে তার পিতার স্থলে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করল ক্রোধান্বিত অবস্থায় ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায়। তবে তাকে হদ মারা যাবে না। আর ক্রোধান্বিত অবস্থায় করলে হদ মারা যাবে। আর যদি তার দাদার সাথে সম্পর্কিত করে, তবে তাকে হদ মারা যাবে না। কারণ এই যে, দাদাও এক হিসাবে পিতার মত। এভাবে যদি চাচা অথবা মামুর দিকে সম্পর্ক করে বা তার মাতার স্বামী অর্থাৎ সতালো পিতার দিকে সম্পর্কিত করে, তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। কারণ হল, এসব লোকদেরকেও হুকুমী পিতা বলা যায়। ইহা তামারতাশীর মধ্যে আছে। আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি অমুকের জন্ম নও, তবে ইহা কজফ হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি নিজের পিতার নও অথবা তোমাকে তোমার পিতা জন্মদান করেনি। তবে ইহা তার মাতার কজফ। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, তোমার দাদা জিনাকার, তবে কাজেফের উপর হদ হবে না। যদি কেউ বলে যে, হে জিনাকারের ভাই! তবে তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে কজফ হবে। তবে তার ভাই যদি একজন হয়, তবে তার জন্য অভিযোগ করার হক হাছিল হবে। যদি যায়েদ আমরকে বলে যে, হে জিনাকারের ভাই! আর আমর বলে যে, না; বরং তুমি। তবে আমরকে হদ মারা যাবে এবং যায়েদের সঙ্গে আমরের ভাইয়ের ব্যাপারে কজফের অভিযোগ হবে। ইহা এতাবিয়ার বিবরণ।

যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে দুই জিনাকারিণীর পুত্র! তবে যদি তার মাতার হুগী হাকীকী মাতা মুসলমান হয়, তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে– চাই তার দূরবর্তী মাতা অর্থাৎ নানী মুসলমান হোক বা না হোক। আর যদি নানী মুসলমান হয় এবং মাতা কাফের হয়, তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে না আর যদি কেউ বলে যে, আয় হাজার জিনাকরিণীর পুত্র! তবে কাজেফকে হদ মারা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বর্ণিত আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে জিনাকার ও জিনাকরিণীর পুত্র! তবে ইহা তার মাতা ও পিতা উভয়ের কজফ। তবে কেউ কাউকে বলে যে, হে জিনাকার ও জিনাকারীনীর পুত্র! তবে ইহা তার মাতা ও পিতা উভয়ের কজফ। তবে যদি তারা উভয় জীবিত থাকে, তবে তাদের হদ্দে কজফের দাবীর ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি তারা মরে গিয়ে থাকে, তবে এই ইখতিয়ার তার থাকবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি এক বেগানাহ মহিলাকে বলল যে, তুমি উট, অথবা গাধার সঙ্গে জিনা করেছ। তবে তার উপর হদ হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি জিনা করেছে উটনী, গাভী, জামা বা দিরহামের সাথে। তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। যদি কেউ কোন পুরুষকে বলে যে, তুমিজিনা করেছ গাভী, উটনী বা এর মত অন্য জন্তুর সাথে। তবে তার উপর হদ ওয়াজি হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি জিনা করেছে জামার সাথে বা ঘরের সাথে। তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ কোন স্বাধীন মহিলা অথবা পুরুষকে বলে যে, তুমি তোমার জন্মের আগে জিনা করেছ। তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ । যদি কেউ কোন এমন মহিলাকে কজফ করে, যে খৃষ্টান থাকাকালে জিনা করেছে, তবে কাজেফের উপর হদ মারা যাবে না। এভাবে যদি কোন আযাদকৃত মহিলাকে বলে যে, তুমি দাসী থাকা অবস্থায় জিনা করেছে, তবে কাজেফের উপর হদ কায়েম করা হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে । যদি কেউ কাউকে বলে যে, নাপিতের পুত্র, ধোপার পুত্র বা জেলের পুত্র! অথচ তারা কেউ তাদের পুত্র নয় তবে কাজেফের উপর হদ কায়েম করা হবে না। যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার পুত্র! তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ বলে যে, হে আমার গোলাম বা হে আমার আযাদকৃত গোলাম! তবে তার উপর হদ কায়েম করা ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে এহুদী বা হে খৃষ্টান বা হে মজুসী বা হে ইহুদীর পুত্র! তবে সে ব্যক্তির উপর হদ হবে না। তবে তাকে তা'যীর দেওয়া যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, হে তাঁতীর পুত্র! তবে তাতেও তার উপর হদ হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। যদি কেউ বলে যে, তুমি আরবের লোক নও বা তুমি দরজির পুত্র। অথচ তার পিতা দরজি নয়। তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেউ বলে যে, তুমি আদম সন্তান নও বা তুমি মানুষ নও বা তুমি পুরুষ নও। তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেউ বলে যে, তুমি আদম সন্তান নও বা তুমি মানুষ নও বা তুমি পুরুষ নও। তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেউ বলে যে, তুমি হালাল নও। তবে ইহা কফজ হবে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে গোলামের পুত্র! অথচ তার পিতা গোলাম নয়। তবে ইহা কজফ হবে না।

বর্ণিত আছে যে, কোন মৃত ব্যক্তি নেককার ছিল, সে কোনদিন শরাব পান করেনি, জিনাও করেনি। কিন্তু একব্যক্তি তার কথা বলল যে সবকিছু করেছে অথবা বলল যে, সে সবকিছু করেছে, তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, হে বদকারিণী। তবে হদ ওয়াজিব হবে, আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে ছিয়াহা বা হে গোয়াবা বা হে জালাব অথবা এই ধরনের কোনকিছু তবে হদ ওয়াজিব হবে। কেননা এই শব্দগুলো আরব দেশে জিনার অর্থ প্রকাশ করে। ইহা আছলে বর্ণিত আছে বলে যখীরার মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ কাউকে কাজফ করে এবং বলে যে, হে জিনাকারিণীর পুত্র তারপর কাজেফ দাবী করে যে, এর মাতা দাসী অথবা খৃষ্টান ছিল। আর মাকজুফ বলে যে, আমার মাতা স্বাধীন মুসলমান। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে এবং মাকজুফের উপর সাক্ষী পেশ করা ওয়াজিব হবে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তিকে কজফ করে এবং সে দাবী করে যে, মাকজুক ব্যক্তি গোলাম। তবে কাফের কথা কবুল হবে এবং মাকজুফের প্রতি সাক্ষ্য পেশ করা ওয়াজিব হবে। যদি কাজেফ বলে যে, আমি গোলাম এবং আমার উপর গোলামের হদ ওয়াজিব হবে। আর মাকজুফ বলে যে, তুমি আযাদ। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তিকে কজফ করে এবং সে দাবী করে যে, মাকজুফ ব্যক্তি গোলাম। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে এবং মাকজুফের প্রতি সাক্ষ্য পেশ করা ওয়াজিব হবে। যদি কাজেফ বলে যে, আমি গোলাম এবং আমার উপর গোলামের হদ ওয়াজিব হবে। আর মাকজুফ বলে যে, তুমি আযাদ। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে। ইহা ইজাহর মধ্যে আছে। যদি কেউ নিজের পুত্র, মাতা, পিতা বা ভগ্নি দের কারও দাসীর সাথে অতী করে, তারপর দাবী করে যে, এর মালিক একে আমার কাছে বিক্রয় করেছে। অথচ তার নিকট এই বিক্রয়ের সাক্ষ্য নেই। তাই আমর যায়েদ দ্বারা কসম করাতে চাই যে, সে বলুক ওয়াল্লাহে আমি তোমার কজফ করিনি। তবে আমাদের নিকট কাজী এরূপ কসম করাবে না। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কারও উপর সে কফজ করেছে বলে দাবী করে, তারপর যদ কাজেফ তা স্বীকার করে , অথবা তার

www.nagorikpathagar.org

ঐ কাজের উপর সাক্ষী পেশ হয়, তবে কাজেফকে বলা যাবে যে, তুমি যা করেছ, তা প্রমাণ কর যে, তা সত্য। যদি সে ছাবেত করে দেয় তবে তো ভাল, নতুবা তার উপর হদ কায়েম করা যাবে। আর যদি তাকে কিছু হদ মারার পর সে নিজের কথার সত্যতার সাক্ষী পেশ করে, তবে তার সাক্ষীদের ছেমাআত হবে। যখন তাদের ছেমাআত হয়ে যাবে তবে যে কোড়া এখনও মারা বাকি আছে, উহা ছাকেত হয়ে যাবে । হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কারও উপর দাবী করে যে, সে আমাকে কজফ করেছে, তারপর সাক্ষী পেশ করে এবং সাক্ষীগণ বলে যে, সে একে কজফ করেছ তবে কাজী ঐ সাক্ষীর কাছে জিজ্ঞেস করবে যে, কজফ কি জিনিস এবং ইহা কিভাবে করা হয়? তখন যদি সাক্ষী বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে ঐ ব্যক্ত তাকে বলেছে যে, হে জিনাকার! তখন উভয়ের সাক্ষী কবুল হবে এবং কাজেফকে হদ মারা যাবে । তবে শর্ত এই যে, উভয় সাক্ষী আদেল হওয়া চাই।

যদি কাজী সাক্ষীদের আদালত না জানে, তবে কাজেফকে কয়েদ করে রাখবে– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সাক্ষীদের আদালত জেনে নিতে পারে। আদালত হল, এই সমস্ত কার্যাবলী হতে বিরত থাকে, যেগুলোকে মানুষ দ্বীনের মধ্যে খারাপ এবং হারাম জানে। তারপর যদি কেউ বলে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে বলেছে যে, হে জিনাকার! এবং ইহা জুমার দিন বলেছে, আর এক ব্যক্তি বলল যে, সে বৃহস্পতিবার বলেছে, তবে ইমাম আজম (রহ) বলেন যে, হদ ওয়াজিব হবে এবং ছাহেবাইন বলেন যে, ওয়াজিব হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। তবে ইমা আজম (রহঃ) এর অভিমত বেশি উত্তম। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি দুইজন সাক্ষী কারও উপর কারও কজফ করার সাক্ষ্য দেয় কিন্তু কজফের স্থঅন সম্পর্কে মতভেদ করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, হদ ওাজিব হবে এবং ছাহেবাইন বলেন যে, ওয়াজিব হবে না। যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে বৃহস্পতিবার দিন কজফ করেছে। আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, কাজেফ একরার করেছে যে, সে তাকে বৃহস্পতিবার দিন কজফ করেছে, তবে সর্বসম্মতভাবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কুবরখীর মধ্যে আছে।

যদি সাক্ষীদের মধ্যে কোন ভাষায় কজফ করা হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ হয়, যেমন কেউ বলিল যে, আবী ভাষায় কজফ করেছে, কে বলল যে, ফারসী ভাষায় কজফ করেছে, কেউ বলল যে, উর্দু ভাষায় করেছে, তবে সাক্ষ্য বাতিল হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে । একদল লোক বলল, আমরা যায়েদকে দেখেছি, সে এক মহিলার সাথে ফুরুজ ব্যতীত অন্য স্থানে জিনা করেছে, তবে তাদের মধ্যে কারও উপর হদ ওয়াজিব হবে এবং যায়েদের উপরও নয়। আর যদি দলটি এরূপ বলত যে, আমরা যায়েদকে দেখেছি, অমুক মহিলার সাথে জিনা করছিল। তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলত যে, ফুরুজ ব্যতীত অন্য স্থানে। তবে ঐ লোকদের উপর হদ ওয়াজিব হত। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে অআছে। যদি কেউ কারও উপর সেকজফ করেছে বলে দাবী করে এবং এ ব্যাপাে একজন সাক্ষী হাজির করে, তবে কাজেফকে কাজী হদ মারবেন । আর যদি সাক্ষী ফাসেক হয়, তবে কাজেফকে কয়েদও করবে না; কিন্তু এস্তেহসানান তাকে দুইদিন অথবা তিনদিনের জন্য কয়েদ করে রাখবে। আর যদি মোদ্দায়ী (দাবীকারী) বলে যে, অন্যজন সাক্ষী শহরের বাইরে তবে কয়েদ করবে না। তবে এই হুকুম ঐ সময়ে হবে, যখন সে বলবে যে, অন্য সাক্ষী শহরের বাইরে তবে কয়েদ করবে না। তবে এই হুকুম ঐ সময়ে হবে, যখন সে বলবে যে, অন্য সাক্ষী শহরের বাইরে এত দূরে আছে যে, তাকে তিনদিনের মধ্যে উপস্থিত করা যাবে না। আর যদি এই পরিমাণ দূরে থাকে যে, তিনদিনের মধ্যে তাকে হাজির করতে পারবে বলে, তবে কাজেফকে কয়েদ রাখবে। কাজেফ যদি দাবী করে যে, আমি যার কজফ করেছি, সে জিনাকার। আমার নিকট সাক্ষী আছে। তবে তাকে সাক্ষী হাজির করার জন্য সময় দেওয়া যাবে। তারপর যি সে সাক্ষী হাজির করে, তবে তো ভাল, নতুবা তাকে হদ্দে কজফ মারা যাবে। আর যদি

www.nagorikpathagar.org

সাক্ষী আনতে পাঠাবার মত লোক না থাকে, তবে নিজে কোতওয়ালের তত্ত্বাবধানে রওয়ানা করে যাবে। কোতওয়াল তাকে নিজ হেফাজতে রাখবে। তারপর যদি সে সাক্ষী না পায়, তবে তাকে হদ মারা যাবে। আর যদি সে সাক্ষী হাজির করতে পারে, তবে তার কথা কবুল হবে। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কারও কজফ করে, তারপর কাজেফ চারজন ফাসেক সাক্ষী হাজির করে যে, মাকজুফ সত্যই ঐ রূপ, যেরূপ আমি বলেছি। তবে তার উপর হতে হদ দূর হয়ে যাবে এবং মাকজুফ ও সাক্ষীদের উপর হতেও হদ দূর হবে। ইহা জাহিরিয়ার মধ্যে আছে। যার উপর কজফ করা হয়, যদি সে জীবিত থাকে, তবে ঐ সম্পর্কে অভিযোগ করার হক শুধু তারই থাকবে- চাই সে উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক, আর যদি মাকজুফ ব্যক্তি তোমালেবার পরে বা আগে বা কাজেফের উপর কিছু কায়েম করার পর মরে যায়, তবে কাজেফের উপর হতে হদ বাতিল হবে; এবং যে হদ বাকী রয়েছে, তাও বাতিল হবে- যদিও মাত্র একটি কোড়া বাকী থাকে।

আর যদি মাকজুফ ব্যক্তি, যে অনুপস্থিত ছিল, সে যদি হাজির হয় এবং কাজেফকে কাজীর নিকট নিয়ে যায়, তারপর কাফেজকে কিছু হদ মারা হয়, তারপর আবার গায়েব হয়ে যায়, তবে হদ কায়েম করা যাবে না। হাঁ, যদি সে উপস্থিত থাকে, তবে পুরা হদ কায়েম করা যাবে, কেননা তোমালেবাহ পুরা হদের জন্য শর্ত। ইহা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন মৃত মোহছেন ব্যক্তির কজফ করে, তবে তার পিতা-মাতা বা তাদের যতদূর উপরে যাক অথবা সন্তান-সন্তুতি বা তাদের যতদূর নীচে যাক, যেমন পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদি তাদের হদ্দে কজফ তলব করার ইখতিয়ার থাকবে এই তোমালেবার ব্যাপারে তার এগানাগণকে তার ওয়াজিরছ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই; বরং চাই তারা কাফের হোক, কাতেল হোক অর্থাৎ যাই হোক না কেন, হদ্দে কজফের দাবী করার অধিকার থাকবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে। এই তোমালেবাহর মধ্যে পুত্রের পুত্র এবং কন্যার পুত্র জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী একই সমান। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে; কিন্তু মাতা অথবা মাতার পিতার ইহা তোমালেবাহর ইখতিয়ার নাই। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। এভাবে ভ্রাতা, ভগ্নি, চাচা, ফুপী, মামু এবং খালাদের হদ্দে কজফ দাবী করার ইখতিয়া নাই। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

সন্তান-সন্ততিদের হদ্দে কজফের দাবী করার ইখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পিতা, দাদা ইত্যাদি বর্তমান থাকে। ইহা ইজার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের পিতা, মাতা, ভাই, অথাব চাচাকে কজফ করে, তবে কাজেফকে হদ মারা যাবে। কোন ব্যক্তি নিজ পুত্রকে বলল যে, হে জিনাকারিণীর পুত্র! আর তার মাতা মরে গিয়ে থাকে এবং সেই মহিলার অন্য স্বামী হতে এক পুত্র থাকে, আর সে হদ্দে কজফ দাবী করে, তবে কাজেফকে হদ মারা যাবে। এভাবে যদি মৃত মাকজুফের দুই পুত্র থাকে, এক পুত্র কাজেফের কথা তাছদীক করে, তবে দ্বিতীয় পুত্রের হদ্দে কাজেফ দাবী করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি মাকজুফের একই পুত্র থাকে এবং সে কজফের ব্যাপারে কাজেফের তাছদীক করে। তারপর ইচ্ছা করে যে, সে হদ্দে কাজেফ দাবী করবে, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' ছগীরে বর্ণনা কেরছেন যে, এক ব্যক্তির এক গোলাম আছে এবং সেই গোলামের মা স্বাধীন মুসলমান ছিল এবং সে মরে গেছে। তারপর মালিখ গোলামের মাকে কজফ করল, তবে গোলামের নিজ মালিক হতে হদ্দে কাজেফ দাবী করার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি দুই ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ করে এবং একজন বলে যে, আমিতো জিনাকার ন এবং আমার মাও জিনাকরিণী নয়। তবে এই ছুরতে হদ হবে না। যদি কেউ বলে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলেছে, সে জিনাকারিণীর পুত্র, তখন এক ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

বলল যে, ঐরূপ কথা তো আমি বলেছি, তবে প্রথম উক্তিকারীর উপর হদ কায়েম হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কুরখীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন চাকরকে বলে যে, হে জিনাকার আর চাকর বলে, আমি নই; বরং তুমি, তবে চাকরকে হদ মারা যাবে– কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিকে হদ মারা যাবে না। আর যদি উভয় ব্যক্তি স্বাধীন হয়, তবে তেমন ছুরতে উভয় ব্যক্তিকে হদ মারা যাবে। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ। যদি কোন বেগানাহ পুরুষ কোন বেগানাহ মহিলাকে কজফ করে, যে মহিলা মোহছেনাহ, তবে কাজেফের উপর হদ কায়েম করা যাবে তারপর যদি ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কজফ করে তবে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরও হদ কায়েম করা যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ইবনে সেমা' ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, চার ব্যক্তি কারও উপর সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুকের কন্যা অমুকের সাথে জিনা করেছে। যার নাম উল্লেখ করা হল, সে সুপরিচিতা মহিলা। তার নামও নছব ঠিকমত বর্ণনা করল। জিনার কথাও বলল। জিনা কাকে বলে তাও যথাযথভাবে বলল; কিন্তু মহিলা অনুপস্থিত ছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিকে রজম করা হল। তারপর এক ব্যক্তি উক্ত অনুপস্থিত মহিলাকে কজফ করল। তখন ঐ মহিলা তার হদ্দে কাজফের দাবী এমনকাজীর নিকট পেশ করল, যে উল্লিখিত ব্যক্তির রজমের হুকুম দিয়েছি, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে কিয়াসান কাজেফকে হদ মারা যাবে না। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

যদি কেউ কয়েকবার কজফ করে অথবা কয়েকবার জিনা করে অথবা কয়েকবার শরাব পান করে, তারপর সে একবার হদপ্রাপ্ত হয়, তবেতা প্রত্যেকবারের জন্য হয়ে যাবে। ইহা কাফীর বিবরণ। যদি এক দলের প্রত্যেককে একই বাক্য দ্বারা কজফ করে বা পৃথক পৃথক বাক্য দ্বারা কজফ করে অথবা ভিন্ন ভিন্ন দিন কজফ করে, তারপর তারা প্রত্যেকে তার উপর হদ্দে কজফ দাবী করে, তবে প্রত্যেকের জন্য তার উপর একবারই হদ মারা যাবে। এভাবে যদি তারে কে দাবী করে, আর কেউ কেউ না করে, তবে তাকে হদ মারা যাবে এবং ইহা সবের প হতেই হদ হয়ে যাবে। যদি উহাদের মধ্যে হতে একজন হাজির হয়ে হদ দাবী করে, তবে কাজেফের উপর একই হদ হবে। তারপর যারা হদ দাবী করে নি, পরে যদি আবার তারা এসে হদ দাবী করে, তবে তাদের হদ্দে কজফ বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার কাফেজকে হদ মারা যাবে না। যদি একবার কাউকেও কজফ করে হদের সাজা পাবোর পর আবার কাউকেও কজফ করে, তবে এক কজফের জন্য আবার হদ মারা যাবে। এক্ষেত্রে মূলকথা হল, একবারকার হদ তার পূর্বেকার হদকে বাতিল করে দেয়; কিন্তু পরবর্তী হদকে বাতিল করতে পারে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি কাউকেও জিনাকারী বা শরাবখোরীর জন্য কিছু হদ মারা হয়, তারপর সে ভেগে গিয়ে আবার জিনা করে বা শরাব পান করে, তবে তাকে পুনরায় নূতনভাবে শুরু হতে হদ মারা হবে। আর যদি এই কজফের ছুরতে হয়, তবে দেখতে হবে, যদি প্রথম মাকজুফ উপস্থিত থাকে, তবে তার জন্য হদ পুরা করা যাবে আর দ্বিতীয় মাকজুফের জন্য কোন সাজা দেওয়া যাবে না। আর যদি কেবল দ্বিতীয় মাকজুফ উপস্থিত থাকে, তবে কাজেফকে দ্বিতীয় কজফের জন্য শুরু হতে হদ মারা যাবে এব ংপ্রথম কজফের বাকী হদ বাতিল হয়ে যাবে। যদি একই ব্যক্তির উপর বিভিন্ন প্রকারের হদ জমা হয়, যেন সে কজফ করেছে, জিনা করেছে, চুরি করেছে এবং শরাব পান করেছে, তবে এর উপর সব হদ কায়েম করা যাবে। তবে একের পর এক নহে। কেননা হালাক হয়ে যেতে পারে। এজন্য অপেক্ষা করে হদ মারবে। তবে অধিক বিলম্ব করবে না। কেননা উহা বান্দার হক। যত তাড়াতাড়ি আদায় করা যায়, ততই উত্তম। তারপর বিভিন্ন হদের মধ্যে কোন হদ আগে ও কোনহদ পরে মারবে, তা ইমামুল মুসলিমনের ইখতিয়ার। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ বলে যে, তোমরা সকলেই জিনাকার একজন ছাড়া। তবে তাকে হদ মারা যাবে এজন্য যে, তার এই এস্তেছনাসূচক কজফের বাক্য মূলতঃ মোজে হদ হয়েছে; সুতরাং প্রত্যেকেরই কাজেফের উপর হদ্দে কজফ দাবী

করার অধিকার আছে– যতক্ষণ পর্যন্ত না কাজেফ মুস্তাছনা মিনহা কে নির্দিষ্ট না করে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। এক গোলাম এক স্বাধীন ব্যক্তিকে কজফ করল। তারপর তাকে স্বাধীন করা হল। তারপ সে আবার অন্য এক ব্যক্তিকে কজফ করল। তারপর তারা উভয়ে একত্রে হদের দাবী করল, তবে তাকে আশি দোররাহ মারা যাবে। যদি আগে প্রথম মাকজুফ আসে এবং তারা জন্য চল্লিশ দোররাহ মারা হয়, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাবী করে, তবে তার জন্য আশি দোররাহ পুরা করা যাবে। অর্থাৎ আরও চল্লিশ দোররাহ মারা যাবে। আর যদি পূর্বে দ্বিতীয় মাকজুফ আগে আসে, যাকে চাকর মুক্ত হয়ে কজফ করেছে, তবে সেক্ষেত্রেও কাজেফকে মোট আশি দোররাহ মারা যাবে ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কোন মুসলমান হদ্দে কজফের সাজাপ্রাপ্ত হয়, তবে সে চিরদিনের তরে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অযোগ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ কখনও কোন ব্যাপারেই তার সাক্ষ্য কবুল হবে না। যদিও সে তাওবাহ করুক। ইহা শহরে তাহাবীর বিবরণ।

যদি কোন কাফের ব্যক্তি হদ্দে কজফের সাজাপ্রাপ্ত হয়, তবে তার সাক্ষ্য যিম্মীদের উপর জায়েয হবে। তারপর যদি কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার সাক্ষ্য যিম্মী কাফের বা মুসলান সকলের উপরই কবুল হবে। আর যদি মুসলমান হওয়ার পর তাকে হদ্দে কজফ মারা হয়, তবে তার সাক্ষ্য কবুল হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখান করা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কাফের অবস্থায় কজফ করে এবং মুসলমান অবস্থায় হদের সাজা ভোগ করে, তবে চিরদিনের জন্য তার সাক্ষ্য বাতিল হবে। যদি গোলামকে হদ্দে কজফ মারা হয়, তারপর তাকে স্বাধীন করা হয়, তারপর সে তাওবাহ করে, তথাপি তার সাক্ষ্য জীবনের তরে কবুল হবে না। আর যদি দাস গোলামী জীবনে কজফ করে এবং স্বাধীন হওয়ার পরে তাকে হদ মারা হয়, তবে তাকে গোলামদের হদই মারা যাবে। অর্থাৎ চল্লিশ দোররাহ মারা হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মদ্যে আছে। আর যদি কোন মুসরমানকে কিছু হদ মারা হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ কোড়া মারার পূর্বেই সে ভেগে যায়, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার সাক্ষ্য কবুল হবে– যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে পূরা হদ মারা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

মবসুতে বর্ণিত আছে যে, আমাদের নিকট শুদ্ধ মাযহাব হল, যার উপর পূরা হদ্দে কজফ জারী করা হয়, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে তার কজফে সত্য কথা বলেছে। তবে তার সাক্ষ্য কবুল হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি মাকজুফ কাজেফের উপর হদ জারী হওয়ার আগে জিনা করে, বা কোন গায়রে মামলুকের সাথে হারাম অতী করে, তবে তার কাজেফের উপর হতে হদ ছাকেত হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি মাকজুফ মোরতাদ হয়ে যায়, তা হলেও তার কাজেফের উপর হতে হদ ছাকেত হয়ে যায়। তারপর যদি আবার সে মুসলমান হয়, তবে কাজেফের উপর হদ আর প্রত্যাবর্তন করবে না।

কাজেফের উপর হতে হদ্দে কজফ এভাবে দূর হয়ে থাকে– যদি মাকজুফ তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে অথবা তার কজফের উপরে চারজন সাক্ষী কায়েম করে– চাই সে নিজে হদের সাজা ভোগ করার আগে কায়েম করুক বা হদ মারতে শুরু করার পরে অর্থাৎ হদ মারার মধ্যে করুক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের ফতোয়া। জিনার কজফ করার ক্ষেত্রে কাজেফের পক্ষ হতে চারজন সাক্ষীর কম কায়েম করলে তা কবুল হবে না। তারপর যদি সে চারজন সাক্ষী কায়েম করে এবংতারা দীর্ঘদিন পূর্বের জিনার সাক্ষ্য দেয়। তবে কাজেফের যিম্মা হতে এস্তেহসানান হদ দূর করা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি জিনার উপরে তিনজন সাক্ষী কায়েম করে যারা মাকজুফের জিনার উপর সাক্ষ্য দেয় আর কাজেফ বলে যে চতুর্থ সাক্ষী আমি নিজে। তবে তার এ কথায় ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না; বরং তার সাথে বাকী সাক্ষীদ্বয়ের উপরও হদ্দে কজফ কায়েম করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি দুইজন পুরুষ অথবা দুইজন মহিলা এবং একজন পুরুষ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, এই মাকজুফ নিজের জিনা স্বীকার করেছে, তবে কাজেফ এবং বাকী সাক্ষীত্রয় প্রত্যেকের উপর হতে হদ দূর করা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি মোকাতেব এই পরিমাণ মাল রেখে মরে যায় যে, উহা কেতাবাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট, তারপর তার কেতাবাতের মাল আদায় করে তার মুক্তির হুকুম দেওয়া হয়, আর তার বাকী পরিত্যক্ত স্বাধীন ওয়ারিছদের মধ্যে বন্টন করা হয়। তারপর সেই মৃত মোকাতেবের উপর কেউ কজফ করে, তবে তার উপর হদ জারী করা যাবে। ইহা মুহীতের বর্ণনা। যদি কোন হরবী ব্যক্তি আমান নিয়ে আমাদের দেশে আসে এবং সে কোন মুসলমান ব্যক্তির উপর কজফ করে, তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে। ছাহেবাইনের কওল ইহা। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। হদ্দের কজফ এবং জিনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হদ্দে কজফ দীর্ঘদিনজনিত পুরানা ঘটনায় ছাকেত হয় না। পক্ষান্তরে হদ্দে জিনা এবং শরাবখোরীর হদ উক্ত অবস্থায় ছাকেত হয়ে যায়। আর হদ্দে কজফ মোতাবেলাহ অর্থাৎ মাকজুফের দাবী ছাড়া কায়েম করা যায় না এবং হদ্দে কফজের উপর সাক্ষীও তখন কবুল হয়, যখন প্রথম দাবী ছাবেত হয়ে যায়। আর হদ্দে কজফ ছাবেত হয়ে যাওয়ার পর মাফ করে দেওয়া বা মুক্তি প্রদান করা ছাবেত হয় না আর এভাবে যদি কাজীর দরবারে অভিযোগ আসার আগে মাফ করে, তা হলেও ছাবেত হয় না। আর এভাবে যদি কিছু পরিমাণ মাল দ্বারা আপোষ করে নেয় হয় তবে তাও বাতিল। ঐ মাল ফিরিয়ে দিবে আর তাকজুফের পুনরায় হদ্দে কজফ দাবী করার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা আমাদের মাযহাব। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

হদ্দে কজফ কাজী নিজের জানার উপরেই কায়েম করতে পারে। যদি সে নিজে কাজী পদে থাকাকালে জানতে পারে। এভাবে যদি কেউ কাজীর সামনে কাউকেও কজফ করে, তবে তাকে হদ্দে কজফ মারবে। আর যদি সে কাজী পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে জেনে থাকে, তারপর কাজী নিযুক্ত হয়, তবে এরূপ জানার উপরে তার হদ মারার ইখতিয়ার নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিকট এ বিষয়ের উপরে সাক্ষী হজির হয়। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। যদি মাকজুফ ব্যক্তি নিজ হতে হদ্দের দাবী ছেড়ে দেয়, তবে তা উত্তম। আর এভাবে কাজীর জন্যও উত্তম হবে, যদি তার নিকট এই সম্পর্কিত অভিযোগ আসে, তবে তা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে দাবীদারকে বলা যে, তুমি তাকে মাফ করে দাও। ইহা ইজাহের বিবরণ। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে হদ ছাবেত করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা জায়েয হবে। তবে হদ জারী করাবার জন্য এবং পুরা করিয়ে নিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করা জায়েয হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

দ্বাদশ অধ্যায়

চুরির হদের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

চুরি ও এবং চুরি সাব্যস্ত হওয়ার মাসায়েল

যদি কোন আকেল বালেগ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অন্যের নেছাব পরিমাণ মাল গোপনে, মালের মালিকের অগোচরে নিয়ে যায়, তবে তাকে চুরি বলে। ইহা দিনেও হতে পারে, রাতেও হতে পারে। ইহা শরহে মোখতারে আছে। যদি রাতে গোপনে ঘরে সিঁধ কাটে, তারপর ঘরের মাল কম হোক বা বেশি হোক নিতে থাকে, ইতোমধ্যে ঘরের মালিক জেগে যায় এবং চোরকে মাল নিতে বাধা দেয়, আর চোর অস্ত্র হাতে নিয়ে মালিকের মোকাবিলা করে, তবে এই ছুরতেও চোরের হাত কাটা যাবে। আর যদি চোর দিনে ঘরের মালিকের সাথে মোকাবিলা করে, যেমন নাকি চোর ঘরে

www.nagorikpathagar.org

গোপনে সিঁধ করে প্রবেশ করে, তারপর মালিকের সাথে মোকাবেলা করে মাল নিতে যায়, তবে এমতক্ষেত্রে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

চুরির মালের নেছাব কমপক্ষে দশ দিরহাম। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি চোর এমন মাল চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম নয়, তবে তার হাত কাটা আবশ্যক হবে। যদি চোর এরূপ মুদ্রা চুরি করে, যার মূল্য নেছাব অপেক্ষা কম, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এতে হাত কাটা যাবে না। ইহাই শুদ্ধতর অভিমত। ইহা এতবিয়ার মধ্যে আছে। চোর যদি মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন মাল চুরি করে, তার মূল্য শহরে লোকের দ্বারা আন্দাজ করা হবে। তবে শর্ত এই যে, উক্ত মালের মূল্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। তারা যদি মালের মূল্য দশ দিরহামের কম বলে, তবে হাত কাটা যাবে না। উল্লেখ থাকে যে, এরূপ মূল্য নির্ণয় করতে কমপক্ষে দুইজন লোকের দরকার হবে। একজনের মূল্য নির্ণয়ে হবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি চোর দশটি লোকের মাল এক ঘর হতে এক দিরহাম করে মোট দশ দিরহাম চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদ চোর দুই পৃথক ঘর হতে পুরা নেছাব পরিমাণ মাল চুরি করে, যেমন নাকি এক ঘর হতে পাঁচ দিরহাম এবং অন্য ঘর হতে পাঁচ দিরহাম, তবে তাতে হাত কাটা যাবে না। তবে উল্লেখ থাকে যে, একটি বৃহৎ ঘরের ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট কক্ষগুলো একই ঘরে বিবেচিত হবে, এরূপ বিভিন্ন কক্ষ হতে দুই এক দিরহাম করে মোট দশ দিরহাম চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি চোর পুরা নেছাব পরিমাণ দিরহাম একই সাথে ঘর হতে বের করে, আর যদি একবার কিছু পরিমাণ বের করে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে, তারপর আবার ঘরে প্রবেশ করে কিছু পরিমাণ বের করে, তবে হাত কাটা যাবে না।

যদি কয়েকজনে মিলে চুরি করে এবং চোরদের মধ্যে কেউ থাকে, তবে কারও হাত কাটা যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কারও দশ দিরহাম চুরি করে, তারপর যার মাল চুরি করেছে, সে মারা যায় এবং তার দশজন ওয়ারিছ থাকে, তবে তাদের ইখতিয়ার হবে যে, ঐ চুরির বাবত চোরের হাত কেটে দেয়। আর যদি ওয়ারিছদের মধ্যে কেউ কেউ অনুপস্থিত থাকে, তবে তারে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত চোরের হাত কাটা যাবে না। যদি যায়েদ আমরকে উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি আমার যে কোন রকম হদ আদায় করার উকীল নিযুক্ত হলে। তারপর আমর খালেদকে আটক করল, সে যায়েদের দশ দিরহাম চুরি করার কথা স্বীকার করেছে, তার নিকট হতে যায়েদের চুরিকৃত উক্ত দশ দিরহাম আদায় করার অথবা খালেদের হাত কাটিয়ে দেওযার ইখতিয়ার আছে। আমর যদি খালেদের হাত না কেটে তার নিকট হতে মাল চায়, তারপর যদি খোদ যায়েদ এসে খালেদের হাত কেটে দিতে চায়, তথাপি চোরের হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতেসুরুখসীর বিবরণ।

চুরির বাবত হাত কাটার ব্যাপারে গোলাম এবং স্বাধীন একই সমান। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। চুরি দুই বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয়। এক প্রকার সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা, দ্বিতীয় প্রকার খোদ চোরের একরার দ্বারা। তবে যদি চুরি চোরের একরার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তা হলে কাজী তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, চুরি কি জিনিস? তখন যদি সে চুরির অবস্থা, পরিচয় ইত্যাদি সঠিকভাবে বর্ণনা করে, তা হলে কাজী তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, কি বস্তু চুরি করেছ? ইহা জিজ্ঞেস করার কারণ এই যে, চুরিকৃত বস্তু যদ কোন মাল না হয়, তবে চোরের হাত কাটা দরকার হবে না। যদি চোর মালের রকম বর্ণনা করে, তবে কাজী তার নিকট মালের পরিমাণ জিজ্ঞেস করবে। আর ইহা ঐ সময় হবে, যখন চোরের চুরিকৃত মাল বিচার মজলিসে হাজির না থাকবে। যদি মজলিসে হাজির থাকে, তা হলে তার নিকট মালের পরিমাণের কথা এবং তার রকম ইত্যাদির বিষয় জিজ্ঞেস করার দরকার করবে না; বরং কাজী লক্ষ্য করে

-৩৩(ক)

www.nagorikpathagar.org

দেখবে যে, উক্ত মাল চুরির জন্য চোরের হাত কাটা যায় কিনা, যদি যায়, তবে কাজী চোরের হাত কাটার হুকুম দিয়ে দিবে। নতুবা দিবে না। তারপর কাজী চোরের নিকট জিজ্ঞেস করবে, তুমি এই মাল কিভাবে চুরি করলে? তা ছাড়া তার নিকট স্থল এবং ঘরের কথাও জিজ্ঞাসা করবে; কিন্তু সময়ের কথা জিজ্ঞেস করবে না। তারপর তার কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে, কার মাল চুরি করেছে? চোর দি তারও উত্তর সঠিকভাবে দেয়, তখন কাজী চোরের হাত কাটার হুকুম দিবে। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট চুরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য চোরের একবার একরার করাই যথেষ্ট। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ইমামুল মুসলিমীনের জন্য মুস্তাহাব হল, চোরকে তালকীন করা, যেন সে একরার না করে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। তার পর যদি চোর একরার হতে ফিরে যায়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহাই শুদ্ধতম; কিন্তু তার উপর মালের মুল্য ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে মোখাছারের বিবরণ। যদি চোর একরার করে যে, অমি তার একশত দিরহাম চুরি করেছি, তারপর বল যে, না, আমার ভুল হয়েছে আমি অন্য ব্যক্তির একশত দিরহাম চুরি করেছি, এমতক্ষেত্রে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ একরার করে যে, আমি এই দিরহাম চুরি করেছি এবং ইহা জানি না যে, এই দিরহাম কার অথবা বলে যে, আমি এর মালিককে চিনি না তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা যখীরাহর বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' ছগীরে বর্ণনা করেছেন যে, দুই ব্যক্তি একরার করল যে, আমরা একশত দিরহাম চুরি করেছি, তার পর তাদের একজন বলল, এই মাল আমার, তবে তাদের কারও হাত কাটা যাবে না। চাই তাদের একজন এই কথা কাজীর হুকুম দিবার আগে বলুক বা হাত কাটার পূর্বে হুকুমের পরে বলুক। যদি দুই ব্যক্তির এজন একরার করে যে, আমি এবং অমুকে অমুক ব্যক্তির এই কাপড় চুরি করেছি, যা আমাদের উভয়ের হাতে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুল আছলে এই মাসয়ালা সম্পর্কে দুইটি ছুরত উল্লেখ করেছেন, তার একটি এই যে, প্রথম ব্যক্তি চুরির একরার করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ একরার তাছদীক করল, তবে এই ছুরতে সর্বসম্মতভাবে উভয়ের হাত কাটা যাবে। আর দ্বিতীয়টি এই যে, প্রথম ব্যক্তি একরার করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ একরার তাকযীব করল। এর আবার দুটি ছুরত আছে। তার প্রথম ছুরত এই যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল যে, আমি চুরি করি নাই এবং আমি জানি না, কেমন কাপড়। এই ছুরতে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, একরারকারীর হাত কাটা যাবে এবং যে একরার করল না, সর্বসম্মতবাবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির একরারের তাছদীক করে। তারপর তা প্রত্যাহার করে, তবে সর্বসম্মতভাবে একরারকারীর হাত কাটা ছাকেত হয়ে যাবে ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি উভয়ের মধ্যে একজনে বলে যে, আমরা এই কাপড় অমুক হতে চুরি করেছি, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, তুমি মিথ্যা বলেছ, আমরা চুরি করিনি; কিন্তু এ কাপড় অমুকের, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট একরারকারীর হাত কাটা যাবে এবং মোনকেরকারীর হাত কাটা যাবে না। যদি কেউ কারও উপর চুরির দাবী করে এবং সে ব্যক্তি এনকার করে, তবে তার দ্বারা কসম করানো যাবে। তবে যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তা হলে ঐ ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না; কিন্তু সে মালের জামিন হবে। আর যদি সে ব্যক্তি একরার করে এবং পরে একরার প্রত্যাহার করে এবং এনার করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না; কিন্তু মালে জামিন হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি যায়েদ চুরির একরার করে, তবে আমর বলে যে, না; বরং আমি চুরি করেছি, সে চুরি করে নাই, তবে যার মাল চুরি হয়েছে, সে যার কথা বলে, তার হাত কাটা যাবে। যদি সে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথা বলে, তারপর আবার দ্বিতীয়

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি কথা বলে, তবে প্রথম ব্যক্তির উপর হাত কাটা বা মালের জামিন হওয়া কোনটাই ওয়াজিব হবে না। কেননা দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা বলার অর্থ প্রথম ব্যক্তির একরারকে মিথ্যারোপ করা ইহা এতাবিয়ার মধ্যে অআছে। আর যার মাল চুরি হয়েছে, সে যদি প্রথম ব্যক্তির একরারকে তাছদীক করার পর বলে যে, উহা প্রথম ব্যক্তি চুরি করেনি; বরং ইহা দ্বিতীয় ব্যক্তি চুরি করেছে। তবে উভয়ের মধ্যে কারও হাত কাটা যাবে না এবং প্রথম ব্যক্তির উপর মালের জামানতও ওয়াজি হবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি মালে জামিন হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

আর যদি প্রথম ব্যক্তির তাছদীক করে, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির একরার করে, তারপর তারও তাছদীক করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি মালের জামিন হবে। আর যদি কেউ নিজে মাল চুরি করেছে বলে, কিন্তু মালে মালিক গছবের কথা বলে, বা তাহর উলটা ঘটনা হয়, অর্থাৎ চোর নিজে গছবের কথা বলে এবং মালের মালিক চুরির কথা বলে, তবে হাত কাটা যাবে না; কিন্তু মালে জামিন হবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি মালের মালিক বলে যে না, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে; বরং তুমি আমার নিকট হতে গছব করে নিয়াছ। তবে মালের হুকুম দেওয় যাবে না।

যদি কেউ একরার করে যে আমি এই বালকের সঙ্গে চুরি করেছি অথবা ঐ গোংগার সাথে চুরি করেছি, তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতে সুরখসীর বিবরণ। যদি চার ব্যক্তি চুরির একরার করে, তারপর দুই ব্যক্তি একরার প্রত্যাহার করে, তবে হাত কাটা যাবে না। আর যদি এভাবে দুই ব্যক্তি একরার করে, তারপর এক ব্যক্তি একরার প্রত্যাহার করে, তা হলেও এই হুকুম হবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি চোর বলে যে, আমি ইহা অমুক হতে চুরি করেছি এবং উহা ঐ ব্যক্তির কাছে আমানতস্বরূপ রেখেছি, যার হাতে উহা এখন আছে, অথবা বলে যে উহা হেবা করে দিয়েছি। অথবা বলে যে, সে আমার নিকট হতে উহা গছব করে নিয়াছে, অর কব্জাকারী তা অস্বীকার করে, তবে তার হাত কাটা যাবে; কিন্তু মাল কব্জাকারীর উপর তার কথা তাছদীক হবে না। আ এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি যায়েদ একরার করে যে, আমি এবং আমর খালেদের হাজার দিরহাম চুরি করেছি। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর শেষ অভিমত অনুযায়ী একরারকারীর হাত কাটা যাবে; এবং ছাহেবাইনও এই কথা বলেছেন, আরও বলেছেন যে, একরারকারীর হাত কাটতে তার শরীরের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

নাওয়াদেরে বাশার (রহঃ) এর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যদি যায়েদ একরার করে যে, আম চুরি করেছি নয় দিরহাম, না; বরং দশ দিরহাম। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কওলে কিয়াস অনুযায়ী তার হাত কাটা লাযেম হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি বলল যে, আমি অমুকের মাল হতে কেশত দিরহাম চুরি করি নাই বরং দশ দীনার। তবে দীনারে জন্যই তার হাত টাকা যাবে এবং সে ঈনারে জামিন হবে। এর কারণ এই যে, একরারকারী দুই রকম পরিমাণের কথাই একরারে উল্লেখ করেছে। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অভিমত।

আর যদি সে বলে যে, আমি একশত দিরহাম চুরি করেছি, না; বরং দুইশত দিরহাম। তবে তার হাত কাটা যাবে এবং সে জামিন হবে না। এই কারণে যে, সে মাত্র দুইশত দিরহামের একরার করেছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি সে বলে যে, আমি চুরি করেছে দুইশত দিরহাম, না; বরং একশত দিরহাম। তবে তার হাত কাটা যাবে না। তবে সে দুইশত দিরহারেম জামিন হবে। কারণ এই যে প্রথম দুইশত দিরহাম চুরির একরার করে আবার তা প্রত্যাহার করেছে। অতএব জামিন শুয়াজিব হবে এবং হাত কাটা ওয়াজিব হবে না। আর তার একশত

www.nagorikpathagar.org

দিরহাম চুরির একরার ছহীহ হবে না। আর যদি একশত দিরহামের উপর ফিরে আসায় মাছরুক মিনহু অর্থাৎ যার মাল চুরি হয়েছে, সে যদি তার কথার তাছদীক করে তবে জেমান এর উপর ওয়াজিব হবে না।

আর যদি বলে যে, আমিএকশত দিরহাম চুরি করেছি, না; বরং দুইশত দিরহাম। তবে তার হাত কাটা যাবে এবং সে জামিন হবে না। এই কারণে যে, সে তাত্র দুইশত দিরহামের একরার করেছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি সে বলে যে, আমি চুরি করেছি দুইশত দিরহাম, না; বরং একশত দিরহাম। তবে তার হাত কাটা যাবে না। তবে সে দুইশত দিরহামের জামিন হবে। কারণ এই যে, প্রথম দুইশত দিরহাম চুরির একরার করে আবার তা প্রত্যাহার করেছে। অতএব জেমান ওয়াজিব হবে এবং হাত কাটা ওয়াজিব হবে না। আর তার একশত দিরহাম চুরির একরার ছহীহ হবে না। কেননা মোকের লাহু এর দাবী করেনি। আর যদি একশত দিরহামের উপর ফিরে আসায় মাছরুক মিনহু যদি তার কথার তাছদীক করে, তবে জেমানও এর উপর ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, আমি ওর দশ দিরহাম চুরি করেছি, না; বরং ওর নয় দিরহাম। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, তার প্রথম কথার জন্য দশ দিরহাম জেমান দিতে হবে। এবং দ্বিতীয় কথার জন্য হাত কাটার হুকম দেওয়া যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, দ্বিতীয় কথার জন্য তার হাত কাটা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দ্বিতীয়বারের পরিমাণ সম্পর্কে আরও একবার একরার করে। পরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) অভিমতের দিকে রুজু করেছেন। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে, যদি কেউ একরার করে যে, আমি তার দশ দিরহাম চুরি করেছি না; বরং আমি তার ইহা চুরি করেছি। তবে তার এই দুই কথার জন্য সে দশ দিরহামের জামিন হবে এবং তার হাত কাটা যাবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, আমি তার এই কাপড় চুরি করেছি এবং তার মূল্য একশত দিরহাম। তার পর বলে যে, না, বরং আমি এই অন্য কাপড় চুরি করেছি। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) নিকট প্রথম কথার জন্য হাত কাটা যাবে না এবং দ্বিতীয় কথার জন্য হাত কাটা যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কোন বালক বা বালিকা চুরির একরার করে, তবে তা ছহীহ হবে না। আর বালক যদি এরূপ হয় যার স্বপ্নদোষ হয়েছে এবং তার জেমায় মহিলা গর্ভবতী হয় এবং বালিকা হায়েজাহ হয়েছে বা হামেলা হয়েছে, তারপর বলে যে, এই মাল আমার নিজের অথবা বলে যে, আমি তার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম বা বলে যে, ইহা আমার তার নিকট ঋণের বাবত পাওনা আদায় করেছি, তবে তার যিম্মা হতে হাত কাটা দূর করা যাবে। যদি এভাবে সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা তার চুরি সাব্যস্ত হয় এবং তারপর সে এরূপ বলে, তবে সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। যদি কাজী কারও চুররি কারণে তার হাত কাটার হুকুম দিয়ে দেয়, চাই সাক্ষ্যের মাধ্যমে হোক বা একরারের মাধ্যমে। তারপর যার মাল চুরি হয়েছে, সে যদি বলে যে, ইহা আমার মাল নয়, ইহা এর মাল। সে আমার মাল চুরি করে নি। ইহা আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। অথবা বলে যে আমার সাক্ষীগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে অথবা বলে যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যা একরার করেছে ইত্যাদি, তবে ঐ ব্যক্তির যিম্মা হতে হাত কটা ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যি কেউ জবরদস্তির কারণে চুরির একরার করে, তবে তার একরার বাতিল। তবে কোন কোন মুতায়াখখিরীন উহা ছহীহ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে।

যার উপর চুরির দাবী করা হয় এবং সে চুরির এনকার করে, তবে ফকীহ আবু বকর আ'মাশ হতে বর্ণিত আছে যে, এই অবস্থায় ইমামের মন যেদিকে বেশি ঝুঁকবে, সেদিকে রায় প্রদান করবেন। যদি তাঁর মনের ধারণা প্রবল হয় যে,

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যক্তি চোর, তবে তাকে চোরের সাজা দান করবেন; এবং ইমামুল মুসলিমীনের জন্য এরূপ করা জায়েয আছে। আমাদের মাশায়েখদের কাছে ইমামুল মুসলিমীনের জন্য চোরকে তা'যীর দেওয়ার ইখতিয়ার আছে। যেমন নাকি তিনি যদি চোরের সাথে একে চলতে দেখেন, তবে তিনি এইরূপ করতে পারেন। ইহা যখীরার বিবরণ।

যদি যায়েদ আমরের উপরে চুরির দাবী করে, তবে মোদ্দায়ী অর্থাৎ যায়েদের উপর সাক্ষী হাজির করা আবশ্যক হবে এবং আমার অর্থাৎ মোদ্দাআ আলাইহির উপর কসম বর্তিবে। চোরকে মারা বা প্রহার করা শরীয়তের পরিপন্থী। এর ফতোয়া শরীয়ত মোতাবেক হওয়া চাই। যায়েদ আমরের উপরে চুরির দাবী করল; এবং তাকে কাজীর দরবারে হাজির করা হল, আর দরখাস্ত করা হল যে, কাজী তাকে সাজা দান করুক, যেন সে চুরি স্বীকার করে, তারপর তাকে কাজী কয়েকবার প্রহার করতঃ কয়েকখানায় ফেরত পাঠাল। এতে আমর পুনরায় সাজা পাওয়ার ভয়ে জেলখানার ছাদে উঠে নিচে লাফিয়ে পড়ল, আর তাতে সে মারা গেল। পরে চুরি আমর ছাড়া খালেদ দ্বারা হয়েছে বলে প্রকাশ পেল, তবে আমরের ওয়ারিছদের ইখতিয়ার হবে যে, যায়েদ হতে মৃত ব্যক্তির দিয়ত, তা ছাড়া এ ব্যাপারে আমরের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তা সব আদায় করে নিবে। কারণ হল, যা কিছু হয়েছে তা সব যায়েদেরই কারণে হয়েছে। যায়েদ এরূপ ঘটনা সৃষ্টির জন্য জালেম সাব্যস্ত হয়েছে। হয়ে ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

যদি কেউ চুরির একার করে, তারপর ভেগে যায়, তবে কখনও তার পিছনে ধাওয়া করবে না। না সাথে সাথে, না কিছু পরে; কিন্তু যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দ্বারা চুরি প্রমাণিত হয়, তারপর চোর পালিয়ে যায়, তবে সাথে সাথে তার পিছে ধাওয়া করা যাবে এবং তার হাতও কাটা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, 'আন ছারিকুন হাযাছ ছাওবা' অর্থাৎ সে কাফ অক্ষরে তানভীন দিয়েছে এবং বায়ে মোয়াহহাদাকে জবর দিয়েছে, তবে হাত কাটা যাবে না। আর যদি সে ছারেকুন হাযাছছাওরে বলে অর্থাৎ ইজাফতের সাথে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যায়েদের গোলামের হাতে দশটি দিরহাম আছে, সে একরার করল যে, ইহা আর হতে চুরি করেছি। তবে যদি সে এরূপ গোলাম হয় যে, তার তিজারত করার হুকুম আছে অথবা সে মোতাবেক হয়, আর সে চুরিকৃত দিরহাম হয়তো নষ্ট করে ফেলেছে; বা তার হাতে মওজুদ আছে। যদি সে চুরির একরার করে, তবে তা তার হাত কাটার জন্য এবং জেমানত হওয়ার জন্য উভয় ক্ষেত্রে ছহীহ হবে। আর যদি চুরিকৃত মাল মওজুদ থাকে, তবে তা ফিরিয়ে দেয়া যাবে। আর যদি গোলাম বন্দী হয় অর্থাৎ কোন কিছু করতে অক্ষম হয়, এমতাক্ষেত্রে যদি সে এমন চুরির একরার করে যা সে নষ্ট করে ফেলেছে, তবে তার একরার হাত কাটার ক্ষেত্রে ছহীহ হবে। আর যদি সে এমন চুরির একরার করে যে, চরিকৃত মাল অবিকল তার হাতে মওজুদ আছে। তারপর যদি মালিক তার কথা যদি মালিক মালের ব্যাপারে গোলামের কথা তাকযীব করে যে, এই মাল আমার, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী এই ছুরতেও গোলামের একরার তার হাত কাটা ও মালের জামিন হওয়া উভয় ক্ষেত্রে ছহীহ হবে। অতএব গোলামের হাত কাটা যাবে, এবং ঐ মাল তার মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে ইহা যখীরার বিবরণ।

যদি চুরির প্রমাণ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, তবে তার শর্ত হল, দুইজন আদেল পুরুষ সাক্ষী হতে হবে; এবং এক্ষেত্রে শুধু মহিলার সাক্ষী মালে ক্ষেত্রে আমাদের নিকট কবুল হবে; কিন্তু হাত কাটার ক্ষেত্রে হবে না। এভাবে যদি সাক্ষীর উপর সাক্ষী হয়, তবে তাও আমাদের নিকট মালের ক্ষেত্রে কবুল হবে এবং হাত কাটার ক্ষেত্রে কবুল হবে না। যখন দুইজন আদেল পুরুষ চুরির সাক্ষ্য দেয়, তখন কাজী মালও হাত টাকা উভয় ক্ষেত্রে ইহা কবুল করবে। তারপর উভয় সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করবে যে, চুরিকৃত মাল কি জিনিস? তারপর এর রকম ও পরিমাণ জিজ্ঞাসা করবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি মাল কাজীর দরবারে উপস্থিত না থাকে। আর যদি মার উপস্থিত থাকে, তবে মালের রকম ও পরিমাণ জিজ্ঞাসা করতে হবে না; কিন্তু কাজী চুরিকৃত মাল লক্ষ্য করে দেখবে।

তারপর চোর এবং সাক্ষী উভয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে, চুরি কিভাবে করেছে এবং সাক্ষীদের নিকট গৃহ বা স্থান এবং সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করবে আর চুরিকৃত মালের মালিকের নিকটও জিজ্ঞাসা করবে, তারপর যখন তারা সবকিছু যথাযথভাবে বর্ণনা করবে এবং কাজী সাক্ষীদের আদালত সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তবে হাত কাটার হুকুম দিবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষীদের অবস্থা জেনে নিতে পারে এবং সাক্ষীদের আদালত প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত চোরকে আটক করে রাখবে। তার পর চোর আটক থাকা অবস্থায় যদি সাক্ষীদের আদালত প্রকাশ পায়, আর যদি চুরিকৃত মালের মালিক উপস্থিত হয়, তবে কাজী চোরের উপর হাত কাটার হুকুম দিবে। আর যদি মালের মালিক অনুপস্থিত থাকে, তবে চোরের হাত কাটার হুকুম দিবে না। আর যদি মালের মালিক সেখান হতে গায়েব হয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই ছুরত সম্পর্কে কিতাবে কিছু বর্ণনা করেন নাই; এবং আমাদের মাশায়েখগণ এই মাসয়ালার মধ্যে মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে ইমাম আজম আবূ হানিফা (রহঃ) এর দুইটি মতের প্রথম মত অনুযায়ী চোরের হাত কাটা যাবে। আর দ্বিতীয় মতানুযায়ী হাত কাটা যাবে না। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম আজম (রহঃ) এর প্রথম ও শেষ উভয় মতানুযায়ী হাত কাটা যাবে না। আর যদি দুজন সাক্ষী চুরির উপর সাক্ষ্য দেয় তারপর সাক্ষীদ্বয়ের আদালত প্রকাশ পাওয়ার পর উভয়ে গায়েব হয়ে যায়। অথবা মরে যায় অথব এখনও কাজী বিচারের হুকুম প্রদান করেনি। অথবা করে থাকলেও তা জারী হয়নি, তবে এই উভয় ছুরতে ইমাম আজম (রহঃ) এর প্রকাশ্য অভিমত অনুযায়ী কাজী কোন হুকুম দিবে না; এবং তা জারীর করা যাবে না; এবং শেষে মতানুযায়ী হুকুম দিয়ে তা জারী করে দিবে।

যদি উভয় সাক্ষী ফাসেক অথবা মোরতাদ অথবা অন্ধ হয়ে যায়, অথবা উভয়ের জ্ঞান লোপ পায়, তবে যদি এরূপ ঘটনা কাজীর হুকুমের আগে সংঘটিত হয়, তবে তা কাজীর হুকুম দিবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। আর যদি এই ঘটনা কাজীর হুকুম দেওয়ার পরে এবং জারী হওয়ার আগে সংঘটিত হয়, তবে হুকুম জারী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। আর যদি দুইজন সাক্ষী দুই ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক এবং অমুক দুইজনে অমুক ব্যক্তির মাল চুরি করেছে এবং উভয় সাক্ষী চুরির মালের কথা বর্ণনা করে, অর যে দুই ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দান করে, তার মধ্যে একজন গায়েব থাকে; এবং তাকে পাওয়া না যায়, তবে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) শেষ মতানুযায়ী এবং ছাহেবাইনের কওল মতে হুকুম এই হবে যে, যে ব্যক্তি হাজির থাকে তার হাত কেটে দেওয়া যাবে। আর যে গায়েব থাকে যখন সে হাজির হবে এবং মালের মালিক তাকে কাজীর দরবারে নিয়ে যাবে, তখন কাজী তাকে হুকুম দিবে যে, পুনরায় সাক্ষী হাজির কর। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি ইমামুল মুসলিমীন কোন চোরের হাত কেটে দেওয়ার হুকুম দিয়ে দেন, তার পর চুরিকৃত মালে মালিক তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে এই ক্ষমা করা বাতিল হবে। ইহা ইজহার মধ্যে আছে। যদি দুইজন কাফের একজন কাফের ও একজন মুসলমানের উপর চুরির সাক্ষ্য দেয়, তবে যেমন মুসলমানের হাত কাটা যাবে না, তেমন কাফেরেরও হাত কাটা যাবে না। যদি দুইজন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, সে একটি গাভী চুরি করেছে আর সাক্ষীদ্বয় গাভীর রং সম্বন্ধে দুই রকম বলে, একজনে বলে, উহা সাদা আর অন্যজনে বলে উহা কাল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, সাক্ষ্য কবুল হবে এবং ছাবেহাইন এতে দ্বিমত পোষণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম কুরখী (রহঃ) বলেন যে, এই মতভেদ এমন দুইটি রংয়ের ক্ষেত্রে যা পরস্পরের মধ্যে একটি অপরটি প্রায় অনুরূপ। যেমন লাল এবং হলদে। আর যে, দুই রংয়ের মধ্যে পরস্পরে মিল নাই, যেমন সাদা ও কাল, তবে তেমন সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে কবুল হবে না। শুদ্ধমত এই যে, সর্বক্ষেত্রেই মতভেদ আছে। যদি দুইজনের মধ্যে একজনে সাক্ষ্য দেয় যে, যে বলদ চুরি করেছে, আর অন্যজনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে গাভী চুরি করেছে। তবে সর্বসম্মতভাবে এরূপ সাক্ষ্য কবুল হবে না। যদি দুইজনে সাক্ষ্য দেয় যে, কাপড় চুরি করেছে, তবে একজনে বলে যে, কাপড় লাল ছিল আর অন্যজনে বলে যে, কাপড় সাদা ছিল, তবে নোছখায় আবি সোলায়মানের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এর মধ্যেও মতভেদ আছে এবং নোছাখায়ে আবু হাফছের মধ্যে আছে যে, সর্বসম্মতভাবে এই সাক্ষ্য কবুল হবে না। যার উপর চুরির সাক্ষ্য দেয়া হয়, সে যদি বলে যে, এ আমার মাল। আমি ইহা তার নিকট রাখিতে দিয়েছিলাম। এখন সে তা অস্বীকার করেছে, অথবা বলে যে, আমি এর নিকট হতে ইহা খরিদ করেছিলাম অথবা বলে যে, সে একার করেছে যে, ইহা আমার মাল। তবে এ সকল ছুরতে চোরের যিম্মা হতে হদ ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

যদি দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, এই মাল ঐ যায়েদ চুরি করেছে এবং অন্য সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এই মাল ঐ আমর চুরি করেছে। অর যার মাল চুরি হয়েছে সে দাবী করে যে, যায়েদ চুরি করেছে। তবে যায়েদের হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি সাক্ষীগণ এক মাযুন গোলামের উপর দশ দিরহাম বা তার বেশি মাল চুরির সাক্ষ্য দেয় এবং গোলাম তার এনকার করে, তবে তার মালিক উপস্থিত থাকলে সব ইমামের নিকট সর্বসম্মতভাবে গোলামের হাত কাটা যাবে। আর চুরিকৃত মালের হুকুম এই হবে যে, যদি গোলাম মাল নষ্ট করে ফেলে, তবে তার জেমানত হবে না। আর যদি উহা যথারূপে মৌজুদ থাকে, তবে মালের মালিককে ফিরিয়ে দেয়া যাবে। আর যদি গোলামের মালিক অনুপস্থিত থাকে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট গোলামের হাত কাটা যাবে না এব ংগোলাম চুরিকৃত মালের জামিন হবে। আর যদি সাক্ষীগণ দশ দিরহামের কম মাল চুরির সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজী উক্ত মালের হুকুম দিবে, হাত কাটার হুকুম দিবে না। চাই গোলামের মালিক উপস্থিত থাকুক, চাই না থাকুক।

আর যদি সাক্ষীগণ গোলামের দশ দিরহাম চুরির একরারের সাক্ষ্য দেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কাজী এর উপর কোন হুকুম দিবে না। না হাত কাটার, না মালের। আর যদি সাক্ষীগণ মাহজুর গোলামের চুরির একরারে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজী এরূপ সাক্ষ্য কোনরূপেই কবুল করবে না। চাই মালিক উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। এমন কি গোলামের হাত কাটা যাবে না এবং মালের জন্য মালিক গোলামকে বিক্রয়ের জন্য ধৃত হবে না; কিন্তু গোলাম মুক্ত হওয়ার পর মালের জন্য ধৃত হবে। ইহা যখীরার মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কারও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তথায় রক্ষিত ধন-সম্পদ নিয়ে ঘরের বাইরে আনে তবে ধনের মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে তাকে কতল করে ফেলে। নাওয়াদের ইবনে সেমা'র মধ্যে আছে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি চোর সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকে এবং মালিক দেখে চীৎকার শুরু করে, তারপর যদি চোর ভেগে যায় তবে তো ভাল। নতুবা মালিকের জন্য জায়েয আছে যে, সে চোরকে কতল করে ফেলে। নাওয়াদের ইবনে রুস্তমের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি চোর ঘরে সিঁধ কাটতে থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে মালিকের জন্য চোরকে কতল করা জায়েয আছে– চাই সে ঘরের বিতরে হোক বা বাইরে হোক। যদি মালিক এভাবে চোরকে কতল করে ,তবে তার উপর কেছাছ ও দিয়ত কিছুই দরকার হবে না।

www.nagorikpathagar.org

ফতোয়ায়ে আহলে সমরকন্দীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, চোর কারও দেওয়ালে সিঁধ কাটতে শুরু করেছে কিন্তু সিঁধের ছিদ্র এখনও হয়নি মালিক তাকে দেখে উপর হতে এক পাথর ছিঁকে মারে এবং চোর তাতে মরে যায়, তবে মালিকের উপর সাহায্য হিসেবে এর দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং কতলের কাফফারাহ আবশ্যক হবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছের মধ্যে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অন্যের দেওয়ালের উপর চুরির নিয়তে উঠল। দেওয়ালের উর চাদর ছিল, মালিকের ভয় হল যে, সে যদি চীৎকার শুরু করে, তবে চোর হয়ত ঐ চাদর নিয়ে ভেগে যাবে। তবে যদি চাদর অন্ততঃ দশ দিরহাম মূল্যের হয়, তা হলে তার উপরে ফিঁরে মারার ব্যাপারে হুকুম হল, উক্ত চাদর দশ দিরহাম বা তার বেশি মূল্যের হলে মারা জায়েয হবে। ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, আমাদের আছহাবগণ ঐ পরিমাণের শর্তারোপ করেন নাই এবং মোটামুটি বলেছেন যে, তাকে তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করার ইখতিয়ার আছে। ইহা জামে' ছগীরের বিবরণ।

কেউ কারও ঘরের রাত্রে প্রবেশ করে মাল সামান ঘর হতে বের আনল এবং তা নিয়ে রওয়ানা করল। তখন মালের মালিক তার কিছু নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তবে মালিকের এর কোন কিছু জামানত হবে না। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইহা এরূপ অবস্থায় হবে যে, যখন তাকে হত্য করা ছাড়া আর কোনভাবে মাল আটক করার উপায় থাকবে না, তখন চোরকে হত্যা করা জায়েয হবে এবং এই ছুরতে এর বদলে হত্যাকারীর উপর কোন কিছুর জেমান ওয়াজিব হবে না। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে, যদি কারও নিকট কিছু রুটি থাকে এবং অন্য কেউ তা ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে রুটির মালিকের জন্য জায়ে হবে যে, তলোয়ার নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, যখন সে ক্ষুধার তাড়নায় বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করে। এভাবে যদি তার পানীয় পানি হয় এবং তারও এই অবস্থা হয়, তবে ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কোন সুপরিচিত কুখ্যাত চোরকে এই অবস্থায় সম্মুখে পায় যে, সে চুরিতে লিপ্ত নয়; বরং নিজের অন্য কোন কাজে মগ্ন। তবে তাকে হত্যা করা জায়েয হবে না। অবশ্য তাকে ধরে ইমামুল মুসলিমীনের নিকট নিয়ে যাবে। তিনি তাকে আটক করাবেন, তাওবাহ ও শায়েস্তা করাবেন। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ চোরকে মাল নিয়ে যেতে দেখে চীৎকার করে ও তাতে চোর মাল ফেলে রেখে ভেগে যেতে থাকে, তখন তার পিছনে ধাবিত হয়ে তাকে ধরে প্রহার করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, তবে যদি তার কিছু মাল নিয়ে ভেগে থাকে, তবে সেই অবস্থায় তার পিছনে ছুটে তাকে ধরে ছড়ি বা লাঠির দ্বারা প্রহার করা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ মাল ফেলে রেখে যায়। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

চোরের উপর চুরির দাবীদারের জন্য মুস্তাহাব হল, সে বলবে যে, সে এই মাল নিয়েছে, চুরি করেছে বলবে না। সাক্ষীদের জন্যও মুস্তাহাব এই যে, সে মাল চুরি করেছে না বলে মাল নিয়েছে বলেবে। অথবা এরূপ বলবে যে, এই মাল তলবকারীর বা দাবীদারের, যাতে চোরের যিম্মা হতে হাত কাটার হদ ছাকেত হয়ে যায়। এক ব্যক্তিরও উপর দাবী করল যে সে আমার এই মাল চুরি করেছে, চোর বলল, যে, হ্যাঁ নিয়েছি। তবে সে মালের জামিন হবে। তার হাত কাটা যাবে না। যদও পরে সে উহা চুরি করে নেওয়ার একরার করে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। একব্যক্তি আরেক ব্যক্তির উপর চুরির দাবী করল এবং মুদ্দাআ আলাইহি তা এনকার করল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, তার দ্বারা কসম করানো যাবে। তারপর যদি সে কসম করতে এনকার করে, তবে তার উপর মালের হুকুম দেওয়া যাবে হাত কাটা হুকুম দেওয়া যাবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। এভাবে যদি একরার হতে ফিরে যায়, তা হলেও এরূপ হুকুম হবে। এভাবে যদি সাক্ষীর ছুতেও এরূপ হয়, তা হরেও এরূপ হুকুম হবে যে, মালের জামিন হবে, হাত কাটা যাবে না। ইহা এতাবিয়ার বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দুইজন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর চুরির সাক্ষ্য দিল এবং তার হাত কেটে দেয়া হল। তারপর সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে বলল যে, এ ব্যক্তি নয় বরং অন্য ব্যক্তি তবে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না এবং প্রথম ব্যক্তি যার হাত কাটা হয়েছে, তার দিয়াতের সাক্ষীদ্বয় জামিন হবে। আর যদি অন্য সাক্ষীগণ প্রথম সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার উপর সাক্ষ্য দেয়, তবে তা কবুল হবে না; বরং চোরের হাত কাটা যাবে দুইজন সাক্ষী চোরের চুরি করার একরারের উপর সাক্ষ্য দিল এবং চোর অস্বীকার করল অথবা চুপ করে থাকল, তবে তার হাত কাটা যাবে। আর যদি চারজনে সাক্ষ্য দেয়, তারপর দুইজনে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং অন্য ব্যক্তির উপর চুরির সাক্ষ্য দেয়, তবে উক্ত দুই মাশহুদ আলাইহির কারও হাত কাটা যাবে না এবং প্রথম মাশহুদ আলাইহির উপর মালের হুকুম দেওয়া যাবে। ইহা তাতরখানিয়াহর বর্ণিত বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাত কাটা এবং না কাটার ছুরতের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

যে সকল অবস্থায় হাত কাটা যাবে তার মাসায়েল

দারুল ইসলামে কোন কোন এমন জিনিস আছে, যা চুরি করলে চোরে হাত কাটা যাবে না। যেমন লাকড়ি, ঘাস, খড়কুটা, সাধারণ পাথর এবং মৎস্য ইত্যাদি। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে; কিন্তু সবুজ নগীনা, ইয়াকুত, জবরযদ ইত্যাদি পাথর চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ইহা কাফীর বিবরণ। মোটকথা, সর্বরকম মণিমুক্তা এবং মূল্যবান পাথরের ক্ষেত্রে হাত কাটা যাবে। ইহা গিয়াসিয়ার বিবরণ। আর স্বর্ণ, রৌপ্য, মোতি, ফিরোজাহ প্রভৃতি বস্তুগুলোর ব্যাপরে হিশাম (রহঃ) হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি ঐ বস্তুগুলো এমন অবস্থায় চুরি করে যে, ইহা কোন মোবাহ বস্তুর সাথে যথা মাটি সাথে মিলানো থাকে বা কোন পাথরের সাথে মিশ্রিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে হাত কাটা আবশ্যক হবে না; কিন্তু জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বাবস্থায় হাত কাটা যাবে। আর যে কাষ্ঠসমূহের চুরিতে হাত কাটা যায় না, সেই কাঠের তক্তার দ্বারা কোন খাট, পালং, চেয়ার, টেবিল বানালে তা চুরি করায় হাত কাটা যাবে। খড়, কুটা, ঘাস, নল প্রভৃতি চুরি করলে যেমন হাত কাটা যায় না, ইহা দ্বারা চাটাই, বিছানা বা অন্য কিছু বানালে এবং তা চুরি করলও হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

হ্যাঁ, তবে ঐ জিনিসগুলো বানাতে যদি অধিক পরিশ্রম করে এতে নকশা এবং কারুকার্য করে বস্তু অকালে বিনষ্ট হয়ে যায় যেমন গুদ্ধ, গোশত বা কাচা- পাকা ফল ইত্যাদি। তা চুরি করলে হাত কাটা যায় না। ইহা হেদায়ার বিবরণ। যে সকল বস্তু অকালে বিনষ্ট হয়ে যায় যেমন দুগ্ধ, গোশত বা কাচা-পাকা ফল ইত্যাদি। তা চুরি করলে হাত কাটা যায় না। ইহা হেদায়ার বিবরণ। তবে সে সকল ফল যা মানুষের কাছে রক্ষিত থাকে, যেমন আখরোট, বাদাম ইত্যাদি। তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি ইহা হেফাজতে রাখা হয়। আর যে সকল ক্ষেতি বা ফল কাটা বা পাড়া হয়নি বরং ইহা গাছে রয়েছে, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না; কিন্তু যদি তা পড়ে বা কেটে কোন দরজা বন্ধ ঘরে রাখা হয়, তারপর তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর গোশত চুরি করলে যে হাত কাটা যাবে না, সেক্ষেত্রে গোশত চাই লবণ মাখানো হোক বা লবণ ছাড়া হোক উভয়ের একই হুকুম। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যে কোন রকম শস্য বীজ, তেল, ঘি, চর্বি, আতর প্রভৃতি চুরি করলে হাত কাটা যাবে এভাবে তুলা, রেশম অথবা পশম চুরি করলে হাত কাটা যাবে। গম, যব, আটা বা ছাতু, মনাক্কা, যাইতুন ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে এভাবে পরনের পোশাক, চাদর, ফরাশ এবং লৌহ, পিতল, তাম্র, দস্তা ইত্যাদির তৈজস বরতন এবং কাঠের তক্তা যা অন্য জিনিস বানাতে প্রয়োজন হয়, তা ছাড়া কাগজ, ছুরি-চাকু, কাঁচি দা, কুঠার, কাস্তে, কোদাল, খোন্তা ইত্যাদি ও দাবাগতকৃত চামড়া চুরি করলে হাত কাটা যাবে। পাথর চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে এবং শ্বেত পাথর, লাল পাথর চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। পাথরের তৈরি হাড়ি-পাতিল চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ। সিংগা চুরি করলে হাত টাকা যাবে না। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত। যদি বৃক্ষ কোন বাগান হতে মূলসহ উঠিয়ে নেওয়া হয়, যদিও তা দশ দিরহাম মূল্যের হয়, তবে তাতে হাত কাটা যাবে। ইহা শরহে মাজমাউল বাহারইনে বিবরণ।

কোন আদেল তাজেরের মাল নিজেদের মধ্যের কোন অবাধ্য বা বিদ্রোহী ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে। ইহা তাতারখানিয়াহর বিবরণ। চিনি চুরি করলে সর্বসম্মতভাবে হাত কাটা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, হাতীর দাঁত দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন বস্তু তৈরি করা হয়, উহা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, হাতীর দাঁত দ্বারা কোন বস্তু তৈরি করা হোক বা না হোক, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কারণ হল, ইহা কোন মালের মধ্যে বিবেচিত নয়। তবে যদি হাতীর দাঁত দ্বারা এমন কোন জিনিস তৈরি করা হয়, যাতে বহু পরিশ্রম করা হয়েছে ও নক্‌শা, কারুকার্য করা হয়েছে, তবে তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে যদি কোন চতুষ্পদ জন্তু যবেহকৃত হয়, আর কেউ তার চামড়া চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। হ্যাঁ তবে ঐ চামড়ার তৈরি কোন বিছানা বা জায়নামায ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে। কোন খানাভর্তি বরতন বা হাড়ি-পাতিল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইহা এতায়িার মধ্যে আছে। যদি কোন যিম্মীর শরাব বা শূকর চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। কুকুর এবং চিতা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। মুরগী, হাঁস এবং কবুতর চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইহা তামারতাশীর মধ্যে আছে। কোন হালাল পানীয় দ্রব্য চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তানপুরা, শারিন্দা চুরি করলে হাত কটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

তবলা, একতারা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। তবে এই হুকুম তখন হবে, যখন তলবা -বেহুলা গান-বাজনার মধ্যে ব্যবহৃত হয়, আর যদি ইহা মুজাহিদ অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধাদের তবলা হয়, তা চুরি করলে মাশায়েখ (রহঃ) মতভেদ করেছেন যে, হাত কাটা যাবে, যখন এর মূল্য দশ দিরহাম হবে; কিন্তু ছদরে শহীদ বলেন যে, হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। কোরআন মজীদ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না– যদিও তা স্বর্ণ খচিত বস্তু দ্বারা বাঁধাই করা হয়। ফিকাহের কিতাব, অভিধান পুস্তক, নহু-ছরফ বা কবিতা কাব্যের পুস্তক চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওহহাজের বিবরণ। যদি কেউ বাঁধাই করা সাদা কাগজের বই বা খাতা যাতে কিছু লিখা হয় নাই, চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে, যদি তার মূল্যে নেছাব পুরা হয়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। হিসাব কিতাবের দপ্তর চুরি করলে হাত কাটা যাবে স্বর্ণ রৌপ্যের মূর্তি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ছবি বা মূর্তি অঙ্কিত মুদ্রা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। কেননা ইহা ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাখা হয় না। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন গোলাম এমন বড় হয় যে, সে নিজেকে চিনতে বুঝতে পারে। তবে তাকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না– যদিও সে ঘুমন্ত, পাগল বা আজমী হয়। কারণ হল এতে চুরি হয় না। আর যদি গোলাম এরূপ হয় যে, নিজের ভাল-মন্দ তমীজ করার বয়স হয়নি, তবে তাকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

মুন্তাকায় বর্ণিত আছে, যদি গোলাম ছোট হয়, যার কানে পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোতি আছে, তা চুরি করলে হাত টাকা যাবে ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি যায়েদের আতরের নিকট কর্জ যদি এই প্রকার হয় যে, উহা তখন তখন পরিশোধ করা উচিত ছিল, তবে এই ছুরতে যায়েদের ঐ চুরির কারণে হাত কাটা যাবে না। আর যদি কর্জশোধের কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা থাকে, তবে এমতক্ষেত্রে চুরির কারণে হাত কাটা যাবে; কিন্তু এস্তেহসানান হাত কাটা যাবে না– চাই সে কর্জ পরিমাণ মা চুরি করুক বা তদপেক্ষা কিছু বেশি চুরি করে থাকুক। আর যায়েদ যদি বলে যে, আমিইহা নিজের হকের বদলে ঋণস্বরূপ নিয়েছি বা নিজের হক আদায় করার জন্য ইহা নিয়েছি। তবে সর্বসম্মতভাবে তার যিম্মা হতে হদ দূর হয়ে যাবে।

আর যদি যায়েদ নিজের হকের তুলনা উত্তম প্রকারের দিরহাম বা নিকৃষ্ট প্রকারের দিরহাম নিয়ে নেয়, তবে তার হাত কাটা হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর যদি সে নিজের পাওনা মালের প্রকারের বিপরীত কোন প্রকারের মাল হয়, তবে ছহীহ এই যে, তার হাত কাটা যাবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ। যদি রৌপ্যর গহনা চুরি করে অথচ তার নিকট কর্জ দিরহাম পাওনা আছে, অথবা স্বর্ণের গহনা চুরি করে, অতচ তার উপর দীনার পাওনা আছে, তবে হাত কাটা যাবে। আর যদি মাল ব াগহনা চোরে নষ্ট করে ফেলে এবং তার উপর এর মূল্য ওয়াজিব হয় আর তার মূল্য কর্জের মূল্যের পরিমাণতুল্য হয়, তা হলেও হাত কাটা যাবে।

যদি মোকাতেব বা গোলাম নিজের মালিকের করজদারের কিছু মাল চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে। হ্যাঁ, তবে যদি মালিক তাকে নিজের মাল আদায় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে থাকে, তবে তেম ছুরতে হাত কাটা ওয়াজিব হবে না যদি কেউ নিজের পিতার করজদার অথবা বয়স্ক পুত্র অথবা মোকাতেবের করজদারের মাল চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে। আর যদি নিজের ছোট পুত্রের করজদারের মাল চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা গায়তুল বয়ানের মধ্যে আছে। যদি কারও মাযুন গোলাম তার করজদার হতে কিছু চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে। ইহা ইজাহের মধ্যে আছে।

যদি চুরি এমন দুটি জিনিসের হয়, যার একটি এমন যে, উহা চুরির কারণে হাত কাটা যায়, আর একটি এমন যে, তার চুরির কারণে হাত কাটা যায় না, তবে দেখিতে হবে যে, কোন জিনিস চুরির মকসুদ ছিল, যদি মকসুদ এমন জিনিস চুরি করা ছিল, যার চুরিতে হাত কাটা যায় এবং নেছাব পরিমাণ ছিল, তবে তার চুরিতে হাত কাটা যাবে। আর যদি মকসুদ এমন জিনিস চুরি করা থাকে, যার চুরিতে হাত কাটা যায় না, তবে ঐ জিনিস চুরির ফলে হাত কাটা যাবে না, যদিও তার সাথে এমন জিনিস থাকে, যা চুরির কারণে হাত কাটা যায় এবং তা পুরা নেছাব পরিমাণ হয়। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। মোটকথা চুরির উদ্দেশ্যে প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে চোর কোন জিনিসটি চুরি করার নিয়ত করেছিল? ইহার উপর নির্ভর করেই হুকুম দিতে হবে। যদি কেউ রৌপ্যের বরতন চুরি করে, যার মূল্য একশত দিরহাম। আর ঐ বরতনে নবীজ অথবা খানাভর্তি ছিল বা দুধ ভর্তি ছিল, তাও নিয়ে গিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা যাবে না। এই ছুরতে ঐ খানা বা দুধকে মকসুদ ধার্য করা হবে, যা বরতন ভর্তি ছিল। যদি কোন স্বাধীন বালককে চুরি করা হয়, তবে হাত কাটা যাবে না, যদিও ঐ বালকের সাথে অলঙ্কার থাকে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, হাত কাটা যাবে, যিদ বালকের সাথে নেছাব পরিমাণ জেওর থাকে। আর এই মতভেদ এমন বালকের ক্ষেত্রে, যে চলত পারে না। অর্থাৎ নিজে স্বং সম্পূর্ণ নয়। আর যদি চলতে, বলতে পারে তবে সর্বসম্মতভাবে তার চুরিতে হাত কাটা যাবে না– যদিও তার সাথে অনেক বেশিও জেওর থাকে।

www.nagorikpathagar.org

মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে, যদি কেউ একটি কুকুর চুরি করে, যার গলায় একশত দিরহামের একটি মালা ঝুলানো। তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি একটি গাধা চুরি করা হয়, যার মূল্য নয় দিরহাম আর তার সাথে এক দিরহাম মূল্যের একটি রেকাব থাকে, তবে চোরের হাত কাটা যাবে। যদি কেউ মধু রক্ষিত মটকা চুরি করে এবং মধুর মূল্য একদেরহাম ও মটকার মূল্য নয় দেরহাম হয়, তবে হাত কাটা যাবে। শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) স্বীয় শরার ৫২৮ মধ্যে লিখেছেন যে, যদি কেউ সুরক্ষিত স্থানের শরাব পান করে ফেলে ও তার বরতন বাইরে নিয়ে আসে এবং ঐ বরতন এমন যে, তা চুরির কারণে হাত কাটা যায়, তবে চোরের হাত কাটা যাবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। পানি রাখার কলসী যদি কেউ চুরি করে আর তাতে পানি থাকে এবং কলসীর মূল্য দশ দিরহাম হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি কলসীর পানি পান করে খালি কলসী ঘরের বাইরে আনে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে।

কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি কেউ মিন্দীল চুরি করে, যার মধ্যে দিরহামের থলে থাকে, তার হাত কাটা যাবে। মিন্দীলের অর্থ হল, যার মধ্যে সাধারণতঃ দিরহাম বেঁধে রাখ হয়। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ এমন জামা চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম নয় এবং তার পকেটের মধ্যে দশ দিরহাম আছে। যদি কেউ এমন জামা চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম বেঁধে রাখা হয়। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ এমন জামা চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম নয়। এবং তার পকেটের মধ্যে দশ দিরহাম আছে। অথচ চোর তা জানে না, তবে তার হাত কাটা যাবে না। তবে যদি চোর তা জেনে চুরি করে, তা হলে হাত টাকা যাবে। যদি কেউ বেগ বা ঝুড়ি চুরি করে, যার মধ্যে মাল রয়েছে। তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি কেউ কারও মাল দাগাবাজি করে বা লুণ্ঠন করে বা অতর্কিতে ছিনিয়ে নিয়ে ভেগে যায়, তবে হাত কাটা যাবেনা। কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি কে কবরের মধ্য হতে দিরহাম বা দীনার বা অন্য কোন বস্তু কাফন ছাড়া চুরি করে, তবে সর্বসম্মত মতে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে।

যদি কারও কবর তালাবদ্ধ ঘরের মধ্যে হয়, তবে আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) মতভেদ করেছেন। শুদ্ধতর মত এই যে, হাত কাটা যাবে না– চাই সে কবর হতে কাফন চুরি করুক। বা অন্য কোন মাল ঐ ঘর হতে চুরি করুক আর যদি কাফেলার মধ্য হতে কেউ তাবু হতে কাফন চুরি করে, তবে শুদ্ধতর মত হল যে, হাত কাটা যাবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যদি কোন খরিদ্দার কোন বস্তু বিক্রেতার নিকট হতে বিক্রেতার ইখতিয়ারের শর্তে খরিদ করে, তারপর খিয়ারের মধ্যে বিক্রেতার নিকট হতে চুরি করে নেয়, তবে তার উর হাত কাটা লাযেম হবে না। যদি কেউ অন্যের জন্য কোন বস্তুর অছিয়ত করে, তার পর অছিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে সে তার নিকট হতে চরি করে নেয়, তবে তার হাত টাকা যাবে। আর যদি অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর নিজের কবুলের আগে চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি কেউ গনিমতের মাল বা বাইতুল মাল হতে কোন কিছু চুরি করে, তবে তার হাত টাকা যাবে না। চাই আযাদ হোক বা গোলাম হোক। ইহা নেহায়র মধ্যে আছে। আর এই কম মাল চুরি করায়ও হাত টাকা যাবে না, যে মালের মধ্যে চোরের কোন অংশ আছে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। যদি চোরের হাত কোন মাল চুরি করার কারণে কাটা হয় এবং ঐ মাল মালের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তারপর চোর পুরায় ইহা চুরি করে, তবে এস্তেহাসনান আমাদের নিকট হাত কাটা যাবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

আর এভাবে যদি চোরের নিকট হতে অন্য কেউ চুরিকৃত মাল ্রি করে নেয়, তবে প্রথম চোর এবং মালিক উভয়ের কারও ইখতিয়ার হবে না যে, দ্বিতীয় চোরের হাত কাটে। ইহা মুহীতের মধ্যে অআছে। মূলকথা আমাদের নিকট এই

যে, যখন পর্যন্ত মালের মধ্যে চুরির কারণে কোন পরিবর্তন না আসে বরং এক অবস্থায় তাকে পুনরায় চুরি করে, তবে আমাদের নিকট দুইবার তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি এর পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যেমন কেউ তুলা চুরি করল এবং চোরের হাত কেটে তা মালিককে ফেরত দেওয়া হল, তার পর যখন তা দ্বারা সূতা কাটা হল, তখন ঐ সূতা দ্বিতীয়বার চোরে চুরি করল। অথবা প্রথম সূতা ছিল, তার দ্বারা কাপড় তৈরি হল, তবে সর্বসম্মতভাবে হাত কাটা যাবে। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

যদি কেউ একশত দিরহাম চুরি করে এবংতজ্জন্য চোরের হাত কেটে দেওয়া হয় এবং ঐ দিরহাম মালের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তার পর আবার ঐ দিরহামই সে চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি তা সে আরও একশত দিরহামের সাথে চুরি করে, তবে তার পা কাটা যাবে। চাই ইহা ঐ দিরহামের মিলিত অবস্থায় থাকুক বা পৃথক থাকুক। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য চরি করে এবং চোরের হাত সে জন্য কাটা হয় এবং ঐ মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তারপর মালিক তা দ্বারা বরতন বানায়, অথবা প্রথম বরতন ছিল, পরে তা দ্বারা মুহরাঙ্কিত মুদ্রা বানায়। তারপর চোর আবার উহা চুরি করে, তবে ইমাম আজম (রহ) এর নিকট হাত কাটা যাবে না এবং ছাহেবাইন বলেন যে যে, হাত কাটা যাবে । ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। কেফায়াতুল বায়হাকীর মধ্যে বর্ণিত আছে, কেউ এক কাপড় চুরি করল এবং তা সেলাই করে ফিরিয়ে দিল। তারপর তাতে লোকসান প্রকাশ পেল। তারপর আবার চোর সেই লোকসানী কাপড় চুরি করল। তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

যদি কেউ গাভী চুরি করে ও তার অপরাধে তার হাত কাটা হয় এবং গাভী এর মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মালিকের নিকট তার একটি বাচ্চা হয়, তারপর চোর আবার সেই বাচ্চা চুরি করে, তবে তার হাত টাকা যাবে। যদি কোন এবটি মালে আইন কেউ চুরি করে ও চোরের হাত কাটা হয় এবং উক্ত মালে আইন এর মালিককে ফেরত দেওয়া হয়, তারপর মালিক তা কারও নিকট বিক্রয় করে, তারপর আবার তা খরিদ করে নেয়, তারপর আবা ঐ চোর ঐ মাল চুরি করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই মাসয়ালা কোন কিতাবে উল্লেখ করেনি। মাশায়েখ (রহঃ) এই মাসয়ালায় মতভেদ করেছেন। যেমন নাকি আমাদের ইরাকী মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, চোরের হাত কাটা যাবে না, আর মাওরাউন্নাহারের মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে,হাত কাটা যাবে। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

এভাবে যদি মালিক ঐ বস্তু চোরের নিকট বিক্রি করে দেয়, তারপর আবার তার নিকট হতে খরিদ করে নেয়, তারপর আবার চোর ঐ মালটি চুরি করে, তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। কেউ নিজের মালে যাকাত বের করল এবং গরীবদেরকে দেওয়ার জন্য পৃথক করে রেখে দিল। তারপর কোন গরীব লোকে চুরি করে, তা হলে উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। কেউ নিজের মালের যাকাত বের করল এবং গরীবদেরকে দেওয়ার জন্য পৃথক করে রেখে দিল। তারপর কোন গরীব লোকে চুরি করে নিল। তাতে তার হাত কাটা যাবে। এজন্য যে, উহা তখনও মালিকের অধিকারে ছিল। ইহাই উত্তম তম। ইহা গিয়াসিয়ার মধ্যে আছে। কেউ কোন আমানতপ্রাপ্ত হরবীর মাল চুরি করল, তবে তার হাত কাটা যাবে না এবং এই হুকুম আমাদের দলীলে এস্তেহসানান অনুযায়ী হবে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় ভাগ

হাত কাটার নিয়ম এবং তা ছাবেত হওয়ার মাসায়েল

চোরের হাতে কব্জির নিকট কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয় এবং সেখানে যাইতুনের তেল দিয়ে রক্ত বন্ধ করে দিতে হয়। এভাবে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা চোরের উপর আবশ্যক হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। আর যদি চোর দ্বিতীয়বার চুরি করে, তবে তার বাম পা কাটা যাবে। আর যদি সে তৃতীয়বার চুরি করে, তবে তার বাকী হাত বা পা কাটা যাবে না; কিন্তু সে আজীবন বন্দি থাকবে- যতদিন পর্যন্ত না তাওবাহ করে এবং এই হুকুম এস্তেহসানান হবে এবং তাকে তা'যীরও দেওয়া যাবে ইহা মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন। ইহা হেদায়ার বিবরণ।

ইমামুল মুসলিমীনের জন্য জায়েয আছে যে, হুকুমতের বিচারে তাকে হত্যা করে ফেলে। কারণ এই যে, সে দুনিয়ার জন্য ফেতনা ফাসাদস্বরূপ। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে আছে। যদি চোরের বাম হাত কাটা থাকলে এবং ডান পা কাটা থাকবে, তবে চুরির সাজায় তার ডানহাত এবং বামপা কাটা যাবে না। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর যদি চোরের ডানহাত কব্জিহীন বা অঙ্গুলি কম বা নাকেছ থাকে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার হাত কাটা যাবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি চোরের একই বাহুতে দুইখানা হাত হয়, তবে কেউ কেউ বলেন যে, তার দুইখানা হাতই কাটা যাবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, তার আসল হাতখানা কাটা যাবে, যদি তা চিনিতে পারা যায়। আর যদি তা কাটতে কোন অসুবিধা না হয়। আর যদি অসুবিধা হয়, তবে দুইখানা হাতই কাটবে এবং এই উত্তম মত। যদি একখানা হাতের মধ্যে আর একখানা হাত হয়, তবে যে হাতখানার মধ্যে অন্যখানা সেই হাতখানাই কাটবে। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারার বিবরণ।

যদি কারও ডান পা এরূপ যে, তার অঙ্গুলিগুলো কর্তিত। তবে সে পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারে, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যার উপর চুরির কারণে কর্তন ওয়াজিব হয়েছে এবং এখনও তার হাত কাটা হয় নি, এমনি সময়ে কেউ তার ডান হাত কেটে ফেলল, তবে যদি চুরির অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বেই এইরূপ হয়, তবে হাত কর্তনকারীর উপর ইচ্ছাপূর্বক কাটার ছুরতে কেছাছ হবে। আর চোরের চুরির জন্য বাম পা কাটা যাবে। আর যদি অভিযোগ উত্থাপনের পর এবং কাজীর হুকুমের আগে এরূপ হয়, তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। তবে পার্থক্য এই হবে যে, চোরের চুরি করায় বাম পা কাটা যাবে না। আর যদি কাজীর হুকুমের পরে এইরূপ হয়, তবে কর্তনকারীর উপর জেমানত ওয়াজিব হবে।

যদি হাকীম জল্লাদকে বলে যে, চুরির অপরাধে এই ব্যক্তির ডানহাত কেটে যাও। তারপর জল্লাদ ইচ্ছাপূর্বক তার বামহাত কেটে দিল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) নিকট জল্লাদের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না; কিন্তু তা'দীবান তাকে কিছু সাজা দেওয়া যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। আর যদি ভুলবশত ঃ জল্লাদ বামহাত কেটে ফেলে, তবে সর্বসম্মতভাবে সে জামিন হবে না- চাই জল্লাদ ইজ্তেহাদী ভুল করে, যেমন কোরআন মজীদে মতলক হাত কাটার কথা উল্লেখ আছে। চাই ডানহাত হোক বা বামহাত; সুতরাং সে বামহাত কেটে দেয়। বা চাই সে ডান হাত ঠিক করে নিতে ভুল করায় বামহাত কেটে দেয়। ইহাই ছহীহ মত।

আর যদি হাকীম এইরূপ বলে যে, উহার হাত কেটে দাও এবং সে বামহাত কটে দেয়, তবে সর্বসম্মত মতে জল্লাদ জামিন হবে না।আর যদি চোর চোর নিজের বামহাত এগিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই আমার ডানহাত। তার পর জল্লাদ কেটে দেয়, তবে জামিন হইবে না- যদিও জল্লাদ জানে যে, ইহা চোরে বামহাত এবং এই হুকুম সর্বসম্মত।

www.nagorikpathagar.org

ইহা ফতহুল কাদীরে আছে। আর যদি জল্লাদ ব্যতী অন্য কেউ তার বামহাত কেটে দেয়, তথাপি জামিন হবে না এবং ইহাই শুদ্ধ মত। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। আর যদি চোরের হাত কাটার হুকুম হয়ে যায়, তারপর কেউ তার ডানহাত ইমামুল মুসলিমীনের বিনানুমতিতে কেটে দেয়, তবে তার উপর কোন কিছু হবে না; কিন্তু ইমাম তার এই কাজের জন্য তাকে ধমকিয়ে দিয়ে। ইহা মবসুতের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর জল্লাদ যদি ডান পাও কেট দেয়, তবে জল্লাদ ঐ পায়ের দিয়তের জামিন হবে; চোর চোরাই মালের জামিন হবে। আর জল্লাদ যদি চোরের বাম পা কেটে দেয়, তবে জল্লাদ ঐ পায়ের দিয়তের জামিন হবে এবং চোরের ডান ডাত কাটা যাবে। আর যদি জল্লাদ ইহার উভয় হাত কেটে দেয়, তবে তার ডানহাত চুরির জন্য কাটা সাব্যস্ত হবে এবংবামহাত কাটার জন্য জল্লাদ জামিন হবে এবংউহা দিয়ত চোরকে আদায় করে দিবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি উভয় হাত এবং উভয় পা কেটে দেয়, তবে চোরের জন্য জল্লাদ এর বামহাত এবং আয়ের জামিন হবে। আ যদি চোরের ডানহাত না থাকে, তবে হার বাম পা কাটা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে এতাবিয়ার মধ্যে আছে।

আর যদি চুরিরর সাক্ষ্যে চোরের উপর হাত কাটার সাজার হুকুম হয় এবং চোর ভাগিয়ে যায়, অথবা এখনও হুকুম হয় নি, চোর ভেগে যায়, তারপর অনেক দিন পর সে গ্রেফতার হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি কোতয়াল বা প্রহরী উহার পিছনে ছুটে সাথে সাথে উহাকে ধরে ফেলে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি চোর দুইজনের মাল চুরি করে, তবে তাদের একজনের অনুপস্থিতিতে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যদি চুরি অত্যধিক ঠাণ্ডা বা বেশি গরমের সময় প্রমাণিত হয়, এমন অবস্থায় যে, তখন হাত কাটলে তার মৃত্যুর আশংকা থাকে, তবে তাকে কয়েদ করে রাখবে। তারপর যখন ঠাণ্ডা বা গরম কমে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে, তখন আর বিলম্ব না করে হাত কেটে দিবে। আর যদি উল্লিখিত কারণে চোরকে কয়েদ করে রাখা হয় এবং ঠাণ্ডা বা গরমী কমিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সে কয়েদখানায় মরে যায়, তবে চোরের পরিত্যক্ত মাল দ্বারা চোরাই মালের জেমান আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে এবং চোরের হাত কাটা যাবে না। আর চোরা মালে রমালিক উপস্থিত হয়ে মাল তলব করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, চোরের হাত কেটে দেয়া হবে। তবে শুদ্ধমত হল জাহের রেওয়ায়েত।

আমাদের নিকট সাক্ষ্যের মাধ্যমে চুরি সাব্যস্ত হওয়া বা চোরে একরার দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া উভয়ের হুকুম একই বরাবর। এতে কোন পার্থক্য নেই। আর এভাবে যদি হাত কাটার সময়ে চোর গায়েব হয়ে যায়, তথাপি আমাদের নিকট এই একই হুকুম। ইহা হোদয়ার মধ্যে আছে। যদি আমানতদারের মাল চুরি হয়ে যায় অথবা গাছেবের নিকট হতে গছবকৃত মাল চুরি হয়ে যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের ইখতিয়ার থাকবে যে, তারা চোরের হাত কেটে দিবে এবং প্রত্যেক এরূপ ব্যক্তি যাদের কাছে অন্যের মাল হেফাজাতের জন্য থাকে, তারা চোরের হাত কেটে দেওয়ার ইখতিয়ার রাখবে; এবং চুরির হদও জারী করা যাবে। যখন তাদের নিকট হতে চুরি হওয়ার কালে চোরাই মালের প্রকৃত মালিক অভিযোগ দায়ের করবে। ইহা কাফীর বিবরণ।

যদি কোন মালে মাসরুকার চুরির জন্য চোরের হাত কাটা হয়ে থাকে, তারপর অন্য চোর ঐ চোরের উক্ত চোরাই মাল চুরি করে নেয়, তবে প্রথম চোরের বা মালের প্রকৃত মালিকের কারও– ই এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, দ্বিতীয় চোরের হাত কেটে দেয়। তবে এক রেওয়ায়াতে অনুযায়ী প্রথম চোরের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, মাল ঐ চোরের নিকট হতে ফিরিয়ে নেয়। যদি দ্বিতীয় চোর প্রথশ চোরের হাত কাটার আগে অথবা কোন সন্দেহজনিত কারণে প্রথম চোরের যিম্মা হতে চুরির হদ দূর হয়ে যাওয়ার পর চুরি করে, তবে প্রথমচোরের অভিযোগ উত্থাপনে দ্বিতীয় চোরের

www.nagorikpathagar.org

হাত কাটা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। নাওয়াদেরে হেশামের মধ্যে বর্ণিত আছে, হেমাশ (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, একব্যক্তি কারও হাজার দিরহাম চুরি করল। তারপর আর এক ব্যক্তি ঐ চোরের নিকট হতে হাজার দিরহাম গছব করে নিল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন, প্রথম চোরের হাত কাটার সাজা দূর করা যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কোন চোর কারও মাল চুরি করার পর তার বিরুদ্ধে হাকীমের নিকট মামলা দায়ের হওয়ার আগে চোরা মাল সে মালের মালিককে ফেরত দেয়, তবে চোরকে হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে না। আর যদি সাক্ষ্য শুনার এবং হুকুম হয়ে যাওয়ার পর ফেরত দেয়, তবে হাত কাটা যাবে। আর কাজীর হুকুমের আগে ফেরত দিলে এস্তেহসানান হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে। আর চোর যদি মালের মালিকের সন্তান অথবা কোন যি-রেহেমের কাছে চোরাই মাল ফেরত দেয়, আর যদি সে মালের মালিকের পরিজনদের মধ্যে কেউ না হয়, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে। আর যদি পরিজনদের কোন লোক হয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে না।

আর এভাবে যদি মালিকের স্ত্রী বা গোলামের কাছে ফেরত দেয়, যে মালিকের কাছে মাসিক বা বাৎসরিক কোন নির্দ্ধারিত বেতনে চাকুরি করে, তা হলেও পূর্বোক্তরূপ হুকুম হবে। আর যদি পিতা বা মাতা বা দাদা বা দাদীর নিকট ফেরত দেয়, অথচ তারা মালের মালিকের পরিবারভুক্ত লোক নয়, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে না। আর যদি তার পরিবারভুক্ত কারও নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে যদি তার মোকাতেবের নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে না।

আর এভাবে যদি মালিকের স্ত্রী বা গোলামের কাছে ফেরত দেয়, যে মালিকের কাছে মাসিক বা বাৎসরিক কোন নির্দ্ধারিত বেতনে চাকুরী করে, তা হলেও পূর্বোক্তরূপ হুকুম হবে। আর যদি পিতা বা মাতা বা দাদা বা দাদীর নিকট ফেরত দেয়, অথচ তারা মালের মালিকের পরিবারভুক্ত লোক নয়, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে না। আর যদি তার পরিবারভুক্ত কারও নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে। যদি তার মোকাতেবের নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে না। কেননা, মোকাতের গোলাম বৈ কি। যদি কেউ কোন মোকাতেবের মাল চুরি করে এবংউহ মোকাতেবের মালিকের কাছে ফেরত দেয়, তবে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। আর যদি পরিবারভুক্ত কারও মাল কেউ চু রি করে এবং এমন লোকের কাছে ফেরত দেয়, যার পরিবারভুক্ত লোকের মধ্যে সে অন্যতম। তবে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে । ইহ কাফীর মধ্যে আছে। যদি কারও চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তির হুকুম হয়ে যায়, তারপর মালিক ঐ মাল উহাকে হেবা বরে সোপর্দ করে দেয় অথবা তার কাছে বিক্রয় করে দেয়, তবে চোরের হাত কাটা যাবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি চোরের নিকট হতে এই মাল কেউ গছব করে নেয় এবং মালিক গাছের হতে জেমান ইখতিয়ার করে নেয়, তব চোরে হাত কাটার সাজা ছাবেত হয়ে যাবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কোন গোলাম দশ দিরহাম চুরির একরার করে, তবে যদি সে মাযুন গোলাম হয়, তবে তার একরার ছহীহ হবে এবং তার হাত কাটা যাবে। আর এই মাল মালের মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে। যদি মাল মৌজুদ থাকে আর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে উক্ত গোলামের উপর জেমান ওয়াজেব হবে না– চা তার মালিক তার একরার তাছদীক রুকক বা তাকযীব করুক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

আর যদি মাহজুর গোলাম হয় এবং মাল ঐরূপই মৌজুদ থাকে, তবে যদি তার মালিক উহার একরার তাছদীক করে, তবে তার হাত কাটা যাবে এবং মালের মালিককে চোরাই মাল ফেরত দেওয়া যাবে। আর যদি মালিক তার একরার

www.nagorikpathagar.org

তাকযীব করে এবং বলে যে, এই মাল আমার, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট হাত কাটা যাবে এবং উক্ত মাল মালের মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে আর যদি ঐ মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে মালের জামিন হবে।

আর যদি গোলাম মাহজুর হয়, তবে যদি মালিক গোলামের একরারের তাছদীক করে, তবে চোরাইমাল মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে, যদি মাল যথাযথভাবে কায়েম থাকে। আর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার উপর জেমান হবে না; না যখন তখন, না আযাদ হওয়ার পর। ইহা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে আছে। যদি গোলাম দশ দিরহামের কম চুরির একরার করে, তবে তার উপর হাত কাটা সাজা হবে না। তারপর মালের বাবত দেখা যাবে যে, যদি এই গোলাম মাযুন হয়, তবে তার একরার হবে এবং মাল উক্ত মালের মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে। আর যদি মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে মালের জামিন হবে। চাই গোলাম বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

আর যদি গোলাম মাহজুর হয়, তবে যদি তার মালিক উহা একরার তাছদীক করে, তবে উপরোক্ত হুকুম জারি হবে। আর যদি তাকযীব করে, তবে এই মাল মালিকের হবে। আর গোলামকে দেখা যাবে, যদি সে একরার করা কালে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে আযাদ হওয়ার পর একরারী মালের জামিন হবে। আ যদি ছগীর হয়, তবে জামিন হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। আর যদি চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া হয় এবং চোরাই মাল অবিকলভাবে তার কাছে মৌজুদ থাকে, তবে ঐ মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া যাবে কেননা উক্ত মাল নিজের মালিকের অধিকারে বাকী আছে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে।

আর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে উক্ত চোর সেই মালের জামিন হবে না। আর এভাবে যদি সে মাল নষ্ট করে ফেলে, তথাপি মশহুর মতানুযায়ী উক্ত হুকুম হবে যে, জামিন হবে না। এইজন্য যে, আমাদের নিকট হাত কাটার সাজা এবং মালের জেমান একত্রে জমা হয় না ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে এবং ইহা ঐ সময় হবে, যখন হাত কাটার সাজা হয়ে গেছে। আর যদি সে হাত কাটার সাজা দিবার আগে মাল নষ্ট করে দেয় বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে মালিক যদি বলে যে, আমি হাত কাটার সাজা ইখতিয়ার করিতেছি, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে এবং তার উপর মালের জেমান হবে না। ইহা আমাদের নিকট, এবং ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি চোরের ডানহাত কেটে দেওয়া হয়, তারপর চোর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মৌজুদ চোরাই মাল নষ্ট করে দেয়, তবে মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে মাল নষ্টারী ব্যক্তির নিকট হতে মালের মূল্য আদায় করে। আর যদি চোর ঐ মাল অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমানত রাখে এবং তথায় সে মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তি জামিন হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি চোর চোরাই মাল অন্য কাউকে বিক্রয় বা হেবা দ্বারা এর মালিক করে দেয়, আর এই কাজ যদি চোরের হাত কাটা যাবার আগে বা পরে অনুষ্ঠিত হয়, তবে এভাবে মালিক করে দেয়া বাতিল হবে এবং চোরাই মাল মালের প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে এবং খরিদ্দার নিজের মূল্য চোরের নিকট হতে ফেরত নিবে। আর ঐ মাল যদি খরিদ্দার বা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে নষ্ট হয়ে যায়, তবে খরিদ্দার বা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা চোর কারও উপর এর জেমান হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আর যদি খরিদ্দার বা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা নষ্ট করে ফেলে, তবে মালিকের ইখতিয়ার হবে, সে উহা যে নষ্ট করেছে, তার নিকট হতে মূল্য আদয় করবে। তারপর সে উহার মূল্য মালিককে ফেরত দিবে। সে ঐ মূল্য চোরের নিকট হতে নিয়ে নিবে। তবে সে চোরের নিকট হতে ঐ মালের মূল্য আদায় করতে পারবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি কোন ব্যক্তি চোরের নিকট হতে চোরাই মাল গছব করে নেয় এবং চোরের হাত কাটা যাবার র উহা গাছেবের কাছে নষ্ট হয়ে যায়, তবে চোরের উপর উহার জেমান হবে না এবং মালিকের জন্যও জেমান হবে না। ইহা

www.nagorikpathagar.org

ইজাহের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি এক ব্যক্তি কয়েকবার চুরি করে এবং তাকে একইবার হদের সাজা দেওয়া হয়, তবে সেই সাজা প্রতিবারের জন্যই হয়ে যাবে যদি কেউ কতিপয় লোকের মাল চুরি করে এবং তাদের মধ্যে দুই একজন উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে এবং বাকী লোক অনুপস্থিত থাকে, তবে যারা উপস্থিত হয়, তাদের অভিযোগে কাজী চোরের হাত কেটে দেয়, তারপর বাকী লোকগণ উপস্থিত হয়, তবে যদি চোরের নিকট চোরাই মাল নষ্ট হয়ে যায় বা সে নিজে নষ্ট করে দেয়, সর্ববস্থায় ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বাকী লোকদের জন্য চোর মালের জামিন হবে না। ছাহেবাইন বলেন যে, বাকীদের মালের মূল্যের জামিন হবে। আর যে ব্যক্তি অভিযোগ পেশ কালে হাজির থাকে, এর মালের সর্বসম্মতভাবে জামিন হবে না।

আর যদি চোরাই মাল কায়েম থাকে, তবে ইমাম তাদেরকে তাদের মাল ফেরত দিবে, আর এই ফিরিয়ে দেয়া হাত কাটার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি একই ব্যক্তি কয়েকবারের প্রত্যেকবারই চুরির নেছাব পরিমাণ মাল চুরি করে, আর কোন কোনবার তাহার এই নেছাব পরিমাণ মাল চুরির ব্যাপারে অভিযোগ পেশ হয়, এমন কি চুরি প্রমাণিত হয়ে তার হাত কাটা যায়, তবে বাকী নেছাবের ব্যাপারে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট চোর জামিন হবে না। ছাহেবাইন ইহাতে মতভেদ করেছেন ইহা গায়াতুল বয়ানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ চুরির একরার করে এবং যার মাল চুরি করেছে, সে অনুপস্থিত থাকে, কাজী নিজ এজতেহাদ অনুযায়ী তার হাত কেটে দেয়, তবে মালের মালিকের জন্য চোর কোন কিছু জামিন হবে না। যদি সে পরে উপস্থিত হয়ে তার একরারের তাছদীক করে। ইহা মবসুতের বিবরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পথে লুণ্ঠন ছিনতাইর সাজার হুকুমের মাসায়েল

জেনে রাখবে, পথে ঘাটে লুণ্ঠনের জন্য কতিপয় খাছ হুকুম আছে। যেমন শূলি দেওয়া ইত্যাদি। এর জন্য কতিপয় শর্তও রয়েছে। একটি শর্ত এই যে, এমন লোক হবে, যার দাপট, প্রতাপ এমন যে, পথিক তার সাথে মোকাবেলায় অক্ষম, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ। যদি সে পথিকদের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করে, চাই লাঠি সোটা নিয়ে হোক বা ইট পাথর নিয়ে হোক। দ্বিতীয়টি হল, তা শহরের বাইরে এবং শহর হতে দূরে হবে। নিয়াবীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, দুইটি গ্রাম, দুইটি মহল্লা বা দুইটি শহরের মধ্যে রাহাজানি হয় না যদি ঐরূপ লোক এবং এ কাজ জনপদের মধ্যে একদিন এক রাতের পথ হয়, তবে তথায় রাহাজানি হবে। জাহের রেওয়ায়েতে এইরূপই আছে। জনপদের মধ্যেও রাত্রে রাহাজানি হতে পারে। তৃতীয়টি হল, এই ঘটনা দারুল ইসলামে সংঘটিত হওয়া। চতুর্থটি হল ছোট-খাট চুরির মধ্যে যে সকল শর্ত রয়েছে, তা বর্তমান থাকা এবং লুটেরাদের তাওবাহ করে নেয়া এবং মালিকদের দিক দিয়ে হাত কাটার যোগ্য হওয়া। পঞ্চমটি হল লুটেরাদের তাওবাহ করে নেয়া এবং মালিকদের মাল ফিরিয়ে দেওয়ার আগে ইমামুল মুসলিমীনের ইহাদের উপর কাবু পাওয়া। ইহা তাতারখানিয়ার বিবরণ।

যদি কোন শক্তিশালী দল বা একই ব্যক্তি রাস্তায় বে হয় এবং লুটপাটের নিয়ম করে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত কারও মাল লুট করেনি বা কাউকেও হত্যা করেনি এমনি অবস্থায় যদি গ্রেফতার হয়ে যায়, তবে ইমাম তাকে কয়েকখানায় আটকে রাখবে- যতদিন পর্যন্ত না সে তাওবা করে; কিন্তু প্রথম তাকে তা'যীর দেওয়া যাবে আর যদি সে কোন নির্দোষ নিরাপরাধ ব্যক্তির মাল নিয়ে নেয়, অর্থাৎ যদি সে বা তারা কোন মুসলমান বা যিম্মীর মাল নিয়ে নেয় এবং মাল এই পরিমাণ যে, ঐ জামায়াত বা দলের মদ্যে বন্টন করলে প্রত্যেকে দশ দিরহাম বা তার কিছু বেশি পরিমাণ পায়, তবে ইমাম ঐ লোকদের হাত এবং উল্টা দিক দিয়ে কেটে দিবে। আর যদি কোন আমানপ্রাপ্ত হরবী ব্যক্তির উপর রাহাজানি

করে, তবে লুটেরাদের উপর হদ জারী করবে না। আর যদি তারা লোক হত্যা করে, মাল না নেয়, তবে ইমামুল মুসলিমনী তাদেরকে শরয়ী হদের সাজা অনুসারে হত্যা করবে। এমন কি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেও তার কোন গুরুত্ব দিবে না ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।

আর যদি লুটেরাগণ মাল লুট করে এবং হত্যা করে, তবে ইমামের ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তাদের ডান হাত বা পা কেটে দিয়ে তারপর তাদেরকে হত্যাও করে ফেলে। ইচ্ছা হয় শূলি দিয়ে দেয়, বা ইচ্ছা হয় হাত পা কেটে না দিয়ে শুধু হত্যা করে ফেলে। আর যদি শূলি দিতে চায়, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী জীবিত শূলে চড়িয়ে নেজাহ দ্বারা পেট ছিদ্র করে হত্যা করবে। ইমাম তাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, জীবিত শূলি দিবে না বরং হত্যা করে তারপর শূলে চড়াবে। তবে প্রথম ছুরতই শুদ্ধতর মত এবং ইহা ইমাম কুরখীর অভিমত। তার শুদ্ধতম এই যে, তিনদিন পর্যন্ত ঐ মতলাশ শূলির উপর একইভাবে রেখে দিবে তারপর তার আত্মীয়গণ নামিয়ে লাশ দান করবে ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

এভাবে তাকে হত্যা করা পর তার উপর আর কোন কিছুর জেমান থাকবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। এমন কি সে যেমন হত্যা এবং যখম ঘটিয়েছে, তারও কোন জেমান থাকবে না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি সে কোন মাল না নিয়ে থাকে বা কাউকেও হত্যা না করে থাকে, তবে যদি কাউকেও জখম করে থাকে, তবে তার কেছাছ আদায় করা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর যদি সে মাল নিয়ে থাকে এবং যখম করে থাকে, তবে তার ডান হাত এবং বাম পা কেটে দেওয়া যাবে এবং জখমের হুকুম বাতিল হবে, জখম চাই সে ইচ্ছাপুর্বক করুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলবশতঃ হোক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছ। আর যদি লুটেরা ব্যক্তি তাওবাহ করে নেয়, তারপর সে ধৃত হয়, অথচ সে পথচারীকে হত্যা করেছে, তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ এগানাদের ইখতিয়ার থাকবে, তারা ইচ্ছা হলে তাকে কতল করতে পারে, ইচ্ছা হলে ক্ষমাও করতে পারে। আর সে যে মাল নিয়েছে, তা নষ্ট হয়ে যাক বা সে নষ্ট করে ফেলুক; তার উপর ইহার জেমান ওয়াজিব হবে। ইহা হেদায়ার বিবরণ।

যদি লুটেরা তাওবা করার আগে ধরা পড়ে এবং সে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ও জখম করে থাকে; কিন্তু সে যেসব মাল লুট করেছে তা নেছাব পরিমাণ নয়, তবে কেছাছের ব্যাপারে চাই জানের কেছাছ হোক বা জখমের কেছাছ হোক, নিহত বা আহতদের ওয়ারিছ এগানাদের ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা লুটেরা শুধু মাল লুটিয়ে নেয়, অন্য কোন কিছু না করে, তারপর সে ধরা পরার আগে তাওবাহ করে আসে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে যে, যা কিছু সে নিয়াছে সব ফিরে দিবে। আর যদি সে মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার জেমান দিয়ে দিবে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ রাহাজানি করে ধন-মাল নিয়ে ঐ কাজ বর্জন করতঃ অনেক দিন ধরে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে বসবাস করে, তবে ইমামুল মুসলিমীন এস্তেহসানান তার উপর হদ জারী করবে না। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। আর যদি লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কেউ নাবালেগ বা পাগল থাকে লুণ্ঠনকৃতদের কেউ যি-রেহেম থাকে, তবে অন্যদের যিম্মা হতেও হদ ছাকেত হয়ে যাবে ইহা কাফী মধ্যে আছে। ইহা ছাড়া যদি তাদের মধ্যে কেউ গোংগা ব্যক্তি থাকে, তা হলেও এই হুকুম হবে ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

যদি লুটেরাগণ এমন কোন বড় কাফেলা লুণ্ঠন করে, যাতে মুসলমান এবং আমানপ্রাপ্ত হরবী এই উভয় প্রকার লোক থাকে, তবে লুণ্ঠনকারীদের উপর হদ জারী কর করা যাবে। তবে যদি কতল ও লুণ্ঠন শুধু হরবীদের উপর সংঘটিত হয়, তবে এইরূপ ছুরতে লুণ্ঠনকারীদের উপর হদ ওয়াজিব হইবে না, যেমন নাকি কোন মুসলমান বা যিম্মী ছাড়া শুধু হরব কাফেলার উপর লুণ্ঠনকরলে হদ ওয়াজিব হয় না। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে। আর যদি কোন কাফেলার

লোকেরা নিজেরা একে অপরের মাল লুণ্ঠন করে, তবে হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। ইব্রাহীম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, লুণ্ঠনকারীগণ এক কাফেলা লুণ্ঠন করল এবং এক ব্যক্তিকে কতল করল, তারপর তারা প্রত্যাবর্তন করল, তবে যদি সেখানে নিহত ব্যক্তি কোন এগানা ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এবং সে লুণ্ঠনকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে কাফেলার লোকদেরও এর পিছনে পিছনে যাওয়া জায়েয হবে না। আর যদি লুণ্ঠকারীগণ কোন ব্যক্তি মাল নিয়ে যায়, তবে কাফেলার লোকদের এর পশ্চাদ্ধাবন করা জায়েয হবে, যদিও মালের মালিক তাদের পিছু ধাওয়া না করে।

আর যদি ঐ মাল নষ্ট করে ফেলে, তবে কাফেলার লোকদের লুণ্ঠকারীদের পিছু ধাওয়া করা জায়েয হবে না। এজন্য যে, ঐ মাল লূন্টকারীদের যিম্মায় এখন কর্জস্বরূপ হয়ে গেছে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি তাদের মধ্যে কোন গোলাম থাকে, তবে সে অন্যান্য আযাদেরই অনুরূপ হবে এবং মহিলা থাকলে তারও হুকুম একই হবে। ইহা জাহের রেওয়ায়েত। ইহ মবসুতের মধ্যে আছে। যদি লুণ্ঠকারীদের মধ্যে পুরুষের সাথে মহিলাও শরীক থাকে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী উহাদের উপর হাত কাটার সাজা ওয়াজিব হবে না। আর যদি লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কোন মহিলা থাকে এবং সে-ই মানুষ হত্যা করে ও মাল নিয়ে নেয় এবং পুরুষেরা ইহা না করে, তবে মহিলাকে হত্যা করা যাবে না বরং পুরুষকে হত্যা করা যাবে এবং ইহাই উত্তম। আর যদি দশজন মহিলা লুণ্ঠন করে ও মানুষ হত্যা করে, তবে তাদের সকলকে হত্যা করা যাবে এবং তারা মালেরও জামিন হবে। ইহা সিরাজিয়ার বিবরণ। যদি লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠনের একরার করে, তবে একবার একরার দ্বারাই লুণ্ঠন প্রমাণিত হবে; কিন্তু ছোট চুরির মত ইহাতেও একরারকারীদেও একরার প্রত্যাহার করা কবুল হবে এবং তাতে হদ ছাকেত হয়ে যাবে; কিন্তু তাদের নিকট হতে মালের জেমান আদায় করা যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি তারা একরার করায় কালে মাল নিবার কথাও স্বীকার করে থাকে।

লুণ্ঠন যদি দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে শর্ত এই যে, দুইজনের লুণ্ঠনকার্য চোখে দেখার সাক্ষ্য দিবে অথবা সাক্ষ্য দেয়, তবে সাক্ষ্য কবুল হবে না। যদি সাক্ষী নিজের পিতার উপর লুণ্ঠনের সাক্ষ্য দেয়, তবে চাই পিতা হোক, বা দাদা হোক, কি পরদাদা হোক, যতই উপরে যাক না কেন, তাদের উপর সাক্ষ্য দিলে তা কবুল হবে না। এভাবে যদি নিজের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র বা যতই নীচে যাক না কেন তাদের উপর সাক্ষ্য দিলে তা কবুল হবে না। আর যদি সাক্ষীগণ লুণ্ঠনকারীদের উপর কোন আম জনসাধারণের কোন লোকের উপর লুণ্ঠন হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় এবং ঐ ব্যক্তির কোন এগানা তা জানুক বা না জানুক, যদি কেউ ঐ লুণ্ঠন হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় এবং ঐ ব্যক্তির কোন এগানা তা জানুক বা না জানুক, যদি কেউ লুণ্ঠনের ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে না আসে, তবে লুণ্ঠকারীদের উপর হদ কায়েম করা যাবে না। আর যদি লুণ্ঠনকারীগণ আমানপ্রাপ্ত দারুল হরবে প্রবেশকারী ব্যবসায়ীদের উপর লুণ্ঠন করে, অথবা দারুল ইসলামের এমন কোন স্থানে লুণ্ঠন করে, যেখানে বিদ্রোহী বা বাগী লোকদের আধিক্য ও প্রাধান্য বর্তমান, তারপর যদি ঐ লুণ্ঠনকারীদের গ্রেফতার করে ইমামুল মুসলিমীনের দরবারে হাজির করা হয়, তবে উহাদের উপর হদ কায়েম করবে না।

যদি কোন লুণ্ঠনকারীদেরকে এমন কাজীর নিকট হাজির করা হয়, যার মাযহাব হল, মালের জেমান লওয়া এবং সে মালের জেমান নিয়ে নিহতদের এগানাদের কাছে তাদের সোপার্দ করে দেয়, তারপর তারা উক্ত এ ঘটনা কোন অন্য কাজীর দরবারে পেশ করে, তবে সে লুণ্ঠনকারীদের উপর হদ কায়েম করবে না। আর যখন কাজী লুণ্ঠনকারীদের ব্যাপারে হত্যার হুকুম দিয়ে দেয় এবংতা তামীলের জন্য তাদেরকে কয়েদখানায় আটক করে রাখা হয়, তারপর কোন

www.nagorikpathagar.org

বাইরের লোক গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে কাতেলের উপর কোন কিছুর হুকুম হবে না। এভাবে যদি সে তার হাত কেটে ফেলে তথাপি তার উপর কোন হুকুম আবশ্যক হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। আর যদইমম লুণ্ঠকারীদেরকে কয়েদখানায় আটক রাখে এবং এখনও তার উপর লুণ্ঠন প্রমাণিত হয় নাই ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি গিয়ে কোন লুণ্ঠকারীকে হত্যা করে ফেলে, তারপর লুণ্ঠনকারীদের লুণ্ঠনের সাক্ষী কায়েম হয়, তবে উক্ত কাতেলের উপর হত্যার কেছাছ আবশ্যক হবে। আর যদি ঐ কাতেল উক্ত নিহত ব্যক্তির এগানা হয়, যাকে লুণ্ঠকারীরা হত্যা করেছে, তবে ঐ কাতেলের উপর কোনকিছু আবশ্যক হবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

এভাবে যদি চোরগণ কোন কওমের মাল নিয়ে যায় এবং ঐ কওমের লোকগণ অন্য কোন কওমের কাছে সাহায্য চায়, তখন দ্বিতীয় কওমের লোকগণ চোরদের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়, আর যদি চোরাই মালের মালিক তাদের সাথে থাকে, তবে তাদের উক্ত চোরদের সাথে লড়াই করা জায়েয হবে। এভাবে যদি চোরগণ গায়েব হয়ে যায় এবং সাহায্যের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগকারী লোক যদি চোরদের ঠিকানা জানে এবং তাদের চোরদের সাথে মোকাবেলা করা জায়েয হবে। আর যদি তারা চোরের ঠিকানা না জানে এবং ঐভাবে মাল উদ্ধার করতঃ মালের মালিককে উহা ফিরিয়ে দিবার সামর্থ না রাখে, তবে তাদের চোরদের সাথে মোকাবেলা করা জায়েয হবে না। আর যদি মালের মালিকেরা লুণ্ঠকারীদের সাথে মোকাবেলা করে তাদেরকে কতল করে, তবে তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা তারা নিজেদের মালের জন্য হত্যা করেছে। আর যদি লুণ্ঠনকারীরা তাদের সম্মুখ হতে ভেগে এমন জায়গায় যায় যেখানে তাদেরকে থাকতে দিলে তারা আর লুণ্ঠন করতে পারবে না; কিন্তু তারা এমতাবস্থায় যদি সেখানেই গিয়ে লুণ্ঠনকারীদেরকে হত্যা করে ফেলে, তবে তাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা এই হত্যা তাদের মাল রক্ষার জন্য হবে না। আর যদি লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভেগেএমন স্থানে যায় যে, সেখানে থেকে তার পক্ষে আর লুণ্ঠন করা সম্ভব হবে না, তারপর লোকগণ যদি তার পিছু ধাওয়া করে সেখানে পৌছে তাকে হত্যা করে, তবে তাদের উপর ঐ লোকের দিয়ত ওয়াজিব হবে। কারণ এই যে, এই হত্যা তাদেরকে মাল লুণ্ঠনের ভয়ে নয়। উল্লেখ থাকে যে, মানুষের নিজের মালের জন্য যে ব্যক্তি লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাকে হত্যা করা জায়েব হবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জিহাদের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিহাদের শরয়ী তাফছীর, শর্ত এবং হুকুম

উল্লেখ্য যে, জিহাদের শরয়ী তাফছীর এভাবে করা হয়েছে যে, জিহাদ হল, সত্য দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং দ্বীনকে এনকার, তাহকীরকারী ও গ্রহণ করতে অস্বীকারকারীর সাথে কতলও কিতাল করা-ছাই ইহা জান-প্রাণের বিনিময়ে হোক বা ধন-সম্পদ এর মাধ্যমে হোক।

জিহাদের শর্ত

জিহাদ জায়েয হওয়ার দুইটি বা তিনটি শর্ত আছে। প্রথম শর্ত হল, শত্রুদের যে খাঁটি দ্বীনের দিকে আহ্বান করা হয়, যদি সে তা কবুল করতে অস্বীকার করে এবং দুশমনকে আমাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা দেওয়া না হয়ে থাকে এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সন্ধি বা আপস চুক্তিও না থাকে। আর দ্বিতীয় শর্ত হল, জিহাদকারী বা মুজাহিদ যদি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি-ক্ষমতা এবং শান-শওকত বৃদ্ধির জন্য জিহাদ অত্যন্ত অনুকূল এবং প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে এবং জিহাদে জয়লাভেরও দৃঢ় আশা ও সম্ভাবনা থাকে। আর যদি জিহাদের ফলে ইসলাম এবং মুসলমানের শক্তি ও শওকত অর্জনের আশা না থাকে, তবে সে মুজাহিদদের জন্য জিহাদ করা বৈধ হবে না। কেননা ইহা দ্বারা নিজেদেরকে বিপদাপন্ন করে তোলা হবে এবং নিজেদের বিপর্যয় ঘটবে।

জিহাদের হুকুম

জিহাদের হুকুম এই যে, যখন মুসলমান জিহাদ করবে, তখনই তার যিম্মা হতে অজুরে জিহাদ ছাকেত হবে এবং অখেরাতে তার বিবাট ছওয়াব ও সৌভাগ্য অর্জিত হবে। যেভাবে অন্যান্য ইবাদতসমূহের হয়ে থাকে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, নফীরের পূর্বে জিহাদ করা নফল এবং নফীরের পরে ফরজে আইন অর্থাৎ প্রত্যেকের উপরই ফরজ হয়ে যাবে। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, তোমাদের জান-মাল, আওলাদ-ফরজন্দ সব বিনাশ করার লক্ষ্যে শত্রু এসে পড়েছে। যখন এরূপ খবর পৌঁছে যায়, তখন ঐ শহরে যে সকল মুসলমান জিহাদ করতে সক্ষম, তাদের সককের উপর তখন জিহাদে নামা ওয়াজিব হবে; কিন্তু উক্তরূপ খবর পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তাদের জিহাদের জন্য না নামার অবকাশ ছিল। তার পর ঐভাবে আম নফীর পৌঁছার পর সমগ্র মুসলমানের উপর জিহাদে নামা ফরজে আইন হবে না; বরং ফরজে আইন হবে শুধু তাদের উপর যারা শত্রুদের অধিক নিকটবর্তী এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম। তারা ছাড়া অন্য কারও উপর, যারা শত্রু হতে দূরে অবস্থানকারী তাদের জিহাদ ঐ সময়ে ফরজে কেফায়া। এমনকি তাদের জন্য জিহাদ তরকের অবকাশ আছে। তারপর যখন তাদের সামনে প্রয়োজন উপস্থিত হবে যেমন যদি শত্রু যাদের নিকটবর্তী তারা যদি জিহাদে সক্ষম না হয় বা তাদের মধ্যে অলসতা দেখা যায়, তবে সেই দুর্বল এবং আলস্যপরায়ণ মুসলমানদের যারা নিকটবর্তী মুসলমান, তখন তাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তারা তখন জিহাদে নামবে। আর যদি তারাও অক্ষম হয়, তখন যারা তাদের নিকটবর্তী, তাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হবে। তারপর উল্লেখ থাকে যে, শত্রুর খবরদাতা চাই আদেল হোক, চাই ফাসেক হোক, তার এই খবর মকবুল হবে। আর যদি এই খবর হুকুমতের কোন ঘোষক জানিয়ে দেয়, তবে তার খবরও কবুল হবে-

www.nagorikpathagar.org

ছাই সে ন্যায়পরায়ন হোক বা ফাসেক। আবুল হাসান কুরখী (রহঃ) স্বীয় মোখতাছারের মধ্যে লিখেছেন যে, যদি মুসলমানের কোন দল শত্রুর মোকাবেলায় নামে এবং তাদের সাথে মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বা তাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়, তবে তাদের সন্নিকটবর্তী মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হবে যে, তারা দলে দলে বিপদাপন্ন মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে। এক্ষেত্রেও যারা বেশি নিকটবর্তী প্রথম তাদের উপর, তারপর যারা নিকটবর্তী দ্বিতীয়বারে তাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে। তারা ছাড়া, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং বাহনাদি দিয়ে সাহায্য করাও ওয়াজিব হবে, যেন যুদ্ধ স্থায়ী রাখা যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ।

উল্লেখ থাকে যে, আরবের মুশরেকদের কাছে ইসলাম ছাড়া জিযিয়া কবুল করা যাবে না। আর আরব ছাড়া অন্য দেশের কাফেরদের হতে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে বরং জিযিয়া দিতে চায়, তবে তারা কবুল করা যাবে। আরবের মুশরিক যে ইসলাম গ্রহণ না করে এবং গায়রে আরবের মুশরেক যে ইসলাম গ্রহণ না করে এবং জিযিয়াও দিতে চায় না, তাদের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব, যদিও তারা মুসলমানদের উপর প্রথম হামলা না করে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

প্রতেক্য আযাদ আকে এবং সুস্থ মুসলমানের উপর জিহাদ করা ওয়াজিব-যে জিহাদ করতে সক্ষম। ইহা শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে। নাবালেগ, গোলাম, মহিলা, অন্ধ এদের উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যখন কোন ব্যক্তি জিহাদে নামতে চায় এবং তারা পিতা ও মাতা জীবিত থাকে, তবে তাদের অনুমতি নিয়ে নামা চাই, তবে যদি নফীর হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন শত্রুর খবর দ্বারা যুদ্ধে শরীক হওয়া ফরজ হয়ে যায় এবং পিতা-মাতা উভয় বর্তমান থাকে এবং তাদের একজনে অনুমতি দেয়, আর অন্যজনে না দেয়, তবে তার হকের খাতিরে যুদ্ধে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে যদি মাতা-পিতা দুইজনের একজনে পুত্রের যুদ্ধে যাওয়া অপছন্দ করে, তবে তার যুদ্ধে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে যদি মাতা-পিতা দুইজনের একজনে পুত্রের যুদ্ধে যাওয়া অপছন্দ করে, তবে তার যুদ্ধে যাওয়া মোবাহ হবে না। চাই এই অবস্থা হোক যে তার জীবন নাশের ভয় হয়, যেমন তারা উভয় অভাবগ্রস্ত, তাদের খোরপোষ তারই যিম্মায় ন্যস্ত অথবা জীবন নাশের ভয় হয়, যেমন তারা উভয় অভাবগ্রস্ত, তাদের খোরপোষ তারাই যিম্মায় ন্যস্ত অথবা জীবন নাশের ভয় নয় আর এই সমস্ত ঐ সময়ে যখন তার মাতা-পিতা উভয় মুসলমান হবে।

আর যদি তারা কাফের হয়, অথবা উভয়ের মধ্যে একজন কাফের এবং উভয়ে তার জিহাদে যাওয়া অপছন্দ করে অথবা যে কাফের সে অপছন্দ করে, তবে তার উপর আবশ্যক এই যে, সে মনে মনে চিন্তা করবে। যদি চিন্তার ফলে তারা মনে একথা উদয় হয় যে, তারা আমার যুদ্ধে যাওয়া এজন্য অপছন্দ করছেন যে, আমি নিহত হয়ে গেলে তারা শোকাভিভূত হয়ে পড়বেন, মনের আঘাত সামলাতে পারবেন না, তবে সে যুদ্ধে যাবে না। আর যদি চিন্তার ফলে তার মনে একথা জাগে যে, তারা আমার যুদ্ধে যাওয়া এজন্য অপছন্দ করছেন যে, তারা ভাবছেন আমি যুদ্ধে গিয়ে তাদের দ্বীন ও মাযহাবের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, ইহা তাদের মন গ্রহণ করতে পারছে না। এমতক্ষেত্রে তার জন্য ইখতিয়ার হবে যে, তাদের অনুমতি ছাড়া সে যুদ্ধে যাবে, আর যদি চিন্তা-ভাবনার দ্বারা তার মনে কোন কিছু উদয় না হয় বরং মনে সন্দেহ থাকে, কোন দিকই কোন দিকের উপর প্রবল না হয়, তবে এই ছুরতের কথা কিতাবে উল্লেখ নাই।

কিন্তু মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এমতাবস্থায় তার যুদ্ধে না যাওয়াই উচিত, আর যদি উভয়ে তার যুদ্ধে যাওয়া এজন্য পছন্দ না করেন যে, সে তাদের দ্বীনের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তার প্রাণনাশ হওয়ার

www.nagorikpathagar.org

আশংকাও তাদের মনে থাকে, তবে সে যুদ্ধে যাবে না। আর যদি তার মা-বাবা জীবিত থাকে ও তারা তাকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দেয় এবং তার দাদা, নানা ও দাদী, নানী বর্তমান থাকে, তারা তার যুদ্ধে যাওয়া অপছন্দ করে, তবে সে তাদের এই অপছন্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না বরং যুদ্ধে চলে যাবে। আর যদি তার মা-বাবা মরে গিয়ে থাকে এবং দাদা ও নানী জীবিত থাকে, তবে তাদের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যেতে পারবে না। আর যদি তার ছগা দাদা এবং ছগা নানা আর ছগী দাদী এবং নানী বর্তমান থাকে, তবে অনুমতি ইখতিয়ার ছগী নানীর এবং ছগা দাদার থাকবে। আর এইকথা তখন হবে, যখন সে জিহাদে যেতে চাইবে।

আর যদি সে ইচ্ছা করে যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমান নিয়ে শত্রুর দেশে যাবে, তাতে যদি মা-বাব নারাজ হয়; কিন্তু শত্রুদের শাসক এমন হয় যে, তার পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তি নির্ভয় থাকে এবং লোক এমন বংশীয় যারা ওয়দা পূরণে বিখ্যাত এবং সে দেশে ব্যবসা করতে গেলে লাভের সম্ভাবনাও বেশি আছে, তবে তার জন্য পিতা-মাতার অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে যাওয়া দোষণীয় হবে না। আর যদি শত্রু রাজ্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে মুসলিম সেনাদের কোন সৈন্যের সাথে যেতে চায়, তবে তার মা-বাবা বা তাদের একজন ইহা অপছন্দ করে। আর যদি উক্ত সৈন্য সক্ষম-সবল এবং বয়স্ক হয়, যাতে শত্রুর পক্ষ হতে কোনরূপ ভয় না থাকার কথাই মনে প্রবল হয়, তা হলে তার সে দেশে ব্যবসায় চলে যাওয়ায় দোষের কিছু নাই। আর যদি মনের ধারণা অনুযায়ী ভয়ের বিষয় প্রবল হয়, তবে সে দেশে যাবে না। এভাবে যদি ছোট-খাট যুদ্ধ হয় বা কলহ -কোন্দলের ক্ষেত্র হয়, তা হলেও পিতামার অনুমতি ছাড়া সেখানে যাবে না। কেননা এই সমস্ত ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশি।

এতক্ষণ আমি যা বললাম তার মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমুখদের বিষয়, এদের ছাড়া অন্যান্য যি-রেহেম, যথা পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নি, ফুফী, মামু, খালা প্রমুখগণ যদি তার জিহাদে গমন করা অপছন্দ করে এবং ইহা তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তাদের তার অভাবে প্রাণের আশংকা দেখা দিতে পারে। যেমন তাদের কাছে জীবিকার কোন কিছু নাই এবং তারা নাবালেগ বালক-বালিকা অথবা বৃদ্ধা মহিলা, ইহাদের সকলেরই খোর-পোষের যিম্মা ঐ ব্যক্তির উপর। তবে এমতাবস্থায় তাদের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যাবে না। আর যদি তার অভাবে তাদের ঐভাবে জীবন নষ্টের আশংকা না থাকে, যেমন তাদের খোরপোষের যিম্মা ঐ ব্যক্তির উপর নয়। অর্থাৎ তাদের কাছে মাল আছে বা মাল না থাকলেও তাদের কাছে বালেগ সুস্থ অন্য পুরুষ আছে, এমতাবস্থায় তারা তাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি না দিলেও সে জিহাদে চলে যেতে পারে।

আর যদি ঐ ব্যক্তির স্ত্রী থাকে এবং তার ঐ ব্যক্তির অভাবে প্রাণহানীর ভয় থাকে, তবে তার অনুমতি ছাড়া সে যুদ্ধে যাবে না। আর যদি সেরূপ কোন ভয় না থাকে, তবে তার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে চলে যাবে– যদিও ইহা যেতে মানা করে এবং তার অন্তর যদি পুত্র বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করতে না পারে, আর তাকে বিদায় দেওয়ার বেদনা মনকে বিশেষ ভারাক্রান্ত করে, তবে তার পুত্রকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করার ইখতিয়ার তার আছে এবং তাতে সে গুনাহগারও হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, আমার নিকট ইহা ভাল মনে হয় না যে, মুসলমান মহিলা পুরুদের সাথে গিয়ে জিহাদ করে, তবে যদি মুসলমান পুরুষগণ এমন অবস্থায় পড়ে যে, তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত দরকার, তবে এমতক্ষেত্রে মুসলমান মহিলাদের পুরুষের সাহায্যে লিপ্ত হওয়ায় দোষের কিছু নাই; এবং এই অবস্থায় মহিলাদের জন্য জায়েয হবে যে, সে পিতা ও স্বামীর অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে যায় এবং এমতাবস্থায় পিতা ও স্বামীর তাকে নিষেধ করার কোন অধিকার নাই, নিষেধ করলে পাপী হবে।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে যদি মুসলমান সৈন্য তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, আর মুসলমান মহিলাদের দূর হতে তীরান্দাজী করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, আর মুসলমান মহিলাদের দূর হতে তীরান্দাজী করে তাদের সাহায্য করা সম্ভব হয়, তবে তারা তাই করবে। ইহাতে দোষের কিছু নেই। ইহা ছাড়া পুরুষ মুজাহিদগণের খাদ্য তৈরি করা, পানি পান করানো এবং জখমী সৈনিকদের ওষধ লাগানো প্রভৃতি কাজেও মুসলিম মহিলাগণ সাহায্য করতে পারে; কিন্তু এতে যুবতী মহিলারা যাবে না; বরং বয়োবৃদ্ধা, সুস্থ নারীগণ গিয়ে এই সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময় তারা তুলা, পশম পভৃতির মোটা পোশাক পড়ে মুজাহিদগণের সাথে যাবে। জিহাদের ব্যাপারে বালক এবং করীবুল বুলগের প্রতি হুকুম এই যে, যদি তারা যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তবে বালেগ পুরুষদের মতো জিহাদে শরীক হবে। তবে যদি নফীরে আম অর্থাৎ শত্রুর আগমন বার্তা ঘোষণা করা না হয়, তা হলে উহারা পিতামাতার আদেশ ছাড়া জিহাদে শরীক হবে না। আর পিতা যদি তাকে অনুমতি দেয়, তবে তাদের গুনাহগার হবে না যেমন বালেগ পুত্রকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিলে পিতা পাপী হয় না– যদিও সে জানে যেন, যুদ্ধের ময়দানে প্রায়শঃ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি করজদার ব্যক্তি যুদ্ধে যেতে চায়, অথচ পাওনাদার ব্যক্তি উপস্থিত নাই,তবে যদি করজদারের এই পরিমাণ মাল মওজুদ থাকে যে, এর দ্বারা পাওনাদারের পাওনা আদায় করা যায়, তবে সে জিহাদে গেলে কোন দোষ হবে না। জিহাদে যাবার সময় সে কাউকেও অছিয়ত করে যাবে যে, যদি আমার উর কোন বিপদ ঘটে, তবে আমার এই পরিত্যক্ত মাল দ্বারা অমুক ব্যক্তিকে আমার করজ আদায় করে দিবে। আর যদি তার নিকট এই পরিমাণ মাল না থাকে যে, তার দ্বারা সম্পূর্ণ করজ আদায় করা যায়, তবে তার পক্ষে যুদ্ধে না যাওয়াই উত্তম। তা সত্ত্বেও যদি সে ব্যক্তি পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যায়, তবে তা মাকরূহ হবে। আর যদি পাওনাদার তাকে জিহাদে যেতে অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যায়, তবে তা মাকরূহ হবে। আর যদি পাওনাদার তাকে জিহাদে যেতে অনুমতি দেয়; কিন্তু কর্জ হতে মুক্ত না করে, তবুও করজদারের জন্য মুস্তাহাব হল নিজকে কর্জমুক্ত করতে চেষ্টা করা, আর যদি করজ থাকা অবস্থায় সে জিহাদে যায়, তবুও দোষের কিছু নাই। আর যদি কোন মিয়াদী কর্জ হয় এবং করজদার স্পষ্টতঃ জানে যে, মিয়াদ আসার আগেই সে ফিরে আসবে, তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। যদি যায়েদ নিজ পাওনাদার আমরকে ধরিয়ে দিয়ে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করে, যায়েদ যদি আমরের কাছে এই পরিমাণ পাওনা থাকে যে, তা দ্বারা যায়েদের কাছে পাওনাদারের পাওনা শোধ হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে যায়েদের জিহাদে যাওয়ায় কোন দোষ হবে না।

আর যদি শোধ না হয়, তবে তার জন্য মুস্তাহাব হল, পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া জিহাদে না যাওয়া। যদি যায়েদ তার পাওনাদার কাউকেও ধরিয়ে না দেয়; কিন্তু তার তরফ হতে কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়াই তার পাওনাদারের নিকট নিজে জামিন নিয়ে নেয় যে, সে ঐ পাওনাদারের পাওনা আদায় করে দিবে এবং পাওনাদারও তা কবুল করে নেয়, তবে এরূপ ছুরতে করজদারের জন্য জায়েয হবে যে, সে পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া জিহাদে চলে যায়। যদি করজদার খুব বেশি গরীব হয়, কর্জ আদায় করার তার কোন উপায় না থাকে, শুধু এক পথ আছে, যদি সে সেনাদের সাথে দরুল হরবে তিজারত করতে গেলে কোন উপায় হতে পারে, তবে এমতাবস্থায় সে তথায় লে যাবে এবং পাওনাদারের নিকট হতে অনুমতি নিয়ে নিবে আর করজদার পাওনাদারকে বলে যে, আমি যুদ্ধের জন্য যাচ্ছি, হয়ত আমি গনীমত এবং অন্যান্য বাবত কিছু অংশ পাব। ইহা দ্বারা আমি করজ আদায় করে দিব, তবে ইহা পছন্দনীয় রীতি নয় যে, সে ব্যক্তি পাওনাদারের নিকট অনুমতি না নিয়ে যায়।

এই সমস্ত যা বর্ণনা করলাম, তা ঐ সময়ে হবে, যখন নফীরে আম না হয় আর যখন নফীরে আম হয়, তখন কোন দোষ হবে না যে, পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া করজাদার জিহাদে চলে যায়। মোটকথা, যদি এমন ঘটনা দেখা দেয় যে, মুসলমানদের সামনে ভীতির কারণ সৃষ্টি হয়েছে, তবে অবশ্যই জিহাদে নামবে। আর যদি তেমন ঘটনা দৃঢ় না হয়, তবে জায়েয নয় যে, মুজাহিদ যুদ্ধে চলে যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ। কোন শহরে যদি কোন বড় আলেম থাকে, যার চেয়ে কোন বড় ফকীহ সেখানে নাই, তবে তার জিহাদে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না। কেননা তার প্রাণহানি ঘটলে সেখানের লোকদের বহু ক্ষতির কারণ ঘটে। ইহা সিরাজিয়ার বিবরণ।

যদি কারও নিকট অন্যের মাল আমানত থাকে, কিন্তু মালের মালিক উপস্থিত নাই। তবে সেক্ষেত্রে কোন নির্ভরযোগ্য লোককে অছিয়ত করে যাবে যে, এই মালের মালিক আসলে তাকে ইহা দিয়ে দিবে। তারপর সে ইখতিয়ার হাছেল করবে যে, তখন সে ইচ্ছা হলে জিহাদে যেতে পারে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। গোলামের জন্য তার মালিকের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়– যতক্ষণ পর্যন্ত না নফীরে আম ঘোষণা করা হয়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি রোম বা রোমের মত কোন বৃহৎ শত্রুদেশের পক্ষ হতে মুসলমানদের প্রতি হামলা সম্পর্কিত নফীরে আম পৌছে যায়, তখন সমস্ত মুসলমানের প্রতি যুদ্ধে যোগদান করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যারা যুদ্ধ করতে কোন বিশেষ ওজর থাকে, তবে সে কথা ভিন্ন। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি শুনা যায়, মুশরেকগণ মুসলমানের রাজ্যে প্রবেশ করে ধন-সম্পদ এবং নাবালেগ শিশু-সন্তান ও মহিলাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেছে, অথচ মুসলমানদের মুশরেকদের সাথে মোকাবেলা করারও শক্তি আছে, তবে তাদের প্রতি ওয়াজিব হবে মুশরেকদের পশ্চাদ্ধাবন করে যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরেক বাহিনী দারুল ইসলামে থাকে, তাদের নিকট হতে সমস্ত কিছু উদ্ধার না করা পর্যন্ত তাদের পিছনে লেগে থাকবে। আর যদি মুশরেকগণ দারুল হরবে ঢুকে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করলে তা দোষণীয় হবে না।

আর যদি এমতক্ষেত্রেও মুসলিম বাহিনী দারুল হরবে ঢুকে তাদের সাথে মোকাবেলায় রত হয়, তবে তা মুসলমানদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি তারা এমতাবস্থায় মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন না করে বরং তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়, তবে শরয়ান অবশ্য ইহা মুসলমানদের জন্য ইখতিয়ার হবে। এক্ষেত্রে যিম্মীদের সন্তান, মহিলা এবং ধন-দৌলত, মুসলমানদের সন্তান, মহিলা এবং ধন-দৌলতেরই হুকুম রাখে। যদি মুশরেকগণ মুশরেকগণ মুসলমানদের লোকজন এবং ধন-দৌলত নিয়ে গিয়ে তাদের দেশে সুরক্ষিত দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, তবে আর মুসলিমগণ তাদের তাদের দেশে প্রবেশ করবে না বরং নিজ দেশে সীমান্তেই অবস্থায় করবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ইমাম আজম (রহঃ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বসে থাকা মাকরূহ হবে। আর যদি তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবে সে কথা ভিন্ন তবে এমন ক্ষেত্রে একে অপরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে মালদারগণ গরীবদেরকে মালী সাহায্য দিয়ে মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। এ সময় ইমাম মুসলমানদের প্রতি ঐরূপ হুকুম জারী করে দিবে।

যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উভয়ের দ্বারা জিহাদ করতে সক্ষম, সে উভয় বস্তু দ্বারা জিহাদ করবে, আর যে নিজে জানের দিক দিয়ে জিহাদে অসমর্থ, কিন্তু তার মালের অভাব নেই, সে নিজের বদলে অন্যকে, যে জ্ঞানী যুদ্ধে সক্ষম তাকে প্রয়োজনীয় মাল দ্বারা সাহায্য করবে। ইহা তার ওয়াজিব বৈ কি। যে ব্যক্তি নিজে যুদ্ধ কররতে প্রস্তুত ও সক্ষম কিন্তু আদৌ মাল নাই, ইমাম তাকে বাইতুল মাল হতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে যুদ্ধে পাঠাবে। যে ব্যক্তি বাইতুল

www.nagorikpathagar.org

মাল হতে মাল পাবে, তার জন্য অন্য কারও মাল গ্রহণ করা উচিত হবে না; কিন্তু যদি বাইতুল মালে সম্পদের অভাব থাকে বা অভাব না থাকলেও ইমাম তাকে বাইতুল মাল হতে সামগ্রী না দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তার অন্যের নিকট হতে মাল গ্রহণ করে জিহাদে শামিল হওয়া কর্তব্য হবে। ইহা যখীরার বিবরণ।

অপরের পক্ষ হতে জিহাদ করা

যদি যায়েদ আমরকে জিহাদে যাওয়ার খরচ বাবত সম্পদ দেয় এবং বলে দেয় যে, তুমি এই সম্পদের বাবত আমার পক্ষ হতে জিহাদ করবে, তবে আমরের এই ইখতিয়ার হবে না যে, সে ঐ মাল জিহাদের কাজ ছাড়া ব্যক্তিগত কোন কাজে ব্যয় করে। এমন কি, সে নিজের কর্জ আদায় বা নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোষ ইত্যাদি কাজেও ব্যয় করতে পারবে না। অবশ্য যদি যায়েদ এরূপ বলে যে, তুমি তোমার নিজের যে কোন কাজে এই সম্পদ খরচ করে যুদ্ধে যাও, তবে সে সম্পদ সে নিজের ঐসব ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতে পারবে না। ইহা হাকীম শায়খুল ইসলাম শরহে কবীরে বর্ণনা করেছেন। শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী শরহে ছগীরে বর্ণনা করেছেন যে, শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বলেছেন, আমরের জন্য উভয় ছুরতে অধিকার আছে যে, সে ঐ সম্পদ হতে কিছু অংশ নিজের সন্তান-সন্ততির খোরপোষের জন্য রেখে যায়। কারণ এই যে, এই ব্যবস্থা ছাড়া তার জিহাদে যাওয়াই অসম্ভব। আর এই সময়ে এই কাজও তার জিহাদেরই আনুষঙ্গিক কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যায়েদ আমরকে তার পক্ষ হতে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য কিছু সম্পদ দিল। তারপর আমরের হঠাৎ কোন রোগ-ব্যাধি বা এমন কোন ওজর এসে পড়ল যে, তার কারণে সে জিহাদে যেতে পারল না। তখন সে চাইল যে, যায়েদের নিকট হতে যে পরিমাণ মাল নিয়েছে তদপেক্ষা কিছু কম মাল দিয়ে অন্য কাউকেও জিহাদে পাঠিয়ে দেয়। তবে এতে তেমন দোষের কিছু হবে না। আর তার নিকট যে মাল উদ্বৃত্ত থাকবে, সে যদি এরূপ নিয়ত করে যে, ঐ মাল সে নিজের কাজে না লাগিয়ে বাইতুলমালে দিয়ে দিবে, তবে ইহা কোন খারাপ কাজ নয়। আর যদি আমর উক্ত মাল বাঁচিয়ে রেখে নিজের কাজে খরচ করার নিয়ত করে, তবে দেখতে হবে যে, যায়েদ তাকে কি বলেছে। যদি সে বলে থাকে যে, এই মাল দ্বারা আমার পক্ষ হতে জিহাদ করবে, তবে আমরের এই ইখতিয়ার হবে না যে, সে ঐ মালের কিছু সন্তান-সন্তুতির জন্য খরচ করবে। আর যদি যায়েদ এরূপ বলে থাকে যে, এই সম্পদ তোমার। তুমি ইহা দ্বারা জিহাদ কর। তবে এক্ষেত্রে আমর ঐ সম্পদের কিছু অংশ তার ব্যক্তিগত যে কোন কাজে খরচ করতে পারবে।

যদি কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানের সাথে এরূপ শর্তের উপর তাকে যুদ্ধকালীন খরচ বাবত মাল দেয় যে, তুমি অমুক হরবী কাফেরকে হত্যা করবে অথবা এরূপ শর্ত করে যে, যদি অমুক কাফেরকে হত্যা কর, তবে তোমাকে এই পরিমাণ মাল দিব । ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এরূপ শর্ত করলে যদি সে ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শর্তকারীর জন্য ঐ মাল আদায় করে দেওয়া আবশ্যক। তবে কাজী বিচারে ঐ মাল তার নিকট হতে আদায় করতে কোনরূপ জবরদস্তি করা যাবে না। কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা শুধু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এরই কওল। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট এরূপ শর্ত করা জায়েয নয় আর কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইহা সকলেরই মতে জায়েয আছে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি মুসলিম সেনাপতি কোন মুসলিম মুজাহিদ বা যিম্মী সেনাকে বলে যে, যদি তুমি ঐ আরোহী ব্যক্তিকে হত্যা করতে পার, তবে তোমাকে একশত দিরহাম দেওয়া হবে। তারপর যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যাকারীর কিছুই মিলবে না। আর যদি কেউ হরবী কাফেরকে হত্যা করে, তারপর আমীরে মুসলিমীন বলে যে, যে ইহাকে হত্যা করেছে, তাকে দশ দিরহামপুরস্কার দেওয়া হবে, তবে তা দেওয়া জায়েয হবে। কাফেরদের মাথা কেটে দারুল ইসলামে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

আসা মাকরূহ। ইহা মুজমিরাতের মধ্যে আছে। যদি ইমাম কোন মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করে, তবে সে তাদের মধ্যে একজন আমীর মনোনয়ন করে দিবে এবং সে ব্যক্তির যোগ্য নেককার এবং যুদ্ধের যাবতীয় যাবতীয় বিষয়-ব্যাপারে উপযুক্ত হতে হবে। তাকে পরহেজগার, অধীনস্থ সৈন্যদের উপর রহমদিল, দাতা এবং বাহাদুর হতে হবে। এরূপ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সিপাহছালার নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীর মঙ্গল অমঙ্গল ও কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে তাকে সর্বরকম উপদেশ দান করবে। ইহা মবসুতের বিবরণ।

উল্লিখিত শর্তানুযায়ী নেতৃত্বের উপযোগী সৈন্যদের মধ্যে যে ব্যক্তিই হোক না কেন, ইমামুল মুসলিমীন তাকেই আমীরুল মুজাহিদীন নিযুক্ত করবে- চাই সে কোরাইশ হোক বা আরবের অন্য কোন কবিলার লোক হোক, আযমী হোক বা কোন নীচ বংশীয় হোক, তাতে কোন পার্থক্য করবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। আর ইহা জায়েয আছে যে, যদি ইমামুল মুসলিমীন যুদ্ধের কলা-কৌশল এবং হুনর-হেকমতের দিক দিয়ে কোন ফাসেক ব্যক্তিকে অধিকতর উপযুক্ত দেখতে পায় তবে তাকেই আমীরুল মুজাহিদীন নির্বাচন করবে। ইহা এতাবিয়ার বিবরণ।

সেনাপতির আনুগত্য করা

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যখন আমীরুল মুজাহিদীন নিজ অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে যে হুকুম করবে, তাদের উপর সে হুকুম পালন করা ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, তবে যদি সে কোন গুনাহের কাজ করতে বলে, তবে তা পালন করবে না। এ মাসয়ালায় তিনটি ছুরত আছে। এক ছুরত এই যে, সৈন্যগণ একথা জানে যে, আমীর যা নির্দেশ করেছে, তাতে তাদের ফায়দাহ আছে, যেমন আমীর হুকুম করল যে এখনই জিহাদ শুরু করো না এবং সৈন্যগণ ইহা জানতে পারল যে, এই মুহূর্তে জিহাদ শুরু না করায় তাদের উপকার আছে, এই কারণে যে, যদি তারা এই মুহূর্তে জিহাদ শুরু করে, তবে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে পারবে না। আর তারা এও জানে যে, তাদের পিছনে আরও মুসলিম সৈন্য আছে। কিছু পরে যখন তারা এসে ঐ সৈন্যদের সাথে মিলিত হবে, তখন তাদের শক্তি বাড়বে, অতএব এখন যুদ্ধ শুরু না করা মুসলিম বাহিনীর জন্য কল্যাণকর। কাজেই এই ছুরতে মুসলিম সেনাগণ অবশ্যই সেনাপতির নির্দেশ পালন করবে।

দ্বিতীয় ছুরত এই যে, সাধারণ সৈনিকগণ জানে যে, আমীর তাদেরকে যে হুকুম দিচ্ছে, তা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ এবং অকল্যাণকর। যেমন তারা দেখছে যে, এই মুহূর্তে শত্রুবাহিনী তাদের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না- কিন্তু শীঘ্রই তাদের সাহায্যার্থে আরও সৈন্য এসে পড়বে, তখন তাদের সাথে মোকাবেলা করা মুসলিম বাহিনীর জন্য কঠিন হয়ে পড়বে; বরং তখন মুসলিম বাহিনী বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এই অবস্থায় সাধারণ সেনাগণ যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে তারা আমীরুল মুজাহিদীনের নির্দেশ অমান্য করতে পারবে।

তৃতীয় ছুরত এই যে, সেনাপতির নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে মুসলিম বাহিনীর উপকার হবে, কি অপকার হবে, সে ব্যাপারে সাধারণ সেনাদের মনে যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি আমীরুল মুজাহিদীনের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব হবে।

সেনাবাহিনীর মধ্যে পরস্পরে যদি মতভেদ দেখা দেয়, যেমন কেউ কেউ বলে যে, এই ব্যাপারে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর কেউ কেউ বলে যে, এই ব্যাপারে আমাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত। আর এই দুই রকমের ধারণায় কোনটাই কোনটার উপরে প্রবল নয়; বরং একই অবস্থা। উভয় দিকেই যেমন নিশ্চিত ভরসা আছে, পক্ষান্তরে সন্দেহও বর্তমান আছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমীর যে নির্দেশ দেয়, সাধারণ সেনাদের প্রতি সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা ওয়াজিব। যদি আমীর সৈন্যদেরকে কোন নির্দেশ দেয়, আর তাদের কেউ সে নির্দেশ অমান্য করে, তবে তাকে

www.nagorikpathagar.org

প্রথমবারেই সাজা দিবে না; বরং উপদেশ ও প্রবোধ দান করবে, যাতে সে পুনরায় এরূপ না করে। তারপর আবার যদি সে এরূপ কাজ করে, তবে এবার তাকে শাস্তি প্রদান করবে; কিন্তু যদি সে কোন ওজর পেশ করে, তবে তাকে ছেড়ে দিবে, অবশ্য তার দ্বারা আল্লাহর নামে কসম করান হবে, সে কসম করে বলবে যে, আমি আর কখনও সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করব না।

যদি সেনাপতি সেনাবাহিনীর ব্যূহ রচনা করার ক্ষেত্রে কতিপয় খাছ লোককে ডানভাগের জন্য এবং কতিপয় খাছ লোককে বাম ভাগের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। তারপর শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগের উপর তীব্র হামলা করে এবং তারা সুদৃঢ়ভাবে মোকাবেলায় লিপ্ত হয়, এমতাবস্থায় যদি মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগ পরাজিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন আমীর কর্তৃক ডানভাগে ও বামভাগে নিযুক্ত সেই বিশেষ ব্যক্তিদের নিজেদের স্থান ত্যাগ করে মধ্যভাগের সাহায্যে চলে আসায় কোন অপরাধ হবে না। তবে ইহা ঐ সময় হতে পারে, যখন তাদের নিজ নিজ স্থান বিপদাপন্ন হওয়ার ভয় না থাকে, যদি তদ্রূপ অবস্থা ঘটার ভয় থাকে, তবে তারা মধ্যভাগের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবে না। আর যদি আমীর তাদেরকে নির্দেশ দেয় যে, কেউ নিজের স্থান ছেড়ে অন্যত্র যাবে না এবং নিষেধ করে দেয় যে, কেউ কারও সাহায্যের জন্য জায়গা বদল করবে না, তবে তারা মধ্যভাগের সাহায্যের জন্য যাবে না যদিও তারা চলে গেলে তাদের নিজেদের স্থানে কোন ভয়ের কারণ না থাকে।

যদি সেনাপতি সৈন্যদেরকে নিষেধ করে যে, তোমরা তোমাদের বাহনের জন্য খাবার আনতে কেউ বাইরে যাবে না। তবে তাদের এ নির্দেশ পালন করা একান্ত উচিত- যদিও তারা বাইরে শত্রু সৈন্যের ছলনা ও প্রতারণার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম থাকে বা না থাকে, উভয় একই সমান। অতঃপর যখন ইমাম সৈন্যদের ও তাদের বাহনের জন্য বাইরে হতে কাবার আনবার প্রয়োজন মনে করবে, তখন সৈন্যদের মধ্যে হতে একটি দলকে উহা আনার জন্য প্রেরণ করবে এবং তাদের মধ্যে একজন আমীর নিযুক্ত করে দিবে। এরা সমস্ত সৈন্য ও বাহনের জন্য রসদ নিয়ে আসবে। যদি আমীর রসদ আনতে কোন লোক না পাঠায় অথচ সেন্য ও বাহনের রসদের অভাব দেখা দেয়, যাতে তাদের উপবাসের কষ্টভোগ করতে হতে পারে, তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই যে, একদল সৈন্য বাহির হতে রসদ সংগ্রহ করে আনার জন্য রওয়ানা হয়ে যায়-যদিও এতে আমীরুল মুজাহিদীনের আদেশ অমান্য করা হয়। যদি আমীর এরূপ নির্দেশ দেয় যে, অমুক আমীরের অধীনে সকল ব্যক্তির রসদ আনতে যেতে হবে, তবে সৈন্যদের আমীরের আরোপিত এই শর্তের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার আদেশ অনুযায়ী সেই পতাকাধারীর অধীনেই সকলকে যেতে হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। হারাম মাসসমূহ যথা রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মহররম মাসে জিহাদ করা জায়েয। এই মাসগুলোতে জিহাদের নিষিদ্ধতা রহিত করা হয়েছে।

মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা কাফিরদের অর্ধেক পরিমাণ হলেও তাদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে ভেগে যাওয়া জায়েয হবে না। এই হুকুম তখন হবে, যখন তাদের সাথে হাতিয়ার থাকবে। আর যদি হাতিয়ার না থাকে, তবে যার সাথে হাতিয়ার না থাকবে, সে এমন কাফেরের সম্মুখ হতে সরে যাবে, যার কাছে হাতিয়ার আছে। এইভাবে যার কাছে তীর নাই, সে যে কাফেরের কাছে তীর রয়েছে, তার নিকট হতে দূরে সরে যাবে। এইভাবে যদি একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে তিনজন দুশমন মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়, তবে সে তাদের সম্মুখ হতে সরে যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

যখন মুসলমানের সংখ্যা বার হাজার বা ততোধিক হবে, তখন তাদের কাফেরদের মোকাবেলা হতে ভেগে যাওয়া হালাল হবে না। যদিও কাফিরদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি হয়। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন মুসলিম বাহিনীর সকলেরই একই কালেমা হয়। আর যদি কালেমা বিভিন্ন হয়, তবে দুজনের মোকাবেলায় একজন উপযুক্ত ধরা হবে।

www.nagorikpathagar.org

তবে এখন আমাদের যমানায় শক্তি সামর্থের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এমন স্থান হতে ভেগে যায়, যেখানে শত্রুগণ দুর্গের মধ্যে থেকে কামান ব্যবহার করতঃ ক্ষতি সাধন করে অথবা তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করে ক্লেশ দান করে, তবে তার ভেগে যাওয়ার দোষের কিছু নেই। ইহা মুহীতের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ইমামুল মুসলিমীনের জন্য একজন অথবা দুইজন অথবা তিনজন করে প্রেরণ করায় দোষের কিছু নাই। তবে শর্ত এই যে, শত্রুপেক্ষর হামলা প্রতিহত করতে যদি সক্ষম হয়। ইহা যখীরার বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জিহাদের অবস্থার মাসায়েল

যখন ইমামুল মুসলিমনী দারুল হরবে বাহিনী প্রেরণের ইচ্ছা করে, তখন সমস্ত বাহিনীকে এক জায়গায় সমবেত করবে। যাতে তাদের সংখ্যা, বাহনের সংখ্যা এবং পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা সঠিকভাবে জেনে নিতে পারে। বাহিনীর সমস্ত সেনাদের নামধাম পরিচয়াদি সবকিছু লিখে রাখবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যখন মুসলমানগণ দারুল হরবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করবে, তখন প্রথম কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। যদি তারা তা কবুল করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বিরত থাকবে আর যদি তারা এনকার করে, তবে তাদেরকে জিযিয়া আদায় করতে প্রস্তাব দিবে। অর্থাৎ তাদের বলবে যে, আচ্ছা, তোমরা তোমাদের ধর্মেই থাক, কিন্তু নাতি স্বীকারপূর্বক আমাদেরকে জিযিয়া দিতে থাক। ইহা হেদায়ার বিবরণ।

তারপর যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তি করবে যে, এখন হতে আমরা তোমাদের বিপদ আপদে তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর তোমরাও আমাদের বিপদ আপদে আমাদেরকে সাহায্য করবে। ইহা কানযের মধ্যে আছে; কিন্তু জিযিয়ার প্রস্তাব ঐ লোকদেরকে দেওয়া যাবে, যাদের সম্পর্কে এই প্রস্তাব দেওয়া যায়; কিন্তু যারা এর উপযুক্ত নয়, তাদের কাছে জিযিয়ার প্রস্তাব দিবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

উল্লেখ থাকে যে, কাফের কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী এই যে, তাদের নিকট হতে জিযিয়া নেয়া জায়েয নয়; এবং তাদেরকে যিম্মী বানিয়ে নেওয়াও জায়েয় নয়। ইহারা আরবের এরূপ মুশরেক যে, কোন আসমানী কিতাবেরই অনুসারী নয়। অতএব যখন মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হবে, তখন ইহাদের পুরুষগণ হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর তাদের মহিলা ও বাচ্চাগণ গনীমতরূপে বিবেচিত হবে।

আর দ্বিতীয় শ্রেণী এই যে, সর্বসম্মতভাবে তাদের নিকট হতে জিযিয়া নিয়ে জায়েয হবে এবং তারা হল, ইহুদী ও নাছারা। চাই তারা আরবের অধিবাসী হোক বা অন্য কোথারও। এভাবে মজুসীদের নিকট হতেও সর্ববাদী মতে জিযিয়া নিয়ে জায়েয হবে। চাই তারা আরবের হোক বা অন্য কোথারও।

আর তৃতীয় শ্রেণী হল, ঐরূপ মুশরেক যাদের নিকট হতে জিযিয়া আদায় করার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইহারা আরব, আহলে কিতাব এবং মজুসী কওম ভিন্ন অন্য শ্রেণীর মুশরেক। আমাদের নিকট ইহাদের নিকট হতে জিযিয়া আদায় করা জায়েয আছে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যাদের কাছে দাওয়াতে ইসলাম পৌছানো হয়নি, তাদের নিকট ইসলামের আহবান না জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। এভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যদি তাদেরকে হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীগণ গুনাহগার হবে; কিন্তু তাদের জান ও মালের যে ক্ষতি করা হবে, তাদের জেমান দেওয়া হবে না। এভাবে তাদের মহিলা ও বাচ্চাদের বাবতও জেমান দিতে হবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যাদের প্রতি পূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌছে গিয়ে, তাগিদ হিসেবে পুনরায় তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা মুস্তাহাব হবে; কিন্তু ওয়াজিব নয়। ইহা হেদায়ার বিবরণ। উল্লেখ থাকে যে, তাদের জন্য দ্বিতীয়বার ইসলামের প্রতি দাওয়াত করা দুইটি শর্তের উপর মুস্তাহাব। একটি এই যে, দ্বিতীয়বার দাওয়াত করতে গেলে মুসলমানের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না থাকা চাই। যদি ক্ষতির আশংকা থাকে, যেমন জানা গেল যে, দুশমনগণ সময় ও সুযোগ লাভ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে; এবং নিজেদের দুর্গ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা মজবুত করে নিবে। তবে দ্বিতীয়বার দাওয়াতে ইসলামের জন্য দুশমনকে সময় ও সুযোগ দান করা মুস্তাহাব হবে না। দ্বিতীয়টি এই যে, যদি দ্বিতীবার দাওয়াতে ইসলাম দ্বারা তাদের ইসলাম গ্রহণ করার আশা ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু যদি তাদের ইসলাম গ্রহণ করার সম্ভাবনা ও আশা না থাকে, তা হলে এরূপ অহেতুক কার্যে মশগুল হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর এতে কোন দোষ নাই যে, রাতে বা দিতে কাফেরদের মধ্যে লোক পাঠিয়ে তাদের অবস্থা জেনে নিবে। তবে ইহা এরূপ স্থানে করা চাই, যেখানে পূর্বেই দাওয়াতে ইসলাম পৌছে গিয়েছে। ইহা মুহীতে সুরখসীর বিবরণ।

জিহাদের সূচনা

অতঃপর যখন কাফেরগণ ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান উভয় বিষয়ই প্রত্যাখ্যান করবে, তখন মুসলমানগণ আল্লাহর নিকট শক্তি ও সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে কাফেরদেরকে বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবে। ইহা শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে। মুসলমানদের জন্য তখন জায়েয হবে যে, তাদের দুর্গের সন্নিকটে কামান স্থাপন করবে এবং তাদের চারপাশে লাগাবে। তাদের উপর পানির ঢল বইয়ে দিবে তাদের বাগ-বাগিচার বৃক্ষসমুহ কেটে ফেলবে, তাদের যমিনের ফসল নষ্ট করে ফেলবে ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে এবং এতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই যে, তাদের দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিবে; এবং উহা পানি বইয়ে ডুবিয়ে ও ভাসিয়ে দিবে। তাদের ইমারাতসমূহ ভেঙ্গে ফেলবে। শায়েখ হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, ইহা ঐ সময় করবে, যখন জানা যাবে যে, দুর্গের মধ্যে কোন মুসলমান নাই। যখন পর্যন্ত তা জানা যাবে না, তখন পর্যন্ত দুর্গ জ্বালিয়ে পোড়িয়ে দেওয়া অথবা পানিতে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না; কিন্তু আমাদের কথা হল যে, যদি আমরা এই কাজ নিষেধ করি, তবে মুসলিম বাহিনীর কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা কঠিন হবে। আর এরূপ দুর্গতো খুব কমই থাকে যে, তাতে কিছু না কিছু বিপক্ষীয় বন্দী মওজুদ থাকে না। সুতরাং মুসলিম বাহিনী যতদূর সম্ভব মুসলমানদেরকে নিরাপদ রেখে শত্রুর ক্ষতি সাধন করবে। ইহা মবসুতের বিবরণ।

মুশরিকদেরকে তীর দ্বারা ঘায়েল করা যেতে পারে। যদি মুশরিকরা মুসলমান কয়েদী, মুসলমান ব্যবসায়ী এবং মুসলমানদের বাচ্চা ও মহিলাদেরকে তীরের সামনে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে, তবে প্রয়োজনের তাকিদে মুসলিম বাহিনী তীর নিক্ষেপে বিরত হবে না। অবশ্য মুসলমানদের যে কোনরূপ হামলার ক্ষেত্রে দুশমন ধ্বংসের নিয়ত থাকবে তবে এই যুদ্ধে মুসলমান কয়েদী, ব্যবসায়ী, বাচ্চা যারা ক্ষতির স্বীকার হবে, তাদের দিয়াত বা কেছাছের জামিন মুসলিম মুজাহিদগণ হবে না এবং তাদের উপর কতলের কাফফারাও লাযেম হবে না। যখন মুসলিম বাহিনী খুব বেশি মজবুত এবং বৃহৎ হয়, মনে ভয়-ভীতি ও বিপদের ভয় কম থাকে, বরং মনে স্বস্তি থাকে এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠা না থাকে, তা হলে যুদ্ধের ময়দানে মহিলা এবং কোরআন মাজীদ সঙ্গে নেওয়ায় দোষের কিছু নেই।

আর যদি মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা কম থাকে অস্ত্র-শস্ত্রে দিক দিয়েও বাহিনী দুর্বল থাকে, যে কারণে মুসলিম মুজাদিগণের মনে নিরাপত্তার ভাব অনুপস্থিত থাকে। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য মহিলা ও পবিত্র কোরআন সঙ্গে নেওয়া মাকরূহ হবে। আর যদি কোন মুসলমান আমনপ্রাপ্ত হয়ে দারুল হরবে যায়, তবে নিজেদের ওয়াদাহ ও প্রতিশ্রুতি

www.nagorikpathagar.org

রক্ষায় বিখ্যাত ও সুপরিচিত হয়। ইহা হেদায়ার বিবরণ। যখন বাহিনী বড় হয়, ভয়-ভীতির কারণ কম থাকে, তখন মুজাহিদদের বিভিন্ন রকম তদবীর এবং খিদমতের জন্য বয়ঃবৃদ্ধা মহিলা সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু যুবতী মহিলাদের ঘরে থাকাই নিরাপদ। আর সর্বোত্তম ব্যবস্থা হল, ফেতনা-ফাসাদ হতে বেঁচে থাকার জন্য কোনক্রমেই তাদের মুজাহিদগণের সঙ্গে না যাওয়া। যদি মোজামেয়াতের প্রয়োজনে একান্তই মহিলা সঙ্গে নিতে হয়, তবে দাসীগণকে নিবে– স্বাধীন মহিলাগণকে নয়। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

একদল পরহেজগার লোক যদি জিহাদে যেতে চায়, আর তাদের সাথে যদি একদল ফাসেক লোকও যায় এবং তাদের সাথে যদি বাদ্য-বাজনা থাকে, তবে সম্ভব হলে উক্ত ফাসেক দলকে সঙ্গে না নিয়ে শুধু পরহেজগার লোকই যুদ্ধে যাবে। অর্থাৎ পরহেজগারদের দলই যদি যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে ফাসেকগণকে সঙ্গে নিবে না। আর যদি ফাসেকগণ ছাড়া শুধু পরহেজগারদের পক্ষে দুশমনের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব না হয়, তবে তাদেরকে সঙ্গে নিবে। ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে অন্যরূপ গল্প-গুজব, বেহুদা বাক্য ইত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত হবে না। শত্রুদের সাথে যুদ্ধে রীতি-নীতি ভঙ্গমূলক কোন আচরণ করবে না। শত্রুদের নাক ও কান, লিঙ্গ ইত্যাদি কর্তন করবে না। ইহা হেদায়ার বিবরণ।

বিপক্ষীয় মহিলাও বাচ্চাদেরকে হত্যা করবে না। এভাবে পাগল, বৃদ্ধ, অন্ধ, লেংগা-লুলাদেরকেও হত্যা করা হতে বিরত থাকবে। তবে এই হুকুম তখন হবে, যখন এই সমস্ত লোকের দুশমনদের কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতায় কোন ভূমিকা থাকবে না। আর যদি মহিলা শত্রু পক্ষের খোদ বাদশাহ হয়, তবে তাকে হত্যা করবে। যদি শত্রুদের বাদশাহ কোন নাবালেগ বালক হয় এবং তাকে শত্রুবাহিনী সঙ্গে নিয়ে আসে, তবে তাকে হত্যা করবে না। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারার মধ্যে আছে। আর যদি কোন সম্পদশালিনী মহিলা তার ধন-দৌলতের মাধ্যমে শত্রুবাহিনীকে যুদ্ধে উৎসাহ যোগায়, তবে তাকে হত্যা করবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করে, তাদেরকে হত্যা করবে। বালক এবং পাগল যদি প্রত্যক্ষভাবে মোকাবেলায় লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। এদেরকে ছাড়া বাকী যারা, তাদেরকে কয়েদ করার পরেও হত্যা করায় কোন ক্ষতি নাই যাদের একদিকের একহাত এবং অন্যদিকের এক পা কর্তিত, তাদেরকে হত্যা করবে না, তবে শর্ত এই যে, যদি তারা নিজেদের মাল দ্বারা শত্রুবাহিনীর যুদ্ধে সাহায্য না করে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

অন্ধ, লেংড়া, লুলা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর উৎসাহ যোগানো ও প্রেরণা দানমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তাদেরকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। যদি কেউ এসব লোক হত্যা করে, তবে তার উপর কোন কিছু লাযেম হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যার বামহাত কাটা অথবা দুই পায়ের মধ্যে এক পা কাটা, সে যদি যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাকে হত্যা করা যাবে; এবং মুক ও বধিরকেও কতল করা যাবে। বালক এবং জ্ঞানলুপ্ত লোক যদি শত্রুসেনার উৎসাহ বর্ধন করে, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আর যদি তারা মুসলানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে, তবে এদেরকে হত্যা করবে না, যদিও এরা কোন মুসলমানকে হত্যা করে থাকে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

কারও কোন যি-মোহরেম মুশরিককে তার প্রথম হত্যা করায় ক্ষতির কিছু নেই তবে মাতা-পিতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর ক্ষেত্রে এরূপ করবে না, তবে এই হুকুম তখন হবে, যখন তাকে ঐরূপ কাজ করার জন্য মজবুর না করে। আর যদি পিতা তাকে এরূপ কাজে মজবুর করে, যেমন পুত্রকে পিতা ভাগিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দেয়, তখন পিতাকে হত্যা করায় কোন দোষ হবে না। যুদ্ধের ময়দানে পুত্র যদি পিতার উপর সুযোগ লাভ করে, তবে ইচ্ছাপূর্বক

www.nagorikpathagar.org

হত্যা করে ফেলা উচিত নয়। আর তাকে ফিরিয়ে যেতেও সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, কেননা তাতে সে পুনরায় নূতনভাবে শক্তি সামর্থ সুদৃঢ় করে উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এজন্য পুত্রের উচিত হবে তার সাথে যুদ্ধ করতে করতে তাকে কোন ক্ষুদ্র পরিসর ও তার পক্ষে প্রতিকূল স্থানে নিয়ে যাবে। যেন অন্য কোনমুসলিম সেনা এসে সহজেই তাকে হত্যা করতে পারে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

শত্রু পক্ষের কোন পুরোহিত যতক্ষণ তাদের গীর্জা বা মন্দিরে অন্যদের হতে পৃথকভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ তাকে হত্য করবে না। তবে যদি সে অন্য লোকদের সাথে মিলিত-মিশ্রিত থাকে, তখন তাকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যে সকল লোক হত্যা করতে নিধে করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার সুযোগ ও সামর্থ থাকলে তাদেরকে নিয়ে আসবে। এদেরকে দারুল হরবে রেখে আসা ঠিক হবে না- চাই তারা মহিলা, বাচ্চা, অন্ধ, আতুড় লেংড়া-লুলা,পাগল, হাত-পা কাটা যাই হোক না কেন।

কাফের কয় প্রকার?

কুদুরী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফের দুই প্রকার। এক প্রকার এরূপ, যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না। আর এক প্রকার, যারা আল্লাহকে স্বীকার করে; কিন্তু আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ স্বীকার করে না। যেমন তারা দেব-দেবীর উপাসনা করে। তবে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না, তারা যখন আল্লাহকে স্বীকার করে নেয়, তখন তাদেরকে মুসলমান বলা যায়। আর যারা তাওহীদ স্বীকার করে না তারা যখন তাওহীদ স্বীকার করে নেয়, তখন তাদেরকে মুসলমান বলা যায়। আর একটি শ্রেণী আছে, যারা তাওহীদ স্বীকার করে; কিন্তু রিসালাত স্বীকার করে না। তবে তারা যখন রিসালাত স্বীকার করে নেয়, তখন তাদেরকে মুসলমান বলা যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ। মূর্তিপুজক বা যিম্মী, যারা আল্লাহর তাওহীদ স্বীকার করে না, তারা শুধু আল্লাহ বললেই মুসলমান বলা হবে। তবে আমি মুসলামান, একথা বলার পরে যদি সে বলে যে, আমার একথা বলার অর্থ ছিল, আমি ঠিক পথে আছি। তা হলে তাকে মুসলমান বলা যাবে না। আর ইহুদী ও নাছারাগণ যদি বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তবে তারা মুসলমান হবে না– যখন পর্যন্ত না তারা বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, বর্তমান যুগে যে সকল খৃষ্টান ও ইহুদী আছে, তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা বলেও যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তা হলেও তাদের মুসলমান স্বীকার করা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেদের দ্বীনের উপর বেজারী ও নারাজী প্রকাশ করে এবং একথা বলে যে, আমি দ্বীন ইসলামের মধ্যে দাখিল হলাম। এজন্যই যখন কোন ইহুদী বা খৃষ্টান বলবে যে, আমি মুসলমান বা ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখনই তাকে মুসলমান বলা যাবে না। কারণ তারা বলে যে, মুসলমান সেই ব্যক্তিই, যে সত্যের উপর আছে এবং হকের পথে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। আমরাও সেই হকের উপরই আছি। কাজেই যদি তাদের কেউ বলে যে, আমি মুসলমান, তবে তার নিকট জিজ্ঞেস করা যাবে যে, তোমরা যে দ্বীনের মধ্যে আছ, সেই দ্বীন সম্পর্কে কি মনোভাব রাখছ? তখন যদি সে বলে যে, আমি দ্বীনের নাছরানিয়াত বা দ্বীনে ইহুদিয়াত ছেড়ে দিয়েছি এবং দ্বীন ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়েছি, তখন তাকে মুসলমান বলা যাবে।

আর যদি সে তার উপরোক্ত কথা পরে আবার প্রত্যাহার করে, অর্থাৎ ইসলাম হতে ফিরে যায়, তবে তাকে হত্যা করা জায়েয হবে। আর যদি তার কথার অর্থ তার নিকট জিজ্ঞেস না করা হয়, তারপর দেখা যায় যে, মুসলমানদের সাথে জামাতে নামায আদায় করছে, তবে তখন তাকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া যাবে না। যদি কোন ইহুদী বা নাছারা

www.nagorikpathagar.org

বলে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং আমি ইহুদিয়াত বা নাছরানিয়াতের উপর বেজার আছি; কিন্তু একথা বলল না যে, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মরে যায়, তবে তার উপর নামাযে জানাযাহ পড়া যাবে না। তবে যদি সে উক্ত কথার সাথে একথাও বলে যে, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি' তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, যদি কোন ইহুদী বা নাছারাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর রিসালাত মান কিনা? তার উত্তরে যদি সে বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে।

কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি কোন ইহুদী বা নাছারাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল কি না? তখন সে যদি বলে যে, হ্যাঁ, তবে সে মুসলমান বলে বলা যাবে না। এক নাছারাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, দ্বীন ইসলাম হক কিনা? সে বলল যে, হ্যাঁ। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, দ্বীনে নাছরানিয়াত বাতিল কিনা? সে বলল, যে, হ্যাঁ। কোন কোন মুফতী এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন যে, সে মুসলমান হল না। আর কেউ ফতোয়া দিয়াছেন যে, সে মুসলমান হয়েছে।

এভাবে যদি কোন ইহুদী বা নাছারা বলে যে, আমি দীনে হানীফার উপরে আছি। তবে সে মুসলমান হল না ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, যদি কোন ইহুদী বলে যে, আমি ইসলামে দাখিল হয়েছি, তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে। যদিও সে একথা বলল না যে, আমি দ্বীনে ইহুদিয়তের উপর বেজার আছি। যদি কোন মজুসী বলে যে, আমি ইসলামে চলতে অভ্যস্ত নই। (যেমন ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে এই অভ্যাস রয়েছে)। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কোন আহলে কিতাব বা আহলে শিরক আমাদের জামাতের সাথে নামায পড়ে, আমাদের নিকট তাকে মুসলমান বলা যাবে আর যদি সে একাকী নামায পড়ে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তাকে মুসলমান বলা যাবে না; কিন্তু ছাবেইনের রায় অনুযায়ী তাকে মুসলমান বলে হুকুম দেওয়া যাবে। আমাদের কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, মূলতঃ ইহা কোন মতভেদ নয়। কেননা ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কথার তাবীল হল, যদি সে বিনা আযান-ইকামতে একাকী নামায পড়ে, তবে মুসলমান নয়। আর ছাহেবাইন হতে মমকুল হয়েছে, যার তাবীল এই যে, যে ব্যক্তি আযান ইকামতের সাথে একাকী নামায পড়ে, তাকে মুসলমান বলা যাবে; সুতরাং ইমামদের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা যাচ্ছে না; বরং উভয় পক্ষের কথা একইরূপ হয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যদি কেউ কোন যিম্মীকে বলে যে, ইসলাম গ্রহণ কর। আর সে বলে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তবে সে মুসলমান হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি কোন মুসলমান কোন মুশরিককে হত্যা করার জন্য হামলা করে, তারপর যখন তাকে কাবু করে ফেলে, তখন মুশরিক বলে 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তবে মুশরিক যদি এরূপ কওমের লোক হয়, যারা কখন এই কালেমা উচ্চারণ করে না, তবে মুসলমান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে, তাকে হত্যা করা হতে বিরত থাকা। তারপর যদি তাকে সে আমীরুল মুসলিমীনের নিকট নিয়ে যায়, তবে সে তথায় জনৈক আযাদ মুসলমানরূপে বিবেচিত হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি সে ব্যক্তি মুসলমান কর্তৃক মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে এ কালেমা পাঠ করে। আর যদি সে ঐরূপ অবস্থায় পৌছে ঐ কালেমা পড়ে, তবে তার কোন গুরুত্ব নাই; বরং ইহা মূল্যহীন; কিন্তু তাকে হত্যা করা যাবে না। তারপর যদি ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি যা বলেছিলাম, তাতে আমার ইসলাম গ্রহণের নিয়ত ছিল না; বরং আমি দ্বীনে ইহুদিয়তে দাখিল হওয়ার নিয়ত করেছিলাম , অথবা বলে যে, আমি

www.nagorikpathagar.org

নিজের নিরাপত্তার জন্য ঐকথা বলেছিলাম, যাতে তুমি আমাকে হত্যা না কর। তবে তার এসব কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। আর যদি ঘটনা এরূপ হয় যে, যখন সে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করল ও মুসলমান হল, তাকে ছেড়ে দিল। এই সুযোগে সে ভেগে প্রাণ বাঁচাল। তারপর আবার সে জিহাদ করতে আসল।

তারপর যদি পুনরায় ঐ মুসলিম ব্যক্তি তাকে কাবু করে ফেলে এবং সে আবার কালেমা তাইয়্যিব পাঠ করে, তবে যদি দেখা যায় যে, নিকটে তার কওমের লোক আছে, ঐ ব্যক্তি গিয়ে তাদের সাথে মিলিয়ে যেতে পারে, তবে ঐ অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেললে কোন দোষ হবে না। আর যদি দেখা যায় যে, তার কওমের লোকেরা পেরেশান এবং বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তবে তদবস্থায় তাকে হত্যা করা জায়েয হবে; কিন্তু তার কৃত কার্যের জন্য তাকে নছিহত করবে। আর যদি ঐ মুশরিক এমন কওমের লোক হয়, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আল্লাহর রাসূল হওয়া স্বীকার করে না, তবে তাকে হত্যা করায় দোষের কিছু নাই, যদিও সে ঐ কালেম (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করে। লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পাঠ করলে মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব হবে তাকে হত্যা করা হতে বিরত থাকা। যদি কোন ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহন করা জন্য মজবুর করা হয়, আর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এস্তেহসানান তার ইসলাম ছহীহ হবে।

নাওয়াদেরে রুস্তমের মধ্যে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নেশার মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে, তার ইসলাম কবুল করা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কোন মূর্তিপূজক বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। তবে সে মুসলমান হবে। আর এভাবে যদি বলে যে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীনের উপর আছি অথবা আমি দ্বীনে হানাফিয়ার উপরে আছি অথবা ইসলামের উপর আছি, তবে তাকে মুসলিম বলে হুকুম দেয়া যাবে। সে মারা গেলে তার উপর নামাযে জানাযাহ পড়া যাবে যদি কোন কাফের অন্য কোন কাফেরকে ইসলামের শিক্ষা দেয়, তবে সে মুসলমান হবে না। এভাবে যদি কোরআন শিখায় বা কোরআন পাঠ করায়, তবে মুসলমান হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গনীমত এবং তা বন্টনের মাসায়েল
প্রথম ভাগ
গনীমতের মাসায়েল

উল্লেখ থাকে যে, 'গনীমত' ঐ মালকে বলা হয়, যা মুসলমানগণ কাফেরদের নিকট হতে শক্তি ও বিজয়ের মাধ্যমে নিয়ে নেয়, অতচ তখনও যুদ্ধ ব া যুদ্ধাবস্থা জারী থাকে। আর 'ফাই' বলা হয় ঐ মালকে যা কাফেরদের নিকট হতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া আদায় করা হয়। যেমন খেরাজ এবং জিযিয়া ইত্যাদি। মুজাহিদগণ গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বাদে বাকীটার মালিক হয়; কিন্তু ফাই মালের তারা কোন অংশ পায় না। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। আর যে মাল কাফেরদের নিকট হতে হাদিয়া, হেবা বা অতর্কিতে আত্মসাতের পন্থায় উপার্জিত হয়, তা শুধু উপার্জনকারীরই হয়ে থাকে। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি আহলে হরবের কোন শহরের কাফের অধিবাসীগণ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা যুদ্ধে পরাজয় বরণের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারা সকলে স্বাধীন মুসলমানরূপে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় তাদের উপর বা তাদের মহিলা, সন্তান-সন্তুতি বা ধন-দৌলত, মাল-সামানের উপর মুসলমানদের

কোন অধিকার বর্তিবে না। তাদের যমিনের উপর মুসলমানদের যমিনের ন্যায় ওশর ধার্য হবে, খাজানা ধার্য করা যাবে না অর্থাৎ যমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ আদায় করা যাবে। এভাবে যদি মুসলমানদের জিহাদে জয়যুক্ত হওয়ার পূর্বেই তারা জিযিয়া প্রদানে রাজী হয়ে যিম্মী হয়ে যায়, তবে তাদের উপরও উপরোক্ত হুকুম হবে, তবে পার্থক্য কেবল এতটুকু হবে যে, তাদের যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হবে; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিধান অনুসারে জিযিয়া ধার্য করা যাবে আর যদি মুসলমানগণ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর কাফেরগণ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ইমামুল মুসলিমনে তাদের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে সে তাদেরকে ও তাদের মাল-সামান মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারে এবং এই ছুরতে প্রথম তাদের মাল-সামান হতে এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে তা ইয়াতীম, মিসকীন এবং ইবনে সাবীল ইত্যাদি দুরবস্থাপন্নদের জন্য রেখে দিবে। তারপর চার-পঞ্চমাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করবে, যেভাবে গনীমতের মাল বণ্টিত হয়। আর তাদের যমিনের উপর ওশর ধার্য করবে।

আর যদি ইমামুল মুসলিমীন তাদের উপর এহসান করতে চায়, তাও করতে পারে, যেমন তারে নিজেদেরকে তাদের বাল-বাচ্চা, মহিলা এবং মাল-সামান সকল কিছু ফিরিয়ে দিবে, তাদের যমিনের উপর ওশর অথবা খেরাজ ধার্য করবে আর যদি তাদের উপর মুসলমানগণ বিজয়ী হবার পরও তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে ইমামের ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে তাদেরকে দাস হিসেবে বিবেচিত করবে এবং তাদের মাল-সামান সব মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। যদি এভাবে বণ্টন করতে চায়, তবে সমস্ত কিছুর মধ্য হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করে যেখানে বণ্টন করতে চায়, করবে এবং বাকী অংশ মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দিবে এবং যমিনের উপর ওশর ধার্য করে দিবে আর ইচ্ছা হলে পুরুষদিগকে হত্যা করে মহিলা এবং বাচ্চা ও মাল-সামান পূর্বোল্লিখিতরূপে উল্লিখিত লোকের মধ্যে তাকসীম করে দিবে আর ইচ্ছা হলে তাদের জানও তাদের বাচ্চাদের সাথে রক্ষা করবে এবং তাদের কাছেই তাদের বাচ্চা ও আওরাতদেরকে সোপর্দ করে দিবে এবং শরীয়তের বিধান অনুসারে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করে দিবে। আর তাদের যমিনের উপর খেরাজ নির্দিষ্ট করে দিবে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে।

আর যদি বিজিত আহলে হরবদের এরূপ এহসান করা হয় যে, তাদের জান ও যমিন তাদেরকে সোপর্দ করা হয় এবং মহিলা, বাচ্চা ও বাকী অস্থাবর মাল-সামান মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে ইহা জায়েয হবে; কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ হবে। তবে যদি তাদেরকে এই পরিমাণ ছেড়ে দেয় যে, তাদের দ্বারা জিরাত ক্ষেতি করতে পারে, তবে সেই ছুরতে মাকরূহ হবে না। আর যদি এভাবে এহসান করে যে, তাদের জান, যমিন এবং মহিলা ও বাল-বাচ্চা তাদেরকে সোপর্দ করা হয় এবং বাকী মাল-সামান সমস্ত মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে ইহা জায়েয হবে; কিন্তু মাকরূহ হবে; কিন্তু তাদেরকে জিরাত করার মত মাল যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে মাকরূহ হবে না। আর যদি শুধু তাদের জান বাঁচিয়ে রাখা হয়, কিন্তু যমিনসহ মহিলা, বাচ্চা এবং অন্যান্য মাল সমস্ত গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না।

যদি যিম্মী লোকেরা নিজেদের ওয়াদাহ ভঙ্গ করে নিজেদের দেশে শক্তিশালী ও জয়যুক্ত হয়ে যায় বা মুসলমানদের রাজ্যের কোন এলাকা দখল করে নেয়, তবে তা সর্বসম্মতভাবে দারুল হরবে পরিণত হয়। তারপর যদি মুসলমানগণ আবার তাদের উপর বিজয় অর্জন করে এবং ইমামুল মুসলিমীনের তাদের ব্যাপারে ইখতিয়ার হাছিল হয়ে যায়, তবে ইমাম ইচ্ছা হলে তাদের উপর এহসান করতে পারে যে, তাদের জান-মাল, বাচ্চা-মহিলা এবং যমিন তাদেরকে সোপর্দ করে এবং তাদের যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করে দেয় বা ইচ্ছা হলে ওশর ধার্য করে বা ইচ্ছা করলে দ্বিগুণ ওশর ধার্য করে, যেভাবে হযরত ওমর (রাঃ) বনি তাগলিবের উপর ধার্য করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি ইমাম উহাদের পুরুষদেরকে হত্যা এবং তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে বন্টন করে দেয় এবং যমিন বেলা-ওয়ারিছরূপে রেখে দেয় এবং তাতে মুসলমানগণকে এনে বসিয়ে দেয়, তবে ইহা জায়েয হবে । আর যদি মুলমানদের মধ্যে কোন কওম মোরতাদ হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের দেশে বা মুসলমানদের কোন এলাকার উপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং ঐ দেশে সর্বসম্মতভাবে দারুল হরব হয়ে যায়, তারপর যদি আবার মুলমানগণ তাদের উপর জয়যুক্ত হয়, তবে তাদের পুরুষদের হতে তলোয়ার অথবা ইসলাম ছাড়া আর কিছু কবুল করা যাবে না যেমন নাকি যদি তারা ইসলামকে এনকার করে, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে এবং তাদের মহিলা ও বাচ্চাগ মুজাহিদীনের মধ্যে বন্টিত হয়ে যাবে আর যমিন বন্টন করা হবে না। তবে যদি ইমাম ইহার মধ্যে মুসলমানদের ফায়েদাহ দেখতে পায়, তবে তাও করতে পারে। আর ইচ্ছা হলে ঐ যমিনে যিম্মীদেরকে এনেও বসিয়ে দিতে পারে। এরূপ করা হলেঐ দেশের মালিক যিম্মীগণ হবে এবং বংশ পরম্পরায় উহারাই এর মালিক থাকবে এবং মুসলমান হুকুমতকে খেরাজ অর্থাৎ কর দিতে থাকবে।

যে সকল লোক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হবে, তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে তাদের হত্যা করে দিবে। ইচ্ছা হলে দাস বানাবে। তবে আরবের মুশরেক অথবা যারা ইসলাম হতে মোরতাদ হবে, তাদের হয়ত ইসলাম গ্রহণ অথবা তলোয়ারের ফয়ছালা, ইহা ছাড়া তাদের ক্ষেত্রে অন্য কিছু কবুল করা যাবে না। এদেরকে যিম্মী করা যাবে না। আর ঐ বন্দীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমান হবে, তাদের ক্ষেত্রে অন্য কোনকিছু ইখতিয়ার থাকবে না। আর ইচ্ছা হলে তাদেরকে দাস বানাতে পারবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। তাদেরকে দারুল হরবে ফিরিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

উল্লেখ থাকে যে, যদি আহলে হরবের হাতে মুসলমানদের কেউ কয়েদ থাকে, তবে তাদের কয়েদকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের নিকট হতে নিজেদের কয়েদীদের ফিরিয়ে আনবে। ইমাম আজম (রহঃ) এ নিকট ইহা জায়েয নয়। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর ছহীহ অভিমত এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানদের হাতে যে সকল কাফের মহিলা এবং বাচ্চা কয়েদ আছে, তাদের বদলে কাফেরদের নিকট হতে মুলমান কয়েদীগণকে ছাড়িয়ে আনলে দোষের কিছু নেই এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এরও অভিমত এরূপ। ইমাম আজম (রহঃ) এই মাসয়ালায় দুইটি বর্ণনা আছে। তবে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত উক্তরূপ। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আয়েম্মায় মাশায়েখদের কওলও এই প্রকার। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

উল্লেখ থাকে যে, যদি আহলে হরবের হাতে মুসলমানদের কেউ আটক থাকে, তবে তাদের কয়েদীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের নিকট হতে নিজেদের কয়েদীদেরকে ফিরিয়ে আনবে। ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ইহা জায়েয নয় ইহা কাফীর মধ্যে আছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর ছহীহ কওল এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানদের হাতে যে সকল কাফের মহিলা এবং বাচ্চা আটক আছে, তাদের বদলে কাফেরদের নিকট হতে মুসলমান কয়েদীগণকে ছাড়িয়ে আনলে দোষের কিছু নাই এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এরও কওল এরূপ। ইমাম আজম (রহঃ) এর এই মাসয়ালায় দুইটি বর্ণনা আছে। তবে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত উক্তরূপ। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আয়েম্মায় মাশায়েখদের কওলও এই প্রকার। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ। উল্লেখ থাকে যে, বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে মুজাহিদীনের রাজী থাকা শর্ত। যদি তারা ইহা অস্বীকার করে, তবে ইমামের বন্দী বিনিময় করার ইখতিয়ার থাকবে না। হাঁ, তবে তবে মালে থাকবে। আর যদি বন্টিত হয়ে গিয়ে থাকে, তখন আর মুজাহিদীনের রেজামন্দী ব্যতীত বিনিময় করার ইমামের জন্য ইখতিয়ার থাকবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন কাফের কয়েদী মুসলমানদের হাতে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের সাথে বন্দী বিনিময় করা জায়েয হবে না। তবে যদি তারা বিনিময়ে খুশী থাকে, তা হতে তাদেরকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করে কাফেরদের নিকট হতে মুসলমান কয়েদীগণকে ছাড়িয়ে আনবে। যদি মুসলমানগণ কাফেরদের ঘোড়া, উষ্ট্র বা যুদ্ধাস্ত্রসমূহ হস্তগত করে, তারপর কাফেরগণ এরূপ দরখাস্ত করে যে, তোমরা মাল নিয়ে আমাদের ঐ জিনিসগুলো ফেরত দাও। তবে তাদের এই দরখাস্ত কবুল করা যাবে না। যদি কাফেরগণ এরূপ দরখাস্ত করে যে, তোমরা আমাদের কয়েদকৃত লোকটিকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও, আর তার বদলে আমাদের এই (মুশরিক) লোকটিক নিয়ে নাও বা এই দুইটি লোকটিকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও, আর তার বদলে আমাদের এই (মুশরেক) লোকটিকে নিয়ে নাও বা এই দুইটি লোক নিয়ে নাও, তবে মুসলমানদের তাতে রাজী হওয়া জায়েয হবে না। আর যে মুসলমান দারুল হরবে আটক হয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে আনার বদলে দিরহাম বা যে সকল বস্তুতে কাফেরদের যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধি না পায় যেমন কাপড়-চোপড়, তা দেওয়া জায়েয হবে; কিন্তু যাতে তাদের যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন ঘোড়া, যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, তবে তা দেওয়া জায়েয হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি কোন স্বাধীন মুসলমান বা যিম্মী ব্যক্তি দারুল হরবে কাফেরদের হাতে আটক থাকে, সে দরুল হরবে আগত কোন আমানপ্রাপ্ত মুসলমান বা যিম্মীর নিকট বলে যে, আমাকে তোমরা ফিদইয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। অথবা মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাও। তারা তার কথা মত তাকে তাদের নিকট হতে কিনে নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, তবে সে তথায় এসে হবে যাবে। এর উপরে কারও কোন অধিকার থাকবে না; বরং তার ব্যাপারে যে মাল খরচ করা হয়েছে, সে তার জেমান হবে।

দ্বিতীয় ভাগ

গনীমত বণ্টন-নীতির মাসায়েল

ইমামুল মুসলিমীন যখন গনীমত বণ্টন করবে, তা এক-পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী চার-পঞ্চমাংশ গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করবে। ইমাম আজম (রহঃ) এর ঘোড়-সওয়ার ব্যক্তি দুই অংশ পাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আমীরুল মুজাহিদীন এবং সাধারণ মুজাহিদের মধ্যে অংশ সমান হবে। অর্থাৎ সে ঘোড়-সওয়ার হলে দুই অংশ এবং পদাতিক হলে এক অংশ পাবে। ইহা সিরাজিয়ার বিবরণ।

উট, গাধা বা খচ্চরওয়ালারাও পদাতিকের সমান অংশ পাবে। ইহা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে আছে। যে ব্যক্তি ঘোড়-সওয়ার অবস্থায় দারুল হরবে প্রবেশ করেছে, তারপর তার ঘোড়া মারা গিয়েছে, সে সওয়ারীর অংশ পদাতিকের দ্বিগুণ অংশই লাভ করবে। ঘোড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। যেমন আরবী, আজমী, পারসী প্রভৃতি সকল ঘোড়ার জন্যই সমান অংশ হবে। শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে যে, এক ঘোড়-সওয়ারের যদি কয়েকটি ঘোড়া থাকে, তবে একটি ঘোড়ার অংশই সে লাভ করবে। যদি কেউ ঘোড়া গছব করে নিয়ে জিহাদে শরীক হয় এবং সেই ঘোড়া নিয়ে সে গনীমত নিতে গেলে সে নিষিদ্ধ পন্থায় তার অংশ পাবে। তার উচিত, ঐ অংশ তার ছদকাহ করে দেওয়া।

যদি কেউ পায়দল দারুল হরবে প্রবেশ করে, তারপর সে ঘোড়া কিনে বা কেরায়া নিয়ে বা ধার করে ঘোড়-সওয়ার রূপে যুদ্ধ করে, তবে পদাতিকের সমান এক অংশই গনীমত লাভ করবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

মূলকথা হল, দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে যাওয়া ও প্রবেশ করার অবস্থারই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হাঁ, তবে কেউ যদি ঘোড়-সওয়ার অবস্থায় দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর ঘোড়া বিক্রয় করে ফেলে বা কাউকেও কেরায়া দেয় বা ধার দেয় এবং নিজে পায়দল অবস্থায় যুদ্ধ করে, তবে সে পদাতিক মুজাহিদের সমানই অংশ পাবে। তার ঘোড়-সওয়ারের অংশ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি অশ্বারোহী অবস্থায় যুদ্ধ করে তারপর ঘোড়া বিক্রি করে দেয়, তবে তার অশ্বারোহীর অংশই মিলবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার ঘোড়া যুদ্ধের সময়ে গাছব করে নিয়ে যায় এবং তাকে তার মূল্য দিয়ে দেয়, তবে গনীতের অংশে তার উপর পায়দলের হুকুমই হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কারও ঘোড়া থাকে এবং সে ঘোড়ায় চড়ে দারুল হরবে যায়, তবে ঘোড়া অত্যন্ত বৃদ্ধ বা বাচ্চা হওয়ার কারণ তাতে চড়ে যুদ্ধ করা না যায়, তবে তার পদাতিকের অংশ মিলবে না। তবে যদি তারা যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তাদেরকে ইমামুল মুসলিমীন বখশিশ হিসেবে কিছু গনীতের অংশ দিতে পারে, যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কর্মে শরীক হয়। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি বালক, মাতুহ এবং যিম্মী জিহাদে শরীক হয়, তবে তাদেরকেও কিছু গনীমতের অংশ দেওয়া যাবে। তবে তা একজন মুজাহিদের সমান নয়। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। এই সমস্ত অংশ যা বখশিশ হিসেবে দেওয়া যাবে তা গনীমতে এক-পঞ্চমাংশ বের করার আগেই দিয়ে নিবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি ইমাম গনীমত বণ্টন করে দেয় এবং গনীমত দাস-দাসী এবং অন্যান্য মাল-সামানও হয়, তারপর ইমাম কাকেও হাতিয়ার দেয়, কাউকেও জানোয়ার দেয়, কাউকেও চাকর-বাকর দেয় এবং কাউকেও নগদ টাকা -পয়সা দেয়, তবে তা জায়েয হবে। চাই তা গনীমত প্রাপকদের মনমত হোক বা বা হোক। আর চাই ইহা দারুল হরবে বণ্টিত হোক বা দারুল ইসলামে বণ্টিত হোক।

যদি মুসলমাগণ গনীমত লাভ করে কিন্তু তা সংরক্ষণ ও হেফাজত করার পূর্বে আবার তা দুশমনগণ হস্তগত করে ফেলে, তারপর যদি আবার মুসলমানদের জন্য এক দল সৈন্য এসে ইহা পুনরুদ্ধার করে, তবে এই গনীমত এই দ্বিতীয় সৈন্যদলেরই হবে, এতে প্রথম দলের কোন অংশ থাকবে না– যাদের হাত হতে কাফেরগণ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তবে যদি ইহা প্রথম দল দারুল ইসলামে নিয়ে গিয়ে হেফাজত করার পর দারুল ইসলাম হতে তা এভাবে নিয়ে যায় এবং তা দ্বিতীয় দলে দ্বারা পুনরুদ্ধার ঘটলেও প্রথম দলের জন্যই প্রাপ্য হবে। যদি ইমাম গনীমত বণ্টন হওয়ার আগেই এর কিছু মাল কোন সৈন্যের নিকট আমানত রাখে কিন্তু তা প্রকাশ না করে, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটে, তবে এর জন্য কোন জেমান হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, একজন কিংবা একাধিক মুসলমান অথবা যিম্মী যদি ইমামের অনুমতি ছাড়া দারুল হরবে প্রবেশ করে ও সেখানে কিছু গনীমত লাভ করে, আর তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে ইহা শুধু তাদের হবে। এর মধ্যে হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করতে পারবে না। আর যদি ইমাম এরূপ প্রবেশকারীকে অনুমতি দেয়, তবে যা কিছু তারা অর্জন করবে তা হতে এক-পঞ্চমাংশ ইমাম বের করে নিবে এবং বাকী অংশ তাদের হবে। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। যদি ইমাম গনীমত বণ্টন করে যথারীতি প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করে যে, অতঃপর গনীমতের কিছু সামান্য মাল অধিক সংখ্যক সেনাদের মাঝে বণ্টনে অসুবিধা হেতু রেখে দেয়, এজন্য যে, তা গরীব মিসকীনদেরকে দান করবে অথবা কখনও মুসলমানদের কোন বিশেষ হাজত হয়ে পড়লে তখন তা কাজে লাগাবে, এই উদ্দেশ্যে ইমাম ইহা বাইতুল মালে রাখে, তবে ইমামের এরূপ অধিকার রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় ভাগ

নফলের মাসায়েল

তানফীলের অর্থ এই যে, যুদ্ধাভিযান কালে আমীরে লশকরের লশকরদেরকে এরূপ বলে দেয়া যে, দুশমনের মাল যে যা লাভ করবে, তা তার হবে। শরীয়তের বিধান অনুসারে তানফীল করা মুস্তাহাব; কিন্তু গনীমত প্রাপকগণ সম্পদ অর্জন করে হাতে আনার পর এভাবে তানফীল করা নাজায়েয। তানফীল শুধু সেই মালেই জায়েয হবে, যা দুশমনের নিকট হতে এখনও মুজাহিদীনের হাতে আসে না। তানফীল শুধু সেই সম্পদেই জায়েয হবে, যা দুশমনদের নিকট হতেএখনও মুজাহিদীনের হাতে আসেনি। যেমন নাকি যদি ইমাম বলে যে, যে ব্যক্তি যা পাবে, তা হবে। তার কেউ দারুল হরবে কোন মাল পেল, তবে তা খাছ তারই হবে। এর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ বের করা হবে না ও এর মধ্যে কেউ শরীকও হবে না।

যদি সে ব্যক্তি দারুল হরবে মরে যায়, তবে কিছু সে পেয়েছে তা তারই পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা মীরাছ হবে। অর্থাৎ তার ওয়ারিছগণ যারা দারুল ইসলামে আছে, তারই এর মালিক হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। ইমামের এরূপ করা উচিত নয় য, যে মাল অর্জিত হবে সেই সমস্ত মালের তানফীল করে। এভাবে যে, সে বলবে, যা কিছু তুমি অর্জন করবে তা সবই তোমার। যদি ইমাম সৈন্যদের সাথে নিজেও দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং মূল বাহিনী হতে একটি ছোট দল নির্বাচন করে কাউকেও তার আমীর নিযুক্ত করতঃ কোথাও পাঠায় এবং তাদেরকে বলে দেয় যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে, তা তোমাদের হবে। তবে তা জায়েয ।

আর যদি দারুল ইসলাম হতে এভাবে সারিয়াহ বা কোন ছোট যুদ্ধের জন্য ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠায় এবং তাদেরকে বলে দেয় যে, যা কি ছু তোমরা পাবে, ইহা তোমাদের হবে, তবে তা উচিত হবে না। কেননা দরুল ইলামে যে গনীমত আসবে তার তানফীল করা যায় না। হাঁ, তবে পন্চমাংশ বের করার পর করা যাবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। গনীমত হাছিল হওয়ার পর ও বন্টন হওয়ার আগে এরূপ কোন কোন মুজাহিদের জন্য যারা যুদ্ধের ময়দানে খুব বেশি পরিশ্রম করেছে ও ক্লেশ সহ্য করেছে, ইমাম নিজের ইজতিহাদ দ্বারা তানফীল করলে যদি এরূপ ইমামের কাছে অভিযোগ পেশ হয় যে, ইমাম গনীমত হাছিল হওয়ার পর তানফীল জায়েয রাখে না, তবে এই দ্বিতীয় ইমামের জন্য ইখতিয়ার হবে না যে, প্রথম ইমামের কৃত তানফীল বাতিল করে দেয়।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, কাতেল শুধু তার হত্যার জন্য মাকতুলের মালের প্রাপক হতে পারে না- যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমাম অগ্রেই বলে দেয় যে, যে মুজাহিদ কোন কাফেরকে খুন করবে, সেই নিহত ব্যক্তির মাল-সামান ঐ হত্যাকারীর হবে। ইহা আমাদের সব ওলামাদেরই মাযহাব। আর যদি পঞ্চমাংশ বের করার পর এভাবে তানফীল করে, যেমন ইমাম সারিয়ায় ছোট সৈন্যদল পাঠাবার সময় বলে দেয় যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে যা থাকবে তার তিন অংশ বা চার অংশ তোমাদের জন্য। তারপর বাকী অংশেও তোমরা মুজাহিদ হিসেবে অন্য মুজাহিদীনের সাথে অংশীদার হবে। তবে ইহা মতলকান জায়েয। এছাড়া এভাবে তানফীল করাও জায়েয হবে যে, ইমাম বলবে, যা কিছু তোমরা হাচিল করবে, তার মধ্য হতে তোমাদের জন্য তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ থাকবে। তারপর বাকী যা থাকবে, তোমরা তাতেও অন্য সৈন্যদের সাথে শরীক হবে। ইহা জায়েয হবে। যদিও এই ছুরতে এক-পঞ্চমাংশ যা গরীবের হক তা বাতিল হয়ে যায় ।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন যে, কাতেল শুধু তার হত্যার জন্য মাকতুলের মালের প্রাপক হতে পারে না-যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমাম অগ্রেই বলে দেয় যে,যে মুহাহিদ কোন কাফেরকে হত্যা করবে, সেই নিহত ব্যক্তির মাল-সামান ঐ হত্যাকারীর

www.nagorikpathagar.org

হবে। ইহা আমাদের সব ওলামাদেরই মাযহাব। আর যদি পঞ্চমাংশ বের করার পর এভাবে তানফীল করে, যেমন ইমাম সারিয়ায় ছোট সৈন্যদল পাঠাবার সময় বলে দেয়, যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ গিয়ে যা থাকবে তার তিন অংশ বা চার অংশ তোমাদের জন্য। তারপর বাকী অংশেও তোমরা মুজাহিদ হিসেবে অন্য মুজাহিদীনের সাথে অংশীদার হবে। তবে ইহা মতলকান জায়েয। এছাড়া এভাবে তানফীল করাও জায়েয হবে যে, ইমাম বলবে, যা কিছু তোমরা হাছিল করবে, এর মধ্য হতে তোমাদের জন্য তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ থাকবে। তারপর বাকী যা থাকবে, তোমরা তাতেও অন্য সৈন্যদের সাথে শরীক হবে। ইহা জায়েয। যদিও এই ছুরতে এক-পঞ্চমাংশ যা গরীবের হক তা বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন যে, যদি ইমাম ঐ সৈন্যগণকে এরূপ বলে যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে এর মধ্য হতে এক-পঞ্চমাংশ বাদে বাকী সমস্ত অংশে তোমরা সকল সৈন্যের সাথে সমান দাবীদার। তবে তানফীল বাতিল হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যদি ইমাম এরূপ বলে যে, যে ব্যক্তি যে কাফেরকে হত্যা করবে, তার মাল-আসবাব তার হত্যাকারীর হবে। তারপর এক মুহাহিদ তাকে আহত করল এবং দ্বিতীয় মুজাহিদ তাকে হত্যা করল, তবে প্রথম মুজাহিদ যদি তাকে এরূপ জখম করে যে, ঐ ব্যক্তি আর বাঁচতে না, তবে তার মাল-আসবাব প্রথম মুজাহিদের হবে। আর যদি প্রথম মুজাহিদকৃত জখম এরূপ হয় যে, দ্বিতীয় মুজাহিদ তাকে হত্যা না করল সে বেঁচে থাকত, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ঐ নিহত কাফেরের মাল-সামান দ্বিতীয় মুজাহিদ পাবে। যদি ইমাম বলে যে, এক-পঞ্চমাংশ বাদ যাবার পর যে মুজাহিদ যে কাফেরকে মারবে, সে তার মাল-সামান পাবে, তবে ঠিক অদ্রূপই হুকুম দেওয়া যাবে। অর্থাৎ মাকতুল ব্যক্তির মাল-সামানের এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পর বাকী সবকিছু কাতেল পাবে। অর্থাৎ মাকতুল ব্যক্তির মাল-সামানের এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়া র পর বাকী সবকিছু কাতেল পাবে। আর যদি মতলকান তানফীল করা হয়, যেমন ইমাম যদি এরূপ বলে যে, যে ব্যক্তি যে কাফেরকে হত্যা করবে, তার মাল সব তার কাতেলের হবে। তবে এই ছুরতে উহা হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করে রাখা যাবে না। আমাদের ওলামাগণ এই মতেরই সমর্থক। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি সেনাপতি দারুল দুশমনের মোকাবেলায় সৈন্য মোতায়েন করার সময় এরূপ বলে যে, যে ব্যক্তি যে দুশমনেকে কতল করবে, তার মাল তার কাতেলের হবে। তারপর যদি আমীরে লশকর কোন কাফেরকে খুন করে, তথাপি সেনাপতি কিছু পাবে না। আর যদি আমীর বলে যে, যাকে আমি হত্যা করব, তার মাল আমার হবে। তারপর সে কাকেও হত্যা না করে, এমন কি বলে যে, তোমাদের যে কেউ কোন কাফেরকে হত্যা কাফেরের মস্তক নিয়ে আসবে, তার জন্য গনীমত হতে পাঁচশত দিরহাম মিলবে। তবে এই হুকুম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মস্তকের উপর হবে। বালকদের মস্তকের উপর হবে না। যেমন যদি কেউ কোন প্রাপ্তবয়স্ক কাফেরের মস্ত নিয়ে আসে, তবে সে পাঁচশত দিরহামের মোস্তাহেক হবে। নতুবা হবে না; কিন্তু যদি কাফেরগণ যুদ্ধে হেরে ভেগে যায়, যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, তখন যদি আমীর কাউকেও আরবী ভাষায় বলে যে, 'মান জায়া বি রা'সিন লাহু কাযা' অর্থাৎ যে কেউ মস্তক নিয়ে আসবে, তার জন্য পাঁচশত দিরহাম। তবে এই হুকুম কয়েদীদের সম্পর্কে হবে, পুরুষ সৈন্যদের মস্তক কেটে আনার জন্য হবে না।

যদি যায়েদ কোন কাফেরের মস্তক নিয়ে এসে বলে যে, আমি একে কতল করে মাথা নিয়ে এসেছি। আর আমর বলে যে, আমি ইহাকে কতকল করেছি; কিন্তু যায়েদ আমার নিকট হতে মস্তকটি নিয়ে গিয়ে এখন বলছে যে, সেই একে হত্যা করেছে। এই ছুরতে যে ব্যক্তি মস্তক নিয়ে আসবে, সে-ই পাঁচশত দিরহামের দাবীদার হবে আর তার কওল

www.nagorikpathagar.org

কসমের দ্বারা মকবুল হবে। আর অন্য ব্যক্তির নিজের দাবী প্রমাণ করতে সাক্ষীর দরকার হবে। যদি সে মুসলমান সাক্ষী পেশ করে যে, সে-ই হত্যা করেছে, তবে তার জন্যই পাঁচশত দিরহামের হুকুম দেওয়া হবে।

যদি কেউ একটি মাথা নিয়ে আসে এবং কোন মুসলমান বলে যে, ইহা কোনমৃত দুশমনের মাথা। সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে তার মাথা কেটে এনেছে; কিন্তু সে ব্যক্তি মাথা নিয়ে এসেছে সে বলে যে, আমি তাকে হত্যা করেছি, তবে তার কথাই কবুল হবে, যে মাথা নিয়ে এসেছে। তবে তার দ্বারা কসম করাতেই হবে; এবং ইহা ঐ সময় হবে, যখন নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, ইহা কোন জীবিত মুশরিকের মাথা। আর যদি এর মুসলমান ও মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এ বাঁপারে কিছুই জানতে পারা না যায়, তবে আলামত দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে। যদি তাতে ইহা মুশরিকের মাথা বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে যে মাথা নিয়ে এসেছে, সে পাঁচশত দিরহামের মোস্তাহেক হবে। আর যদি এর মধ্যে মুসলমানের আলামত পরিলক্ষিত হয়, যেমন যদি তার দাঁড়ি লাল খেজাব দ্বারা রঞ্জিত থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি পাঁচশত দিরহামের মোস্তাহেক হবে না। আর এভাবে কোন লক্ষণাদি দেখিয়ে যদি সন্দেহ দূর না হয়, কোন মুসলমান, কি কোন মুশরিকের মাথা তা বুঝতে পারা না যায়, তবে যে ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সে দিরহামের মোস্তাহেক হবে না।

যদি আমীর মুসলমান সৈন্যদেরকে বলে যে, তোমরা কাফেরদের দুর্গে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি স্বর্ণ পাবে, সে স্বর্ণ তার হবে; যে রৌপ্য পাবে, সে রৌপ্য তার হবে। তার পর একব্যক্তি রৌপ্য বা স্বর্ণের হুলিয়াযুক্ত তলোয়ার পেল। তবে ঐ হুলিয়া তার হবে এবং তলোয়ার গনীমতে শামিল হবে। তারপর যদি ঐ হুলিয়া তলোয়ার হতে বিচ্ছিন্ন করলে তলোয়ারের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে হুলিয়ার যা মূল্য হতে পারে তা তাকে দিয়ে দিবে। অথবা তাকে ইখতিয়ার দেওয়া যাবে, যদি সে তলোয়ারের মূল্য দিয়ে হুলিয়াসহ তলোয়ার নিয়ে যায়, তাও পারবে। যদি আমীর এবং মুজাহিদ কেউই মূল্য নিতে রাজী না হয়, তবে হুলিয়াসহ তলোয়ার বিক্রি করলে হুলিয়ার যে মূল্য হতে পারে তা মুহাজিদকে দিয়ে তলোয়ারের যে মূল্য হতে পারে, তা আমীর নিয়ে গনীমতের মধ্যে শামিল করে নিবে।

যদি আমীর কোন দুশমনকে দুর্গ প্রাচীরের উপর দেখতে পায় যে, সে তথায় বসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তখন আমীর মুজাহিদগণকে বলে যে, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে ছাদে চড়ে তাকে গ্রেফতার করে আনবে, ঐ দুশমন তারই হয়ে যাবে এবং তাকে পাঁচশত দিরহামও দেওয়া হবে। তখন কেউ ছাদে চড়ে তাকে ধরে আনলে সে পুরা তানফীলই পেয়ে যাবে। আর যদি সে দুশমন প্রাচীরের উপর হতে লাফিয়ে দুর্গের বহির্ভাগে পড়ে, তারপর তাকে কোন মুজাহিদ গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলে, তবে তার কিছু মিলবে না। আর যদি কেউ তীর নিক্ষেপ করে তাকে প্রাচীরের উপর হতে নীচে ফেলে দেয়, তবে সে নফলের মোস্তাহেক হবে। আর যদি কেউ প্রাচীরের উপর উঠে তাকে ধরতে উদ্যোগী হয়, আর সে দুশমন সেখান হতে দুর্গাভ্যন্তর ভাগে পড়ে যায় এবং তাকে সেখানে কতল করা হয়, তবে সে কাতেল নফলের উপযুক্ত হবে।

যে হরবী ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে আমানপ্রাপ্ত সে যদি ইমামের অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তার গনীমতে কোন অংশ হবে না। যদি কোন ব্যক্তি দারুল হরবে মুসলমান হয় এবং সে হিজরত করে দারুল ইসলামে না আসে, তারপর কোন হরবী তার নিকট হতে হাতিয়ার গছব করে তার সাথে যুদ্ধলিপ্ত হয় এবং কোন মুসলান তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে এরূপ কতলে কাতেল ঐ মাকতুলের মালের যোগ্য হবে না। আর যদি কোন মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হরবে যায় এবং কোন মুশরেক তার হাতিয়ার গছব করে সেই হাতিয়ার দ্বারা মুসলমান সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে, তখন কোন মুজাহিদ তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে সে তার মাল-সামনের

www.nagorikpathagar.org

উপযুক্ত হবে। যদি কোন মুসলমান কোন মুশরিককে তাদের নিজেদের কাতারে থাকা অবস্থায় তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করে এবং মুশরিকরা তার মাল-সামানসমূহ হস্তগত করে, তারপর মুশরিকরা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং ঐ ব্যক্তির মাল-সামান গনীমতের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তা গনীমতের মধ্যে শামিল হবে এবং তা কাতেল পাবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাফেরদের জয় লাভের মাসায়েল

তুরস্কের কাফেররা যদি রোমের কাফেরদের উপর জয়যুক্ত হয় এবং সেখানের মোজাহিদদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায় ও মাল-দৌলত লুণ্ঠন করে নেয় এবং এভাবে তারা এর মালিক হয়ে যায়, তারপর যদি মুসলমানগণ তুরস্কের উপর জয়লাভ করে, তবে তারা যা রোম হতে নিয়ে গিয়েছে, তার মধ্য হতেও মুসলমানদের যা অর্জিত হয়, তা মুসলমানদের জন্য হালাল হবে, যদিও মুসলমানদের রোমীয়দের সাথে আপস চুক্তি থাকে। যদি দুটি দল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে এবং একদল যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়, তবে মুসলমানদের জন্য জায়েয হবে যে, বিজয়ী পক্ষের নিকট হতে তাদের লুণ্ঠিত মাল ক্রয় করে নেয়। যদি দুটি দল নিজেদের দেশে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করে, তবে যে মুসলমান আমান নিয়ে সেখানে গিয়েছে, তার জন্য বিজয়ী দলের নিকট হতে বিপক্ষের মাল যা লুণ্ঠিত হয়েছে, খরিদ করা মুসমলামনদের জন্য জায়েয হবে। চাই মানুষ হোক বা অন্যান্য মাল হোক।

ইবনে সেমা' ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন মুসলমান একটি গোলাম বিক্রি করে, কিন্তু খরিদ্দারকে তখনও সোপর্দ করে না দেয়, এমন সময় কোন দুশমন তাকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর বিক্রেতা মরে যায়, তারপর কোন মুসলমান তাকে খরিদ করে নেয়, তবে মৃত বিক্রেতার ওয়ারিছদের ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে সে মূল্য দিয়ে তাকে বিক্রেতা ওয়ারিছ হতে নিয়ে নেয়; কিন্তু যদি প্রথম খরিদ্দারের তাতে হক না থাকত, তবে বিক্রেতার ওয়ারিছের মুসলমান খরিদ্দারের নিকট হতে তাকে নিয়ে নেয়ার ইখতিয়ার থাকত না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যে গোলামকে দুশমন গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং কোন ব্যবসায়ী তার নিকট হতে একে খরিদ করে নেয় এবং দারুল হরব হতে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে পুরানা মালিক তাকে তাজেরের নিকট হতে মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারে। আর যদি ব্যবসায়ী একে বায়ে' ফাসেদের পন্থায় হরব হতে কিনে থাকে, তবে ঐ গোলামের মূল্যের বদলে নিতে পারে। আর যদি হরবী কোন মুসলমানকে ঐ গোলামকে হেবা করে দেয়, তা হলেও পুরানা মালিক একে মূল্যের বদলে নিতে পারে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কোন আহলে হরব কোন গোলামকে কয়েদ করে নিয়ে যায় এবং এক ব্যক্তি তাকে তার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম দিয়ে কিনে নেয়, তারপর আবার কোন হরবী তাকে কয়েদ করে দারুল হরবে নিয়ে যায়। তারপর আবার অন্য একব্যক্তি তার নিকট হতে তাকে একহাজার দিরহাম দিয়ে কিনে নেয়, তবে প্রথম মালিকের এই ইখতিয়ার হবে না যে, দ্বিতীয় খরিদ্দার হতে সে তাকে নিয়ে যাবে; কিন্তু প্রথম খরিদ্দারের ইখতিয়ার হবে, ইচ্ছা হলে সে তার মূল্য তাকে নিয়ে যেতে পারে। তারপর প্রথম মালিক দুই হাজার দিরহাম দিয়ে ঐ খরিদ্দারের নিকট হতে নিয়ে নিতে পারে। আর যদি সেই ব্যক্তি, যারা নিকট হতে দ্বিতীয়বার গোলামকে কয়েদ করে নেয়া হয়েছিল, অনুপস্থিত থাকে, তবে প্রথম মালিকের উহাকে নিবার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। আর যদি প্রথম খরিদ্দার তাকে নিতে অস্বীকার করে, তবে প্রথম মালিক উহাকে দ্বিতীয় খরিদ্দারের নিকট হতে নিতে পারবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি প্রথম খরিদ্দার তাকে দ্বিতীয় খরিদ্দার হতে খরিদ করে নেয় তবে পুরানা মালিকের তার নিকট হতে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। এই কারণে যে, প্রথম খরিদ্দারের অধিকার প্রত্যাবর্তনজনিত কারণে পুরানা মালিকের হক ছাবেত হয়েছিল; কিন্তু এই ছুরতে প্রথম খরিদ্দারের অধিকার ছাবেত হয়নি; বরং খরিদ করার কারণে তার নতুন অধিকার হাছিল হয়েছে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কেউ দুশমন হতে কয়েদকৃত গোলাম কিনে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তারপর তার পুরানা মালিক উপস্থিত না হয়, এমন কি খরিদ্দার তাকে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে ফেলে। তারপর তার পুরানা মালিক হাজির হয়, তবে তার ইখতিয়ার হবে যে, সে দ্বিতীয় খরিদ্দারকে মূল্য দিয়ে তাকে নিয়ে নেয়। প্রথম খরিদ্দারের নিকট তার মোতালেবাহ করার কোন পথ নেই। সে প্রথম খরিদ্দারের নিকট হতে কেবল তখনই নিতে পারে, যখন তার উক্ত গোলাম তার অধিকারে থাকে; এবং কোন ঘটনাও না ঘটে, যার কারণে তাকে পুরানা মালিকের অধিকারে দিয়ে দেওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, যদি পুরানো মালিক চায় যে, দ্বিতীয় বিক্রয়কে ভেঙ্গে দিয়ে প্রথম খরিদ্দারকে মূল্য দিয়ে গোলামকে নিয়ে নেয়, যে মূল্য সে দুশমনকে দিয়েছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট তার এ ইখতিয়ার হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, যদি হরবী হতে ক্রয়কারী গোলামকে ইজারা দিয়ে থাকে বা রেহেন দিয়ে থকে এবং তাকে পুরানা মালিক নিতে চায়, তবে তার ইখতিয়ার হবে যে, সে তার ইজারার আকদ ভেঙ্গে দেয়; কিন্তু রেহেমের আকদ ভেঙ্গে দিবার ইখতিয়ার হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি প্রথম খরিদ্দার ঐ গোলাম কাউকেও হেবা দিয়ে দেয়, তবে পুরানা মালিক ঐ হেবার আকদ ভাঙ্গতে পারবে না; কিন্তু মাওহুব লাহুকে ঐ গোলামের মূল্য দিয়ে তার নিকট হতে তাকে নিতে পারে। আর এভাবে যদি ঐ গোলাম জেনায়েত করে এবং প্রথম খরিদ্দার আওলিয়ায়ে জেনায়েতকে ঐ গোলামকে দিয়ে দেয়, তবে অলিয়ে জেনায়েত হতেও পুরানা মালিক তাকে গোলামের মূল্য দিয়ে তাকে নিতে পারে। আর এভাবে যদি প্রথমখরিদ্দার ইচ্ছাপূর্বক জেনায়েত করে, তারপর অলীয়ে জেনায়েতের সাথে উক্ত গোলামকে দেওয়ার শর্তে ছোলেহ করে নেয়, তা হলেও পুরানা মালিক ঐ ছোলেহকে ভাঙ্গতে পারে না; বরং গোলামের মূল্য দিয়ে উহাকে অলীয়ে জেনায়েত হতে নিতে পারে। যদি কোন হরবী কোন মুসলমানকে ঐরূপ গোলাম হেবা করে দেয়, তারপর কেউ গোলামের এক চোখ কানা করে দেয় এবং ঐ মুসলমান ঐ গোলামকে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে তার নিকট হতে গোলামের মূল্য নিয়ে নেয়, তবে পুরানা মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে ঐ চোখ কানাকারী ব্যক্তিকে কানা চোখ গোলামের হিসাবে মূল্য দিয়ে তার নিকট হতে গোলামকে নিয়ে নেয়। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল। ছাহেবাইন বলেন যে, উভয় চক্ষু ভাল থাকা অবস্থায় গোলামের যে মূল্য ছিল, সেই মূল্য দিয়ে নিতে পারে; এবং তা ঐ মূল্য যা মাওহুব লাহুকে দেওয়া হয়েছিল। আর যদি গোলামের স্থলে দাসী হয় এবং দাসীর বাচ্চা পয়দা হয় আর সেই বাচ্চাকে কেউ কতল করে ফেলে, এমন কি মাওহুব লাহু কাতেলের নিকট হতে তার মূল্য নিয়ে নেয়, তারপর পুরানা মালিক আসলে তার বাচ্চার মূল্য নেওয়ার কোন পথ নেই; কিন্তু দাসীকে উচিত ঐ মাওহুব লাহুব কব্জার দিন যে মূল্য ছিল, সেই মূল্য দিয়ে নিয়ে নেয় বা ছেড়ে দেয়। আর যদি বাচ্চার মা মরে যায় বা কতল হয়ে যায় এবং বাচ্চা বর্তমান থাকে, তবে পুরানা মালিক উহার অংশের বদলে বাচ্চাকে নিতে পারে। অর্থাৎ মূল্য বাচ্চা এবং তার মাতার উপর এভাবে বন্টন করা যাবে যে, হেবা এবং কবজার দিন যে মূল্য ছিল তামার সেই মূল্য এ'তেবার করা যাবে। আর বাচ্চার সেই মূল্য এ'তেবার করা যাবে, মালিক তাকে নিতে চাইবার দিন যা হবে। তারপর এই বন্টনে বাচ্চার মূল্যের অংশের মোকাবেলায় যে মূল্যাংশ আসবে তার বিনিময়ে নিতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি দারুল ইসলামে কেউ কারও নিকট হতে নগদ একহাজার দিরহাম মূল্য দেওয়ার ধার্যে এক গোলাম খরিদ করে এবং খনও তাকে কব্জা না করে থাকে, এমনি সময়ে কোন দুশমন তাকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর কেউ হাকে পাঁচশত দিরহাম মূল্যে খরিদ করে নেয়, তবে বিক্রেতা তাকে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে নিয়ে নিতে পারে। তারপর বিক্রেতা উহাকে নিবার পরে খরিদ্দার বিক্রেতার নিকট হতে উভয় মূল্য এক হাজার পাঁচশত দিরহামের বদলে নিয়ে নিতে পারে।

তাপর বিক্রেতা যদি দিতে অস্বীকার করে, তবে খরিদ্দারের ইখতিয়ার হবে যে, সে ইচ্ছা করলে ক্রয়কারীর নিকট হতে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে নিয়ে নেয়, আর যদি বিক্রেতা উহাকে এহাজার দিরহাম বাকী মূল্যে বিক্রয় করে, তবে খরিদ্দার উহাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবীদার হবে। আর যদি বিক্রেতা অস্বীকার করে, তবে তাকে বলা যাবে যে পাঁচশত দিরহামের ব দলে নিয়ে নেও। তোমাকেই সোপর্দ করা যাবে। যদিকোন দুশমন কোন গোলামকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর কেউ তার নিকট হতে উহাকে হাজার দিরহাম দিয়ে কিনে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তারপর আবার তাকে দুশমন কয়েদ করে নিয়ে যায়। তারপর তার একব্যক্তি তার নিকটহতে উহাকে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে কিনে নেয়, তারপর পুরানা মালিক এবং প্রতশ খরিদ্দার উভয়ে কাজীর দরবারে অভিযোগ পেশ করে, কাজীর প্রথম খরিদ্দারের ঘটনা জানা থাকুক বা না থাকুক, সে পুরানা মালিকে খরিদ্দারের নিকট হতে উহাকে নিবার হুকুম দেয়, তবে এই হুকুম জারী হবে না। তখন ঐ গোলামকে দ্বিতীয় খরিদ্দারকে ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দেওয়া যাবে এবং প্রথম খরিদ্দার তাকে তার নিকট হতে নিবে।

তারপর পুরানা মালিক তার নিকট হতে উভয় মূল্য দিয়ে গোলাম কিনতে পারে। আর যদি পুরানা মালিক দ্বিতীয় খরিদ্দার হতে কাজীর হুকুম ছাড়া তাকে নিয়ে নেয় বা খরিদ করে নেয়, তারপর প্রথম খরিদ্দার উপস্থিত হয়, তবে তাকে একহাজার দিরহাম দিয়ে নিতে পারে। তারপর আবার পুরানা মালিক উভয় মূল্য দিয়ে তাকে নিতে পারে। আর এভাবে যদি দ্বিতীয় খরিদ্দার গোলামকে পুরানা মালিকের কাছে হেবা করে দেয়, তবে প্রথশ খরিদ্দার তার নিকট হতে তাকে নিতে পারে; কিন্তু মূল্য দিয়ে নিতে পারে। কারণ এই যে, এই ছুরতে সে বাইরের লোকের মত হয়ে যায়। তারপর পুরানা মালিক তার নিকট হতে গোলামকে এই মূল্য এবং আরও দুই বারের মূল্য দিয়ে নিতে পারে।

আর যদি মোরতাহেনের নিকট হতে গোলামে মারহুনকে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে কেউ এক হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করে নেয় এবং রাহেন ও মোরতাহেন উভয়ে উপস্থিত হয়, তবে গোলামকে নিবার হক মোরতাহেনের হবে। যদি সে মূল্য দিয়ে নেয়, তবে সে এহসানকারী হবে। যদি কোন গোলামকে কোন কাফের কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর মুসলমানদের জয়লাভের পর গনীমত বন্টনে ঐ গোলামকে আদায় করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি সে গোলাম না হয়ে কোন দাসী হয় এবং ঐ ব্যক্তি তাকে কারও সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং স্বামী হতে সন্তান পয়দা হয়, তবে পুরানা মালিকের হাজির হয়ে এই ইখতিয়ার হবে যে, ঐ দাসী ও তার বাচ্চাকে নিয়ে নেয়; কিন্তু বিয়ে ভেঙ্গে দিবার ইখতিয়ার হবে না। আর যার অংশে ঐ দাসী পড়েছিল তার নিকট হতে আকর নেয়া হয় অথবা কেউ যদি দাসীর উপর জেনায়েত করে ও তার জরিমানা আদায় করা হয়, তবে পুরানা মালিকের দাসীর সাথে উক্ত আকর এবং জরিমানা নিবার কোন পথ নেই। মবসুতের বিবরণ।

যদি কোন দুশমন কোন মুসলমানের নিকট হতে দশখানা কাপড় ছিনিয়ে দারুল হরবে নিয়ে যায় তারপর কোন মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হরবে যায় এবং কোন মালের বিনিময়ে বাকীতে ঐ কাপড় উক্ত দুশমন হতে কিনে নেয় এবং ঐ মাল আদায়ের মুদ্দত উল্লেখ করে দেয়। তারপর দুশমন ঐ ব্যক্তিকে উক্ত দশখানা কাপড় দিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর ঐ মুসলমান ব্যক্তি উক্ত কাপড় নিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে। তবে কাপড়ের পুরানা মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে মূল্য দিয়ে ঐ কাপড় নিয়ে নেয়। যদি কোন ব্যবসায়ী কোন হরবীর নিকট হতে শরাব বা শূকরের বদলে ইবরীক খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে পুরানা মালিক ঐ শুখর বা শরাবের মূল্য দিয়ে ইবরীক নিয়ে নিতে পারে।

যদি কোন গোলামকে কোন রবী কয়েদ করে নিয়ে যায় আর কোন মুসলমান তাকে তার নিকট হতে হাজার বা হাজারের কম দিরহাম এবং এক রতন শরাব দিয়ে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে দেখতে হবে যে, তার মূল্য যদি হাজার দিরহাম বা হাজার দিরহামের কম হয়, তবে পুরানা মালিক তাকে হাজার দিরহাম দিয়ে নিতে পারে। আর যদি হাজার দিরহাম অপেক্ষা বেশি হয়, তবে পুরা মূল্য দিয়ে নিতে পারে; কিন্তু যে শরাব দিবার কথা কথা বলা হয়েছে, উহার কারণে হাজার দিরহামের বেশি-কমি করা যাবে না। যদি কোন মুসলমান ঐ ব্যক্তির নিকট হতে উক্ত গোলাম একহাজার দিরহাম এবং মৃত জানোয়ার অথবা রক্তের বদলে খরিদ করে, তবে পুরানা মালিক উহাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে নিতে পারে। রক্ত বা মৃত জানোয়ারের কারণে হাজারের উপরে কিছু বৃদ্ধি করা যাবে না– যদিও গোলামের মুল্য একহাজার দিরহামের বেশি হয়।

যদি যায়েদ আমরের একটি গোলাম গছব করে এবং হরবীগণ তার নিকট হতে একে দারুল হরবে নিয়ে যায়, তারপর মুসলমানগণ দারুল হরব বিজয় করে গনীমত হাছিল করে অতঃপর আমর উক্ত গোলামকে গনীমতের মধ্যে দেখতে পায় এবং তখনও গনীমত বণ্টন না হয়ে থাকে, তবে সে ঐ গোলামকে নিয়ে যেতে পারে। তখন গাছেবের উপর জেমান হবে না। আর যদি গনীমত বণ্টনের পর ঐ গোলামকে কোন মুজাহিদের নিকট দেখা যায়, যার অংশে গোলাম বণ্টিত হতে গোলামকে নিতে চাইবে, সেদিনে তার যে মুল্য হয় সে, মূল্য উক্ত মুজাহিদকে দিয়ে তার নিকট হতে একে নিয়ে যাবে। আর ইচ্ছা হলে তার নিকট হতেনা নিয়ে গাছেবের নিকট হতে যেদিন সে গোলাম গছব করেছিল, সেদিনে তার যে মূল্য ছিল তা নিয়ে নেয়। তারপর পুরানা মালিক অর্থাৎ আমর যদি মুজাহিদের নিকট হতে নিবার দিন গোলামের যে মুল্য ছিল তা দিয়ে গোলামকে নিয়ে নেয়, তবে গাছেবের নিকট হতেও মূল্য নিতে পারে না; বরং ঐ মূল্য এবং গাছেবের গছব করার দিনের গোলামের মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটা কম হবে, সেটা নিবে। যেমন ঐ গোলামের মুল্য তার গছবের দিন ছিল একহাজার দিরহাম এবং উক্ত মুজাহিদের নিকট হতে উহাকে নিবার দিন এর মূল্য হয় তার গছবের দিন ছিল একহাজার দিরহাম এবং উক্ত মুজাহিদের নিকট হতে একে নিবার দিন এর মূল্য হয় দুই হাজার দিরহাম। তবে যদি পুরানা মালিক দুই হাজার দিরহাম দিয়ে তার নিকট হতে একে নিয়ে নেয়, তবে সে গাছের হতে সেই মূল্যই নিবে যা তার গছব করার দিন ছিল। আর যদি গছব করার দিনের মূল্য একহাজার দিরহাম হয় তারপর মূল্য কমে গিয়ে মুজাহিদ হতে গোলামকে নিবার দিন উহার মূল্য পাঁচশত দিরহাম হয় এবং সে সেই পাঁচশত দিরহাম দিয়েই নিয়ে থাকে তবে সে গাছেবের নিকট হতেও সেই পাঁচশত দিরহাম হয় এবং সে সেই পাঁচশত দিরহাম দিয়েই নিয়ে থাকে তবে সে গাছেবের নিকট হতেও সেই পাঁচশত দিরহামই নিয়ে যাবে।

এই সকল ঐ ছুরতে হবে যখন পুরানা মালিক গোলামকে মুজাহিদের নিকট হতে নেওয়ার ইখতিয়ার করবে। আর যদি সে মুজাহিদ হতে না নেয় বরং গাছেব হতে তার গছব করার দিন গোলামের যে মুল ছিল, তাই নেয়ার ইচ্ছা করে, তবে যখন গাছেব মূল্য দিয়ে দেয়, তখনহ গাছেবের জন্য পুরানা মালিকের অনুরূপ হুকুম হবে অর্থাৎ গাছেবই গোলামের মালিক হবে। আর যদি গনীমত বণ্টিত হবার পর গোলামকে কোন মুজাহিদের নিকট দেখতে পাওয়া যায়, তবে তাকে এর মূল্য দিয়ে তার নিকট হতে একে নিতে পারে। আর যদি মুসলমান তাকে গনীমত হিসেবে না পায়

www.nagorikpathagar.org

বরং কোন মুসলমান দারুল হরেব আমানপ্রাপ্ত হিসেবে প্রবেশ করে তাকে তথা হতে কিনে আনে, তবে যদি পুরানা মালিক তখনও গাছেব হতে এর মূল্য না নিয়ে থাকে, তবে তার দুই প্রকার ইখতিয়ার থাকবে, যেমন চাই খরিদ্দারকে এর মুল্য দিয়ে তার নিকট হতে নিয়ে নিবে বা চাই তার নিকট হতে না নিয়ে গাছেব হতে গছবের দিনের মুল্য নিয়ে নিবে। তবে এর পরে পুরানা মালিকের গোলামকে নিবার আর কোনপথ থাকবে না। তখন গাছেব পুরানা মালিকের জায়গায় এসে যাবে এবং তার ইখতিয়ার হবে, চাই সে খরিদ্দারের নিকট হতে মূল্য দিয়ে গোলামকে নিবে অথবা ছেড়ে দিবে।

প্রথম পাঠ

হাদিয়া বা উপহারের মাসায়েল

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, দুশমনদের বাদশাহ মুসলিমবাহিনীর আমীর বা মুসলিম সেনাদের সাথে উপস্থিত ইমামুল মুসলিমীনের নিকট যে হাদিয়া পাঠায় তা কবুল করায় দোষের কিছু নেই এই হাদিয়ার মাল মুসলমানদের জন্য তোফতস্বরূপ । এভাবে যদি কোন দুশমন বাদশাহ কোন প্রভাবশালী মুসলিম নেতার নিকট হাদিয়া পাঠায় তবে তারও একইরূপ হুকুম হবে। আর যদি এই হাদিয়া কোন বুযর্গ মুসলমান, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যার কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই, তার নিকট পাঠানো হয়, তবে ইহা শুধু তারই ব্যক্তিগত মাল বলে বিবেচিত হবে।

মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন সৈনিকদল দারুল হরব প্রবেশ করে এবং আহলে হরব কোন সৈনিক বা আমীরে সৈনিককে হাদিয়া পাঠায়, তবে তা গনীমতে গণ্য হবে। তবে যদি এরূপ তানফীল করা হয়ে থাকে যে, যে কেউ যাকে যে হাদিয়া পাঠাবে, তা তারই হবে, তবে হুকুমও তদ্রূপই হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, এভাবে খলীফা যদি তার কোন আমেলকে কোথাও কোন কার্যোপলক্ষে প্রেরণ করে, আর তাকে যদি তথায় হাদিয়া প্রদান করা হয়, তবে খলীফার উচিত, আমেল হতে ঐ হাদিয়ার মাল নিয়ে মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করে দেয়া। তবে শর্ত এই যে, যদি হাদিয়া দাতা স্বেচ্ছায় ও নিজ খুশীতে উহা দিয়ে থাকে। আর যদি মনের অনিচ্ছায় বা অখুশীতে কোনরূপ মজবুর হয়ে তা দিয়ে থাকে, তবে খলীফার উচিত হবে, তা হাদিয়া দাতাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া।

যদি কোন মুসলিম সৈন্য দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি তার মাধ্যমে হরবী বাদশাহকে কিছু হাদিয়া পাঠায়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। তারপর যদি হরবী বাদশাহও আবার কিছু হাদিয়া পাঠায়,তবে দেখবে যে, হরবী বাদশাহ যে হাদিয়া পাঠিয়েছে, তার মূল্য মুসলিম সেনাপতির পাঠানো হাদিয়ার মুল্যের সমান,না কম, না কিছু বেশি, না অনেক বেশি। যদি সমান বা কম বা কিছু বেশি হয়, তবে ঐ হাদিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমীরে লশকরেরই হবে আর যদি উহার মূল্য আমীরে লশকরের পাঠানো হাদিয়ার তুলনায় অনেক বেশি হয়, তবে যে পরিমাণ বেশি হবে, সেই পরিমাণ মাল গনীমতরূপে গণ্য হবে; সুতরাং উহা পৃথক করে বাকী মাল আমীরুল মুজাহিদীনের জন্য দিয়ে দেওয়া হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

৫ম পরিচ্ছেদ

ওশর এবং খেরাজের মাসায়েল

যদি যমিন হতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল অর্থাৎ খেরাজ আদায় করা হয়, তবে তাকে খেরাজী যমিনে বলে। আর যমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ নেয়া হলে তাকে ওশরী যমিন বলা হয়। রাষ্ট্রীয় কর দেওয়ার দিক দিয়ে যমিন এই দুভাবে বিভক্ত। যথা খেরাজী ও ওশরী। আরবের যমিন সবই ওশরী, তেহামা, হেজায, মক্কা, ইয়ামেন, তায়েফ,

www.nagorikpathagar.org

আম্মান এবংবাহরাইনের যমিন ওশরী। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, আরবের যমিন গারবী হতে মক্কা, আদন হতে আকছা এবংসওয়াদে ইরাকের যমিনও ওশরী। তবে এর মধ্যে যে সমস্ত যমিনে আজমী নদীসমূহ হতে পানি সিঞ্চন করতে হয়, তা খেরাজী।

যে সকল দেশ ছোলেহের মাধ্যমেজয় করা হয়েছে এবং তথাকার লোকেরা খেরাজ কবুল করে নিয়েছে, সেই দেশের যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হবে। আর যে সকল দেশ জিহাদের মাধ্যমে দখল করা হয়, আর ইমাম ঐ দেশের যমনি মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, তবে ঐ যমিনের কর বাবত তাদের উপর হতে ওশর আদায় করা হবে। যে দেশের লোকেরা অপনা হতে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে বা খুশীতে নিজেরাই মুসলমান হয়ে যায়, তবে তথাকার যমিন ওশরী হবে। আর আরব দেশের কোন ভূখণ্ড যদি মুসলমানগণ শক্তি সামর্থ্য দ্বারা অধিকার করে, তার তথাকার লোকগণ মূর্তিপূজক ছিল; কিন্তু মুসলমানগণ ঐ দেশ জয় করার পর তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং ইমাম ঐ দেশকে তাদের হাতেই দিয়ে দেয়, তবে তথাকার যমিন ওশরীই থাকবে।এভাবে আজমের কোন ভূখণ্ড যদি মুসলিশ ইমাম শক্তির দ্বারা দখল করে নেয়, তারপর যদি ইমাম তথাকার লোকদের প্রতি এহসান করে তাদেরকে আযাদ করতঃ তথাকার যমিন গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করে যমিনের উপর ওশর ধার্য করে দেয় বা যদি ইমাম তথাকার অধিবাসীর উপর এহসান করে যমিন তাদেরকেই দিয়ে দেয় এবং উহা ওশরী করে দেয়, যা ইচ্ছা করার অধিবাসীর উপর ইহসান করে যমিন তাদেরকেই দিয়ে দেয় এবং উহা ওশরী করে দেয়, যা ইচ্ছা করার ইমামের ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) নিজ নাওয়াদেরে এবং ইমাম কুরখী নিজ কিতাবের মধ্যে এরূপই লিখেছেন।

খেরাজী যমিন হতে খেরাজের পানি বন্ধ হয়ে গেলে ওশরী পানি হতে সিঞ্চন করা শুরু হলে খেরাজী যমিনও ওশরী হয়ে যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ কোন অনাবাদী, চাষে অযোগ্য যমিনকে আবাদ ও চাষের যোগ্য করে নেয়, তবে ঐ যমিন যদি খেরাজী যমিনের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে খেরাজীই হবে এবং ওশরী যমিনের অন্তর্ভুক্ত থাকলে ওশরীই হবে। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন আবাদকারী মুসলমান হবে, আর যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি হয়, তবে ঐ যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হবে– যদিও উহা ওশরী যমিনভুক্ত হয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। খেরাজ দুই রকমের আছে। এক এই যে, যমিনের উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া। যেমন উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ। ইহাকে বলা হয় খেরাজে মোকাসামাহ। আর দ্বিতীয় এই যে, যমিনের উপর একটা নির্দিষ্ট কর ধার্য করা, তাকে ফসল যাহা হোক না কেন। একে বলা হয় খেরাজে অজীফা।

জেনে রাখবে, খেরাজী যমিনের খেরাজ বছরে কেবল একবারই মাত্র দিতে হবে। চাই জিরাত বছরের মাত্র একবারই করা হোক বা বেশিবার করা হোক। পক্ষান্তরে ওশরী যমিনের নিয়ম হল, বছরে যতবার জিরাত করবে, ততবারই উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ দিতে হবে। খেরাজ ধার্য করার নিয়ম হল, কোন যমিনে কত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হতে পারে এবং কি পরিমাণ ফসলে উপর কি পরিমাণ খেরাজ ধার্য করতে হয়। যদি আন্দাজ অপেক্ষা যমিনে ফসল অনেক কম হয় তবে খেরাজও সেই অনুপাতে কমিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে যমিনে যদি আন্দাজ অপেক্ষা ফসল বেশি হয়, তথাপ অজীফা বদল করে অন্য কিছু করে, যেমন আগে কিছু পরিমাণনগদ মুদ্রা ধার্য ছিল, এক্ষন তা বদল করে অন্য মাল বা ফসল দ্বারা আদায় করবে, ইহা জায়েয হবে না। যদি যমিন ওয়াকফকৃত হয়, তবে তার উপরও অন্যান্য ওশরী বা খেরাজী যমিনের মত খাজনা ধার্য হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন খেরাজী যমিন, যার খাজনা নির্ধারিত, কোন গাছের গছব করে, তারপর গাছেব তা অস্বীকার করে এবং মালিকের নিকটও কোন সাক্ষী না থাকে, তারপর দেখা যাবে, যদি গাছেব উহাতে জিরাত না করে, তবে কারও উপর

www.nagorikpathagar.org

ঐ যমিনের খেরাজ গাছেবের উপর হবে। আর যদি গাছেব তার গছব করার কথা একরার করে বা মালিকের নিকট সাক্ষী থকে এবং জিরাত করায় যমিনের কোন লোকসান না হয়, তবে যমিনের খাজনা মালিকের উপর হবে। আর যদি গাছেব তার গছব করার ক থা একরার করে বা মালিকের নিকট সাক্ষী থাকে এবং জিরাত করায় যমিনের কোন লোকসান না হয়, তবে যমিনের খাজনা মালিকের উপর হবে।

আর যদি জিরাত করায় যমিনের লোকসান হয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এর খাজনা যমিনের মালিকের উপর হবে। চাই লোকসান বেশি হোক বা কম হোক। যদি কেউ নিজের খেরাজী যমিন কাউকেও ইজারাহ দেয়, বা দার হিসেবে দেয়, তবে তার খেরাজ যমিনের মালিকের উপর হবে। যেমন মোজারেবাতের ছুরতে হয়ে থাকে ; কিন্তু যদি উক্ত খেরাজী যমিন চার দেওয়াল বিশিষ্ট আঙ্গুরের বাগান বা খেজুরের বাগান হয় এবং বাগিচার বৃক্ষসমূহ অত্যন্ত ঘন সন্নিবিশিষ্ট এমন যে, তার মধ্যে কোনরুপ জিরাত করা যায় না। তবে এই ছুরতে উপরোক্ত হুকুম হবে না। আর যদি নিজের ওশরী যমিন ইজারায় দেয় অথবা ধার দেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট উহার ওশর মালিকের দিতে হবে। আর ছাহেবাইনের মতে ইজারাহ গ্রহণকারীর উপর বর্তিবে।

আর যদি কেউ নিজ ওশরী যমিন কাউকেও ধার দেয় এবং ধার গ্রহীতা উহাতে জিরাত করে, তবে তাতে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট দুইটি বর্ণনা আছে। এক রেওয়ায়েত এই যে, ওশর মালিকের উপর হবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনা এই যে, ওশর ধার গ্রহীতার উপর হবে যদি কেউ জিরাতের যোগ্য যমিনকে ইজারাহ লাগায়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট উহার খেরাজ ইজারাদার বা ধার গ্রহণকারীর উপর হবে। যদি কেউ ওশরী যমিন গছব করে তাতে জিরাত করে এবং জিরাত করায় যমিনের লোকসান না হয়, তবে যমিনের মালিকের উপর উহার ওশর ওয়াজিব হবে না। আর যদ লোকসানহয়, তবে যমিনের মালিকের উপর ওশর ওয়াজিব হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজের খেরাজী যমিন কারও নিকট বিক্রয় করে এবং যমিনে জিরাত করতে পারবে, তবে উক্ত যমিন ক্রেতার উপর ঐ বছরের খেরাজ ওয়াজিব হবে। চাই সে জিরাত করুক বা না করুক। আর যদি বছরের এই পরিমাণ সময় থাকে যে, তাতে জিরাত করা যায় না, তবে ঐ বছরের খেরাজ যমিন বিক্রেতার উপর হবে।

এই মাসয়ালায় কিছু কথোপকথন আছে। যেমন জিরাতের মধ্যে শুধু গম এবং জওর এ'তেবার করা হবে। অন্য কোন জিরাতের নয়। আর বছরের মধ্যে জিরাত করতে পারার অর্থ এই ধরা হবে যে, জিরাত করার পরে উহা পাকিয়ে যমিন হতে কেটে আনা পর্যন্ত সময় নয় বরং ঐ সময়ের তিনভাগের দুভাগ পর্যন্ত সময় থাকলেই হল। মোটকথা, তিনমাস সময় থাকতে যমিন ক্রয় করলেই ক্রেতার উপর খেরাজ ধার্য হবে। নতুবা বিক্রেতা খেরাজ আদায় করবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এভাবে খেরাজী যমিন ক্রয় করে এমন সময় না পায় যে, জিরাত করতে পারে; কিন্তু বাদশাহ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতার নিকট হতে খেরাজ আদায় করে নিয়ে যায়, তবে তার এই ইখতিয়ার হবে না। যে, সে বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করে নেয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

এক ব্যক্তি খেরাজী যমিন কারও কাছে বিক্রি করল। ক্রেতা আবার আর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করল, সেই ক্রেতা আবার অন্য একজনের নিকট বিক্রি করল। এভাবে সারা বছরে উক্ত যমিন কারও নিকট এক মাসের বেশি থাকল না। ফলে কারও পক্ষে জিরাত করা সম্ভব হল না; সুতরাং এমতাবস্থায় কারও নিকট হতে খেরাজ আদায় করা যাবে না। তখন শেষ ক্রেতাকে দেখতে হবে, যদি তার নিকট যমিন তিন মাস থাকে, তবে তার নিকট হতে খেরাজ

www.nagorikpathagar.org

আদায় করা যাবে। কেউ এরূপ খেরাজী যমিন বিক্রয় করল, যাতে ফসল আছে এবং সে ফসল এখনও পাকার নিকটবর্তী হয়নি, তবে যদি যমিন ঐ ফসলসহ বিক্রি ককে থাকে, তবে খরিদ্দারের উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে। আর যদি জিরাতের বীজ শক্ত হয়ে থাকার নিকটবর্তী হয়ে থাকে এবং তার পর যমিন বিক্রি করা হয়, তবে ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা ঐ অবস্থারই অনুরূপ, যে অবস্থায় যমিন ফসলশূন্য খালি থাকে এবং তার সাথে কাটা শস্য বিক্রয় করে। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন খেরাজ আদায়কারী বছর শেষে খেরাজ আদায় করে আর যদি বছরের প্রথম দিকে খেরাজ আদায় করে, তবে ইহা শুধু জুলুম বৈ কি! এ সময় না খরিদ্দারের উপর খেরাজ ওয়াজিব হয়, না বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হয়।

যদি কারও খেরাজী যমিনের মধ্যে ছোট একটি জনপদ থাকে, যার মধ্যে শুধু ঘর-দরজা আছে। মালিক উহা ভাড়ায় খাটায় বা এমনি ফেলে রাখে, তবে ঐ জনপদ বাবত তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কারও দেশের মুসলমানদের কোন শহরে হুকুমত কর্তৃক চিহ্নিত কোন বাড়ী থাকে, সে ব্যক্তি উহার কিছু অংশে বাগানবানিয়ে নেয় বা খোরমা গাছ লাগিয়ে নেয় এবং তা তার বাড়ী হতে পৃথক করে দেয়, তবে তার বাড়ীই বাগান বানিয়ে নেয়, আর যদি ঐ যমিন ওশরী হয়, তবে ওশর এবং খেরাজী হলে খেরাজ তার উপর ওয়াজিব হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

একব্যক্তি খেরাজী যমিন খরিদ করল এবং তাতে বাড়ী বানিয়ে নিয়ে। তবে তার উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে, যদিও সে যমিনে আর জিরাত করার মত অবস্থা নেই। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যে কৃষকের উৎকৃষ্ট দুই রকমের সফল করাই সুযোগ আছে, যমিনও তদ্রূপ। সেই কৃষক যদি উৎকৃষ্ট ফসলের চাষ ছেড়ে দিয়ে নিকৃষ্ট ফসলের চাষ করে, অথচ তার কোন ওজর অসুবিধাও নাই, তবে তাকে উৎকৃষ্ট ফসলের উপযোগী খেরাজই দিতে হবে। যেমন কারও নিকট জাফরান চাষের উপযোগী যমিন আছে; কিন্তু সে তাতে জাফরানের চাষ না করে যদি কোন তরকারীর চাষ করে, তবে তার উপর জাফরানের খেরাজ ওয়াজিব হবে। অথবা কারও যদি চার দেওয়াল বিশিষ্ট আঙ্গুরের বাগান থাকে, আর সে তা কেটে ছাফ করে যদি সে যমিনে তরকারী বা শাকসব্জীর চাষ করে, তবে তার উপর আঙ্গুরের বাগানের খেরাজই ওয়াজিব হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যার যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হয়েছে, যদি সে অতঃপর মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার নিকট হতে পূর্বানুরূপই খেরাজ নেয়া হবে।

যদি কোন মুসলমান কোন যিম্মীর নিকট হতে খেরাজী যমিন খরিদ করে এবং সেই মুসলমান হতে খেরাজই আদায় করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। একই যমিনে ওশর ও খেরাজ উভয় একত্রিত করা যাবে না। চাই যমিন ওশরী হো বা খরাজী হোক। যদি কেউ তেজারতের উদ্দেশ্যে ওশরী বা খেরাজী যমিন খরিদ করে, তবে উক্ত যমিননের জন্য ওশর বা খেরাজ ওয়াজিব হবে, ঐ যমিনের উপর তেজারতের যাকাত লাযেমহবেনা। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি ওশরী যমিন খরিদ করে তবে তার নিকট হতে খেরাজ আদায় করা যাবে। ইহা যাদের মধ্যে আছে। যদি যমিনের কৃষির উপরে কোন আসমানী দুর্যোগ আসার কারণে তা নষ্ট হয়ে যায় যা প্রতিরোধের কোন উপায় নেই, তবে সেক্ষেত্রে খেরাজ হবে না। আর যদি এমন কোন দুর্যোগ ঘটে যাতে কৃষি নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তা প্রতিরোধ করা যায়, তবে যদি তা না করে, তবে সেক্ষেত্রে খেরাজ আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। খেরাজী যমিনের ফসল কাটার আগে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে খেরাজ ছাকেত হবে। আর কাটার পরে নষ্ট হলে ছাকেত হবে না। একইভাবে ওশরী যমিনের ফসল কাটার আগে নষ্ট হয়ে গেলে ওশর ছাকেত হয়ে যাবে। আর কাটার পরে নষ্ট হলে যা কিছু যমিনের মালিকের অংশে ছিল, উহা তার যিম্মা হতে ছাকেত হবে, আর কৃষকের যিম্মায় যা ছিল, তার অংশের ওশর মালিকের যিম্মায় বাকী থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

যে ব্যক্তি যমিনের ওশর বা খেরাজ আদায় না করে মরে যাবে, তার পরিত্যক্ত মাল হতে উহা আদায় করে নেয়া হবে কোন যমিরেন মালিকের জন্য যমিনের ওশর বা খেরাজ আদায় না করে উহার উৎপন্ন ফসল ভোগ করা হালাল হবে না। বাদশাহর জন্য এই ইখতিয়ার আছে যে যমিনের ওশর বা খেরাজ আদায় করার জন্য যমিনের ফসল যমিনের মালিকের নিকট হতে ক্রোক করে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উহা আদায় করে দেয়।.ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) নাওয়াদেরে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ যমিনের দুই এক বছরের ওশর বা খেরাজ যা খুশী অগ্রিম দিয়ে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এইভাবে যদি কেউ কেউ বছরের ওশর বা খেরাজ অগ্রিম আদায় করে দেয়, তার পর বন্যার পানিতে সেই বছরের সফল সব নষ্ট হয়ে যায়, তবে ইমাম তার আদায়কৃত কেরাজ বা ওশর যমিনের মালিককে ফিরে দিবে তবে শর্ত এই যে, যদি তা তার নিকট মৌজুদ থাকে। আর যদি পূর্বেই উহা এবং অন্যান্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়, তবে আর উহা ফিরিয়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জিযিয়ার মাসায়েল

জিযিয়া এমন মালের নাম, যা যিম্মীদের নিকট হতে আদায় করা হয়। ইহা নেহায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর জিযিয়া কেবল এই প্রকার যিম্মীদের প্রতি ওয়াজিব হয়, যে ব্যক্তি বালেগ হবে, জিহাদ করার সামর্থ্য রাখবে, আকেল হবে, কোন পেশাওয়ালা হবে, যদিও সে তার পেশায় ভাল ওয়াকিফ নয়। ইহা সিরাজিয়ার বিবরণ।

জিযিয়া দুই প্রকার। এক হল, যা ছোলেহ এবং রাজী– রগবত সূত্রে নির্ধারিত করা হয়। ইহার পরিমাণ তাই থাকবে, যার উপর উভয় পক্ষ একমত হয়ে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইহা কাফীর মধ্যে উল্লেখ আছে। ঐ পরিমাণ হতে বেশিও করা যাবে না। এবং কমও যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

আর দ্বিতীয় প্রকার জিযিয়া হল, ইমামুল মুসলিমীন কাফেরদের উপর জয়লাভ করে তাদের প্রতি এহসান হিসাবে নিজের মতানুসারে যে কর ধার্য করেন, তা। ইহা কাফীর বিবরণ। এই জিযিয়া শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত, চাই ইহা তারা চাক বা এনকার করুক, চাই রাজী হোক বা চাই নারাজ হোক। ধনীদের প্রত্যেকের উপরে বছরে আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যেকের উপরে বছরের চব্বিশ দিরহাম এবং গরীবদের প্রত্যেকের উপরে বছরে বার দিরহাম করে জিযিয়া ধার্য করা যাবে। ইহা ফতহুল কাদীর, হেদায়া এবং কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ওলামায়ে কিরাম ধনী, মধ্যমাবস্থাপন্ন এবং গরীবের পরিচয় এবং নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রত্যেক শহরের প্রচলন এবং সাব্যস্তানুসারে ধনী, মধ্যম এবং গরীব নির্ধারিত হবে। মোটকথা, যে দেশের লোক যাকে ধনী বা মধ্যমাবস্থাসম্পন্ন বা গরীব বলবে, সে তাই সাব্যস্ত হবে। এই মত শুদ্ধতর। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ইমাম কুরখী বলেন যে, গরীব সেই ব্যক্তি, যে দুইশত দিরহামের মালিক আর মধ্যম শ্রেণীর লোক সেই ব্যক্তি, যে দুইশত দিরহামের উপর হতে দশ হাজার দিরহাম পর্যন্তের মালিক। আর ধনী সেই ব্যক্তি, যে দশ হাজার দিরহামের বেশীর মালিক। শায়েখ কাজী হাসান ইবনে মনছুর (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে কুরখী (রহঃ) এর কওলই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইহা ফতোয়ায়ে কাজী খানের মধ্যে আছে। আর জিযিয়ার জন্য মো'তামেল হওয়া শর্ত। মো'তামেল বলা হয় তাকে, যে ব্যক্তি সুস্থ ও নিরোগ অর্থাৎ বছরের অধিকাংশ সময় যে সুস্থ থাকে ও কাজকর্ম করতে পারে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। ইজাহের মধ্যে আছে যে, যে যিম্মী সারা বছর বিমার থাকে, কাজকর্ম করতে পারে না, যদিও সে একেবারে গরীব নয়, তবে তার জিযিয়া ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি অর্ধেক বছর বা তার বেশি সময় রোগাক্রান্ত থাকে, তবে তারও এই হুকুম। আর যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ ও কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজকর্ম করা ছেড়ে দেয়, তবে তার হুকুম মো'তামেলের অনুরূপ, অর্থাৎ তার জিযিয়া দিতে হবে। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

জিযিয়া আমাদের নিকট বছরের প্রথম হতে ওয়াজিব হয় এবং জিযিয়া আহলে কিতাবে উপরও ধার্য হবে হবে। চাই তারা আরব বা আজম যথারই হোক না কেন বা আজমের মূর্তিপূজক বা মজুসীই হোক না কেন, তাদের উপরও জিযিয়া ধার্য হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। জিযিয়া আদায় করার সময় হল, বছরের শেষে আগামী বছর শুরু হবার পূর্বক্ষণ। ইমা আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, প্রতি দুইমাস বাদে বাদে কিস্তিতে কিস্তিতে জিযিয়া আদায় করা যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক মাসে মাসে জিযিয়া আদায় করবে; কিন্তু শুদ্ধতর হল প্রথম কওল। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। ছামেরী সম্প্রদায় ইহুদীদের মধ্যে শামিল এবং ফিরিঙ্গি ও আরমেনী সম্প্রদায় নাছারাদের মধ্যে শামিল। যদি মুসলিম সৈন্যগণ আজমী আহলে কিতাব, মজুসী এবং মূর্তিপূজকদের উপর ছোলেহ সন্ধি বা জিযিয়া ধার্য করা ছাড়া অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়, তবে সেখানকার পুরুষ মহিলা এবং বাল-বাচ্চা সবই মোফতস্বরূপ। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

ছাবায়ী সম্প্রদায়ের নিকট হতে ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে জিযিয়া নেয়া যাবে। ছাবেহাইন বলেছেন, এদের নিকট হতে জিযিয়া আদায় করা যাবে না। তারপর মুবীজাহ সম্পর্কে মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, দেখা যাবে যে, যদি তারা কোন নতুন আত্মপ্রকাশকারী সম্প্রদায় হয়, তবে তারা মোরতাদ। তাদের নিকট হতে জিযিয়া নেয়া যাবে না বরং তারা কতলের যোগ্য। আর যদি তারা কোন পুরাতন সম্প্রদায় হয়, তবে তাদের নিকট হতে জিযিয়া নেয়া যাবে। আর যিনদীকদের নিকট হতেও জিযিয়া নেয় যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

আরবের মূর্তিপূজকের উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে না এবং মোরতাদদের নিকট হতেও জিযিয়া নেয়া যাবে না। তারা হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা কতল হবে। উল্লেখ থাকে যে, মহিলা, বাচ্চা এবং অন্ধের উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। অতিশয় বৃদ্ধ এবং গায়রে মো'তামেলে উপরও জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। পাগল এবং দিগ-দিশাশূন্য লোকদের উপরও জিযিয়া ধার্য হবে না। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। ইহা শরহে মোখতারের মধ্যে আছে। মাতুহ অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থ লোকদের উপরও জিযিয়া আরোপিত হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যাদের হাত-পা কর্তিত, তাদের উপরও জিযিয়া ওয়াজিব হবে না। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। মামলুক, মোকাতেব, মোদাব্বের এবং উম্মে অলাদের উপও জিযিয়া ধার্য হবে না এবং তাদের মালিকেরাও তাদের পক্ষ হতে আদায় করবে না। এভাবে রাহেব অর্থাৎ ধর্মযাজকদের উপও জিযিয়া হবে না– যারা সাধারণ লোকদের সাথে সম্পর্কহীন জীবন যাপন করে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। হাদীসে কুদসীর মধ্যে আছে, যিম্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদরে জিযিয়া রহিত হয়ে যায়। মুসলমানের আযাদকৃত নাছারা গোলামের উপর জিযিয়া ধার্য হবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। কোন কোরায়শী কাফের গোলাম আযাদ করে দিলে তার উপর জিযিয়া ধার্য হবে এবং তার নিকট হতে ঐ বছরের জিযিয়াও আদায় করা যাবে, যদি সে মালদার হয়।

যদি বছরের প্রথম দিকে কোন গোলাম আযাদ করা হয়, অথচ তার নিকট তার নিকট মাল থাকে, তবে যদি অন্যান্য লোকদের উপর জিযিয়া ধার্য করার আগে তাকে আযাদ করা হয়, তা হলে তার উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে আর যি তারে উপর জিযিয়া ধার্য করার পর তাকে আযাদ করা হয়, তবে তার উপর ঐ বছরের জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। যদি কোন হরবী যিম্মীদে র উপর জিযিয়া ধার্য করার আগে যিম্মী হয়, তবে তার উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে এবং বছরের জিযিয়াও তার নিকট হতে আদায় করা হবে। আর যদি যিম্মীদের উপর যিযিয়া ধার্য করার পর সে যিম্মী হয়, তবে ঐ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার উপর জিযিয়া ওয়াজিব নয়, যদি সে সুস্থ হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বছর অতীত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর

www.nagorikpathagar.org

জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। চাই যিম্মীদের উপর জিযিয়া ধার্য করার আগেই সে সুস্থ হোক না কেন। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি ইমামের জিযিয়া ধার্য করার আগে রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য হয়ে যায়, তবে এই ব্যক্তির উপরও জিযিয়া ধার্য হবে। আর যদি ধার্য করার পরে আরোগ্য হয়, তবে তার উপর ঐ বছরের জিযিয়া ধার্য হবে না।

যদি কোন যিম্মী দুই বছরের জিযিয়া আগাম দিয়ে দেয়, তারপর ইসলাম গ্রহন করে, তবে এবং বছরে কর ফেরত দেয়া যাবে; কিন্তু প্রথম বছরের কর ফেরত দেওয়া যাবে না, যদি সে সেই বছর শুরু হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে বা মরে যায়। ইহা শরহে মোখতারে উল্লেখ আছে। আর এই মাসয়ালা সেই ইমামের কওলের ভিত্তিতে, যে ইমাম বলেন যে, ব ছর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সেইবছরের জিযিয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। জামে' ছগীরে ইহা বর্ণিত রয়েছে। ফতোয়াও এর উপর। ইহা ফতোয়াও এর উপর। ইহা ফতোয়য়ে কোবরার মধ্যে আছে। যদি কেউ ধারাবাহিক কয়েক বছর যিম্মী হিসাবে থাকে, কিন্তু তার নিকট হতে জিযিয়া আদায় করা না হয়, এমন কি সে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের নিকট হতে জিযিয়া তলব করা যাবে না। আর যদি মুসলমান না হয়; বরং কুফরের করা যাবে না; এবং বর্তমান সনের জিযিয়া তলব করা যাবে– যতদিনে না ঐ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

যদি কোন যিম্মী তার জিযিয়ার মাল তার গোলাম বা কোন প্রতিনিধি মারফত পাঠিয়ে দেয়, তবে এরূপ প্রশ্রয় তাকে দেওয়া যাবে না। ইহাই সর্বাধিক উত্তম রেওয়ায়েত; বরং যিম্মীকে কঠোরভাবে বলে দেওয়া যাবে যে, জিযিয়া স্বয়ং নিজে হাজির হয়ে আদায়কারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় পেশ করবে এবং আদায়কারী উপবিষ্টাবস্থায় তা গ্রহণ করবে। এক বর্ণনায় আছে যে যিম্মীকে ধরে দুই একটি ধাক্কা দিয়ে বলবে যে, আয় যিম্মী! দে তোর জিযিয়া দেয়। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে আর জিযিয়া লেন- দেনের সময়ে আদায়কারীর হাত উপরে এবং দাতার হাত নীচের থাকবে ইহা তাতারখানিয়ার বিবরণ।

যদি যিম্মীগণ দেশের মধ্যে তাদের কোন নূতন মন্দির বা উপাসনালয় বানাতে চায় বা মজুসীরা কোন অগ্নি মণ্ডপ বানিয়ে নিতে চায় এবং তা কোন মুসলমান শহরে বা মুসলমান শহরের সীমান্ত এলাকায় বানাতে চায়, তবে সকলের সম্মিলিত মতেই তা নিষেধ করা যাবে আর যদি তা শহরের কোন নিকটবর্তী স্থানে বা কোন গ্রামে বানাতে চায়, তবে তাতে মতভেদ রয়েছে এবং মতভেদমূলক বর্ণনার ভিত্তিতে মাশায়েখগণও ইহাতে মতভেদ করেছেন। যেমন নাকি মাশায়েখে বলখীগণ বলেছেন যে, এরূপ স্থানে বানাতেও নিষেধ করা যাবে তবে যে সকল গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী যিম্মী, সেখানে বানাতে মানা করা যাবে না। আর বোখারার মাশায়েখ, যাদের মধ্যে আবুবকর মুহাম্মদ ইবনসুল ফজল (রহঃ) ও রয়েছেন, তারা বলেন যে, মানা করা যাবে না এবং শামমুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বলেন যে, আমার নিকট শুদ্ধতর মত এই যে, তাদেকে এই শহরের কোন নিকটবর্তী স্থানে বানাতেও নিষেধ করা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

আর আরবের যমিনে শহর বা গ্রাম সর্বস্থলেই ইহা বানাতে নিষেধ করা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। একইভাবে তাদেরকে ছুমআ বানাতে দেওয়াও জায়েয হবে না। চুমআ বলা হয় এই জাতীয় উপাসালয়কে যার মধ্যে উহাদের যে কোন একজন লোক একই সময় উহাদের নিজেরে রীতিতে উপাসনা করে থাকে। হ্যাঁ, তবে যদি উহারা নিজেদের বাড়ীর মধ্যে পৃক ঘর উপাসনার জন্য বা বড় ঘরের মধ্যে কোন পৃথক উপাসনা কক্ষ নির্মাণ করে, তবে তা নিষেধ করা যাবে না। ইহা গায়াতুল বয়ানের বিবরণ।

আমাদের মাশায়েখণগণ বলেন যে, শহরের কাছে বা গ্রামের মধ্যে যে সকর পুরানা মন্দির বা গীর্জা আছে, তা নষ্ট করা যাবে না তারপর যা শহরের মধ্যে আছে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, শহরের মধ্যকা পুরানা মন্দির, গীর্জা

নষ্ট করা যাবে না। তবে কিতাবুল ওশর ও খেরাজের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের শহরে পুরোনা মন্দির, গীর্জা নষ্ট করা যাবে না। তবে কিতাবুল ওশর ও খেরাজের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের শহরে পুরানা মন্দির, গীর্জা বা উপাসনালয় ভেঙ্গে দিয়ে থাকে, তবে তাদের জন্য এই অধিকার থাকবে যে, উ যথাস্থানে যেরূপ ছিল ঠিক তদ্রূপই সেই স্থানে নির্মাণ করে নেয় আর যদি তারা বলে যে, আমরা উহা জায়গা পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় নির্মাণ করব, তবে তাদেরকে এই অধিকার দেওয়া যাবে না এবং পুর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকাওে নির্মাণ করতে দেওয়া যাবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

উল্লেখ থাকে যে, পুরানা মন্দির গীর্জার অর্থ এই যে, মুসলমানগণ যখন উক্ত শহর কাফেরদের নিকট হতে ছোলেহ সূত্রে অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছিল, তার পূর্বেই উহা নির্মিত হয়েছিল। এতে এমন কোন শর্ত নেই যে, ছাহাবায়ে কেরাম বা তাবে-তাবেয়ীনদের যমানা হতেই উহা থাকতে হবে। উহা গায়াতুল বয়ানের বিবরণ। আর যদি তাদের কোন মন্দির কোন গ্রামে থাকে এবং ঐ মন্দির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উহার চার পাশে বহু ইমারত অট্টালিকা বানিয়ে নেয়, তবে কিতাবুল ওশরের বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া যাবে যে, এগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং অন্যান্য ওলামাগণের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদেরকে এরূপ হুকুম দেওয়া যাবে না। এভাবে যদি তাদের কোন মন্দির বা গীর্জা শহরের নিকটবর্তী কোম স্থানে বর্তমান থাকে, তার পর তারা এর চার পাশে ইমারাত নির্মাণ শুরু করে এবং তারা বৃদ্ধি করতে করতে তা শহরের সাথে মিলে ফেলে অর্থাৎ যেন উহা শহরেরই ইট মহল্লা বলে মনে হতে থাকে, তা হলে মন্দির বা গীর্জা ভাঙ্গার নির্দেশ দেওয়া যাবে এবং এই মতই শুদ্ধ। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি আহলে হরব এরূপ দরখাস্ত করে যে, আমরা মুসলমানের সাথে এরূপ শর্তে তাদের যিম্মা স্বীকার করে নিতে পারি যে, যদি আমরা আমাদের দেশে কোন গ্রামে বা শহরে নতুন মন্দির বা গীর্জা নির্মাণ করি, তবে তা করতে এবং প্রকাশ্যভাবে শরাব ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা যাবে না। তবে মুসলমানদের এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের সাথে ছোলেহ করা উচত হবে না। আর যদি এরূপ শর্তে ছোলেহ করে নেয়, তবে তাদের সেই ছোলেহ ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা যখীরাহর বিবরণ।

যদি আহলে হরবের কোন কওম মুসলমানদের সাথে এই শর্তে ছোলেহ করে যে, আমরা আমাদের জান ও মাল হেফাজতের জন্য মুসলমানদের যিম্মা স্বীকার করে নিলাম। শর্ত এই যে, আমাদের ঘর বাড়ী গ্রাম মহল্লা এবং শহরে মন্দির গীর্জা এবং উপাসনালসমূহ যা বর্তমান আছে এবং ঐ স্থানসমূহে শরাব ও শূকর প্রকাশ্যে বেচাকেনা হয় এবং মা ও ভগ্নির সাথে বিয়ে হয়। মৃত জন্তু প্রকাশ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়, আমাদের সেই সমস্ত ছোট বা বড় গ্রাম অথবা শহর যা মুসলমানদের হয়ে যাবে, তাতে জুমার নামায কায়েম করা যাবে এবং হুদুদে শরয়ী জারী করা যাবে তবে মুসলমান ছোলেহের পরে তাদেরকে পূর্বোল্লিখিত কাজগুলো প্রকাশ্যে করতে নিষেধ করবে; এবং যিম্মীদের এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, তারা সেখানে কোন নতুন মন্দির বা গীর্জা নির্মাণ করে। আর তারা প্রকাশ্যে শরাব ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না। মৃত জন্তুও বেচাকেনা করতে পারবে না এবং তারা মা ও ভগ্নিকে প্রকাশ্যে বিবাহও করতে পারবে না। আর ঐ দেশ মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পূর্বে সেখানে যে সমস্ত মন্দির, গীর্জা বা উপাসনালয় কায়েম ছিল সেগুলো সেভাবেই থাকবে। যদি তার কোনটি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, তবে পূর্বে তা যেখানে যেরূপ ছিল ঠিক সেখানে সেরূপভাবে নির্মাণ করতে পারবে। যদি তারা বলে যে, আমরা স্থান পরিবর্তন করে শহরের অন্য কোন স্থানে নির্মাণ করব, তবে তাদেরকে সেই অধিকার দেওয়া যাবে না।

যদি ইমাম আহলে হরবের কোন কওমের উপর জয়যুক্ত হয়, তারপর সে ভাল মনে করে যে, তাদের উপর এবং তাদেরকে যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করে দেয়, যমিন এবং ঐ দেশকে গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বন্টন না করে।

www.nagorikpathagar.org

যেমন হযরত ওমর (রাঃ) কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে বন্টন না করে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের সাথে করেছিলেন, তবে ইহা জায়েয হবে। এরূপ করা হলে এদের মন্দির এবং গীর্জা বানাতে নিষেধ করা যাবে না। শরাব ও শূকর প্রকাশ্যে বেচা-কেনা করতে এবং উল্লিখিত কুকাজগুলোও প্রকাশ্যে করতে মানা করা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহাহাজে বর্ণিত আছে। আর যদি ইমাম মুশরিকদের কোন শহর শক্তি ও সামর্থের মাধ্যমে জয় করে নেয় এবং তথাকার লোকদের সাথে এরূপ শর্তে ছোলেহ করে নেয় যে, তাদেরকে যিম্মী বানাবে। অথচ ঐ দেশে পুরানা মন্দির, গীর্জা উপসনালসমূহ বর্তমান আছে। অতঃপর তাদের এরূপ শহর ও গ্রামের মধ্যে কোন শহর বা গ্রাম এরূপ হয়ে যায় যে, তাতে জুমার নামায আদায় করা হয় এবং হুদুদে শরয়ী জারী হওয়া শুরু হয়ে যায়, তবে ইমাম যিম্মীদেরকে তাদের মন্দির ও গীর্জায় তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী উপাসনা করতে নিষেধ করে দিবে এবং তাদেরকে নির্দেশ দিবে যে, ঐ গৃহগুলোকে তোমরা তোমাদে র বাসগৃহে রূপান্তর কর; কিন্তু ইমামের জন্য ইহা উচিত হবে না যে, ঐ গৃহগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে।

যদি আহলে হরবের কোন কওম যিম্মী হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে এই শর্তে ছোলেহ করে যে, তারা যিম্মী হওয়ার পর তাদের গ্রামে বা শহরে কোন মন্দির বা গীর্জা নির্মাণ করবে না। তার পর তাদের পূর্বে তৈরীকৃত মন্দির বা গীর্জার কোন শহর যদি মুসলমানের হয়ে যায়, তবে মুসলমানদের জন্য ইহা জায়েয হবে না যে, ঐ সমস্ত মন্দির বা গীর্জা ভেঙ্গে ফেলে। আর এই হুকুম হল ওলামায়ে আম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী; কিন্তু কিতাবুল ওশর ও খেরাজের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইহা মুসলমানদের ভাঙ্গার ইখতিয়ার থাকবে। আর এভাবে যদি যিম্মীদের শহরের মধ্যে কোন শহর মুসলমানরে জন্য এমন শহর হয়ে যায়, যেখানে জুমার নামায আদায় হয়, হুদুদে শরয়ী জারী হতে থাকে, তার পর মুসলমানগণ ঐ শহর ছেড়ে দিয়ে অন্য শহরে চলে যায়। আর এই শহরে হয়ত বা মাত্র দুই চারজন মুসলমান থেকে যায়। তারপর যিম্মীগন আবার সেখানে নতুনভাবে কিছু মন্দির ও গীর্জা নির্মাণ করে, তার পর আবার মুসলমানগণ বিশেষ কোন কারণবশতঃ সেই শহরে ফির আসে এবং তথায় আবার নামাযে জুমুআ ও ঈদ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়, হুদুদে শরয়ী জারী হতে থাকে, তবে যিম্মীগণ যে নতুন মন্দির-গীর্জা বানিয়েছে, তা ভাঙ্গা যাবে না। শায়খ রেকোনুল ইসলাম (রহঃ) বলেন যে, এভাবে মুসলমানগণ কোন শহর ছেড়ে যাওয়ার পর যদি যিম্মীগণ সেখানে মন্দির-গর্জা বানায়, তারপর আর মুসলমানগণ কোন কারণবশতঃ সেখানে ফিরে আসে এবং ইহা পুরাপুরি মুসলমানের শহের পরিণত হয়ে যায়, এমন কি নামাযে জুমুআ ঈদ ইত্যাদি আদায় হতে থাকে, হুদুদে শরয়ী জারী হয়, তা হলেও যিম্মীদের উক্ত মন্দির-গীর্জা ভাঙ্গা যাবে না।

মুসলমানগণ যদি ইচ্ছা করে যে, যিম্মীদেরকে তাদের মন্দির গীর্জায় উপাসনা করতে মানা করবে, আর যিম্মীগণ যদি বলে যে, আমরা তোমাদের ইমামের সাথে ছোলেহ সূত্রে তোমাদের যিম্মা স্বীকার করে নিয়েছি। সুতরাং তোমাদের আমাদের মন্দিরে– গীর্জায় উপাসনা করতে বারণ করা সিদ্ধ হবে না। আর যদি মুসলমানগণ বলে যে, না, আমরা তোমাদের দেশকে তলোয়ারের জোরে দখল করেছি, তারপর আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও অনুগ্রহবশতঃ তোমাদেরকে যিম্মী করেছি; সুতরাং তোমাদেরকে মন্দির ও গীর্জায় উপাসনা করতে নিষেধ করা আমাদের জন্য সিদ্ধ। তারপর যদি এই মকদ্দমা বর্তমান ইমামুল মুসলিমীনের দরবারে পেশ করা হয়, তবে ঘটনা এই যে, বহুদিন পূর্বে ঐ দেশ মুসলমানদের অধীনে এসেছে, কেউই একথা সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, এই দেশ মুসলমান সন্ধিসূত্রে করায়ত্ত করেছিল, না যুদ্ধ করে জয় করেছিল। এমতাবস্থায় ইমাম সমকালীন ফকীহদের কাছে সমস্যার সমাধান জেনে নিয়ে তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর যদিও তারা কোন সমাধান দিে না পারে, তবে ইমাম ঐ দেশকে মুসলমানগণ

www.nagorikpathagar.org

সন্ধিসূত্রে দখল করেছিল বলেই সাব্যস্ত করবে এবং যিম্মীদের কওলই কবুল করে নিবে আর তাদের দ্বারা কসম করিয়ে নিবে।

যদি মুসলমান এবং যিম্মীদের তরফ হতে পরস্পর বিরোধী দুইরকম সাক্ষী পেশ করা হয়, তবে সাক্ষীদেও কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না। কেননা স্বাভাবিক কারণেই যে পক্ষীয় লোকগণ নিজেদের স্বার্থে সেই পক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্যদান করবে। তবু এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত শহর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে বলে যারা সাক্ষ্য দিবে, তাদের সাক্ষ্য বিপক্ষের সাক্ষ্যের তুলনায় উত্তম বলে বিবেচিত হবে। তবে ইমাম দেখবে যে, উভয় পক্ষে সাক্ষীদের মধ্যে চরিত্র ও সততা প্রভৃতির দিক দিয়ে কে বেশি নির্ভরশীল, এরূপ যে বিবেচিত হবে চাই মুসলমান হোক, চাই যিম্মী হোক, সে যেরূপ সাক্ষ্য দিবে, তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে ইমাম মকদ্দমার ফায়ছালা করবে। ইহা যখীরাহর বিবরণ।

কোন যিম্মীকে এই অধিকার দেওয়া ঠিক হবে না যে, সে বেদ্বীন অর্থাৎ কাফের মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে মুসলমানদের কার্যকলাপ, আচরণ এবং লেবাস-পোশাক প্রভৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের অনুরূপ চলবে। এমন কি যিম্মীদেরকে নেহায়েত জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত অশ্বারোহণ করতেও নিষেধ করা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে।

যিম্মীদেরকে চাদর এবং দিস্তার ব্যবহার করতে নিষেধ করা যাবে। কেননা ইহা মুসলমান ওলামাদের সম্মানজনক লেবাস। যদি কোন যিম্মী কোন মুসলমানের কাছে এদের উপাসনালয়ের পথ দেখিয়ে দিতে বলে, তবে তা দেখিয়ে দিবে না। কেননা, উহা গুনাহের কাজের স্থান; সুতরাং সে কাজ করতে যে কোনরূপ সাহায্য বা সহযোগিতা করাও গুনাহের কাজ। যদি কোন মুসলমানদের পিতামাতা যিম্মী হয়, তাদের ঐ পিতামাতাকে কখনও তাদের মন্দিরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসা চাই না অবশ্য তাদেরকে মন্দির হতে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে তাদের হাত ধরেও নিয়ে আসবে ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

মুসলমানগণ কখনও যিম্মীদেরকে প্রথম সালাম করবে না। তবে যদি তারা মুসলমানগণকে সালাম করে, তখন তারা জবাব দিবে; কিন্তু জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' এতটুকুই বলবে, এর বেশি কিছু নয়। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। নাছারাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া যাবে না যে, তারা গীর্জায় বুলন্দ আওয়াজে ঢোল-বাদ্য বাজায় এবং বড় জামাত করে প্রকাশ্যে তাদের নামায পড়ে। অবশ্য ঘরে তাদেরকে একাকী নামায পড়তে মানা করা যাবে না। আর ইহুদী নাছারারা যদি তাদের তৌরাত, ইঞ্জীল, যাবুর উচ্চ আওয়াজে পাঠ করে এবং তাতে শিরকমূলক কিছু না থাকে, তবে নিষেধ করা যাবে না আর তদ্রূপ কোন কিছু থাকলে নিষেধ করা যাবে। যদি মুসলমানের শহর হতে অনেক দূরে তারা গীর্জা হতে ছাবিল বের করে বা উচ্চশব্দে বাজনা কাজায়, তবে তাতে দোষের কিছু নাই। তানজীসের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যিম্মীগণ মুসলমানদের কোন গ্রামে বা শহরের যদি এমন কতকগুলো কাজ করে, যেগুলো সম্পর্কে সন্ধিপত্রে যদিও উল্লেখ নাই কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই জঘন্য, তবে তাদেরকে সে কাজগুলো করা হতে নিষেধ করা যাবে– যেমন ব্যবিচার, অশ্লীল গান-বাজনা, নৃত্য, জুয়া ইত্যাদি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোরতাদের হুকুমের মাসায়েল

মোরতাদ বলা হয় সেই লোকদেরকে, যারা দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে । ইহা নাহরুল ফায়েকের মধ্যে আছে। মোরতাদের হুকুম হল, ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের যবান হতে কুফরী কালাম বলতে শুরু করা। আর এভাবে মোরতাদ হওয়ার বিশুদ্ধতার শর্ত হল, আকেল হওয়া। অতএব কোন পাগল বা উন্মাদ ব্যক্তির মোরতাদ হওয়া শুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

নয়। এরূপ নাবালেগের মোরতাদ হওয়াও শুদ্ধ নয়, যার আকল হয়নি। আর যে ব্যক্তি কখনও পাগল হয় এবং কখনও সুস্থ হয়, তার ক্ষেত্রে দেখা যাবে, যদি সে সুস্থ থাকার সময় এরতেদাদ করে অর্থাৎ ইসলাম হতে ফিরে যায়, তবে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি পাগল থাকাকালে করে, তবে তা অশুদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি নেশার ঘোরে এমন আচ্ছন্ন যে, তার হুঁশ-জ্ঞান লুপ্ত, তবে তার এরতেদাদও অশুদ্ধ। পূর্ণ বালেগ হওয়া মোরতাদ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। শরীর ও মন সুস্থ, স্বাভাবিক ও নিরোগ হওয়াও এরতেদাদ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। যে ব্যক্তি কোনরূপ জবরদস্তি বা মজবুরীর কারণে মোরতাদ হবে, তা শুদ্ধ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যে বালক ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, যে জানে যে ইসলাম দোযখ হতে নাজাতের উপায়, আর পাক নাপাক, হারাম-হালাল যে তমিজ করতে পারে, মিঠা ও তিতাকে যে পরখ করতে পারে, তার এরতেদাদ শুদ্ধ। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে কাজীখান এবং হেদায়ায় উক্তরূপ বর্ণনার পরে বলা হয়েছে যে, ইহার জন্য অন্ততঃ সাত বছর বয়স হওয়া চাই। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি অর্ধচেতন অবস্থাপ্রাপ্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ যার জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায়, তার এরতেদাদও শুদ্ধ নয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। যখন কোন ব্যক্তি এভাবে ইসলাম হতে ফিরে যায়, তখন তার নিকট ইসলাম পেশ করা যাবে। ঐ ব্যক্তির মনে কোন ব্যক্তি এভাবে ইসলাম হতে ফিরে যায়, তখন তার নিকট ইসলাম পেশ করা যাবে। ঐ ব্যক্তির মনে কোন বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ উদয় হলে যদি সে তা প্রকাশ করে, তবে পরিষ্কারভাবে তা দূর করে দেয়া চাই। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে কোন মোরতাদকে তিনদিন পর্যন্ত কয়েদ করে রাখা যাবে। যদি ইহার মধ্যে সে আবার মুসলমান হয়ে যায়, তবে ভাল কথা, আর না হলে তাকে কতল করা যাবে। এই হুকুমে গোলাম ও আযাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে উল্লেখ আছে।

মোরতাদ ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার নিয়ম হল, সে কালেমায় শাহাদাত মনে মুখে পাঠ করবে। আর ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোন ধর্মের উপরে সে নিজের বেজারি ও নারাজী প্রকাশ করবে বা সে যে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল সে ধর্মের প্রতি বেজারি ও নারাজী প্রকাশ করলেও চলবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। নাতেকী (রহঃ) হাসান (রহঃ) এর কিতাবুল এরতেদাদ হতে আজনাসের মধ্যে নকল করেছেন যে, যদি মোরতাদ তাওবাহ করে ইসলামে ফিরে আসে, তারপর আবার কাফের হয়, এভাবে পরপর তিনবার করে এবং প্রত্যেকবার ইমামের নিকট ওজর পেশ করে এবং সময় প্রার্থনা করে, তবে ইমাম তা তৃতীয়বার তিনদিনের সময় দিবে, তাপর চতুর্থবার যদি সে কুফরের দিকে ফিরে যায় এবং তারপর আবার ইমামের নিকট সময় প্রার্থনা করে, তবে আর ইমাম তাকে সময় দিবে না; সুতরাং যদি সে মুসলমান হয়, তবে তো ভাল, নতুবা তাকে হত্যা করবে।

শায়েখ কুরখী (রহঃ) স্বীয় মোখতাছারে বর্ণনা করেছেন , যদি ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বারের পরেও ইসলাম হতে ফিরে যায় এবং তাকে ইমামের নিকট নেওয়া হয়, তা হলেও আবার তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে। যদি সে তাওবাহ না করে, তবে তাকে কতল করে ফেলবে। আর কোন সময় দিবে না, যদি তাওবাহ করে, তবে তাকে ক্লেশকর প্রহার করবে, তবে লক্ষ্য রাখবে যেন উহা শরয়ী হুদুদের পর্যায় না পৌঁছে। তারপর তাকে কয়েদ করে রাখবে। কয়েদখানা হতে বের করবে না। যেন তার চেহারায় তাওবার নিদর্শন ফুটে উঠে। আর তার প্রকাশ্য লক্ষণ দ্বারা অনুভূত হয় যে, এবার কাজে মধ্যে এখলাছ এসেছে। এরূপ অবস্থা প্রকাশ পাবার পর তাকে মুক্ত করে দিবে। শায়খ আবু ল হাসান কুরখী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের সকল ইমামের কওল এই যে মোরতাদে সর্বদা তাওবা করতে বলা যাবে। ইহা গায়াতুল বয়ানে উল্লেখ আছে। যদি মোরতাদের কাছে ইসলাম পেশ করার আগে কেউ তাকে কতল করে ফেলে বা

www.nagorikpathagar.org

তার কোন অঙ্গ কর্তন করে, তবে তা মাকরূহ তানযীহী হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। মাকরূহ তানযীহী হওয়া দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে যে, ঐরূপ কতলকারী বা অঙ্গ কর্তনকারীর উপর কোন কিছুর জেমান বর্তিবে না। তবে ইমামের নির্দেশ ব্যতীত যদ এরূপ কাজ করে, তা হলে ইমাম তাকে অবশ্যই তাদীব দিবে। ইহা পায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে।

যদি কোন বালক মোরতাদ হয় অথচ সে বুঝমান। তবে তার মোরতাদ হওয়া ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট শুদ্ধ হবে। তার উপর ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জবরদস্তি করা যাবে; কিন্তু তাকে কতল করা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর বালক যদি করীবুল বুলুগ হয়, তবে তার হুকুমও ঐরূপ হবে ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

মোরতাদ মহিলাকে কতল করা যাবে না, তাকে আটক করে রাখা হবে এবং তিনদিন পরপর তাকে প্রহার করা যাবে, যেন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু যদি কেউ তাকে কতল করে ফেলে, তবে তার উপর কিছুই হবে না। কোন দাসী-বাদী মোরতাদ হলে তার ইসলাম গ্রহণের জন্য জরবদস্তির দায়িত্ব তার মনিবের উপর ন্যস্ত হবে। কেননা মনিব তার নিজের বাড়ীতে তাকে কয়েকদণ্ড করে রাখতে পাবে এবং মাঝে মাঝে প্রয়োজনে প্রহারও করতে পারবে। তাছাড়া মনিব তার নিকট হতে খেদমতও গ্রহণ করতে পারবে। মোটকথা দাসীকে তা মালিকের যিম্মায় দিয়ে দিবে, চাই সে তার প্রয়োজন অনুভব কররুক বা না করুক এবং তার দ্বারা সে খেদমতাদি গ্রহণ করুক বানা করুক। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। তবে উল্লেখ্য যে, মনিব তার সাথে অতী করবে। বালিকা মোরতাদের যদি বুদ্ধিমতি হয়, তবে তার হুকুম বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলার অনুরূপ হবে। ইহা নাহ্‌রুল ফায়েকের মধ্যে আছে। আযাদ মোরতাদ আওরাত যতদিন দারুল ইসলামে থাকবে, কয়েদ করে তাকে দাসী বানাবে না। আর যদি সে দরুল হরবে চলে যায় এবং তথা হতে গ্রেফতার করে আনা হয়, তবে তাকে দাসী বানাবে। ইমাম আজম (রহঃ) হতে নাওয়াদেরে এরূপও বর্ণিত আছে যে, আযাদ মোরতাদ মহিলাকে দারুল ইসলামে থাকা অবস্থাও দাসী বানানো যাবে।

কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই বর্ণনায় ভিত্তিতে যদি এরূপ মোরতাদ দাসী ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়া যায়, যাদের স্বামী বর্তমান আছে, তবে দোষের কিছু নয়। তখন উচিত হবে, তার স্বামী তাকে ইমাম দ্বারা দাসী বানিয়ে নিবে অথবা ইমাম ঐ মোরতাদ দাসীকে তার স্বামীর নিকট হেবা করে দিবে। ফলে সে তার মালিক হয়ে যাবে এবং এমতাবস্থায় তাকে আটক করতে ও প্রহার করতে পারবে। ইহা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। বাশার বিন অলীদ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি মোরতাদ নিজের মোরতাদ হওয়ার কথা অস্বীকার করে যে, আমি মোরতাদ হই নাই; বরং সে তাওহীদ এবং রেসালাতের একরার করে, তবে এই আমর তার পক্ষ হতে তাওবাহ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

মোরতাদ ব্যক্তির মোরতাদ হওয়ার কারণে তার মাল হতে তার মিলিকিয়াত দূর হয়ে যায়; কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলে আবার তা ফিরে আসে। আর যদি সে মরে যায় বা মোরতাদ অবস্থায় তাকে কতল করা হয়, তবে তার ইসলামে থাকা অবস্থায় যা সে কামাই করেছে, তার কর্জ থাকলে সেই কর্জ পরিশোধ করে উদ্বৃত্ত মালের তার ওয়ারিছগণ মীরাছ পাবে। আর যা সে মোরতাদ অবস্থায় কামাই করেছে, তার কর্জ থাকলে তা পরিশোধ করে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা মোফত হবে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত। ছাহেবাইন বলেছেন যে, মোরতাদের মিলকিয়াত তাদে মাল হতে দূর হয় না।

যে ব্যক্তি মোরতাদের ওয়ারিছ হবে তাদের ব্যাপারে ইমাম আজম (রহঃ) হতে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। যেমন নাকি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ইমাম আজম হতে বর্ণনা করেছেন যে, মোরতাদের মৃত্যু অথবা কতলের ক্ষেত্রে অথবা

www.nagorikpathagar.org

তাকে দারুল হরবে বলে যাওয়ার হুকুম দওয়ার ক্ষেত্রে তার ওয়ারিছ মীরাছ লাভ করবে এবং ইহাই শুদ্ধতর মত। আর ঐ ক্ষেত্রসমূহে তার মৃত্যু, কতল বা দরুল হরবে চলে যাওয়ার হুকুমের সময় পর্যন্ত তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তবে সে ওয়ারিছ হবে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি মোরতাদ এরতেদাদের অবস্থায় দারুল হরবে চলে যায়, তবে তার মামলুক, মোদাব্বের, উম্মে ওয়ালাদ সকলেই আদায় হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত মিআদী কর্জ তখনই আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর সে ইসলামে থাকা অবস্থায় যে মাল কামাই করেছে, তা তার মুসলমান ওয়ারিছদেরকে দেওয়া যাবে। এতে আমাদের ওলামাত্রয় একমত পোষণ করেছেন এবং ইসলামের অবস্থায় সে যে অছিয়ত করেছে, তা বাতিল হবে- চাই সে অছিয়ত নেক হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। এর মধ্যে কোনরূপ মতভেদও নাই। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যযি কেউ নিজের মোরতাদ গোলাম বা মোরতাদাহ দাসী বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি মোরতাদ তাওবাহ করে দারুল ইসলামে ফিরে আসে, আর কাজী তখনও তাকে দারুল হরবে যাওয়ার হুকুম দেয়নি। অর্থাৎ এরূপ হুকুম দিবার আগেই সে তথায় গিয়ে আবার তাওবাহ করে ফিরে আসে তবে যা কিছু মাল সে ওয়ারিছদের কাছে পাবে, তা নিয়ে নিবে। আর যা ওয়ারিছগণ হস্তান্তর করে ফেলছে, তা আর সে বক্তি পাবেনা। আর ওয়ারিছদের উপর ক্ষতিপুরণও লাযেম হবে না। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। যদি মোরতাদ তার নাছরানী দাসীর সাথে অতী করে, যে ইসলামে অবস্থায় তার অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর তার মোরতাদ হওয়ার সময় হতে ছয়মাসের বেশি সময়ের পর সে দাসী সন্তান প্রসব করে এবং উক্ত মোরতাদ তার নছব দাবী করে, তবে এই দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং উক্ত বাচ্চা আযাদ হয়ে যাবে এবং সে তার সন্তান হবে। ইহা হোদয়ার মধ্যে আছে।

তারপর যদি মোরতাদ মরে যায় অথবা কতল হয়ে যায়, তবে তার সন্তান তার ওয়ারিছ হবে না। আর যদি দাসী নাছরানী না হয়ে মুসলমান হয়, তবে এই সন্তান তার ওয়ারিছ হবে- চাই উক্ত মোরতাদ মরে যাক বা কতল হয়ে যাক বা দারুল হরবে চলে যাক । যদি কোন মোরতাদ নিজের মাল-সামান নিয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর মুলমান জয়লাভ করে ঐ মাল নিয়ে নেয়, তবে তা মোফত হয়ে যাবে। অতঃপর তার ওয়ারিছগণ ঐ মালের আর কোন অংশ পাবে না যদি মোরতাদ ব্যক্তি দারুল হরবে চলে যায় এবং দারুল ইসলামে তার এক গোলাম থেকে যায়, তখন গোলাম ঐ ব্যক্তির পুত্রের হয়ে যাবে। তারপর পুত্র তাকে যদি মোকাতেব করে নেয়, তারপর ঐ ব্যক্তি তাওবাহ করে আবার মুসলমান অবস্থায় ফিরে আসে, তবে উক্ত গোলামের কিতাবাত বহালই থাকবে এবং মালে কিতাবাত এবং বেলায়েত ঐ ব্যক্তির হবে। হয়ে কাফীর মধ্যে আছে। ইহা ঐ সময়ে হবে, যখন তখনও পর্যন্ত উক্ত মোকাতেব মাল দিয়ে আযাদ হয়নি। আর যদি মোকাতেব মাল আদায় করে আযাদ হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি ফিরে আসে, তবে আযাদ হয়ে যাওয়া মোকাতেবের বেলায়েত পুত্রের হবে। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' ছগীরে বর্ণনা করেছেন, যদি মোরতাদ ভুলবশতঃ কতল করতঃ দারুল হরবে চলে যায়,. বা মরে যায় অথবা এরতোদের অবস্থায় কতল হয়ে যায় বা দরুল ইসলামে জীবিত বর্তমান থাকে, সর্বাবস্থায় সর্ববাদী মতে মাকতুলের দিয়ত তার মাল হতে আদায় করা হবে। তবে তার মাল কামাই যদি শুধু ইসলামের অবস্থায় বা শুধু ইরতেদাদের অবস্থায় হয়ে থাকে, তবে তা দ্বারাই পূর্ণ দিয়ত আদায় করা যাবে। আর যদি উক্ত উভয় অবস্থার কামাই হয়ে থাকে,তবে ছাহেবাইনের কওল অনুযায়ী উভয় কামাই হতে দিয়ত দেওয়া যাবে। আর ইমাম আজম (রহঃ) এর প্রকাশ্য কওল অনুযায়ী তার ইসলামের অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া যাবে। তারপর যদি কিছু

www.nagorikpathagar.org

অপূর্ণ থাকে, তবে তা এরতেদাদের অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে পুরণ করতে হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। আর ইহা তখন হবে, যখন উক্ত মোরতাদ মুসলমান হওয়ার পূর্বে কতল হবে বা মরে যাবে আর যদি সে মোরতাদ হওয়ার পরে পুনরায় মুলমান হওয়ার পর মারা যায় বা জীবিত থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে দিয়ত তার উভয় সময় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া যাবে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

আর যদি মোরতাদ কিছু মাল গছব করে থাকে বা কোন বস্তু নষ্ট করে থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে এর জেমান ঐ ব্যক্তির মাল হতে দেওয়া যাবে। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন তার গছব করা বা মাল নষ্ট করে দেওয়া সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হবে। আর যদি শুধু তার একরার দ্বারা ছাবেত হয়, তবে ছাহেবাইনের নিকট এই ক্ষতিপুরণের মাল তার উভয় অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া হবে। আর ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তার ইতেদাদের অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া যাবে। এরূপ শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বর্ননা করেছেন। যদি মোকাতেব মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং সে কিছু মাল কামাই করে, তারপর সে ঐ মালসহ গ্রেফতার হয়ে যায়, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তারপর তাকে কতল করা হয়, তবে তার মাল দ্বারা তার মনিবকে মালে কিতাবাব আদায় করে দেওয়া যাবে। আর যা বাকী থাকবে, তা তার ওয়ারিছগণকে দেওয়া যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর যদি এরূপ হয় যে, উক্ত মোকাতেবের যে মাল থাকে, তা তার মালে কিতাবাত আদায় করতে যথেষ্ট না হয়, তবে যা কিছু থাকে, তাই মনিবের হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

এক গোলাম নিজ মনিবসহ মোরতাদ হয়ে উভয় দারুল হরবে চলে যায়। তারপর মনিব সেখানে মরে যায় এবং গোলাম কয়েদ হয়ে দারুল হরব হতে দারু ইসলামে আসে, তবে সে মোফত হয়ে যাবে। তারপর যদি সে মুসলমান না হয়, তবে তাকে কতল করা যাবে। আর যদি গোলাম মোরতাদ হয়ে মনিবের মাল নিয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর মালসহ গ্রেফতার হয়ে আসে, তবে সেতোফত হবে না বরং তার মনিবকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে যদি মুসলমানের একটি দল মোরতাদ হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করে কোন শহরে জয়যুক্ত হয় এবং সে শহর যদি দারুল হরবে হয়, উহাদের সাথে উহাদের বাচ্চা ও আওরাতও থাকে, তারপর আবার মুসলমানগণ তাদের উপরে বিজয়ী হয়, তবে তাদের পুরুষদেরকে কতল করা যাবে এবং মহিলা ও বাচ্চাগণকে দাস-দাসী বানানো যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি স্বামী স্ত্রী উভয় মোরতাদ হয়ে দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর আওরাত তথায় হামেলা হয় এবং তাদের বাচ্চা পয়দা হয়, এই বাচ্চা বালেগ হয়ে তারও বাচ্চা পয়দা হয়, তারপর মুসলমান তাদের উপর জয়যুক্ত হলে উক্ত উভয় বাচ্চা মোফত হবে; কিন্তু তাদের মধ্যে প্রথম বাচ্চার উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য মজবুর করা যাবে এবং দ্বিতীয় বাচ্চার উপর মজবুর করা যাবে না।

আর যদি উক্ত মহিলা দারুল ইসলামে হামেলা হয়, তা হলেও একইরূপ হুকুম হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। আর নাওয়াদেরে বর্ণিত আছে, যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয় মোরতাদ হয়ে নিজেদের ছোট বাচ্চাসহ দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর ঐ বাচ্চা বালেগ হওয়ার পর তারও বাচ্চা হয়, তারপর মুসলমানগণ জয়লাভ করতঃ উহাকে কয়েদ করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট উহাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মজুবর করা যাবে ইহা মুহীতের বিবরণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বিদ্রোহীদের মাসায়েল

প্রত্যেক এরূপ দল বাগী নামে আখ্যায়িত হয়, যারা দলবদ্ধভাবে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে আদেল এবং সত্যনিষ্ঠ হুকুমতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং বলে যে, আমরাই হক পথে আছি। এই কথার ভিত্তিতে তারা দেশের

www.nagorikpathagar.org

বেলায়েতেরও দাবীদার হয়; কিন্তু যেসব চোর-ডাকাত বা লুণ্ঠকারী কোন শহরে বা নগরে তাদের আধিপত্য অর্জন করে নেয়, তাদেরকে বাগী বলা যায় না। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ। যদি কোন কওম মুসলমানদের বশ্যতা অস্বীকারপুর্বক দেশের কোন শহর বা নগরী নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়, তবে ইমাম প্রথম তাদেরকে মুসলিম কওমের সাথে পুনর্মিলন এবং বিরোধিতা পরিহারের পথে ফিরিয়ে আসতে বলবে। আর তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা দূর করে দিবে এবং তাদের তাওবাহ করতে নির্দেশ দিবে। ইহা কাফীর বিবরণ ; কিন্তু উল্লেখ্য যে, তাদেরকে এভাবে আহ্বান করা ইমামের জন্য ওয়াজিব নয়। ইমাম যখন শুনবে যে, এরূপ কোনদল অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তখন ইমামের কর্তব্য, তাদেরকে আটক করে কয়েদখানায় আটক রাখা, এই উদ্দেশ্যে, যেন তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে তাওবাহ করতঃ পুনরায় ইসলামী জামাতের সাথে শামিল হয়ে যায়। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আদেল ও সত্যনিষ্ঠ ইমামের জন্য অবশ্য জায়েয আছে, এরূপ খবর কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করা এবং তাদেরকে হত্যা করা। তবে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকলে পশ্চাদ্ধাবন করে হত্যা করা উচিত নয়। হাঁ, তবে যদি তারা পালিয়ে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা আবশ্যক হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। বাগীদের মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে দাস-দাসী বানানো যাবে না। আর তাদের যে মাল-সামান হস্তগত হবে, এর উপরও অধিকার বর্তিবে না। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রে যদিও অধিকার বর্তিবে না কিন্তু উহা তাদের ফিরিয়েও দেওয়া যাবে না। তারপর যখন তারা সোজা পথে ফিরে আসবে, তখন তাদের মাল-সামান ও অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

যদি সুলতানের অন্যায় শাসন এবং জুলুমের কারণে কোন কওম ঐরূপ বিদ্রোহী হয়, তবে অবশ্যই সুলতান তার জুলুম এবং অন্যায় শাসন ত্যাগ করবে। যদি তা না করে, তবে জনসধারণেও উচিত হবে বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করা। সুলতানের পক্ষাবলম্বন করা অন্যায় হবে। যদি কোন বিদ্রোহী ব্যক্তির গোলাম তার মনিবের সাথে মিলে ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে গ্রেফতার হলে তাকে হত্যা করা যাবে। আর যদি সে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় বরং তার মনিবের খেদমত করতে তার সঙ্গে আসে, তবে তাকে কতল না করে বন্দী করে রাখবে-যতদিন পর্যন্ত না বিদ্রোহীদের বিরোধিতা শেষ হয়। বাগীদের আওরাতগণও যদি যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। যদি ইমামের কোন যি-রেহেম ব্যক্তি বাইয়াত করে যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাকে কতল নাস করে বন্দী করে রাখবে-যতদিন পর্যন্ত না বিদ্রোহীদের বিরোধিতা শেষ হয়। বাগীদের আওরাতগণও যদি যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। তা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। যদি ইমামের কোন যি-রেহেম ব্যক্তি বাগাওয়াত করে যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাকে নিজে হত্যা না করে তার সওয়ারী হত্যা করে ফেলবে। তারপরও তার কার্যক্রম আপত্তিকর হলে অন্য কোন মুজাহিদ তাকে হত্যা করবে।

বাগী ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে তাকে গোসল করাবে না ও এর উপর নামাযে জানাযাও পড়বে না। আর যদি যুদ্ধে কোন আদেল এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি নিহত হয়, তবে শহীদগণের উপর যেরূপ যা করা হয়, তাদের উপরও তাই করবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। বাগীগণ যাদের নিকট হতে ওশর ও খেরাজ আদায় করে নিয়েছে, তাদের নিকট হতে হুকুমতের পক্ষ হতে দ্বিতীয়বার তা আদায় করা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়

ওয়াকফের মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়াকফের পরিচিতি, রোকন, কারণ, হুকুম, শর্ত এবং ওয়াকফ পুরণ হওয়া না হওয়া সম্পর্কিত বাক্যের বিবরণ

ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে কোন মূল মালের স্বত্ব আবদ্ধ করা ও তার লাভালাভ ফকীর-গরীবদেরকে বা অন্য কোনরূপ সৎকাজে ছদকাহ করাকে শরীয়তে ওয়াকফ বলে। এরূপ কাফার মধ্যে বর্ণিত আছে। তবে দুটি অবস্থা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় ওয়াকফকারী ব্যক্তি তার ওয়াকফ প্রত্যাহার বা ওয়াকফকৃত মাল বিক্রি করে ফেলতে পারে। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যে দুই অবস্থায় ওয়াকফকারী ঐ অধিকার হতে মাহরুম হয় তার একটি এই যে, যদি কোন কাজী উক্ত ওয়াকফকে আবশ্যক হওয়ার হুকুম দেয়। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, যদি ওয়াকফকারী এরূপ বলে যে, আমি এই ঘরের আয় অছিয়ত করেছি। এই দুটি অবস্থায় ওয়াকফ আবশ্যক হয়ে যায়। ইহা নেহায়ার বিবরণ।

ছাহেবাইনের নিকট ওয়াকফ হল কোন মূল মালের স্বত্ব এভাবে আল্লাহর অধিকারে আবদ্ধ করা যে ঐ মালের লাভ্যাংশ আল্লাহর বান্দাগণ ভোগদখল করবে। ছাহেবাইনদের মতানুযায়ী ওয়াকফকারী অকফ করলেই ওয়াকফ লাযেম হয়ে যায় এবং ওয়াকফকৃত মাল হেবা বা বিক্রয় করা যায় না এবং ঐ মালের মীরাছও হয় না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ইউয়ুন প্রভৃতি কিতাবানুযায়ী ছাহেবাইনের কওলের উপরই ফতোয়া সাব্যস্ত হয়েছে। ইহা শায়খ আবুল মুকারিমের নেকায়ায় বর্ণিত আছে। ইমাম আজমের মতে ওয়াকফকৃত মালের স্বত্ব ওয়াকফকারীর নিকট হতে তখন দূর হয়, যখন কাজী তার হুকুম দিয়ে দেয়। ওয়াকফ লাযেম হওয়ার ছুরত এরূপ, যেমন কোন ওয়াকফকারী ব্যক্তি কোন মাল ওয়াকফ করতঃ মুতাওয়াল্লীর নিকট উহা সমর্পণ করে। তারপর যদি সে এরূপ দাবী করতঃ যে ওয়াকফ লাযেম হয়েছে বলে হুকুম প্রদান করে, তবে বিল ইত্তেফাক অর্থাৎ সকলেল মতে ঐ ওয়াকফ লাযেম হবে। যদি অকফকারী এবং মুতাওয়াল্লী কোন ব্যক্তিকে বিচারক মানে এবং সে বিচারক ওয়াকফ লাযেম হওয়ার হুকুম দেয়, তবে ছহীহ মত এই যে, এরূপ বিচারকে হুকুম দ্বারা ওয়াকফ লাযেম হওয়া না হওয়ার বিতর্ক মীমাংসা হবে না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। যদি ওয়াকফকারীর অকফ বাতিল করে দেয়, তবে এই ওয়াকফনামায় এরূপ লিখে নিবে যে, যদি এই অকফ কোন কাজী বা শাসক বাতিল করে দেয়, তবে এই ওয়াকফকৃত সমস্ত যমিন এবং তাতে আর যা কিছু আছে আমার পক্ষ হতে তা অছিয়ত করা হল যে, উহা বি ক্রয় করে তার মূল্য ফকীর ও গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এমতাবস্থায় তার ওয়ারিছগণ কাজীর নিকট কোন অভিযোগ উত্থাপন করতঃ ওয়াকফ বাতিল করে কোনরূপ লাভাবান হবে না। অছিয়ত যদি কোন শর্তের সাথে লটকিয়ে দেয়া হয়, তবে অছিয়ত ফাসেদ হওয়ার কোন অবকাশ থাকবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার অকফ মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করে, তবে ছহীহ মতে ওয়াকফকীর নিকট হতে ওয়াকফকৃত মালের স্বত্ব লোপ পায় না; কিন্তু এজমা' মতে ঐ ওয়াকফ লাযেম হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, এই অবস্থায় মালের স্বত্ব অকফকারী ও তার ওয়ারিছদের নিকট বাকী থাকে। পক্ষান্তরে ছাহেবাইন বলেন যে, এই অবস্থায় মালের স্বত্ব অবফকারী ও তার ওয়ারিছদের নিকট বাকী থাকে। পক্ষান্তরে ছাহেবাইন বলেন যে, তাদের কারও নিকটই স্বত্ব থাকে না। ইহা কেফায়ার বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ ওয়াকফকে তার মৃত্যুর সাথে লটকিয়ে দেয় অর্থাৎ সংযুক্ত করে অর্থাৎ বলে যে, যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন হতে আমি আমার এই বাড়ী অমুক নেক কাজের জন্য ওয়াকফ করলাম। তারপর সে মৃত্যুবরণ করল। তবে তার এই ওয়াকফ শুদ্ধ হবে। তখন ওয়াকফকারীর পরিত্যক্ত মালের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াকফ হবে এবং দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিছদের হবে। যদি কেউ এভাবে মরজুল মওতের অর্থাৎ মৃত্যুরোগের মধ্যে ওয়াকফ করে তবে তারও এই হুকুম হবে। আর যদি কেউ মরজুল মওতের মধ্যে ওয়াকফ করে এবং তা মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত না করে এরূপ বলে যে, আমি এখনই ইহা ওয়াকফ করলাম। তবে ইমাম তাহাবীর বর্ণনানুসারে উহা মৃত্যুর সাথে সংযক্ত করারই অনুরূপ হবে; কিন্তু ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে এই ওয়াকফ সুস্থ ব্যক্তি ওয়াকফে হুকুম রাখে কিন্তু ইহা লাযেম হবে না। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ওয়াকফকারী তা প্রত্যাহার কিংবা হেবা ইত্যাদি করতে পারবে। ছাহেবাইনের মতে এক-তৃতীয়াংশ লাযেম হবে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

ছাহেবাইনের মতে এই অবস্থায় ওয়াকফকৃত মালের স্বত্ব ওয়াকফকারীর নিকট হতে বিলোপ হলেও এদের উভয়ের মধ্যে অবস্থার দিক দিয়ে মতভেদ আছে। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, ওয়াকফকারীর শুধু কথার দ্বারাই স্বত্ব লোপ পাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) এই মত পোষণ করেন এবং অন্যান্য অধিকাংশ আহলে ফিকাহও এই মতের সমর্থক। তাছাড়া বলখের মাশায়েখও এই মত পোষণ করেন। কানিয়ায় বর্ণিত আছে যে, ফতোয়াও এরই উপর। এভাবে ফতহুল কাদীর এবং সিরাজুল ওয়াহহাজেও লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যখন পর্যন্ত ওয়াকফ করে মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকারীর নিকট হতে দুর হয় না এবং ফতোয়া এরই উপর। ইহা সিরজিয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। খোলাছায়ও বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওলের উপরই ফতোয়া প্রদত্ত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতানুযায়ী গায়রে মাকসুদ অর্থাৎ এজমালী বস্তু বন্টন না করে ওয়াকফ করা ছহীহ হবে কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতানুযায়ী গায়রে মাকসুদ অথাৎ এজমালী বস্তু বন্টন না করে ওয়াকফ করা ছহীহ হবে কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতানুযায়ী ছহীহ হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে ওয়াকফের মধ্যে ওয়াকফকারীর নিজের মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত করা ছহীহ এবং ইহাই জাহেরী মত; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ইহা ছহীহ হবে না। এভাবে ওয়াকফের মধ্যে এরূপ শর্ত করা যে, ইচ্ছা হলে ওয়াকফকারী ওয়াকফকৃত যমিন অন্য যমিন দ্বারা এওজ বদল করতে পারবে, ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট এস্তেহসানান ছহীহ। ইহা কোলাছার মধ্যে আছে এবং ফতোয়া এরই উপর। ইহ শরহে নেকায়ার মধ্যে আছে। ইমাম আজম (রহঃ) এর মতাঅনুযায়ী কাজীর হুকুমের পর, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতানুযায়ী শুধু ওয়াকফকারীর মুখে কথার পর এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতাঅনুযায়ী ওয়াকফ করা ও মুতাওয়াল্লীকে সোপর্দ করার পর ওয়াকফকৃত মালের স্বত্ব ওয়াকফকারীর নিকট হতে চলে গেলেও যার উপর ওয়াকফ করা হয়, তার অধিকার তা দাখিল হয় না। কাফী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে এবং ইহাই অধিক পছন্দনীয়। ইহা ফতহুল কাদীর গ্রন্থে লিখিত রয়েছে।

ওয়াকফের রোকন

ওয়াকফের রোকন হল সেই সমস্ত খাছ শব্দ যা ওয়াকফ বুঝতে পারা যায়। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।ওয়াকফের ছবব কারণ হল, মহান আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। ইহা এতাবিয়াহ কিতাবে রয়েছে। এখন বাকী রইল, ওয়াকফের হুকুমের কথা। ছাহেবাইনের নিকট তা হল ওয়াফকৃত মাল বা সম্পত্তির স্বত্ব ওয়াকফকারীর অধিকারমুক্ত হয়ে তা আল্লাহ তায়ালার হাকীকী স্বত্বে পরিণত হয় এবং ইমাম আজমের নিকট ওয়াকফের হুকুম হল, ওয়াকফকৃত

www.nagorikpathagar.org

মালের স্বত্ব ওয়াকফকারীর নিকট হতে যার নিকট ওয়াকফ করা হয় তার অধিকার যায় না। যদি কেউ বলে যে, আমি আমার এই যমিন চিরদিনের জন্য ছদকায়ে মৌকুফাহ করে দিলাম অথবা আম আমার মৃত্যু পরের জন্য এর অছিয়ত করলাম। তবে এরূপ ওয়াকফ শুদ্ধ হবে। এমন কি সে ব্যক্তি ঐ যমিন বিক্রি করতে পারবে না। আর ঐ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক হয়। তবে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তির ওয়াকফ শুদ্ধ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

ওয়াকফের শর্ত

ওয়াকফের মধ্যে অন্যতম শর্ত এই যে, ওয়াকফকারীর আকেল অর্থাৎ জ্ঞানী হতে হবে। অর্থাৎ বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে যে, ওয়াকফের ফলাফল এরূপ হয়। দ্বিতীয় শর্ত হল, ওয়াকফকারীর বালেগ হতে হবে; সুতরাং নাবালেগ এবং পাগলের ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না। ইহা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন নাবালেগ নিজের যমিন ওয়াকফ করে তবে ফকীহ আবু বকরের মতে তা বাতিল হয়ে যাবে। হাঁ তবে যদি কাজীর অনুমতিক্রমে হয় তবে তা বাতিল হবে না; কিন্তু ফকীহ আবুল কাসেম (রহঃ) বলেন যে, নাবালেগের যে কোন রকম ওয়াকফ বাতিল হবে, চাই কাজী অনুমতি দেক বা না দেক। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ওয়াকফের আর এক শর্ত হল, আযাদ অর্থাৎ স্বাধীন হওয়া কিন্তু ওয়াকফকারীর জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। যদি কোন যিম্মী নিজের সন্তান এবং বংশধরদের উপর ওয়াকফ করে এবং সবশেষে তাদের সাথে 'গরীব মিসকীন' কথাও যুক্ত করে, তবে তা মিসকীন মুসলমান এবং যিম্মী মুসলমান উভয়কে দেওয়াই জায়েয হবে। আর যদি সে ওয়াকফের মধ্যে শুধু যিম্মী মিসীকনকেই খাছ করে তা হলেও তা যে-কোন মিসকীন মুসলমান এবং মিসকীন ইয়াহুদী ও নাছারাদের মধ্যে বন্টন করা যাবে। তবে যদি ওয়াকফকারী কোন পেশাদার মিসকীনের কথা খাছ করে তা হলে শুধু সেই পেশাদার মিসকীনকেই দেওয়া জায়েযে হবে। তবে যদি বন্টনকারী তাদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে দেয়, তবে বন্টনকারী তার যিম্মাদার হবে। যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি নিজের সন্তান এবং তার বংশধর তারপর গরীবদের জন্য ওয়াকফ করে এবং তাতে এরূপ শর্ত রাখে যে, তার যে সন্তান বা বংশধর মুসলমান হয়ে যাবে, সে এই ওয়াকফের মধ্য হতে বের হয়ে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবে, তবে সে ওয়াকফের ছদকাহ হতে বের হয়ে যাবে, তা হলেও ঐ শর্ত লাযেম হবে। যেমন ইমাম খাছছাফ (রহঃ) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছে বর্ণিত আছে যে, এক খৃষ্টান নিজের যমিন প্রথমে তার সন্তান ও সন্তানদের জন্য তারপর গরীবদের জন্য চিরদিনের জন্য ওয়াকফ করল, সন্তানদের যেভাবে প্রচলন রয়েছে। তারপর তার সন্তানদের মধ্যে কেউ মুসলমান হয়ে গেল, তবে সেই মুসলমান ব্যক্তিকে ঐ ওয়াকফের মাল দেওয়া যাবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন যিম্মী বলে যে, আমি কোন উত্তম বিষয়ের জন্য ওয়াকফ করলাম। তার দৃষ্টিতে মূর্তির ও অগ্নির পূজা, মন্দির মেরামত এবং মিসকীনকে সাহায্য করা উভয়ই উত্তম বিষয়। এক্ষেত্রে মিসকীনকে সাহায্য করা জারী থাকবে কিন্তু অন্য বিষয় বাতিল হবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন যিম্মী বলে যে, প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য করা হবে এবং তার প্রতি আমার ওয়াকফকৃত সম্পত্তর উৎপন্ন সফল বা ওয়াকফকৃত মালের আমদানী দ্বারা আমার বেশি যদি থাকে মুসলমান এবং খৃষ্টান ইত্যাদি আর যদি সে সর্বশেষে বীরদের জন্য ওয়াকফ করে দেয় তবে ইহা প্রত্যেক মুসলমান খৃষ্টান সকলের মধ্যেই বন্টন করা হবে। আর যদি যিম্মী ব্যক্তি এরূপ বলে যে, ওয়াকফকৃত আমদানীর দ্বরা যিম্মী মৃতদের দাফন-কাফনের কাজ করা হবে। তবে তা জায়েয হবে। এমতক্ষেত্রে গরীব মৃত যিম্মীদের দাফন-কাফনে তা ব্যয় করা যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন যিম্মী নিজের গৃহকে মুসলমানদের জন্য মসজিদ করে দেয়, অথবা মুসলমানের মসজিদের অনুরূপ কোন দালান বানিয়ে তাতে মুসলমানদেরকে নামায পড়ার অনুমতি দেয় ও তারা তাতে নামায আদায় করে। তারপর ওয়াকফকারী মৃত্যুবরণ করলে ঐ দালান তার ওয়ারিছদের মীরাছ হবে। সকল ইমামই এই মত পোষণ করেন। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কোন যিম্মী নিজ গৃহকে গীর্জা, মন্দির বা পূজার মণ্ডপ বানিয়ে দেয় এবং এই কাজ সে তার সুস্থ অবস্থায় করে তারপর সে মৃত্যবরণ করে, তবে তা তার ওয়ারিছদের মীরাছে পরিণত হবে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) তাঁর ওয়াকফের বিবরণে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) তাঁর যিয়াদাতের মধ্যে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। যদি কোন হরবী ব্যক্তি আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আসে এবং তথায় এসে কোন কিছু ওয়াকফ করে, তবে তার ঐ সব ওয়াকফ জায়েয হবে– যিম্মীদের ক্ষেত্রে যা জায়েয হয়ে থাকে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

ওয়াকফের আর একটি শর্ত এই যে, অকফ করার সময়ে ওয়াকফকৃত মালে ওয়াকফকারীর স্বত্বাধিকার বা মালিকানা থাকা চাই, তবে কেউ অন্যের যমিন জবর দখল করতঃ তা ওয়াকফ করে দেয়, তারপর যায়েদের মৃত্যু হয়, তবে ঐ ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। যদি কেউ কোন যমিন ক্রয় করে এবং তা ক্রয়কালে বিক্রেতাকে বিক্রয় প্রত্যাহারের ইখতিয়ার দেওয়া হয়, ঐ যমিন ক্রয় করে ওয়াকফ করলে তা জায়েয হবে না, যদিও বিক্রেতা তার বিক্রয়কে প্রত্যাহার না করে এবং সে ওয়াকফের অনুমতি দান করে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত রয়েছে। যদি কেউ এরূপ শর্তে যমিন ক্রয় করে ওয়াকফ করে যে, এই ক্রয় প্রত্যাহারের আমার ইখতিয়ার রইল। কিন্তু অতঃপর সে উক্ত ক্রয় প্রতাহার করল না, তবে ঐ ওয়াকফ ছীহহ হবে। যদি কেউ কাউকে ফাসেদ হেবার দ্বারা কোন যমিনের মালিক করা হয় এবং সে তা কজা করে ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে ওয়াকফ ছহীহ হবে এবং তার পর মুল্য দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে লিখিত আছে। যদি কেউ ফাসেদ ক্রয়ের মাধ্যমে কোন গৃহ কিনে কজা করে তা গরীব ও মিসকীনদের উপর ওয়াকফ করে, তবে তা জায়েয হবে এবং যার উপর ওয়াকফ করা হয় তার উপর সে ওয়াকফ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং খরিদ্দারের প্রতি বিক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইহা ফতোয়ায় কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি উল্লিখিত যমিনের উপর বকআ করার পূর্বে তা ওয়াকফ করা হয় তা জায়েয হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেসব বস্তু ওয়াকফ করা জায়েয এবং যেসব বস্তুর ওয়াকফ নাজায়েয এবং ওয়াকফে মুশার মাসায়েল

যমিন, ঘর-দরজা এবং দোকানাদি ওয়াকফ করা জায়েয। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ। এভাবে অস্থাবর বস্তুর মধ্যে যেগুলো ওয়াকফযোগ্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত হবে তাও ওয়াকফ করা জায়েয হবে। যেমন কোন যমিনের সাথে যমিনের কর্মী, যমিন চাষের বলদ, যমিন কর্ষণের হাতিয়ার বা যন্ত্রাদি ওয়াকফ করা হলে তা শুদ্ধ হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বলেন যে, যদি কেউ কোন যমিন ওয়াকফ করে এবং তার সাথে কর্মী থাকে যারা ঐ যমিনে কাজ করে, তা তাদের নামোল্লেখ করা চাই, তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা চাই। এভাবে যদি ঐ যমিন চাষের বলদ থাকে তবে তাও উল্লেখ করবে এবং তা সংখ্যাও উল্লেখ করবে আর ছদকার মধ্যে এরূপ শর্ত করবে যে, যমিনের কর্মী এবং বলদ ইত্যাদির খরচ ঐ যমিনের আমদানী দ্বারা নির্বাহ করা হবে। এরূপ শর্ত করা হলে উক্ত যমিনের আয় দ্বারাই তা নির্বাহ করা হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। আসওয়াফ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি তাদের খরচ নির্বাহ উক্ত যমিনের আয় দ্বারা করার শর্ত করা হয়, তারপর যদি তাদের মধ্যে কেউ রুগ্ন বা অসুস্থ

www.nagorikpathagar.org

হয়ে পড়ে তবে তদবস্থাও সে ঐ যমিনের আয় হতে তার ভরণ-পোষণ পাবে। এমনকি যতদিন সে জীবিত থাকবে, বরাবর তার জন্য এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

তবে যদি ওয়াকফকারী ঐ রূপ বলে যে, এই যমিনে সে কাজ করল, তার কাজের বিনিময়ে এই যমিনের আয় দ্বারা তার খরচ মিলবে। এমতাবস্থায় যদি ঐ কর্মী উক্ত যমিনে কাজ না করে বেকার থাকে তবে এর আয় দ্বারা খরচ মিলবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি গোলাম দুর্বল হয়ে যমিনে কাজ করতে অপারগ হয়ে পড়ে, তবে ইখতিয়ার থাকবে যে, তাকে বিক্রি করে সেই মূল্য দ্বারা অন্য গোলাম কিনবে, যে তার স্থলে কাজ করবে। তবে তার মূল্য দ্বারা যদি অন্য গোলাম না পাওয়া যায়, তা হলে উক্ত যমিনের আয় হতে কিছু অর্থ এর সাথে পুরিয়ে নিয়ে অন্য গোলাম কিনবে। এতে কোন দোষ হবে না। এভাবে যেসব বস্তু বা যন্ত্রপাতি যমিনের সাথে ওয়াকফ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যদি কোন জন্তু বা বস্তু অকেজো বা নিষ্কর্মা হয়ে যায় তবে তার বদলে অন্য একটি নিয়োগ করার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। যে বক্তি ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হবে, সে-ই ইহা করবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে আছে। ওয়াকফকৃত গোলামদের মধ্যে যদি কেউ নিহত হয় এবং তার দিয়াত অর্থাৎ মৃত্যুপণ আদায় করা হয়, তবে মুতাওয়াল্লীর ইখতিয়ার থাকবে যে,সে এর দ্বারা নিহত গোলামের স্থলে অন্য গোলাম কিনে নিবে । ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

অস্থাবর মালের ওয়াকফের ক্ষেত্রে দুইটি পর্যায় আছে। যদি স্থাবর মাল পরিবহন জন্তু যেমন উষ্ট্র, অশ্ব, গাধা ইত্যাদি হয়, তবে ওয়াকফ জায়েয হবে। আর যদি ঐগুলো ছাড়া অন্য বস্তু হয়, তবে তারাও দুটি অবস্থা আছে। যেমন যদি এমন বস্তু হয়, যা ওয়াকফ করার কোন প্রচলন জারী নাই যথা কাপড়-চোপড় এবং জীব-জন্তু ইত্যাদি। তবে আমাদের নিকট তা ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। আর যেসব বস্তু ওয়াকফ করার প্রচলন জারী আছে, যেমন জানাযার খাট, জানাযার কাপড়, কুরআন মজীদ এবং এরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এসব বস্তুও ওয়াকফ করা নাজায়েয; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, জায়েয আছে। অয়েম্মায়ে মাশায়েখ, যাদের মধ্যে ইমাম সুরুখসী (রহঃ) ও আছেন। তারা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতই অবলম্বন করেছেন। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইহাই পছন্দনীয় এবং ফতোয়াও এই মতের উপর। হযরত শামসুল আয়িম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) এরূপ বলেছেন। মোখতারুল ফতোয়াও এরূপ আছে। যদি জানাযার খাট কোন মহল্লায় ওয়াকফ করা হয়, তারপর যদি ঐ মহল্লাবাসী প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তা ওয়াকফকারীর ওয়ারিছদেরকে ফেরত দেওয়া যাবে না; ববং ঐ মহল্লার সর্বাধিক নিকটবর্তী কোন মহল্লায় তা দিয়ে দিবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কুরআন মজীদ আহলে মসজিদকে উহা তিলাওয়াত করার জন্য ওয়াকফ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি মসজিদের উপর ওয়াকফ করে তবে তাও জায়েয হবে এবং কোথাও কোথাও বর্ণিত আছে যে, যে মসজিদে উহা ওয়াকফ করা হবে, শুধু সেই মসজিদেই ইহা সীমিত থাকবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীর বিবরণ।

কিতাব ওয়াকফ করার মধ্যে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) ইহাকে জায়েয বলেছেন এবং ফতোয়াও এর উপর। ইহা ফতোয়ায় কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজ সওয়ারী জন্তুর পৃষ্ঠদেশ কোন সওয়াবের জন্য ওয়াকফ করে বা নিজ গোলাম-উপার্জিত মালের আমদানী মিসকীনদের মধ্যে ওয়াকফ করে, তবে ইহার কোনটিই আমাদের ওলামাদের নিকট জায়েয হবে না। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি একটি গাভী ওয়াকফ করল এবং শর্তের উপরে যে, এর দুধ, মাখন, ঘি, মিঠাই ইত্যাদি মুসাফিরদেরকে দেওয়া হবে। তবে ইহা যদি এমন স্থানে হয় যেখানকার লোকদের মধ্যে এরূপ করার প্রচলন আছে। তবে ইহা জায়েয হবে। যেমন

www.nagorikpathagar.org

পানীয় পানির ক্ষেত্রে জায়েয আছে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে ষাঁড় এবং মর্দা ছাগল ওয়াকফ করে যে, উহা দ্বারা গাভী ও বকরী গাভিন করাবে, তবে তা জায়েয হবে না। ইহা কানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ অআছে। ওয়াকেয়াতে হেশামিয়ার মধ্যে আছে যে, হেলাল বছরী (রহঃ) স্বীয় ওয়াকফের বিবরণে বলেছেন, যদি কেউ শুধু দালানতার ভিত্তি ছাড়া ও শুধু গৃহ তার একার অথাৎ ভিটি ছাড়া ওয়াকফ করে তবে তা জায়েয হবে না। ইহাই ছহীহ মত এবং পছন্দনীয়। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি ধার নেয়া বা ইজারায় নেয়া যমিনে তৈরি দালান ওয়াকফ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বলেন যে, বাজারের দোকান ওয়াকফ করা জায়েয হবে। তবে শর্ত এই যে, এর ইজারায় নেয়া যমিন এমনলোকে র ক বলজায় আছে, যার নিকট হতে শাসক তা গ্রহণ করতে পারে না, ইহা নাহরুর ফায়েকের বিবরণ।

যদি কেউ কোন বৃক্ষ জন্যায়ে তা ওয়াকফ করে দেয়, তবে তা যদি এমন যমিনের উপর লাগান হয়, যা ওয়াকফকৃত নয় এবং বৃক্ষকে যদি তার অবস্থানের যদিনের সাথে ওয়াকফ কররা হয় বা যতখানি যমিনের উপর উহা অবস্থিত, সম্পৃক্ততার হুকুম অনুসারে এই বৃক্ষও ওয়াকফ হয়ে যাবে। আর যদি শুধু বৃক্ষ তার মূল যমিন ছাড়া ওয়াকফ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না। যদি ওয়াকফের গোলামের ওয়াকফের বন্দীর সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা জায়েয হবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে। যদি কেউ দিরহাম বা কাপড় ওয়াকফ করে, তবে তা জায়েয হবে না। কেউ কেউ বলেন যে, যেখানে এর এরূপ রেওয়াজ আছে, সেখানে জায়েয হওয়ার ফতোয়া দেওয়া যাবে। প্রশ্ন করা হয়েছে যে তা কিভাবে? জবাবে বলা হয়েছে যে, দিরহাম ফকীরদেরকে কর্জ দেওয়া যাবে। তারপর অবার তার নিকট হতে ইহা আদায় করে নেয়া হবে। ইহা মুজারিবাতের উপর দেওয়া হবে এবং এর লভ্যাংশ ছদকাহ করা যাবে এবং গম ফকীরদের উপর কর্জ দেওয়া যাবে যেন তা দ্বারা কৃষিকাজ করে, তারপর আবার তার নিকট হতে তা নিয়ে যাওয়া হবে এবং কাপড় ও পোশাক-পরিচ্ছদ ফকীরদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, যেন প্রয়োজনের সময় তা পরতে পারে। তারপর তা তাদের নিকট হবে নিয়ে যাওয়া হবে। ইহা ফতোয়ায়ে এতাবিয়ার মধ্যে আছে। নাতেকী (রহঃ) বলেন যে, যদি মসজিদ মেরামতের জন্য কোন মাল ওয়াকফ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি পুল তৈরি করার জন্য এবং রাস্তাঘাট ঠিক করার জন্য ও কবর খননের কাজে মুসলমানদের জন্য কিছু ওয়াকফ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না; কিন্তু ফতোয়া জায়েয হওয়ার উপর প্রদত্ত হয়েছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বিবরণ।

মুশা' বস্তর ওয়াকফের বিবরণ

মুশা'র মর্ম এই যে, তার কিছু অংশ ওয়াকফ করলে তা সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিস্তৃত হয়। তা কোন নির্দিষ্ট অশে সীমিত থাকে না। উল্লেখ থাকে যে, মোহতামেলে কিসমত বা কাবলে তাকসীম শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় যে, তাকসীম বা বিভক্তির পর এর দ্বারা ঐ রূপ ফায়েদাহ অর্জিত হয়, যা বিভক্তির পূর্বে অর্জিত হত এবং গায়রে কাবেলে তাকসীম শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় যে, বিভক্তির পর তা দিয়ে বিভক্তির পূর্বের ফায়েদাহ অর্জন হয় না।

যে বস্তু গায়রে কাবেলে তাকসীম অর্থাৎ বিভাজ্য শ্রেণীর নয়, যদি তার কোন অংশ কেউ ওয়াকফ করে তবে এই ওয়াকফ বিনা মতভেদেই জায়েয হবে। যেমন নাকি কেউ যদি তার অংশ অর্দ হাম্মামখানা ওয়াকফ করে তবে তা জায়েয হয়। যদিও তা মুশা' শ্রেণীর বস্তু। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে; কিন্তু যে বস্তু অবিভাজ্য তাতে ওয়াকফ করা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জায়েয নয়। বোখার মাশায়েখগণও এই মত গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। ইহা সিরাজিয়াহ কিতাবের বিবরণ। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট উহা জায়েয হবে এবং মাশায়েখে মুতাআখখিরীণগণ এর উপর ফতোয়া দিয়েছেন। ইহাই পছন্দনীয় মত। ইহা খাযানাতুল

www.nagorikpathagar.org

মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। সমস্ত ইমাম একে একমত পোষণ করেন যে, গায়রে মাকসুম অর্থাৎ অভিভক্ত যমিনকে মসজিদ বা কবরস্থান করে দেওয়া মতলকান নাজায়েয। চাই এরূপ বস্তু কাবেলে তাকসীম অর্থাৎ অবিভাজ্য শ্রেণীর হোক বা বিভাজ্য শ্রেণীর হোক। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। আর যদি কোন কাজী গায়রে মাকসুম অকফ শুধু তার হুকুম দিয়ে দেয় তবে সে হুকুম জারী হয়ে যাবে। যেমন অন্যান্য বিতর্কিত মাসয়ালার ব্যাপারে হুকুম রয়েছে। ইহা শরহে নেকায়া কিতাবে আবুল মুকাসিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তারপর যেমন বস্তু কাবেলে তাকসীম, কোন কাজী তার ওয়াকফ ছহীহ হওয়ার হুকুম দিয়ে দেয় অতঃপর কোন কোন শরীকদার তা বন্টন করে নেয়ার দরখাস্ত করে তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বাটোয়ারা নামঞ্জুর হবে না। ছাহেবাইনের নিকটও তা বন্টন করে দেয়া যাবে। ইহা খোলছাহ কিতাবের বিবরণ।

ইমামগণ এই কথার উপর একমত যে, যদি সমস্ত বস্তু ওয়াকফ করা হয় এবং অংশীদারের কেউ কেউ বা সকলেই বাটোয়ারা তলব করে তবু তা বন্টন করা যাবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি বস্তু কোন যমিন বা ঘর হয় তারপর এক শরীকদার তার নিজের অংশ ওয়াকফ করে তবে সে নিজেই তার শরীকদার হতে নিজের অংশ বন্টন করে নিবে। আর যদি সে তা বন্টন করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তখন তার শরীকদার হতে তার অংশ বন্টন করে দেওয়ার ভার কাজী গ্রহণ করবে। ইহা হেদায়াত কিতাবে বর্ণিত আছে আর যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী কোন যমিন থাকে এবং তারা দুজেনেই নিজ নিজ অংশ একদল লোকের উপর ওয়াকফ করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং তাদের উভয়েরই ইখতিয়ার থাকবে যে, তারা পরস্পরের অংশ পরস্পর হতে বন্টন করে নেয় বা না নেয়। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন বস্তু সম্পূর্ণ ওয়াকফ করে দেওয়া হয় তারপর এর মধ্যে কিছু অংশে অন্যের স্বত্ব আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ওয়াকফকারী ব্যক্তির অংশ ছাড়া বাকী অংশের ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। ইহা হেদায়ার বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের সমস্ত যমিন ওয়াকফ করে দেয় তারপর এর মধ্যে অনিষ্ট অর্ধাংশ যমিনের কোন মুস্তাহিক প্রমাণিত হয় এবং কাজী উক্ত মুস্তাহিকের জন্য অর্ধাংশের হুকুম দিয়ে দেয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এ নিকট বাকী অর্ধাংশের ওয়াকফ বহাল থাকবে এবং ওয়াকফকারীর এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে উক্ত মুস্তাহিক হতে তার নিজের অংশ বন্টন করে নেয়। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এ মতানুযায়ী যদি কোন যমিন দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী থাকে এবং তারা উভয়েই তা মিসকীনদের উপর বা কোন উত্তম কাজের জন্য ওয়াকফ করে দেয় তবে তা জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি উভয় ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ অংশ পৃথক পৃথকভাবে ওয়াকফ করে এবং মিসীকনদের উপর তা ছদকায়ে মৌকুফাহ করে দেয় এবং উভয়েই একই ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে এবং উক্ত মুতাওয়াল্লী উভয়ের অংশ একই সাথে বা পৃথক পৃথকভাবে কব্জা করে তা জায়েয হবে। ইহা মুহীতে সুরুখীর বিবরণ। এভাবে যদি উভয় ব্যক্তি দুজন লোক মুতাওয়ালঈ নিযুক্ত করে তবে তারাও উক্ত রুপ হুকুম হবে। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবে উল্লেখ বংশধরদের উপর ওয়াকফ করে বলে যে যখন এরা কেউই না থাকবে তখন ইহা মিসকীনদের জন্য হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি উহা হজ্জের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করে যে, প্রতি বছর ঐ যমিনের উপার্জন দ্বারা মানুষকে হজ্জ কারানো হবে। এভাবে ওয়াকফ করে যদি উভয়ই একই ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে তার উপর ঐ যমিন সোপর্দ করে দেয় তবে তা জায়েয হবে। এভাবে যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তি একজন হয় এবং সে উক্ত যমনের অর্ধাংশ ফকীর-মিসকীনদের উপর ওয়াকফ করে বাকী অর্ধাংশ অন্য কোন নেক কাজের জন্য অকফ করে তাও জায়েয হবে। ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন মুতাওয়াল্লী দুইজন শরীকদার ওয়াকফকারীর মধ্য হতে একজনের অংশের উপর কব্জা করে এবং অন্যজনের অংশের উপর কব্জা না করে তবে ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না। এমন কি তখন যার অংশ কব্জা করেছে তাও তার ফিরিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে এবং সে তা বিক্রয় করে দিতে পারবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি দুই শরীকদারের উভয়েই অর্ধেক যমিন গায়রে মাকসুম অবস্থার ছদকায়ে মৌকুফাহ করে দেয় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ওয়াকফের জন্য পৃথক দুই মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ মুতাওয়াল্লীকে কব্জা করার সময় বলে যে, তুমি আমার অংশের উপর আমার শরীকদারে অংশও কব্জা কর তবে তা জায়েয হবে। ইহা মুহাম্মদ (রহঃ) এর মত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, উল্লিখিত প্রত্যেক ছুরতেই ওয়াকফ জায়েয হবে। (রহঃ) এর মত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, উল্লিখিত প্রত্যে ছুরতেই ওয়াকফ জায়েয হবে না। আর যদি উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ মুতাওয়াল্লীকে কব্জা করার সময় বলে যে, তুমি আমার অংশের উপর আমার শরীকদারের অংশও কব্জা কর তবে তা জায়েয হবে। ইহা মুহাম্মদ (রহঃ) এর মত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, উল্লিখিত প্রত্যেক ছুরতেই ওয়াকফ জায়েয হবে। কেননা তিনি কব্জা করা ব্যতীতই ওয়াকফ জায়েয রাখেন। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজের গৃহ অথবা নিজের যমিন হতে এক হাজার গজ পরিমাণ ওয়াকফ করে তবে তা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট জায়েয হবে। অতঃপর ঐ গৃহ বা যমিন মেপে দেখা হবে। যদি দেখা যায় যে, তা হাজার গজ হয় তবে এর দুই-তৃতীয়াংশ ওয়াকফ হবে। আর যদি এর কোন অংশে খুরমা, আঙ্গুর ইত্যাদির বৃক্ষ থাকে এবং কোন অংশে তা না থাকে তবে বৃক্ষবিশিষ্ট অংশই ওয়াকফের মধ্যে গণ্য হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, আমি এই গৃহের আপনা অংশ ওয়াকফ করে দিলাম। তার অংশ ঐ গৃহের এক-তৃতীয়াংশ। তারপর দেখা গেল যে, ঐ গৃহে তার আরও বেশি অংশ রয়েছে। তবে তার সেই সমস্ত অংশই ওয়াকফ হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি যমিন এবং গৃহসমূহ দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী হয় তারপর এদের কোন একজন তার নিজের অংশ ওয়াকফ করে দেয়, তারপর সে ইচ্ছা করে যে, নিজের শরীকদার হতে বাটোয়ারা করে নিজের বিভিন্ন গৃহ ও যমিনসমূহের অংশসমুহ এক যমিন বা এক গৃহে সম্মিলিত করে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং শায়েখ হেলাল (রহঃ) এর কিয়াস অনুযায়ী তা জায়েয হবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন যমিন দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী হয় তারপর একব্যক্তি তার মধ্য হতে নিজের অংশ ওয়াকফ করে দেয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট জায়েয হবে। তারপর যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তি নিজের অংশ শরীকদারের নিকট হতে বণ্টন করে নিতে চায় তবে তা জায়েয হবে। যদি এক দোকান দুই শরীকদারের মধ্যে এজমালী থাকে এবং তন্মধ্যে কোন এক ব্যক্তি তার নিজের অংশ ওয়াক্‌ফ করে দেয় এবং সে ইচ্ছা করে যে, তার অংশের দরওয়াজার উপরে তক্তা লাগিয়ে দেয় এবং অন্য শরীকদার তাতে বাধা প্রদান করে তবে ওয়াকফকারী ব্যক্তি ঐরূপ তক্তা লাগাতে পারবে না। হ্যাঁ, তবে কাজী যদি তার অংশ হেফাজতের জন্য তক্তা লাগাতে নির্দেশ দেয় তবে তা জায়েয হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মত পোষন করেন। বলখের মাশায়েখগণও ইহা অবলম্বন করেছেন। ইহা মুজামিরাত কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন গ্রামের বা মহল্লার কিছু অংশ অক্‌ফকৃত, কিছু অংশ সরকারের কাছ সম্পত্তি এবং কিছু অংশ অন্যান্যদের স্বত্ব। তারপর যদি তারা তার মধ্যে কিছু অংশ যমিনের বণ্টন করতে ইচ্ছা করে তবে তা জায়েয হবে না; কিন্তু যদি ঐ গ্রাম বা মহল্লার সমস্ত সম্পত্তি বণ্টন করে নিতে চায় তবে তা জায়েয হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়াকফের সম্পদ খরচ করা যায় তার মাসায়েল

প্রথম ভাগ

কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ ব্যক্তির ওয়াক্ফের সম্পদ ভোগ করা যাবে

ওয়াকফের বস্তু হতে উপার্জিত অর্থ দ্বারা সর্বপ্রথম ওয়াকফকৃত বস্তুর সংস্কার, মেরামত, হেফাজত ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। চাই ওয়াকফকারী ইহা তার ওয়াকফের মধ্যে শর্ত করুক বা না করুক। তারপর যেসব কাজ প্রথম করা দরকার তা প্রথম করবে এবং পরবতী কাজ পরে করবে। ইহা ঐ সময়ের ব্যাপার যখন ওয়াক্ফের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যয়ের স্থল উল্লেখ না থাকে। আর যদি কোন বস্তুর জন্য ওয়াকফের মাল ব্যয় করার কথা উল্লেখ থাকে তবে সর্বপ্রথম ওয়াকফের বস্তুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পর তজ্জন্য খরচ করবে। আর যদি কেউ ওয়াকফ করার কালে এরূপ শর্ত উল্লেখ করে যে, ওয়াক্ফকৃত মালের আমদানী এক বছর বা দুই বছর পর্যন্ত অমুক ব্যক্তির জন্য থাকবে। তারপর তা ফকীর-মিসকীনদের জন্য হবে এবং সে যদি ওয়াকফের মধ্যে ওয়াক্ফের বস্তুর মেরামত ইত্যাদির শর্ত করে দেয় তবে এবং অবস্থায় অমুক ব্যক্তির হক বা অধিকার হতে ওয়াক্ফের বস্তুর মেরামত ইত্যাদি কার্য পরবর্তী পর্যায়ে নেওয়া হবে; কিন্তু যদি দেখা যায় যে, মেরামত ইত্যাদি কার্যে দেরি করলে ওয়াক্ফের বস্তুর বিশেষ ক্ষতির ভয় আছে, তবে মেরামত কার্যই আগে করে নিবে। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। ওয়াকফের ক্ষেত্রে নাজির অর্থাৎ ওয়াকফের ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে ব্যক্তি কাজ-কর্ম করে তার বিষয়েও যদি শর্ত করা হয় তবে সেও ওয়াকফের মুস্তাহিকদের মধ্যে বিবেচিত হবে। আর যদি তার বিষয় শর্ত করা না হয় তবে সে সাধারণ কর্মীর ন্যায় যখন কাজ করবে তখন তার বদলা গ্রহণ করবে। আর যদি কোন কা না করে তবে সে কোন কিছুই পাবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি ওয়াক্ফ কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা একাধিক নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর হয় এবং শেষে ফকীর-মিসকীনদের জন্য হয় তবে ইহা ওয়াকফকারীর মাল হতে হবে অর্থাৎ ওয়াকফকারীর জীবদ্দশায় সে তার যে কোন মাল হতে হয় তবে ওয়াকফকারীর মাল হতে হবে। তারপর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন ঐ মাল উক্ত ওয়াকফকৃত বস্তুর আমদানী হতে দেওয়া হবে। ওয়াকফকৃত বস্তু মেরামত করা ঐ পর্যন্ত আবশ্যক হবে, যে পরিমাণ মেরামত করলে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এর অধিক কিছু করা ওয়াজিব নয়; সুতরাং ওয়াকফকারীর অনুমতি ছাড়া মুতাওয়াল্লী এক্ষেত্রে অধিক খরচ করতে যাবে না। আর যদি ওয়াকফ ফকীর-মিসকীনের উপর হয় তবে কারও নিকট মুতাওয়াল্লী কোন অবস্থাতেই মেরামত ইত্যাদি কার্যে অধিক খরচ করবে না। ইহাই অধিকতর শুদ্ধ মত। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের গৃহ স্বীয় আওলাদ-ফরজন্দের বসবাসের জন্য ওয়াকফ করে তবে যে উক্ত গৃহে বর্তমান থাকে তার উপর ঐ গৃহ মেরামত করা ওয়াজিব হবে। তারপর যদি সে তা না করে অথবা দরিদ্রতার কারণে সে অসমর্থ হয় তবে কাজী ঐ গৃহ ইজারাহ দিয়ে তার উজরত দ্বারা উক্ত দৃহ মেরামত করার নির্দেশ দিবে। তারপর যখন মেরামত ইত্যাদি হয়ে যাবে তখন যার উপর ওয়াকফ করা হয়েছে তাকে তা সোপর্দ করবে। আর যে ব্যক্তি ঐ গৃহ মেরামত করতে রাজী না হবে তার উপর এই ব্যাপারে জরবদস্তি করা যাবে না। ইহা হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে।

হুযুরে পাক (দঃ) এর বংশধর বা নিকটবর্তীদের উপর যদি কেউ ওয়াকফ করে তবে মুখতাছারুল ফতোয়া কিতাবে উল্লেখ আছে যে, তা জায়েয হবে। ইহা গিয়াসিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। শুধু কোন ধনী ব্যক্তির উপর ওয়াকফ করা

www.nagorikpathagar.org

জায়েয নাই। তবে যদি কিছুদিনের জন্য ধনীর উপর এবং তারপরে ফকীর-মিসকীনদের উপর ওয়াকফ করা হয় তবে তা জায়েয হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। কোন মুসাফিরের উপর ওয়াকফ করলে তা জায়েয হবে। তবে তা ফকীর-মুসাফির হতে হবে। ধনী মুসাফিরের উপর অকফ করলে তা জায়েয হবে। তবে তা ফকীর-মুসাফির হতে হবে। ধনী মুসাফিরের উপর ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আমার ওয়াকফের মধ্যে এরূপ শর্ত থাকবে যে, এর আমদানী হতে প্রতি বছর আমার পক্ষ হতে হজ্জ করানো হবে অথবা ওমরাহ করানো হবে অথাব আমার ঋণ আদায় করা হবে তবে ইহা জায়েয হবে। যদি কেউ কোন উত্তম কাজের উপর ওয়াকফ করে যেমন ওয়াকফনামায় এরূপ অথবা এর আমদানী দ্বারা বিধবা স্ত্রীলোক এবং ইয়াতীম বালক-বালিকাদের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ক্রয় করে দেয়া হবে অথবা এর দ্বারা বস্ত্র খরিদ করতঃ গরীব-মিসকীনদেরকে পরতে দেওয়া অথবা প্রতি বছর এর দ্বারা ছদকাহ-খয়রাত করা হবে। ইহা এই কারণে যে, যে সমস্ত কঠিন গুনাহ করা হয়েছে ইহা তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হবে। তবে এরূপ ওয়াকফ জায়েয হবে। তবে শর্ত এই যে, ঐ ওয়াকফ যেন শেষ পর্যন্ত গরীব-মিসকীনদের জন্য হয়ে যায়।

যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের যমিন নিম্নোক্ত শর্তে ওয়াকফ করে যে, প্রতি বছর আমার তরফ হতে পাঁচ হাজার দিরহাম দ্বারা একটি পূর্ণ হজ্জ আদায় করা হয় এবং যানবাহন ইত্যাদিসহ হজ্জ করার খরচ যদি মোট এক হাজার দিরহাম পড়ে তবে তাতে ঐ হজ্জের জন্য এক হাজার দিরহাম খরচ করতঃ বাকী চার হাজার দিরহাম গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার এই যমিন জিহাদ এবং গাজীদের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ অথবা মৃত ও তাদের কাফন-দাফনের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ, তবে এরূপ ওয়াকফ জায়েয হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম কাছছাফ (রহঃ) তাঁর ওয়াকফের বিবরণে বলেছেন যে, ঐরূপ অকফ, যা জায়েয নয়, তার ছুরত এই ঃ যেমন কেউ বলল যে, আমার এই যমিন আল্লাহর ওয়াস্তে ছদকায়ে মৌকুফাহ। ইহা হামেশার জন্য মানুষের উপর থাকবে। তবে এরূপ অকফ বাতিল হবে। এভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার অকফ আদম সন্তানের উপর অথবা বাগদাদবাসীদের উপর। তারপর যখন তারা সব মরে যাবে তখন তা মিসকীনদের উপর হবে। তবে এরূপ ওয়াকফ বাতিল হবে। এরূপ যদি কেউ বলে যে, আমার এই ওয়াকফ মজনুন ও অন্ধদের জন্য। তবে এরূপ ওয়াকফ বাতিল হবে। এরূপ যদি কউ বলে যে, আমার এই ওয়াকফ মজুনন ও অন্ধদের জন্য। তবে তা বাতিল হবে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) মজনুন এবং অন্ধদের উপর ওয়াকফের মাসয়ালা অন্য একস্থানে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, এরূপ ওয়াকফের বস্তুর আমদানী গরীব-মিসকীনদের উপর বর্তিবে। উহা শুধু অন্ধ ইত্যাদি লোকদের মধ্যে সীমিত থাকবে না।

যদি কেউ কুরআন মজীদ পাঠক অর্থাৎ ক্বারীদের উপর এবং ফকীহদের উপর ওয়াকফ করে তাও বাতিল হবে। হেলাল (রহঃ) ওয়াকফের বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে, অন্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের উপর ওয়াকফ করা ছহীহ হবে। তবে তাদের মধ্যে যারা মোহতাজ অর্থাৎ অন্যের মুখাপেক্ষী, ওয়াকফের মাল তারই পাবে, ধনীগণ পাপে না। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, মসজিদের মুয়াল্লিম অর্থাৎ যারা মসজিদে শিক্ষার্থীদেরকে তা'লীম দেয় তাদেরকে ওয়াকফ করা জায়েয নয় এবং আমাদের কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইহা জায়েয হবে। শায়খ শামসুল আয়েম্মা হালুয়ারী (রহঃ) বলেন যে, কাজী ইমাম নফসী (রহঃ) বলেছেন, উপরোক্ত কিয়াসের ভিত্তিতে যদি শহরের তালেবুল ইলমদের উপর ওয়াকফ করা হয় তবে তা জায়েয হবে। যদিও তাতে মোহতাজীর শর্ত আরোপ করা না হয়। শায়েখ শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) শরহে কিতাবুল ওয়াকফে বর্ণনা করেছেন যে, এই জাতীয় মাসয়ালার মধ্যে মূল কায়দাহ এই যে, যখন অকফকারী অকফ করার কালে এরূপ মাছরাফ অর্থাৎ ব্যয়ের স্থল উল্লেখ করে

www.nagorikpathagar.org

যাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, গরীব-মিসকীন ও মুখাপেক্ষীদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তখন ওয়াকফ শুদ্ধ হবে। চাই এই প্রকার লোক অল্পসংখ্যক হোক বা অধিক সংখ্যক। আর যখন ওয়াকফকারী এরূপ মাছরাফ উল্লেখ করে যে, তাতে ধনী ও দরিদ্র এক বরাবর তবে তারা যদি সীমতি সংখ্যক লোক হয় তবে তাদের জন্য ওয়াকফ ছহীহ হবে। আর যদি সংখ্যায় অধিক হয় তবে ওয়াকফ বাতিল হবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন আছহাবে হাদীছের উপর ওয়াকফ করা হয় তবে ওয়াকফের মধ্যে যদি কোন শাফেয়ী মাযহাবের লোক হাদীছের শিক্ষার্থী না হয় তবে সে ঐ ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে না। আর হানাফী মাযহাবের লোক যদি হাদীছের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে তবে সে ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

নিজের প্রতি, সন্তানদের প্রতি ও আপন বংশধরদের প্রতি ওয়াকফের মাসায়েল

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আমার এই যমিন নিজের জন্য ওয়াকফ করলাম তবে পছন্দনীয় মতানুযায়ী এরূপ ওয়াকফ জায়েয হবে। ইহা খাযানাতুল মুফতীনর বিবরণ। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি ওয়াকফ করেছি নিজের উপর, তারপর নিজের অমুক ব্যক্তির উপর, তারপর ফকীর-মিসকীনদের উপর। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ইহা জায়েয হবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ। আর দি কেউ এরূপ বলে যে, আমার যমিন ওয়াকফকৃত অমুক ব্যক্তির উপর, তারপর আমার উপর অথবা এরূপ বলে যে, আমার যমিন ওয়াকফকৃত অমুক ব্যক্তির উপর, তারপর আমার উপর অথবা এরূপ বলে যে, আমার যমিন ওয়াকফকৃত অমুক ব্যক্তির উপর, তারপর মিসকীনদের উপর ওয়াকফ করলাম। তবে ঐ ওয়াকফের মধ্যে তার ঐ সন্তান দাখিল হবে, যে ওয়াকফের আমদানীর দিন বর্তমান থাকবে। চাই সে ওয়াকফ করার সময় থাকুক বা তার পরে জন্মগ্রহণ করুক। ইহা শায়খ হেলাল (রহঃ) এর মত, বলখের মাশায়েখগণও এ মত গ্রহণ করেছেন। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ এবং ইহাই পছন্দনীয় অভিমত। ইহা গিয়াসিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। এভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার সন্তানের উপর এবং যে আমার সন্তানের পরে পয়দা হবে তার উপর আমার এই যমিন ওয়াকফকৃত। তা হলেও পূর্বোক্তরূপ হুকুম হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার ঐ সন্তানের উপর, যে সন্তান পয়দা হবে অথচ তার তখন কোন সন্তান বর্তমান নেই। তবে এরূপ ওয়াকফ শুদ্ধ হবে। তারপর যখন ওয়াকফকৃত বস্তুর আমদানী আসবে উহা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টিত হবে। তারপর আমদানী বণ্টিত হবার পর যদি তার সন্তান জন্মলাভ করে তবে তারপরে যে আমদানী আসবে উহা তার সন্তানকে দেওয়া যাবে। তারপর যখন তার কোন সন্তান-সন্তুতি থাকবে না তখন অকফের আমদানী ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ বলে যে, আমি আমার যমিন নিজের সন্তানদের উপর ওয়াকফ করলাম তবে তাতে পুত্র ও কন্যা উভয়ই শামিল হবে। আর যদি শুধু পুত্র সন্তানদের উপর ওয়াকফ করা হয় তবে তাতে কন্যা সন্তান শামিল হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ নামক কিতাবের বিবরণ। এরূপ ক্ষেত্রে যেখানে সন্তানদের জন্য হক ছাবেত হয় সেখানেই ঐসব সন্তান শামিল যার নছব ওয়াকফকারী দ্বারা প্রকাশ পায়। আর যেখানে তার দ্বারা নছব প্রকাশ না পায় সেখানে তাদের অর্থাৎ সন্তানদের হক ছাবেত হবে না অর্থাৎ তারা ওয়াকফে মধ্যে শামিল হবে না। যেমন যদি কেউ বলে যে, এই যমিন আমার সন্তানদের উপর ওয়াকফকৃত। তারপর ওয়াকফকারীর এক দাসী এক সন্তান নিয়ে আসল এবং ওয়াকফকৃত বস্তুর আমদানী আসার ছ মাসের কম সময় পূর্বে সে জন্মলাভ করেছে। তখন যদি ওয়াকফকারী তার নছব

www.nagorikpathagar.org

দাবী করে তাতে নছব ছাবেত হবে কিন্তু ওয়াকফকৃত বস্তুর আমদানীর অংশ সে পাবে না। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি ছয় মাস অথবা তার বেশি সময়ের মধ্যে ঐ সন্তান পয়দা হয় তা হলেও সে ওয়াকফকারীর সন্তানদের মধ্যে শরীক হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমিন ঐ সন্তানের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ, যে বছরা শহরে বসবাস করে তবে এর আমদানী সে-ই পাবে, যে সন্তান বছরায় বসবাসকারী। অন্য সন্তানগণ এর কোন অংশ পাবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ তার যমিন স্বীয় কোন নিদর্শনযুক্ত সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করে তবে শুধু তারই তার অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যান্য সন্তানগণ ঐ ওয়াকফের মধ্যে পড়বে না। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার সন্তানদের পুত্রের উপর অথবা আমার সন্তানদের পুত্রদের উপর আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ তবে এর শর্তানুযায়ী সন্তানগণ ওয়াকফের মধ্যে দাখিল হবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার সন্তানদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমান থাকবে অথবা যে ব্যক্তি বিয়ে করবে তার উপর আমার এই যমিন ওয়াকফকৃত তবে ঐ ওয়াকফের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি শামিল হবে, যে ব্যক্তি ওয়াকফকারীর ওয়াকফ করার পর মুসলমান হবে বা বিয়ে করবে। এরূপ ব্যক্তি শামিল হবে না, যে ওয়াকফ করার সময় মুসলমান থাকে বা বিবাহিত থাকে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, এই ওয়াকফ আমার গরীব সন্তানদের উপর, এর বেশি আর কিছু না বলে তবে ওয়াকফের আমদানী আসার সময়ে যে সন্তান গরীব হবে সে শামিল হবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার সন্তানদের মধ্যে যে গরীব হয়েছে তার উপর ওয়াকফ করলাম। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, এক্ষেত্রে যে সন্তান ধনী থাকার পর গরীব হয়েছে সে শামিল হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন যে, আমদানী আসার সময় যে সন্তান গরীব থাকবে সে শামিল হবে। চাই সে পূর্বে ধনী থাকুক এবং তখন মুখাপেক্ষা হোক। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। ইহাই বিশুদ্ধ মত। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, আমার আওলাদের মধ্যে যার মোহতাজী দেখা দেয়, তবে যদি ওয়াকফকৃত যমিনের আমদানী আসার সময় এরূপ হয়, তবে সে ওয়াকফের মধ্যে দাখিল হবে। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজের আলিম আওলাদের উপর এবং আওলাদের আলিম আওলাদের উপর ওয়াকফ করে, ওয়াকফের মুস্তাহিক হবে না। ইহা কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি এই যমিন আমার ফরজেন্দর উপর ওয়াকফ করলাম, তবে ঐ ওয়াকফের আমদানী তার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হবে। চাই ফরজন্দ পুত্র হোক বা কন্যা হোক বা উভয় প্রকার হোক। সকলেই এরূপ হুকুম হবে। যখন এরূপ ওয়াকফ জায়েয হয়ে যায় তখন যতদিন পর্যন্ত তার ঔরসজাত ফরজন্দের মধ্যে যদি একজনও বাকী থাকে ততদিন পর্যন্ত ঐ ওয়াকফের আমদানী তারই হবে উহা অন্য কেউ পাবে না। তারপর যখন তার ঔরসজাত ফরজন্দ না থাকে; বরং তার পুত্রের আওলাদ থাকে, তবে উহা পুত্রের আওলাদই পাবে, কিন্তু তার অধঃস্তন সন্তানগণ কিছু পাবে না। নিজের ঔরসজাত ফরজন্দ না থাকার ক্ষেত্রে তার পুত্রের ঔরসজাত আওলাদই তার অনুরূপ হবে কিন্তু এক্ষেত্রে তার কন্যার আওলাদ জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে না। শায়খ হেলাল (রহঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন এবং ইহাই ছহীহ মত। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ, আমার ফরজন্দের উপর এবং আমার ফরজন্দের আওলাদের উপর। তবে তাতে তার ঔরসজাত আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদ, যে ওয়াকফ করার দিন বর্তমান

www.nagorikpathagar.org

থাকে এবং যে পরে পয়দা হয় প্রত্যক শামিল হবে এবং উক্ত উভয় পর্যায়ের লোকগণ ওয়াকফের আমদানীর মধ্যে মুস্তাহিক হবে এবং যে ব্যক্তি ঐ দুই পর্যায়ের অধস্তন পুরুষ হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না; এবং এর মধ্যে কন্যার সন্তানগণ জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী শামিল হবে না। ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার তৃতীয় স্তর পর্যন্ত উল্লেখ করে তবে ওয়াকফের আমদানী সর্বদাই ওয়াকফকারীর আওলাদের উপর বংশানুক্রমে বণ্টিত হবে এবং ফকীর-মিসকীনদের উপর ব্যয় করা যাবে না। যখন পর্যন্ত না ওয়াকফে উল্লিখিত একজন পাবে। তারপর দূরবর্তী লোকগণ পাবে।

যদি কেউ বলে যে, আমি নিজের আওলাদের উপর ওয়াকফ করলাম এবং ওয়াকফের আমদানীর সময় তার এক ফরজন্দ বর্তমান থাকে। তবে অর্ধেক আমদানী সে পাবে এবং অর্ধেক আমদানী ফকীরদের মিলবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। কেউ যদি বলে যে, ইহা ছদকায়ে মৌকুফা এক ফরজন্দের উপর এবং তার এক ফরজন্দ বর্তমান। তবে সম্পূর্ণ ওয়াকফ তারই হবে। আর যদি তার অনেক সন্তান ইহা হাদী কিতাবে বর্ণিত আছে। কেউ যদি এরূপ বলে যে, আমার এই যমিন দুই আওলাদের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ। তারপর যখন তার দুই আওলাদ অতীত হবে তখন তাদের আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদগণ বংশানুক্রমিকভাবে ওয়াকফের আমদানী লাভ করতে থাকবে। এমতক্ষেত্রে তার দুই আওলাদের উপর আমদানী খরচ করা যাবে। তারপর যদি তার একজন মারা যায় এবং সেতার এক ফরজন্দ রেখে যায় তবে শুধু ফকীরদের উপর বণ্টন করা হবে। তারপর যদি তার সেই ফরজন্দও মরে যায় তবে ঐ উভয় সন্তানের আওলাদ এবং আওলাদের উপর হামেশার জন্য ছদকাহ জারী থাকবে। ইহা ওয়াকেয়াতে হেশামিয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ বলে যে, এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার অভাবগ্রস্ত আওলাদের উপর। কিন্তু তার আওলাদের মধ্যে কেউ অভাবগ্রস্ত নেই কেবল একজন ছাড়া। তবে অর্ধেক আমদানী ঐ অভাবগ্রস্ত সন্তানকে দেওয়া যাবে; এবং বাকী অর্ধেক ফকীরদেরকে দেওয়া যাবে। ইহা খাযনাতুল মুফতীন কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ বলে যে আমার অমুক ব্যক্তির পুত্রের উর ছদকায়ে মৌকুফাহ। অথচ অমুক ব্যক্তির পুত্র ও কনা থাকে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই ছদকাহ অমুক ব্যক্তির পুত্র সন্তানের উপর হবে। কন্যা সন্তানের উপর হবে না এবং ইউসুফ ইনে খালেদ সুন্নীহ (রহঃ) ইমাম আজম (রহঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, এক্ষেত্রে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান সকলেই এক ছদকার মধ্যে শামিল হবে । আর যদি অমুক ব্যক্তির আওলাদ বহুসখ্যক হয় তবে সমস্ত রেওয়ায়েতের মর্মানুযায়ী এই ছদকাহ পুত্র ও কন্যা সন্তান সকলের উপর হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার পুত্রদের উপর। অথচ তার কোন পুত্র না থাকে বরং কন্যা থাকে, তবে ছদকাহর আমদানী সমস্তই ফকীরদের উপর বণ্টিত হবে। এভাবে যদি ওয়াকফকারী বলে যে, আমার এই ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার কন্যাদের উপর। অথচ তার কোন পুত্র না থাকে শুধু কন্যা থাকে তবে সমস্ত আমদানী ফকীরদের উপর ছদকাহ হবে। আর এভাবে যদি ওয়াকফকারী থাকে, তবে ওয়াকফের আমদানী ফকীরদের উপর বণ্টিত হবে এবং কন্যাগণ কিছু পাবে না। ইহা আজীয়ে কারদারীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজের কোন এক পুত্র এবং তার আওলাদ ও তাদের আওলাদের উপর বংশানুক্রমিকভাবে ওয়াকফ করে তবে তাদের সকলের মধ্যে ওয়াকফের আমদানী বণ্টিত হবে। অর্থাৎ তার পুত্রের আওলাদগণের প্রত্যেকের মধ্যে ছদকার আমদানী সমভাবে বণ্টিত হবে। এতে পুত্র ও কন্যা প্রত্যেকে সমান অংশ পাবে এবং কন্যার সন্তানগণ এতে শামিল হবে।

www.nagorikpathagar.org

ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবের বর্ণিত বিবরণ। যদি কেউ নিজের বংশধরদের উপর ওয়াকফ করে তবে তাতে পুত্রদের সন্তান এবং কন্যাদের সন্তান চাই নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক সকলেই এতে শামিল হবে। ইহা সিরাজুল ওয়হহাজ কিতাবের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ

আত্মীয়-স্বজনের উপর ওয়াকফ করার মাসায়েল

যদি কোন ওয়াকফকারীর দুই চাচা দুই মামা থাকে এবং সে বহুবচন শব্দ দ্বারা তার নিকট সম্পর্কিত বা আপনা লোককে ওয়াকফ করে, তবে ইমাম আব্বাস (রহঃ) এর কথানুযায়ী তার দুই চাচা ওয়াকফের আমদানী লাভ করবে। কারণ এই যে, ইমাম আজম (রহঃ) নৈকট্যকে ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে গুরুত্ব দেন এবং ছাহেবাইনের নিকট আমদানী উল্লিখিত উভয় চাচা এবং উভয় মামার মধ্যে বণ্টিত হবে। এর কারণ এই যে, ছাহেবাইন (রহঃ) নৈকট্যের ক্ষেত্রে কোন কিছুকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন না। আর যদি ওয়াকফকারীর এক চাচা এবং দুই মামা থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট ওয়াকফের আমদানীর অর্ধাংশ চাচার মিলবে এবং বাকী অর্ধাংশ দুই মামা সমান সমান পাবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। নৈকট্যের হকের ক্ষেত্রে সব ইমামের নিকট পুরুষ, স্ত্রীলোক, মুসলমান ফকীর, আযাদ এবং গোলাম প্রত্যেকেই এক সমান। কিন্তু ওয়াকফের আমদানী গোলাম যা পায় তা তার মুনিব লাভ করবে । আমদানী আসার সময় যে ব্যক্তি ঐ গোলামের মুনিব থাকে। তবে কবুল করার ইখতিয়ার ঐ গেলামের থাকবে, মুনিবের থাকবে না। গোলাম আযাদ হয়ে যাওয়ার পর তার অংশ তার নিজেরই হবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। নিকটবর্তী লোকদের উপর ওয়াকফ হওয়ার ছুরতে নিকটবর্তী লোকদের সংখ্যার উপরে আমদানী বণ্টিত হবে। যাতে ছোট-বড়, পুরুষ-স্ত্রীলোক, গরীব-ধনী সবই এক সমান থাকবে। কেননা নিকটবর্তী লোক বলতে এদের সবই তাতে শামিল হয় অবস্থাভেদে কোন তারতম্য হয় না ইহা আজীয়ে কারদারীর বিবরণ। কোন ব্যক্তি নিজের নিকট সম্পর্কিত অভাবগ্রস্তদের উপর কোন কিছু ওয়াকফ করল, তারপর সে মারা গেল। তখন মুতাওয়াল্লীর এরূপ ইখতিয়ার থাকবে কিনা যে, ওয়াকফকারীর পৌত্র যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে ওয়াকফের আমদানী তাকে দিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, তা দেওয়া যাবে না এর কারণ এই যে, উল্লিখিত ইমামদ্বয়ের নিকট পৌত্র নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবেচিত নয়।

"ছাহেবানে কারাবাত" অর্থাৎ নৈকট্যের অধিকারী ব্যক্তিগণ এবং "আকরাবাহ" অর্থাৎ নিকটবর্তীগণ শব্দদ্বয় দ্বারা ওয়াকফ করার মধ্যে যে হুকুম আমরা বর্ণনা করেছি ইহাই নিজের আরহাম এবং ছাহেবানে আরহাম ও নিজের আনছাব এবং ছাহেবানে আনছাব শব্দ দ্বারা ওয়াকফ করলে প্রযোজ্য হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, আমার নৈকট্য স্থাপনকারীর উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ। তবে কিয়াস অনুযায়ী এই শব্দ এক ব্যক্তির উপর বর্তানো উচিত। এমনকি যদি তার এক চাচা এবং দুই মামু থাকে তবে অকফের আমদানী সমস্তই অকফকারীর এক চাচারই মিলবে। কারণ এই যে, উল্লিখিত "মুজিবে কারাবাত" অর্থাৎ নৈকট্য স্থাপনকারী শব্দটি এক বচন। তবে এস্তেহসানান এর মধ্যে সকলেই সমান হবে। কারণ এই যে, ঐ শব্দটি এক বচন হলেও এর দ্বারা জাতি বা শ্রেণী অর্থ গ্রহণ করা হবে। তা হলে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী তার উপর ওয়াকফ হবে। যদিও সে একজন হয়। তাতে বহু বচন শব্দের গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। ইহা সর্ববাদী মত।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ কারাবাতের মধ্যে অথবা কারাবাতের উপর। সে এরূপ বলল না যে, আমার কাবাবাতের উপর। তবে এই উভয় শব্দ একইরূপ হবে; সুতরাং ওয়াকফকারীর

www.nagorikpathagar.org

কারাবাতের উপর ওয়াকফ হবে এবং এভাবে যদি বলে যে, আকারেবের জন্য অথবা আনছাবের জন্য অথবা যাওয়িল আরহামের জন্য। আর যদি সে নিজের জাতের দিকে সম্পর্ক না করে তবে এই ওয়াকফ তার কারাবাতের উপর হবে। কারণ এই যে, এই রকম বলার প্রচলন আছে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ বলে যে, মাতা এবং পিতার দিক দিয়ে আমার কারাবাতের উপর। অথবা মাতার দিক দিয়ে আমার কারাবাতের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ। তবে ওয়াকফ ওয়াকফকারীর কথানুযায়ী-ই হবে এবং ওয়াকফের আমদানী কারাবাতীদের প্রত্যেকের উপর সমান অংশে বণ্টিত হবে। যদি কেউ বলে যে, মাতা ও পিতার দিক দিয়ে আমার কারাবাতের উপর এবং পিতার দিক দিয়ে আমার কারাবাতের উপর অথবা বলে যে, পিতা ও মাতার দিক দিয়ে আমার কারাবাতের এবং মাতার দিক দিয়ে আমার কারাবাতের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ। তবে ওয়াকফের আমদানী তাদের সকলের উপর বণ্টিত হবে এবং উহাদের প্রত্যেকের উপর ওয়াকফের আমদানী সমান অংশে বণ্টিত হবে। কেননা মাতার দিকের ও পিতার দিকের কারাবাতীদের মধ্যে কারও কারও প্রাধান্য দেয়া হবে না।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার কারবাতী আওলাদের উপর। তারপর তৎপরবর্তী কারাবতী আওলাদগণের উপর। তবে ক্ষেত্রে হুকুম প্রদানে মতভেদ রয়েছে। এর পরেও যদি কেউ বলে যে, আমি উহা কবুল করলাম না। তবে তার অংশ রহিত হয়ে যাবে এবং আমদানী ছদকায়ে মৌকুফাহ এই শর্তের উপরে যে, যা আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন তার আমদানী দ্বারা আকরাবদেরকে দেওয়া যাবে। তারপর তৎপরবর্তী আকরাবদেরকে প্রদত্ত হবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ওয়াকফকারী ব্যক্তির তার যমিন নিজের কারাবাতীদের উপর ওয়াকফ করে তারপর কোন ব্যক্তি এরূপ দাবী করে যে, আমি ওয়াকফকারীর কারাবাতী লোক। তবে সেই ব্যক্তিকে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করার জন নির্দেশ দেয়া হবে। সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করা ছাড়া উহা কবুল হবে না। এবং সাক্ষী-প্রমাণ ও ওয়াকফকারীর জীবদ্দশায় উপস্থিত করতে হবে। তার মৃত্যুর পর সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করলে বা যার তত্ত্বাবধানে ওয়াকফের যমিন প্রদত্ত হয়েছে সে যদি বলে যে, এই ব্যক্তি ওয়াকফকারীর লোক। তবে তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

কারাবাত সম্পর্কিত বিতর্কের ক্ষেত্রে যদি সাক্ষীগণ এরূপ বলে যে, ওয়াকফকারীর কারাবাতী লোক উপস্থিত নাই। তবে কাজী তার অংশ বণ্টন করতঃ পৃথক রেখে দিবে আর যদি সাক্ষীগণ এরূপ বলে যে, আমরা কারাবাতী লোকদের সংখ্যা জানি না যে, তারা কতজন। তখন কাজী তাদেরকে বলবে যে, তোমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে খাঁটি এবং সঠিক কথা বল। অথবা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করোও না। যেক্ষেত্রে তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাক সেই ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য দান কর। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য পেশ করে যে, শহরের অমুক কাজী হুকুম দিয়েছে যে, এ ব্যক্তি ওয়াকফকারীর নিকট সম্পর্কিত। তবে শায়েখ হেলাল (রহঃ) বলেন যে, কাজী তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, ঐ ব্যক্তি তার সাথে কোন আত্মীয়তাসূত্রে সম্পর্কিত? তখন সে যদি সত্যিকারভাবে এরূপ আত্মীয়তার সম্পর্ক পেশ করতে পারে তখন সে ছদকায়ে মৌকুফার মুস্তাহিক হবে এবং তাকে তার আমদানী দেওয়া যাবে। আর যদি সে তদ্রূপ আত্মীয়তার কথা পেশ করতে না পারে, যাতে সে ওয়াকফের আমদানীর মুস্তাহিক হয়, তবে তাকে তা দেয়া যাবে। আর না পারলে দেয়া যাবে না। এরূপ না দেওয়ার হুকুম দ্বারা প্রথম কাজীর হুকুম ভঙ্গ করা লাযেম আসে না। কেননা প্রথম কাজী শুধু এই হুকুম দিয়েছিল যে, ঐ ব্যক্তি ওয়াকফকারীর নিকট সম্পর্কিত বা আত্মীয়; কিন্তু আত্মীয় বা নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তিই ওয়াকফের আমদানীর মুস্তাহিক হয় না। হাঁ তবে যদি প্রথ কাজী শুধু হৈ হুকুম দিয়ে থাকে যে, তাকে আমদানী দেয়া যাবে। তবে এই কাজীও এরূপ হুকুম জারী করে দিবে ইহা আজীযে কারদারীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি দাবীদার ব্যক্তি কারাবাতের পরিচয় স্পষ্ট করে না দেয় যেমন আমি তার পুত্রের পুত্র, এরূপ না বলে আমি তার পৌত্র এরূপ বলে, অথবা সে ছোট বালক হয়, তবে শায়েখ হেলাল (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে কাজী ওয়াকফের আমদানী দিয়ে দিবে এবং প্রথম কাজীর হুকুম সঠিক বলে সাব্যস্ত করবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি তার কারাবাত কাজীর সামনে প্রমাণ করল এবং কাজী তার কারাবাতের হুকুম দিয়ে দিল। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, আমি ওয়াকফকারীর কারাবাতী ব্যক্তি; কিন্তু সে কাজীকে পেল না। তখন সে কাজী যে ব্যক্তির কারাবাতীর হুকুম দিয়েছে তার সথে বিবাদ শুরু করলে দেখা যাবে যে, প্রথমোক্ত দাবীদার ওয়াকফের আমদানীর কিছু অংশ নিয়েছে কিনা যদি নিয়ে থাকে, তাকেও কাজীর নিকট উপস্থিত করবে অর্থাৎ অন্য কোন কাজীর নিকট উপস্থিত করবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বণিত আছে। যদি আকরাবদের মধ্যে কেউ নিজের কারাবাত ছাবেত করায় তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওয়ায় যে, সে তার পুত্র, যে তার নিজের কারাবাত ছাবেত করেছে অথবা তার পৌত্র, তবে এর উপরই যথেষ্ট করা যাবে, মৃত ব্যক্তির সাথে আর তার সম্পর্কের তাফসীর করতে হবে না। যেরূপ প্রথম দাবীদারের ঐরূপ তাফসীর করার প্রয়োজন হয়েছিল। আর এই ভাবে যদি সাক্ষী পেশ করে যে, এ ব্যক্তি তার মাতা ও পিতার দিক দিয়ে ভ্রাতা, তা হলেও উক্ত রূপ হুকুম হবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ ভাগ
নিকটবর্তী ফকীরদের জন্য ওয়াকফের মাসায়েল

যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার নিকটবর্তী ফকীরদের উপর অথবা বলে যে, আমার আওলাদগণের মধ্যে ফকীরদের উপর বেং তারপর মিসকীনদের উপর। তবে এরূপ ওয়াকফ ছহীহ হবে এবং ওয়াকফের আমদানী মুস্তাহিক ঐ ব্যক্তি হবে, যে ব্যক্তি ওয়াকফের আমদানী আসার সময় ফকীর থাকবে এবং এই মত শায়েখ হেলাল (রহঃ) পোষণ করেন এবং আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। ইহা মুজমিরাত কিতাবে উল্লেখ আছে এবং ফতোয়াও এরই উপর। যদি কেউ বলে যে, আমার যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে মিসকীনদের উপর অথবা আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে মিসকীনদের উপর অথবা আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে অভাবগ্রস্তদের উপর। তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ বলে যে, আমার ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে ইয়াতীমদের উপর। তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। আর যদি ঐ ইয়াতীমদের মধ্যে কেউ আমদানী আসার পর বালেগ হয়ে যায়, তবে তখনকার মত আমদানী সে পাবে এবং ভবিষ্যতের আমদানীতে সে অংশীদার হবে না। যদি ঐ বালেগ ইয়াতীম এবং অন্যান্য মুস্তাহিকদের মধ্যে কারও সাথে বিবাদ দেখা দেয় যে, উক্ত মুস্তাহিক এরূপ বলে যে, তুমি আমদানী আসার পূর্বে বালেগ হয়েছে; সুতরাং ওয়াকফের আমদানীতে তোমার অংশ থাকবে না। আর যদি বালেগ ইয়াতীম বলে যে, না বরং আমি আমদানী আসার পর বালেগ হয়েছি। তবে বালেগ ইয়াতীম তার কথা কসম দিয়ে বললে তা কবুল হবে। ঠিক একইভাবে যদি বালিকা ইয়াতীমের হায়েজ আসে এবং তার ব্যাপারেও একইরূপ বিবাদ দেখা দেয়, তবে বালিকা ইয়াতীম তার কথা কসম দিয়ে বললে তা কবুল হবে। আর যদি কাবারাবতীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমদানী আসার পর মারা যায় এবং নাবালেগ আওলাদ রেখে যায়, যে ইয়াতীম হয়ে যায়। তবে ঐ আমদানীতে তার কোন অংশ থাকবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ নিজের কারাবার্তী অভাবগ্রস্তদের উপর ওয়াকফ করে এবং শেষে ঐ অকফ ফকীরদের জন্যধার্য করে, তারপর ওয়াকফকারী নিজে মারা যায় তার এক অভাবগ্রস্ত পুত্র থাকে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, ইহা

কারাবাত শব্দের মধ্যে শামিল হবে না এবং ইহাই ছহীহ মত। ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়ার মধ্যে এরূপ উল্লেখ আছে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার ছদকায়ে মৌকুফাহ কারাবাতী ফকীরদের মধ্যে নেককার লোকদের উপর। তবে নেককার লোক ঐ সমস্ত লোকদেরকে মনে করতে হবে যে, তার দ্বারা কোন অসৎ কার্য প্রকাশ না পায় এবং তার চাল-চলন উত্তম থাকে ও সর্বদা সে সোজা-সরল পথে চলে। কাউকেও সে কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট প্রদান করে বলে দেখা যায় না এবং কখনও সে শরীয়তের মর্যাদা নষ্ট করে না। অত্যাচার, ব্যভিচারে কখনও সে লিপ্ত হয়েছে বলে জানা যায় না। সে কখনও মিথ্যা কথা বলেছে বলে শুনা যায় না। এরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ছালেহ বা নেককার বলে পরিচিত। সে ব্যক্তি ওয়াকফকারীর কারাবাতী ফকীরদের মধে এরূপ গুণে গুণান্বিত থাকবে, ওয়াকফের আমদানীর তারই মিলবে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার ছদকায়ে মৌকুফাহ মর্যাদাশীল লোকদের উপর। তবে এই ওয়াকফ উল্লিখিত স্বভাববিশিষ্ট লোকদের জন্য ধার্য হবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার এই ওয়াকফ আমারকারাবাতী ফকীরদের উপর এবং তার কারাবাতী ফকীরগণ যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তির শহরে না থেকে অন্য শহরে থাকে তা হলে উক্ত ওয়াকফের আমদানী এই শহর হতে তাদের শহরে পাঠানো যাবে না। এক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর শহরে যদি তার কোন কারাবর্তী ফকীর থাকে ওয়াকফের আমদানী তাদের মধ্যে বন্টিত হবে। আর যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকারীর শহর হতে উক্ত আমদানী কারাবার্তী ফকীরদের শহরে প্রেরণ করে এবং তাতে কোনরূপ ক্ষতি, লোকসান দেখা দেয় তবে মুতাওয়াল্লী তার জামিন হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার এ ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার কারাবাতী ফকীদের উপর এরূপ যে, উহা সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি হতে শুরু হবে। তারপর যে সর্বাধিক নিকটবর্তী তাকে দেয়া যাবে। তবে এভাবে পর্যায়ক্রম ওয়াকফের আমদানী কারাবাতীদের মধ্যে বন্টন করা যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ব্যক্তিকে দুইশত দিরহাম দেওয়া যাবে, এর বেশি দেওয়া যাবে না। তারপর নৈকট্যে যে ব্যক্তি তার সাথে সংযুক্ত, তাকেও দুইশত দিরহাম দেওয়া যাবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত বন্টিত হবে। তবে যদি আমদাণী তিনশত দিরহাম হয় তা হলে প্রথম ব্যক্তিকে দুইশত দিরহাম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে একশত দিরহাম দেওয়া যাবে। আর যদি কিছু আমদানী নষ্ট হয়ে যায়, তা হতে প্রথম ব্যক্তিকে পুরাপুরি দেওয়া যাবে এবং নষ্ট হওয়ার কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তির অংশের পরিমাণ করে যাবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

আর যদি প্রত্যেক মুস্তাহিকে আমদানী দুইশত দিরহাম করে দিবার পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে ইস্তেহসানান তা সকলের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার ছদকায় ওয়াকফ আমার কারাবাতী ফকীরদের উপর এই শর্তে যে, প্রথম সমস্ত আমদানী তাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে, তারপর যে ব্যক্তি অধিক নিকটবর্তী তাকে দেয়া যাবে। এভাবে ক্রমানুক্রমিকভাবে দেয়া যাবে। তবে এই অবস্থায় কফের আমদানী দেয়া যাবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তিকে যাকাতের ব্যাপারে ফকীর সাব্যস্ত করা হয়েছে, অকফের ক্ষেত্রেও তাকে ফকীর সাব্যস্ত করা হবে। ইহাই মশহুর অভিমত। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং যার শুধু থাকার ঠিকানা আছে, আর কিছু নাই, অথবা যার থাকার স্থান এবং এক দাসী বা গোলাম আছে, আর কিছু নই এভাবে যদি থাকার স্থান এবং এক দাসী বা গোলাম থাকার পরে প্রয়োজনানুরূপ লেবাছ থাকে, এর অধিক কিছু না থাকে, তবে সেও ফকীর গণ্য হবে আর যদি কারও বাসস্থান, গোলাম, প্রয়োজনীয় পোশাকের পরে এরূপ কিছু মাল থাকে, যা না থাকলে মানুষ চলতে পারে না, তবে সেও ফকীর সাব্যস্ত হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

তবে যদি কারও কোন কারাবাতী ব্যক্তির অধিকারে দুইশত দিরহাম অথবা বিশ মিছকাল স্বর্ণ থাকে তবে তার জন্য ওয়াকফের মালের কোন অংশ হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি কারও কিছু গৃহসামগ্রী অথবা কাপড়-চোপড়ের মধ্যে কিছু প্রয়োজনাতিরিক্ত থাকলে এবং ঐ অতিরিক্ত বস্তুর মূল্য দুইশত দিরহাম হয়, তবে সে ব্যক্তি ধনীরূপে গণ্য। তার যাকাত এবং ওয়াকফের মাল গ্রহণ করা হালাল হবে না। যদিও তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইহা আমাদের মাযহাব। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কারও দৃহসামগ্রী প্রয়োজনের কিছু অতিরিক্ত থাকে, বাসগৃহ প্রয়োজনের কিছু বেশি থাকে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজনাতিরিক্ত থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অতিরিক্ত বস্তুর মূল্য দুই শত দিরহাম পর্যন্ত না পৌঁছে, কিন্তু সব শ্রেণীর অতিরিক্ত বস্তু মিলালে তার মূল্য দুইশত দিরহাম হয়, তবে সে যাকাত এবং ওয়াকফের ক্ষেত্রে ধনী। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কারও অধিকারে দুইশত দিরহাম মূল্যের যমিন থাকে, অথচ উহা দ্বারা আমদানী ঐ রিমাণ হয় না, যা তার জন্য যথেষ্ট তবে পছন্দনীয় মত হিসাবে সে ব্যক্তি ধনী। ইহা খাযনাতুল মুফতীনের বিবরণ।

যদি কারও অধিকারে অধিক পরিমাণে মাল থাকে এবং তা হাজির বা মৌজুদ না থাকে, অথবা মাল মানুষের কাছে কর্জ দেওয়া থাকে, যা আদায় করতে সক্ষম না থাকে, তবে তাকে যাকাত এবং ওয়াকফের মাল উভয়ই দেওয়া যায়। এজন্য যে, সে মালদার মুসাফিরের ন্যায়, যে সফরে এসে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আর যদি ঐরূপ অবস্থাগ্রাপ্ত লোক অন্যের নিকট হতে কর্জ গ্রহণ করতে পারে, তবে ছদকার মাল গ্রহণ করা অপেক্ষা তার জন্য কর্জ গ্রহণ করা উত্তম। অবশ্য যদি সে কর্জ না নিয়ে যাকাতের মাল গ্রহণ করে, তবে তাতে দোযখের কিছু নাই। ওয়াকফের মাল এমন ফকীর ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, যে উপার্জনক্ষম। এতে দোষের কিছু হয় না। তার পক্ষে যাকাতের মাল গ্রহণ করা মাকরূহ। ইহা ফতোয়ায়ে কারণে ধনী সাব্যস্ত হবে না বরং গরীবরূপে গণ্য হবে। আর যদি তার মাল কোন ধনী ব্যক্তির নিকট কর্জস্বরূপ থাকে, যা সেই ধনী ব্যক্তি স্বীকার করে, তবে ঐ ব্যক্তি ধনী সাব্যস্ত হবে। আর যদি কর্জদার ব্যক্তি কর্জের কথা অস্বীকার করে তবে তার উপর কর্জের সাক্ষী মৌজুদ থাকে, তা হলেও সে ধনী হবে। আর যদি সাক্ষী মৌজুদ না থাকে, তা হলে সে ফকীর সাব্যস্ত হবে।

যদি কেউ নিজের যমিন নিজের কারাবাতী ফকীরদের উপর ওয়াকফ করে এবং তার এমন এক নিকটবর্তী লোক থাকে, যার আওলাদ ফকীর, তারপর যদি সেই আওলাদ নাবালেগ হয়, চাই সে বালক হোক বা বালিকা হোক অথবা এরূপ বালেগা স্ত্রীলোক হোক, যার স্বামী নেই অথবা এরূপ বালেগ পুরুষ হোক, যে কাজ-কর্মে অক্ষ বা পাগল, তবে তার ঐ ওয়াকফের ছদকায় অংশ মিলবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। আর যদি স্ত্রীলোক ফকীর হয় কিন্তু তার স্বামী ধনী হয়, তবে ঐ স্ত্রীলোককে ওয়াকফের মাল দেওয়া যাবে না। আর যদি স্বামী ফকীর হয় কিন্তু তার স্বামী ধনী হয়, তবে ঐ স্ত্রীলোককে ওয়াকফের মাল দেওয়া যাবে না। আর যদি স্বামী ফকীর হয় তবে তাকে দেওয়া যাবে, যদিও তার স্ত্রী ধনবতী হয়। যদি অকফকারীর কারাবাতী বা নিকটবর্তী ব্যক্তির সন্তান বালেগ হয় এবং সে অক্ষম না হয় কিন্তু গরীব হয় এবং ঐ সন্তানের নাবালেগ আওলাদ থাকে এবং সেও ফকীর হয় তবে ঐ সন্তানের আওলাদকেএই ওয়াকফের মালের অংশ দেওয়া যাবে না। কেননা কাজী তার খরচা তার দাদার মালের ফরজ করে দিবে। আর ঐ আওলাদের পিতা অর্থাৎ তার দাদার পুত্র, তার ওয়াকফের মালের অংশ মিলবে। কারণ এই যে, তার খরচা তার পিতার উপর বর্তিবে না। কেননা সে বালেগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত এবং অক্ষম নয়। যদি কারাবাতীদের মধ্যে কারও পুত্র ধনী হয় এবং সে নিজে ফকীর হয়, তবে সে ওয়াকফের মালের অংশ পাবে না। এই যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি ওয়াকফকারী কারাবাতীদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক ওয়াকফের আমদানী আসার পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে ঐী আমদানীর মধ্যে ঐ সন্তানের কোন অংশ থাকবে না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে

www.nagorikpathagar.org

এবং পরবর্তী আমদানী হতে ঐ সন্তানও মুস্তাহিক হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি ওয়াকফকারী বলে যে, আমার এই যমিন ছদকায় মৌকুফাহ অমুক ব্যক্তির গরীব সন্তান এবং গরীব বংশধরদের উপর। অথচ অমুক ব্যক্তির সন্তান এবং বংশধরদের মধ্যে একজন ব্যতীত কোন গরীব নেই, মাত্র এক ব্যক্তিই ফকীর আছে। তবে ওয়াকফের সমস্ত আমদানী তারই হবে; কিন্তু যদি এরূপ বলে যে, ছদকায় মৌকুফাহ অমুক ব্যক্তি গরীব সন্তানদের উপর তবে এই ছুরতে শুধু একজন গরীব থাকলে সে ওয়াকফে আমদানীর অর্ধাংশ পাবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ নিজের যমিন তার কারাবাতী ফকীরদের উপর ওয়াকফ করে, তারপর এক ব্যক্তি এসে এসে দাবী করে যে, সে ফকীর এবং ওয়াকফকারীর নিকট সম্পর্কিত ব্যক্তি। তবে তার জন্য নিজের ফকীর হওয়া এবং ওয়াকফকারীর নিকট সম্পর্কিত হওয়া প্রমাণ করা জরুরী হবে। তারপর যদি সে নিজের কারাবাতের সাক্ষ্য প্রদান করায়, তবে যতক্ষণ পযন্ত সাক্ষী তার স্পষ্ট নছব বর্ণনা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্য কবুল হবে না। আর যদি সে নিজের ফকীর হওয়ার উপরে সাক্ষী কায়েম করে, তবে সাক্ষীর এরূপ বর্ণনা করতে হবে যে, এ ব্যক্তি নেহায়েত গরীব, এর কোন কিছুই নেই বলে আমি জানি এবং আমি ইহাও জানি যে, কারও উপর এর খোর-পোষের ভার লাযেম নেই। তখন কাজী তার নাদার অর্থাৎ অসহায় ফকীর হওয়ার হুকুম দিয়ে দিবে। তারপর যদি সে ছদকায় ওয়াকফের মাল গ্রহণ করার জন্য আসে তখন তাকে ওয়াকফের মাল দিয়ে দেওয়া যাবে। ইহা শায়খ হেলাল (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। যদি ঐ ব্যক্তি সাক্ষী কায়েম করে যে, এই ব্যকিত সত্যিকার গরীব এবং ওয়াকফের মালের মুখাপেক্ষী এবং তার এমন কোন লোক নাই যার উপর এর খোর-পোষের ভার ন্যস্ত। তবে কাজী তাকে ওয়াকফের মুস্তাহিকদের মধ্যে শামিল করবে এবং শায়খ (রহঃ) এস্তেহোসানান বলেছেন যে, তখনও তাকে উহার মদ্যে শামিল করবে না; বরং কাজী অনুরূপ হয় যে, সত্যিই তার এমন কোন লোক নেই, যার উপর তার খোর-পোষের দায়িত্ব ন্যস্ত। তখনও কাজী তাকে অকফের ছদকারে মধ্যে শামিল করবে না, যখন পর্যন্ত না তার দ্বারা কসম করাবে যে, সত্যিই তার খোর-পোষ বহন করার কেউ নেই এবং সত্যিই সে ফকীর। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইহাই উত্তম ব্যবস্থা এবং শায়খ হেলাল (রহঃ) ও বলেন যে, এরূপ তার দ্বারা কসম নেয়াই উত্তম। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

পঞ্চম ভাগ

প্রতিবেশীদের উপর ওয়াকফের মাসায়েল

কেউ যদি প্রতবেশিদের উপর কিছু ওয়াকফ করে, তবে ঐ ওয়াকফের মাল ঐসব লোকের উপর খরচ হবে যারা ওয়াকফকারীর নিকটবর্তী অধিবাসী। এস্তেহসানান প্রতিবেশি দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝা যাবে, যারা ওয়াকফকারীর সাথে একই জামে মসজিদের আওতায় বসবাস করে। ইহা আজীয়ে কারদারীর মধ্যে উল্লেখ আছে। ইহাই পছন্দনীয় মত। ইহা গিয়াসিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম আজম (রহঃ) এর জাহের মাযহাব অনুযায়ী এরূপ ওয়াকফের ক্ষেত্রে শর্ত শুধু বসবাস করা, চাই বসবাসকারী নিজের গৃহে বসবাস করুক অথবা অন্যের ভাড়াটিয়া গৃহে। ইহাই বিশুদ্ধ মত। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন গৃহে তার মালিক বসবাস না করে বরং অন্য লোক বসবাস করে, তবে ওয়াকফের মসালের হক ঐ গৃহে বসবাসকারীর হবে, মালিকের হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। এভাবে যে করজদার কর্জের দায়ে ঐ মহল্লায় আবদ্ধ আছে সেও উহার মধ্যে দাখিল হবে না। ইহা আজীয়ে কারদারীর বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

এই প্রকার ওয়াকফের মধ্যে ওয়াকফকারীর আওলাদ, তার পিতা এবং স্ত্রী দাখিল হবে না। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর আওলাদের আওলাদ যদি প্রতিবশী হয়, তবে এস্তেহাসনানন দাখিল হবে না। ইহা খাযানাতুল মুফতীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। উল্লেখ থাকে যে, ওয়াকফের মাল বন্টনের সময়ে যে ব্যক্তি প্রতিবেশী হবে সে-ই প্রতিবেশী সাব্যস্ত হবে। যদি ওয়াকফকারীর প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বাসগৃহ বিক্রয় করে ফেলে এবং অন্য মহল্লায় চলে যায় এবং সেখানে ওয়াকফের মাল পয়দা হওয়ার পর এবং উহা কর্তন করার আগে অন্য লোক এসে আবাদ হয়, তবে তারা ওয়াকফের মালে মুস্তাহিক হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের প্রতিবেশীদের উপর ওয়াকফ করে এবং তার একটি গৃহ ছিল, যাতে সে বসবাস করত। তারপর তা ছেড়ে অন্য গৃহে চলে যায় এবং তথায় ভাড়া দিয়ে বসবাস করতে থাকে এমন কি তাতে মৃত্যু পর্যন্তই স্থায়ী থাকে, তবে ওয়াকফের মাল ঐ গৃহের প্রতিবেশীগণই পাবে, যে গৃহে সে চলে গেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজের প্রতিবেশীদের উপর ওয়াকফ করে, তার পর সে মক্কা মুয়াযযমায় চলে যায় এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে, তবে দেখতে হবে যে, যদিসে মক্কা মুয়াযযমায় ঘর-দরজা করে নেয়, তবে তার ওয়াকফের আমদানী মক্কা মুয়াযযমার প্রতিবেশীগণই পাবে। আর যদি সে হজ্ব বা ওমরাহ করতে মক্কা শরীফ আসে, তবে ওয়াকফের মালের অংশ তার নিজের শহরের প্রতিবেশীগণই লাভ করবে।

যদি ওয়াকফকারীর দুইটি গৃহ থাকে, যার একটিতে সে বসবাস করে এবং অন্যটি ভাড়ায় খাটায়, তবে সে গৃহে সে বসবাস করে, তার ওয়াকফের মাল সেই গৃহের প্রতিবেশীগণই পাবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কারও দুটি গৃহ থাকে এবং তার প্রত্যেকটিতে তার একজন করে স্ত্রী বসবাস করে। তবে ওয়াকফের মাল উক্ত উভয় গৃহে প্রতিবেশীগণ পাবে। ওয়াকফকারী চাই যে গৃহেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ওয়াকফকারীর কুফায় একটি বাড়ী থাকে এবং বছরায় আর একটি বাড়ী থাকে এবং দুই বাড়ীতেই তার একেকজন স্ত্রী বসবাস করে, তবে এক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম হবে। যদি কেউ নিজের প্রতিবেশী ফকীরদের উপর ওয়াকফ করে এবং সে মরে যায়, তারপর তার ওয়ারিছগণ তার বাসগৃহ বিক্রি করে অন্য মহল্লায় চলে যায়, তবে ওয়াকফকারী যেখানে মারা যায় তথাকার প্রতিবেশীরাই তার ওয়াকফের মালের মালিক হবে। ওয়ারিছগণ কর্তৃক তার গৃহ বিক্রি করার কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ প্রতিবেশি ফকীরদের উপর ওয়াকফ করে এবং এরূপ না বলে যে, আমার প্রতিবেশী ফকীদের উপর, অর্থাৎ যদি সে নিজের সাথে সম্পৃক্ত না করে, তবে তা দ্বারা নিজের প্রতিবেশি ফকীরই বুঝা যাবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ওয়াকফকারী রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তার পুত্র তাকে অন্য কোন মহল্লা বা গ্রামে নিয়ে যায় এবং সেখানেই সে মৃত্যুবরণ করে, তবে ওয়াকফের মালের মুস্তাহিক প্রথমোক্ত বাসস্থানের প্রতিবেশিগণ হবে। কেননা তার এরূপ স্থানান্তরিত হওয়া বাসস্থান পরিবর্তন করার অনুরূপ নয়। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ষষ্ঠ ভাগ

গৃহবাসী, আওলাদ, জ্ঞাতিগোষ্ঠি এবং পরবর্তীদের জন্য ওয়াকফের মাসায়েল

হযরত শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) সাইরুল কবীর কিতাবে লিখেছেন, যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তি তার ওয়াকফের মধ্যে আহলে বাইত শব্দ উল্লেখ করে, যেমন কোন ওয়াকফকারী বলল যে, আমি নিজের এই যমিন সীমাবদ্ধভাবে আহলে বাইতের উপর এবং শেষে ফকীরদের উপর ওয়াকফ করলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে, সে যদি তাদ্বারা গৃহে বাসকারীদের অর্থ নিয়ে থাকে, অর্থাৎ যা একই সাথে গৃহে অবস্থান করে, তবে সেই আহলে বাইত হল,

www.nagorikpathagar.org

যাদেরকে প্রতিপালন করা হয় এবং তাদেরকে খোরা-পোষ দান করা হয়, যদিও তাদের সাথে আত্মীয়তা না থাক আর যদি ওয়াকফকারী তা দ্বারা বাইতুন্নসব অর্থাৎ তার গোষ্ঠির লোক অর্থ নিয়ে থাকে তবে তারা ওয়াকফকারীর উর্ধ্বতন পিতার সন্তানগণ হবে। ইহা সিয়ায়িয়াহ কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ তার আহলে বাইতের মধ্যে বর্তমান অআছে এবং যারা এদের পরে পয়দা হবে, তাদের আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদ সবই দাখিল হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের আল অর্থাৎ সন্তানের উপর ওয়াকফ করে বা নিজের গোষ্ঠি-গোত্রের উপর ওয়াকফ করে তবে তা আহলে বাইতের উপর ওয়াকফ করার অনুরূপ হবে। এবং তাতে ফকীরদের কোন বিশেষত্ব থাকবে না। কিন্তু যদি সে নিজে ফকীরদেরকে বিশেষ করে দেয়, তবে ওয়াকফের মাল খাছ ফকীরদেরই মিলবে; সুতরাং যদি সে বলে যে, তাদের মধ্যে ফকীরদের উপর অথবা যদি বলে যে, তাদের মধ্যে যে ফকীর, তার উপর, তবে এই উভয় বাক্য একই প্রকার। কেননা ওয়াকফের মাল তখন তাদের জন্য হবে, যারা ওয়াকফের মাল পয়দা হওয়ার সময়ে ফকীর হবে। যদিও তারা ওয়াকফ করার সময়ে ধনী থাকে এবং এই শর্ত থাকবে না যে, ধনী হয়ে আবার ফকীর হয়ে যায় এবং ইহাই ছহীহ মত। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি কোন স্ত্রীলোক তার আহলে বাইতের উপর অথবা নিজের গোষ্ঠী-গোত্রের উপর ওয়াকফ করে তবে স্ত্রীলোকের মাতা এবং তার আওলাদ তাতে শামিল হবে না। ইহা খাযানাতুল মুফতীনের বিবরণ। আর যদি সে বলে যে, আমি আহলে আবদুল্লাহর উপর ওয়াকফ করলাম। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ইহা বিশেষভাবে তার স্বামীর উপর হবে। মুতারজিম (রহঃ) বলেন যে, আমাদের প্রচলন অনুযায়ী এরূপই হওয়া চাই এবং শায়খ হেলাল (রহঃ) বলেন যে, আমরা কিন্তু এস্তেহসানান তার ওয়াকফকে ঐ সমস্ত লোকদের উপর ধার্য করি, যারা তার গৃহে তার ইয়ালদের মধ্যে আযাদ থাকে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে এবং ইহাই পছন্দনীয় মত। সিরাজিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ইয়াল বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কোন লোকের খরচার উপর প্রতিপালিত হয়। চাই সে তার গৃহ থেকে হোক বা অন্যস্থানে থেকে হোক। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির আকাবের উপর ওয়াকফ করে, আকাব বলা হয় ঐসব লোককে যারা কারও খরচার উপর প্রতিপালিতদের বংশাবলী। এদের মধ্যে কন্যার সন্তানগণ দাখিল হবে না; কিন্তু যদি কন্যার স্বামীও উল্লিখিত ব্যক্তির আওলাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে সে দাখিল হবে না এবং এভাবে কন্যা ও ভগ্নী ইত্যাদি অন্যান্য স্ত্রীলোকের আওলাদও এই ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে না; কিন্তু যখন তাদের স্বামীগণ ঐ ব্যক্তির আওলাদগণের অন্তর্ভুক্ত হবে তখন তারা তাতে শামিল হবে। যদি কেউ যায়েদ এবং তার আকাবের উপর ওয়াকফ করে এবং যাদের আওলাদ থাকে ও যায়েদ জীবিত থাকে তখন তার আওলাদের জন্য কিছুই মিলবে না। কারণ এই যে, কোন ব্যক্তির আওলাদকে তখন আকাব বলা হয়, যখন সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

সপ্তম ভাগ

মাওয়ালী, মুদাব্বির এবং উম্মে ওয়ালাদের উপর ওয়াকফের মাসায়েল

মুতারজিম বলেন যে, মাওয়ালী মাওলানা শব্দের বহুবচন। উহার অর্থ আযাদকৃত গোলাম বা দাসী। মুদাব্বির বলা হয় ঐসব গোলাম বা দাসীকে যাদের আযাদ হওয়ার বিষয় মুনিব তার মৃত্যুর পরের জন্য লিখে রাখে এবং উম্মাহাতে আওলাদ উম্মে অলাদ শব্দের বহুবচন। ইহা ঐ প্রকার দাবীস যে তার মুনিব দ্বারা সন্তান প্রসব করেছে। যদি কোন প্রকৃত আযাদ ব্যক্তি বলে যে, আমার এই যমিন আমার মাওলাদের উপর। তারপর ফকীরদের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ এবং সে যদি এই কথার পর আর কিছু না বলে, তবে এই অকফ ঐ লোকদের জন্য হবে যাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

ওয়াকফকারী আযাদ করেছে। তবে শর্ত এই যে, যদি সেই সে ওয়াকফ করার সময় আযাদ করেছে এবং ঐসব লোক যারা তার নিকট হতে ওয়াকফের পরে আযাদ হয়ে যাবে এবং যারা তার মৃত্যুর দ্বারা আযাদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ উম্মে-ওয়ালাদ এবং মুদাব্বির ইত্যাদি। আর যারা অছিয়তের কারণে তার মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে। চাই মুসলমান হোক অথবা কাফির হোক, পুরুষ হোক অথবা রমণী হোক এবং তার আযাদকৃতদের আওলাদও শামিল হবে। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবের বিবরণ।

ওয়াকফকারীর আযাদকৃত মাওলাগণ এই ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে না; কিন্তু যদি তার মাওয়ালী মারা যায়। তবে এসেহসানান এই ওয়াকফের মাল আযাদকৃত মাওয়ালীর উপর খরচ করা যাবে। আর যদি ওয়াকফকারীর মাত্র একজন্যই মাওয়াল থাকে তবে সে ওয়াকফের অর্ধাংশ মাল পাবে এবং বাকী অর্ধাংশ ফকীরদের জন্য হবে এবং তার আযাদকৃত মাওয়ালীদের জন্য কিছু হবে না। আর যদি তার আযাদকৃত দুইজন মাওয়ালী থাকে তবে ওয়াকফের সমস্ত মাল ঐ দুইজনকে দেওয়া যাবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ। আর দি তার আযাদকৃত গোলাম ও দাসী উবয় থাকে তবে ওয়াকফের মাল তাদের উপর সমানভাবে বণ্টিত হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তির মাওয়ালী থাকে এবং তার পুত্রেরও মাওয়ালী থাকে এবং উক্ত পুত্র পিতার আযাদকৃত মাওয়ালীর নিজের পিতা হতে ওয়ারিছ হয় তবে ওয়াকফের আমদানী অকফকারীর হবে এবং পুত্রের মাওয়ালীর জন্য কোন কিছুই মিলবে না। আর যদি ওয়াকফকারীর কোন মাওয়ালী অর্থাৎ আযাদকৃত লোক না থাকে বরং শুধু তার পুত্রের আযাদকৃত মাওয়ালী বর্তমান থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়াকফের মাল তার পুত্রের মাওয়ালীর উপর খরচ করা যাবে এবং ইহাই শায়খ হেলাল (রহঃ) এর কওল এবং ইহা এস্তেহসানান মত। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমার আযাদকৃত এবং আমার পিতার আযাদকৃতদের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ, তবে তার দাদার আযাদকৃতদের উপর উহা খরচ করা হবে না। যদি এরূপ বলে যে, আহলে বাইতের মাওয়ালীর উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ, তবে তার স্ত্রী এবং তার মাতুলের আযাদকৃতদের উপর উহা খরচ করা হবে না; কিন্তু যখন স্ত্রী এবং মাতুল তার আহলে বাইতের লোক হবে তখন তাদের আযাদকৃত মাওয়ালী ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমার আযাদকৃত মাওয়ালী এবং তাদের আওলাদ ও আওলাদের আওলাদ পুরুষ ও রমণী সবই দাখিল হবে এবং তাতে তার আযাদকৃতদের কন্যাদের আওলাদ ও দাখিল হবে। এভাবে যদি সন্তানের মাতা ঐ ওয়াকফকারীর আযাকৃকতদের মধ্যে হয় এবং তার পিতা আরবদের আযাদকৃতদের মধ্যে হয় তা হলেও উক্তরূপ হুকুম হবে। কারণ এই যে, ফরজন্দ উহার মাওয়ালীর আওলাদ। উল্লেখ্য যে, নছল শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী সর্বপ্রকার আওলাদকে শামিল করে।

যদি ঐ আওলাদগণের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক মারা যায় এবং সে তার আওলাদ রেখে যায় আর ওয়াকফকারী তার ওয়াকফের মধ্যে এরূপ শর্ত আরোপ না করে যে, যদি তাদের মধ্যে কেউ মারা যায় তবে তার অংশ তার আওলাদকে দেওয়া যাবে। তবে ঐ স্ত্রীলোকের অংশ অন্যান্য বর্তমান আযাদকৃতদের মধ্যে বন্টন করা যাবে। শায়খ আবুল কাসেম (রহঃ) এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। যদি কোন ওয়াকফকারী এরূপ বলে যে, আমার আযাদকৃত ও তাদের আওলাদের বংশধরদের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ, তবে এই ওয়াকফ তাদের আযাদকৃতরে কন্যাদের উপর প্রত্যাবৃত হবে। আ যদি ওয়াকফকারী এরূপ বলে যে, আমি এই ওয়াকফ করলাম ঐসব লোকদের উপর, যাদেরকে আমি আযাদ করে দিয়েছি অথবা আমার তরফ হতে আযাদী মিলেছে তারা শামিল হবে না। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন

ব্যক্তি নিজের যমিন আযাদী মিলেছে তারা শামিল হবে না। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি নিজের যমিন অথবা গৃহ নিজের মাওয়ালী এবং তাদের আওলাদের উপর অকফ করল। তারপর মাওয়ালীদের কারও সন্তান পয়দা হল, তবে তা পয়দা হওয়ার ছয় মাসের কম সময়ের পূর্বে গৃহের যে আমদানী হাছিল হয় এই অকফের মধ্যে উক্ত সন্তান অংশ লাভ করবে। আর যে মাল তার পুর্বে হাছিল হয়েছে। তাতে ঐ সন্তানের অংশ থাকবে না আর অকফকৃত যমিনের যে আমদানী সন্তান পয়দা হওয়ার ছয় মাসের পুর্বে হাছিল হইয়াছে তাতে ঐ সন্তানের অংশ থাকবে না। আর অকফকৃত যডমনের যে আমদানী সন্তান পয়দা হওয়ার ছয় মাসের পূর্বে হাছিল হয় তাতে ঐ সন্তান অংশীদার হবে। ইহা ওয়াকেয়াতে হেশামিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই ছদকায়ে মৌকুফাহ হামেশার জন্য আমার উম্মে ওয়ালাদ দাসীগণ এবং আমার মুদাব্বিরাহ দাসীগণের উপর, তবে এই প্রকার ওয়াকফ করা জায়েয হবে; কিন্তু ওয়াকফ ঐসব গোলাম ও দাসী যাদেরকে মুকাতিব করা হয়েছে বা যাদেরকে মালের উপর আযাদ করা হয়েছে তাদের উপর ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। যদি কেউ এরূপ বলে যে, অমি ওয়াকফ করলাম যাদেরকে উম্মে ওয়ালাদ দাসীদের উপর এবং তার আবাদকৃত দাসীদের উপর এবং অবস্থা এই যে, যাদেরকে দাসীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার উম্মে ওয়ালাদ দাসী আছে এবং কিছুসংখ্যক উম্মে ওয়ালাদ দাসীকে সে আযাদ করে দিয়েছে, তবে ওয়াকফের আমদানী তার উম্মে ওয়ালাদ দাসী এবং আযাদকৃত দাসীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার উম্মে ওয়ালাদ দাসী এবং আযাদকৃত দাসীদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর যে দাসীদিরেক সে আযাদ করেছে তারাও ওয়াকফের মালের মুস্তাহিক হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার মৃত্যুর পর আমার আযাদকৃত দাস-দাসীদের উপর. তবে এই ওয়াকফের মধ্যে তার উম্মে ওয়ালাদ দাসীগণ এবং মুদাব্বির দাস-দাসীগণ যারা তার মৃত্যুর পর আযাদ হয়েছে তারা ঐ ওয়াকফের মালের অংশীদার হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। একব্যক্তি বলল যে, আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ যায়েদের সালেম নামক গোলামের উপর। যায়েদ তাকে নিজ অধিকার হতে মুক্তি প্রদান করেছে এভাবে যে, সে যাকে বিক্রয় করে ফেলেছে, তবে উক্ত ওয়াকফের আমদানী ঐ সালেমেরই হবে। সে যথায়ই যাক না কেন। আর উহা কবুল করার ইখতিয়ার ঐ সালেমেরই হবে। সালেমের মুনিবের হবে না। ওয়াকফের মাল পয়দা হওয়ার সময় যে ব্যক্তি সালেমের মুনিব থাকবে উক্ত ওয়াকফের মাল তারই হবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

অষ্টম ভাগ

ফকীরদের উপর ওয়াকফ করার পর নিজের গরীব আওলাদদের ব্যাপারে হুকুম

যদি কেউ ফকীরদের উপর ওয়াকফ করে, তারপর তার আওলাদ-ফরজন্দ অথবা আত্মীয়-স্বজন অভাবগ্রস্ত হয়ে যায় এমন কি যাদের ওয়াকফের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাদের সম্পর্কে ফতোয়ায়ে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ফকীর এবং মিসকীনদের উপর ছদকায়ে মৌকুফাহ করে অথচ তার এই যমিন এর তৃতীয়াংশ হতে বের হয়ে যায় অথবা সে নিজের রোগের অবস্থায় এরূপ বলে তারপর সে মারা যায় এবং সে একটি কন্যা রেখে যায়, তবে এই ওয়াকফের মাল তার জন্য খরচ করা জায়েয হবে না। এর বিস্তারিত বিবরণ শায়েখ আবুল কাসেম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ছদরে শহীদ হেশাম উদ্দীন (রহঃ) বলেন যে, এর উপর ফতোয়া। ইহা গিয়াসিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি ওয়াকফকারীর কারাবাতীদের কেউ অথবা তার কোন ফরজন্দ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং উক্ত ওয়াকফ সুস্থাবস্থায় হয়ে থাকে তবে তাতে কয়েক প্রকার হুকুম হবে। এক এই যে, ওয়াকফের মাল কারাবাতী ফকীরদের

উপর খরচ করা উত্তম। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তা ফকীরদের উপর বণ্টন করবে। দ্বিতীয় এই যে, ওয়াকফের মাল পয়দা হওয়ার সময় অভাবগ্রস্তদের প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না; বরং সে সময় ওয়াকফের মাল বণ্টিত হয় তখন অভাবগ্রস্তদের উপর লক্ষ্য করা যাবে। তৃতীয় এই যে, ওয়াকফকারীর কারাবাতের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা করীব বা নিকটবর্তী, তারপর কে নিকটবর্তী এভাবে দেখা যাবে। সে ব্যক্তি তার নসব হতে পয়দা হয়েছে সে প্রথম হবে, তারপর তার ফরজন্দের আওলাদ হবে। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ এভাবে পর্যায়ক্রমে ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে। তারপর দি তাদের মধ্যে কেউ না থাকে অথবা থাকে এবং তারপর অকফের মাল বেঁচে থাকবে তবে তা কারাবাতী ফকীরদের উপর বণ্টিত হবে এবং তাতেও কারাবাতের দিক দিয়ে প্রত্যেকের নৈকট্যের বিবেচনা করা যাবে; সুতরাং প্রথম তাকে দেয়া যাবে, সে উহাদের মধ্যে ওয়াকফকারীর সাথে সর্বাধিক নিকট সম্পর্কিত। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে।

অতঃপর ওয়াকফকারীর আযাদকৃতদের পর্যায়, তার পর ওয়াকফকারীর প্রতিবেশীদের পর্যায়, তারপর তার শহরবাসীদের পর্যায়। কিন্তু এর মধ্যেও সেই ব্যক্তি অগ্রগণ্য হবে, যে বসবাস করার দিক দিয়ে ওয়াকফকারীর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। চতুর্থ এই যে, যাদেরকে ওয়াকফের মাল দেওয়া যাবে তাদের প্রত্যেককে দুশত দিরহামের কম দেওয়া যাবে এবং ইহা শায়েখ হেলাল (রহঃ) এর অভিমত। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। এবং ইহা তখন, তখন সে ফকীরদের উপর ওয়াকফ করে এবং তার কোন কোন কারাবাতী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদি অকফকারী নিজের কারাবাতী ফকীরদের উপর এবং তার কোন কোন কারাবাতী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যদি ওয়াকফকারী নিজের কারাবাতী ফকীদের উপর ওয়াকফ করে তবে তার সব আমদানী উহাদের উপর বণ্টিত হবে, যদিও তাদের প্রত্যেকে দুশত দিরহামের অধিক প্রাপ্ত হয়। আর যদি ওয়াকফকারী ফকীরদের মধ্যে অভাবের দিক দিয়ে তারতীব করে দেয় যে প্রতশ সর্বাপেক্ষ অধিক ফকীরকে, তারপর তৎপরবর্তী ফকীরকে, তার পর তৎপরবর্তী ফকীরকে। এই তারতীব অনুযায়ী এই ছুরতে সমস্ত অংশে সঙ্কুলান হবে না; বরং উতাদেরকে দুশত দিরহামের কম দেওয়া যাবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ফকীরদের উপর ওয়াকফ করা হয় যাতে কাজী কোন কোন কারাবাতীকে কিছু দান করেছে তবে তাতে দুইটি ছুরত আছে। একটি এই যে, কাজী একে দিবার হুকুম দেয় নাই এই বলে যে, তার জন্য কিছু ওয়াজিব হওয়ার কারণ আছে তবে তা ওাজিব হবে না। তারপর যখন অন্য কোন কাজী আসবে তখন তার ইখতিয়ার হবে যে, এই নিয়ম সে ভঙ্গ করে দেয় এবং ঐ কারাবাতীদেরকে কিছু না দেয়। দ্বিতীয়টি এই যে, প্রথম কাজী তার হুকুম দিয়ে দেয় এবং মুতাওয়াল্লীর নিকট বলে দেয় যে, আমি উহার হুকুম দিয়েছি এবং ইহা তার জন্য অজীফাস্বরূপ ধার্য করেছি। ওয়াকফের মাল হতে সর্বদা সে অন্যান্য ফকীরদের তুলনায় অধিক হকদার হয়ে যাবে এবং যে কাজী তার পরে আসবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, প্রতম কাজীর এই ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করবে। ইহা কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর যদি কেউ নিজের যমিন এই শর্তের উপরে অকফ করে যে, এর অর্ধাংশ মিসকীনদের এবং বাকী অর্ধাংশ কারাবাতী ফকীরদের। তার পর কারাবাতী ফকীরদের অধিক অভাব দেখা দেয় এবং তারা যতটুকু যা পায় তা তাদের জন্য যথেষ্ট না হয় তখন ওয়াকফকারী মিসকীনদের জন্য যা দেয়ার শর্ত করেছি তা হতে ঐ ফকীরদেরকে দেয়া যাবে কিনা? এই ব্যাপারে শায়েখ হেলাল (রহঃ) বলেন যে, না, দেয়ার যাবে না এবং ইহাই ইমাম ইউসুফ ইবনে খালদ

(রহঃ) এর অভিমত এবং শায়েখ ইব্রাহীম ইবনে ইউসুফ বলখী ও মালিক ইবনে আহমদ ফারসী (রহঃ) এবং ফকীহ আবু জা'ফর হিন্দুস্থানী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে মিসকীনদের অংশ হতে দেয়া যাবে। কারণ এই যে, ঐ লোকগণ ওয়াকফকারী ব্যক্তির কারাবাতী মিসকীন। ইহারা সেই দিক দিয়েই অধিক মুস্তাহিক অর্থাৎ দাবীদার।

যেমন এক ব্যক্তি নিজের কোন যমিন তার কারাবাতীদের উপর এবং তার অন্য কোন যমিন নিজের প্রতিবেশীদের উপর ওয়াকফ করল এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তার কারাবাতীও, তবে এই লোকগণ উভয় ওয়াকফ হতে দুই গুণের দিক দিয়ে মুস্তাহিক হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ওয়াকফকারী তার ওয়াকফের মধ্যে এরূপ শর্ত করে যে, তার কারাবাতী ফকীরদের জন্য এই পরিমাণ এবং মিসকীন ও ফকীরদের জন্য এই পরিমাণ তবে কারাবাতী ফকীরদেরকে ফকীর মিসকীনদের অংশ হতে দেয়া যাবে। আর যদি সে এরূপ শর্ত করে যে, কারাবাতী ফকীরদেরকে ফকীর মিসকীনদের অংশ হতে দেয়া যাবে। আর যদি সে এরূপ শর্ত করে যে, কারাবতী ফকীরদেরকে মিসকীন-ফকীরদের অংশ হতে দেয়া যাবে না। এবং এই মতকে মুহাম্মদ ইবনে সালমাহ (রহঃ) এবং আবু নছর মুহাম্মদ ইবনে বলখী (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি ওয়াকফকারী ওয়াকফের আমদানীর মধ্যে এজন্য শর্ত করে যে যে, যে মুসলমান ব্যক্তি ঋণে আবদ্ধ তার মুক্তির জন্য অথবা মুসাফিরদের জন্য অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বা হজ্জের জন্য অথবা মুসলমান গোলামদের আযাদ করার জন্য খরচ করা যাবে। তারপর যদি তার কোন আওলাদ অথবা কারাবাতী ফকীর ওয়াকফের মালের মুখাপেক্ষী হয় তবে তাদেরকে ওয়াকফের মাল হতে কিছুই দেওয়া যাবে না; কিন্তু যদি আওলাদ অথবা কারাবাতীগণও ঋণে আবদ্ধ হয় বা মুসাফিরী অবস্থায় থাকে তবে এই অবস্থায় প্রথম এদেরকে দেওয়া যাবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর যদি কেউ নিজের এক যমিন তার কারাবাতী ফকীরদের উপর ওয়াকফ করে এবং অন্য যমিন মিসকীনদের উপর অকফ করে এবং অবস্থা এই যে, যা কারাবাতী ফকীরদের উপর ওয়াকফ করা হয়েছে তা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তারপর যদি ঐ ওয়াকফদ্বয় পৃথক পৃথক আকদের দ্বারা হয়ে থাকে তবে কারাবাতী ফকীদেরকে মিসকীনদের ওয়াকফ হতে প্রয়োজনানুযায়ী অংশ দেয়া যাবে। আর যদি একই আকদের দ্বারা ওয়াকফকারী উভয় ওয়াকফ করে থাকে তবে তা দেয়া যাবে না। তারপর যে হুকুম এক আকরে ওয়াকফের মধ্যে বলা হয়েছে যে, কারাবাতীদেরকে মিসকীনদের ওয়াকফ হতে দেওয়া যাবে না, তখন জরুরত এই যে, শায়েখ হেলাল (রহঃ) ও ইউসুফ ইবনে খালেদ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী এই হুকুম দেয়া হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে ঐ ক্ষেত্রও ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে। আর এভাবে যদি উক্ত যমিন ওয়াকফকারী ব্যক্তি পরহেগার প্রতিবেশীদের নিকট পরিচিত থাকে এবং ঐ ক্ষেত্র উক্ত যমিনের অন্তর্ভুক্ত বলে তাদেরও জানা থাকে তা হলেও ঐ ক্ষেত ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে। আর যদি অবস্থা উপরোক্ত বর্ণনার বিপরীত হয় তবে সেই ক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর অভিমত গৃহীত হবে এবং উক্ত ক্ষেত এই ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে না। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ওয়াকফনামা সম্পর্কিত মাসায়েল

শাইখুল ইসলাম (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি তার কোন জিনিস ওয়াকফ করল, নিজের আযাদকৃত লোক এবং অমুক নির্দিষ্ট মাদ্রাসার শিক্ষকদের উপর এবং ওয়াকফনামায় পরিমাণ এবং তার নিখুঁত হওয়ার শর্তসমূহও লিখিত হল এবং তাতে এটাও লিপিবদ্ধ করা হল যে, সবশেষে এটা ফকীরদের জন্য ব্যয় হবে। এক্ষেত্রে এটার হুকুম কি হবে? শাইখুল ইসলাম (রহঃ) বললেন যে, ওয়াকফনামার এই লিখা ছহীহ হয়নি। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি নিজের যমিন ওয়াকফ করল এবং তার ওয়াকফনামা লিপিবদ্ধ করল। আর নিজের উপর তার সাক্ষী রাখল। তারপর ওয়াকফকারী দাবী করল যে, আমি এই যমিন এরূপ শর্তের উপর ওয়াকফ করেছিলাম যে, আমার জন্য এটা বিক্রি করা জায়েয এবং আমি জানি না যে, ওয়াকফনামার লিখক আমার এই শর্ত ওয়াকফনামায় লিখেছে কি লিখেনি। তবে দেখতে হবে যে, ওয়াকফকারী ব্যক্তি আরবী ভাষা উত্তমরূপে জানে ও বুঝে কিনা। যদি সে তা জানে ও বুঝে এবং উক্ত ওয়াকফনামা তাকে পড়ে শুনানো হয়ে থাকে এবং যদি ওয়াকফনামায় একথা লিখিত থাকে যে, আমি এটা সঠিকভাবেই ওয়াকফ করলাম এবং ওয়াকফনামায় যা কিছু লিখিত আছে তা সবকিছুই ছহীহ এবং তা সবই আমার বক্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর বর্তমান কথা কবুল হবে না।

যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তি আজমী হয় এবং আরবী ভাষা উত্তমরূপে না জানে তবে দেখতে হবে যে, ঐ ওয়াকফনামা তাকে পাঠ করে তার মর্ম তাকে জানানো হয়েছে কিনা। যদি সাক্ষীগণ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, উক্ত ওয়াকফনামার ফারসী অনুবাদ করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা শুনে ও বুঝে ওয়াকফনামার বক্তব্যসমূহ সে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও ওয়াকফকারীর বর্তমান দাবী গৃহিত হবে না। আর যদি সাক্ষীগণ এই সাক্ষ্য না দেয় তবে তার কথা কবুল হবে। এটা মুজমিরাত কিতাবের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ফকীহ আবু জাফর (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন এক স্ত্রীলোকের নিকট তার প্রতিবেশী বলল যে, তুমি এই গৃহ ওয়াকফ করে দাও এই শর্তে যে, যখন তোমার তা বিক্রি করার প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তুমি তা বিক্রি করে দিও। তারপর ওয়াকফনামা লিখক ঐ শর্ত ছাড়া ওয়াকফনামা লিখে উক্ত মহিলাকে বলল যে, আমি ওয়াকফনামা লিপিবদ্ধ করেছে। স্ত্রীলোকটি তখন ঐ ওয়াকফনামার উপরে সাক্ষী রেখে দিল। এই অবস্থায় হুকুম কি হবে? ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) বলেন যে, যদি ঐ ওয়াকফনামা উক্ত মহিলাকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করে শুনানো হয়ে থাকে এবং সে তা শুনে তার উপর সাক্ষী করে রাখে তবে তার ঐ ঘর ওয়াকফ হয়ে যাবে। আর যদি তাকে তা পড়ে শুনানো না হয় তবে ঐ গৃহ ওয়াকফ হবে না। উল্লেখ থাকে যে, উপরোক্ত মাসয়ালা দুটির যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর কথানুযায়ী; কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর কথানুযায়ী ঐরূপ হুকুম হবে না। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি তার ফসল উৎপাদনযোগ্য যমিন ওয়াকফ করল এবং তার ওয়াকফনামা লিখার অনুমতি দিল। লিখক যমিনের দুটি সীমানা ঠিকই লিখিল কিন্তু বাকী দুইটি সীমানা লিখিতে ভুল করল, তবে যে দুই সীমানা লিখতে ভুল করল সেই দুই সীমানায় যদি অন্য কারও যমিন বা আঙ্গুরের বাগান অথবা বাড়ী-ঘর থাকে, তবে অকফ ছহীহ হইবে। আর যদি ভুলকৃত সীমানা দুটিতে এসব না থাকে, তবে ওয়াকফ বাতিল হবে। আর যদি উক্ত ওয়াকফকৃত যমিন এরূপ

www.nagorikpathagar.org

সুপরিচিত হয় যে, তার সীমানা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াকফ ছহীহ হবে। এটা অজীয়ে কারদারী কিতাবের বিবরণ। যদি কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে অবস্থিত তার নিজের সমস্ত যমিন কোন কওমের উপর ওয়াকফ করতে চায় এবং নিজের রুগ্ন অবস্থায় তার ওয়াকফনামা লিখার আদেশ দেয়, আর লিখক তার বিভিন্ন ক্ষেত, বাগান ইত্যাদির দাগ লিখতে গ্রহণ করে, তারপর উক্ত ওয়াকফনামা ঐ ওয়াকফকারীকে পড়ে শুনানো হয় কিন্তু যে বিষয় লিখতে বুল করা হয়েছে, তা যদি তাকে শুনানো হয়, তারপর যদি ওয়াকফকারী ওয়াকফনামা শুনে উক্ত ওয়াকফের উপর স্বীয় স্বীকৃতি প্রকাশ করে, তবে শায়েখ আবু নাছীর (রহঃ) বলেন যে, ওয়াকফকারী যদি নিজের সুস্থাবস্থায় ওয়াকফ করে এবং সে এরূপ কথা প্রকাশ করে যে, আমার ওয়াকফের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ঐ গ্রামে আমার উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত যে স্বত্ব আছে, তা সবই আমি ওয়াকফ করেছি, তবে তার সমস্ত স্বত্বেই ওয়াকফের হুকুম প্রযোজ্য হবে, যা তার উদ্দেশ্যে ছিল।

তবে ওয়াকফকারী যদি মরে যায় এবং মরার পূর্বে তার নিজের এরূপ উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে যায়, তবে তার সেই উদ্দেশ্য মোতাবেকই ওয়াকফ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি মুতাওয়াল্লী এবং অছীর জন্য অছিয়তনামা এবং বেলায়েতনামা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাতে কার তরফ হতে অছিয়ত এবং বেলায়েত সোপর্দ করা হল, তা উল্লেখ না থাকে, তবে ঐ অছিয়তনামা ও বেলায়েতনামা ছহীহ হবে না। তবে যদি এরূপ লিখা হয় যে, হাকীমের পক্ষ হতে অছী করা হল এবং হাকীমের পক্ষ হতে মুতাওয়াল্লী করা হল; কিন্তু সেই কথা উল্লেখ করা না হয়, যে কাজী অছী এবং মুতাওয়ালল্লী নিযুক্ত করেছে, তবে তা জায়েয হবে। এটা ওয়াকেয়াতে হেশামিয়ায় এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। ফতোয়ায়ে আহলে সমরকন্দ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, একব্যক্তি কোন ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীর নিকট হতে ওয়াকফের যমিন ইজারাহ নিল এবং ইজারাহ নামায় লিখা হল যে, অমুকের পুত্র অমুক, তার পুত্র অমুক এবং তার পুত্র অমুক যে ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী এবং ওয়াকফকারী এই নামে পরিচিত কিন্তু ইজারাহ নামায় ওয়াকফকারীর পিতা এবং দাদার নাম লিখা হল না।

তবে উক্ত ইজারহ নামার লিখা জায়েয হবে। কেননা যখন ইজারাহ নামায় শুধু এরূপ লিখা হয় যে, অমুকের পুত্র অমুকের পুত্র অমুক হতে এভাবে ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত। আর যদি তা জানা শুনা লোকদের উপর ওয়াকফ করা হয়ে থাকে, তবে তা ইজারাহ নেওয়া জায়েয হয় যদিও ইজারাহ নামায় ওয়াকফকারীর নামও উল্লেখ করা না হয়, তা হলে উপরোক্ত ছুরতে ইজারাহনামা শুদ্ধ না হওয়ার তো কোন কথাই উঠে না। এটা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

কোন একব্যক্তি যেমন যায়েদের কজায় একটি যমিন আছে। তারপর অন্য একব্যক্তি যেমন আমর এসে দাবী করল যে, এই যমিন ওয়াকফকৃত এবং স এক লিখিত দলীল দেখাল যা ন্যায়নিষ্ঠ লোক এবং কাজীর পক্ষ হতে লিখিত; কিন্তু তারা কেহই এখন জীবিত নাই। আমর কাজীকে ঐ লিখা দেখিয়ে দাবী করল যে, ঐ যমিনের ওয়াকফ হওয়ার হুকুম দেওয়া হক; কিন্তু এক্ষেত্রে কাজীর জন্য জায়েয হবে না যে, সে ঐ যমিন ওয়াকফ হওয়ার হুকুম দিয়ে দেয়। এটা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। এভাবে যদি কোন গৃহ-দরজায় ঐ গৃহ ওয়াকফকৃত বলে লিখিত তখতি ঝুলানো থাকে, তবে তা দেখিয়াও কাজী তা ওয়াকফকৃত বলে হুকুম দিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন আদেল ব্যক্তি তার ওয়াকফের সাক্ষ্য দেয়। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

৫ম পরিচ্ছেদ

ওয়াকফের স্বীকৃতির মাসায়েল

যে ব্যক্তির কব্জায় একটি যমিন আছে, যদি সে এরূপ স্বীকার করে যে, এটা ওয়াকফকৃত। তবে এটা ওয়াকফের স্বীকৃতি; কিন্তু অকফ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না অকপের শর্তসমূহ তার মধ্যে প্রযুক্ত হয়। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের কব্জায় আবদ্ধ যমিনের অকফ হওয়ার একবার করে এবং তার অকফকারীর কতা উল্লেখ না করে এবং তার মুস্তাহিকদের কথাও প্রকাশ না করে, তবে তার একরার ছহীহ হবে। এই যমিন ফকীরদের উপর অকফ হয়ে যাবে। অবশ্য এই হুকুম দেওয়া যাবে না যে, এইরূপ একবারকারীই তার অকফকারী হয়ে যাবে। আবার এই হুকুমও দেওয়া যাবে না যে, একরারকারী অকফকারী হবে না।

তবে যদি সাক্ষীগণ এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ একরারকারী যখন একরার করেছে, তখন ঐ ব্যক্তিরই যমিনের মালিকানা ছিল, তবে একরারকারীই তার অকফকারী বলে সাব্যস্ত হবে। এটা মুহীতে সুরুখসী এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে এবং এস্তেহসানান তার মুতাওয়াল্লীও একরারকারী সাব্যস্ত হবে, এমনকি সে-ই ঐ অকফের আমদানী ও উৎপন্ন ফসলাদি ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করবে। তবে তার এই ইখতিয়ার হবে না যে, কাকেও সে তার অছী নিযুক্ত করে, এটা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। এস্তেহসানান একরারকারীকে তার মুতাওয়াল্লীও গণ্য করা যাবে। এমন কি সে অকফের আমদানী মাল ফকীরদের উপর বণ্টন করবে; কিন্তু তার এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, কাকেও সে তার অছী নিযুক্ত করে। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

অবশ্য এই মাসয়ালার মধ্যে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, একরারকারীর ঐরূপ একরার বা সাক্ষ্য কিভাবে গৃহীত হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, ঐরূপ সাক্ষ্য কবুল হওয়ার তাবীল এই অবস্থার মধ্যে আছে যেমন ঐরূপ একরারকারী ছাড়া অন্য একব্যক্তি এসে দাবী করে যে, আমি তার অকফকারী এবং সে ইচ্ছা করে যে, একরারকারীর কব্জা হতে তা তার নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়। তখন একরারকারী এরূপ সাক্ষ্য কায়েম করে যে, এই একরারকারীই তার ওয়াকফকারী। এরূপ সাক্ষ্য কবুল হবে এবং উক্ত দাবীদারের দাবী বাতিল হবে এবং একরারকারীর জন্য ওয়াকফের এমন বেলাযেত প্রমাণিত হবে যে, সে আর কখনও বরখাস্ত হবে না। আর যদি একরারকারী ঐরূপ একরার করার পর আবার এরূপ একরার করে যে, তার ওয়াকফকারী অমুক ব্যক্তি। তবে তার এই একরার কবুল হবে না। আর যদি সে বলে যে, তার ওয়াকফকারী আমি, তবে তার কথা কবুল হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি ওয়াকফের একরার করে এবং ওয়াকফকারীর কতাও উল্লেখ করে কিন্তু ওয়াকফের মুস্তাহিকদের বিষয় উল্লেখ না করে, যেমন এরূপ বলে যে, এই যমিন আমার পিতার পক্ষ হতে ছদকায় মৌকুফাহ এবং তার পিতা মরে গিয়েছে, তবে হুকুম এই যে, যদি তার পিতার উপর কর্জ থাকে তবে এই যমিন ঐ কর্জের দায়ে বিক্রি করা যাবে আর যদি তার পিতা কোন অছিয়ত করে থাকে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা অছিয়ত পুরা করা যাবে। তারপর ঐ দুই কাজ সেরে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা ফকীরদের জন্য ওয়াকফ হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি এই একরারকারীর সাথে অন্য কোন ওয়ারিছ একরারকারী না হয়। আর যদি তার তাতে অন্য কোন ওয়ারিছও একরার করে, তবে তা জায়েয হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। তারপর দেখা যাবে, যদি একরারকারীর নিজের জন্য মুতাওয়াল্লী হওয়ার দাবী না করে, তবে তার জন্য বেলায়েত হবে না এবং কাজীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যাকে ইচ্ছা ঐ ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী করে। আর যদি ঐ ব্যক্তি নিজের জন্য মুতাওয়াল্লী হওয়ার দাবী করে, তবে এস্তেহসানান তার কথা কবুল হবে। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

আর যদি ঐ একরারকারীর সাথে অন্য ওয়ারিছ থাকে, যে ঐ ওয়াকফ অস্বীকার করে, তবে ঐ যমিন হতে অস্বীকারকারীর অংশ অস্বীকারকারীকে দিয়ে দিবে, সে তা নিজ ইচ্ছানুযায়ী খরচ করবে। আর একরারকারীর অংশ একরারকারীর স্বীকৃতি অনুযায়ী ওয়াকফ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। আর এভাবে যদি একরারকারী বলে যে, এই যমিন আমার দাদার পক্ষ হতে ওয়াকফকৃত। তা হলেও উক্তরূপ হুকুম হবে। মুতারজিম বলেন যে, একরারকারী যদি আরবী ভাষায় এরূপ বলে যে, এই যমিন ছদকায়ে মৌকুফাহ আমার পিতা অথবা দাদার পক্ষ হতে, তবে একরারকারীর কথায় ওয়াকফ সাব্যস্ত হবে।

এই যমিন আমার পিতাকে অতিক্রম করে ছদকায়ে মৌকুফাহ, তবে এই কথা উক্ত যমিন একরারকারী পিতার মালিকানার একরার বা স্বীকৃতি নয়; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াকফ জায়েয হবে না। চাই তার পিতার উপর কর্জ থাকুক বা না থাকুক বা তার পিতা কিছু অছিয়ত করুক বা না করুক, বা চাই একরারকারীর সাথে অন্য কোন ওয়ারিছ একরারকারী থাকুক বা না থাকুক। এটা হাবী কিতাবের বিবরণ এবং এই একরারকারী ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি তার ওয়াকফকারী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না; কিন্তু তার বেলায়েত এস্তেহসানান একরারকারীর জন্য হবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি একরারকারী ওয়াকফ কোন অপরিচিত-অসম্পর্কিত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করে এব কোন মশহুর ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে এবং তার সম্পর্কে ঠিক ঠিক বর্ণনা করে এবং তার সাথে সম্পর্কও এমন শব্দ দ্বারা করে, যা তার মালিকানার অর্থ প্রকাশ করে, যেমন আরবী ভাষার 'মিন' শব্দ ব্যবহার করে তবে দেখা যাবে, যদি ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি জীবিত-বর্তমান থাকে এবং উপস্থিত থাকে, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেননা একরারকারী তার মালিকানার একরার করেছে এবং তার উপর ওয়াকফ করারও সাক্ষ্য দিয়েছে। অতএব যদি ঐ ব্যক্তি ঐ উভয় কথার একরারকারীর সত্যতা স্বীকার করে, তবে উক্ত উভয় ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি স্বীকৃতির কারণে উক্ত আজনবী ব্যক্তির ওয়াকফ প্রমাণ হয়ে যাবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি একরারকারীর তার মালিকানার স্বীকৃতিকে সত্য বলে এবং তার ওয়াকফের একরারকে মিথ্যা বলে, তবে উভয়ে পরস্পরকে সত্য বলার কারণে ঐ ব্যক্তির মালিকানা প্রমাণিত হয়ে যাবে আর যদি ঐ ব্যক্তি একরারকারীর মালিকানার একরারকে সত্য বলে এবং তার ওয়াকফের একরারকে মিথ্যা বলে, তবে উভয়ের পরস্পরকে সত্য বলার কারণে ঐ ব্যক্তির মালিকানা প্রমাণিত হয়ে যাবে আর ওয়াকফ এজন্য প্রমাণিত হবে না যে, তার সাক্ষী মাত্র একই ব্যক্তি।

আর যদি উল্লিখিত ব্যক্তি মরে যায়, তবে একরারকারীর সত্য-মিথ্যার বিচার হবে ঐ ব্যক্তির ওয়ারিছদের দ্বারা। যদি একরারকারীর কথা সত্য বা মিথ্যা বলার ব্যাপারে সব ওয়ারিছ একই কথা বলে তবে ঐ ব্যক্তির মালিকানা এবং ওয়াকফ হয় উভয়ই ছাবেত হবে নচেৎ কোনটাই ছাবেত হবে না। আর যদি ওয়ারিছদের মধ্যে কেউ কেউ মালিকানা এবং ওয়াকফ । উভয়কে সত্য বলে, এবং কেউ কেউ মালিকানাকে সত্য বলে ও ওয়াকফকে অসত্য বলে, তবে যারা উভয়কে সত্য বলে, তাদের জন্য ওয়াকফের অংশ এবং যারা অসত্য বলে, তারা ওয়ারিছী অংশ পাবে। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি সব ওয়ারিছ একরারকারীর কথা সত্য বরে, তবে উক্ত ওয়াকফের বেলায়েত উক্ত একরারকারীর জন্য হবে। আর কেউ সত্য বললে ও কেউ অসত্য বললে কিয়াসানুযায়ী তার বেলায়েত ছাবেত হবে না। শায়েখ হেলাল (রহঃ) বলেন যে, আমরা কিয়াসকেই গ্রহণ করেছি। এভাবে যদি ওয়াকফের ব্যাপারে সব ওয়ারিছই একরারকারীকে সত্য বরে কিন্তু ঐ ওয়াকফের বেলায়েত একরারকারীর হওয়ার ব্যাপারে যদি কোন কোন ওয়ারিছ অস্বীকার করে, তবে কিয়াসানুযায়ী একরারকারীর জন্য বেলায়েত ছাবেত হবে না।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ওয়াকফ জবরদখল করে নেওয়ার মাসায়েল

কোন ব্যক্তি তার যমিন বা ঘর ওয়াকফ করল এবং তা কোন ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করে দিল এবং সে তার দেখা-শুনা এবং তত্ত্বাবধান করবে এজন্য তাকে তার মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করল। সে তা অস্বীকার করল। এটাতে সে ব্যক্তি ঐ ওয়াকফের জবরদখলকারী হল। তখন যমিন তার কব্জা হতে বের করে নেওয়া যাবে এবং এই মকদ্দমায় ওয়াকফকারী বাদী হবে। আর যদি ওয়াকফকারী মারা গিয়ে থাকে, এবং ওয়াকফের মুস্তাহিকগণ তাদের হক নিতে আসে, তবে এই মুকদ্দমায় কাজী এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবে যে তার বাদী হয়।

তারপর যদি ওয়াকফকৃত মালের কোন ক্ষতি বা লোকসান হয়ে যায় এবং ঐ কব্জাকারী ব্যক্তির ওয়াকফ অস্বীকার করার পরে তা হয়ে তাকে, তবে উক্ত গাছেব তার যিম্মাদার হবে এবং ওয়াকফকৃত বস্তুর যা কিছু বিধ্বস্ত হয়ে যায়, গাছেবের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করতঃ তা দিয়ে তা মেরামত করবে। আর যদি গাছেব ওয়াকফের মাল ওয়াকফকারীর নিকট হতে গছব করে থাকে, মুতাওয়াল্লীর নিকট হতে না করে, তবে গাছেবের জন্য ওয়াজিব হবে যে, সে তা ওয়াকফকারীকে ফেরত দিয়ে দেয়া। গাছের যখন তার গছব করার কথা অস্বীকার করে কিন্তু কাজীর নিকট তার গছব প্রমাণিত হয়, তখন কাজী তাকে আটক করে রাখবে, যতদিন পর্যন্ত না গছবকৃত বস্তু সে ফিরিয়ে দেয়। তারপর ওয়াকফের বস্তুতে কোন লোকসান দেখা গেলে গাছেব তার ক্ষতিপূরণ দিবে এবং তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াকফের বস্তুর মেরামত, সংস্কার এবং সংশোধন করা যাবে। তবে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ বা মাল ওয়াকফের মুস্তাহিকদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না। এটা হাবী কিতাবের বিবরণ।

গাছের যদি নিজের পক্ষ হতে ওয়াকফের বস্তুতে কোন কিছু বৃদ্ধি বা নূতন সৃষ্টি করে এবং সেগুলির মূল্য পরিমাণ করা যায় না। যেমন যদি গাছেব ওয়াকফের যমিন চাষ করে, তাতে পুকুর খনন করে, তবে ঐ ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক গাছেবের নিকট হতে তা বিনামূল্যে নিয়ে নিবে। ঐসব বিষয় বাবত তাকে কোন কিছু দিবে না। আর যদি গাছেব ওয়াকফের বস্তুতে এমন কিছু বৃদ্ধি বা নূতন সৃষ্টি করে, যার মূল্য আন্দাজ করা যায়, যেমন যদি সে ওয়াকফের যমিনে গাছ লাগায় বা অট্টালিকা নির্মাণ করে, তখন গাছেবকে বলা যাবে যে, তুমি তোমার গাছ মূলসহ উপড়িয়ে নিয়ে যাও এবং তোমার দালান তুলে নিয়ে যাও এবং যমিন ফিরিয়ে দাও; কিন্তু শর্ত এই যে, যেন যমিনের কোনরূপ লোকসান না হয়। যদি কোনরূপ লোকসান হয়, গাছ মূলসহ খুদে উঠিয়ে নিলে যমিনের অনেক জায়গা নষ্ট হয়ে যায়, দালান তার ভিত্তিসহ ভেঙ্গে নিলে যমিনে খন্দক সৃষ্টি হয়। তবে গছবকারীর এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে গাছ মূলসহ উৎপাটন করে এবং দালান তার ভিত্তিসহ ভেঙ্গে নেয়। অতএব ওয়াকফের যমিনের তত্ত্বাবধায়ক ভগ্ন দালানের মূল্য এবং কাটা গাছের মূল্যের হিসাবে গাছেবকে তা দিয়ে দিবে। তবে শর্ত এই যে, যদি তার নিকট ঐ পরিমাণ ওয়াকফের আমদানী থাকে।

যদি এই অবস্থায় তার নিকট ওয়াকফের আমদানী না থাকে, তবে ওয়াকফের যমিন ইজারাহ দেওয়া যাবে এবং তার উজরত দ্বারা উক্ত মূল্য আদায় করা যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। আর যদি গছবকারী চায় যে, সে তার বৃক্ষসমূহ এরূপ উপর দিয়ে কাটে যে, তাতে যমিনের কোন ক্ষতি হয় না। তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে। তারপর তা যে পরিমাণ যমিনের মধ্যে থেকে যায় তত্ত্বাবধায়ক তার মূল্য গছবকারীকে দিয়ে দেয়, তবে শর্ত এই যে, যদি তার কিছু মূল্য থাকে এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি এই মাসয়ালায় মুতাওয়াল্লী গছবকারীর কোন প্রস্তাবের উপর সমজোতা করে নেয়, তবে তা জায়েয হবে, তবে তা এই শর্তে যে, যদি তা ওয়াকফের জন্য উপকারী হয়। এই হুকুম দালানের ক্ষেত্তেও হবে। এটা হাবী কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন গছবকারী কোন ওয়াকফকৃত যমিন এই অবস্থায় গছব করে যে, তার মূল্য একহাজার দিরহাম আছে। তারপর তার মূল্য দুই হাজার দিরহাম হয়ে যাওয়ায় উক্ত গছবকারীর নিকট হতে তা দ্বিতীয় গছবকারী গছব করে নেয়, তবে তত্ত্বাবধায়ক প্রথম গছবকারীকে পাকড়াও করবে না; বরং দ্বিতীয় গছবকারীকে পাকড়াও করবে, যদি সে অর্থশালী হয়। শায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এই কথার অর্থ এই যে, দ্বিতীয় গছবকারীকে ঐ সময় পাকড়াও করবে, যখন দ্বিতীয় গছবকারীর নিকট হতে তৃতীয় গছবকারী তা গছব করে নেয় এবং তার নিকট হতে ওয়াকফের যমিন ফিরিয়ে নেওয়ায় বিপত্তি দেখা দেয়। তবে এরূপ অবস্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় গছবকারীর মধ্যে দ্বিতীয় গছবকারী কেই পাকড়াও করবে। যখন সে প্রথম গছবকারীর তুলনায় ধনী হয়। আর যদি প্রথম গছবকারীই দ্বিতীয় গছবকারীর তুলনায় ধনী হয় তবে প্রথম গছবকারীকেই পাকড়াও করবে। যখন তত্ত্বাবধায়ক দুজন গছবকারীর মধ্যে কোন একজনকে পাকড়াও করবে, তখন অন্য গছবকারী দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং যখন তত্ত্বাবধায়ক দুজনের মধ্য হতে কোন একজনের নিকট হতে মূল্য আদায় করে নিবে, তখন ঐ মূল্য দ্বারা অন্য যমিন খরিদ করে নিবে এবং তা প্রথমোক্ত যমিনের স্থলে ওয়াকফের যমিনরূপে ধার্য করবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি তত্ত্বাবধায়ক দুজন গছবকারীর মধ্যে কোন একজনের নিকট হতে মূল্য আদায় করে নেয়, তারপর আসল যমিন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেও মূল্য আদায়কারীকে তা ফিরিয়ে দিবে এবং উক্ত যমিন স্ব অবস্থায় ওয়াকফী যমিন হবে এবং এই অবস্থায় গছবকারীর এই ইখতিয়ার হবে না যে, সে নিজের মূল্য ফেরত পাওয়া পর্যন্ত যমিন আটকিয়ে রাখে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। তারপর যদি তত্ত্বাধায়ক গছবকারীর নিকট হতে মূল্য পেয়ে যায় এবং তা তার হাতে নষ্ট হয়ে যায় তবে তার উপর কোন জেমান লাযেম হবে না; এবং নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কসমের দ্বারা ত্ত্বাবধায়কের কওলই কবুল হবে। এটা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি তত্ত্বাবধায়ক মূল্য আদায় করে এখন পর্যন্ত তাদ্বারা অন্য যমিন খরিদ না করে থাকে এবং তার নিকট হতে মূল্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন আসল ওয়াকফী যমিন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে উক্ত যমিন যেরূপ ওয়াকফী যমিন ছিল তদ্রূপই থাকবে। আর তত্ত্বাবধায়ক যে মূল্য আদায় করে নিয়েছিল তা নিজের মালস্বরূপই মনে করে নিবে। তারপর এস্তেহসানান ঐ পরিমান মাল ওয়াকফের আমদানী হতে নিয়ে নিবে; কিন্তু যারা ওয়াকফের মালের মুস্তাহিক, ওয়াকফের মাল ছাড়া তাদের নিকট হতে অন্য কোন মাল ফিরিয়ে নিবে না; বরং তাদের নিকট হতে শুধু ওয়াকফের মালই ফিরিয়ে নিতে পারবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি এরূপ হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক মূল্য আদায় করে তার বদলে প্রথম ওয়াকফের স্থলে অন্য যমিন খরিদ করে নেয়, তারপর তাকে আসল ওয়াকফী যমিন ফিরিয়ে দেয়, তবে তা স্বঅবস্থায় ওয়াকফ হবে এবং অন্য যমিন যা খরিদ করা হয়েছে তা ওয়াকফ হওয়া হতে খারিজ হয়ে যাবে। তখন তত্ত্বাবধায়কের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তাকে বিক্রয় করতঃ তার মূল্য দ্বারা ঐ মূল্য যা উছুল করেছিল তা আদায় করবে। আর যদি তাতে কম হয়ে যায় তা তত্ত্বাবধায়কে ব্যক্তিগত মালের কমতি ধরে নিবে। তা কিয়াস অনুযায়ী ও এস্তেহসানান কোন দিক দিয়াই ওয়াকফের আমদানী হতে ফেরত নিতে পারবে না। যদি ওয়াকফকারী ওয়াকফের সাথে বদল করার শর্ত করে দেয় অর্থাৎ ওয়াকফের শর্তসমূহের মধ্যে এইরূপ লিখিত হয় যে, বদল করা জায়েয হবে। তারপর তত্ত্বাবধায়ক তা বিক্রয় করে মূল্য আদায় করে নেয়। তারপর ঐ মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। তারপর প্রথম গৃহ ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে কাজীর হুকুমে ফেরত দেওয়া হয়। তখন তত্ত্বাবধায়ক তার মূল্য নিজের মাল হতে জেমান দিয়ে দেয়। তারপর ওয়াকফের যমিন যা তাকে ফিরায়ে দেওয়া হয়েছে তার মূল্য দিয়ে ঐ মুল্যের বদলে বিক্রি করবে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ওয়াকফী গৃহ

এবং ওয়াকফী যমিন গছব করতঃ গৃহের ইমারাত ভেঙ্গে ফেলে অথবা যমিনের বৃক্ষ কেটে ফেলে তবে তত্ত্বাবধায়কের শরীয় ইখতিয়ার হাছিল হবে যে, গছবকারীর নিকট হতে ইমারত এবং সর্বপ্রকার বৃক্ষ চাই তা খুরমা বৃক্ষ হোক বা অন্য কোন বৃক্ষ, তার মূল্য আদায় করবে। যখন গছবকারী তা ফিরিয়ে দিতে না পারে, তখন ইমারত তৈরীর হিসাব অনুযায়ী এবং গাছের মূল্যের হিসাব অনুযায়ী তার মূল্য আদায় করবে। তারপর যদি তত্ত্বাবধায়ক গছবকারীর নিকট হতে এই মূল্য আদায় করে নেয় অতঃপর ঘর এবং যমিনে যে ইমারত ও গাছ আছে তা রেখে দেওয়ার মত আর্থিক সচ্ছলতা গছবকারীর হাছিল হয়, তবে সে তখন শুধু যমিন ও গৃহ ইমারত এবং গাছ ছাড়া ফেরত দিবে। এটা যখীরাহ, মুহীত এবং কাজীখানের বিবরণ। যদি গছবকারী গছবকৃত যমিনে ফসলের চাষ করে তবে পসল তার প্রতি ওয়াজিব হবে। এই ক্ষতিপূরণ দ্বারা যমিনের সংস্কার করা হবে। এটা হাবী কিতাবের বিবরণ।

যদি ওয়াকফের যমিনে খুরমা গাছ বা অন্য গাছ থাকে এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত তার আমদানী গছবকারী ভোগ করে তারপর সে ঐ বৃক্ষাদিসহ উক্ত যমিন ফিরিয়ে দিতে চায় তবে সে তার সাথে ওয়াকফের আমদানীও ফিরিয়ে দিবে। যদি ঐ আমদানী বর্তমান থাকে। আর যদি তার নিকট হতে তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে ঐ পরিমাণ মূল্য ফিরিয়ে দিবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। তারপর গছবকারীর নিকট হতে ওয়াকফের আমদানীর বদলে যা কিছু হাছিল করা যায় তা ঐসব রাস্তায় খরচ করা যাবে, যে সব রাস্তায় তা ওয়াকফ করা হয়েছে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন গছবকারী ওয়াকফের যমিন গছব করল, তার মধ্যে খুরমা গাছ এবং অন্যান্য গাছ আছে। তারপর কোন আজনবী ব্যক্তি তার কব্জা হতে উক্ত গাছসমূহ উঠিয়ে নিয়ে গেল। তবে তত্ত্বাবধায়কের এই ইখতিয়ার হবে যে, উক্ত গছবকারীর নিকট হতে তার মূল্য আদায় করবে অথবা তা উক্ত আজনবী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করবে। যদি গছবকারী হতে আদায় করে, তবে সে তা উক্ত আজনবী ব্যক্তির নিকট হতে নিয়ে নিবে; কিন্তু যদি তত্ত্বাবধায়ক উক্ত আজনবী ব্যক্তির নিকট হতে মূল্য আদায় করে, তবে সে তা গছবকারীর নিকট হতে আদায় করতে পারবে না। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি এক ওয়াকফী যমিন গছব করে নিল এবং যার নিকট হতে গছব করে নিল, সে গছবকারীর বিরুদ্ধে নালিশ করল এবং সাক্ষী কায়েম করল। তবে সর্বসম্মত মতে তার সাক্ষ্য কবুল হবে এবং ঐ যমিন তাকে ফেরত দেওয়া যাবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কোন ওয়াকফের বস্তু গছব করে নেয, তবে তা যাদের উপর ওয়াকফকৃত তাদের মধ্যে কারও কাজীর অনুমতি ছাড়া বাদী হওয়ার হক হাছিল হবে না। এটা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। এক যমিন কতিপয় ব্যক্তির উপর ওয়াকফকৃত। কোন জালিম ব্যক্তি জবরদস্তি তার উপর কব্জা করে নিল, তার কব্জা হতে তা মুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল। তারপর যাদের উপর তা ওয়াকফ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির উপর তারা সকলে এরূপ দাবী করল যে, ঐ যমিন উক্ত জালিম ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করতঃ তা তার নিকট সোপর্দ করেছে; কিন্তু সে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করল। তখন তার নিকট হতে কসম নেওয়া যাবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তার নিকট হতে ওয়াকফের মূল্য আদায়ের হুকুম দেওয়া যাবে। আর যদি দাবীদারগণ তার উপরে সাক্ষী কায়েম করে যে, সে এরূপ করেছে, তবে তাতেও ঐ ব্যক্তির উপর উপরোক্ত হুকুম দেওয়া যাবে। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ)ও এই মত গ্রহণ করেছেন। যখন ঐ গছবকারীর উপর ওয়াকফের মূল্য আদায়ের হুকুম দেওয়া যাবে, তকন ঐ মূল্য দ্বারা অন্য যমিন খরিদ করা যাবে এবং তা উক্ত আসল যমিনের স্থলে ওয়াকফকৃত হবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রোগীর ওয়াকফ করার মাসায়েল

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি তার মৃত্যুরোগে নিজের গৃহ ওয়াকফ করে, তবে এটা তখন জায়েয হবে, যখন তা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক মূল্যের না হয় বা তা হলেও তার ওয়ারিছ যদি তার ঐ কাজ স্বীকার করে নেয়। আর যদি সে তার ঐ কাজে অনুমতি না দেয় এবং তা সত্ত্বেও সে ঐরূপ ওয়াকফ করে, তবে তার মোট ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি যা হয় তা বাদে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওয়াকফ জায়েয হয়ে যাবে এবং তার অধিক যা ওয়াকফ করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি পরিত্যাজ্য সম্পত্তি পরে আরও কিছু বের হয় এবং তা হিসেবে উক্ত গৃহ এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয়, তবে তার ওয়াকফ সম্পূর্ণই জারী করে দেওয়া যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি কাজী কারও এক-তৃতীয়াংশ ব্যতীত বাকী দুই-তৃতীয়াংশ মালের অকফ বাতিল করে দেয়, তারপর যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তির আরও কিছু মাল বের হয়, যাতে ওয়াকফকারী যা ওয়াকফ করেছিল তা সম্পূর্ণ জায়েয হয়ে যায়। কেননা ঐ ওয়াকফকৃত বস্তু তার সম্পূর্ণ বস্তুর এক-তৃতীয়াংশের অধিক নয়; কিন্তু যদি দেখা যায় যে, বাকী যে মাল বের হয়েছে, তা ওয়ারিছগণ বিক্রি করে ফেলেছে। তবে ঐ বিক্রি বাতিল না করে বরং তাদের নিকট হতে মূল্য নিয়ে অন্য বস্তু ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দিবে, যাতে এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে যায়। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কোন ব্যক্তি তার যমিন ওয়াকফ করে, তারপর ঐ ব্যক্তির যদি আরও মাল বের হয়, এভাবে যে, লোকটিকে যদি কেউ ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ যদি হত্যাকারীর নিকট হতে মালের বদলে তার সাথে আপোস করে নেয়। তারপর যদি দেখা যায় যে, কোন ওয়ারিছ মাল বিক্রি করেছে এবং কোন ওযারিছ বিক্রয় করে নাই, তবে যে মাল বিক্রয় হয় নাই তা ওয়াকফের মালের মধ্যে ফিরে আসবে। আর যা বিক্রি হয়ে গিয়েছে তার বিক্রয় বাতিল না করে বরং বিক্রয়কারীর নিকট হতে মূল্য নিয়ে তাদ্বারা অন্য যমিন ক্রয় করতঃ ওয়াকফ করে দিবে। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি মৃত ব্যক্তির উপর কর্জ থাকে এবং কাজী তার ওয়াকফকৃত গৃহ বা যমিন কর্জের দায়ে বিক্রি করে দেয়, তারপর মৃত ব্যক্তির এই পরিমাণ মাল বের হয়, যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কর্জ আদায় হয়ে যায় এবং তার এক তৃতীয়াংশ দ্বারা ওয়াকফ ছহীহ হয়ে যায়, এমতাবস্থায়ও কাজীর উক্ত বিক্রয় বাতিল করবে না বরং মৃত ব্যক্তির মাল দ্বারা ওয়াকফের বস্তুর মূল্য বাহির করতঃ তা দ্বারা অন্য যমিন ক্রয় করতঃ তা ফকীরদের উপর ছদকায়ে মৌকূফাহ করে দিবে। এটা মুহীতে সুরখসীর বিবরণ।

যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি নিজের যমিন আল্লাহর ওয়াস্তে হামেশার জন্য নিজের আওলাদ, আওলাদের আওলাদ এবং বংশধরদের জন্য ও পরে ফকীরদের জন্য ওয়াকফ করে দেয় আর এই যমিন যদি তার এক-তৃতীয়াংশ মালের অধিক না হয়, তবে ওয়াকফ হয়ে যাবে এবং তা হতে আমদানী ঐ ব্যক্তির সমস্ত ওযারিছদের মধ্যে মীরাছের অংশের হিসাবে বণ্টন করে দিবে। যদি তার স্ত্রী এবং আওলাদ থাকে, তবে স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দিয়ে সন্তানদের মধ্যে পুত্রদের প্রত্যেককে দুভাগ এবং কন্যাদের প্রত্যেককে একভাগ হিসাবে বণ্টন করে দিবে। এই হুকুম তখন হবে, যখন আওলাদ তার ঔরসজাত হবে এবং কোন আওলাদের আওলাদ না থাকবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের যমিন নিজের আত্মীয় এগানার উপর ওয়াকফ করে এবং তারা যদি ওয়াকফকারীর ওয়ারিছ হয়, তবে এই ছুরত এবং আওলাদের উপর ওয়াকফ করার ছুরত একই প্রকার হয়। আর যদি উক্ত আত্মীয় এগানা ওয়ারিছ না হয়, তবে ওয়াকফ জায়েয হবে এবং ওয়াকফের রাস্তায় ঐ লোকগণ ওয়াকফের মালের মুস্তাহিক হবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি ঐ ব্যক্তি নিজের কোন কোন ওয়ারিছদের উপর ওয়াকফ করে এবং কোন কোন ওয়ারিছের উপর না করে, তবে এই ছুরতে যদি তার সব ওয়ারিছ অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে ওয়াকফ জায়েয হবে। আর যদি অনুমতি না দেয় তবে উক্ত যমিন ফকীরদের উপর ওয়াকফ হয়ে যাবে; কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ মালের হিসাবে হবে এবং হেলাল (রহঃ)-এর কথানুযায়ী ঐ ব্যক্তির তাবেঈনদের জন্য তাদের মীরাছের পরিমাণ অনুরূপ হবে। তারপর যখন ঐ ওয়ারিছ মরে যাবে যাদের উপর ওয়াকফ করা হয়েছে, তকন তাদের মাল ফকীরদের জন্য হয়ে যাবে। আর যদি ওয়াকফকারীর কোন ওয়ারিছ মরে যায় কিন্তু যার উপর ওয়াকফ করা হয়েছে, সে জীবিত থাকে, তবে উক্ত ওয়াকফের মাল সমস্ত ওয়ারিছদের জন্য হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে যে মরে গিয়েছে, তার অংশ তার ওয়ারিছদের মধ্যে মীরাছ হয়ে যাবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকূফাহ, আমার আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদ এবং আমার বংশধরদের উপর এবং পরে ফকীরদের উপর, অথবা যদি যে তার অছিয়ত করে দেয় এবং এই যমিন তার এক-তৃতীয়াংশ মালের অধিক হয়ে যায় এবং ওয়াছিগণ অনুমতি দিয় দেয়, তা হলে তার মাল ঐ ব্যক্তির ঔরসজাত আওলাদ এবং আওলাদের মধ্যে যতদূর বংশধর যায়, তাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে এবং যে পরিমাণ ঔরসজাত আওলাদের অংশে আসবে তা সব ওয়ারিছদের মধ্যে মীরাছের হিসাবে বণ্টিত হবে। আর যদি কোন ঔরসজাত সন্তান এবং কোন সন্তানের সন্তান মরে যায় এবং কেউ আওলাদের আওলাদের মধ্যে পয়দা হয়, তবে যেদিন ওয়াকফের মাল আমদানী হয়, সেদিন তার সংখ্যা হিসাব করে দেখা যাবে এবং যে পরিমাণ আওলাদে ছুলবীদের পড়তায় আসবে, তা সমস্ত ওয়ারিছদের উপর মীরাছের হিসাবে বণ্টন করা হবে, যারা ওয়াকফকারীর মৃত্যুর দিন বর্তমান ছিল। তারপর যে পরিমাণ তাদের মধ্যে মৃতদের অংশে পৃথক পৃথক আসে, তা প্রত্যেকের ওয়ারিছদের মিলবে।

তারপর যদি ঔরসজাত সন্তান হয়ে যায, তবে অকপের আমদানী আওলাদের আওলাদ এবং বংশধরদের উপর বণ্টিত হবে এবং বাকী ওয়ারিছদের জন্য কিছুই থাকবে না। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ তার মৃত্যু রোগে নিজের যমিন অকফ করে এবং অছিয়ত করে, তবে তার মাল তার াকফ এবং অছিয়তের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এভাবে যে, অছিয়তওয়ালাগণ নিজ নিজ অছিয়তের হিসাবে এবং ওয়াকফওয়ালাগণ ঐ যমিন মূল্যের হিসাবে অংশের মুত্তাহিক সাব্যস্ত হবে। তারপর এক-তৃতীয়াংশ হতে যে পরিমাণ অছিয়তওয়ালাদের, তাই নিয়ে নিবে। তারপর অছিয়তওয়ালাদের অংশ ঐ যমিন হতে পৃথক করতঃ বাকী অংশ যাদের উপর ওয়াকফ করা হয় তাদের উপর প্রদত্ত হবে, এবং অকফকে অগ্রগণ্য করা যাবে না। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমিন আছে। এটার আমদানী আমার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহর আওলাদ এবং তার বংশধরকে দেওয়া যাবে, তবে ঐ আমদানীর অছিয়ত ঐ লোকদের জন্য হবে। এভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমিন আবদ্ধ করে রাখবে, আমার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহর আওলাদের উপর। তবে এটাও আমদানীর অছিয়তরূপে ধার্য করা যাবে। এভাবে যদি কেউ বলে যে, আমার যমিন আমার মৃত্যুর পর অমুক ব্যক্তি এবং তার সন্তানের উপর ওয়াকফকৃত। এটা বিক্রি করা যাবে না। তবে এই ছুরত বা অবস্থাসমূহ একই প্রকার হবে। অর্থাৎ এটার প্রত্যেকটি ছুরতে আমদানীর অছিয়ত হবে; সুতরাং এক্ষেত্রে অছিয়তের হুকুমই গুরুত্ব পাবে। এটা ওয়াকফ হবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমার এই যমিন আমার মৃত্যুর পর ছদকায়ে মৌকূফাহ অথবা বলে যে, তা মিসকীনদের জন্য আবদ্ধ রাখবে। তবে এরূপ ওয়াকফ অবশ্যই জায়েয হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি কেউ বলে যে, আমার যমিন

www.nagorikpathagar.org

ছদকায়ে মৌকূফাহ অমুক কওমের উপর এবং তাদের পর তার আমদানী আমার ওযারিছদের জন্য হবে। তবে ওয়াকফের আমদানী ঐ কওমের জন্য হবে, যার জন্য ওয়াকফকারী তা ধার্য্য করেছে। তারপর যকন ঐ কওমের লোকগণ গত হয়ে যাবে, তখন তা ওয়ারিছদের জন্য তাদের মীরাছের হিসাবে হবে। তারপর যখন ওয়ারিছগণ মরে যাবে তখন আমদানীকারীদের জন্য হয়ে যাবে। এটা খাযানাতুল মুফতীন এবং মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমিন ছদকায়ে মৌকূফাহ আমার আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদ এবং বংশধরদের উপর। তারপর আমার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে যে মরে যায় তার অংশ যা মীরাছ হিসাবে ধার্য থাকে তাও আমার আওলাদের আওলাদের উপর ওয়াকফ হবে। তবে এই প্রকার ওয়াকফ জায়েয হবে এবং যে আমদানী হছিল হবে তা আওলাদের আওলাদের সংখ্যা এবং জীবিত ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা এবং যে ব্যক্তি ওয়াকফকারীর মৃত্যুর পর মারা যায় তার উপর বণ্টিত হবে। তখন মৃত ঔরসজাত সন্তানের উপর যে অংশ আসে তাও আওলাদের আওলাদের উপর অকফ হবে। তারপর জীবিতদের উপর যা আসে তা তাদের মধ্যে এবং মৃতদের মধ্যে বণ্টিত হবে। তারপর মৃতদের জন্য যা আসে তা তাদের ওয়ারিছদের উপর মীরাছ হিসাবে আসবে।

মোটকথা এই যে, ওয়াকফকারী ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে মৃতদের সংখ্যা মীরাছ যা আওলাদের আওলাদের জন্য করে দেয়, তার অর্থ এরূপ নয় যে, বিশেষভাবে তার মীরাছের অংশ তার ওয়ারিছের নিকট হতে পরিবর্তিত হয়ে আওলাদের আওলাদের উপর পৌঁছবে; বরং তার অর্থ এই যে, আওলাদের আওলাদের জন্য এই পরিমাণ অংশ বেশিও দেওয়া যাবে; যে পরিমাণ ঔরসজাত সন্তানদের মৃতদের মীরাছী অংশ তাদের উপর আসত। এজন্য প্রথমতঃ আমদানী বন্টনের সময় আওলাদের আওলাদের সংখ্যা এবং জীবিত ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা এবং মৃত ঔরসজাত সন্তানদের সংখ্যা এই তিনটি দলের হিসাবে নেওয়া যাবে। তার মধ্যে আওলাদের আওলাদের জন্য তাদের অংশ এবং মৃত ঔরসজাত সন্তানদের অংশ এদের জন্য দেওয়া যাবে। তারপর ঔরসজাত আওলাদের অংশ যা আসে তা অকফকারীর মৃত্যুর সময় ঔরসজাত সন্তান যারা বর্তমান ছিল এবং যে সকল ওয়ারিছ ছিল তাদের মধ্যে দেওয়া যাবে। আর যদি অকফকারী ইচ্ছা করে যে, মৃত ঔরসজাত সন্তানের মীরাছের অংশ যা তারা মীরাছের হুকুম অনুযায়ী পাইয়াছে তাও আওলাদের আওলাদ এবং বংশধরের উপর ওয়াকফ করে দেয়, যেমন নাকি সে যদি এই বলে যে, আমার ঔরসজাত সন্তানদের অংশ হতে তাদের মৃতদের উপর যা আসে তাও আমার আওলাদের আওলাদের উপর ওয়াকফকৃত, তবে এই ওয়াকফ জায়েয হবে না। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ তার মৃত্যুরোগে নিজের যমিন স্বীয় আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদের উপর ওয়াকফ করে আর তার ঐ যমিন ছাড়া অন্য কোন মাল না থাকে তবে ঐ যমিনের এক-তৃতীয়াংশ তার আওলাদ এবং আওলাদের আওলাদের উপর ওয়াকফ হয়ে যাবে। চাই তার ওয়ারিছগণ অনুমতি দান করুক বা না করুক, তারপর বাকী দুই অংশ ওযারিছদের স্বত্ব হবে; এবং তা তার ঔরসজাত আওলাদ এবং তার আওলাদের আওলাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি রুগ্ন ব্যক্তি অছিয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর তার যমিন ফকীর মুসলমানদেরকে অকফ করা যাবে। তারপর ঐ যমিন তার মোট মালের এক-তৃতীয়াংশ হউক বা তার বেশি হোক, তারপর যদি তা এক-তৃতীয়াংশ হয় বা তার বেশী হয় এবং তার ওযারিছগণ তার অছিয়তে অনুমতি দিয়ে দেয় তবে ঐ যমিন সম্পূর্ণই অকফ হয়ে যাবে। আর যদি ওয়ারিছগণ অনুমতি না দেয় তবে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওয়াকফ হবে। যদি কেউ সম্পূর্ণ যমিন ওয়াকফ করার জন্য অছিয়ত করে এবং তাতে ফলবান গাছ থাকে, তারপর তার মৃত্যুর পর ওয়াকফের হুকুম দেওয়ার পূর্বে যদি তাতে পল আসে, তবে ঐ ফলও ওয়াকফের মধ্যে শামিল হবে। আর যদি ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে বৃক্ষে ফল আসে, তবে পল তার ওযারিছদের মীরাছ হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মসজিদ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়ের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

যে সব কাজে মসজিদ হয়ে যায় তার হুকুমের মাসয়ালা

যে ব্যক্তি মসজিদ বানিয়ে তাতে যাতায়াতের রাস্তা ইত্যাদিসহ তা নিজের অধিকার হতে পৃথক করে না দেয় তাতে নামায আদায় করার সাধারণ অনুমতি দ্বারা তা স্বত্বমুক্ত হয় না।

নিজের সম্পর্ক হতে তা পৃথক করে দেওয়া এজন্য ওয়াজিব যে, তাতে ওয়াকফ বিশুদ্ধ হয়। এরূপ না করলে তা খালেছ আল্লাহর ওয়াস্তে হয় না। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ; সুতরাং যদি কেউ তার নিজের সীমানার মধ্যে কোন স্থান বা ঘর মসজিদ করে দেয় এবং লোকজনকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে ও নামায পড়তে আম অনুমতি দিয়ে দেয় এবং তার সাথে রাস্তারও শর্ত করে দেয়, তবে সর্বসম্মত মতে তা মসজিদ হয়ে যাবে। আর যদি রাস্তার শর্ত না করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তা মসজিদ হবে না। তবে ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, মসজিদ হয়ে যাবে বং রাস্তা শর্ত ছাড়াই মসজিদের হক হিসাবে আপনিই হয়ে যাবে। এটা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ। কারও মতে যদি মসজিদে রাস্তার দিকে বড় দরজা করে দেওয়া হয়, তবে তাতেই মসজিদ হয়ে যাবে। ফতোয়ায়ে কাজীখানেও এরূপ বর্ণিত আছে। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি একইরূপ মসজিদ বানায়, যার নীচে কোন ব্যবহার্য গৃহ এবং উপরে বালাখানা থাকে এবং বড় রাস্তার দিকে মসজিদের দরজা থাকে এবং তা পৃথক করে দেয়, তবে ইখতিয়ার থাকবে যে, তা বিক্রি করে দেয় এবং তার মরে যাবার পর ওয়ারিছগণ ঐ গৃহের মীরাছ পাবে। আর যদি নীচের গৃহটি মসজিদের বারান্দা বা মসজিদের আনুষঙ্গিক গৃহসদৃশ হয়, তবে তা জায়েয হবে। যেমন বাইতুল মুকাদ্দাসের আছে। অর্থাৎ তাও মসজিদরূপে গণ্য হয়ে যায়। এটা হেদায়া কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ ইচ্ছা করে যে, মসজিদের উপর ও নীচের কিছু অংশ বা কক্ষ দোকান হিসাবে ভাড়া দিবে ও তার উজরত দ্বারা মসজিদের মেরামত এবং সংস্কারাদি করবে, তবে এটা জায়েয হবে না। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। মুতারজিম বলেন যে, মসজিদে নামাযের আযান, এই কারণে আবশ্যক যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট তাসলীমে আমর অর্থাৎ মসজিদকে কাজের অর্থাৎ নামাযের জন্য সোপর্দ করাও জরুরী যেমন বাহরুর রায়েকে বর্ণিত হয়েছে। মসজিদের সোপর্দ করা এভাবে হয় যে, নির্মাণকারীর অনুমতিক্রমে তাতে জামাতের সাথে নামায আদায় করা যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে এই সম্পর্কে দুইটি রেওয়ায়েত আছে। একটি এই, যা হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদ নির্মাণকারীর তাতে দুজন বা ততোধিক লোকের জামাতে নামায আদায়ের অনুমতি প্রদান শর্ত রয়েছে, যেমন ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন। হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনাই ছহীহ। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ত আছে। এটার সাথে এটাও শর্ত আছে যে, নমায আযান ইকামতের সাথে প্রকাশ্যে আদায় করা যাবে। অর্থাৎ অপ্রকাশ্যভাবে নয়। এমনকি যদি তাতে একটি জামাত বিনা আযান একামতে অপ্রকাশ্যে নামায আদায় করে, তবে তাতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট মসজিদ হবে না। এটা মুহীত এবং কেফায়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ একই ব্যক্তিকে মুয়াযযিন এবং ইমাম নিযুক্ত করে দেয়, সে আযান দেয়, ইকামত দেয় এবং একাকী নামায পড়ে, তবে তা সর্বসম্মতভাবে মসজিদ হয়ে যাবে। এটা কেফায়াহ, হেদায়াহ এবং ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। যদি

www.nagorikpathagar.org

মসজিদ এমন কোন মুতাওয়াল্লীর নিকট সোপর্দ করে, যে মসজিদের খিদমত এবং দেখাশুনার কাজ করে, তবে তা জায়েয হবে, যদিও সে ব্যক্তি নিজে ঐ মসজিদের খিদমত এবং দেখাশুনার কাজ করে, তবে তা জায়েয হবে, যদিও সে ব্যক্তি নিজে ঐ মসজিদে নামায না পড়ে। এটাই ছহীহ মত। এটা ইখতিয়ারে শরহে মোখতার কিতাবে উল্লেখ আছে। মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এটাই বিশুদ্ধতর। আর যদি মসজিদ করে তা কাজী অথবা নায়েবে কাজীর নিকট সোপর্দ করা হয়, তাও জায়েয হবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যে ব্যক্তি কোন গৃহকে মসজিদ বানাতে চায়, তবে তা মসজিদ হয়ে যাবে যার জন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট এটা শর্ত নয় যে ঐ লোক এইরূপ বলবে যে, এটা আমার মৃত্যুর পরে মসজিদ হবে বা মসজিদ করার জন্য অছিয়ত করবে। অর্থাৎ ইমাম সাহেবের নিকট মৃত্যুর পরের সাথে সম্পর্কিত করা বা করার জন্য অছিয়ত করা যেমন তার শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়, তা লাযেম হওয়ার জন্যও শর্ত নয়; কিন্তু অন্যান্য প্রকার ওয়াকফের মধ্যে এরূপ করা ইমাম সাহেবের নিকট শর্ত। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। ছদরে শহীদ (রহঃ) ওয়াকেয়াতে লিখেছেন যে, এক ব্যক্তির অধিকারে শুধু কিছু যমিন ছিল। তার মধ্যে ঘর দরজা ছিল না। সে একদল লোককে হুকুম দিল যে, তোমরা এখানে জামাতের সাথে নামায পড়। এটার মধ্যে তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রথম এই যে, ঐ লোকদেরকে সেখানে সদা-সর্বদা নামায পড়ার জন্য পরিষ্কার অনুমতি দিয়াছিল। দ্বিতীয় এই যে, কোন কয়েদ বা শর্তারোপ না করে মোটামুটিভাবে নামায পড়ার অনুমতি ছিল এবং নিয়মত এই যে, সর্বদার জন্যই এই অনুমতি। তবে এই দুই অবস্থায় যদিও তা উন্মুক্ত যমিন, কোন গৃহ বা দালান নয় তবু তা মসজিদ হয়ে যাবে। যেমন নাকি ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তা মীরাছ হবে না। আর তৃতীয় অবস্থাটি এই যে, ঐ ব্যক্তি উক্ত যমিনে নামায পড়ার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে দিল যেমন একদিন, একমাস বা এক বৎসরের জন্য অনুমতি দিল। তবে এই অবস্থায় তা মসজিদ হবে না। যেমন নাকি ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তা ওয়ারিছদের জন্য মীরাছ হবে। এটা যখীরাহ এবং কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

এক মসজিদের মুতাওয়াল্লী কোন গৃহ যা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে, মসজিদ করে দিল এবং লোকগণ তাতে কয়েক বৎসর নামায পড়ে তারপর তাতে নামায পড়া ছেড়ে দিল। তারপর ঐ গৃহ পূর্বের অবস্থায় বাড়ায় খাটিতে লাগল এবং তা একখানা ভাড়ার গৃহরূপেই বিবেচিত হল। তা জায়েয হবে; কেননা মুতাওয়াল্লীর জন্য তাকে মসজিদ করে দেওয়া ছহীহ হয়নি। এটা ওয়াকেয়াতে হেশামিয়ায় উল্লেখ আছে। এক রুগ্ন ব্যক্তি তার একটি প্রাঙ্গণ মসজিদ করে দিল। তারপর সে মরে গেল। তার ঐ প্রাঙ্গণ তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক ছিল। তার ওয়ারিছগণ তার উক্ত কাজে অনুমতি দেয়নি। তবে ঐ সম্পূর্ণ প্রাঙ্গণ মসজিদ হবে না এবং তা মসজিদ করে দেওয়া বাতিল হবে। কেননা তাতে ওয়ারিছদের হক রয়েছে। সুতরাং তা বান্দার হক হতে পৃথক করা হয়নি। বরং সে এক বিভাগযোগ্য বস্তু ভাগ না করে তা মসজিদ করেছে; সুতরাং এটা বাতিলযোগ্য। হ্যাঁ তবে যদি ঐ ব্যক্তি এরূপ অছিয়ত করত যে, আমার উক্ত প্রাঙ্গণের এক-তৃতীয়াংশ মসজিদ করে দেওয়া যাবে। তবে তা ছহীহ হত। কেননা যদিও তার এক-তৃতীয়াংশ প্রাঙ্গণের কোন দিক হতে ভাগ করা হয় নাই, তবু মসজিদ করার সময়ে তা ভাগ করে নেওয়া হত। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

জানাযার নামায আদায়ের জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট কর রাখা হয়, তার হুকুম মসজিদের হুকুমেরই অনুরূপ; সুতরাং নাজাসাত, অপবিত্রতা, ময়লা ইত্যাদি যে সকল বস্তু হতে মসজিদ পবিত্র রাখতে হয়, এটাও ঐ সমস্ত হতে হেফাজত করতে হয়। ফকীহ (রহঃ) এরূপই বলেছেন। কিন্তু মাশায়েখ (রহঃ)গণ এতে মতভেদ করেছেন। ঈদের নামাযের জন্য যেস্থান তৈয়ার করা হয়, তার হুকুম হল, কোনদিক দিয়ে তা মসজিদের অনুরূপ এবং অন্যদিক দিয়ে মসজিদের হুকুমের অনুরূপ নয়। এটা লোকদের উপর আযানের জন্য। এটা খোলছাহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি লোকজনের জামাতের অনুপাতে মসজিদ ছোট হয়ে যায় এবং তার সংলগ্ন কারও যমিন থাকে, তবে কিছুটা জোর জবরদস্তিমূলক হলেও ঐ যমিনের মালিককে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা তার নিকট হতে গ্রহণ করা যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। কোন মসজিদের সংলগ্ন যমিন আছে, যা মসজিদের উপরই ওয়াকফকৃত; তখন লোকগণ যদি ইচ্ছা করে যে, মসজিদ ঐ যমিনের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করবে তবে তা জায়েয হবে কিন্তু আ কাজীর সামনে পেশ করবে যেন সে এটা অনুমোদন করে এভাবে যদি মসজিদ সংলগ্ন কোন গৃহ বা দোকান যা উপার্জনের জন্য করা হয়েছে তারও একই হুকুম হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। মুন্তাকা কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি চওড়া রাস্তার উপরে মহল্লাবাসীগণ মসজিদ নির্মাণ করল কিন্তু তাতে রাস্তার কোন ক্ষতি হল না। তবে কেউ যদি তাকে বাধা দিতে চায় তবু মসজিদ নিমাণ করায় দোষের কিছু হবে না। এটা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে।

আজনাস কিতাবে আছে যে, হেশাম (রহঃ) স্বীয় নাওয়াদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক জনপদে বহু লোকের বসবাস। এমন কি গুণে শুমার করা যায় না। ঐ জনপদে একটি স্রোতস্বিনী আছ এবং তা ঐ জনপদের লোকদেরই অধিকারে। একটি কওমের লোক এরূপ ইচ্ছা করল যে, উক্ত স্রোতস্বিনীর কিছু অংশ ভরাট করে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং তাতে উক্ত স্রোতস্বিনীর বেশি ক্ষতিও হয় না এবং ঐ স্রোতস্বিনীর অধিকারীদেরই কেউ যদি তাতে আপত্তি না করে, তখন কি হুকুম হবে? ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন যে, এক্ষেত্রে উক্ত কওমের লোদের ইখতিয়ার হবে যে, উক্ত মসজিদ চাই শুধু মহল্লাবাসীদের জন্য হোক বা সর্বসাধারণ লোকদের জন্য হোক তৈরী করবে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন কওমের লোকগণ একটি মসজিদ তৈয়ার করতে চাহিল এবং তজ্জন্য তাদের জায়গার প্রয়োজন দেখা দিল। তাদের যে জায়গা আছে তার সাথে আরও কিছু জায়গা পাওয়া গেলে মসজিদ কিছুটা খোলামেলা তৈয়ার করা যায়। তখন তারা নিকটবর্তী রাস্তার কিছু অংশ মসজিদের মধ্যে শামিল করে নিল। এটাতে যদি ঐ রাস্তায় চলাচলকারীদের কিছু ক্ষতি হয় তবে এরূপ মসজিদ তৈয়ার করা জায়েয নয়। আর যদি রাস্তায় চলাচলকারীদের কোন ক্ষতি না হয় তবে আমার মনে হয় তাতে দোষের কিছু নাই। এটা মুজমিরাত কিতাবে উল্লেখ আছে এবং এটাই পছন্দনীয় মত। এটা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবের বিবরণ।

যদি লোকগণ বলে যে, মসজিদের কিছু অংশ বের করে মুসলমানদের জন্য সাধারণ রাস্তা করে দেওয়া হোক। তবে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাদের ন্য এরূপ করার ইখতিয়ার নাই এবং এই কথা বিশুদ্ধ। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি মসিজদের আওতাধীন এবং অধিকৃত যমিন থাকে এবং তা মসজিদ সংলগ্ন হয় তবে তার কিছু অংশে মুসলমানদের চলাচলের জন্য সাধারণ রাস্তা তৈয়ার করা জায়েয হবে। কেননা শহরের লোকদের জামে মসজিদে যাতায়াতের জন্য এই রাস্তার প্রয়োজন। তারপর যদি শহরের লোকগণ অন্য উদ্দেশ্যেও ঐ রাস্তায় চলাচল করে এমনকি কাফির মুশরিকগণও যদি ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তবে তা জায়েয হবে। তবে যে ব্যক্তি জুনুব অর্থাৎ কঠিন নাপাক থাকে এবং যে স্ত্রীলোক হায়েজ নেফাসওয়ালী হয় তার জন্য ঐ রাস্তায় চলাচল করা জায়েয নয় এবং লোকদের জন্য এই ইখতিয়ারও থাকবে না যে, তারা ঐ রাস্তায় চলাচল করা জায়েয নয় এবং লোকদের জন্য এই ইখতিয়ারও থাকবে না যে, তারা ঐ রাস্তায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চলাচল করায়। এটা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে।

বাদশাহ কোন কওমকে হুকুম দিল যে, শহরের কোন যমিন মসজিদের জন্য ওয়াকফ করতঃ তাতে দোকান তৈরী করে দেওয়া হোক এবং তার কিছু অংশ মসজিদের জন্য গ্রহণ করতঃ মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করা হোক, তবে

www.nagorikpathagar.org

দেখতে হবে যে, যদি ঐ শহর যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকার করা হয় তবে বাদশাহর এরূপ হুকুম দেওয়া জায়েয হবে; কিন্তু শর্ত থাকবে যে, যাতায়াতকারীদের যেন অসুবিধা না হয়। কেননা যে শহর যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকার করা হয়েছে তা গাজী অর্থাৎ যোদ্ধাদের স্বত্ব; সুতরাং তাতে বাদশাহর ঐরূপ হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে। আর যদি ঐ শহর ছোলেহ অর্থাৎ আপোসের মাধ্যমে অধিকারে আসে তবে তাতে সর্বসাধারণের স্বত্ব থাকে সুতরাং সেক্ষেত্রে বাদশাহর ঐরূপ হুকুম দেওয়া জায়েয হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। কোন মহল্লায় একটি মসজিদ আছে। যা তথাকার লোকদের জন্য খুবই সংকীর্ণ এবং তাদের ঐ মসজিদ বৃদ্ধি করে নেওয়ারও কোন সুযোগ নাই। তখন যদি ঐ মহল্লার নিকটবর্তী লোকগণ এরূপ বলে যে, তোমরা মসজিদটি আমাদেরকে দিয়ে দাও। আমরা তা আমাদের গৃহের সাথে যুক্ত করে আমাদের গৃহ বড় করে নেই এবং তদপরিবর্তে আমরা তোমাদেরকে এই গৃহ অপেক্ষা উত্তম গৃহ দিয়ে দেই–যাতে তোমাদের সব মহল্লাবাসী স্বচ্ছন্দে নামায পড়তে পারে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, উক্ত মহল্লাবাসী এরূপ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে, শায়েখ আবু বকর আসকাফ (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল যে, একব্যক্তি তার গৃহের দরজায় নিজে মসজিদ নির্মাণ করল এবং তার তত্ত্বাবধান ও সংস্কারাদির জন্য এক যমিন ওয়াকফ করল। তারপর সে ব্যক্তি মরে গেল এবং মসজিদ নষ্ট হল যে, বিক্রি করা জায়েয হবে। তারপর কোন কওম ঐ মসজিদ নির্মাণ করল, তারপর সে উল্লিখিত ওয়াকফের যমিন তলব করল, তবে তার এরূপ তলব করার ইখতিয়ার হবে না। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি তার নিজের মাল দ্বারা মসজিদে বিছাবার জন্য ফরাস কিনে দিল। তারপর ঐ মসজিদ বিরান হয়ে গেল এবং লোকগণ ঐ মসজিদ হতে বেপরোয়া হয়ে গেল। তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করল। তবে উক্ত ফরাস ক্রয়কারীরই হয়ে যাবে, যদি সে জীবিত তাকে, আর মরে গেলে স্বত্ব তার ওয়ারিছদের হবে।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, উক্ত ফরাস বিক্রি করে মূল্য মসজিদের আনুষঙ্গিক কাজে খরচ করবে। আর যদি ঐ মসজিদে তেমন কোন কাজের প্রয়োজন না থাকে, তবে তা অন্য মসিজদের কাজে খরচ করবে। এটার মধ্যে প্রথম কথা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর এবং ফতোয়াও এটারই উপর। যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে কাফন কিনে দেয়, তারপর যদি কোন হিংস্র জন্তু ঐ মৃত লাশকে তুলে নিয়ে যায়, তবে ঐ কাফনের কাপড় সেই ব্যক্তির হবে, যে তা কিনে দিয়েছে–যদি সে ব্যক্তি জীবিত থাকে আর সে মরে গেলে তার ওয়ারিছদের হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ (রহঃ) স্বীয় কিতাব নাওয়াযিলে বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদের ফরাস যদি পুরাতন হয়ে যায় এবং মসজিদের মুছল্লিগণ তা ব্যবহারে বিরত থাকে, আর যদি অবস্থা এরূপ হয় যে, তা একব্যক্তি তার ব্যক্তিগত মালদ্বার ক্রয় করে দিয়েছিল, তবে সেই ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে ফরাস তার হবে, আর যদি কোন ওয়ারিছ না রেখে মারা যায়, তবে আমার মতে উক্ত ফরাস কোন ফকীরকে দিয়া দেওয়ার দোষের কিছু নাই। অথবা মসজিদের জন্য নূতন ফরাস ক্রয়ের ব্যাপারে তা দ্বারা যতদূর সম্ভব যদি কিছু ফায়েদাহ হাছিল করা যায় করে নিবে। তবে পছন্দনীয় মত এই যে, কাজীর অনুমতি ছাড়া এরূপ করার ইখতিয়ার নাই। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি মসজিদ পুরানা হয়ে যায় এবং তা এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে, আর ব্যবহারের যোগ্য তাকে না, তখন যে ব্যক্তি তা কিনে দিয়েছে, সে যদি ইচ্ছা করে যে, ঐগুলি নিয়ে ছদকাহ করে দেয় এবং তার বদলে অন্য চাটাই কিনে বিছিয়ে দেয়, তবে তার এরূপ ইখতিয়ার হবে; কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তবে

www.nagorikpathagar.org

ঐরূপ পুরাতন এবং ব্যবহারের অযোগ্য চাটাই মহল্লাবাসীর ছদকাহ করে দেওয়ার ইখতিয়ার হবে না। অবশ্য যদি তার সামান্য মাত্রও মূল্য থাকে, তবে এইরূপ হুকুম হবে। আর যদি তা একেবারেই মূল্যহীন হয়ে যায় তবে মসজিদের মুছল্লিগণ বা মহল্লাবাসী তা ছদকাহ করে দিলে কোন দোষ হবে না। এটা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। মসজিদের অভ্যন্তরে যদি কোন ঘাস দূর্বা থাকে, যা তুলে বাইরে ফেলে দেওয়ায় দোষের কিছু নাই। আর যদি কেউ তা তুল নিয়ে তাদ্বারা কোন ফায়েদাহ হাছিল করে, তবে তা জায়েয হবে, এটা ওয়াকেয়াতে হেশামিয়ার মধ্যে আছে। তবে মসজিদের অভ্যন্তরীণ তৃণ ইত্যাদির যদি কিছু মূল্য হয়, তবে মসজিদের লোকদের তা বিক্রয় করার ইখতিয়ার থাকবে। তবে কাজীর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে বিক্রয় করলে উত্তম হয়। এটাই পছন্দনীয় মত। এটা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি মসজিদের মৃত লাশ বহন করার খাট রক্ষিত থাকে এবং তা অধিক পুরাতন হয়ে যায় এবং মসজিদের লোকগণ তা বিক্রয় করে ফেলে, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, কাজীর হুকুম নিয়ে বিক্রয় করা উত্তম। ছহীহ মত এই যে, কাজীর হুকুম ব্যতীত তা বিক্রয় করা জায়েয হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কোন মসজিদের খানায়ে কা'বার গেলাফ বা গেলাফের অংশ বিশেষ থাকে, তবে অধিক পুরাতন হয়ে গেলে কারও তা নিয়ে যাওয়ার ইখতিয়ার নাই; বরং সুলতান তা বিক্রয় করতঃ তার মূল্য ঐ মসজিদের সাহায্যের জন্য দিয়ে দিবে। অথবা খানায়ে কা'বার কোন কাজে ব্যবহার করবে। এটা সিরাজিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ মসজিদের তেলের জন্য কোন কিছু ওয়াকফ করে, তবে সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখা হবে না বরং নামাযীদের যে পরিমাণ দরকার ঐ পরিমাণ জ্বালাবে। অর্থাৎ রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ সময় পর্যন্ত বাতি জ্বালাবে–মুছল্লিদের যে সময় পর্যন্ত প্রয়োজন থাকে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজ কিতাবের বিবরণ।

হাঁ তবে যদি কোন মসজিদে সারারাত্র আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রচলন থাকে যেমন খানায় কা'বার মসজিদে, মদীনার মসজিদে নববী (দঃ)তে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি মসজিদসমূহে সমস্ত রাত্রি বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়, তবে তা জায়েয হবে। এযুগে আমাদের দেশেও ঐরূপ অনেক মসজিদে সারারাত্র আলো জ্বালায়ে রাখার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। আর যদি ওয়াকফকারী নিজেই সারারাত্র বাতি জ্বালাবার কথা উল্লেখ করে, তবে সারারাত্র বাতি জ্বালিয়ে রাখা নাজায়েয হবার কোন কারণই থাকে না। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদের বাতির দ্বারা কিতাব পড়তে বা পড়াইতে ইচ্ছা করে, তবে যদি মুছল্লিদের নামায পড়াবার জন্য বাতি জ্বলিতে থাকে, সেক্ষেত্রে কারও কারও মতে ঐ বাতির আলোকে কিতাব পড়লে বা পড়ালে দোষের হবে না।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি নামাযে লিপ্ত না থাকে, যেমন বাতি জ্বালিয়ে নামায আদায় করতঃ মুছল্লীগণ যে যার গৃহে চলে গিয়েছে কিন্তু মসজিদের প্রজ্বলিত বাতি একনও জ্বলিতেছে, মসজিদে তখন কেউই নামায পড়তেছে না, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এক-তৃতীয়াংশ রাত্র পর্যন্ত ঐ বাতির আলোকে কিতাব অধ্যয়ন করায় কোন দোষ হবে না; কিন্তু তদপেক্ষা াধিক রাত্র পর্যন্ত মসিজদের আলো দ্বারা কিতাব পাট করার হক হাছিল হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগ

মসজিদ ওয়াকফ করা ও তত্ত্বাবধায়কদের ওয়াকফের মাল খরচের নিয়ম

যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, সে তার যমিন কোন মসজিদ অর্থাৎ তার গৃহ ইমারত বা তেল, বাতি, ফরাস বিছানা এবং অন্যান্য জরুরী বস্তুর উপর এভাবে ওয়াকফ করবে, যা কেউ কোন প্রকারে বাতিল করতে না পারে। তবে ঐ

ব্যক্তির এরূপ বলতে হবে যে, আমি আমার এই যমিন ওয়াকফ করে দিলাম। সাথে সাথে সে ঐ যমিনের পরিচয় ও সীমানা ইত্যাদি উল্লেখ করবে। এটার সাথে নিজের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে ওয়াকফের হক হুকুমের কথাও বর্ণনা করবে-এরূপ শর্তের সাথে যে, ওয়াকফের আমদানী আদায় করতঃ প্রথম মসজিদ গৃহে ও তা নির্মাণকারীর মজুরী বাবত খরচ করা হবে। তারপর যা তা কবে, তা মসজিদের তেল-বাতি, চাটাই, ফরাস এবং অন্যান্য এরূপ কাজে খরচ করা হবে, যা মসজিদেরই হিতার্থে হয়ে থাকে। আর এরূপ শর্ত রাখবে যে, তত্ত্বাবধায়কের এই ইখতিয়ার রইল যে সে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী ঐসব কাজে ওয়াকফের মাল খরচ করবে। আর যখন মসজিদের এই ওয়াকফের প্রয়োজন থাকবে না, তখন এটা মুসলমান ফকীরদের উপর করচ করা যাবে। যখন উল্লিখিতরূপে ওয়াকফ করবে, তখন তা আবশ্যিকরূপে জায়েয হবে, কখনও এটা বাতিল হবে না। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি তার যমিন মসজিদের উপর ওয়াকফ করল কিন্তু শেষে ফকীরদের জন্য করল না। তবে এটাতে মাশায়েখ (রহঃ) কিছু মন্তব্য করেছেন এব পছন্দনীয় মত এই যে, সর্বসম্মতভাবে এটা জায়েয হবে। ওয়াকেয়াতে হেশামিয়ায় এটা বর্ণিত হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার যমিন মসজিদের ইমারত অথবা কবরস্থান সংস্কারের জন্য ওয়াকফ করে, তবে তা জায়েয হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। ছদরে শহী (রহঃ) বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের গৃহ কোন মসজিদ অথবা মুসলমানদের রাস্তার উপর ছদকাহ করে, তবে তাতে মাশায়েখ (রহঃ) কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এবং পছন্দনীয় মত এই যে, তা ওয়াকফের অনুরূপ জায়েয হবে। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি কিছু দিরহাম দিল মসজিদের ইমারত অথবা মসজিদের খোরপোষ অথবা মসজিদের ভালোর জন্য। তবে এটা ছহীহ হবে। কেননা এটার বিশুদ্ধতা যদি ওয়াকফের দিক দিয়ে সম্ভব না হয় তবে মসজিদকে হেবা করার পন্থায় স্বত্বাধিকারের কব্জা দ্বারা হেবা পুরা হয়ে যাবে।

যদি কেউ বলে যে, মসজিদের জন্য আমি মাল অছিয়ত করেছি। তবে এটা জায়েয হবে না; বরং সে এরূপ বলবে যে, মসজিদের উপর খরচ করা যাবে। এটা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবের বিবরণ। নাওয়াদেরে ইবনে সেমা কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে যে, আমি আমার এক তৃতীয়াংশ মালের চেরাগ মসজিদের জন্য অছিয়ত করেছি। তবে জায়েয হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবে যে, তা মসজিদে প্রজ্বলিত করা যাবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ বলে যে, আমি আমার গৃহ মসজিদের জন্য হেবা করে দিয়েছি অথবা মসজিদের জন্য দিয়ে দিয়েছি। তবে ছহীহ হবে এবং এটার মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে। এটাতে সোপর্দ করে দেওয়া শর্ত। যেমন নাকি কেউ বলল যে, আমি এই একশত দিরহাম মসজিদের জন্য ওয়াকফ করলাম। তবে মালিক বানাবার এই নিয়ম ছহীহ হবে-যখন তার তত্ত্বাবধায়ককে সোপর্দ করে দিবে। এটা ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি বলে যে, এই বৃক্ষ মসজিদের জন্য। তবে এটাতেই হয়ে যাবে না-যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তত্ত্বাবধায়ককে সোপর্দ করে দেয়। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ তার যমিন মসিজিদের উপর এই শর্তে ওয়াকফ করে যে, তার ইমারত নির্মাণের পরে যা কিছু থাকে তা ফকীরদের জন্য। তারপর ওয়াকফের আমদানী জমা হয়ে গেল কিন্তু বর্তমান অবস্থায় মসজিদের ইমারতের কোন প্রয়োজন নাই, তবে কি উক্ত আমদানী ফকীরদের জন্য খরচ করা যাবে? এ ব্যাপারে মাশায়েখ (রহঃ) গণ মতভেদ করেছেন, তবে পছন্দনীয়মত এই যে, যদি আমদানী এই পরিমাণ জমা হয় যে, মসজিদ অথবা যমিনের সংস্কার করার প্রয়োজন থাকলে তা সম্পন্ন করে যা বাকী থাকবে তা ফকীরদের জন্য খরচ করা যাবে। তাতে যেমন ওয়াকফ ঠিক থাকবে তেমন ওয়াকফকারীর শর্তও পুরা হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। কোন মসজিদ বিধ্বস্ত হয়ে গেল

www.nagorikpathagar.org

এবং ওয়াকফের আমদানী এই পরিমাণ জমা আছে যে, তা দিয়ে মসজিদের ইমারত পুনঃ নির্মাণ করা যায়; কিন্তু খাছ্ছাফ (রহঃ) বলেন যে, ওয়াকফের মাল ইমারত নির্মাণ কাজে খরচ করা যাবে না। কেননা ওয়াকফকারী ইমারাত মেরামতের জন্য ওয়াকফ করেছিল। সে এরূপ হুকুম করে নাই যে, তাদ্বারা মসজিদ তৈরী করা যাবে। তবে মুতারজিম বলেন যে, ফতোয়া এটার উপর যে, ওয়াকফের মালদ্বারা ইমারত নির্মাণও করা যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। শায়েখ আবুবকর (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি তার এক-তৃতীয়াংশ মাল কোন নেক কাজের জন্য অছিয়ত করল। সেই মালদ্বারা মসজিদের আলোর ব্যবস্থা করা যাবে কিনা? তিনি বললেন যে, হাঁ, তা জায়েয হবে এবং আরও বললেন যে, মসজিদের এ আলো নির্বাপিত করা যাবে না। চাই তা রমজান মাস হোক, কি অন্য মাস। তিনি আরও বললেন যে, ঐ মাল মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে কোন কাজে ব্যয় করা যাবে না। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন মসজিদের দরজা বাতাসমুখী করে তৈরী করা হয়েছে; কিন্তু তাতে বৃষ্টি পানির ছিটা এসে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যার ফলে মসজিদের অভ্যন্তরে কিয়দাংশ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। এমতক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের জন্য জায়েয হবে যে, সে দরজার উপরে আড় তৈরী করে দেয়। তবে শর্ত এই যে, ঐ আড় দ্বারা রাস্তায় চলাচলকারী লোকদের যেন কোন অসুবিধা দেখা না দেয়। এটা সিরাজিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ফকীহ আবুল কাসেম (রহঃ) বললেন, যদি তা তার কাজের স্বাভাবিক বিনিময়স্বরূপ হয় তবে তা তার গ্রহণ করা জায়েয হবে। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কাজী কোন মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করে, তবে ওয়াকফকারী যদি তার ওয়াকফের মধ্যে তার শর্ত রাখে তবে তা জায়েয হবে এবং খাদেমের উজরত গ্রহণ করা হালাল হবে। আর যদি ওয়াকফের মধ্যে তদ্রূপ শর্ত না থাকে, তবে জায়েয হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

মুতাওয়াল্লীর জন্য জায়েয হবে যে, সে মসজিদে ঝাড় দেওয়া এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এই পরিমাণ উজরতের বিনিময়ে কোন খাদেম নিযুক্ত করে, যা সাধারণতঃ ঐ কাজের জন্য উজরত হয়। আর যদি তদপেক্ষা সামান্য বেশি হয় যা লোকের নিকট ধর্তব্য নয়। আর যদি তদপেক্ষাও অধিক হয় তবে তা মুতাওয়াল্লীর উপর বর্তিবে এবং তা সে তার ব্যক্তিগত মালদ্বারা আদায় করবে; কিন্তু যদি একথা খাদেম জানতে পারে যে, তার উজরত মুতাওয়াল্লী নিজের ব্যক্তিগত মালদ্বারা আদায় করছে, তবে তার গ্রহণ করা হালাল হবে না। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। মসজিদের মুতাওয়াল্লী মূর্খ ব্যক্তি হওয়ার কারণে যদি ওয়াকফের মাল সম্পর্কিত হিসাবাদি রক্ষা করার জন্য সে কোন হিসাব রক্ষক নিযুক্ত করে এবং তাকে মসজিদের ওয়াকফের মালদ্বারা উজরত দেয় তবে এটা জায়েয হবে না। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন মসজিদে একাধিক ওয়াকফ আছে এবং তার মাধ্যমে মসজিদে নানাবিধ আমদানী আসে। এমতাবস্থায় মুতাওয়াল্লী যদি এরূপ ইচ্ছা করে যে, ঐ মালদ্বারা সে তৈল, চাটাই, ফরাস এবং মসজিদের জন্য ইটকাদি কিনবে, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি ওয়াকফকারী মুতাওয়াল্লীর জন্য এরূপ অধিকার দিয়ে দেয় যে, সে প্রয়োজন অনুসারে মসজিদের জন্য যা দরকার তা করবে, তবে মুতাওয়াল্লীর জন্য ঐসব বস্তু ক্রয় করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি ওয়াকফকারী তাকে এরূপ অধিকার না দেয় বরং সে যদি শুধু মসজিদের ইমারতের জন্য ওয়াকফ করে, তবে মুতাওয়াল্লী তা দিয়ে ঐসব বস্তু ক্রয় করতে পারবে না। আর যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াকফকারীর শর্ত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল না থাকে তবে সে তার পূর্ববর্তী মুতাওয়াল্লীর কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য করবে। যদি পূর্ববর্তী মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের মালদ্বারা এসব কাজ করে থাকে তবে সেও তা করবে। আর না করে থাকলে সেও করবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের অকফের মালদ দ্বারা মসজিদের

www.nagorikpathagar.org

জন্য ঝাড়, লণ্ঠন ইত্যাদি ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ মসজিদের ইমারতের জন্য ওয়াকফ করে তবে মুতাওয়াল্লীর জন্য এরূপ ইখতিয়ার থাকবে কিনা যে, সে ঐ ওয়াকফের মালদ্বারা মসজিদের ছাদে উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরী করে? কেননা চাদের উপরে বরফ এবং ধূলা-বালু জমা হয়ে থাকে তা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে শায়েখ আবু নছর (রহঃ) বলেন যে, যে সমস্ত কাজ না করলে মসজিদের ইমারতের ক্ষতি-লোকসান হওয়ার ভয় থাকে তা করা একান্ত আবশ্যক; সুরতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যা করা প্রয়োজন মসজিদের মুতাওয়াল্লীর তা করার ইখতিয়ার থাকবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। মসজিদের ওয়াকফের আমদানী দ্বারা মিনারা তৈরী করা জায়েয হবে যদি মহল্লাবাসীকে স্পষ্টরূপে আযান শুনাবার প্রয়োজন হয়। আর যদি মিনারা ছাড়া আযানের শব্দ তারা স্পষ্টরূপে শুনতে পারে তবে সেক্ষেত্রে ওয়াকফের মালদ্বারা মিনারা তৈরী করা জায়েয হবে না। এটা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে উল্লেখ আছে। মুতাওয়াল্লীর জন্য এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে মসজিদের বাতি মসজিদে হতে নিজের গৃহে নিয়ে যায়। অবশ্য তার জন্য এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে মসজিদের বাতি নিজ গৃহ হতে মসজিদে নিয়ে আসে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। মুতাওয়াল্লীর জন্য ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে মসজিদের ওয়াকফের মালদ্বারা লাশ বহন করার খাট ক্রয় করে। এটা সিরাজিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য ওয়াকফকারী তার ওয়াকফের মধ্যে যদিও এরূপ উল্লেখ কের যে, উক্ত ওয়াকফের মালদ্বারা লাশ বহনের খাট কিনতে পারবে। তবুও মুতাওয়াল্লীর জন্য আ জায়েয হবে না। কেননা ঐরূপ উল্লেখ করা ওয়াকফকারীর অজ্ঞতার ফল। যদি কোন মুতাওয়াল্লী মসজিদের ওয়াকফের মালদ্বারা কাপড় ক্রয় করে কোন মিসকীনকে দান করে তবে তা জায়েয হবে না। যদি কোন মুতাওয়াল্লী এরূপ করে তবে সে তার জামিন হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি মুতাওয়াল্লী মসজিদের মাল দিয়ে এই উদ্দেশ্যে কোন দোকান কিনে যে, তা ভাড়া দিয়ে মসজিদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করবে। আর প্রয়োজন দেখা দিলে তা বিক্রি করে ফেলবে। তবে তা জায়েয হবে; কিন্তু শর্ত এই যে, দোকান কিনার জন্য তাকে অনুমতি নিতে হবে। এটা সিরাজিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। মসজিদের সীমানার মধ্যে দোকান তৈরী করা জায়েয হবে না। কেননা তাতে মসজিদের মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের মালদ্বারা মুয়াযযিনের বসবাস করার জন্য নিকটে কোন গৃহ কিনে দেয় এবং মুয়াযযিন যদি জানতে পারে যে, এটা মসজিদের ওয়াকফের মালদ্বারা ক্রয় করা হয়েছে এবং সেই গৃহে বাস করা মুয়াযযিনের জন্য মাকরূহ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। মুতাওয়াল্লী যদি ইচ্ছা করে যে, মসজিদের ওয়াকফের আমদানীর কিছু অংশ মসজিদের ইমাম এবং মুযাযযিনের জন্য খরচ করবে, তবে এটা তার ইখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফের মধ্যে এরূপ শর্ত রাখে, তবে তা করা মুতাওয়াল্লির জন্য জায়েয হবে। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ওয়াকফকারী ওয়াকফের মধ্যে এরূপ শর্ত করে দেয় যে, ওয়াকফের আমদানী হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মসজিদের ইমামকে দেওয়া যাবে তবে ইমামকে ঐরূপ দেওয়া জায়েয হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি ইমাম গরীব হয়, ধনী হলে জায়েয হবে না। মসজিদের মুয়াযযিনের ক্ষেত্রেও ঐরূপ হবে।

যদি কোন মসজিদের পার্শ্বে পানির নহর বা ঝরণা থাকে এবং ঐ নহরের কিনারা প্লাবিত হওয়ার ফলে পানিতে ভিজে মসজিদের দেওয়াল ভেঙ্গে যায়, তবে মসজিদের ওয়াকফের মালদ্বারা উক্ত ভগ্ন দেওয়াল এবং নহরের কিনারা সংস্কার করলে তা জায়েয হবে কিনা? ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) বলেন যে, জায়েয হবে এবং মসজিদের লোকদের জন্য এটাও জায়েয হবে যে, এরূপ ক্ষেত্রে নহরের লোকদেরকে তা ব্যবহার করতে বারণ করবে, যখন পর্যন্ত না তারা

www.nagorikpathagar.org

মসজিদের দেওয়াল, নহরের কিনারা মেরামতের খরচ আদায় না করে। মসজিদের লোকগণ ইচ্ছা করলে পূর্বাহ্ণেই নহরের লোকদেরকে জানিয়ে দিতে পারে যে, তোমরা তোমাদের নহরের কিনারা সংস্কার কর, নতুবা মসজিদের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়তে পারে, তাতে তারা যদি কর্ণপাত না করে এবং তারপর মসজিদের দেওয়াল উক্ত নহরের পানি সিক্ততায় নরম হয়ে ভেঙ্গে যায়, তবে নহরের লোকদের নিকট হতে দেওয়াল পুনঃনির্মানের খরচ আদায় করবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) মাশয়েখে বলখ (রহঃ) হতে স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যখন মসজিদে একাধিক ওয়াকফ থাকে এবং মসজিদে কোন মুতাওয়াল্লী না থাকে, তখন যদি আপনা হতে মহল্লার কোন ব্যক্তি মসজিদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে এবং মসজিদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন চাটাই, ফরাস ইত্যাদি বস্তুসমূহ ওয়াকফের মাল দিয়ে ক্রয় করে, তবে এজন্য এস্তেহসানান তার উপর কোন জেমান হবে না কিন্তু হাকীমকে যদি তার এই কাজের খবর দেওয়া হয় এবং ঐ ব্যক্তি হাকীমের নিকট কাজ করেছে বলে স্বীকার করে, তবে হাকীম তার নিকট হতে জেমান নিবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। মসজিদের ওয়াকফের মালের উদ্বৃত্ত অংশ ফকীরদের জন্য খরচ করা যাবে কিনা? এই সম্পর্কে এক কওল এরূপ আছে যে, যাবে না এবং এই কওলই ছহীহ; বরং মসজিদের ওয়াকফের উদ্বৃত্ত মালদ্বারা এমন কোন জিনিস ক্রয় করবে, যা ভাড়ায় খাটায়ে কিছু আমদানী করা যায়। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে নসফিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শায়েখ (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মসজিদের ইমারত নির্মাণের জন্য মহল্লাবাসী মসজিদের ওয়াকফ বিক্রি করে দিল, এটা জায়েয হবে কিনা? তিনি বললেন, কোন প্রকারেই জায়েয হবে না, চাই কাজীর হুকুমে বিক্রি করুক বা তার হুকুম ছাড়া। এটা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন কওম মসজিদ তৈয়ার করে এবং তার যে কাষ্ঠ বেঁচে থাকে, তা কি করা যায় মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যা কিছু বেঁচে তাকে; তা যখন দরকার হয় মসজিদ গৃহের কাজে লাগাবে, মসজিদের তেল, চাটাই ইত্যাদি কিনতে খরচ করবে না। তবে এই হুকুম তখন হবে, যখন মসজিদের কোন মুতাওয়াল্লী তাকে এবং তার নিকট মসজিদের বস্তু সোপর্দ করে দেওয়া হয়। আর যদি মুতাওয়াল্লী না তাকে বা থাকলেও তার নিকট সবকিছু সোপর্দ করে না দেওয়া হয়, তবে মসজিদে বানিয়ে যা কিছু বেঁচে থাকে, তা মসজিদের নির্মাতাদের হবে। তারা তা দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারবে। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ। কোন মসজিদের ওয়াকফকৃত যমিন যদি এরূপ হয়ে যায় যে, তাতে ফসল করা হয় না, তবে কোন ব্যক্তি যদি ঐ যমিন সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য হাওজ নির্মাণ করে দেয়, তবে সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য ঐ হাওজের পানি ব্যবহার করা জায়েয হবে না। এটা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

নবম পরিচ্ছেদ

রাবাত্বাত, মাকাবিরাহ, খানাত, হিয়াজ, তুরফ এবং শাকায়াত ইত্যাদি ওয়াকফের মাসায়েল

রাবাত্বাত শব্দটি রাবাত শব্দের বহুবচন। রাবাতের অর্থ দেশের সীমান্তস্থিত দুর্গ। সীমান্তরক্ষী সৈন্য-সামন্ত, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং যানবাহনাদি এই দুর্গে থাকে।

মাকাবির মাকবিরাতুন শব্দের বহুবচন। মাকবিরাতুন অর্থ কবরস্থান।

খানাত খান শব্দের বহুবচন। খান অর্থ সরাইখানা বা মুসাফিরখানা।

হিয়াজ শব্দটি হাউজ শব্দের বহুবচন। হাউজ অর্থপানির কূপ।

www.nagorikpathagar.org

শাকায়াত শাকায়া শব্দের বহুবচন। শাকায়া অর্থ পান করার পানি যাতে রক্ষিত হয়।

উল্লিখিত বস্তুগুলি ওয়াকফ করার প্রচলন পূর্বে ছিল এবং হয়ত এখনও কোথাও কোথাও আছে। এই বস্তুগুলি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করা অত্যধিক ছওয়াবের কাজ।

কেউ যদি মুসলমানদের কোন শাকায়া বা সরাইখানা বা রাবাত বা কবরস্থান ইত্যাদি বানিয়ে দেয়, তবে তাতে তার নিজের স্বত্ব বা অধিকার লোপ পায় না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, যখন কোন কাজী বা হাকীম হুকুম দেয় তখন এই সব বস্তু হতে স্বত্বলোপ পায়। এটা হেদায়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার মৃত্যুর পর এসব বস্তু ওয়াকফ করে দিবার কথা বলে, তবে এটা তার অছিয়ত হয়ে যায়; সুতরাং ইচ্ছে করলে মৃত্যুর পূর্বে সে এই অছিয়ত প্রত্যাহারও করতে পারে। আর তা না করলে মৃত্যুর পর তা লাযেম হয়ে যায়। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, ওয়াকফকারীর ওয়াকফ করার কথা বলা মাত্রই তার মালিকানা বা স্বত্ব চলে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ঐ পাত্র হতে একবার পানি পান করে বা উক্ত সরাইখানায় কোন লোক একটি রাত্রি যাপন করে বা উক্ত কবরস্থানে কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা যায় বা উক্ত দুর্গে একবারও কোন সিপাহী-লশকর অবস্থান করে, তবে তাতেই ওয়াকফকারীর মালিকানা লোপ পায়। যদি ওয়াকফকারী উক্ত বিষয়ের লক্ষ্যে উল্লিখিত বস্তুগুলি মুতাওয়াল্লীর নিকট সোপর্দ করে দেয় তবে তা ছহীহ হবে। এটা হেদায়াহ কিতাবের বিবরণ। মবসুত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এই মাসয়ালায় ফতোয়া ছাহেবাইনের কওলের উপর এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরামও এটাতে ঐকমত্য পোষণ করেন। এটা মুজমিরাত কিতাবের বিবরণ।

কুয়া এবং হাওজ যদিও মানুষের পানি পান করা ও অজু-গোসল করার জন্য ওয়াকফ করা হয় তবু অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুকে তার পানি পান করালে তাতে কোন দোষ নাই। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু যে পাত্রসমূহ পানি পান করার জন্য দেওয়া হয়েছে ও যে পানি শুধু পান করার জন্যই রাখা হয়েছে, সেই পানি দিয়ে অজু করার ব্যাপারে মাশায়েখ (রহঃ) মতভেদ করেছেন। যদি কোন পানি অজুর জন্য অকফ করা হয়, তবে তা পান করা জায়েয নয় এবং যে পানি পান করার জন্য অকফকৃত, তা দ্বারা অজু করা জায়েয নয়। এটা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার নিজের গৃহকে মিসকীনদের জন্য আবাসস্থল বানিয়ে দেয় এবং কোন মুতাওয়াল্লীর নিকট সোপর্দ করে, যেন সে যাকে ইচ্ছা থাকতে দেয়। তবে ওয়াকফকারী ঐ গৃহের ওয়াকফ প্রত্যাহার করতে পারবে না। এভাবে যদি কেউ তার মক্কায় নির্মিত গৃহ হজ্জকারী অথবা ওমরাহকারীদের বসবাসের জন্য দিয়ে দেয় এবং কোন মুতাওয়াল্লীর নিকট সোপর্দ করে আর মুতাওয়াল্লী তাতে যাকে ইচ্ছা থাকতে দেয় তবে ওয়াকফকারীর তা প্রত্যাহার করবার অধিকার থাকবে না। এভাবে যদি কেউ দেশের সীমান্তবর্তী কোন ইমারাত যোদ্ধাদের জন্য তাকবার স্থানরূপে দিয়ে দেয় এবং তা কোন মুতাওয়াল্লীর নিকট সোপর্দ করে যে তা দেখা-শুনা করবে। তবে ওয়াকফকারী আর তা প্রত্যাহার করতে পারবে না–যদিও তাতে কেউ বসবাস না করে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

উল্লিখিত বস্তু হতে ধনী ও গরীবদের উপকৃত হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এমনকি সরাইখানা ও দুর্গে আশ্রয় নেওয়া, পানির পাত্র হতে পানি পান করা এবং কবরস্থানে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে অর্থাৎ সকলের জন্যই তা জায়েয হবে। চাই ধনী হোক কিংবা গরীব হোক। এটা তাবিয়ীন কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন গৃহ অথবা যমিনের আমদানী যদি গাজী অর্থাৎ যোদ্ধাদের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া হয় তবে তা অভাবগ্রস্ত গাজী ছাড়া অন্য কেউই নিতে পারবে না। এটা খাযানাতুল মুফতীন এবং ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ আছে। খাছছাফ (রহঃ) স্বীয় ওয়াকফের বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কেউ তার গৃহ গাজীদের থাকার জন্য ওয়াকফ করে দেয় এবং গাজীগণ তার কোন এক অংশে অবস্থান করে আর বাকী অংশ খালি পড়ে থাকে, কোন লোক তাতে না থাকে, তবে ঐ ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীর উচিত যে, উক্ত গৃহের যে অংশ লোকশূন্য থাকে তা ভাড়ায় দিয়ে দেয় এবং তার উজরত ঐ ঘরের মেরামতের কাজে খরচ করে। তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা ফকীর ও মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

নাওয়াদের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কোন সরাইখানা নির্মাণ করে, তারপর তা মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে অন্য বর্ণনায় আছে যে, তা ভাড়ায় দিবার পূর্বে তৎকালীন অবস্থানরত লোকদেরকে এক বৎসর জানিয়ে দিবে যে, তারা যেন আগামী বৎসর আসার পূর্বেই গৃহ ছেড়ে দেয়। তারা গৃহ হতে চলে গেলে পরবর্তী বৎসর তা অন্য কোন লোককে ভাড়া দিয়ে দিবে এবং তার উজরত দ্বারা মেরামত কার্য সম্পন্ন করবে।

এভাবে কেউ যদি তার অশ্ব আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দেয়, তারপর যদি ঐ অশ্বে সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করার জন্য কোন গাজী না আসে তবে তখন তা কাকেও ইজারাহ দিয়ে তার উজরত দ্বারা ঐ অশ্বের ভরণ-পোষণ চালিয়ে যাবে। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি ঐ অশ্ব ইজারাহ নিবারও কোন লোক পাওয়া না যায় তখন ইমাম তা বিক্রয় করতঃ মূল্য গচ্ছিত রাখবে। তারপর যখন যানবাহন বা সওয়ারীর প্রয়োজন দেখা দিবে তকন ঐ মূল্য দ্বারা অন্য কোন অশ্ব ক্রয় করবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

দশম পরিচ্ছেদ

যে ওয়াকফসমূহের প্রয়োজন থাকে না তা এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয় এবং ওয়াকফকৃত সম্পদ অন্য কাজে খরচ করা ও কাফিরদের ওয়াকফের মাসায়েল

কোন একটি ছোট পুলের উপর কিছু ওয়াকফ করা হয়েছে। কালক্রমে স্থানীয় জনপদটি শুকিয়ে গেল এবং তাতে যে নালার উপর উক্ত পুলটি ছিল, তাও পানিশূন্য হয়ে পানি অন্য নালা দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। যার ফলে দ্বিতীয় নালার উপর আর একটি পুল তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত পুলটির উপর ওয়াকফকৃত বস্তুর সম্পদ দ্বিতীয় পুলটির উপর ব্যয় করা যাবে কিনা? এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যদি দ্বিতীয় পুলটি সর্বসাধারণের পারাপারের জন্য প্রয়োজন হয় তবে তাতে তা ব্যয় করা জায়েয । এটা ওয়াকেয়াতে হেশামিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন মসজিদ অথবা হাওজ নষ্ট অর্থাৎ বিরান হয়ে গেল। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। কেননা তার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকগণ তাদের বসতি মসজিদ বা হাওজের উপর ওয়াকফকৃত বস্তুর মাল অন্য কোন মসজিদ বা হাওজের উপর খরচ করার নির্দেশ দেয়। তিনি বললেন, হাঁ, জায়েয হবে; কিন্তু যদি নিকটস্থ লোকগণ তথা হতে চলে না যায় তবে প্রথমোক্ত মসজিদ বা হাওজ ওয়াকফের মালদ্বারা মেরামত করে নিবে। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন সীমান্তবর্তী দুর্গ হতে লোকদের প্রয়োজনীয়তা মিটে গেল। যেমন দেশের সীমান্তবর্তী বিধর্মী রাষ্ট্র মুসলিম দেশে পরিণত হল। এমতাবস্থায় ঐ দুর্গে ওয়াকফকৃত বস্তুর যে আমদানী হত তা ঐ দুর্গের নিকটবর্তী কোন দুর্গ থাকলে তার জন্য ব্যয় করা যাবে। আর যদি তা না থাকে, তবে ঐ আমদানী ওয়াকফকারী ব্যক্তির ওয়ারিছদের জন্য মীরাছ হবে। এটা ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছ কিতাবে বর্ণিত আছে। ছদরে শহীদ (রহঃ) স্বীয় ওয়াকেয়াত কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে,

www.nagorikpathagar.org

এক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার বিষয় আছে; সুতরাং এক্ষেত্রে ফতোয়া দিবার সময় বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করে ফতোয়া দিতে হবে। এটা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। মুতারজিম (রহঃ) বলেন যে, ছদরে শহীদ (রহঃ)-এর বিশুদ্ধ হুকুম এই যে, যখন উক্ত নিষ্প্রয়োজনীয় দুর্গের নিকটবর্তী এলাকায় অন্য কোন দুর্গ না থাকে তখন তার ওয়াকফকৃত বস্তুর আমদানী ফকীর-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করা যাবে। ফকীহ (রহঃ) বলেন যে, এই মতটিই অধিক পছন্দনীয় এবং উত্তম।

শায়খুল ইসলাম (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, একটি গ্রামের লোক এদিকে সেদিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তথাকার মসজিদও নষ্ট এবং বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ইত্যবসরে গ্রামের কোন ফাসেক ব্যক্তি মসজিদের কাঠ-খড়ি জবরদস্তি নিয়ে যেতে এল। এমতাবস্থায় ঐ গ্রামের কোন লোকের এই ইখতিয়ার থাকবে কিনা যে, সে কাজীর অনুমতিক্রমে মসজিদের উক্ত কাঠ-খড়িসমূহ বিক্রি করতঃ তার মূল্য এই উদ্দেশ্যে নিজের নিকট রেখে দেয় যে, এটা অন্য কোন মসজিদে দিয়ে দিবে অথবা প্রয়োজন দেখা দিলে যথাসময় এটা এই মসজিদেরই কাজে লাগাবে। এটা জায়েয হবে কিনা? শায়েখ (রহঃ) বললেন যে, হ্যাঁ জায়েয হবে। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি নিজের বাহন জন্তু অথবা তরবারি ও তীর-ধনুক কোন দুর্গে এই উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করল যে, তা আল্লাহর পথে ব্যবহৃত হবে। তারপর ঘটনাক্রমে উক্ত দুর্গ বিরান হয়ে গেল অথবা তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল। তখন ওয়াকফকৃত ঐ জিনিসগুলি উক্ত দুর্গের সর্বাধিক নিকটবর্তী দুর্গে দিয়ে দেওয়া হবে। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

নাওয়াদের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কোন ওয়াকফকৃত বালাখানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার ওয়াকফের বস্তুর এমন কোন মালও মওজুদ নাই যে, তা দ্বারা নূতন ইমারত নির্মাণ করে। তবে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং তার হক ওয়াকফকারীর উপর ফিরে আসবে যদি সে জীবিত থাকে। জীবিত না থাকলে হক ওয়ারিছদের জন্য হবে। এটা মুহীতে সুরখসীর বিবরণ। কোন মহল্লার ওয়াকফকৃত পানির কূপ আছে। তা খারাপ হয়ে গেল। যা মেরামত করাও সম্ভব নয়। মহল্লাবাসীদের নিকট তার প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। তখন যে তা ওয়াকফ করেছে, সে জীবিত থাকলে ঐ কূপের অধিকারী হবে। আর মরে গেলে তা ওয়ারিছদের হবে। আর যদি এমন অবস্থা হয় যে, ওয়াকফকারীর কোন সন্ধান মিলে না তা হলে উক্ত কূপ বাবত যদি কোন মূল্য পাওয়া যায় তবে তা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

কোন বাজারের একটি দোকান ওয়াকফকৃত ছিল। তারপর ঐ বাজারে আগুন লেগে দোকানটি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গেল। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তা এমনভাবে রইল যে, তা আর কোনরূপ কাজে আসবে না। তা কেউ কাজের জন্য ইজারাহও গ্রহণ করবে না। তখন তা ওয়াকফ হতে খারিজ হয়ে যাবে। এভাবে কোন ওয়াকফকৃত দুর্গ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে তা কাজের অনুপযোগী হয়ে গেল। তবে ঐ দুর্গের ওয়াকফ বাতিল হয়ে তা ওয়াকফকারীর ওয়ারিছদের জন্য মীরাছ হবে। যদি কোন ওয়াকফকৃত কবরস্থানের মুতাওয়াল্লীর বাসগৃহ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে তথা হতে চলে যায়, তখন যদি কোন ব্যক্তি এসে কারও নিকট অনুমতি না নিয়ে ঐ স্থানটি আবাদ করে এবং গৃহাদি নির্মাণ করে লয়, তবে ঐ বিরান কবরস্থানের মালিকানা ওয়াকফকারীর হয়ে যাবে। আর যেই ব্যক্তি তার উপরে গৃহাদি নির্মাণ করেছে তা তার হবে এবং তার অবর্তমানে তার ওয়ারিছদের হবে। এটা মুজামিরাত কিতাবের বিবরণ।

কেউ যদি কোন কওমের উপর তাদের ফায়েদার উদ্দেশ্যে কোন যমিন ওয়াকফ করে তারপর যদি ঐ যমিন উক্ত কওমের বসতি হতে অধিক দূরবর্তী হয় এবং তারা তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা হতে কোনরূপ আয়-উপার্জন করার দিকে মনোযোগী না হয় এবং কেউ যদি ইজারাহ হিসাবেও ঐ যমিন নিতে না আসে তবে উক্ত ওয়াকফ বাতিল হয়ে

www.nagorikpathagar.org

যাবে এবং ওয়াকফকারীর জন্য তা বিক্রি করা জায়েয হবে। আর যদি কেউ তা অল্প মূল্যেও ইজারায় গ্রহণ করে তবে ওয়াকফ বাকী থাকবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট এই মত ছহীহ কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এমত বিতর্কিত। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

এক ব্যক্তি লোকের নিকট হতে চাঁদা তুলে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য অর্থ জমা করল। তারপর সে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঐ অর্থ খরচ করে ফেলল। তারপর সে নিজের অর্থ হতে তা পূরণ করে দিল। এক্ষেত্রে হুকুম এই যে, এরূপ কাজ তার জন্য জায়েয হবে না। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

অধ্যায়

বেচা-কেনার মাসায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেচা-কিনার সংজ্ঞা, রোকন, শর্ত, হুকুম এবং প্রকারসমূহের মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, স্বেচ্ছায় ও মনের খুশীতে এক বস্তু অন্য বস্তুর দ্বারা অদল-বদল বা বিনিময় করাকে বেচা-কিনা বলা হয়। এটা কাফী কিতাবের বিবরণ। বেচা-কিনার রোকন দুই প্রকার। এক প্রকার ইজাব ও কবুল এবং দ্বিতীয় প্রকার বিক্রিত বস্তুর মধ্যে ক্রয়কারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিক্রিত বস্তুর মূল্যে বিক্রয়কারীর অধিকার প্রতিষ্টা। অর্থাৎ উক্ত উভয়বস্তু লেন-দেন হওয়া। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। বেচা-কিনার শর্ত চার প্রকার। যথা (১) বেচা-কিনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শর্ত, (২) তা জারী হওয়ার শর্ত। (৩) শুদ্ধ হওয়ার শর্ত এবং (৪) তা লাযেম হওয়ার শর্ত।

বেচা-কিনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কয়েক প্রকার শর্ত আছে। তার একটি এই যে, ক্রয় ও বিক্রয়কারীকে বুদ্ধিমান হতে হবে। এটা কেফায়া এবং নেহায়া কিতাবের বিবরণ। সেমতে যে বালক অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয় কিন্তু বেচা-কিনার মর্ম কিছুটা বুঝতে পারে, তার বেচা-কিনা জায়েয হবে। এটা ফতহুল কাদীরে লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় এই যে, বেচা-কিনা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক ব্যক্তি না হওয়া; বরং একাধিক ব্যক্তি হতে হবে। যদি উভয় পক্ষ হতে একই ব্যক্তি হয় তবে বেচা-কিনা শুদ্ধ হবে না। এটা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন কোন ছুরতে যদি উভয়পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠাকারী একই ব্যক্তি হয় তা হলেও বেচা-কিনা দুরস্ত হবে।

আর একটি শর্ত এই যে, বায়ে' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কবুল ইজাবের অনুরূপ হতে হবে অর্থাৎ যেই বস্তু বিক্রেতা যেই মূল্যে বিক্রি করার কথা বলবে ক্রেতা সেই বস্তু ঐ মূল্যেই ক্রয় করতে কবুল করবে। যদি ক্রেতা বিক্রেতার বিরোধিতা করে যেমন বিক্রেতা যেই বস্তু বিক্রি করার কথা বলে ক্রেতা তা কবুল না করে অন্য বস্তু কবুল করে অথবা বিক্রেতা যেই বস্তুর বদলে বিক্রি বস্তু বিক্রি করতে চায় ক্রেতা সেই বস্তু দিতে না চেয়ে অন্য বস্তু দিতে চায় অথবা বিক্রেতা যেই পরিমাণ মূল্যে বিক্রি করতে চায় ক্রেতা তদপেক্ষা কম মূল্য দিতে স্বীকার করে, তবে বেচা-কিনা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদি ইজাব ক্রেতার পক্ষ হতে হয় এবং বিক্রেতা তদপেক্ষা কমে কবুল করে অথবা ইজাব বিক্রেতার পক্ষ হতে হয় এবং ক্রেতা অধিক মূল্যে কবুল করে তা হলে বেচা-কিনা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে যদি বিক্রেতা ঐ বেশি মূল্য উক্ত মজলিসেই কবুল করে তবে বেচা-কিনা জায়েয হবে। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ ।
আর একটি শর্ত এই যে, বিক্রেয় বস্তু বর্তমান থাকতে হবে। যেই বস্তু বর্তমান নাই অথবা বর্তমান থাকতে সন্দেহের অবকাশ আছে যেমন কোন জন্তুর বাচ্চা অর্থাৎ কেউ যদি কোন জন্তুর গর্ভ বিক্রি করে তবে সেই বিক্রি প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। বিক্রেয় বস্তুর মধ্যে এটাও শর্ত আছে যে, তা বিক্রয়কালে বিক্রেতার

www.nagorikpathagar.org

মালিকানায় থাকতে হবে। অবশ্য ঘাস ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদিও তা বিক্রেতার যমিনে থাকে তবু তা শুদ্ধ হবে না। এখানে ঘাসের অর্থ যা বিনা যত্ন ও চেষ্টায় আপনা হতে উদগত হয়। আর ঐ বস্তুরও বেচা-কিনা প্রতিষ্ঠিত হয় না, যা বর্তমানে বিক্রেতার মালিকানাধীন নয়, যদিও পরে সে তার মালিক হবে; কিন্তু বায়ে' সালামের (অর্থাৎ যে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বস্তু বা বস্তুর মূল্য বর্তমানে লেন-দেন না হয়ে পরে হয়) ক্ষেত্রে এটা জায়েয হবে। এটা বাহারুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

বিক্রেয় বস্তুর ক্ষেত্রে আরও একটি শর্ত এই যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ বস্তুর কম বা বেশি মূল্য থাকতে হবে। যেই বস্তু সম্পূর্ণ মূল্যহীন অর্থাৎ যা কেউ মূল্য দিয়ে ক্রয় করে না তার বেচা-কিনা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর একটি শর্ত এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কথা-বার্তা উভয়ের কানে শুনতে হবে। এটা সব ইমামের নিকটই ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত; সুতরাং ক্রেতা যদি বলে যে, আমি এটা ক্রয় করেছি আর বিক্রেতা যদি তা না শুনে, তবে ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। তবে যদি মজলিসের উপস্থিত লোকগণ ক্রেতার কথা শুনে এবং বিক্রেতা বলে যে, আমি শুনি নাই অথচ তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে কোন দোষ-ত্রুটিও নাই সেক্ষেত্রে কাজী তার কথা বিশ্বাস করবে না। এটা রাহরুর রায়েকের বিবরণ।

আর একটি শর্ত এই যে, বেচা-কিনার ক্ষেত্রে একই মজলিস হওয়া বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ ইজাব এবং কবুল একই বৈঠকে হতে হবে। দুই মজলিসে হলে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হবে না।

ক্রয় বিক্রয়ের হুকুম জারী হওয়ার জন্য দুই প্রকার শর্ত আছে। এক প্রকার এই যে, বিক্রেতার বিক্রেয় বস্তুর মালিক অথবা মালিকের পক্ষে অলী হতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, বিক্রেয় বস্তুর মধ্যে বিক্রেতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির কোন প্রকার হক থাকবে না, তাকলে ক্রয় বিক্রয়ের হুকুম জারী হবে না।

আর একটি শর্ত এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোন মুদ্দত নির্ধারণ করা যাবে না। যথাঃ যদি এরূপ বেচা-কিনা হয় যে, এতদিন পর্যন্ত এই ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে তবে তা শুদ্ধ হবে না। যেমন কোন বস্তু এভাবে ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে তবে তা শুদ্ধ হবে না। যেমন কোন বস্তু এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে যে, এক বৎসর পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রিত বস্তুর মূল্য ফেরত দিবে এবং ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। এটা অশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় হবে।

আর একটি শর্ত এই যে, বিক্রেয় বস্তু এবং তার মূল্য উভয়ের নিকট এরূপ স্পষ্টরূপে জানা থাকবে যে, পরে তা নিয়ে কোনরূপ ঝগড়া-কলহ দেখা না দেয়। যে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তু বা তার মূল্য সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রতার নিকট উক্ত বিষয় অস্পষ্ট থাকে পরবর্তী পর্যায়ে তা নিয়ে ঝগড়া-কলহ ও অশান্তি সৃষ্টির কারণে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। যেমন বিক্রেতা যদি বলে, আমি তোমাকে এই মূল্যে কোন একটি বকরী দিয়ে দিব অথবা ক্রেতা যদি বলে যে, তুমি এই বস্তু আমাকে দিয়ে দাও এটার মূল্য যা হয় তা আমি তোমাকে দিয়ে দিব অথবা যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তি যা বলে তাই আমি তোমাকে দিয়ে দিব। এমন কথা-বার্তায় ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয় না।

আর একটি শর্ত এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোন ফায়েদাহ থাকতে হবে। যে ক্রয়-বিক্রয়ের বিক্রেতা ও ক্রেতার কোন ফায়েদাহ নাই সে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। আর একটি শর্ত এই যে, ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন বাতিল শর্ত হতে তা মুক্ত থাকতে হবে। বাতিল শর্তগুলি এই যে, যদি বিক্রেয় বস্তু মুঈন (নির্দিষ্ট) হয় এবং মূল্যও মুঈন হয় তবে তাতে মুদ্দত ধার্য করা বাতিল হয়। আর যদি বিক্রেয় বস্তু দায়েন অনির্দিষ্ট হয় এবং মূল্যও দায়েন হয়,

www.nagorikpathagar.org

তবে তা জায়েয হবে। বাতিল শর্তের আর একটি এই যে, যদি ক্রয় বা বিক্রয়কারীর কেউ এরূপ শর্ত রাখে যে, আমার যখন ইচ্ছা হবে তখন আমি এই বস্তু ফেরত দিতে পারব অথবা এই মূল্য ফেরত নিতে পারব। আর একটি বাতিল শর্ত এই যে, কোন অনির্দিষ্ট সময়ের শর্তে খিয়ার ধার্য করা। আর একটি বাতিল শর্ত এই যে, তিনদিনের অধিক সময়ের জন্য শর্তে খিয়ার ধার্য করা। এগুলিই বাতিল শর্ত। এটা বাদায়ে' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে নির্দিষ্ট শর্তসমূহ আছে, তার মধ্যে একটি এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য আদায় করার যেই মুদ্দত ধার্য করা হয় ঐ মুদ্দত স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। তা না হলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। আর একটি শর্ত এই যে, যদি স্থানান্তরযোগ্য মাল কিনে, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথম কব্জা হওয়া শর্ত এবং কর্জের ক্রয়-বিক্রয়ের কব্জা হওয়া শর্ত। আর একটি বাতিল শর্ত এই যে, যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সুদ হওয়ার অবকাশ না তাকে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

বেচা-কিনার হুকুম

বেচা - কিনার হুকুম এই যে, ক্রয়কৃত বস্তুর উপরে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং বিক্রিত বস্তুর উপরে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং বিক্রিত বস্তুর মূল্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। মোটামুটি ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার। তা হল (১) নাফেয, (২) মৌকুফ, (৩) ফাসেদ এবং (৪) বাতিল।

নাফেয বলা হয় তাকে যার হুকুম সাথে সাথে ছাবেত হয়। মৌকুফ হল তা যার হুকুম অনুমতি দিবার সময় ছাবেত হয়। ফাসেদ হল তা-যার হুকুম কব্জা করার দ্বারা ছাবেত হয় এবং বাতিল হল তা যার হুকুম কোন প্রকারেই ছাবেত হয় না।

বিক্রেয় বস্তুর হিসাবেও ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার। যথা (১) মুঈন বস্তু মুঈন বস্তু দ্বারা ক্রয় বিক্রয়। এটাকে বায়ে' মুকাবেদাহ বলে। (২) দায়েন বস্তু দায়েন বস্তু দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়। এটাকে বায়ে' ছরফ বলে। (৩) দায়েন বস্তু আইন বস্তু দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়, (৪) এটা তৃতীয়টির বিপরীত। যথাঃ আইন বস্তু দায়েন বস্তু দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

এভাবে নাম পরিবর্তনের হিসাবেও ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার।

যথা-(১) বায়ে' মুসাওয়ামাঃ তা হল, ঐ মূল্যের উপর ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারিত হওয়া, যার উপর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একমত হয়ে যায়। (২) বায়ে' মুরাবেহা তা হল, প্রথমোক্ত মূল্যের উপর কিছু পরিমাণ বেশি নিয়ে বিক্রি করা, (৩) বায়ে' তাওলিয়াহঃ তা হল, প্রথমোক্ত মূল্যের কোনরূপ বেশি-কমী ছাড়া বিক্রি করা। (৪) বায়ে' অজিয়াহঃ তা হল প্রথমোক্ত মূল্য অপেক্ষা কিছু পরিমাণ কম নিয়ে বিক্রি করা। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেসব শব্দের দ্বারা বেচা-কিনা অনুষ্ঠিত হয় তার মাসায়েল

প্রথম ভাগ

বেচা-কিনা সংঘটক বাক্যাবলীর মাসায়েল

আমাদের ইমামগণ বলেন যে, যেই দুইটি শব্দ বা কথা এমন হয় যে, তার অর্থ মালিক করে দেওয়া অথবা মালিক হয়ে যাওয়া। আর যদি তা অতীত কাল বা বর্তমান কালসূচক শব্দ হয় তবে তাদ্বারা বেচা-কিনা অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ, চাই উক্ত শব্দ ফারসী ভাষায় অথবা আরবী ভাষায় হোক বা অন্য কোন ভাষায়। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ। অতীত কালের শব্দ হলে নিয়ত ছাড়াও ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়। আর যদি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের অর্থসূচক শব্দ হয় তবে বিশুদ্ধতর মত এই যে, তাতে নিয়ত থাকা প্রয়োজন। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে।

সুতরাং যদি বিক্রেতা এরূপ বলে যে, আমি এই গোলাম তোমার নিকট একহাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করছি বা তোমাকে বখশিশ করছি। অথবা তোমাকে প্রদান করছি এবং ক্রেতা বলে যে, আমি তা তোমার নিকট হতে ক্রয় করছি। অথবা নিয়ে নিতেছি এবং উভয়ের নিয়ত যদি তখন তখনই ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়। অথবা তাদের উভয়ের একজন অতীত কালের এবং অন্যজন ভবিষ্যৎকালের অর্থসূচক শব্দ ব্যবহার করে, তবে সেক্ষেত্রেও তখন ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নিয়ত থাকলে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়। আর যদি তদ্রূপ নিয়ত না থাকে তবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে না। এটা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ। জেনে রাখবে যে, যেই শব্দ শুধু বর্তমানের অর্থ প্রকাশ করে যেমন বলে যে, আমি এখন এটা বিক্রি করছি তবে তাতে নিয়তের প্রয়োজন নাই। আর যেই শবব্দ শুধু ভবিষ্যৎকালের অর্থবোধক, যেমন কেউ বলে, আমি এই বস্তু ভবিষ্যতে বিক্রি করতেছি অথবা যদি আমর অর্থাৎ আদেশজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করে তবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয় না; কিন্তু যদি তা এমন অবস্থায় হয় যাতে বর্তমান কালের অর্থ বুঝা যায়, তবে সেই ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে। যেমন কেউ বলে যে, এই গোলামকে তুমি এত মূল্যে নিয়ে নাও। আর তার জবাবে ক্রেতা বলে যে, আমি নিয়ে নিলাম। তবে তার দ্বারা অতীত কালের অর্থ বুঝা যায়। এটা নাহরুল ফায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে।

ইমাম আবুল্লাইছ (রহঃ) কবীর (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, জনৈক বিক্রেতা বলল যে, এই কাপড় দশ দেরহাম মূল্যে নিয়ে নাও। ক্রেতা বলল যে, আমি নিয়ে নিরাম। তারপর বিক্রেতা বলল যে, আমি তা দিতেছি না। এইরূপ অস্বীকার করার তার ইখতিয়ার আচে কিনা? তিনি জবাবে বললেন, না, এইরূপ অস্বীকার করার তার ইখতিয়ারে নাই। আর এইভাবে যখন ক্রেতা বলে যে, আমি নিয়ে নিলাম তবে তারপর তারও কোনরূপ ইতয়ার থাকে না। এটা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। জানিয়া রাখবে যে, যখন ক্রয়-বিক্রয় আদেশজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা হয়, তকন এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি কথা হওয়া উচিত। যেমন যদি বিক্রেতা বলে যে, আমার নিকট হতে ক্রয় করে নাও এবং ক্রেতা বলে যে, আমি ক্রয় করেছি, তবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে না-যখন পর্যন্ত না বিক্রেতা আবার বলে যে, আমি বিক্রয় করেছি। অথবা যদি ক্রেতা বলে যে, আমার নিকট বিক্রয় করে ফেল এবং বিক্রেতা বলে যে, আমি বিক্রয় করে ফেলিয়াছি, তবে এটা অবশ্যই প্রয়োজন যে, ক্রেতা দ্বিতীয়বার বলবে যে, আমি ক্রয় করেছি। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

অস্পষ্ট বা সন্দেহসূচক শব্দ ব্যবহার করলে কারও নিকট ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয় না। যেমন ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে যে, তুমি এই বস্তু আমার নিকট কি এই মূল্যে বিক্রি করতেছ? অথবা বলে যে, আমার নিকট বিস্তু তুমি বিক্রি করেছ কি? এবং বিক্রেতা বলে যে, আমি বিক্রি করেছি। তবে এটাতে ক্রয় বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে না, যখন পর্যন্ত না ক্রেতা আবার বলে যে, আমি ক্রয় করেছি। এটা বাদায়ে' কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ বলে যে, তুমি কি এই বস্তু আমার নিকট হতে এত মূল্যে ক্রয় করেছ? যাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল সে বলল, মান খরিদী। তারপর প্রথম ব্যক্তি বলল যে, আমি বিক্রি করেছি, তবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখ্য যে, যদিও কোন অস্পষ্ট বা সন্দেহসূচক শব্দ শামিল করে নাই তবু

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু এই কথার মধ্যে অস্পষ্টতা এবং সন্দেহের অবকাশ আছে, সেহেতু তৃতীয় আর একটি শব্দ ব্যতীত এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ না হওয়ার হুকুম খোলাছা কিতাবে প্রদত্ত হয়েছে; কিন্তু ইমাম জহীরুদ্দীন (রহঃ) স্বীয় চাচা ইমাম শামসুল আয়েম্মা এবং নিজের ওস্তাদ শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ)-এর নিকট হতে নকল করেছেন যে, উক্ত অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। কেননা বিক্রেতার উপরোক্ত কথার মধ্যে ফরুখতাম অর্থাৎ আমি বিক্রয় করেছি কথাটি উহ্য আছে এবং বিক্রেতার কথার অর্থ এই যে, খরিদী কেউ ফরুখতাম অর্থাৎ যদি ক্রয় কর তবে বিক্রয় করলাম। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। মোখতারুল ফতোয়া কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এই হুকুমই পছন্দনীয়।

যদি বিক্রেতা এরূপ বলে যে, আমি এই গোলাম একহাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার নিকট হস্তান্তর করলাম এবং অন্য ব্যক্তি বলল যে, আমি কবুল করলাম, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবুবকর আসকাফ (রহঃ) বলেন যে, উভয়ের মধ্যে একালাহ শব্দের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে; কিন্তু ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) বলেন যে, অনুষ্ঠিত হবে না। ফকীহ আবুল লাইছ (রহঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)ও এমত পোষণ করেন। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। সালাম শব্দ ব্যবহার করলে প্রত্যেক রেওয়ায়েত অনুসারেই ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমি তোমার নিকট এই গোলাম এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে হেবা করলাম এবং সেই ব্যক্তি বলে যে, আমি কবুল করলাম, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ক্রয়-বিক্রয়ের ইজাব আরবী ভাষার 'জাআল' শব্দ দ্বারা অথবা ফারসী ভাষার 'গরদানিদাম' শব্দ দ্বারা অথবা উর্দু ভাষার 'করদেনে' (করিয়া দেওয়া) ব্যবহার করা শুদ্ধ হবে। যেমনঃ কোন ব্যক্তি যদি কাকেও এইরূপ বলে যে, আমি এই বস্তু এই পরিমাণের বিনিময়ে তোমার জন্য করে দিলাম। তবে তা বিক্রি হবে। কারণ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি কাজী কোন কর্জ পাওনাদারকে এরূপ বলে যে, তোমার করজদারের এই বস্তুটি তোমার কর্জের বিনিময়ে আমি তোমার জন্য করে দিলাম, তবে তা ক্রয়-বিক্রি হয়ে যাবে এবং এটা বিশুদ্ধ মত। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি রাজী হয়ে গেলাম, তবে তাতেও ইজাব শুদ্ধ হয়ে যায়।

যদি প্রথম একব্যক্তি বলে যে, আমি বিক্রি করলাম। তারপর অন্য ব্যক্তি বলে যে, আমি সম্মত হলাম, তবে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ। এভাবে যদি ক্রেতা বলে যে, আমি এই পরিমাণ মূল্যে এই বস্তু ক্রয় করলাম এবং বিক্রেতা বরে যে, আমি রাজী হলাম অথবা বলে যে, আমি পুরা করলাম অথবা বলে যে, আমি অনুমতি দিলাম। তবে ক্রয়-বিক্রয অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। এটা ইখতিয়ারে শরহে মোখতার কিতাবে বর্ণিত আছে। আর এভাবে যদি কেউ বলে যে, এই গোলাম তোমার নিকট তোমার কর্জের বিনিময়ে বিক্রয় করা হল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, কবুল করলাম, তবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে। এটা গিয়াসিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তোমার গোলাম এক হাজার দিরহাম দ্বারা খরিদ করলাম এবং সেই ব্যক্তি বলল যে, আমিও করলাম অথবা বলল যে, হাঁ অথবা বলল যে, মূল্য দাও, তবে তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এটাই বিশুদ্ধতর মত। এটা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ বলে যে, আমি এই গোলামকে এই পরিমাণ মূল্য ক্রয় করলাম এবং বিক্রেতা বলল যে, সে তোমার জন্য অথবা বলল যে, সে তোমারই গোলাম অথবা বলল যে, সে তোমার জন্য কোরবান, তবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। এটা অজীয়ে কারদারী কিতাবে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন ব্যক্তি কাকেও বলে যে, আমি এই বস্তু এত মূল্যে তোমার নিকট বিক্রি করেছি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, আমি নিয়ে নিয়েছি, তবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কাকেও বলে যে, আমি আমার ঘোড়া তোমার ঘোড়ার বদলে দিলাম এবং সেই ব্যক্তি বলে যে, আমিও এরূপ করলাম, তবে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে। ইমাম শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) এটারই উপর ফতোয়া দিয়েছেন। এটা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ কাকেও বলে যে, এই গোলম একহাজার দেরহামের বিনিময়ে তোমার যিম্মায় এবং সেই ব্যক্তি বলে যে, আমি মানিয়া লইলাম, তবে এটা ক্রয়-বিক্রয হবে। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

কেউ বলিল যে, আমি এই গোলাম তোমার নিকট এক হাজার দেরহাম মূল্যে বিক্রয় করলাম এবং এটার মূল্য তোমাকে হেবা করে দিলাম আর সেই ব্যক্তি বলল যে, আমি ক্রয় করলাম, তবে এই ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। এটা অজীয়ে কারদারী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু যদি কোন মূল্যে বিক্রি করে এবং ক্রেতা তা কবুর করে লয় তারপর মূল্য মাফ করে দেয় অথবা তা তাকে হেবা করে অথবা ছদকাহ করে দেয়, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর যদি গোলাম বিক্রি করে এবং মূল্য সম্পর্কে নীরব থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট কব্জা করার দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এটা খোরাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং ক্রেতার উপর গোলামের মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। এটা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি বলে যে, আমি তোমার নিকট বিনা মূল্যে বিক্রয় করলাম, তবে তা কব্জা করলেও বিক্রিত বস্তুর মালিক হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ বলে যে, আমি এই গোলাম তোমার নিকট দুই হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করলাম এবং ক্রেতা বলে যে, আমি কোন বস্তুর বিনিময় ছাড়া ক্রয় করলাম, তবে ক্রয-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে আছে। যদি কোন গোলামের কোন অঙ্গের সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক করে তবে দেখা যাবে যে, যদি তা এমন অঙ্গের সাথে সম্পর্ক তার সাথে তাকে আযাদ করার সম্পর্ক করলে সে আযাদ হয়ে যায়, তবে ঐরূপ অঙ্গের সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়। আর যদি তদ্রূপ না হয়, তবে এই বিক্রয়ও ছহীহ হয় না। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। তানজীসে নাছেরী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, যদি কেউ বলে যে, মান ফরুখতাম ইঁ বান্দাহরা বাহাজার দেরেম তু খারিদী অর্থাৎ আমি এই গোলাম একহাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করলাম তুমি ক্রয় করলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার জবাবে এইরূপ বলে যে, খরিদাম (অর্থাৎ ক্রয় করলাম) আর বেশী কিছু না বলে, তবে ক্রয-বিক্রয় হবে না। কেননা এটাতে ক্রেতার দিকে সম্পর্ক ছিল না। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

আর যদি পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কোন আলাপালোচনা হয়ে থাকে তারপর বিক্রেতা বরে যে, আমি এই পরিমাণ মূল্যে বিক্রয় করেছি এবং ক্রেতা বলে যে, আমি ক্রয় করেছি কিন্তু তোমার নিকট হতে ক্রয করেছি এইকথা যদি না বলে, তবে ক্রয-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না; কিন্তু যদি ক্রেতা এইরূপ বলে যে, আমি এই পরিমাণ মূল্যে ক্রয করেছি এবং বিক্রেতা বলেযে, আমি বিক্রি করেছি; কিন্তু তোমার নিকট বিক্রি করেছি, একথা না বলে তেব ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কাকে বলে যে, যদি এই গোলাম তোমার পছন্দ হয়, তবে এটার মূল্য তোমার জন্য একহাজার দিরহাম। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, আমার পছন্দ হয়েছে, তবে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে। এটা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি তোমার প্রয়োজনানুরূপ হয়, তবে আমার এই গোলামের তোমার জন্য একহাজার দিরহাম মূল্য, তারপর সেই ব্যক্তি যদি বলে যে, আমার প্রয়োজনানুরূপ হয়েছে, তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে যদি বলে যে, যদি তুমি ইচ্ছা কর বা খাহেশ কর আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, আমি ইচ্ছা করেছি এবং কখহেশও করেছি, তবে এই সমস্ত ছুরতেই উল্লেখিত রূপ জবাব দ্বারা ক্রয়-বিক্রি হয়ে যায়। যদি কেউ বলে যে, এই বস্তাভর্তি বস্তু যদি পাঁচশত মণ ওজনের হয়, তবে তুমি ওজন করে দেখ, আমি এটা তোমার নিকট এত মূল্যে বিক্রি করলাম, কেত্রা বলল যে, আমি ক্রয় করলাম। তারপর তা ওজন করে দেখা গেল বিক্রেতা যে পরিমাণ ওজনের কথা বলেছিল অবিকল তাই আছে, তবে এটা ক্রয়-বিক্রয় হবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতা তার ঐ কথার পূর্বে ঐ বস্তুর ওজন সম্পর্কে নিশ্চিত উক্তি করত, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হত। কেননা তকন তার কথার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকত না; কিন্তু সে যা বলেছে তাতে তার নিশ্চিত কতাও ঝুলন্ত রয়েছে। এটা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি এই মাল নিয়ে যাও এবং আজ তা দেখ। যদি তুমি রাজী তাক, তবে তোমার জন্য এটার মূল্য এক হাজার দিরহাম। এই কথার উপরে যদি সে ঐ মাল নিয়ে যায়, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি আজ তুমি এটাতে রাজী তাক, তবে তোমার জন্য এটার মূল্য এক হাজার দিরহাম। এই কথা অবিকল ঐরূপ কথার ন্যায় যে, আমি এই গোলাম তোমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করলাম, তবে আজকার দিন তোমাকে ইখতিয়ার দেওয়া হল। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এস্তেহসানান দলীল অনুযায়ী এই ক্রয়-বিক্রি জায়েয হয়েছে। আমাদের ইমামত্রয় এই মতই গ্রহণ করেছেন। আর যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি এটা তোমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করলাম, যদি তোমার একদিন ও এক রাত্রির মধ্যে মঞ্জুর হয়, তবে এটা নিতে পার। এটাতে বেচা-কিনা সম্পন্ন হয়ে যায়। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি এরূপ বলে যে, এই বস্তু আমি এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করলাম, তবে শর্ত এই যে, যদি অমুক ব্যক্তি রাজী হয়, তবে যদি তার রাজী হওয়ার কোন সময় ধার্য করা হয় এবং সে রাজী হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। এটা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কোন কাপড় ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা ক্রয় করে লয় এবং তার পরদিন ক্রেতার বিক্রেতার সাথে সাক্ষাত হয় এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে যে, তুমি কি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে কাপড় বিক্রয় কর নাই? বিক্রেতা বলে যে, হাঁ বিক্রি করেছি। তারপর ক্রেতা বলে যে, তবে আমি তা নিয়ে নিলাম। তাদের এই কথাবার্তা অর্থহীন হবে এবং তার ভিত্তি প্রথমোক্ত বাতিল বিক্রয়ই থাকবে যা ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর যদি তারা উভয়ে উক্ত বাতিল ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করে এবং নূতনভাবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করে, তবে এটা জায়েয হবে।

কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম কারও নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করল এবং বলল, যদি তুমি আজ আমাকে মূল্য না দাও তবে তোমার আমার মধ্যে বেচা-কিনা হল না। ক্রেতা যদি এটা কবুল করে লয় তারপর সে ঐদিন বিক্রেতাকে মূল্য না দেয় তারপর কোনদিন বিক্রেতার সাথে সাক্ষাত হলে বলে যে, তুমি তোমার গোলাম আমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করেছ। বিক্রেতা বলে যে, হা বিক্রি করেছি। তকন ক্রেতা বলে যে, আমি নিয়ে নিলাম, তবে এটা ঐ সময় নূতনভাবে বেচা-কিনা হল। কারণ এই যে, প্রথম ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই মাসয়ালা বায়ে' ফাসেদের ছুরতের অনুরূপ নয়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি তোমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করেছি। তারপর যদি এক বৎসর পর্যন্ত মূল্য না দাও, তবে তোমার আমার মধ্যে বেচা-কিনা হল না। তবে এটা বায়ে' ফাসেদ হয়ে যায় এবং এই কওল খিয়ারের অনুরূপ নয়। যদি তিনদিনের শর্ত করা হয় এবং বলা হয় যে, যদি তিন দিন পর্যন্ত মূল্য না দাও, তবে আমার তোমার মধ্যে বেচা-কিনা হল না, তবে এস্তেহসানান ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে; কিন্তু যদি চারদিনের কথা বলে,

www.nagorikpathagar.org

তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না; কিন্তু যদি চারদিনের তবে শায়েখ (রহঃ) বলেন যে, আমি এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয মনে করি, এই শর্তে যে, যদি তিনদিনের মধ্যে মূল্য আদায় করে। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, যদি তুমি এই পরিমাণ মূল্য ঐ কাপড়ের বদলে দাও, তবে আমি তোমার নিকট এটা বিক্রয় করে পেলাম। সেই ব্যক্তি এই পরিমাণ মূল্য ঐ মজলিসেই আদায় করে দিল, তবে এই বেচা-কিনা সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিতাবুস সিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এস্তেহসানান এটা ছহীহ হবে। আর এভাবে যদি বিক্রেতা বলে যে, ফরুখতাম চুঁ বাহা বামান রসদ অর্থাৎ আমি বিক্রি করলাম যদি আমার নিকট মূল্য পৌছে। তারপর ক্রেতা মূল্য ঐ মজলিসেই বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়, তবে এই বেচা-কেনা এস্তেহসানান ছহীহ হবে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার এই দাসী দশ দীনার মূল্যে ক্রয় করলাম, তুমি বিক্রি করলে। জবাবে বিক্রেতা বলল, ফরুখতাহগীর অর্থাৎ বিক্রয় হল, বুঝে নাও। তবে যদি তা দিয়ে বিক্রেতা তার বিক্রয় সম্পন্ন করার নিয়ত করে, তবে বিক্রি ছহীহ হবে। এটা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

হাসান ইবনে আলী (রহঃ)-এর নিকট এই মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি বিক্রেতার উকীলের নিকট কোন বস্তুর বাইশ দীনার মূল্য বলল এবং উকীল বলল যে, পঁচিশ দীনারের কমে দিব না। ক্রেতা বলল যে, আমাকে এই তিন দীনার ছেড়ে দাও। উকীল রাজী হয়ে গেল; কিন্তু মুখে কিছু বলল না। ঘটনাস্থলে সাক্ষী উপস্থিত ছিল। সে তার রাজী হওয়া দেখল যে, সে খুশীর সাথেই রাজী হয়ে গিয়েছিল। এরূপ স্থলে বিক্রয়ের হুকুম কি হবে? হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বললেন, এটার দ্বারা বেচা-কিনা হয় না; কিন্তু যদি ইজাব এবং কবুল অথবা এমন কোন কাজ যা ইজাব-কবুলের স্থলবর্তী হয় এবং তা যদি পাওয়া যায়, তবে বেচা-কিনা ছহীহ হবে। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি বিক্রেতা দূরবর্তী স্থান হতে অথবা কোন প্রাচীরের অপরদিক হতে আওয়াজ করে বলে, তবে তাতে বেচা-কিনা ছহীহ হবে না। কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে ছিল। সে গৃহের চাদে াবস্থিত কোন ব্যক্তিকে এরূপ বলল যে, আমি এই বস্তু তোমার নিকট এত মূল্যে বিক্রি করলাম। অন্য ব্যক্তি বলল যে, আমি ক্রয় করলাম, তবে যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দেখে থাকে এবং একে অপরের কথা শুনে থাকে আর কতার কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ না থাকে, তবে বেচা-কিনা ছহীহ হবে। এটা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি পরস্পরের অবস্থানের দূরত্ব এই পরিমাণ হয় যে, একে অপরের কথা শুনার ও বুঝার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তবে এটা বেচা-কিনা ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক। আর যদি সন্দেহের সৃষ্টি না হয়, তা হলে এটা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় হয় না। এটা অজীয়ে কারদারী কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি কাকেও বলল যে, এই ব্যক্তি তোমার আঙ্গুরের বাগান দুই হাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করেছে। বিক্রেতা বলল যে, আমি তোমার নিকট তা এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করেছি এবং ক্রেতা বলে যে, আমি তোমার নিকট হতে ক্রয় করেছি। তা হলে যদি তার এই কথা ঠাট্টা স্বরূপ না হয়, তবে বেচা-কিনা ছহীহ হয়ে যাবে। আর যদি ঠাট্টাস্বরূপ হয় এবং তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির কওল কবুল হবে, যে ব্যক্তি ঠাট্টাস্বরূপ বলেছে বলে দাবী করে। আর যদি কিছু মূল্য তাকে দিয়ে দেয়, তবে ঠাট্টার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

কিনার উদ্দেশ্যে কব্জা করার মাসায়েল

কোন ব্যক্তি কারও নিকট কাপড় ছন্দ করল এবং বিক্রেতা বলল যে, এই কাপড় তোমার জন্য বিশ দিরহাম মূল্যে দেওয়া যাবে। ক্রেতা বলল যে, না, আমি এটা দশ দিরহাম মূল্যে নিতে পারি। যা হোক এরূপ কথাবার্তার পর ক্রেতা

www.nagorikpathagar.org

তা নিয়ে গেল। বিক্রেতা দশ দিরহাম মূল্যে রাজী হল না, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হল না। এই অবস্থায় ক্রেতা কাপড় নিয়ে যদি তা নষ্ট করে ফেলে বা হারিয়ে পেলে তবে তার উপর বিশ দিরহাম মূল্য আবশ্যক হবে। আর যদি তা নষ্ট না হয় বা হারিয়ে না যায় তবে ঐ কাপড় ফেরত দেওয়া তার ইখতিয়ারে থাকবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, কিয়াস অনুযায়ী তার উপর মূল্য লাযেম হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু আমরা প্রচলনের উপর লক্ষ্য করে এক্ষেত্রে রোখসত দিয়েছি। যদি কোন ব্যক্তি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন কাপড় নিয়ে যায় এবং বিক্রেতা তার মূল্য বলে দেয় তারপর ক্রেতার হাতে ঐ কাপড় খোয়া যায়, সেক্ষেত্রে তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি ক্রেতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছ ঐ কাপড় নষ্ট করে ফেলে, তবে তাদের প্রতিও মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ কোন কাপড় নিয়ে যায় এবং বলে যে, আমি তা নিয়ে যাচ্ছি দেখে-শুনে পছন্দ হলে ক্রয় করব। তা নিয়ে যাবার পর যদি তা খোয়া যায়, তবে ঐ ব্যক্তির উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে একথা বলে যে, যদি আমি তোমার ঐ মূল্যে রাজী হই তবে ক্রয় করব। তারপর যদি ঐ কাপড় তার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে তার মূল্যের জামিন হবে। এটা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং ফতোয়া এটারই উপর। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি কোন ব্যক্তির সাথে কাপড়ের মূল নির্ধারণ করল। তারপর ক্রয় করবার উদ্দেশ্যেই তা নিয়ে গেল অথবা মূল্য নির্ধারণ করার সময়ই বিক্রেতা তা তার হাওলা করে দিল এবং বলল যে, মূল্যদশ দিরহাম। তারপর ক্রেতা তা নিয়ে গেল। ইমাম (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে বিক্রেতা যে মূল বলে দিয়েছে ঐ কাপড়ের মূল্য তাই থাকবে–যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতা বলবে যে, আমি এটার মূল্য নয় দিরহাম দিব অথবা বলবে যে, আমি এটার মূল্য নয় দিরহামের বেশি দিব না। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি বলল যে, এই কাপড়ের মূল্য বিশ দেরহাম। ক্রেতা বলল যে, আমি এটা দশ দেরহাম মূল্য নিয়ে নিরলাম এবং এইকথা বলে সে কাপড় নিয়ে চলে গেল। তারপর তা তার হাতে খোয়া গেল। তবে তার উপর কাপড়ের মূল্য দশদেরহাম ওযাজিব হবে। তবে যদি ক্রেতার উপরোক্ত কতার পর বিক্রেতা বলে যে, আমি বিশ দেরহামের কমে দিব না এবং তা শুনিয়াও যদি ক্রেতা কাপড় নিয়ে চলে যায় তা হলে বিশ দেরহাম মূল্যই তার উপর ওয়াজিব হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

বিক্রেতা বলল যে, এই কাপড়ের মূল্য তোমার জন্য দশ দিরহাম। ক্রেতা বলল যে, দাও, আমি এটা দেখে নিই অথবা অন্য কাকেও দেখিয়ে নেই। তারপর যদি ঐ কাপড় খোয়া যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে ক্রেতার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমানতের মধ্যে লোকসান হয়ে গেল। আর যদি ক্রেতা বলে যে, তা আমার কাছে দাও, যদি আমার পছন্দ হয় তবে আমি নিব। তারপর যদি কাপড় খোয়া যায় তবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যে মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল তা ওযাজিব হবে। উল্লিখিত দুইটি ছুরতে পার্থক্য এই যে, প্রথম ছুরতে সে এরূপ হুকুম করেছিল যে, আমাকে তা নিজের দেখার জন্য অথবা অন্যকে দেখাবার জন্য দিয়ে দাও। তা ক্রয়-বিক্রয় নয় এবং দ্বিতীয় সুরতে পছন্দ করা এবং নেওয়ার জন্য তা দিতে বলা হয়েছিল। এটা হুকুম ব্যতীত বিক্রয়স্বরূপ। নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

আর যদি তা দেখার উদ্দেশ্যে না নেয় তারপর আবার বলে যে, আমি দেখব এবং এই অবস্থায় যদি ঐ বস্তু খোয়া যায় তবে প্রথম কথার উপরে যে তার উপর জেমানত ওয়াজিব হয়েছিল পরবর্তী দেখব কথার দ্বারা সে ঐ জেমানতমুক্ত হবে না। এটা অজীয়ে কারদারী কিতাবের বিবরণ। এক ব্যক্তি কোন কাপড় বিক্রেতার নিক কাপড় তলব করল। সে

তাকে তিনটি কাপড় দিয়ে দিল এবং বলল, এই প্রথম কাপড়টির মূল্য দশ দিরহাম, দ্বিতীয়টির মূল্য বিশ দিরহাম এবং তৃতীয়টির মূল্য ত্রিশ দিরহাম। তুমি এটা গৃহে নিয়ে যাও। তারপর যেটি তোমার পছন্দ হবে সেটি তোমার নিকট বিক্রি করব। তারপর ক্রেতা উক্ত কাপড় তিনটি নিয়ে গৃহে আসল। ঘটনাক্রমে তা তার গৃহে আগুনে দগ্ধীভূত হল। তবে যদি তিনটি কাপড়ই পুড়ে যায় এবং এটা জানা না যায় যে, তা আগে-পিছে পুড়েছে, না একই সাথে পুড়েছে। অথবা যদি জানা যায় যে, আগে-পিছে পুড়েছে; কিন্তু এটা জানা না যায় যে, কোন কাপড়টি সর্বপ্রথম পুড়েছে এবং তারপর কোনটি ও তারপর কোনটি পুড়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর প্রত্যেক কাপড়ের এক-তৃতীয়াংশ মূল্য জেমান দিতে হবে।

আর যদি প্রথম কোনটি পুড়েছে তা জানা যায় তবে তার মূল্য সম্পূর্ণ দিতে হবে এবং বাকী দুইটি কাড় তার নিকট অমানতস্বরূপ পুড়েছে। আর যদি দুইটি কাপড় পুড়ে যায় এবং তৃতীয়টি বাকী থাকে এবং এই কথা জানা না যায় যে, ঐ দুইটি কাপড়ের মধ্যে প্রথম কোনটি পুড়েছে, তবে উক্ত দুইটি আমানতে আছে। আর যদি একটি কাপড় পুড়ে যায় এবং দুটি বাকী তাকে, তবে একটি কাপড়ের মূল্য দিয়ে দিবে এবং বাকী কাপড় দুইটি ফিরিয়ে দিবে। আর যদি দুটি কাপড় সম্পূর্ণ পুড়ে যায় এবং তৃতীয় কাপড়টির কিছু অংশ জ্বলে এবং এটা না জানা যায় যে, ঐ দুটির মধ্যে প্রথম কোনটি পুড়েছে, তবে ঐ দুইটি কাপড়েরই অর্ধেক মূল্য দিতে হবে এবং তৃতীয় কাপড়টির যে অংশ পুড়ে নাই তা ফেরত দিবে। কিন্তু তার যে অংশ পুড়ে গেছে তার মূল্য দেওয়া ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে না। এটা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবের বিবরণ।

আর যদি দুইটি কাপড়ের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় এবং অন্যটির অর্ধেকাংশ সাথে সাথেই পুড়ে যায় তবে বাকী অর্ধাংশ ফেরত দিবে এবং দ্বিতীয়টির যিম্মা তার উপর আবশ্যক হবে; কিন্তু বিক্রেতার জন্যএই ইখতিয়ার থাকবে না যে, দগ্ধীভূত কাপড়টি আমানত হিসাবে রাখবে এবং যেটির অর্ধাংশ পুড়েছে সেটির সম্পূর্ণ মূল্য নিয়ে নিবে। এটা অজীয়ে কারদারী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তি কাকেও কোন কাপড় বিক্রেতার নিকট এরূপ বলে পাঠায় যে, এই ধরনের কাপড় আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তারপর কাপড় বিক্রেতা ঐ ব্যক্তির সংবাদবাহক অথবা অন্য কোন লোকের মাধ্যমে কাপড় পাঠিয়ে দেয়। তারপর ঐ কাপড় তার নিকট পৌঁছার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যদি উক্ত সংবাদবাহক প্রেরক ব্যক্তির নিজস্ব হয় তবে প্রেরকের জেমানত আদায় করতে হবে। আর যদি কাপড় বাহক ব্যক্তি কাপড় বিক্রেতার নিজস্ব হয়, তবে প্রেরকের কোন কিছু দিতে হবে না। তবে যদি ঐ কাপড় তার নিকট পৌঁছে, তবেসে নিশ্চয়ই কাপড়ের জামিন হবে। এটা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

এক ব্যক্তি কোন যাচনদারের নিকট বাজারে বিক্রয় করার জন্য কিছু মাল অর্পণ করল। এক ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের বিনিময়ে উক্ত যাচনদারের নিকট মাল চাইল এবং সে তার নিকট ঐ মাল রেখে দিল। তারপর সেই ব্যক্তি বলল যে, আমার নিকট হতে মাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে অথবা বলল যে, তা আমার নিকট হতে অপহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির উপর উক্ত মালের মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে; কিন্তু যাচনদারের উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। তবে এই লাযেম না হওয়া এই সুরতে হবে যে, যদি মালের মালিক তাকে এরূপ অনুমতি দেয় যে, বেচা-কিনা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কেউ যদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাল তোমার নিকট হতে নিয়ে দেখিতে বা পছন্দ করতে চায় তবে মাল তাকে দিয়ে দিবে। আর যদি মালের মালিক এরূপ অনুমতি না দিয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে যাচনদার মালের মূল্যের জামিন হবে। এটা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যে ব্যক্তি কোন কিছু ক্রয় করার জন্য উকীল নিযুক্ত হয়েছে যদি সে কোন কাপড় ক্রয়ের জন্যকাপড় বিক্রেতার নিকট হতে গ্রহণ করে এবং তা নিজের মুয়াক্কিলকে দেখায় এবং মুয়াক্কিলের তা পছন্দ না হয় এবং সে তা উকীলকে ফেরত

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে দেয়। তারপর যদি ঐ কাপড় উকীলের হাতে খোয়া যায় তবে ইমাম আবুবকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহঃ) বলেন যে, উকীল এটার জামিন হবে এবং মুয়াক্কিলের নিকট হতে কিছুই নিতে পারবে না; কিন্তু যদি উকীলকে কোন মাল ক্রয় করার জন্য অগ্রে গ্রহণ করার হুকুম দিয়ে থাকে তবে এই ছুরতে উকীল জেমান দিবে; কিন্তু তা মুয়াক্কিলের নিকট হতে আদায় করবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। তানজীসে নাছেরী কিতবে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন কাপড় দালালের নিকট হতে খোয়া যায় তবে তার উপর কোন জেমানত নাই। আর যদি দোকানদারের নিকট হতে খোয়া যায় এবং ক্রেতার সাথে ঐ কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে ঐ কাপড়ের জামিন দোকানদার হবে। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

এক ব্যক্তি একটি কামান ক্রয় করতে চাইল এবং দাম-দস্তুর ঠিক করা হল। তারপর বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ক্রেতা তা খিচে দেখতে চাইল। বিক্রেতা তাকে তা খিচে দেখার অনুমতি দিল এবং বলল, যদি ভেঙ্গে যায় তবে তোমার উপর তার কোন জেমানত নাই। তারপর সে তা খিচে দেখল বা আকর্ষণ করল। তাতে ধনুকটি ভেঙ্গে গেল। তবে এক্ষেত্রে সে মূল্যের জামিন হবে। আর যদি দাম-দস্তর সাব্যস্ত না হয়ে থাকে আর সেক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ধনুক আকর্ষণ করে তবে সেক্ষেত্রে জেমান ওয়াজিব হবে না। ইমাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে দিরহাম প্রদর্শন করে আর সে তা সজোরে চেপে ধরার কারণে তা টুটে যায় অথবা ধনুক দেখায় এবং সে তা আকর্ষণ করার কারণে ভেঙ্গে যায় অথবা কাপড় দেখায় এবং সে তা পরিধান করলে ফেটে যায় তবে এসব ক্ষেত্রে ক্রেতা তার জামিন হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি বিক্রেতা তাকে সজোরে চেপে ধরতে অথবা আকর্ষণ করতে বা পরিধান করতে হুকুম না দেয়। কোন কোন ফোকাহা বলেন যে, যদি ঐ দিরহাম সজোরে চেপে ধরা ব্যতীত পরীক্ষা করা না যায় তবে যদি তা চেপ ধরতে গিয়ে সীমাতিক্রম না করে তবে জামিন হবে না। এটা আজীয়ে কারদারী কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি কোন আয়না বিক্রেতার নিকট আসল এবং বলল, ঐ আয়না আমাকে দেখাও। সে তা তাকে দেখিয়ে বলল যে, এটা উঠিয়ে রাখ সে তা উঠাতে গেলে তা পড়ে ভেঙ্গে গেল। তবে যে ব্যক্তি আয়না উঠাতে গেল সে তার মূল্যের জামিন হবে না। কেননা বিক্রেতা তাকে উঠাতে বলেছে। কেউ আয়না নিজের হাতে নিয়ে আনা বিক্রেতাকে বলল, এই আয়নার মূল্য কত? বিক্রেতা বলল, তার মূল্য এত। তখন ক্রেতা বলল যে, আমি এটা নিয়ে নিলাম। বিক্রেতা বলল যে, হ্যা তা নিয়ে নাও। এমতাবস্থায় ক্রেতার হাত হতে আয়না পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল, তবে বিক্রেতার উপরই তার জেমানত হবে। তবে এটা ঐ ছুরতে হবে, যখন আয়না বিক্রেতার নির্দেশানুযায়ী ক্রেতা উঠিয়ে হাতে নিবে। আর যদি সে বিক্রেতার বিনানুমতিতে উঠিয়ে হাতে নেয় তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতা জামিন হবে। চাই তার মূল্য ধার্য করা হোক বা না হোক। এটা জহিরিয়াহ কিতারেব বিবরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইজাব ও কবুলের মধ্যে মতভেদ হওয়ার মাসায়েল

যদি বিক্রেতা দুইটি বস্তু অথবা তিনটি বস্তুর ব্যাপারে ইজাব করে অর্থাৎ বিক্রির প্রস্তাব দেয় এবং ক্রেতা এইরূপ ইচ্ছা করে যে, সে কোন বস্তুর ইজাব কবুল করবে এবং কোন বস্তুর ইজাব কবুল করবে না; কিন্তু বস্তুই যদি এক কথার মধ্যে এসে যায়, তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি পৃথক পৃথক কথা হয় তবে এটা জায়েয হবে। এইভাবে যদি ক্রেতা ইজাব করে এবং বিক্রেতা এইরূপ ইচ্ছা করে যে, কোন বস্তুর ইজাব কবুল করবে এবং কোন

www.nagorikpathagar.org

বস্তুর ইজাব কবুল করবে না। তবে যদি সব বস্তুই এক কতার মধ্যে আসে তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি তা ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে জায়েয হবে। এটা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি তা ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে জায়েয হবে। এটা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। এইবাবে যদি বিক্রেতা বলে যে, আমি তোমার নিকট এই গোলাম বিক্রয় করলাম এবং ক্রেতা তবে ছহীহ হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

ইমামে কুদুরী (রহঃ) বলেন যে, এই ধরনের আকদ অর্থাৎ অনুষ্টান ঐ সময় ছহীহ হবে, যকন বিক্রেতা বস্তুর যে অংশ ক্রেতা কবুল করেছে। তার মোকাবেলা তিন অংশের কোন অংশ জানা থাকে। আর যদি মূল্যের দিক দিয়ে বিভক্ত করা হয় যেমন বিক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্ক দুই গোলাম অথবা দুই কাপড়ের দিকে একবারে করা হয় এবং ক্রেতা ঐ উভয়ের মধ্যে একটি কবুল করে তবে আক্‌দ ছহীহ হবে না। যদিও বিক্রেতা রাজী হয়ে যায়। এটা যখীরাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখ্য যে, ছফকাহ এবং হওয়া এবং পৃথক পৃথক হওয়াও জানা দরকার। আমরা বলিব যে, যদি ক্রয় ও বিক্রয় এবং মূল্য এক হয় অর্থাৎ মূল্য একত্রে বলা হয়। এটাই কিয়াস এবং এস্তেহসান উভয় দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এইভাবে যদি মূল্য পৃথক পৃথক হয় অর্থাৎ বিক্রেয় বস্তুর প্রত্যেক অংশের মূল্য পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয়। আর বাকী সব জিনিস এক হয় যেমন বিক্রেতা বলে যে, আমি এই দশটি কাপড় তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। প্রত্যেক কাপড়ের মূল্য দশ দেরহাম করে। তবে এই ছুরতেও ছফকাহ একই হবে। আর এইবাবে যদি বিক্রেতা দুইজন অথবা ক্রেতা দুইজন হয় এবং মূল্য একসাথে উল্লেখ করা হয়। যেমন বিক্রেতা দুই ব্যক্তিকে বলে যে, আমি এই বস্তু তোমাদের দুইজনের নিকট এই মূল্য বিক্রয় করলাম এবং উভয় ক্রেতা বলে যে, আমরা এই বস্তু তোমাদের দুইজনের নিকট হতে এত মূল্যে ক্রয় করলাম এবং উভয় ক্রেতা বলে যে, আমরা এই বস্তু তোমার নিকট হতে এত মূল্যে ক্রয় করলাম। তবে এটাও একই ছফকাহ হবে। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

এখন ছফকাহ পৃথক পৃথক হওয়ার দৃষ্টান্ত এই যে, আমরা বলব যে, যদি বিক্রেয় বস্তুর প্রত্যেক অংশের মূল্য পৃথক পৃথক উল্লেখ করে এবং ক্রয় বা বিক্রয়ের শব্দ পৃথক পৃথক বলে। আর বিক্রেতা এবং ক্রেতা দুইজন হয় অথবা বিক্রেতা দুইজন হয় এবং ক্রেতা একজন হয় বা ক্রেতা দুইজন হয় এবং বিক্রেতা একজন হয় তবে ছফকাহ মুতাফাররেক অর্থাৎ পৃথক পৃথক হবে। আর এইভাবে যদি মূল্য পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয় এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের শব্দ পৃথক পৃথক হয় আর বিক্রেতা ও ক্রেতা একজন হয় যেমন বিক্রেতা কাকেও বলে যে, আমি এই কাপড় তোমার নিকট এইভাবে বিক্রয় করলাম যে, এই কাপড়টি দশ দেরহাম মূল্যে বিক্রেয় করলাম এবং এই কাপড়টি পাঁচ দেরহাম মূল্যে। অথবা ক্রেতা বলে যে, আমি এই কাপড়টি তোমার নিকট হতে দশ দেরহাম মূল্যে ক্রয় করলাম এবং এই কাপড়টি পাঁচ দেরহাম মূল্যে। তবে সর্বসম্মতভাবে এটা ছফকায়ে মুতাফাররেক হবে। এটা নেহায়া কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি আকদ এক হয় এবং আকদকারী আর মূল্য উভয় বিভিন্ন হয় তবে কিয়াস অনুযায়ী ছফকাহ বিভিন্ন হবে এবং এস্তেহসান অনুযায়ী এটা বিভিন্ন হবে না এবং এটাই ইমাম (রহঃ)-এর কওল। আর ফতোয়া এটারই উপর। এটা অজীযে কারদারী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

যদি বিভিন্ন রকমের দুইটি বা কয়েকটি বস্তু ক্রয় করে অথবা একটি বস্তু ক্রয় করে এবং কিছু মূল্য দিয়ে দেয় আর এইরূপ ইচ্ছা করে যে, বিক্রেয় বস্তুর কিছু অংশ কব্জা করে; তবে যদি ছফকাহ এক হয় তবে এটা জায়েয হবে না। আর যদি ছফকাহ মুতাফাররেক হয় তবে এটা জায়েয হবে। যদি কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে দশটি কাপড় খরিদ করে এবং একেক কাপড়ের মূল্য দশ দেরহাম ধার্য হয় এবং ক্রেতা দশ দেরহাম নগদ দিয়ে দেয় আর বলে যে, এই দশ দেরহাম বিশেষভাবে এই কাপড়টির মূল্য। একথা বলে যদি সে ঐ কাপড়টি কব্জা করতে চায় তবে তার এই

www.nagorikpathagar.org

ইখতিয়ার হবে না। কারণ এই যে, এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ছফকাহ্ এক। আর এভাবে যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে কোন নির্দিষ্ট একটি কাপড়ের মূল্য মাফ করে দেয় এবং ক্রেতা বলে যে, আমি এই কাপড় নিয়ে নিতেছি তবে ক্রেতার এটার ইখতিয়ার থাকবে না। এইভাবে যদি বিক্রেতা বিশেষ কোন একটি কাপড়ের মূল্য একমাস পর আদায় রকার জন্য ক্রেতাকে সময় দান করে তবে ক্রেতার ঐ কাপড়ের উপর কব্জা করার ইখতিয়ার তাকবে না। এইভাবে যদি বিক্রেতা এক দেরহাম ব্যতীত সমস্ত মূল্য মাফ করে দেয় অথবা এক দিরহাম ব্যতীত কিছুদিন পরে আদায় করার জন্যক্রেতাকে সময় দান করে তা হলেও উপরোক্তরূপ হুকুম হবে।

আর এভাবে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কাপড়ের মূল্য নগদ দেওয়া ধার্য হয় এবং বাকী কাপড়ের মূল্য আদায়ের একটা মিয়াদ ধার্য হয়, তবে ক্রেতার ঐ পরিমাণ নগদ মূল্য আদায় করার পূর্বে কোন বস্তুর উপরই কব্জা করার ইখতিয়ার তাকবে না। যদি কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড়ের মূল্য দশ দীনার হয় এবং বাকী কাপড়ের মূল্য একশত দেরহাম হয়, তখন ক্রেতা যদি শুধু দীনার দেয় বা শুধু দেরহাম দেয, তবে তার কোন কাপড়ের উপরই কব্জা করার ইখতিয়ার থাকবে না। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি গোরাম একহাজার দেরহাম মূল্যে খরিদ করল। তারপর তাদের মধ্যে একজন গায়েব হয়ে গেল, অন্যজন থেকে গেল, তবে তার জন্য এই ইখতিয়ার হবে না যে, গোলামের সম্পূর্ণ মুল্য না দিয়ে তার উপর কব্জা করে। যদি সে সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করে, তকন সে সম্পূর্ণ গোলামের উপর কব্জা করতে পারে। এটার পর যখন তার অন্য শরীক উপস্থিত হয়, তকন সে তার অংশের দেরহাম আদায় না করে ক্রয়কৃত গোলামের উপর কব্জা করতে পারে না বরং তার অংশ আদায় করবার পর সে গোলামের উপর কব্জা করবে। এটা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

যে শরীক ব্যক্তি গোলামের উপর কব্জা করেছে, তার গায়েব শরীক হাজির হওয়ার পূর্বে বা হাজির হয়ে গোলাম তলব করার পূর্বে যদি গোলাম প্রথম শরীকের নিকট থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে তা আমানতের মারের অনুরূপ বিনাশ হল; সুতরাং গোলামের উপর কব্জাকারী শরীক দ্বিতীয় শরীক হতে গোলামের মূল্য বাবত তার অংশ লইয়া লইবে। আর যদি গাযেব শরীক হাজির হয়ে কব্জাকারী শরীকের কিট তার অংশ তলব করে এবং সে বলে যে, তোমার অংশের মূল্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে গোরামের অংশ দিব না। তারপর যদি ঐ গোলাম মরিয়া যায়, তবে এই ছুরতে ঐ গোলাম ঐ মালের বিনিময়ে হালকা হয়েছে, যা সে দিয়েছে এবং এটা এইরূপ ছুরত হয়ে গেল, যেন বিক্রেয় বস্তু বিক্রেতার হাতে হালাক ক্রেতার একজনের মূল্যের অংশ মাফ করে দেয় থবা তার নিকট হতে একমাস পরে মূল্য নিতে রাজী হয়, তবে উক্ত শরীক ব্যক্তি দ্বিতীয় শরীকের মূল্য আদায় না করা পর্যন্ত উক্ত গোলামের তার অংশের উপর কব্জা করতে পারে না। এটা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। বাহরুর রায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি উল্লিখিত ছুরতসমূহে ছফকাহ পৃথক পৃথক হয়, তবে উক্ত হুকুমের বিপরীত হুকুম হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিক্রিত বস্তু মূল্যের জন্য আটকে রাখা এবং বিক্রেতার অনুমিত ছাড়া তা কব্জা করার মাসায়েল

অত্র পরিচ্ছেদে বিক্রিত বস্তুকে কসোপর্দকরা এবং যে অবস্থায় তা কব্জা করা যায় ও যে অবস্থায় না যায় তার বিবরণ, তা ছাড়া এক কব্জার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং বিক্রিত বস্তু কব্জা করার পূর্বে তা খরচ বা ব্যবহার করা যায় কিনা। আর বিক্রিত বস্তু এবং তার মূল্য সোপর্দ করার মধ্যে যে সব খরচ ওয়াজিব হয় তার মাসয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম ভাগ

বিক্রিত বস্তু আটকে রাখার মাসায়েল

আমাদের ইমামগণ বলেন যে, যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য নগদ আদায় করা সাব্যস্ত হয়, তবে মূল্য সম্পূর্ণ আদায় করার জন্য বিক্রেতার বিক্রিত বস্তু আটকাইয়া রাখার ইখতিয়ার আছে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি মূল্য কিছুদিন পরে আদায় করা সাব্যস্ত হয়, তবে বিক্রেতা ঐ মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিক্রিত বস্তু আটকাইয়া রাখতে পারে না এবং উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও পারবে না। এটা মবসুত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি কিছু মূল্য নগদ এবং কিছু মূল্য মিয়াদান্তে আদায় করা দার্য হয়, তবে যা নগদ দেওয়া ধার্য হয়েছে তা সম্পূর্ণ আদায় কা পর্যন্ত বিক্রেতার বিক্রিত বস্তু আটকাইয়া রাখার ইখতিয়ার আছে। যদি ঐ মূল্যের মধ্যে কিছু পরিমাণও বাকী তাকে, তবে বিক্রেতা সমস্ত বস্তুই আটকইয়া রাখতে পারে। এটা যখীরাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি বিক্রেয় বস্তু অনুপস্থিত থাকে, তবে যখন পর্যন্ত বিক্রেতা তা হাজির না করে ক্রেতার ইখতিয়ার তাকে যে, সে তার মূল্র না দেয়। এটা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। চাই তা ঐ শহরে হউক বা অন্য কোন শহরে। আর ঐ বস্তু হাজির করতে যে খরচা আসে তা বিক্রেতার যিম্মায় থাকবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যখন ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে দেয় এবং বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু তাকে সোপর্দ করে দেয় অথবা বিক্রেতা মূল্য ব্যতীত তার কব্জাকৃত বস্তু ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে অথবা বিক্রেতার যবানী অনুমোদনে ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করে লয় অথবা ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর উপর এই অবস্থায় কব্জা করে লয় যে, বিক্রেতা তা দেখতে থাকে এবং তাকে মানা না করে তবে উল্লিখিত ছুরতসমূহে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার তাকবে না যে, সে বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট হতে ফিরায়ে রেখে ক্রেতার নিকট হতে মূল্য আদায় করে।

আর যদি ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত কব্জা করে থাকে, তবে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ক্রেতার কবজ্জা বাতিল করে দেয়। এটা খোলাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি মূল্যের বদলে ক্রেতা কোন বস্তু রেহান রাখে অথবা কেউ যদি মূল্যের জামিন হয়, তবে বিক্রেতার বিক্রিত বস্তু আটক রাখার হক বাতিল হবে না। ইমাম কুরখী (রহঃ) বলেন যে, এই কওল ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট বিক্রিত বস্তু আটকে রাখার হক রহিত হয়ে যাবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। ফতোয়ার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু ক্রেতাকে ধারস্বরূপ দেয় অথবা তার নিকট আমানত রাখে, তবে ঐ মাল তার আটকাইয়া রাখার অধিকার রহিত হবে। জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তখন ঐ মাল ফিরায়ে রাখার ইখতিয়ার বিক্রেতার জন্য থাকবে না। এটা বাদায়ে' কিতাবের বিবরণ।

যদি মূল্র আদায় করার কিছু মিয়াদ অতিক্রান্ত হয় এবং ক্রেতা বিক্রিত মালের উপর কব্জা না করে এমন কি মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় আসিয়া যায়, তবে ক্রেতার জন্য এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে মূল্র আদায় করার পূর্বে বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করে। বিক্রেতা তা বারণ করতে পারে না। এটা যখীরাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি বিক্রেতা মূল্য আদায় করার জন্য এক বৎসর সময় ধার্য করে কিন্তু বৎসর কোন তারিখ হতে কোন তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ হবে তা স্থির না করে। আর ক্রেতা যদি এক বৎসরের মধ্যে হাজির না হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী যখন ক্রেতা বিক্রিত বস্তু কব্জা করেছে তখন হতে বৎসর শুরু হবে। আর যদি বৎসর নির্দিষ্ট করা হয়, তবে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট বৎসর চাই নির্দিষ্ট করা হউক বা না হউক মূল্য তখন তখন আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

এইসব মতভেদ ঐ ছুরতে হয় যখন বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু সোপর্দ করতে অস্বীকার করে। আর যদি অস্বীকার না করে তবে সর্বসম্মতবাবে বৎসরের শুরু আকদের সময় হতে ধার্য হবে। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবে মিয়াদের মধ্যে এই শর্ত না থাকে যে, কখন হতে বৎসর শুরু হবে। তা হলে মিয়াদের শুরু আকদ লাযেম হওয়া হতে হবে এবং খিয়ারে রুইয়াতের মধ্যে আকদের সময় হতে মিয়াদ ধার্য করা হয়। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি বিক্রেতা আকদের কিছুদিন পরে মূল্য নিতে রাজী হয়, তবে তার মঅল আটকাইয়া রাকার হক বাতিল হয়ে যায়। এটা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন গোলাম খরিদ করে এবং কব্জা করার পূর্বে তাকে আযাদ করতঃ মুদাব্বির করে দেয় অথচ ক্রেতা গরীব বা অভাবগ্রস্ত, তবে বিক্রেতার জন্য এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে গোলামকে আটকে রাখে। গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম আজম (রহঃ) এরূপ বলেন। এটা খোলাচাহ কিতাবে বর্ণিত আছে এবং জাহের রেওয়ায়েতও এইরূপ। এটা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কারও নিকট হতে কাপড় ক্রয় করে তার অনুমতি ব্যতিরেকে তা রঞ্জিত করল অথবা যমিন ক্রয় করে বিক্রেতার অনুমতি ব্যতিরেকে তাতে বৃক্ষ রোপণ করল অথবা ইমারাত নির্মাণ করল, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে এটা বারণ করে। বিক্রেতা যদি বলে যে, আমি এই যমিন হতে ইমারাত ভাঙ্গিয়া ফেলব অথবা বৃক্ষ উপড়ে ফেলব যেন যমিন যেরূপ ছিল ঐরূপ হয়ে যায়। তবে এটাতে যদি কোনরূপ লোকসান না হয়, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। আর লোকসান হলে ইখতিয়ার থাকবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে।

যদি বিক্রিত বস্তু দাসী হয় এবং বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতা তাকে কব্জা করতঃ তার সাথে অতী করে এবং দাসী হামেলা হয় ও সন্তান প্রসব করে, তবে সেইক্ষেত্রে বিক্রেতার তাকে আটক রাখার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি হামেলা না হয় এবং সন্তান প্রসব না করে, তবে বিক্রেতার তাকে আটক রাখার ইখতিয়ার তাকবে না। যদি দাসী বিক্রেতার নিকট মারা যায়, তবে যদি বিক্রেতা অতী হবার পর তাকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করতে অস্বীকার করে থাকে, তবে বিক্রেতার মাল হালাক হবে, নচেৎ ক্রেতার মাল হালাক হবে। এটা ওযাকেয়াতে হেশামিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। রাওজাহ কিতাবে বণৃিত আছে যে, কোন গোলাম তার মারিককে বলল যে, আমি নিজে নিজেকে আপনার নিকট হতে এত মূল্যে খরিদ করলাম এবং মালিক বলল যে, আমি বিক্রয় করলাম, তবে মালিকের এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করার জন্য তাকে আটক রাখে। এটা খোলাছাহ ও বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

বিক্রিত জিনিস অর্পণ করা এবং কোন বস্তু কব্জা হওয়া না হওয়ার মাসায়েল

যদি কোন ব্যক্তি বস্তু মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে তবে ক্রেতাকে এরূপ বলা যাবে যে, তুমি প্রথম মূল্য আদায় কর। আর যদি কো বস্তুকে কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করে অথবা মূল্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে উভয়ে উভয়কে বলতে পারবে যে, আমরা একসাথে অর্পণ করব। এটা হেদায়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। বিক্রিত বস্তুর সোপর্দ করা এইরূপ যে, বিক্রিত বস্তু এবং ক্রেতার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, যেন ক্রেতা তা কব্জা করতে সক্ষম হয় এবং কোন বারণকারী তাকবে না। মূল্য সোপর্দ করার ছুরতও এইরূপ। এটা যখীরাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আজনাস কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তার সাথে এক শর্তও প্রযুক্ত হবে যে, বিক্রেতা বলে দিবে যে, আমি তোমাকে বিক্রিত বস্তুর উপর কাবু অর্থাৎ ক্ষমতা দিয়ে দিলাম, তুমি তার উপর কব্জা করে লও। এটা নাহরুল ফায়েক কিতাবে

বর্ণিত আছে। বিক্রিত বস্তু সোপদ্ করার কমধ্যে এটাও বিবেচ্য বিষয় যেন তা পৃথক পৃথক হয় এবং অন্য কারও হক তাতে যুক্ত না থাকে। এটা অজীয়ে কারদারী কিতাবে বর্ণিত আছে।

ফোকাহাগণ এই কথার উপর সর্বসম্মত যে, বিক্রিত বস্তু এবং ক্রেতার মধ্যে হতে প্রতিবন্ধক বা বারণকারী বস্তু বায়ে' জায়েযের মধ্যে কব্জা হয়ে যায়; কিন্তু বাযে' ফাসেদের মধ্যে দুইটি বর্ণনা আছে। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা এই যে, বায়ে' ফাসেদের মধ্যেও কব্জা হয়ে যায়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। কব্জা করার জন্য বিক্রেতার বিক্রিত গৃহ খালি করে দেওয়া ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট ছহীহ এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এটাতে মতভেদ করেছেন। কোন ব্যক্তি তার সিরকাহ বিক্রি করল যা সে তার গৃহের মধ্যে রেখেছিল। বিক্রয়ের পরে সে ক্রেতার কব্জা করার জন্য ব্যবস্থা করে দিল। তারপর ক্রেতা সিরকাহর মটকির মুখে মোহর লাগায়ে দিল এবং তা বিক্রেতার গৃহেই রেখে দিল। তারপর তা সেখান হতে নিখোঁজ হয়ে গেল, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট এইক্ষেত্রে ক্রেতার মাল হালাক হয়েছে এবং ফতোয়া এটারই উপর। ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে লিখিত আছেযে, কোন ব্যক্তি কোন গণনীয় অথবা ওজনী বস্তু যা তার গৃহে ছিল গণনা অথবা ওজনের হিসাবে বিক্রয় করল এবং ক্রেতাকে বলল যে, আমি তোমার এটার উপর কব্জা করার ব্যবস্থা করে দিলাম এবং ঐ গৃহের চাবিও তার হাওয়ালা করে দিল; কিন্তু ঐ বস্তু মাপিয়া বা ওজন করে দেখা হল না। তবে ক্রেতা তার উপর কব্জাকারী হল।

যদি ক্রেতাকে চাবি দিয়া দেয় এবং এটা নাবলে যে, আমি তোমাকে কব্জা করার সুযোগ করে দিলাম, তবে ক্রেতা কব্জাকারী হবে না। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। চাবির উপর কব্জা কর গৃহের উপর কব্জা করারই তুল্য। তবে শর্ত এই যে, যদি নির্বিব্যাদে ঐ চাবির দ্বারা উক্ত গৃহ খুলিতে পারা যায়, নচেৎ কব্জা হবে না। এটা মোখতারুল পতোয়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ কোন গৃহ বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে তার চাবি হাওয়ালা করে দেয় আর ক্রেতা চাবি কব্জা করে যদি গৃহের দিকে না যায় তবুও উক্ত গৃহ তার কব্জাভুক্ত হয়ে যায়। তবে কোন কোন ফোকাহা বলেছেন যে, এটা ঐ ছুরতে হবে যকন ঐ চাবি উক্ত গৃহের তালার হবে। নতুবা ঐ গৃহ তাকে সোপর্দ করা হয় নাই বলিয়া বুঝা যাবে। আর যদি চাবি ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেয় এবং এইকথা না বরে যে, আমি তোমাকে এই চাবি হাওয়ালা করতঃ তোমার এবং গৃহের মধ্যে সম্পর্ক করে দিলাম। তুমি এখন গৃহের উপর কব্জা করে লও, তবে তা কব্জা হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ ক্রেতাকে এইরূপ বলে যে, এই নিয়া নাও, তবে কব্জা হবে না। আর যদি এইরূপ বলে যে, এই চাবি নিয়ে নাও, তবে কব্জা হয়ে যাবে। এটা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, যদি কেউ কাকে বলে যে, আমি তোমার নিকট এই মাল বিক্রয় করলাম এবং তোমার সোপর্দে দিয়ে দিলাম এবং সে ব্যক্তি বলল যে, আমি কবুল করলাম, তবে এটাতে সোপর্দ করা হবে না, যখন পর্যন্ত না বিক্রযের পর সোপর্দ করে দেওয়া যায়। এটা মুহীত কিতবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ কোন গোলাম বা দাসী ক্রয় করে এবং ক্রেতা ঐ গোলাম বা দাসীকে বলে যে, আমার সাথে আস বা আমার সাথে চল, তকন সেও তার সাথে পা বাড়ায় বা চলতে শুরু করে। তবে এটা ক্রয়কৃত গোলাম বা দাসীর উপর কব্জা হয়ে যাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। অথবা যদি উক্ত গোলাম বা দাসীকে ক্রেতা কোন কাজের জন্য পাটায় এবং সে ঐ উদ্দেশ্যে চলে যায়, তবেতাও কব্জা হবে। এটা পতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ গৃহ বিক্রয় করে, যে গৃহ যথাস্থানে বর্তমান নাই। বিক্রেতা বলে যে, আমি তা তোমাকে সোপর্দ কর দিলাম এবং ক্রেতা বরে যে, আমি কব্জা করলাম। তবে এটা কব্জা হবে না। আর যদি গৃহ বর্তমান থাকে এবং তা নিকটবর্তী হয়, তবে উভয়ের ঐরূপ কথোপকথনে কব্জা হয়ে যায়। এটা বাহরুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে এবং জাহের রেওয়ায়েতও এরূপ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন গৃহ কারও নিকট বিক্রয় করে এবং উক্ত গৃহ অন্য শহরে থাকে যার বিক্রেতা শুধু মুখের কথার দ্বারা তা সোপর্দ করে তাতে যদি ক্রেতা মূল্য দিতে অস্বীকার করে, তবে তার এই অস্বীকার করার ইখতিয়ার আছে। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি বিক্রেতার গৃহে একটি গোলাম ক্রয় করল। বিক্রেতা বলল যে, আমি তোমাকে এই গোলামের উপর কব্জা করার ইখতিয়ার দিয়ে দিলাম; কিন্তু ক্রেতা তকন তার উপর কব্জা করতে অস্বীকার করল। তারপর ঐ গোলাম মরে গেল। তবে এই ক্ষেত্রে ক্রেতার মাল বিনষ্ট হবে। এটা মোখতারুল ফতোয়া কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি একটি কাপড় খরিদ করল এবং বিক্রেতা তাকে বলল যে, তার উপর কব্জা করে লও; কিন্তু কব্জা করল না। এমন কি কোন একব্যক্তি ঐ কাপড় গছব করে নিল, তবে যে সময় ক্রেতাকে বিক্রেতা কব্জা করার কথা বলেছিল যদি তখন সে তার হাত বাড়িয়ে তার উপর কব্জা করতে সক্ষম থেকে থাকে তবে বিক্রেতার তার উপর সোপর্দ করা ছহীহ হবে। আর যদি সক্ষম না থাকে থাকি তাকে তবে সোপর্দ ছহীহ হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি নিজের রাস্তায় পতিত লাকড়ী বিক্রি করল এবং ক্রেতা ঐ লাকড়ীর উপর দণ্ডায়মান ছিল এবং বিক্রেতা তাকে ঐ লাকড়ী কব্জা করার ইখতিয়ার দিয়ে দিল; কিন্তু ক্রেতা ঐ স্থান হতে লাকড়ী এতটুকু সরাইয়া রাখল না। ইতোমধ্যে একব্যক্তি আসিয়া কা জ্বালিয়ে দিল। এক্ষেত্রে ক্রেতার এই ইখতিয়ার তাকবে যে, সে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে লাকড়ীর জেমানত লয়। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তি ঐ লাকড়ীর হকদার প্রমাণ হয়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে লাকড়ীর মূল্য আদায় করে। এক্ষেত্রে ক্রেতার মূল্র আদায় করার ইখতিয়ার থাকবে না। এটা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ফতোয়া৻ আবুল লাইছ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কোন গৃহ বিক্রয় করে এবং তা ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেয়, অথচ তখন ঐ গৃহে বিক্রেতার কিছু মাল-পত্র থাকে। তবে তার সোপর্দ করা ছহীহ হবে না যখন পর্যন্ত না সে তার গৃহ সম্পূর্ণ খালি করে দেয়। আর যদি বিক্রেতা ঐ ক্রেতাকে গৃহ এবং মাল-সামান উভয়ের উপর কব্জা করার অনুমতি দেয়, তবে সোপর্দ করা ছহীহ হবে। এজন্যে যে, ঐ মাল-সামান তখন ক্রেতার নিকট অছিয়ত অর্থাৎ ধারস্বরূপ থাকবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

এভাবে যদি এমন যমিন বিক্রয় করে যাতে বিক্রেতার ফসল আছে এবং সে তা ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেয়, তবে এই প্রকার সোপর্দ করা ছহীহ হবে না। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি ফল বিক্রয় করে যা বৃক্ষে আছে এবং তা এই প্রকার সোপর্দ করে দেয় যে, ক্রেতা তার উপর কব্জাকারী হয়ে যায়, তবে ক্রেতা প্রকৃতপক্ষে তার উপর কব্জাকারী সাব্যস্ত হয় এবং তকন সে বিক্রেতার পুনরানুমতি ব্যতীত ঐ ফল বৃক্ষ হতে আহরণ করতে পারে। এটা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন জন্তু খরিদ করে এবং বিক্রেতা তার উপর সওয়ার থাকে আর ক্রেতা বলে যে, আমাকেও তোমার সাথে সওয়ার করে লও। বিক্রেতা তার উপর সওয়ার থাকে আর ক্রেতা বলে যে, আমাকেও তোমার সাথে সওয়ার করে লও। বিক্রেতা তাকে তার সাথে সওযার করে লয়। তারপর ঐ জন্তু সহসা মরিয়া যায, তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতার মাল হালাক হবে। কাজী ইমাম (রহঃ) বলেন যে, এই হুকুম ঐ অবস্থায় হবে যখন জন্তুর উপর জিন তাকবে না। আর যদি জিন থাকে এবং ক্রেতাও জিনের উপর সওযার হয় তবে সে তার উপর কব্জাকারী হবে নচেৎ কব্জাকারী হবে না। আর যদি উভয়ের সওয়ার থাকা অবস্থায় জন্তুর মালিক জন্তুটিকে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে, তবে ক্রেতা তার কব্জাকারী হবে না। যেমন গৃহের মালিক গৃহের মধ্যে অবস্থান কালে তা বিক্রয় করলে ক্রেতা ঐ গৃহের কব্জাকারী হয় না।

হারুনী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি পিতা স্বীয় গৃহ নিজের কোন নাবালেগ সন্তানের নিকট বিক্রয় করে, যে সন্তান এখনও তার প্রতিফালন ও তত্ত্বাবধানে আছে এবং পিতাও ঐ গৃহে অবস্থান করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে; কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

ঐ সন্তান উক্ত গৃহের উপর কব্জাকারী হবে না, যখন পর্যন্ত না ঐ গৃহ খালী করে দেওয়া হয়। আর যদি ঐ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং পিতা ঐ সময় পর্যন্ত ঐ গৃহে অবস্থান করে, তবে পিতার মাল বিনষ্ট হবে। আর যদি ঐ গৃহে পিতা স্বয়ং না থাকে; কিন্তু তার অন্যান্য সন্তান-সন্ততি তাকে তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। যদি পিতা তার কোন নাবালেগ পুত্রের নিকট নিজের কোন জন্তু বিক্রি করে যার উপরে সে নিজে সওয়ার আছে বা তার মাল-সামানের বোঝা আছে, তবে যখন পর্যন্ত না পিতা তার উপর হতে নামিয়া আসে অথবা মাল-সামান তার উপর হতে নামিয়ে রাখা হয় তখন পর্যন্ত ঐ পুত্র উক্ত জন্তুর উপর কব্জাকারী হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

কোন ব্যক্তি আস্তাবলে রক্ষিত কতকগুলি ঘোড়ির মধ্যে একটি মর্দা ঘোড়া কারও নিকট বিক্রয় করল এবং ক্রেতার নিকট হতে মূল্যও নিয়ে নিল এবং তাকে বলল যে, তুমি আস্তাবলে গিয়ে তার উপর কব্জা করে লও। আমি তোমাকে ইখতিয়ার দিয়ে দিলাম। ক্রেতা তা কব্জা করার জন্য আস্তাবলে গেল এবং মর্দা ঘোড়াটিকে ধরল। ইত্যবসরে ঘোড়াটি আস্তাবলের দরজা দিযে দ্রুত ছুটে ভেগে গেল। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে এমন স্থানে তা সোপর্দ করে যে, ক্রেতা রশির সাহায্যে তা আটক করতে পারে এবং রশিও তার নিকট মৌজুদ থাকে, তবে এটা কব্জাস্বরূপ হবে। আর যদি এমন স্থানে সোপর্দ করা হয় যে, ঘোড়া ভেগে যাওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে বিক্রেতা তা বারন করত পারে না। তবে সেক্ষেত্রে কব্জা হবে না। আর এইবাবে যদি ক্রেতা ঘোড়া রশিদ্বারা আটকাইতে পারে, রশি ব্যতীত আটক করা সম্ভব না হয় কিন্তু ক্রেতার নিকট যদি রশি না তাকে, তা হলেও কব্জা হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি ক্রেতা একাকী তা আটক করতে না পারে বরং তার সাথে সাহায্যকারী থাকলে আটক করা সম্ভব হয়। তবে যদি ঘোড়া যথাস্থানে বর্তমান থাকে এবং তা আটক করার জন্য ক্রেতার সাথে সাহায্যকারীও থাকে তবে ক্রেতা কব্জাকারী গণ্য হবে, নচেৎ হবে না। এটা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর যদি গোড়া বিক্রেতার হাতে থাকে এবং সে তা ধরে রাখে আর ক্রেতাকে বরে যে, তুমি ঘোড়া নাও। ক্রেতাও নিজের হাত ঘোড়ার উপর রাখে। এইবাবে যখন উভয়ের হস্ত ঘোড়ার উপর থাকে তখন যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে, আমি ঘোড়া তোমার ইখতিয়ারে দিয়ে দিলাম এবং আমি এটাকে এজন্য ধরি নাই যে, এটা তোমাকে দিব না; বরং এজন্য ধরেছি যে, তুমি এটাকে তোমার কব্জায় নিয়ে নিবে। টিক এই মুহূর্তে ঘোড়াটি যদি উভয়ের হাত হতে ছুটে দ্রুত ভেগে যায় তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতার মাল বিনষ্ট হবে। আর যদি ঘোড়া বিক্রেতার হাতে থাকে এবং ক্রেতার হাত ঘোড়ার উপর না তাকে আর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে, আমি তোমাকে ইখতিয়ার দিয়ে দিলাম। তুমি এটা নিজের কব্জায় নিয়ে নাও, একন আমি এটাকে তোমার জন্যই ধরেছি; কিন্তু এই মুহূর্তে যদি ঘোড়া বিক্রেতার হাত হতেছুটে পালায় অবশ্য ইচ্ছা করলে ক্রেতা তখন ঘোড়াটিকে নিজের কব্জায় আনতে পারত তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বিক্রেতার মাল বিনষ্ট হবে। এটা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কারও নিকট হতে কোন উড়ন্ত পাখী ক্রয় করে যা কোন বৃহৎ গৃহের মধ্যে উড়তে আছে। ঐ গৃহের দরজা উন্মুক্ত করা ছাড়া সে বের হতে পারে না। এমতাবস্থায় বিক্রেতা ক্রেতাকে ঐ গৃহের মধ্য হতে পাখীটিকে ধরে নেওয়ার ইখতিয়ার দিয়ে দেয় এবং ক্রেতা দরজা উন্মুক্ত করে। তাতে যদি পাখীটি সাথে সাথেই উড়িয়া বের হয়ে যায়। তবে নাতেফী (রহঃ) বলেন যে, ক্রেতা ঐ পাখীর উপর কব্জাকারী হয়ে যায। আর যদি ক্রেতা ব্যতীত অন্য কেউ ঐ গৃহের দরজা খোলে অথবা আপনা আপনি খুলে যায় তবে ক্রেতা ঐ পাখীর উপর কব্জাকারী হবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া বিক্রেয় জিনিস কব্জা করার মাসায়েল

যদি ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার আগে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রয়কৃত বস্তুর উপর কব্জা করে নেয়, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ক্রেতার নিকট হতে তা ফিরিয়ে নেয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। কব্জা দ্বারা এখানে অর্থ প্রকৃত কব্জা, কব্জা করার সামার্থ্য, অবস্থা এবং কব্জা করতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা ইত্যাদি দ্বারা কব্জার হুকুম ছাবেত হবে না। যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে এমন কিছু করে যা বাতিল করা যায় না। যেমন আযাদ করা, উম্মে ওয়ালাদ বানিয়ে দেওয়া অথবা মুদাব্বির করে দেওয়া ইত্যাদি, তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতার ঐ বস্তু নিজের কব্জায় ফিরিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দেয় এবংবিক্রেতা জানতে পারে যে, ইহা সমস্তই জাল বা মেকী অথবা ঐ অর্থের অন্য হকদার আছে অথবা এর মধ্যে কিছু পরিমাণ এমন, তবে বিক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ঐ বিক্রিত বস্তু নিজের নিকট আটকে রাখে। আর যদি ক্রেতা ঐ প্রকার দিরহাম দ্বারা মূল্য আদায় করতঃ বিক্রেতার অনুমিতে ছাড়া বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করে নেয়, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে সে ঐ কব্জা বাতিল করে দেয়। আর যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত জিনিসের মধ্যে এমন কাজ করে যা ভেঙ্গে দেওয়া বা দূর করা যায়, তবে তা ভেঙ্গে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিতে কব্জা করে, সেক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা জাল দিরহাম প্রাপ্তির কারণে ঐ বস্তু ফিরিয়ে নিতে চায় তবে কোন ইমামের নিকটই তার এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না; কিন্তু যদি বিক্রেতাকে প্রদত্ত দিরহামের মধ্যে অন্য কারও হক থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য বিক্রিত বস্তু ফিরিয়ে নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে। তবে যদি ক্রেতা ঐ জিনিসের মধ্যে কোন কিছু খরচ করে বা ইহা ব্যবহার করে তবে বিক্রতার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা বাদায়ে কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি বিক্রেতা মূল্যের মধ্যে কোনরূপ লোকসান না দেখে এবং ক্রেতা গোলামকে ইজারাহ দিয়ে অথবা বিক্রি করে বা রেহান দিয়ে অন্যের নিকট সোপর্দও করে দেয় তারপর বিক্রেতা মূল্যের মধ্যে যদি উপরোক্তরূপ কোন লোকসান দেখে বা জানতে পারে, তবে ক্রেতার জন্য ঐ গোলারে ক্ষেত্রে যা কিছু করা জায়েয থাকে এবং বিক্রেতা একে ফেরতই নিবার অধিকার রাখে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কেউ কারও নিকট হতে একজোড়া কপাট কিনে এবং ক্রেতা এর একখানা বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া কব্জা করে ও দ্বিতীয়খানা বিক্রেতার নিকট থাকে এমন কি তা তার নিকটে নষ্ট হয়ে, যায় তবে বিক্রেতার মাল নষ্ট হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রেতা যা কব্জা করেছে, সেখানা সে ইচ্ছা হলে রাখতে পারে ইচ্ছা হলে ফিরিয়ে দিতে পারে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। আর যদি ক্রেতা কব্জা করার পূর্বে কোন একখানা কপাটে কোনরূপ আয়েব বা খুঁত সৃষ্টি করে দেয় তবে দ্বিতীয় খানার উপরও সে কব্জাকারী হয়ে যায়। যদি বিক্রেতার বারণ বা নিষেধ করার পূর্বে কপাট দুখানার দ্বিতীয়খানা বিক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় তবে বিক্রেতার মাল নষ্ট হবে। আর যদি বিক্রেতার বারণ করার পর নষ্ট হয় তবে বিক্রেতার মাল নষ্ট হবে। তবে তখন এর মূল্য পরিমাণ অনুযায়ী কম হয়ে যাবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি ঐ দুখানার মধ্যে কোন একখানায় ক্রেতা বিক্রেতার নির্দেশে কোনরূপ লোকসান করে দেয় তবে ক্রেতা দুখানার উপরই কব্জাকারী হবে। এমন কি যদি তার পর দুখানাই নষ্ট হয়ে যায়, তবে ক্রেতার মাল নষ্ট হবে। যদি বিক্রেতা দুখানা বা এর কোন একখানা আটকে রাখে, তবে যেখানে নষ্ট হবে উহার মূল্য বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। যদি

www.nagorikpathagar.org

বিক্রেতা দুইখানার মধ্যে কোন একখানার উপর কব্জা করতে ক্রেতাকে নির্দেশ দেয়, তবে তা দুখানার উপরই কব্জা করার নির্দেশ হবে। তারপর যদি ক্রেতা দুইখানার উপর কব্জা করে আর বিক্রেতা একখানা ফেরত নিয়া মূল্যের জন্য আটকে রাখে তবে সে জবরদখলকারী হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) তার জামে, কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি দাসী কিনল এবং তার মূল্য দিল না। আর বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া সে তার উপর কব্জা করল। অতঃপর সে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ঐ দাসীকে একশত দীনার মূল্যে বিক্রি করল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে বিক্রিতমাল ও মূল্য কব্জা করে নিল। পক্ষান্তরে প্রথম ক্রেতা গায়েব হয়ে গেল, কিন্তু প্রথম বিক্রেতা উপস্থিত আছে। সে দ্বিতীয় (শেষোক্ত) ক্রেতার নিকট হতে দাসীটি ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করিল। বে যদি উক্ত ক্রেতা ঘটনা স্বীকার করে তবে প্রথম বিক্রেতার দাসীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে এবং যখন সে তাকে ফিরিয়ে নিবে তখন দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার কথা অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি জানি না যে, সে সত্য কি মিথ্যা বলেছে। তবে যখন পর্যন্ত উল্লেখিত গায়েব ব্যক্তি উপস্থিত না হয় তখন পর্যন্ত এই বিষয় মকদ্দমা দায়ের হবেনা। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। আর যখন অনুপস্থিত ক্রেতা হাজির হয় এবং সে প্রথম বিক্রেতার কথা বিশ্বাস করে, তখন এই বিশ্বাস দ্বিতীয় ক্রেতার ক্ষেত্রে জরুরত হবে না। আর যদি অবিশ্বাস করে তবে প্রথম বিক্রেতাকে বলা যাবে যে নিজের দাবীর উপরে সাক্ষী কায়েম কর তারপর যদি সে প্রথমএবং দ্বিতীয় ক্রেতার সামনে সাক্ষী পেশ করে তবে কাজী ঐ দাসীকে প্রথম বিক্রেতাকে দিয়ে দেওয়াবে এবং দ্বিতীয় বিক্রি ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু যদি কাজীর দিয়ে দেওয়াবার পূর্বে প্রথম ক্রেতা প্রথম বিক্রেতাকে এর মূল্য দিয়ে দেয় তবে ঐ ছুরতে কাজী প্রথম বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়াবে না। আর যদি প্রথম ক্রেতা মূল্য ঐ সময় আদায় করে যখন প্রথম বিক্রেতা দাসীর উপরকব্জা করেছে, তবে ঐ সময় দাসীকে প্রথম ক্রেতার হাওয়ালা করা যাবে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার দাসীকে নেওয়ার কোন পথ থাকবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

আর যদি দাসী দ্বিতীয় ক্রেত্রার নিকট মারা যায় তবে প্রথম বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট হতে এর মূল্যের জেমান আদায় করে। আর এই মূল্য যা প্রথম বিক্রেতা পাবে ইহা দাসীর বদলারূপে গণ্য হবে। তারপর যদি ঐ মূল্য প্রথম বিক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় তবে উভয় বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে এবং দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথমক্রেতাকে যে পরিমাণ মূল্য দিয়েছিল তা ফেরত নিবে। যেমন ঐ ছুরতে ফেরত নিত। যখন দাসী প্রথম বিক্রেতার নিকট ফিরে যাওয়ার পর হালাক হয়ে যেত এবং যদি প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে দাসীর মূল্য নষ্ট না হয় এমনকি প্রথম ক্রেতা একে মূল্য আদায় করে দেয় তবে সে বিক্রেতার নিকট হতে দাসীর মূল্য নিবে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার ঐ মূল্য নেওয়ার কোন পথ নাই। যেমন এরূপ ছুরতে দাসীর জীবনকে দাসীকে নিবার কোন পথ ছিল না; কিন্তু এই দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা হতে ঐ মূল্য ফেরত নিবে। যা সে আদায় করেছে। আর যখন মূল্য প্রথম কেত্রার মিলিবে তখ দেখিতে হইবে যে, যদি মূল্য মূল্যজাতীয় না হয় তবে এই ব্যক্তি উহা হইতে কিছু ছদকাহ করিবে না। আর যদি মূল্য মূল্য জাতীয় হয় এবং তাতে মূল্যের উপর কিছু বেশি থাকে তবে যা বেশি থাকে ইহা ছদকাহ করে দিবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ ভাগ

ক্রয়ের কায়েম মোকাম অর্থাৎ এর বদলস্বরূপ কব্জার মাসায়েল এবং যা ক্রয়ের কায়েম মোকাম নয় তার মাসায়েল

নিয়ম এই যে, যখন কোন বস্তুর কোন ব্যক্তির কব্জায় নিজের মূল্যের জেমানত হিসাবে থাকে তারপর ইহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়, তখন এই কব্জা ক্রয়ের কব্জা হিসেবে নির্ধারিত হবে। কেননা ইহা ঐ জাতীয় কব্জা যা ক্রয়ের মধ্যে হয়ে থাকে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। যদি উভয় কব্জা এক জাতীয় হয় যেমন উভয় কব্জা আমানতের অথবা উভয় জেমানতের হয়, তবে একটি অন্যটির নায়েব বা প্রতিনিধিস্বরূপ হবে। আর যদি বিভিন্ন জাতীয় হয় তবে ঐ কব্জা জেমানতের হবে। ইহা দ্বিতীয়টির নায়েব হবে এবং দ্বিতীয়টি এর নায়েব হবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীতে লিখিত আছে। তারপর যদি কো বস্তু গছব অথবা আকদে ফাসেদের কোন কব্জা হয়, তারপর এর মালিক হতে এর আকদ ছহীহ করে তবে প্রথম কবযায় দ্বিতীয়টির নায়েব হয়ে যাবে। এমন কি যদি ক্রেতা নিজের গ্রহে যাওয়া এবং ঐ বস্তু পর্যন্ত পৌছা অথবা ইহা নিতে সমর্থ হওয়ার পূর্বে ইহা নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রেতার মাল নষ্ট হবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি গছবকৃত বউকে বায়ে ছরফের বদল ধরা হয় এবং উভয় পৃথক হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না এবং এভাবে যদি বায়ে ছরফের মজলিসে কোন ব্যক্তির নিজের বদলের উপর কব্জা করার পূর্বে উভয় পৃথক হয়ে যায়, তারপর কব্জাকারী ব্যক্তি নিজের কব্জার বস্তু ক্রয় করে তবে ক্রয় করার সাথে সাথে এর উপর কব্জাকারী হয়ে যায়। এজন্য যে, এর কব্জার বস্তু যদি আকদে ফাসেদের দিক দিয়ে তার কব্জায় থাকে তবে এর মূল্যের জেমান ওয়াজিব হয়। অতএব এই কব্জা ক্রয়ের ক্বাজার নায়েব হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। যদি ঐ বস্তু ধার হিসেবে থাকা অথবা রেহান হিসেবে থাকা এর কোন প্রকার হয় তবে শুধু আকদ দ্বারা এর উপর কব্জাকারী হবে না। কিন্তু যদি ঐ বস্তু সামনে মৌজুদ থাকে অথবা এর নিকট গিয়ে ইহা কব্জা করতে সক্ষম হয় তবে এর উপর কব্জাকারী গণ্য হবে। উহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

যদি আমানত অথবা ধার রাখার চুরতে ক্রেতা এরূপ কোন কাজ করে যা আবার সে কব্জাকারী হয়ে যায়, তারপর বিক্রেতা এরূপ নিয়ত করে যে, মূল্য আদায় করার জন্য বিক্রিত বস্তু আটকে দিবে, তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি বিক্রেতার কব্জা হয়ে যাওয়ার পূর্বে এর গৃহে যা গচ্ছিত হিসেবে রাখা হয়েছে তা সেখান হতে নিয়ে যায় তবে তার ঐ মাল আটকাবার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি বিক্রেয় বস্তু উভয়ের সামনে মৌজুদ থাকে এবং বিক্রেতা উহা বিক্রি করে তবে উহা আটকাবার ইখতিয়ার নাই। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

আর যদি গোলামকে নিজের কোন কাজের জন্য পাঠিয়ে দেয় তারপর ঐ গোলামকে স্বীয় নাবালেগ পুত্রের নিকট বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে। অত্র যদি ঐ গোলাম ফিরে আসার পূর্বে হালাক হয়ে যায় তবে পিতার মাল বিনস্ট হবে। কারণ এই যে, পিতার কব্জা যদিও এর উপর বহাল আছে কিন্তু ইহা আমনতের কব্জা। এজন্য ইহা ক্রয়ের কব্জার নায়েব হবে না। অর্থাৎ পুত্রের তরফ হতে পিতার কব্জা পুত্রের কব্জাস্বরূপ। কেননা পিতা তার অলী এবং পিতার কব্জা এর উপর বহাল আছে। কেননা পিতা তার অলী। আর যদি পুত্রের বালেগ হওয়ার পর গোলাম ফিরে আসে তবে পিতা কব্জাকারী হবে না এবংপুত্র স্বয়ং কব্জা করবে। আর যদি অন্য কোন লোকের নিকট হতে কোন গোলাম পুত্রের জন্য খরিদ করে তারপর পুত্র বালেগ হয়ে যায় তবে কব্জার হক ঐভাবে হাছিল হবে যেরূপ ছিল। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি রৌপ্যের চাক্কা কারও নিকট হতে একশত দীনার মূল্যে কিনে এবং ক্রেতা ঐ চাক্কার উপর কব্জা করে নেয় এবং দীনার আদায় না করে এমনকি উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তখন যেহেতু ঐ মজলিসে কব্জা হল না সেহেতু বায়ে' ছরফ বাতিল হয়ে গেল। তখন ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে যে, ঐ চাক্কা বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দেয়। আর যদি ঐ চাক্কা ক্রেতা নিজের ঘরে রেখে দেয় এবং বিক্রেতাকে ফেরত না দেয় তারপর তার বিক্রেতার সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং দ্বিতীয়বার দীনার দ্বারা এর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করে ক্রেতা দীনারসমূহ আদায় করে দেয় তারপর উভয়ে পৃথক হয়ো যায় তবে এই ক্রয়-বিক্রয জায়েয হবে এবং এবার শুধুমাত্র চাক্কা ক্রয়ের দ্বারাই এর উপর কব্জাকারী হয়ে যাবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কোন গোলাম খরিদ করে এবং এর উপর কব্জা করতঃ মূল্য আদায় করে দেয় আর ঐ সময় যদি গোলা ক্রেতার নিকট উপস্থিত থাকে তবে ঐ ক্রয় ছহীহ হবে। আর যদি বিক্রেতা ক্রেতা ছাড়া অন্য কারও নিকট ইহা বিক্রয় করে, তবে ছহীহ হবে না এবং দ্বিতীয়বারের ক্রয় দ্বারা এর উপর কব্জাকারী হবে না। এমনটি যদি এর উপর কব্জা করার পূর্বে ইহা হালাক হয়ে যায় তবে এই হালাক হওয়ার প্রথম আকদের মধ্যে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয়বারের খরিদ বাতিল হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি দাসীর বদলে একটি গোলাম কিনে এবং প্রত্যেক নিজ নিজ খরিদকৃত বস্তুর উপর কব্জাকরত ঃ নিজ নিজ গৃহে রাখে তারপর উভয় ক্রয়-বিক্রি একালাহা করে তারপর ফেরত দেওয়া নেওয়ার পূর্বে একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট হতে যার একালাহ করেছিল তা দ্বিতীয়বার খরিদ করল। এমনকি খরিদ জায়েয হয়ে গেল। তবে এক্ষেত্রে ক্রেতা শুধু খরিদ দ্বারাই ঐ বস্তুর উপর কব্জাকারী হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি কারাও নিকট হতে দেরহামের বদলে এশর্তের উপরে কোন দাসী খরিদ করে যে, ক্রেতার তিনদিন পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে। আর বিক্রিত বস্তু এবং মূল্যের উপর পরস্পর উভয় কব্জা করে নেয়। তারপর ক্রেতা খিয়ারে শর্তের হুকুম অনুসারে বিক্রয বাতিল করে দেয় এবং দাসী বিক্রেতাকে ফিরিয়ে না দেয়। তারপর দ্বিতীয়বার তার নিকট হতে ঐ দাসী ক্রয় করে নেয় তবে ঐ ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে। আর এই ছুরতে যদি দাসী বিক্রেতার কব্জায় আসিবার পূর্বে অন্য কোন ব্যক্তি একে ক্রয় করে তবে সে ক্রয়-বিক্রয়ও ছহীহ হবে। তবে যদি দাসী দ্বিতীয় ক্রেতার কব্জায় আসার পূর্বে হালাক হয়ে যায় তবে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে রৌপ্যের চাক্কির বদলে রৌপ্যের চাক্কি ক্রয় করল এবং উভয় কব্জা করে নিল। তারপর উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিল। অতঃপর উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয়বার ক্রয়-বিক্রয় করল এবং এবার তারা কব্জা করল না। এমতাবস্থায় পৃথক হয়ে গেল। তবে এই দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রথম ক্রয়-বিক্রয় ফিরে আসবে। কোন ব্যক্তি একটি দীনারের বদলে রৌপ্যের চাক্কি ক্রয় করল এবং উভয়ে কব্জা করে নিল। তারপর ঐ ব্যক্তির মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করে দিল। তবে যদি বিক্রেতা ঐ বৃদ্ধি করার মজলিসে বৃদ্ধি করাকে কবুল করে নেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে এবং ঐ বৃদ্ধির উপর রৌপ্যের চাক্কির উপরে নতুনভাবে কব্জা করার প্রয়োজন দেখা দিবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

পঞ্চম ভাগ

বিক্রিত বস্তুর সাথে অন্য বস্তু মিলিয়ে দেওয়া এবং তা দিয়ে লোকসান করার মাসায়েল

নাওয়াদেরে ইবেন সেমা' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ– হতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এক কুর নির্দিষ্ট গম এবং এক কুর নিদিষ্ট যব কিনল এবং সে এখনও উহা কব্জা করেনি। ইত্যবসরে বিক্রেতা বস্তু দুইটি মিলিয়ে ফেলল;

তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ঐ মিলানো গমের এককুর পরিমানের মূল্য আন্দাজ করা যাবে এবং মিলাবার পূর্বের এক কুর গমের মূল্যও আন্দাজ করা যাবে। তারপর গমের যে মূল্য ধার্য করা হয়েছিল তা এর উপর ভাগ করা হবে এবং ক্রেতার লোকসানের পরিমাণ বাদ দেওয়া যাবে। আর ক্রেতা এক কুর মিলিত গম নিয়ে নিবে এবং নিজের মূল্য দ্বারা যব নিয়ে নিবে। যদি কেউ এক রতল জম্বুক এবং একশত রতল যয়তুনের তেল বিক্রি করে এবং জম্বুক ঐ তেলের সহিত মিলিয়ে দেয়, তবে এক্ষেত্রে জম্বুকের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যয়তুনের তেল একশত রতল ক্রেতা ইচ্ছা হলে নিয়ে নিবে; কিন্তু নেওয়া না নেওয়া তার ইচ্ছাধীন থাকবে যদিও দুই বস্তু মিলিয়ে দেওয়ায় কোন ক্ষতি না হয়। যদি কোন ব্যক্তি দশ রতল যয়তুনের তেল কোন মটকায় ওজন করে রাখে। তারপর কোন ব্যক্তি তার নিকট হতে তা খরিদ করে এবং এখন পর্যন্ত যদি সে ইহা কব্জা না করে থাকে, ইত্যবসরে বিক্রেতা ক্রেতার ক্রয়কৃত তেল মটকার তেলের মধে ঢেলে দেয়, তবে ক্রেতার ইহা নেওয়া না নেওয়ার অধিকার থাকবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একহাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম কিনল এবং সে তাকে কব্জা করার পূর্বেই বিক্রেতা একে একশত দিরহামের বদলে রেহান রাখল অথবা উজারাহ দিয়ে দিল বা কারও নিকট গচ্ছিত রাখল। তারপর ঐ গোলাম মরে গেল। তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রেতা যার নিকট গোলাম রেহান রাখা হয়েছে বা যার নিকট ইজারাহ দেওয়া হয়েছে অথবা যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে তাদের কারও নিকট হতে জেমান নিতে পারবে না। আর যদি বিক্রেতা ঐ গোলামকে কারও নিকট হেবা দিয়ে দেয় এবং সেই ব্যক্তির নিকট গোলাম মরে যায় অথবা যদি বিক্রেতা গোলাম কারও নিকট গচ্ছিত রাখে এবং সে গোলাম দ্বারা এমন কোন কঠিন কাজ করায় যার ফলে গোলাম মরে যায়, তবে এক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ক্রয়-বিক্রয় বহাল রেখে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে জেমান আদায় করে।

এক্ষেত্রে জেমান দাতা বিক্রেতার নিকট হতে ঐ জেমান আদায় করতে পারবে না। আর এক্ষেত্রে ইচ্ছা হলে ক্রেতা বিক্রেতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় বাতিলও করে দিতে পারে। ইহা কাজীখান কিতাবের বিবরণ। বিক্রেতার এক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যাহার নিকট গোলামকে গচ্ছি রেখেছিল তার নিকট হতে গোলামের মূল্যের জেমান আদায় করে নেয়। কেননা সে বিক্রেতার হুকুম ছাড়া গোলাম দ্বারা এরূপ কাজ করিয়েছে যার ফলে সে মারা গিয়েছে; কিন্তু বিক্রেতা যদি গোলাম কাউকেও ধার দিয়ে থাকে তার নিকট হতে গোলামের মূল্যের জেমান আদায় করতে পারবে না। কেননা সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমেই গোলাম দ্বারা কাজ করিয়েছে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি কারও নিকট হতে একহাজার দরহাম মূল্যে একটি গোলাম খরিদ করল এবং বিক্রেতা ক্রেতার কব্জা করার পূর্বেই গোলামের একটি হা কেটে ফেলল। তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, যদি সে ইচ্ছা করে তবে অর্ধেক মূল্যে গোলাম নিয়ে নিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে নাও নিতে পারে। যদি সে না নেওয়া পছনদ করে তবে তার যিম্মা হতে গোলামের সম্পূর্ণ মূল্য রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সে ঐ গোলামকে নেওয়ার মনস্থ করে তবে আমাদের নিকট ইহার উপর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি গোলামের হাত কারও ইচ্ছা ব্যতীত আপনা হতে নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া গোলামকে দিয়ে নিতে পারে, ইচ্ছা করলে সে গোলামকে নাও নিতে পারে। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তি গোলামের হাত কেটে ফেলে, তা হলেও ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যদি ক্রয়-বিক্রয়কে বহাল রাখতে চায় তবে রাখতে পারে কিন্তু তখন তাকে সম্পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। আর ক্রেতা তখন গোলামের হস্ত কর্তনকারী ব্যক্তিকে পাড়কাও করতঃ তার নিকট হতে গোলামের অর্ধেক মূল্য

www.nagorikpathagar.org

আদায় করে নিবে। এভাবে অর্ধেক মূল্য আদায় করার পর যদি দেখা যায় যে, সে কিছু লাভবান হয়েছে, তবে ঐ লাভের অংশ গরীব মিসকীনদেরকে ছদকাহ করে দিবে।

আর যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রি বাতিল করে দেওয়া সাব্যস্ত করে তখন বিক্রেতা গোলামের হস্ত কর্তনকারীকে পাকড়াও করবে এবং তার নিকট হতে গোলামের অর্ধেক মূল্য আদায় করে নিবে। এতে যদি সে লাভবান হয়, তবে লাভের অংশ ছদকাহ করে দিবে। ইহা মবসুত কিতাবের বিবরণ। আর যদি বিক্রেতা গোলামের হা কেটে ফেলে তারপর ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে অথবা বিনানুমতিতে গোলামের উপর কব্জা করে তারপর যদি বিক্রেতা ঐরূপ হাত কেটে ফেলার কারণে গোলাম মরে যায়, তবে গোলামের অর্ধেক মূল্য ক্রেতার উপর রহিত হয়ে যাবে এবং বাকী অর্ধেক মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে এবং বিক্রেতার উপর এই অন্যায়ের বদলে কোন কিছু লাযেম হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কারও গোলামের হাত কেটে ফেলে, তারপর গোলামের মালিক গোলামকে বিক্রি করে। আর গোলাম ক্রেতার হাতে ঐ জখমের কারণে মারা যায়, তবে হস্ত কর্তনকারী শুধু হাত কাটারই জেমান দিবে। যদি ক্রেতা মূল্য আদায় করার পূর্বে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া গোলামের উপর কব্জা করে এবং বিক্রেতা ক্রেতার কব্জার মধ্যে গোলামের হাত কেটে দেয় আর সেই কারণে গোলাম মরে যায়, তবে ক্রেতার উপর হতে গোলামের সম্পূর্ণ মূল্য রহিত হবে। আর যদি অন্য কোন কারণে মরে যায়, তবে ক্রেতার উপর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

কেউ এক গোলাম কিনল এবং তার ইহা কব্জা করার পূর্বেই একব্যক্তি স্বেচ্ছায় গোলামকে হত্যা করে ফেলল। তবে ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহঃ) বলেন যে, ইমাম আজম (রহঃ) এর কথানুযায়ী ক্রেতার ইখতিয়ার তাকবে যে, যদি সে ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখতে চায়, তবে ঐ হত্যার কেছাছ লওয়ার হক তার হবে। আর যদি সে ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গে দিবার পথ গ্রহণ করে, তবে কিছাছের হক বিক্রেতার হবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখার ইচ্ছা করে, তবে কেছাছের হক তার হইবে, কিন্তু যদি সে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে সেক্ষেত্রে গোলাম হত্যার কেছাছ হবে না; বরং বিক্রেতার গোলামের মূল্য মিলবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এস্তেহসান হুকুমানুযায়ী বলেন যে, উভয় অবস্থায়ই মূল্য মিলবে এবং কেছাছ ওয়াজিব হবে না এবং এই কাজকে তার নিকট কতলে খাতা অর্থাৎ ভুলক্রমে হত্যার পর্যায়ে রাখা হয়েছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। একব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং এর উপর কব্জা করার পূর্বেই বিক্রেতা কোন ব্যক্তিকে ঐ গোলামকে হত্যা করার নির্দেশ দিল এবং সে তাকে হত্যা করে ফেলল। এক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর নিকট হতে মূল্য নিতে পারে এবং বিক্রেতাকে এর মূল্য দিয়ে দেয়। আর যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গেও দিতে পারে। তবে যদি সে হত্যাকারীর নিকট হতে মূল্যের জেমান লয় তা হলে হত্যাকারী বিক্রেতার নিকট হতে কোন কিছু নিতে পারে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি গোলামের স্থরে কোন কাপড় হয় এবং বিক্রেতা কোন দর্জিকে বরে যে, আমার জন্য একটি কামীরে কাপড় কেটে দাও। চাই তা উজরত দিয়ে হোক বা বিনা উজরতে হোক, তবে ক্রেতা দর্জির নিকট হতে কোন জেমান নিতে পারে না; বরং সে বিক্রেতার নিকট হতে মূল্য নিয়ে নিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একটি বকরী কিনল। তারপর বিক্রেতা কাউকেও ইহা যবেহ করতে নির্দেশ দিল। তখন যবেহকারী যদি ঐ বকরীর বিক্রি হওয়ার খবর জানে তবে ক্রেতা তার নিকট হতে জেমান নিতে পারে; কিন্তু এই ছুরতে সে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট হতে জেমনা আদায় করে তবে বিক্রেতার নিকট হতে কিছু নিতে পারে না। আর যদি যবেহ করার

www.nagorikpathagar.org

হুকুম দেয় তারপর যবেহ করার পূর্বে বকরীটি বিক্রি করে ফেলে, তারপর বিক্রি হয়ে গেলে যাকে যবেহ করার নির্দেশ করা হয়েছিল সে যদি বকরীটিকে যবেহ করে ফেলে তবে ক্রেতা যবেহকারীর নিকট হতে জেমান নিতে পারে এবং যবেহকারী তার প্রতি হুকুমদাতার নিকট হতে কোন কিছু নিতে পারে না যদিও সে বকরীটি বিক্রয়ের খবর না জানে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

ইতোপূর্বে গোলামের হস্ত কর্তন সম্পর্কিত যে মাসয়ালা বর্ণিত হইয়াছে ঐসব ছুরতে যদি ক্রেতা নিজে গোলামের হাত কাটিয়া ফেলে তবে সে গোলামের উপর কব্জাকারী হইয়া যাইবে। তারপর যদি বিক্রেতার ক্রেতাকে উহা দিতে বারণ করার পূর্বে গোলাম বিক্রেতার নিকট থাকাবস্থায় গোলামের হাত কাটে অথবা অন্য কোন কারণে তাহার হাত নষ্ট হয় তবে ক্রেতার উপর উহার সম্পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হইবে। আর যদি বিক্রেতা উহা ক্রেতাকে দিতে আপত্তি করে তারপর উহার হাত কাটে এবং সে কারণে গোলাম মারা যায়, তবে সেক্ষেত্রেও ক্রেতার উপর সর্ম্পূণ মূল্য ওয়াজিব হইবে।

আর যদি হাত কাটা ব্যতীত অন্য কোন কারণে মরিয়া যায় তবে তবে ক্রেতার উপর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হইবে। যদি বিক্রেতা প্রথম গোলামের হাত কাটে তারপর ক্রেতা অন্যদিকে হইতে তাহার এক পা কাটিয়া ফেলে তারপর সে উভয় জখম হইতে ভাল হইয়া যায় তবে সেইক্ষেত্রে ক্রেতাকে অর্ধেক মূল্যে গোলাম দিয়া দেওয়া লাযেম ইবে এবং ক্রেতার গোলা নেওয়া না যায় তবে সেইক্ষেত্রে ক্রেতাকে অর্ধেক মূল্যে গোলাম দিয়া দেওয়া লাযেম হইবে এবং ক্রেতার গোলাম নেওয়া না নেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। আর যদি কেত্রা নিজে প্রথম গোলামের হাত কাটিয়া ফেলে তারপর বিক্রেতা অন্যদিকে হইতে উহার এক পা কাটিয়া দেয় তারপর সে উভয় জখম হইতে আরোগ্য লাভ করে তেব ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকিবে যে, যদি সে ইচ্ছা করে তবে তিন-চতুর্থাংশ মূল্য দিয়া উহাকে নিয়া নিতে পারে। আর যদি নিতে না চাহে তবে গোলামের ক্ষতি করার কারণে তাহার উপর অর্ধেক মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হইবে। ই মুহীতে সুরখসী কিতাবে উল্লেখ আছে।

মূল্য আদায় করার ছুরতে যদি বিক্রেতা প্রথম গোলামের হাত কাটে তারপর ক্রেতা উহার পা কাটে তবে ক্রেতার উপর অর্ধেক মূল্য দেওয়া লাযেম হইবে এবং যেই অর্ধেক মূল্য সে দিয়া দেয় তাহা বিক্রেতার নিকট হইতে ফেরত লইবে। ইহা মবসূত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি বিক্রেতাকে হাত কাটা এবং ক্রেতার পা কর্তন করা এই দুই জখম হইতে গোলাম ভাল না হয় এবং জখমদ্বয়ের কারণে সে মরিয়া যায় তবে যদি বিক্রেতা প্রথম তাহার হাত কাটে তারপর ক্রেতা তাহার পা কাটে এবং এই অবস্থায় গোলাম বিক্রেতার নিকট মারা যায়, তেব যদি ক্রেতা মূল্য আদায় না করিয়া থাকে তাহা হইলে সম্পূর্ণ মূল্যের তিন অষ্টমাংশ ক্রেতার উপর আদায় করা লাযেম হইবে, এইজন্য যে, বিক্রেতার হাত কাটার ফলে অর্ধেক মূল্য রহিত হইয়া গিয়াছে এবং ক্রেতা পা কাটিয়া বাকী অর্ধেক নষ্ট করিয়াছে এবং এক-চতুথাংশ বাঁচিয়াছে যাহা উভয়ের জখমের কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই এক-চতুথাংশ উভয়ের উপর অধাংশ হিসাবে বন্টন করা যাইবে। আর যদি ক্রেতা মূল্য আদায় করিয়া দেয় তবে সেবিক্রেতার নিক হইতে অর্ধক মূল্য ফিরাইয়া লইবে। কেননা সে অধাংশ নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং গোলামের এক -অষ্টমাংশের মূল্যও লইয়া লইবে। কেননা ক্রেতার কব্জা করার পর এক-অষ্টমাংশ বিক্রেতার জখম করার কারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যদি এই মাসায়ালায় এইরূপ ছুরত হয় যে, ক্রেতা প্রথম গোলামের হাত কাটিয়াছে তারপর বিক্রেতা, তবে যদি ক্রেতা মূল্য আদায় করিয়া না থাকে তবে উহার উপর সম্পূর্ণ মূল্যের আট অংশের তিন অংশ ওয়াজিব হইবে। আর যদি মূল্য আদায় করিয়া দিয়া থাকে তবে ক্রেতার উপর সম্পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হইবে এবং বিক্রেতার উপর তিন অষ্টমাংশ মূল্য লাযেম হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেহ একহাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম ক্রয় করে আর তাহার উহার উপর কব্জা করার পূর্বে বিক্রেতা গোলামের হাত কাটিয়া ফেলে, তারপর ক্রেতা উহার অন্য হাত অথবা কর্তিত হাতের দিকের পা কাটিয়া ফেলে এবং গোলাম তাহার যন্ত্রনায় মারা যা, তেব বিক্রেতার হাত কাটার জন্য ক্রেতার যিম্মা হইতে অর্ধেক মূল্য রহিত হইয়া যাইবে। তারপর লক্ষ্য করা যাইবে যে, গোলামের হাত অথবা পা কাটার কারণে ক্রেতার কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে। যদি চারি-পঞ্চমাংশ লোকসান থাকে তবে অর্ধেক মূল্যের চারি-পঞ্চমাংশ ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে এবং বাকী এক পঞ্চমাংশ উভয়ের জখমের কারণে নষ্ট হইয়া যায় তবে উহার অধাংশ ও কেত্রার উপর ওয়াজিব হইবে। অর্থাৎ ক্রেতার যিম্মায় সম্পূর্ণ মূল্যের দশ ভাগের সাড়ে চারি ভাগ ওয়াজিব হইবে। এবং বিক্রেতার জখম করার কারণে দশ ভাগের সাড়ে পাঁচভাগ ক্রেতার যিম্মা হইতে রহিত হইয়া যাইবে। ইহা মবসুত কিতাবের বিবরণ।

আর যদি বিক্রেতা প্রথম তাহার হাত কাটে তারপর ক্রেতা এবং এক অপর ব্যক্তি তাহার সাথে মিলিয়া অন্য দিক হইতে তাহার পা কাটে এবং ক্রেতা যদি তখনও মূল্য আদায় না করিয়া থাকে আর গোলাম ঐ যন্ত্রণায় মরিয়া যায় তবে ক্রেতার মূল্যের আট অংশের তিন অংশ এবং এক-তৃতীয়াংশ উহার এবং উহার সাথে মিলিত অন্য ব্যক্তির জখম করার কারণে ওয়াজিব হইবে এবং ক্রেতা ঐ অপর ব্যক্তি হইতে এক অষ্টমাংশ আর এক অষ্টমাংশের দুই তৃতীয়াংশ মূল্য ফেরত লইবে, এইজন্য যে, অর্ধক গোলাম বিক্রেতার জখম করার কারণে নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অর্ধেক মূল্য রহিত হইয়া গিয়াছে এবং বাকী অর্ধেকের অর্ধেক ও দুইজনের জখম করার কারণে নষ্ট গিয়াছে, সুতরাং ক্রেতার যিম্মায় এক-চতুর্থাংশ মূল্য ফিরিয়া আসিবে। আর এক-চতুর্থাংশ যাহা বাকী থাকে তাহা প্রত্যেকের জখমের কারণে নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং প্রত্যেকের যিম্মায় উহার এক তৃতীয়াংশ মূল্য প্রযোজ্য হইবে।

মুতারজিম বলেন যে, খোলাছাহ এই যে, সম্পূর্ণ মূল্য চব্বিশভাগ করত ঃ কেত্রা দশ ভাগ আদায় করিবে এবং চৌদ্দ ভাগ রহিত হইয়া যাইবে এবং ক্রেতা উক্ত অপর ব্যক্তি হইতে মুল্যের চব্বিশ অংশের পাঁচ অংশ নিয়া নিবে। আর ক্রেতার এই মুল্যের মধ্যে যদি কিছু বেশী হইয়া যায় তবে তাহার কিছু ছদকাহ করিয়া দিবে। আর যদি বিক্রেতা এবং অপর কোন ব্যক্তি মিলিয়া প্রথম গোলামের হাতে কাটে তারপর কেত্রা ান্য দিক হইতে উহার পা কাটে এবং গোলাম মরিয়া যায় তবে ক্রেতার যিম্মায় উহাকে জখম করার কারণে মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ওয়াজিব হইবে এবং জখম দ্বারা প্রাণ চলিয়া যাওয়ার কারণে অষ্টমাংশের দুই তৃতীয়াংশ ওয়াজিবস হইবে এবং ক্রেতা ঐ অপর ব্যক্তি হইতে হাত কাটিবার কারণে এক-চতুথাংশের বেশী হয় তবে ঐ বেশী অংশ ছদকাহ করিয়া দিবে। ইহা মুহীতে সুরখসী কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর যদি ক্রেতা এবং অপর ব্যক্তি মিলিয়া একসাথে গোলামের হাত কাটে তারপর বিক্রেতা অন্যদিক হইতে তাহার পা কাটে এবং সব জখমের কারণে গোলাম মরিয়া যায় তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, যদি সে ক্রয়-বিক্রয়কে বহাল রাখে তবে তাহার যিম্মায় মূল্যের আট অংশের হইতে পাঁচ অংশ সম্পূর্ণ এবং এক অংশের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হইবে এবং মুল্যের আট অংশের দুই সম্পূর্ণ এবং এক অংশের দুই তৃতীয়াংশ রহিত হইয়া যাইবে।

কোন ব্যক্তি দুই ব্যক্তির নিকট হইতে একটি গোলাম কিনল এবং মূল্য এখনও আদায় করে নাই, এই অবস্থায় বিক্রেতাদ্বয়ের কোন একজনে গোলামের হাত কাটিয়া ফেলিল। তারপর দ্বিতীয়জনে অন্যদিকে হইতে তাহার পা কাটিয়া ফেলিল। তারপর ক্রেতা তাহার একটি চক্ষু কানা করিয়া দিল এবং এইসব যন্ত্রণায় গোলাম বিক্রেতার কব্জায় মরিয়া গেল। তখন ক্রেতার যিম্মায় প্রথম হাত কর্তনকারীর জন্য মূল্যের এক অষ্টমাংশ এবং এক অষ্টমাংশের পাঁচ-ষষ্ঠাংশ ওয়াজিব হইবে। আর ক্রেতা উহা হইতে গোলামের মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের পাঁচ ষষ্ঠাংশ

www.nagorikpathagar.org

ওয়াজিব হইবে। আর ক্রেতা উহা হইতে গোলামের মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক অষ্টমাংশের পাঁচ ষষ্ঠাংশ নিয়া নিবে এবং ক্রেতার যিম্মায় দ্বিতীয় কান কর্তনকারীর জন্য ঐ এক অষ্টমাংশ এবং এক অষ্টমাংশের পাঁচ ষষ্ঠাংশ ওয়াজিব হইবে।

আর যদি দুই ব্যক্তি এক ব্যক্রি নিকট হইতে গোলাম খরিদ করে এবং ক্রেতাদ্বয়ের একজনে তাহার হাতে কাটিয়া দেয়, তারপর দ্বিতীয়জনে উহার পা কাটে তাপর বিক্রেতা গোলামের একটি চক্ষু কানা করিয়া দেয় এবং এইসব যন্ত্রণায় গোলাম মরিয়া যায় তবে যদি উভয় ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দেয় তাহা হইলে প্রথম ক্রেতার যিম্মায় গোলামের মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক-ষষ্ঠাংশ ওয়াজিব হইবে। আর দ্বিতীয় ক্রেতার যিম্মায় এক অষ্টমাংশ দুই-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হইবে। আর দ্বিতীয় কর্তনকারী প্রথম কর্তনকারী হইতে গোলামের মুল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক অষ্টমাংশের এক-ষষ্ঠাংশ ফেরত লইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

একব্যক্তি দুইটি বকরী খরিদ করিল এবং সে উহা কব্জা করার পূর্বে একটি বকরী অন্য বকরীকে শিং দ্বারা আঘাত করিল এবং তাহাতে বকরীটি মারা গেল, তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকিবে, যে ইচ্ছা করিলে সে অন্য বকরীটকে উহার মুল্যের বদলে নিয়া নিবে। আর ইচ্ছা করিলে সে ঐটিকেও না নিবে। এইভাবে যদি কেহ একটি গাধা এবং কিছু পরিমাণ যব খরিদ করে আর তাহার উহা কব্জা করিবার পূর্বে গাধাটি ঐ যব খাইয়া ফেলে। তাহার হইলেও কেত্রা গাধাটিকে উহার মূল্যের অংশের বদলে নিয়া নিবে। যদি কোন ব্যক্তি দুইটি গোলাম ক্রয করে এবং সে তাহাদেরকে কব্জা করার পূর্বে একটি গোলাম অপরটিকে হত্যা করিয়া ফেলে, তবে ক্রেতার জন্য এই ইখতিয়অর থাকিবে যে, সে অন্য গোলামটিকে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া নিয়া নেয়। আর ইচ্ছা করিলে সে সেইটিকে নাও নিতে পারে। এইভাবে যদি কেহ একটি গোলাম এবং কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয করে তারপর উহা কব্জা করার পূর্বে গোলাম ঐ খাদ্যদ্রব্য খাইয়া ফেলে, তবে এইক্ষেত্রেও মূল্য হইতে কিছু রহিত হইবেনা। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে।

এইরূপ ছুরতে যদি একটি গোলাম স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ কর, তবে অন্যটির ইচ্ছা হইলে উহার মূল্যের অংশের বদরে নিয়া নিতে পারে। জামে কিতাবে বর্ণিত আছে যে কোন ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করিল এবং তাহাকে কব্জা করার পূর্বে তাহার একটি বাচ্চা পদয়া হইল। তারপর উহাদের দুইজনের মধ্রে একজনে অপরজনকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তবে অন্যজনকে ইচ্ছা করিলে ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া নিয়া নিতে পারে। আর ইচ্ছা করিলে নাও নিতে পারে। আর যদি নিয়া নেয় তারপর তাহার মধ্রে কোন দোষ পাওয়া যায় হবে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত লইয়া তাহাকে ফেরত দিতে পারে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কোন ব্যক্তি একটি গোলাম নির্দিষ্ট রুটির বদরে বিক্রয় করে। তারপর উভয়ে অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা এখন পর্যন্ত নিজ নিজ বস্তু কব্জা করে নাই। ইতোমধ্যে গোলাম ঐ রুটি খাইয়া ফেলিল, তবে বিক্রেতা নিজের সম্পূর্ণ মূল্য পাইয়া গেল। এইজন্য যে, গোলাম বিক্রতার কব্জায়া থাখা অবস্থায় অন্যায় করিয়াছে। বিক্রেতাই তাহার জামিন। আর যদি কেহ কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ যবের বদরে একটি দাঘা বিক্রয় করে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা নিজ নিজ মাল কব্জা করিবার পূর্বে গাধাটি যব খাইয়া ফেলে, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে এবং বিক্রেতা নিজের সম্পূর্ণ প্রাপক গণ্য হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিপিবদ্ধ আছে। একব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে একটি দাসী খরিদ করিল এবং মূল্য আদায় করার পূর্বেই ক্রেতা তাহার সাথে অতী করিল। তারপর বিক্রেতার মূল্যের জন্য দাসীকে আবদ্ধ করিল। এমতাবস্থায় দাসী বিক্রেতার নিকট মরিয়া গেল, তবে সর্বসম্মতভাবে ক্রেতার উপর আকর (নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিচ্ছদ) ওয়াজিব হইবে না। ইহার পছন্দনীয় মত। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ ভাগ

ক্রেতা ও বিক্রেতার বস্তু ও মূল্য অর্পন করার মাসায়েল

ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ ইহাই চাহে যে, আকদের বস্তু যেখানে থাকে সেখানেই বিক্রেতা উহা ক্রেতাকে সোপর্দ করিয়া দিবে। ইহা চাহে না যে, যেখানে বসিয়া আকদ হয়, সেখানে বসিয়াই উহা অর্পন করিতে হইবে। আমাদের জাহের মাযবাহও ইহাই। যেমন এক শহরে বেচা-কিনার আকদ হইল, কিন্তু বিক্রিত বস্তু অন্য শহরে আছে। এইক্ষেত্রে যে শহরে বস্তু আছে সে শহরেই বিক্রেতা উহাকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করিবে। যেখানে বসিয়া আকদ হইয়াছে বিক্রিত বউ সেখানে আনিসযা সোপর্দ করিতে হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি গম মাপের হিসাবে করা হয় তবে ওজন করিবার যিম্মা বিক্রেতার উপর এবং ক্রেতার পাত্রে মাল ভর্তি করারও যিম্মা বিক্রেতার উপরে। ইহাই পছন্দনীয়। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেহ কোন পানিওয়ালার নিকটে মটকার পানি ক্রয় করে তবে তাহা হইতে পানি ভরিয়া দেওয়া পানিওয়ালার যিম্মায় থাকিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ কোন নৌকায় অবস্থিত গম ক্রয় করে তবে নৌকা হইতে মাল বাহির করিয়া আনা ক্রেতার যিম্মায় থাকিবে। আর যদি উহা বিক্রেতার গৃহ মধ্যে থাকে তবে গৃহের দরজা খুলিয়া দেওয়া বিক্রেতায় যিম্মায় থাকিবে। এইভাবে যদি কিছু গম অথবা কাপড় থলিয়ার মধ্যে থাকে আর তাহা বিক্রয করে এবং থলিয়া যদি বিক্রিত বস্তুর মধ্যে শামিল না থাকে তবে ঐ থলিয়া খুলিয়া দেওয়া বিক্রেতার যিম্মায় থাকিবে এবং থলিয়া হইতে মাল বাহির করা ক্রেতার যিম্মায় থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি বিক্রেতা কোন ওজনী মাল অথবা মাপিবার মাল বা গণনা করার মাল বিক্রয় করে তবে ওজন করা, মাপিয়া দেওয়া অথবা গণনা করিয়া দেওয়া ইত্যাদি বাবত যে খরচ হইবে তাহা বিক্রেতার যিম্মায় থাকিবে। ইহা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে। আর মূল্য গণনা করা বা হিসাব নিকাশ করা ক্রেতার জিম্মায় থাকিবে এবং এই ব্যাপারে যাহা খরচ হবে তাহা ক্রেতা বহন করিবে এবং ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহাই জাহের রেওয়াত। ফতোয়ায়ে কাজীখানে এইরূপ লিখিত আছে। মাল পরক্ষিা করার উজরতক্রোর জিম্মায় থাকিবে কিন্তু তাহা তখন উহা বিক্রেতার কব্জায় না থাকে। ইহাই বিশুদ্ধ মত; কিন্তু মাল বিক্রেতার কব্জায় থাকিলে এই উজরত বিক্রেতা বহন করিবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ এইরূপ শর্তের উপরে মাল খরিদ করে যে, আমার গৃহে পৌছাইয়া দিবে, তবে তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ইহাতে দ্বিমত পোষণ করেন। যদি কেহ কিছু জ্বালানী কাষ্ঠ কোন গ্রামে খরিদ করে এবং খরিদ করিয়া সাথে সাথে বলে যে, ইহা আমার গৃহে পৌঁছাইয়া দাও তবে ক্রয়-বিক্রয বাতিল হইবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবে লিখিত আছে। যদি কেহ একটি জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা খরিদ করে তবে প্রচলন অনুযায়ী উহা বিক্রেতার ক্রেতার গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে হয়। ছোলহে নাওয়াযিল কিতাবে মুহাম্মদ ইবনে সালমাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন জন্তুর পৃষ্ঠে মালের বোঝা যেমন জ্বালানী কাষ্ঠ অথবা কয়লা ক্রয় করা। আর যদি বিক্রেতা সেই মাল ক্রোর গৃহে পৌছাইয়া দিতে অস্বীকার করে তবে উহা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাহাকে মজবুর করা যাইবে। এইভাবে যদি কোন জন্তুর পৃষ্ঠে গম খরিদ করে তবে সেইক্ষেত্রেও একই হুকুম হইবে।

আর যদি কোন গমের রাশি বা স্তুপ হইতে এই শর্তের উপরে গম ক্রয় করা হয় যে, উহা ক্রেতার গৃহে বিক্রেতা পৌছাইয়া দিবে, তবে ঐ ক্রয়-বিক্রয বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নেছাব কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন ব্যক্তি একটি গৃহ খরিদ করিল এবং বিক্রেতার নিকট হইতে ঐ ক্রয়ের বিষয় লিখিত

www.nagorikpathagar.org

দলীয় চাহিল এবং বিক্রেতা তাহাতে অস্বীকৃতি জানাইল। তবে ইহার জন্য বিক্রেতাকে মজবুর করা যাইবে না। আর যদি ক্রেতা নিজের ক্রয়কৃত মাল সম্পর্কে বিক্রেতার নিকট লিখিত দলীল চাহে এবং বিক্রেতা তাহা অস্বীকার করে তবে বিক্রেতাকে বলা যাইবে যে, দুইজন সাক্ষী করাইয়া দাও। ইহা পছন্দনীয় মত। কেননা ক্রেতা সাক্ষীর মুখাপেক্ষী। তবে ইহা তখন হইবে, যখন ক্রেতা নিজেই দুইজন সাক্ষী হাজির করে। বিক্রেতাকে সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য কষ্ট দেওয়া যাইবে না। ইহা মুজমিরাত কিথাবে লিখিত আছে; কিন্তু কেত্রা নিজে সাক্ষী উপস্থিত করার পরও যদি বিক্রেতা সাক্ষী রাখিতে অস্বীকার করে তবে কেত্রা এই বিষয়টি কাজীর নিকট পেশ করিবে। তারপর যদি কাজীর সামনে বিক্রেতা এই ক্রয়-বিক্রয়ের কথা স্বীকার করে তবে কাজী ক্রেতার জন্য একটি ক্রয়-বিক্রয লিখাইয়া উহার উপর সাক্ষী করাইয়া দিবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রথম ভাগ

ঘড়বাড়ী বিক্রয়ের মধ্যে যেসব জিনিস শামিল হয় তাহার মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, দ্বার যাহার অর্থ গৃহ, আরবী ভাষায় প্রচলন অনুযায়ী যাহাকে মানযেল এবং বাইত বলা হয়। মানযেল অবতরণ করিবার স্থনাকে বরে, যেখানে কয়েকটি গৃহ থাকে বা থাকিতে পারে এবং বাইত এইরূপ ইমারাতকে বলে, যাহার চারিটি দেওয়াল, ছাদ এবং দরজা থাকে। ইহা আরব দেশের প্রচলিত কথা।

একব্যক্তি এইরূপ একটি মানযেল খরিদ করিল, যাহার উপরেও একটি মানযেল আছে। তবে উপরের মানযেলের মালিক নীচের মানযেলের মালিক হইবেনা; কিন্তু যদি সে ঐ মানযেল ক্রয় করাকালীন এইরূপ বলে যে, আমি মানযেলের প্রত্যেকটি হক যাহা উহার সাতে সংযুক্ত ক্রয় করিয়াছি অথবা যদি এইরূপ বরে যে, আমার উপকারে আসে এইরূপ সমস্ত বস্তুসহ ক্রয করিয়াছি অথবা যদি বলে যে আমি ঐ মানযেল ছোট বড় যাহা কিছু আছে সব ক্রয় করিয়াছি। তাহা হইলে উক্ত উপরের মানযেলের সাথে নিম্নোক্ত মানযেলও শামিল হইয়া যাইবে এবং গৃহের বেচা কিনার মধ্যে বালাখানাও শামিল হইয়া যায় যদিও তদুপযোগী শব্দ ব্যবহার করা না হয়। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর যদি কেহ একটি গৃহ অর্থাৎ ঘর ক্রয় করে তবে তাহার বালাখানা শামিল হইবে না। যদিও সমস্ত হক হুকুকের সাথে ক্রয় করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিষ্কারভাবে বালাখানার কথা উল্লেখ করা হয়। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি ঐ ঘরের উপরে বালাখানা না থাকে তবে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে উহার উপরে বালাখানা তৈয়ার করিয়া লয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এই হুকুম আহলে কুফাদের রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী এবং আমাদের রেওয়াজ অনুযায়ী প্রত্যেক ছুরতে বালাখানা শামিল হইয়া যাইবে। চাই বাইত নাম দ্বারা বিক্রয় করে অথবা মানযেল অথবা দ্বারা নাম দ্বারা কারণ এই যে, আমাদের প্রচলন অনুযায়ী প্রত্যেক বাসস্থানকে খানা বলা হয়। তাই তাহা ছোট হউক কিংবা বড়। কেবলমাত্র শাহীখাণা উহার মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা কাফী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবত ঃ উর্দু ভাষীদের প্রচলন অনুযায়ীও মকান, কোঠা এবং দালান ইত্যাদি আরবদের অনুরূপ পৃথক পৃথক হুকুমের অন্তর্গত নয়।

যদি কোন ব্যক্তি কোন গৃহ (দ্বার) বিক্রয় করে, তবে উহার ইমারাত বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। যদিও উহার নাম উল্লেখ করিয়া বলা না হয়। ইহা হেদায়া কিতাবে লিখিত আছে। যদি কেহ কোন বাড়ীর মধ্যে একটি ঘর ক্রয় করে তবে তাহার খাচ রাস্তা এবং পানি বহিবার নালী উল্লেখ করা ব্যতীত বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে নাএব যদি

www.nagorikpathagar.org

ঘরের সহিত যাবতীয় হক হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয় তাহা হইলে শামিল হইবে। ইহাই বিশুদ্ধতর। ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে এইরূপই লিখিত আছে যদি কেহ কোন মানযেল অথবা মাকান কোন বাড়ীর মধ্যে হইতে ক্রয় করে তবে উহার কোন খাছ রাস্তা বাড়ীর মধ্য হইতে ঐ মানযেল অথবা মাকান পর্যন্ত ক্রেতার জন্য হইবে না। তবে যদি প্রত্যক হক হুকুকসহ ক্রয় করে অথবা প্রত্যেক ছোট বড় কথাটি উল্লেখ করে তবে অবশ্য তাহার রাস্তা মিলিবে এবং পানি বহিবার নালীরও একই হুকুম হইবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিখিথ আছে। যদি কেহ একটি দ্বার খরিদ করে তবে তাহার খাছ রাস্তা উল্লেখ করা ব্যতীত বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। আর যদি দ্বার বিক্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক হক হুকুকের কথা উল্লেখ থাকে এবং প্রত্যেক ছোট জিনিস যাহা মধ্যে আছে বা বাহিরে আছে একথা ও উল্লেখ থাকে তবে রাস্তা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

রাস্তা তিন প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার যাহা বড় রাস্তার সাথে মিলিত। দ্বিতীয় প্রকার যাহা গলি কুচা সৃদশ এবং তৃতীয় প্রকার ঐ রাস্তা যাহা কোন ব্যক্তিত্ব স্বত্বাধীন সুতরাং খাছ রাস্তার কথা যদি ক্রয়কৃত গৃহের হক হুকুকের মধ্যে উল্লেখ করা না হয় তবে উহা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না; কিন্তু অন্য দুই প্রকার রাস্তা উহা উল্লেখ করা ব্যতীতও বিক্রয়ের মধ্যে শামিল যাইবে। আর এইভাবে পানি বহিবার নালী যাহা কারাও খাছ স্বত্বাধীন তাহারও এই হুকুম হইবে। এইভাবে কাহারও খাছ স্বত্বের মধ্যে বরফ নিক্ষেপ করার অধিকারও বিক্রয়ের মধ্যে উল্লেখ করা ব্যতীত শামিল হইবে না; কিন্তু যখন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইবে অথবা হক হুকুকের কথা শামিল করিয়া লইবে তখন উহা বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি একটি গৃহ চলাচলের পথসহ বিক্রয় করে, তারপর ঐ পথ ব্যতীত উক্ত গৃহের কোন লোক মুস্তাহিক হয় তবে গৃহ এবং চলাচলের পথের মূল্যের উপর উহা বন্টন করা হইবে। ইহা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। যখন খাছ রাস্তা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল না হয় এবং বড় রাস্তা পর্যন্ত উহার কোন পথ না থাকে তখনক্রেতার জন্য ঐ ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করার ইখতিয়ার থাকিবে, তবে শর্ত এই যে, যদি এই বিষয়ে ক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় কালে জানা না থাকে। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর ঐ বিক্রিত গৃহের মধ্যে যদি বিক্রেতার জ্বালানী কাষ্ঠ ভূমি ইত্যাতি রক্ষিত থাকে, তবে তাহা বিক্রয়ের মধ্যে উল্লেখ করা ব্যতীত গৃহ বিক্রয়ের সাথে শামিল হইবে না। ইহাই বিশুদ্ধ মত। জাওয়াহেলে আখলাতী কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। যদি বালাখানা তৈরী হইয়া যায় তবে তাহার নীচের ঘর ব্যতীত বিক্রয় জায়েয হইবে। আর যদি তৈরী করা নয় হয়, তবে জায়েয হইবে না। তারর গৃহের হক হুকুক ও রাস্তা ব্যতীত উহা বিক্রয় করিলে বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে উল্লেখ আছে।

নীচের গৃহের ছাদ ঐ গুহের মালিকের হইবে, কিন্তু ক্রেতার উহার উপরে হক হাছিল হইবে। যদি বালাখাণা ধসিয়া পড়ে তবে তাহার যিম্মাদারী ক্রেতার উপর পৌছবে। সে অন্য বালাখানা বানাইয়া লইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি নীচের গৃহ বিক্রয় করা হয় চাই তাহার ইমারাত আছে। যদি কোন মানযেলের বালাখাণা খরিদ করে এবং উহা হইতে রাস্তা বাদ দিয়া দেয়, তবে তাহা ছহীত হইবে। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কোন দ্বার (বাড়ী) বিক্রয় করে এবং হক-হুকুক ছোট-বড় সর্বরকম, তাহাছাড়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির কথা উল্লেখ না করে, তাহা হইলে ঐ বাড়ীর গৃহ, মানযেল, বালাখানা, উপর ও নীচের ঘরসমূহ এবং যাহা কিছু ঐ ঘর দরজার মধ্যে আছে তাহা ছাড়া পেশাব পায়খানার স্তান উনান ইত্যাদি সবকিছু ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। ইহা মুজমিরাত কিতাবে উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া আস্তাবল বা পশু থাকার গৃহ ও কুপ ইত্যাদিও বিক্রয়ের মধ্যে শামিল

www.nagorikpathagar.org

হইবে; কিন্তু যদিও ঐ বাড়ীর মধ্যে কোন একটি গৃহ, কক্ষ বা মানযেলাদি উপরোক্ত বস্তুগুলির কথা উল্লেখ না করিয়া বিক্রয় করা হয়, তবে তাহা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না তবে ইহা তখন, যখন, ঐসব বস্তু ঐ বাড়ির অন্যান্য অধিবাসীগণ ব্যবহার করে বা তাহাদের সাথে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট থাকে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কেহ কোন ঘর বিক্রয় করে, তবে জানিয়া রাখিবে যে, ঘর এইরূপ ইমারাত বা গৃহকে বলে, যাহার ছাদ এবং দরজা থাকে, তাহাছাড়া দেওয়াল বা প্রাচীর থাকে; সুতরাং ঘর বিক্রয় করা হইলে এই সমস্ত বস্তু আপনা হইতে ঐ বক্রিয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। তবে যদি উহার মধ্যে জ্বালানী কাষ্ঠ বা কাঁচা পাকা ইট ইত্যাদি রক্ষিত থাকে তাহা হইলে যদিও ঐ ঘর বিক্রয়ের শর্তের মধ্যে হক হুকুকের কথা উল্লেখ থাকে তবে তাহা দাখিল ইবে না ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি কেহ কোন বাড়ী বিক্রয় করে যাহার পূর্বে কোন রাস্তা ছিল, বাড়ীর মালিক তাহা বন্ধ করিয়া নতুন রাস্তা তৈয়ার করে তারপর যদি সে ঐ বাড়ী উহার হক-হুকুকসহ বিক্রয় করে তবে ক্রেতার উক্ত নতুন রাস্তায় অধিকার থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কোন বাড়ীর একটি নির্দিষ্ট গৃহ উহার হক-হুকুক ও সীমানাসহ বিক্রয় করে এবং ক্রেতা যদি ঐ বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিতে চাহে এবং বাড়ীর মালিক তাহাকে ঢুকিতে নিষেধ করে এবং বল যে, তুমি নিজে কোন রাস্তা বাহির করিয়া লও, তবে যদি বিক্রেতা তাহার জন্য কোন পথের কথা বলিয়া দেয় তবে তাহার নিষেধ করার ইখতিয়ার থাকিবে, নচেত থাকিবে না। তবে কোন ফকীহ বলেন যে, যে কোন অবস্থায় তাহার নিষেধ করার ইখতিয়ার নাই। ইহাই বিশুদ্ধ মত। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। এক বাড়ীর মধ্যে কয়েকটি গৃহ আছে। যাহার কতপিয় গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া হক-হুকুকসহ বাড়ীর মালিক বিক্রয় করিয়া দিল। তারপর বিক্রেতা একটি বৃহৎ দরজা বানাইতে চাহিল এবং কেত্রা তাহার বাধা দিল। তবে বাড়ীর মারিকের জন্য ঐরূপ দরজা করার ইখতিয়ার থাকিবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি বিক্রয়কৃত কোন গৃহের রাস্তা পানির নালী ইত্যাদি না থাকে এবং তদসংলগ্ন অন্য গৃহের উহা থাকে আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে গৃহের হক-হুকুকহস কথা উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত গৃহ ক্রেতার ঐ সমস্ত বস্তুর উপর অধিকার থাকিবে এবং সে ঐগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে। তাহাতে বারণ করার অধিকার বাড়ীর মালিক অথবা সংলগ্ন গৃহবাসীর থাকিবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি এমন একটি বাড়ী ক্রয় করে যাহার মধ্যে বাগান আছে, চাই তাহা ছোট হউক কি বড়, তবে তাহাও ঐ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। আর যদি ঐ বাগান বাড়ীর বহির্ভাগে হয়, তবে শামিল হইবে না, যদিও ঐ বাগান ও বাড়ীর মধ্যে যাতায়াতের দরজা থাকে। আবু সোলায়মান (রহঃ) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

উইয়ুন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ এইরূপ বাড়ী বিক্রয় করে, যাহার মধ্যে কোন ইমারাত বা গৃহ নাই; কিন্তু উহাতে পানির কূপ আছে এবং তাহাতে কিছু পাকা ইট এবং কূপের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী আছে। তবে তাহা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। নাওয়াযেল কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি কেহ এইরূপ বাড়ী বিক্রয় করে, যাহার মধ্যে পানির কূপ আছে এবং পানির উঠাইবার জন্য বালতি, রশি ইত্যাদিও আছে। তারপর যদি বাড়ী বিক্রেতা বাড়ীর হক-হুকুকসহ বিক্রয় করে, তবে এই সমস্তও বিক্রয়েরমধ্যে শামিল হইবে। কেননা এই বস্তগুরি বিক্রেয় বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট সেইগুলি মূল বস্তুর বিক্রয়কালে স্বাভাবিকভাবেই ঐ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যায়। চাই সেইগুলি বিক্রয়ের কথা উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক। আর কতগুলি বস্তু আছে যাহা প্রয়োজন আসিলেও মূল বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্য সংশ্লিষ্ট নয়। সেইগুলি যদি মূল বস্তু বিক্রয়কালে বিক্রয়ের মধ্যে উল্লিখিত হয় তবে বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। আর যদি ঐ গুলির কথা উল্লেখ করা না হয়, তবে শামিল হইবে না।

www.nagorikpathagar.org

কতকগুলি বস্তু এইরূপ ও থাকে যাহার মূল্য খুব বেশী নয়; সুতরাং কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করাকালে ক্রেতা এইরূপ মনে করে যে, ঐ বস্তুগুলির কথা উল্লেখ না করিলেও আপনা হইতে উহা অধিকারে আসবে। কেননা বিক্রেতা এমন কৃপণ হইতে পারে না যে, সে ঐ বস্তুগুলি রাখিয়া দিবে। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উল্লিখিত না হইলে উহা মূল বস্তুর বিক্রয়ের মধ্যে আপনা হইতেই শামিল হইয়া যায়। ঐ গুলির বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন করে না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। গৃহের তালা এইরূপ একটি বস্তু। তবে যদি কোন দোকান গৃহ বিক্রয় করা হয় তবে সেইক্ষেত্রে উহা গৃহ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। যদিও তালাটি ক্রয়-বিক্রয় কালে উক্ত দরজার লাগানো থাকে। ঐ তালার চাবির হুকুমও তদ্রূপ ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। তারপর গৃহের সিঁড়ির কথা হইল, যদি উহা গৃহের সাথে সংযুক্ত থাকে, তবে গৃহের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। সিঁড়ির তক্তাসমূহের হুকুম একইরূপ। এইকথা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

বিক্রয়কৃত গৃহে যদি উনান থাকে, তবে বিক্রিত গৃহের মধ্যে শামিল হইবে। তবে শর্ত এই যে, যদি উহা মৃত্তিকার মধ্যে খননকৃত হয়। আর যদি খননকৃত না হয়; বরং পৃথক হয়, তবে তাহা গৃহ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা ততারখানিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার বৈঠকখানার অর্ধাংশ কোন শরীক বা অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করে, তেব বাহিরের দিকের অংশ দরজাসহ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। ইহা কানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেহ গৃহ বিক্রয করে এবং গৃহের মধ্যে কাষ্ঠ রাখিবার তাক থাকে, তবে তাহাও বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে, যাহা ফতোয়ায়ে এতাবয়াহ হইতে নকল করা হইয়াছে। যদি কেহ কোন গৃহ খরিদ করে এবং তাহর দরজার কপাট নিয়া বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বিক্রেতা বলে যে, ইহা আমার আর ক্রেতা বলে যে তোমার নয়, আমার, তবে যদি ঐ কপাট গৃহের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে কেতার কথা গ্রহণযোগ্য হইবে। আার যদি সংযুক্ত না থাকে এবং গৃহ বিক্রেতার কব্জায় থাকে, তবে বিক্রেতার কথা গৃহীত হইবে। আর যদি ক্রেতার কব্জায় থাকে, তবে কেত্রারকথা কবুর হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্নিত আছে।

মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আমি এই ঘর এবং ঘরের মধ্যে যাহা কিছু আছে তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম, তবে ঘরের মধ্যে যেইসব মাল সামান ঐ ঘরের সংশ্লিষ্ট নয় ক্রেতা তাহার মালিক হইবে না। অবশ্য যেই বস্তুসমূহ ঘরের হক হুকুকেরমধ্রেগগ্র তাহা ক্রেতা পাইবে; সুতরায়া বিক্রেতার ঐরূপ কথার অর্থ ডেইসব মালসামান উক্ত ঘরের সহিত সংশ্লিস্রট তাহাই। হেশাম (রহঃ) বলেন যে, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, যদি কেহ এইরূপ বলে যে, আমি এই গৃহ এবং যাহা কিছু উহাতে আছে তোমার নিকট বিক্রয করিলাম, তবে তাহার হুকুম কি হইবে? তিনি বলিলেন, এইরূপ ছুরতে ঘরের হক হুকুম সম্পর্কিত যেই বস্তসমূহ তাহাই ঘর বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হইবে। যদি কেহ এইরূপ বলে যে, এই গৃহ এবং তাহার সম্পদ বিক্রয়ের স্বীকৃতি দিতেছি, তবে ইহা জায়েয হইবে এবং এইক্ষেত্রে ঐ সম্পদও ঘর বিক্রয়ের সাথি শামিল হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

নাওয়াযিল কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবুবকর (রহঃ) এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কাহারও দুইটি গৃহ ছিল। উহার একটির নীচে রান্নাগৃহ, উহার দরজা অন্য গৃহের মধ্যে। তারপর ঐ ব্যক্তি যেই গৃহের মধ্যে রান্নাঘরের দরজা, সেই গৃহটি বিক্রয় করিল। তারপর অন্য গৃহটি বিক্রয় করিল। এখন ইহার হুকুম কি হইবে? তিনি বলিলেন, রান্নাগৃহটি ঐ ক্রেতার অধিকারে যাইবে যেই ব্যক্তি সেই ঘরটি ক্রয় করিয়াছে যাহার মধ্যে উহার দরজা। আর যদি ঐ গৃহ যাহার নীচে রান্নাঘর অবস্থিত সেই ঘর প্রথম বিক্রয় করে ও অন্য গৃহটি পরে বিক্রয করে, তবে রান্না ঘরটি তাহার হইবে না যাহার ঘরে রান্না ঘরের দরজা।

শায়খ আবু নছর (রহঃ) এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি একটি ঘর ক্রয় করিল, যাহার মধ্যে একটি রান্নাঘর আছে এবং উহার দরজা ঐ ক্রেতার ঘরের দিকে এবং উহার পিছন প্রতিবেশীর ঘরের দিকে। তারপর ঐ ক্রেতা এবং প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদ শুরু হইল যে, রান্না ঘরটি কাহার মিলিবে? তিনি বলিলেন যে, রান্না ঘরটি সেই ব্যক্তি হইবে যাহার গৃহেরর দিকে উহার দরজা। পতিবেশী যদি সাক্ষীর দ্বারা ইহা প্রমাণ করে তবে কাজী তাহাকে রান্নাঘর দিয়া দিবে। তবে যদি ক্রেতা ঐ গৃহটি তাহার হক হুকুকসহ ক্রয় করিয়া থাকে তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে বিক্রেতার নিকট হইতে এই পরিমাণ মূল্য ফেরত লইয়া লয় যাহা রান্নাঘর বাবত আসে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ কোন প্রাচীর খরদি করে তবে ঐ প্রাচীরের নীচের যমিন বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে এবং এই মাসয়ালা তোহফা কিতাবে বিনা মতভেদে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু মুহীত কিতাবে উহা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) এর কওল বলিয়া বলা হইয়াছে এবং উহাতে লিখিত হইয়াছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ঐ যমিন বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয় না; কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর জাহের মাযহাব অনুযায়ী বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হইবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কোন ব্যক্তি একটি গৃহ বা দোকান খরিদ করিল এবং তাহার বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর তাহাতে কিছু কাষ্ট এবং অন্যান্য বস্তু বাহির হইর। তবে ঐ কাষ্ঠ যদি গৃহের কাষ্ঠ হয় যাহার উপর ঐ গৃহের ভিত্তি ছির। ফরাসী ভাষায় যাহাকে শাহ বলা হয় তবে উহা ক্রেতার স্বত্ব হইবে। আর যদি উহা এমনিই রাখা হইয়া থাকে তবে উহাতে বিক্রেতার অধিকার হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি কেহ দোকান গৃহ বিক্রয় করে তবে উহার তক্তা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। চাই উহা দোকান গৃহের হক-হুকুকসহ বিক্রয় করা হউক বা না হউক। ইহাই পছন্দনীয় মত। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন কর্মকার তাহার নিজের দোকান বিক্রয় করে তবে তাহার দোকানের হাতুড়ি বিক্রিয়ের মধ্যে শামিল হইবে যদিও বিক্রয়ের মধ্যে দোকানের হক হুকুকের কথা উল্লেখ করা না হয়; কিন্তু স্বর্ণকার তাহার দোকান বিক্রয় করিলে সেইক্ষেত্রে তাহার হাতুড়ি বিক্রয়ের মধ্যে মামিল হইবে ন্যাদিও দোকানের হক-হুকুকের কথা উল্লেখ করা হয়। কর্মকারের বাতাস ফুঁকিবার চোঙা গৃহ বিক্রয়ের মধ্রে দাখির হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। কাসার ডেকচি ডাহাতে রুটি পাকানো হয় অথবা রংকারদের রঞ্জিত পানি রাখিবার পাত্র ইত্যাদি বিক্রেতার অধিকারে থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ধোপাদের কাষ্ঠ যাহার উপর কাপড় কাচা হয় তাহা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না; যদিও হক-হুকুকের কথা উল্লেখ করা হয়। ছাতু মাখিবার বরকত, রুটি ভাজিবার পাত্র যদি লোহা বা কাসার হয় তবে তাহা বিক্রেতার থাকিবে। ইহা মুহীতে সুরখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর যদি মৃত্তিকা নিতি হয় তবে বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

গৃহে রক্ষিত সিন্দুক, ধোপা ও তেলিদের পাত্রসমূহ, যমিনে প্রোথিত মটাক বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। কেননা এইগুরি গৃহের হক-হুকুকের মধ্যে নয়এমাটকথা যেই সকর বস্তু গৃহের সরঞ্জাম ভুক্ত নহে গৃহে বিক্রয়ের মধ্যে উহার হক-হুকুকের কতা উল্লেখ করা হউক বা না হউক এইসব বস্তু গৃহ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। যদি কেহ হাম্মাম বিক্রয করে তবে পানি উঠাইবার পাত্র বা পিয়ালা ঐ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না্হি জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। তাহাছাড়া ডোল বালতিও বিক্রয়ের মধ্যে দাখির হইবে ন্যুহীতে সুরুখসী কিতাবে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে। হাবী কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম আবুবকর (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, যদি কেহ হাম্মামখানা বিক্রয করে তবে এ বিক্রয়ের মধ্যে হাম্মাখানার চেরাগ বা প্রদীপ দাখির হইবে কিনা? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন, না, তাহা দাখিল হইবে না। তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ভাগ
যমিন বিক্রয়ের মধ্যে যা শামিল হয় তার মাসায়েল

যদি কেহ যমিন বা আঙ্গুরের বাগান বিক্রয় করে এবং হক-হুকুক ও সংশ্লিষ্ট বস্তুর বিষয় উল্লেখ না করে তবে এ সব বস্তু যাহা তাহাতে সদা সর্বদা রাখা হয় যেমন বৃক্ষের চারা অথবা বৃক্ষ এবং ঘর দরজা ইত্যাদি বস্তু শামিল হইয়া যায়। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, বৃক্ষ যমিন বিক্রয়ের মধ্যে উল্লিখিত না হইলেও বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হইয়া যায়। তিনি এই ব্যাপারে ফলদার বা ফলশূন্য, ছোট বা বড় পার্থক্য না করিয়া সকল শ্রেণীর বৃক্ষই একই সমান বলিয়াছেন এবং ছহীত ও বিশুদ্ধ মতও ইহাই যে, বিনা উল্লেখেই উহা যমিন বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে বর্ণিত আছে। চাই ঐ বৃক্ষসমূহ জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য হউক বা অন্য কোন কাজের জন্য। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। অবশ্য শুষ্ক বৃক্ষ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। কেননা তাহা কর্তিত অবস্থান আছে। ইহা অন্যস্থান হইতে শুষ্ক জ্বালানি কাষ্ঠ আনিয়া রাখার অনুরূপ। ইহা ফতহুর কাদীরের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আমাদে মাশায়েখ (রহঃ) বলিয়াছেন, যে সকল বৃক্ষ জ্বালানীর জন্য কাটিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে বপন করা হয় সেই বৃক্ষগুরি যমিন বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয় না। কেননা উহা যমিনের ফল বা শস্যের অনুরূপ। ফল বা শস্য এস্তেহসানান যমিন বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হয় না। তবে যদি ক্রেতা বিক্রয়কালে শর্ত করিয়া লয় তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর বৃক্ষও যমিন বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। যদি কেহ যমিন তাহার হক-হুকুক উল্লেখ করত ঃ বিক্রয় করে তবে শস্য এবং ফল ফলাদি জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। আর যদি এইরূপ বলে যে, আমি যমিনের ছোট বড় সব রকম হক হুকুকের সাতে বিক্রয় করিলাম। তাহা হইলেও যমিনের উৎপন্ন ফসল এবং ফল ফলাদি যমিন বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ এইরূপ বরে যে, আমি ছোট বড় যাহা কিছু যমিনে আছে সবসহ উহা বিক্রয় করিলাম। তবে ফসল তরকারী, ফল-ফুল যাহা কিচু আছে সবই যমিন ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু যাহা বাহির হইতে আনিয়া ঐ যমিনে রাখা হয়, যেমন জ্বালানী কাষ্ঠ, কাঁচা ইট ইত্যাদি এইসব বস্তু বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। হাঁ, তবে যদি উহারও শর্ত করিয়া লওয়া হয় তব শামিল হইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। যদি যমিনে কবর থাকে তবে কবর ব্যতীত বাকী যমিন বিক্রয় জায়েয হইবে। আর যেই স্থানে ফসল কাটিয়া আনিয়া রাখা হয় তাহা যমিনের আনুষঙ্গিক স্থান নহে; সুতরাং আনুষঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট বস্তু শর্ত রাখিলেও উহা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা বাহারুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে। যখন কেহ যমিন বা আঙ্গুরের বাগান বিক্রয় করে এবং বলে যে, আমি সমস্ত আনুষঙ্গিক বস্তু এবং হক-হুকুকসহ বিক্রয় করিয়াছি। তবে যেই বস্তু ও বিষয়গুলি উল্লেখ না করিলে বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয় না সেইগুলির কথা উল্লেখ করিলেও শামিল হইবে।

যদি কেহ খুরমা বৃক্ষ তাহার রাস্তার যমিনের সাথে ক্রয় করে এবং রাস্তার স্থান উল্লেখ না করে আর উহা তেমন সুপরিচিতও না হয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে এবং ঐ বৃক্ষের দিকে যাওয়ার রাস্তা যেইদিক দিয়া ইচ্ছা নির্দিষ্ট করিয়া লইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। শাহতুত এবং উহার পাতা তাহাছাড়া জাফরান এবং গোলাপের পাতা ফলের অনুরূপ হয় এবং উহার বৃক্ষসমূহ খুরমা বৃক্ষের

www.nagorikpathagar.org

অনুরূপ হয়। কোন ব্যক্তি একটি যমিন বিক্রয় করিল, তাহাতে কাপার্স তুলা ছিল। তবে উহার বিষয় উল্লেখ করা ব্যতীত উহা যমিন বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। কেননা উহা ফলের অনুরূপ। ফোকাহাগণ বরেন যে, শিমুল তুলাও বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না এবং উহাই ছহীহ। বেগুন বৃক্ষ ও উল্লেখ করা ব্যতীত যমিন বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ইহা হাফেজ আহমদ সমরকন্দী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

ঝাউবৃক্ষ এবং বেতবৃক্ষ যমিন বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। এইভাবে জংলী বৃক্ষসমূহের হুকুম হইবে। ইমাম জোফলা (রহঃ) বেতবৃক্ষকে ফলের সাথে তুলনা করিয়াছেন। চাই তাহা কাটিবার যোগ্য হউক বা না হউক। ফতোয়া ইহারই উপর। যেইসব বস্তু যমিরেন মধ্যে গুপ্ত থাকে তাহা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। কেননা তাহা দীর্ঘদিন থাকার কারণে বৃক্ষের অনুরূপ হইয়া যায়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যমিরেন উপরে যদি লোহা থাকে তবে ৷তাহর কথা উল্লেখ না করিলে বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয় না। যেইভাবে ফল ও ফসল বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হয় না। যাহা যমিনের নীচে গুপ্ত থাকে সেইবস্তু সম্পর্কে ফোকাহগণ বলিয়াছেন যে, উহাও বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হইবে না। কেননা উহার কতা লোকগণ জানিতে পারিলে উহার হুকুও ফল ও এবং ফসেলের অনুরূপ হইয়া যায়। তবে কোন কোন ফোকাহা বলিয়াছেন যে, উহা বিক্রয়কৃত যমিনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা মুহীত কিতাবের উল্লেখ আছে।

কোন ব্যক্তি তাহার যমিনে বীজ বপন করিল এবং চারা গজাইবার পূর্বে উক্ত যমিন বিক্রয় করিল। তবে ঐ বীজ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। আর যদি ঐ বীজ চারা গজাইয়া এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তখন পর্যন্ত উহার কোন মূল্য হয় নাই। তবে ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) এর মতে তাহাও যমিন বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। তবে ছহীহ মত এই যে, অন্তুভূকৃত হবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে যে, এই মতই বিমুদ্ধ। যদি কেহ কোন মিন বিক্রয় করে আর যদি উহাতে খুরমা বৃক্ষ থাকে, তেব উল্লেখ করা ব্যতীতই উহা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। তবে যদি বিক্রয় করার সময় ঐ বৃক্ষে ফল থাকে এবং ফল ক্রেতা পাইবে বলিয়া শর্ত করা হয়, তবে সে ফল হইতে নিজের অংশ নিয়া নিবে।

তবে যদি যমিনের মূল্য পাঁচশত দেরহাম হয় এবং বৃক্ষের মূল্যও ঐ পরিমাণ হয় এবং ফলের মূল্য এ পরিমাণ হয়, তবে সম্পূর্ণ মূল্য তিনভাগ করা হইবে। তারপর যদি কব্জা করার পুর্বে ফল কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হইয়া যায় অতবা বিক্রেতা উহা খাইয়া ফেলে তবে ক্রেতার মূল্য হইতে এক-তৃতীয়াংশ রহিত করা যাইবে। এইক্ষেত্রে ক্রোর ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে সম্পূর্ণ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা যমিন লইয়া লয়; অথবা ইচ্ছা করিলে ঐ যমিন ছাড়িয়াও দিতে পারে। ইহাই সব ইমামের কওল। সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রয়-বিক্রয়ের কালে বৃক্ষে ফল না থাকে তারপর কব্জা করার পূর্বে বৃক্ষ ফলদার হইয়া যায় তবে সেই ফল ক্রেতার হইবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ফলের অতিরিক্ততা যমিন এবং বৃক্ষ উভয়ের মধ্যে গণ্য হইবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট শুধু বৃক্ষের মধ্যে গণ্য হইবে। এই মাসায়ালার বিস্তারিত ছুরত এই যে, যদি যমিন বৃক্ষ এবং ফল উহার প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচশত দেরহাম করিয়া ধরা যায় এবং বিক্রেতা ক্রেতার কব্জা করার পূর্বে ফলসমূহ খাইয়া ফেলে তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বাকী দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য দ্বারা ক্রেতার বৃক্ষ এবং যমিন নিয়া নেওয়া বিনা ইখতিয়ারে ওয়াজিব ইবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কেত্রার দজন্য ইখতিয়ার থাকিবে যে, চাই সে উহা নিয়া নেয় বা চাই সে ক্রয়-বিক্রয তরক করে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বরেন যে, ক্রেতা হইতে এক চতুর্থাংশ মুল্য রহিত হইবে। আর

www.nagorikpathagar.org

বাকী তিন-চতুথাংর্শ মূল্য দ্বারা ইচ্ছা হইলে সে যমিন ও বৃক্ষ নিয়া নিতে পারে এবং ইআ হইলে নাও নিতে পারে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

এই ছুরতে যদি বৃক্ষে দুইবার ফল আসে তবে ক্রেতা যমিন এবং বৃক্ষ অর্ধেক মূল্যে নিবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য দ্বারা নিবে। আর যদি তিনবার ফল আসে তবে যমিন এবং বৃক্ষ দুই-পঞ্চমাংশ মূল্য দ্বারা নিবে। আর তিন পঞ্চমাংশ মূল্য রহিত হইয়া যাইবে এবং আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট যমিন ও বৃক্ষ পাঁচ অষ্টমাংশ মূল্য দ্বারা নিবে। আর যদি চারিবার ফল আসে তবে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য দ্বারা নিবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট তিন-পঞ্চমাংশ মূল্য দ্বারা নিবে। আর যদি পাঁচ বার ফল আসে তবে উহা দুই-সপ্তামাংশ মূল্য দ্বারা নিবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট সাত দ্বাদশাংশ মূল্য দ্বারা নিবে। এইরূপ মবসুত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি ফল কোন আসমানী বালা অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হইয়া যায় তবে মূল্য হইতে কিুই রহিত ইব না এবং সব ইমামের নিকটই বিনা মতেভেদে ক্রেতার উহা না ওনেয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না।

আর যদি বৃক্ষ এবং যমিনের প্রত্যকটির মূল্য পাঁশত দেরহাম করিয়া উল্লেখ করা হয় তবে সব ইমামের নিট এই ছুরতে ফলের অতিরিক্তা বিশেষভাবে বৃক্ষের উপর গন্য হইবে; সুতরা যদি বিক্রেতা উহা খাইয়া ফেলে তবে ক্রেতা হইতে এক-চতুথাংশ মূল্য রহিত হইবে। ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট কেত্রার উহা না নিবার ইখতিয়ার থাকিবে না এবং ছাবেবাইনের নিকট উহা না ওনওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কোন ব্যক্তি বৃক্ষের চারা খরিদ করে এব বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে উহাকে মুলসহ উঠাইয়া নিতে হুকুম দেয়। আর যদি ক্রেতা উহা বিক্রেতার বিনানুমতিতে রাখিয়া দেয় এমনকি উহাতেফল আসিতে শুরু করে তবে ক্রেতা ঐ ফল ছদকাহ করিয়া দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেহ যমিন এবং বৃক্ষ খরিদ করে যাহতে পানি বহিয়া আসার কোন ব্যবস্থা নাই এবং ক্রেতার উহা জানা নাই। তবে তাহার উহা নেওয়ার বা না নেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত ইহয়াছে। এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে, যে পরিমাণ পানি ঐ বিক্রয়কৃত যমিরেন জন্য যথেষ্ট কাজী ক্রেতার জন্য সেই পরিমাণ পানির হুকুম দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিপিবদ্ধ আছে। একব্যক্তি খুরমা অথবা ঐ শ্রেণীর অন্য কোন বৃক্ষ বক্রিয় করিল যাহাতে ফল ছিল। তবে ফল ঐ বিক্রেতার জন্য হইবে। তার যদি ক্রেতা এইরূপ শর্ত করিয়া লয় যে, আমি ফলসহ বৃক্ষ ক্রয় করিব। এমতাবস্থায় ফল উক্ত ক্রেতার হইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রেতা কয় করাকালীন ফলের শর্ত উল্লেখ না করে তবে তাবিয়ীন কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ছহীহ কওল অনুযায়ী ফলের কোন শূল্য থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কোন পার্থক্য নাই। উভয় অবস্থায় উহা বিক্রেতার হইবে। যদি কেহ কোন বৃক্ষ এই শর্তে ক্রয় করে যে, বৃক্ষটি মুলসহ খুদিয়া উঠাইয়া নিবে। তাবে এইক্ষেত্রে ফোকাহাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা আছে। তবে ছহীহ এই যে, এইরূপ বিক্রয় জায়েয হইবে এবং ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে বৃক্ষটি মূলসহ উঠাইয়া নেয়। অঅর যদি কেহ বৃক্ষ কাটিয়া নিবার শর্তে ক্রয় করে, তবে কোন কোন ফকীহ বলেন যে, যদি উল্লেখ থাকে যে, কোন স্থান হইতে উহা কাটিয়া নিবে অথবা উহা কাটিবার স্থান যদি সকলের নিকট নির্দিষ্ট থাকে এবং তদনুসারেই ক্রেতা কাটিয়া নিতে রাজী থাকে, তবে এই ক্রয় বিক্রয় জায়েয হইব নচেৎ জায়েয হইবে না; কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন যে, প্রত্যেক অবস্থায়ই জায়েয হইবে এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত। ক্রয়কারীর যমিনের উপর হইতে বৃক্ষ কাটিবার ইখতিয়ার থাকিবে এবং উহার যে মূল্য ও শিকড় যমিনের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে শর্ত ব্যতীত তাহা ক্রেতার হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, বৃক্ষ ক্রয় করা তিন অবস্থা হইতে খালি নহে। এক অবস্থা যে, শুধু বৃক্ষ যমিনের মূল খুদিয়া নেওয়া ব্যতীত খরিদ করে। এই অবস্থায় ক্রেতাকে বলা যাইবে যে, উহা মূলসহ খুদিয়া নাও এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যেন ও শিকড়সহ তাহা খুদিয়া উঠাইয়া নেয় এবং বৃক্ষের মূল বৃক্ষ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। তবে ক্রেতার জন্য এই ইখতিয়ার থাকিবে না যে, সে মূল শিকড় বিস্তারের শেষ সীমা পর্যন্ত যমিন খুদিয়া ফেলে। অবশ্য দেশের প্রচলন অনুসারে তাহা খুদিয়া নিতে পারে। তবে এই অবস্থায় ক্রেতা ঐরূপ যমিন খুদিতে পারিবে না, যখন বৃক্ষ উপর হইতে কাটিয়া নেওয়ার শর্ত থাকে অথবা যমিন খুদিয়া মূল নিলে বিক্রেতার কোন লোকসান হয়। যেমন হইতে পারে যে, বৃক্ষের নিকটে কোন দেওয়াল বা প্রাচীর আছে এবং বৃক্ষের শিকড় ঐ দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে এমন অবস্থায় ক্রেতাকে যমিনের উপর হইতে বৃক্ষ কাটিয়া নেওয়ার হুকুম করা হইবে। এইরূপ হুকুম করার পরও যদি ক্রেতা বৃক্ষের মূল্য ও শিকড় খুদিয়া উঠায় তবে উহার মালিক বিক্রেতা হইবে।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, এই শর্তের উপর ক্রয় করে যে, যমিনের যেই স্থান হইতে বৃক্ষ জমিয়া উঠে, ক্রেতা সেই পর্যন্তের দাবীদার হইবে। এই অবস্থায় ক্রেতা বৃক্ষের সমস্ত মূল শিকড় খুদিয়া নিতে পারিবে না। তৃতীয় অবস্থা এই যে, ক্রেতা কোন শর্ত আরোপ করা ব্যতীত যমিন খরিদ করে। ইমামা আবু ইউসুফ (রহঃ) বরেন যে, এই যে ক্রেতা কোন শর্ত আরোপ করা ব্যতীত যমিন খরিদ করে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এই অবস্থায় বৃক্ষের নীচের যমিন বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হবে না; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট দাখিল হইয়া যাইবে এবং বৃক্ষ তাহার দাঁড়াইবার স্থানসহ বিক্রয়ের মধ্যে মামিল হইবে এবং কেত্রা উহার অধিকারী হইবে। ছদরে শহীদ (রহঃ) বলেন যে ফতোয়া উহার উপর যে, যমিন বৃক্ষের সাথে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। বাহরুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এই মতই পছন্দনীয়। ফোকাহগণ সম্মিলিতভাবে এই মত পোষন করে যে, যদি ক্রেতা বৃক্ষ কাটিয়া নেওয়ার জন্য ক্রয় করে তবে তাহার নীচের যমিন বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। আর যদি বৃক্ষটি যথাস্থানে রাখিয়া দেওয়ার জন্য ক্রয় করে, তবে সর্বসম্মতভাবে বৃক্ষের নীচের যমিন বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

যেই অবস্থায় বৃক্ষের নীচের বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে তখন ক্রেতা উহা কব্জা করিবার কালে বৃক্ষ যতখানি মোটা ও প্রশস্ত হয় তবে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে তদপরিমাণ যমিন ক্রেতাকে ছাড়িয়া না দেয় এবং ফতোয়া ইহারই উপর। মুহীতকিতাবে এইরূপ লিখিতআছে। যদি কেহ মূল ও শিকড়মসহ কোন বৃক্ষ ক্যয করে এবং শিকড় হইতে কোন বৃক্ষ উদগত হয়, তবে ঐ বৃক্ষ যদি এইরূপ হয় যে, মূল বৃক্ষটি কাটিয়া ফেলিলে উহা শুকাইয়া যাইবে, তবে উহাও বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে । আর যদি মূল বৃক্ষটি কাটিবার পর উহা শুকাইয়া না যায়, তবে বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তির শুধু খালেছ যমিন এবং অন্য ব্যক্তির উহাতে বৃক্ষ আছে। তারপর যমিনের মালিক দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুমতিক্রমে একহাজার দেরহাম মূল্যে ঐ যমিন বিক্রয় করিল। যমিনের মূল্য পাঁচশত দেরহাম এবং বৃক্ষের মূল্য পাঁচশত দেরহাম ধার্য হইল, তবে উভয় ব্যক্তির মধ্যে সমান অংশে ঐ মূল্য বণ্টিত হইবে। তারপর যদি আসমানী বালা অর্থাৎ কোন প্রকৃতিক দুর্যোগে বৃক্ষটি নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে চাই ঐ ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দেয় অথবা সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া শুধু যমিন নিয়া নেয়। এইজন্য যে, ক্রেতা বৃক্ষের গুণ এবং সত্তাসহ মালিক ছিল।

অর্থাৎ যখন সেই বৃক্ষের গুণ চলিয়া যায় তখন ক্রেতার উহা নেওয়া না নেওয়ার অধিকার স্বাভাবিকভাবেই বর্তিয়া যায়। যদি ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া শুধু যমিন নিয়া নেয়, তবে ঐ মূল্যের মালিক শুধু যমিনওয়ালাই হইবে। কেননা বৃক্ষের

www.nagorikpathagar.org

গুণ নষ্ট হওয়ার কারণে তাহার ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সে শুধু যমিন ব্যতীত অন্য কিছু পায় নাই; সতুরাং সে যেই মূল্য দিল তাহা শুধু যমিনের বদলেই দিল, যেই বউ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার বদলে দিল না। আর যদি বৃক্ষের অর্ধেক নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে বৃক্ষের মালিক এক চতুর্থাংশ মূল্য পাইবে। আর যমিনের মালিকের জন্য তিন চতুর্থাংশ মূল্য হইবে। যদি যমিনের বৃক্ষে এই পরিমাণ ফল আসে যে, তাহার মূল্য পাঁচশত দেরহাম হয়, তবে বৃক্ষের মালিক মূল্যের এক তৃতীয়াংশ পাইবে এবং যমিনের মালিকও এক তৃতীয়াংশ পাইবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট অর্ধেক যমিনের মালিক পাইবে। আর যদি কেহ যমিন এবং বৃক্ষ বিক্রয় করে এবং প্রত্যেকটির মূল্য পৃথক পৃথক উল্লেখ করে আর যমিন ও বৃক্ষ একই ব্যক্তির হয় অথবা দুই ব্যক্তির হয়, তারপর যদি বৃক্ষটি নষ্ট হইয়া যায় তবে অর্ধেক মূল্য রহিত হইয়া থাকিবে। আর যদি বৃক্ষ নষ্ট না হয়; বরং কব্জা করার পূর্বে উহাতে এই পরিমাণ ফল আসে যাহার মূল্য ও ফলের মূল্য পাঁচশত দেরহাম হইবে। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ যমিনের উপর হইতে কাটিয়া নেওয়ার জন্য কয়েকটি বৃক্ষ খরিদ করে আর উহা কাটিতে গিয়া যমিন এবং বৃক্ষের মূলের ক্ষতি হয়, তবে ক্রেতার কাটিবার ইখতিয়ার থাকিবে না। কেননা তাহাতে যমিনের মালিকের লোকসান হয়। এইক্ষেত্রে মালিকের ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে নিজের ক্ষতি হইতে বাঁচার জন্য বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাই পছন্দনীয় মত। কারণ এই যে মূলেই বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট সোপর্দ করিয়া দিতে অসমর্থ। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। ফতোয়ায়ে আবুললাইছ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কয়েকটি বৃক্ষ উপর ইতে াকটিয়া নিবার জন্য খরিদ করে তারপর সে উহা না কাটে এমন কি কিছুদিন অতীত হইয়া যায় এবং গ্রীষ্মের মওসুম আসিয়া পড়ে। আর ক্রেতা তখন বৃক্ষ কাটিয়া নেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তাহাতে যমিন ও বৃক্ষমূলের কোন লোকসান না হয়, তবে ক্রেতার ঐ সময় বৃক্ষ কাটিবার ইখতিয়ার থাকিবে। আর যদি যমিন এবং বৃক্ষ মূলের কোন লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে না।

এই সুরতে মাশায়েখগণ মতভেদ করিয়াছেন যে, এইরূপ অবস্থায় কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যমিনের মালিক ক্রেতাকে বৃক্ষের মূল্য ফেরত দিবে এবং বৃক্ষের মালিক সে হইয়া যাইবে। তারপর এই ব্যাপারেও ইমামগণ পরস্পর মতভেদ করিয়াছেন যে, কর্তিত বৃক্ষের মূল্যের হিসাবে দিবে না কি অকর্তিত বৃক্ষের মূল্যের হিসাবে মূল্য দিবে? তবে অধিকাংশ মাশায়েখ বলেন যে, অকর্তিত বৃক্ষের মূল্যের হিসাবে মূল্য দিবে এবং ইহাই ছহীহ। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে বৃক্ষের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ক্রেতা বৃক্ষ বাবদ যে মূল্য দিয়াছে বিক্রেতা তাহাকে তাহা ফেরত দিয়া দিবে। ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) ইহারই উপর ফতোয়া দিতেন। ছদরে (রহঃ) স্বীয় ওয়াকেয়াতে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা মুজমিরাত কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কাহারও যমিনে অন্য কাহারও বৃক্ষ থাকে এবং যমিনের মালিক যদি বৃক্ষের মালিককে এইরূপ বলে যে, আমার যমিন তোমার যেই বৃক্ষ আছে আমার জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য তুমি আমার নিকট উহা বিক্রয় কর। অতঃপর উভয়ের মধ্যে এই ব্যাপারে ফায়ছালা হইয়া গেল যে, যাহারা বিবেচনাশীল এবং ওয়াকিফহাল তাহারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবে যে, এই বৃক্ষসমূহে কত আঁটি লাকড়ি হইতে পারে। ঐরূপ ব্যক্তিগণ একমত হইয়া বলিয়া দিল যে, পঁচিশ আঁটি লাকড়ি হইতে পারে। তারপর ক্রেতা উহার স্বাভাবিক মূল্য বিক্রেতাকে দিয়া দেয়। অতঃপর যখন ঐ বৃক্ষ কাটিয়া উহাদ্বারা লাকড়ি তৈয়ার করা হয় দেখা যায় যে, লাকড়ি পঁচিশ আঁটির অনেক বেশী হইয়াছে। এমতক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি এইরূপ ইচ্ছা করে যে, সে অতিরিক্ত লাকড়ি ক্রেতাকে দিবে না, তবে এইরূপ ইচ্ছা করা বিক্রেতার অধিকারে থাকিবে না। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি একটি আঙ্গুরের বাগান বিক্রয় করিল এবং ঐ বাগানে পানি প্রবাহিত হওয়ার রাস্তা ও বিক্রয় করিল। বিক্রেতা বলিল যে, বাগানে পানি আসিবার রাস্তা এবং যেই সকল হক হুকুক বাগানের জন্য ছাবেত আছে তাহা বিক্রয় করিলাম এবং পানি আসিবার রাস্তা একটি গলির মধ্য দিয়া যাহা বাাগনের মালিক এবং অন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী এবং ঐ পানির নালির কিনারায় কয়েকটি বৃক্ষ আছে। তবে যদি উক্ত নালির তীরে বিক্রতার স্বত্ব থাকে তবে ঐ বৃক্ষ ক্রেতার হইয়া যাইবে। আর যদি বিক্রেতার শুধু পানির উপর হক থাকে তবে ঐ বৃক্ষ বিক্রেতার হইবে; কিন্তু শর্ত এই যে, যদি ঐ বৃক্ষ রোপণকারী বিক্রেতা হয় অথবা কে তাহা জানা না যায়। আর যদি বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বৃক্ষ রোপনকারী হয় তবে বৃক্ষ তাহার হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তিকোন গ্রাম বিক্রয় করে এবং যদি ঐ গ্রামের চৌহদ্দি উল্লেখ করা না হয়, তবে ঐ বিক্রয় শুধু গ্রামের ঘর-দরজা ইত্যাদির উপর প্রযোজ্য হইবে, শস্য বা ফসলের ক্ষেত্রের উপর প্রযোজ্য হইবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি একটি গ্রাম তাহার যমিনসহ বিক্রয় করে এবং ঐ গ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতার আর একটি গ্রাম থাকে। তারপর বিক্রেতা যদি বলে যে, আমি তোমার নিকট আমার এই গ্রাম বিক্রয় করিলাম। তবে যদি সে ঐ গ্রামের চৌহদ্দি বর্ণনা না করে উহার একটির সাথে অন্যটির মিলিত থাকে, তবে দ্বিতীয় গ্রামটি প্রথম গ্রামের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। আর যদি বিক্রেতা তাহার বিক্রিত গ্রামের সীমানা উল্লেখ করে, তবে দ্বিতীয় গ্রামের কোন অংশ তাহার বিক্রিত গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ

কোন ব্যক্তির একটি গোলাম বা একটি দাসী বিক্রয় করিল। তবে ঐ বিক্রিত গোলাম বা দাসীর জন্য বিক্রেতার উপর এই পরিমাণ কাপড় দেওয়া ওয়াজিব হইবে যাহা তাহাদের সতর ঢাকিতে প্রয়োজন হয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিপিবদ্ধ আছে। আই পরিমাণ কাপড় উহাদের বিক্রয়ের মধ্যে শর্ত ব্যতীতই দাখিল হইয়া যায় । কারণ এই যে, দেশের প্রচলন এবং রীতি এইরূপ কিন্তু যদি কোন উত্তম কাপড় পরিধান করিয়া কোন বিশেষক্ষেত্রে গিয়া থাকে এবং সেই কাপড়ই তাহাদের পরিধানে থাকে, তবে শর্ত ব্যতীত ঐরূপ কাপড় দেওয়া ওয়াজিব হইবে না। কেননা তাহার প্রচলন নাই। এইজন্য অল্প মূল্যের কাপড় যাহাতে সতর আবৃত করা চলে তাহাই দিতে ইবে। তবে যদি বিক্রতা ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ কাপড় দিয়া দেয় তাহা তাহার ইখতিয়ারে থাকিবে। এইক্ষেত্রে গোলাম বা দাসীকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেই পোশাক ওদয়া হয় তাহাই উপযুক্ত কিনউত উহাদের জন্য যদি কোন খাছ পোশাক থাকে, তবে তাহা প্রযোজ্য নহে উল্লেখ্য যে, এই কারণেই কোন দাসী বা গোলাম বিক্রয়কালে তাহাদের যে মূল্য ধার্য হয় উহাদিগকে ক্রেতা কব্জা করিবার কালে বিক্রেতা উহাদের খাছ পোশাকের বদলে যদি মামুলী পোশাক দিয়া দেয় তবে উহাদের মূল্য হইতে খাছ পোশাকের মূল্য বাবত কিছু ক্রেতার যিম্মা হইতে রহিত হইবে না।

এইভাবে যদি দাসী বা গোলামের কাপড়ে কোন ত্রুটি বাহির হয বা যদি ক্রেতা উহাদিগকে কব্জা করিবার পর কোন লোক আসিয়া উহাদের পরিধেয় বস্ত্রে নিজের কোনরূপ হক দাবী করে, তবে তজ্জন্য ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে কোন কিছু ফেরত নিতে পারিবে না। ইহা তাবিয়ীন কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত দাসী বা গোলামের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পায় তবে তাহার কাপড় ব্যতীত তাহাকে ফিরাইয়া দিলে বিক্রতার নিকট হইতে সম্পূর্ণ মূল্য লইয়া লওয়া কেত্রার ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বনিৃত আছে। বাহরুর রায়েকে কিতাবে আরও বর্ণিত আছে যে, কেত্রা ক্রয়কৃত দাসী বা গোলামকে কেবল এই ছুরতেই কাপড় ব্যতীত ফিরাইয়া দিতে পারে যখন তাহার

www.nagorikpathagar.org

কাপড় খোয়া যায়। আর যদি কাপড় খোয়া না যায় তখন তাহাকে কাপড়সহ ফিরাইয়া দেওয়া ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ গোলাম বিক্রয় করে যাহার নিকট মাল আছে; কিন্তু গোলাম ক্রয়-বিক্রয়কালে যদি ঐ মালের কথা উল্লেখ না করা হয় তবে এ মাল বিক্রেতার হইবে। আর মূলত ঃ গোলামের মালিকই গোলামের মালের অধিকারী। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। ইহাই ছহীহ মত। জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে ইহা লিখিত আছে। যদি কেহ গোলামকে তাহার মালসহ বিক্রয় করে এবং বলে যে, আমি ইহাকে ইহার মালসহ বিক্রয় করিলাম;কিন্তু মালের পরিমাণ বা সংখ্যা উল্লেখ করে; কিন্তু গোলামের যদি কর্জ থাকে তাহা হইলেও উহা বায়ে ফাসেদ হবে। আর যদি মাল নগদ হয় তব বিক্রয় জায়েয হইবে। তবে শর্ত এই যে, যেন মাল মূল্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়। যদি মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ার যদি উহা দেরহাম হয় এবং গোলামের মূল্যেও যদি দেরহাম হয় তবে গোলামের মূল্য অপেক্ষা গোলামের নিকট মৌজুদ দেরহাম কম হয়, তবে জায়েয হইবে। আর যদি সমান সমান হয় বা বেশী হয় তবে জায়েয হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

ঘোড়া বিক্রয়ের মধ্যে তাহার জিন শামিল হইবে; উহার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন হইবে না। এইভাবে উট বিক্রয়কারে উল্লেখ করা ব্যতীত উটের নাকিল বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে। কিন্তু গাধা বিক্রয়ের মধ্যে গাধার রশি শামিল হইবে না। কেননা ঘোড়া এবং উটকে পাকড়াও করার জন্য রশির প্রয়োজন হয়; কিন্তু গাধা পাকড়াও করার জন্য রশির প্রয়োজন হয় না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। অবশ্য যেই রশি গাধার গলায় থাকে দেশের প্রচলন অনুসারে বিক্রয়কালে উহার উল্লেখ করা না হইলেও বিক্রেতা উহা ক্রেতাকে দিয়া দেয়। উহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যেই গাধার পৃষ্ঠের উপর পালন বা মাচান থাকে ঐ গাধা বিক্রয়কালে উক্ত পালান ও বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। ইহাই পছন্দনীয় মত। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। জহিরিয়াহ কিতাবেও এইরূপ উল্লেখ আছে। ছদরে শহীদ (রহঃ) ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ক্রেতা যদি গাধা ক্রয়কালে বিক্রেতার নিকট কোন খাছ পালন দাবী করে তবে তাহা ক্রেতার জন্য অনদিখালের শামিল ইবে। কেননা দাসী বা গোলামের কাপড়ের মাসয়ালার মত এইক্ষেত্রেও একই হুকুম অর্থাৎ কোন মামুলী পালান দ্বারাই বিক্রেতা যিম্মামুক্ত হয়। ইহা নাহরুল্ল ফায়েক কিতাবের বিবরণ।

ইমাম আবুবকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহঃ) বলেন যে, পালন শর্ত ব্যতীত বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইবে না। ইহা জাহের রেওয়ায়েত। ফতোয়ায়ে কাজীখানে এইরূপ উল্লেখ আছে এবং ইহাই বাহরুর রায়েক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, গাধার পালন গাধার বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যায়। ঘোড়ার লাগাম এবং বয়েল গুরুর শৃঙ্গ বাঁধিবার রশি শর্ত ব্যতীত বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয় না। কেননা দেশে উহা বিক্রতার দিবার প্রচলন নাই। যদি উষ্ট্রী, দেশীয় ঘোড়ী, বকরী ইত্যাদি জন্তু বিক্যিয করা হয় এবং বিক্রয়স্থলে উহাদের বাচ্চাগলিও সঙ্গে আনা হয়। তবে ইহার দ্বারা ঐ জন্তগুলি বিক্রয়ের সাথে উহাদের বাচ্চাগুলিও বিক্রিত হইবে বলিয়া বুঝা যায়; সুতরাং উহা বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। আর দেশে যদি ঐরূপ প্রচলন না থাকে তবে শামিল হইবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেন যে যদি, কেহ মৎস্য খরিদ করে এবং তাহার পেটে মোতি পাওয়া যায় তবে কাহারও কাহারও মতে উহার মারিক ক্রেতা হইবে এবং কোন কোন ইমাম বলেন যে, যদি মৎস্য বিক্রেতা অনায়াসে মৎস্য ধরিয়া আনে তবে উহা ক্রেতার হইবে। আর যদি বিক্রেতা বহু আয়াসসাদ্যে মৎস্য শিকার করে তবে ক্রেতা উক্ত মোতি বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দিবে। ঐ মোতি বিক্রেতার নিকট লোকতাহ অর্থাৎ পতিত মালের ন্যায় হইবে।

এক বৎসর পর্যন্ত উহার এলান এবং প্রচার করিবে। তারপর যদি উহার প্রকৃত মালিকের কোন সন্ধান না পাওয়া যায় তবে উহা গরীব মিসকীনদের মধ্যে ছদকাহ করিয়া দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে একটি মাছ ক্রয় করে এবং উহার পেটে অন্য একটি মাছ পাওয়া যায় তবে ঐ মাছটি ক্রেতার হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। আর যদি কোন মাছের পেটে আম্বর পাওয়া যায় তবে তাহাও ক্রেতার হইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ক্রয়কৃত মুরগীর পেটে মোতি পাওয়া যায় তবে তাহা বিক্রেতার হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাজরীদ কিতবে বর্ণিত আছে যে, যেই সব বস্তু পাখীদের পেটে পাওয়া যায় যদি তাহাই এই শ্রেণীর হয় যে, সচরাচর পাখী উহা খাইয়া থাকে তবে তাহা ক্রেতার হইবে। আর যদি এমন বস্ত হয় যাহা সচরাচর পাখী খায় না তবে তাহা বিক্রেতার হইবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ক্রয়কৃত মাছের পেটে অন্য একটি মাছ পাওয়া যায় এবং সেই দ্বিতীয় মাছটির পেটে মোতি পাওয়া যায় তবে তাহা বিক্রেতার হইবে।

জানিয়া রাখিবে যে, স্বাভাবিকভাবে যেইসব বস্তু অন্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হইয়া যায় ঐ বস্তুর মোকাবেলায় মূল্যের কোন অংশ ধার্য হয় না এবং এইজন্যই কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী খরিদ করে তারপর তাহার কোন একটি গৃহ বিধ্বস্ত অথবা প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তাহাতে ঐ বাড়ীর মূল্য হইতে কোন কিছু কমতি হয় না। আর যদি কোন গৃহে কোন ব্যক্তির হক ছাবেত হয়, তবে ক্রেতা উহার মূল্যের অংশ বিক্রেতাকে কম দিয়া বাড়ী নিয়া নিবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খিয়ারে শর্তের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

উল্লেখ্য যে, যেই ক্রয়-বিক্রয়ের আকদের মধ্যে খিয়ারের শর্ত থাকে, সেই ক্রয়-বিক্রয় লাযেম হয় না। যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য হয় তবে তাহার মাল নেওয়া না নেওয়ার অধিকার থাকে। আর যদি খিয়ার বিক্রেতার থাকে, তবে তাহার মাল দেওয়া না দেওয়ার অধিকার থাকে। ক্রয়-বিক্রয় খিয়ারের শর্তের সাথে হওয়া আমাদের নিকট শুদ্ধ। খিয়ারের শর্ত শুধু ক্রেতার জন্য অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য এবং কোন আজনবী ব্যক্তির জন্য ধার্য করিয়া লওয়া আমাদের নিকট জায়েয আছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আমাদের নিকট খিয়ারের শর্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার জন্য রাখা হইয়াছে, উহাতে অনুমতির জন্য রাখা হয় নাই; সুতরাং যখন মীয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার সময় থাকে না তখন ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে।

খিয়ারের শর্ত কয়েক প্রকার আছে। এক প্রকার এই যে, সর্বসম্মতভাবে উহা জায়েয। উহার ছুরত এই যে, ক্রেতা বলে যে, আমাকে তিনদিন অথবা তাহার কম সময় দিতে হইবে। আর এক প্রকার এই যে যাহাতে ইমামদের মতভেদ আছে। উহার ছুরত এইরূপ যেমন ক্রেতা বলে যে, আমার একমাস অথবা দুইমাসের খিয়ার থাকিবে। এই ছুরত ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বাতিল এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট তিন দিনের বেশি সময়ের জন্য খিয়ারে শর্ত জায়েয নহে। আর ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, তিনদিনের বেশি সময় হইলেও যদি নির্দিষ্ট মুদ্দত হয় তবে তাহা জায়েয আছে। ইহা মোখতারুল ফতোয়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম আজম (রহঃ) এর কলওই ছহীহ। জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি তিনদিনের বেশী সময়ের জন্য খিয়ারে শর্ত করা হয় থবা হামেশার জন্য করা হয় এমনিক সেই কারণে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যায় তবে যদি তিনদিনের অনুমতি দেওযা হয় তাহা হইলে আমাদের নকিট ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হইয়া যাইবে। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ। আর যদি তিনদিনের বেশির জন্য খিয়ারে শর্ত করে অথবা মোটে সময়ের উল্লেখই না করে অথবা অনির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করে তারপর তিনদিনের মধ্যে অনুমতি দিয়া দেয় অথবা ক্রেতা বা গোলামের মৃত্যুত খিয়ার বাতিল হইয়া যায় বা ক্রেতা গোলামকে আযাদ করিয়া দেয় কিংবা উহার মধ্যে কেহ এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেয়, যাহাতে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ লাযেম হইয়া যায়, তবে এই সকল ছুরতে আকদে ফাসেদ পরিবর্তিত হইয়া জায়েয হইয়া যায়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

ইমাম আজম (রহঃ) এর কথানুযায়ী মাশায়েখগণ মতভেদ করিয়াছেন যে, কেহ কেহ ঐ আকদের ছহীহ হওয়ার হুকুম দিয়াছেন। আর কোন কোন ইমাম বলিয়াছেন যে, উহা আকদে ফাসেদ অর্থাৎ বাতিল ক্রয় বিক্রয় হইবে। ইহা নেহায়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। নাহরুল ফায়েক কিতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, কেহ কেহ বলেন যে, উহাই জাহের রেওয়ায়েত। আর মজবুত রেওয়ায়েত এই যে, এইরূপ ক্রয়-বিক্রয মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত থাকিবে। তারপর যদি চতুর্থ দিনের কিছু সময় অতিত হয় তবে ঐ সময় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা খোরাসানী মাযহাব। ইহা নেহায়াহ কিতাবের বিবরণ।

বাহরুর রায়েক কিতাবে জহিরিরাহ এবং যখীরাহ কিতাব হইতে নকল করা হইয়াছে, এই মতকে ইমাম সুরুখসী (রহঃ) এবং ফখরুল ইসলাম (রহঃ) ও মাশায়েখে মাওরাউন্নাহার (রহঃ) প্রমুখ গ্রহণ করিয়াছেন। যদি খিয়ারের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট মীয়াদ উল্লেখ করা না হয় এবং যাহার জন্য খিয়ার ছিল সে তিনদিন পর নিজের খিয়ার বাতিল করিয়া দেয় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট ক্রয় বিক্রয়ের আকদ জায়েয হইবে না এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট আকদে ফাসেদ পরিবর্তিত হইয়া জায়েয হইয়া যাইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত আছে। ফতোয়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি ক্রেতার জন্য রমজান মাসের পর দুইদিনের খিয়ার শর্ত করা হয় এবং ক্রয়-বিক্রয় রমজান মাসের শেষদিন অনুষ্ঠিত হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হইবে এবং ক্রেতার জন্য তিনদিনের খিয়ার হবে। একদিন রমজান মাসের এবং দুইদিন তাহার পর। যদি এইরূপ বলা হয় যে, উহার রমজান মাসে খিয়ার নাই। তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি কেহ রমজান মাসে কোন বস্তু এই শর্তে ক্রয় করে যে, রমজানের পরে তাহার তিনদিনের খিয়ার আছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল অনুসারে আকদ ফাসেদ হবে এবং এইভাবে যদি ঐ ছুরতসমূহে বিক্রেতার খিয়ার থাকে, তবে তাহাও বাতিল হইবে। যদি ক্রেতা বিক্রেতার সাথে এইরূপ শর্ত করে যে, তোমার রমজান মাসে খিয়ার নাই এবং রমজানের পরে তিন দিনের খিয়ার আছে অথবা যদি বিক্রেতা ক্রেতার সাথে এইরূপ বলে, তবে সব ইমামের নিকট ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট একটি কাকপড় দশ দেরহাম মূল্যে বিক্রয় করে, তারপর বিক্রেতা কেত্রাকে বলে যে, আমাকে তুমি কাপড় দিবে অথবা দশ দেরহাম দিবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এই কথা আমাদের নিকট খিয়াররূপে গণ্য। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।খিয়ারে শর্ত যেইরূপ জায়েয ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ছাবেত হয়, একইভাবে বাতিল ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও ছাবেত হয়। এমন কি যদি কেহ একটি গোলাম এক হাজার দেরহাম এবং এক রতল শরাবের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় করে যে, তাহার খিয়ার আছে। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে গোলামের উপর কব্জা করিয়া লয় এবং উহাকে আযাদ করিয়া দেয়। তবে জায়েয হইবে না। না তাহা জারী হওয়ার দিকে দিয়া জায়েয হইবে, না স্থগিত হওয়ার দিক দিয়া। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কোন বস্তু এই শর্তের উপর বিক্রয় করে যে, যদি তিনদিনের মধ্যে মূল্য না দাও তবে তোমার আমার এই ক্রয়-বিক্রয় হইল না, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে; এবং এইরূপ শর্ত করাও জায়েয হইবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) আছল কিতাবে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই মাসয়ালার কয়েকটি ছুরত আছে। একটি যে, সময়ের কথা মোটেই উল্লেখ না করা। যেমন এইরূপ বলা যে, আমি এই শর্তে বিক্রয় করিতেছি যে, যদি তুমি মূল্য আদায় না করে তবে তোমার আমার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হইল না। দ্বিতীয়টি এইরূপ যে, অনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা। যেমন এইরূপ শর্ত করা যে, যদি তুমি কয়েক দিনের মধ্যে মূল্য আদায় না কর তবে তোমার আমার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হইল না। উল্লিখিত ছুরত দুইটিকে আকদে ফাসেদ অর্থাৎ বাতিল ক্রয়-বিক্রয় হইবে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয় এবং তাহা যদি তিনদিন বা তিনদিনের কম তয়, তবে আমাদের তিন তিন ইমামের নিকটই আকদ জায়েয হইবে। আর যদি তিনদিনের বেশী সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইবে এবং মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

তবে যদি ক্রেতা তিনদিনের মধ্যেই মূল্য আদায় করিয়া দেয় তবে সব ইমামের নিকট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে। ইহা হেদায়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি ক্রেতা তিনদিনের মধ্যে মূল্য আদায় করার পূর্বে ক্রয়কৃত গোলামকে আযাদ করিয়া দেয় তবে আযাদের হুকুম জারী হইয়া যাইবে। কারণ এই যে, এই ক্রয় বিক্রয ক্রেতার খিয়ারে শর্ত করিয়া লওয়ার অনুরূপ এবং দি তিনদিন অতীত হয় আর ক্রেতা মূল্য আদায় না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইবে, ভঙ্গ হইবে না। এমনকি যদি সে তিনদিনের পর গোলাম আযাদ করে তবে তাহার আযাদ করা জারী হইয়া যাইবে। তবে তাহার শর্ত এই যে, যদি গোলাম বিক্রেতার কব্জায় থাকে আর ক্রেতার উহার মূল্য আদায় করা লাযেম হইবে; এবং যদি গোলাম বিক্রেতার কব্জায় থাকে তবে কেত্রার অঅযাদ করা জারী হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের শুরুতে মুফসেদার অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি কোন গোলাম বিক্রয় করে এবং মূল্য নগদ নিয়া নেয় এই শর্তের উপর যে, যদি বিক্রেতা মূল্য ফিরাইয়া দেয় তবে উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হইবে না। এইরূপ শর্ত করা জায়েয হইবে, এবং ইহা বিক্রেতার জন্য শর্তে খিয়ারস্বরূপ। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। এমন কি যদি ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লয় আর যদি ক্রো উহাকে আযাদ করিয়া দেয় তবে উহার আযাদী জারী হইবে না। আর যদি বিক্রেতা আযাদ করিয়া দেয় তবে জারী হইবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতবে লিপিবদ্ধ আছে। খিয়ারে শর্ত করা যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়কালে জায়েয হইবে ঐভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের পর করিলেও জায়েয হইবে। যেমন ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন যাওয়ার পর ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে, আমি তোমাকে তিনদিনের জন্য খিয়ার দিলাম অথবা খিয়ারের অর্থ প্রকাশ করে এইরূপ কোন শব্দ দ্বারা যদি ঐ কথা বলে তবে তাহাতেও খিয়ার হাছিল হইয়া যাইবে।

যদি কোন খিয়ার বাতিল হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, উহার সাথে সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদও বাতিল হইয়া যাইবে; কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ বাতিল হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করে এবং ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লয় তারপর কিছুদনি অতীত হওয়ার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে, তোমাকে আমার তরফ হইতে খিয়ার দেওয়া গেল। তবে সে যখনপর্যন্ত ঐ মজলিসে হাজির থাকিবে, তখন পর্যন্ত তাহার খিয়ার থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে যে, ইহাই ছহীহ। ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেহ এইরূপ বলে যে, তুমি যে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ করিবে আমি তাহাতে তোমাকে খিয়ার দিলাম। তারপর ক্রয়-বিক্রয় কালে

www.nagorikpathagar.org

খিয়ারের শর্ত ব্যতীতই ক্রয়-বিক্রয়ের হইয়া গেল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট উক্ত পূর্বকথা আবার ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তাহার খিয়ার হাছিল হইবে না।

যদি ক্রেতা শর্তে খিয়ারের কথা এইভাবে বলে যে, আমি বিক্রিত বস্তু অথবা মূল্যের মধ্যে খিয়ার হাছিল আছে। তবে ইহা ক্রেতার খিয়ার হাছিল কথা বলারই অনুরূপ। তাতারখানিয়াহ কিতাবে এইরূপ উল্লেখ আছে। যদি রাত্র পর্যন্ত অথবা জোহর পর্যন্ত অথবা তিনদিন পর্যন্ত খিয়ারে শর্ত করা হয়, তবে সম্পূর্ণ রাত এবং সম্পূর্ণ জোহরের ওয়াক্ত ও সম্পর্ণ তিনদিন পর্যন্তের খিয়ার হাছিল হইবে। ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট খিয়ারে শর্তের সময়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খিয়ারের হুকুম বলবৎ থাকিবে; কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) বল্লেন যে, খিয়ারের সময়ের শেষ মুহূর্ত খিয়ারের সময়ের মধ্যে দাখিল হবে না। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে এবং এই মাসয়ালা আছল কিতাবে ও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) ইমাম আজম (রহঃ) হইতে পূর্বোক্ত মতের বিপরতি বর্ণনা করিয়াছেন অর্থা তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যদি কেহ কোন বস্ত এই শর্তের উপর বিক্রয় করে যে, আমার রাত পর্যন্ত খিয়ারের সময় সাব্যস্ত হইবে। তারপারই উহা বাতিল ইয়া যাইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যেমন কোন ব্যক্তি দিবসের এক প্রহর বাকী থাকিতে একটি বস্তু বিক্রয় করিল এবং বলিল যে, রাত পর্যন্ত আমার খিয়ার থাকিবে যে, বস্তুটি আমি তোমাকে দিব কি না দিব। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট প্রথম রেওয়ায়েত অনুযায়ী রাত্রটিও খিয়ারের মধ্যে শামিল হইবে অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় হইতে সারা রাত্র তাহার খিয়ার হাছিল থাকিবে এবং চাহেবাইনের নিকটে খিয়ারের সময়ের মধ্যে রাত্র দাখিল হইবে না বরং সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত খিয়ার বাকী থাকিবে। আর হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) এর মতও তদ্রুপ। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তিনদিনের খিয়ারে শর্ত করা হয় তারপর তাহা হইতে দুই-এক দিন কমাইয়া দেওয়া হয় তবে তাহা কমিয়া যাইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি তিনদিনের খিয়ারে শর্তের উপর তাহার গোলাম বিক্রয় করিল এবং শর্ত করিল যে, তাহার জন্য ইখতিয়ার থাকিবে যে, যদি উক্ত খিয়ারের সময় ঐ গোলাম দ্বারা মজদুরের কাজ করার এবং উহার দ্বারা খেদমত লয় তবে তাহা জায়েয হইবে এবং এইরূপ কাজের জন্য তাহার খিয়াল বাতিল হইবে না।

যদি কেহ তিনদিনের খিয়ারে শর্তের উপর আঙ্গুরের বাগান বিক্রয় করে এই শর্তের উপর যে, খিয়ারের শর্তের সময়ের মধ্যে সে বাগানের আঙ্গুর খাইতে পারিবে, তবে এইক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি পিতা বা তাহার অছী নাবালেগ পুত্রের মাল হইতে কোন মাল বিক্রয় করে এবং নিজের জন্য খিয়ারে শর্ত করিয়া লয় তবে তাহা জায়েয হইবে। তারপর যদি মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে পুত্র বালেগ হইয়া যায় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল রেওয়ায়েতে বলেন যে, খিয়ার পুত্রের জন্য হাছির হইবে; সুতরাং যদি মুদ্দতে খিয়ারের মধ্রে সে ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয রাখে তবে জায়েয হইবে আর যদি জায়েয না রাখে তবে বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ
আমলে খিয়ার ও এর হুকুম

যদি খিয়ার বিক্রেতার জন্য শর্ত করা হয় তবে বিক্রিত বস্তু সর্বসম্মতভাবে বিক্রেতার মালিকানা হইতে বাহির হইয়া যায় না এবং মূল্য সর্বসম্মতভাবে ক্রেতার মালিকানা হইতে বাহির হইয়া যায়; কিন্তু বাহির হইয়া ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বিক্রেতার মালিকানায় দাখিল হয় না এবং চাহেবাইন (রহঃ) এর কওল অনুসারে দাখিল হইয়া যায়। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ারে শর্ত থাকে তবে বিক্রিত বস্তু এবং মূল্যের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মালিকানা মোটেই ছাবেত হয় না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি

www.nagorikpathagar.org

খিয়ার ক্রেতার জন্য হয় তবে মূল্য সকলের মতে তাহার মালিকানামুক্ত হয় না এবং বিক্রিত বস্তুর মালিকানা সর্বসম্মতভাবে বিক্রেতার নিকট হইতে বাহির হইয়া যায় কিন্তু বাহির হইয়া তাহা ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রেতার মালিকানায় দাখিল হয় না। তবে ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট দাখিল হইয়া যায়। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ ইমাম আজম (রহঃ) এবং ছাহেবাইনের মতভেদের ভিত্তিতে কয়েকটি ছুরত সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে একটি এই যে, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এই শর্তের উপরে ক্রয় করে যে, তাহার তিনদিন খিয়ার হাছিল থাকিবে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বিবাহ বাতিল হইবে না এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট বাতিল হইয়া যাইবে। যদি মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রেতার ইখতিয়ার এবং কবুল করার পূর্বে উহার সাথে অতী করা হয় তবে যদি ঐ আওরাত বাকেরাহ হয় তবে সকলের নিকট খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি আওরাত ছাইয়্যেবাহ হয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট খিয়ার বাতিল হইবে না; বরং উহাকে পরিত্যাদ করার ইখতিয়ারবাকী থাকিবে। আর ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে,ঐরূপ অতী করার কারণে ঐ ব্যক্তি ক্রয়কৃত বস্তুকে কবুলকারী হিসাবে গণ্য হইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ছাইয়্যেবার ক্ষেত্রে বিবাহ রদ করিবার হুকুম তখন দেওয়া যাইবে যখন অতী করার কারণে তাহার কোন ক্ষতি লোকসান না হয়। আর যদি তাহা হয় তবে ছাইয়্যেবাহ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবে লিখিত আছে এবং সকল ইমাম ইহাতে এক মত পোষণ করেন যে, যদি সে তাহার দাসী হয়, স্ত্রী না হয় এবং সে তাহার সহিত অতী করে তবে তাহা দ্বারা বিক্রিত বউকে গ্রহণকারী গণ্য হইবে। চাই সেই আওরাত ছাইয়্যেবাহ হউক বা বাকেরাহ। ইহা সিরাজুর ওয়াহহাজ কিতাবে উল্লেখ আছে এবং চাই তাহার কোন ক্ষতি লোকসান হউক বা না হউক। ইহা নেহায়া কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় ছুরত এই যে, ক্রয়কৃত দাসী মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে ক্রেতা দ্বারা বাচ্চা প্রসব করে তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট সে ঐ ব্যক্তির উম্মে অলাদ হইবে না; কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট উম্মে অলাদ হইয়া যাইবে। ইহা হেদায়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে সন্তান প্রসাব করার উম্মে অলাদ না হওয়া ঐ ছুরতে সাব্যস্ত হইবে যখন দাসী বিক্রেতার কব্জায় থাকিবে।

আর যদি ক্রেতার কব্জায় আসিয়া মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তবে খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে এবং ক্রেতার মালিকানা ছাবেত হইবে। আর দাসী সর্বসম্মতভাবে ক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ সাব্যস্ত হইবে। কেননা সে বাচ্চা প্রসব করার কারণে আয়েবদার অর্থাৎ অপরাধী হইয়া গিয়াছে। ইহা কেফায়া কিতাবে লিখিত আছে। যদি খিয়ারে শতৃসহ এইরূপ কোন দাসী খরিদ করে যে, ক্রেতা দ্বারা সন্তান প্রসব করিয়াছিল তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট শুধু ক্রয় দ্বারাই সে উম্মে ওয়ালাদ হইবে না এবং উহার খিয়ার স্বাভাবিক ভাবেই বাকী থাকিবে।

কিন্তু যখন কবুল করিয়া লইবে তখন উম্মে ওয়ালাদ হইয়া যাইবে। ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, শুধু ক্রয় করা দ্বারাই উম্মে অলাদ হইয়া যাইবে এবং তাহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। আর তখন ক্রেতার উপর মূল্য আদায় করা লাযেম হইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। তৃতীয় ছুরত এই যে, যাহোক খরিদ করা হয় যদি সে ক্রেতার কোন আত্মীয় হয় তবে আযাদ হইবে না। কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট আযাদ হইয়া যাইবে। ইহা মুহ-ীতে সুরুখসী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর একটি ছুরত এই যে, যদি কেহ বলে, যে আমি যদি কোন গোলামের মালিক হইয়া যাই তবে সে আযাদ হইবে। তারপর যদি সে খিয়ারে শর্তের সাথ কোন গোলাম খরিদ করে তবে

ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট সে আযাদ হইবে না এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট আযাদ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ বলে যে, আমি যদি কোন গোলাম খরিদ করি তবে সে আযাদ হইবে। তারপর যদি সে খিয়ারে শর্তের সাথে কোন গোলাম খরিদ করে তবে সর্বসম্মতভাবে সে আযাদ হইবে।

আর একটি ছুরত এই যে, যদি কেহ খিয়ারে শর্তের সাথে কোন দাসী খরিদ করে এবং উহার উপর কব্জা করিয়া লয় আর মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে উহার হায়েজ আসে তারপর ক্রেতা যদি উহাকে কবুল করিয়া লয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এরনিকট এই হায়েজ তাহার পবিত্র হওয়ার জন্য যথেষ্ট হইবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া বিক্রেতার নিকট দাসীকে ফেরত দেয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বিক্রেতারউপর এস্তেবরা অর্থাৎ পবিত্রতার হুকুম রক্ষা করা ওয়াজিব নহে। চাই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা অথবা রদ করা কব্জার আগে হউক বা পরে; কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট যদি বঙ্গ করা এবং রদ করা কব্জার পূর্বে হয় তবে এস্তেহসানান বিক্রেতার উপর পবিত্রতার হুকুম রক্ষা করা ওাজিবহইবে না; কিন্তু কিয়াস দাবী এই যে, উহা ওাজিব হয়। আর যদি ভঙ্গ করা এবং রদ করা কব্জার পরে হয়, তবে এস্তেহসানান ও কিয়াস অনুযায়ী এস্তবরা ওয়াজিব ইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

উক্ত ছুরতে এজমা হইয়াছে যে, যদি দাসীর বিক্রয় পাকাপাকি হইয়া যায় তারপর যে কোন কারণবশত ঃ যদি উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভাঙ্গিয়া যাওয়া যদি কব্জা করার পূর্বে হয় তবে বিক্রেতার উপর এস্তেবরা ওয়াজিব হইবে না। আর যদি সে বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া দেয় তবে ক্রেতার উপর বিক্রয় এবং কব্জার জাওয়াযেব পর নতুন হাজে আবরা দাসীর এস্তবরা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব হইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে। আর একটি ছুরত এই যে, যখন ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লয় তারপর উহা বিক্রেতার নিকট গচ্ছিত রাখে এবং ঐ বস্তু বিক্রেতার নিকট মুদ্দতে খিয়ারের মদ্রে অথবা তাহার পরে নষ্ট হইয়া যায় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে; কিন্তু ছাবেহবাইন (রহঃ) এর নিকট ভঙ্গ হইবে না। আর ক্রেতার মূল্য আদায় করা লাযেম হইবে। ইহা মুজমিরাত কিতাবে বর্ণিত আছে। আার যদি খিয়ার বিক্রেতার জন্য হয় তারপর সে বিক্রিত বস্তু ক্রেতাকে সোপর্দ করিয়া দেয় তারপর ক্রেতা মুদ্দতে খিয়ারের মধ্রে উহা বিক্রেতার নিকট গচ্ছিত রাখে অতঃপর ক্রয়-বিক্রয় জারী হওয়ার পূর্বে অথবা পরে বিক্রেতার নিকট উহা খোয়া যায় তাহা হইলে সকল ইমামের নিকট ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

আর যদি ক্রয়-বিক্রয় পাকা হইয়া যায় এবং ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে অথবা বিনানুমতিতে বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লয় এবং মূল্য নগদ দিয়া থাকে অথবা দেওয়ার মীয়াদ ধায্ থাকে এবং ক্রেতার বিক্রিত বউতর উপর খিয়ারে রুইয়াত অতবা খয়ারে আয়েবও হাছিল থাকে তারপর ক্রেতা উহা বিক্রেতার নিকট গচ্ছিত রাখে এব উহা বিক্রেতার নিকট থাকাবস্থায় খোয়া যায় তবে প্রত্যেক ইমামের নিকট ক্রেতার মাল খোয়া যাইবে এবং তাহার মূল্র আদায় করা ওয়াজিব হইবে। ইহা নেহায়া কিভাবের বিবরণ।

আর একটি ছুরত এই যে, যদি কোন গোলাম যাহাকে তেজারতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, সে কোন বস্তু খরিদ করে এবং নিজের জন্য খিয়ারে শর্ত করিয়া লয় তারপর বিক্রেতা তাহাকে মূল্যে যিম্মামুক্ত করিয়া দেয়।তবে তাহার খিয়ার নিজের অবস্থার উপরেই বাকী থাকিবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে বিনিময় ব্যতীতই বিক্রিতবউ কবুল করিতে পারে। আর যদি ইচ্ছা করে তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গও করিয়া দিতে পারে। তখন বিক্রিত বস্তু মূল্য ব্যতীতই বিক্রেতার নিকট ফেরত যাইবে; কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ জারি হইবে এবং খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা মুজমিরাত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি ক্রয়-বিক্রয় পাকা হইয়া যায় এবং বিক্রেতার যিম্মামুক্ত করিয়া দেওয়ায় ঐ গোলাম যাহাকে তেজারতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল সে মূল্য আদায়ের যিম্মামুক্ত হইয়া যায়। তবে সর্ব ইমামের নিকট তাহার মালামাল ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। খিয়ারে রুইয়াতের কারণে, না খিয়ারে আয়েবের কারণে। আর যদি ক্রো গোলামের স্থলে আযাদ ব্যক্তি হয় তবে তাহার মাসয়ালার ছুরত ঐরূপই হইবে যাহা উল্লেখ করা গেল। তবে সবই ইামমের নিকটই তাহাকে খিয়ারে শর্তের কারণে মালামাল ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া যাইবে। যদিও তাহাকে মূল্যের যিম্মামুক্ত করা হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশ্যে এবং এইভাবে খিয়ারে রুইয়াতের কারণেও কব্জা করার পূর্বে এবং পরে উভয় অবস্থায়ই ফেরত দিতে পারে। যদিও সে মুল্যের যিম্মামুক্ত হয়। যদি মারে কোনদোষ পাওয়া যায় এবং মূল্যের মুক্ত হওয়ার পর উহার ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করে তবে এই ইচ্ছা যদি কব্জা করার পূর্বে হয় তবে রেত দিতে পারে। আর যদি কব্জা করার পরে হয় তবে ফেরত দিতে পারে না। ইহা নেহায়া কিতাবের বিবরণ।

আর একটি ছুরত এই যে, যদি কোন যিম্মি অন্য কোন যিম্মির নিকট হইতে শরাব এবং শূকর খরিদ করে তারপরউহা কব্জা রকার পূর্বে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে একজন ইসলাম গ্রহণ করে। তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। চাই ঐ ক্রয়-বিক্রয় পাকা হইয়া থাকুক অথবা উহাদের উভয়ের জন্য বা কোন একজনের জন্য খিয়ারে শর্ত থাকুক। যদি কব্জার পরে উভয়ে অথবা কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং ক্রয়-বিক্রয় পাকা হইয়া থাকে তবে তাহা জায়েয হইবে এবং বাতির হইবে না। আর যদি ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রেতার জন্য খিয়ারে শর্ত থাকে তারপর বিক্রেতা মুসলমান হয় তেব ক্রয়-বিক্রয বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি কেত্রা মুসলমান হয় তবে বাতিল হইবে না এবং বিক্রেতার খিয়ার নিরে অবস্থার উপরে বাকী থাকিবে। যদি বিক্রেতা ক্রয় বিক্রয ভঙ্গ করিতে চাহে তবে তাহার শরাব ফেরত হইয়া যাইবে।

আর যদি বিক্রেতা অনুমতি দিতে চায় তার হুকুম অনুসারে শরাব ক্রেতার হইয়া যাইবে এবং মুসলমান ব্যক্তির হুকুম অনুসা রশরাবের মালিক হইতে পারে। আর যদি ক্রেতার জন্য খিয়ারে শর্ত থাকে তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে; কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে; বাতিল হইবে না। আর যদি বিক্রেতা ইসলাম গ্রহণ করে তবে সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয বাতিল হইবে না এবং ক্রেতার খিয়ার নিজের অবস্থায় উপর থাকিবে। তবে যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ইখতিয়ার করিয়া লয় তাহা হইলে শরাব তাহার হইয়া যাইবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেয় তবে শরাব বিক্রেতার হইবে এবং মুসলমান হুকুম অনুসারে শরাবের মালিক হইতে পারে। ইহা নেহায়া কিতাবের বিবরণ।

আর একটি ছুরত এই যে, এক হালাম (যে হজ্জ বা ওমরার এহরাম বাঁধে নাই) ব্রক্তি হরিণ খিয়ারে শর্তসহ খরিদ করিল এবং উহার উপর কব্জা করিয়া লইল। তারপর সে এহরাম বাঁধিল এই অবস্থায় যে, হরিণ তাহার নিকট আছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং হরিণ বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যাইবে। ক্রেতার উপর উহা নেওয়া লাযেম হইবে না। আর যদি খিয়ার বিক্রেতার জন্য থাকে তবে সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য থাকে এবং বিক্রেতা এহরাম বাঁধা অবস্থায় হয় তবে ক্রেতার উহা ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিখিত আছে। আর একটি ছুরত এই যে, কোন মুসলমান ব্যক্তি অন্য কোন মুসলমান হইতে খিয়ারে শর্তসত আঙ্গুরের শিরাহ খরিদ করিল। তারপর মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে উহা শরাব হইয়া গেল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ঐ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে। ইহা নেহায়া কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

আর একটি ছুরত এই যে, যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য হয় এবং সে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয়জনিত কোন লাভালাভ ফেরত হইবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট উহা ক্রেতার হইবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিখিত আছে। কোন ব্যক্তি একটি দাসীর বদলে এই শর্তের উপর একটি গোলাম খরিদ করিল যে, গোলাম বিক্রেতার তিনদিন পর্যন্ত খিয়ার থাকিবে। তারপর তিনদিনের মধ্যে বিক্রেতা গোলামকে আযাদ করিয়া দিল। তবে সকল ইমামের নিকট উহার এই আযাদ করা জারী হইয়া যাইবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি সে দাসীকে আযাদ করিয়া দেয় তবে তাহা জায়েয হইবে এবং এই আযাদ করা নিজের খিয়ারকে রহিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

আর যদি সে একই কথার দ্বারা উভয়কে আযাদ করিয়া দেয় তবে উভয়েই আযাদ হইয়া যাইবে এবং দাসীর মূল্য তাহার উপর পড়িবে এবং ক্রেতার দাসী বা গোলাম কাহাকেও আযাদ করা ছহীহ হইবে না। এই প্রকার ছুরতে যদি খিয়ার ক্রেতার জন্র ধরিয়া লওয়ায়া যায় তবে সব হুকুম বিপরতি হইয়া যাইবে। আর যদি ঐ দাস গোলাম বিক্রেতার কন্যা হয় এবং খিয়ার গোলাম বিক্রেতার জন্য থাকে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এ দাসী আযাদ হইবে না। আর যদি সে উহার স্ত্রী হয়তবে বিবাহ বাতিল হইবে না; কিন্তু যদি গোলাম বিক্রেতা উহাকে আযাদ করিয়া দেয় তবে তাহার আযাদী জারী হইয়া যাইবে এবং উহাকে খিয়ার রহিতকারী বলিয়া গণ্য করা যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

একব্যক্তি এই শর্তের উপরে কোন গোলাম খরিদ করিল যে, ক্রেতার জন্য তিনদিনের খিয়ার থাকিবে। তবে যখন পর্যন্ত তিনদিন অতীত না হয় বিক্রেতার মূল্য চাওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে হাবী কিতাব হইতে নকল করা হইয়াছে। ইমাম বাশার (রহঃ) বলেন যে, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন যদি কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের উপর কোন গোলাম খরিদ করে তবে আমি বিক্রেতাকে ঐ গোলাম ক্রেতার নিকট সোপর্দ করিতে বলিব না কিন্তু ক্রেতাকে বিক্রেতার নিকট উহার মূল্য দিয়া দিতে বলিব। আর যদি ক্রেতা মূল্য দিয়া দেয় তবে বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট গোলাম সোপর্দ করিতে বলিব। আর যদি বিক্রেতা গোলাম ক্রেতাকে দিয়া দেয় তবে ক্রেতাকে উহার মূল্য বিক্রেতাকে দিয়া দিতে বলিব এবং ক্রেতার খিয়ারবাকী থাকিবে।

আর যদি খিয়ার বিক্রেতার জন্য হয় এবং ক্রেতা মূল্য আদায় করিয়া দেয় তারপর গোলাম কব্জা করার ইচ্ছা করে এবং বিক্রেতা তাহাতে রাজীনা হয় তবে বিক্রেতার জন্য এই ইখতিয়ার থাকিবে; কিন্তু বিক্রেতার উপর মূল্য ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে মজবুত করা যাইবে। আমাদের ইমামগণ বলে যে, খিয়ারে শর্তের কারণে ছফকাহ সম্পন্ন হয় না। তারপর যদি খিয়ার বিক্রেতার জন্য হয় অতভা ক্রেতার জন্য হয়র আর বিক্রিত বস্তু একটিই হয় বা কয়েকটি হয় তবে উহা হইতে পারে না যে, কোন কোন বস্তুকে ক্রয়-বিক্রয় কবুল করে এবং কোন কোন বস্তুতে কবুল না করে। চাই ঐ বস্তু কব্জায় থাকুক বা না থাকুক। কেননা এই ছুরতে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে ছফকাহ পৃথক পৃথক হয় এবংউহা জায়েয নহে। হাঁ সম্পন্ন হওয়ার পরে উহার বিপরতি হয়। কেননা তখন ছফকাহ পৃথক পৃথক হওয়া জায়েজ হইয়া থাকে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য হয় এবং বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লওয়া হয়, তারপর কিছু বস্তু খোয়া যায় অথবা কোন ব্যক্তি উহা নষ্ট করিয়া দেয় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী বিক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকিবে যে, বাকী বস্তসমূহের বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া দিবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন

www.nagorikpathagar.org

যে, ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং বিক্রেতারবাকী বস্তুসমূহের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমিত দেওয়ার ইখতিয়ার থকিবে না। যদি মাপিবার, ওজন করিবার অথবা গণনা করিবার যোগ্য জিনিস হয় তারপর যদি তাহার মধ্য হইতে কিছু পরিমাণ খোয়া যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথম কওল এই যে, বিক্রেতার এরূপ অনুমতি দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে; সুতরাং সে তখন ক্রয় বিক্রয়কে লাযে কিরবে এবং ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য নিয়া নিবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর দ্বিতীয় কওল এই যে, বিক্রেতার ক্রেতার উপর ক্রয়-বিক্রয় লাযেম করার জন্য ক্রেতার রাজী থাকে প্রয়োজন হইবে। সে রাজী না থাকিলে বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় লাযেম করিতে পারিবে না। যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে দুইটি গোলাম ক্রয় করে এবং তাহার একটি বিক্রেতার কব্জায় হালাক হইয়া যায়, তবে বিক্রেতার জন্য ক্রেতার রাজী হওয়া ব্যতিরেকে দ্বিতীয় গোলামকে ক্রেতার যিম্মায় দিয়া দিতে পারিবে না। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ

যে ব্যক্তির জন্য খিয়ারের শর্ত করা হয়, চাই সে বিক্রেতা হউক বা ক্রেতা হউক অথবা কোন আজনবী ব্যক্তি হউক। ফোকাহগণ এই ব্যাপারে একমত যে, মুদ্দতেখিয়ারের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকিবে, চাই ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেউক বা ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া ফেলুক। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ অগোচরে সেই ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দেয় তবে তাহা জায়েয হইবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। শর্তে খিয়ার যদি বিক্রেতার জন্য হয় তব ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং জারী হওয়ার তিনটি ছুরত আছে। একটি এই যে, মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে সে কথা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিবে। ইহা সিরাজুর ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত আছে। যেমন সে এইরূপ বলিবে যে, আমি ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মত আছি বা আমি রাজী আছি। অথবা আমি আমার খিয়ার রহিত করিয়া দিলাম অথবা এইরূপ অর্থ প্রকাশকারী অন্য কোন কথা বলিবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

আর যদি বিক্রেতা এইরূপ বলে যে, আমি ইহারাখার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলা বা বস্তুটির জন্য খুব আকঙ্ক্ষিত ছিলাম বা আমি উহা খুবই ভালবাসিতাম বা বস্তুটি আমার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। তবে এইসব কথা দ্বারা খিয়ার রহিত হয় না; বরং খিয়ার বাকী থাকে। ইহা বহরুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়টি এই যে, মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে যদি বিক্রেতা মরিয়া যায় তবে তাহার মৃত্যুর কারণে খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে এবং ক্রয়-বিক্রয় জারী হইবে। শরহে তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

তৃতীয়টি এই যে, যদি মুদ্দতে খিয়ার অতীত হইয়া যায়, তবে যাহার জন্য খিয়ার হাছিল ছিল তাহার পক্ষ হইতে ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি দেওয়া ইহার কোনটিই না পাওয়া যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় জারী হইয়া যাইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

আর এইভাবে জায়েয হওয়া এবং জারী হওয়া সম্পর্কে অন্য কথা এই যে, যাহার জন্য খিযার থাকে, যদি সে বেহুঁশ হইয়া যায় অথবা পাগর হইয়া যায় এবং তদবস্থায় তিনদিন অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং যুদি মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে সেই ব্যক্তিসুস্থ হইয়া না উঠে; তবে ইমাম আহমদ (রহঃ) তাহাবী কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে নিজের খিয়ারের উপর বহাল থাকিবে না; কিন্তু শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে নিজের খিয়ারের উপর বহাল থাকিবে। শায়খ (রহঃ) বলেন যে, কিতাবুল মাযুনে এই হুকুম পরিষ্কারভাবে আসিয়াছে এবং ইহা ছহীহ। যখীরাহ কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, বেহুঁশী এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি খিয়ারকে রহিত করে না

www.nagorikpathagar.org

কেবলমাত্র সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া ব্যতীত বা খিয়ারকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া ব্যতীত উহা রহিত হয় না। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

ইমাম আহমদ তাওয়ায়েসী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি কেহ ভাং সেবনের কারণে বেহুঁশ হয় তবে তাহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। যদি মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে তাহার নেশা দূর হয় তবে খিয়ারের কারণে তাহার কোন কিছু জরা জায়েয হইবে না এবং ছহীহ কওল এই যে, তাহার খিয়ার বাতিল ইবে ।হিা মুহীত কিতাবে বর্নি আছে। যদি কেহ মোরতাদ হইয়া যায় তারপর মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে আবার ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে সে নিজের খিয়ারের উপর থাকিবে। আর যদি ঐ মুদ্দতের মধ্যে সে মারা যায় বা মোরতাদ হইয়া যায় বা তাহাকে কহত্যা করা হয় তবে সর্বসম্মতভাবে তাহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি মোরতাদ হওয়ার পর খিয়ারের মধ্যেমে সে কোন কাজ করে তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কিট তাহার সেই কাজ স্থগিত থাকিবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট জারী হইয়া যাইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিবার ছুরত দুইটি। হয়ত কথার দ্বারা অথবা কাজের দ্বারা। কথা দ্বারা ভঙ্গ করার ছুরত এই যে, সেই ব্যক্তি এইরূপ বলিবে যে, আমি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিলাম। তারপর দেখা যাইবে যে, ক্রেতা উহা অবগত হইল কিনা। যদি হয় তবে ভঙ্গ করা ছহীহ হইবে। কাজীর নির্দেশ দেওয়া বা ক্রেতার রাজী হওয়ার কোন দরকার পড়িবে না। আর যদি ক্রেতা অবগত না হয় তবে এইরূপ ভঙ্গ করা ছহীহ হইবে না। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ভঙ্গ করার মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইহাতে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন, মুহীত কিতাবে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার এই দ্বিমত শুধু কথার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে। যদি কাজের দ্বারা ভঙ্গ করা হয়, তবে সেইক্ষেত্রে সকেলই একমত পোষণ করেন। অর্থাৎ কাজের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয ভঙ্গ করিলে সেইক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। চাই ক্রেতা অনুপস্থিত থাকুক বা উপস্থিত থাকুক।

উপস্থিত থাকার অর্থ তাহার অবগত হওয়া এবং অনুপস্থিত থাকার অর্থ অবগত না হওয়া। যদি বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেয় তারপর ক্রেতা মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে তাহা জানিতে পারে, তবে ভঙ্গ করা সম্পন্ন হইয়া যায় কেননা ক্রেতা জানিতে পারিল আর যদি মুদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর জানিতে পারে, তবে ক্রয়-বিক্রয় এইজন্য ভঙ্গ করা সম্পন্ন হইবে যে, ভঙ্গ করার কথা মুদ্দতে খিয়ার ব্যাতীত হওয়ার পর জানিতে পারিয়াছে। আর এইভাবে যদি বিক্রেতা ভঙ্গ করিবার পর ক্রেতার তাহা অবগত হওয়ার পূর্বে আবার ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দয়িা দেয় তবে জায়েয হইবে এবং তাহার বঙ্গ করা বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

কার্য দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার চুরত এইরূপ যে, বিক্রেতা মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রিত বস্তুর মধ্যে মালিকানা লাভ কাজ করা যেমন গোলামকে আযাদ, মুদ্দাব্বির বা মুকাতেব করিয়া দেওয়া বা অন্য কাহারও নিকট উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলা বা কাহারও নিকট হেবা করিয়া সোপর্দ করিয়া দেওয়া। এইক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যায়। আর যদি হেবা করিয়া সোপর্দ না করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয় ন্যাদি রেহান রাখিয়া সোপর্দ করিয়া দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি উজরতের উপর দিয়া দেয় তবে কোথাও কোথাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহাতেও ক্রয়-বিক্রয় বঙ্গ হইবে যদিও ইজারাদারের নিকট সোপর্দ না করা হয়। সাধারণ মাশায়েখগণ এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রেতা বিক্রিত জিনিস ক্রেতাকে সোপর্দ করিয়া দেয়, তবে ইমাম আবুবকর মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফজল (রহঃ) বলেন যে, যদি ইখতিয়ারের মধ্যেমে সোপর্দ করে, তেব তাহার খিয়ারবাতিল হইবে না;

www.nagorikpathagar.org

এবং ক্রেতা মালিক হইবে না এবং যদি মালিক করিয়া দেওয়ার পথে সোপর্দ করে তবে তহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবের বিবরণ। মোটকথা এই যে, যদি বিক্রেতা এমন কোন কাজ করে, যাহা বিক্রিত বস্তুর মুল্যের মধ্যে করিলে তাহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি হইয়া যায়, তবে বিক্রিত জিনিসের মধ্যে সেই কাজ করিলে তাহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহা বাদায়ে কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি এমন মূল্যের বিনিময়ে যাহা ক্রেতা নিরে যিম্মায় রাখিয়াছে কোন গোলাম এই শের্তে বিক্রয় করিল যে, বিক্রেতার তিনদিনের খিয়ার থাকিবে। তারপর মুদ্দতে কিয়ারের মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য হেবা করিয়া দিল অথবা তাহাকে মূল্যের যিম্মামুক্ত করিয়া দিল অথবা ঐ মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট হইতে কোন বস্তু ক্রয় করিল, তবে তাহার এই ক্রয় করা, হেবা করা এবং কোন জিনিস খরিদ করা সকলই ছহীহ হইবে এবং খিয়ার বাতিল হইবে। এইজন্য যে মূল্য যিম্মা রাখা যায়, তাহা মাল সামানের অনুরূপ হয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। এইভাবে যদি বিক্রেতা ক্রেতার যিম্মায় যে মূল্য ছিল, তাহার বদলে ক্রেতার অন্য কোন মাল নিতে পছন্দ করিয়া লয়, তবে তাহাতেও খিয়ার বাতিল হইবে। ইহা বাদায়ে কিতাবের বিবরণ। আর যদি ক্রেতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন বস্তু ঐ মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করে, তবে বিক্রেতার খিয়ার বাতিল হইবে এবং ক্রয় ছহীহ হইবে না। আর যদি মূল্য কর্জ থাকে এবং তারপর ক্রেতা তাহা আদায় করিয়া দৌয় এবং বিক্রেতা তাহা কব্জা করিয়া কিছু খরচ করে তবে তাহা বাতিল হইবে না। আর এইভাবে যদি বিক্রিত বউ ক্রেতাকে সোপর্দ করিয়া দেয়, তাহা হইলেও খিয়ার বাতিল হইবে না।

আর যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য থাকে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্যের যিম্মামুক্ত করিয়া দেয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, তাহার এই যিম্মামুক্ত করা ছহীহ হইবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি মুদ্দতে খিয়ার অতীত হওযা বা মুদ্দতের মধ্যে খিয়ার রহিত করা উভয়ে মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যায়, তবে বিক্রেতার যিম্মামুক্ত করা জারী হইয়া যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেহ দুইটি গোলাম এই শর্তের উপর বিক্রয় করে যে, তাহার উভয়ের উপরে খিয়ার থাকিবে। তারপর ক্রেতা উভয়ের উপর কব্জা করিয়া লয়, তারপর উহাদের কোন একটি গোলাম মরিয়া যায় অথবা উহার কোন মুস্তাহিক সৃষ্টি হইয়া যায়, তবে অন্য গোলামটির বিক্রয় জায়েয হইবে না যদিও বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতির উপর রাজী হইয়া যায়। কারণ এই যে, যে ক্রয়-বিক্রয় খিয়ারের শর্তের উপর হয়, তাহা মালিকানা সাব্যস্তের হুকুম অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় না; সুতরাং যখন উভয়ের মধ্যে একটি হালাক হইয়া যায়, তখন অন্যটির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি নতুনভাবে এক অংশের সাথে আকদ করার ন্যায় হইবে এবং ইহা জায়েয হইবে না। যদি বিক্রেতা উভয় গোলামের জীবদ্দশায় এইরূপ বলে যে, আমি এই গোলামের বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দিলাম অথবা বলিল যে, আমি উহাদের মধ্যে একজনের বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দিলাম। তবে তাহার এইভাবে ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দেওয়া বাতিল হইবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে খিয়ার বাকী থাকিবে।

এইভাবে যদি কোন গোলাম এইরূপ শর্তে বিক্রয় করে যে, তাহার তিনদিন পর্যন্ত খিয়ার থাকিবে। তারপর বলে যে, আমি উহার অর্ধেকাংশের বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দিলাম। ইহা বাতিল হইবে। যদি কেহ ডিম অথবা কাঁচা খেজুর তিনদিনের খিয়ারে শর্তের উপরে বিক্রয় করে, তারপর মুদ্দতে খিয়ারেরমধ্যে যদি ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয় বা খেজুর পাকিয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। এই মাসয়ালার মধ্যে যদি ক্রেতার খিয়ার থাকে, তবে তাহার খিয়ার বাকী থাকিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। আর যদি এই ছুরতে খিয়ার কাহারও না থাকে, তবে ক্রয়-বিক্রয়

www.nagorikpathagar.org

বাকী থাকিবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে ইচ্ছা করিলে ক্রয়-বিক্রয় কবুল করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে নাও করিতে পারে। ইহা ওয়াকেয়াতে হেশামিয়াতে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি কোন যমিন তিনদিনের খিয়ারের শর্তের উপর বিক্রয় করিল এবং বিক্রেতা মূল্যের উপর আর ক্রেতা যমিনের উপর কব্জা করিয়া লইল। তারপর বিক্রেতা তিনদিনের মধ্যে কেনা-বেচা ভাঙ্গিয়া দিল। তবে যমিন ক্রেতার নিকট জেমানত হিসাবে থাকিবে এবং তাহার ইখতিয়ার থাকিবে যে, নিজের সম্পূর্ণ মূল্য যাহা বিক্রেতাকে দিয়াছে তাহা আদায় করিবার জন্য যমিন আটকাইয়া রাখে। তারপর যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে ঐ যমিনে এক বৎসর পর্যন্ত ফসল ফলাইবার অনুমতি দেয় এবং ক্রেতা ফসল ফলায়, তবে যমিন ক্রেতার নিকট আমানত হইয়া যাইবে এবং বিক্রেতার মূল্য পরিশোধ করিবার পূর্বে এই ইখতিয়ার থাকিবে যে, যখন ইচ্ছা ক্রেতার নিকট হইতে সে যমিন বাহির করিয়া নিবে এবং তখন ক্রেতার বিক্রেতার নিকট মূল্য আদায় করার জন্য যমিন আটকাইয়া রাখার অধিকার থাকিবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বিবরণ।

যদি ক্রেতা যমিনে ফসল করে, তবে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে যে, এইরূপ যমিনের উজরতের হিসাবে উহা নিজের নিকট রাখিয়া দেয় এবং ফসল কর্তন পর্যন্ত বিক্রেতাকে ঐ যমিন কব্জায় নিতে বারণ করে; এবং যদি ক্রেতা ফসল করার পর এইরূপ ইচ্ছা করে যে, বিক্রেতাকে যমিন কব্জায় নিতে দিবে না যখন পর্যন্ত না যমিনের মূল্য বিক্রেতার নিকট হইতে ফেরত পাওয়া যায়। তবে ক্রেতার এইরূপ ইখতিয়ার থাকিবে না। অত্র যদি ক্রেতা ফসল তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত এইরূপ যমিন বিক্রেতাতে দিতে অস্বীকার করে এবং মিনের বৃক্ষ উপড়াইয়া ফেলাও খারাপ মনে করে এবং ঐ যমিনের মালিক হইতে ফসলের জেমার লওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তাহার এই ইখতিয়ার হাছিল হইবে। তবে শর্ত এই যে, যমিনের মালিক উহাকে ফসল তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত যদি ফসল করার অনুমতি দেয়।

কিন্তু যদি যমিনের মালিক ফসল তৈয়ার হইয়া কাটা পর্যন্ত নিজের যমিনে ফসল উজরত ব্যতীত ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার উপর জেমান লাযেম হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের উপর একটি গোলাম বিক্রয় করে তারপর বিক্রেতা ঐ গোলামকে বরে যে, তুমি আযাদ, যদি গৃহে প্রবেশ কর। অথবা এইরূপ বলে যে, যদি তুমি গৃহে প্রবশে কর তবে তুমি আযাদ। তবে এইরূপ বলা ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মধ্যে গণ্য হইবে না। আর এইভাবে যদি গোলামকে বলে যে, তুমি অথবা এই অন্য গোলাম আযাদ। তবে ইহাতেও ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইবে না । এই মাসয়ালা মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে; এবং এই শেষোক্ত,মত সম্পর্কে হেশাম (রহঃ) এবং বাশার (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন মুদ্দতে খিয়ার ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে অতীত হইয়া যায় তখন ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হইয়া যায় এবং ঐ দ্বিতীয় গোলাম আযাদ হইয়া যায়। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি চাক্কির ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ারের শর্ত থাকে তারপর বিক্রেতা উহা পেষণের কার্যে ব্যবহার করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যায়। আর যদি ক্রেতা নিজের খিয়ারের মধ্যে চাক্কি দ্বারা এইজন্য পেষন করে যে, সে দেখিয়া লইবে যে, কি পরিমাণ পেষন করা যায়। তবে এইক্ষেত্রে তাহার খিয়ার রহিত হইবে না। আর যদি সে উহাদ্বারা অধিক পেষন করে, তবে তাহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে।

ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) বলেন যে, একরাত ও দিনের বেশি পেষণ করা অধিকরূপে গণ্য। আর ইহার কম হইলে তাহা কমের মধ্যে গণ্য। তাহা দ্বারা খিয়ার বাতিল হয় না। ইহা মোখতারুল ফতোয়া কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি বিক্রিত বউ কব্জার পূর্বে হালাক হইয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। চাই খিয়ার শুধু বিক্রেতার হোক অথা শুধু ক্রেতার হউক অথবা উভয়ের হোক। আর যদি কব্জা করার পর হালাক হয়, তবে যদি খিয়ার বিক্রেতার জন্য

www.nagorikpathagar.org

থাকে তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। কারণ এই যে, বিক্রিত জিনিসের এমন অবস্থা হইল যে, উহার উপর নতুন আকদ করার অবকাশ নাই। যদি এইরূপ অবস্থা হয় তবে আকদ করার অনুমতি দেওয়ারও অবকাশ থাকিবে না; সুতরাং নিশ্চিতরূপে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তারপর যদি ঐ বস্তু অনুরূপ সাপেক্ষ না হয়, তবে ক্রেতাকে মূল্য দিয়া দেওয়া লাযেম হইবে। আর যদি বস্তু সাপেক্ষ হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইবে না; কিন্তু খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে এবং ক্রয়-বিক্রয় লাযেম হইবে। আর ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হইবে। ইহা বাদায়ে কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

চতুর্থ ভাগ

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে খিয়ারের শর্তের ব্যাপারে মতানৈক্যের মাসায়েল

যদি ক্রেতা -বিক্রেতা শর্তে খিয়ারের মধ্যে মতভেদ করে, তেব সেইক্ষেত্রে তাহার কওল গ্রহণযোগ্য হইবে, যে ব্যক্তি শর্তে খিয়ারের বিপক্ষে কথা বলে। আর যদি উভয়ে মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে মতভেদ করে, তবে যে কম সময়ের কথা বলে তাহার কথা কুবল হবে। আর যদি মুদ্দতে খিয়ার অতিক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ করে, তে যে ব্যক্তি মুদ্দতে খিয়ার অতিক্রান্ত হয় নাই বলে তাহার কথা গ্রহণযোগ্য হইবে। ইহা মবসুত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি উভয় ব্যক্তি শর্তে খিয়ার হয় নাই বা হইয়াছে এই সম্পর্কে মতভেদ করে এবং উভয়ে সাক্ষী কায়েম করে তবে শর্তে খিয়ারের দাবীদারের সাক্ষ্য কবুল হইবে। ইহা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি খিয়ার থাকে এবং উভয়ে অনুমতি অথবা ভঙ্গ করার মধ্যে মুদ্দতের ভিতরে মতভেদ করে, তবে তাহার কওল গৃহীত হইবে যাহার খিয়ার থাকে। চাই সে ভঙ্গ করার দাবী করুক অথবা চাই সে সম্মতির কথা বলুক এবং সাক্ষী অন্য ব্যক্তির কায়েম করিতে হইবে। আর যদি মুদ্দত অতীত হওয়ার পর উভয়ে মতভেদ করে তবে যে ব্যক্তি অনুম-তির দাবীদার তাহার কথা কবুল করা হইবে এবং ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গের দাবীদারের জন্য সাক্ষী পেশা করিতে হইবে; কিন্তু যদি খিয়ার উভয়ের জন্য থাকে আর মুদ্দতের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয ভাঙ্গিয়া যাওয়া অথবা অনুমতি দেওয়ার মধ্য মতভেদ করে, তবে ভঙ্গ করার দাবীদারের কথা গ্রহণযোগ্য হইবে এবং অন্যজনের সাক্ষী কায়ম করিতে হইবে। আর যদি মুদ্দত অতীত হওয়ার পর মতভেদে করে তবে অনুমতির দাবীদারের কওল গৃহীত হইবে এবং ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দাবীদারের সাক্ষ্য লওয়া যাইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই সমস্ত ব্যাপার শুধু ঐ ছুরতে যখন উভয়ের সাক্ষ্যের মধ্যে তারিখের কথা না থাকে। আর যদি উভয়ের সাক্ষ্য তারিখসহ আদায় করে তখন ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা ও সম্মতি দান করার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে যাহার সাক্ষ্যের তারিখ প্রথম হয়। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে লিখিত আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' কবীর কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট এই শর্তের উপর একহাজার দেরহাম মূল্য একটি গোলাম বিক্রয় করিল যে, তিনদিনের খিয়ার থাকিবে। আর ক্রেতা উহার উপর কব্জা করিয়া নিল। তারপর মুদ্দতে খিয়ার অতীত হইয়া গেল। অতঃপর উহাদের কোন একজন বলিল যে, গোলাম তিনদিনের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং মূল্য ওয়াজিব হইয়াছে। আর দ্বিতীয়জন বলিল যে, না, সে জীবিত আছে এবং পালাইয়া গিয়াছে। তবে এইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি গোলামের জীবিতাবস্থায় পালাইয়া যাওয়ার কথা বলে তাহার কথা গ্রহণযোগ্য হইবে। তারপর যদি উভয় ব্যক্তি সাক্ষী কায়েম করে তবে তাহারই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে, যে গোলামের পালাইয়া যাওয়ার কথা বলে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

আর যদি উভয়ে গোলামের মৃত্যুর ব্যাপারে একমত হয় কিন্তু একজন বলে যে, সে তিনদিনের মধ্যে মারা গিয়াছে এবং অন্যজন বলে যে, তিনদিনের পরে মারা গিয়াছে, তবে তাহার কথা গ্রহণযোগ্য হইবে, যে তিনদিনের মধ্যে মারা

www.nagorikpathagar.org

যাওয়ার কথা বলে এবং সাক্ষী দ্বিতীয়জনের পেশ করিতে হইবে। আর যদি উভয় ব্যক্তি এই কথার উপরে একমত থাকে যে, গোলাম তিনদিনের পর ক্রেতার কব্জায় মরিয়াছে; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা ও সম্মতি দেওয়ার মধ্যে মতভেদ করে। আর একব্যক্তি এই কথার উপর সাক্ষী কায়েম করে যে, বিক্রেতা তিনদিনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়াছে এবং অন্য ব্যক্তি সাক্ষী পেশ করে যে, তিনদিনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি দিয়াছে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গের দাবীদারের কওল গৃহীত হইবে এবং অন্য ব্যক্তি হইতে সাক্ষ্য লওয়া যাইবে। ইহা মুহীতে সুরখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তের উপর গোলাম খরিদ করে যে, বিক্রেতার তিনদিন পর্যন্ত খিয়ার থাকিবে এবং ক্রেতা উহার উপর কব্জা করিয়া লয় এবং ঐ গোলামের মূল্য একহাজার দেরহাম থাকে, তারপর তিনদিনের মধ্যে ঐ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দুই হাজার দেরহাম হইয়া যায়, তারপর তিনদিন অতীত হওয়ার পর বিক্রেতা এই কথার উপর সাক্ষী কায়েম করে যে, তিনদিনের মধ্যে উহার মূল্য দুই হাজার দেরহাম হইয়া যাওয়ার পর ক্রেতা উহাকে ভুলক্রমে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে এবং ক্রেতা এই কথা অস্বীকার করত ঃ এই কথার উপর সাক্ষী কায়েম করে যে, বিক্রেতা তাহাকে তিনদিন অতীত হওয়ার পর ভুলক্রমে হত্যা করিয়াছে, তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য কবুল হইবে। আর যদি এইরূপ অবস্থা হয় যে, একব্যক্তি এই কথার উপর সাক্ষী কায়েম করে যে, গোলাম কিনার নিকট তিনদিনের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষী কায়েম করে যে, তিনদিনের পর মরিয়া গিয়াছে, তবে যেই ব্যক্তি তিনদিনের পর মৃত্যুর কথা বলে, তাহার সাক্ষ্য কবুল হইবে।

আর যদি আমরা এই হুকুম দেই যে, কতলের জেমান বিক্রেতার জন্য ওয়াজিব হইবে, তবে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকিবে যে, ক্রেতার নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে জেমান লইয়া লইবে; কিন্তু যদি বিক্রেতা এইরূপ ইচ্ছা করে যে, গোলামকে কব্জা করিবার দিন তাহার যে মূল্য ছিল ক্রেতার নিকট হইতে সেই মূল্যের জেমান লইয়া লইবে; তবে সে ইহা পারিবে না। আর যদি বিক্রেতা সাক্ষী পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি গোলামকে তিনদিনের মধ্যে ভুলক্রমে হত্যা করিয়াছে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষী কায়েম করে যে, অমুক ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তিনদিনের পর গোলামকে হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলেও বিক্রেতার সাক্ষ্য কবুল হইবে এবং বিক্রেতার জন্য এই ফায়ছালা করা যাইবে যে, হত্যার দিন তাহার যে মূল্য ছিল তাহা হত্যাকারীর নিকট হইতে নিয়া নিবে।

আর যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে মূল্যের জেমান লইতে চাহে, তবে তাহার এই ইখতিয়ার হইবে না। আর যদি ক্রেতা এইরূপ সাক্ষ্য কায়েম করে যে, খোদ বিক্রেতা গোলামকে তিনদিনের মধ্যে হত্যা করিয়াছে এবং বিক্রেতা সাক্ষী কায়েম করে যে, খোদ ক্রেতা উহাকে তিনদিনের পর হত্যা করিয়াছে, তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য কবুল হইবে। আর যদি বিক্রেতা এইরূপ সাক্ষী কায়েম করে যে, কোন বাহিরের ব্যক্তি গোলামকে তিনদিনের পর হত্যা করিয়াছে এবং ক্রেতা সাক্ষী পেশ করে যে, ঐ বাহিরের ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি গোলামকে তিনদিনের মধ্যে হত্যা করিয়াছে, তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য কবুল হইবে।

আর যদি এই ছুরতে ক্রেতা ঐ ব্যক্তি উপর হত্যা ছাবেত করিতে চাহে যাহার উপর বিক্রেতা এই সাক্ষী কায়েম করিয়াছে যে, সে তিনদিনের পর হত্যা করিয়াছে। আর যদি তাহার নিকট হইতে জেমান লওয়ার ইচ্ছা করে, তবে ক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকিবে ন্যহি মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি উভয়ে এই কথার উপর একমত হয় যে, সেই বাহিরের ব্যক্তি গোলামকে তিনদিনের মধ্যে গছব করিয়া নিয়াছে এবং বিক্রেতা গোলামের তিনদিনের মধ্যে মৃত্যুর দাবী করে এবং ক্রেতা তিনদিনের পর গোলামের মৃত্যু দাবী করে, তবে ক্রেতার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে। যদি

তাহার বিপরীত দাবী হয় তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য লওয়া যাইবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার হইব যে, সে গছবকারীর নিকট হইতে গোলামের মূল্যের জেমান আদায় করিবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। আর এইভাবে যদি গছব দুই ব্যক্তির পক্ষ হইতে হয়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে যাহার উপর গছব ছাবেত করিয়াছে তাহার নিকট হইতে জেমান লইবে। আর যদি হত্যা বা মৃত্যু সম্পর্কে আমরা যাহা বলিয়াছি সেই সম্পর্কে সাক্ষী কায়েম না হয়, তবে ঐ ব্যক্তির কওল গ্রহণ করা যাইবে না; যে তিনদিনের মধ্যে হত্যা বা মৃত্যুর দাবী করে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

পঞ্চম ভাগ

বিক্রিত জিনিসের মধ্যে খিয়ারের শর্তকারী এবং আকদকারী ছাড়া অন্য লোকের জন্য খিয়ারের শর্তের মাসায়েল

যদি দুইটি কাপড় অথবা দুইটি গোলাম অথবা দুইটি জন্তু কেহ এই শর্তের উপর কিনে যে, ক্রেতার দুইটি বস্তুর একটির মধ্যে তিনদিনের খিয়ার থাকিবে অথবা বিক্রেতার কোন একটির মধ্যে তিনদিন পর্যন্ত খিয়ার থাকিবে, তবে এই মাসয়ালায় চারিটি অবস্থা আছে। এক অবস্থা এই যে, যে বস্তুর মধ্যে খিয়ার তাকে তাহাকে নির্দিষ্ট করিবে এবং মূল্যও প্রত্যেক বস্তুর পৃথক পৃথক উল্লেখ করিবে না। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, যেই বস্তুর মধ্যে খিয়ার থাকিবে তাহা নির্দিষ্ট করিবে; কিন্তু মূল্য প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক উল্লেখ করা যাইবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, মূল্যের অংশ উল্লেখ করা হইবে; কিন্তু যেই বস্তুর মধ্যে খিয়ার থাকিবে তাহা নির্দিষ্ট করা হইবে না এবং এই তিনটি সূরতে উভয় জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ অর্থাৎ বাতিল হইবে; এবং চতুর্থ অবস্থা যাহাতে উভয় বস্তুর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে তাহা এই যে, যেই বস্তুর মধ্যে খিয়ার থাকিবে তাহা নির্দিষ্ট করিবে এবং মূল্যের মধ্যে প্রত্যেকের অংশ পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হইবে।

তারপর এই অবস্থায় একটি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিতরূপে জায়েয হইবে এবং অন্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় খিয়ারের সাথে জায়েয হইবে। তারপর যেই ব্যক্তির জন্য খিয়ার থাকে যদি সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া অথবা সে মরিয়া যায় অথবা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা ব্যতিরেকে মুদ্দতে খিয়ার অতীত হইয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে এবং ক্রেতার উভয় বস্তুর মূল্য দেওয়া লাযেম হইবে এবং অন্য ব্যক্রিত একটি বস্তু বা উভয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকিবে না। ইহা নিয়াবী কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কোন ওজন করিবার যোগ্য বস্তু অথবা কোন গোলাম এই মর্তের উপর কিনে যে, ক্রেতার উহার অর্ধেকে খিয়ার থাকিবে, তবে এই ক্রয় ছহীহ হইবে, চাই মূল্য বিস্তারিত বর্ণনা করা হউক বা না হউক এবং বিক্রেতার খিয়ার থাকা অথবা ক্রেতার খিয়ার থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে যদি খিয়ার ক্রেতার থাকে তাহা হইলে যেই অর্ধেকে তাহার খিয়ার থাকিবে তাহা ফেরত দিবার ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে প্রত্যেক গোলাম এক হাজার দেরহাম মূল্যের দুইটি গোলাম খরিদ করে এবং বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট একটির মধ্যে খিয়ারের শর্ত থাকে এমন কি আকদ জায়েয হইয়া যায়। তারপর ক্রেতা বলে যে, আমি যেই গোলামটির মধ্যে খিয়ার নাই সেইটিকে নিতেছি এবং তাহার মূল্য দিয়া দিতেছি, তবে তাহার এই ইখতিয়ার থাকিবে না। আর যদি বিক্রেতা ইচ্ছা করে যে, ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করিবে এবং ক্রেতা যদি তাহা অস্বীকার করে, তবে তাহার উপর জবরদস্তি করা যাইবে না। ার যদি বিক্রেতা এইরূপ ইচ্ছা করে যে, যেই গোলামটির মধ্যে খিয়ার নাই সেইটিকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে এবং উহার মূল্য ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করে আর ক্রেতা

www.nagorikpathagar.org

বলে যে, আমি কিছুই নিতেছি না এবং তোমাকে মূল্য ও দিতেছি না যখন পর্যন্ত না তুমি দ্বিতীয় গোলামটির ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতি দাও। আমু দুটিকেই নিয়া নিব অথবা ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিব, তবে ক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকিবে।

যদি বিক্রেতা এইরূপ ইচ্ছা করে যে, উভয় গোলাম ক্রেতাকে দিয়া উভয়ের মূল্য নিয়া নেয়, তবে ক্রেতার উপর এই ব্যাপারে জবরদস্তি করা যাইবে না। আর যদি ক্রেতা এইরূপ ইচ্ছা করে যে, উভয় গোলাম নিয়া উভয়ের মূল্য আদায় করিয়া দিবে, তবে বিক্রেতার রাজী হওয়া ব্যতীত তাহার এই ইখতিয়ার থাকিবে না। আর যদি এই সূরতে খিয়ার ক্রেতার জন্য হয় এবং সে ইচ্ছা করে যে, যেই গোলামের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়াছে উহাকে নিয়া উহার মূল্য আদায় করিয়া দিবে এবং বিক্রেতা যদি তাহা অস্বীকার করে, তেব বিক্রেতার উপর এইক্ষেত্রে জবরদস্তি করা যাইবে না। এইভাবে যদি বিক্রেতা এইরূপ ইচ্ছা করে যে, উভয় গোলাম নিয়া উহাদের মূল্য আদায় করিয়া দিবে এবং যদি বিক্রেতা তাহা অস্বীকার করে, তবে বিক্রেতাকে মজবুর করা যাইবে না।

আর যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে, আমি তোমাকে উভয় গোলাম দিয়া উভয়ের মূল্য নিতে চাই, তবে এই ব্যাপারে ক্রেতার উপর মজবুরী করা যাইবে না। ইহা যখীরাহ কিতবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি এক গোলাম খরিদ করিল এবং অন্য কোন ব্যক্তির জন্য তিনদিনের খিয়ারের শর্ত করিয়া লইল, তবে ক্রেতা এবং অন্য যেই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিবে তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইয়া যাইবে; এবং যেই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিবে তাহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এইরূপ শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা আমাদের ইমামত্রয়ের নিকট ছহীহ হইবে। ইহা জামে ছগীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি উভয়ের মধ্য হইতে একব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে তবে যদি প্রথম কোন ব্যক্তি তাহা না যায় তবে তাহার মতকেই অগ্রগণ্য করা যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি উভয়ে এক সাথে ভঙ্গ করে এবং অনুমতি দেয় অর্থাৎ একব্যক্তি বঙ্গ করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার সাথে সাথে ানুমতি দেয় তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা উত্তম বিবেচিত হইবে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে এবং নাহরুল ফায়েক কিতাবে লিখিত আছে। ইহাই বিশুদ্ধতর অভিমত।

কোন ব্যক্তি কাহাকেও হুকুম করিল যে, তুমি খিয়ারের শর্তের উপর কাহারও নিকট আমার এই গোলামটিকে বিক্রয় করিয়া দাও; কিন্তু সেই ব্যক্তি খিয়ার ব্যতীত পাকাপাকিভাবে অথবা নিজের জন্য খিয়ারের শর্তের উপর বিক্রয় করিয়া দিল। তবে এই ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত থাকিবে। আর যদি সেই ব্যক্তি হুকুমদাতার হুকুম তামিল করতঃ তাহার জন্য খিয়ারের শর্তের উপর বিক্রয় করে, তবে যেই ব্যক্তি হুকুম দিয়াছে এবং যাহাকে দিয়াছে উভয়ের জন্য খিয়ার ছাবেত হইয়া যাইবে। আর এই উভয়ের মধ্যে যে কেহই ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া বা উহা বঙ্গ করে তাহা ছহীহ হইবে। তবে যদি উহাদের একজন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয় তখন অন্যজনের খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও এইরূপ হুকুম করে যে, আমার জন্য নির্দিষ্ট ঐ গোলকমটি অথবা অন্য কোন গোলাম খরিদ করিয়া দাও। আর হুকুমকারী যদি উক্ত নির্দিষ্ট গোলামের পরিচয় এবং তাহার মূল্য ইত্যাদি সব কিছু ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া দেয়, তবে এই ওকালতি ছহীহ হইবে। তারপর যদি সে তাহাকে বলিয়া দেয় যে, তুমি তোমার নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করিয়া লইবে। তবে যদি সেই ব্যক্তি গোলাম খরিদ করে এবং নিজের জন্র অথবা হুকুমদাতার জন্য অথবা বাহিরের কোন ব্যক্তির জন্য খিয়ারের শর্ত করিয়া লয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতার উপর জারী হইবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি হুকুমদাতা এইরূপ হুকুম দেয় যে, আমার জন্য খিয়ারের শর্ত করিয়া লইবে। আর সেই ব্যক্তি যদি খিয়ার ব্যতীত কিনে অথবা খিয়ারের শর্ত নিজের জন্য করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতার উপর জারী হইবে না; কিন্তু যাহাকে হুকুম করা হইয়াছে তাহার উপর লাযেম হইয়া যাইবে। আর যদি তাহাকে এইরূপ হুকুম দেওয়া হয় যে, তুমি নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করিয়া লইবে, আর সেই ব্যক্তি যদি নিজের জন্য খিয়ারে শর্ত না করিয়া লয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতার উপর জারী হইবে না। আর যদি তাহাকে এইরূপ হুকুম দেওয়া হয় যে, তুমি নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করিয়া লইবে, আর সেই ব্যক্তি যদি নিজের জন্য খিয়ারে শর্ত না করিয়া লয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতার উপর জারী হইবে না। আর যদি তাহাকে এইরূপ হুকুম দেওয়া হয় যে, তুমি আমার জন্য খিয়ারের শর্ত করিয়া লইবে এবং সেই ব্যক্তি হুকুমদাতার নির্দেশানুযায়ী তাহার জন্য খিয়ারের শর্ত করিয়া লয়, এমনকি ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতার উপর জারী হয়, তারপর যদি ঐ ব্যক্তি যাহাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সে নিজে ক্রয় বিক্রয়ের অনুমিত দেয়, তবে তাহার সেই ইখতিয়ার থাকিবে না; বরং হুকুমদাতারই ইখয়িার থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও দজন্য কোন বস্তু তাহার হুকুমে খরিদ করে এবং হুকুমদাতার হুকুম অনুযায়ী তাহার জন্য খিয়ারের শর্ত করে কায়দাহ অনুযায়ী হুকুমদাতা এবং উকিল উভয়ের জন্য খিয়ার ছাবেত হইয়া যায়। অতঃপর যদি বিক্রেতা এবং উকীলের মধ্যে ঝগড়া দেখা দেয় বিক্রেতা বরে যে, হুকুমদাতা বিক্রিত বস্তুর উপর রাজী হইয়াছে এবং উকীলের কথা ঐ সময় গ্রহণ করা যাইবে, যখন বিক্রেতা নিজের দাবীর উপর সাক্ষী কায়েম না করে। আর যদি সেই এই কথার উপর সাক্ষী কায়েম করে যে, হুকুমদাতা বিক্রিত বস্তুর উপর রাজী হইয়াছে। তারপর হুকুমদাতা মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে হাজরি হইয়া রাজী হওয়ার অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি বিক্রেতার সামনে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়াছি। তবে এই মাসয়ালার এইরূপ হুকুম উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ক্রয় উকীলের যিম্মায় পড়িয়া যাইবে এবং হুকুমদাতার উপর লাযেম হইবে না। এমনকি যদি সে উকীলকে মূল্য না দেয তবে তাহা সে লইতে পারিবে না এবং ক্রয় উকীলের যিম্মায় আসিয়া যাওয়া ঐ সময় হইবে যখন হুকুমদাতা এইকথা মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে বলিবে। আর যদি মুদ্দতে খিয়ারের পরে বরে তবে ক্রয়-বিক্রয় তাহার যিম্মায় হইবে এবং তাহাকে নিজের কথায় সত্যবাদী ধরা যাইবে না। কেননা সে এইরূপ কথা বলিয়াছে যাহা জায়েয নহে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি পিতা অথবা অছী অথবা শরীক অথবা উকীল কোন নাবালেগের পক্ষ হইতে ক্রয়-বিক্রয় করে এবং নিজের জন্য অথবা ক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত করে এবং যদি নাবালেগ মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে বালেগ হইয়া যায়, তবে খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল। মুহীতে সুরখসীর মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে খিয়ার ঐ বালকের হইয়া যাইবে। অতএব যদি সে মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয় তবে জায়েয হইবে। আর যদি রদ করিয়া দেয় তবে বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি মুদ্দতে খিয়ার অতীত হইয়া যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় জারী হইয়া যাইবে। ইহা কাফী কিতবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি মুকাতিব কোন বস্তু বিক্রয় করত ঃ নিজেরজন্য খিয়ারের শর্ত করে তারপর সে তিনদিনের মধ্যে নিজের কিতাবাহ হইতে অসমর্থ হয় তবে সকলের নিকট হইয়াছে। তারপর যদি তাহার মালিক তিনদিনের মধ্যে তাহাকে আটক করিয়া দেয় তবে খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন নাবালেগের জন্য পিতা অথবা অছী কোন বস্তু নিজেদের যিম্মায় লওয়া কর্জের বদলে কোন বস্তু খরিদ এবং খিয়ারের শর্ত করিয়া লয়, তারপর যদি বালক বালেগ হইয়া যায় এবং পিতা অথবা অছী ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া

www.nagorikpathagar.org

দেয় তবে ক্রয়-বিক্রয়ের তাহাদের উভয়ের জন্য জায়েয হইবে এবং বালকের খিয়ার হাছিল থাকিবে যে, যদি ইচ্ছা করে তবে অনুমতি দিবে ইচ্ছা করিলে ভঙ্গ করিয়া দিবে। যদি সে অনুমতি দেয় তবে তাহার হকে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে। আর যদি ভঙ্গ করে তবে তাহার হক চলিয়া যাইবে এবং পিতা অথবা অছী হকে অনুমতি দিবার কারণে ক্রয় ছহীহ হইয়া যাইবে। আর যদি বালক কোন অনুমতি না দেয় এমনকি অছী রাজী হওয়ার পূর্বে অথবা পরে মরিয়া যায় তবেঐ বালকের মধ্যে অথবা তাহার অতীত হওয়ার পর গোলাম অছীর কজায় মারা যায় অথবা অছীর রাজী হওয়ার পূর্বে অথবা রাজী হওয়ার পরে মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে ঐ বালক মৃত্যুবরণ করে তবে ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতার যিম্মায় পড়িবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

ষষ্ঠ ভাগ

খিয়ারে তাঈনের মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, খিয়ারের তাঈন কায়েমী বস্তুর মধ্যে হয়, মেছলী বস্তুর মধ্যে হয় না। ইহা ইস্তেহসানান চারিটি বস্তুর কমের মধ্যে ছহীহ নয়। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। চারিটি বস্তু হইলে ইহা ছহীহ হয় না। ইহা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে ; এবং উহার ছুরত এই যে, দুইটি অথবা তিনটি গোলামের মধ্যে একটিকে অথবা দুইটি বা তিনটিকাপড়ের মধ্যে একটিকে এই শর্তের উপর বিক্রয় করে যে, ক্রেতা যে কোন একটিকে পছন্দ করিয়া নিবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে এবং খিয়ারে তাঈন যেরূপ ক্রেতার পক্ষে জায়েয আছে তদ্রূপ বিক্রেতারও জায়েয আছে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে; এবং ইহাই ছহীহ। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে।

যখন এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং উহাদের উভয়ের উপর ক্রেতা কজা করে তখন উভয়ের মধ্যে একটি ক্রেতার অধিকারে আসিয়া মূল্যের বদরে ক্রেতার নিকট জেমানতস্বরূপ থাকিবে এবং দ্বিতীয়টি বিক্রেতার অধিকার থাকিবে এবং উহা ক্রেতার নিকট আমানত হিসাবে থাকিবে। ইহা তাবী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন ব্যক্তি খিয়ারে তাঈনের আকদের সঙ্গে এই শর্তও যুক্ত করিয়াছেন যে হাতে খিয়ারের শর্তও থাকিবে এবং উহা জামে ছগীর কিতাবে উল্লেখ আছে। শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) বরে যে, ইহাই ছহীহ। আর কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ শর্ত নই। ইহা জামে কবীর কিতাবে বর্ণিত আছে এবং ফখরুল ইসলাম (রহঃ) ও বলেন যে, ইহাই ছহীহ। তাবিয়ীন কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে।

যদি উভয় অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রতা খিয়ারের শর্ত এবং খিয়ারে তাঈনের উপর রাজী হইয়া যায় তবে খিয়ারের শর্তের হুকুমও ছাবেত হইয়া যাইবে এবং তাহা এই যে, প্রত্যেকের উভয় কাপড় হইতে তিনদিনের মধ্যে রদ করা জায়েয হইবে যদিও এই কাজ ঐ কাপড় নির্দিষ্ট করার পরে হয়, যে কাপড়ে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। আর যদি উভয় কাপড়ের মধ্যে একটিকে রদ করে তবে ইহা খিয়ারে তাঈনের কারণে হইবে এবং অন্য কাপড়টির ক্রয়-বিক্রয় খিয়ারের শর্তের সাথে ছাবেত ইবে। আর যদি কাহারও ফেরত দেওয়া এবং নির্দিষ্ট করার পূর্বে তিনদিন অতীত হইয়া যায় তবে খিয়ারের শর্ত বাতিল হইয়া যাইবে এবং একটি কাপড়ের ক্রয়-বিক্রয় পাকাপাকি হইয়া যাইবে। আর ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে যে, একটি কাপড় নির্দিষ্ট করিয়া লয়। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

যদি খিয়ারে শর্তের উল্লেখ না করা হয়, তবে খিয়ারের তাঈনের জন্য ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তিনদিনের মুদ্দত ধার্য করা কর্তব্য এবং ছাহেবাইন (রহঃ)-এর নিকট কোন নির্দিষ্ট মুদ্দত ধার্য করা উচিত। ইহা হেদায়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট মুদ্দত ধার্য করা না হয় এবং শুধু উহাকে মতলকাম অর্থাৎ অনির্দিষ্টভাবে রাখিয়া

www.nagorikpathagar.org

দেওয়া হয়, তবে ইমা কুরখী (রহঃ) বরেন্ন যে, এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে না এবং জামে'ছগীর কিতাবেও এইদিকে ইশারা করা হইয়াছে। মাযুন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শামসুর আয়েম্মা হালুযারী (রহ) শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) এবং ফখরুল ইসলাম আলী বাযুদী (রহঃ) এই কওলের দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

যদি কেহ খিয়ারে তাঈনের সাথে খিয়ারের শর্তেরও আরোপ করে এবং যাহারা সেই খিয়ার থাকে আর সে মরিয়া যায়, তবে খিয়ারে শর্ত বাতিল হইয়া যাইবে। এমন কি তাহার ওয়ারিছদের উভয় বস্তুকে রদ করার ইখতিয়ার থাকিবে না এবং খিয়ারের তাঈন ওয়ারিছতের জন্য ছাবেত হইয়া যাইবে এবং যখন ওয়ারিছ উভয় বস্তুর মধ্রে একটি ইখতিয়ার করিবে তখন দ্বিতীয়টি তাহার নিকট আমানতস্বরূপ থাকিবে। আর যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য হয় এবং তাহার কব্জা করার পূর্বে দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি খোয়া যায়, তবে খোয়া যাওয়া জিনিসটি আমানতের জন্য এবং অবশিষ্ট বস্তুটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে এবং ক্রেতার অবশিষ্ট বস্তুটির মধ্যে ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে ইচ্ছা করিলে তাহা নিতে পারে অথবা ইচ্ছা করিলে সে তাহা ফেরত দিতে পারে।

আর যদি সবই খোয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি উভয় বস্তুই বাকী থাকে, তবে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে যে, উভয়ের মধ্যে যেইটিকে ইচ্ছা নিয়া নিতে পারে। আর যদি ভয় বউরই খোয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি উভয় বস্তুর মধ্যে একটি বস্তু কব্জা করার পর খোয়া যায়, তবে সেই খোয়া যাওয়া বস্তটি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে; এবং বাকী বস্তুটি আমানতস্বরূপ থাকিবে যে, উহা বিক্রেতাকে ফেরত দিয়া দিবে। আর যদি দুইটি বস্তুই পূবে খোয়া যায়, তবে প্রথম খোয়া যাওয়া বস্তুটি খোয়া যাওয়ার কারণে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইবে এবং তাহার মূল্য আদায় করা ক্রেতার উপর লাযেম হইবে। আর যদি উভয় বস্তু একই সাথে খোয়া যায়, তবে ক্রেতার প্রত্যেক বস্তুর অর্ধমূল্য আদায় করা লাযেম হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

আর এইভাবে যদি উভয় বস্তু পূর্বে-পরে খোয়া যায়; কিন্তু প্রথম কোন বস্তুটি খোয়া গিয়াছে তাহা জানা না যায়, তাহা হইলেও ক্রেতার প্রত্যেক বস্তুর অর্ধমূল্য আদায় করা ওয়াজিব হইবে। ইহা নেহায়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি বিক্রেতা বরে যে, উভয়ের মধ্যে অধিক মূল্যে বস্তটির হালাক হইয়াছে। আর ক্রেতা বরে যে, না অল্প মূল্যের বস্তটি হালাক হইয়েছে, তবে ক্রেতার কওলই গ্রহণযোগ্য হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্রে কোন একজনে সাক্ষী পেশ করে তবে তাহার সাক্ষ্র গ্রহণ করা হইবে এবং এইক্ষেত্রে কসম সাকেত অর্থাৎ রহিত হইয়া যাইবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষী পেশ করে, তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য কবুল করা হইবে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

আর যদি ক্রেতা উভয় বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লয় এবং তাহার কব্জায় থাকা অবস্থায় একটি বস্তু আয়েবদার হইয়া যায়, তবে সেইটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইবে এবং দ্বিতীয়টি আমানত হিসাবে থাকিবে। আর যদি উভয় বস্তু আয়েবদার হইয়া যায় এবং তাহা আগে পরে হয়, তবে প্রথমটি ক্রেতার জন্য লাযেম হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয়টি বিক্রেতাকে ফেরত দিবে, আর আয়েবজনিত লোকসানের জেমান দিবে না। ইহা নিয়াবী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা কোনটি প্রথম আয়েবদার হইয়াছে তাহা নিয়া ঝগড়া করে, তবে তাহার ছুরত ঐরূপ, যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা যাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি উভয় বস্তু একই সাথে আয়েবদার হইয়া যায়, তবে কোনটিই ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইবে না এবংতখন ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে যেইটিকে ইচ্ছা মূল্যের বিনিময়ে নিয়া নিবে। উভয়টিকে ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। আর তাহার খিয়রের শর্ত

www.nagorikpathagar.org

বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি ইহার পর উভয়ের মধ্যে কোন একটি বস্তুর আয়ের বৃদ্ধি পায় অথবা কোন একটির মধ্যে অন্য আয়েব সৃষ্টি হয়, তবে সেই বস্তুটির ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা নিয়াবী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

আর যদি ক্রেতা কোন একটি বস্তুর মধ্যে মালিকের ন্যায় ব্যবহার করে; তবে তাহার তাহা করা জায়েয হইবে এবং সে ঐ বস্তু ইখতিয়ারকারী সাব্যস্থ হইয়া যাইবে এবং উহার মূল্য আদয় করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে; এবং অন্য বস্তুটি আমানত হিসেবে নির্দিষ্ট হইবে। এমতাবস্থায় ঐ বস্তুটি ব্যবহারে আনা বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি ক্রেতা উভয় বস্তু ব্যবহার করে এবং উভয়ই জীবিত বাকী থাকে, তবে ক্রেতার নিজের খিয়ারও বাকী থাকিবে; সুতরাং যাহাকে সে ইখতিয়ার করিবে না তাহাকে ফেরত দিয়া দিবে' কিন্তু উভয়কে তাহার ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। ইহা মুহীত কিথাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি ক্রেতা উভয় বিক্রয় করিয়া ফেলে তারপর উভয়ের মধ্যে একটিকে ইখতিয়ার করে, তবে যাহাকে ইখতিয়ার করিবে তাহার ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হইবে। যদি ক্রেতা দুইটি কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড় রং দ্বারা রঞ্জিত করে, তবে সেইটির ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয়টিকে ফেরত দিয়া দিবে। অত্র যদি বিক্রেতা দুইটি গোলামকেই আযাদ করিয়া দেয়, তবে যেইটি কে ফেলত পাইবে সেইটির আযাদ করা ছহীহ হইবে। আর যদি বিক্রেতা যেই গোলামটিকে ক্রেতা ইখতিয়ার করিয়াছে সেইটিকে আযাদ করা ছহীহ হইবে না।

আর যদি দুইটি দাসীর মধ্যে দুইটিকেই নিজের কব্জায় নিয়া উম্মে ওয়ালাদ করে, তবে প্রথমটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইবে এবং দ্বিতীয়টি আকর (নির্দিষ্ট পোশাক) বিক্রেতাকে দিয়া দিবে এবং দ্বিতীয় দাসীর সন্তানের নসব ক্রেতার ঐ দাসীর মারিক না হওয়ার কারণে ক্রেতার দ্বারা ছাবেত হইবে না এবং ক্রেতার জন্য হুকুম করা যাইবে যে, তুমি বল, কতাহাকে প্রথম উম্মে আলাদ করিয়াছ? তারপর যদি ক্রো তাহা প্রকাশ করিবার পূর্বে মরিয়া যায়, তবে খিয়ারে তাঈন ওয়ারিছদের জন্য হইবে। আর যদি ওয়ারিছগণ কাহাকে প্রথম দিবে উম্মে ওয়ালাদ করা হইয়াছে তাহা না বলিতে পারে, তবে উভয় দাসীর অর্ধেক মূল্য বিক্রেতাকে দিয়া দিবে। ইহা জহিরিয়ার কিতাবে বর্ণত আছে। আর যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ে উভয় দাসীর সাথে অতী করে এবং উভয় দাসীর সন্তান জন্ম হয়, আর বিক্রেতা এবং ক্রেতা প্রত্যেকে উভয় সন্তান দাবী করে, তবে ক্রেতা যাহার সাথে প্রথম অতী করিয়াছে, বলে এইক্ষেত্রে তাহার কথার তাছদীক করা যাইবে অর্থাৎ বিশ্বাস করিয়া নিবে বেং ক্রেতা দ্বিতীয় দাসীর আকর বিক্রেতাকে দিয়া দিবে এবং দ্বিতীয় দাসীর সন্তানের নসব বিক্রেতার দ্বারা ছাবেত হইবে এবং বিক্রেতা অন্য দাসীর আকর ক্রেতাকে দিয়া দিবে।

আর যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ে তাহাদের এই বিষয় উল্লেখ করার পূর্বে মরিয়া যায় এবং ক্রেতার ওয়ারিছগণ উভয় দাসীর প্রথম কে, তাহা জানিতে না পারা তাহা হইলে উভয়ের সন্তানদের কাহারও দ্বারা নসব ছবেত হইবে না। আর দাসীদ্বয় নিজেদের সান্তানগণসহ আযাদ হইয়া যাইবে এবং ক্রেতা উভয় দাসীর প্রত্যেকের অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক আকর বিক্রেতাকে জেমান দিবে এবং বিক্রেতা উভয়ের আদা আকর ক্রেতাকে দিবে এবং দাসীদ্বয়কে আযাদ করার ব্যাপারে উভয়ে শরীক থাকিবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে। আর দুইটি কাপড়ের ছুরতে যদি খিয়ার বিক্রেতার হয় এবং বাকী মাসয়ালার ূরত ঐরূপ হয় যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে যেই কাপড় ক্রেতার যিম্মায় দিয়া দিবে, কেত্রার তাহা ফেরত দিবার ইখতিয়ার থাকিবে না। কেননা তাহার তরফ হইতে ক্রয়-বিক্রয় পাকাপাখি হইয়াছে এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকিবে। কেননা তাহার উভয় বিক্রিত বস্তুর মধ্যে ইখতিয়ার আছে এবং বিক্রেতার জন্য উভয় কাপড় লাযেম করিয়া দেওয়ার ইখতিয়ার নাই। কেননা প্রকৃতপক্ষে দুইটি কাপড়ের মধ্যে একটির বিক্রি হইবে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি কব্জা করার পূর্বে অথবা পরে দুইটির মধ্যে একটি খোয়া যায়, তবে তাহা আমানতের মধ্যে খোয়া গেল। আর বাকী কাপড়টির মধ্যে বিক্রেতার ইখতিয়ার আছে। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে ঐটির ক্রয়-বিক্রয় লাযেম করিতে পারে। আর ইচ্ছা করিলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গও করিতে পারে। তবে খোয়া যাওয়া কাপড়টির ক্রয়-বিক্রয় লাযেম করিয়া দেওয়া তাহার অধিকারে নাই। আর যদি কব্জা করার পূর্বে উভয় কাপড় খোয়া যায়, তবে উভয়টি ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি কব্জা করার পর উভয় কাপড় খোয়া যায় তারপর তাহা আগে পরে খোয়া যায়, তবে পরে খোয়া যাওয়া কাপড়ের মূল্যের জেমান ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে। কেননা প্রথম আমানতের কাপড় খোয়া গিয়াছে। আর যদি উভয় কাপড় একসাথে খোয়া যায়,তবে ক্রেতার প্রত্যেক কাপড়ের অর্ধেক মূল্য দেওয়া লাযেম হইবে। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

আর যদি কব্জা করার পূর্বে অথবা পরে উভয় কাপড় অথবা উভয়ের একটি আয়েবদার হইয়া যায়, তবে বিক্রেতার খিয়ার নিজ অবস্থায় বাকী থাকিবে এবং তাহার এই ইখতিয়ার থাকিবে যে, যেইটি ইচ্ছা ক্রেতার যিম্মায় দিয়া দেয়। যদি সে বে-আয়েব কাপড়টি ক্রেতাকে দেয়, তাহা হইলেও ক্রেতার উহা তরক করার অধিকার থাকিবে না। আর যদি কব্জা করার পূর্বে আয়েবদার কাপড় ক্রেতাকে দেয়, তবে ক্রেতারও ইখতিয়ার থাকিবে যে, যদি সে ইচ্ছা করে, তবে তাহা নিয়া নিবে। আর ইচ্ছা না করিলে তরক করিয়া দিবে। ইহা নিয়াবী কিতাবের বিবরণ।

আর যদি বিক্রেতা আয়েবদার কাপড় ক্রেতাকে দেয় এবং ক্রেতা তাহাতে রাজী না হয়, তবে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকিবে না যে, পুনরায় ক্রেতাকে বে আয়েব কাপড় দিয়া দেয়। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি বিক্রেতা ইচ্ছা করে তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করতঃ উভয় কাপড় ফেরত নিতে পারে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে লিখিত আছে; এবং এই ছুরতে যদি ক্রেতার নিকট উভয় কাপড় আয়েবদার হইয়া যায়, তবে তাহার উপর প্রত্যেক কাপড়ের অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হইবে। ইহা নিয়াবী কিতাবে উল্লেখ আছে, এবং ক্রেতা যদি উভয় কাপড় অথবা কোন একটি কাপড় ব্যবহার করে তবে তাহা জায়েজ হইবে না। আর যদি বিক্রেতা একটি কাপড় ব্রবহার করে তবে তাহা জায়েয হইবে এবং দ্বিতীয়টি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খাছ হইয়া যাইবে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

উল্লেখ্য যে, যেই ছুরত হইতে খিয়ারের শর্ত সাকেত হইয়া যায়, ঐ একই কারণে খিয়ারে তাঈন ও সাকেত হইয়া যায়। ইহা জহিরিয়াহ কিতবে বর্ণিত আছে। ইবনে সেমা' (রহঃ) স্বীয় নাওয়াদের কিতবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে এই শর্তে দুইটি কাপড় খরিদ করিল যে, যেই কাপড়টি পছন্দ হইবে সেইটি নিয়া নিবে অর্থাৎ যদি পছন্দ হয়, তবে এই কাপড়টি দশ দেরহমা মূল্যে আর যদি পছন্দ হয় তবে ঐ কাপড়টি বিশ দেরহাম মূল্যে নিয়া নিবে। আর যদি পছন্দ হয়, তবে দুইটি কাপড়ই নিয়া নিবে। তারপর সে কেটি কাপড় রং দ্বারা রঞ্জিত করিল এবং সেই কাপড়টিই ইখতিয়ার করিল এবং দ্বিতীয়টি ফেরত দিয়া দিল, তখন বিক্রেতা বলিল যে, তুমি সেইটি নিয়া নিয়াছ যেইটির মূল্য বিশ দেরহাম; কিন্তু ক্রেতা বলিল যে, আমিসেইটির ইখতিয়ার করিয়াছি যেইটির মূল্য দশ দেরহাম, তবে এই মূল্যের বিতর্কের ক্ষেত্রে ক্রেতার কওল কবুল হইবে।

আর যদি ক্রেতা কাপড় দ্বারা জামা কাটাইয়া লয়; কিন্তু তখনও সেলাই করা না হয়, এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে মূল্য নিয়া বিতর্ক শুরু হয়, তবে এইক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, যদি সে ইচ্ছা করে, তবে ক্রেতা যেই মূল্য বরে তাহাই নিয়া নিবে। আর যদি ইচ্ছা করে ঐ কর্তিত কাপড়ই নিয়া নিবেআর যদি কাপড় কাটাইবার সাথে সাথে রংগাইয়াও ফেলা হয়, তবে বিক্রেতার ঐ কাপড় নিয়া নেওয়ার কোন পথ নাই। তখন তাহার সেই মূল্যই গ্রহণ করিতে হইবে যাহা ক্রেতা বলিতেছে।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে দুইটি কাপড় এব শর্তের উপর নিয়া নিল যে, উহার মধ্যে একটি এই পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে কিনিবে। তারপর উহার মধ্যে একটি কাপড় খোয়া গেল এবং দ্বিতীয়টি ক্রেতা কাটাইয়া লইল। তারপর ক্রেতা বলিল যে, আমি সেই কাপড়টি কাটাইয়াছি তাহাই ইখতিয়ার করিয়াছিলাম। তাহার দ্বিতীয়টি খোয়া গিয়াছে এবং ঐটি আমার নিকট আমানত অবস্থায় হারাইয়াছে এবং বিক্রেতা বলিল যে, তদ্রূপ নয়; বরং যেই কাপড়টি খোয়া গিয়াছে সেইটির তুমি ইখতিয়ার করিয়াছিলে। তারপর তুমি দ্বিতীয়টি কাটাইয়া লইয়াছ; সুতরাং তোমার উপর ঐ কাপড়ের মূল্য ধার্য হইয়াছে যেইটি তুমি কাটাইয়া লইয়াছ। আর যেইটি খোয়া গিয়াছে সেইটিরও মূল্য দিবে। তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তিত কাপড়টির অর্ধেক মূল্য এবং খোয়া যাওয়া কাপড়টির অর্ধেক মূল্যের জামিন হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

উল্লেখ যে, খিয়ারে তঈন বায়ে' ফাসেদের মধ্যেও জায়েয হইবে। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, বায়ে ফাসেদের মধ্যে যাহা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয় তাহার মূল্য দিতে হয় এবং বাকী অবস্থা ঠিক তদ্রূপ যাহা আমরা বায়ে জায়েযের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছি। যদি কেহ দুইটি গোলাম বায়ে ফাসেদের মাধ্যমে ক্রয় করে এবং দুইটিই একই সাথে মারিয়া যায়, তবে ক্রেতা প্রত্যেকটির অর্ধেক মূল্যের জামিন হইবে। আর যদি ক্রেতা উভয়কে আযাদ করিয়া দেয়, তবে একটি আযাদ হইবে এবং উহার নির্দিষ্ট করা ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে। আর যদি কোন একটিকে নির্দিষ্ট করতঃ আযাদ করিয়া দেয় বা বিক্রি করিয়া দেয়, তবে তাহা জায়েয হইবে এবং তাহার উপর ঐ গোলামটির মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হইবে। অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং সন্দেহযুক্ত অবস্থায় আযাদ করা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কাহারও তরফ হইতে জায়েয হইবে না।

আর যদি বিক্রেতা দুইটি গোলামের কোন একটিকে নির্দিষ্ট করত ঃ আযাদ করিয়া দেয় তারপর ঐ নির্দিষ্ট গোলামকে ক্রেতা আযাদ করে অথবা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে অথবা সে মরিয়া যায়, তবে বিক্রেতার আযাদ করা আসল হইবে। আর যদি সেইটিকে বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে তাহার আযাদ করা ছহীহ হইবে। আর যদি বিক্রেতা উভয়টিকে আযাদ করিয়া দেয় এবং উভয়টিকেই বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়,তবে একটি আযাদ হইবে এবং তাহা নির্দিষ্ট করা বিক্রেতার ইখতিয়ারে থাকিবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

সপ্তম ভাগ

খিয়ারের শর্তের উপর ক্রয়করা জিনিসের তাঈনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদের মাসায়েল

একব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু তিনদিনের খিয়ারের শর্তের উপর ধার্য করতঃ কব্জা করিয়া লইল। তারপর খিয়ারের হুকুম বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য আনিল। তখন বিক্রেতা বলিল যে, ইহা ঐ জিনিস নহে, যাহা আমি তোমার নিকট বিক্রি করিয়াছিলাম। আর ক্রেতা বলিল যে, ইহা সেই জিনিস যাহা তুমি আমার নিকট বিক্রি করিয়াছ। তবে এইক্ষেত্রে কসমের সাথে ক্রেতার কওলই কবুল হইবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। যদি এই ছুরতে বিক্রেতার উপর কব্জা না হইয়া থাকে এবং ক্রেতা কোন নির্দিষ্ট জিনিসের ব্যাপারে যাহা বিক্রেতার নিকট মৌজুদ আছে তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করে এবং বিক্রেতা বলে যে, আমি এই বস্তু তোমার নিকট বিক্রয় করি নাই এবং ক্রেতা বলে যে, এই বস্তুই তুমি বিক্রি করিয়াছ, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই ছুরতটি তাহার কোন কিতাবে উল্লেখ করেন নাই এবং ফোকাহগণ বলিয়াছেন যে, এইক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হইবে।

www.nagorikpathagar.org

যাহা উল্লেখ করা হইল তাহা ঐ ছুরতে যেখানে ক্রেতার খিয়ার থাকে; কিন্তু যদি খিয়ার কিতাবে বিক্রেতার থাকে এবং বিক্রিত বসউর উপর কব্জা হইয়া যায় এবং ক্রেতা মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রিত বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়া আসে বিক্রেতা এইরূপ বলে যে, ইহা ঐ জিনিস নয়, যাহা আমি তোমার নিকট বিক্রি করিয়াছি এবং তুমি আমার নিকট হইতে কব্জায় নিয়াছ। আর ক্রেতা বলে যে, ইহাই সেই জিনিস, যাহা তুমি আমর নিকট বিক্রি করিয়াছ এবং আমার কব্জায় দিয়াছ, তেব কসমের সাথে ক্রেতার কওল কবুল হইবে। আর যদি বিক্রিত জিনিসের উপর কব্জা না হয় এবং বিক্রেতা কোন নির্দিষ্ট বিক্রিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় কায়েম করার ইচ্ছা করে এবং ক্রেতা বলে যে, আমি উহা খরিদ করি নাই, তবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই ছুরতে কসমের সাথে ক্রোর কওল গৃহীত হইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি তিনদিনের খিয়ারের শর্তের উপর একটি গোলাম বিক্রয় করিল এবং মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে গোলাম ভুলক্রমে কাহাকেও হত্যা করিয়া ফেলিল। তারপর তাহার মালিক এইকথা জানা সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া দিল। তবে এই অনুমতি দ্বারা স ফেদিয়া দেওয়ার ইখতিয়ারকারী হইয়া যাইবে না এবং অনুমতি দেওয়া ছহীহ হইবে। আর ক্রেতার খিয়ার হাছিল হইবে। কেননা গোলাম বিক্রেতার জেমানের মধ্যে আয়েবদার হইয়াছে। অতএব যদি ক্রো গোলামকে নেওয়ার ইখতিয়ার করে তবে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে। ইচ্ছা হইলে সে গোলামকে নিতে পারে অথবা উহার ফেদিয়া দিতে পারে। আর যদি ক্রেতা -ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করার ইখতিয়া করে তবে বিক্রেতারও গোলামকেও দেওয়া অথবা ফেদিয়া দেওয়ার মধ্যে ইখতিয়ার থাকিবে এবং হুকুকম তখন হইবে যখন এই অপরাধ বিক্রেতার কব্জায় অনুষ্ঠিত হইবে। আর যদি ক্রেতার কব্জায় অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য মাসয়ালা অনুরূপ থাকে তবে বিক্রেতার উহার খিয়ার বাকী থাকিবে। তারপর যদি সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয তবে ক্রয়-বিক্রয জায়েয হইবে। এবং আকদের সময় হইতে ক্রেতার মালিকানা সাবেত ইয়া যাইবে। তারপর ক্রেতার গোরা অথবা ফেদিয়া দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিব। আর যদি খিয়ার ক্রেতার হয় এবং গোলামের এই অপরাধ বিক্রেতার কব্জায় হয়, তবে ক্রেতার খিয়ারে আয়েব হাছির হইয়া যাইবে এবং খিয়ারের শর্তও বাকী থাকিবে। তারপর যদি ক্রেতা গোলামকে নেওয়ার ইখতিয়ার করে, তবে সে গোলাম দেওয়া অথবা ফেদিয়া দেওয়ার অধিকারী হইবে। যদি সে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেয় তবে বিক্রেতার গোলামকে দেওয়া অথবা ফেদিয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। আর যদি ক্রেতার কব্জায় মদ্দুতে খিয়ারের মধ্যে ঐ গোলাম অপরাধ করে, তবে উহাকে বিক্রেতার ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না; কিন্তু যদি মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে উহার ফেদিয়া দিয়া দেয় .তবে খিয়ারের শর্তের কারণে তাহাকে ফেরত দিতে পারে। কেননা যে আয়েব আসিয়াছিল তাহা চলিয়া গিয়াছে। আর যদি সে ফেদিয়া না দেয় এবং গোলাম দেওয়া ইকতিয়ারকরে তবে খিয়ারের শর্ত সাকেত হইয়া যাইবে। আর সে সময় সে অপরাধেবিনিময়ে গোলামকে.দেওয়া ইচ্ছা করিয়াছে সেই সময়ই গোলামের মধ্যে ক্রেতার মালিকানা সাবাস্ত হইয়া গিয়াছে; সুরাং উহার উপর মূল্য ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

কোন গৃহ বিক্রেতা অথবা ক্রেতার খিয়ারের শর্তের উপর অথবা পাকাপাকি ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে খরিদ করা হইল। তারপর ঐ গৃহ কেন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট যে কোন অবস্থায় ঐ গৃহের বর্তমান কব্জাকারীর উপর দিয়াত ওয়াজিব হুইবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট যদি ক্রয়-বিক্রয সম্পন্ন হইয়া যায় তবে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে এবং যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে খিয়ার থাকে তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা অথবা অনুমতি দেওয়ার কারণে ঐ গৃহ যাহার হইবে, দিয়াত তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। তারপর ছাহেবাইন (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী যদি ক্রয়-বিক্রয় পাকাপাকি হয় এবং গৃহ ক্রেতার কব্জায় আসে তবে দিয়াত ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে। কিতাবে এই সম্পর্কে উল্লেখ নাই যে, ক্রেতার খিয়ারে

www.nagorikpathagar.org

হাসিল হইবে কি না হইবে; এবং ওয়াজিব এই যে, খিয়ার হাছিল হইবে। কারণ এই যে, গৃহ কোন নিহত ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে অথবা সাধারণভাবে এমন কোন অপরাধ নয় যাহা ঐ গৃহকে দোষী করে। এই কারণে যে, হত্যার অপরাধের জেমান ঐ গৃহের উপর কোন কিছু ছাবেত হইবে না। মুহীত কিতাবের বিবরণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খিয়ারে রুইয়াতের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

খিয়ারে রুইয়াতের আহকামের মাসায়েল

যে বস্তু দেখা হয় নাই তাহা ক্রয় করা জায়েয হইবে। ইহা হাবী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। উহার মাসয়ালার ছুরত এই যে, কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলিল যে, আমর বগলে যে কাপড় আছে উহার নিদর্শন এইরূপ, এইরূপ। তাহা আমি তোমার নিকট বিক্রি করিলাম। অথবা বলিল যে, আমার মুঠায় মোতি আছে তাহা বিক্রি করিলাম। চাই তাহার গুণাগুণ বর্ণনা করুক কি না করুক; এবং যদি এইরূপ বলে যে, আমি এই দাসী যাহার চেহারায় নেকাব আছে, তোমার নিকট বিক্রি করিলাম বা যদি এইরূপ বলে যে, আমি তোমার নিকট আমার বগলে অথবা মুঠার মধ্যে যাহা আছে, বিক্রি করিলাম। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে কিনা সেই সম্পর্কে মবসুত কিতাবে কিছু লিপিবদ্ধ নাই এবং আম মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এই প্রশ্নের মোটামুটি জবাব এই যে, কোন বস্তু না দেখিয়া ক্রয় করা জায়েয হওয়া এই কথাই প্রমাণ কর যে, এইরূপ বিক্রয় করাও আমাদের নিকট জায়েয হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যে ব্যক্তি কোন না দেখা বস্তু ক্রয় করে তখন তাহার দেখার সময় ইখতিয়ার থাকিবে। চাই তাহা সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া নিয়া নেউক অথবা উহা ফেরত দিয়া দেউক। চাই সে ঐ বস্তু উক্ত গুণাবলীর সাথে প্রাপ্ত হউক যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে অথবা উহার বিপরতি প্রাপ্ত হউক। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। খিযারে রুইয়াত হুকুম অনুযায়ী ছাবেত হইয়া যায়। ইহাতে কোনরূপ শর্ত করার প্রয়োজন হয় না। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহ কিতাবে লিখিত আছে। খিয়ারে রুইয়াত বিনিময়কৃত বস্তুর মধ্যে মালিকানা ছাবেত হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় লাযেম হওয়ার প্রতিবন্ধক। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

বিক্রিত জিনিস দেখার পূর্বে রুইয়াতে খিয়ার সাকেত করা হইলেও সাকেত হয় না এবং দেখার পর এইভাবে সাকেত করিলে সাকেত হয়। ইহা বাদায়ে কিতাবে লিখিত আছে। আম মাশায়েখের নিকট এইরূপ বস্তু না দেখিয়া ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকিবে এবং ইহাই ছহীহ। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে লিখিত আছে যদি খোদার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা জায়েয হইবে না এবং উহার খিয়ারে রুইয়াত স্বঅবস্থার উপর বাকী থাকিবে। তারপর যখন উহা দেখিবে তখন উহার ইখতিয়ার থাকিবে যে, ইচ্ছা হইলে নিয়া নিবে অথবা ফেরত দিয়া দিবে। ইহা মুজমিরাত কিতাবের বিবরণ।

যেইভাবে ক্রেতার জন্য বিক্রিত বস্তুর মধ্যে খিয়ারে রুইয়াত হয় ঐভাবে যদি মূল্য আইন হয়, তবে বিক্রেতার জন্যও ছাবেত হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া। খিয়ারে রুইয়াত ছাবেত হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিক্রিত বস্তু এই প্রকার হইবে যে, নির্দিষ্ট করায় সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়। যদি তাহা না হয়, তবে তাহাতে খিয়ারে রুইয়াত ছাবেত হইবে না। ইহা বাদায়ে কিতাবে উল্লেখ আছে। দেরহাম এবং দীনারের মধ্য খিয়ার ছাবেত হয় না। চাই তাহা নগদ আইন হউক অথবা কর্জ হউক এবং মাপিবার ও ওজন করিবার যোগ্য বস্তু যদি মুঈন অর্থাৎ নির্দিষ্ট না হয় তবে উহা দেরহাম এবং দীনারের অনুরূপ। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। এই খিয়ার ঐসব আকদের মধ্যে ছাবেত

www.nagorikpathagar.org

হয় যাহা ফিরাইয়া দিলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়। যেমন ইজারাহ অথবা মালের দাবীতে ছোলেহ করা অথবা বাটোয়ারা করা বা খরিদ করা ইত্যাদি। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

আর যে সব আকদের মধ্যে মাল ফিরাইয়া দিলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয় না, যেমন মোহর অথবা খোলার বদল অথবা হত্যাজনিত ছোলেহর বদল এবং এইরূপ অন্যান্য বস্তু যাহাতে ফেরত দেওয়া বস্তু নিজের উপর জেমানত থাকে এবং নিজের বিনিময়ের বদলে জেমানত হয় না। এইসব ক্ষেত্রে খিয়ার ছাবেত হয় না। ইহা যখীরাহ কিতাবে লিখিত আছে। উছতুরুশনী (রহঃ) ফাওয়ায়েদে বাজুল আয়েম্মা কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি আয়েম্মায়ে বোখারাহ হইতে এই কথার ফতোয়া লইয়াছি যে, খিয়ার রুইয়াত এবং খিয়ারে আয়েব বায়ে' ফাসাদের মধ্যে চাবেত হইয়া থাকে অথবা হয় না? তিনি জবাবে বলিয়াছেন যে, ছাবেত হইয়া থাকে।

মাশায়েখ (রহঃ) পরস্পর মতভেদ করিয়াছেন যে, খিয়ারে রুইয়াত মতলকান হয় না তাহার সময় নির্দিষ্ট থাকে। কোন কোন ইমাম বলেন যে, দেখার পরে যে সময়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা সম্ভব হয় সেই সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকে। আর যদি দেখার পর ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার সময় থাকা সত্ত্বেও তাহা না করে, তবে খিয়ারে রুইয়াত সাকেত হইয়া যাইবে। যদিও ঐ সময় পর্যন্ত ঐ ব্যাপারে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রকাশ্যতঃ বা অপ্রকাশ্যতঃ না পাওয়া যায়। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ। তবে পছন্দনীয় মত এই যে, উহার কোন সময় ধার্য নাই; বরং যখন পর্যন্ত এমন কোন ব্যাপার না ঘটে তাহা খিয়ারে রুইয়াতকে বাতিল করে, তখন পর্যন্ত উহা বাকী থাকে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। বাহরুর রায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ইহাই ছহীহ। যখন পর্যন্ত ক্রেতার তরফ হইতে খিয়ারে রুইয়াত সাকেত না হয় বিক্রেতার ক্রেতার নিকট মূল্য তলব করার ইখতিয়ার হয় না। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। খিয়ারে রুইয়াতের মধ্যে মীরাছ জারী হয় না। এমনকি যদি ক্রেতা দেখার পূর্বে মরিয়া যায় তবে তাহার ওয়ারিছদের মাল ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি এমন বস্তু বিক্রি করে যাহা সে দেখে নাই। যেমন কেন কোন জিনিসের ওয়ারিছ হয় এবং উহা সে দেখে নাই। এমনকি তাহা সে বিক্রি করিয়া দেয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে এবং তাহার খিয়ার থাকিবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন মুঈন জিনিস নগদ মুঈন জিনিসের বদলে বিক্রি করে যাহা সে দেখে নাই এবং কর্জের বদলে বিক্রি করে। তারপর ঐ মুঈন বস্তু দেখিয়া ফেরত দেয় তবে ঐ মুঈন অংশের ক্রয়-বিক্রয় ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং কর্জের অংশের ক্রয়-বিক্রি ভাঙ্গিবে না। কেননা তাহার কর্জের অংশে খিয়ারে রুইয়াত ছিল না। ইহা সুরুখসীর মধ্যে লিখিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোব বস্তু ক্রয় করে যাহা দেখিয়াছে। তারপর যদি ঐ বস্তু পরিবর্তিত হইয়া যায় তবে তাহার খিয়ার হইবে। আর যদি পরিবর্তিত না হয়, তবে খিয়ার থাকিবে না। কিন্তু ক্রয় করাকালীন যদি তাহার এইকথা মনে না থাকে যে, সে ঐ জিনিস দেখিয়াছে তবে তাহার খিয়ার ছাবেত হইবে। ইহা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

আর যদি পরিবর্তিত হওয়ার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা মতভেদ করে যে, ক্রেতা বলে, পরিবর্তন হইয়াছে এবং বিক্রেতা বলে, পরিবর্তন হয় নাই, তবে কসমের সাথে বিক্রেতার কওল গৃহীত হইবে এবং ক্রেতাকে সাক্ষী পেশ করিতে হইবে। আর বিক্রেতার কওল গৃহীত হইবে ঐ ছুরতে যে, মুদ্দত এত নিকটবর্তী, যাহাতে বুঝা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে এই প্রকার বস্তু পরিবর্তন হইতে পারে না। আর যদি অধিক সময় অতীত হয় যেমন এক দাসীকে তাহার যৌবনে দেখিয়াছিল। তারপর তাহাকে বিশ বৎসর পর ক্রয় করিল এবং বিক্রেতা দাবী করিল যে, সে পরিবর্তিত হয় নাই, তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতার কওলই গৃহীত হইবে। ইহা কাফী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহার উপরই ফতোয়া। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। আর যদি এইরূপ মতভেদ হয় যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে,

www.nagorikpathagar.org

তুমি ক্রয় করাকালীন উহাকে দেখিয়াছ এবং ক্রেতা বলে যে, আমি দেখি নাই, তবে কসমের সাথে ক্রেতার কওল গৃহীত হইবে। ইহা বাদায়ে কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রয়কৃত বস্তু ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে এবং সে ঐ অবস্থায়ই উহা কব্জা করার একরার করে, তারপর বলে যে, আমি ইহা ভাঁজ খুলিয়া দেখি নাই, তবে ক্রেতার কওল কবুল হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আমাদের আছহাবে হানাফিয়্যাহ (রহঃ) বলেন যে, যদি উভয়ের মধ্যে এইরূপ মতভেদ হয় যে, বিক্রেতা বলে, ইহা সেই বস্তু নয়, যাহা আমি তোমার নিকট বিক্রি করিয়াছি। আর ক্রেতা বলে যে, তোমার বিক্রয়কৃত বস্তুই ইহা। তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতার কওলই কবুল করা যাইবে। এইভাবে যেই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেতার কথায় আকদ টুটিয়া যায় সেইসব ক্ষেত্রে কসমের সাথে ক্রেতার কওলই গৃহীত হয়। আর যেই সব স্থরে বিক্রেতার রাজী হওয়া ব্যতীত অথবা হাকীমের হুকুম ছাড়া শুধু ক্রেতার কথায় আকদ ভঙ্গ হয় না সেইসব স্থলে বিক্রেতার কওল গৃহীত হইবে। ইহা শরহে কুদুরী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

কোন ব্যক্তি যবেহকৃত বকরীর চামড়া খুলিবার পূর্বে তাহার নাড়ী, ভুড়ি ক্রয় করিল, তবে তাহা জায়েয হইবে এবং ক্রেতার জন্য খিয়ারে রুইয়াত হাছিল হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে; কিন্তু যবেহ করার পূর্বে যদি নাড়ী-ভূড়ি খরিদ করে, তবে তাহা জায়েয হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কোন ব্যক্তি গাঠুরীর মধ্যে কাপড় থাকিতে তাহা খরিদ করে তারপর বিক্রেতা উহা হইতে কাপড় বাহির করে এবং ক্রেতাকে দেখায়, তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য খিয়ারে রুইয়াত হাছিল হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের জন্য দুইটি কাপড় পেশ করে, তারপর একটি কাপড় রুমাল দ্বারা পেঁচাইয়া দেয় আর ক্রেতা তাহা না দেখিয়াই উহা খরিদ করে এবং যদি সেই ইহা না জানে যে, কোন কাপড়টি রুমাল দ্বারা পেঁচাইয়া দিয়াছে। এইক্ষেত্রে ঐ কাপড় দেখিবার সময় ক্রেতার জন্য খিয়ারে রুইয়াত হাছিল হইবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

যদি বিক্রেতা দুইটি কাপড়ই একটি রুমারে লেপটাইয়া ক্রেতার নিকট আনে এবং বলে যে, সেই দুইটি কাপড়ই আছে, যাহা আমি গতকল্য তোমাকে দেখাইয়াছিলাম। তখন ক্রেতা বলে যে, আমি ইহার একটি দশ দেরহাম মূল্যে খরিদ করিলাম এবং দ্বিতীয়টিও দশ দেরহাম মূল্যে নিয়া নিলাম। আর সে ক্রয় করার সময় উহা দেখিল না, তবে তাহার খিয়ারে রুইয়াত হাছিল হইবে না। আর যদি সে কাপড় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ক্রয় করিত এবং এইরূপ বলিত যে, এইটি আম বিশ দেরহাম মূল্যে ক্রয় করিলাম এবং ঐটি দশ দেরহাম মূল্যে, তবে তাহার খিয়ারে রুইয়াত হাছিল হইত। আর যদি ক্রেতা এইরূপ বলে যে, কাপড় দুইটির মধ্যে একটি আমি বিশ দেরহাম মূল্যে নিলাম; কিন্তু ইহা জানা গেল না যে, কোন কাপড়টি, তবে ইহা বায়ে' ফাসেদ হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ এমন কোন বউ খরিদ করে যাহা সে দেখিয়াছে এবং খরিদ করার সময় তাহা সে চিনিতে না পারে, যেমন কেনা কাপড় কাহারও হাতে দেখিয়াছিল, তারপর কাপড়ওয়ালা উহা একটি রুমালে লেপটাইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিল; কিন্তু লোকটি জানিতে পারিল না যে, ইহা ঐ কাপড় না অন্য কাপড় অথবা কেহ কোন দাসী কাহারও নিট দেখিয়াছিল, তারপর নেকাবে তাহার মুখাবৃত অবস্থায় উহার নিকট হইতে এ দাসী ক্রয় করিল; কিন্তু জানিতে পালি না যে, এই কি সেই দাসী, না অন্য কোন দাসী? তবে এইক্ষেত্রে যখন সে দেখিবে তখন তাহার খিয়ার হাছিল হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেহ একত্রে কয়েকটি বস্তু ক্রয়-বিক্রয়কালে কোনটির অনুমতি দেয়। এযমন যদি কেহ দুইটি কাপড় অথবা দুইটি গোলাম বা তদ্রূপ অন্য কোন কিছু খরিদ করে আর কব্জা করার পর উহা দেখিয়া একটি পছন্দ করে এবং বলে যে, আমি এইটি পছন্দ করিয়াছি; তবে সম্পূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় লাযেম হইবে না এবং খিয়ারে রুইয়াত স্বঅবস্থায় বাকী থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেহ দুইটি বস্তু খরিদ করে এবং উহা দেখিয়া একটির উপর কব্জা করিয়া লয়, তবে ইহা তাহার ঐ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর রাজী হওয়া প্রমাণ করে। ইবনে রুস্তম (রহঃ) ইমাম আজম (রহঃ) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। দুইটি বিক্রিত বস্তুর একটিকে দেখা দুইটিকে দেখার অনুরূপ নয়; কিন্তু এই ছুরতে যাহা দেখিল তাহার উপর কব্জা করত ঃ যদি তাহা খোয়াইয়া ফেলে তবে তখন তাহার ক্রয়-বিক্রি লাযেম হইয়া যাইবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এইক্ষেত্রে দ্বিমত পোষন করেন। ইহা জহিরিয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে। দুই ব্যক্তি এমন একটি বস্তু খরিদ করিল যাহা উভয়ের মধ্যে কেহই দেখে নাই এবং উভয়ের উহার উপর কব্জা করিয়া লইল। তারপর উহা উভয়েই দেখিল অতঃপর একজনে উহা পছন্দ করিল এবং অন্যজনে উহা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করিল, তবে এইক্ষেত্রে তাহার উহা ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না; কিন্তু যদি উভয়েই উহা ফেরত দিতে একমত হয়, তবে সেইক্ষেত্রে খিয়ার থাকিবে। ইমাম আজম (রহঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

যদি বিক্রেতা দুইজন হয় এবং ক্রেতা একজন হয় এবং খিয়ার উভয় বিক্রেতার হাছিল থাকে আর উহাদের একজন ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে এবং অন্যজন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া দেয়, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় বিক্রেতার অনুমতি দানে একমত হয়। যদি দুই ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করে উহাদের একজন তাহাকে দেখিয়াছে। তারপর উভয়ে দাসীর উপর কব্জা করিয়া লয়। অতঃপর যেই ব্যক্তি দাসীকে দেখে নাই সে উহাকে দেখিল। তারপর উভয়ে দাসীকে ফেরত দিতে একমত হইল, তবে এইক্ষেত্রে ফেরত দিতে পারিবে। আর যদি ঐ ছুরতে যেই ব্যক্তি দাসীকে দেখিয়াছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির ফেরত দিবার পূবে বলে যে, আমি রাজী হইয়াছি এবং আমি ক্রয়-বিক্রয় জারী করিয়া দিয়াছি, তাহা হইলে যেই ব্যক্তি পূর্বে দাসীকে দেখে নাই তাহার সম্পূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ দুইটি কাপড়ের মধ্যে একটি দেখে এবং দুইটিকেই খরিদ করে। তারপর যখন সে দুইটি কাপড়ই দেখে তখন তাহার দুইটি কাপড়ই ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। আর ইচ্ছা হইলে দুইটিই নিয়া নিতে পারিবে। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ। যদি কেহ কোন গাঁঠুরীর কাপড় না দেখিয়া খরিদ করে তারপর সে উহার কোন একটি কাপড় পরিধান করে, তবে ঐ গাঁঠুরীর সমস্ত কাপড়েই তাহার খিয়ার থাকিবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। খিয়ারে রুইয়াতের কারণে কব্জার পূর্বে ফেরত দেওয়া এবং কব্জার পরে ক্রয়-বিক্রয় বঙ্গ করা এইসকল ক্ষেত্রে কাজীর হুকুম এবং বিক্রেতার রাজী হওয়ার দরকার করে না, শুধু যদি এইকথা বলে যে, আমি ফেরত দিলাম, তবে তাহাতেই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট বিক্রেতার অগোচরে ফেরত দিরে তাহা ছহীহ হইবে না। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

আর যদি কব্জা করিয়া লয় তারপর উহাকে দেখে, তবে তাহার খিয়ার ঐ সময় পর্যন্ত হাছিল থাকিবে যখন পর্যন্ত সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি না দেয় অথবা তাহার তরফ হইতে এমন কোন ব্যাপার না ঘটে যাহাদ্বারা রাজী বুঝা যায়। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। খিয়ারে রুইয়াতের মধ্যে দেকার পরে বিক্রেতা হাজির থাকুক কি না থাকুক উভয় ছুরতে সকলের নিকট রাজী হওয়া ছহীহ হইয়া যায়। রাজী হওয়ার দুইটি অবস্থা আছে। একটি এই যে, প্রকাশ্যে বলিয়া দিবে যে, আমি রাজী হইয়াছি, ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিলাম। আর দ্বিতীয়টি এই যে, দেখিবার পর এমন কোন কাজ করে যাহাদ্বারা রাজী হওয়া বুঝা যায়। যেমন কোন বস্তু খরিদ করতঃ দেখিবার উপর উহা কব্জা করিয়া লয়। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

আয়েবদার হইয়া যাওয়ার অথবা ব্যবহার করার কারণে যেইরূ খিয়ারে শর্ত বাতিল হইয়া যায় তদ্রুপ উহা দ্বারা খিয়ারে রুইয়াতও চলিয়া যায়। তারপর যদি বিক্রিত বস্তুর মধ্যে এমন ব্যবহার করা হয় যেমন রেহান রাখা অথবা উজারাহ

দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি দ্বারা খিয়ারে রুইয়াতে বিক্রিত বস্তু দেখার পূর্বে বা পরে উভয় ছুরতেই বাতিল হইয়া যায়। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ। যদি ক্রেতা দেখার পূর্বে এবং কব্জা করার পরে বিক্রি করিয়া দেয় তারপর আয়েবের কারণে কাজীর হুকুম দ্বারা অথবা এমন কারণ দ্বারা যেই কারণে সর্বদিক দিয়া ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা গণ্য হয়, এইক্ষেত্রে যদি উহা ফেরত দেওয়া হয় এবং রেহান টুটিয়া যায় ও ইজারাহ টুটিয়া যায়, তবে খিয়ারে রুইয়াত ফিরিয়া আসিবে না এবং ইহাই ছহীহ। ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ। আর যদি কেহ এইরূপ কাজ করে যাহাদ্বারা অন্যের হক সম্পর্কিত হয় যেমন বিক্রয় বস্তু নিজের জন্য খিয়ারে শর্ত করত ঃ বিক্রয় করে অথবা হেবা করিয়া সোপর্দ না করে অথবা বিক্রয়ের জন্য পেশ করে তবে খিয়ারে রুইয়াত বাতিল হইবে না।

আর যদি বিক্রিত বস্তুর মধ্যে ঐ প্রকার ব্যবহার দেখার পরে করে, তবে তাহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা কেফায়াহ কিতাবের বিবরণ। আর যদি কোন বিক্রেয় বস্তু দেখার পর বিক্রয়ের জন্য পেশ করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট উহার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, বাতিল হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওলই ছহীহ। ইহা বাদায়ে' কিতাবে লিখিত আছে। যদি কোন খরিদকৃত গোলামকে মুকাতিব করিয়া দেয় তারপর সে কিতাবাতের ব্যাপারে অসমর্থ হয় তারপর ক্রেতা তাহাকে দেখে, তবে রুইয়াতের কারণে ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার হইবে না। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন বিক্রিত বস্তু হস্তচ্যুত হইয়া যায় অথবা ক্রেতার নিকট উহার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি আসে অথবা উহাতে কিছু অতিরিক্ততা সৃষ্টি হয়, চাই সেই অতিরিক্তিতা বিক্রিত বস্তুর সাথ সংযুক্ত হউক বা পৃথক থাকুক, তবে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

এইভাবে যদি বিক্রিত জিনিস কোন দাসী হয় এবং তাহার সাথে অতী করা হয় অথবা কামভাবের সাথে তাহাকে স্পর্শ করা হয় না কামভাবের সাথে যৌনাঙেগর দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় অথবা বিক্রিত জিনিস যদি ঘোড়া হয় আর নিরে ব্যক্তি প্রয়োজনে ইহাতে আরোহণ করা হয়বা এই জাতীয় অ্য কোন কাজ করা হয় তাহা হইলে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হইবে। ইহাবাদায়ে' কিতাবে লিপিবদ্ধআছে। আর যদি খরিদকৃত বস্তু দেখার পূর্বেকাহারও নিকট তাহার খয়ারে রুইয়াতের শর্তের উপর বিক্রয় করা হয়, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় শর্ত ব্যতীত মতলক ক্রয়-বিক্রয়ের মত হইয়া যায় অর্থাৎ খিয়ারে রুইয়াত দেখার পূর্বেই সাকেত হইয়া যাইবে। ইহা শরহে কানয কিতাবে উল্লেখ আছে। এইভাবে যদি উহা বায়ে' ফাসাদের মধ্যেমে বিক্রয় করা হয় এবং ক্রেতাকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও খিয়ারে রুইয়াত বাতিল হইয়া যায়। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ

যে সকল জিনিস কিছু দেখিলেই সম্পূর্ণ দেখা হয় ইহার মাসায়েল

ফায়েদাহ এই যে, যদি না দেখা বস্তু দেখা জিনিসের ভাবে হয়, তবে না দেখা বস্তুর মধ্যে ক্রেতার খিয়ার হাছিল হইবে না। আর যদি দেখা বস্তু আসল হয়, তবে এই বিষয়ের দিকে লক্ষ করা যাইবে যে, দেখা বস্তু দেখার কারণে যদি না দেখা বস্তুর অবস্থা জানা না যায় তবে ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত বাকী থাকিবে। আর যদি জানা যায় তবে খিয়ারে রুইয়াত বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের লিপিবদ্ধ রুপ। যদি কেহ কোন দাসী বা গোলাম খরিদ করে এবং তাহার চেহারা দেখিয়া তাহাকে পছন্দ করে, তবে ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত বাকী থাকিবেনা। ইহা মুহীত্ত কিতাবে উল্লেখ আছে। আর এইভাবে চেহারার অধিক অংশ দেখিয়া নিলে সম্পূর্ণ চেহারা দেখার অনুরূপ হইবে। আর যদি মানুষের চেহারা ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া লয় তবে তাহার খিয়ার বাকী থাকিবে। ঘোড়া

www.nagorikpathagar.org

অথবা খচ্চর, গাধা ইত্যাদি খরিদ করে এবং উহার চেহারা ব্যতীত অন্য কিছু না থেকে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতার জন্য খিয়ার বাকী থাকিবে। যখন পর্যন্ত না সে ঐ জন্তুর সম্মুখ ও পিছন দেখে। ইহাই ছহীহ অভিমত। ইহা বাদায়ে কিতাবের লিখিত রূপ। ফোকাহাগণ বলেন যে, যদি চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে তাহার চারিটি পা দেখা প্রয়োজন হয় এবং যখন তাহা দেখা হয় তখন তাহাতে খিয়ার বাকী থাকে না। ইহা শরহে কুদুরী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। উহাদের শুধু পায়ের খুর, ললাট এবং লেজ দেখাই যথেষ্ট নহে এবং ইহাই ছহীহ অভিমত। ইহা ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়াহ কিতাবের বিবরণ। আর যে বকরী ক্রয় করতঃ প্রতিপালন করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহার দুগ্ধথলি এবং সর্বশরীর দেখা প্রয়োজন হয়। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি মাংস ভক্ষণের জন্য বকরী ক্রয় করা হয় তবে বকরী মাংসল ও পুষ্ট কিনা তাহাই দেখার প্রয়োজন হয়; কিন্তু যদি উহা বহুদূর হইতে দেখা হয় তবে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকিবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি দুগ্ধবতী গাভী অথবা উটনী ক্রয় করা হয় এবং তাহার সর্বশরীর দেখা হয় কিন্তু তাহার দুগ্ধথলি দেখা না হয় তবে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকিবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

খাবার বস্তুর মধ্যে স্বাদ চাখিয়া দেখ এবং ঘ্রাণ লওয়ার বস্তুর মধ্যে ঘ্রাণ লইয়া দেখা প্রয়োজন হয়। আর যুদ্ধের ময়দানে যে দফ বাজানো হয় উহার আওয়াজ শুনিয়া নেওয়া প্রয়োজন হয়। ইহা তাবিয়ীন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেহ কোন স্বাদের বস্তু ক্রয় করে বেং তাহার স্বাদ না চাখিয়া ক্রয় করে তবে তাহার খিয়ার বাকী থাকিবে, যখন সে উহার স্বাদ চাখিয়া দেখে। ইহা কানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেহ কোন বস্তুর পরিচিত ছেফাতের কারণে ক্রয় করে তারপর যদি সে হাতে উক্ত ছেফাতসমূহ না পায়; বরং উহাতে কমী থাকে, তবে ক্রেতার খিয়ার হাছিল হইবে। ইহা যখীরাহে কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি কেহ কোন কাপড় খরিদ করে এবং তাহা অন্য কোন বস্তু দ্বারা লেপটানো থাকে, ক্রেতা কাপড় উপর হইতে দেখিয়া খুলিয়া না দেখিয়া যদি তাহা ক্রয় করে, তারপর খুলিয়া দেখার পর যখন সে পূর্ণ ছেফাত অনুসারে কাপড় না পায়, তবে তাহর খিয়ার বাকী থাকিবে না। ইহা বাদায়ে কিতাবে লিখিত আছে।

কোন কোন ফোকাহা বলেন যে, এইক্ষেত্রে দেশের প্রচলন অনুসারে হুকুম হইবে। আমাদের দেশের প্রচলন অনুসারে যখন পর্যন্ত কাপড় খুলিয়া দেখা না হয় তখন পর্যন্ত তাহার খিয়ার বাতিল হইবে না কেননা দেশে নানা ধরনের কাপড় মিলাইয়া রাখা বা দেওয়া প্রচলিত হয়িা গিয়াছে। ইমাম যুফার (রহঃ) ও এইরূপ বলিয়াছেন এবং মবসুত কিতাবেও অনুরূপ লিখিত হইয়াছে। ইমাম যুফার (রহঃ) এর অনুরূপ ফতহুল কাদীর কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেহ একই সাথে দুইটি কাপড় খরিদ করে তবে দুইটি কাপড়ই যখন পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্নভাবে খুলিয়া না দেখা হয় তখন পর্যন্ত ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকিবে। উহা জহিরিয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য যখন কেহ কোন তাকিয়া খরিদ করে উহা নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা পূণ্ করা হয়। ক্রয়ের পরে যদি খুলিয়া দেখা হয়, ঐ বস্তুর বদলে অন্য বস্তু দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে, যাহাদ্বারা সচরাচর তাকিয়া পূণ্ করা হয় না, তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকিবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে মেরাজুদ দেরায়াহ কিতাব হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যদি কেহ আস্তর লাগানো জুব্বা খরিদ করে এবং আস্তর দেখিয়া লয়। তারপর উহার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার সময় ক্রেতার খিয়ার থাকিবে এবং যদি ক্রেতার অভ্যন্তর ভাগের দিকে তেমন আগ্রহ না থাকে, বরং আস্তরই তাহার মূল লক্ষ্য থাকে, তবে তাহার খিয়ার বাকী থাকিবে না। আর যদি বিশেষ কোন একটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য না থাকে; বরং দুইটির একইরূপ উদ্দেশ্য হয়, তবে সেইক্ষেত্রে খিয়ার বাতিল হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে

www.nagorikpathagar.org

লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেহ দুইটি মোজা অথবা দুইটি জুতা ক্রয় করে এবং উহার একটি দেখে এবং অন্যটি না দেখে তবে দ্বিতীয়টি দেখার সময় তাহার খিয়ার থাকিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি কেহ কোন শিশি ভর্তি তেল খরিদ করে এবং শিশি দেখিয়া লয় এবং তেল নিজের হাতে ঢালিয়া বা আঙ্গুলে লইয়া না দেখে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তেল দেখার মধ্যে গণ্য হইবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি খরিদকৃত বস্তু আয়নার দ্বারা দেখে অথবা উহা কোন কূপের পার্শ্বে থাকার কারণে কূপের পানির মধ্যে উহার ছায়া দেখে তবে ইহাও দেখার মধ্যে গণ্য হইবে না এবং ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকিবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি পানির মধ্যে এমনভাবে মৎস্য দেখে যে, মৎস্য শিকারী ঐ মৎস্য শিকার করিতে পারে, তবে সেইক্ষেত্রে খিয়ার বাকী থাকিবে না; কিন্তু কোন কোন ফোকাহ বরেন যে, বাকী থাকিবে। উহা বাতিল হইবে না এবং ইহাই ছহীহ। ফতহুল কাদীর কিতাবে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে। কোন বস্তু যদি মিহিন পর্দার বাহির দিয়া দেখা হয়, তবে তাহা দেখার মধ্যে গণ্য হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেহ নানা ধরনের আঙ্গুলের মধ্যে একটি আঙ্গুর দেখিয়া একসাথে সব আঙ্গুর ক্রয় করে, তবে সেইক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকিবে; কিন্তু যদি খোরমা বৃক্ষের একটি দেখিয়া একসাথে কয়েকটি ক্রয় করে, তবে সেইক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত বাতিল হইয়া যাইবে। কেননা একটি খোরমা দেখিলে সব খোরমাই দেখা হইয়া যায় বলিয়া মত দেওয়া হইয়াছে। কেহ একসাথে টকও মিষ্টি আনার খরিদ করে এবং উহার একটি মাত্র দেখিয়া লয়, তবে অন্য কে দেখিবার সময় তাহার খিয়ার হাছিল হইবে।

যদি কেহ ঘর দরজাবিশিষ্ট যমিন খরিদ করে এবং বাহির হইতে ঘর দরজা দেখিয়া লয় ও রাজী হইয়া যায়, তবে তাহার খিয়ার চলিয়া যাইবে। ফোকাহাগণ বলেন যে, এই হুকুম তখন হবে, যখন বাড়ীর মধ্যে কোন ইমারত না থাকে। আর যদি ইমারত থাকে, তবে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতঃ উহা দেখিতে হইবে এবং ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে লিখিত আছে। মুহীত কিতাবে লিখিত আছে যে, বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গৃহের সামনে প্রাঙ্গণ আছে কিনা, বাবুর্চিখানা আছে কিনা সবকিছু দেখিতে হইবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেহ কোন আঙ্গুরের বাগান খরিদ করে, তবে বাহির হইতে বৃক্ষের অগ্রভাগ দেখিয়া রাজী হইলে খিয়ারে রুইয়াত বাকী থাকিবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। তবে ফোকাহাগণ বলেন যে, উহা বাহির হইতে এবং ভিতর হইতে সব রকমই দেখিতেহইবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রয়কৃত বস্তু কয়েক প্রকার হয় এবং ক্রয় করিবার সময় উহার কোনটি দেখে এবং কোনটি না দেখে। আর যদি ঐ বস্তুগুলি ওজনযোগ্য হয় এবং একইপাত্রে রক্ষিত থাকে, তবে সেইক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত বাকী থাকিবে না; কিন্তু যদি যেইটি দেখিয়াছে অন্যগুলিও সেইরূপ না হয়, তবে সেইগুলি দেখিবার কারে খিয়ারে রুইয়াত হাছিল হইবে। আর যদি মাপিবার যোগ্য ও ওজনযোগ্য বস্তু দুইটি পাত্রে থাকেএবং তাহা সবই যদি একই জাতীয় হয় এবং একই ছেফাতবিশিষ্ট হয়, তবে তাহাতে মাশায়েখগণ বরেন যে, ক্রেতার এইক্ষেত্রে খিয়ার থাকিবে না এবং ইহাই ছহীহ। আর যদি দুই জাতীয় হয় অথবা এক জাতীয় হইলেও দুই ভিন ছেফাতবিশিষ্ট হয়, তবে সেইক্ষেত্রে খিয়ার হাছিল হইবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবের বিবরণ।

তৃতীয় ভাগ

অন্ধ উকীল এবং কাসেদের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুমের মাসয়ালা

অন্ধ লোকের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে এবং ইহার উপর আমাদের ইমামত্রয় ঐকমত্য পোষণ করেন। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অন্ধ ব্যক্তির নিজের ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে খিয়ার থাকিবে; কিন্তু বিক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে খিয়ার থাকিবে না। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে লিখিত আছে। সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবেও এইরূপ উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

অন্ধের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তু স্পর্শ করা এবং উলট পালট করিয়া পরীক্ষা করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের দেখার অনুরূপ। আর ঘ্রাণযুক্ত জিনিসের ক্ষেত্রে উহার ঘ্রাণ লওয়া ও এ'তেবার করা যাইবে। তাহাছাড়া স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্ধের স্বাদ গ্রহণ করাকেও মো'তাবার অর্থাৎ নির্ভরশীল বলা যাইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

অন্ধের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, কোন বস্তুর ছেফাত বর্ণনা করা শর্ত নহে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। অন্ধ ব্যক্তি কাপড় ক্রয়কালে উহা স্পর্শ করিবে, উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিয়া লইবে এবং কাপড়ের গুণাগুণ সম্পর্কে শুনিয়া লইবে। আরয খন সে গম ক্রয় করিবে তখন উহা স্পশ করা ও উহার ভাল মন্দ শ্রবণ করা জরুরী হইবে। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারাহ কিতাবে লিখিত আছে। আর বৃক্ষের ফল বৃক্ষে থাকাকালে ক্রয় করিলে অন্ধেয় ঐ ফলের ভাল মন্দ শুনিয়া লইতে হইবে। ইহা ছাড়া যমিনের ছেফাত ও গুণাগণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে শুনানো না হয়, তবে খিয়ার বাকী থাকিবে এবং ইহই ছহীহ মাযহাব।

যেইসব বস্তু স্পর্শ করা এবং স্বাদ চাখিয়া দেখার মধ্যে গণ্য নহে যেমন চতুষ্পদ জন্তু, গোলাম এবং বৃক্ষ ইত্যাদি। ইহার গুণাগুণ এবং পরিচয় ইত্যাদি অন্ধ ব্যক্তিকে উত্তমরূপে শুনাইয়া দিতে হইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে। মোটকথা অন্ধ ব্যক্তির কোন বস্তু সম্পর্কে যতটুকু যেইভাবে জানা সম্ভব হয় ততটুকু জানিয়া সে কোন বস্তু ক্রয় করিলে তারপর আর তাহার খিয়ার বাকী থাকিবে না। ইহা ফতোয়ায়ে তামারতাশী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তির নিকট বস্তুর ছেফাতবর্ণনা করা হয় এবং সে তাহা শুনিয়া উহা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর রাজী হইয়া যায়, তারপর সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায়,তবে তাহার খিয়ার ফিরিয়া আসিবেন না। ইহা বাদায়ে কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কোন বস্তু কিনে; তারপর উহা দেখার পূর্বে সে অন্ধ হইয়া যায়, বে তাহার দেখার ইখতিয়ার অন্ধদের নিকট ছেফাত শুনার অনুরূপ হইয়া যায়। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন অন্ধ কোন বস্তুর ছেফাত শুনিবার পূবেই বলিয়া দেয় যে, আমি রাজী হইলাম, তবে তাহার খিয়ার সাকেত হইবে না। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' ছগীর কিতাবে ইমাম আজম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন যদি কেহ কোন খাদ্যবস্তু খরিদ করে এবং উহা না দেখে তারপর উহার উপর কব্জা করিবার জন্য কোন উকীল মনোনীত করে। উকীল উহা দেখিবার পর উহার উপর কব্জা লয়, তবে ক্রেতার ঐ বস্তু ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। আর যদি উহার উপর কব্জা করিবার জন্য কোন কাসেদ প্রেরণ করেএবং কাসেদ উহা দেখার পর ঐ বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লয়, তবে ক্রেতা ঐ বস্তু ফেরত দিতে পারিবে, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, উকীল এবং কাসেদ দুইজনই এক সমান; সুতরাং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে ঐ বস্তু ফিরাইয়া দেয় বা ইচ্ছা হইরে লইয়া লয়। ইহা যখীরাহ কিতাবে লিখি আছে।

এই মাসয়ালায় ফায়েদাহ এই যে, ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট যেই ব্যক্তি কব্জা করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে ঐ উকীল ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত বাতিল করার মালিক হইয়া যায় কিনউত ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট উকীল তাহার মালিক হয় না। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকটও খিয়ার বাতিল করার মালিক ঐ সময় হয় যখন কব্জা করার সময় বিক্রিত বস্তু দেখিয়া লয়। আর যদি গুপ্তভাবে উহার কব্জা করিয়া লয় তারপর ঐ বস্তু দেখার পর ইচ্ছাপূর্বক খিয়ার বাতিত করার ইচ্ছা করে তবে তাহার সেই অধিকার থাকিবে না। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

কাহাকেও উকীল করার ছুরত এই যে, ক্রেতা কোন ব্যক্তিকে বলিবে যে, বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করার জন্য তুমি আমার উকীল হইলে অথবা এইরূদপ বলিবে যে, আমি ঐ বস্তুর উপর কব্জা করার জন্য তোমাকে উকীল করিলাম।

www.nagorikpathagar.org

আর কাসেদ প্রেরণ করার ছুরত এই যে, কোন ব্যক্তিকে এইরূপ বলিবে যে, বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করার জন্য তুমি আমার তরফ হইতে কাসেদ হইয়া যাও অথবা বলিবে যে, আমি তোমাকে ঐ বস্তু কব্জা করার জন্য হুকুম দিলাম অথবা উহার উপর কব্জা করার জন্য আমি তোমাকে পাঠাইলাম অথবা তাহাকে বলিবে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিবে যে, সে যেন তোমাকে বিক্রিত বস্তু দিয়া দেয়। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

ফাওয়ায়েদ কিতাবে হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই কথায় সকল ইমামই একমত পোষণ করেন যে, কোন বস্তু ক্রয় করার জন্য যে উকীল মনোনীত হয় উহার দেখা মুয়াক্কিলের দেখারই অনুরূপ। ইহা মুহীত কিতাবের বর্ণিত রূপ। উকীলের দেখার পর মুয়াক্কিলের এই ইখতিয়ার থাকিবে না যে, সে দেখার সময় ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দেয়। ইহা শরহে হেদায়াত কিতাবে বর্ণিত আছে এবং এই কথার উপরও ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে অভিমত দিয়াছেন যে, যেই ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করার জন্য কাসেদ নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি খিয়ার বাতিল করার মালিক হয় না। তাহার দেখা প্রেরকের দেখার অনুরূপ হয় না। যদি প্রেরক বিক্রিত বস্তু না দেখে, তবে তাহার খিয়ারে থাকিতে হইবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু খরিদ করার পূর্বে উকীল বা কাসেদ করা হয় এবং সে বিক্রেয় বস্তু দেখিয়া লয় তারপর মুয়াক্কিল বা প্রেরক ঐ বস্তু নিজে নিজেই খরিদ করে, তবে তাহার খিয়ারে রুইয়াত ছাবেত হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং ফতোয়া ইহারই উপর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খিয়ারে আয়েবের মাসায়েল

প্রথম ভাগ

খিয়ারে আয়েবের ছুরত, হুকুম, শর্ত

খিয়ারে আয়েব শর্ত ছাড়াই ছাবেত হয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি যদি কোন বস্তু খরিদ করে যাহার কোন দোষ ত্রুটি বা আয়েব ক্রয় করাকালে বা তাহার পূর্বে জানিতে পারে নাই। তারপর যদি উহার কম বা বেশি প্রকাশ পায় তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, যদি সে ইচ্ছা করে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া নিয়া নিতে পারে। অথবা উহা ফেরতও দিয়া দিতে পারে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। তবে ঐ বস্তু ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার তখন থাকিবে যখন ঐ দোষ ত্রুটি কঠিন পরিশ্রমসাধ্য যত্ন ছাড়া দূর করা না যায়। আর যদি ঐ দোষ ত্রুটি অনায়াসে দূর করা যায় তবে খিয়ারে আয়েব হাছিল হইবে না। যেমন কোন খরিদকৃত দাসী এহরাম বাঁধা প্রকাশ পাইল। তবে ক্রেতা উহাকে হালাল করিতে পারে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

ক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকে না যে ক্রয়কৃত আয়েবদার বস্তুটি রাখিয়া বিক্রেতার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। ইহা শরহে কুদরী কিতাবে লিখিত আছে। তারপর দেখিতে হইবে যদি কব্জা করার পূর্বে ক্রেতা ঐ বস্তুর আয়েব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, তবে এই অবগতির কারণে ক্রেতা উহার ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিতে পারে এবং সে তখন যদি শুধু এইকথা বলে যে আমি এই বস্তু ফিরাইয়া দিলাম তাহা হইলেই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। বিক্রেতার রাজী অথবা কাজীর হুকুমের কোন প্রয়োজন হইবে না। আর যদি কব্জার পর আয়েব সম্পর্কে জানিতে পারে, তবে বিক্রেতার রাজী অথবা কাজীর হুকুম ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইবে না। তারপর যদি ক্রেতা বিক্রেতার রাজীসহ ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেয় তবে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ হইতেই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি কাজীর হুকুমে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ক্ষেত্রে এবং অন্যের ক্ষেত্রেও ভঙ্গ করা গণ্য হইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

যে আকদ মাল ফেরত দেওয়ায় ভঙ্গ হইয়া যায় এবং যাহাতে বিক্রিত বস্তু নিজের মাকাবেলের জেমানের বদলে হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে এইরূপ আকদের মধ্যে অল্প বিস্তর উভয় প্রকার আয়েব দ্বারা ঐ বস্তু ফেরত হইয়া যায় এবং আকদ ফেরত দেওয়ায় ভঙ্গ হয় না এবং যাহাতে ঐ বস্তু নিজের দ্বারাই জেমান হইয়া থাকে, কোন বদল দ্বারা নহে। যেমন মোহর এবং বদলে খোলা ও কেছাচ ইত্যাদি। তবে এইরূপ আকদের মধ্যে অল্প আয়েবের কারণে বিক্রিত জিনিস ফেরত দেওয়া যাইবে না। এক্ষেত্রে কেবল অধিক আয়েবের কারণেই রেত দেওয়া যাইতে পারে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে লিখিত আছে। অল্প আযেবের কারণে মোহর ফেরত না হওয়া শুধু ঐ ছুরতে হইবে যখন মোহর মাপিবার বা ওজন করিবার জিনিস না হয়। আর যদি তদ্রূপ বস্তু হয়, তাহা হইলে অল্প আয়েবের কারণেও ফেরত হইতে পারে। ইহা ফুছুলে এমদাদিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

মোহরে অধিক আয়েব হইল ইহা উচ্চস্তর হইতে মধ্যম স্তরে নামাইয়া আনা অথবা মধ্যম স্তর হইতে নিম্নস্তরে নামাইয়া আন। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

খিয়ারে আয়েবের হুকুম এই যে, ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে সাথে সাথে ক্রেতার মিলকিয়াত ছাবেত হইয়া যায়; কিন্তু মিলকিয়াত লাযেম হয় না। ইহা বাদায়ে' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। শরহে তাহাবী কিতাবে লিখিত আছে, যে খিয়ারে আয়েবের মধ্যে ওয়ারেছাত জারী হয় এবং উহার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত আছে। খিয়ারে আয়েব ছাবেত হওয়ার কয়েকটি শর্ত আছে। উহার একটি এই যে, ক্রয়-বিক্রয় কালে অথবা তাহার পরে সোপর্দ করার পূর্বে খিয়ারে আয়েব ছাবেত হওয়া চাই। আর যদি সোপর্দ করার পরে আয়েব পয়দা হয় যে খিয়ারে আয়েব ছাবেত হইবে না। আর একটি এই যে, ক্রেতার নিকট কব্জা করিয়া নেওয়ার পর ঐ আয়েব ছাবেত হওয়া চাই এবং সব আয়েবের মধ্যে ফেলত দেওযার হক ছাবেত হওয়ার জন্য আম মাশায়েখের নিকট শুধু বিক্রেতার নিকট আয়েব ছাবেত হওয়াই যথেষ্ট নয়।

আর একটি এই যে, ভাগিয়া যাওয়া চুরি করা অথবা বিছানায় পেশাব করা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান হওয়া চাই। আর একটি এই যে, সর্বরকম আয়েবের মধ্যে একই অবস্থা হওয়া চাই। আর যদি অবস্থা বিক্রেতার নিকট এবং ক্রেতার নিকট বিভিন্ন রকম হয়, তবে ফেরত দেওয়ার হক ছাবেত হইবে না। আর একটি এই যে, কব্জা করা এবং আকদ হওয়ার সময় ক্রেতা আয়েব সম্পর্কে নাওয়াকিফ হওয়া চাই। যদি কব্জা করা অথবা আকদ হওয়ার সময় ক্রেতা আয়েব সম্পর্কে জানিয়া থাকে তবে ক্রেতার খিয়ারে আয়েব বাকী থাকিবে না। আর একটি এই যে, বিক্রেতার বিক্রেয় বস্তুর আয়েবসমূহ নিজের যিম্মায় দুরস্ত করিয়া দেওয়ার শর্ত না করা। যদি এইরূপ র্তকরা হয় তবে ক্রেতার খিয়ার থাকিবে না। ইহা বাদাযে কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কুদুরী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, ব্যবসায়ীদের রীতি অনুযায়ী কোন বস্তুর মধ্যে লোকসান আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হইলেই তাহা ঐ জিনিসের আয়েবে গণ্য হইবে।

কোন বস্তুর মধ্যে আয়েব আছে কি না আছে তাহা জানা ও বুঝার জন্য ওয়াকিফহাল লোকদের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সাধারণতঃ ব্যবসায়ী লোকগণই ওয়াকিফহাল হইয়া থাকে, ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে উল্লেখ আছে। কাহারও অন্ধ হওয়া, কানা হওয়া, বয়রা হওয়া, হাতের বা পায়ের অঙ্গুলি বেশী হওয়া বা তাহাতে কোন ত্রুটি থাকা আয়েবরূপে গণ্য। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহাছাড়া চোখের দৃষ্টি টেরা হওয়া, বক্ষস্থল অস্বাভাবিক উঁচু হওয়াও আয়েবরূপে গণ্য। ইহা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। গোংগা হওয়া, বোবা হওয়া, চোখে কম দেখা এইগুলিও আয়েবের মধ্যে শামিল। কোন দাসীর বুগলে দুর্গন্ধ থাকা আয়েব বৈকি। গোলামের ক্ষেত্রে আয়েব নহে, তবে অধিক দুর্গন্ধ হইলে তাহা গোলামের ক্ষেত্রে ও আয়েবের শামিল। সর্দাসর্বদা পেটের ব্যাধি আয়েবরূপে গণ্য।

www.nagorikpathagar.org

ইহাছাড়া দাসীদের ক্ষেত্রে করুন এবং উকুলও আয়েবের মধ্যে শামিল। কুরুন হইল একটি অতিরিক্ত হাড্ডি, ইহা কোন কোন নারীর স্ত্রী অঙ্গে সৃষ্টি হইয়া থাকে আর উকুল হইল একটি অতিরিক্ত গোশতের টুকরা। ইহা স্ত্রী অঙ্গে পয়দা হয়। দুইটি বস্তুই অতী করার সময়ে বাধা এবং অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে। কাহারও কাহারও মতে উকুলের অর্থ স্ত্রীঅঙ্গে একটি থলিয়ার মত হওয়া। যাহাতে অতী করার কোনরূপ স্বাদ পাওয়া যায় না। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কোন এইরূপ দাসী কিনে যাহার বিক্রেতা বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা সে সন্তান প্রসব ব্যাপারে দুই প্রকার রেওয়ায়েত আছে। এক প্রকার রেওয়ায়েত অনুযায়ী ক্রেতার ঐ দাসীকে ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। ফতোয়া ইহারই উপর। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বাচ্চা প্রসব করা আয়েব নহে, তবে ঐ কারণে যদি জন্তুটির কোনরূপ ক্ষতি লোকসান হয় তবে তাহা আয়েবরূপে গণ্য। ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা মুজমিরাত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ক্রেতা কোন গর্ভবতী দাসী খরিদ করে এবং ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পর সে সন্তান প্রসব করে তবে ক্রেতার উহা নিয়া বিক্রেতার সাথে ঝগড়া করার ইখতিয়ার নাই, তবে যদি দাসী সন্তান প্রসব কালে মরিয়া যায়, তাহা হইলে বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতা উহার ক্ষতিপূরণ লইতে পারিবে, তবে শর্ত এই যে, যদি ক্রেতা ক্রয়কালে হামেলাহ হওয়ার কথা জানিয়া থাকে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ। নেছাব কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন সওয়ারী জন্তুর হামেলাহ থাকা আয়েবের শামিল নহে। তবে যদি প্রকাশ্য ক্ষতির কারণ ঘটায়, তবে উহা আয়েব হইবে। ফতোয়া ইহার উপর। ইহা মুজমিরাত কিতাবের বিবরণ।

যে সব দাসী উম্মে ওয়ালাদ হইয়াছে, তাহারা আয়েবদার বৈকি, যে দাসীর পিতা অথবা দাদা ব্যভিচারে জন্মলাভ করিয়াছে, সে দাসী আয়েবযুক্ত। নাওয়াদেরে রশিদিয়ায় উল্লেখ আছে যে, যে দাসীর পিতা বা দাদা ঐ দোষে দোষী, তবে ঐ দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ করার জন্য ক্রয় করা হইরে, তাহার ক্ষেত্রে ইহা আয়েব। ইহা যখীরাহ কিতবে বর্ণিত হইয়াছে। জিনায় লিপ্ত হওয়া দাসী ও গোলামদের জন্য আয়েব, তবে দাসীদের ক্ষেত্রে গোলামদের অপেক্ষা অধিক আয়েব। ইহা নিয়াবী' কিতাবে বর্ণিত আছে। দাসী নিজে যদি ব্যভিচারের সন্তান হয় তবে তাহা তাহার জন্য আয়েব। দাসীর নাম কোন খারাপ নাম হইলে তাহা আয়েব নহে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

দাসীর সর্বরকম আয়েবের ক্ষেত্রেই ক্রেতার তাহাকে ফেরত দেওয়ার জন্য একটি আয়েব দুইবার ঘটিবার প্রয়োজন; কিন্তু জিনার ক্ষেত্রে অন্যরূপ হইবে অর্থাৎ জিনার আয়েবের কথা জানা গেলে তাহা একবার হইলেও দিবার জন্য যথেষ্ট। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি কেহ কোন বালেগাহ দাসী খরিদ করে, যে বিক্রেতার নিকট থাকিতে জিনা করিয়াছে তাহা জানিলে ক্রেতা তাহাকে ফেরত দিতে পারে যদিও সে ক্রেতার নিকট জিনা করে নাই। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কেহ এক দাসী করিদ করিল, তারপর দাসীটি তাহা নিকট হইতে ভাগিয়া গেল। তারপর দাসীটিকে পাওয়া গেল, তবে এই ভাগিবার আয়েব তাহার মধ্যে সর্বদার জন্য লাযেম হইবে। এই বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে ছাবেত হয় যে, ভাগিবার আয়েবও ক্রেতার নিকট দুইবার সংঘটিত হওয়ার শর্ত হয় নাই।

যদি কেহ কোন গোলাম এইরূপ শর্তে কিনে যে, সে খাসী কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সে খাসী নয় বরং মর্দ। তবে ক্রেতা তাহাকে ফেরত দিতে পারিবে না। আর যদি এই কথার উপর ক্রয় করে যে , সে মর্দ; কিন্তু দেখা যায় যে খাসী। তবে তাহাকে ক্রেতা ফেরত দিতে পারিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবে বর্ণিত আছে। ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে যে, ক্রেতা গোলামকে ফেরত দিবার পূর্বে যদি গোলাম তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেয়, তাহা

হইলে ক্রেতার ফেরত দেওয়ার হক সাকেত হইয়া যাইবে। আর যদি দাসীকে স্বামী তালাক দেয়, তারপর উহা যদি রেজয়ী তালাক হয় তবে ক্রেতার ফেরত দিবার ইখতিয়ার থকিবে। আর যদি বায়েন তালাক হয় তবে ফেরত দিবার হক সাকেত হইয়া যাইবে। ক্রয়কৃত দাসী যদি দুগ্ধপান সম্পর্কিত বা অন্য কোন দিক দিয়া ক্রেতার জন্য হারাম হয়, তবে তাহা দাসীর আয়েব ধরা যাইবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

দাসী বা গোলামের উপর কর্জ থাকা আয়েব বৈকি, তবে বিক্রেতা যদি কর্জ পরিশোধ করিয়া দেয় বা কর্জদাতা যদি মাফ করিয়া দেয় তবে তাহার আয়েব থাকে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। কানিয়াহ কিতবে বর্ণিত আছে যে, কর্জ আয়েব কিন্তু যদি তাহা এত নগণ্র যে কোন ক্ষতি বা লোকসানের মধ্যে অসে না, তবে তাহা আয়েব গণ্র হইবে না। ইহা বাহরুর রয়েক কিতাবে উল্লেখ আছে। এইভাবে যদি গোলামকে কাহারও নিকট রেহানাবদ্ধ বাইজারায় দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তাহারও উক্ত হুকুম হইবে। ইহা নিয়াবী কিতাবে উল্লেখ আছে।

কুরখী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি গোলাম কোন অপরাধমূলক কার্য করে, তবে ইহা তাহার আয়েব হবে। ইহার অবস্থা এইরূপ হইতে পরে যে, হয়তো সে এই অপরাধমূলক কার্য আকদের পরে এবং কব্জার পূর্বে করিয়াছে। আর যদি আকদের পূর্বে করিয়া থাকে, তবে বিক্রেতা উহার ক্ষতিপূরণ আদায় করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অধিকার রাখে। তারপর যদি সে উহাকে ফেরত দেওয়ার পূর্বে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দেয় তবে ক্রেতার উহাকে ফেরত দেওয়ার হক বাকী থাকিবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। শরাব পান করার কারণে যদি মালী লোকসান হয় তবে উহা দাসীদের জন্য আয়েব বটে; কিন্তু গোলামদের জন্য উহা আয়েব নহে। তবে যদি তাহার শরাব পান সীমা অতিক্রম করে তাহা হইলে তাহা আয়েব হইবে। শরীরে কুড়ি কুষ্ঠ বা ঐ শ্রেণীর অন্যান্য রোগ আয়েবরূপে গণ্য। বিশেষত ঃ যদি ঐ রোগের কারণে চর্মের নীচের পুঁজ সৃষ্টি হয় এবং তাহতে দুর্গন্ধ জন্মে। এই রোগের কারণে চর্ম মাংস অনেক সময় স্খলিত হয় ও খসিয়া পড়ে। ইহা সব আয়েবের মধ্য জঘণ্যতম। মুহীত কিতাবে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

দন্ত কাল রং বিশিষ্ট হওয়ার আয়েব বৈকি। এবং হলুদ রংবিশিষ্ট হওয়ার মধ্যে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। ইহা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। দন্ত পড়িয়া যাওয়াও আয়েবে বিবেচিত। ইহাই ছহীহ। জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। বালেগা দাসীর হায়েজ বন্ধ হইয়া যাওয়াও আয়েবের মধ্যে শমিল। সতের বৎসর বয়স্কা দাসী বালেগারূপে গণ্য। যেসব দাসী সদাসর্বদা এস্তেহাজাহ রোগাক্রান্ত ইহা তাহাদের আয়েব বটে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে। এ বিষয়টি দাসীর উক্তি দ্বারাই জানা যাইবে। এ ব্যাপারে যদি বিক্রেতা কসমের সাথে একরার করিতে বিরত থাকে তবে ক্রেতা দাসীকে ফেরত দিতে পারিবে। চাই কব্জার পূর্বে হউক বা পরে হউক এবং ইহাই ছহীহ মত। হেদায়াহ কিতাবে এইরূপ লিখিত অআছে। জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ ব্যাপারে দাসীর কওল গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি গোলামকে জুয়ারী দেখা যায় তবে তাহা তাহার আয়েব হইবে। এইভাবে পাশা এবং সতরঞ্জ ইত্যাদি খেলও আয়েবরূপে গণ্য। হাঁ তবে আখরোট, খরবুজা ইত্যাদি দ্বারা খেলিলে আয়েবরূপে গণ্য হয় না। ইহা ফুছুলে এমদাদিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন গোলামকে ইসলামের উপর পাওয়া না যায় তবে তাহা আয়েব বটে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন গোলামকে এই শর্তের উপর ক্রয় করা হয় যে, সে কাফির; কিন্তু তারপর তাহাকে মুসলমান দেখা যায়, তবে তাহাকে ক্রেতা ফেরত দিতে পারিবে। আর যদি তাহার বিপরীত হয় তবে ফেরত দিতে পারিবে না। ইহা তাহযীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কোন খ্রীষ্টান রমণী এই শর্তের উপর দাসী খরিদ করে যে, সে খ্রীষ্টান। তারপর যদি

www.nagorikpathagar.org

তাহাকে মুসলমান দেখে তবে তাহাকে ফেরত দেওয়ার খিয়ার ছাবেত হইবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে লিখিত রূপ। যে গোলাম বাম হাত দ্বারা কাজ করে ডান হাত দ্বারা কিছু করিতে পারে না, ইহা তাহার আয়েব বটে; হাঁ তবে যদি বাম হাত অপেক্ষা ডানহাত কিছু দুর্বল থাকে; কিন্তু কাজ করিবার অযোগ্য নহে, তবে তাহা আয়েব হইবে না। ইহা মবসুত কিতাবের বিবরণ।

শরীরের কোন অংশ বৃদ্ধি পাইয়া খরবুজাকৃতি হইয়া যায়, তবে তাহা আয়েবরূপে গণ্য। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। টেরা চক্ষুবিশিষ্ট হওয়া আয়েব বৈকি। যাহাদের ঘাড়ে অতিরিক্ত মাংস হইয়া গলগন্ডের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে,তাহা আয়েবরূপে গণ্য। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। অস্বাভাবিক বিস্তৃত মুখও আয়েব বটে। ইহা মবসুত কিতাবের বিবরণ।

চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুপাত হওয়া যদি তাহা কোন রোগের কারণে হয় তবে তাহা আয়েবে গণ্য। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। চক্ষের পালক উল্টো হওয়াও আয়েব বৈকি। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। পুনঃ পুনঃ হওয়া নির্গত হয়াও আয়েব বৈকি; ইহা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। চক্ষের মধ্যে ঘোলাটে শ্বেতবর্ণ আবরণ থাকাও আয়েবে গণ্য। চক্ষের মধ্যে বা পার্শ্বে পশম উদগত হওয়াও আয়েব বৈকি। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। মাথায় চুল কিছু হলুদ বর্ণ হওয়া এবং কিছু লালবর্ণ হওয়া আয়েব বৈকি। হলুদ বর্ণ এবং লালবর্ণের মধ্যেবর্তী রংবিশিষ্ট হওয়াও আয়েবে গণ্য। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কাহারও শরীরের এবং মস্তকের কিছু চুল কাল হয় এবং কিছু সাদা, তবে তাহা আয়েবে শামিল হইবে। যদি কাহারও চুল সম্পূর্ণ লাল হয়, তবে তাহা আয়েব নহে। তবে যদি ক্রয়-বিক্রয়কালে কালবর্ণ হওয়ার শর্ত থাকে, তারপর এইরূপ লাল দেখা যায়, তবে ক্রেতা তাহাকে ফেরত দিতে পারিবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি গোলাম বা দাসীর পালাইয়া যাওয়া বা বিছানায় পেশাব করার অভ্যাস থাকে তবে তাহা আয়েবে গণ্য হইবে। আর যদি বয়স অত্যন্ত কম হয় যে ভালমন্দ এখনও বুঝে না, তবে তাহার বিছানায় পেশাব করা বা চুরি করা আয়েবে গণ্য হইবে না। ইহা মুজমিরাত কিতাবে বর্ণিত আছে। তবে যদি ইহা বিক্রেতার নিকট থাকাকালে এবং ক্রেতার নিকট থাকাকালে উভয় আবস্থায় দেখা যায় এবং বয়ঃবৃদ্ধির পরেও যদি অভ্যাস বাকী থাকে তবে তাহা আয়েব হইবে যাহার কারণে ক্রেতা তাহাকে ফেরত দিতে পারিবে। আর যদি ঐ অভ্যাস বিক্রেতার নিকট থাকাকালে থাকে এবং ক্রেতার নিকট আসিয়া না থাকে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে উহা দূর হইয়া যায়, তবে ফেরত দিতে পারিবে না। ইহা গিয়াসিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

চুরি করা, ভাগিয়া যাওয়া এবং বিছানায় পেশাব করা সম্পর্কে শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) স্বীয় কিথাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত কার্যসমূহ ক্রেতার নিকট দুইবার ঘটিবার শর্ত নাই; কিন্তু কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, শর্ত আছে এবং ইহাই ছহীহ। আর কোন কোন ইমাম বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহা দুইবার হওয়ার শর্তের ব্যাপারে মতভেদের কোন কারণ নাই। সাধারণ রেওয়ায়েতসমূহেও এইরূপ উল্লেখ আছে। মুহীত কিতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে, যদি ক্রেতা উল্লিখিত আয়েবসমূহের কোন একটি প্রথম দেখিতে পায়, তারপর ফেরত দিবার পূর্বেই যদি উহা দূর হইয়া যায়, তবে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ। ভাগিয়া যাওয়া বা পলায়ন করার সংজ্ঞা এই যে, যদি কোন গোলাম বা দাসী মনিবের অবাধ্য হইয়া হঠাৎ গায়েব হইয়া যায়। ইমাম জহীরুদ্দীন মুরগনিয়ানী (রহঃ) এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই পছন্দনীয় এবং ফতোয়া ইহার উপরই। মোখতারুল ফতোয়া কিথাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ভাগিয়া গিয়া যখন শহর ইতে বাহির হইয়া যায়, তবে তাহা

www.nagorikpathagar.org

সকলের নিকট আয়েবরূপে গণ্য। চাই সে নিজের মনিব হইতে ভাগিয়া যাউক অথবা যাহার নিকট ইজারাহ দেওয়া হইয়াছে বা ধার দেওয়া হইয়াছে বা যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা ইয়াছে, তাহার নিকট হইতে ভাগিয়া যাক।

আর যদি শহরের বাহিরে না যায় তবে তাহাতে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। যেমন যদি শহর বড় হয়। যেমন মিসরের কায়রো শহর। তবে ভাগিয়া যাওয়া আয়েবরূপে গণ্য হইবে। আর যদি শহর ছোট হয় যে উহার লোক এবং গৃহসমূহ কাহারও নিকট অপরিচিত নহে, তবে সেক্ষেত্রে আয়েব হইবে না। ইহা তাবিয়ীন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রাম হইতে শহরে চলিয়া যাওয়া ও পলায়ন করা বা ভাগিয়া যাওয়ার মধ্যে গণ্য। ইহার বিপরীত করা অর্থাৎ শহর হইতে গ্রামে চলিয়া যাওয়াও আয়েবের শামিল হইবে। আর যদি গছবকারী ব্যক্তির নিকট হইতে ভাগিয়া নিজের মনিবের নিকট চলিয়া আসে তবে তাহা আয়েব হইবে না; কিন্তু যদি গছবকারীর নিকট হইতে পলায়ন করতঃ নিজ মনিবের নিকট ফিরিয়া না আসে এবং গছবকারীর নিকটও না যায় এবং সে মালিকের গৃহের পথও চিনে এবং তাহার মালিকের গৃহে ফিরিয়া আসার সুযোগ ও সামর্থও থাকে তাহা সত্ত্বেও যদি সে ফিরিয়া না আসে, তবে ইহা তাহার আয়েবরূপে গণ্য হইবে। আর যদি মালিকের গৃহের পথ না চিনে এবং তথায় ফিরিয়া আসার সুযোগ ও সামর্থ না থাকে, তবে আয়েব হইবে না। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন গোলাম বা দাসী দারুল হরবে গনিমতরূপে বন্টিত হইবার পূর্বে বাগে, তারপর আবার ফিরিয়া অআসে এবং তাহাকে গণিতমতরূপে আনা হয় এবং সে গনিমতরূপে কাহারও অংশে পড়ে, তারপর যদি পুনরায় ভাগিয়া দারুল হরবে চলিযা যায়, তবে তাহাকে পলাতক বা ভাগনেওয়ালা গণ্য করা যাইবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উলে।রখ আছেএয চুরি করে, দশ দেরহামের কম চুরি করিলেও আয়েবে গণ্য হইবে না। কেহ কহে বলেন যে, এক দেরহাম অর্থাৎ দুই এক পয়সা চুরি করিলে তাহা আয়েব গণ্য হইবে না। চুরি চাই নিজের মনিবের কোন বস্তু করুক বা অন্য লোকের মাল চুরি করুক, তাহার হুকুম একই হইবে, আয়েব হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিজে কাওয়ার জন্য যদি মনিবের কোন খাদ্যদ্রব্য চুরি করে, তবে তাহা আয়েব নহে। অন্য লোকের খাদ্যদ্রব্য চুরি করিলে তাহা আয়েব হইবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

যদি দ্রব বিক্রয় করা উদ্দেশ্যে চুর করে, তবে তাহা মনিবের হউক বা অন্য লোকের হউক তাহা আয়েব গণ্য হইবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। জামেউল ফুছুলীন কিতাবে বর্ণিত অআছে যে, যদি গোলাম বা দাসী খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পিঁয়াজ বা খরবুজা চুরি করে, যেমন বাবুর্চি বা রান্নাওয়ালা চুরি করে, তথে উহা আয়েব ধরা হইবে না, তবে যদি বাহিরের লোকের খরবুজা চুরি করে, তাহা হইলে তাহা আয়েব গণ্য হইবে। এই মতই পছন্দনীয়। বাহরুর রায়েক কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। যদি খাবার বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখার জন্য চুরি করে, তবে তাহা আয়েব হবে। মনিব বা বাহিরের লোক এক্ষেত্রে একই সমান। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ফাওয়ায়েদে জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে, যদি কেহ কোন নাবালেগ গোলাম খরিদ করে, তারপর দেখে যে, সে বিছানায় পেশাব করে, তবে ক্রেতার তাহাকে ফেরত দিবার ইখতিয়ার থাকিবে। তারপর যদি সে ফেরত না দেয়, এমন কি তাহার নিকট গোলামের মধ্যে অন্য আয়েব পয়দা হয় তবে ক্রেতার ইখতিয়ার তকিাবে যে, বিক্রেতার নিকট হইতে লোকসানের ক্ষতিপূরণ লইয়া রয়।

তারপর যখন সে এইভাবে লোকসানের ক্ষতিপূরণ আদায় করে তারার গোলাম বড় হইয়া যায় এবং সাথে সাথে তাহার আয়েব চলিয়া যায়, তবে বিক্রেতা ক্রেতাকে লোকসানের যে ক্ষতিপূরণ দিয়াছে, তাহা তাহার নিকট হইতে ফেরত লইতে পারিব কিন? এই মাসয়ালার ব্যাপারে কিতাবে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। শায়খ (রহঃ) বলেন যে,

www.nagorikpathagar.org

আমার পিতা মরহুম বলিয়াছেন যে, ফেরত লওয়াই ভাল। কেননা তিনি এই ব্যাপারে দুইটি মাসয়ালা হইতে দলীল গ্রহণ করিয়াছেন। উহার একটি এই যে, যদি কেহ কোন দাসী খরিদ করে এবং খরিদ করার পর জানিতে পারে যে, তাহার স্বামী বর্তমান আছে। তবে ক্রেতার তাহাকে ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। আর যদি ক্রেতার নিকট ঐ দাসীর মধ্যে অন্য কোন আয়েব পয়দা হয়, তবে ক্রেতা বিক্রেতা হইতে লোকসান পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লইয়া লইবে। ক্রেতার এইভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার পর যদি দাসীর স্বামী দাসীকে তালাকে বায়েন দিয়া দেয়, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ বাবত যাহা দিয়াছে, তাহা ফেরত লইয়া লয়। কেননা এখন দাসী হইতে আযেব চলিয়া গিয়াছে।

অন্য মাসায়ালাটি এই যে, যদি কেহ কোন গোলাম খরিদ করে এবং তাহাকে রুগ্ন দেখিতে পায় তবে ক্রেতার তাহাকে ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে। আর যদি তাহার মধ্যে অন্য আয়েব দেখা দেয় তবে তাহার লোকসান অনুরূপ ক্ষতিপূরণ বিক্রেতার নিকট হইতে ফেরত লইবে। ফেরত লওয়ার পর যদি গোলাম আরোগ্য হইয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতা যেই ক্ষতিপূরণ দিয়াছিল তাহা ক্রেতার নিকট হইতে ফেরত আনিবে। এই ইখতিয়ার তাহার থাকিবে কিনা এই সম্পর্কে ফোকাহাগণ বলিয়াছেন যে, যদি চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হয়, তবে বিক্রেতা হইতে ক্ষতিপূরণ ফেরত লইতে পারিবে না। আর তাহা না হইলে লইতে পারিবে। আমাদের এই মাসয়ালার মধ্যে বালেগ হওয়ার ও দাওয়াইর মাধ্যমে নহে। তবে ক্রেতা বিক্রেতাকে যাহা দিয়াছে, তাহার নিকট হইতে তাহা ফেরত লওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। ইহা নেহায়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। পেশাব আসিলে যদি তাহা থামাইয়া না রাখা যায়, তবে তাহাও আয়েবরূপে গণ্য হইবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

বাল্যকালের মস্তিষ্ক বিকৃতি স্থায়ী হইলে তাহাও আয়েবস্বরূপ। যদি কোন গোলাম বা দাসীর বাল্যকালে বিক্রেতার নিকট এই রোগ থাকে এবং বাল্যকালে যদি ইহা ক্রেতার নিকটও থাকে। তারপর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যদি ইহা দেখা যায় তবে ক্রেতা তাহাকে ফেরত দিতে পারিবে। কোন কোন ফকীহ বলেন যে, যদি কেহ এই রায় গোলাম ক্রয় করে যে বিক্রেতার নিকট পাগল থাকে, তবে ক্রেতা তাহাকে ফেরত দিতে পারিবে যদিও ক্রেতার নিকট সে এখনও পাগল হয় নাই। অধিকাংশ ফোকাহার মতই এইরূপ এবং ইহাই ছহীহ। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ। যে মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে ক্রেতা দাসী বা গোলামকে ফেরত দিতে পারে তাহার স্থায়িত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে ফোকাহাগণ বলেন যে, একদিন এক রাত্রের অধিক হইতে হইবে। তাহার কম হইলে আয়েবরূপে গণ্য হইবে না। ইহা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ভাগ

আয়েব হতে মুক্তি পাওয়া এবং আয়েবের জেমান দেয়ার মাসায়েল

যদি বিক্রেতা এরূপ শর্তের সাথে কোন বস্তু বিক্রি করে যে, বিক্রেতা বিক্রিত বস্তুর সকল আয়েব যা তাতে এখন আছে বা পরে পয়দা হতে পারে সবকিছু হতে জিম্মামুক্ত, তবে এরূপ শর্তের উপর বেচা-কোন ফাসেদ হবে। ইহা শরহে তাহাবী কিভাবের বিবরণ। যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় যে এই আয়েব বিক্রিত বস্তুর মধ্যে আকদের পর নতুন সৃষ্টি হয়েছে, না ইহা আকদের সময়ই ছিল। ইহার হুকুম সম্পর্কে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে কোন বর্ণনা নাই, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত অআছে যে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার কওল গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি তা সে এভাবে কসম করে বলে যে, ইহা নতুন পয়দা হয়েছে। কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে একটি কাপড় খরিদ করল, বিক্রেতা উহার মদ্যে একটি ফাটা ক্রেতাকে দেখিয়ে দিল। ক্রেতা বলল, এ ব্যাপারে তোমাকে জেমানযুক্ত করা হল। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ঐ কাপড় নিতে আসল। তখন সে কাপড়ের ফাটা দেখে করা হলে। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ঐ কাপড় নিতে আসল। তখন সে কাপড়ের ফাটা দিখে বলল, এই তো সেই পরিমাণ ফাটা নয়, যে পরিমাণ ফাটার জন্য আমি তোমাকে জেমানমুক্ত করেছিলাম । ঐ ফাটা তো এক বিঘত পরিমাণ ছিল। আর ইহা দেখা যাচ্ছে একহাত। এক্ষেত্রে ক্রেতার কওল গ্রহণযোগ্য হবে। এভাবে যদি দাসী বা গোলামের চোখের সাদা দাগনিয়ে মতভেদ হয় তবে সেক্ষেত্রেও ক্রেতার কওল গ্রহণযোগ্য হবে। এভাবে যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বিক্রিত বস্তুর যে কোন আয়েবের ব্যাপারে মুক্ত করে দেয়, যা তার মধ্যে ছিল এবং ইহা পরে পয়দা হয়েছে তা হলেও ক্রেতার কওল গ্রহণ করা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

যদি বিক্রেতা বলে যে, আমি এর চোখের যে কোন আয়েব হতে জেমানমুক্ত হয়েছি। তারপর ঘটনাক্রমে দেখা গেল যে, সে অন্ধ, তবে বিক্রেতা জেমানুক্ত হবে না। এভাবে যদি বিক্রেতা বলে যে, আমি ইহার হাতের যে কোন আয়েব হতে জেমানুক্ত, তারপর দেখা গেল যে, তার হাত কর্তিত, তবে বিক্রেতা যেমানযুক্ত হবে না। অবশ্য যদি একটি বা দুটি অঙ্গুলি কর্তিত হয়, তবে বিক্রেতা জেমানযুক্ত হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যিদ দুই অঙ্গুলি কর্তিত হয়, তবে বিক্রেতা জেমানযুক্ত হবে। ইহা মুহীতে সুরখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি দুই অঙ্গুলি কর্তিত হয়, তবে তা দুটি আয়েবে গণ্য এবং তা হতে ক্রেতা জেমানযুক্ত হবে না– যদি হাতের যে কোন একটি আয়েবে জেমান মুক্তের কথা বলা হয়ে থাকে। ইহা কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি বিক্রেতা বলে যে, আমি উহা রযে কোন আয়েব হতে জেমানযুক্ত পলায়নের অভ্যাস ব্যতীত। তারপর যদি ক্রেতা উহার মধ্যে পলায়নের অভ্যাস দেখতে পায়, তবে বিক্রেতা জেমানমুক্ত হবে। ইহা মুহীতে কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি এই শর্তের উপরে একটি কাপড় বিক্রয় করল যে, আমি এর ছেঁড়াছাড়া সম্পর্কিত যা এতে বর্তমান আছে, তা হতে জেমানযুক্ত। ঐ কাপড়ে যদি অনেক ছেঁড়াফাড়া থাকে, কিন্তু তা সেলাইকৃত বা তালি লাগান, তবে বিক্রেতা জেমানমুক্ত হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। কেউ এই শর্তের উপর একটি গোলাম খরিদ করিল যে, উহা মদ্যে একটি আয়েব আছে। তারপর তাতে দুইটি আয়েব পাওয়া গেল এবং মৃত্যু বা তদরুপ কোন ওজরেরর কারণে ক্রেতার উহা ফেরত দেয়া সম্ভব হল না, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার উহা ফেরত দেয়া সম্ভব হল না, তবে ইমা আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার

www.nagorikpathagar.org

থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে উভয় আবের মধ্যে যে কোন আয়েবের বাবত ইচ্ছা ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। যদি কেউ এই শর্তের উপর দুটি গোলাম খরিদ করে যে, একটি উহার মধ্যে আয়েবমুক্ত । তারপর ক্রেতা উহার একটিকে অআয়েবদার দেখে, তবে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি একটি গোলামের মধ্যে দুটি আয়েব দেখতে পায়, তবে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি কব্জা করার পর পায়, তবে ক্রেতা দুটির মধ্যে যে কোন একটিকে ইচ্ছা ফেরত দিতে পারবে। ইহা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। তাঁর নিকট এক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার হাছিল থাকবে। তবে যদি ক্রেতা একটি গোলামের উপর কব্জা করে এবং তার মধ্যে কোন আয়েব না পায়, তারপর দ্বিতীয় গোলামের মধ্যে আয়েব জেনে কব্জা করে তারপর যাকে প্রথম কব্জা করেছিল তার মধ্যেও আয়েব পায়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, যাকে ইচ্ছা ফেরত দিয়ে দেয়। তারপর যদি ক্রেতা সেই গোলামকে ফেরত দেয়ার ইচ্ছা করে, যাকে সে আয়েবদার জেনেই কব্জা করেছিল। আর বিক্রেতা বলে যে তুমি উহাকে ফেরত দিতে পার না, কেননা তুমি উহাকে আয়েবদার জনিয়েই কব্জা করেছিলে; সুতরাং তুমি উহার আয়েবের উপরই রাজী ছিলে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার এ কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। আর যদি ক্রেতা আয়েবের কথা জেনে উভয়ের উপরই কব্জা করে বা একটির উপর কব্জা করে, তবে এরূপ কব্জা উবয়কেই গ্রহণ করার শামিল। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এই শর্তের উপর বিক্রয় করল যে, আমি উহার কোন আয়েব হতে জেমানমুক্ত। তবে তার একথা ঐ গোলামের মধ্যে আয়েব থাকার স্বীকৃতি নয়, কিন্তু যে ছুরতে গোলামের মধ্যে আয়েব থাকার স্বীকৃতি প্রকাশ পায়। যদি কোন ব্যক্তি বিক্রিত গোলামের অন্ধ অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ার ব্যাপারে জামিন হয় এবং ক্রেতা গোলাম,কে অদ্রূপই পায়, তবে সে জামিন হতে নিজের প্রদত্ত মূল্য নিয়ে নিবে। আর যদি গোলাম ফেরত দিবার পূর্বে ক্রেতার নিকট মরে যায় এবং কাজী বিক্রেতার নিকট হতে আয়েবের ক্ষতিপূরণ আদায়ের হুকুম দেয়, তখন ক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে উহা জামিনের নিকট হতে নিয়ে নেয়। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং ক্রেতাকে আয়েবের ক্ষতির পরিমাণ মূল্য ফেরত দিবার জন্য কোন ব্যক্তি জামিন হল, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, ইহা জায়েয হবে। তারপর যদি উহার মধ্যে কোন আয়ের দেখতে পায়, তবে ক্রেতা উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবে। তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, আয়েবজনিত ক্ষতির পরিমাণ মূল্য জামিন হতে ফেরত নিয়ে নেয় যেভাবে সে বিক্রেতার নিকট হতে নিয়ে নিতে পারে। ইহা ফতোয়েয়ে কাজীখানের ফতোয়া।

ষষ্ঠ ভাগ

আয়েবের উপর আপস করে নেয়ার মাসায়েলা

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুল আছলে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ কোন গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করে এবং তার উপর কব্জা করে নেয় এবং তার মূল্য আদায় করে দেয়, তারপর তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং বিক্রেতা উহাকে ঐ আয়েবের সাথে বিক্রয় করেছে বলে অস্বীকার করে। তারপর বিক্রেতা এই কথার উপর আপস করে নিতে চায় যে, সে কিছু দিরহাম ক্রেতাকে নগদ বা কোন নির্দিষ্ট মুদ্দতের মধ্যে দিয়ে দিবে। তবে এরূপ আপস করে নেয়া জায়েয হবে। যদি আয়েবের ব্যাপারে এক দীনারের উপর আপস করা হয় এবং যদি তা ঐ মজলিস হতে পৃথক হওয়ার পূর্বে আদায় করা হয়, তবে আপস জায়েয হবে। আর যদি আদায় করার পর্বে পূর্বে পৃথক হয়, তবে আপন বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ক্রেতা গোলাম বিক্রয় করে ফেলে এবং মূল্য নগদ নিয়ে নেয় তারপর সে

www.nagorikpathagar.org

তার আয়েব জানতে পারে আর বিক্রেতা ঐ আয়েবের ব্যাপারে কয়েকটি দিরহামের উপর আপস করে, তবে তা জায়েয হবে না। তারপর যদি গোলাম দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট মরে যায় এবং সে নিজের বিক্রেতার নিকট হতে আয়েবের ক্ষতিপুরণ নিয়ে নেয় তারপর দ্বিতীয় বিক্রেতা নিজের বিক্রেতার সাথে যে কোনভাবে আপস করে নেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট আপস বাতিল হবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট ছহীহ হবে।

আর যদি মূল্য মাপার বা ওজন করার বস্তুর মধ্যে অনির্দিষ্ট হয় এবং ওন বা পরিমাণ বলে দেয়া হয় এবং উভয় বস্তু উভয়ে কব্জা করে নেয়, তারপর ক্রেতা গোলামের মধ্যে আয়েব পায় এবং বিক্রেতার সাথে আপস করে নেয়, তারর যদি আপস মূল্য জাতীয় কিছু পরিমাণ মূল্যের উপর নিধারিত হয়, তবে আপস জায়েয হবে। চাই নগদ আদায় করা বা কোন নির্দিষ্ট মুদ্দতের মধ্যে আদায় করার শর্তে হোক। চাই মূল্য ক্রেতার নিকট মৌজুদ থাকুক বা খোয়া গিয়ে থাকুক। যদি আয়েব দূর হয়ে যায়, তবে আপসন বালিত হয়ে যায়। তখন যা কিছু আয়েবের বদলে বিক্রেতার নিকট হতে নেয়া হয়েছে। বা বিক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য কম ধরেছে, তা তাকে ফেরত দিয়ে দিবে। যদি ক্রয় করার পর সমস্ত আয়েবের ব্যাপারে এক দেরহামের উপর আপস করা হয়, তবে জায়েয হবে– যদিও তার মধ্যে কোন আয়েব না পাওয়া যায়। যদি এরূপ বলা হয় যে আমি তোমার নিকট হতে সমস্ত আয়েব ক্রয় করে নিলাম, তবে তা জায়েয হবে না। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রেতা দাসীর চোখে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং বিক্রেতা তার চোখের উপর কিছু দিয়ে আপস করে নেয়, তবে জায়েয হবে। যদি আয়েবে র নামোল্লেখ বা করে আয়েবের স্থানের নামোল্লেখ করা হয়, তবে তাই আয়েবের নামোল্লেখরূপে গণ্য হয়। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি ক্রেতা গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে নিজ নিজ এক-দশমাংশ কমিয়ে দেয় এবং বাইরে কোন লোক ঐ কমানো মুল্যে উহাকেনিয়ে রাজী থাকে, তবে এরূপ আপস করা জায়েয হবে। যদি ক্রেতা ধোপার নিকট কাপড় ধৌত করার জন্য দেয়। তারপর ক্রেতা কাপড় ফাটা দেখতে পায় এবং বলে যে, আমি জানিনা যে, উহা বিক্রেতার নিকট ফেটেছে, না ধোপার নিকট ফেটেছে। তারপর ক্রেতা-বিক্রেতা এভাবে আপস করল যে, এক দেরহাম ধোপা দিবে এবং এক দেরহাম বিক্রেতা দিবে। আর ক্রেতা কাপড় কবুল করে, তবে জায়েয হবে। আর যদি এক দেরহাম ধোপা দেয়, আর এক দেরহাম ক্রেতা দেয় এবং বিক্রতা কাপড় কবুল করে নেয়, তবে তাও জায়েয হবে। কোন ফকীহ বলেন যে, ইহা গলৎ অর্থাৎ ভুল হুকুম।

যদি কেউ কোন দাসী খরিদ করে এবং তার মধ্যে আয়েব দেখতে পায়, তরপর উভয়ে এভাবে আপস করে যে, বিক্রেতা এই পরিমাণ দিরহাম দিবে এবং দাসীকে ক্রেতা নিয়ে নিবে। তবে আপস জায়েয হবে। আর যদিএরূপ আপস করে যে, ক্রেতা এই পরিমাণ দিরহাম দিবে এবং দাসীকে বিক্রেতা নিয়ে নিবে, তবে তা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি ক্রেতা ঐ দাসীকে উহার পুরা মূল্য আদায় করে তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে লিখিত আছে। কেউ একটি কাপড় খরিদ করল এবং তা দ্বারা জামা কাটাল কিন্তু এখনও সেলাই করা হয় নি, ক্রেতা কাপড়ে কোন আয়েব পেল। তখন বিক্রেতা স্বীকার করল যে, এই আয়েব আমার নিকটেই ছিল। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার সাথে এভাবে আপস করল যে, আমি কাপড় নিয়ে নিচ্ছি এবং ক্রেতা আমার নিকট হতে মূল্য কিছু কম নিবে, তবে ইহা জায়েয হবে। কাপড়ের মূল্য হতে বিক্রেতার নিকট বেঁচে রইল, তা কাপড়ের ঐ লোকসান বাবাত, যে লোকসান ক্রেতা কাপড় দ্বারা জামা কাটিয়ে পয়দা করেছে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কিতাবুল আছলে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ দীনার মূল্যে ইট দাসী খরিদ করল। তারপর

www.nagorikpathagar.org

দাসীর উপর কব্জা করে উহার মধ্যে কোন আয়েব পেল। তারপর উবয়ে এভাবে আপস করল যে, বিক্রেতা দাসীকে নিয়ে নিবে এবং ক্রেতাকে সে উনপঞ্চাশ দীনার ফেরত দিবে, তবে এরূপ আপস করা জায়েয হবে। তবে দীনার যে বিক্রেতা নিয়ে নিল, সে ব্যাপারে দেখতে হবে যে, যদি বিক্রেতা এই কথা স্বীকার করে নেয় যে, দাসীর আয়েব তার নিকটে থাকা অবস্থাই ছিল, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ঐ দীনারটি বিক্রেতার জন্য হালাল হবে না; বরং উহা ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ফেরত দেওয়া ওাজিব হবে না। আর যদি বিক্রেতা ঐ কথার অস্বীকারকারী হত যে, দাসীর আয়ব তার নিকটেও ছিল। তারপর যদি ঐ আয়েব গায়রে মেছলী জাতীয় হয় তা হলেও এই হুকুম হবে। আর যদি মিছলী আয়েব হয়, তা হলে ঐ দীনার সর্বসম্মতভাবে বিক্রেতার জন্য হালাল হবে। আর যদি বিক্রেতা স্বীকার বা অস্বীকার কোনটা না করে চুপ থাকে, তবে চুপ থাকা ও অস্বীকার করা উভয়েরই এক হুকুম হয়ে থাকে ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে এই শর্তে একটি কাপড় নেয় যে, সে ক্রেতার নিকট হতে দাসীকে ফেরত নিবে। তবে এই ছুরত এবং এক দীনার হাতে রেখে দেওয়ার ছুরত অবিকাল একরূপ। আর যদি কাপড়ের বদলে কিছু দিরহাম দেয় এবং যদি ঐ দিরহাম ঐ মজলিসেই কব্জা করা হয়, তবে তা কোন প্রকারেই জায়েয হবে না। কেননা ইহা বায়ে' ছরফে গণ্য। কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং তাকে কব্জা করার পূর্বেই তার মধ্যে কোন আয়েব পেল এবং বিক্রেতা ঐ আয়েবের উপর এক দাসীর দ্বারা আপস করে নিল, তবে এক্ষেত্রে ঐ দাসী বিক্রিত বস্তুর সাথে অতিরিক্ত বস্তু হিসেবে গণ্য হবে। তখন ঐ মূল্য যা দ্বারা গোলাম ক্রয় করা হচ্ছে উহা গোলাম এবং দাসী উভয়ের মূল্য হিসেবে বণ্টিত হবে। এমন কি যদি উহার একটির মধ্যে কোন আয়েব পাওয়া যায়, তবে তার মূল্যের অংশের বদলে তাকে ফেরত দিবে। আর যদি ঐ আপস ক্রেতার গোলাম কব্জা করার পর হয়, তবে দাসী আয়েবের বদলা গণ্য হবে। এমন কি যদি দাসীর মধ্যে কোন আয়েব পাওয়া যায়, তবে শূল্যের মধ্যে যে অংশ গোলামের আয়েবের বদলাস্বরূপ ঐ পরিমাণের উপর দাসীকে ফেরত দিয়ে দিবে ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের উল্লেখ আছে। তবে তাই আয়েবের নামোল্লেখরূপে গন্য হয়। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ক্রেতা গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে নিজ নিজ এক-দশমাংস কমিয়ে দেয় এবং বাইরের কোনলোক ঐ কমানো মূল্যে উহাকে নিতে রাজী থাকে, তবে এরূপ আপসন করা জায়েয হবে। যদি ক্রেতা ধোপার নিকট কাপড় ধৌ করার জন্য দেয়। তারপর ক্রেতা কাপড় ঠাকা দখতে পায় এবং বলে যে, আমি জানি না যে, উহা বিক্রেতার নিকট ফেটেছে, না ধোপার নিকট ফেটেছে। তারপর ক্রেতা-বিক্রিতা এভাবে আপস করল যে, এক দেরহাম ধোপা দিবে এবং এক দেরহাম বিক্রেতা দিবে। আর ক্রেতা কাপড় কবুল করে, তবে জায়েয হবে। আর যদি এক দেরহাম ধোপা দেয়, আর এক দেরহাম ক্রেতা দেয় এবং বিক্রেতা কাপড় কবুল করে নেয়, তবে তাও জায়েয হবে। কোন ফকীহ বলেন যে, ইহা গলৎ অর্থাৎ ভুল হুকুম।

যদি কেউ কোন দাসী খরিদ করে বেং তার মধ্যে আয়েব দেখতে পায়, তারপর উভয়ে এভাবে আপস করে যে, বিক্রেতা এই পরিমাণ দিরহাম দিবে এবং দাসীকে ক্রেতা নিয়ে নিবে। তবে আপস জায়েয হবে। আর যদ্রূপ আপস করে যে,ক্রেতা এই পরিমাণ দেরহাম দিবে এবং দাসীকে বিক্রেতা নিয়ে নিবে, তা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি ক্রেতা ঐ দাসীকে উহার পুরা মূল্য আদায় করে তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রিতার নিকট বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। ইহ যখীরাহ কিতাবে লিখিত আছে এবং ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবেও এরূপ লিখিত আছে। কেউ একট কাপড় খরিদ করল এবং তা দ্বারা জামা কাটাল কিন্তু এখনও সেলাই কলা হয়নি, ক্রেতা কাপড়ে কোন আয়েব পেল। তখন

বিক্রেতা স্বীকার করল যে, এই আয়েব আমার নিকটেই ছিল। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার সাথে এভাবে আপস করল যে, আমি কাপড় নিয়ে দিতেছি এবং ক্রেতা আমার নিকট হতে মূল্য কিছু কম নিবে, তবে ইহা জায়েয হবে। কাপড়ের মূল্য হতে বিক্রেতার নিকট যা বেঁচে রইল, তা কাপড়ের ঐ লোকসান বাবত, যে লোকসান ক্রেতা কাপড় দ্বারা জামা কাটিয়ে পয়দা করেছে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কিতাবুল আছলে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ দীনার মূল্যে একটি দাসী খরিদ করল। তারপর দাসীর উপর কব্জা করে উহার মধ্যে কোন আয়ব পেল। তারপর উভয়ে এভাবে আপস করল যে, বিক্রেতা দাসীকে নিয়ে নিবে এবং ক্রেতাকে সে উনপঞ্চাশ দীনার ফেরত দিবে, তবে ূপ আপস কর জায়েয হবে। তবে এক দীনার যে বিক্রেতা নিয়ে নিল, সে ব্যাপারে খেতে হবে যে, যদি বিক্রেতা এই কথা স্বীকার করে নেয় যে, দাসীর আয়েব তার নিকটে থাকা অবস্থায়ই ছিল, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ঐ দীনারটি বিক্রেতার জন্য হালাল হবে না; বরং উহা ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ফেরত দেওয়া ওয়াবি হবে না। আর যদি বিক্রেতা ঐ কথার অস্বীকারকারী হত যে, দাসীর আয়েব তার নিকটেও ছিল । তারপর যদি ঐ আয়েব গায়েরে মেছলী জাতীয় হয় তা হলেও এই হুকুম হবে। আর যদি মেছলী আয়েব হয়, তা হলে ঐ দীনার সর্বসম্মতভাবে বিক্রেতার জন্য হালাল হবে। আর যদি বিক্রেতা স্বীকার বা অস্বীকার কোনটা না করে চুপ থাকে, তবে চুপ থাকা ও অস্বীকার করা উভয়েরই এক হুকুম হয়ে থাকে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে এই শর্তে একটি কাপড় নেয় যে, সে ক্রেতার নিকট হতে দাসীকে ফেরত নিবে। তবে এই ছুরত এবং এক দীনার হাতে রেখে দেওয়ার ছুরত অবিকল একরূপ। আর যদি কাপড়ের বদলে কিছু দেরহাম মিয়াদী হয়, তবে তা কোন প্রকারেই জায়েয হবে না। কেননা ইহা বায়ে' ছরফে গণ্য। কোন বক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং তাকে কব্জা করার পূর্বেই তার মধ্যে কোন আয়েব পেল এবং বিক্রেতা ঐ অয়েবে র উপর এক দাসীর দ্বারা আপস করে নিল, তবে এক্ষেত্রে ঐ দাসী বিক্রিত বস্তু রসাথে অতিরিক্ত বস্তু হিসেবে গণ্য হবে। এমন কি যদি উহার একটির মধ্যে কোন আয়ব পাওয়া যায়, তবে তার মুল্যের অশে বদলে তাকে ফেরত দিবে। আর যদি ঐ আপস ক্রেতার গোলাম কব্জা করার পর হয়, তবে দাসী আয়েবের বদলা গণ্য হবে। এমন কি যদি দাসীর মধ্যে কোন আয়েব পাওয়া যায়, তবে মূল্যের মধ্যে যে অংশ গোলামের আয়বের বদলাস্বরূপ ঐ পরিমাণের উপর দাসীকে ফেরত দিয়ে দিবে। ইহা ফতোয়োয়ে কাজীখানের বিবরণ।

নাওয়ায়েদেরে ইবনে সেমা' কিতাবে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে একটি গোলাম খরিদ করল এবং কব্জা করার পূর্বে তার মধ্যে আয়েব পাওয়া গেল। তখন ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে আর একটি গোলাম নিয়ে তার সাথে আপস করল এবং উভয় গোলামের উপর ক্রেতা কব্জা করে নেয়। তারপর উভয় গোলামের একটি র কোন হকদার রেব হল এবং সে হকদার যে গোলঅমটি নিয়ে গেল, মূল্যের উহার অংশ ক্রেতা ফেরত নিবে। যেন সে উবয় গোলামই একই সাথে ক্রয় করেছে। আর যদি ক্রেতা গোলামের উপর কব্জা করে গোলামের মদ্যে কান আয়েব পায় এবং বিক্রেতার নিকট হতে আর একটি গোলাম নিয়ে আপস করে এবং মূল্য আদায় করে দেয়, তারপর খরিদকৃত গোলামের কোন হকদার বের হয়, তবে দোছরা গোলামের আপস বাতিল হয়ে যাবে। ইহা মুহীত কি তাবে উল্লেখ আছে। ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবেও এরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

যদি কোন ক্রেতা তার ক্রয়কৃত দাসীর চোখে সাদা দাগের আয়েব পায় এবং বিক্রেতার সাতে ঐ আয়েবের জন্য এভাবে আপস করে যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে দাসীর মূল্য এক দিরহাম কম দিবে। তবে ইহা জায়েয হবে। তারপর

www.nagorikpathagar.org

যদি তার চোখের সাদা পাদ ভাল হয়ে যায়, তবে ঐ দিরহাম বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। এভাবে যদি ক্রেতা দাসীর মধ্যে হামলের আয়ব দেখে এবং সে বিক্রেতার সাথে এভাবে আপস করে যে বিক্রেতাকে এক দিরহাম কম দিবে। তারপর প্রকাশ পেল যে, উহা হামল ছিল না। তবে ক্রেতার উপর ঐ দিরহাম বিক্রেতাকে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। এভাবে যদি কেউ এক দাসী খরিদ করে এবং তাকে কারও সাথে বিবাহিত দেখতে পায়, তারপর ক্রেতা তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবার ইচ্ছা করে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে কিছু দিরহাম দিয়ে তার সাথে আপস করে নেয়, তারপর দাসীর স্বামী যদি দাসীকে তালাকে বায়েন দিয়ে দেয়, তবে ক্রেতার ঐ দিরহাম ফেরত দিয়ে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কেউ কাপড় খরিদ কর জামা কাটাল এবং উা সেলা করাল। তারপর চাই উহা বিক্রয় করল বা না করল, কাপড়ের আয়েবের কথা জানিয়ে উহা বিক্রয় করে ফেলল। তারপর আয়েবজনিত ক্ষতিপূরণ বাবত বিক্রেতার নিকট হতে কিছু দিরহাম নিয়ে তার সাথে অপস করে নিল। তবে তা জায়েয হবে । এভাবে যদি কাপড় লাল রং করে তা বিক্রি করে ফেলে অথবা বিক্রি না করে, এমন কি আয়েবের ব্যাপারে আপস করে ফেলে তা হলেও জায়েয হবে। আর যদি কাপড় কাটায় এবং সেলাই না করায় এমন কি তা বিক্রি করে ফেলে, তারপর আয়বের ব্যাপারে আপস করে ফেলে তবে তা জায়েয হবে না। কাল রং করা ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট শুধু কাপড় কাটার অনুরূপ। ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, উহা কাটাবার এবং সেলাই করাবার অনুরূপ। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একটি গাধা কিনল এবং তাতে কোন পুরাতন দোষ পাওয়া গেল, তখন ক্রেতা তা ফেরত দিতে চাইল। তারপর উভয়ের মধ্যে এক দীনারের উপর আপস হয়ে গেল। তারপর উহার মধ্যে অন্য আয়েব পাওয়া গেল। তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ঐ দীনারসহ গাধা ফেরত দিয়ে দেয়। ইহা কানিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। কোন ব্যক্তি এক কুর গম কিনল এবং মূল্য দিবার পূর্বে উহার উপর কব্জা করে নিল, এমন কি গমের মধ্যে এমন আয়েব পেল যে, উহার এক-দশমাংশ লোকসান হয়েছে। তখন ক্রেতা উহা ফেরত দিতে চাইল, তাতে বিক্রেতা ক্রেতাকে এক কুর নির্দিষ্ট গম দিয়ে ক্রেতার সাথে আপস করে নিল, ইহা জায়েয হবে। তবে যদি উহা নগদ না দিয়ে দিবার জন্য মিয়াদ নির্দিষ্ট করে তবে আপস বাতিল হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

সপ্তম ভাগ

অছী, উকীল এবং রোগীর ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল

যদি অছী কোন মৃত ব্যক্তির মাল বিক্রয় করে, তবে উহার দায়-দায়িত্ব তার উপর। আয়েবের কারণে মাল তাকেই ফেরত দেওয়া হবে। যদি এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম কিনে এবং মূল্য আদায় করার পূর্বে উহার উপর কব্জা করে নেয়, তারপর ক্রেতা মূল্য ছাড়া এক হাজার দিরহাম করজদার হয়ে মরে যায় এবং ঐ গোলাম ছাড়া তার আর কোন মাল না থাকে। তারপর অছী ঐ গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং কাজীর হুকুম ছাড়া উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দেয়, তবে পাওনাদার তার হৈ কাজের উপর কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অছী বিক্রেতার নিকট হতে অর্ধেক মূল্য নিয়ে পাওনাদারকে দিয়ে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি বিক্রেতা অছীর নিকট হতে ঐ গোলাম ফেরত না নেয় এমন কি সে কাজীর দরবারে অবিযোগ পেশ করে, তবে কাজী যদি কর্জ পাওনা লোকটির কতা জানতে পারে, তা হলে সে গোলামকে ফেত না দিয়ে বরং উহাকে বিক্রয় করতঃ উহার মূল্য উভয়ের মধ্যে বন্টন করে দিবে। বিক্রেতা তখন আয়েবজনিত লোকসানের জামিন হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

বিক্রি করার জন্য নিযুক্ত উকীল যদি কোন বস্তু বিক্রি করে, তারপর ঐ বস্তুতে আয়েবের ব্যাপারে ঝগড়া সৃষ্টি হয় এবং উকীল বিক্রিত বস্তু কাজীর হুকুম ছাড়া কবুল করে, তবে বিক্রিত বস্তু উকীলের জিম্মায় পড়বে, উহা মুয়াক্কিলের জিম্মায় হবে না এবং উহা কীলের হয়ে যাবে এবং তার এই ইখতিয়ার কায়েম করে যে, এই আয়েব মুয়াক্কিলের নিকট থাকা অবস্থায় ছিল, তবে তার এই সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না। ইহা ঐ ছুরতে হবে যখন ঐ আয়েব এরূপ হবে যার অনুরূপ আয়েব পয়দা হতে পারে। আর যদি ঐ আয়েব পুরাতন হয়, যার অনুরূপ আয়েব হতে পারে না, তবে বুইউ', রেহান এবং ওকালাত ইত্যাদির আম রেওয়ায়েতসমুহে উল্লেখ আছে যে, উহা উকীলের জিম্মায় হবে এবং ইহাই ছহীহ। আবু বকর বলখী (রহঃ) ও এই মত অবলম্বন করেছেন।

যদি বিক্রিত বস্তুর আয়েব এই প্রকার হয় যে, উহার অনুরূপ আয়েব পয়দা হতে পারে, তবে উহা কীলের জিম্মায় পড়বে এবং উকীলের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে মুয়াক্কিলের সাথে এ ব্যাপারে ঝগড়া করে। তবে উকীল যদি সাক্ষী কায়েম করে যে, এই আয়েব মুয়াক্কিলের নিকট থাকা অবস্থায় ছিল, তবে কাজী উহা মুয়াক্কিলকে ফেরত দিয়ে দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

আর যদি উকীলের নিকট সাক্ষী না থাকে, তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে মুয়াক্কিল দ্বারা কসম করবে, যদি মুয়াক্কিল কসম করতে বিরত থাকে, তবে কাজী উহা তাকে ফেরত দিয়ে দিবে। আর যদি সে কসম করে, তবে ঐ বস্তু উকীলের জিম্মায় পড়বে। এ হুকুম ঐ ছুরতে হবে, যখন উকীল আদিল এব আকিল হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্নিক আছে। বিক্রিত বস্তুতে আয়েব থাকার কারণে উকীলের ইখতিয়ার থাকবে এবং তার নিকট আয়েবমুক্ত মাল ফেরত দেওয়া যাবে, যখন পর্যন্ত সে জীবিত থাকে যদি সে এরূপ আকেল হয় যে ওকালাতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য। আর যদি সে মরে যায় এবং কোন ওয়ারিছ বা অছী না রেখে যায় তবে ঐ মাল মুয়াক্কিলের নিকট ফেরত দেওয়া যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কোন ব্যক্তি অন কোন ব্যক্তির গোলামকে বলে যে, তুমি নিজে নিজেকে মালিখ হতে এক হাজার দিরহাম মূল্যে আমার জন্য খরিদ কর। গোলাম তাতে রাজী হয়ে মালিককে বলল, আপনি আমাকে এক হাজার দিরহাম মূল্যে আমার নিকট অমুকের জন্য বিক্রি করুন। মালিক তদ্রূপই করল। তবে গোলাম গোলামকে তদ্রূপ হুকুমদাতারই হয়ে যাবে। তরপর যদি ঐ ব্যক্তি গোলামের মধ্যে কোন আয়ব দেখতে পায় এবং বিক্রেতার সাথে ঝগড়া করতে চায় তবে গোলাম যদি নিজেকে নিজে খদি করার দিন ঐ আয়েবের কথা জেনে থাকে, তবে সেই কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি গোলাম না জেনে থাকে, তা হলে হুকুমদাতা ব্যক্তির গোলামকে ফেরত দিবার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ক্রয়ে জন্য নিযুক্ত কোন উকীল যদি কোন দাসী তার মুয়াক্কিলের জন্য খরিদ করে এবং তাকে মুয়াক্কিলের নিকট সোপর্দ না করে থাকে, ইতিমধ্যে তার মধ্যে কোন আয়েব পায়, তবে উকীলের তাকে ফেরত দিবার ইখতিয়ার থাকবে, চাই মুয়াক্কিল উপস্থিত থাকুক বা অনুস্থিত। কিন্তু মওয়াক্কিলের নিকট সোপর্দ করে দিবার পর তার তাকে ফেরত দিবার ইখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য মুয়াক্কিল তাকে হুকুম করিলে পারবে।

তবে যদি প্রথম ছুরতে বিক্রেতা এরূপ দাবী করে যে, মুয়াক্কিল এরূপ আয়েবের উপর রাজী ছিল এবং মুয়াক্কিল যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকে আর বিক্রেতা উকীল অথবা মুয়াক্কিলের কসম তলব করে, তবে আমাদের নিকট তার এই ইখতিয়ার হবে না। ইহা ফতেয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যখন উকীল হতে করানো না হয় বরং উকীল দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দেয়, তারপর মুয়াক্কিল হাজির হয়ে তার রাজী হওয়ার কথা বলে এবং দাসীকে সে বিক্রেতার নিকট হতে ফেরত আনতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি তার দাবীর উপরে সাক্ষী কায়েম করে, তবে তার সাক্ষ্য কবুল হবে। আর যদ উকীল একরার করে যে, তার মুয়াক্কিল আয়েবে র উপর রাজী হয়ে গিয়েছে, তবে তার একরার ছহীহ হবে। এমন কি তখন তার ঝগড়া করার হক বাকী থাকবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

ক্রয়ের উকীল কোন বস্তু খরিদ করে মুয়াক্কিলকে সোপর্দ করে দিল। মুয়াক্কিল ইহার মধ্যে কোন আয়েব পেয়ে উকীলকে ফেরত দিয়ে দিল, তখন উকীল উহা বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তি কোন বস্তু উকীলের নিকট হতে ক্রয় করবে, সে ঐ বস্তুর মধ্যে কোন আয়েব দেখলে উহা উকীলের নিকটই ফেরত দিবে– যদিও উহার মূল্য মুয়াক্কিলের নিকট পৌছে গেছে। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ক্রয়ের উকীল যদি এরূপ কোন গোলাম কিনে, যাকে ক্রয় করার জন্য তাকে উকীল করা হয়েছে। তারপর উহাকে কব্জা করার পূর্বে উকীল যদি উহার কোন আয়েব জানতে পায়, তবে উকীলের ঐ গোলামকে নেয়া ও না নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে। চাই আয়েব কম হোক কি বেশি হোক। যদি সে ফেরত দিয়ে দেয় তবে ফেরত হয়ে যাবে। আর আয়েব অধিক হলে তা উকীলের জিম্মায় পড়বে। ইহা ইস্তেহসানান হুকুম হবে। অবশ্য যদি মুয়াক্কিল রাজী হয়ে যায়, তবে বিক্রিত বস্তু মুয়াক্কিলের জিম্মায় যাবে।

যিয়াদাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কব্জা করার পূর্বে উকীল আয়েবের উপর রাজী হয়ে যায়, তবে ক্রয়কৃত বসস্তু মুয়াক্কিলের উপর লাযেম হয়ে যাবে। আর কব্জার পর রাজী হলে ইহা উকীলের জিম্মা পড়বে, মুয়াক্কিলের উপর লাযেম হবে না। মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কব্জার পরে হোক, আগে হোক উকীল আয়েবের উপর রাজী হলে ক্রয়কৃত বস্তু উকীলের উপর পড়বে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া। যদি মুয়াক্কিল কোন বস্তুর আয়েব দেখে উকীলকে বলে যে, আমি ঐ আয়েবের উপর উহা ক্রয় করতে রাজী নই। তারপর উকীল উহার উপর রাজী হয়ে গেলে মুয়াক্কিলের উখতিয়ার থাকবে যে, ক্রয়কৃত বস্তু উকীলের জিম্মায় দিয়ে দেয়। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে বর্ণিত আছে। মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি কাউকেও নিজের গোলাম বিক্রয় করে দিবার জন্য উকীল করল। উকীল একরার করল যে, এই গোলামের পালানোর অভ্যাস আছে। তবে ইহা জানা নাই যে, উকীলের একবার তার উকীল হওয়ার পূর্বেকার না পরবর্তী সময়ের। অতঃপর উকীল ঐ গোলাম কারও নিকট বিক্রয় করল। উহার উপর কব্জা ও করা হল। তারপর ক্রেতা উকীলের কথা দ্বারা জানল যে, গোলাম ঐ কাজে অভ্যস্ত। তবে ঐ ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে যে, সে গোলাম উকীলকে ফেরত দেয় কিন্তু উকীল উহাকে মুয়াক্কিলের নিকট ফেরত দিতে পারবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কেউ যদি কোন জিনিস উকীলের নিকট হতে ক্রয় করে এবং তাতে আয়েব দেখে তবে নিজের প্রদত্ত মূল্য উকীল হতে নিবে, যদি মূল্য উকীলের নিকট দিয়ে থাকে। আর যদি মুয়াক্কিলের নিকট দিয়ে থাকে, তবে মুয়াক্কিলের নিকট হতে নিবে। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করতঃ অন্যের নিকট তা বিক্রি করল। তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা তার মধ্যে আয়েব পেল এবং প্রথম ক্রেতার নিকট ফেরত দিল। তবে যদি সে কব্জার পূর্বে কাজীর হুকুমে অথবা বিক্রেতার রাজীতে ফেরত দিয়ে থাকে, তবে প্রথম ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, নিজের বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবে। আর যদি দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামের উপর কব্জা করে নেয়, তারপর প্রথম ক্রেতাকে ফেরত দেয়, তারপর যদি এই ফেরত দেওয়া সাক্ষীর উপর কাজীর হুকুমে অথবা প্রথম ক্রেতার কসম অস্বীকার করার উপর অথবা আয়েবের একরার করার উপর হয়, তবে প্রথম ক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। তবে শর্ত এই যে, এই আয়েব প্রথম বিক্রেতার নিকটে ছিল বলে ছাবেত হয়। ইহা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম খরিদ করল এবং উহার উপর কজা করে নিল। তারপর উহাকে একশত দীনার মূল্যে অন্য কারও নিকট বিক্রি করে ফেলল এবং সে কজা করে নিল। তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা নিজের বিক্রেতার সাথে সাক্ষাত করতঃ আরও পঞ্চাশ দীনার মূল্য অতিরিক্ত দিল, এই অতিরিক্ত দেওয়া ছহীহ হবে। ক্রেতা ঐ অতিরিক্ত মূল্য নিজের বিক্রেতাকে দিয়ে দিল। তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামের মধ্যে আয়েব পেয়ে কাজীর হুকুমে তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিল, তবে তার প্রদত্ত মূল্য অতিরিক্ত মূল্যসহ ফেরত নিয়ে নিবে এবং প্রথম ক্রেতার এই ইখতিয়ার হবে যে, নিজের বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে তার মধ্যে কোন আয়েব দেখে তাকে ফেরত দিবার ইচ্ছা করল। বিক্রেতা এই কথার উপর সাক্ষী কায়েম করল যে, ক্রেতা এরূপ একরার করেছে যে, সে গোলামকে অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে ফেলেছে। তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য কবুল হবে। ক্রেতার গোলামকে ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। চাই সই অমুক ব্যক্তি উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। আর যদি বিক্রেতা সাক্ষী কায়েম করে যে, ক্রেতা গোলামকে অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করেছে এবং যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকে কিন্তু সে ব্যক্তি এবং ক্রেতা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে, তবে প্রথম ক্রেতা গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি একটি গোলামকে বার দীনার মূল্যে ক্রয়ের জন্য পছন্দ করল। কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাজী না হয়ে বলল যে, আমি তোমাকে গোলামটি হেবা করে দিলাম। সে গোলামের উপর কজা করে বিক্রেতাকে বার দীনার হেবা করল। তারপর সে ঐ গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখে তাকে বিক্রেতা অর্থাৎ হেবাকারীর নিকট ফেরত দিতে চাইলে তার সে ইখতিয়ার থাকবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

কোন জিনিস বিক্রি করা জায়েয এবং কোন জিনিসের বিক্রি নাজায়েয এর মাসায়েল

প্রথম ভাগ

দায়েনের বিনিময়ে দায়েনের বেচা কেনা জায়েয, যখন উভয় বদলের উপর হাকীকাতান অথবা হুকমান কজা হওয়ার পর অথবা একটির উপর হাকীকাতান এবং অন্যটির উপর হুকমান কজা হওয়ার পর উভয় মজলিস হতে আলাদা হয়, চাই তা বায়ে' ছরফ হয় বা না হয়। উভয় বদলের উপর হাকীকাতান কজা হওয়ার ছুরত এই যে, কেউ কারও নিকট হতে দশ দিরহাম দ্বারা এক দীনার কিনল। এমন কি তা বায়ে' ছরফ হয়ে গেল এবং উভয়েরই নিকট দিরহাম ও দীনার ছিল না। তারপর যদি তারা উভয়ে ঐ মজলিসেই একে অপরের বস্তু আদায় করতঃ মজলিস হতে পৃথক হয়, তবে এই বেচা-কেনা জায়েয হবে। আর এভাবে যদি পয়সা বা খানা দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করা হয় এবং বায়ে' ছরফ না হয় তারপর এই বস্তু উভয়ের নিকট মৌজুদ না থাকে তারপর উভয় যদি ঐ মজলিসে একে অপরের জিনিস আদায় করে মজলিস হতে আলাদা হয়, তবে ইহা জায়েয।

উভয় বদলের উপর হুকমান কজা হওয়ার ছুরত এই যে, কোন ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির দশ দিরহাম কর্জ আছে এবং ঐ ব্যক্তির উহার উপর অন্য ব্যক্তির দশ দিরহাম কর্জ আছে। এরপর প্রত্যেকে নিজ কর্জ অন্য কর্জের বদলে খরিদ করল। এমনকি ইহা বায়ে' ছরফের মত হয়ে গেল বা না হয়ে এভাবে কারও অন্য ব্যক্তির পয়সা বা খানা কর্জ ছিল এবং দ্বিতীয় বক্তির এর উপর কিছু দিরহাম কর্জ ছিল। তারপর প্রত্যেকে নিজের কর্জকে অন্যের কর্জের বদলে খরিদ

করে নিল, তারপর মজলিস হতে জুদা হল। তবে বেচা-কেনা জায়েয হবে। যদি কিছু পয়সা দিরহামের বদলে এরূপ শর্তে বিক্রয় করা হয় যে, উভয়েই খিয়ার থাকবে। তারপর উভয়ে কব্জা করে পৃথক হয়ে যায়, তবে এই বেচা-কেনা বাতিল হবে। আর যদি খিয়ার দুইজনের মধ্যে একজনের থাকে, তা হলেও ইমম আজম (রহঃ) এর নিকট এই হুকুম হবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিক বেচা-কেনা জায়েয হবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবের বিবরণ।

কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি কিছু পয়সা পয়সার বদলে এই শর্তে ক্রয় করা হয় যে, উভয়ের খিয়ার থাকবে। তারপর উবয়ে কব্জা করে আলাদা হয়ে যায়, তবে বেচা-কেনা ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি একজনের জন্য খিয়ার থাকে, তবে উহা জায়েয হবে। কুদুরী কিতাবে আরও উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) উভয়েরই এক কওল। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি এক মুঈন পয়স দুই মুঈন পয়সার বদলে কিয়ারে শর্তের উপরে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কিছু অপ্রচলিত পয়সা এমন স্থানে খরিদ করে, যেখানে ঐ পয়সা প্রচলিত নয়, তবে যদি ঐ পয়সা মুঈন হয়, তবে জায়েয হবে এবং মুঈন না হলে জায়েয হবে না।

ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) বাদায়ে' কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে এক কুর খাদ্য করজ নেয় এবং উহার কব্জা করে নেয়, তারপর করজ গ্রহণকারী কর্জদাতার নিকট হতে ঐ কুর য তার উপর কর্জ আছে একশত দিরহাম দ্বারা কিনে নেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং ঐ কর্জদাতার উপর করজ গ্রহণকারীর উক্ত কুরর অনুরূপ অন্য একটি কুর ওয়াজিব হবে। তখন তার হৈ ক্রয় করা ছহীহ হয়ে যাবে। তবে যদি কর্জদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কুর ওয়াজিব হবে। তখন তার এই ক্রয় করা ছহীহ হয়ে যাবে। তবে যদি কর্জদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কুর খরিদ করে, তবে তা জায়েয হবে না। আর যখন এই ছুরতে ক্রয় করা জীয়েয হয়ে গেল তারপর যদি ঐ একশত দেরহাম উক্ত মজলিসে নগদ আদায় করে দেয়, তবে খরিদ করা পুরা হয়ে গেল। অর যদি কব্জা করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে খরিদ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কর্জ গ্রহণকারীর কর্জদাতার উপর অন্য কোন গমের কুর আসে তারপর উভয়ে নিজের কর্জ অন্যের কর্জের বদলে খরিদ করে নেয় এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যায়। তবে এরূপ ছুরত বেচা-কেনা জায়েয হবে।

মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ এর নিকট কর্জের কুর গম কর্জ গ্রহণকারীর স্বত্ব হবে না। যখন পর্যন্ত না কব্জা করার পর উহার স্বত্ব লোপ না করে। এমতাবস্থায় কর্জ গ্রহণকারীর জিম্মায় কোন কিছু ওয়াজিব হবে না; সুতরাং খরিদ ছহীহ হবে না। তারপর যদি ক্রেতা অর্থাৎ কর্জ গ্রহণকারী একশত দিরহাম ঐ মজলিসে আদায় করে দেয়। তারপর ঐ কর্জকৃত কুরের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায়, তবে তা ফেরত দিতে পারবে না; বরং আয়েবজনিত লোকসানে ক্ষতিপুরণ নিয়ে নিবে। আর যদি ঐ কর্জকৃত কুর যার উপর কব্জা করা হয়েছে তা খোয়া যায় তবে তার হুকুম ঐরূপ হবে যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রথম ছুরতে মতভেদ আছে এবং শেষ ছুরতে সকলেই একমত হয়েছেন। যদি কর্জ গ্রহণকারী কর্জ নেয়া কুর অবিকল খরিদ করে এবং উহার উপর তার কব্জাও ও হয়ে যায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট এই ক্রয় করা ছহীহ হবে না। কিন্তু আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ছহীহ হবে। আর যদি কর্জদাতা কর্জ গ্রহণকারীর ঐ কুর কিনে নেয় তবে তা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট ছহীহ হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ছহীহ হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তির নিকট নিখুঁত দশটি দিরহাম আছে এবং সে কারও নিকটে বারটি ভগ্ন দিরহামের বদলে উহা বিক্রয় করতে চায়। তবে তার এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েব হবে না। আর যদি ইহ জায়েয করাতে চায় তবে তার হীলা এরূপ

www.nagorikpathagar.org

যে, উহার নিকট হতে ঐ ভগ্ন বারটি দিরহাম কর্জ নিবে এবং দশ দিরহামের উপর কব্জা করিয়ে দুটি দিরহাম উহার নিকট হতে মাফ করিয়ে নিবে। ইহা ওয়াকেয়াতে হেসামিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কারও উপর এমন কোন বস্তু দাবী করে যা ওজন করা, মেপে নেয়া বা গণনা করে নেয়ার যোগ্য এবং যার উপর দাবী করা হয় সে যদি দাবীদারের নিকট হতে ঐ বস্তু একশত দীনার মূল্যে খরিদ করে তারপর উভয়ে সত্য একরার করে যে, দাবী রয়েছে তা কিছুই নয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। চাই উভয়ে মজলিস হতে পৃথক হোক কি না হোক। কোন ব্যক্তি যদি ছোট দেরহামের বদলে বড় দিরহাম বা নিকৃষ্ট দিরহামের বদলে উত্তম দিরহাম বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উভয়ে কোন উদ্দেশ্যে থাকে, কিন্তু যদি উভয় দেরহাম পরিমাণ এবং গুণে সমান হয়, তবে কোন কোন ইমাম বলেছেন যে, এক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) স্বয় কিতাবের মধ্যেও এদিকে ইমারা করেছেন। আর ইমাম আবু আহমদ হাকীম (রহঃ) ইহার উপরই ফতোয়া দিতেন। মুহীত কিতাবে এরূপ লিখিত আছে।

ছেক্কাহর দিরহাম তিন প্রকার হয়ে থাকে, এক প্রকার এই যে, উহার দুই-তৃতীয়াংশ পিতল এবং এক-তৃতীয়াংশ রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। অথবা তিন-চতুর্থাংশ পিতল এবং এক-চতুর্থাংশ রৌপ্য দ্বারা নির্মিত অথবা পাঁচ-ষষ্ঠাংশ পিতল এবং এক ষষ্ঠাংশ রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। মোটকথা উহাতে পিতলের অংশই অনেক বেশি থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, উহা দুই-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং এক-তৃতীয়াংশ পিতল দ্বারা নির্মিত অথবা তিন-চতুর্থাংশ রৌপ্য এবং এক-চতুর্থাংশ পিতল দ্বারা নির্মিত। মোটকথা উহাতে রৌপ্যই অধিক থাকে। আর তৃতীয় প্রকার এই যে, উহাতে পিতল এবং রৌপ্য সমান সমান থাকে। অতএব প্রথম প্রকার দেরহাম দুটি বিভিন্ন বস্তুর যথা পিতল এবং রৌপ্যের হুকুমে গণ্য হবে এবং উহার মধ্যে কোনটি অপরটির তাবে হবে না এবং উহার প্রত্যেকটির হুকুম পৃথক পৃথক বিবেচনা করা যাবে। যদি ঐ প্রকার দেরহাম দ্বারা খালেছ রৌপ্য বা ঐ বসউত যা খালেছ রৌপ্যের মদ্যে গণ্য হয় তা খরিদ করা যায়, তবে যদি খালেছ রৌপ্যের ওজন ঐ রৌপ্য হতে কম হয় যা ঐ দেরহামের মধ্যে অছে। অথবা পৃথক রৌপ্যের ওজন ঐ রৌপ্যের ওজন ঐ রৌপ্য হতে কম হয় যা ঐ দিরহামর মধ্যে আছে। অথবা পৃথক রৌপ্যের ওজন ঐ রৌপ্যের ওজনের বরাবর হয় যা ঐ দিরহামের মধ্যে আছে অথবা যদি উহার ওজন জানা না যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে।

আর যদি এই প্রকার দিরহাম দ্বারা স্বর্ণ খরিদ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু বায়ে' ছরফের শর্তসমূহের মধ্যে যদি কোন শর্ত নষ্ট হয়ে যায় তবে বায়ে' ছরফ বাতিল হবে এবং পিতলের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে।

আর যদি এই প্রকার দিরহাম দ্বারা স্বর্ণ খরিদ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু বায়ে' ছরফের শর্তসমূহের মধ্যে যদি কোন শর্ত নষ্ট হয়ে যায় তবে বায়ে' ছরফ বাতিল হবে এবং পিতলের ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এই প্রকার দেরহামের মধ্যে কোনটির সাথে কোনটির ক্রয়-বিক্রিয় হয় তবে সমান সমান অথবা জিয়াদাতির সাথে জায়েয হবে এবং উভয়ের উপর কব্জা করে নেয়া এই ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত। ইহা তাহাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি দেরহাম এই প্রকার হয় যার মধ্যে সংমিশ্রিত বস্তু অধিক এবং রৌপ্য কম তবে ঐ প্রকার দিরহাম একই প্রকারের দিরহাম দ্বারা খরিদ করলে এবং উভয়ের মধ্যে একটি দিরহাম ধার বা বাকী রাখলে তা জায়েয হবে না যদিও এই দিরহাম প্রচলিত থাকে। এভাবে যদি বিভিন্ন জাতীয় দিরহাম হয় এবং তার বদলের একটি ধার বা বাকী রাখ তা হলেও ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। আর যদি যা নগদ আদায় করা হয় তা প্রচলিত হয় এবং যে দিরহাম ধার বা বাকী রাখে তা অপ্রচলিত হয়, তা হলেও জায়েয হবে না। ইহা এতাবিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

আর দ্বিতীয় প্রকারের দিরহামের মধ্যে যার সংমিশ্রণের মধ্যে রৌপ্য অধিক থাকে এরূপ যে, দুই-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং এক-তৃতীয়াংশ পিতল। যদি ইহা খালেছ রৌপ্যের বদলে বিক্রয় করা হয়, তবে সমান সমান ছাড়া জায়েয হবে না। ইহা বাদায়ে' কিতাবে লিকিত আছে। আর তৃতী প্রকার দিরহামের মদ্যে যাতে অর্ধেকের কম রৌপ্য এবং অধিক পিতল থাকে এবং উহা খালেছ রৌপ্যের বদলে বিক্র করা হয়, তবে যদি ঐ রৌপ্য যা দিরহামের মধ্যে আছে, তা পিতল অপেক্ষা বেশি হলে খালেছ রৌপ্যের সাথে সমান সমান হয়, তবে তার হুকুম প্রথম প্রকারের অনুরূপ হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদ সোর্পদ করার পূর্বে এরূপ দেরহাম খোয়া যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না। আর বায়ে' ছরফের মধ্যে এই প্রকার দিরহামের হুকুম ঐ প্রকার দিরহামের হুকুমের অনুরূপ যার মধ্যে সংমিশ্রিত বস্তু অধিক। যদি এই দিরহাম একই জাতীয় দিরহামের বদলে বিক্রি করা হয়, তবে শর্ত সাপেক্ষে তা জায়েয হবে। আর যদি খালেছ রৌপ্যের বদলে বিক্রি করা হয়, তবে তার জায়েয হবে না। যখন পর্যন্ত না খালেছ রৌপ্য দিরহামের রৌপ্য অপেক্ষা অধিক হয়। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ।

যদি দিরহামের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ পিতল এবং এক-তৃতীয়াংশ রৌপ্যে হয় এবং তার বদলে কোন ব্যক্তি ওজন করার যোগ্য কোন মাল খরিদ করে তবে তা সর্বাবস্থায় জায়েয হবে। আর যদি দিরহাম এই প্রকার হয় যে, তাতে দুই-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং এক-তৃতীয়াংশ পিতল থাকে এবং যদি তার বদলে কোন বস্তু ক্র করা হয় আর যদি ঐ দেরহাম মুঈন না হয়, তবে এরূপ ক্রয় করা জায়েয হবে না। যদি দিরহাম এই প্রকার হয় যে, তার অর্ধেক রৌপ্য এবং অর্ধেক পিতল, তবে তার হুকুম অবিকল ঐ দিরহামের হুকুমের অনুরূপ হবে, যাতে দুই-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং এক-তৃতীয়াংশ পিতল থাকে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ এই প্রকার দিরহাম দ্বারা কোন বস্তু খরিদ করে যার দেশে প্রচলন নেই। লোকগণ তা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছে তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। তখন বিক্রিত বস্তু যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে মৌজুদ থাকে, তবে তা বিক্রেতা নিয়ে নিবে। আর যদি তা খোয়া গিয়ে থাকে, তবে ক্রেতা উহার মূল্যের জামিন হবে, যে মূল্য কব্জা করার দিন ছিল। কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয থাকবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ক্রেতার উপর ঐ মূল্য ওয়াজিব হবে যা কব্জা করার দিন ছিল। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট খোয়া যাবার পূর্ব দিন পর্যন্ত যেই মূল্য ছিল ক্রেতার উপর তাই ওয়াজিব হবে।

যদি পয়সার বদলে কোন বস্তু ক্রয় করা হয় ঐ পয়সার দেশে প্রচলন না থাকে তবে তাতে উপরোক্ত রূপ মতভেদ আছে। ইহা নিয়াবী' কিতাবে বর্ণিত আছে। উইয়ুন কিতাবে শর্ত উল্লেখ আছে যে, যদি ঐ পয়সার প্রচলন কোন দেশেই না থাকে অথবা কোন কোন দেশে থাকে এবং কোন কোন দেশে না থাকে তবে ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইহা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল এরূপ নয়। ফতহুল কাদীর কিতাবেও এরূপ লিখিত আছে। যদি কেউ কারও নিকট হতে কিছু মুঈন দেরহাম দ্বারা কাপড় ক্রয় করে যেই দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং দুই-তৃতীয়াংশ পিতল এবং ঐ দিরহাম ঔ দেশের লোকের মধ্যে গণনা করে অথবা ওজন করে হিসাব করা হয়, তারপর ঐ ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত কাপড়ের মূল্য আদায় না করে এমন কি উহা খোয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না। ক্রেতার এক্ষেত্রে বিক্রেতাকে অনুরূপ মূল্য আদায় করে দিতে হবে। এই হুকুম তখন হবে যখন ঐ দেরহামের সংখ্যা বা পরিমাণ জানা থাকে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদি সংখ্যা অথবা পরিমাণ জানা ন যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

উহা খোয়া যাওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না এবং এক্ষেত্রে ক্রেতা ওজনের হিসাবে মূল্য আদায় করে দিবে। তবে শর্ত এই যে, যদি ওজন জনা থাকে। আর যদি জানা না থাকে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি অর্ধেক রৌপ্য এবং বাকী অর্ধেক পিতল থাকে, তবে সেক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি দেরহাম বিভিন্ন ধরনের হয় কিছু এই প্রকার যে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং দুই-তৃতীয়াংশ পিতল আছে এবং কিছু এরূপ যাতে দুই-তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং এক-তৃতীয়াংশ পিতল আছে। আর কিছু এরূপ যাতে অর্দেক রৌপ্য এবং অর্দেক পিতল আছে। তবে এক প্রকার দিরহামে র ব দলে দ্বিতীয় প্রকার দিরহামের যিয়াদাতির সাথে হাত-বহাত বিক্রয় করার কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু ধার অর্থাৎ বাকীর মধ্যে আশঙ্কা আছ। আর যদি উহা রএক প্রকার দিরহাম ঐ প্রকার দিরহামের সাথে যিয়াদাতিসহ বিক্রি করা হয়, তবে যেই প্রকার দিরহামের মধ্যে রৌপ্য অধিক সেক্ষেত্রে শুধু সমান সমান হলে জায়েয হবে। আর যদি পিতল অধিক হয় অথবা পিতল ও রৌপ্য উভয় বরাবর হয়, তবে সেক্ষেত্রে সমান সমান হলে বা অতিরিক্ত হলে উভয়ই জায়েয হবে। যদি এরূপ বিভিন্ন প্রকার দেরহামের মধ্যে একটির বদলে দুটি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তবে হাত-বহাত লেন-দেন করা হলে জায়েয হবে। ইহা জামে' কবীর কিতাবে লিখিত আছে। মুহীত কিতাবেও এরূপ উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় ভাগ

ফল, আঙ্গুর, বৃক্ষপত্র, ফসল এবং ঘাস ইত্যাদির বেচ-কেনার মাসায়েল

ফল প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত উহার বেচা-কেনা সর্বসম্মতভাবে ছহীহ হবে না। তবে যিদ উহা দ্বারা কিছু ফায়দা হাছিল হয় এরূপ অবস্থায় বেচা-কেনাও ছহীহ হবে। আর যদি উহা ফায়েদাহ হাছিলের উপযুক্ত না হয়, কিন্তু ইচ্ছা হলে মানুষ বা পশু ইহা ভক্ষণ করতে পারে এরূপ অবস্থায় বেচা-কেনা হলেও তা ছহীহ হবে। তবে শর্ত এই যে, ক্রয়-বিক্রয় হওয়ার সাথে সাথে তা পেড়ে নিতে হবে। এই হুকুম তখন হবে যখন শর্ত ছাড়া অথবা পড়ে নেওয়ার শর্তের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। যদি এরূপ শর্তের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা হয় যে ফল গাছে থাকবে তবে ঐ বেচা-কেনা ফাসেদ হবে। যদি ফল গাছে থাকার শর্তের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তবে ইমা আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট কিয়াস অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ইহা এস্তেহসানান ছহীহ হবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ সমস্ত ফল একত্রে বিক্রি করে এবং এর কতক প্রকাশ পায় আর কতক প্রকাশ না পায়, তবে প্রকাশ্য মাযহাব অনুযায়ী এই ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে না। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) এবং ইমাম ফোজলা (রহঃ) ফল, বেগুন এবং খরবুজা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এস্তেসানান এরূপ ফতোয়া দিতেন। ইহা মবসূত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ কোনরূপ শর্ত ব্যতীত ফল ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বৃক্ষে রেখে দেয়, তবে তাতে ক্রেতার যে অতিরিক্ত মুনাফা আসবে তা হালাল হবে। আর যদি বিক্রেতার বিনানুমতিতে বৃক্ষে রেখে দেয়, তবে ঐ ফলে যে অতিরিক্ত মুনাফ আসবে তা ছদকাহ করে দিবে। আর যদি কেউ ফল পূর্ণ হওয়ার পর ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত বৃক্ষে রেখে দেয়, তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতার কিছু ছদকাহ করার দরকার হবে না। যদি বিক্রেতা কোন শর্ত ব্যতীত ফল বিক্রয় করে এবং ক্রেতা উহা বৃক্ষে রেকে দেয় এবং বৃক্ষ কোন মুদ্দত পর্যন্ত ইজারাহ দিয়ে দেয় তবে ঐ ইজারাহ বাতিল হবে। কিন্তু ফল বাবত যে অতিরিক্ত মুনাফা আসবে তা ক্রেতার জন্য হালাল হবে। ইহা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি ফল পড়ে নেওয়ার শর্ত ব্যতীত মোটামুটিভাবে বিক্রয় করা হয় এবং ঐ বৃক্ষে পুনরায় ফল আসে এবং যদি কতখন ও ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন কথাবার্তা না হয় এবং ক্রো উহা তখনও কব্জা না

www.nagorikpathagar.org

কের, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি কব্জা করার পর এরূপ হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে না এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উবয়ের মধ্যে ফল ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আর প্রথম ফলের উপরে পরবর্তী ফল যা অতিরিক্ত হয়েছে তা ক্রেতা কসমের সাথে একরার করবে এবং তাই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচ্য হবে। বেগুন এবং খরবুজা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এরূপ হুকুম হবে।

যদি কেউ আঙ্গুরের থোকা কিনে এবং উহার মধ্যে কিছু পাকা থাকে এবং কিছু কাঁচা, তবে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। তবে তা এ ছুরতে হবে, যখন সমস্ত থোকা বিক্রি করা হয়। আর যদি কেউ আঙ্গুরের বাগান বিক্রয় করে, আর যদি তার সাথে ঐ বাগানের অন্য কেউ শরীক থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কাঁচা এবংপাকা আঙ্গুর একসাথে খরিদ করা জায়েয হবে না। ইহা মুহীত এবং যখীরাহ্ কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ কিছু ফল খরি করে যার কিছু অংশ পূর্ণতাপ্রাপ্তির নিকটবর্তী হয়েছে। এবং কিছু হয়নি, যা হয় নি তা বৃক্ষে রেখে দিবার শর্তের উপর যদি ক্রয় করা হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট তা জায়েয হবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কেউ যদি কারও নিকট হতে এই শর্তের উপর বাগানে আঙ্গুর কিনে যে, উহাতে একশত মন আঙ্গুর আছে। তারপর দেখা গেল যে, উহাতে নব্বই মন আঙ্গুর আছে। এক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে বিক্রেতার নিকট দশ মন আঙ্গুরের মূল্য তলব করে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি শাহতুত বৃক্ষের পাতা কিনল, কিন্তু উহা কেটে নেয়ার স্থল উল্লেখ করা হল না। তবে যদি উহা কোন স্থান হতে কাটতে হয় তা সকলের নিকট জানা থাকে এবং দেশে প্রচলিত নিয়ম থাকে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে। আর যদি ঐ পাতা শাখা-প্রশাখা রেখে দিয়ে পাতা কর্তন করা হয়দ তবে ক্রেতার জন্য দ্বিতীয় বছরও পাতা কেটে নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ এই শর্তের উপর পাতা কিনে যে, কিছু কিছু করে পাতা কেটে নিবে অথবা এরূপ শর্তের উপর যে, তা বৃক্ষে রেখে দিবে, তবে বেচা-কেনা জায়েয হবে না। আর যদি কোন প্রকার শর্ত না করা হয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের দিনই পাতা কেটে নেয়া হয়, তবে জায়েয হবে। আর যদি ঐদিন কেটে না নেয়া হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ। ফতোয়ায়ে আত্তাবিইয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন যমিন দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালি আছে এবং তাতে উভয়েরই ক্ষেতি আছে। এক শরীক উহার অর্ধেক অর্থাৎ নিজের অংশ অন্য কারও নিকট বিক্রি করল। তবে যদি ঐ ক্ষেতি পেকে থাকে, তবে বেচা-কেনা জায়েয হবে। আর উহা না পাকলে জায়েয হবে না। তবে যদি অন্য শরীক রাজী হয় তা হলে জায়েয হবে। চাই উহা মোটামুটিভাবে বিক্রি করা হোক অথবা কেটে নেওয়ার শর্তের উপর বিক্রি করা হোক। যি যমিনে উহা রেখে দিবার শর্তে বিক্রি করা হয়, তবে জায়েয হবে না, যদিও শরীক ব্যক্তি রাজী থাকে। যদি দুই শরীকদারের মধ্যে একজন স্থানীয় হয়ে যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে; এবং ইহাই পছন্দনীয় মত। ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন বৃক্ষ দুই শরীকের মধ্যে এজমালি হয় এবং এক শরীক তার নিজের অংশ বাইরের কোন লোকের নিকট বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে না।

আর যদি ঐ বৃক্ষ তিন ব্যক্তির মধ্যে এজমালি হয় এবং তার মধ্যে একজন তার নিজের অংশ অন্য দুই শরীকের মধ্যে কোন এক শরীকের নিকট বিক্রি করে, তবে তাও জায়েয হবে না। তবে যদি উক্ত দুই শরীকের নিকট বিক্রি করে তবে জায়েয হবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন যমিনের ফসল যমিনদার এবং কৃষকের মধ্যে এজমালি থাকে আর যমিনদার তার নিজের অংশ কৃষকের নিকট বিক্রি করে, তবে তা জায়ে হবে না। কিন্তু যদি কৃষক তার নিজের অংশ যমিনদারের নিকট বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা সে সোপর্দ করার মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

বন্টনের মুখাপেক্ষী নয়। আর যদি ক্ষেতি পেকে যায়, তবে উভয়ই উভয়ের অংশ অন্য শরীকের নিকট বিক্রি করতে পারে। ইহা জামেউল আছগার কিতাবে বর্ণিত আছে। শায়েখ নাছীর (রহঃ) বলেন যে, তৃতীয়াংশ ভাগের উপর কৃষিকার্যকারী নিজের কৃষির অংশ যমিনের মালিখ বা অন্য কারও নিকট বিক্রি করলে তা জায়েয হবে না।

আছল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যমিনদার যদি এরূপ যমিন বিক্রয় করে যাতে তার এবং কৃষকের শরীকী ফসল থাকে তবে তার দুটি ছুরত হতে পারে। একটি ছুরত এই যে, ফসল এখনও কাঁচা, তবে সেই ছুরতে কৃষকের অনুমতির উপর ক্রয়-বিক্রয় মৌকুফ থাকবে। চাই যমিনদার যমিন ফসলসহ বিক্রি করুক অথবা ফসল ছাড়া বিক্রি করুক। তবে যদি সে যদি সে যমিন সমস্ত ফসলসহ বিক্রি করে দেয় এবং কৃষক যমিন ও ফসল উভয়ের অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জারী হয়ে যাবে এবং যমিনের মূল্য ও ফসলের মূল্য উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। যেই পরিমাণ মূল্য যমিনের বাবত আসে তা যমিনদারের হবে আর যেই পরিমাণ ফসলের বাবত আসে তা যমিনদার এবং কৃষক উভয়ের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হবে। এই ছুরতে যদি কৃষক ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি না দেয়, তবে ক্রেতার এরূপ ইখতিয়ার হবে না যে, সে চাইলে সফল পাকার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে অথবা তখন তখনই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেয়। যদি যমিনদার শুধু যমিন বিক্রি করে আর যদি কৃষক ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে যমিন ক্রেতার হবে এবং সফল যমিনদার এবং কৃষকের মধ্যে মজগুনি থাকবে। আর যদি কৃষক ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি না দেয় তবে ক্রেতার ইখতিয়ার হাছিল হবে। আর যদি যমিনদার যমিন এবং ফসলের নিজের অংশ বিক্রি করে এবং কৃষক ক্রয়-বিক্রয়ের অনুতি দেয় তবে ক্রেতা যমিন এবং যমনিদারের ফসলের অংশ সম্পুর্ণ মূল্য দিয়ে নিয়ে নিবে। আর যদি কৃষক অনুমতি না দেয় তবে ক্রেতার সেক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে।

ফসল পাকার ছুরতে যদি কৃষক ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করতে চায় এবং যমিনের ফসল পেয়ে থাকে তবে ছহীহ হুকুম এই যে, কৃষকের ক্রয়-বিক্রি ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর এই ছুরত যদি শুধু যমিন অথাব ফসলের নিজের অংশ বিক্রয় করে তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি যমিন এবং ফসলের সম্পূর্ণ অংশ বিক্রয় করে তবে যমিন এবং যমিনদারের ফসলের অংশের ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত থাকবে। তারপর যদি কৃষকও ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তার অংশের ফসলের ক্রয়-বিক্রয়ও জারী হয়ে যাবে। তখন ক্রেতা কৃষককে তার ফসলের অংশের মূল্য দিয়ে ঐ সফল নিতে পারবে। আর যদি কৃষক অনুমতি না দেয় তবে ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে। তবে শর্ত এই যে, যদি ক্রেতার যমিনে এই প্রকার ফসল করা হয়েছে তা জানা না থাকে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

কোন যমিনে ফসল ছিল এবং যমিনদার ফসল ছাড়া শুধু যমিন অথবা যমিন ছাড়া শুধু ফসল বিক্রয় করে দিল, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর এভাবে যদি সফল ছাড়া অর্ধেক যমিন বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু যদি যমিন ছাড়া অর্ধেক ফসল বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি এরূপ ক্রয়-বিক্রয় যমিনদার এবং কৃষকের মধ্যে হয় তবে তা জায়েয হবে। তবে যদি যমিনদার নিজের অংশ কৃষকে নিকট বিক্রয় করে তা জায়েয হবে না। তবে এই হুকুম ঐ ছুরতে হবে যখন ফসলের বীজ যমিনদারের যমিনদারের হবে। আর যদি বীজ কৃষকের হয় তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ। আর এই ছুরতে যদি ফসল পেকে থাকে তবে কৃষক ও যমিনদার প্রত্যেকেইনিজের অংশ অন্যের নিকট বিক্রি করতে পারবে। জামেউল আছগার কিতাবে মুজারিয়াতের পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, যদি কৃষক এক-তৃতীয়াংশ যমিনদার অথবা কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করলে তা জায়েয হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যমিনদার যদি নিজের ফসলের অংশ যমিন ছাড়া কোন বাইরের লেকের নিকট বিক্রি করে অথবা কৃষক নিজের অংশ বাইরের কোন লোকের নিকট বিক্রি করে এবং ফসল তখন পেকে না

www.nagorikpathagar.org

থাকে এমন কি ঐ ক্রয়-বিক্রয় উপলক্ষে শরীকদারের কোন ক্ষতির কারণ না হয় তা হলেও ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। তবে দি ঐ শরীকদারও নিজের অংশ উক্ত ক্রেতার নিকট বিক্রি করে দেয় তা হলে অন্য শরীকদারের পূর্বোক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

জেনে রাখবে যে, অর্ধেক ফসল যমিন ছাড়া বিক্রয় করা শুধু ঐ সময় নাজায়েয হয় যখন ফসলওয়ালা ফসল নিরাপদ রাখার স্পষ্ট ব্যবস্থা না থাকে। তাইমিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেউ যমিন কিনে এবং উহাতে কৃষি বপন করে আর উহাতে অর্থাৎ কৃষি এবং যমিনে অন্য কোন লোক শরীক করে নেয়, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি শুধু কৃষিকার্যে শরীক করে তবে তা জায়েয হবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ শুধু বৃক্ষের শাখা যাহা গাছের সাথে সংযুক্ত আছে তা কিনলে জায়েয হবে। ইহা কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি নিজের যমিনে অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্ধাংশ ভাগের উপর বৃক্ষ লাগাতে দেয় এবং সেই ব্যক্তি উহাতে বৃক্ষ লাগিয়ে দেয়, অতঃপর কিছুদিন গত হওয়ার পর যমিনদার যদি নিজের যমিন এবং নিজের অংশের চারগাছসমূহ বিক্রয় করে দেয় তবে তা ছহীহ হবে। তারপর উক্ত ক্রেতা উহা কব্জা করার পূর্বে যদি অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে তবে তা ফাসেদ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট এই ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে। কেননা তাদের উভয়ের নিকট কব্জা করার পূর্বে যমিন বিক্রয় করা জায়েয আছে। আর ফতোয়াও এরই উপর।

ঘাস বিক্রি করা

ঘাস বিক্রি করা এবং উহা ইজারাহ দেওয়া জায়েয হবে না, যদিও ঘাস কারও নিজের যমিনে থাকে। আর যদি যমিনের মালিক পানি সিঞ্চন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা ঘাস উৎপন্ন করে, তবে তা বিক্রি করতে পারবে। ইহা যখিরাহ এবং মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। নাওয়াযেল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এই প্রকার ঘাস বিক্রয় করা জায়েয, কেননা উহার নির্দিষ্ট মালিক আছে। ছদরে শহীদ (রহঃ) ও এই মত অবলম্বন করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ ঘাসের যমিনের চারপাশে খন্দক কেটে ঘাস রক্ষা করে বা চতুস্পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করে দেয় তা হলেও ঐ ঘাসের উপর অধিকার হয়ে যায়। অধিকাংশ মাশায়েখও এই মতের সমর্থক। বাহরুর রায়েক কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। এই প্রকার ঘাস যদি কেউ মালিকের অনুমতি ছাড়া কেটে নিয়ে যায়, তবে মালিকের তা ফেরত আনার ইখতিয়ার থাকবে। ইহাই পছন্দনীয় মত। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। ঘাসের হুকুমের মধ্যে এই ধরনের সব রকম চারা ও লতা-পাতা শামিল যাহা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে। চাই তা তাজা হোক বা শুষ্ক হোক। বৃক্ষসমূহ ঘাসের হুকুমে শামিল নয়। ঘাস এরূপ যার কোন ডাল-পালা হয় না; কিন্তু যে কোন বৃক্ষের ডাল-পালা হয়; সুতরাং যমিনে যে কোন ধরনের বৃক্ষ হোক না কেন তার হুকুম ঘাসের হুকুমের অনুরূপ নয়।

তৃতীয় ভাগ

মরহুন, ইজারাহ প্রদত্ত বস্তু, গছবকৃত বস্তু এবং পলাতক দাসী-বাঁদী বিক্রির মাসায়েল

জেনে রাখবে যে, কারও নিকট হতে অর্থ বা খাদ্যবস্তু নেয়ার জন্য যে কোন দ্রব্য দাতার নিকট রাখা হয় তাকে মরহুন বলে। যেই ব্যক্তি রেহান রাখে তাকে রাহেন বলে। মরহুন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম ও মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ আছে। সাধারণ মাশায়েখদের নিকট মরহুন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় মৌকুফ থাকবে এবং ইহাই ছাহীহ মত। ইহা

জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি রাহেন ব্যক্তি তার কর্জ আদায় করে দেয় অথবা মোরতাহেন তাকে মাফ করে দেয় এবং রেহান তাকে ফিরিয়ে দেয় অথবা মরহুন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি অনুমতি দেয় তবে ঐ ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন এবং জায়েয হয়ে যাবে তখন উহা নতুনভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার প্রয়োজন হবে না। ইহা গিয়াছিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি মোরতাহেন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি না দেয় এবং ক্রেতা কাজীর নিকট এই আবেদন করে যে, আমার ক্রয়কৃত বস্তু আমাকে সোপর্দ করার নির্দেশ দেয়া হোক তবে কাজী সেইক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ ভঙ্গ করে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। আর যেই বস্তু ইজারাহ নেয়া হয়েছে ঐ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুমও মরহুন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুমের অনুরূপ হবে। সাধারণ মাশায়েখগণ এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, এই ক্রয়-বিক্রয় মরহুন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের মত মৌকুফ থাকবে। ইহাই ছহীহ মত। যদি ক্রয় করার কালে ক্রেতা একথা জানতে না পারে যে, বিক্রেতা বস্তু কারও নিকট রেহান অথাব ইজারাহ দেয়া আছে তবে এ ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ছদরে শহীদ (রহঃ) বলেন যে, জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার এ ইখতিয়ার থাকবে; কিন্তু তারবী কিতাবের বর্ণনা মতে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না। শায়খুল ইসলাম খাওয়াহের যাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যাপারে দুইটি রেওয়ায়েত এসেছে। তবে ফতোয়া এর উপর যে, ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি ইজারাহ দীর্ঘদিন পর্যন্ত থাকে এবং ইজারাহদার ঐ বস্তু বিক্রয় করে দেয় তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে ঐ বিক্রয় জারী হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। মোরতাহেন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিতে পারে কি পারে না এই ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, সে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে ভঙ্গ করে দিতে পারে না এবং ইহাই ছহীহ। গিয়াছিয়াহ কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। ইজারাহ গ্রহণকারী যদি ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি না দেয় এমন কি ইজারাহ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে পূর্বে অনুষ্ঠিত ক্রয়-বিক্রয় জারী হয়ে যাবে উল্লেখ্য যে, মোরাতাহেনের ক্ষেত্রেও এই হুকুম হবে।

যদি ইজারাহ দেওয়া বস্তু ইজারাহদাতা হতে নিজের মাল আদায় জন্য ইজারাহ গ্রহণকারী আকট করে রাখে এবং তদবস্থায় উহা খোয়া যাবার আশঙ্কা থাকে, তবে এক্ষেত্রে ইজারাহ সাকেত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। গৃহের মালিক ইজারাহ প্রদত্ত গৃহ যদি ইজরাহদারের অনুমতিকমে বিক্রয় করে দেয় তারপর ঐ ব্যক্তি কিছু মূল্য বৃদ্ধি করতঃ নতুনভাবে ইজারাহ নিতে চায়, তবে ঐ গৃহের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম জারী হয়ে যাবে। কেননা দ্বিতীয়বার ইজারাহর আকদ করা প্রথম ইজারাহ ভঙ্গ হওয়ার তুল্য। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যায়। ইহা কানিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ অআছে। যদি ইজারাহদাতা ইজারাহ প্রদত্ত বস্তু ইজারাহ গ্রহীতার অনুমতি ব্যতিরেকে কারও নিকট বিক্রয় করে, তারপর অআবার সে উহা ইজারাহ গ্রহীতার নিকট বিক্রয় করে, তবে দ্বিতীয় ছহীহ হবে এবং প্রথম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ইজারাহদাতা প্রথম বাইরের কোন লোকের নিকট বিক্রয় করে এবং দ্বিতীয়বারও বাইরের অন্য কোন লোকের নিকট বিক্রয় করে আর উজরাত গ্রহীতা যদি উভয় ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে এক্ষেত্রে প্রথম ক্রয়-বিক্রয় জারী হবে এবং দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ তার ইজরাহ প্রদত্ত গোলামবিক্রয় করতঃ ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং উহার উপর কব্জা করে নেয় তবে ইজারাহ গ্রহীতার এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না যে, সেই ইজারাহদারের নিকট হতে জেমান আয় করে,

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু মোরতাহেনের ক্ষেত্রে এরূপ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে মরহুন বস্তুর মূল্যের জেমান নিয়ে নেয়। ইহা মুহীতে সুরখসী রকিতবে বর্ণিত আছে। কোন ইজারাহ গ্রহীতা শুনল যে, ইজারাহর বস্তু বিক্রয় হয়ে গিয়েছে এবং সে ক্রেতাকে বলল যে, এই বস্তু আমার নিকট ইজারাহ প্রদত্ত, তবে তোমার জন্যউত্তম হবে যে, তুমি এই পর্যন্ত সময় দাও যে, আমি ইহা বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দেই। এই কথা তার পক্ষ হতে অনুমতিরূপে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় জারী হয়ে যাবে। ইহা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

রাহেন ব্যক্তির নিকট হতে যদি কেউ গোলাম খরিদ করতঃ বিক্রয় করে ফেলে বা আযাদ করে দেয় এবং তারপর মোরহাহেন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে ক্রেতার ঐ বিক্রয় করা অথবা অঅযাদ করে দেয়া বিনা মতভেদে জারী হয়ে যাবে। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবের ববরণ।

যদি রাহেন ব্যক্তি মোরহাহেনের অনুমতি ব্যতীত মরহুন বস্তু বিক্রয় করে দেয়, তারপর আবার উহা 'মোরতাহেনের বিকট বিক্রয় করে, তবে মোরতাহেনের বিক্রয়ই জায়েয হয়ে যাবে এবং প্রথম বিক্রি ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি রাহেন রেহান রাখা বস্তু মোরতাহেনের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি নিকট বিক্রি করে, তারপর আবার মোতাহেনের অনুমতি ছাড়া উহা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, তারপর আবার মোরহেনের অনুমতি ব্যতীথ উহা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, তার পর মোরতাহেনের কোন একটি বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে সেই বিক্রয়টি জারী হয়ে যাবে, যে বিক্রয়টির সাথে মোরতাহেনের অনুমতি সম্পৃক্ত হবে এবং মরহুন বস্তু মোরতাহেনের নিকট আসবে ইহা ফতোয়ায়ে ছোগড়া কিতাবে বর্ণিত আছে। এই ছুরতে যদি দ্বিতীয়বার বিক্রয়ের স্থলে রেহান বা ইজারা হয় এবং মোরতাহেন ঐ ইজারাহ বা রেহানের অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে প্রথম যে বিক্রি হয়েছে তাই জারী হয়ে যাবে এবং রেহান ও ইজারাহ বাতিল হয়ে যাবে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি এক রহুন গোলাম বিক্রয় করল এবং ক্রেতা উহা মোরতাহেনের নিকট হতে নিয়ে কব্জা করার পূর্বেই আযাদ করে দিল, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং ক্রেতা উহার মূল্য তোরতাহেনকে দিয়ে দিবে আর বিক্রেতার উহাতে কোন কিছু প্রাপ্য হবে না। ইহা মুহীতে সুরখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। রাহেন ব্যক্তি মরহুন বস্তু বি ক্রয় করল এবং মূল্যের উপর কব্জা করে নিল। তারপর রেহান মুক্ত করার পূর্বে আবার উহা অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করল। তারপর রেহান মুক্ত করল, তবে প্রথম বিক্রয় জারী হওয়াই উত্তম। ইহা কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি গছবকৃত বস্তু গাছের ব্যতীত অন্যের নিকট বিক্রয় করা হয়, তবে ঐ বিক্রয় মৌকুফ থাকবে এবং ইহাই ছহীহ। তবে যদি গাছের ব্যক্তি উহা স্বীকার করে নেয়, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং লাযেম হবে। আর যদি অস্বীকার করে এবং বিক্রেতার নিকট সাক্ষী না থাকে এবং সে ক্রেতার নিকট সোপর্দ না করে, এমনকি বিক্রিত বস্তু খোয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যায়। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি অন্যের সোপর্দ করে, তবে তা জায়েয হবে না; এবং বায়ে' ফাসেদ নয় বরং বাতিল হয়ে যাবে। ইহা শুধু ঐ ছুরতে জায়েয হবে, যখন বিক্রয়ে পূর্বে বি বিক্রেতার অধিকারের কোন কারণ ঘটে। এমন কি যদি গাছেব গছবকৃত বস্তু বিক্রয় করে তারপর সে বস্তু মালিককে জেমান দিয়ে দেয়, তবে বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবিে আর যদি গাছেব মালিক হতে উহা খরিদ করে নেয় বা মালিক তাকে হেবা করে দেয় বা মীরাছী স্বত্ব হিসেবে সে পাবে যায়, তবে তার পূর্বেকার বিক্রয় জারী হবে না। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

বাশার (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারও খাদ্যদ্রব্য গছব করে উহা ছদকাহ করে দেয় এবং তা এখনও ফকীরদের কাছে আছে, এমতাবস্থায় গাছেব মালিকের কিট হতে উহা ক্রয় করে,

www.nagorikpathagar.org

তবে এই ক্রয় জায়েয হবে। আর ফকীরগণ খাদ্যবস্তু ক্রয়ের পর হালাক করে দেয়, তবে তার জামিন হবে। আর গাছেব উহা খরিদ না করে, আর উহার মূল্যের জেমান দিয়ে দেয়, তবে তার ছদকাহ জায়েয হবে। আর যদি গাছেবের মালিকের নিকট হতে ক্রয় করার কালে খাদ্যবস্তু নষ্ট করে ফেলে, তবে ক্রয় বাতিল হবে। কিন্তু তবে ক্রয় জায়েয হবে এবং ছদকাহও জায়েয হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' কিতাবে বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তি কারও একটি গোলাম গছব করতঃ কোন ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি এই গোলামকে ইহার মালিখ হতে আমার জন্য ক্রয় কর। সে ব্যকিত ঐয় করল, তবে ক্রয় ছহীহ হবে এবং হুকুমদাতা শুধু ক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়াই উহার প্রতি কব্জাকারী হয়ে যাবে। এভাবে যদি কোন অন্য ব্যক্তি গাছেবকে বলে যে, তুমি মালিক হতে ইহা আমার জন্য কর, আর গাছেব যদি তা করে, তবে তা ছহীহ হবে এবং হুকুমকারী শুধু খরিদ হয়ে যাওয়ায়ই উহার উপর কব্জাকারী হয়ে যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। ইবনে সেমা' (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, কেউ অন্যের একটি গোলাম গছব করতঃ অন্যের নিকট তাকে বিক্রয় করে সোপর্দ করে দিল, তারপর গাছেব উহার মালিকের সাথে কোন বস্তুর দ্বারা অঅপস করে নিল, তবে যদি আপস উহার মূল্য দেরহাম বা দীনারের উপর সম্পন্ন হয়, তবে গাছেবের ঐ বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি কোন মাল-আসবাব দ্বারা অঅপস করে, তবে ইহা নতুন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুরূপ হয়, তবে এক্ষেত্রে পূর্বের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আ যদি গাছেব উহাকে আযাদ করে দেয়, তারপর তার মূল্যের জেমান দিয়ে দেয়, তবে তার অঅযাদ করে দেওয়া জায়েয হবে না। ইহা মোখতারুল ফতোয়ায় লিখিত আছে।

যদি গছবকারীর নিকট গাছবকৃত গোলাম খরিদ করে কেউ উহাকে আযাদ করে দেয়, তারপর উহার মালিক ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে কিয়াস অনুযয়ী উহার আযাদ করা জারী হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কওল এরূপ। কিন্তু ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট এস্তেহসানান উহার আযাদ করাও জারী হয়ে যাবে। যদি কেউ গাছেব হতে ক্রয় করতঃ উহাকে বিক্রয় করে দেয়, তারপর তার মালিখ প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমমিত দেয়, তবে ঐ ক্রেতার দ্বিতীয় বিক্রয় জারী হবে না এবং ইহার মধ্যে কোন মতভেদ নেই গছবকারী যদি গছবকৃত বস্তু কারও নিকট বিক্রয় করে ফেলে, আবার ক্রেতা ইহাকে বিক্রি করে ফেলে, তারপর ঐ ক্রেতাও উহাকে বিক্রয় করে ফেলে, এভাবে কয়েকবার সে হাত-বহাত বিক্রি হয়। তারপর মালিক কোন এক বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে ঐ বিক্রয়ের আকদ-ই হয়ে যাবে।

চতুর্থ ভাগ

জীব-জন্তুর বিক্রির মাসায়েল

যে সকল মাছ নদী-নালা বা পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদিতে আছে, তদবস্থায় উহা বিক্রি করা জায়েয নয়। আর যদি কোন ব্যক্তি ছোট কূপ খনন করে যে, ইহার মধ্যে মৎস্য এসে যাবে। তবে তার দুটি অবস্থা অঅছে। যেমন হয়ত মাছ আসার জন্য খন করা হয়েছে অথবা তজ্জন্য খনন করা হয় নি। প্রথম ছুরতে যা কিছু ঐ কূপের মধ্যে আসবে তার মালিক ঐ খননকারী। ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই এর কিছুই নিতে পারবে না। তারপর যদি উহার মাছ শিকার করা ব্যতীত পাকড়াও করা যায়, তবে তা বিক্রয় করা জায়েয। আর যদি শিকার করা ব্যতীত পাকড়াও করা না যায়, তবে তা বিক্রয় করা জায়েয নয়। আর দ্বিতীয় ছুরতে যা কিছু ঐ কুপের মধ্যে এসে যাবে, তাতে খননকারীর মালিকানা হবে না এবং তা তার বিক্রয় করাও জায়েয হবে না; কিন্তু যদি উহার মধ্যে মাছ আসার পর উহা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে সে উহার মালিক হবে। তারপর যদি উহা হীলা বা শিকার ছাড়া পাকড়াও করা যায়, তবে উহা বিক্রিয় করা জায়েয হবে। আর যদি হীলা বা শিকার ব্যতীত পাকড়াও করা না যায়, তবে বিক্রয় করা জায়েয হবে না।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি কূপ এই কারণে খনন না করা হয় কিন্তু মাছ ধরে যদি এর মধ্যে রাখা হয়, তবে সে রাখবে, যে এর মালিক হবে। তারপর যদি উহা শিকার করা ছাড়া হাতে আসে, তবে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে। আর তদ্রূপ হাতে না আসলে তা' বিক্রি করা জায়েয হবে না। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবের বিবরণ। যে ছুরতে পানির মধ্যে মাছ বিক্রি করা জায়েয ঐ ছুরতে ক্রেতা যখন উহার উপর কব্জা করবে এবং ইহা দেখবে, তখন তার খিয়ার হাছিল হবে। যদি কেউ একটি মাছ ধরে গাদা বা কূপের মধ্যে ছেড়ে দেয়, তবে ইতোপূর্বে আমরা যে হুকুম বর্ণনা করেছি, এই মাছের ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপ হুকুম হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

মৎস্য যদি কোন বড় নদী বা নালায় পড়ে যায়, তবে উহা কোন অবস্থায়ই বিক্রয় করা জায়েয হবে না। যদিও বিক্রয়য়ের পর বিক্রেতা উহা সোপর্দ করে দিতে সক্ষম হয়। এই হুকুম ঐ ছুরতে হবে তখন যদি কোন মৎস্য পাকড়াও করার পর উহা ছুটে গিয়ে নদীতে পড়ে। তবে পার্থক্য এতটুক যে, এই ছুরতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গের পূর্বে যদি সোপর্দ করে দিতে সক্ষম হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয থাকবে এবং ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত থাকবে। চাই তার পূর্বে মৎস্য দেখে না থাকুক বা দেখে থাকুক। ইমা আবুল হাসান কুরখী (রহঃ) এই হুকুমের প্রতি মত দিয়েছেন। মাশায়েখে বলখী (রহঃ) বলেছেন যে, এরূপ মৎস্যের মৎস্যের ক্রয়-বিক্রয় জায়ে নয়– যদিও উহা সোপর্দ করে দিতে সক্ষ হয়। ইহা নিয়াবী' কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন কবুতরের ঝাঁকের সংখ্য জানা থাকে এবং উহা সোপর্দ করা সম্ভব হয়, তবে উহা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি কবুতর তাদের থাকার খাঁচায় মৌজুদ থাকে, যার ভিতর হতে বের হওয়ার পথ বন্ধ, তবে তার ক্রয়-বিক্রয়ে কোন অসুবিধা নেই। আর দি কবুতর উড়ন্ত অবস্থায় থাকে, আর তাদের অভ্যাস, নিয়ম এবং ভরসার উপর নিশ্চিন্ত থাকা যায় যে উহা উড়ে আসবেই, তা হলেও একই হুকুম হবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি খাঁচা, যার মদ্যে কবুতর থাকে, তা কোন ব্যক্তি কবুতরসহ বিক্রয় করার ইচ্ছা করে, তবে রাত্রে বিক্রয় করে, তবে জায়েয হবে। মুনাতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যদি পানির মদ্যে কোন পাখী অথবা মৎস্য বিক্রয় করে এবং তা ফিরিয়ে তার নিকট এসে পড়ে অথবা কোন এমন পাখী যা আকাশে উড়ে বেড়ায় এবং তার নিকট চলে আসে, ইহা বিক্রয় করে, তা জায়েয হবে। তারপর যখন উহা তার নিকট আসবে, তখন ক্রেতাকে সোপর্দ করে দিবে। এভাবে যদি কোন হরিণ তার থাকার স্থান হতে কারও নিকট আসে, তবে তাও বিক্রয় করা জায়েয হবে; কিন্তু যদি কোন এভাবে আসার পর আবার বন্য হয়ে যায় অর্থাৎ শিকার ব্যতীত পাকড়াও করা যায় না, তবে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। এরূপ যদি কোন চঞ্চল প্রকৃতির অশ্ব, যা হীলা ব্যতীত ধরা যায় না, তবে তাও বিক্রয় করা জায়েয হবে না। ইহা সিরাজিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

মধু মক্ষিকা যখন উহা একত্রে মৌজুদ থাকে, বিক্রি করা জায়েয নয়। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত। কিন্তু যদি উহাদের চাকে মধু থাকে ঐ চাক, উহার মধ্যের মধু মক্ষিকাসহ বিক্রয় করা জায়েয হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, মৌমাছি একত্র মৌজুদ থাকলে বিক্রি করা জায়েয। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা গিয়াছিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, জোঁক খরিদ করা জায়েয আছে। ছদরে শহীদ (রহঃ) এই মত গ্রহণ কর্ছে। উহা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে এবং ইহাই পছন্দনীয়।

সাপ, বিচ্ছু, গিরগিট এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য মৃত্তিকার জীব বিক্রয় করা জায়েয নয়। আর জলচর জীবের মধ্যে শুধু মৎস্য, ব্যতীত অন্য কিছুই বিক্রয় করা জায়েয নয়। তবে উহাদের হাড্ডি ও চামড়া ইত্যাদি দ্বারা কোন ফায়েদাহ গ্রহণ করা জায়য হবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। নওয়ায়েল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, সাপ যদি কোন

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াইর জন্য প্রয়োজন হয়, তবে তা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর তা না হলে জায়েয হবে না। ছহী এই যে, যে কোন বস্তু যদি প্রয়োজনে আসে তবে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুরের বেচা-কেনা আমাদের নিকট জায়েয আছে। এভাবে বিড়াল, বন্য জীব-জন্তু এবং পাখী শিকারী হলে আমাদের নিকট তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া। যে কুকুর শিক্ষাপ্রাপ্ত নয়, তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে, যদি তা শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হয়। তদ্রূপ না হলে জায়েয হবে না। ইহাই ছহীহ। জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ব্যাঘ্রের ব্যাপারে আমাদের কথা হল, যদি উহা পোষ মানে এবং শিক্ষা লাভ করে এই উহা দ্বারা শিকার করা সম্ভব হয়, তবে উহা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ছোট-বড় ভেড়িয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে তার ক্রয়-বিক্র জায়ে হবে। তবে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলেও জায়েয আছে বলে উল্লেখ আছে। ইহা ফতোয়াে এতাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইহা আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, ভেড়িয়া ছোট হোক বড় হোক হুকুম একই হবে। ইহা তাতারখানিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে।

হাতী ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। বানর ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে ইমাম আজম (রহঃ) এর দুইটি বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনায় আছে যে, উহা জায়েয হবে এবং ইহাই পছন্দনীয়। ইহা মুহীত সুরুখসী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। একমাত্র শূকর ব্যতীত সকল জীব-জন্তুই ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। ইহাই পছন্দনীয় মত। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। মক্কা মুয়াযযমায় গৃহের ইমরাত বিক্রয় করা জায়েয হবে। ঐ গৃহের যমিন বিক্রয় করা জায়েয নয়। ইহা হাব কিতাবে বর্ণিত আছে। বাগদাদের গৃহ এবং বাজারের দোকান সরকারী হলে বিক্রয় করা জায়েয হবে না এবং এতে কারও শোফা'র দাবীও থাকবে না।

পঞ্চম ভাগ

ইহরাম বন্ধনকারী কৃষকদের ও মোহরিমদের বেচা-কেনার মাসায়েলা

মোহরিম অর্থাৎ এহরাম বন্ধনকারী। ইহারা যদি শিকার বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে না। এভাবে হরমের শিকার বিক্রি করা জায়েয নয় ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। হরমের মধ্যে শিকার বিক্রি করা জায়েয হবে না। চাই তা কোন মোহরিম ব্যক্তি বিক্রি করে বা কোন হালাল ব্যক্তি, অর্থাৎ যে ইহরাম বন্ধনকারী নয়। ইহা সিরাজিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। হরমের মধ্যে দুই হালাল ব্যক্তি কোন শিকার যা হরমের বাইরে আছে, ক্রয়-বিক্রি করল ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট জায়েয হবে। কিন্তু হরম হতে বের হয়ে উহা সোপর্দ করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা জায়েয হবে না ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি এহরাম বাঁধে এবং তার কজায় অন্যের শিকার আছে এবং ঐ শিকারকে উহার মালিক বিক্রয় কর এবং সে হালাল ছিল। তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। সোপর্দ করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে। যদি সে ঐ বস্তু খোয়ায়ে ফেলে, তবে তার উপর মূল্য লাযেম হবে। যদি কোন মোহরেম ব্যক্তি কোন শিকার বিক্রয়ের জন্য কোন হালাল ব্যক্তিকে উকীল করে এবং সে বিক্রয় করে দেয়, তবে ইহাম আজম (রহঃ) এর এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, জায়েয হবে না। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন হালাল ব্যক্তি কোন মোহরেম ব্যক্তিকে কোন শিকার ক্রয় বা বিক্রি করতে উকীল করে, তবে তা জায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শিকার বিক্রির জন্য উকীল করে, তারপর মুয়াক্কিল এহরাম বাঁধে এবং

উকীল ঐ বস্তু বিক্রি করে দেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এই বিক্রি জায়েয হবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট বাতিল হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি কোন হালাল ব্যক্তি অন্য কোন হালাল ব্যক্তি হতে কোন শিকার ক্রয় করে এবং উহার উপর কব্জা না করে, এমন কি ঐ দুইজনের মধ্যে কোন একজন এহরাম বেঁধে ফেলে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

যে যবীহা মজুসী, মোরতাদ বা অগ্নিহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কোন বিধর্মী ব্যক্তি যবেহ করে থোকে, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ব্যতীত যে জন্তু যবেহ করা হয়, উহার ক্রয়-বিক্রয়ও নাজায়েয হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। তাজরীদ কিতাবে বর্ণিত আছে যে যে বাচ্চার হিতাহিত জ্ঞান হয় নি তার এবং পাগলের যবেহকৃত জন্তু ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। আহলে কিতাবে যবেহকৃত জন্তু ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কাফির যদি কোন মুর্দারকে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি নিজেদের যবেহকৃত জন্তু পরস্পর বেচা-কেনা করে ঐ যবেহকৃত জন্তু যদি গলায় ফাঁক লাগিয়ে মারা হয় অথবা উহাকে আবে প্রহার করে যে তাতে মরে যায় তবে তা তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে জায়েয হবে। ইহ াওয়াকেয়াত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি দুই জিম্মি ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে শূকর অথবা শরাব বেচা-কেনা করে তারপর কব্জা করে নেয়, তারপর উভয়ে অথবা একজন মুসলমান হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে– চাই মূল্যের উপর কব্জা হোক বা না হোক। ইহা হাবী কিতাবে লিখিত আছে। যদি কোন জিম্মি ব্যক্তি মুসলমান গোলাম খরি করে তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং ঐ ক্রেতার উপর মজবুরী করা যাবে যে, তুমি তাকে বিক্রয় করে দাও। চাই ঐ জিম্মি নাবালেগ হোক অথবা বালেগ হোক। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে তানজিস কিতাব হতে নকল করা হয়েছে।

যদি কোন কাফির ব্যক্তি অন্য কাফির হতে কোন মুসলমান গোলাম বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে ক্রয় করে তবে ক্রেতার উপ রমজবুরী করা যাবে যে, তুমি একে ফেরত দিয়ে দা এবং বিক্রেতার উপর মজবুরী করা যাবে যে, তুমি উহাকে বিক্রয় করে ফেল। আর জিম্মি ব্যক্তি ঐ গোলামকে আযাদ করে দেয় অথবা মুদাব্বির করে দেয় তবে তা জায়েয হবে এবং ঐ মুদাব্বির চেষ্টা করতঃ আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি গোলামের স্থলে দাসী হয় এবং জিম্মি তাকে উম্মে অলাদ বানায় এবং তাকে তাকলীদ প্রদান করে তবে ঐ জিম্মিকে মজবুরী করা যাবে এবং তদবস্থায় সে যদি ঐ দাসীকে মুকাতিব করে দেয় তবে তা জায়েয হবে যদি কোন জিম্মি কুরআন মজীদ খরিদ করে এবং এভাবে দি কোন জিম্মি কোন মুসলমান গোলামের একটি অংশ খরিদ করে তবে ঐ অংশের হুকুম পুরা গোলামের অনুরূপ হবে। আর যদি আকদকারীদের একজন মুসলমান এবং অন্যজন জিম্মি হয় তবে তাদের মধ্যে শুধু উহাই জায়েয হবে যা মুসলমানদের মধ্যে জাযে হয়। যদি কোন মুসলমান কোন জিম্মি ব্যক্তিকে শরাব ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য উকীল করে তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট জায়েয হবে, কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, জায়েয হবে না।

যদি কয়েকজন খৃষ্টান ইয়াতীমের একটি গোলাম মুসলমান হয় তবে উহাদের উপর মজবুরী করা যাবে যে, তারা গোলামকে বিক্রয় করে দেয়। যদি তাদের কোন অছী থাকে তবে সে উহাকে বিক্রয় করবে। যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে কোন কাফিরের নিকট হেবা করে অথবা তাকে ছদকাহ করে দেয় এবং তাকে সোপর্দ করে দেয় তবে তা জায়েয হবে। তখন ঐ কাফির ব্যক্তির উপর মজবুরী করা যাবে যে, তুমি একে বিক্রয় করে দাও। ইহা হাবী কিতাবে লিখিত আছে।

উইয়ুন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হস্তী বা অন্য কোন বৃহৎ জন্তুর হাড্ডি, দাঁত ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয হবে; কিন্তু মানুষ ও শূকরের হাড্ডি বিক্রয় করা জায়েয হবে না। তবে শর্ত এই যে, যখন হস্তী ইত্যাদি জন্তু হাড্ডি বা দন্তে চর্বি

www.nagorikpathagar.org

মিশানো না থাকে কেননা উহা নাপাক বস্তু; সুতরাং উহা বিক্রয় করা জায়েয নয়। ফতোয়ায়ে আহলে সমরকন্দী কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি কেউ নিজের কুকুর যবেহ করে উহার গোশত বিক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে। এভাবে যদি কেউ নিজের গাধা যবেহ করে তার গোশত বিক্রয় করে তাও জায়েয হবে। এই ছুরতে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন। তারা এই জানোয়ার যবেহ করার পর ইহার গোশত পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ছদরে শহীদ (রহঃ) এই মত পোষণ করতেন যে, উহা পবিত্র। যদি কেউ শূকর যবেহ করতঃ তার গোশত বিক্রয় করে তবে তা অবশ্য জায়েয হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যবেহকৃত বন্য পশুর গোশত এবং গাধার গোশত বা গাধা বিক্রয় করা ছহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী জায়েয কিন্তু মৃত বন্য পশুর মাংস বিক্রয় করা জায়েয নয়। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর গাধা, খচ্চরের চামড়া যদি যবেহকৃত হয় অথবা দাবাগাতকৃত হয়, তবে তা বিক্রয় করে জায়েয হবে আর এরূপ না হলে তা জায়েয হবে না। এই হুকুমের কারণ হল, হালাল করার কারণে বা দাবাগাত করার কারণে চামড়া পাক হয়ে যায় কিন্তু মানুষের চামড়া এবং শূকরের চামড়া কোন অবস্থায় বিক্রয় করা যায় না। মৃত জন্তুর চুল, পশম, হাড্ডি, সিং ইত্যাদির দ্বারা কোন ফায়েদাহ হাছিল করা বা উহা বিক্রয় করা জায়েয আছে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। শূকরে পশম বিক্রয় করা জায়েয নয়। মানুষের চুল বা পশম বিক্রয় করা জায়েয নয় এবং ইহাই ছহীহ। ইহা জামে' ছগীর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। হুযুরে পাক (দঃ) এর চুল মোবারক যদি কেউ কারকেও হাদিয়াস্বরূপ দেয় এবং উহাতে ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু না থাকে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। ইহা সিরাজিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

কোন মহিলার দুধ পাত্রে দোহন করে উহা বিক্রি করা জায়েয হবে না– চাই মহিলা আযাদ হোক বা দাসী হোক। ইহা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, দাসীর দুধ বিক্রয় জায়েয আছে। ইহাই পছন্দনীয়। ইহা মোখতারুল ফতোয়া কিতাবে বর্ণিত আছে। পুরুষের বীর্য এবং স্ত্রীলোকের হামল (গর্ভ) বিক্রয় করা জায়েয নয়। ইহা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। গরুর গোবর এবং বকরীর লাদ বিক্রয় ও ইহা দ্বারা ফায়েদাহ হাছিল করা জায়েয হবে। মানুষের মল বিক্রয় করা বা উহা দ্বারা ফায়েদাহ হাছিল করা জায়েয নয়। তবে যদি মাটির সাথে মিশ্রিত থাকে এবং মাটির পরিমাণ বেশি হয়, তবে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কবুতরের বিষ্ঠা যদি বহুত হয়ে যায়, তবে উহা বিক্রয় করা এবং হেবা করা জায়েয হবে। ইহা কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। হালাল এবং হারাম বস্তু যদি মিশ্রিত হয়ে যায়, যেমন শরাব বা মৃত ইঁদুর যদিঘি বা আটার মধ্যে পড়ে যায়, তবে তা বিক্রয় করার দোষ নেই কিন্তু ক্রেতাকে ইহা বলেদিতে হবে যে, এই বস্তু এর মধ্যে পড়েছিল।

এরূপ জায়েয তখন হবে, যখন হারাম বস্তু হালাল বস্তু অপেক্ষা অধিক বা উহার সমপিরিমাণ না হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য উহা ভক্ষণ করা ব্যতীত উহা দ্বারা অন্য কোনরূপ ফায়েদাহ হাছিল করায় দোষের কিছু নেই যদি এক ফোটা পেশাব বা রক্ত সিরকাহ বা যায়তুনের তেলের মধ্যে পড়ে, তবে তা বিক্রয় করা জায়ে হবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে। যদি এমন কোন বস্তু হয়, যার মধ্যে হারামের অংশ হালালের তুলনায় বেশি, তবে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে না। তবে তেলের পরিমাণ বেশি হলে জায়েয হবে।

উল্লেখ্য যে, হালাল বস্তু হারাম দ্রব্য অপেক্ষা অধিক হলে উহা দ্বারা যে ফায়েদাহ হাছিল করা জায়েয বলা হয়েছে, তাতে শর্ত এই যে, শারীরিক কোন ফায়েদাহ হাছিল করতে পারবে না। অন্য যে কোনভাবে উহা দ্বারা ফায়েদাহ হাছিল করা যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। উপরোক্ত নাপাক বস্তু যা বিক্রয় করা জায়েয নয়, যদি কোন ব্যক্তি ঐরূপ বস্তু নষ্ট করে দেয়, তবে যদি কাজীর হুকুমে সে নষ্ট করে দেয়, তা হলে তার কোন জেমান দিতে হবে

www.nagorikpathagar.org

না। আর যদি কাজীর হুকুম ছাড়া নষ্ট করে, তা হলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট একই হুকুম হবে। ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। ফতোয়া ছাহেইন (রহঃ) এর কওলের উপর। ইহা তাহযীব কিতাবের বিবরণ।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, শুধু শরাব ছাড়া যত রকমের হারাম পানীয় আছে, তার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। উহা নষ্ট করে দিলে তার জেমান দিতে হবে। কিন্তু ইমা আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয় এবং যা কেউ নষ্ট করে দিলে তার উপর জেমান ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। মুকাতিব, মুদাব্বির, উম্মে অলাদ এবং যে গোলামের কিছু অংশ আযাদ করে দেওয়া হয়েছে তা বিক্রয় করা জায়েয হবে না। ইহা হাবী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কেউ উম্মে অলাদকে বিক্রয় করে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দেয়, তবে ক্রেতা তার মালিক হবে না এবং একই হুকুম ঐ গোলামের ক্ষেত্রেও যার কিছু অংশ আযাদ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিকট মুদাব্বিরের ক্ষেত্রেও এই হুকুম হবে। ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

একদিন বা দুইদিনের মধ্যে সোপর্দ করে দিবে। যদি তিনদিন পর সোপর্দ করে, তবে জায়েয হবে না। মাওরাউন্নাহারের অধিকাংশ মাশায়েখও এই মতের সমর্থক। ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাওয়ার পর সোপর্দ করার মধ্যে ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত ছাবেত হবে। দি ক্রেতা সোপর্দ করা হয়ে যাওয়ার পরে দেখে আর সোর্পদ করা যদি পূর্ণ তিনদিন অতীত হওয়ার শেষ মুহূর্তে হয়, তবে ক্রেতার খিয়পারে রুইয়াত হাছিল হবে না। আর যদি সোপর্দ করা তিনদিন অতীত হওয়ার পূর্বে হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ হতে তিনদিন পর্যন্ত ক্রেতার খিয়ারে রুইয়াত থাকবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কে শুধু সিঞ্চনকৃত পানি বিক্রয় করে, তবে জায়েয হবে না। আর যদি পানি যমিনসহ বিক্রয় করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই ছুরত সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি। ফকীহ আবু নছর ইবনে সালাম (রহঃ) বলেন যে, ইহা জায়েয হবে। ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও জায়েয হওয়ার দিকে ইশারাহ করেছেন। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

কাউকেও যদি কেউ বলে যে, আমার নিকট হতে একটি দিরহাম নিয়ে তুমি আমার জন্তুগুলোকে একমাস পানি পান করাবে। তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি বলে প্রত্যেক মাসে এত মোশক করে পান করাবে, তবে জায়েয হবে। তবে শর্ত এই যে, তাকে ঐ মোশক দেখাতে হবে।

সপ্তম ভাগ

বিক্রেয় বস্তু বা মূল্য অস্পষ্ট রেখে বেচা-কেনার মাসায়েল

যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করার সময় এর মূল্যের কথা এভাবে উল্লেখ করে যে, এক বা পাঁচ বা দশ দিব। অর্থাৎ পরিমাণ উল্লেখ করে কিন্তু পরিচয় বা ছেফাত উল্লেখ না করে, যেমন টাকা বা দিরহাম বা পয়সা বা অন্য যে কোন মুদ্রার নাম উল্লেখ না করে, তবে সেই দেশে যে মুদ্রা প্রচলিত, সেই মুদ্রার উপরে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি দেশে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত থাকে, তবে ঐ ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। তবে যদি উহার যে কোন একটির নামোল্লেখ করে, তা হলে সেই মুদ্রার উপরে আকদ হবে। যদ কেউ কারও নিকট দশ দেরহামের করজদার থাকে, তারপর পাওনাদার ব্যক্তি যদি করজাদারকে এরূপ বলে যে, তোমার নিকট আমার যে দশ দেরহাম পাওনা আছে, তার

www.nagorikpathagar.org

কোন একটি পরিমাণের বদলে তোমার অমুক বসউত আমার নিকট বিক্রি করলে কি? জবাবে সে যদি বলে যে, হাঁ বিক্রি করলাম। তবে এই ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। কেননা এক্ষেত্রে মূল্যের পরিমাণ স্পষ্ট হল না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কেউ কাউকেও বলে যে, তোমার নিকট এই রাশিটি সম্পূর্ণ বিক্রি করলাম, এই হিসাবে যে, ইহার প্রতি কফীজ এক দিরহাম হিসেবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, ঐ রাশিটির এক কফীজ এক দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করা জায়েয হবে এবং বাকী মাল বিক্রয় জায়েয হবে না। হাঁ, তবে ঐ অবস্থায় জায়েয হবে, যদি ক্রেতা মজলিস হতে পৃথক হওয়ার পূর্বে ঐ রাশিতে মোট কত কফীজ আছে, তা সে জানতে পারে। এক্ষেত্রে তার খিয়ার হাছিল হবে। ইচ্ছা হলে সে প্রতি কফীজ এক দেরহাম মূল্যে সব মাল ক্রয় করতে পারে অথবা সমস্ত মালই ছেড়ে দেয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, ঐরূপ বলায় রাশিটির সম্পূর্ণ মালই প্রতি কফীজ এক দেরহাম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবে। চাই ক্রেতা রাশিটিতে কত কফীজ মাল আছে তা জানতে পারুক বা না পারুক। এভাবে যদি বলে যে, এই রাশির মাল প্রতি কফীজ দুই দিরহাম অথবা তিন দেরহাম হিসেবে বিক্রি করলাম, তবে সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত রূপ মতভেদ আছে। ইহা তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

গজদ্বারা মাপার বস্তর ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা বলে যে, আমি এই যমিন প্রতিগজ এক দিরহাম মূল্যের হিসাবে সমস্ত বিক্রয় করলাম। তবে ইমা আজম (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত যমিনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে না একগজ বিক্রয় হবে, নাবাকী যমিন বিক্রয় জায়েয হবে। কিন্তু যদি ক্রেতাকে ঐ মজলিসেই যমিন মোট কত গজ, তা জানিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে ক্রেতার খিয়ার হাছিল হবে। আর জনার পূর্বে যদি ক্রয়-বিক্রয় পৃথক হয়ে যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেণ যে, ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য একগজ এক দেরহাম মূল্যের হিসাবে সমস্ত যমিন ক্রয়-বিক্রয়ই জায়েয হবে এবং ক্রেতার জন্য কোন খিয়ার থাকবে না। এভাবে যদি কেউ বলে যে, অআমি এসব কাপড় প্রতি দুইগজ দুই দিরহাম মূল্যে অথবা প্রতি তিন গজ তিন দেরহাম মূল্যের হিসাবে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, তবে সেক্ষেত্রেও উক্তরূপ মতভেদ হবে। যদি গণনা করার যোগ্য বস্তুর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান থাকে, যেমন বিক্রেতা বলল যে, আমি এ বকরীর পালটি সমস্ত প্রত্যেক বকরী দশ দেরহাম মূল্যের হিসাবে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। তবে তার মধ্যেও উপরোক্তরূপ মতভেদ হবে।

আর যদি বিক্রেতা এরূপ বলে যে, আমি বকরীর পালের সমস্ত বকরী প্রতি দুইটি বকরী বিশ দিরহাম মূল্যের হিসাবে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। তবে এক্ষেত্রে সর্ববাদী মতে পালের সমস্ত বকরীর ক্রয়-বিক্রয় যদি ইখতিয়ার করে নেয় তবুও হয়েয হবে না। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে উল্লেখ অআছে। যদি কোন মুঈন মালের রাশির এক কফাজ ব্যতীত রাশির সমস্ত মাল বিক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে; কিন্তু কোন বকরীর পালের একটি বকরী ব্যতীত সমস্ত বকরী বিক্রয় করলে তা বায়ে' ফাসেদ হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ একটি মোতি এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ইহার ওজন এক মেছকাল পরিমাণ। তারপর ক্রেতা ওজন করে তদপেক্ষা বেশি পেল, তবে উহা ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেওয়া যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, অমি এই গম এবং এই যব প্রতি কফীজ এক দেরহাম মূল্যের হিসাবে বিক্রয় করলাম; কিন্তু উহাতে মোট কত কফীজ হবে, তা বলল না, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট উহার সমস্তের বিক্রয় ফাসেদ হবে। তবে যদি কত কফীজ তা জানা যায় তবে ক্রেতার খিয়ার হবে। তখন ইচ্ছা হলে সে প্রতি কফীজ এক দিরহাম মূল্যে ক্রয় করে নিতে পারে। কিন্তু ছাহেবাইনের নিকট সমস্তের বিক্রি জায়েয হবে।

www.nagorikpathagar.org

বিক্রেতা যদি এরূপ বলে যে, গম ও যব উভয়ের মধ্য হতে এক কফীজ এক দিরহাম মূল্য। তবে এক কফীজের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। যার অর্ধেক গম এবং অর্ধেক যব হবে এবং বাকী মালের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। আর যদি ক্রেতা কত কফীজ মাল হবে তা জানতে পারে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রেতার খিয়ার হাছিল হবে। আর যদি বিক্রেতা এই শর্তে বিক্রয় করে যে, প্রত্যেক প্রকার মাল দশ কফীজ এবং প্রত্যেক কফীজের মূল্য এক এক দিরহাম হিসাবে। তবে প্রত্যেক প্রকার মাল ক্রেতার উপর অর্ধেক মূল্যে লাযেম হবে। এমন কি যদি সে কব্জা করার পর এক প্রকার মালে আয়েব পায়, তবে শুধু তা অর্ধেক মূল্যে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি এই হিসাবে বিক্রি করে যে, উভয় মাল হতে এক কফীজ এক দিরহাম মূল্যের হিসাবে বিক্রি করলাম তারপর যদি ক্রেতা এক প্রকার মালে আয়েব পায়, তবে খাছ সেই আয়েবদার মালকে তার মূল্যের অংশের বদলে ফেরত দিতে পারবে। তারপর যদি গমের মূল্য যবের মূল্যের দ্বিগুণ হয়, তবে যব এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে এবং গম দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যে ফেরত দিয়ে দিবে। আর যদি কেউ এক রাশি গম এবং একপাল বকরী এই শর্তে বিক্রয় করে যে, গমের রাশিতে দশ কফীজ এবং বকরীর পালে দশটি বকরী আছে এবং এক কফীজ গম এবং একটি বকরীর মূল্য দশ দেরহাম হিসাবে। তারপর ক্রেতা যদি প্রত্যেকটিই দশ পরিমাণ পায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি পালে এগারটি বকরী পায়, তবে সমস্তের বিক্রয় ফাসেদ হবে। আর যদি পালে দশটি বকরী এবং রাশিতে এগার কফীজ পায় তবে ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে।

আর যদি ক্রেতা প্রত্যেক প্রকার নয়টি পায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং প্রত্যেক দশকে এক বকরী এবং এক কফীজের উপর বণ্টন করা যাবে। আর যে বকরী বেশি হবে, উহার সাথে ঐ গমের প্রত্যেক কফীজ মিলিত করা যাবে। তারপর যখন সব গমের অংশ জানা যাবে, তখন উহার মধ্য হতে এক-দশমাংশ বের করে ফেলা যাবে এবং বাকী মূল্যের বদলে সমস্ত নিয়ে নেয়া ব না নেয়ার অদিকারী হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, এই গোশত প্রত্যেক রতল এত দেরহাম মূল্যের হিসাবে আমি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট সমস্তের বিক্রয় ফাসেদ হবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, সমস্তের বিক্রয় জায়েয হবে এবং ক্রেতার খিয়ার হাছিল হবে এবং বিক্রেতার খিয়ার থাকবে না। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি এই হিসাবে আঙ্গুর খরিদ করল যে, উহা প্রত্যেক টুকরীর মূল্য এত। টুকরী বলতে কি বুঝায়, তা লোকদের জানা আছে। তারপর ঐ আঙ্গুর যদি এই জাতীয় হয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এক টুকরী আঙ্গুরের ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই জায়েয হবে, যেমন ঃ একরাশি মালের প্রত্যে ককফীজ এক দেরহাম মূল্যে বিক্রয় করলে এক কফীজের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয়।

আর যদি আঙ্গুর বিভিন্ন জাতীয় হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন পালের বকরীর মধ্যে কোন একটি বকরীর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয় না। কিন্তু ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট যদি আঙ্গুর একই জাতীয় হয় তবে সমস্ত আঙ্গুরই বিক্রেতার উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর আঙ্গুর যদি বিভিন্ন জাতীয় হয় তা হলেও একই হুকুম হবে। ছদরে শহীদ (রহঃ) ও স্বীয় ফতোয়ার গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শুধু ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেছেন যে, যদি আঙ্গুর এক জাতীয় হয়, তবে সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি বিভিন্ন প্রকার হয়, তবে তাতে মতভেদ আছে। তিনি আরও বলেছেন যে, মুসলমানদের আসানীর জন্য ছাহবাইনের কওলের উপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি এই ইটের স্তূপ প্রতি হাজার দশ দেরহাম মূল্যে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, তবে বায়ে' ফাসেদ হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, আমি এই স্তূপ হতে একহাজার

ইট দশ দিরহাম মূল্যে তোমর নিকট বিক্রি করলাম। তারপর যদি সে একহাজার ইট গুণে দেয়, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে। আর যদি যখন পর্যন্ত গুণে না দিবে, তখন পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় উভয়েরই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় অস্বীকার করার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

অষ্টম ভাগ

যেসব বস্তু অন্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে, তা বিক্রি করার মাসায়েল

যে দুগ্ধ দুগ্ধগুলির মধ্যে আছে অথবা যে বাচ্চা পেটের মধ্যে আছে, তা বেচা-কেনা করা জায়েয হবে না। যে পশম বকরীর পৃষ্ঠে আছে মশহুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার ক্রয়-বিক্রয় ও জায়েয হবে না । ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি আকদ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিক্রেতা দুধ বা পশম ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেয়, তা হলেও ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হবে না ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে। গমের গাছ গমবিহীন অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। ইহা জহিলিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ যয়তুনের মধ্যে থাকা অবস্থায় তেল বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে না। পরে যদিও বিক্রেতা উহা ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেয়। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

উইয়ুন কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি গৃহের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ মটকা যা গৃহের দরজা ভঙ্গ করা ব্যতীত বের করা সম্ভব নয়, তা বিক্রি করে ,তবে তা জায়েয হবে এবং বিক্রেতাকে মজবুর করা যাবে যে, মকটা বের সোপর্দ করে দাও। আর যদি ক্রেতা একথা জানে যে, বিক্রেতা গৃহের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ মটকা যা গৃহের দরজা ভঙ্গ করা ব্যতীত বের করা সম্ভব নয়, তা বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে এবং বিক্রেতাকে মজবুর করা যাবে যে, মটকা বের করে সোপর্দ করে দাও। আর যদি ক্রেতা একথা জানে যে, বিক্রেতা গৃহের মধ্যে ঐ মটকা তাকে সোপর্দ করে দিতে সক্ষম য়। তবে গৃহের দরজা ভেঙ্গে মটকা বের করবে। কিন্তু কোন কোন মাশায়েখের মতে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না; বরং ইহা বাতিল হবে। ইহা মোখতারুল ফতোয়া কিতারেব বিবরণ।

যদি কোন জন্তু যবেহ করার পূর্বে বা যবেহ করে উহার চামড়া এবং নাড়িভুড়ি পৃথক করার পূর্বে বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে না। পৃথক করার পূর্বে উহা বিক্রয় করতঃ তারপর উহা ক্রেতাকে সোপর্দ করে দিলেও তা জায়েয হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ হাতের আংটির নাগীনাহ বিক্রয় করার ইচ্ছা করে, তবে তার দুটি ছুরত আছে। এক ছুরত এই যে, যদি ঐ নাগীনাহ খুলে নিলে আংটির ক্ষতি হয়, তবে উহা বিক্রয় করা জায়েয নয়। আর যদ আংটি ক্রেতার কব্জায় থাকে, তবে তা আমানত থাকবে আর যদি নাগীনাহ খুলেনিতে গেলে আংটির ক্ষতি না হয় তবে নাগীনাহ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি নাগীনাহ খুলে নিতে গেলে আংটির ক্ষতি না হয় তবে নাগীনাহ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর এই ছুরতে যদি আংটি ক্রেতার নিকট খোয়া যায়, তবেতার উপর নাগীনাহর মূল্য ওয়াজিব হবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

নাওয়াদেরে ইবনে সেমা' কিতাবে উল্লেখ আছে যে, অঅমি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কোন ব্যক্তি আংটির মধ্যে একটি নাগীনাহ যা আংটি হতে উহার ক্ষতি করা ছাড়া বের করা যায় না াত বিক্রয় করল। যে ক্রেতা উহার মালিক হবে, না ক্রয়-বিক্রয় মৌকুফ থাকবে? তিনি জবাব দিলেন যে, হৈ ক্রয়-বিকয় মৌকুফ থাবরে, ক্রেতা মালিকহবে না– যখন পর্যন্ত বিক্রেতার উহাতে য়িার হাছিল থাকবে। যদিসে ইচ্ছা করে, সোপর্দ অবস্থারদিকে ইশারাহ করলেন। আর যখন তার এরূপ অবস্থা হয়ে যাবে যে, বিক্রেতা উহার সোপর্দ করায় অস্বীকার করতে পারে না, তখন ক্রেতা মালিক হয়ে যাবে। আর যদি ক্রেতা উহা নিয়ে কোন ঝগড়া না করে, এমন কি বিক্রেতা পূর্ণ আংটি অন্য লোকের নিকট বিক্রি করতঃ উহা সোপর্দ করে দেয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন যে, এই দ্বিতীয় বিক্রয় প্রথম বিক্রিকে ভঙ্গ করে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

মুনতাকা কিতাবে এই জাতীয় মাসয়ালার জন্য একটি কায়দায়ে কুল্লিয়া অর্থাৎ সর্বস্বীকৃত নিয়ম আছে যে, যেসব বস্তুতে আমরা বিক্রেতাকে ক্রেতার কি সোপর্দ করার জন্য মজবুর করতে পারে এবং ক্রেতা তার ভিত্তিতে উহার উপর কব্জা করে নেয় এবং ঐ বস্তু খোয়া যায়, তবে ঐ বস্তুর জেমান ক্রেতার উপর লাযেম হবে আর যে বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা ক্রেতার নিকট সোপর্দ করার জন্য বিক্রেতাকে মজবুর করতে পারি না এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে সোপর্দ করে দেয়, তবে ক্রেতা কব্জাকারী হবে না এবং তদবস্থায় বিক্রিত বস্তু খেয়াল গেলে ক্রেতার উপর জেমান ওয়াজিব হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কেউ যমিনের নীচের গাজর বিক্রয় করল কিন্তু বিক্রেতা উহা উঠিয়ে নুমনু দেখতে ইতস্ততঃ করতে লাগল, তখন তাকে এজন্য মজবুর করা যাবে। গাজর দেখে ক্রেতা পছন্দ করলে তারপর অন্যগাজর উঠিয়ে ক্রেতাকে সোপর্যদ করবে। ইহ খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। দোকানের মধ্যের ইমারাত এবং যমিনের বৃক্ষের ক্রয়-বিক্রয়ের জায়েয হওয়ার শর্ত এই যে, উহা পৃথখ করায় বিক্রেতার স্বত্ত্বের কোন ক্ষতি ও লোকসান না হয়। ইহা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি বিক্রেয় বস্তু বাড়ী বা যমিন হয়, যা দুই শরীকের মধ্যে অবন্টনকৃত এজমালী। তারপর একজন উহার মধ্যে এক নির্দিষ্ট ঘর অথবা যমিনের এক নির্দিষ্ট খণ্ড বন্টন করার পূর্বে বিক্রয় করে ফেলল। তবে এই বিক্রয় জায়েয হবে না। তবে যদি হয়, এক নির্দিষ্ট খণ্ড বন্টন করার পূর্বে বিক্রয় করে ফেলল। তবে এই বিক্রয় জায়েয হবে না। তবে যদিকোন শরীক তার অংশ সম্পূর্ণ বিক্রয় করে তা হলে জাযে হবে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। পানি প্রবাহিত হওয়ার পথ বিক্রয় করা বা হেবা করা জায়েয নয়। তবে যাতায়াতের পথ যা কারও স্বত্ত্বাধীনতা বিক্রয় করা জায়েয ইহা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ মেন দাসী বিক্রয় করে যার পেটে কোন বাচ্চা থাকে এবং সে বাচ্চার ব্যাপারে এমন অছিয়ত করা থাকে যে, এই বাচ্চা পয়দা হলে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। তারপর যে ব্যক্তির জন্য ঐ বাচ্চার অছিয়ত করা ছিল, সে ঐ বিক্রয়ের অনুমতি দিল। অতঃপর ক্রেতা দাসীর উপর কব্জা করার পর ঐ দাসী সন্তান প্রসব করল। তবে ঐ ব্যক্তির উহার মূল্য বাবত কিছুই মিলবে না। আর যদি ক্রেতার কব্জা করার পূর্বে বাচ্চা প্রসব হয়, তবে মূল্যের মধ্যে উহার অংশ হবে। কিন্তু যদি ক্রেতা দাসীর উপর কব্জা করার পূর্বে বাচ্চা মরে যায়, তবে কোন অংশ হবে না। অর যদি কব্জা করার পূর্বে বাচ্চা প্রসব করে এবং যার জন্য বাচ্চার অছিয়ত করা হয়েছে সে বিক্রয়ের অনুমতি না দেয়, অথবা বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর ঐ ব্যক্তির অনুমতি নেয়া কোন অভস্থায়ই ছহীহ হবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

যদি বিক্রেয় বস্তু হতে এরূপ বাদ রাখে যা পৃথকভাবে বিক্রি করা জায়েয হয়, তবে ঐরূপ বাদ রাখা জায়েয হবে। যেমন কেউ একরাশি গম বিক্রয় করল এবং উহা এক ছা' বাদ রাখল অথবা এরূপ বলল যে, আমি এই মটা ভর্তি তৈল বা সিরকাহ বিক্রয় করলাম কিন্তু দশ সের বাদে। এভাবে যদি কোন সংখ্যাসূচক বস্তু যা একই জাতীয় বা বিভিন্ন জাতীয় হলেও পরস্পর প্রায় অনুরূপ যেমন এক রাশি আনার বা খরবুজা বিক্রয় করল এবং বলল যে, দশটি বাদে। তবে এরূপ বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি বিক্রেয় বস্তু হতে এরূপ বস্তু বাদ রাখে যা পৃথকভাবে বিক্রয় করা জায়েয নয় তবে ঐরূপ বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন কোন দাসীকে তার হামল ব্যতীত বিক্রয় করা বা কোন বকরী তার কোন অঙ্গ ব্যতীত বিক্র করা জায়েয হবে না। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। যদি কেউ কোন ঘর-দরজা বিক্রয় করে এবং তার কিছু কাঠ বাদ রাখে, বা কাঁচা কিংবা পাকা ইট বিক্রয় করে কিছু মাটি বাদ রাখে, তবে তা জায়েয হবে। ইহা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ

www.nagorikpathagar.org

যদি বৃক্ষে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রয় করে এবং মন্মধ্য হতে কয়েক রতন বাদ রাখে, তবে এরূপ বিক্রয় জায়েয হবে না। আর যদিফল পেড়ে বিক্রয় করে, তবে তন্মধ্য হতে কিছু পরিমাণ উল্লেখ করে বাদ রাখলে তা জায়েয হবে। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাহাবী কিতাবেও এরূপ উল্লেখ আছে। জাহের রেওয়ায়েতে অনুযায়ীও ইহা জায়ে হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। যদি কেউ এক খুরমা বাগান বিক্রয় করে এবং মন্মধ্য হতে একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ বাদ রাখে, তবে তা জায়েয হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার নিকট আমার একশত বকরী একশত দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম, তবে শর্ত এই যে, এই বকরীটি আমার থাকবে। তবে ঐ ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে উল্লেখ আছে। এরূপ দাসী বিক্রয় করা জায়েয হবে না যার পেটের বাচ্চা আযাদ করে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ এরূপ বলে যে, আমি এ গোলাম তোমার নিকট এক হাজার দেরহাম মূল্যে বিক্রয় করলাম কিন্তু শর্ত এই যে, উহার অর্ধেক তিনশত দেরহামের বদলে আমার জন্য থাকবে। তবে এই ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কারও নিকট একটি বাড়ী বিক্রয় করে এবং বলে যে, উহার মধ্যে অমুক স্থান হতে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত একটি রাস্তা বাদ থাকবে এবং রাস্তা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থও উল্লেখ করে এবং উহা নিজের জন্য বা অন্যের জন্য শর্ত করে নেয়, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে ।উহাতে যেই মূল্যের কথা উল্লেখ করাহয় তা ঐ রাস্তা বাদ দিয়ে বাড়ীর মধ্যে একটি রাসতা বিক্রেতার হবে এবং উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উল্লেখ করে তবে এই বিক্রয় জায়েয হবে না। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ বলে যে, আমি এই বাড়ী তোমার নিকট এক হাজার দেরহাম মূল্যে এই শর্তে বিক্রয় করেছিল যে, এই বির্দিষ্ট ঘরটি আমার থাকবে, তবে তা ছহীহ হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, অআমি এই বাড়ী এই ঘরখানা ব্যতীত বিক্রয় করছি, তবে জায়েয হবে। আর যদি এরূপ বলে যে আমি এই বাড়ী তোমার নিকটউহার ইমারাত ছাড়া বিক্রি করছি, তবে বিক্রি জায়েয হবে এবং ঐ ইমরাতের ভিত্তিমূলক বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না।

নবম ভাগ

এমন দুটি বস্তুর বেচা-কেনার মাসয়ালা যার একটি বেচা-কোনা জায়েয এবং অন্যটির জায়েব নয়

যে ব্যক্তি এক আযাদ ব্যক্তি এক গোলামকে একসাথে একত্রে বিক্রি করে অথবা এক জীবিত বকরী যবেহ করতঃ তার মাংস এবং মৃত বকরীর মাংস একসাথে বিক্রি করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এক্ষেত্রে উভয় বস্তুর বেচা-কেনা বাতিল হবে। চাই উহার প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করুক বা না করুক। ছাহেবাইন (রহঃ) বলেন যে, যদি প্রত্যেক বস্তুর মূল্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে, তবে গোলাম এবং জীবিত যবেহকৃত বকরীর মাংসের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ। যদি কেউ চামড়া ছিলানো দুইটি যবেকৃত বকরী ক্রয় করে, উহার একটি কোন মজুসীর দ্বারা যবেহকৃত অথবা এমন কোন মুসলমান দ্বারা যবেহকৃত, যে ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করেছে, তবে এইরূপ যবেহকৃত এবং মুরদার যবেহকৃত আমাদের নিকট একই বরাবর। ইহা মবসুত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেকউ গোলাম এবং মুদাব্বির অথবা মুকাতিব অথবা উম্মে অলাদ একসাথে একত্রে বিক্রয় করে অথবা নিজের এবং অন্যের গোলাম একত্রে একসাথে বিক্রি করে তবে শুধু নিজের গোলাম তার মূল্যের অংশ বিক্রি জায়েয হবে।

www.nagorikpathagar.org

যে ব্যক্তি নিজের স্বত্ব এবং অকফকৃত বস্তু একত্র করে বিক্রয় করে এবং প্রত্যেক বস্তুর মূল্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ না করে, তবে বিশুদ্ধতর কওল অনুযায়ী নিজের স্বত্বের বিক্রয় শুদ্ধ হবে। ইহা কাফী কিতাবে উল্লেখ না করে , তবে বিশুদ্ধতর কওল অনুযায়ী নিজের স্বত্বের বিক্রয় শুদ্ধ হবে। ইহা কাফী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ দুই মটক সিরকাহ খরিদ করে পরে দেখা যায় যে উহার এক মটকি সিরকাহ নয় বরং উহাতে শরাব ভর্তি, তবে যদি উভয় মটকির মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা না হয়, তা হলে উভয় মটকির ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে।

আর যদি সেইভাবে উল্লেখ করা হয়, তা হলেও ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় ফাসদ হবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট রিকাহর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ দুটি বকরী ক্রয় করে এবং তার একটির উপর কব্জা করে নেয় এবং অন্যটির উপর কব্জা না করে, এমতাবস্থায় সে উভয়টিকে কারও নিকট একহাজার দেরহাম মূল্যে এভাবে বিক্রয় করে ফেলে যে, তাঁর প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচশত দেরহাম ধার্য করে নেয়, তবে কব্জাকৃত বকরীটির বিক্রয় জায়েয হবে এবং যেইটি কব্জা করা হয় নি, সেটিরই বিক্রয় জায়েয হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং তার উপর কব্জা করার পূর্বে নিজের অন্য গোলামের সাথে উহাকে একসাথে বিক্রয় করল, তবে আমাদের তিন ইমামের নিকটই ঐ ব্যক্তির উক্ত অন্য গোলামের বিক্রয় জায়েয হবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি কোন বিক্রেতার নিকট হতে একহাজার দেরহাম মূল্যে একটি গোলাম খরিদ করল এবং তার উপর কব্জা করে নিল কিন্তু উহার মূল্য আদায় করার পূর্বে ঐ গোলামকে নিজের অন্য গোলামের সাথে মিলিয়ে এভাবে উল্লেখ করতঃ বিক্রয় করল যে, উহার প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচশত দেরহাম। তবে তার সেই অন্য গোলামের বিক্রয় জায়েয হবে কিন্তু খরিদকৃত গোলামটির বিক্রয় জায়েয হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী এবং সাধারণ মুসলমানদের সীমিত ও জানা-শুনা একটি রাস্তা একত্র মিলিয়ে খরিদ করল। ক্রেতা উহা কব্জা করার পর রাস্তার হক ছাবেত হল, তবে, যদি ঐ রাস্তা উক্ত বাড়ীর সাথে সংযুক্ত হয় তা হলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা হলে সে ঐ বাড়ী ফেরত দিবে অথবা উহার মূল্যের অংশে ঐ বাড়ী নিয়ে নিবে। আর যদি ঐ রাস্তা উক্ত বাড়ী হতে পৃথক হয়, তবে ক্রেতার সেইক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে না এবং বাড়ীর মূল্যের অংশে তখন উহা ক্রেতার জিম্মায় হয়, তবে ক্রেতার সেক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে না এবং বাড়ীর মূল্যের অংশে তখন উহা ক্রেতার জিম্মায় পড়বে। আর যদি রাস্তা এরূপ সীমিত না হয় অথাৎ উহার আয়তন, পরিমাণ ইত্যাদি জানা না যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। আর যদি রাস্তার স্থলে কোন খাছ মসজিদ হয়, অর্থাৎ কেউ কোন বাড়ীর সাথে কোন মসজিদ মিলিয়ে ক্রয় করে, তবে তার হুকুম জানা-শুনা রাস্তার অনুরূপ হবে।

আর যদি মসজিদ এরূপ হয় যাতে জামাত হয়, তবে সেইক্ষেত্রে বাড়ী ও মসজিদ উভয়ের বিক্রয় ফাসেদ হবে। কারা জামে' মসজিদের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং হালাল নয়। এভাবে যদি কোন বিধ্বস্ত মসজিদ হয় বা কোন বাড়ীতে ইমারাত না থাকে শুদু যমিন থাকে আসলে তা জামে' মসজিদ, তবে তার হুকুমও উক্তরূপ হবে আর যদি মিন দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালী হয় এবং তার কোন একজন সম্পূর্ণ যমিন অন্য শরীকে নিকট বিক্রয় করে, তবে ইমাম জহীর উদ্দীন মুরগনিয়ানী (রহঃ) বলেন যে, বায়ে' ফাসেদ হবে। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন গোলাম খরিদ করে যে, পাঁচশত দেরহাম নগদ দিয়ে দিল এবং পাঁচশত দেরহাম তার কারও নিকট কর্জ বাবত পাওনা ছিল তা বাকী মূল্য বাবত ধার্য করল, অথবা বলল যে, যখন আমি আমার কর্জের টাকা পেয়ে যাব, তখনই দিয়ে দিব। তবে শরহে কুদরী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উল্লিখিত উভয় অবস্থায়ই ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

কোন ব্যক্তি কারও নিকট হতে একটি নির্দিষ্ট যমিন দশ দেরহাম এবং হাজার মণ গমের পরিবর্তে ক্রয় করল, যে গমের গুণ ও পরিচয় বর্ণনা করা হল না। তবে গম বিদার স্থানে কথা না বলার কারণে গমের অংশের ক্রয়-বিক্রয় ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ফাসেদ হবে। কিন্তু এরূপ ফাসেদ হওয়ার কারণে বাকী অংশের ক্রয়-বিক্রয় ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী ফাসেদ হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কারও নিকট কোন বস্তু বিক্রিত বস্তুর মধ্যে কোনরূপ ক্ষতি-লোকসানও না এসে থাকে, তবে এক্ষেত্রে ঐ ক্রেতা অথবা উহার ওয়ারিছ হতে উক্ত বিক্রিত বস্তু কাউকেও হেবা করা বা অছিয়ত করে দেওয়া বিক্রেতার জন্য জায়েয হবে না বা বিক্রেতা ক্রেতার নিকট ঐ বস্তু যেই মূল্যে বিক্রয় করেছে তদপেক্ষা কমমূল্যে কারও নিকট বিক্রয় করাও জাযে হবে না। ইহা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি ক্রেতার মূল্যের কিছু অংশ আদায় করা বাকী থাকে সেইক্ষেত্রেও এরূপ হুকুম হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি প্রথম কোন বস্তু দীনারের বিক্রয় করে, তারপর দেরহারেম বিনিময়ে কমমূল্যে খরিদ করে, তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি প্রথম উহা দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে তারপর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে তারপর রৌপ্যের খণ্ডের বিনিময়ে কমমূল্যে ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে। আর যদি পয়সার বিনিময়ে কমমূল্যে খরিদ করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী জায়েয হবে। আর যদি পয়সার বিনিময়ে কমমূল্যে খরিদ করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী জাযে হবে না। কিন্তু ইমা আযম (রহঃ) এবং ইমা আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী জায়েয হবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কেউ অন্য জাতীয় মূল্যের ব দলে ক্রয় করে অথবা বস্তুটি দোষযুক্ত হওয়ার পর ক্রয় করে তবে জায়েয হবে। ইহ তাহযীব কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এরূপ ছুরতে যদি মূল্য আদায় করার আগে বা পরে অতিরিক্ত মূল্যে উহা ক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু কারও নিকট বিক্রয় করে দেয় তার পর প্রথম ি বক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট হতে এই পরিমাণ মূল্যে উহা ক্রয় করে, যা সে নিজে যেই মূল্যে বিক্রি করেছিল তদপেক্ষা কম, তবে তা জায়েয হবে।

দশম পরিচ্ছেদ

যেসব শর্তে বেচা-কেনা ফাসেদ এবং যেসব শর্তে ফাসেদ হয় না এর মাসায়েল

জেনে রাখবে যে, বেচা-কেনার মধ্যে যেসব শর্ত প্রয়োজনীয় তা শর্ত করা ছাড়াই আকদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং ঐসব শর্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আরোপ করিলে আকদের মধ্যে কোনরূপ ফাসাদ সৃষ্টি হয় না। যেমন, বিক্রেতার জিম্মায় এরূপ শর্ত আরোপ করা যে, সে মূল্য বিক্রেতাকে সোপর্দ করে দিবে আর কিছু শর্ত এরূপ করা যে, বিক্রেতা বি বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দিবে। আর কিছু শর্ত এরূপ থাকে যা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কোনরূপ শর্ত ব্যতীত উহা অত্তপস করা প্রয়োজনের বাইরে। তবে উহা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুনাসিব বৈকি? অর্থাৎ উহা দ্বারা আকদ মজবুত হয়।

ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে এরূপ শর্ত ধার্য হল যে, ক্রেতা মূল্যের বিনিময়ে কিছু রেহান করবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। কিন্তু যদি উভয়ে রাজী রগবতে এ বৈঠকে রেহান মুঈন করে দেয় এবং ক্রেতা বৈঠক হতে পৃথক হওয়ার পূর্বে উহা বিক্রেতার নিকট সোপর্দ করে অথবা ক্রেতা মূল্যতখন আয় করে দেয় এবং মিয়াদ বাতিল করে দেয় তবে ক্রয়-বিক্রয় এস্তেহসানান জায়েয হয়ে যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কাফীল মুঈন না হয় এবং উহার নাম উল্লেখ করা না হয়,তবে আকদ ফাসেদ হবে। আর যদি কাফীল

আকদের মজলিসে উপস্থিত থাকে, চাই সে কেফালাত এনকার করুক কি না করুক। যদি কেফালাত কবুল না করে এমন কি উভয়ে মজলিস হতে পৃথক হয়ে যায় অথবা মজলিসে অন্য কোনকাজ শুরু করে দেয় তবে ক্রয়-বিক্রয় এস্তেহসানান ফাসেদ হয়ে যাবে। চাই উহার পর সে কেফালাত কবুল করুক কি না করুক। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি এরূপ শর্ত করে যে, উত্তম গম হতে এক কুর রেহান করবে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা ইহা অজ্ঞতার লক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গকারী নয়। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোন রেহানে মুঈনের শর্ত করা হয় তারপর ক্রেতা রেহান সোপর্দ করে দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে মজবুর করা যাবে না। কিন্তু করা হয় তারপর ক্রেতা রেহান সোপর্দ করে দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে মজবুর করা যাবে না। কিন্তু তাকে বলা যাবে যে, তুমি রেহান সোপর্দ করা বা তার মূল্য অথবা বিনিময় আদায় করে দাও। আ এরূপ না বলে আকদ ভঙ্গ করেও দেয়া যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রেতা এরসব ছুরতে অস্বীকার করে, তখন বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবে লিখিত আছে। যদি এরূপ শর্তে কোন বস্তু বিক্রয় করা হয় যে, বিক্রেতা কোন ব্যক্তি ক্রেতার হাওলা করে দিবে যে মূল্য তার নিকট হতে নিয়ে নিবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় কিয়াসান ও এস্তেহসানান ফাসেদ হবে ।আর যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, বিক্রেতাকে নিজে ব্যতীত অন্যের উপর মূল্য নিবার জন্য হাওয়ালা করে দিবে। তবে কিয়াসান্‌য়-বিক্রয় ফাসেদ হবে এবং এস্তেহসানান জায়েয হবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) হাওয়ালা করার ছুরতে এরূপ বলেছেন যে, যদি এরূপ শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য নিজের করজদারের উপ বর্তায়ে দিবে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। তবে যদি অর্ধেক মূল্য করজদারের উপর বর্তায়ে দিবে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। তবে যদি অর্ধেক মূল্য করজদারের উপর বর্তায়ে দেয়ার শর্ত করে, তা জায়েয হবে কিন্তু হাকেম (রহঃ) স্বীয় মোখতাছার কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইহা প্রত্যেক অবস্থায়ই জায়ে হবে এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এরূপ শর্ত অআরোপ করা হয় যা আকদের জন্য মুনাসিব নয়। কিন্তু শরীয়তে উহা জায়েয রাখা হয়েছে। যেমন খিয়ারে শর্ত, মিয়াদ ইত্যাদি বা শরীয়তে যার বিধান নেই কিন্তু লোক সমাজে উহার প্রচলন আছে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত অআছে। যদি কেউ এরূ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় জয়েয হবে। কেননা মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারটির প্রচলন করেছে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

এভাবে যদি কেউ কোন ফাটা মোজা এরূপ শর্তে ক্রয় করে যে, বিক্রেতা উহা সেলাই ক দিবে। আর বিক্রেতা যদি উহা সেলাই করে দেয় তবে এ্প ক্রয়-বিক্রয় করে যা শরীয়তে বিধান নাই এবং লোক সমাজেও উহার প্রচলন নাই। বে তা জায়ে হবে না। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ধিত আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি আমার গোলাম তোমারনিকট একহাজার দেরহাম মূল্যে এই শর্তে বিক্রয় করলাম যে, তুমি একে আমাকে দিয়ে দিবে অথবা ইহার উপর আমা রস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিবে, তবে বায়ে' ফাসেদ হবে। কেননা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে হেবার শর্তারোপ করেছে।

আর যদি কেউ এরূপ শর্ত করে যে, এ গোলাম তোমার নিকট বিক্রয় করলাম যে, তুমি একে কিছু বেশি মূল্যের বদলে আমাকে দিয়ে দিবে, তবে তা জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কোন গোলাম এই শর্তে বিক্রয় করা হয় যে, ক্রেতা যখন উহাকে বিক্রয় করবে, তখন বিক্রেতা উহার অধিক হকদার হবে তবে বায়ে' ফাসেদ হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ কোন বস্তু এই উদ্দেশ্যে খরিদ করে যে, উহা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করবে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। যদি কিছু ফল এজন্য খরিদ করে যে, বিক্রেতা তা পড়ে দিবে অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে একহাজার দিরহাম কর্জ দিবে তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কোন বস্তু এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা তাকে কিছু হেবা করবে অথবা ছদকাহ করবে অথবা কোন বস্তু তার নিকট বিক্রয় করবে বা তাকে কিছু কর্জ দিবে, তবে বায়ে' ফাসেদ হবে । আর যদি কোন বাইরের লোকের কিছু কর্জ দিবার শর্ত করা হয়, তবে বায়ে' জায়েয হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কোন গোলাম বা দাসী কেউ এই শর্তে বিকক্রয় করে যে, তাকে ক্রেতা বিক্রয় করবে না, হেবা করবে না এবং কোন প্রকারেই তাক নিজের মিলিকিয়াতমুক্ত করবে না, তবে বায়ে' ফাসেদ হবে ইহা বাদায়ে' কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ কোন গোলাম এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে খানা খাওয়াবে, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে গোশত আহার করাবে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ এই শর্তে গোলাম বিক্রয় করে যে, ক্রেতা তাকে আযাদ করে দিবে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বায়ে' ফাসেদ হবে। এমন কি যদি ক্রেতা উহাকে কব্জা করার পূর্বে আযাদ করে দেয়, তবে তার আযাদী জারী হবে না।

আর যদি তাকে কব্জা করার পর আযাদ করে দেয়, তবে প্রথম আকদ জায়েয হয়ে যাবে। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর এস্তেহাসানান মত। এমনকি এক্ষেত্রে ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হবে এবং ছাহেবাইনের নিকট আকদ জায়েয হবে না এবং তার মূল্য দিতে হবে। ইহা হীত কিতাবে উল্লেখ আছে। আর এই কথার উপর সকলেই একমত যে, যদি ঐ গোলাম ক্রেতার নিকট আযাদ করার পূর্বে মরে যায়, তবে তার মূল্য দিতে হবে। এভাবে যদি ক্রেতা কারও নিকট বিক্রয় করে বা উহাকে হেবা করে দেয়, তা হলেও ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কেউ তার দাসী এই শর্তে বিক্রি করে যে, ক্রেতার তাকে দীবার তৈরি কাপড় পরিধান করাতে হবে, তাকে প্রহার করতে পারবে না, কোনরূপ কষ্ট দিতে পরবে না। তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এই শর্তে কোন দাসী বিক্রয় করে যে, ক্রেতা উহাকে মুদাব্বির বানাবে অথবা উম্মে অলাদ বানাবে, তবে বায়ে' ফাসেদ হবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি ক্রেতা কোন বস্তু এই শর্তে খরিদ করে যে, বিক্রেতাকে বাইরের কোন ব্যক্তি এত দিরহাম কর্জ দিবে এবং যদি ক্রেতা তা স্বীকার করে নেয়, তবে ছদরে শহীদ (রহঃ) শরহে জামে' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ ফাসেদ হবে না। এবং কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আকদ ফাসেদ হয়ে যাবে ।

কুদুরী কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার ছুরত এই যে, যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে যে, আমি তোমার নিকট হতে এই বস্তু এই শর্তে খরিদ করলাম যে, তুমি আমাকে অথবা অমুক ব্যক্তিকে কর্জ দিবে, তবে এই ছুরতে বায়ে' ফাসেদ হবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। মুনতাকা কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) লিখেছেন যে, এরূপ শর্ত যা বিক্রেতার উপর আরোপ করলে বায়ে' ফাসেদ হয়ে যায়, যখন তা কোন বাইরের লোকরে উপ রআরোপ করা হয়, তখন আকদ বাতিল হয়ে যায়। এর কায়েদহা এই যে, যেই শর্ত বিক্রেতার উপর আরোপ করা জায়েয নয়, বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারও উপর তা আরোপ করলে তাও জায়েয হবে না।

উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি একটি ঘোড়া এই শর্তে খরিদ করে যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বিশ দিরহাম হেবা করবে, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিলহবে। আর যদি এভাবে শর্ত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে বিশ দিরহাম হেবা করবে,

www.nagorikpathagar.org

তা হলেও ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। যে সকল শর্ত বিক্রেতার উপর আরোপ করলে বায়ে' ফাসেদ হয় না, তা বাইরের লোকের উপর আরোপ করলেও বায়ে' ফাসেদ হবে না এবং উহা রখিয়ার হাছিল হবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এই শর্তে কোন বস্তু কিনে যে, অমুক ব্যক্তি আমা হতে এই পরিমাণ কমিয়ে দিবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং তার খিয়ার হাছিল হবে। যদি ইচ্ছা হয় সম্পূর্ণ মূল্যে নিয়েনিবে অথবা ইচ্ছা হলে ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করবে।

ইবনে সেমা' ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, দি কারও নিকট হতে কোন বস্তু এই শর্তে খরিদ করে যে, বিক্রোকে ক্রেতার পুত্র বা অন্য কোন বাইরের ব্যক্তিকে বিক্রিত বস্তুর মূল্য হতে এই পরিমাণ দিয়ে দিবে। তবে বায়ে' ফাসেদ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন কাপড় এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা উহা বিক্রয় করবে না বা হেবা করবে না অথবা কেউ যদি কোন ঘোড়া এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা উহা বিক্রয় বা হেবা করবে না। অথবা কেউ কিছু খাদ্য এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা উহা খাবে না বা বিক্রয় করবে না, তবে কিতাবুল মোযায়েরাতের বর্ণনানুযায়ী এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জাযে হবে এবং মুজাররাদ কিতবেও হাসান (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ইহাই বিশুদ্ধ। ইহা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। জাহের মাযহাবও এরূপ। ইহা হেদায়া কিতাবের বিবরণ।

হাসান (রহঃ) ইমাম অআবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ কারও চতুষ্পদ জন্তু এই শর্তে খরিদ করে যে, ক্রেতা উহাকে বেঁধে ঘাস খাওয়াবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি বিক্রেতা উহা এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা যবেহ করে ফেলবে, তবে বায়ে' জায়েয হবে। আর যদি বিক্রেতা এই শর্তারোপ করে যে, ক্রেতা উহা অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করবে বা ইহা অমুক ব্যক্তি নিকট বিক্রয় করতে পারবে না, তবে বায়ে' ফাসেদ হবে। আর যদি শুধু এরূপ শর্তারোপ করে যে ক্রেতা উহাকে বিক্রয় বা হেবা করে দেয় এবং অমুক ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করে, তবে বায়ে' জায়েয হবে।

মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এরূপ ইবনে সেমা' (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যদি কেউ কোন গোলাম এরূপ শর্তে খরিদ করে যে, ক্রেতা উহাকে অমুক ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করবে না অথবা যদি কেউ কোনবাড়ী এই শর্তে ক্রয় করে যে, ক্রেতা উহার গৃহ ভেঙ্গে ফেলবে না এবং নতুন গৃহও নির্মাণ করবে না; বরং তাতে অমুক ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। তবে বায়ে' ফাসেদ হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

কেউ কোন বস্তু এরূপ শর্তে করল যে, ক্রেতা হয়ে শুধু তার নিজের ব্যবহারের জন্যই নির্দিষ্ট রাখবে। তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। দি কেউ কোন বস্তু এরূপ শর্তে বিক্রয় করে যে, আমি এই বস্তু শুধু তোমার ঘুষ-রেশওয়াত জাতীয় হারাম উপার্জনের বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। ইহ া ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কোন বস্তু এরূপ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কোন বস্তু এরূপ শর্তে ক্রয় করে যে, আমি ইহার মূল্য এর বিক্রয়কৃত মূল্য দ্বারা আদায় করব, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন গৃহ এই শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা উহা মুসলমানদের জন্য মসজিদ বানিয়ে দিবে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। এভাবে যদি কেউ কিছু খাদ্য এই শর্তে বিক্রয় করে যে, উহা ফকীরদের মধ্যে ছদকাহ করে দিবে, তা হলেও ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। আর এভাবে যদি এরূপ শর্ত করে যে, এই এ গৃহ পথিকদের জন্য সরাইখানা অথবা এই যমিন

কবরস্থান বানাবে, তা হলেও বায়ে' ফাসেদ হবে। ইহা ফতোয়ায় কাজীখানের বিবরণ। যদি কেউ বলে যে, আমি আমার গোলাম তোমার নিকট একহাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করলাম যে, অমুকের নিকট তোমার একহাজার দিরহাম কর্জ পাওনা আছে। উহা তার নিকট হতে আদায় করার জন্য আমি ইহা তোমার নিকট বিক্রয় করলাম। তবে এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং উক্ত কর্জদারের নিকট পাওনা দেরহামের মালিক বিক্রেতা হয়ে যাবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন গোলাম কারও নিকট এরূপ শর্তে বিক্রয় করে যে, ক্রেতা এর মূল্য বিক্রেতার নিকট পাওনাদারকে আদায় করে দিবে। তবে ক্রয়-বিক্রি ফাসেদ হবে।

এভাবে যদি কোন গোলাম কারও নিকট এরূপ শর্তে খিয়ারের উপর এরূপ শর্তে খরিদ করে যে, যদি ক্রেতা উহাকে বিক্রয়ের জন্য পেশ করে অথবা উহার দ্বারা খেদমত গ্রহণ কে রতা হলেও সে নিজের খিয়ারের উপর বাকী থাকবে। তবে এরূপ বেচা-কেনা ফাসেদ হবে। যদি কোন ব্যক্তির কারও নিকট একটি দীনার থাকে এবং সেই বক্তি উহা রনিকট হতে এ শর্তে একটি কাপড় খদি করে যে, সে ঐ দীনার চাইবে না। তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। এমন কি যদি কাপড়ের স্থলে কোন গোলাম হয় এবং তাকে ক্রেতা কজা করার পূর্বে আযাদ করে দেয়, তবে তার আযাদী জারী হবে না।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান এবং উমারাদের হুকুমের মাসায়েল এবং কাজীর নিজের ব্যক্তিগত ফায়ছালা বিবরণ

যদি বাদশাহ দুই বক্তির প্রতি হুকুম করে তবে তা জারী হবে না এবং খাছছাফ (রহঃ) লিখিত আদাবুল কাজীকিতাবে উল্লেখ আছে যে, জারী হবে এবং ইহাই বিশুদ্ধতর আর ফতোয়া ইহারই উপর। খোলাছাহ কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। যদি কাজী খলীফার তরফ হতে নিযুক্ত হয়, আমীরের তরফ হতে না হয় তবে আমীরের এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, ফায়ছালা করে। যদি সে কাজীর ফায়ছালা করে তবে তা জারী হবে না। হেশাম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে শুনেছি, যদি কাজীর তরফ হতে নায়েব কাজী নিযুক্ত করে। যদিও আমীর ওশর, এবং খাজনা ইত্যাদি আদায় করার মালিক হয়। যদি ঐ আমীর উক্ত ব্যাপারে হুকুম করে তবে তা জায়েয হবে না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

মাজমাউন নাওয়াযেল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শায়খুল ইসলাম অআবু হাসান (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি কাজীর কোন লোকের সাতে বিবাদ থাকে এবং সে তা ফায়ছালা করার জন্য তার নায়েবের নিকট পেশ করে এবং সে উহা ফায়ছালা করে দেয় তবে তা জায়েয হবে কি হবে না? তিনি জবাব দিলেন যে, জায়েয হবে না। কেননা উহা রহুকুম কাজীর হকের ক্ষেত্রে এরূপ, যেমন নিজের জন্য খোদ ফায়ছালা করে নিজেই হুকুম দিয়ে দিল। শায়খ আবুল হাসান (রহঃ) বলেছেন যে, যেই ব্যকিত এরূপ আপদে পতিত হয় তার উচিত বাদশাহর নিকট দরখাস্ত করে যেন সে অন্য কোন কাজী দ্বারা এই মকদ্দমার ফায়ছালা করিয়ে দেয়। তবে তার হুকুম জারী হয়ে যাবে।

আর কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, নায়েবে কাজীই উহা ফায়ছালা করে দিবে। নাওয়ায়েল কিতাবে এরূপ দলীল মৌজুদ আছে। উহাতে উল্লেখ আছে যে, বাদশাহর বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি কাজীর নিকট নালিশ করল। অতঃপর কাজী বাদশাহসহ এক জায়গায় উপবেশন করল এবং বাদী যমিনের উপর বসল। শায়খ (রহঃ) বলেন যে, উচিত হবে কাজী নিজের স্থান হতে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাদীকে নিজের স্থানে বসতে দিবে আর নিজে গিয়ে যমিনের উপর বসবে। তারপর উভয়ের মদ্যে ফায়ছালা করে দিবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর যমানায় কোন ইয়াহুদী খলীফা হারুন রশীদের বিরুদ্ধে নালিশ করল। কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ) উহার নালিশের শুনানী গ্রহণ করলেন। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রহঃ) শোরায়হকে কাজী নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিজেই তার নিকট কোন একটি বিষয়ে নালিশ করেছিলেন। খাছছাফ (রহঃ) বলেন যে, যে ইমাম বা সুলতান কর্তৃক কাজী নিযুক্ত হয় যদি কাজী তার কোন ব্যাপারেও ফায়ছালা করে বা তার বিরুদ্ধে কোন হুকুম দেয় তবে তা জায়ে হবে। এভাবে যদি ইমামের পুত্র অথবা পিতা অথবা তার স্ত্রীর সম্পর্কে কাজী কোন ফায়ছালা করে তবে তা জায়েয এবং জারী হবে। একইভাবে যদি কাজী উল কুজ্জাত নিজের নিয়োগকৃত কোন কাজীর দরবারে কোন বিষয়ে নালিশ করে এবং সে কাজীউল কুজ্জাতের পক্ষে বা বিপক্ষে রায় প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে।

যদি কোন শরহে কোন কাজী নিয়োগ করা হয় এবং তাকে হুকুম দেয়া হয় যে, বিভিন্ন এলাকায় আরও কাজী নিযুক্ত কর। তদনুযায়ী সে কাজী নিযুক্ত করে, অতঃপর প্রধান কাজী ঐ কাজীদের মধ্যে কোন এক কাজীর নিকট মকদ্দমা পেশ করে তবে তা জায়েয হবে। চাই সেই কাজী প্রধান কাজীর পক্ষে রায় প্রদান করুক অথবা রায় তার বিপক্ষে হোক। হেশাম (রহঃ) স্বীয় নাওয়াদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এক ব্যক্তির যিম্মায় কাজীর প্রতিবেশিমূলক শোফা' ছাবেত হল এবং সে তা দিল না; বরং অঙ্গীকার

www.nagorikpathagar.org

করল এবং ঐ শহরের অলী এমন নয় যে, কাজী নিযুক্ত করতে পারে। এ অবস্থায় হুকুম কি হবে? তিনি বললেন যে, অলী উভয়কে বলবে যে, তোমরা উভয়ে কোন বিচারক মনোনীত করে নাও। সে তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবে। তখন আমি বললাম, যদি ঐ ব্যক্তি তার বিচার না মানে? তিনি বললেন, না মানলে তাকে মজবুর করা যাবে।

মোটকথা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এ ছুরতে সালিশ নিবাচন করার দিকে ইশারাহ করলেন; কিন্তু এ কথা বললেন না যে, খলীফায়ে কাজী অর্থাৎ কাজী নায়েব উভয়ের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবে। ঐভাবে বিচারক বা সালিস নির্বাচন করা হযরত ওমর (রা) এর যমানা হতে ছাবেত আছে। ঐ সময়ে এক যুবক এবং আবু বকর (রাঃ) রে মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) কে সালিস নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবং অন্য একটি মকদ্দমায় শোরায়েহকে সালিস বানানো হচ্ছিল। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ। হেশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, শহরের কাজী মরে গেল এবং তথাকার অলী কাজার মুতাওয়াল্লী নিযুক্তির অধিকারী নয়, এক্ষেত্রে বাদী-বিবাদীর উপর মজবুর করা যাবে যে, তোমরা পরস্পরে এক বিচারক বানিয়ে নাও। তখন ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন, যখন উভয়ের মধ্যে কেউ এতে রাজী না থাকে, তখন তার উপর মজবুর করা জায়েয হবে না। তবে যদি কর্জ বা গছবের ব্যাপার হয় তা হলে মজবুর করা যাবে।

মোটকথা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই ছুরতে সালিস নির্বাচন করার দিকে ইশারা করলেন; কিন্তু এ কথা বললেন না যে, কাজীর নায়েব উভয়ের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবে। ঐভাবে বিচারক বা সাালিশ নির্বাচন করা হযরত ওমর (রাঃ)-এর যমানা হতে ছাবেত আছে। ঐ সময়ে এক যুবক এবং আবু বকর (রাঃ) এর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) কে সালিশ নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং অন্য একটি মকদ্দমায় শোরায়েহকে সালিস বানানো হয়েছিল। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হেশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, শহরের কাজী মরে গেল এবং তথাকার অলী কাজার মুতাওয়াল্লী নিযুক্তির অধিকারী নয়, এক্ষেত্রে বাদী-বিবাদীর উপর মজবুর করা যাবে যে, তোমরা পরস্পরের এক বিচারক বানিয়ে নাও। তখন ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন, যখন উভয়ের মধ্যে কেউ এতে রাজী না থাকে, তখন তার উপর মজবুর করা জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাজীর দরবার এবং দরবার গৃহ ইত্যাদির মাসায়েল

কাজী বিচার মীমাংসার জন্য কোন প্রকাশ্য দরবারে অথবা মসজিদে আসন গ্রহণ করবে তাতে সর্বসাধারণ সহজেই সেই দরবারে উপস্থিত হতে পারবে। ইহা এতাবিয়ারাহ কিতাবের বিবরণ। বিচার দরবারের জন্য জামে' মসজিদ সর্বোত্তম। তারপর যে মসজিদে জামাত অনুষ্ঠিত হয় তাতেও বিচার অনুষ্ঠান করা যাতে পারে। যদিও ইহাতে জুমআর নামায আদায় করা না হয়। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ। ইমাম ফখরুল ইসলাম (রহঃ) বলেন যে, এই হুকুম তখন হবে যখন জামে মসজিদ শহরের কেন্দ্রস্থলে হয়। যখন ঐ মসজিদ শহরের কোন প্রান্তে থাকে তখন উচিত শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত অন্য কোন মসজিদে দরকার অনুষ্ঠান করা। তাতে সর্বসাধারণের যাতায়াতে অসুবিধা হয় না। যদি বিচারক তার নিজের কওমের প্রতিষ্ঠিত কোন মসজিদে বিচারের বৈঠক করে তবে তাতে দোষের কিছু নাই। কোন কোন পূর্ববর্তী মাশায়েখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। ফখরুল ইসলাম (রহঃ) বলেন যে, এই হুকুমও তখন হবে, যখন ঐ মসজিদ শহরের মধ্যস্থলে হয়।

যখন কাজী কোন বিচার অনুষ্ঠানের জন্য মসজিদে প্রদেশ করবে তখন মুস্তাহাব এই যে, প্রথম দুই রাকাত অথবা চার রাকাত নফল নামায আদায় করবে। তবে চার রাকাত আদায় করাই উত্তম। তারপর আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া

www.nagorikpathagar.org

করবে, যেন আল্লাহ তাকে উচিত বিচার করার তাওফীক এনায়েত করেন এবং ভুল-ত্রুটি ও অন্যান্য অপরাধ হতে বেঁচে রাখেন। অতঃপর কাজী বিচারের জন্য আসন গ্রহণ করবে। যদি দরবারে ফিকাহবিদ এবং জ্ঞানী বিচক্ষণ লোকগণ উপস্থিত থাকে তবে তাদেরকে নিজের নিকট বসতে দিবে এবং অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদেরকেও কাজী নিজের কাছে বসাবে।

যদি কাজী বিচারের জন্য যোগ্য এবং আলেম ব্যক্তি হয় তবে দরবারে সে একা বসলেও দোষের কিছু নেই। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। আর যদি কাজী অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ হয় তবে মুস্তাহাব এই যে, আলেম লোকগণকে দরবারে উপস্থিত রাখবে। ইহা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ। ঐসব আলেমদের সাথে পরামর্শ করতঃ বিচার করবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ। অবশ্য দরবারে বাদী-বিবাদীর সামনে ও প্রকাশ্যে এরূপ পরামর্শ করবে না। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

কাজী বিচারের আসনে উপবিষ্ট হয়ে মকদ্দমা সংক্রান্ত নথিপত্রের দফতর নিজের ডান পার্শ্বে রাখবে এবং মুন্সী অর্থাৎ দফতর-তাজির কাজীর পিছনে বা এক পার্শ্বে বসবে। তার পর কাজী দফতর হতে বাদী-বিবাদীর লিখিত বর্ণনা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য-প্রমাণের কাগজ-পত্র বের করে মনোযোগ সহকারে উহা দেখতে থাকবে। বিচার সংশ্লিষ্ট কোন ভারপ্রাপ্ত আমলা ব্যক্তি রেশওয়াত গ্রহণ করে বাদী-বিবাদীর বর্ণনা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে কোনরূপ কম-বেশি, রদবদল বা হেরফের করেছে নাকি বিশেষভাবে তা দেখবে। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে। যদি কাজী বিচারানুষ্ঠান তার গৃহেই করতে চায় তবে তাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের লোকদেরকে ঐ গৃহে উপস্থিত হতে অনুমতি দিবে। তা ছাড়া তাদের নিজস্ব লোকগণ উপস্থিত থাকতে চাইলে তাদেরকেও অনুমতি দিবে। ইহা হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে। তবে এই হুকুম তখন দেওয়া যাবে যখন কাজীর গৃহ প্রশস্ত হয় এবং উহা শরহের কেন্দ্রস্থলে হয়। যেরূপ মসজিদের ক্ষেত্রে হুকুম আছে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে।

মবসুত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কাজীর নিজের গৃহে বসে মকদ্দমার বিচার করলে অথবা অন্য যে কোন স্থানে সে ভাল মনে করে সেখানে বসেই কাজী বিচার করতে পারে। কেননা বিচার ব্যবস্থার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান বা গৃহ হতে হবে এমন শর্ত নেই। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ। আমাদের মাযহাব মতেও কাজীর নিজের গৃহে বিচারের বৈঠক করলে তাতে অন্যায়ের কিছু নেই। যদি কাজীর গৃহ শহরের মধ্যস্থলে হয়। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কাজী মসজিদ অথবা কোন গৃহে বিচারের অনুষ্ঠান করে তবে অবশ্যই গৃহদরজায় দারোয়ান নিযুক্ত করবে। যেন অধিক এবং অনাহুত লোক এসে হুকুম না করে। কিন্তু ঐ দারোয়ানের জন্য ইহা হালাল হবে না যে, সে বাইরের লোক হতে রেশওয়াত বা কিছু বখশিশ নিয়ে তাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

মসজিদের মধ্যে বিচারের রায় দিলেও মসজিদের মধ্যে অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করবে না। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ। বিচারের বৈঠকের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই, তা পূর্বেই বলেছি। এমনকি কোন প্রশস্ত রাস্তার উপরও বিচারের বৈঠক হতে পারে। যদি পথিকদের চলাচলে অসুবিধা না হয়। ইহা তাবিয়ীন কিতাবে উল্লেখ আছে। কাজী মসজিদে প্রবেশ করলে বাদী-বিবাদী তাকে সালাম করা দোষে কিছু নয়। তবে এই ব্যাপারে মাশায়েখাদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, কাজীকে সালাম করায় দোষের কিছু নেই এবং না করায়ও দোষের কিছু নেই। কিন্তু কেউ বলেছেন যে, কাজীকে সালাম করা ওয়াজিব এবং সালাম তরক করার কোন অবকাশ নেই।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে অলী এবং আমীরদের উপরও সালাম করা ওয়াজিব এবং সালাম না করার অবকাশ নেই। কাজী যখন বিচার করার জন্য বসে যায় তখন বাদী-বিবাদী তাকে সালাম করবে না। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এই রীতির কারণেই যখন লোকগণ অলী এবং আমীদেরকে নিকট যায় তখন তাদেরকে সালাম করে না এবং তারাও আগন্তুকদেরকে সালাম করে না। কেননা যখন কাজীর ক্ষেত্রেই ঐরূপ হুকুম তখন অলী ও আমীরদের ক্ষেত্রে এরূপ প্রচলন হবে না কেন? মূলতঃ এই কাজটি সঠিক নয়; বরং ছহীহ এই যে, লোকগণ তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে। আর সাক্ষাতকারীদের জন্য সালাম করা কর্তব্য কাজ। পক্ষান্তরে কাজীর দরবারে লোকগণ বিচারের জন্য আসে। কেউই তার সাথে সাক্ষাত করতে আসে না। তবে যদি কাজীকে কেউ সালাম করে তার জবাব দিলে কাজীর জন্য কোন দোষের কারণ নেই। তবে যদি জবাব দেয় তবে শুধু ওয়া আলাইকুম এতটুকু বলবে। ইহার বেশি কিছু বলবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

শায়েখ ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল বোখারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যেই বক্তি নিজের ছাত্রদেরকে ফিকাহ শিক্ষা দিতে বসেছে, কোন সাক্ষাতপ্রার্থী এসে যদি তখন তাকে সালাম করে তখন তাকে সালামের জবাব না দিলে তা অন্যায় হবে না। এভাবে যদি কেউ আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে তখন কোন লোক এসে তাকে সালাম করলে যিকিরলিপ্ত ব্যক্তির জন্য সালামের জবাব দেওয়া জরুরী নয়।

যখন কাজী মকদ্দমার বিচার করার জন্য বসে যায় তখন একব্যক্তি দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদেরকে ঘোষণা করে দিবে, যে যেখানে উপবিষ্ট আছে সেখান হতে কেউ যেন সামনে এগিয়ে না বসে এবং বেয়াদবীমূলক কোন কাজ যেন কারও দ্বারা প্রকাশ না পায়। মকদ্দমার বিচার চলাকালে কাজী যদি বাদী-বিবাদীর কারও সাথে কোনরূপ আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করে সেই পক্ষের লোকদেরকে কিছুটা দূরে সরে বসতে নির্দেশ দিবে। আবার অন্য পক্ষের সাথে যখন এরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করবে তখন এভাবে বিপক্ষীয় লোকদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে। ভাল মনে করলে কাজী এক পক্ষের সাথে আলোচনা করাকালে অন্য পক্ষকে নিকটে রেখেও নিতে পারে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। একই দিনে কয়েকটি মুকদ্দমার বিচার করতে হলে যে মুকদ্দমার লোকগণ আগে এসেছে তাদের মকদ্দমার বিচার আগে করবে এবং পরে আগমনকারীদের মকদ্দমার বিচার পরে করবে। এভাবে আগে-পরে আসার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তির মর্যাদা এবং উচ্চপদের জন্য তার মকদ্দমার বিচার আগে করা কোনক্রমেই উচিত হবে না। যদি সে পরে এসে থাকে। তবে যদি কোন দুরবর্তী এলাকার লোকের মকদ্দমা থাকে সেই ক্ষেত্রে ঐ মুকদ্দমা অন্য মুকদ্দমার পূর্বে করা যেতে পারে। ইহা হাবী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন বিচারপ্রার্থী অধিক গরীব এবং মুসাফির হয় তবে তার মুকদ্দমা আগে করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি নিজে একথা বলে যে, আমি মুসাফির এবং গরীব আমার মুকদ্দমার বিচার সকালে করলে আমি যথাসময়ে দেশে ফিরে যেতে পারব এবং বিলম্বে বিচার করা হলে আমার পক্ষে দেশে ফিরিয়ে সম্ভব হবে না। তখন আমি বিশেষ সঙ্কটে পতিত হব। ঐ ব্যক্তির শুধু নিজের বলায়ই কাজী তা তাছদীক করবে না; বরং কাজীতার নিকট হতে সাক্ষী তলব করবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে। এই ব্যাপারে সাক্ষীর জন্য আদালাত শর্ত নয়। যদি সাক্ষীর স্বভাব-চরিত্র এবং আচার-আচরণাদি না জানা থাকে তাকেও ক্ষতি নেই।

হানাফী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তির এরূপ সঙ্গী-সাথীদের নিকট জিজ্ঞাসা করেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যাদের সাথে সে দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করে। কাজী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তোমরা

www.nagorikpathagar.org

কোন দিন দেশে প্রত্যাগমন করবে এবং ঐ ব্যক্তিও তোমাদের সাথে যাবে কিনা? যদি তারা এরূপ বলে যে, হ্যাঁ, সেও আমাদের সাথী। আমাদের সাথে সেও দেশে ফিরবে। তবে কাজী ঐ ব্যক্তির কথানুযায়ী কাজ করবে। যদি কোন মুকদ্দমায় পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীর সাক্ষী থাকে তবে মহিলাদের সাক্ষী অগ্রে গ্রহণ করবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। কাজী বিচারাসনে বসে বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের লোকদেরকে নিজের সামনে এক বরাবর পাশাপাশি বসিয়ে দিবে। মুহীত কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। কোন পক্ষের কোন লোকের দিকে কাজী হস্ত বা মস্তক দ্বারা কোনরূপ ইশারা করবে না। ইহা এতাবিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

কাজী বিচারানুষ্ঠানকালে কোন দিকে চেয়ে প্রকাশ্যভাবে হাস্য করবে না। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে উল্লেখ আছে। বিচার মজলিসে কাজী কোনরূপ হাসি-ঠাট্টা করা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকবে এমন কি কাজীর জন্য বিচার মজলিসের বাইরেও হাসি-ঠাট্টা করা হতে পরহেজ করা চাই। কেননা তাতে কাজীর ব্যক্তিত্ব ও গুরুত্ব হ্রাস পায়। ইহা তাবিয়ীন কিতাবে বর্ণিত আছে। কাজীর জন্য ইহাও উচিত নয় যে, সে মুকদ্দমার কোন এক পক্ষের সাথে এরূপ খোলাখুলিভাবে কথা বলে যেরূপ অন্য পক্ষে সাথে বলেনি। মুহীত কিতাবে এরূপ লিখিত আছে যদি কাজীর আন্তরিক আকর্ষণ দুই পক্ষের সাথে বলে নি। মুহীত কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। যদি কাজীর আন্তরিক আকর্ষণ দুই পক্ষের কোন একটি পক্ষের দিকে আপনা হতে জন্মিয়ে যায় এবং সেই আন্তরিক অবস্থার প্রতি কাজীর কোন হাত না থাকে তবে তজ্জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কেননা ইহা মানুষের বেইখতিয়ারী অর্থাৎ ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

মোটকথা কাজী সর্বক্ষেত্রে সমতা রক্ষার জন্য আদিষ্ট। তবে তা যতদূর তার সাধ্যে সম্ভব হয়। যদি সাধ্য শক্তিতে সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারে কাজী ত্রুটি বা অবহেলা করে তবে তজ্জন্য সে দায়ী এবং জবাবদিহির সম্মুখীন হবে। আর যেক্ষেত্রে সম্ভব নয় সেই ক্ষেত্রে মাজুররূপে গণ্য হবে, সুতরাং তখন সে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না। ইহা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। বাদী-বিবাদীর মধ্যে যদি একজন খোদ বাদমাহ অথবা গণ্যমান্যআলেম হয় এবং বাদশাহ কাজীর পার্শ্বে সম আসনে উপবিষ্ট হয় এবং মুকদ্দমার অন্যপক্ষ ভূমিকে আসন গ্রহণ করে তবে কাজী নিজের আসন হতে উঠিয়ে তার আসনে ঐ ব্যক্তিকে বসতে দিবে এবং নিজে ভূমিতে বসবে। ইহ বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের মধ্যে সমতা ও সমান দৃষ্টি রক্ষিত হবে। একের উপর অন্যের প্রাধান্য সূচিত হবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

কাজী মুকদ্দমার কোন একটি পক্ষের সাথে মেহমানদারী করবে না। তবে যদি অন্যপক্ষও সাথে থাকে তা হলে জায়েয হবে। ইহা নেহায়াহ কিতাবে বর্ণিত আ। কাজীর জন্য এক পক্ষের সাথে এরূপ গোপনীয় কথা বলা সিদ্ধ হবে না যা অন্যপক্ষের সাথে বলা না যায়। ইহা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। মোখতাছারে খওয়াহের যাদাহ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কাজী মুকদ্দমার একটি পক্ষের সাথে তার নিজের গৃহে কোনরূপ গোপনালাপ করবে না। তাতারখানিয়াহ কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে। কাজীর সর্বদা এরূপ যে কোন কাজ হতে বিরত থাকতে হবে যাতে লোকের হতার উপর দুর্নাম বা অপবাদ আরোপ করার সুযোগ ঘটতে পারে। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে লিখিত আছে। বাদী-বিবাদী উভয়ের সাথে যখন কাজী একই সাথে আলাপ শুরু করবে তখন একজনের দিকে হতে অন্যজনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে অথবা বারবার মুখ ফিরিয়ে কথা বলা হতে বিরত থাকবে। কেননা ইহা কাজীর জন্য মাকরূহ।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিচারকের কাজ-কর্ম এবং গুণাগুণের মাসায়েল

বিচারকের উচিত যে, তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু হবেন এবং বিচারকার্যে ন্যায়নিষ্ঠা বজায় রেখে হক বিচার করবেন। প্রবৃত্তির দাস সেজে অন্যায়-অবিচার করবেন না। ইহা পথচ্যুতির লক্ষণ। কারও কোনরূপ প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনে বিচারকার্যে অন্যায় পথ অবলম্বন করবেন না; বরং এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ফরমাবরদারী অবলম্বন করবেন এবং এই দায়িত্বপুর্ণ কার্যের মাধমে বুলন্দ মর্তবা ও ছওয়াবের আশা রাখবেন। পক্ষান্তরে, আল্লাহর ভীষণ আযাব হতে বেঁচে থাকার উপায় করে নিবেন। বিচারের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের অনুসরণ এবং মহান আল্লাহ তায়ালার হিকমতের পায়রবী করবেন । ইহা মুহীতে সুরুখসীর কিতাবের বিবরণ।

বিচারের ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু কথা আছে। ছহীহ এই যে, বিচারাক ইচ্ছা করলে বিচার মজলিসে অথবা অন্য কোন মোআমেলার মধ্যে যেখানে ইচ্ছা রায় প্রদান করতে পারেন। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। ইবনে সেমা' (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বিচারকের নিকট কোন উদ্দেশ্যে আসে এবং কাজী তা বুঝতে পারেন যে, সে এজন্য এসেছে অর্থাৎ যদি কাজী বুঝতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তির মুকদ্দমায় কাজী কি রায় দিবে তা তার নিকট হতে পূর্বাহ্নে জেনে নিতে এসেছে। তা হলে কাজী তাকে নিজের দরবার হতে বের করে দিবেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বিচারকের বিচার মজলিসে কোন কিছু বেচা-কেনা করা উচিত নয়। শামসুল আয়েম্মা সুরখসী (রহঃ) বলেন যে, এই কথার দ্বারা কাজীর নিজের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয় বলা হয়েছে। তবে যদি কাজী কোন ইয়াতীম বা করজদার মৃতের জন্য কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তাতে কোন দোষ হবে না। অবশ্যই যদি কাজী বিচার মজলিস ছাড়া অন্য কোন স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা করতে পারে। আমাদের মাযহাবে ইহা জায়েয আছে। কিন্তু কানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ছহীহ এই যে, কাজীর জন্য বিচারের একলাস হোক বা অন্য কোথাও হোক ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত নয়; বরং কাজীর উচিত তার নিজের জন্য কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করতে নির্ভরশীল কোন লোক নিযুক্ত করা। কাজীর জন্য কারও নিকট হতে কর্জ নেয়া উচিত নয় তবে এরূপ লোকের নিকট হতে কর্জ নিতে পারে, যে তার নেহায়েত অন্তরঙ্গ বন্ধু। একইভাবে কাজীর কারও নিকট হতে কিছু ধার গ্রহণ করাও উচিত নয়।

কাজীর কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে আপত্তি নেই, কিন্তু অধিক সময় রোগীর নিকটে হোক বা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের নিকটে হোক থাকবে না। কাজী বাদী-বিবাদী কোন পক্ষকেই এমন এমন প্রশ্রয় দিবে না যে, ন্যায় বিচার করা সত্ত্বেও কোন পক্ষ তার সাথে বাদানুবাদ করতে সাহসপ্রাপ্ত হয়। কাজী নিজ পরিবারের বাইরের রোগী ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে, কিন্তু তা যেন বাদী-বিবাদীর মধ্যে না হয়। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যেই ব্যক্তি কাজী পদ লাভ করে তার জন্য কোনক্রমেই বদস্বভাব, কঠিনদিল এবং অতি অল্পবয়স্ক বালক না হওয়া চাই। যদি কাজী পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হয়, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে পারদর্শী হয় তবে তার উপর জনসাধারণের অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা বজায় থাকবে এবং তারা তাকে নির্ভরশীল কাজীরূপে ধারণা করবে। কাজীর জন্য শরীয়ী বিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে। কিন্তু রুক্ষ মেজাজী কোনক্রমেই হতে পারবে না। মানুষের সাথে সচরাচর নরম ব্যবহার করবে। ইহা তাবিয়ীন কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

কাজী তার পেয়াদাদেরকে মানুষের সাথে নরম ব্যবহার করার জন্য তাম্বীহ ও তাগিদ করবে। ইহা বাযাযিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। নিয়াবী' কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে যে, ক্রোধান্বিত অবস্থায় কাজীর কখনও মামলার রায় দেওয়া উচিত নয়; বরং ইহাও মাকরূহ হবে। যদি কাজীর চোখে তন্দ্রার ভাব আসে তদবস্থায়ও সে কোন মুকদ্দামায় হুকুম দিবে না। ইহা মাকরূহ হবে। তবে এই হুকুম তখন হবে যখন ঐ সময় কাজীর রায় প্রদানের ব্যাপারে অধিক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। আর যদি তার প্রয়োজন না হয়; বরং কাজী তা করার পূর্বেই করে ফেলে থাকে তবে মাকরূহ হবে না।

আমাদের কোন কোন মাশায়েখ বর্ণনা করেছেন যে, যেদিন কাজীর কোন মুকদ্দমার বিচারের তারিখ থাকে সেদিন কাজী নফল রোযা রাখবেন না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ। বিচারকার্যে বসে যদি কাজী কোন ব্যাপারে বিশেষ আনন্দিত বা খুশী হয় বা ঘটনাক্রমে কাজীর মন তার স্ত্রী সকাশে যেতে লালায়িত হয় বা ঐ সময়ে অত্যধিক গরমী বা ঠাণ্ডা এসে পড়ে যেই কারণে কাজী পেরেশান হয়ে যায় অথবা যদি কাজীর প্রাকৃতিক হাজত দেখা দেয় তবে ঐ সময় কাজী মুকদ্দমার রায় দিবেন না। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ।

ঘটনাক্রমে বিচারকের যদি অধিক ক্ষুধা বা পিপাসা দেখা দেয় বা বিশেষ কোন কারণে কাজীর অন্তরে ক্ষোভের ভাব অথবা বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে সে তখন এজলাসে না বসে উঠে পড়বে। তারপর যখন তার হৃদয়ের অবস্থা স্বাভাবিক ভাব ধারণ কররবে তখন সে এজলাসে থাকবে ততক্ষণ চক্ষু, কর্ণ, অন্তর ও জ্ঞান-বিবেচনা সবকিছু মুকদ্দমার বিষয়বস্তু এবং মুকদ্দমা সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রতি নিয়োজিত রাখবে। অন্য কোন দিকে এক মুহূর্তের জন্যও মনে ভাবনা-চিন্তা নিয়োগ করবে না। আর বাদী-বিবাদী কাউকেও অযথা ভয়-ভীতি দেখাবে না। কেননা বিচারকের পক্ষ হতে এরূপ ভীতি প্রদর্শনের কারণে মামলা সংক্রান্ত বিষয়াবলী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

কাজী যখন মামলার বিচার করতে দরবারে আসবে তখন অপেক্ষাকৃত উত্তম পোশাক পড়বেন। জহিরিয়াহ কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে বিচারাসনে কাজী হয়তে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেন অথবা চার জানু উপবিষ্ট হবেন এবং এভাবে মামলার ফায়ছালা করবেন। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবের বিবরণ। কিন্তু চার জানু বসেই মামলার ফায়ছালা করায় বিচার কার্যের গুরুত্ব ও শান রক্ষিত হয়। ইহা তাবিয়ীন কিতারেব বিবরণ।

পায়দল যাবার সময় অথবা যানবাহন কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠে চড়া অবস্থায় কোন মামলার ফায়ছালা করবেন না। মাশায়েখেগণ কোন মুফতীর ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারেও এরূপ হুকুমের কথা উল্লেখ করেছেন; বরং মুফতী যখন কোন স্থানে স্বস্তি এবং নিশ্চিন্ততার সাথে উপবিষ্ট থাকবেন কেবল তখনই ফতোয়া প্রদান করবেন। তবে কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, যদি মামলা খুব সহজ-সরল হয়, কোন জটিলতা না থাকে তবে পথ চলার কালে ও ফতোয়া দিলে কোন দোষের কারণ নেই। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। উইয়ুন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কাজীর সহোদর ভাই কিংবা চাচাত ভাই কাজীর নিকট নিজেদের পরস্পরের মধ্যে কোন মামলা দায়ের করতে আসে তবে কাজী তা সাথে সাথে গ্রহণ না করে অপেক্ষা করতে থাকবেন যেন তারা নিজেরা পরস্পরে আপস করে নেয় কোবরা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এই হুকুম শুধু আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রে নয়; বরং বাইরের কোন লোক মামলা করতে আসলেও কাজী সহসা তা গ্রহণ না করে বাদী-বিবাদীর মধ্যে পরস্পরে মীমাংসা করে নেয়ার জন্য উপদেশ দিবে এবং তজ্জন্য তাদেরকে সময় ও সুযোগ দিয়ে দিবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বিচারকের ভাতা এবং দাওয়া-হাদিয়ার মাসায়েলা

যদি বিচারক অভাবগ্রস্ত এবং ফকীর হন তবে উত্তম এই যে, বাইতুল মাল হতে তিনি তার রুযী গ্রহণ করবেন; বরং ইহা তার উপর আবশ্যক হবে। আর যদি ধনী হন তবে সেক্ষেত্রে মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে উত্তম এই যে, ধনী বা সচ্চল হওয়ার ক্ষেত্রে বাইতুল মাল হতে সে রুযী গ্রহণ করবেন না। ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের ফতোয়া। ঐ শহরের বাইতুল মাল হতে তিনি ভাতা গ্রহণ করবেন যেই শহরের কাজী পদে তিনি অধিষ্ঠিত। কেননা ঐ শহরের অধিবাসীদেরই তিনি খিদমত করেন। ইহা এতাবিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যেভাবে কাজীকে প্রয়োজনানুসারে ভাতা দেওয়া হয় একইভাবে বাইতুল মাল হতে তার সন্তান-সন্তুতি ও পরিবার-পরিজনের খোর-পোষ এবং তার পরিবারের মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের খরচাদিও বহন করবে। কাজীর ছুটির দিনের ভাতা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে কোন বিবরণ বর্ণিত নেই, তবে এই ব্যাপারে মাশায়েখগণের মতভেদ আছে। ছহীহ মত এই যে, ছুটির দিনের ভাতাও গ্রহণ করবেন। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কাজী বাইতুল মাল হতে কিছু ভাতা গ্রহণ করেন তবে তাকে কোন মজুরী গ্রহণকারী আমেলরূপে বলা যাবে না; বরং কাজী আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করে থাকেন। ফোকাহা, ওলামা এবং ওস্তাদগণের সম্পর্কেও এই একই হুকুম, যারা পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা হয়েছিলেন তিনি বাইতুল মাল হতে ভাতা গ্রহণ করতে ন এবং এরূপ হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে এবং হযরত ওসমান (রাঃ) যেহেতু ধনী এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাই তিনি বাইতুল মাল হতে ভাত্রা গ্রহণ করতেন না। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। সুলতান অথবা ইমামের উচিত কাজী এবং তার পরিবার-পরিজনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা করা, যেন তাদের খোর-পোষের চিন্তা করতে না হয়। বর্ণিত আছে যে, যখন হুযুরে পাক (সাঃ) এতাব ইবনে উসাইদ (রাঃ)-কে মক্কার অলী করলেন তখন তাকে তিনি বাৎসরিক চারশত দিরহাম করে ভাতা দিতেন। আরও বর্ণিত আছে যে, ছাহাবায়ে কিরামগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্যও ঐ পরিমাণ ভাতা ধার্য করেছিলেন।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আলী (রা)-এর জন্য পাঁচশত দিরহাম মাসিক ভাতা ধার্য ছিল। ইহা বাদায়ে' কিতাবের বিবরণ। কাজীর মুনশীর উজরত কাজীর মতানুসারে যদি মামলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ধার্য করা মোছলেহাত হয় তবে তাই করবে। আর যদি বাইতুল মাল হতে দেয়া মোনাসেব হয় তবে তাই করবে। এভাবে বিচার মজলিসে যেই ব্যক্তি বাদীর অভিযোগ এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে তার মজুরী বাদী হতে গ্রহণ করা মোনাসেব হলে তাই করবে অথবা বাইতুল মাল হতে প্রদান করা যদি সম্ভব হয় তবে বাইতুল মাল হতেই প্রদান করবে।

নাওয়াযেল কিতাবে ইমাম ইব্রাহীম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তার নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, যদি কাজী কাতেব এবং কাগজ খরচ বাবত ত্রিশ দিরহাম গ্রহণ করেন তার পর যদি কাজী উহা হতে বিশ দিরহাম কাতেবকে দেন আর দশ দিরহাম ঐ ব্যক্তিকে দেন, যে কাজীর সামনে পেয়াদা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। আর কাগজের দাম বাদীর উপর ফেলে দেয় তবে এক্ষেত্রে হুকুম কি হবে? ইমাম সাহেব বললেন যে, যেভাবে কাজী নামোল্লেখ করতঃ দিরহাম গ্রহণ করে ঠিক তদ্রূপভাবে খরচ করাই উত্তম।

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, হাদিয়া এরূপ বস্তু যা কোনরূপ শর্ত বা স্বার্থ ছাড়া কাউকে প্রদান করা হয় এবং রেশওয়াত এরূপ বস্তু যা কোনরূপ সাহায্য বা স্বার্থ লাভের বিনিময়ে কাউকেও প্রদত্ত হয়। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবের বিবরণ। কাজীর জন্য উপহার কবুল করা উচীত নয়। তবে যদি উপহার প্রদানকারী কাজীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হয় বা এরূপ কোন লোক হয়, যে তার বিচারক হওয়ার পূর্বেও কখনও কখনও তাকে উপহার প্রদান করে। তবে এসব লোকের উপহার গ্রহণ করতে কোন দোষ নেই। তবে শর্ত এই যে, যদি তাদের মধ্যে কেউ ঐ কাজীর এজলাসে মামলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি না হয়। ঐ কাজীর এজলাসে তাদের মামলা থাকলে তাদের উপহারও গ্রহণ করা যাবে না। চাই তাদের এই ব্যক্তির কাজী হওয়ার পূর্ব হতে উপহার প্রদানের অভ্যাস থাকুক কি না থাকুক।

যদি কাজী এমন কোন উপহার গ্রহণ করে ফেলে যা তার পক্ষে গ্রহণ না করাই উচিত ছিল। তবে মাশায়েখ (রহঃ) এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, ঐ হাদিয়ার মাল বাইতুল মালে রেখে দিবে। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, যদি হাদিয়া প্রেরক কোন জানা-শুনা বা পরিচিত ব্যক্তি হয় তবে ঐ হাদিয়া তাকে ফেরত দিয়ে দিবে। সিয়ারে কবীর কিতাবেও এরূপ ইশারাহ আছে। নেহায়াহ কিতাবেও এরূপ লিখিত আছে। আর ইহাই সর্বাবস্থার হুকুম যে, যারা হাদিয়া নেয়া উচিত নয়, তা হয়ত উপহার দাতাকে ফেরত দিবে, নতুবা বাইতুল মালে দিয়ে দিবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। মোটকথা ইহার হুকুম লোকতা অর্থাৎ পতিত মালের অনুরূপ। ইহা নেহায়াহ কিতাবের বিবরণ।

আর যদি উপহারদাতাকে উপহার ফিরিয়ে দিলে সে মনে দুঃখ পায়, তবে তার উপহার গ্রহণ করতঃ ঐ পরিমাণ মূল্য তাকে দিয়ে দিবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। কাজীকে যে অলী কাজী নিয়োগ করেছে, সেই অলীর উপহার গ্রহণ করবে। তবে ওলীর ঐ কাজীর নিকট কোন মামলা থাকলে মামলার ফায়ছালার পরে তা কাজী কবুল করবে। এতাবিয়াহ কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে। যদি কোন বক্তাকে কিছু উপঢৌকন পাঠায় তবে গ্রহণ করলে কোন দোষ হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। ইমাম এবং মুফতীর জন্যও হাদিয়া কবুল করা জায়েয আছে। কাজী কারও তরফ হতে কোন খাছ দাওয়াত কবুল করবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ। ছহীহ কথা এই যে, যেই দাওয়াত এরূপ হয় যে, যদি দাওয়াতকারী জানতে পারে যে, কাজী দাওয়াতে আসবে না, তবে এই দাওয়াতের খানাপিনা তৈয়ার হবে না। তবে তাকেই খাছ দাওয়াত বলা যায়। কাফী কিতাবের বিবরণ।

দাওয়াত যদি বিচারকের কোন নিকটবর্তী আত্মীয়ের পক্ষ হতে হয় বা এমন কোন বাইরের লোকের পক্ষ হতে হয় যার এরূপ দাওয়াত করার অভ্যাস বা প্রচলন পূর্ব হতে চলে এসেছে, তবে সেই সম্পর্কে হুকুমের কোন তাফছীল উল্লেখ করা যায় নাই। তবে কুদুরী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কাজী নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের দাওয়াত-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। ইহা শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তাহাবী কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজী নিকটবর্তী আত্মীয়য়দেরও কোন কাছ দাওয়াত গ্রহণ করবে না। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম ইউসুফ (রহঃ) এর কওল। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কবুল করবে।

শায়খুল ইমাম (রহঃ) এবং শায়খুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বলেন যে, ঐ দাওয়াতকারী ব্যক্তি যদি এই ব্যক্তিকে ইহার কাজী হওয়ার পূর্বে কখওন দাওয়াত না করে থাকে, তবে তার দাওয়াত কবুল করবে না। চাই সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হোক বা কোন বাইরের লোক হোক। আর যদি পূর্ব হতে দাওয়াত করে থাকে, তবে কাজী হওয়ার পর এই ব্যক্তির জন্য দাওযাতে কোন বিশেষ এবং খাছ আয়োজন করা হয় যেমন ইতোপূর্বে আর কখনও করা হয় নি, তবে কাজী ঐ দাওয়াত কবুল করবে না। মুহীত কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে। যদি দাওয়াত কোনরূপ বিদায়াত পন্থায় হয়ে থাকে

www.nagorikpathagar.org

তবে তাতে কাজীর শরীক হওয়া উচিত নয়। কেননা ঐ ব দাওয়াত-নিমন্ত্রণায় যখন সর্বসাধারণেই যোগদান করা হালাল নয়, তখন তাতে কাজীর যোগদান করার তো প্রশ্নই উঠে না। তবে যদি দাওয়াত সুন্নত তরীকায় হয়, যেমন আলীমা ও খাতনার দাওয়াত ইত্যাদি। এসব দাওয়াতে কাজী শরীক হতে পারে তাতে তার কোন অপবাদের ভয় নেই ইহা বাদায়ে' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। জেনে রাখবে যে, রেশওয়াত কিংবা উপহার কয়েক প্রকারের আছে। এক প্রকার এই যে, কোন ব্যক্তি কাউকেও কিছু মাল মহব্বতের কারণে পাঠিয়ে থাকে। ইহা উপহার প্রেরণকারী এবং উপহার প্রাপক উভয়ের জন্য হালাল হয়ে থাকে। আর এক প্রকারে এই যে, কেউ কিছু মাল কাউকেও এই উদ্দেশ্যে দেয় যে, সে তাকে জান ও মালের ভয় দেখেছিল। অথবা বাদশাহকে এই উদ্দেশ্যে দেয় যে, তাদ্বারা তার জান ও মালের উপর জুলুম দূর হবে। তবে এই প্রকার বেশাওয়াত গ্রহণকারীর জন্য গ্রহণ করা হালাল হবে না। যদি গ্রহণ করে তবে তাকে দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে।

যারা এই প্রকার রেশওয়াত দিবে তাদের জন্য ইহা দেওয়া হালাল কিংবা হারাম হবে তাকে মতভেদ আছে। সাধারণ মাশায়েখদের নিকট ইহা জায়েয হবে। কেননা তারা ইহা নিজেদের জান ও মাল হেফাজাত করার উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকে। আর এক প্রকার এই যে, কেউ কাউকেও কিছু মাল এই উদ্দেশ্যে দেয় যে, সেই ব্যক্তি দাতা এবং বাদশাহর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকার ব্যবস্থা করে দিবে এবং প্রয়োজনের সময় দাতাকে সাহায্য করবে। ইহাতে দুটি ছুরত আছে। একটি ছুরত এই যে, ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন হারাম; সুতরাং হারাম প্রয়োজন মিটাবার জন্য কাউকেও কিছু দেওয়া জায়েয হবে না এবং উহা গ্রহণকারীর গ্রহণ করাও জায়েয হবে না। আর দ্বিতীয় ছুরত এই যে, ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন মোবাহ। এতেও দুটি ছুরত আছে। একটি ছুরত এই যে, মাল দিবার মধ্যে ঐরূপ শর্ত করে দেয় যে, সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে ইহা দিতেছে। তবে তা গ্রহণকীর জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে না। ইহা দাতার দেওয়ার মধ্যেও মতভেদ আছে। কারও কারও নিকট দেওয়া হালাল হবে এবং কারও নিকট হালাল হবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। কারও কারও মতে এভাবে মাল লেন-দেন হালাল করে নেয়ার জন্য এভাবে হীলা করে নেয়া যায়। যেমন কেউ কাউকেও কিছু মাল দিতে চাইলে যদি দাতা কোন ব্যক্তিকে এভাবে মজদুর নিয়োগ করে নেয় যে, তুমি একরাত একদিন আমার জন্য একটি কাজ করে দিবে। তখন দাতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা করলে সে ঐ লোকটির দ্বারা ঐ কাজ করাতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে নাও করাতে পারে। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এই হীলাও ঐ সময় জায়েয হবে যখন ঐ কাজটি এমন হয় যা ঐ ব্যক্তির পক্ষে করে দিতে উজরত নেয়া দুরস্ত হয়। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

আর যদি এরূপ উজরত দেওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্দত ধার্য নাহয় তবে তা জায়েয হবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। এরূপ হীলা ব্যতীত দেওয়া কারও নিকট জায়েয হবে না এবং কারও নিকট জায়েয হবে। তবে জায়েয হওয়াই ভিশুদ্ধতর অভিমত। এই মতভেদ তখন হয়, যখন ঐ লোক কাজটি ক দেয়ার পূর্বেই তাকে কিছু দেওয়া হয়। আর যদি কাজ করে দেয়ার পর দেয়া হয়, তবে ইহা লেন-দেনের মধ্যে কারও জন্য নাজায়েয হওয়ার কিছু নাই। ইহাই বিশুদ্ধতর। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। ইহাই ছহীহ মত। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে।

আর দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, যাতে উক্তরূপ শর্ত আরোপ না করা হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যে এই থাকে যে, এই ব্যক্তি বাদশাহর নিকট আমার সাহায্য করবে। এক্ষেত্রেও মতভেদ আছে। সাধারণ মাশায়েখদের নিকট ইহা মাকরূহ হবে না এবং এই মভেদ তখন দেখা দেয় যখন উভয়ের মধ্যে হাদিয়া লেন-দেন পূর্ব হতে না থাকে। আর যদি পূর্ব হতেই

www.nagorikpathagar.org

এই প্রচলন থাকে এবং তদনুসারে কিছু উপহার পাঠায় এবং উপহার প্রাপক উপহার প্রেরকের কাজ সমাধা করে দেয়ার জন্য চেষ্টা করে, তবে তা দোষের কাজ নয়। কেননা এহ্সানের বিনিময়ে এহ্সান হয়ে থাকে। আর একটি ছুরত এই যে, যদি কেউ বাদাশাহর নিকট এই উদ্দেশ্যে উপহার পাঠায় যে, তাকে কোন কাজ যেমন কাজীর পদ বা অন্য কোনপদ তাকে সোপর্দ করবে। তবে এরূপ হাদিয়া প্রেরণ করা প্রেরণকারীর জন্য জায়েয হবে না এবং উহা গ্রহণকারীর জন্য গ্রহণ করাও হালাল হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

৫ম পরিচ্ছেদ

বিচারকের উচিত যখন সে কাজার হুকুম দিবে তখন বাদী-বিবাদীকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমি তোমাদের মধ্যে এই হুকুম দিতেছি। তবে ইহাই তার সতর্কতা। আর যদি হাকীম এরূপ বলে যে, আমার নিকট প্রমাণ হয়েছে যে, এ ব্যক্তির ঐ ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ হক আছে, তবে কাজী ইমাম আবু আছেম আমেরী বলেন যে, ইহা হাকীমের পক্ষ হতে হুকুম হবে এবং ইহাই শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) এবং ছদরে শহীদ (রহঃ) ইখতিয়ার করেছেন। আর কানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ফতোয়া ইহার উপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়।

কাজী শামসুল ইসলাম মাহমুদ (রহঃ) বলেন যে, কাজীর জন্য অবশ্যই এরূপ বলতে হবে যে, আমি ইহা কাজার হুকুম দিতেছি। অথবা বলবে যে, অমি এই হুকুম দিতেছি। অথবা বলবে যে, আমি তোমাদের উপর কাজা জারী করলাম। নাতেকী (রহঃ) স্বীয় ওয়াকেয়াত কিতাবে এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং এরূপ লিখেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্যের কব্জায় অবস্থিত কোন গৃহের দাবী করে এবং কাজী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলে যে, আমি এই গৃহে তোমার কোন হক দেখতেছি না। তবে ইহা হুকুম হবে না এবং শায়খুল ইসলাম জহীরুদ্দীন মুরগনিয়ানীও এরূপ ফতোয়া দিয়ে থাকতেন।

যদি কোন গৃহের হক সম্পর্কে সাক্ষীদের আদালত প্রকাশ পায় এবং কাজী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে যে, এই গৃহে আমি দাবীদারের হক দেখতেছি তোমার হক দেখা যাচ্ছে না। তবে ইহাও তার হুকুম হবে না; বরং ছহী এই যে, কাজী বলবে যে, আমি হুকুম করলাম অথবা কাজা জারী করলাম। আর যদি কাযী এরূপ বলে যে, আমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয়ে গেল। তবে তা হুকুম করারূপে গণ্য হবে আর যদি কাজী কোন কারণবশতঃ এরূপ বলে যে, আমি আমার ফায়ছালা হতে ফিরে গেলাম। অথবা আমার নিকট আমার ফায়ছালা হতে অন্যরূপ ফায়ছালার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। বা আমি নিজের হুকুম বাতিল করলাম। অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণের কারণে আমার নিজের হুকুম বাতিল করতে চাই। তবে কাজী এসব কথা নির্ভরযোগ্য হবে না; বরং তার পূর্বোক্ত হুকুম যথারীতি জারী থাকবে। তবে শর্ত এই যে, যদি দাবীদারের দাবী সত্য এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিক এবং মজবুত হয়।

ফতোয়ায়ে নাসফী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন গোলাম নিজের আযাদীর দাবী করল এবং গোলামের সাক্ষী পেশ করার পর কাজী তার আযাদীর হুকুম দিল। তারপর গোলাম বলল যে, আমি মিথ্যা বলেছি; বরং আমি ঐ ব্যক্তির গোলাম। তবে এই অবস্থায় কাজা বাতিল হওয়া সম্পর্কিত কোন রেওয়ায়েত নেই। শায়েখ (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে কাজা বাতিল না হওয়া চাই। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কারও উপর কিছু পরিমাণ মালের দাবী করে এবং কাজী সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করতঃ ঐ মালের হুকুম দিয়ে দেয়। তারপর বাদী বলে যে, আমি আমার দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিলাম। তবে কাজা বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি কাজার হুকুমের পরে বাদী বলে যে, ঐ মাল আমার স্বত্ব নয়। তবে কাজা বাতিল হবে না। কেননা এখন উহা তার স্বত্ব না থাকলেও ইহা লাযেম আসে না যে, পূর্বেও উহা তার স্বত্ব ছিল না । ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে

www.nagorikpathagar.org

বর্ণিত আছে। একব্যক্তি সাক্ষী পেশ করল যে, এই মালে মুঈন খরিদ অথবা মীরাছের মাধ্যমে আমার স্বত্ব হয়েছে। তারপর যদি সে বলে যে, ইহা কখনই আমার স্বত্ব ছিল না। তবে কাজার হুকুম বাতিল হবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' কিতাবে বলেছেন যে, যদি বাদীর সাক্ষী পেশ করায় হাকীম কোন গৃহের ফায়ছালা তার পক্ষে করে দেয়, তারপর ঐ ব্যক্তি এরূপ একরার করে যে, ইহা অমুক ব্যক্তির গৃহ, উহাতে আমার কোন হক নেই। এবং সেই অমুক ব্যক্তিও ঐ একরারের তাছদীক করে। তারপর বি বাদী ঐ ব্যক্তিকে বলে যে, তুমিই নিজের সাক্ষীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হাকীমের ভুলের দাবী করছ। তবে এই ছুরতে কাজার হুকুম যথারীতি বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে গৃহের উপর না বাদীর কোন দাবী থাকবে, না বিবাদীর কোন দাবী থাকবে।

যদি কোন বাদী তার পক্ষে বিচারের রায় হওয়ার পর এরূপ বলে যে, যেই গৃহটি আমাকে দেওয়া হয়েছে উহা অমুক ব্যক্তির। এরূপ বলা এবং এই গৃহটি অমুক ব্যক্তির উহাতে আমার কোন হক নেই। এরূপ বলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কাজীর হুকুম এরূপ ক্ষেত্রে বাতিল হবে না। জামে' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির কব্জায় একটি গৃহ আছে; কিন্তু অন্য একব্যক্তি এসে বলল যে, গৃহটি আমার পিতার ছিল। সে মারা গিয়ছে। এবং গৃহটি আার জন্য মীরাছস্বরূপ রেখে গেছে। এই কথার উপর লোকটি সাক্ষী পেশ করল এবং কাজী তার পক্ষে ফায়ছালা করে দিল। অতঃপর আর একব্যক্তি এসে গৃহটির সাক্ষী পেশ করল এবং কাজী তার পক্ষে ফায়ছালা করে দিল। অতঃপর আর এক ব্যক্তি এসে গৃহটির দাবী করে বলল যে, এই গৃহটি আমার। আমি ঐ ব্যক্তির পিতার জীবিতাবস্থায় তার নিকট হতে ক্রয় করেছি। অতঃপর ঐ ব্যক্তিও যদি এই লোকটির কথার তাছদীক করে তবে গৃহটি বিবাদীকে ফেরত দেওয়া যাবে এবং এক্ষেত্রে হাকীমের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে।

তারপর মুদ্দাআ আলাইহিকে দলীল এবং সাক্ষী পেশ করতে বলা যাবে। কাজী বলে দিবে যে, তুমি এই ব্যক্তির পিতার নিকট হতে গৃহটি ক্রয় করেছ তার সাক্ষী কায়েম করা। তারপর যদি সে ঐরূপ সাক্ষী পেশ করতে পারে তবে কাজী তার পক্ষে ফায়ছালা করে দিবে। আর না পারলে তার পক্ষে রায় দেয়া যেতে পারে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোন্ ক্ষেত্রে হাকীম নিজের জ্ঞানানুসারে রায় দিবে এবং কোন অবস্থায় দিবে না তার মাসায়েল

যদি কাজী যেই শহরে সে কাজী পদে অধিষ্ঠিত আছে ঐ শহরের কোন ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে নিজেই জেনে থাকে এবং ঘটনা ঘটার সময়েও সে কাজী থাকে এবং নিজেই ঐ ঘটনা জানে। তারপর ঐ ঘটনা সম্পর্কিত মামলা তার দরবারে পেশ করা হয়, তবে হকুল ইবাদের দিক দিয়ে কাজী নিজের অবগতির উপরই উহার ফায়ছালা করে দিবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু জাফর (রহঃ) এই ফায়ছালার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যদি হাকীম নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় অথবা তার দরবারে থাকা অবস্থায় ঐ ঘটনা জানে এবং খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কাজার মজলিসে থাকুক কি না থাকুক এরূপ কোন শর্ত নেই; বরং সে কাজী থাকলেই তার অবগতির উপর ফায়ছালা করে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি হুদুদ খালেছ আল্লাহ তায়ালার জন্য হয় যেমন হদ্দে জিনা এবং সুরাকাহ চুরি ইত্যাদি তবে কিয়াস অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে নিজের জানার উপর হুকুম করবে। কিন্তু এস্তেহসানান হুকুম না দেওয়া চাই।

www.nagorikpathagar.org

শরহে তাহাবী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শুধু চুরির ক্ষেত্রে হাকীমের উচিত যে, সে চোরকে মাল ফেরত দিবার হুকুম দিবে। কিন্তু তা হাত কাটার হুকুম দিবে না। ইহা তাতারখানিয়া কিতাবের বিবরণ; কিন্তু কেছাছ এবং হুদুস কজফের ক্ষেত্রে নিজের অবগতির উপর ফায়ছালা প্রদান করবে। খোলাছাহ কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে। যদি কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে কাজীর নিকট উপস্থিত করা হয় তবে তাকে তা'যীর করবে। কেননা তার মধ্যে নেশা পানের নিদর্শন আছে। তবে এই সাজার মধ্যে হদ কায়েম করা যাবে না।

আর যদি কাজীর কোন ঘটনা জানা তাক এবং ঐ ঘটনার সময় যদি সে কাজী না থাকে। অতঃপর কাজীর পদ লাভ করে বেং কাজী হওয়ার পর তারই দরবারে ঐ মামলা উপস্থিত হয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী কাজীর নিজের অবগতির উপর ফায়ছালা করবে না; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী নিজের অবগিতর উপরই ফায়ছালা করবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী জানা যায় যে, তিনি পরে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর কওলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছেন।

যদি কাজী কোন ঘটনা জেনে থাকে এবং ঘটনার সময় নিজে বিচারকের পদে ব হালও থাকে কিন্তু ঐ ঘটনা ঐ শরহের বাইরে কোথাও ঘটে থাকে যেই স্থানের সে বিচারক নয়। অতঃপর যদি ঐ ঘটনার বিচার এই শহরে তার দরবারেই উপস্থিত হয় তবে এর ফায়ছালার ক্ষেত্রে মতভেদ অছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে কাজী তার অবগতির উপর ফায়ছালা করবে না; কিন্তু ছাহেবাইন বলেন যে, কাজী নিজের অবগতির উপরই ফায়ছালা করে দিবে। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, শহরের কাজী যদি ঐ এলাকারও কাজী হয় তবু সে নিজের অবগতির উপর ফায়ছালা করতে পারে না। মুনাতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কাজী যদি কোন কারণে শহরের বাইরে যায় এবং তদবস্থায় কোন ঘটনার কথা শুনে তবে উহার উপর ভিত্তি করে কোন হুকুম দিবে না; কিন্তু যদি ঈদোপলক্ষে কাজী শহরের বাইরে যায় তবে সেক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থায়ও হুকুম দিতে পারে। কেননা ইহা তার কাজী পদে বহাল থাকা অথবা কাজীর দরবারে উপস্থিত থাকার অনুরূপ। এ হুকুম ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম যুফার (রহঃ) এর কিয়াসের অনুরূপ।

যদি কাজী তার পদে বহাল থাকাবস্থায় কোন ঘটনার বিষয় জানতে পারে, তারপর সে তার পদ হতে বরখাস্ত হয়ে যায়। অতঃপর আবার যদি সে ঐ পদপ্রাপ্ত হয় তবে এক্ষেত্রে সে তার পূর্ব অবগতির উপর উক্ত ঘটনার ফায়ছালা করতে পারবে কি পারবে না? নাওয়াদের ইবনে সেমা' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন হাকীমের নিকট এরূপ খবর পৌছল যে, কোন ব্যক্তি নিজের গোলামকে আযাদ করে দিয়ছে অথবা কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তিনবার তিন তালাক দিয়েছে। তবে যদি এ খবর তাকে দুজন আদেল ব্যক্তি দিয়ে থাকে তবে কাজীর উচিত এই যে, এই ব্যাপারে সে উত্তমরূপে তদন্ত করবে যে, সত্যই অমুক ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করেছে কি না অথবা ঐ গোলাম তার খেদমতে নিযুক্ত আছে কিনা কিনা কিংবা অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রকৃতপক্ষে তিন তালাক দিয়েছে কি না কিংবা ঐ মহিলা উক্ত ব্যক্তির গৃহে বর্তমান আছে কিনা? আ যদি ঐরূপ খবর প্রদানকারী এক আদেল ব্যক্তি হয় এবং কাজীর ধারণায় সে সত্য খবরই প্রদান করেছে তা হলেও কাজীর জন্য উত্তম এই যে, সে ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করে তার নিকট হতে ঘটনা জেনে নিবে। তবে যদি কাজী সাক্ষীগণ আদেল হওয়ার কারণে এরূপ তালাস ও তদন্ত করা প্রয়োজন মনে না করে তবে তার সেই অবকাশ থাকবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিচারক তার বিচার সংক্রান্ত কোন কিছুতে ভুল করলে তার হুকুমের মাসায়েলা

যদি কাজী কোন ফায়ছালা করে এবং তার উপর দীর্ঘদিন চলে যায় তার পর বাদী অথবা যার পক্ষে রায় দেয়া হয়েছিল তার যদি ঐ ফায়ছালার নকলের প্রয়োজন দেখা দেয়। তারপর দুইজন সাক্ষী এসে কাজীর সামনে এরূপ সাক্ষী দেয় যে, অপনি এই ব্যক্তির কথা স্মরণ না থাকে তবে হাকীম ঐ সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং এরূপ ক্ষেত্রে নিজের স্মরণ থাকা ছাড়া কারও জন্য কোনরূপ ফায়ছালা করবে না; কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রথম দিকে এরূপ মত পোষণ করতেন যে, কবুল করবে। তারপর তিনি ঐ মত হতে প্রত্যাবর্তন করতঃ বলেছেন যে, না, কবুল করবে না এবং ইহার উপরই সকলের ইজমা' হয়েছে।

যদি কাজী যার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছ সে এরূপ না বলে যে, বাদী যা বলতেছে তা ঠিক, তবে কোনক্রমেই কাজী এই ব্যাপারে বাদীর নিজের কথা বা তার সাক্ষীদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না। তোলতাকাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কাজী সাক্ষীদের লিখিত সাক্ষ্যের কাগজের উপর নিজের সীল মোহর দেখতে পায়, কিন্তু উহাতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্পষ্টরূপে পড়তে না পারা যায় এবং সাক্ষীগণ কি সাক্ষ্য দিয়েছিল কাজীর তা স্মরণও না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কাজী ঐ বাদীর বক্তব্য কবুল করবে না। কিন্তু ছাহেবাইন বলেন যে, কবুল করবে।

যদি কোন সাক্ষী তার নিজের লিখিত সাক্ষ্যেপত্র পায়। কিন্তু তা ঘটনাটি সম্পূর্ণ স্মরণ না থাকে, তবে এ ছুরতেও সাক্ষীর মত স্থির করার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ঐ সাক্ষীর পুনরায় সাক্ষ্য দেয়া জায়েয হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও বলেন যে, সাক্ষী এক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিতে পারে না, তবে জামেউল জামে' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, সর্বসম্মতভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কোন মামলায় বিচারকের হুকুম দেওয়ার পর তা হতে প্রত্যাবর্তন করার মাসায়েল

যদি কাজী কোন মামলায় কোন হুকুম দেয় তার পর সে বুঝতে পারে যে, এ হুকুম হতে তার প্রত্যাবর্তন করা উচিত, তবে যদি তার প্রদত্ত হুকুমে এমন কোন ত্রুটি থাকে যেই ত্রুটির মধ্যে ফোকাহাদের কোন মতভেদ নেই; বরং প্রত্যেকের নিকটই উহা ভুল, তবে কাজী ঐ হুকুমকে অবশ্যই রদ করে দিবে। আর যদি উহাতে ফোকাহাদের মতভেদ থাকে তবে ঐ হুকুমই জারী করে দিবে। ইহা মোলতাকাত কিতাবে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, এক হুকুম হতে ফিরে গিয়ে অন্য হুকুম ইখতিয়ার করা এই ছুরতে জায়েয হবে, যেই ছুরতে ইজতেহাদ করা হয়েছে অথাব কাজী ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় পথে ভুল করেছে। উহাও দুই ছুরত হতে খালি নয়।

হয়ত হুকুল্লার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে অথবা হুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। যদি কাজী হকুল ইবাদের ক্ষেত্রে ভুল করে এবং উহা সংশোধন করা সম্ভব হয় যেমন কারও জন্য মাল তালাক অথবা এতাকের হুকুম দিয়ে দেয়, তারপর ভুল প্রকাশ পায়, এভাবে যে, পরে জানা যায় সাক্ষী গোলাম ছিল অথবা কাফির ছিল অথবা সে মাহদুদুল কজফ ছিল (মাহদুদুল কজফ বলা হয় হদ্দে কজফের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে) তবে এ ছুতে জাকীর কাজা বাতিল হয়ে যাবে; এবং মাল গ্রহণকারীর নিকট হতে উহা ফেরত দিয়ে দেয়া যাবে এবং স্ত্রী তাকে স্বামীর নিকট ফেত দেয়া হবে এবং গোলাম পুনরায় মামলুক হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

আজ যদি কাজীর হুকুমের কোন সংশোধন বা প্রতিবিধান করা সম্ভব না হয় যেমন কাউকেও কাজী কিছাছের হুকুম দিয়ে দেয় এবং তা সম্পন্ন করা হয় তবে তার বদলে যার পক্ষে হুকুম দেয়া হয়েছে তাকে কতল করা যাবে না। যদিও নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পায় যে ঐ ব্যক্তিকে নাহক কতল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং উহা যার পক্ষে হুকুম দেয়া হয়েছে তার দ্বারা নিয়ে দেয়া হবে। এসব হুকুম শুধু তখন হবে, যখন তাহীর ত্রুটি সত্যিকারভাবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বিবাদীর একরার দ্বারা ছাবেত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

বিচারকের বাক্য এবং কাজের মধ্যে কি করা এবং কি না করা উচিত এর মাসায়েল

ইবনে সেমা' (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বিচারকের কখনও এরূপ বলা জায়েয নয় যে, অমুক ব্যক্তি আমার সামনে এরূপ একরার করেছে– যেমন মানুষ হত্যা, মাল আত্মসাৎ করা অথবা তালাক প্রদান করা ইত্যাদি ব্যাপারে কাজীর ঐরূপ উক্তি করা কোনক্রমেই উচিত নয়। কাজীর ঐরূপ বাক্যের উপর নির্ভর করতঃ ঐসব ক্ষেত্রে কোন হুকুম দেওয়া যাবে না যখন পর্যন্ত না তার সাথে কোন আদেল সাক্ষী থাকে। ইমাম (রহঃ) বলেছেন যে, কাজী যদি এরূপ বলে যে, যায়েদ আমার সামনে এরূপ একরার করেছে, তবে আমি যায়েদের হদ জারী করব না যখন পর্যন্ত না কাজীর সাথে কোন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী থাকে। তবে যদি কাজী নিজে আমার নিকট আদেল প্রতিপন্ন হয় এবং তার সঙ্গী সাক্ষীও যদি আদেল ব্যক্তি হয় তবে আমি হদ কায়েম করব। আর যদি তারা উভয় ব্যক্তি গায়রে আদেল হয়, তবে তাদের কওল তাছদীক করা যাবে না।

ইবনে সেমা' (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত করেছেন যে, জেনে রাখবে, কাজীর কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন কিছু একরারের খবর দেয়া এই অবস্থা হতে খালি নয় যে, সে এরূপ বিষয়ের একরারের খবর দিয়েছে যা হতে প্রত্যাবর্তন করা জায়েয আছে। যেমন হদ্দে জিনা, সুরাকাহ এবং শরাবখোরী ইত্যাদি। তবে এ ছুরতে সর্ববাদী মতে কাজীর কওল কবুল হবে না। অথবা হয়ত সে এরূপ বিষয়ের একরারের খবর দিয়েছে যে, যা হতে প্রত্যাবর্তন করা ছহীহ নয়। যেমন কেছাছ, হদ্দে কজফ এবং হক্কুল ইবাদ ইত্যাদি। এসব ছুরতে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাজীর কওল কবুল হবে।

ইবনে সেমা' (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এসব ক্ষেত্রে ও কাজীর কওল কবুল হবে না। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, জাহের রেওয়ায়েতে ইমাম আজম (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর পূর্বের কওল উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইবনে সেমা' (রহঃ) এর রেওয়ায়েতে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর পরবর্তী কওল উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে সেমা' (রহঃ) এর কোন কোন কিতাবে এরূপ লিখিত আছে যে, কাজীর কওল কবুল হবে না। তবে ইহা মোটামুটিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোন কোন কিতাবে ইহা শর্তের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ তার কওল কবুল হবে না যখন পর্যন্ত না তার সাথে কোন আদেল সাক্ষী থাকে। এই সমস্ত কিতাবের বর্ণনাই ছহীহ। আমাদের যমানার অধিকাংশ মাশায়েখ এই রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন মাশায়েখ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর এই মতে হতে প্রত্যাবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু মনছুর মাতুরিদী (রহঃ) এই মাসয়ালায় কয়েকটি ছুরত বর্ণনা করেছেন। যেমন যদি কাজী আলেম এবং আদেল হয় তবে তার কওল কবুল হবে। আর যদি আদেল এবং গায়রে আলেম হয় তবে সেক্ষেত্রে তালাস-তদন্ত

www.nagorikpathagar.org

করা যাবে। আর যদি কাজী বিশেষভাবে ঘটনা জোরের সাথে বলে তবে, সেক্ষেত্রে তার কওল কবুল হবে। কিন্তু কোন কোন মাশায়েখ ইহা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, যদি কাজী মূর্খ এবং ফাসেক হয় তবে তার কওল কোনক্রমেই কবুল করা হবে না। যদি কাজী তার একরার দ্বারা হক ছাবেত করার অভয় দেয় এবং তার সাথে সাক্ষী এবং দলীল-প্রমাণ থাকে তবে তার কওল ঐ সাক্ষ্য-প্রমাণে র সাহায্যে কুবল হবে এবং সেক্ষেত্রে কাজী তদনুযায়ী হুকুম দিতে পারবে। তবে শর্ত এই যে, যদি কাজী এরূপ খবর তার কাজী থাকাবস্থায় প্রদান করে, আর যদি সে বরখাস্ত হওয়ার পর এরূপ খবর দেয় তবে তা কবুল করা হবে না।

যদি কোন বরখাস্তকৃত কাজী এরূপ কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তোমার উপর আমি অমুক ব্যক্তির একহাজার দিরহামের হুকুম দিয়েছিলাম এবং তোমার নিকট হতে উহা আদায় করতঃ তাকে প্রদান করেছিলাম এবং যখন আমি কাজী ছিলাম তখন এই ঘটনা ঘটেছিল। আর ঐ ব্যক্তি বলল যে, না; বরং বরখাস্ত হওয়ার পর তুমি জুলওমর পথে আমার নিকট হতে উহা আদায় করেছিলে। তবে এক্ষেত্রে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিচারকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

হেশাম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমরা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম যে, যদি কাজীর নিকট ইয়াতীমদের বহু পরিমাণ মাল জমা হয়ে যায় তবে উহা কাজীর নিকট জেমানাত হিসাবে রাখা উত্তম, না গচ্ছিত হিসেবে রাখা উত্তম? তিনি জবাবে বললেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম ইবনে আবি লাইলা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর এই রায় ছিল যে, জেমানাত হিসেবে তার নিকট সোপর্দ করবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে যদি তার নিকট জেমানাত হিসেবে খা হয় তবে জীবিতকালে বা মৃত্যর রে উভয় অবস্থায় তা আদায় হবে। যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

কাজীর জন্য জায়েয নয় যে, সে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কর্জ গ্রহণ করে। ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কাজী নিজের জন্য নিজে কোন ক্রয়-বিক্রয়ও করবে না। অবশ্য এরূপও বর্ণিত আছে যে, যদি তাতে কোন ভালাই থাকে তবে তা জায়েয হবে। মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন কাজী কোন ইয়াতীমে র মাল নিজে বিক্রয় করে বা গচ্ছিত রাখে অথবা তার জানা মতে কাজীর আমীন কারও নিকট বিক্রয় করে তারপর ঐ কাজী মরে যায় এবং তার স্থলে অন্য কাজী নিযুক্তহয় তারপর তার সামনে কতিপয় লোক এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা পূর্বো কাজীকে বলতে শুনেছি যে, আমি অুক ইয়াতীমে র মাল অমুক ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখেছি অথবা অমুক ব্যক্তির নিকট এত মূল্যে বিক্রয় করেছি, কিন্তু অমুক ব্যক্তি তা অস্বীকার করেছে, তবে এক্ষেত্রে নবনিযুক্ত কাজী এদের সাক্ষ্য কবুল করবে এবং ঐ ক্রেতা অথবা আমানতদার ব্যক্তিকে পাকড়াও করবে। যদিও পূর্বের কাজী এই ব্যাপারে ঐ সমস্ত লোক সাক্ষী রেখে যায়নি।

মোখতাছারে খাওয়াহেরযাদাহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কাজী ইয়াতীমের মাল কোন ব্যবসায়ীর নিকট দিয়ে থাকে এবং ব্যবসায়ী তা অস্বীকার করে তবে তার উপর মাল আদায় করার হুকুম জারী করে দিবে। এভাবে যদি মৃত ব্যক্তির মাল কারও নিকট বিক্রি করে এবং সে ইহা অস্বীকার করে তবে বিক্রয়ের কাজা জারী করে দিবে। যদি কাজী ইয়াতীম ব্যক্তি বা কোনগায়েব ব্যক্তির মাল নিজের কজায় নিয়ে স্বীয় গৃহে কোথাও রেখে দেয় কিন্তু পরে তা ভুলে যায় যে, তা কোন স্থানে রেখেছে তবে কাজী এ মালের জামিন হবে। আর যদি কাজীর একথা স্মরণ থাকে বা সে উহা কতিপয় লোকের নিকট রেখেছে কিন্তু এখন স্মরণ হচ্ছে না যে, কাদের নিকট রেখেছে তবে এক্ষেত্রে কাজী ঐ মালের জামিন হবে না। এভাবে যদি কাজী বলে যে, আমি ইয়াতীমের অলীদের মধ্যে কোন অলীর নিকট উতা রেখেছিলাম। কিন্তু এখন স্মরণ হচ্ছে না যে, কার নিকট রেখেছিলাম; তবে এক্ষেত্রেও কাজী মালের জামিন হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি সাক্ষীগণ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা কাজীকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি ইয়ামীতের মাল অমুক ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখেছি অথবা ঐ ব্যক্তির নিকট এত মূল্যে বিক্রি করেছি, তবে কাজী সেই ব্যক্তিকে পাকড়াও করবে; কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি এরূপ বলে যে, আমি গচ্ছিত রেখেছিলাম তবে তা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আর কাজী তার কথা অস্বীকার করে, তবে তার উপর কসম রহিত হবে। আর এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ছুরতে যদি ক্রেতা আয়েবের কারণে ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দিতে চায় এবং কাজী উহা সব আয়েবমুক্ত বলে দাবী করে তবে কসম ছাড়া সেই দাবী তাছদীক করা যাবে না। যখন নাবালেগ বালক বালেগ হয়ে যায় এবং কাজী তার যা কিছু বিক্রি করেছিল তার মূল্য তাকে দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে। আমীনের ক্ষেত্রে হুকুম এরূপ হবে, কিন্তু উকীলের ক্ষেত্রে হুকুম বিপরীত হবে। যদি পিতা অথবা অছী নাবালেগ পুত্রে মাল বিক্রি করে এবং তার বালেগ হওয়ার পর কাজীর নিকট এর মূল্য দিয়ে দেয় কিংবা তার নিজের নিকট দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

দশম পরিচ্ছেদ

বরখাস্তকৃত বিচারকের দফতর কব্জা করার মাসায়েলা

কোন বিচারক বরখাস্ত হয়ে গেলে নবনিযুক্ত বিচারক উক্ত পুরাতন বিচারককে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করবে। নতুন বিচারকের সর্বপ্রথম কাজ হবে তার অফিসের প্রয়োজীয় কাগজপত্রসমুহ সর্বপ্রথম হস্তগত করবে এবং কয়েদীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। কয়েদখানায় কাউকেও পাঠিয়ে কয়েদীদের নাম-ঠিকানা এবং সংখ্যা ইত্যাদির খবর নিবে। ইহা ফতহুল কাদীর কিতাবে বর্ণিত আছে। নতুন হাকীম দুইজন নির্ভরশীল লোক সঙ্গে নিয়ে পদচ্যুত কাজীর দফতর কব্জা করবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। কাজীর দফতরের বিভিন্ন রকম কাগজপত্র ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পদচ্যুত কাজীর নিকট পৃথকভাবে জেনে-শুনে নিবে। তাতে তার নিজের কাজকর্ম চালাতে সহজ হবে। যদি পদচ্যুত কাজী উপস্থি না হয় তবে তাকে মজবুর করবে না; বরং নিজের দুইজন আমীন তার নিকট পাঠিয়ে দিবে, যেন সে তাদের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সোপর্দ করে দেয়। যদি পদচ্যুত কাজীর নিকট ইয়াতীমদের যেসব মাল-সামান এবং তদসংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ থাকে নতুন কাজী তাও পূর্ববর্তী কাজীর নিকট হতে গ্রহণ করবে।

পূর্ববর্তী বিচারকের আমীনদের নিকট যেসব বস্তু থাকে নবনিযুক্ত কাজীর আমীনগণ তাদের নিকট হতে তা বুঝে নিবে এবং সবিকছুই নতুন হাকীমের দায়িত্বে থাকবে। কয়েদীগণের মধ্যে কাউকে কি অপরাধে পূর্ববর্তী কাজী কয়েদ করেছিল নতুন কাজী তা লিখে নিবে। তাতে কয়েদের তারিখও উল্লেখ থাকবে। যাদেরকে কয়েদ করা হচ্ছে তাদের নাম, পিতার, নাম দাদার নাম এবং ঠিকানাসমূহ লিখে রাখবে। কয়েদ হওয়ার কারণ এবং কয়েদ হওয়ার তারিখ লিখে রাখতে হবে। কয়েদীদের সাথে তাদের কোন মাল-সামান ছিল কিনা এবং এখন আছে কিনা তাও জেনে এবং দেখে নিবে।

নতুন কাজী কয়েদীদের নিকট তাদের বন্দী হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে লোকদেরকে উপস্থিত করবে। যদি কয়েদীদের মধ্যে কেউ এরূপ থাকে যে, তাদের বিপক্ষগণ উপস্থিত হল না এবং ঐ কয়েদীগণ বলল যে, আমরা নাহকভাবে কয়েদ হয়েছি। তবে তাদের কথার উপরেই কাজী তাদেরকে মুক্ত করে দিবে না। আর যদি কোন কয়েদীর বিপক্ষ ব্যক্তি উপস্থিত হয় তবে উপস্থিতভাবে উভয়ের কথা শুনে যদি কয়েদীর কয়েদ হওয়ার মত কারণ বা অপরাধ না পাওয়া যায় তবে তাকে মুক্ত করে দিবে। আর অপরাধ বা কারণ পাওয়া গেলে তাকে আটক রাখবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন কয়েদী বলে যে, আমি কর্জের কারণে কয়েদ হয়েছি। পূর্ববর্তী কাজীর সামনে আমি আমার কর্জের একরার করেছিলাম। তবে তাকে নতুন কাজী আটক রেখে দিবে। আর যদি কয়েদী তার কর্জ সম্বন্ধে অস্বীকার করে এবং বলে যে, বিপক্ষ ব্যক্তি আমার উপর নাহকভাবে দাবী করেছিল এবং আমি অন্যায়ভাবে কয়েদ হয়েছি। আর তার বিপক্ষ ব্যক্তি যদি বলে যে, উহার উপর আমার হক আছে এবং ন্যায়ভাবেই উহাকে কয়েদ করা হয়েছে। তা হলে কাজী কয়েদীর বিপক্ষ ব্যক্তির নিকট পুনরায় সাক্ষী তলব করবে। সাক্ষীগণ যদি কয়েদীর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং কাজী যদি তাদেরকে আদেল মনে করে তবে ঐ কয়েদী ব্যক্তিকে কাজী আটক রাখবে। আর যদি আদেল মনে না করে তবে তাকে ছেড়ে দিবে।

যদি কোন কয়েদী বলে যে, এজন্য আটক হয়েছি যে, অমুক ব্যক্তির জন্য আমি কিছাছের একরার করেছিলাম এবং কাজী ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করেছিল এবং সে ব্যক্তি আমার একরার তাছদীক করেছিল। এক্ষেত্রে দুটি ছুরত আছে। হয়তো জানী কিছাছ অথবা দৈহিক কিছাছ। যদি জানী কিছাছ হত হয় তবে কাজী অবিলম্ব তাকে কয়েদখানা হতে বের করবে এবং তার বাদীকে উহার বদলা নিতে হুকুম দিবে। আর যদি দৈহিক কেছাছ হয় তা হরেও বের করে তার নিকট হতে বদলা নিয়ে দিবে। কিন্তু কোনক্রমেই ঐ কয়েদীকে ছেড়ে দিবে না।

আর যদি কোন কয়েদী খালেছ আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের কারণে আটক হয়ে থাকে যেমন ঃ জিনা অথবা চুরি অথবা শরাবখোরী ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যদি কয়েদী বলে যে, অমি কয়েদ হওয়ার কারণ এই যে, পদচ্যুত কাজীর সামনে চারবার চার মজলিসে জিনার একরার করেছি। তাই তাকে হদ মারার জন্য কয়েদ করা হয়েছে। তবে নতুন কাজী এই একরারের উপর তাকে হদ মারবে না। তবে যদি সে কয়েদ নতুন কাজীর সামনেও চারবার একরার করে তবে তাকে হদ মারা যাবে। আর যদি ঐ ব্যক্তি মোহসেনে হয় তবে তাকে রজম অর্থাৎ ছঙ্গেছার করা হবে। নতুবা তাকে দোররাহ মারা যাবে। কিন্তু তাকে কোনক্রমেই রেহাই দেয়া যাবে।

যদি কোন কয়েদী বলে যে, আমি শরাব পানের একরার করেছিলাম অথবা আমার শরাব পানের সাক্ষী পেশ করা হয়েছিল এবং আমাকে হদ মারার জন্য পদচ্যুত কাজী আমাকে কয়েদ করেছিল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট নতুন কাজী তার উপর হদ মারবে না। যদি কয়েদী বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির মাল চুরির একরার করেছিলাম অথবা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী কায়েম করেছিল এজন্য আমি কয়েদ হয়েছিলাম। তবে নতুন কাজী এরূপ একরার অথবা সাক্ষীর কারণে তার উপর হাত কাটার হুকুম দিবে না; বরং তাকে ও তার বিপক্ষকে একত্র করবে।

তারপর যদি ঐ ব্যক্তি নতুন কাজীর সামনেও চুরির একরার করে তখন তার হাত কাটার হুকুম দিবে। যদি হাত কাটার ব্যাপারে কেয়দীকে দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়ে থাকে তা হলেও তার দ্বিতীয়বার একরার করার কারণে তার হাত কাটার হুকুম দিবে। আর কোন কয়েদী যদি বলে যে, আমাকে এ কারণে কয়েদ করা হয়েছিল যে, আমি অমুক ব্যক্তির জিনার অপবাদ করেছিলাম। তবে কাজী তাকে হদ্দে কজফের পূর্ণ শাস্তি দিয়ে দিবে। কোনক্রমেই তাকে রেহাই দিবে না; কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি নিজের উক্তি হতে এই সময় প্রত্যাবর্তন করে তবে তা ছহীহ হবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হাকীমের অজানা সত্ত্বেও মিথ্যা সাক্ষীর উপর কাজার হুকুম হওয়ার মাসায়েল

ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী এক্ষেত্রে আকদ এবং ভঙ্গ হওয়া জারী হয়ে যাবে। আকদ এবং ভঙ্গ হওয়া মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণ প্রকাশ্যতঃ ও অপ্রকাশ্যতঃ জারী হয়ে থাকে এবং ইমাম মুহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

(রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অন্য কওল অনুযায়ী প্রকাশ্যতঃ জারী হয় তবে অপ্রকাশ্যতঃ জারী হয় না। কিতাবে এ মাসয়ালায় বহুত ছুরত আছে। উহার মধ্যে একটি এই যে, একব্যক্তি এক মহিলার উপর বিবাহের দাবী করল; কিন্তু মহিলা তাহা অস্বীকার করল এবং ঐ ব্যক্তি তার দাবীর উপর দুটি মিথ্যা সাক্ষী পেশ করল। আর কাজী উহার ফায়ছালা করে দিল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথম কথানুযায়ী ঐ পুরুষের উক্ত স্ত্রীর সাথে অতী করা হালাল হবে এবং ঐ মহিলার জন্য সম্মতি দেয়াও জায়েয হবে; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর পরবর্তী কথানুযায়ী উভয়ের উপরই ইহা হালাল হবে না। আমাদের মাযহাবের কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এই ছুরতে তাদের বিবাহ ছাবেত হয়ে যাবে। তবে কাজার হুকুমের জন্য সাক্ষীদের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে; কিন্তু কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, কাজার হুকুম দিবার সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি শর্ত নয়। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ এবং এর উপরই এজমা' হয়েছে। যদি কোন ইদ্দত পালনরতা অথবা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে বিবাহের উপর কাজীর হুকুম হয়, তবে বিবাহের হুকুম জারী হবে না। ইহা নেহায়াহ কিতাবের বিবরণ। আকদ ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ছুরত আছে। উহার একটি ছুরত এই যে, কোন মহিলা নিজ স্বামীর উপর তিন তালাকের অভিযোগ আনিল এবং তার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী কায়েম করল। কাজী উভয়কে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হুকুম দিয়ে দিল, তারপর ইদ্দত গত হয়ে গেল ঐ মহিলা অন্য লোকের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হল। এক্ষেত্রে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রম মতানুযায়ী প্রথম স্বামীর ঐ স্ত্রীর সাথে অতী করা প্রকাশ্যতঃ ও অপ্রকাশ্যতঃ হালাল হবে না এবং দ্বিতীয় স্বামীর প্রকাশ্যতঃ ও অপ্রকাশ্যতঃ উহা হালাল হবে। চাই উহা রএই অবস্থা জানা থাকুক যে, প্রথম স্বামী তাকে তালাক দেয়নি।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর পরবর্তী কওল এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতানুযায়ী দ্বিতীয় স্বামী যদি প্রথম স্বামীর তালাক না দেওয়া সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে তার অতী করা হালাল হবে না এবং না জানলে হালাল হবে। ইহা শায়খুল ইসলাম (রহঃ) কিতাবুর রুজুতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর পরবর্তী কওল অনুযায়ী প্রথম স্বামীর ঐ আওরাতের সাথে অতী করা হালাল হবে না যদিও অপ্রকাশ্যতঃ তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা না ঘটে। শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বলেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অন্য কওল অনুযায়ী অপ্রকাশ্যঃ উহার সাথে অতী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।

আকদ ভঙ্গ হওয়ার ছুরতের মধ্যে একটি ছুরত এই যে, একটি বালিকা এবং একটি বালক কয়েদ করতঃ দারুল হরব হতে আন হল। অতঃপর বালেগ হওয়ার পর তাদেরকে আযাদ করে দেয়া হল। অতঃপর উভয়ে বিবাহে আবদ্ধ হল। তারপর এক হরবী ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আসল এবং সে সাক্ষ্য দিল যে, এরা উভয়ে তার সন্তান। তখন কাজী হুকুম দিয়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। তারপর যদি ঐ ব্যক্তির সাক্ষীগণ নিজেদের সাক্ষ্য হতে ফিরে যায় এব ংপ্রকাশ পায় যে, তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা ছিল তবে এক্ষেত্রে স্বামীর এ আওরাতের সাথে অতী করা জায়েয হবে না কেননা কাজী ঐ আওরাতকে স্বামী রউপর হারাম হওয়ার হুকুম দিয়েছে এবং কাজার হুকুম প্রকাশ্যতঃ ও অপ্রকাশ্যতঃ জারী হয়ে গেছে।

ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ঐ হুকুম হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকটও অতী হালাল হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীদের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয় তার জানা না থাকতে পারে। আকদের ছুরতসমুহের একটি ছুরত এই যে, যখন কাজী মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর ক্রয়-বিক্রিয় হয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়ে দেয়। অতঃপর ক্রেতার পক্ষ হতে দাবী উথাপিত হয়। যেমন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর এরূপ দাবী করে যে, তুমি আমার নিকট এই দাসী এত

www.nagorikpathagar.org

মূল্যে বিক্রি করেছিলে এবং তার উহার মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে। আর কাজী ঐ দাসীকে ক্রেতাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হুকুম দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট হুকুম প্রকাশ্যত ঃ জারী হয়ে যাবে এবং উহার সাথে অতী হালাল হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট এই হুকুম অপ্রকাশ্যতঃ জারী হবে না।

কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মাসয়ালায় ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট উহার বিবরণ বিস্তারিত হওয়া চাই। অর্থাৎ যদি উল্লিখিত মূল্য দাসীর প্রকৃত মূল্যের সমান হয় অথবা এই পরিমাণ কম হয় যা মানুষ স্বীকার করে নেয়। তবে সেক্ষেত্রে উহার হুকুম অপ্রকাশ্যতঃ জারী হবে। মুনতাকা কিতাবে এভাবে ইমাম অআজম (রহঃ) হতে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত আছে। আর যদি মূল্য এত বেশি-কম হয় যা মানুষ স্বীকীর করে নেয় না। তবে সেক্ষেত্রে কাজার হুকুম অপ্রকাশ্যতঃ জারী হবে না।

অন্য একটি ছুরত এই যে, বিক্রেতার পক্ষ হতে দাবী উত্থাপিত হয়– যেমন এক ব্যক্তি এরূপ দাবী করল যে, তুমি আমার নিকট হতে এই দাসী ক্রয় করেছিল। আর এই দাবীর উপর যদি সে মিথ্যা সাক্ষী কায়েম করে এবং কাজী তদনুসারে হুকুম দিয়ে দেয়। তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, এই কথার তাৎপর্য এই যে, যদি ক্রেতা আন্তরিকভাবেই বিক্রেতার সাথে বাদানুবাদ পরিত্যাগ করে। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, যবানী বাক্য না নীরবতাই অন্তরে সাক্ষীস্বরূপ।

আর একটি ছুরত এহি যে, একবক্তি অন্যের উপর হেবায়ে মাকবুজার দাবী কর এবং উহার উপর মিথ্যা সাক্ষী পেশ করল। কাজী দাবীদারের পক্ষে রায় দিয়ে দিল। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট প্রকাশ্যতঃ ঐ রায় রাজী হবে। আর অপ্রকাশ্যতঃ জারী হবে না। ইমাম আজম(রহঃ) হতে এক্ষেত্রে দুটি রেওয়ায়েত আছে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হুকুম জারী হবে এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুযায় জারী হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

হুদকার ক্ষেত্রেও ইমাম আজম (রহঃ) হতে দুই প্রকার বর্ণনা এসেছে। কাফী কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে। নসবের ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষীর উপর কাজীর হবে। অর্থাৎ এক দাসী নিজের মালিকের উপর দাবী করল যে, দাসী তার কন্যা এবং মালিক তা একরার করল এবং উহার উপর সে মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ করল যে, দাসী তার কন্যা এবং মালিক তা একরার করল এবং তার উপর সে মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ করল। কাজী তদনুসারে হুকুম দিয়ে দিল। তবে কোন কোনমাশায়েখ বলেন যে, ইমাম আজম (রহঃ) এর সিকট মালকের ঐ দাসীর সাথে অতী হারাম হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হারাম হবে না। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, সর্বসম্মতভাবে ইহা হারাম নয়। অতঃপর যদি ঐ ব্যক্তি (দাসীর পিতা) মরে যায় এবং মীরাছ রেখে যায় তবে উক্ত দাসীর জন্য উহা খাওয়া হালাল হবে। মাশায়েখ (রহঃ) এক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এক্ষেত্রে পূর্বানুরূপ মতভেদ আছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, মতভে ব্যতিরেকেই দাসীর জন্য ঐ মাল ভোগ করা হালাল হবে না।

আবার কোন কোন মাশায়েখ বরেন যে, ঐ ব্যক্তির মীরাছ ভোগ করা উক্ত আওয়াতে জন্য মতভেদ ব্যতীতই হালাল হবে। আর যদি ঐ আওরাত মরে যায় তবে এই মাসয়ালা কিতাবুর রুজুর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েচে যে, ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ মীরাছ ভোগ করা জায়েয হবে। কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সে ঐ ব্যক্তি কন্যা ছিল অথবা তার দাসী ছিল। যদি কন্যা হয় তবে সর্বসম্মতভাবে কন্যার মীরাছ পিতার জন্য হালাল হয়। আর যদি দাসী হয় তবে সর্বসম্মতভাবে দাসীর ত্যাজ্য মালের উপর তার মালিকের অধিকার বর্তিয়া যায়; সুতরাং এক্ষেত্রেও ঐ আওরাতের মীরাছ ভোগ করা ঐ ব্যক্তির জন্য হালাল হবে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাহকুম লাহু বা মাহকুম আলাইহের ধারণার বিপরীত বিচারকের হুকুম পড়ার মাসায়েল

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল যে, তুমি অবশ্য তালাকপ্রাপ্ত এবং একথা তার ধারণায় এক তালাক যাতে রাজয়াত করা জায়েয আছে এবং সে রাজয়াত করে নিল। আর ঐ স্ত্রী এমন বিচারকের নিকট অভিযোগ পেশ করল যার নিকট ইহা তিন তালাক। কাজী উভয়ের মধ্যে জুদায়ী করে দিল অথবা স্বামীর নিকট এই তালাক এক তালাক বায়েনা ছিল যাতে সে দ্বিতীয়বার উহাকে বিবাহ করে নিল এবং স্ত্রী অভিযোগ পেশ করল। কাজী তিন তালাক ধারণা করে উভয়ের মধ্যে জুদায়ী করে দিল। তবে এই হুকুম জাহেরান বাতেনান জারী হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির উক্ত মহিলার নিকট বসবাস করা হালাল হবে না এবং মহিলারও উহাতে সম্মত হওয়া হালাল হবে না। আর যদি স্বামীর ধারণায় তা তিন তালাক থাকে এবং কাজীর নিকট উহা এক বায়েনা তালাক অথবা এক রাজয়ী তালাক হয়। আর সে তদনুযায়ী হুকুম দেয়। তবে এই হুকুম ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট বাতেনান জারী হবে। এমন কি তার জন্য জায়েয হবে যে, ঐ আওরাতকে রেজয়াত অথবা বিবাহ করে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট বাতেনান জারী হবে না।

মোটকথা এই যে, যদি এরূপ ঘটনার শিকার কোন উম্মি ব্যক্তি হয় যার নিজস্ব কোন রায় নেই, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে যে, এই অবস্থায় কাজী যে হুকুম করে তা মেনে নিবে। চাই ঐ হুকুম তার উপকারে আসে। যেমন যদি হালাল হওয়ার হুকুম হয় অথবা যদি হুকুম তার ক্ষতির কারণ হয় যেমন যদি উহা হারাম হওয়ার হুকুম হয়। আর যদি ঘটনার শিকার কোন ছাহেবে রায় কোন ফকীহ ব্যক্তি হয় এবং কাজী তার রায় বা ধারণার বিপরীত হুকুম দেয় যেমন ঐ ব্যক্তির হালাল হওয়ার ধারণা ছিল এবং কাজী হারাম হওয়ার হুকুম দিল। তবে মতভেদ ব্যতিরেকে উহার উপর ওয়াজিব হবে যে, কাজীর হুকুমের পায়রবী করবে এবং নিজের রায় পরিত্যাগ করবে। আর যদি হুকুম তার উপকারী হয় যেমন সে হারাম হওয়ার ধারণা রাখত এবং হুকুম হালাল হওয়র ছিল। তবে কোন কোন স্থানে লিখিত আছে যে, এরূপপক্ষের নিজের রায় পরিত্যাগ করতঃ কাজীর হুকুমের পায়রবী করবে এবং এতে কোন মতভেদের কথা উল্লেখ করা হয় নেই।

এস্তেহসান কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট যেই বস্তুকে নিজে হারাম জানে তাতে কাজী মুবাহর হুকুম দিলে সেই দিকে লক্ষ্য করবে না এবং ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর দলীল এই যে, এই কথার উপর এজমা' হয়েছে যে, ঘটনার শিকার ব্যক্তি যদি মূর্খ হয় এবং কাজী তার পক্ষে হুকুম করে তবে বাতেনান ঐ হুকুম জারী হবে। কাজা এমন একটি লাযেমকারী বস্তু যা সব লোকের ক্ষেত্রেই আছে; সুতরাং তা আলেমের ক্ষেত্রেও হবে। যদি ঘটনার শিকার ব্যক্তি আলেম হয় তবে তার ক্ষেত্রেও কাজীর হুকুম বাতেনান জারী হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এই লাযেম হওয়া মুকজী আলাইহের তরফ, মুকজী লাহুর তরফ নয়। এই কারণ তার তলব ব্যতীত কাজী হুকুম দেয় না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

নাওয়াদেরে হেশাম কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি কোন আওরাতকে বিবাহ করল। তারপর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। ঐ ব্যক্তির পিতা বর্তমান ছিল। অতঃপর ঐ আওরাত দাবী করল যে, ঐ ব্যক্তি বিবাহ করার পূর্বে কসম করেছিল যে, যদি কোন স্ত্রীকে বিবাহ করে আওরাত দাবী করল যে, ঐ ব্যক্তি বিবাহ করার

পূর্বে কসম করেছিল যে, যদি কোন স্ত্রীকে বিবাহ করে তবে তার উপর তিন তালাক বর্তিবে। তবে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, কাজী এক্ষেত্রে পিতাকে বিবাদী করবে। তারপর যদি দেখে যে, আওরাতের ঐসব কথা কিছুই নয়; তবে যদি কাজী অআওরাতের কথা বাতিল করে বিবাহ বহাল রাখে তারপর তার স্বামী আরোগ্য হওয়ার পর যদি জানা যায় যে, ঐ ব্যক্তির ঐ কথা সত্য তা হলেও ঐ অআওরাতের উক্ত স্বামীর নিকট থাকা জায়েয হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী জায়েয হবে না। আর হাবী কিতাবে লিখিত আছে যে, যদি স্বামী আলেমহয় এবং সে ঐ কথার দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে তবে তার ঐ স্ত্রীর সাথে থাকা জায়েয হবে না। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট আলেম ও জাহেল হওয়া এক্ষেত্রে একই বরাবর। প্রত্যেকেরই কাজীর হুকুমের পায়রবী করতে হবে।

খানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ঐ ব্যক্তির পিতাকে বিবাদী করার জন্য ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট এরূপ শর্ত আছে যে, ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি বহাল থাকতে হবে এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। নাতেকী এবং শায়খুল ইসলাম খাওয়াহেরযাদাহ বর্ণনা করেছেন যে, মস্তিষ্ক বিকৃতি লাহেক হওয়া ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এক মাসের জন্য এবং ফতোয়া উহার উপর। কিন্তু জাহের রেওয়ায়েত এই কথার সাথে একমত যে, মস্তিষ্ক বিকৃতি একদিন বা দুই দিনের জন্য দেখা দেয় তবে তা ধর্তব্য নয় এবং অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে বিবাদী হতে পারে না। মুনকাতা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ফকীহ ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালাক অবশ্যই, অর্থাৎ অবশ্য তোমার উপর তালাক। আর ঐ ব্যক্তির রায় অনুসারে যদি ইহা এক রাজয়ী তালাক হয় এবং এই কথার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করত যে, ঐ আওরাত উহার স্ত্রীরূপেই আছে; সুতরাং তাকে রাজয়াত করে নেয়। তারপর সে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তালাক অর্থাৎ তোমার উপর তালাক অবশ্যই এবং ঐদিন যেইদিন তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিল তার ধারণা মতে ঐরূপ তালাক তিন তালাক হয়েছে; সুতরাং দ্বিতীয় স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রথশ স্ত্রী তার উপর হালাল আছে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী হালাল নেই।

তেরতম পরিচ্ছেদ

ইজতিহাদী মাসয়ালায় কাজার হুকুম পড়ার মাসায়েল

পূর্বের বিচারকের হুকুম চাই তা এরূপ ছুরতে দেয়া হয়েছে যা কিতাবে অথবা হাদীসে মোতওয়ারে অথবা ইজমায়ে বর্তমান অথবা এরূপ ছুরতে দেয়া হয়েছে যাতে জাহেরী ইবারত অথবা কিয়াস দ্বারা এরূপ করা হয়েছে। তবে যদি প্রতশ ছুরত হয় এবং তা কিতাব, দাসীসে মোতওয়াতের এবং এজমা' দ্বারা দেওয়া হয় তবে পরবর্তী কাজীর উচিত যে, উহা জারী করে দিবে এবং ঐ হুকুমকে ভঙ্গ করে দেয়া তার জন্য হালাল হবে না। আর যদি উহার বিপরীত হয় তবে তা রদ করে দিবে। আর যদি দ্বিতীয় ছুরত হয় অর্থাৎ ইজতেহাদী মায়ালায় কাজী হুকুম প্রদান করে তবে হয়ত ঐ ছুরত এরূপ হবে যে, যা ইজতেহী মাষয়ালা হওয়ার উপর এজমা' হয়েছে অথবা হয়ত উহা ইজতেহাদী মাসয়ালা হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে যদি উহার ইজতেহাদী মাসয়ালা হওয়ার ব্যাপারে মতভে না থাকে বরং এজমা' হয় তারপর যদি এই ইজতেহাদী মাসয়ালা মুকজী বিহী হয় অথবা নফসে কাজা হয়। যদি মুকজী বিহীন হয় এবং আহা পরবর্তী কাজীর সামনে পেশ করা হয় তবে সে উহা রদ করবে না বরং জারী করে দিবে।

আর যদি পরবর্তী কাজী উহা রদ করে এবং তৃতীয় কোন কাজীর নিকট উহা পেশ করা হয়, তবে সে প্রথম কাজীর হুকুমকে জারী করবে এবং দ্বিতীয় কাজীর হুকুমকে বাতিল করে দিবে। আর যদি নফলে কাজার ক্ষেত্রে ইজতেহাদ প্রথম কাজীর হুকুমের বিপরীত হয় তবে তৃতীয় কাজীর জন্য জায়েয হবে যে, সে প্রথম কাজীর হুকুম রদ করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি কাজা এরূপ ছুরতে হয় যার মহল্লে ইজতেহাদ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। যেমন উম্মে অলাদকে বিক্রয় করা। তবে এরূপ ছুরতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট উহার কাজা জারী হবে। কেননা উম্মে অলাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ছাহাবীগণের জায়েয অথবা নাজায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ ছিল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হুকুম জারী হবে না। কেননা যদি ঐ যুগে মতভেদ ছিল তার পরে ছাহাবা এবং তাবেয়ীনগণ এ ব্যাপারে একমত হয়ে গিয়েছেলেন যে, উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয; সুতরাং ইহা মহল্লে ইজতিহাদ হওয়া হতে বের হয়ে গেছে।

অতএব এরূপ ছুরতে যদি দ্বিতীয় কাজীর রায়ের মধ্যে ঐ ছুরতে ইজতেহাদী হয়, তবে প্রথম কাজীর কাজা জারী করবে, রদ করবে না। আর যদি তার রায়ের মধ্যে মোত্তাফেক আলাইহ হয়, তবে তার কাজা জারী করবে না এবং রদ করবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি নফসে কাজার মধ্যে মতভেদ হয়, যেমন কাজীর কোন গায়েব ব্যক্তির উপর কোন গায়েব ব্যক্তির জন্য কিছু হুকুম দিয়ে দেয় তবে তাতে মতভেদ আছে এবং উহা জারী করার রেওয়ায়েত ছহীহ হবে না। ইহা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। ইবনে সেমা' (রহঃ) স্বীয় নাওয়াদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে কাজ করা হুযুরে পাক (দঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং যে কাজ না করা বরং অন্য কাজ করাও বর্ণিত আছে, অথব াকোন ছাহাবী (রহঃ) হতে কোন কাজের কথা বর্ণিত আছে এবং ঐ ছাহাবী বা অন্য কোন ছাহাবী হতে উহার বিপরীত অন্য কোম কাজের কথাও বর্ণিত আছে এবং লোকগণ ঐ দুটি কাজের কোন একটি কাজের উপর আমল করে অথবা ঐ দুই কওলের কোন একটি কওল গ্রহণ করে এবং অন্যটি তরক করে এবং কেউই তদনুযায়ী হুকুম ান করে, তবে ঐ কাজ মনসুখ এবং মতরুক হবে।

যদি তদনুযায়ী এই যমানায় কেউ হুকুম করে, তবে তা জায়েয হবে না। ইবনে সেমা' এরূপ বর্ণনা দ্বারা সেদিকে ইশারাহ করেছেন যে, যদিও ঐ ব্যক্তি নছ অনুযায়ী হুকুম দিয়েছে, কিন্তু ইজমায়ে উম্মত দ্বারা উহার মনসুখ ছাবেত হয়েছে। এভাবে ঐ মনসুখ হুকুমের উপর কারও আমল করা বাতিল হবে। তারপর ইবনে সেমা' বলেছেন, শুধ মতভেদের ছুরতে উহা জায়েয রাখবে, যে ছুরতে লোকগণ উহাতে বিভিন্ন মত পোষণ করে। কোন শহরের হাকিম যদি উহার উপর হুকুম করে এবংনিজেও উগার উপর আমল করে, তারপর কেউ কেউ একজনের হুকুম গ্রহণ করে এবং কেউ কেউ অন্যজনের হুকুম গ্রহণ করে, এই কথার দ্বারা ঐ বিষয়ের দিকে যে, শুধু ওলামাদের মতভেদ দ্বারা মহল্লে ইজতেহাদ হয় না– যখন পর্যন্ত না ওলামাগণ উহাকে মহল এ'তেবা রকরে। যেমন নাকি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি ফকীহ বক্তি ছিলেন, তিনি নগদ মুদ্রার সুদ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন, তা মহল্লে ইজতেহাদরূপে এ'তেরার করা হয় নি আবু সাঈদ খুদরী (রহঃ) উহার উপর কঠোর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন; সুতরাং এরূপ মতভেদ মো'তাবার হবে না। এমন কি যদি কোন কাজী হুকুম দিয়ে দেয় যে, এক দেরহাম দুই দেরহামের বদলে বিক্রয় সেমা' যে কথা বলেছেন যে, শুধু মোখতালেফ ফিহের মধ্যে উহা জায়েয রাখবে, যাতে লোকগণ মতভেদ করেছে উহাতে ঐ দিকে ইশারাহ করা হয়েছে যে, কোন মহল্লে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে হাকীকাতান মতভেদ মো'তাবা রহবে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) এই মতই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের এবং শাফেয়ীর মতভেদ মো'তাবার নয়; বরং মুতাকাদ্দিমীনের মতভেদকে মো'তাবার বলা হয়েছে। মুতাকাদ্দিমীনের মধ্যে ছাহাবায় কিরাম এবং যারা তাদের যুগে ছিলেন এবং তৎপরবর্তী প্রথম যুগের তাবেয়ীনগণের কথা বলা হয়েছে। শায়খ বাগদী (রহঃ) এক মাসয়ালায় শাফেয়ীর এখতেলাফকে মো'তাবার বলেছেন। যেমন সিয়ারে কবীর কিতাবে বর্ণিত আছে। উহার ছুরত এই যে, যদি কোন ইমাম আরবের মুশরিকদেরকে পেয়ে পাকাড়ও করে এবং মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়, তবে তা

www.nagorikpathagar.org

জায়েয হবে। এর পরবর্তী ইমামের পক্ষে ইহা বাতিল করার ইখতিয়া নাই কেননা ইহা ইজতিহাদের ক্ষেত্র। শাফেয়ীদের নিকট আরবের মুশরিককে দাস-দাসী বানিয়ে নেয়া জায়েয।

এভাবে শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) কাজায়ে জামে'র এক মাসয়ালার মধ্যে শাফেয়ীর মতভেদকে মো'তাবার রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, খোলা'র ক্ষেত্রে কাজীর বেকাহ ভঙ্গ বা তালাকের হুকুম দেওয়াও ইজতেহাদী মাসয়ালা। কেননা এই ব্যাপারেও ছাহাবীগণ মতভেদ করেছিলেন। মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এখানে এই বিষয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মতভেদের ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত দলীলও মো'তাবার। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও জামে' কিতাবে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ছাহেবে আকজিয়্যাহ (রহঃ) এর বর্ণনাও এরূপ।

সিয়ারে কবীরের মাসয়ালার ছুরত এই য, যদি কোন মুসলমান ইমাম এরূপ ধারণা করে যে, আবের মুশরিকদের নিট হতে জিযিয়া গ্রহণ করা যায়, আর ঐ ধারণার উপর জিযিয়া কবুল করে, তবে জায়েয হবে, যদিও সকলের নিকট ইহা ঠিক নয়। তবু জায়েয এজন্য যে, ইহা মহল্লে ইজতেহাদ। যখীরাহ কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ইজতেহাদী মাসয়ালার মধ্যে কাজীর হুকুম জারী হয়ে যায়; কিন্তু কাজীর মতভেদের মাওজা' (স্থানে) জানা চাই এবং প্রতিপক্ষের কওল তরক করবে এবং নিজের রায় অনুযায়ী হুকুম দিবে, যাতে সব ওলামার নিকট ছহীহ হয়।

আর যদি কাজী মাওজায়ে এখতেলাফ ও ইজতেহাদ বা জানে তবে তাহার কাজার হুকুম জারী হওয়ার মধ্যে দুটি রেওয়ায়েত আছে। ছহীহ এই যে, জারী হবে। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। শরাহে তাহাবী এবং জামেউল ফতোয়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কাজী মুজতাহিদ না য় এবং সে কোন মুজতাহিদের তাকলীদের উপর হুকুম দেয়, তারপর জানা যায় যে, হুকুম তার মাযাবের খেলা ছিল। তবে অন্য কেউ উহা ভঙ্গ করতে পারে না, নিজে ভঙ্গ করতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইউসু (রহঃ) বলেছেন, যা অন্য ব্যক্তি ভাঙ্গতে পারে না, তা নিজেও ভঙ্গ করতে পারে না। আর যদি কাজী মুজতাহিদ হয় এবং নিজের রায় জানে এবং সে অনের রায়ের উপর হুকুম দিয়ে দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, তার কাজা জারী হবে এবং ছাহেবাইনবলেন যে, জারী হবে না। আর যদি সেনিজের রায় ভুলে যায় এবং অন্যের রায়ের উপর হুকুম দিয়ে দেয় তারপর উহা স্মরণ আসে তবে ইমাম আবু হানীফী (রহঃ) বলেন যে, তার কাজা জারী হবে এবং ছাহেবাইনের কওলানুযারী ঐ কাজা রদ করে দিবে। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছ। ফতোয়া ছাহেবাইনের কওলের উপর। হেদায়া এবং ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবে লিখিত আছে যে, ইমাম অআবু হানীফা (রহঃ) এর কওলের উপর ফতোয়া।

সুতরাং ফতোয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়ে গেল। তবে ইহা যমানার মোনাসের এই যে, ছাহেবাইনের কওল অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া যাবে। কেননা নিজের মাযহাবের হুকুম পরিত্যাগকারী শুধু খাহেশ নফসানীর জন্য উহা পরিত্যাগ করবে। উহাতে কোন উত্তম উদ্দেশ্য থাকবে না। উল্লিখিত হুকুমসমূহ কেবলমাত্র কাজী মুজতাহিদ হওয়ার ক্ষেত্রে। আর যদি কাজী মুকাল্লিদ হয়, তবে সে শুধু এই কারণে কাজী হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাযহাব অনুযায়ী হুকুম দিবে। যদি সে মাযহাবের বিরোধিতা করে তবে সে ইজতেহাদে নিজের রায় অনুসারে হুকুম দেয়, তারপর এরূপ মকদ্দমা পুনরায় তার সামনে পেশ করা হয় এবং উহার রায় রিবর্তন হয়, তবে অন্য রায়ের উপর আমল করবে এবং ইহার দ্বারা প্রথম রায় ভেঙ্গে দেয়া লাযেম আসে। আর যদি তৃতীয়বার ঐ মকদ্দমা তার সামনে আসে এবং তার রায় পরিবর্তিত হয়ে প্রথম রায়ের উপর আসে তবে তার উপর আমল করবে।

www.nagorikpathagar.org

ছাহেবে আকজিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর মাতার সাথে জিনা করে এবং সে ঐ স্ত্রীর সাথে দুখুল না করে থাকে, তারপর কাজী তাকে দোররা মারে এবং তার রায়ে ঐ স্ত্রী তার উপর হারা না হয় এবং সে উভয়কে সঙ্গে রাখে, তবে তার কাজা জারী হবে। কুদুরী কিতাবে শরায় বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ স্ত্রীলোককে বিবাহ করে যার সাথে তার পিতা অথবা পুত্র জিনা করে এবং কাজী ঐ বিবাহ জারী হওয়ার ফতোয়া দেয় তবে উহা জারী হওয়ার মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট জারী হবে না এবং ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জারী হবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। কাজী যদি এরূপ আওরাতের সাথে বিবাহ জায়েয হওয়ার হুকুম দেয় যাহার মাতা অথবা যার কন্যার সাথে ঐ ব্যক্তি জিনা করেছে, তবে ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ঐ হুকুম জারী হবে। ইহা ফুছুলে এমদাদিয়্যাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন কাজী উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার হুকুম দেয়, তবে তা জারী হবে না। উল্লেখ্য যে, উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার মধ্যে ছাহাবায় কিরামদের মতভেদ ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) দুইজনই উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয মনে করতেন না এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। তারপর পরবর্তীকালে হযরত আলী (রাঃ) উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয বলেছেন। অতঃপর মুতা'আখখিরীণগণ এজমা'র দ্বারা বলেছেন যে, ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। হযরত আলী (রাঃ) এর কওল তারা তরক করছেন।

শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) ঐ হুকুম ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকটও জায়েয না হওয়ার কথা বলেছেন। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট উহা জায়েয হওয়া ছাবেত হয়েছে। কেননা মুতাকাদ্দিমীনের মতভেদের পর মুতাআখখিরিনগণ দি উভয় কওলের একটির উপ এজমা' করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট মুতাকাদ্দিমীনের মতভেদ থাকে না। এবং ইমাম আবু হাঅফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট উহা থেকে যায়। এই কারণে উহা মহল্লে ইজতেহাদী থাকে না। অজর ঐ দুজন ইমামের নিকট উহা বাকী থাকে; সুতরাং কাজ জারী হওয়া উচিত।

শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুতাআখখিরীনের এজমা' দ্বারা মুতাকাদ্দিমীনের মতভেদ না থাকার ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে; সুতরাং হুকুম জারী না হওয়ার সপক্ষে সকলেই একমত। খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কাজা জারী হবে না এবং তিনি কোন মতভেদের কথা উল্লেখ করেন নি। আকজিয়্যাতুল জামে' কিতাবের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে অলাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কাজীর হুকুম অন্য কাজারী জারী করার উপর স্থগিত থাকে এবং ইহাই বিশুদ্ধতর। যদি অন্য কাজী উহা জারী করে তারপর উহা বাতিল করার কারও ইখতিয়ার থাকে না। আর যদি অন্য কাজী বাতিল করে দেয়, তবে উহা জারী করারও ইখতিয়ার কারও থাকে না।

যিয়াদাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন হরবী ব্যক্তিকে মুসলমানগণ কয়েদ করতঃ দারুল ইসলামে রেখে দেয় তারপর ঐ দেশ মুশরিকগণ দখল করতঃ উক্ত কয়েদীকে ছিনিয়ে নেয় কিন্তু দারুল হরবে মুশরিকদের নিকট হতে দারুল ইসলামে নিয়ে যায় তবে ঐ কয়েদীকে প্রথম মুসলিম দলের নিকট সোপর্দ করা যাবে, চাই দ্বিতীয় মুলিম দল উহাকে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নেক কি না নিক। আর যদি দ্বিতীয় মুসলিম দলের ইমামের রায় অনুসারে এই কাজ মুশরিকদের হেফাজত, কব্জা এবং স্বত্বপূর্ণ হওয়ার পর হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই দ্বিতীয় মুসলিশ দল উহা হদকার হবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

চৌদ্দতম পরিচ্ছেদ

যাতে বিচারকের কাজা জায়েয এবং যাতে জায়েয নেই তার মাসায়েল

জেনে রাখবে যে, মানুষের নিজের নফসের উপর কাজী হওয়া জায়েয নয়। অর্থাৎ কেউই তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন হুকুম দিবে না। যদি কাজী বক্তিগত কোন ব্যাপারে নিজের পক্ষে রায় দান করে, তবে তার কাজী জারী হবে না। আর যদি অন্যের জন্য সামগ্রিক কারণের ভিত্তিতে হুকুম করে, তবে যদি কাজী নিশ্চিতরূপে কাজার সামর্থ্য না রাখে তবে কাজ জারী হবে না। যদিও পরবর্তী কাজী উহা জারী করে। আর যদি প্রথম কাজীর সামর্থ্যের ব্যাপারে মতভেদ থাকে, আর সেক্ষেত্রে পরবর্তী কাজী তার হুকুম কাজী করে তবে সর্বসম্মতভাবে তা জারী হবে। আর যদি কাজীর কাজার মধ্যে মতভেদ হয় যে, সামগ্রিক কারণে সে অন্যের জন্য হুকুম করে অথবা কোন একটি কারণে অন্যের জন্য হুকুম করে এবং কোন একটি কারণে নিজের জন্য হুকুম করে, তবে পরবর্তী কাজীর জারী করায় জারী হবে।

কিতাবুল ওকালাতে বর্ণিত আছে যে, যদি কাজী নিজের এক গৃহ বিক্রি করা বা ইজারাহ দেওয়া অথবা অন্যের নিকট নিজের কোন হক সম্পর্কে নালিশ করা অথবা অন্যের নালিশের জবাব প্রদান করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে তবে তা জায়েয হবে; কিন্তু কাজীর জন্য জায়েয হবে না যে, তার নিজের উকীল অথবা নিজের উকীলের পক্ষে হুকুম দিয়ে দেয়। এভাবে কাজী নিজের পিতার উকীল অথবা দাদা, পরদাদার উকীল কিংবা পুত্, পৌত্র অথবা প্রো-পৌত্র ইত্যাদির উকীলের পক্ষে হুকুম দিতে পারে না। এভাবে নিজের গোলাম, মুকাতিব অথবা নিজের এরূপ আত্মীয়ের গোলাম বা মুকাতিবের পক্ষে হুকুম দিতে পারে না। যার সাক্ষ্য তার ক্ষেত্রে মকবুলনয়। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি এমন কোন ব্যক্তি উকীল হয় যার ক্ষেত্রে কাজীর কথা মকবুল নয়।, কাজীর তার ক্ষেত্রে হুকুম দেয়া জায়েয নয়। যেমন পিতামাতা, পুত্র-কন্যা অথবা স্বামী-স্ত্রী। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কোন ব্যক্তি মরে যায় এবং সে কাজীর জন্য তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অছিয়ত করে যায় এবং অছী যায় এবং অছী কোন অন্য লোককে করে যায়, তবে কাজীর ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোন বিষয়-বস্তুর ব্যাপারে হুকুম করা জায়েয নয়।

এভাবে যদি কাজী মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিছ হয় তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে সে কোন হুকুম দিতে পারে না। এভাবে যদি অছিয়তকৃত ব্যক্তি কাজীর পুত্র অথবা স্ত্রী ইত্যাদি এমন কোন লোক হয় যার ক্ষেত্রে কাজীর সাক্ষ্য মকবুল নয় বা যদি তাদের গোলাম হয়, তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। যদি কাজী মৃত ব্যক্তির মীরাছের ক্ষেত্রে তার অছীরতরফ হতে উকীল হয়। তা হলেও একই হুকুম হবে। কেননা বাহ্যতঃ এখানে কাজা খোদ কাজীর জন্য হবে। এভাবে যদি মৃত বক্তির উপর কাজীর কর্জ থাকে তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে কোন হুকুম দেওয়া কীজার জন্য জায়েয নয়।

যদি বাদী-বিবাদীর মধ্যে একজন কাজীর গোলাম, মুকাতিব বা এমন ব্যক্তিকে উকীল করা হয় যার ক্ষেত্রে কাজীর সাক্ষ্য মকবুল হয় না। তবে কাজীর জন্য জায়েয নয় যে, সে ঐ উকীলের পক্ষে উহার বিবাদীর বিরুদ্ধে কোন হুকুম করে কেননা প্রকাশ্যতঃ এই হুকুম উকীলের জন্য হবে। জামে' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি মরে গেল এবং তার বিভিন্ন লোকের উপর নানারূপ কর্জ পাওনা ছিল। কিছু কাজীর উপরও ছিল এবং কিছু কাজীর সতী-পুত্রদের উপরও ছিল। যাদের সাক্ষ্য কাজীর ক্ষেত্রে কবুল হয় না। তারপর এব্যক্তি কাজীর নিকট বলল যে, মৃত বৃক্তি আমাকে অছী করে গেছে, তবে উল্লেখ্য যে, এখানে তিনটি মাসয়ালা আছে। একটি এই যে, যা উল্লেখ করা হল এবং এই মাসয়ালায় এরূপ হুকুম আছে যে, যদি কাজী ঐ ব্যক্তির অছী হওয়ার হুকুম দেয় তবে তা এস্তেহসানান জায়েয হবে।

www.nagorikpathagar.org

এমনকি যদি মৃত ব্যক্তির করজদারদের মধ্যে কেউ ঐ অছীর নিকট কর্জ আদায় করে দেয় তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি এই ফায়ছালা অন্য কাজীর সামনে পেশ করা হয়, তবে সে তা জারী রাখবে, বাতিল করবে না। আর যদি কাজী ঐ ব্যক্তির অছী হওয়ার হুকুম না দেয় এমনকি কাজী অথবা অন্য কোন করজদার ঐ ব্যক্তির নিকট কর্জ আদায় করে দেয়, তারপর ঐ ব্যক্তির অছী হওয়ার হুকুম দেয় তবে এই ফায়ছালা ছহীহ হবে না এমনকি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের ইখতিয়ার থাকবে যে, কাজীর নিকট কর্জের পাওনা দাবী করে।

আর যদি পরবর্তী কাজীর নিকট এই মামলা পেশ করা হয় তবে সে ঐ হুকুম বাতিল করে দিবে। যদি সে জারী করে তবে তা বাতিল হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই ছুরতে কাজী এবং তার স্ত্রী ও পুত্রের একই হুকুম রেখেছেন। কিন্তু কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, যে জবাব কাজীর নিজের ক্ষেত্রে থাকে তার স্ত্রী এবং পুত্রে ক্ষেত্রে উহার বিপরীত হওয়া চাই। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, যে জবাব তার পুত্রের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে উহা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জায়েয আছে এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে জবাব আছে উহা মোটেই সঠিক নয়। কোন কোন কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কাজীর হুকুম তার স্ত্রী পক্ষে হলে অন্য কাজীর জারী করার উপর তা মৌকুফ থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি অছী হওয়ার দাবী না করে এমনকি কাজী তাকে অছী নিযুক্ত করে, তারপর কাজী অথব ।অন্য কোন করজদার তার নিটক কর্জ দিয়ে দেয় তবে তাকে অছী করা এবং তার নিকট কর্জ আদায় করে দেয়া জায়েয হবে। আর যদি পূর্বে কর্জ আদায় করে, তার পর কাজী নিজের রায় অনুসারে অছী নিযুক্ত করে তবে নিযুক্তি ছহীহ হবে না।

দ্বিতীয় মাসয়ালাটি এই যে, যদি কেউ অছী হওয়ার দাবীর স্থলে নসবের দাবী করে যে, সে মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং ওয়ারিছ। আর ইহার উপর সে সাক্ষী কায়েম করে এবংকাজী তাকে কর্জ আদায় করে দিয়ে তার নসবের হুকুম দিয়ে দেয়, তবে এই কাজা জারী হবে না। আর যদি কাজী উহাকে কর্জ আদায় করে দেয়ার পূর্বে নসবের হুকুম দেয় সেই হুকুম জারী হবে।

তৃতীয় মাসয়ালা এই যে, যদি অছিয়ত অথবা নফসের স্থলে ওকালতের দাবী করে যেমন কোন কর্জদাতা উপস্থিত নেই এবং একব্যক্তি এসে এরূপ দাবী করল যে, কর্জদাতা ব্যক্তি কর্জ আদায় করার জন্য আমাকে উকীল নিযুক্ত করে দিয়ে গিয়েছে এবং সে এই দাবীর উপর সাক্ষী পেশ করল এবং কাজী তার উকীল হওয়ার হুকুম দিয়ে দিল তবে তা জায়েয হবে না। চাই এস কিছু কর্জ আদায় করার পূর্বে হুকুম দেয় অথবা কিছু কর্জ আদায় করার পর হুকুম দেয়। আর যদি সে ঐ রূপ ওকালতের হুকুম দিয়ে দেয় তারপর এই সম্পর্খে কোন অভিযোগ পরবর্তী কাজীর দরবারে উত্থাপিত হয় তবে যদি প্রথম কাজী ঐব্যক্তির কিছু কর্জ আদায় করার পর ওকালতের হুকুম দিয়ে থাকে তবে পরবর্তী কাজী অবশ্যই ঐ হুকুম রদ করে দিবে।

আর যদি কর্জ আদায় করার পূর্বে হুকুম দিয়ে থাকে এবং পরবর্তী কাজী তা জারী করে দেয় তবে জারী হয়ে যাবে। যদি কাজী কোন নিখোঁজ ব্যক্তির তরফ হতে কোন ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে কাজী নিখোঁজ ব্যক্তির তরফ হতে কোন অভিযোগ শুনানীর জন্য নিযুক্ত করে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি নিখোঁজ ব্যক্তির তরফ হতে এসে কোন কাজী তাকে এই অধিকার প্রদান করবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) শাহাদাতুল জামে' কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে যায়েদ নিখোঁজ হয়ে গেল এবং আমর এসে খালেদের উপর দাবী করল যে, খালেদ যাদের করজাদার এবং যায়েদ আমাকে এরূপ উকীল নিযুক্ত করেচে যে, কুফা শহরে তার যদি করজাদার আছে প্রত্যেকের নিকট হতে আমি কর্জ আদায় করব এবং যা কর্জ পরিশোধ না করবে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে; কিন্তু খালেদ আমরের এই ওকালত অস্বীকার করল। তারপর আমার নিজের

www.nagorikpathagar.org

ওকালাতের উপর সাক্ষী পেশ করল। তখন কাজ তার ওকালাত অস্বীকার করল। তার পর আমার নিজের ওকালাতের উপর সাক্ষী পেশ করল। তখন কাজী তার ওকালাতের হুকুম দিয়ে দিবে। শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বলেছেন যে, এই মায়সালা উহার দলীল যে, মুসাখখিরের উপর হুকুম দেয়া জায়েয হয়। কেনন া কে বলে যে, বাদী কোন ব্যক্তির উপর দাবী করল এবং বলল যে, সে তার করজাদার এবং সে এই কথা বলে না যে, এক ব্যক্তির উপর দাবী করল যে, তার করজাদার ছিল। যখীরাহ কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে। মুতাআখখিরীনদের অধিকাংশ মাশায়েখ বলেছেন যে, মুসাখখিরের উপর সাক্ষী পেশ করা এই অবস্থায় জায়েয হয় যখন কাজী অবগত থাকে না যে, এই ব্যক্তি মুসাখখির। আর যদ কাজীর জানা থাকে তবে জায়েয হবে না।

বোরাহানুল আয়েম্মা ইমাম আবদুল আযীয (রহঃ) উল্লিখিত মত ইখতিয়ার করেছেন। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এই মাসয়ালায় দুইটি রেওয়ায়েত আছে। একটি এই যে, উল্লিখিত ক্ষেত্রে হুকুম জারী হবে নাআর দ্বিতীয়টি এই যে, হুকুম জারী হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এরূপ কাজা অনুপস্থিত বা নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কিত এবং এতে দুটি বর্ণনা আছে। শায়খুল ইসলাম (রহঃ) ও এই মতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং ইমা জহিরুদ্দীন (রহঃ) বলেন যে, কাজা অআলাল গায়েব অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর কাজীর হুকুম দেয়া নাজায়েয হওয়ার উপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। তবে যদি কাজী মুসাখখিরের উপর হুকুম দিয়ে দেয় এবং পরবর্তী কাজী তা জারী রে দেয় তবে তা ছহীহ হবে এবং এর পর কেউ উহা বাতিল করতে পারবে না।

যদি কাজী কারও কব্জায় রক্ষিত কোন মুঈন বস্তু অন্য কারও জন্য হুকুম দিয়ে দেয় এবং ঐ বস্তু যদি কাজীর ধিকারে না থাকে তবে হুকুম ছহীহ হবে এবং উহা সোপর্দ করে দেয়া ছহীহ হবে না। এই মাসয়ালার ছুরত এই যে, এক বোখারী বক্তি বোখারী কাজীর নিকটকোন সমরকন্দী ব্যক্তির উপর দাবী করল যে, সমরকন্দের অমুক মহল্লার অমুক গলিতে যেই গৃহটি ঐ ব্যক্তির কব্জায় আছে উহা আমার স্বত্ব। নাহকভাবে উহা তার নিকট আছে। কিন্তু ঐ গৃহ সোপর্দ করে দেয়া কাজীর পক্ষে ছাহীহ হবে না। কেননা গৃহটি কাজীর বেলায়েতের মধ্যে নয়। এক্ষেত্রে কাজী সমরকন্দের কাজীর নিকট গৃহটি ঐ ব্যক্তির কব্জায় দিয়ে দিবার জন্য পত্র লিখবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছ। যদি কর্জদাতা ব্যক্তি তার সাক্ষীদের গায়েব হওয়া অথবা মরে যাওয়ার আশঙ্কা করে এবং ইচ্ছা করে যে, তার গায়েব করজদাদের উপর নিজের হক ছাবেত করে নেয়। তবে কেউ কেউ তার ছুরত এরূপ বের করেছে।

কোন ব্যক্তিকে অন্যের উপর নিরন্তর হক ছাবেত করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে এবং গায়েব ব্যক্তির উপর নিজের কর্জ, তালাক, এতাক ইত্যাদি যা কিছু ছাবেত করতে চায় তা ঐ ব্যক্তির ওকালতের মধ্যে এরূপ শর্তসহ সোপর্দ করে দিবে যে, যদি অমুক ব্যক্তি অর্থাৎ সে নিজে অমুক গায়েব ব্যক্তির নিকট নিজের গোলম বিক্রি করে অথবা গায়েব বৃক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা সে বিজের গোলাম আযাদ করে তবে তুমি আমার উকীল থঅকবে যে, আমার হক-হুকুকসমূহ মানুষের উপর ছাবেত করবে। তখন এরূপ হবে যে, এই উকীল মুদ্দাআ আলাইহের নিকট দাবী করবে যে, অমুক গায়েব ব্যক্তি যেহেতু নিজের গোলাম বিক্রয় করেছে এবং আমি নিজের মুয়াক্কিলের উকীল নিযুক্ত হয়েছি এবং মুয়াক্কলের তোমার নিকট হাজার দিরহাম কর্জ আছে তবে মুদ্দাআ আলাইহি বলবে যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে এই শর্তে উকীল করেছে কিন্তু আমা রজানা নাই যে, এই শর্ত বর্তমান আছে কি নাই। তবে উকীল শর্ত থাকার উপর সাক্ষী পেশ করবে এবং কাজী ঐ শর্তের উপর হুকুম দিয়ে দিবে। তবে এই ছুরতে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন যে, এরূপ শর্ত যার মধ্যে গায়েব ব্যক্তির হক নিহিত তার হক ছাবেত করায় কোন করেছেন যে, এরূপ শর্ত যার মধ্যে গায়েব ব্যক্তির হক নিহিত তার হক ছাবেত করায় কোন বাদীস্বরূপ আসতে পারবে কি না।

www.nagorikpathagar.org

কাজীর লিখিত আর্জী গ্রহণ করার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, কোন অবস্থায়ই লিখিত আর্জী নিবে না। আর যদ কাজীর ইজলাস নিজের গৃহে অথবা অন্য কোন স্থলে হয় তবে উহা গ্রহণ করবে এবং ইহাই আমাদের মাযহাব। কেননা খোলাফায়ে রাশেদীন লিখিত বয়ান গ্রহণ করতেন। আর তৎপরবর্তী আমীর ও খলীফাগণও ইহা গ্রহণ করতেন। কেননা হতে পারে যে, কোন বাদী বা বিবাদী আজমী লোক। সে কাজীর ভাষা জানে না এবং কাজীও তার ভাষা জানে না। এজন্য প্রয়োজন যে, কাজীকে মামলা বুঝিয়ে দিবার জন্য অন্য ব্যক্তির দ্বারা বর্ণনা লিখে পেশ করবে বেং উহা পাঠ করে তার অর্থ ও মর্ম কাজীকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। ঐ লিখিত বর্ণনার উপর কাজী পক্ষদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করবে যে, ইহা তোমাদের বর্ণনা কি না? যদি তারা বলে যে, হাঁ উহা আমাদেরই লিখিত বর্ণনা। তবে তাদের এই একরারের উরই কাজী ফায়ছালা করে দিবে। বাদী-বিবাদীর মধ্যে যদি একজন কারও অমতে তাকে উকীল নিযুক্ত করে তবে কাজী এই ওলাকাত কবুল করবে না; কিন্তু যদি সে জানতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি উকীল ব্যতীত নিজের বিষয়ে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। তাহা হলে ঐ ব্যক্তির যে, ঐ ব্যক্তি উকীল ব্যতীত নিজের বিষয়ে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। তা হলে ঐ ব্যক্তির ওকালাত কবুল করে নিবে। উহা খাযনাতুল মুফতীন কিতাবের বিবরণ।

পনেরতম পরিচ্ছেদ

সমালোচনা এবং ন্যায়নিষ্ঠা স্বীকার-এর মাসায়েল

এরূপ সমালোচনা করা যাতে সাক্ষ্য কবুল না হয় এবং এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ বলে স্বীকার করা যাতে সাক্ষ্য কবুল হয়। শাহেদ অর্থ সাক্ষী, মাশহুদ আলাইহির অর্থ যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয়। মুযাক্কী অর্থ পবিত্রকারী এবং এর পারিভাষিক অর্থ যেই ব্যক্তিদেরকে আয়েব হতে পবিত্র ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বিচারকের সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা না করা চাই। তবে যখনই কোন পক্ষ সাক্ষীদের কোনরূপ সমালোচনা করে তখন হাকীমের জন্য সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা জায়েয হবে। কিন্তু ছাহেবাইন বলেন যে, কাজীস সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। যদিও কোন পক্ষ তাদের সমালোচনা না করে। ফতোয়া ছাহেবাইনদের মতের উপর। তবে এই মতভেদ হদুদ এবং কিছাছের ক্ষেত্রে নেই। কেননা এই দুই ক্ষেত্রে' এজমা' হয়েছে যে, কাজী সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। যদিও কোন পক্ষ সাক্ষীদের সমালোচনা না করে। যখন কোন পক্ষ সাক্ষীদের সমালোচনা বকরে তখন কাজী প্রকাশ্য আদালতে ফায়ছালা করবে না। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে লিখিত আছে। সাক্ষীগণ যদি কোন পক্ষের উপর সাক্ষ্য দেয় তার পর ঐ পক্ষ সাক্ষীদের ন্যায়নিষ্ঠা স্বীকার করে তবে তার কয়েকটি ছুরত আছে।

যদি পক্ষ বলে যে, এই সাক্ষী ন্যায়নিষ্ঠ, এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের মধ্যে যা কিছু বলেছে সত্য বলেছে অথবা পক্ষ যদি এরূপ বলে যে, সাক্ষীগণ ন্যায়নিষ্ঠ। আমার উপর এদের সাক্ষ্য জায়েয হয়েছে বা যদি পক্ষ এরূপ বলে যে, সাক্ষীগণ আমা রউপর হক রক্ষা করেই সাক্ষ্য দিয়েছে অথবা যদি এরূপ বলে যে, সাক্ষীগণ আমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্যে মধ্যে যা কিছু বলছে খাঁটি বলেছে। তবে এই প্রত্যেখ ছুরতে সাক্ষীগণ যার পক্ষে সাক্ষ্য দান করে কাজী তার পক্ষে হুকুম দিয়ে দিবে। কেননা প্রকারান্তরে ঐ উক্তিসমূহ পক্ষে একরারতুল্য; সুতরাং এক্ষেত্রে কাজীর ফায়ছালা পক্ষে একরারের উপরই হয়ে যায়, সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নয়। আর যদি পক্ষ এরূপ বলে যে, এই সাক্ষী ন্যায়নিষ্ঠ বটে, কিন্তু তারা এক্ষেত্রে এর বেশি কিছু না বলে, তবে যদি মাশহুদ আলাইহ অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে সে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হয় তবে ইমাম আজম(রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট কাজী ঐ দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ফায়ছালা করবে না যখন পর্যন্ত না সে কোন মুযাক্কীর নিকট হতে সাক্ষীদের অবস্থা জেনে নেয়।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট যখন পর্যন্ত মুযাক্কীর নিকট হতে সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া না হয় তখন পর্যন্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপর ফায়ছালা করবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। যদি মুদ্দাআ আলাইহ ফাসেক অথবা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হয় তবে তার তা'দীল অর্থাৎ সাক্ষীদেরকে ন্যায়নিষ্ঠ স্বীকার করা ছহীহ হবে না এবং কাজী এক্ষেত্রে ফায়ছালা করবে না এবং পক্ষের তা'দীল একরাও এক্ষেত্রে একরাররূপে গণ্য হবে না, যখন পক্ষের তা'দীল ছহীহ হবে না। কেননা সে ফাসেক বা অজ্ঞাত পরিচয়, তখন কাজী তার নিকট জিজ্ঞেস করবে যে, সাক্ষীগণ সত্য বলেছে না মিথ্যা বলেছে? জবাবে সে যদি বলে যে, সত্য বলেছে তবে তখন তার একরার হয়ে যাবে এবং কাজী ঐ ব্যক্তির একরারের উপর ফায়ছালা করে দিবে। আর যদি বলে যে, সাক্ষীগণ মিথ্যা বলেছে, তবে কাজী ফায়ছালা করবে না।

মাশহুদ আলাইহি যখন সাক্ষী দিবার পূর্বে সাক্ষীদের তা'দীল করে যে, এই লোকগণ ন্যায়নিষ্ঠ আর যখন তারা ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তখন ঐ সাক্ষ্য অস্বীকার করে এবং কাজীকে বলে যে, সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হোক। তবে কাজী তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সাক্ষীদে সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে এরূপ বলা যে, সাক্ষীগণ ন্যায়নিষ্ঠ। পরে তার এরূপ দরখাস্ত করার জন্য কোন প্রতিবন্ধক নয় যে, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হোক। কেননা ঐ ব্যক্তির কথার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সাক্ষীগণ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে ন্যায়নিষ্ঠ ছিল এবং এখণ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া রকারণে সমালোচনার যোগ্য হয়েছে। এক ব্যক্তির উপর দুটি লোক কোন হক সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল। তবে পক্ষ উহাদের এক ব্যক্তি তা'দীল করল এবং বলল যে, সে ন্যায়নিষ্ঠ; কিন্তু সে ভুল করেছে। তবে কাজী অন্য সাক্ষীর নিকট উহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। যদি সে অন্য সাক্ষীর তা'দীল করে তবে কাজী উভয় সাক্ষীর উপর ফায়ছালা করে দিবে। এজন্য যে, ঐ ব্যক্তির এরূপ বলা যে, সাক্ষী ভুল করেছে। ইহা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা নয় এবং যেহেতু সে অন্য সাক্ষীর তা'দীল করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে উভয় সাক্ষীই আদেল প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই উভয়ের সাক্ষ্যের উপর ফায়ছালা জায়েয হবে।

যখন কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষীগণ কোন হকের সাক্ষ্য দেয়। তারপর মাশহুদ আলাইহ সাক্ষ্য প্রদানের পরে বলে যে, যেই বিষয়ের ব্যাপারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর সাক্ষ্য দিয়েছে তা সত্য অথবা বলে যে, যার সাক্ষী অমুক ব্যক্তি আমার উপর সাক্ষ্য দিয়েছে তা খাঁটি, তবে কাজী এর উপর ফায়ছালা করে দিবে।

অন্য সাক্ষীর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা ঐ ব্যক্তি তার নিজের উপর হক সম্পর্কে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে তার একরারের উপরই ফায়ছালা করে দিবে। আর যদি সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে ঐ ব্যক্তি এরূপ বলে যে, যা কিছু অমুক ব্যক্তি আমার বিষয় বর্ণনা করবে তা হক অথবা এরূপ বলে যে, এই ব্যক্তি আমার বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা করবে তা সত্য। তারপর যখন উভয় সাক্ষী তাদের বর্ণনা পেশ করল তখন সে কাজীর নিকট দরখাস্ত করল যে, সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞেস করুন। কেননা তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা পেশ করেছে। আর আমার এইরূপ ধারণা ছিল না যে উহারা এরূপ বর্ণনা পেশ করবে। তবে কাজী উভয়কে তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে ।তখন যদি উভয়ে ন্যায়নিষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন হয় তবে তাদের সাক্ষ্যের উপর হুকুম দিবে। আর যদি তারা ন্যায়নিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন না হয় তবে কাজী ফায়ছালা করবে না।

সাক্ষীদের অবস্থা জিজ্ঞাবাদ করতঃ অবগত ন াহওয়া পর্যন্ত হুকুম দেয়া জায়েয নয়। এরা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। তাযকিয়াহ অর্থাৎ পবিত্রতার দুটি প্রকার আছে। এক প্রকার গুপ্ত। আর এক প্রকার প্রকাশ্যে। প্রকাশ্য তাযকিয়াহ এবং তা'দীল এই যে, মু'আদ্দিল কাজীর দরবারে উপস্থিত থাকবে এবং কাজী সাক্ষীদের সামনে

তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করবে। যদি মু'আদ্দিল ব্যক্তি তাদের সামনে বলে যে, ইহারা ন্যায়নিষ্ঠ। আর গুপ্ত তা'দীল এই যে, কাজী মু'আদ্দিলের নিকট গোপনে জিজ্ঞাসা করবে যে, অমুক সাক্ষী কিরূপ লোক এবং সে যদি উহাকে ন্যায়নিষ্ঠ বলে। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে উল্লেখ আছে। মুআদ্দিল অর্থাৎ তা'দীলকারীর এরূপ বলা জরুরী যে, এই সাক্ষী আদেল এবং এর সাক্ষ্য জায়েয। কেননা আদেল গোলামও হয়ে থাকে এবং তার সাক্ষ্য জায়েয নয়। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। জহিরিয়া কিতাবের বিবরণ, ইহাই নির্ভরশীল মত।

ফতোয়ায়ে এত্তাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মুআদ্দিলের এরূপ বলা যে, আমার জানা মতে এই ব্যক্তি আদেল, তবে তাতে তা'দীল হবে না এবং এরূপ বলা যে, আমার জানা মতে সে আদেল অথবা আমি তাকে আদেল বলে জানি। তবে ইহা তা'দীল হবে। আদাবুল কাজী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বলা যে, ঐ লোক আদেল বা ন্যায়নিষ্ঠ। তবে তাতে তা'দীল হবে না। আর যদি মুআদ্দিল ব্যক্তি এরূপ বলে যে, এই ব্যক্তি ছেকাহ অর্থাৎ নির্ভরশীল। তবে তাতে তা'দীল বিল ইয়াকীন অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে তা'দীল হবে না। কাজী এরূপ কথার উপরই ভরসা করবে না। কেননা এরূপ বাক্য অজ্ঞতা পরিচয়ের স্থলেও বলা হয়। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, ইহা তা'দীল হবে। আর যদি মুযাক্কী বলে যে, আমি এই ব্যক্তিকে ভাল ব্যতীত মন্দ জানি না, তবে আদাবুল কাজী কিতাবে লিখিত আছে যে, ইহা তা'দীল হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, ইহা তা'দীল হবে না এবং বিশুদ্ধতর এই যে, ইহা তা'দীল হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যদি মুযাক্কী হুঁশিয়ার এবং বিজ্ঞ আলেম হয়, তবে তার এরূপ বাক্যের উপর ভরসা করা যাবে। আর যদি সে আলেম না হয়, তবে ভরসা করা যাবে না। যদি মুযাক্কী হবে এবং শোরায়েহ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে। তবে বিশুদ্ধতর মত এই যে, ইহা তা'দীল নয়। যদি কেউ বলে যে, এরই লোকটি আদেল, যদি সে শরাব পান না করে। তবে ইহা তা'দীল নয়। আর যদি এরূপ বলে যে, ইহাকে আল্লাহ তায়ালা উত্তমরূপে জানেন তবে ইহা তা'দীল নয়; বরং তার উপর সমালোচনাস্বরূপ। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

গোপনীয় তা'দীলের ছুরত এই যে, কাজী একটি কাগজে সাক্ষীদের নাম, নসব, আকৃতি, কবিলা, বাস করার মহল্লা এবং শহর ইত্যাদি লিখে মুযাক্কীর হাওয়ালা করে দিবে এবং মুযাক্কী উহাদের নির্ভরশীল প্রতিবেশীদের নিকট হতে উহাদের হাল এবং অবস্থাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিবে। আর প্রকাশ্য ছুরত এই যে, কাজী তলবকারীকে হুকুম দিবে যে, সে একটি দল উপস্থিত করে যারা সাক্ষীদের সম্পর্কে তা'দীল করে, কিন্তু ইহাতে সংখ্যার কোনশর্ত নেই। এরূপ কার্যক্রম ব্যতীত তা'দীল ছহীহ্ হয় না। আমাদের এই যমানায় গুপ্ত তা'দীল ছহীহ্ হয় না। আমাদের এই যমানায় গুপ্ত তাদীলের উপরই ভরসা করা যায়। কেননা প্রকাশ্য তা'দীলের ক্ষেত্রে ফেতনা-ফাসাদ এবং বিপদের আশঙ্কা থাকে। কাজীর এরূপ হাল অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এমন লোক পছন্দ করবে যারা নির্ভরতায় ও আমানাতদারীতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং যারা সমাজে গণ্যমান্য এবং শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তারা এই হিসেবে মানুষের কাছে সুপরিচিত যে, তারা লোকদের সম্পর্কে তদন্তকারী। কেননা লোকগণ যদি একথা জানতে পারে তবে তাদের বিপদের আশংকা থাকে।

এদের তদন্ত করা এবং খোঁজ-খবর নেওয়ার পর যদি সাক্ষীগণ আদেল প্রমাণিত হয়, তবে একটি কাগজে লিখে দিবে যে, এরা আমাদের নিকট আদেল প্রমাণিত হয়েছে। তাদের সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েয হবে। আর যদি আদেল প্রমাণিত না হয় তবে লিখে দিবে যে, ইরা আদেল নয়। কাজী উহা পেয়ে বাদীকে বলে দিবে যে, তোমার সাক্ষীদের সম্পর্কে সমালোচনা আছে। তাদের বিষয় মানুষের আস্থা নেই। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি

www.nagorikpathagar.org

কাজী গোপন তা'দীল এবয় প্রকাশ্য তা'দীল উভঢই সংগ্রহ করতে পারে তবে তা সর্বোত্তম। মুহীত কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। যদি কাজী সতর্কতা অবলম্বন করে এবং পথশ মুযাক্কী ছাড়া অন্য কোন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে তবে তার সাথেও এরূপ ব্যবহার করে যেরূপ অন্য ব্যক্তির সাথেও করেছে এবং ঐ ব্যকিবএক তা জানতে না দেয় যে, আমি অন্য লোকের মাধ্যমে উহাদের অবস্থা জেনেছি। তবে যদি প্রথম ব্যক্তি সমালোচনা করে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তা'দীল করে তবে দ্বিমতের কারণে উভয়ের বক্তব্য সাকেত হয়ে যাবে।

তবে তৃতীয় ব্যক্তি যদি তাদের তা'দীল করে তবে আদালত অঅওলা হবে আর যদি সমালোচনা করে, তবে সমালোচনাই আওলা হবে এবং তা'রীফ তা'দীলেরই অনুরূপ হবে। তা'দীল এবং জরাহ আওলাতের দিকে হতেও জায়েয হবে। ইহা খাযানুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। প্রকাশ্য তা'দীল এরূপ লোকদের জন্য ছহীহ নয়, যাদের জন্য সাক্ষ্য জায়েয এবং তা'দীল প্রকাশ্য। গোলাম, মুকাতিব, আওরাত এবং মাহদুদুল কজফের তা'দীল ছহীহ নয়। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যার তা'দীলও ছহীহ নয়। গোপনীয় তা'দীল অবশ্য ছহীহ হবে। প্রকাশ্য তা'দীলের শর্ত ঐসব, যা শাহাদের জন্য শর্ত ধার্য করা হয়েছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। কাফির সাক্ষীর জন্য মুআদ্দিল মুসলামন হওয়া চাই। তবে যদি মুসলমানগণ তাকে না চিনে, তবে মুসলমানদের নিকট আদেল মুশরিক জিজ্ঞাসা করবে তারপর ইরা মুশরিক সাক্ষীদের অবস্থা জেনে নিবে। দাবীদার বাদীর নিজের তা'দীল করা ছহীহ হবে। যদি একদল লোক তা'দীল করে এবং দুইজন লোক সমালোচনা করে, তবে সমালোচনা আওলা হবে। যদি কোন সাক্ষীর ফেসক প্রকাশ পায় এবং সে এক বছর বা তারও বেশি গায়েব থাকে তার পর সে ফিরে আসে এবং তখন তার মধ্যে ভালই ব্যতীত মন্দ কোন কিছু প্রকাশ না পায়, তবে তা'দীলকারীর উহার কোনরূপ সমালোচনা না করা চাই। যদি দুজন সাক্ষীরই তা'দীল তাদের মৃত্যুর রে হয় তবে কাজী তাদের সাক্ষ্যের উপর ফায়ছালা করে দিবে। আর যদি উভয় সাক্ষী গায়েব হয়ে যায় এবং তার পর তাদের তা'দীল করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে উক্তরূপ হুকুম হবে। যদি সাক্ষীদের উভয়ে গোঙ্গা এবং অন্ধ হয়, তারপর তাদের তা'দীল ছাবেত হয়, তবে তাদের সাক্ষ্যের উপর ফায়ছালা করবে না। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। মুআদ্দিল এরূপ হওয়া চাই, যেন সে ফকীর অথবা লোভী না হয়। নতুবা সে প্রলোভনে পড়ে যাবে। মুআদ্দিল ফকীহ হওয়া চাই। তাতে সে সমালোচনা ও তা'দীলের কারণাদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে।

যদি কাজী দুইজন এরূপ মুআদ্দিলের সন্ধান পায় যে, একজন আলেম ফকীর এবং অন্যজন গায়রে আলেম ধনী। তবে আলেমকেই গ্রহণ করবে। আর যদি সে কোন নির্ভরশীল আলে ম পায়, যে মানুষের সাথে কম মেলা-মেশা করে এবং অন্যজন নির্ভরশীল গায়রে আলেম এবং মানুষের সাথে মেলা-মেশা করে, তা হলেও আলেম বৃক্তিকে ইখতিয়ার করব। কেননা সে জরাহ এবং তা'দীলের ব্যাপারে পাদর্শী এবং সক্ষম হবে। গায়রে আলেম ব্যক্তি আদেল এবং গায়রে আদেল চিনতে পারে না। এজন্য আলেম উত্তম। আর উত্তম এই যে, মুযাক্কী যেনউদাসীন এবং নির্জনবাসী না হয়, কেননা এই প্রকৃতির লোকগণ কোন ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখে না এবং ওয়াকিফহাল থাকে না; সুতরাং তারা আদেল এবং গায়রে আদেল তমিজ করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, মুযাক্কী এবং দূত যে কাজীর তরফ হতে মুযাক্কীর নিকট আসে এবং মুতারজিম (দোভাষী) এদের মধ্যে সংখ্যা যেমন দুজন বা চারজন হবে, এমন কোন শর্ত নেই। ইমাম আবু হানীফা তা'দীল এবং ইমাম আবু ইউসুফ তা'দীল এরূপই বলেছেন, তাঁদের নিকট একজন হওয়া যথেষ্ট। ইমাম মুহাম্মদ তা'দীল এর নিকট সংখ্যার শর্ত আছে এবং একজন হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং যদি বিষয়-বস্তু এমন তাতে দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন, তবে সেক্ষেত্রে দুজন যথেষ্ট। আর যেক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন

www.nagorikpathagar.org

হয়, সেক্ষেত্রে চারজন যথেষ্ট। শাহাদাতের ক্ষেত্রে আদালত, বুলুলিয়াৎ এবং দৃষ্টিশক্তি শর্ত এবং মাহদুদুল কজফ না হওয়াও শর্ত। জাহের বেওয়ায়েত অনুযায়ী ইজমা' অনুসারে আযাদ হওয়াও শর্তরূপে গণ্য। আর যদ মাশহুদ আলাইহ মুসলমান হয়, তবে এজমা' অনুযায়ী ইসলামও শর্ত এবং এই কথার উপরও এজমা' হয়েছে যে, শাহাদাত (সাক্ষ্যদান করা) উচ্চারণ করা শর্ত নয়। সংখ্যার বিতর্ক গোপন তা'দীলের মধ্যে। যদি প্রকাশ্য তা'দীল হয় তবে এজমা' অনুসারে সংখ্যায় শর্ত নেই। আবু আলী নাসফী (রহঃ) ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, গোপন তা'দীলে তার নিকট সংখ্যা নয়। দোভাষী যদি অন্ধ হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম হতে বর্ণিত আছে যে ঐ ব্যক্তির দোভাষী হওয়া জায়েয নয়। কেননা অন্ধ হওয়া সমালোচনার শিকার। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অন্ধ ব্যক্তির দোভাষী হওয়া জায়েয।

কোন মহিলার নির্ভরশীলা এবং আযাদ হওয়া দোভাষী হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের যোগ্যতার অনুরূপ। ছাহেবাইনের নিকট আওরাতের দোভাষী হওয়া জায়েয। এই হুকুম মাল-সামান ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেখানে আওরাতের সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েযয। আর যেখানে তাদের সাক্ষ্য কবুল হয় না সেখানে তাদের দোভাষী হওয়াও জায়েয নয়। কিতাবুল আকজিয়্যায় বর্ণিত আছে যে, যদি মুযাক্কী সাক্ষীদের তা'দীল করার ইচ্ছা করে তবে তাদের এরূপ বলা উচিত যে, তারা বলবে ঐ লোক অআদেল ও নির্ভরশীল এবং উহাদের প্রদান করা জায়েয। ঐ কিতাবে আরও লিখিত আছে যে, এরূপ বাক্য তা'দীল করার ক্ষেত্রে স্পষ্টতর। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুআদ্দিল সাক্ষীদের অবস্থা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট হতে জেনে নিবে। তবে শর্ত এই যে, সাক্ষীগণ এবং তাদের প্রতিবেশিদের মধ্যে যেন প্রকাশ্য শত্রুতা না থাকে এবং একে র উপর অন্যের অধিক পরিমাণে এহসান না থাকে। ইমাম আবু আলী নাফসী (রহঃ) ইহাই গ্রহণ করেছেন এবং ইহা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন। আর যদি সাক্ষীদের এরূপ কোন প্রতিবেশি না পাওয়া যায় যার দ্বারা তা'দীল হতে পারে। তবে সাক্ষীদের মহল্লাবাসীদের নিকট হতে জেনে নিবে। আর যদ তারা সকলেই অনির্ভরশীল হয় তবে খবরাদির উার নির্ভর করবে। যদি ঐ ব্যক্তি প্রতিবেশি এবং মহল্লাবাসী ছাড়া অন্যান্য লোক হতে জেনে নিবে।

ষোলতম পরিচ্ছেদ

বিচারক কখন আদেলের নিকট অর্পণ করবে এবং কখন করবে না এর বিবরণ

যদি কোন মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে এরূপ দাবী করে যে, সে তাকে তালাক দিয়েছে। আর বিচারকের নিকট দরখাস্ত করে যে, আমাকে কোন আদেলের নিকট অর্পণ করা হোক যেন আমি সাক্ষী উপস্থিত করতে পারি। তবে বিচারক দেখবেন যে, তালাক কোন প্রকার। যদি তালাক রাজয়ী হয়, তবে স্ত্রী এবং স্বামীর মধ্যে জুদায়ী করবে না। কেননা রাজয়ী তালাক দ্বারা বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যায় না। আর যদি তালাক বায়েন হয় এবং আওরাত বলে যে, অআমার একটি সাক্ষী অনুপস্থিত, সে শহরে বর্তমান নাই, তা হলেও এই হুকুম হবে যে, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা করবে না। আর যদি আওরাত বলে যে, আমার এক সাক্ষী শহরে আছে, তবে যেই সাক্ষী তার উপস্থিত, সে যদি ফাসেক হয়, তা হলেও এরূপ হুকুম হবে। কেননা ফাসেকের সাক্ষ্য হুক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ কোন ক্ষেত্রেই মকবুল হয় না; সুতরাং তার সাক্ষ্য দেওয়া এবং না দেওয়া একই সমান। আর যদি এই সাক্ষী আদেল হয় তবে কাজী আওরাতকে তিন দিনের সময় দিবে এবং তার ও তার স্বামীর মধ্যে জুদায়ী করে দিবে। ইহাই উত্তম। জামে' কিতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি কোন আদেল ব্যক্তির সাক্ষ্য দেয় তবে কাজী স্বামীকে ঐ আওরাতের নিকট যেতে নিষেধ করবে। ইহা এস্তেহাসনান হুকুম। যদি মহিলা দুজন সাক্ষী কায়েম করে উহাদের একজন তালাকে বায়েন অথবা তিন তালাকের

উপর সাক্ষ্য দেয় তবে এই ছুরতটির কথা আছর কিতাবে বর্ণিত নেই। জামে' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, স্বামীকে ঐ স্ত্রীর নিকট যেতে এবং মহিলার সাথে খেলাওয়াতে ছহীহা করতে বারণ করবে, যখন পর্যন্ত আদালত সাক্ষীদের নিকট হতে ঘটনা জেনে নিতে মশগুল থাকে এবং এই হুকুম এস্তেহাসান হবে। আর কাজী ঐ মহিলাকে তার স্বামীর গৃহ হতে বের করবে না কিন্তু তার সাথে এক নির্ভরশীল ও আমানতদার মহিলা নিযুক্ত করে দিবে যেন স্বামী তার নিকট আসতে চাইলে তাকে বারণ করতে পারে যদিও ঐ মহিলার স্বামী আদেল হয় এবং উক্ত আমানতদার আওরাতের খোর-পোষ বাইতুল মাল হতে মিলবে। তারপর যদি আওরাতের দাবীর উপর আদেল সাক্ষী পাওয়া যায় এবং তাদের সাক্ষ্য দ্বারা আওরাতের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়, তখন কাজী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জুদায়ী করে দিবে। আর প্রমাণিত না হলে স্বামীর নিকট ঐ মহিলাকে ফেরত দিয়ে দিবে।

যদি মামলার বিচারে দীর্ঘদিন গত হয় এবং মহিলা কাজীর নিকট খোর-পোষ তলব করে তবে কাজী ঐ মহিলার মাসিক খরচ বাবত একটি পরিমাণ ধার্য করতঃ তা স্বামীর নিকট হতে দেওয়াই দিবে ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) আছল কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন দাসী অথবা গোলাম এরূপ দাবী করে যে, মালিক আযাদ করে দিয়েছে এবং তাদের সাক্ষী উপস্থিত নেই, তবে কাজী মালিক এবং ঐ দাসী বা গোলামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা করে দিবে না যদিও একজন সাক্ষী উপস্থিত করে। আর যদি ঐ দাসী বা গোলাম বলে যে, দ্বিতীয় সাক্ষী শহরে বর্তমান নেই। তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। আর যদি তারা বলে যে, দ্বিতীয় সাক্ষী শহরে আছে এবং যেই সাক্ষী উপস্থিত আছে সে ফাসেক তা হলেও পূর্বোক্ত হুকুম হবে। তবে যদি উপস্থিত সাক্ষী আদেল হয় তা হলেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিক এবং উহাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই হুকুম গোলামের ক্ষেত্রে ছহীহ আর সাক্ষীর ক্ষেত্রে যদি আছল কিতাবের রেওয়ায়েত অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে জুদায়ী করে দেওয়া হয় তবে তাই উত্তম হয় এবং জামে' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, পরস্পরের মধ্যে আলাদা করে দেয়াই উত্তম।

যদি অজ্ঞাত পরিচয় দুইজন সাক্ষী কায়েম করা হয় তবে সেক্ষেত্রে মালিক ও গোলামের মধ্যে আলাদা করে দিবে যখন পর্যন্ত না সাক্ষীদের আদালাত উত্তরূপে প্রকাশ পায়। দাসীর ক্ষেত্রে এরূপ হুকুম অবশ্যই জারী হবে। আর গোলঅমের ক্ষেত্রে ইহা এরূপ অবস্থায় জারী হবে যখন গোলামের পক্ষ হতে এরূপ ভয় থাকে যে, মালিখ তার প্রাণ বিনষ্ট করবে। নতুবা ইহা প্রকাশ্য যে, গোলাম এই মালিকের ক্ষেত্রে জুদায়ী করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, আওরাত অর্থাৎ দাসীর জন্য পৃথক করার ছুরত এই যে, দাসীকে কোন এক নির্ভরশীলা আওরাতের নিকট সোপর্দ করে দেয়া হবে। কিন্তু তাকে গৃহ হতে বের করা হবে না। যদি দাসী খোর-পোষ তলব করে তবে মালিককে হুকুম করা হবে যে, উহার খোর-পোষ দিয়ে দাও। যদি এভাবে দাসী মালিকের নিকট হতে একমাস পর্যন্ত খোর-পোষ নেয় তারপর দাসীর সাক্ষী গায়রে আদেল সাব্যস্ত হয় এবং দাসী তার মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দেওয়া হয় তবে মালিক দাসীর নিকট হতে তার দেওয়া খোর-পোষ ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি সাক্ষী আদেল সাব্যস্ত হয় এবং যদি মালিক দাসীকে খোর-পোষ এহসান হিসেবে দিয়ে থাকে বা মালিকের গৃহ হতে যে কোনভাবেই নিয়ে থাকে তবে তার মেহ্নাল ব াআনে র বদলাস্বরূপ দাসীর নিকট হতে মালিক কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি কাজী মালিক র নিকট হতে জবরদস্তিমূলকভাবে কিছু আদায় করে দিয়ে থাকে তবে মালিক তা ফেরত নিবে।

যদি উভয় সাক্ষী ফাসেক হয় তবে দাসীকে পৃথক করে দেয়া হবে। কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রেওয়ায়েত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী গোলামকে পৃথক করা হবে এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী পৃথক করা হবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি অন্যের কব্জায় রক্ষিত কোন দাসীর দাবী করল যে, সে

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত আযাদ। তবে তার তিনটি ছুরত আছে। হয়ত সে কোন সাক্ষী পেশ করল না বা হয়ত সে একটি সাক্ষী পেশ করল অথবা হয়ত সে অজ্ঞাত পরিচয় সাক্ষী পেশ করল। তবে যদি সে সাক্ষী পেশ না করে এবং হাকীমের নিকট এরূপ দরখাস্ত করে যে, সাক্ষী উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাকে আলাদা রাখা হোক। তবে কাজী তার সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করবে না। আর যদি একজন সাক্ষী কায়েম করে এবং যদি সে বলে যে, আমার নিকট এই সাক্ষী ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী নেই তবে দাসী এবং কব্জাকারীর মধ্যে আলাদা করা যাবে না। আর যদি দাসী বলে যে, আমার অন্য সাক্ষী নাই তবে দাসী এবং কব্জাকারীর মধ্যে আলাদা করা যাবে না। আর যদি দাসী বলে যে, আমার অন্য সাক্ষী শহরেই আছে অন্য বৈঠক আমি তাকে হাজির করব। তবে কিয়াসান দাসীকে আলাদা করা াবে না। এবং এস্তেহসানান আলাদা করা যাবে, এই শর্তে যে, যদি উক্ত সাক্ষী আদেল হয়। আর যদি দাসী দুইজন অজ্ঞাত পরিচয় সাক্ষী পেশ করে তবে কাজীর উচিত যে, দাসীকে একজন ছিকাহ অর্থাৎ নির্ভরশীলা মহিলার নিকট সোপর্দ করে, যে তার হেফাজত করবে যতদিন পর্যন্ত না তার অজ্ঞাত পরিচয় সাক্ষীদের হাল অবস্থা জানা যাবে।

দাসীকে কোন অবস্থায়ই কব্জাকারীর নিকট রেখে দেওয়া যাবে না। চাই ঐ ব্যক্তি আদল হোক বা গায়রে আদেল হোক এবং এই হুকুম তখন হবে যখন বাদী কাজীর নিকট এরূপ দরখাস্ত করবে যে, আমাকে কোন আদেল ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা হোক। এরূপ দরখাস্ত করা না হলে কারও নিকট সোপর্দ করা যাবে না। এবং এই হুকুম তখন হবে যখন দাসী কোন পুরুষ মালিকের কব্জায় থাকে। আর যদি কোন আওাতের কব্জায় থাকে তবে দাসীর দাবী অনযায়ী তাকে কোন আদেল ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করবে না। যদিও বাদী এরূপ দরখাস্ত করে। য দি কোন বিধবা আওরাতের উপর বিবাহে র দাবী করায় তবে কাজী তার কেফালাতের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নিবে। কোন আদেলের কব্জায় সোপর্দ করবে না। এভাবে ষিদ কোন বাকেরাহ নিজের পিতার গৃহে থাকে তবে সেইক্ষেত্রে কাজী তাকে পৃথক করবে না। এক ব্যক্তির সাথে এক আওরাত আছে। যদি ঐ ব্যক্তি এরূপ দাবী করে যে, সে ফাসেদ নিকাহর মাধ্যমে তাকে বিবাহ করেছে এবং আওরাত সাক্ষী পেশ করে, কিন্তু পুরুষ ব্যক্তির ধারণায় বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। তবে কাজী ঐ আওরাতকে আলাদা করতঃ কোন আদেল ব্যক্তির নিকট অর্পণ করবে।

এভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের কব্জায় রক্ষিত এক দাসীর উপর এরূপ দাবী করল যে, আমি এই দাসীকে ঐ ব্যক্তির নিকট বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে বিক্রি করেছি এবং সে তার এই দাবীর উপর সাক্ষী কায়েম করে। পক্ষান্তরে কব্জাকারী বক্তি বলে যে, আমি শুদ্ধ পন্থায় একে খরিদ করেছি অথবা বলে যে, আমি ইতাকে খরিদই করিনি। তবে কাজী ক্ষেত্রে দাসীকে কব্জাকারীর নিকট হতে পৃথক করে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যাদে র নিকট একটি গোলামই আছে। আমর দাবী করল যে, এটি আমার গোলাম। এই দাবীর উপ রসে এরূপ দুজন সাক্ষী উপস্থিত করল যে, কাজী তাদের পরিচয় জানে না। তবে কাজী মুদ্দাআ আলাইহি অর্থা যায়েদের নিকট হতে গোলামকে নিবে না; কিন্তু কোন ব্যক্তি গোলাম এবং মুদ্দাআ আলাইহির কেফালাত গ্রহণ করবে এবং মুদ্দাআ আলাইহকে হুকুম দেয়া যাবে যে, তুমি এই ব্যক্তিকে নিজের উকীল করে নাও। যদি গোলাম তোমার নিকট হতে গায়েব হয়ে যায়। তাকে হাজির করে দিবে; কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি জারী না হয়, তবে কাজী তাকে মঞ্জুর করবে না। নাওয়াদেরে ইবনে সেমা' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যায়েদের নিকট দাসী আছে এবং আমর দাবী করল যে, দাসীটি আমার আর সে তাকে দাবীর উপর সাক্ষী পেশ করল। সাক্ষীগণও আদেল সাব্যস্ত হল। কাজী ঐ দাসীকে মুদ্দাআ আলাইহি হতে নিয়ে কোন আদেল ব্যক্তির নিকট েখে দিল এবং ইত্যবসরে মুদ্দাআ আলাইহ ভেগে গেল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, আমি ঐ আদেল ব্যক্তিকে হুকুম দিব যে, তুমি উহার দ্বারা মজুরী করিয়ে উহার খোর-পোষের ব্যবস্থা করতে থাক।

www.nagorikpathagar.org

সতেরতম পরিচ্ছেদ

এক হাকীমের অন্য হাকীমের নিকট পত্র লিখার মাসায়েল

যদি কোন ব্যক্তি হাকীমের দরবারে এসে দরখাস্ত করে যে, অমুক শহরের অধিবাসীর উপর আমার যে হক আছে তার সাক্ষ্য শুনে নিন। উহা আপনি ঐ শহরের কাজীর নিকট লিখবেন। তবে হাকীম ঐ ব্যক্তির হক সম্বন্ধে যা বলে, হাকীম তার শুনানি গ্রহণ করবে। খাছছাফ (রহঃ) আদাবুল কাজী কিতাবে লিখিছেন যে, হাকীম অর্ধেক সাক্ষ্যের উপর ফরমান লিখে দিবে। জেনে রাখবে, হাকীমকে চিঠি লিখা ব্যাপারে কিয়াসের বিপরীত হুজ্জতে শরয়ী হয়ে গেছে। খেলাপে শরয়ী এজন্য যে, চিঠি কখনও মিথ্যা বানিয়ে নেয়া যায়। এক চিঠি অন্য চিঠির অনুরূপ হয়ে থাকে। এক সীল অন্য সীলের সাথে মিলে যেতে পারে। কিন্তু আমরা একে এজমা' মতে হুজ্জতস্বরূপ বিবেচনা করেছে। তবে কাজী মাকতুব ইলাইহির উহাতে শর্ত পেয়ে যাওয়ার সময় কবুল করবে।

শর্তগুলোর মধ্যে একটি এই যে, যখন পর্যন্ত সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণিত না হবে যে, ইহা অমুক কাজীর চিঠি তখন পর্যন্ত উহা কবুল করবে না। আর একটি এই যে, হদুদ, কেছাছ, স্থানান্তরযোগ্য মাল-সামান, কাপড়, দাসী-গোলাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইমা আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথশ কওল অনুযায়ী কাজীর জন্য চিঠি লেখা জায়েয নয়। তারপর ইমাম আবু ইইসুফ (রহঃ) তার কওল হতে প্রত্যাবর্তন করে বলেছেন যে, গোলাম ভাগার ক্ষেত্রে মাশহুদবিহিকে ইশারাহ দ্বারা মালুক করানো উচিত এবং ইশারাহ চিঠির মাধ্যমে হয় না; সুতরাং দাবী এবং সাক্ষ্যের বিশুদ্ধতা যখন উহা দ্বারা হবে না, তখন চিঠিও ঐক্ষেত্রে জায়েয হবে না। ইহা মোলকাত কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ দাবী করল যে, যয়নব ইবনে যায়েদ ইবনে আমর, যে অমুক শহরে আছে। আমার সাথে বিয়েতে আবদ্ধ হয়েছে এবং একন বিবাহ অস্বীকার করতেছে আর বিবাহের সাক্ষী এখানে মৌজুদ আছে। তবে উহাকে এবং সাক্ষীদেরকে একত্রিত করা আমা রদ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং কাজীর নিকট বলল যে, তুমি এই সম্পর্কে আমাকে আমাকে একখানা চিঠি লিখে দাও। তখন কাজীতার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে নিয়ে চিঠি লিখে দিবে। এভাবে যদি কোন আওরাত কোন গায়েব ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার দাবী করে বা কোন গায়েব ব্যক্তির বেলায়ে আযাদী অথবা বেলায়ে মাওলার দাবী করে। তা হলেও,প হুকুম হবে। এভাবে যদি নসবের দাবী করে যেমন যায়েদ বলে যে, আমার ইবনে খালেদ আমার পিতা এবং সে আমার নসব অস্বীকার করেতেছে আর আমার সাক্ষী এখানে মৌজুদ আছে যে, আমর ইবনে খঅলেদ একরার করেছিল যে, যায়েদ কার পুত্র অথবা সে যায়েদের মাতাকে বিবাহ করেছে এবং আমি তাকে ঘরে পয়দা হয়েছি আর তার সাথে নসবের দিক দিয়ে সম্পর্কিত হয়েছি। অতঃপর যায়েদ তার সাক্ষী কায়েম করল। তবে কাজী তাকে চিঠি লিখে দিবে। এভাবে যদি কেউ দাবী করে যে, দাবীদার অমুক গায়েব ব্যক্তির পিতা। আর সে তার দাবীর উপর সাক্ষী কায়েম করে এবং কাজীর নিকট চিঠি তলব করে তা হলেও কাজী তাকে চিঠি লিখে দিবে।

এভাবে যদি কেউ গায়েব ব্যক্তির ভাই অথবা চাচা হওয়ার দাবী করে তবে সেক্ষেত্রে কাজী চিঠি লিখবে না তবে যদি মীরাছ অথবা খোর-পোষ ইত্যাদির দাবী করা হয় আর প্রয়োজনীয় সাক্ষী পেশ করা হয় তবে কাজী চিঠি লিখবে। যদি কোন পুরুষ অথবা আরাত কোন পুত্র অথবা কন্যার দাবী করে এবং বলে যে, উহার নসব আমারে উভয় হতে তা পুপরিচিত এবং সে এখন অমুক শহরে অমুক ইবনে অমুক গায়েবের নিকট আছে এবং সে তাকে গোলাম মনে

www.nagorikpathagar.org

করতেছে এই কথার উপর যদি তারা সাক্ষী পেশ করে এবং এবং ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট নসবের ক্ষেত্রে যদিও কাজী চিঠি লিখে কিন্তু এক্ষেত্রে লিখবে না। মোটকথা যদি সন্তানের দাবীর সাথে গোলাম বানাবার দাবী থাকে তবে চিঠি লিখবে না। কিন্তু যখন এরূপ দাবী হয় যে, সে আমার পুত্র এবং অমুক ব্যক্তি তাকে গছব করে নিয়েছে। তবে সর্বসম্মতভাবে কাজী চিঠি লিখবে। আর গৃহ ইত্যাদির দাবীর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে প্রত্যেকের নিকটই চিঠি লিখে দিবে। চাই ঐ গৃহ মুদ্দা আলাইহির শহরে হোক অথবা অন্য কোন শহরে।

এই যুগে কাজীদের এরূপ প্রচলন আছে যে, চিঠি দাবীদারের নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং ইহাই আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল এবং শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) এর কওলের উপরই ইহাতে উক্ত ফতোয়া দেওয়া পছন্দনীয়। নেহায়াহ কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট চিঠির বিষয়বস্তু সাক্ষীদের সাক্ষ্যের অনুরূপ হওয়া শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে, তখন কাজীর উচিত ঐ চিঠির একটি অনুলিপি সাক্ষীদের নিকট হস্তান্তর করবে। এমত ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর সতর্কতার নিদর্শন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এক্ষেত্রে আসানীর পথ অবলম্বন করেছেন। ইমাম আজম এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট একটি শর্ত এই রয়েছে যে, এরূপ পত্রের শিরোনাম থাকতে হবে- যেমন, এই চিঠি অমুকের পুত্র অমুক কাজীর তরফ হতে অমুকের পুত্র অমুক কাজীর নিকট। ইহা না লিখে যদি কাজী শুধু এরূপ লিখে যে, আফানাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে এবং তোমাদেরেক ক্ষমা করুন। এরপরই চিঠির বিষয়বস্তু লিখে তা পাঠিয়ে দেয়। তবে কাজী ঐ চিঠি কবুল করবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, কাজীর চিঠির মধ্যে শিরোনাম লিখা শর্ত নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট চিঠির ক্ষেত্রে শর্ত শুধু এই যে, সাক্ষীদের এরূপ সাক্ষ্যসহ অমুকের পুত্র অমুক কাজী তোমার নিকট এই চিঠি পাঠাল। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী শিরোনাম লিখ শর্ত সাব্যস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বর্ণনা করতেছি যে, যদি উহা চিঠির ভিতরে এবং বাইরে লিখে দেওয়া হয় তবে কাজী ঐ চিঠি অনুসারে কাজ করবে। আর যদি শুধু ভিতরে লেখা হয় তা হলেও কাজী উহার উপর আমল করবে। আর যদি শুধু বাইরে লিখা হয় তবে উহার উপর আমল করবে না। কিন্তু আমাদের কোন কোন মাশায়েখ শিরোনাম শুদু বাইরে লিখাই যথেষ্ট মনে করেছেন। মুহীত কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে। দি কাজী চিঠিতে শুধু এরূপ লিখে যে, এই চিঠি অমুক শহরে কাজীর নিকট পৌছিবে আর ঐ শরহে যদি শুধু কাজী একজনই থাকে তা হলে ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট তাই ছহীহ হবে। কিন্তু যদি কাজী একাধিক থাকে তবে ছহীহ হবে না।

কাজীর চিঠি লিখার নিয়ম এরূপ হওয়া উচিত। যদি কাজী বাদীকে ও তার চেহারা-ছুরাত, নাম-ধাম, উপস্থিত হয়েছে এবং আমিও এজলাসে উপস্থিত আছি। আর ইবনে অমুকের তরফ হতে আমি কাজা জারী কারক। যেরূপ লিখার প্রচলন আছে বাদীর কবিলা এবং হুলিয়া ইত্যাদিও উল্লেখ করবে। ইহা নেহায়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে ছহীহ এই যে, আমার বিচারের মজলিসের কথাটি লিখ শর্ত নাই। শুধু এরূপ লিখ শর্ত যে, অমুক শহরের বিচারের এজলাসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যদি শহরে একাধিক কাজী থাকে এক্ষেত্রে আমার এজলাসে খতাটি লিখতে হবে। ইহা মোলতাকাত কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি কাজী বাদীকে না চিনে তবে সাক্ষীদের নিকটতার পরিচয় গ্রহণ করতঃ এরূপ লিখবে যে, বাদী আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছে এবং অমুক ইবনে অমুক তার নাম বলেতেছে, আমি তাকে চিনিনা সাক্ষীদের মাধ্যমে তাকে চিনে নিয়েছি। ইহার সাথে যদি কাজী সাক্ষীদের নাম-পরিচয়ও উল্লেখ করে দেয়

www.nagorikpathagar.org

তবে উত্তম আর যদি তা উল্লেখ না করে শুধু এরূপ লিখে যে, সাক্ষী আদেল আমি তার আদালত সম্পর্কে জেনে নিয়েছি এবং সাক্ষীকে তা'দীলও করা হয়েছে তবে জায়েয হবে।

এক কাজীর এজলাস হতে অন্য কাজীর এজলাসের দূরত্ব যদি কম হয় তবে এক কাজীর অন্য কাজীর দূরত্ব এই পরিমাণ হয় যে প্রাতঃকালে রওয়ানা হয়ে কাজীর দরবারের কাজ রেকে ঐ দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারে তবে চিঠি লিখা জায়েয হবে না। আর যদি তা না পারে তবে জায়েয হবে এবং ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা সিরাজিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট যখন চিঠি উপর কাজীর মোহর থাকবে না তখন তা কবুল করা যাবে না এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, চিঠির উপর মোহর না থাকলে ঐ চিঠির উপর সাক্ষ্য প্রদান করা জায়েয নয়। তবে ফকীহ আবুবকর রসাজী (রহঃ) এবং ইমাম শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, চিঠির উপর মোহর বা থাকা সত্ত্বেও ইহা কবুল করা অনেকেরই কওল। কেননা এরূপ ঘটনা হয়ে থাকে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

আঠারোতম পরিচ্ছেদ
বিচারক নিয়োগ করার মাসায়েল

বিচারক মনোনীত করার অর্থ এই যে, বাইরের কোন ব্যক্তিকে বাদী এবং বিবাদী নিজেদের মামলা মীমাংসা করার জন্য উভয়ের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করে নেয়া। এই ব্যক্তি তাদের উভয়ের মধ্যে হাকীমস্বরূপ হবে। পক্ষান্তরে, এই ব্যক্তিকে মীমাংসাকারীও বলা যাবে। বিচারক যেরূপ পক্ষদ্বয়ের উপর বিচারকারী এই ব্যক্তি তদ্রূপ তাদের মধ্যে মীমাংসাকারী। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। জেনে রাখবে যে, মীসাংসাকারী বা বিচারক নিযুক্ত করা জায়েয আছে। তবে শর্ত এই যে, যেই ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করা হবে তার সাক্ষ্য দানের উপযুক্ততা থাকতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষীদের ক্ষেত্রে যেই শর্তসমূহ আছে এই ব্যক্তির মধ্যেও তা থাকতে হবে। যদি কোন ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী মনোনীত করার সময় সে সাক্ষ্য দানের যোগ্য না থাকে তারপর সে যখন মীমাংসা করবে তখন যদি যোগ্য হয়ে যায় যেমন সেই ব্যক্তি গোলামছিল তারপর আযাদ হয়ে গিয়েছে অথবা যিম্মি ছিল তারপর মুসলমান হয়েছে । এই অবস্থায় সে কোন হুকুম দিলে তা জারী হবে না।

বিচারকের হুকুম এবং এক যিম্মি এক মুসলমান এবং আর একজন যিম্মিকে সালিস নিয়োগ করে তবে যদি উভয়ে মুসলমনের পক্ষে যনি ব্যক্তির উপর হুকুম দেয় তবে জায়েয হবে। আর যদি উভয়ে যিম্মির পক্ষে মুসলমানের উপর হুকুম দেয় তবে জায়েয হবে না। যেমন নাকি যদি এক গোলাম এবং এক আযাদ ব্যক্তিকে সালিস নিয়োগ করা হয় তবে জায়েয হবে না। কেননা গোলামের হুকুম নাজায়েয। তখন আযাদ ব্যক্তি একা থেকে যায় অথচ বাদী-বিবাদী উভয়ের হুকুমের উপর রাজী ছিল; সুতরাং একজনের হুকুম দেয়া জায়েয হবে না।

দুই যিম্মি ব্যক্তি এক যিম্মি ব্যক্তিকে সাল নিযুক্ত করল। তারপর সে ফায়ছালা করার পুর্বে মুসলমান হয়ে গেল। তবে ঐ সালিসই থেকে যাবে।

উনিশতম পরিচ্ছেদ
ওকালাত, ওয়ারিছাত এবং করজ ছাবিত করার বিবরণ

যদি কেউ এরূপ দাবী করে যে, আমাকে এক ব্যক্তি এজন্য উকীল করেছ যে, কুফায় তার যত রকমের হক আছে, চাই তা যে, কোন ব্যক্তির নিকট পাওনা হোক না কেন, উহা তলব করব এবং এর উপর কব্জা করব, যদি কেউ না

www.nagorikpathagar.org

দেয়, তবে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করব এবং তার ওকালাতের উপর সে সাক্ষী পেশ করে এবং মুয়াক্কিল উপস্থিত না থাকে এবং ওকালাতের দাবীদার নিজের সাথে এমন কোন লোক না আনে যার উপর মুয়াক্কিলের কিছু হক আছে। শুধু সে নিজের ওকালাত ছাবেত করতে চাই তবে কাজী কোন বিবাদীকে হাজির করা ব্যতীত ঐ ব্যক্তি সাক্ষীর শুনানী গ্রহণ করবে না। যদি সে নিজের সাথে এমন কোন কোন লোক নিয়ে আসে, যার নিকট মুয়াক্কিলের হক দাবী করে এবং সে ব্যক্তি তার একরার করে বা এনকার করে, তবে উভয় ছুরতে কাজী এর ওকালাতের সাক্ষ্য শুনে তার ওলাকাত জারী করে দিবে। তারপর যদি সে আবার অন্য কোন কর্জদারকে পেশ করতঃ তার নিকট উহা দাবী করে, তবে তার ওকালাত প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয়বার সাক্ষী পেশ করার প্রয়োজন হবে না।

যদি কোন কাছ ব্যক্তি নিকট যে হক আছে তা তলব করার জন্য উকীল করা হয় তবে ওকালাতের সাক্ষী কাজী ঐ ব্যক্তির সম্মুখেই শুনবে। যদি তার কোন খাছ ব্যক্তির নিকট যা কিছু হক তাকে তা তলব করার জন্য উকীল করা হয় এবং সে উপস্থিত হয়ে কোন কাছ ব্যক্তির উপর সাক্ষী কায়েম করে তারপর ওকালাতের উপর সাক্ষী পেশ করে তারপর অন্য ব্যক্তিকে নিয়ে আসে যে, আমি এই ব্যক্তিকে নিজের সমস্ত হক তলব করার জন্য এই ঐ ব্যাপারে অভিযোগ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছি। এই সময় যদি তাদের দুই জনের সাথে এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তি না থাকে যার উপর মুয়াক্কিলের কিছু পাওনা আছে। তবে যদি কাজী ময়াক্কিলকে চিনে এবং জানে যে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক কবিলার লোক, তবে কাজী ওকালাত কবুল করে উকীলের নাম জারী করে দিবে। অতঃপর যদি উকীল কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করে উহার উপর মুয়াক্কিলের হক দাবী করে এবং মুয়াক্কিল অনুপস্থিত থাকে, তবে উকীলই উহার বাদী হবে। আর যদি কাজী মুয়াক্কিলেক নিচে এবং জানে যে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক কবিলার লোক, তবে কাজী ওকালাত কবু লকরে উকীলের নাম জারী করে দিবে।

অতঃপর যদি উকীল কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করে উহার উপর মুয়াক্কিলের হক দাবী করে এবং মওয়াক্কিল অনুপস্থিত থাকে, তবে উকীলই উহার বাদী হবে। আর যদি মুয়াক্কিলকে কাজী না চিনে তবে তার কথার দ্বারা ওকালাত কবুর করবে না। ইহা আদাবুল কাজী কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) আদাবুল কাজী দাবী করল যে, ইহার উপর মাখযুমী নামক একব্যক্তি যে অমুকের পুত্র তার একহাজার দেরহাম পাওনা আছে। মূলতঃ উহা আমার মাল এবং অমুকের পুত্র অমুক মাখযুমী যার নামে মালটি পাওনা আছে সে-ই ইহা স্বীকার করেছে যে, ইহা আমার মাল, তার নয়। তার নামটি শুধু প্রকাশ করা হয়েছে। সে আমাকে এই মালের উপর কব্জা করতে এবং ইহার দাবী কররেত উকীল নিযুক্ত করেছে। তবে কাজী এই বিষয়ে বিবাদীর নিকট জিজ্ঞাসা করবে। যদি সে এইসব কথা একরার করে তবে কাজী হুকুম দিবে যে, মাল এই বাদীকে দিয়ে দাও। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) এই মাসয়ালায় এরূপ শর্ত আরোপ করেছেন যে, বাদী দাবী করবে যে, যার নামে মাল আছে সে অআমাকে এই মাল কব্জা করার জন্য উকীল করেছে এবং তিনি ইহা জাহের রেওয়ায়েত বলেছেন।

ইমা আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহা শর্ত নয়; বরং শুদু বিবাদীর এই একরারের উপর যে এই মাল অমুক ব্যক্তির নামের উপরে হলেও ইহা এই বাদীর, এই হুকুম দিয়ে দেওয়া যাবে। যদি বিবাদী ঐরূপ দাবী স্বীকার করে নেয় এবং ঐ স্বীকৃতি অনুযায়ী কাজী মাল বাদীকে দিয়ে দেয়, তবে এই হুকুম ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর জারী হবে না। যখন পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে এই কথা এনকার করে। যকন ঐ ব্যক্তি এসে বাদীর দাবী স্বীকার করবে তখন বাদী তার নিজের মাল নিতে পারবে। আর যদি বিবাদী বাদী রসমস্ত দাবী অস্বীকার করে এবং বাদী কাজীর নিকট দরখাস্ত করে যে, একে কসম করানো হোক। তখন কাজী বাদীকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার নিকট তোমার

www.nagorikpathagar.org

দাবীর পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি না যে, যার নামে মাল অআছে সে এই মাল তোমার বলে একরার করেছে এবং সে তোমাদের এই মাল কব্জা করার জন্য উকীল করেচে। তারপর কিতাবে উল্লিখিথ দাবীর উপর সাক্ষী পেশ করা শর্ত হয়েছে এবং উল্লেখ্য যে, অভিযোগ ছাবেত্ত হওয়ার জন্য ইহা শর্ত নয়। শর্ত শুধু এই যে, ওকালাতের জন্য সাক্ষী পেশ করবে।

সুতরাং কাজী বাদীর নিকট ওকালাতের সাক্ষী তলব করবে। অতঃপর উহার দুটি ছুরত আছে। যদি সে নিজের উকীল হওয়ার সাক্ষী পেশ করে, তবে তার বাদী হওয়া জায়েয হয়ে যাবে। তারপর কাজী দাবীর অনুরূপ মালের সাক্ষী তলব করবে। যদি সে সাক্ষী পেশ করে তবে তার নিকট হতে মাল নিয়ে নিবে এবং এই হুকুম অনুপস্থিত ব্যক্তির উপরও জারী হবে। এমনকি যদি ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয় এবং ঐ ব্যক্তিকে উকীল করা অস্বীকার করে তবে সে নিজের মাল বিবাদীর নিকট হতে নিতে পারবে না। আর যদি বাদীর নিকট মাল থাকার সাক্ষী না থাকে এবং সে বিবাদীর নিকট কসম তলব করে তবে কাজী তার নিকট হতে এভাবে কসম নিবে যে, ওয়াল্লাহি অমুকের পুত্র অমুক মাখযুমীর এই মাল যা অমুক বাদী উল্লেখ করেছে। আমার উপর তা প্রযোজ্য নয় এই হুকুম ঐ ছুরতে হবে, যখন বাদী নিজের ওকালাতের সাক্ষী পেশ করে।

অর যদি তার নিকট ওকালাতের সাক্ষী না থাকে এবং সে কাজীর নিকট বলে যে, বিবাদী একথা জানে যে, আমাকে অমুকের পুত্র অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি এই মালের উপর কব্জা করার জন্য উকীল করেছে। তখন কাজী বিবাদীর নিকট হতে এরূপ কসম করাবে। যেরূপ বাদী উল্লেখ কচ্ছে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) আদাবুল কাজী কিতাবে এইরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মাশায়েখগণ এই ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এরও কওল। কিন্তু খাছছাফ (রহঃ) এর অস্মরণজনিত কারণে শুধু ছাহেবাইনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) ও উল্লিখিত মত গ্রহন করেছেন। আবার কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, বিবাদীর নিকট হতে কম লওয়া উচিত নয় এবং এই কওলকে শাসসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তারপর যখন বিবাদীর নিকট হতে কসম নেয়া এবং সে কসম করে তবে বিবাদ মিটিয়ে যায়। আর যদি সে কসম এনকার করে তবে তা ওকালাতের একরার হয়ে যায়; সুতরাং এই একরার অনুযায়ী কাজী ওকারাতের হুকুম দিয়ে দিবে এবং বিবাদীর নিকট হতে মাল নিয়ে উকীল অর্থাৎ বাদীকে দিয়ে দিবে।

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ দাবী করে যে, অমুকের পুত্র অমুক হাশেমী আমাকে উকীল করেছেন; সুতরাং যায়েদের নিকট যা তার পাওনা আছে তা আমি আদায় করব এবং যায়েদের নিকট ঐ ব্যক্তির এক হাজার দরহাম পাওনা আছে। বিবাদীর নিকট ঐ ব্যক্তির এক হাজার দেরহাম পাওনা আছে। বিবাদী যায়েদ ঐ ব্যক্তির উকীল হওয়া স্বীকার করল, কিন্তু মাল স্বীকার করল না। তখন বাদী ইচ্ছা করল যে, যায়েদের নিকট ঐ ব্যক্তির যেই মাল আছে তা ছাবেত করার জন্য সাক্ষী পেশ করবে। তবে তার মালের ব্যাপারে এই ইখতিয়ার হাছিল হবে না। অবশ্য সে কসম দ্বারা বা একরার দ্বারা মাল নিতে পারে। যদি বিবাদী কসম করে তবে বিবাদ মিটিয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের সঙ্গে কোন একটি লোককে নিয়ে এসে কাজীকে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এজন্য উকীল করেছেন যে, এই ব্যক্তির নিকট তার যে কর্জ পাওনা আছে আমি তার বাদী হহব এবং এই ব্যক্রি নিকট হতে আদায় করব। আর তার এই ব্যক্তির নিকট যে সকল মুঈন মাল গচ্ছিত আছে তা নিয়ে নিব। বিবাদী যদি তার এসব দাবীর তাছীক করে তবে তাকে হুকুম দেয়া যাবে যে, তোমার নিকট যে ক র্জ আছে তা

এই ব্যক্তির নিকট দিয়ে দাও এবং মুঈন মালের কোন হুকুম করবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে কাজীর নিকট উপস্থিত করে এরূপ দাবী করল যে, অমুকের পুত্র অমুক মাখযুমীর এই লোকটির উপর একহাজার দেরাম পাওনা আছে, সে আমাকে বাদী হয়ে এর নিকট হতে মাল আদায় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করেছ একথা বলে লোকটি তার উকীল হওয়ার সাক্ষী পেশ করবে তখন পর্যন্ত আমি উহার মালের সাক্ষী শুনব না আর যদি সে একই সাতে ওকালাত এবং মাল উভয়ের সাক্ষ্য দেয় তবে ওকালাতের হুকুম দিব এবং মালের সাক্ষ্য দিব এবং কর্জ মালের উপর দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য গ্রহন করা প্রয়োজনীয় নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) পরিষ্কারভাবে এক্ষেত্রে কোন কিছু বর্ণনা করেন নি। তবে যা বলেছেন তাতে বুঝা যায় যে, তার নিকট উভয়ের হুকুম দেয়া যাবে। প্রথম ওকালাতের হুকুম দিবার ক্ষেত্রে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সাক্ষ্য শুনার ক্ষেত্রে ত্যরতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখার তেমন প্রয়োজন নেই এবং ইহা এস্তেহসানান হুকুম।

ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়াসের প্রজোনীয়তা হেতু আমি কিয়াস গ্রহণ করেছি এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) মানুষের প্রয়োজনীয়তার কারণে এস্তেহসানান হুকুমকে গ্রহণ করেছেন এবং ফতোয়া এরই উপর। এভাবে যদি কোন অছী কর্জ এবং অছিয়তকৃত মাল উভয় সম্পর্কে একই সাথে সাক্ষী পেশ করে অথবা ওয়ারিছ নিজের নসব এবং মুরাছের মৃত্যু এবং কর্জের একই সাথে সাক্ষী পেশ করে তা হলেও উল্লিখিতরূপে মতভেদ থাকে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তির উকীলের উপর সাক্ষী পেশ করা হয় এবং সে গায়েব হয়ে যায় আর মুয়াক্কিল নিজে হাজির হয় অথবা যদি ইহার বিপরীত হয় কিংবা মুরাছের উপর তার জীবদ্দশায় সাক্ষী পেশ হয় তারপর সে মরে যায় এবং তার ওয়ারিছ হাজির হয় অথবা ওয়ারিছের উপর সাক্ষী কায়েম হয় এবং গায়েব হয়ে যায় আর অন্য ওয়ারিছ হাজির হয় তবে এসব ছুরতে যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বা উপস্থিত হয়, তার উপর প্রথমবারের সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর হুকুম দিয়ে দেয়া যাবে। যদি দি কোন ব্যক্তি কাউকে ও কাজীর সামনে উপস্থিত করতঃ ঐ ব্যক্তির উপর দাবী করে যে, অমুক ব্যক্তি যে আমার পিতা ছিল মরে গিছে এবং সে আমাকে ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিছ রেখে যায় নি। আমার সেই মৃত পিতার এই ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ মাল পাওনা আছে। তবে এই মাসয়ালায় দুটি ছুরত আছে। একটি ছুরত এই যে, কর্জের দাবী করতে অথবা কোন মুঈন মালের দাবী করবে যা বিবাদীর নিকট আছে। বাদী বলবে যে, ইহা আমার পিতার ছিল। এই ব্যক্তি তার নিকট হতে গছব করে নিয়েছে। অথবা এই ব্যক্তির নিকট আমার পিতা গচ্ছিত রেখেছিল।

দ্বিতীয় ছুরত এই যে, বাদী এসব বিষয় কিছু বলবে না। সে দাবী করবে যে, আমার পিতার মাল-সামান আছে। সে আমার জন্য মীরাছস্বরূপ রেখে গেছে এবং উহার ওয়ারিছ আমি ব্যতীত আর কেউ নেই। তবে কাজী বিবাদীর নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। বিবাদী যদি কাধীর এসব দাবী একরার করে নেয় তবে ভাল কথা। কাজী তাকে হুকুম দিবে যে, কর্জ এবং মুঈন মাল সব একে সোপর্দ কর।

আর যদি বিবাদী অস্বীকার করে এবং বাদী নিজেরদাবীর উপর সাক্ষী পেশ করে তবে তা মকবুল হবে এবং বিবাদীকে কর্জ ও মুঈন মাল সমস্তই বাদীর নিকট পোসর্দ করতে বলা হবে। তবে ওয়াজিব এই যে, প্রথম বাদী নিজের পিতার মৃত্যু এবং নিজের নসব ছাবেত করবে এবং তজ্জন্য সাক্ষী পেশ করবে। তাতে তার অভিযোগ ছহীহ হবে। তারপর মালের উপর সাক্ষী পেশ করবে। আর যদি বাদীর নিকট সাক্ষী না থাকে এবং সে বিবাদীর নিকট নিজের দাবী সম্বন্ধে কসম তলব করে, তবে খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের কোন কোন মাশায়েখ এরূপ রেওয়ায়েত করেচেন যে, বিবাদীর নিকট হতে কসম নেয়া যাবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, একটি রেওয়ায়েত কসম নেয়া

www.nagorikpathagar.org

যাবে বলেও বর্তমান আছে। তবে তিনি একথা উল্লেখ করেন নি যে, ঐ বর্ণনাটি কে এনেছে। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, প্রথম কওলটি ইমাম আজম (রহঃ) এর এবং দ্বিতীয় কওল ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কসম নেয়াই সব ইমামের কওল এবং ইহাই বিশুদ্ধ। অন্য একস্থানে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) প্রথমে কসম না নেয়ার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তারপর তিনি প্রত্যাবর্তন করতঃ কসম নেয়ার পক্ষাবলম্বী হয়েছিলেন। কসম নেয়ার ছুরত এই যে, ওয়াল্লাহি এই ব্যক্তি আমার উপর যেই মালের দাবী করতেছে এবং যেই কারণে দাবী করেছে তার কিছুই সত্য নয়। আর যদি বাদী মাল ব্যতীত মৃত্যু এবং নসব ছাবেত করার জন্য সাক্ষী কায়েম করে তবে বিনা মতভেদে বিবাদীর নিকট হতে কসম নেয়া যাবে আর যদি মৃত্যু ও নসব বতীথ মালের উপর সাক্ষী কায়েম করে তবে মকবুল হবে না। আর যদি মৃত্যু ও মাল ব্যতীত নসবের সাক্ষী পেশ করে তা হলেও কবুল হবে না। উল্লেখ্য যে, যদি বিবাদী বাদীর সমস্ত বাদী স্বীকার করে নেয় এবং তার উপর হুকুম জারী করা হয় যে, কর্জ অথবা মুঈন মাল বাদীর নিকট সোর্পদ কর, তবে এই হুকুম বাদীর পিতার ক্ষেত্রে জারী হবে না। এমনকি যদি তার পিতা জীবিত বলে প্রকাশ পায় তবে সে বিবাদীর নিকট হতে নিজের মাল নিয়ে নিতে পারে এবং বিবাদী বাদীর অর্থাৎ পুত্রের উপর দাবীদার হবে। আর যদি বিবাদী বাদীর পিতার মৃত্যু এবং তার ওয়ারিছ হওয়ার একরার করে ও মালের একরার না করে তবে সেক্ষেত্রে কসম নেয়া যাবে না এবং এই কওল ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর। যেমন শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু ব্যক্তির ত্যাজ্য বস্তুর উপর কর্জের দাবী করে, তবে কাজী বাদীর নিকটহতে কোন ওয়ারিছের দাবী করা ব্যতীত সমস্ত কর্জ উছুল পাওয়ার কসম নিবে না এবং ইহা ইমাম অআজম (রহঃ) এর মত। খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উহা ছাহেইনের কওল এবং খাছছাফ (রহঃ) ও এই কওল অবলম্বন করেছেন। খানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ওয়ারিছ বিবাদী নিজের পিতার উপর কর্জ থাকার একরার করে অতবা যখন তার দ্বারা কসম নেয়া হয় তা সে এনকার করে এবং এভাবে যদি তার দ্বারা একরার প্রমাণ হয় কিন্তু ঐ একরারের পর সে বলে যে, আমার পিতার পরিত্যাজ্য বস্তুর মধ্যে আমি কিছুই পাই নি। বাদী যদি তার এ কথার উপর তাছদীক করে তবে সে কিছুই পাবে না। আর যদি বাদী তার কথা অবিশ্বাস করে এবং বলে যে, না; বরং তুমিএকহাজার দেরহাম' অথবা তারও বেশি মাল পেয়েছে। একথা বলে যদি সে কসম তলব করে তবে অবশ্যই তাকে কসম করতে হবে। এভাবে বলবে যে, আল্লাহে আমারপিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির মদ্যে আমি একহাজার দেরহাম পাই নি এবং অন্য কোন বস্তুও কোনরূপে আমার হাতে আসে নি। এভাবে কসম করার পর তার উপর কিছুই লাযেমহবে না। আর কম করতে অস্বীকার করলে অবশ্যই লাযেম হবে।

উল্লিখিত হুকুম ঐ ছুরতে হবে যখন বাধী পথম কর্জ থাকার উপর কসম নেয়। তারপর কিছু মাল আদায় হওয়ার উপর। যদি এরূপ ছুরত হয় যে, যখনবাধী ওয়ারিছের নিকট হতে কর্জের উপ কসম তলব করে তখন সে বলে যে, আমার উপর কসম আসে না। কেননা পরিত্যাজ্য বস্তুর আমি কিছুই পাই নি এবং বাদী উহা অবিশ্বাস করুক অথবা বিশ্বাস করুক; কিন্তু বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি বাদী কর্জের উপর কসম নিতে ইচ্ছা করে তবে কাজী ওয়ারিছের বলার উপর লক্ষ্য করব মা এবং তার নিকট হতে কসম নিবে। কোবরা কিতাবে লিখিত আছে যে, ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) এই ছুরতসমূহে মাল জাহের হওয়ার পূর্বে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করতেন না এবং ওয়ারিছদের নিকট হতে কসমও নিতেন না এবং এই মত ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) গ্রহণ করেছেন এবং ফতোয়া ইহারই উপর।

যদি ওয়ারছ কর্জ এবং ত্যাজ্য বস্তু কিছু আদায় হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করে এবং বাদী উহাতে তাকে অবিশ্বাস করে এবং কর্জের উপর ও ত্যাজ্য বস্তু আদায় হওয়ার উপর কসম তলব করে তবে খাছছাফ (রহঃ) এই ছুরতের বিষয়

www.nagorikpathagar.org

নিজ কিতাবে কিছু উল্লেখ করেননি। মাশায়েখগণ এতে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর নিকট হতে এভাবে কসম নিয়ে যাবে। সে বলবে যে, আল্লাহ আমার এক হাজার দিরহাম অথবা এর মধ্যে কোন কিছু মিলেনি এবং আমি ইহাও জানি না যে, আমার পিতার উপর বাদীর কর্জ আছে। এরূপ কসম নেয়া জায়েয হবে।

বিশতম পরিচ্ছেদ

আটক করা ও পশ্চাদ্ধাবন করার বিবরণ

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে হাকীমের নিকট উপস্থিত করে এবং তার উপর নিজের মালের কথা সাক্ষীর মাধ্যমে বা লোকটির একরার দ্বারা ছাবেত করে, তবে তার দরখাস্ত ছাড়া কাজী ঐ দেনাদার ব্যক্তিকে আটক করবে না এবং ইহাই আমাদের মাযহাব। আর যদি দাবীদার বিবাদী তজ্জন্য দরখাস্ত করে, তবে প্রথমবারেই তাকে কয়েদ করবে না; বরং তাকে কাজী হুকুম দিবে যে, তুমি উঠে গিয়ে দাবীদারকে বাধ্য কর। যদি কোনরূপ বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপস না হয় এবং দ্বিতীয়বার বাদী তরফ হতে কয়েদ করার আবেদন আসে, তবে কয়েদ করবে। কিতাবুল আকজিয়্যায় বর্ণিত আছে যে, উভয় কর্জের ক্ষেত্রে চাই একরার দ্বারা ছাবেত হোক বা চাই সাক্ষ্য দ্বারা, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ আটক করার জন্য একই সমান। এই মত খাছছাফ (রহঃ) ইখতিয়ার করেছেন।

আমাদের মাযহাব এই যে, যদি কর্জ সাক্ষ্য দ্বারা ছাবেত হয়, তবে প্রথমবারই আটক করবে এবং একরার দ্বারা ছাবেত হলে প্রথমবার আটক করবে না, যখন পর্যন্ত ন াতার না দেয়া এবং বিলম্ব করার ইচ্ছা প্রাকশ পায়; কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, আটক করবে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কয়েদ করবে না বরং তৃতীয়বার কয়েদ করবে। যখন আটক করার সময় আসে এবং কাজী তার সচ্ছল অবস্থার কথা জানতে পারে, তবে তাকে কয়েদ করবে, অন্যর কাজী তা না জানলে তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমার নিকট মাল আছে কিনা। আমাদে জাহের মাযহাব ইহাই। আর দাবীদার বাদীর নিকট জিজ্ঞাসা করবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্নিত আছে। আর বিবাদী যদি তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে কাজীকে বাদীর নিকট জিজ্ঞাসা করতে দরখাস্ত করে তবে সর্বসম্মতভাবে কাজী তা জিজ্ঞাসা করবে। তাতে বাদী (পাওনাদার) যদি বলে যে, সে অভাবগ্রস্ত তবে কাজী বিবাদীকে কয়েদ করবে না। কেননা বাদীর কয়েদীকে নিজেই অভাবগ্রস্ত বলা তাকে কয়েদমুক্ত করে দেওয়ারই তুল্য।

যদি পাওনাদার বলে যে, উহার এই পরিমাণ সামর্থ্য আছে যে, আমার কর্জ আদায় করতে পারে। আর কর্জদার বলে যে, আমি অভাবগ্রস্ত তবে কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এক্ষেত্রে কর্জদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর কোন কোন মাশায়েখ বলে যে, যদি কর্জ কোন মালের বিনিময়ে ওয়াবি হয়, তবে যে ব্যক্তি সামর্থ্য অর্থাৎ সচ্ছল আছে বলে বলে প্রকাশ করে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আজম (রহঃ) এরূপ বলেছেন এবং ফতোয়া এর উপর। কেননা বিবাদী বিনিময় প্রদানে সক্ষম ছিল। তবে এখন তা দূর হওয়ার ব্যাপার তার কথা কবুল হবে না। আর যদি কর্জ কোন মালে রবদলে ওয়াজিব না হয়ে থাকে তবে কর্জদারের ক থা গ্রহণযোগ্য হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুল হাওয়ালায় বলেছেন যে, সমস্ত কর্জের বদলে যে কেউই হোক না কেন কয়েদ হবে। চাই ভাই, চাচা, মামু স্বামী, স্ত্রী অথবা পুরুষ বা স্ত্রী হোক। মুসলমান হোক, যিম্মি হোক াব হরবী হকে যে আমার কিন্তু মাতা এবং পিতা পুত্রের কর্জের কারণে কয়েদ হবে না; এবং ইভাবে দাদা, দাদী ইত্যাদি বুযর্গ মুরুব্বীগণও যারা রেস্তুভুক্ত তারারও আটক হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঐসব লোকও কয়েদ হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এরূপ প্রত্যেক লোকই কয়েদ হবে। যাদের উপর খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হয়। যদি তারা অস্বীকার

www.nagorikpathagar.org

করে তবে আটক হবে। চাই পিতা হোক, মাতা হোক, দাদা, দাদী, স্বামী, স্ত্রী, সেই হোক না কেন। বাকী থাকল মুকাতিব এবং ব্যবসায়ী গোলাম। তাদের আটক হওয়া সম্পর্কে ঐরূপ হুকুম হবে যা আমি ইতোপূর্ব্যে বর্ণনা করেছি। গোলাম নিজের মালিকের জন্য আটক হবে না এবং মালিকও নিজের গোলামের জন্য আটক হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। আযাদ বালকের সম্পর্কে কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, কয়েদ হবে এবং তারা উহাকে বালেগ বালকের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, যদি তার অছী মৌজুদ থাকে তবে তা'দীবান আটক হবে, যেন পরে আর এরূপ না করে এবং তার নিজের অছীক ঝিড়কী ও ধমক দিবে যে, তাড়াতাড়ি কর্জ আদায় কর।

আর যদি তার পিতা অথবা অছী না থাকে তবে কয়েদ হবে না। যদি বালক এরূপ হয় যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয় নি তবে কোন কোন স্থনে এরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি তার পিতা অথবা অছী থাকে তবে পিতা অথবা অছী উহার কর্জের বদলে কয়েদ হবে। আর যদ অছী অথবা পিতা না থাকে তবে কাজী কোন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করে তার দ্বারা ঐ বালকের কর্জের পরিমাণ মাল বিক্রয় করিয়ে কর্জ আদায় করে দিবে। ইহা মোলতাকাত কিতাবে বর্নিত আছে। মুকাতিব নিজের মালিককে কয়েদ করাতে পারে; কিন্তু ঐ কর্জের বদলে নয় যা কিতাবাত শ্রেণীভুক্ত।

মালিক নিজের মুকাতিবকে কয়েদ করাতে পারে না। চাই মাল কিতাবাতের বিনিময়ে হোক অথবা অন্য যে কোন মালের বিনিময়ে হোক। ইবনে সেমা' (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কিতাবাতের মাল ব্যতীথ অন্য মালের বিনিময়ে কয়েদ করাতে পারে তবে প্রথশ কওলই ছহীহ। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। মুসলমান যিম্মির কর্জের বদলে এবং যিম্মি মুসলমানের কর্জের বদলে কয়েদ হতে পারে। আর এই অবস্থা এরূপ হরবীর ক্ষেত্রেও হবে, যে আমান নিয়ে এসেছে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। হুদুদ এবং কেছাছের ক্ষেত্রে যদি সাক্ষী কায়েম হয় তবে ঐ সময় পর্যন্ত হাওয়ালায় অর্থাৎ হাজতে থাকবে। যখন পর্যন্ত না সাক্ষীদের তা'দীল হয় এবং সাক্ষী কায়েম না হয়। সাক্ষী-কায়েম হওয়ার পূর্বে কয়েদ হবে না। তবে যদি একজন আদেল সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তা হলে ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট কয়েদ হবে। আর ছাহেবাইনের নিকট হদ্দে কজফ এবং কেছাছের ক্ষেত্রে হাওয়ালা হবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

দিয়াত এবং এরছের ক্ষেত্রে কারও সহায়তাকারী ভ্রাতা কয়েদ হবে না। কিন্তু এ য়াত তাদের আতিয়্যাত হতে আদায় করা যাবে। আর যদি তাদের নিকট উহা না থাকেং তাদের জায়গীরও আতিয়্যাত যমিন না মিলিয়ে থাকে এবং কর্জ আদায় করে দিতে অস্বীকার করে তবে কয়েদ করা যাবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেছাছের ক্ষেত্রে বাদী কসম তলব করে এবং বিবাদী কসম করতে অস্বীকার করে আর কসম না খায় তবে ইমা আজম (রহঃ) এর নিকট কয়েদ করা যাবে। কয়েদখানায় পুরুষ এবং আওরাতদিরকে পৃথক পৃথক রাখতে হবে, যাতে ফেতনা রআশংকা না থাকে। ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আওরাতদেরকে আওয়াতের কয়েদখানায় আটক রাখা হবে; কিন্তু উহার মুহাফিজ অর্থাৎ হেফাজাতকারী পরুষ হবে। মোখতাছারে খাওয়াহেরযাদায় বর্ণিত আছে যে, কাফীল বিন নাফস অর্থাৎ জামিন ব্যক্তি নিজেও কি কয়েদ হবে, যেভাবে কর্জের ক্ষেত্রে কয়েদ হয়? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, হাঁ সেও কয়েদ হবে। যখন সে কয়েদ হবে তখন সে মূল ব্যক্তিকে কয়েদ ব্যক্তি কয়েদ করাতে পারবে। যখন কাফীল ব্যক্তির নিকট মাল চাওয়াহবে তখন সে মূল দেনাদারে নিকট উহা চাইবে।

যখন কাফীল ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করা হবে তখন সে মূল ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করবে। আর যখন কাফীর ব্যক্তি নিকট হতে মাল নিয়ে নেয়া হবে তখন সে মূল ব্যক্তির নিকট হতে উহা নিয়ে নিবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্নিত

www.nagorikpathagar.org

আছে। কাফীল ব্যক্তির নিকট হতে মাল আদায় করে নিবার পূর্বে সে মূল ব্যক্তির নিকট হতে মাল আদায় করতে পারবে না। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, পাওনাদারের এই ইখতিয়ার আছে যে, সে আছিল এবং কাফীল অর্থাৎ মূল দেনাদার এবং তার জেমানদার উভয়কেই কয়েদ করাতে পারবে। এরূপ মাসয়ালা উপস্থিত হলে যদি ফতোয়া তলব করা হয় তবে কাফীল ব্যক্তির কাফীলকেও কয়েদ করার হুকুম দেওয়া যাবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কর্জের ব্যাপারে কয়েদ হয় তারপর অন্য কোন ব্যক্তি এসে সেও ঐ কয়েদ ব্যক্তির উপর কর্জের দাবী করে তবে কাজী তাকে কয়েদখানা হতে বের করতঃ দাবীদারের নিকট হাজির করবে। তারপর যদি কয়েদ ব্যক্তি কর্জের কথা স্বীকা করে অথবা বাদী আদেল সাক্ষী পেশ করে তবে আবার তাকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিবে এবং কাজীর দফতরে লিখে রাখবে যে, এই বাদীর কর্জের বদলে সে কয়েদ হয়েছে। এমন কি যদি সে এক ব্যক্তির কর্জ আদায় করে দেয় তবে অন্য ব্যক্তির কর্জের বদলে সে কয়েদ থাকবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

দুই ব্যক্তির কোন এক ব্যক্তির উপর এভাবে কর্জ আছে যে, একজনের কম এবং অন্যজনের বেশি। তবে যার কম আছে তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তার কর্জের বদলে কর্জদারকে কয়েদ করায় এবং তার রাজী ও অনুমতি ব্যতীত ঐ ব্যক্তি কর্জদারকে ছেড়ে দিতে পারে না না যার পাওনা বেশি আছে। আর যদি উভয়ে ঐ ব্যক্তি কয়েদ হওয়ার উপর রাজী ও সম্মত হয়ে যায় তবে তারপর উহাদের যে কোন একজনের তাকে মুক্ত করে দিবার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কাজী জন্য এরূপ উচিত হবে না যে, সে কাউকেও কর্জ ইত্যাদির বদলে প্রহার করে, হুমকি-ধমকি প্রদান করে, হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, উলঙ্গ করে, হাত-পা বিস্তার করতঃ বেঁধে রাখে বা তাকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখে, তবে যদি কর্জের কয়েদী ভেগে যাবে বলে কাজী আশংকা করে তা হরে তাকে চোরদের কয়েদখানায় আটক রাখবে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তির চোরদের সাথে শত্রুতা থাকে এবং উহার প্রাণের আশংকা থাকে এবং কাজী যদি একথা অবগত থাকে যে, এ ব্যক্তিকে চোরদের সাথে রাখলে তারা একে নানারূপ কষ্ট দিবে। তবে একে চোরদের কয়েদখানায় পাঠাবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন কর্জদারকে বেইযযত করার জন্য পাওনাদারের সম্মুখে দন্ডায়মান করে রাখবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন কয়েদীর কয়েদখানা হতে ভেগে যাওয়ার অভ্যাস থাকে তবে কাজী তাকে দু-চারটি দোররা মেরে তার অভ্যাস পরিবর্তন করাবে। মোলতাকাত কিতাবে এই রূপ বর্ণিত আচে। যখন কাজী কোন কয়েদীকে কয়েদখানায় অটক করবে তখন তার নাম ও নসব কাজীর দফতরে লিখে রাখবে এবং বাদীর নাম, পরিচয় ও কর্জের রিমাণ ইত্যাদি লিখে রাখবে। যেমন অমুকের পুত্র অমুক এই পরিমাণ দিরহামের বদলে অমুক বছরের অমুক মাকের এত তারিখ অমুক দিন কয়েদ করা হল। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে।

ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুল হাওয়ালা ও কেফালায় বর্ণনা করেঝেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কর্জের কারণে দু-তিনমাস আটক থাকে তারপর কাজীগোপনে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ইচ্ছা করলে কয়েদ করার সাথে সাথেও গোপনে তার অবস্থা জানতে পাে। এরূপ মুহীত কিতাবে উল্লেখ অআছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত এসেছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি দুই হতে তিন মাস পর্যন্ত মুদ্দত ধার্য করেছেন। আবার তাঁর আর একটি ওেয়ায়েত এরূপ আছে যে, এক্ষেত্রে মুদ্দত চার মাস। ইমাম আজম (রহঃ) হতে ছয় মাসের ওেয়ায়েত আছে এবং তাহাবী (রহঃ) এক মাসের মুদ্দত বর্ণনা করেছেন।

বহুসংখ্যক মাশায়েখ (রহঃ) এক্ষেত্রে তাহাবীর রওেয়ায়ে গ্রহণ করেছেন। আর কোন কোন মাশায়েখ বরেছেন যে, কাজী কয়েদী দেখবে, যদি খো যায় যে, কয়েদীর পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মামুলী এবং ফকীরদের মত তার

www.nagorikpathagar.org

সন্তান-সন্তুতি কাজীর নিকট নিজেদের অনাহার-উপবাসের অভিযোগ করতেছে, তবে একমাস আটক রাখার পর গোফনে পুনরায় তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। তখন যদি দেখা যায় যে, কয়েদী তার পাওনাদার সম্পর্কে কঠিন মনোভাব সম্পন্ন এবং আচরণ মালদার লোকদের ন্যায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ, তবে তাকে আওর ছয়মাস আটক রেকে গোপনে আবার তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। আর প্রথমবার পর্যবেক্ষণে যদি তার অবস্থা মধ্যমরূপে দেখা যায়, তবে দু-তিন মাস অটক রেখে তারপর আবার পর্যবেক্ষণ করবে। শায়খ জহীরুদ্দীন মুরগনিয়ানী (রহঃ) ইহারই উপর ফতোয়া দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর চাচা শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। বহুসংখ্যক মাশায়েখ বলেছেন যে, এই ব্যাপারে কোন লাযেমী মুদ্দত নির্ধারিত না৷ যখীরাহ কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে। ছহীহ মত এই যে, মুদ্দত কাজীর রায় অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

যদি একাধারে ছয়মাস পর্যন্ত কয়েদ থাকার পর কয়েদীর অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না আসে এবং তার দেনা পরিশোধে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধ্যত্য ভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে অনির্দিষ্টকালে রজন্য তাকে আটক রাখবে। আর যদি একমাস অতীত হওয়ার পর লোকগণ তার দরিদ্রতা এবং নরমিয়াতের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাকে ছেড়ে দিবে। তারপর আবার যদি কাজী তার অবস্থা জানতে চাই, তবে তার প্রতিবেশি এবং যাদের সাথে সে কাজকর্ম এবং চলাফেরা করে, তাদের নিকট হতে হতে জেনে নিবে। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। তবে প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং একই বাজারে যারা নির্ভরশীল লোক তাদের নিকট হতে জানবে, ফাসেক অনাচারীদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করবে না। যদি নির্ভরশীল লোকগণ বলে যে, তার নিকট কোন মাল আছে বলে মনে হয় না, তবে এরূপ ক্ষেত্রে কাজী তাকে মুক্তি দিয়ে দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। শায়খ ইমাম (রহঃ) স্বীয় শরাহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, কয়েদ করার পর এভাবে কাজীর অবস্থা তদন্ত করা তার ইখতিয়ারী কার্য। এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যদি কাজী তবু এরূপ করে এবং সেক্ষেত্রে সাক্ষী কায়েম হয় যে, লোকটি অবশ্যই গরীব। তবে কাজী তাকে কয়েদখানা হতে বের করে দিবে। লোকদের এই ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবেই সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই বরং তারা শুধু খবর হিসেবে এরূপ বললেই যথেষ্ট হবে। আর কেবলমাত্র একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির এরূপ খবরই নির্ভরযোগ্য হবে। অবশ্য দুজনের খর বহলে তাতে সতর্কতা থাকবে। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। মাশঅয়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি ঝগড়ার অবস্থা না হয়, যেমন বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সদ্ভাদ বজায় থাকে এবং বিবাদী নিজেকে অভাবগ্রস্ত বলে এবং বাদী তাকে সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন বলে, তখ উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কায়েম হওয়ার আবশ্যক হবে। সাক্ষীগণ যদি বলে যে, কর্জদার ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, তবে তাকে ছেড়ে দিবে। অবশ্য অবস্থা এমনও হতে পারে যে, বাদী অর্থাৎ পাওনাদারের কথাও সত্য যে, সে সচ্ছল, যেমন হয়ত সে পূর্বে সচ্ছলই ছিল, পরে অসচ্ছল এবং গরীব হয়েছে; সুতরাং সাক্ষীদের সাক্ষ্যও মিথ্যা নয়। কেননা তারা ক র্জদারের বর্তমান অবস্থার কথা বলেছে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কর্জদারকে কয়েদ করার পূর্বে একজন ব াদুইজন আদল অভাবগ্রস্ত বলে সাক্ষ্য দেয়, তবে এই ব্যাপারে দুটি রেওয়ায়েত আছে। এক রওয়ায়েত এই যে, সাক্ষ্য কবু রকরবে এবং উহাকে কয়েদ করবে না। অন্য রেওয়য়েতে আছে যে, কবুল করবে না এবংকয়েদ করবে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কবুল করবে না এবং কয়েদ করবে। সাধারণ মাশায়েখগণ এই রেওয়ায়েতই গ্রহণ করছেন এবং ইহাই ছহীহ। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। খানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে, যখন কাজী তাকে ছেড়ে দিবে, তখন পাওনাদারের তার পিছনে

www.nagorikpathagar.org

ধাওয়া করা ও নজরবন্দীরূপে রাখার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ছহীহ এই যে, পাওনাদারের এরূপ করার ইখতিয়ার আছে। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, পশ্চাদ্ধাবন করা ও নজরবন্দী সম্পর্কিত যতগুলো রেওয়ায়েত আছে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ওেয়য়েত হল ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) যা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির চলাফিরার দিকে লক্ষ্য রাখবে, কিন্তু তাকে নিজের পরিবার-পরিজনের নিকট যেতে বাধা দিবে না; বরং সকালে-সন্ধ্যায় সর্বদা যাতায়াত করতে, অজু-গোসল করতে, পেশাব-পায়খানায় যেতে কোনরূপ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। ফতোয়ায়ে এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকটির গৃহের দরজায় বসে থাকা বা সে কোথাও রওয়ানা হলে আটক করার ইখতিয়ার থাকবে না। হেশাম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যদি কর্জদারকে নজরবন্দী করে রাখায় তার পরিবারের ক্ষতির কারণ ঘটে, যেমন সে যদি পানি পান করিয়ে রুজী উপার্জন করে, তবে এক্ষেত্রে কি হুকুম হবে? ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন যে, এই অবস্থায়ও তাকে নজরবন্দী রাখতে হলে পাওনাদারের কোন গোলামকে তার সঙ্গী করে দিবে। সে তার সাথে সাথে থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞসা করা হয়েছিল যে, যদি কর্জদার এমন কোন কাজ কোন জীবিকা উপার্জন করে, যাতে অন্য কোন লোক তার সঙ্গে থাকলে তার কার্য বিঘ্নিত হয় এবং তাতে তার পরিজনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এমতাবস্থায় হুকুম কি হবে? তিনি বললেন, এরূপ অবস্থা হলে আমি কর্জদারকে বলে দিব যে, যাও তুমিগিয়ে আল্লাহর পথে রুজী তালাস কর। কিতাবুল আকজিয়্যায় বর্ণিত আছে যে, যদি কর্জদার পানি পান করিয়ে বা এরূপ কোন কাজ করে রুজী উপার্জন করে, তবে পাওনাদার তাকে নিষেধ করতে পারে তবে সে নিজে বা তার কোন নায়েব বা গোলাম তার সাথে থাকতে পারবে।

কিতাবুল আকজিয়্যায় আরও বর্ণিত আছে যে, কর্জদারকে সন্ধ্যায় সকালে বা যে কোন সময়ে পেশাব-পায়খানায় যেতে নিষেধ করতে পরবে না, কিন্তু যদি তার খানা তার নিকট পৌছিয়ে দিবার ব্যবস্থা থাকে বা তার পায়খানা-পেশাবের জন্য নিকটেই কোন স্থানে ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তবে নিষেধ করতে পারবে। খনিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কর্জদার পাওনাদারকে বলে যে, আমি তোমার গোলামের সাথে চলতে বা বসতে পারব না, বরং তোমার নিজের সাথে চলতে-বসতে পারব। তবে মাশায়েখগণ বলেন যে, কর্জদারের এরূপ বলার ইখতিয়ার আছে। আর ছহীহ হল, এরূপভাবে কর্জদারের সাথে থাকার পাওনাদারের ইখতিয়ার আছে। চাই সে নিজে থাকুক বা নিসজের অন্য কোন লোক থাকুক।

যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কাজী ইমাম আবু আলী নাসফী (রহঃ) বলেছেন, আমাদের মাযহাব এই যে মসজিদে কর্জদারের নিকট বসে থাকবে না। কেননা মসজিদ এ কাজের জন্য নয়। মসজিদ শুধু আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদাতের জন্য। ফকীহ আবু জাফর হিন্দুস্থানী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পাওনাদার রাত্রে কর্জদারে পিছনে লেগে থাকবে না। তবে যদি ঐ ব্যক্তি রাত্রেও রুজী উপার্জনে ব্যস্ত থাকে, তবে তার সাথে থাকতে পারবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করছেন, কেউ যদি কর্জদারকে কয়েদ করিয়ে দিয়ে নিজে গায়েব হয়ে যায়, তারপর কাজী তার অবস্থা জেনে তাকে গরীব বলে জামিন নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়, কেননা পাওনাদারদের এভাবে অনুপস্থিতি কর্জদারদের পক্ষে নানারূপ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যা কির্জদার পাওনাদারের হক সম্পর্কে একরার করে, তবে পাওনাদারের তাকে নজরবন্দী করার ইখতিয়ার থাকবে। যদিও কাজী তাকে তদ্রূপ হুকুম না দিয়ে থাকে।যদি কর্জদার বলে যে, আমার পিছু ত্যাগ কর এব ংআমাকে কয়েদ করিয়ে দাও, তবে পাওনাদার যদি তা অস্বীকার করে, তবে তার অস্বীকার করার ইখতিয়ার

www.nagorikpathagar.org

আছে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। পাওনাদারের এই ইখতিয়ার নাই যে, কর্জদারকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখে বা বরফের উপর শায়িত করিয়ে রাখে যাতে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি অওরাত কর্জদার হয়, তবে তাকে নজরবন্দী করার ছুরত কি হবে? তিনি বললেন, এমন কোন আওরাত নিযুক্ত করবে, যে সদাসর্বদা তার সাথে সাথে থাকবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, যদি তেমন কোন আওরাত না পাওয়া যায়, তখন কি করা যাবে? তিনি বললেন, তেমন অবস্থায় কর্জদার ঘরের মধ্যে থাকলে এবং পাওনাদার বাইরে ঘরের দরজায় অভস্থায় করবে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করা হল যে, এতে যদি তার ভেগে যাওয়ার সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকে? ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন, পুরুষের জন্য এর অদিক ইখতিয়ার নাই। ইবনে রুস্তম (রহঃ) বলেছেন যে, যেখানে কোনফেতনার সম্ভাবনা নেই, যেমন বাজার বা মসজিদ ইত্যাদি হলে পুরুষ পাওনাদার আরাত কর্জদারের সাথে থাকতে পারবে। কিন্তু রাত্রে যে কোন আওরাতকে তার সঙ্গে থাকতে দিবে। মোটকথা আওরাতকে নজরবন্দী রাখার ক্ষেত্রে যে কোন অবস্থায় ফেতনা হতে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

কিতাবুল আকফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মুদ্দত অতীত হওয়ার পর যদি সাক্ষীগণ কর্জদারের ফকীর হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তবে কাজী তাকে ছেড়ে দিবে না যখন পর্যণ্ণা সে নিজে গোপনভাবে তার অবস্থা জেনে নেয়, ইহাই উত্তম মত। তবে যদি তার গোপন খবর সাক্ষীদের সাক্ষ্যের অনুরূপ হয়, তাহলেও কী কর্জদারকে ছেড়ে দিবে না, যখন পর্যন্ত না সে কর্জদারকে কসম করিয়ে নেয়। আর যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং গোপন খবর একরূপ না হয় বরং পরস্পর বিরোধী হয়, তবে কোন আদেল ব্যক্তি দ্বারা আবার গোপনভাবে খবর নিবে ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

ইমামকাজী খান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, যদি কাজী কর্জদারকে কয়েদ করে, তবে মুদ্দত অতীত হওয়ার পূর্বেই যদি সে কয়েদীর অবস্থা জানতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কয়েদী নিজের গরীবীর উপর সাক্ষী পেশ করে এবং পাওনাদার তার সচ্ছল অবস্থার উপর সাক্ষী পেশ করে, তবে বাদী অর্থাৎ পাওনাদারের সাক্ষ্য মকবুল হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) গরীবীর সাক্ষ্যের ছুরত কোন কিতাবে বর্ণনা করেন নি। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, সাক্ষীগণ এভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা উহার নিকট এরূপ কোন মাল নেই বলে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে জানি যেরূপ মাল হতে কেউ ফকীর থাকে না।

ফকীহ আবুল কাসেম (রহঃ) এখানে এরূপ বলেছেন যে, সাক্ষীগণ এরূপ বলবে যে, লোকটি একেবারেই রিক্ত ও নিঃস্ব। শুধু পরিধানের কাপড় ব্যতীত তার নিকট কিছুই আছে বলে জানি না। আমরা তার অবস্থা পুনররয় গোপনভাবে জেনে দেখেছি। অতঃপর যদি পুনরায় গোপনভাবে অবহিত হওয়া যায় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তারপর যখন পর্যণআর নিকট কিছু মাল আছে বলে জানা না যাবে তাকে কয়েদ করা যাবে না। যদি কয়েদের মিয়াদ অতীত হয়ে যায়, উহার পর আবার সাক্ষী কায়েম হয় যে, সে গরীব এবং পাওনাদার যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে কাজী তার উপস্থিতির অপেক্ষা কররবে না এবং কাফীল নিয়ে কর্জদারকে ছেড়ে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কয়েদীর গরীবীর সাক্ষী কায়েম হয়, এবং তার পূর্বেই কাজী তার গরীবীর হুকুম দেয়, পাওনাদার তাকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু কয়েদী কাজীকে বলে যে, আমার সাক্ষ্যের উপর বাদীর সামনে আমার গরীবির হুকুম দেয়া হোক। তবে কাজী তার এই দরখাস্ত মঞ্জুর করবে যন পাওনাদার তাকে আবার কয়েদ করাতে না পাে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কেউ এক ব্যক্তির নিকট কর্জের কারণে কয়েদ হল। তারপর সে এক ব্যক্তির কর্জ আদায় করল, তবে যতদিন পর্যন্ত না অন্য ব্যক্তির নিকট কর্জের কারণে কয়েদ হল। তারপর সে এক ব্যক্তির কর্জ আদায় করল, তবে যতদিন

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত না অন্য ব্যক্তির কর্জও আদায় করে, কয়েদমুক্ত হবে না। এই মাসয়ালা উহার দলীল যে, কয়েদীর ইখতিয়ার আছে যে, কর্জ আদায় করার ক্ষেত্রে যাকে ইচ্ছা দিবে; এবং যাকে ইচ্ছা না দিবে।

ফতোয়ায়ে নাসফী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির উপর তিন ব্যক্তির তিন হাজার দেরহাম কর্জ আছে। কেজনের পাঁচশত, দ্বিতীয়জনের তিনশত এবং তৃতীয়জনের দুইশত। তারপর তারা একযোগ তাকে কাজীর নিকটকয়েদ করাই ল। তার নিকট তখন মাত্র পাঁচশত দেরহাম ছিল তবে তা পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যদি কর্জদার নিজে উপস্থিত থাকে তবে যেভাবে চায় মাল সে বণ্টন করতে পারে এবং তার ইখতিয়ার থাকবে যাকে ইচ্ছা সে অগ্রগণ্য করে, বা যাকে ইচ্ছা না দেয়। আর যদি সে উপস্থিত না থাকে, তবে কাজীর এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে কাউকে অগ্রগণ্য করে; বরং সে প্রত্যেককে তাদের অংশমত বণ্টন করবে। কোন আওরাত যদি নিজের মোহর বা কর্জের বাবাত নিজ স্বামীকে কয়েদ করায়, তারপর স্বামী বলে যে, তাকেও আমা রসাথে কয়েদ কর। কেননা কয়েদখানা এমন স্থান, যেখানে সে আমার সাথে থাকতে পারবে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বলেছেন যে, আওরাতকে স্বামীর সাথে কয়েদ করা যাবে না। তবে আমাদের যমানায় কোনকোনকী ফাসাদের কারণে কয়েদ করাই ইখতিয়ার করেছে। কেননা আওরাত একাকী থাকলে স্বাধীনভাবে চলার আংশকা থাকে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

নাওয়াদের কিতাবে ইবনে সেমা' ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি মরে গেল। তার বড় ছোট ওয়ারিছ আছে এবং ঐ মত ব্যক্তির এক ব্যক্তির উপর কর্জ আছে। তার বড় পুত্র কর্জদার ব্যক্তিকে কর্জের বদলে কয়েদ করাল, তারপর সেআবার তাকে মুক্ত করাতে চাইল, তবে যখন পর্যন্ত কাজী এ ব্যাপারে নাবালেগ পুত্রদের সাথে ঐ ব্যক্তির উত্তমরূপে বুঝাপড়া না হয় তখন তাকে মুক্ত করবে না। রমযান মাস আসার কারণে কোন কয়েদীকে কয়েদখানা হতে মুক্ত করা যাবে না। এমনকি ঈদ-বকরাঈনদ , মুজ'আ, ফরজ নামায, ফরজ হজ্জ বা তার কোন আত্মীয়-স্বজনের জানাযা ইত্যাদির কারণে তাকে কয়েদখানা হতে বের করা যাবে না- যদিও সে নিজের তরফ হতে কাউকেও কাফীলস্বরূপ দেয়। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কয়েদী ব্যক্তি কোনরুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যও বের হতে পারবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদ কয়েদীর কোন পুত্র বা পিতা-মাতার কেউ মারা যায় এবং তার কাফন-দাফনের কোন লোক না থাকে, তবে কাজী কয়েদীকে কেয়দখানা হতে বের হতে দিবে। ইহা ছহীহ আর যদি কাফন-দাফন করার লোক থাকে, তা হলে কয়েদীকে বের করার কোন কারণ নেই।

কোন কোন মাশয়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, কয়েদীকে তার নিকট হতে কাফীল নিয়ে তার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী এবং সন্তান-সন্তুতির নামাযে জানাযর জন্য বের করা যাবে; কিন্তু অন্য কারও ক্ষেত্রে বের করা যাবে নাএতায়া ইহারই উপর। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। কোবরা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও আওলাদ ইত্যাদির জানাযা এবং দাফন-কাফনের জন্য কয়েদীকে রেব করায় কোন দোষের কারণ নেই। কিন্তু এরা ব্যতীত অন্য কারও এসব ক্ষেত্রে বের করা যাবে না। তবে ফতোয়া এর উপর যে, নানার ক্ষেত্রে কাফীল নিয়ে কয়েদী নাতীকে বের করা যাবে।

ইমাম আবু বকর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কয়েদী কয়েদ অবস্থায় পাগল হয় তবে হাকীম তাকে বের করবে না। খাছছাফ (রহঃ) আদাবুল কাজী কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কয়েদী রোগাক্রান্ত হয়ে দিগ-দিশা হারিয়ে ফেলে, তবে তার খেদমতের জন্য কোন লোক পাওয়া গেলে তাকে কয়েদখানা হতে বের করা যাবে না, চিকিৎসার জন্যও নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এমন কি মরে যাওয়ার উপক্রম হলেও নয়।

www.nagorikpathagar.org

ওয়াকেয়াতে নাতেফী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে দিগ-দিশা হারিয়ে ফেলে এবং তার কোন খাদেম না থাকে তবে ঐ রোগাক্রান্ত কয়েদীকে কয়েদখানা হতে বের করা যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে। এ হুকুম তখন হবে যখন নিশ্চিত ধারণা হয় যে, রুগী মারা যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বের করা যাবে না। কেননা কয়েদখানায় মৃত্যু হওয়া এবং বাইরে মৃত্যু হওয়া একই কথা। ফতোয়া ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওলের উপর। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, কয়েদীকে (বাহিরের) হাম্মামখানায় যেতে দেওয়া যাবে না। আর যদি তার জেমা'র প্রয়োজন হয় তবে কায়েদখানার মধ্যে এমন স্থান নির্দিষ্ট করে দিবে যেন কেউ না দেখে। এজন্য তার স্ত্রী অথবা দাসীকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া কোন দোষের কারণ নয়। আর যদি কয়েদখানার মধ্যে এরূপ কোন ব্যবস্থা করা না যায় বা এরূপ কোন স্থানে পাওয়া না যায় তবে জেমা' করা হতে বিরত থাকবে।

কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, কয়েদখানার মধ্যে কয়েদী কোনরূপ আয় উপার্জন করতে পারলে তার অনুমতি আছে। আবার কারও কারও মতে তদ্রূপ অনুমতি নাই এবং ইহাই বিশুদ্ধতর। খাছছাফ (রহঃ) ও এদিকে ইশারাহ করেছেন। কোবরা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কাজী ফখরুদ্দীন (রহঃ) বলেছেন যে, বর্তমানে কয়েদী কয়েদখানায় কামাই-রোজগার করতে পারবে তা নিষেধ করা যাবে না এবং কয়েদীর নিকট তার পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশী লোকগণ গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে মানা করা যাবে না। কিন্তু তারা সেখানে অধিক সময় অপেক্ষা করতে পারবে না।

মাশায়েখ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যদি কয়েদীর নিকট অর্থ বা মাল-সামান থাকে এবং সে কর্জ আদায় করতে অস্বীকার করে তবে তাকে নির্জন রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখবে। এমনকি তাকে বিছানা, চাদর কিছুই দেয়া যাবে না এবং কেউ তার নিকট যাতায়াতও করতে পারবে না, যাতে তার মন নরম এবং দুর্বলহয়ে আসে। যদি কয়েদীর নিকট মাল থাকে এবং সে কর্জ পরিশোধ করতে রাজী না থাকে তবে যদি তার মাল কর্জ জাতীয় হয় যেমন কর্জ দেরহাম ছিল এবং তার নিকট মালও দেরহাম আছে, তবে বিনা মতভেদে কাজী তার মাল দ্বারা কর্জ দেরহাম ছিল এবং তার নিকট মালও দেরহাম আছে, তবে বিনা মতভেদ কাজী তার মাল দ্বারা কর্জ দেরহাম ছিল এবং উহার নিকট যে মাল আছে তা আরুজ এবং দীনার ও একার। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট আরুজ এবং একার বিক্রয় করবে না। কয়েদীর নিকট দীনার থাকলে তা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে কিয়াস অবলম্বন করার একটি রেওয়ায়েত আছে। আর এস্তেহাসনান হুকুম অবলম্বন করার আর একটি রেওয়ায়েত আছে। তবে যদি কাজী কয়েদীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ রাখে যে, সে নিজে তা বিক্রয় করতঃ কর্জ আদায় করে, কাজীর এই ইখতিয়ার আছে। ছাহেবাইনের নিকট কাজী তার দীনার এবং আরুজ বিক্রয় করবে এবং এই ব্যাপারে কেবল একটিই রেওয়ায়েত আছে আর একার বিক্রয় করার ক্ষেত্রে দুটি রেওয়ায়েত আছে। খানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ছাহেবাইনের নিকট একটি রেওয়ায়েতে স্থানান্তরযোগ্য মাল বিক্রয় করে দিবে এবং কর্জ আদায় করবে এবং ইহাই ছহীহ। বিক্রয় করার ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করবে যেমন প্রথম দীনার বিক্রয় করবে। তারপর আরুজ এবং তারপর একার এমনকি কয়েদীর ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

একুশতম পরিচ্ছেদ

কি কি কারণে হাকীমের হুকুম রদ করা যায় এবং কি কি কারণে যায় না তার বিবরণ

এখানে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। একটি এই যে, কাজীর হুকুম যদি কোন ছহীহ বিষয়ের উপর নির্ভর করতঃ হয়ে থাকে তারপর যদি ঐ কারণটি বাতিল হয়ে যায় তবে কাজীর হুকুম বাতিল হবে না। আর যদি এরূপ প্রমাণ পায় যে, মূলতঃ কোন সত্যিকার কারণ ছিল না বাহ্যতঃ শুধু কারণ বলে মনে হচ্ছিল এবং তারই উপর নির্ভর করে কাজী হুকুম দিয়েছিল। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও ইমাম আজম(রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর দ্বিতীয় কথানুযায়ী কাজীর হুকুম বাতিল হবে না; কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথমকওল এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কথানুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে কাজীর হুকুম বাতিল হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, যদি ক্রেতার নিকট ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে কারও কোন হক পয়দা হয় তবে প্রমাণ ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত থাকে অর্থাৎ যদি ঐ হকের মুস্তাহিক অনুমতি দেয় তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হতে পারে কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাওয়া ওয়াজিব নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) যিয়াদাত কিতাবে বর্ণনা করেনে যে, একব্যক্তি কারও একটি দাসী খরিদ করল এবং এখনও সে তার উপর কব্জা করে নি। ইত্তোমধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দাসীর ক্ষেত্রে তার হকের সাক্ষী পেশ করল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে উপস্থিত ছিল। কাজী দাসীর হক দাবীকারীর নিকট তাকে দিয়ে দিবার হুকুম দিল। তারপর বিক্রেতা এবং ক্রেতা দাবী করল যে ঐ মুস্তাহিক ব্যক্তি এই দাসীকে উপস্থিত বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করতঃ তার নিকট সোপর্দ করে দিয়েছিল এবং তারপরই বিক্রেতা এই দাসীকে উপস্থিত ক্রেতার নিকট বিক্রয় করেছে। ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের এই দাবীর উপর সাক্ষী কায়েম করল, তবে এক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য কবুল হবে। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) মুস্তাহিকের জন্য কাজীর হুকুম হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রেতা এবং ক্রেতার উপস্থিতি শর্ত আছে এবং ইহা লাযেমী শর্ত। এমন কি যদি শুধু বিক্রেতা উপস্থিত থাকে অথবা শুদু ক্রেতা উপস্থিত থাকে তবে কাজী মুস্তাহিককে দাসী দিয়ে দিবার হুকুম করবে না। আর যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতার নিকট ঐ মুস্তাহিক হতে দাসীকে ক্রয় করার সাক্ষী না থাকে করবে না। আর যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতার কিট মুআহিক হতে দাসীকে ক্রয় করার সাক্ষী না থাকে এবং ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেয় অতঃপর বিক্রেতা দাসীকে মুস্তাহিকের নিকট হতে ক্রয় করার সাক্ষী কায়েম করে যে, আমি মুস্তাহিক হতে এই দাসী ক্রয় করেছিলাম এবং ক্রেতার নিকট বিক্রয় করার পূর্বে কব্জা করেছিলাম। তা হলে কাজী ঐ দাসী বিক্রেতাকে দিয়ে দিবে তখন বিক্রেতার এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে ক্রেতার যিম্মায় দাসীকে লাযেম করে দেয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর এই কওল যে, বিক্রেতা মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী কায়েম করে। এই কথার মধ্যে সাক্ষী কায়েম করে। হৈ কথার মধ্যে সাক্ষী কায়েম করতঃ কেউ উহার হকের দাবী ছাবেত করে তবে সেক্ষেত্রে মুস্তাহিকের জন্য হুকুম দেয়া যাবে। আর শুধু ক্রেতার উপস্থিতিই শর্ত থাকবে। জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার দরখাস্ত করে তবে কাজী তা ভঙ্গ করে দিবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে নিজের মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে।

অতঃপর যদি বিক্রেতা মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী কায়েম করে যে, আমি ক্রেতার নিকট বিক্রয় করার পূর্বে দাসীকে মুস্তাহিক হতে খরিদ করেছিলাম এবং কব্জা করেছিলাম। তা হলে কাজী ঐ দাসী বিক্রেতাকে দিয়ে দিবে এবং কাজীর প্রথম হুকুম বাতিল হবে। এমন কি তখন কিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, দাসীকে ক্রেতার যিম্মায় লাযেম করে দিবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথম কওল। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও এরূপ বলেছেন। পক্ষান্তরে,

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর দ্বিতীয় কথানুযায়ী কাজীর হুকুম বাতিল হবে না এবং বিক্রেতা দাসীকে ক্রেতার যিম্মায়ও দিতে পারবে না। তারপর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট দাসী বিক্রেতা পেয়ে যাবে এবং তাকে ক্রেতার যিম্মায় দিয়ে দিতে হবে, তখন যদি বিক্রেতা তাতে অস্বীকৃতি জানায় তা হলে ক্রেতা দাসীকে বিক্রেতার নিকট হতে নিতে পারবে কি পারবে না এই সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কোন মন্তব্য নেই। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে ক্রেতার তদ্রূপ ইখতিয়ার থাকবে না। এই হুকুম তখন হবে যখন কাজী ক্রয়-বিক্রয় করে দিবে।

আর যদি শুধু বিক্রেতা এবং ক্রেতা পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে নেয় যখন দাসী ক্রেতার নিকট হতে অন্য কেউ হকের দাবীতে নিয়ে যায়। তারপর বিক্রেতা মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী কায়েম করে এবং কাজী তাকে দাসী দিয়ে দেয় তা হলে বিনা মতভেদে বিক্রেতার এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না যে, দাসীকে ক্রেতার যিম্মায় দিয়ে দেয়। অর যদি এস্তেহাকাক পয়দা হওয়ার পর ক্রেতা ইচ্ছা করে যে, কাজীর হুকুম এবং রাজী ব্যতীত বি ক্রেতার বিক্রয় ভঙ্গ করে দিবে তবে তার সেই ইখতিয়ার থাকবে না। অতএব এখানে এরূপ সাব্যস্ত হল যে, ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা ছহীহ হওয়ার জন্য, কাজীর হুকুম এবং বিক্রেতার রাজী থাকা জরুরী। যদি হক ছাবেত হওয়ার পর ক্রেতা কাজীর নিকট বায়ে' ভঙ্গ করার দরখাস্ত না করে; বরং বিক্রেতার নিকট হতে মূল্য ফেরত নেয়ার ইচ্ছা করে এবং সে ফেরত দেয়। বিক্রো পূর্বোল্লিখিত বর্ণনানযায়ী সাক্ষী পেশ করে এবং দাসীকে মুস্তাহিকের নিকট হতে নিয়ে নেয় তবে তার এইইখতিয়ার হবে না যে, সে দাসীকে ক্রেতার যিম্মায় দিয়ে দেয়। আর যদি ক্রেতার কথায় বিক্রেতা মূল্য তাকে না দেয়, এমন কি দুইজনে কাজীর দরবারে অভিযোগ করে আর কাজী ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করতঃ বিক্রেতাকে হুকুম দিয়ে দেয় যে, মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দাও। অতঃপর যদি ক্রেতা মূল্য নিয়ে থাকে ইতোমধ্যে বিক্রেতা পূর্বোল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী কায়েম করতঃ দাসীকে নিয়ে নেয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথম কওল অনুযায়ী দাসীকে ক্রেতার যিম্মায় দিতে পারে।

একব্যক্তি কাও নিকট হতে একশত দীনার মূল্যে একটি গোলাম খরিদ করল এবং তার উপর কব্জা করতঃ অন্যের নিকট বিক্রয় করল এবং সেই ব্যক্তি উহার উপর কব্জা করে নিল। তারপর কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় ক্রেতার উপর ঐ গোলামের এস্তেহকাক ছাবেত করল। তখন দ্বিতীয় ক্রেতা মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী পেশ করল যে, সে গোলামকে এত মূল্যে প্রথম বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করেছে এবং তাকে সোপর্দ করে দিয়েছে। আর প্রতশ বিক্রেতা উহাকে আমার বিক্রেতার নিকটবিক্রয় করেছে এবং তাকে সোপর্দ করে দিয়েছে। তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার এই সাক্ষ্য কবুল হবে। আর যদি দ্বিতীয় ক্রেতা করে দিয়েছে। তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার এই সাক্ষ্য কবুল হবে। আর যদি দ্বিতীয় ক্রেতা সাক্ষী কায়েম না করে; বরং ঝগড়া করতঃ নিজের বিক্রেতার নিকট হতে কাজীর হুকুমে গোলামের মূল্য নিয়ে নেয়, তারপর প্রথম ক্রেতা সাক্ষী কায়েম করে যে, মুস্তাহিক উহাকে প্রতশ বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করতঃ সোপর্দ করে দিয়েছে। অতঃপর আমি তার নিকট হতে খরিদ করেছি। এই কথার পর সে কাজীর হুকুম দ্বারা গোলামকে মুস্তাহিকের নিকট হতে নিয়ে নেয় তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথম কওল অনুযায়ী তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে দ্বিতীয় ক্রেতার যিম্মায় গোলামকে দিয়ে দেয়।

ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর দ্বিতীয় কওল অনুযায়ী তার এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি প্রথম ক্রেতা সাক্ষী না পায় এবং নিজের প্রথম হতে কাজীর হুকুমে মূল্য ফেরত নেয় তারপর প্রথশ বিক্রেতা মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী কায়েম করে এবং পূর্বোল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী গোলামকে তার নিকট হতে নিয়ে নেয়

www.nagorikpathagar.org

তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কথানুযায়ী তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, গোলামকে প্রথম ক্রেতার যিম্মায় দিয়ে দেয়। আরও উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথম ক্রেতার ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম ইউসুফ (রহঃ) এর প্রথম কওল অনুযায়ী এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে গোলামকে দ্বিতীয় ক্রেতার যিম্মায় দিয়ে দেয়।

একব্যক্তি কারও নিকট হতে একটি গোলাম খরিদ করে কব্জা করতঃ মূল্য আদায় করে দিল। তারপর এক হকদার এসে সাক্ষ্য কায়েম করতঃ কাজী হুকুমে ক্রেতার নিকট হতে গোলামকে নিয়ে নিল। অতঃপর ক্রেতা মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী কায়েম করল যে, যেই বিক্রেতার নিকট হতে আমি গোলাম খরিদ করেছে তাকে এই মুস্তাহিক গোলাম বিক্রয় করার হুকুম দিয়েছে অর্থাৎ সে তাকে উকীল নিয়োগ করেছে আর ঐ হুকুম অনুযায়ী বিক্রেতা অমার নিকট গেলাম বিক্রয় করেছে। তবে ক্রেতার এই সাক্ষী কবুল হবে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষী কামে না করে এব বিক্রেতা হতে নিজের মূল্য ফেরত নিসতে চাই এবং কাজী ফেরত দিবার হুম দেয় তারপর বিক্রেতা মুস্তাহিকের উপর সাক্ষী পেশ করে যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে এই গোলাম বিক্রয়ের হুকুম দিয়েছে তারপর আমি এই ক্রেতার নিকট বিক্রয় করেছি। তখন দেখা যাবে যে, যা সে ক্রেতাকে দিয়েছে উহা সে মুস্তাহিক হতে নিয়েছে কি না অথবা তা রেখে দিয়েছে এবং তার অনুরূপ দিয়েছে অথবা তা নষ্ট করে ফেলেছে এবং উহার জেমান দিয়েছে। যদি তদ্রূপ হয় তবে তার সাক্ষ্য কবুল হবে না। আর যদি মূল্য উকীলের নিকট খোয়া যায় এবং উকীল ক্রেতাকে নিজের মাল হতে উহার মেছাল দিয়ে দেয় তবে কবুল হবে।

যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু ব্যক্তির ত্যাজ্য বস্তুর উপর কর্জের দাবী করে, তবে কাজী বাদীর নিকটহতে কোন ওয়ারিছের দাবী করা ব্যতীত সমস্ত কর্জ উছুল পাওয়ার কসম নিবে না এবং ইহা ইমাম অজম (রহঃ) এর মত। খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উহা ছাহেবাইনের কওল এবং খাছছাফ (রহঃ) ও এই কওল অবলম্বন করেছেন। খানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ওয়ারিছ বিবাদী নিজের পিতার উপর কর্জ থাকার একরার করে অতবা যখন তার দ্বারা কসম নেয়া হয় তা সে এনকার করে এবং এভাবে যদি তার দ্বারা একরার প্রমাণ হয় কিন্তু ঐ একরারের পর সে বলে যে, আমার পিতার পরিত্যাজ্য বস্তুর মধ্যে আমি কিছুই পাই নি। বাদী যদি তার এ কথার উপর তাছদীক করে তবে সে কিছুই পাবে না। আর যদি বাদী তার কথা অবিশ্বাস করে এবং বলে যে, না; বরং তুমিএকহাজার দেরহাম' অথবা তারও বেশি মাল পেয়েছে। একথা বলে যদি সে কসম তলব করে তবে অবশ্যই তাকে কসম করতে হবে। এভাবে বলবে যে, আল্লাহে আমারপিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির মদ্যে আমি একহাজার দেরহাম পাই নি এবং অন্য কোন বস্তুও কোনরূপে আমার হাতে আসে নি। এভাবে কসম করার পর তার উপর কিছুই লাযেমহবে না। আর কম করতে অস্বীকার করলে অবশ্যই লাযেম হবে।

উল্লিখিত হুকুম ঐ ছুরতে হবে যখন বাধী পথম কর্জ থাকার উপর কসম নেয়। তারপর কিছু মাল আদায় হওয়ার উপর। যদি এরূপ ছুরত হয় যে, যখনবাধী ওয়ারিছের নিকট হতে কর্জের উপ কসম তলব করে তখন সে বলে যে, আমার উপর কসম আসে না। কেননা পরিত্যাজ্য বস্তুর আমি কিছুই পাই নি এবং বাদী উহা অবিশ্বাস করুক অথবা বিশ্বাস করুক; কিন্তু বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি বাদী কর্জের উপর কসম নিতে ইচ্ছা করে তবে কাজী ওয়ারিছের বলার উপর লক্ষ্য করব না এবং তার নিকট হতে কসম নিবে। কোবরা কিতাবে লিখিত আছে যে, ফকীহ আবু জাফর (রহঃ) এই ছুরতসমূহে মাল জাহের হওয়ার পূর্বে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শ্রবণ করতেন না এবং ওয়ারিছদের নিকট হতে কসমও নিতেন না এবং এই মত ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) গ্রহণ করেছেন এবং ফতোয়া ইহারই উপর।

www.nagorikpathagar.org

যদি ওয়ারিছ কর্জ এবং ত্যাজ্য বস্তু কিছু আদায় হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করে এবং বাদী উহাতে তাকে অবিশ্বাস করে এবং কর্জের উপর ও ত্যাজ্য বস্তু আদায় হওয়ার উপর কসম তলব করে তবে খাছছাফ (রহঃ) এই ছুরতের বিষয় নিজ কিতাবে কিছু উল্লেখ করেন নি। মাশায়েখগণ এতে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, উহার নিকট হতে এভাবে কসম নিয়ে যাবে। সে বলবে যে, আল্লাহ আমার এক হাজার দেরহাম অথবা উহার মধ্যে কোন কিছু মিলে নি এবং আমি ইহাও জানি না যে, আমার পিতার উপর বাদীর কর্জ আছে। এরূপ কসম নেয়া জায়েয হবে।

বাইশতম পরিচ্ছেদ

আটক করা ও পশ্চাদ্ধাবন করার বিবরণ

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে কাজীর নিকট উপস্থিত করে এবং তার উপর নিজের মালের কথা সাক্ষীর মাধ্যমে বা লোকটির একরার দ্বারা ছাবেত করে, তবে তার দরখাস্ত ব্যতীত কাজী ঐ দেনাদার ব্যক্তিকে কয়েদ করবে না এবং ইহাই আমাদের মাযহাব। আর যদি দাবীদার বিবাদী তজ্জন্য দরখাস্ত করে, তবে প্রথমবারেই তাকে কয়েদ করবে না; বরং তাকে কাজী হুকুম দিবে যে, তুমি উঠে গিয়ে দাবীদারকে বাধ্য কর। যদি কোনরূপ বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপস না হয় এবং দ্বিতীয়বার বাদী তরফ হতে কয়েদ করার আবেদন আসে, তবে কয়েদ করবে। কিতাবুল আকজিয়্যায় বর্ণিত আছে যে, উভয় কর্জের ক্ষেত্রে চাই একরার দ্বারা ছাবেত হোক বা চাই সাক্ষ্য দ্বারা, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ কয়েদ করার জন্য একই সমান। এই মত খাছছাফ (রহঃ) ইখতিয়ার করেছেন।

আমাদের মাযহাব এই যে, যদি কর্জ সাক্ষ্য দ্বারা ছাবেত হয়, তবে প্রথমবারই কয়েদ করবে এবং একরার দ্বারা ছাবেত হলে প্রথমবার কয়েদ করবে না, যকন পর্যন্ত ন াতার না দেয়া এবং বিলম্ব করার ইচ্ছা প্রাকশ পায়; কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কয়েদ করবে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কয়েদ করবে না বরং তৃতীয়বার কয়েদ করবে। যখন কয়েদ করার সময় আসে এবং কাজী তার সচ্ছল অবস্থার কথা জানতে পারে, তবে তাকে কয়েদ করবে, অন্যর কাজী তা না জানলে তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমার নিকট মাল আছে কিনা। আমাদে জাহের মাযহাব ইহাই। আর দাবীদাা বাদীর নিকট জিজ্ঞাসা করবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্নিত আছে। আর বিবাদী যদি তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে কাজীকে বাদীর নিকট জিজ্ঞাসা করতে দরখাস্ত করে তবে সর্বসম্মতভাবে কাজী তা জিজ্ঞাসা করবে। তাতে বাদী (পাওনাদার) যদি বলে যে, সে অভাবগ্রস্ত তবে কাজী বিবাদীকে কয়েদ করবে না। কেননা বাদীর কয়েদীকে নিজেই অভাবগ্রস্ত বলা তাকে কয়েদমুক্ত করে দেওয়ারই তুল্য।

যদি পাওনাদার বলে যে, উহার এই পরিমাণ সামর্থ্য আছে যে, আমার কর্জ আদায় করতে পারে। আর কর্জদার বলে যে, আমি অভাবগ্রস্ত তবে কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এক্ষেত্রে কর্জদারের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর কোন কোন মাশায়েখ বলে যে, যদি কর্জ কোন মালের বিনিময়ে ওয়াবি হয়, তবে যে ব্যক্তি সামর্থ্য অর্থাৎ স্বচ্ছল আছে বলে বলে প্রকাশ করে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আজম (রহঃ) এরূপ বলেছেন এবং ফতোয়া এর উপর। কেননা বিবাদী বিনিময় প্রদানে সক্ষম চিল। তবে এখন তা দূর হওয়ার ব্যাপার তার কথা কবুল হবে না। আর যদি কর্জ কোন মালে রবদলে ওয়াজিব না হয়ে থাকে তবে কর্জদারের ক থা গ্রহণযোগ্য হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুল হাওয়ালায় বছেন যে, সমস্ত কর্জের বদলে যে কেউই হোক না কেন কয়েদ হবে। চাই ভাই, চাচা, মামু স্বামী, স্ত্রী অথবা পরুষ বা স্ত্রী হোক। মুসলমান হোক, যিম্মি হোক াব হরবী হকে যে আমার কিন্তু মাতা এবং পিতা পুত্রের কর্জের কারণে কয়েদ হবে না; এবং ইভাবে দাদা, দাদী ইত্যাদি বুযর্গ মুরুব্বীগণও যারা রেক্তুভুক্ত তারারও কয়েদ হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঐসব লোকও কয়েদ হবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এরূপ প্রত্যেক লোকই কয়েদ হবে। যাদের উপর খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব হয়। যদি তারা অস্বীকার করে তবে কয়েদ হবে। চাই পিতা হোক, মাতা হোক, দাদা, দাদী, স্বামী, স্ত্রী, সেই হোক না কেন। বাকী থাকল মুকাতিব এবং ব্যক্তসায়ী গোলাম। তাদের কয়েদ হওয়া সম্পর্কে ঐরূপ হুকুম হবে যা আমি ইতোপূর্ব্যে বর্ণনা করেছি। গোলাম নিজের মালিকের জন্য কয়েদ হবে না এবং মালিকও নিজের গোলামের জন্য কয়েদ হবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। আযাদ বালকের সম্পর্কে কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, কয়েদ হবে এবং তারা উহাকে বালেগ বালকের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, যদি তার অছী মৌজুদ থাকে তবে তা'দীবান (অর্থাৎ আদবের) জন্য, কয়েদ হবে, যেন পরে আর এরূপ না করে এবং তার নিজের অছীক ঝিড়কী ও ধমক দিবে যে, তাড়াতাড়ি কর্জ আদায় কর।

আর যদি তার পিতা অথবা অছী না থাকে তবে কয়েদ হবে না। যদি বালক এরূপ হয় যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয় নি তবে কোন কোন স্থানে এরূপ বর্ণিত আছে যে, যদি তার পিতা অথবা অছী থাকে তবে পিতা অথবা অছী উহার কর্জের বদলে কয়েদ হবে। আর যদ অছী অথবা পিতা না থাকে তবে কাজী কোন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করে তার দ্বারা ঐ বালকের কর্জের পরিমাণ মাল বিক্রয় করিয়ে কর্জ আদায় করে দিবে। ইহা মোলতাকাত কিতাবে বর্নিত আছে। মুকাতিব নিজের মালিককে কয়েদ করাতে পারে; কিন্তু ঐ কর্জের বদলে নয় যা কিতাবাত শ্রেণীভুক্ত।

মালিক নিজের মুকাতিবকে কয়েদ করাতে পারে না। চাই মাল কিতাবাতের বিনিময়ে হোক অথবা অন্য যে কোন মালের বিনিময়ে হোক। ইবনে সেমা' (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কিতাবাতের মাল ব্যতীথ অন্য মালের বিনিময়ে কয়েদ করাতে পারে তবে প্রথম কওলই ছহীহ। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। মুসলমান যিম্মির কর্জের বদলে এবং যিম্মি মুসলমানের কর্জের বদলে কয়েদ হতে পারে। আর এই অবস্থা এরূপ হরবীর ক্ষেত্রেও হবে, যে আমান নিয়ে এসেছে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। হুদুদ এবং কেছাছের ক্ষেত্রে যদি সাক্ষী কায়েম হয় তবে ঐ সময় পর্যন্ত হাওয়ালায় অর্থাৎ হাজতে থাকবে। যখন পর্যন্ত না সাক্ষীদের তা'দীল হয় এবং সাক্ষী কায়েম না হয়। সাক্ষী-কায়েম হওয়ার পূর্বে কয়েদ হবে না। তবে যদি একজন আদেল সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তা হলে ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট কয়েদ হবে। আর ছাহেবাইনের নিকট হদ্দে কজফ এবং কেছাছের ক্ষেত্রে হাওয়ালা হবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

দিয়াত এব ৎএরছের ক্ষেত্রে কারও সহায়তাকারী ভ্রাতা কয়েদ হবে না। কিন্তু এ দিয়াত তাদের আতিয়্যাত হতে আদায় করা যাবে। আর যদি তাদের নিকট উহা না থাকেং তাদের জায়গীরও আতিয়্যাত যমিন না মিলিয়ে থাকে এবং কর্জ আদায় করে দিতে অস্বীকার করে তবে কয়েদ করা যাবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেছাছের ক্ষেত্রে বাদী কসম তলব করে এবং বিবাদী কসম করতে অস্বীকার করে আর কসম না খায় তবে ইমা আজম (রহঃ) এর নিকট কয়েদ করা যাবে। কয়েদখানায় পুরুষ এবং আওরাতদিরেকে পৃথক পৃথক রাখতে হবে, যাতে ফেতনা রআশংকা না থাকে। ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আওরাতদেরকে আওয়াতের কয়েদখানায় আটক রাখা হবে; কিন্তু উহার মুহাফিজ অর্থাৎ হেফাজাতকারী পরুষ হবে। মোখতাছারে খাওয়াহেরযাদায় বর্ণিত আছে যে, কাফীল বিন নাফস অর্থাৎ জামিন ব্যক্তি নিজেও কি কয়েদ হবে, যেভাবে কর্জের ক্ষেত্রে কয়েদ হয়? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, হাঁ সেও কয়েদ হবে। যখন সে কয়েদ হবে তখন সে মূল ব্যক্তিকে কয়েদ ব্যক্তি কয়েদ করাতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

যখন কাফীল ব্যক্তির নিকট মাল চাওয়াহবে তখন সে মূল দেনাদারে নিকট উহা চাইবে। যখন কাফীল ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করা হবে তখন সে মূল ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করবে। আর যখন কাফীর ব্যক্তি নিকট হতে মাল নিয়ে নেয়া হবে তখন সে মূল ব্যক্তির নিকট হতে উহা নিয়ে নিবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্নিত আছে। কাফীল ব্যক্তির নিকট হতে মাল আদায় করে নিবার পূর্বে সে মূল ব্যক্তির নিকট হতে মাল আদায় করতে পারবে না। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, পাওনাদারের এই ইখতিয়ার আছে যে, সে আছিল এবং কাফীল অর্থাৎ মূল দেনাদার এবং তার জেমানদার উভয়কেই কয়েদ করাতে পারবে। এরূপ মাসয়ালা উপস্থিত হলে যদি ফতোয়া তলব করা হয় তবে কাফীল ব্যক্তির কাফীলকেও কয়েদ করার হুকুম দেওয়া যাবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কর্জের ব্যাপারে কয়েদ হয় তারপর অন্য কোন ব্যক্তি এসে সেও ঐ কয়েদ ব্যক্তির উপর কর্জের দাবী করে তবে কাজী তাকে কয়েদখানা হতে বের করতঃ দাবীদারের নিকট হাজির করবে। তারপর যদি কয়েদ ব্যক্তি কর্জের কথা স্বীকা করে অথবা বাদী আদেল সাক্ষী পেশ করে তবে আবার তাকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিবে এবং কাজীর দফতরে লিখে রাখবে যে, এই বাদীর কর্জের বদলে সে কয়েদ হয়েছে। এমন কি যদি সে এক ব্যক্তির কর্জ আদায় করে দেয় তবে অন্য ব্যক্তির কর্জের বদলে সে কয়েদ থাকবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

দুই ব্যক্তির কোন এক ব্যক্তির উপর এভাবে কর্জ আছে যে, একজনের কম এবং অন্যজনের বেশি। তবে যার কম আছে তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তার কর্জের বদলে কর্জদারকে কয়েদ করায় এবং তার রাজী ও অনুমতি ব্যতীত ঐ ব্যক্তি কর্জদারকে ছেড়ে দিতে পারে না না যার পাওনা বেশি আছে। আর যদি উভয়ে ঐ ব্যক্তি কয়েদ হওয়ার উপর রাজী ও সম্মত হয়ে যায় তবে তারপর উহাদের যে কোন একজনের তাকে মুক্ত করে দিবার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কাজী জন্য এরূপ উচিত হবে না যে, সে কাউকেও কর্জ ইত্যাদির বদলে প্রহার করে, হুমকি-ধমকি প্রদান করে, হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, উলঙ্গ করে, হাত-পা বিস্তার করতঃ বেঁধে রাখে বা তাকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখে, তবে যদি কর্জের কয়েদী ভেগে যাবে বলে কাজী আশংকা করে তা হরে তাকে চোরদের কয়েদখানায় আটক রাখবে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তির চোরদের সাথে শত্রুতা থাকে এবং উহার প্রাণের আশংকা থাকে এবং কাজী যদি একথা অবগত থাকে যে, এ ব্যক্তিকে চোরদের সাথে রাখলে তারা একে নানারূপ কষ্ট দিবে। তবে একে চোরদের কয়েদখানায় পাঠাবে না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

কোন কর্জদারকে বেইযযত করার জন্য পাওনাদারের সম্মুখে দন্ডায়মান করে রাখবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন কয়েদীর কয়েদখানা হতে ভেগে যাওয়ার অভ্যাস থাকে তবে কাজী তাকে দু-চারটি দোররা মেরে তার অভ্যাস পরিবর্তন করাবে। মোলতাকাত কিতাবে এই রূপ বর্ণিত আচে। যখন কাজী কোন কয়েদীকে কয়েদখানায় অটক করবে তখন তার নাম ও নসব কাজীর দফতরে লিখে রাখবে এবং বাদীর নাম, পরিচয় ও কর্জের রিমাণ ইত্যাদি লিখে রাখবে। যেমন অমুকের পুত্র অমুক এই পরিমাণ দেরহামের বদলে অমুক বছরের অমুক মাকের এত তারিখ অমুক দিন কয়েদ করা হল। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে।

ইমা মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুল হাওয়ালা ও কেফালায় বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কর্জের কারণে দু-তিনমাস আটক থাকে তারপর কাজীগোপনে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং ইচ্ছা করলে কয়েদ করার সাথে সাথেও গোপনে তার অবস্থা জানতে পাে। এরূপ মুহীত কিতাবে উল্লেখ অআছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত এসেছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি দুই হতে তিন মাস পর্যন্ত মুদ্দত ধার্য করেছেন। আবার তাঁর আর একটি ওেয়ায়েত এরূপ আছে যে, এক্ষেত্রে মুদ্দত চার মাস। ইমাম আজম (রহঃ) হতে ছয় মাসের রেওয়ায়েত

www.nagorikpathagar.org

আছে এবং তাহাবী (রহঃ) এক মাসের মুদ্দত বর্ণনা করেছেন। বহুসংখ্যক মাশায়েখ (রহঃ) এক্ষেত্রে তাহাবীর রওেয়ায়ে গ্রহণ করেছেন। আর কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, কাজী কয়েদী দেখবে, যদি খো যায় যে, কয়েদীর পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মামুলী এবং ফকীরদের মত তার সন্তান-সন্তুতি কাজীর নিকট নিজেদের অনাহার-উপবাসের অভিযোগ করতেছে, তবে একমাস আটক রাখার পর গোফনে পুনরায় তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। তখন যদি দেখা যায় যে, কয়েদী তার পাওনাদার সম্পর্কে কঠিন মনোভাব সম্পন্ন এবং আচরণ মালদার লোকদের ন্যায় ঔদ্ধত্যপুর্ণ, তবে তাকে আওর ছয়মাস আটক রেকে গোপনে আবার তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। আর প্রথমবার পর্যবেক্ষণে যদি তার অবস্থা মধ্যমরূপে দেখা যায়, তবে দু-তিন মাস অটক রেখে তারপর আবার পর্যবেক্ষণ করবে। শায়খ জহীরুদ্দীন মুরগনিয়ানী (রহঃ) ইহারই উপর ফতোয়া দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর চাচা শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। বহুসংখ্যক মাশায়েখ বলেছেন যে, এই ব্যাপারে কোন লাযেমী মুদ্দত নির্ধারিত না। যখীরাহ কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে। ছহীহ মত এই যে, মুদ্দত কাজীর রায় অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

যদি একাধারে ছয়মাস পর্যন্ত কয়েদ থাকার পর কয়েদীর অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না আসে এবং তার দেনা পরিশোধে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য ভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাকে আটক রাখবে। আর যদি একমাস অতীত হওয়ার পর লোকগণ তার দরিদ্রতা এবং নরমিয়াতের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাকে ছেড়ে দিবে। তারপর আবার যদি কাজী তার অবস্থা জানতে চাই, তবে তার প্রতিবেশি এবং যাদের সাথে সে কাজকর্ম এবং চলাফেরা করে, তাদের নিকট হতে হতে জেনে নিবে। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। তবে প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং একই বাজারে যারা নির্ভরশীল লোক তাদের নিকট হতে জানবে, ফাসেক অনাচারীদের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করবে না। যদি নির্ভরশীল লোকগণ বলে যে, তার নিকট কোন মাল আছে বলে মনে হয় না, তবে এরূপ ক্ষেত্রে কাজী তাকে মুক্তি দিয়ে দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। শায়খ ইমাম (রহঃ) স্বীয় শরাহ কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, কয়েদ করার পর এভাবে কাজীর অবস্থা তদন্ত করা তার ইখতিয়ারী কার্য। এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যদি কাজী তবু এরূপ করে এবং সেক্ষেত্রে সাক্ষী কায়েম হয় যে, লোকটি অবশ্যই গরীব। তবে কাজী তাকে কয়েদখানা হতে বের করে দিবে। লোকদের এই ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবেই সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই বরং তারা শুধু খবর হিসেবে এরূপ বললেই যথেষ্ট হবে। আর কেবলমাত্র একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির এরূপ খবরই নির্ভরযোগ্য হবে। অবশ্য দুজনের খর বহলে তাতে সতর্কতা থাকবে। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। মাশঅয়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি ঝগড়ার অবস্থা না হয়, যেমন বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সদ্ভাদ বজায় থাকে এবং বিবাদী নিজেকে অভাবগ্রস্ত বলে এবং বাদী তাকে সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন বলে, তখ উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কায়েম হওয়ার আবশ্যক হবে। সাক্ষীগণ যদি বলে যে, কর্জদার ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, তবে তাকে ছেড়ে দিবে। অবশ্য অবস্থা এমনও হতে পারে যে, বাদী অর্থাৎ পাওনাদারের কথাও সত্য যে, সে সচ্ছল, যেমন হয়ত সে পূর্বে সচ্ছলই ছিল, পরে অসচ্ছল এবং গরীব হয়েছে; সুতরাং সাক্ষীদের সাক্ষ্যও মিথ্যা নয়। কেননা তারা ক র্জদারের বর্তমান অবস্থার কথা বলেছে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কর্জদারকে কয়েদ করার পূর্বে একজন বা দুইজন আদিল অভাবগ্রস্ত বলে সাক্ষ্য দেয়, তবে এই ব্যাপারে দুটি রেওয়ায়েত আছে। এক রওয়ায়েত এই যে, সাক্ষ্য কবু রকরবে এবং উহাকে কয়েদ করবে না। অন্য রেওয়য়েতে আছে যে, কবুল করবে না এবংকয়েদ করবে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কবুল করবে না এবং

কয়েদ করবে। সাধারণ মাশায়েখগণ এই রেওয়ায়েতই গ্রহণ করছেন এবং ইহাই ছহীহ। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে। খানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে, যখন কাজী তাকে ছেড়ে দিবে, তখন পাওনাদারের তার পিছনে ধাওয়া করা ও নজরবন্দীরূপে রাখার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ছহীহ এই যে, পাওনাদারের এরূপ করার ইখতিয়ার আছে।

শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, পশ্চাদ্ধাবন করা ও নজরবন্দী সম্পর্কিত যতগুলো রেওয়ায়েত আছে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ওেয়য়েত হল ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) যা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির চলাফিরার দিকে লক্ষ্য রাখবে, কিন্তু তাকে নিজের পরিবার-পরিজনের নিকট যেতে বাধা দিবে না; বরং সকালে-সন্ধ্যায় সর্বদা যাতায়াত করতে, অজু-গোসল করতে, পেশাব-পায়খানায় যেতে কোনরূপ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। ফতোয়ায়ে এতাবিয়ায় বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকটির গৃহের দরজায় বসে থাকা বা সে কোথাও রওয়ানা হলে আটক করার ইখতিয়ার থাকবে না। হেশাম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যদি কর্জদারকে নজরবন্দী করে রাখায় তার পরিবারের ক্ষতির কারণ ঘটে, যেমন সে যদি পানি পান করিয়ে রুজী উপার্জন করে, তবে এক্ষেত্রে কি হুকুম হবে? ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন যে, এই অবস্থায়ও তাকে নজরবন্দী রাখতে হলে পাওনাদারের কোন গোলামকে তার সঙ্গী করে দিবে। সে তার সাথে সাথে থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞসা করা হয়েছিল যে, যদি কর্জদার এমন কোন কাজ কোন জীবিকা উপার্জন করে, যাতে অন্য কোন লোক তার সঙ্গে থাকলে তার কার্য বিঘ্নিত হয় এবং তাতে তার পরিজনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এমতাবস্থায় হুকুম কি হবে? তিনি বললেন, এরূপ অবস্থা হলে আমি কর্জদারকে বলে দিব যে, যাও তুমিগিয়ে আল্লাহর পথে রুজী তালাস কর। কিতাবুল আকজিয়্যায় বর্ণিত আছে যে, যদি কর্জদার পানি পান করিয়ে বা এরূপ কোন কাজ করে রুজী উপার্জন করে, তবে পাওনাদার তাকে নিষেধ করতে পারে তবে সে নিজে বা তার কোন নায়েব বা গোলাম তার সাথে থাকতে পারবে।

কিতাবুল আকজিয়্যায় আরও বর্ণিত আছে যে, কর্জদারকে সন্ধ্যায় সকালে বা যে কোন সময়ে পেশাব-পায়খানায় যেতে নিষেধ করতে পরবে না, কিন্তু যদি তার খানা তার নিকট পৌছিয়ে দিবার ব্যবস্থা থাকে বা তার পায়খানা-পেশাবের জন্য নিকটেই কোন স্থানে ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তবে নিষেধ করতে পারবে। খনিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কর্জদার পাওনাদারকে বলে যে, আমি তোমার গোলামের সাথে চলতে বা বসতে পারব না, বরং তোমার নিজের সাথে চলতে-বসতে পারব। তবে মাশায়েখগণ বলেন যে, কর্জদারের এরূপ বলার ইখতিয়ার আছে। আর ছহীহ হল, এরূপভাবে কর্জদারের সাথে থাকার পাওনাদারের ইখতিয়ার আছে। চাই সে নিজে থাকুক বা নিসজের অন্য কোন লোক থাকুক।

যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কাজী ইমাম আবু আলী নাসফী (রহঃ) বলেছেন, আমাদের মাযহাব এই যে মসজিদে কর্জদারের নিকট বসে থাকবে না। কেননা মসজিদ এ কাজের জন্য নয়। মসজিদ শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের জন্য। ফকীহ আবু জাফর হিন্দুস্থানী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পাওনাদার রাত্রে কর্জদারে পিছনে লেগে থাকবে না। তবে যদি ঐ ব্যক্তি রাত্রেও রুজী উপার্জনে ব্যস্ত থাকে, তবে তার সাথে থাকতে পারবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করছেন, কেউ যদি কর্জদারকে কয়েদ করিয়ে দিয়ে নিজে গায়েব হয়ে যায়, তারপর কাজী তার অবস্থা জেনে তাকে গরীব বলে জামিন নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়, কেননা পাওনাদারদের এভাবে অনুপস্থিতি কর্জদারদের পক্ষে নানারূপ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

(রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কর্জদার পাওনাদারের হক সম্পর্কে একরার করে, তবে পাওনাদারের তাকে নজরবন্দী করার ইখতিয়ার থাকবে। যদিও কাজী তাকে তদ্রূপ হুকুম না দিয়ে থাকে।

যদি কর্জদার বলে যে, আমার পিছু ত্যাগ কর এবং আমাকে কয়েদ করিয়ে দাও, তবে পাওনাদার যদি তা অস্বীকা রকরে, তবে তার অস্বীকা রকরার ইখতিয়ার আছে। ইহা যখীরাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। পাওনাদারে র এই ইখতিয়ার নাই যে, কর্জদারকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখে ব াবরফের উপর শায়িত করিয়ে রাখে যাতে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি অওরাত কর্জদার হয়, তবে তাকে নজরবন্দী করার ছুরত কি হবে? তিনি বললেন, এমন কোন আওরাত নিযুক্ত করবে, যে সদাসর্বদা তার সাথে সাথে থাকবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, যদি তেমন কোন আওরাত না পাওয়া যায়, তখন কি করা যাবে? তিনি বললেন, তেমন অবস্থায় কর্জদার ঘরের মধ্যে থাকলে এবং পাওনাদার বাইরে ঘরের দরজায় অভস্থায় করবে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করা হল যে, এতে যদি তার ভেগে যাওয়ার সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকে? ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন, পুরুষের জন্য এর অদিক ইখতিয়ার নাই। ইবনে রুস্তম (রহঃ) বলেছেন যে, যেখানে কোনফেতনার সম্ভাবনা নেই, যেমন বাজার বা মসজিদ ইত্যাদি হলে পুরুষ পাওনাদার আরাত কর্জদারের সাথে থাকতে পারবে। কিন্তু রাত্রে যে কোন আওরাতকে তার সঙ্গে থাকতে দিবে। মোটকথা আওরাতকে নজরবন্দী রাখার ক্ষেত্রে যে কোন অবস্থায় ফেতন াহতে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্ট করতে হবে।

কিতাবুল আকফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মুদ্দত অতীত হওয়ার পর যদি সাক্ষীগণ কর্জদারের ফকীর হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তবে কাজী তাকে ছেড়ে দিবে না যখন পর্যণ্া সে নিজে গোপনভাবে তার অবস্থা জেনে নেয়, ইহাই উত্তম মত। তবে যদি তার গোপন খবর সাক্ষীদের সাক্ষ্যের অনুরূপ হয়, তাহলেও কাী কর্জদারকে ছেড়ে দিবে না, যখন পর্যন্ত না সে কর্জদারকে কসম করিয়ে নেয়। আর যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং গোপন খবর একরূপ না হয় বরং পরস্পর বিরোধী হয়, তবে কোন আদেল ব্যক্তি দ্বারা আবার গোপনভাবে খবর নিবে ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে।

ইমামকাজী খান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, যদি কাজী কর্জদারকে কয়েদ করে, তবে মুদ্দত অতীত হওয়ার পূর্বেই যদি সে কয়েদীর অবস্থা জানতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কয়েদী নিজের গরীবীর উপর সাক্ষী পেশ করে এবং পাওনাদার তার সচ্ছল অবস্থার উপর সাক্ষী পেশ করে, তবে বাদী অর্থাৎ পাওনাদারের সাক্ষ্য মকবুল হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) গরীবীর সাক্ষ্যের ছুরত কোন কিতাবে বর্ণনা করেন নি। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, সাক্ষীগণ এভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা উহার নিকট এরূপ কোন মাল নেই বলে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে জানি যেরূপ মাল হতে কেউ ফকীর থাকে না।

ফকীহ আবুল কাসেম (রহঃ) এখানে এরূপ বলেছেন যে, সাক্ষীগণ এরূপ বলবে যে, লোকটি একেবারেই রিক্ত ও নিঃস্ব। শুধু পরিধানের কাপড় ব্যতীত তার নিকট কিছুই আছে বলে জানি না। আমরা তার অবস্থা পুনররয় গোপনভাবে জেনে দেখেছি। অতঃপর যদি পুনরায় গোপনভাবে অবহিত হওয়া যায় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তারপর যখন পর্যণআর নিকট কিছু মাল আছে বলে জানা না যাবে তাকে কয়েদ করা যাবে না। যদি কয়েদের মিয়াদ অতীত হয়ে যায়, উহার পর আবার সাক্ষী কায়েম হয় যে, সে গরীব এবং পাওনাদার যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে কাজী তার উপস্থিতির অপেক্ষা কররবে না এবং কাফীল নিয়ে কর্জদারকে ছেড়ে দিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কয়েদীর গরীবীর সাক্ষী কায়েম হয়, এবং তার পূর্বেই কাজী তার গরীবীর হুকুম দেয়, পাওনাদার তাকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু কয়েদী কাজীকে বলে যে, আমার সাক্ষ্যের উপর বাদীর সামনে আমার গরীবির হুকুম দেয়া হোক। তবে

www.nagorikpathagar.org

কাজী তার এই দরখাস্ত মঞ্জুর করবে যন পাওনাদার তাকে আবার কয়েদ করাতে না পাচ। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কেউ এক ব্যক্তির নিকট কর্জের কারণে আটক হল। তারপর সে এক ব্যক্তির কর্জ আদায় করল, তবে যতদিন পর্যন্ত না অন্য ব্যক্তির নিকট কর্জের কারণে কয়েদ হল। তারপর সে এক ব্যক্তির কর্জ আদায় করল, তবে যতদিন পর্যন্ত না অন্য ব্যক্তির কর্জও আদায় করে, কয়েদমুক্ত হবে না। এই মাসয়ালা উহার দলীল যে, কয়েদীর ইখতিয়ার আছে যে, কর্জ আদায় করার ক্ষেত্রে যাকে ইচ্ছা দিবে; এবং যাকে ইচ্ছা না দিবে।

ফতোয়ায়ে নাসাফী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির উপর তিন ব্যক্তির তিন হাজার দেরহাম কর্জ আছে। কেজনের পাঁচশত, দ্বিতীয়জনের তিনশত এবং তৃতীয়জনের দুইশত। তারপর তারা একযোগ তাকে কাজীর নিকটকয়েদ করাই ল। তার নিকট তখন মাত্র পাঁচশত দেরহাম ছিল তবে তা পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যদি কর্জদার নিজে উপস্থিত থাকে তবে যেভাবে চায় মাল সে বণ্টন করতে পারে এবং তার ইখতিয়ার থাকবে যাকে ইচ্ছা সে অগ্রগণ্য করে, বা যাকে ইচ্ছা না দেয়। আর যদি সে উপস্থিত না থাকে, তবে কাজীর এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে কাউকে অগ্রগণ্য করে; বরং সে প্রত্যেককে তাদের অংশমত বণ্টন করবে।

কোন আওরাত যদি নিজের মোহর বা কর্জের বাবাত নিজ স্বামীকে কয়েদ করায়, তারপর স্বামী বলে যে, তাকেও আমা রসাথে কয়েদ কর। কেননা কয়েদখানা এমন স্থান, যেখানে সে আমার সাথে থাকতে পারবে। ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বলেছেন যে, আওরাতকে স্বামীর সাথে কয়েদ করা যাবে না। তবে আমাদের যমানায় কোনকোনকী ফাসাদের কারণে কয়েদ করাই ইখতিয়ার করেছে। কেননা আওরাত একাকী থাকলে স্বাধীনভাবে চলার আংশকা থাকে। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

নাওয়াদের কিতাবে ইবনে সেমা' ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি মরে গেল। তার বড় ছোট ওয়ারিছ আছে এবং ঐ মত ব্যক্তির এক ব্যক্তির উপর কর্জ আছে। তার বড় পুত্র কর্জদার ব্যক্তিকে কর্জের বদলে কয়েদ করাল, তারপর সেআবার তাকে মুক্ত করাতে চাইল, তবে যখন পর্যন্ত কাজী এ ব্যাপারে নাবালেগ পুত্রদের সাথে ঐ ব্যক্তির উত্তমরূপে বুঝাপড়া না হয় তখন তাকে মুক্ত করবে না। রমযান মাস আসার কারণে কোন কয়েদীকে কয়েদখানা হতে মুক্ত করা যাবে না। এমনকি ঈদ-বকরাঈনদ , মুজ'আ, ফরজ নামায, ফরজ হজ্জ বা তার কোন আত্মীয়-স্বজনের জানাযা ইত্যাদির কারণে তাকে কয়েদখানা হতে বের করা যাবে না– যদিও সে নিজের তরফ হতে কাউকেও কাফীলস্বরূপ দেয়। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কয়েদী ব্যক্তি কোনরুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যও বের হতে পারবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যদ কয়েদীর কোন পুত্র বা পিতা-মাতার কেউ মারা যায় এবং তার কাফন-দাফনের কোন লোক না থাকে, তবে কাজী কয়েদীকে কেয়দখানা হতে বের হতে দিবে। ইহা ছহীহ আর যদি কাফন-দাফন করার লোক থাকে, তা হলে কয়েদীকে বের করার কোন কারণ নেই।

কোন কোন মাশয়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, কয়েদীকে তার নিকট হতে কাফীল নিয়ে তার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী এবং সন্তান-সন্ততির নামাযে জানাযর জন্য বের করা যাবে; কিন্তু অন্য কারও ক্ষেত্রে বের করা যাবে নাএতায়া ইহারই উপর। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। কোবরা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও আওলাদ ইত্যাদির জানাযা এবং দাফন-কাফনের জন্য কয়েদীকে রেব করায় কোন দোষের কারণ নেই। কিন্তু এরা ব্যতীত অন্য কারও এসব ক্ষেত্রে বের করা যাবে না। তবে ফতোয়া এর উপর যে, নানার ক্ষেত্রে কাফীল নিয়ে আটককৃত নাতীকে বের করা যাবে।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আবু বক্‌র (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কয়েদী কয়েদ অবস্থায় পাগল হয় তবে হাকীম তাকে বের করবে না। খাছছাফ (রহঃ) আদাবুল কাজী কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কয়েদী রোগাক্রান্ত হয়ে দিগ-দিশা হারিয়ে ফেলে, তবে তার খেদমতের জন্য কোন লোক পাওয়া গেলে তাকে কয়েদখানা হতে বের করা যাবে না, চিকিৎসার জন্যও নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এমন কি মরে যাওয়ার উপক্রম হলেও নয়। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ওয়াকেয়াতে নাতেফী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে দিগ-দিশা হারিয়ে ফেরে এবং তার কোন খাদেম না থাকে তবে ঐ রোগাক্রান্ত কয়েদীকে কয়েদখানা হতে বের করা যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে। এ হুকুম তখন হবে যখন নিশ্চিত ধারণা হয় যে, রুগী মারা যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বের করা যাবে না। কেননা কয়েদখানায় মৃত্যু হওয়া এবং বাইরে মৃতু হওয়া একই কথা। ফতোয়া ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওলের উপর। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বরেছেন যে, কয়েদীকে (বাহিরের) হাম্মামখানায় যেতে দেওয়া যাবে না। আর যদি তার জেমা'র প্রয়োজন হয় তবে কায়েদখানার মধ্যে এমন স্থান নির্দিষ্ট করে দিবে যেন কেউ না দেখে। এজন্য তার স্ত্রী অথবা দাসীকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেওয়া কোন দোষের কারণ নয়। আর যদি কয়েদখানার মধ্যে এরূপ কোন ব্যবস্থা করা না যায় বা এরূপ কোন স্থানে পাওয়া না যায় তবে জেমা' করা হতে বিরত থাকবে।

কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, কয়েদখানার মধ্যে কয়েদী কোনরূপ আয় উপার্জন করতে পারলে তার অনুমতি আছে। আবার কারও কারও মতে তদ্রূপ অনুমতি নাই এবং ইহাই বিশুদ্ধতর। খাছছাফ (রহঃ) ও এদিকে ইশারাহ করেছেন। কোবরা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কাজী ফখরুদ্দীন (রহঃ) বলেছেন যে, বর্তমানে কয়েদী কয়েদখানায় কামাই-রোজগার করতে পারবে তা নিষেধ করা যাবে না এবং কয়েদীর নিকট তার পরিবার-পরিজন-প্রতিবেশী লোকগণ গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে মানা করা যাবে না। কিন্তু তারা সেখানে অধিক সময় অপেক্ষা করতে পারবে না।

মাশায়েখ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যদি কয়েদীর নিকট অর্থ বা মাল-সামান থাকে এবং সে কর্জ আদায় করতে অস্বীকার করে তবে তাকে নির্জন রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখবে। এমনকি তাকে বিছানা, চাদর কিছুই দেয়া যাবে না এবং কেউ তার নিকট যাতায়াতও করতে পারবে না, যাতে তার মন নরম এবং দুর্বলহয়ে আসে। যদি কয়েদীর নিকট মাল থাকে এবং সে কর্জ পরিশোধ করতে রাজী না থাকে তবে যদি তার মাল কর্জ জাতীয় হয় যেমন কর্জ দেরহাম ছিল এবং তার নিকট মালও দেরহাম আছে, তবে বিনা মতভেদে কাজী তার মাল দ্বারা কর্জ দেরহাম ছিল এবং তার নিকট মালও দেরহাম আছে, তবে বিনা মতভেদ কাজী তার মাল দ্বারা কর্জ দেরহাম ছিল এবং উহার নিকট যে মাল আছে তা আরুজ এবং দীনার ও একার। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট আরুজ এবং একার বিক্রয় করবে না। কয়েদীর নিকট দীনার থাকলে তা বিক্রয় করার ক্ষেত্রে কিয়াস অবলম্বন করার একটি রেওয়ায়েত আছে। আর এস্তেহাসনান হুকুম অবলম্বন করার আর একটি রেওয়ায়েত আছে। তবে যদি কাজী কয়েদীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য করেদ রাখে যে, সে নিজে তা বিক্রয় করতঃ কর্জ আদায় করে, কাজীর এই ইখতিয়ার আছে। ছাহেবাইনের নিকট কাজী তার দীনার এবং আরুজ বিক্রয় করবে এবং এই ব্যাপারে কেবল একটিই রেওয়ায়েত আছে আর একার বিক্রয় করার ক্ষেত্রে দুটি রেওয়ায়েত আছে। খানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ছাহেবাইনের নিকট একটি রেওয়ায়েতে স্থানান্তরযোগ্য মাল বিক্রয় করে দিবে এবং কর্জ আদায় করবে এবং ইহাই ছহীহ। বিক্রয় করার ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করবে যেমন প্রথম দীনার বিক্রি করবে। তারপর আরুজ এবং তারপর একার এমনকি কয়েদীর ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

তেইশতম পরিচ্ছেদ
বেচা-কেনা জায়েয না হওয়ার হুকুমের মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, বেচা-কেনা দুই প্রকার। এক প্রকার বাতিল আর এক প্রকার ফাসেদ। বাতিল প্রকার এই যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যে বস্তুর কোন মূল্য নাই, তার ক্রয়-বিক্রয়। যেমন শরাব, শূকর অথবা হেরেমের শিকার অথবা প্রবাহিত রক্ত। এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় স্বত্বাধিকারের ক্ষেত্রে কোন উপকারে আসে না। আর দ্বিতীয় প্রকার বায়ে ফাসেদ। যার বিনিময় কোন এরূপ মাল হয়। যেমন, শরাব অথবা শুকর অথবা হেরেমের শিকার অথবা মুদাব্বির অথবা মুকাতিব অথবা উম্মে ওয়ালাদের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় অথবা যে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে কোন প্রকার ফাসেদ শর্ত আরোপ করা হয়। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। মাশায়েখ (রহঃ) এই ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছেন যে, ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু জেমানাতে থাকিবে না আমানত হিসাবে থাকিবে। কেউ কেউ বলিয়াছেন যে, উহা আমানত হিসাবে থাকিবে। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, জোনাতের মধ্যে থাকিবে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

এইক্ষেত্রে শর্ত এই যে, কব্জা বিক্রেতার অনুমতি ক্রমে হইবে এবং বিক্রেতার বিনানুমতিতে ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কব্জা লাভ করা কব্জা লাভ না করার হুকুমে গণ্য। যিয়াদাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি বায়ে' ফাসেদের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার নিষধ অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রিত বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লয় তবে যদি এই কব্জা ঐ মজলিসেই হয় তবে উহা এস্তেহসানান ছহীহ হইবে এবং স্বত্ব ছাবেত হইয়া যাইবে। আর যদি মজলিস হইতে পৃথক হওয়ার পর কব্জা করে তবে কিয়াসান ও এস্তেহসানান উভয় দিক দিয়াই ছহীহ হইবে না এবং স্বত্বও ছাবেত ইবে না। আর যদি বিক্রেতা কব্জা করার অনুমতি দেওয় এবং ক্রেতা ঐ মজলিসে অথবা মজলিস ইতে পৃথক হওয়ার পর কব্জা করিয়া লয় তবে সেই কব্জা ছহীহ হইবে এবং স্বত্ব কিয়াসান এবংএস্তেহসানান ছাবেত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই স্বত্ব বিদূরীত হওয়ার অবকাশ থাকে। আর যেই বসউত ক্রেতা বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে খরিদ করে উহার মধ্যে মালিকানা বা উপকার লাভের দিক দিয়া ঐ বস্তু কোনরূপ ব্যবহারে আনা মাকরূহ হইবে।

কিন্তু তাহা সত্বেও যদি ক্রেতা ঐ বস্তু কোনরূপ ব্যবহারে আনে তবে উহা জারী হইবে এবং ইহার কারণে বিক্রেতার ফেরত ইবার হক বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা তাহার ক্রয়কৃত গোলামকে আযাদ অথবা মুদাব্বির করিয়া দেয় অথবা বিক্রয় কয়িা পেলে, তবে তাহা ভঙ্গ করিবার হক বাতিল হইবে। এইভাবে দি ক্রয়কৃত দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো হয় তাহা হইলেও উক্ত হুকুম হইবে এবং সে ক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ হইয়া যাইবে এবং তাহর উপর দাসীর মূল্য দিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে এবং আকর সম্পর্কে কিতাবুশ শারবে দুটি রেওয়ায়েত আছে। ছহীহ রেওয়ায়েত এই যে, ক্রেতা আকরের জামিন হইবে না। আর এইভাবে যদি ক্রেতা উহাকে মুকাতিব করিয়া দেয় তাহা হইলেও উপরাক্ত হুকুম হইবে এবং ক্রেতার উপর মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হইবে। তবে যদি গোলাম কিতাবাতের মাল আদায় করত ঃ আযাদ হইয়া যায় তবে ক্রেতার উপর মূল্যের জেমান ধার্য হইবে।

যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত কাপড় কর্তন করিয়া সেলাই করিয়া লয় তবে বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিবার হক নষ্ট হইয়া যায়। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি এক কাপড় বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে খরিদ করিল এবং কব্জা করিয়া উহা কর্তন করাইল, কিন্তু এখনও সেলাই পরে নাই; বরং উহা বিক্রেতার নিকট গচ্ছিত রাখিল। এমতাবস্থায় উহা খোলা গেল। তবে ক্রেতা কাপড় কর্তন করাইবার লোকসানের জামিন হইবে। উহার মূল্যের জামিন হইবে না। ইহা ফতোয়ারে কাজীখান কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি বিক্রিত বস্তু কোন খালি যমিন হয় এবং ক্রেতা

www.nagorikpathagar.org

উহাকে কোন গৃহ নির্মাণ করে অথা বৃক্ষ রোপন করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসূফ (রহঃ) এর নিকট বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার হক বাতিল হইবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিট বাতিল হইবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

বায়ে' ফাসেদের মধ্যে ক্রেতার জিম্মায় ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য ওয়াজিব হইয়া থাকে। চাই উহা কিমতি বস্তু হউক বা মেছলী বস্তু হউক এবং এই হুকুম ঐ সময় হইবে যখন ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু ক্রেতার নিকট খোয়া যাইবেবা সে উহা নষ্ট করিবে অথবা কাহাকেও হেবা করতঃ সোপদ্দ করিয়া দিবে। আর এইভাবে যদি সে উহা রেহান রাখে বা অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিয়া দেয় তাহা হইলেও উক্তরূপ হুকুম হইবে। তারপর যদি ক্রেতা রেহনা ছুটাইয়া আনে অথবা হেবা প্রত্যাহার করিয়া লয় তবে বিক্রেতার উহা ফেরত লইবার ইখতিয়ার হইবে এবংএই ফেরত লওয়া ঐ সময় পযৃন্ত সম্বব ইবে যখন পর্যন্ত না কাজী ক্রোতর উপর মূল্য আদায় করার হুকুমকরে। যদি কাজী ক্রেতাকে মূল্য আদায় করার হুকুম দিয়া দেয় তবে বিক্রেতার ফেলত লওয়ার হক চলিয়া যাইবে। ইহা খোলাছাহ কিতবে লিপিবদ্ধ আছে।

যদি ক্রয়-বিক্রয়কৃত বউ ক্রেতার নিকট যথাযথভাবে মৌজুদ থাকে, উহাতে কোন বেশ কম না হয় তবে ক্রয়-বিক্রয ভঙ্গ করতঃ উহা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যাইবে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে এই ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে। যদি কেহ কোন গোলাম নিজের মুকাতিব অথবা মুদাব্বির অথবা উম্মে ওয়ালাদের বিনিময়ে করিদ করে এবং পরস্পরে কব্জা কলিয়া লয় তবে গোলামের ক্রেতা উহার মীরক হইয়া যাইবে এবং মুকাতিব অথাব মুদাব্বির অথবা উম্মে অলাদের ক্রেতা উহার মীরক ইবে না। যদিও বিক্রেতার অনুমতিক্রমে উহার কব্জা করা হয় এবং এইভাবে যদি কোন গোলাম গায়রে মাল দ্বারা উহার অনুমতি ব্যতীত খরিদ করে তবে গোলামের খরিদ্দার উহার মারিক হইবে এবং অন্র ব্যক্তি গায়রে মালের উপর কবজা দ্বারা তাহার ামরিক হইবে না যখন পর্যন্ত না উক্ত গায়রে মালের মীরক উহা ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দেব। এইভাবে যদি কেহ কোন গোলাম কোন পানীয় পানির বিনিময়ে ক্রয় করে তবে সেইক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম হইবে। ইহা শরহে তাহাবী কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কোন দাসী বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে খরিদ করে তবে তাহার সাথে অতী করা উচিত নহে। যদি সে অতী করিয়া লয় এবং শুক্রপাত না করে তবে বিক্রেতা তাহাকে ফেরত লইতে পারে এবং যদি সে ফেরত লয় তবে ক্রেতা বিক্রেতাকে উহার আকর দিবে। আর যদি শুক্রপাত করে তবে ক্রেতা উহার মূল্যের জামিন হইবে এবং যখন মূল্য ওয়াজবি হইবে তখন শামসুর আয়েম্মা সুরখসী (রহঃ)-এর কওল অনুয়াযী ক্রেতার উপর আকরব হইবে না। শায়খুল ইমলাম (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই মাসয়ালায় দুইটি রেওয়ায়েত আছে। কিতাবুল বুইউর রেওয়ায়েত অনুযায়ী উহার উপর আকরব হইবে না এবং কিতাবুশ শারবের রেওয়ায়েত অনুযায়ী উহার উপর আকর ওয়াজিব হইবে। ইহা মুহতি কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কেহ বায়ে' ফাসেদের তরীকার েন দাসী খরিদ করে এবং কব্জা করিবার পূর্বে তাহাকে আযাদ করিয়া দেয় এবং বিক্রেতা উহার আযাদ হওয়ার অনুমতি দেয়, তবে ঐ দাসী বিক্রেতার তরফ হইতে আযাদ হইয়া যায়, ক্রেতার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। আর যদি কেহ কোন দাসী বায়ে' ফাসেদের তরীকায় খরিদ কতরঃ কব্জা করার পূর্বে বিক্রেতাকে বলে যে, আমার পক্ষ হইতে উহাকে আযাদ করিয়া দাওইবক্রেতা যদি তদ্রুপ করে, তবে এই আযাদী বিক্রেতার তরফ হইতে হইবে। ক্রেতার তরফ হইতে হইবে না। ইহা ফতোয়াে কাজীখান কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

যদি কেহ কোন গোলাম বায়ে' ফাসেদের তরীকায় খরিদ করে এবং তাহার উপর কব্জা করিয়া লয়, তারপর বিক্রেতা

www.nagorikpathagar.org

বলে যে, সে আযাদ, তবে গোলাম আযাদ হইবে না। ইহার পরে আবার যদি বলে যে, সে আযাদ, তবে যদি তাহার প্রথকম কথা ক্রেতার সামনে বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে আযাদ হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেহ কিছু গম বায়ে' ফাসেদের তরীকায় ক্রয় করিয়া বিক্রেতাকে বলে যে. উহা পেষন কর, যদি বিক্রেতা পেষণ করে, তবে ঐ আটা বিক্রেতার হইবে। এইভাবে যদি ফাসেদ বিক্রয়ের তরীকায় কোন বকরী ক্রয় করা হয় এবং ক্রেতা উহা বিক্রেতাকে যবেহ করিতে হুকুম দেয়, আর বিক্রেতা তাহা যবেহ করে, তবে এইক্ষেত্রেও ঐরূপ হুকুম হইবে। যদি কেহ এক কফীজ বায়ে' ফাসেদের তরীকায় ক্রয় করতঃ কব্জা করার পূর্বে বিক্রেতাকে বলে যে, উহা আমার আনাজের সাথে মিলাইয়া দাও এবং বিক্রেতা তদ্রূপ করে, তবে এই কাজ ক্রেতার কব্জারূপে গণ্য হইবে এবং ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে যে উহার মেছাল বিক্রেতাকে দিয়া দিবেএকননা গম মেছলী বস্তু। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি বায়ে' ফাসেদের তরীকায় এক দাসী খরিদ করতঃ কিছু পরিমাণ মোহর ধার্য করত ঃ উহার বিবাহ দিয়া দিল। উহার স্বামী উহার সহিত অতী করিল। দাসী বাকেরাহ ছিল। বিক্রেতা কাজীর নিকট নারিশ করত ঃ দাসীকে নিয়া নিল, তবে বিবাহ জায়েয হইবে এবং বিক্রেতার মোহর মিলিবে। যদি এই মোহর এই পরিমাণ হয়, যাহা দাসীর বাকেরাত্ব মোচর করার লোসানের পরিপূরক, তবে ক্রেতার উপর কিছু লাযেম হইবে না। আর যদি লোকসান অধিক হয়, যাহা পূরণ করার জন্য মোহর যথেষ্ট নহে, তবে অপুরণ মূল্য বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে লইয়া লইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ এক দাসী দুই দাসীর বিনিময়ে কিছুদিনের ওয়াদার উপর ধারে বিক্রয় করে, তবে তাহা জায়েয হইবে না। যদি ক্রেতা উহার উপর ক্বাজ করিয়া লয় এবং ক্রেতার নিকট দাসীর একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্রেতা উহাকে উহার অর্ধ মূল্যসহ বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর যদি ক্রেতা ব্যতীত অন্য লোক দাসীর একটি চক্ষু ছিদ্র করিয়া দেয়, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, ইচাছ হইলে সে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে জেমান লইবে অথাব ইচ্ছা হইরে ক্রেতার নিকট হইতে লইবে। তারপর ক্রেতা উহা সেই ব্যক্তির নিকট হইতে লইয়া লইবে। আর যদি দাসী দুইটি সন্তান প্রসব করে এবং উহার একটি মরিয়া যায়, তবে বিক্রেতা দাসী এবং তাহার বাকী বাচ্চাটি লইয়া লইবে এবং মৃত বাচ্চার জেমান লইবে না এবং সন্তান প্রসাবজনিত লোকসান যদিও ঐ বাচ্চা দ্বারা পূর্ণ না হয় তবে তাহা ক্রেতার নিকট হইতে লইয়া লইবে। আর যদি এক বাচ্চা ক্রেতার ত্যাচারের কারণে মারা যায়, তবে ক্রেতা উহার মূল্যের জামিন হইবে। আর যদি দাসী মরিয়া যায়, তবে বিক্রেতা উভয় বাচ্চাসহ দাসীর মূল্য লইবে।

যদি কেহ বায়ে' ফাসেদের তরীকায় একটি গোলাম খরিত করত ঃ বিক্রেতার অনুমতিক্রমে উহার উপর কব্জা করিয়া লয় এবং উহার মূল্য আদায় করিয দেয়। তারপর বিক্রেতা উচ্ছা করেযে, সে গোলামকে ফেরত নিবে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে নিজের মূল্য পুরা আদায় না করা পর্যন্ত গোলামকে রাখিয়া দিবে। তারপর যদি বিক্রেতা মরিয়া যঅয় এবং ঐ গোলাম ব্যতীত তাহার অন্য কোন মাল না থাকে, তবে ক্রেতা অন্যান্য কর্জ পাওনাদার অপেক্ষা ঐ গোলামের অধিক হকদার হইবে; সুতরাঙ তাহার হক আদায় করার জন্য গোলাম বিক্রয় করা যাইবে। তারপর যদি এই দ্বিতীয়বারের মূল্য প্রথমবারের মূল্যের বরাবর হয়, তবে সব ক্রেতা নিয়া নিবে। আর যদি বেশী হয়, তবে যাহা বেশী হইবে তাহা বিক্রেতার অন্যান্য পাওনাদারগণ লইয়া লইবে। অঅর যদি দ্বিতীয়বারের মূল্য প্রথমবারের মূল্য অপেক্ষা কম হয় তবে উহা ক্রেতা বিক্রেতার অন্যান্য পাওয়াদারদের সাথে পাওনার পরিমানের হিসাব অনুসারে সামঞ্জস্যমূলকভাবে ভাগ করিয়া নিবে। আর যদি ঐ গোলাম ক্রেতার নিকট মারা যায়, তবে তহাকে উহার মূল্য দিতে হইবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি কেহ কাহার নিকট একহাজার দিরহাম পাওনা থাকে এবং তাহার বদলে সে কর্জদারের নিকট হইতে বায়ে' ফাসেদের তরীকায় একটি গোলাম কিনে এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে উহার উপর কব্জা করিয়া লয়, তারর বিক্রেতা উহা বায়ে ফাসেদ হওয়ার কারণে গোলামকে ফেরত লইতে ইচ্ছা করে, তবে বিক্রেতার এইরূপ ইখতিয়ার হাছিল হইবে না। তারপর যদি বিক্রেতা মরিয়া যায় এবং তাহার উপর অনেক কর্জ থাকে এবং গোলাম ক্রেতার নিকট থাকে, তবে এই অবস্থার গোলামের ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হওয়ার কারণে ক্রেতা ঐ গোলামের অধিক হকদার হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি বায়ে ফাসেদের তরীকায় একটি গোলাম বিক্রয় করিল, কব্জা করার পরে উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য মুক্ত করিয়া দিল। তারপর গোলাম ক্রেতার নিকট মরিয়া গেল তবে ক্রেতার উপর গোলামের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হইবে।

আর যদি বিক্রেতা এইরূপ বলিত যে, আমি তোমাকে গোলাম হইতে মুক্ত করিলাম, তারপর গোলাম ক্রেতার নিকট মরিয়া যাইত তাহা হইলে ক্রেতা মুক্ত হইত, কেননা সে গোলাম হইতে মুক্ত হওয়ার উহার জেমানত হইতেও মুক্তি পাইয়া যাইত। কেননা তখন গোলাম তাহার নিকট আমানত হিসাবে থাকিত। আমানত কাহারও নিকট হালাক হইলে তাহার উপর জেমানত লাযেম হয় না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি বায়ে ফাসেদের তরীকার পাঁচশত দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম কিনিল। উহার মূল্য পাঁচশত দিরহামই ছিল। অতঃপর ক্রেতা উহার উপর কব্জা করিয়া লইল। তারপর দুর্মূল্যের কারণে গোলামটির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া একহাজার দিরহাম হইল। তারপর ক্রেতা গোলামকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তবে কব্জার দিনের মূল্য ইখতিয়ার করতঃ ক্রেতাকে শুধু পাঁচশত দিরহামই দিতে হইবে।

যদি কেহ এইরূপ গোলাম, যাহার মূল্য একহাজার দেরহাম, তাহা গছব করে এবং অতঃপর মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দুইহাজার দিরহাম হইয়া যায়। তারপর গাছেব উহাকে বায়ে' ফাসেদের তরীকাল মালিকের নিকট ইতে ক্রয়, করে তারর গোলাম মরিয়া যায় বে যদি খরদ করার পর গোলাম গাছেবের হাতে আসিয়া থাকে, তাহার হাতে না আসিয়া থাকে এবং তদবস্থায় গোলাম রিয়া যায়, তবে তাহার উপর একহাজার দিরহাম সাথে জেমানতস্বরূপ হইয়া যায়, কিন্তু এখানে কব্জা পাওয়া যায় নাই। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। গোলাম গছবকারী যখন উহার মারিক হইতে বায়ে' পাসেদের তরীকায় ক্রয় করিযা উহাকে আযাদ করিয়া দেয় তবে তাহা জারী হইয়া যায়। কেননা সে কব্জার পরে আযাদ করে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি ক্রেতা বায়ে' ফাসেদের মধ্যেমে ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দেয়, তবে যেভাবেই ফেরত দেক না কেন, চাই বিক্রয়, হেবা, ছদকাহ, ধার, গচ্ছিত রাখা ইহার সবকিছুই ক্রয়-বিক্রয়কে ভঙ্গ করিয়া দেয়। এইভাবে যদি সে বিক্রেতা ক্রয়ের উকীলের নিট বিক্রয় করতঃ সোপর্দ করিয়া দেয়, তবে সে উহার জেমানাত হইতে মুক্ত হইয়া যায। আর যদি সে গোলামকে বিক্রেতার এইরূপ গোলামের নিকট বিক্রি করে যাহাকে মালিক তেজারাতে অনুমতি দিয়া দেয় এবং যাহার উপর কব্জা থাকে না, তবে তাহা াজয়েয হইবে না। আর যদি এইরূপ গোলাম খরিদ করে, যাহাকে তেজারাতের অনুমিত দেওয়া হয় এবং তাহার উপর কর্জ থাকে এবং সে অনুমতিক্রমে কব্জা করিয়া লয় তারপর গোলামের মালিকের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে। আর যদি এই গোলামের উপর কর্জনা থাকে, তবে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে না কিন্তু প্রথম ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং তাহার মালিককে ফেরত দিবার কারণে জেমানাত হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। কেননা গোলামের মালিকের ফেরত দেওয়া গোলামের ফেরত দেওয়ার অনরূপ।

www.nagorikpathagar.org

যদি ক্রয়কৃত গোলাম বিক্রেতার মোজারেবের নিকট বিক্রি করে, তবে বায়ে' ছহীহ এবং জেমনাত লাযেম হইয়া যাইবে এবং প্রথম ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইবে না। আর যদি প্রথম বিক্রেতার তরফ হইতে ক্রয়ের উকীল হয় এবং সে এই ক্রেতা হইতে নিয়ে মুয়াক্কিলের জন্য কিনে, তবে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ হইবে এবং মুল্য উহার উপর ওয়াজিব হইবে আর উহার জেমান প্রথম ক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে এবং যদি উভয় মূল্যে সমতা হয় তাহা হইলে উভয় সমান মনে করিয়া লইবে। আর যদি কোনটায় বেশী হয় তবে তাহা অনকে দিয়া দিবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। বিক্রিত বস্তু যদি কোন কাপড় হয় এবং ক্রেতা উহা নিয়া লাল বা জরদ রংগে রঞ্জিত করে, যাহাতে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে, যদি উচ্ছা করে, তবে সে ঐ কাপড় নিয়া নিবে এবং উহার যে পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ক্রেতাকে দিয়া দিবে অথবা যদি ইচ্ছা করে তবে সে ক্রেতা হইতে তাহার কাপড়ের জেমান লইয়া লইবে এবং ইহাই ছহীহ। ইহা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কেহ বায়ে' ফাসেদের মধ্যেমে কাহারও নিকট কোন যমিন বিক্রি করে এবং ক্রেতা উহাতে মসজিদ বানায়, তবে যে পর্যন্ত না সে তাহাতে কোন ইমারাত তৈয়ার করে, জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে পর্যন্ত বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের হক বাতিল হইবে না। আর যখন ইমারাত নির্মাণ করিবে, তখন ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করার হক বাতিল হইয়া যাইবে। যমিনে বৃক্ষ রোপণ করাও মসজিদ নির্মাণ করার অনুরূপ। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। ইবনে সেমা নাওয়াদের কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে এক গোলাম কিনল। তারপর ক্রেতা উহাকে তেজারাতের অনুমতি দিয়া দিল এবং গোলামের উপর কর্জ হইয়া গেল। অতঃপর বিক্রেতা গোলামকে ফেরত লওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার সাথে ঝগড়া বাঁধাইল। তবে গোলাম বিক্রেতাকে দিয়া দেওয়া যাইবে এবং পাওনাদারদের গোলামকে নিয়া নিবার কোন পথ নাই। ক্রেতা গোলামের মূল্য এবং কর্জের মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত কম, তাপা পাওনাদারদিগকে দিয়া দিবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

চব্বিশতম পরিচ্ছেদ
দুই শরীকের একজনের বিক্রি করার মাসায়েল

যদি কোন ব্যক্তি অন্যের মাল বিক্রয় করে, তবে আমাদের নিকট এই ক্রয়-বিক্রয় মালের মালিকের অনুমতির উপর মওকুফ থাকিবে এবং অনুমতি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, আকদকারী উভয় ব্যক্তির এবং যে বস্তুর উপর আকদ হইবে তাহা উপস্থি থাকিতে হইবে। আর যদি নগদ মার হয় তবে তাহা উপস্থি থাকা শর্ত নহে। আর যদি মূল্য বস্তু জাতীয় হয় তবে তাহাও উপস্থি থাকা শর্ত। উহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। তারপর যখন অনুমিত এইরূপ ছুরতে ছহীহ হয় যাহাতে মূল্য মুঈনে করায় মুঈন হয় এবং ঐ মূল্য উপস্থি থাকে, তবে মুল্য বিক্রেতার মিলিবে অন-মতিদাতার মিলিবে না এবং অনুমতিদাতা বিক্রেতার নিকট হইতে নিজের মারের মূল্য লইয়া লইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বণি্ত আছে। আর যদি মূল্য বিক্রেতার নিকট অনুমতির পূর্বে বা পরে খোয়া যায় তবে আমনত খোয়া গেল। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু ক্রেতার নিকট খোয়া যায় তবে মালের মালিকেই ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে কেত্রা ও বিক্রেতা এই দুইজনের যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা জেমান লইবে। তবে যদি সে ক্রেতার নিকট হইতে জেমা লয় তবে ক্রেতা বিক্রেতার কিট ইতে নিরে মূল্য ফেরত লইবে, যদি উহা আদায় থাকে। আর যদি মলিক বিক্রেতার নিকট

হতে জেমান লয় তবে যদি বিক্রিত বস্তু তাহার নিকট জেমানতের থাকে তবে ক্রয়-বিক্রয় জারী হইয়া যাইবে। আর যদি আমানাতে থাকেতবে যদি প্রথম সোপর্দ করতঃ তারপর বিক্রয় করে তবে ক্রয়-বিক্রয় জারী হয়িা যাইবে। আর যদি প্রথম বিক্রয় করে তারার সোপর্দ করে তবে ক্রয়-বিক্রয় জারী হইবে না। আর যাহা কিছু সে জেমানস্বরূপ দিয়াছে তাহা ক্রেতার নিকট হইতে নিয়া নিবে। এইরূপ মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

আর যদি মালিক মরিয়া যায় তবে ওয়ারিছদের অনুমতি দ্বারা ক্রয় বিক্রয় জারী হইবে না এবং মালিকের অনুমতির পর ক্রেতা সৈব বর্ধিত বস্তুর মালিক হইবে যাহা ক্রয় বিক্রয়ের পর অনুমতির পূর্বে পয়দা হইয়াছে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও জন্য কোন বস্তু খরিদ করে তবে এই ক্রয় বিক্রয় জারী হইবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি ক্রেতার সন্তান অথবা মাহজুর হয় তবে ক্রয়-বিক্রয় মওকুফ থাকিবে। এই হুকুম ঐ সময় হইবে যখন মধ্যবর্তী ব্যক্তি যাহার জন্য ক্রয় করা হয় তাহার দিকে সম্পর্ক না করে। তবে যদি সম্পর্ক করে এবঙ এইরূপ বলে যে, এই গোলাম অমুক ব্যক্তির জন্য বিক্রি করিলাম। তবে ক্রয় বিক্রয় মওকুফ থাকিবে। আর বিশুদ্ধ এইে যে, ক্রয় বিক্রয় মুওকুফ হওয়ার জন্য এই পরিমাণ যথেষ্ট যে, ইজার বা কবুল কোন বস্তুর মধ্যে অমুক ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত হয়। যদি ক্রেতা বলে যে, আমি ইহা অমুক ব্যক্তির জন্য এত মূল্যে খরিদ করিলাম। আর বিক্রেতা বলে যে, আমি তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম। তবে বিশুদ্ধতর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয় আকদ বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবের বিবরণ।

আর যদি বিক্রেতা মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে বলে যে, আমি এই গোলাম তোমার নিকট অমুক ব্যক্তির জন্য বিক্রয় করিলাম এবং মধ্যবর্তী ব্যক্তি বলে যে, আমি কবুল করিলাম অথবা আমি খরিদ করিলাম অথবা বলে যে, অমি তোমার নিকট হইতে এই গোলামকে অমুক ব্যক্তির জন্য খরিদ করিলাম। আর বিক্রেতা বরে যে, আমি বিক্রি করিলাম। তবে এইরূপ আকদ ক্রেতার জিম্মায় জারী হইবে এবং মওকুফ থাকিবে না। অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, যদি গোলামের মালিক মধ্যবতী ব্যক্তিকে বলে যে, আমি তোমার নিকট এইগোলাম এত মূল্যে বিক্রয় করিলাম আর মধ্যবর্তী ব্যক্তি যদি প্রথম শুরু করে যে, আমি তোমার নিকট ইহা অমুক ব্যক্তির জন্য খরিদ করিলাম। আর বিক্রেতা বরে যে, আমি ইহাকে তোমার নিকট বিক্রি করিলাম তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত থাকিবে এবং মধ্যবর্তী ব্যক্তির উপর জারী হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি যাহার কোন গোলাম ছিল না তেমন এক ব্যক্তিকে বরির যে, আমি তোমার এই গোলাম নিজের জন্য একহাজার দিরহাম মূল্যে খরিদ করিলাম এবং ঐ গোলামকে মালিক তথায় উপস্থিত ছিল এবং সে বলিল যে, আমি অনুমতি দিলাম এবঙ সোপর্দ করিয়া দিলাম। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ– বলেন যে, মালিকের কথা দ্বারা ঐ সময় ক্রয়-বিক্রয় হইয়া যাইবে।

কোন ব্যক্তি অন্যের গোলাম তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রি করিল এবং গোলামে মালিক বলিল যে, তুমি ভাল করিয়াছ; ছওয়াবের কাজ করিয়াছ, তুমি ইহার উত্তম ফল পাইবে। তবে এই সমস্ত কথা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিরূপে গণ্য হইবে না; বরং গোলামের মালিক ক্রেতার নিকট হইতে গোলামকে ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি মারিক মূল্য লইয়া লয় তবে তাহা অনুমতিরূপে গণ্য হইবে। আর যদি গোলামের মালিক বলে যে, তুমি আমাকে বিক্রয়ের কটিন ঝামেলা হইতে বাঁচাইয়াছ, ভাল কাজ করিয়াছ। আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দিবেন। তাহা হইলেও ইহা অনুমতি হইবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, গোলামের মালিকের এইরূপ বলা যে, তুমি ভাল কাজ করিয়াছ এবং পুণ্যের কাজ করিয়াছ। তবে এস্তেহসানান ইহা অনুমিত ইবে। ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে এবং ইহাই বিশুদ্ধতর। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

কোন ব্যক্তি নিজের পুত্রের যমিন বিক্রয় করিল এবং পুত্র বলিল আমি যতদিন জীবিত আছি এই বিক্রিতে রাজী থাকিব। অতভা যতদিন জীবিত আছি ইহাতে ততদিন আমার অনুমতি থাকিবে। তবে পুত্রের এইরূপ কথা অনুমিতরূপে গণ্য হইবে। আর যদি পুত্র এইরূপ বলে যে, আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিব তবে ইহা অনুমিত হইবে না। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবের বিবরণ। মুনতাকা কিতাবে বণিৃত আছে যে, যদি পুত্র এইরূপ বলে যে, তুমি একটিবড় কাজ করিয়াছ তবে তাহা অনুমতিরূপে গণ্য হইবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেহ কাহারও গোলাম তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রি কিরল। তারপর তাহার নিকট খবর পৌছিল এবংসে বিক্রেতাকে বলিল যে, আমি ইহার মূল্য তোমাকে হেবা করিলাম অথবা তোমাকে ছদকাহ করিয়া দিলাম। তবে তাহা বিক্রয়ের অনুমতিরূপে সাব্যস্থ হইবে। তবে শর্ত এই যে, ক্রয়-বিক্রয়কৃতবস্তুমৌজুদ থাকা চাই। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি কোন বস্তুর মালিকের নিকট এইরূপ খবর পৌছে কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তি তাহর স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ খবর শুনিয়া যদি সে চুপ থাকে তবে তাহা অনুমতি হইবে না।

আর যদি অবস্থা এইরূপ হয় যে, মালিকের নিকট ক্রয়-বিক্রয়ের খবর পৌছে এবং সে মূল্যের পরিমাণ জানার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমিত দিয়া দেয় তারপর মূল্যের পরিমাণ জানিয়া বিক্রিত বস্তু ফেরত লইতে চাহে, তবে এক্ষেত্রে তাহার ানুমতিদানই গৃহীত হইবে। ফেরত লওয়ার ইচ্ছা গ্রহনযোগ্য হইবে না। যদি কোন মধ্যবর্তীব্যক্তি অথবা এইরূপ ব্যক্তি যাহার নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। সে ঐ বস্তু গচ্ছিতকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে যদি বিক্রয় করে, তারপর মালিক সাক্ষী পেশ করে যে, বিক্রিত বস্তু মৌজুদ থাকার অবস্থায় সে ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছিল। তবে ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য আদায় করিতে পারিবে না কিন্তু যদি মধ্যবর্তী ব্যক্তির মূল্য আদায় করার উকীলস্বরূপ হইয়া আসে তবে আদায় করিতে পারিবে। কোন ব্যক্তি কাহারও গোলাম বিক্রি করিল এবং সে মরিয়া গেল। তারপর মালিক দাবী করিল যে, আমি উহাকে বিক্রি করিতে হুকুম করিয়াছিলাম। তবে তাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে। আর যদি মালিক এইরূপ বলে যে, আমি তাহার বিক্রয়ের খবর জানিয়া অনুমতি দিয়াছিলাম তবে তাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে না। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি অন্যের গোলাম তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে একশত দিরহাম মূল্যে বিক্রি করিল। তারপর ক্রেতা ঐ গোলামের মালিকের নিকট আসিল এবং খবর বলিল যে, অমুক ব্যক্তি তোমার গোলাম এত মূল্যে আমার নিকট বিক্রি করিয়াছে। শুনিয়া মালিক বলিল , যদি তোমরর নিকট বিক্রি করিয়া থাকে, তবে আমি অনুমতি দিলাম। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি অমুক ব্যক্তি একশত দিরহাম অধিক মূল্যে বিক্রি করিয়া থাকে, তবে জায়েয হইবে। আর যদি একশত দিরহামের কম মূল্যে বিক্রি করে তবে জায়েয হইবে না। এইভাবে যদি একশত দীনার মূল্যে বিক্রি করে, তবেও জায়েয হইবে না এবং মালিকের অনুমতি শুধু উহার উপরই হইবে, যাহা ক্রেতা উল্লেখ করিয়াছে।

এইভাবে যদি মালিক বলে যে, যদি তোমার নিকট একশত দীনার বিক্রি করিয়া থাকে, তবে আমার অনুমতি আছে। তবে এই ছুরতেও উপরোক্ত হুকুম হইবে। আর যদি মালিক এইরূপ বলে যে, যদি সে তোমার নিকট একশত দিরহাম মূল্যে (পর) বিক্রয় করে, তবে আমি তাহাতে অনুমতি দিব। তবে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হইবে না। আর ইহা মূলত ঃ অনুমতি নহে; বরং ওয়াদাহ মাত্র। এইরূপ ওয়াদাহ করার পর যদি বিক্রি করা হয় তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকিবে, ইচ্ছা হইলে সে অনুমতি দিতে পারে, ইচ্ছা হইলে নাও দিতে পারে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

কোন ব্যক্তি অন্যের কাপড় তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রি করিল এবং ক্রেতা উহা রঞ্জিত করিল, তারপর যদি কাপড়ের মালিক উহা বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে। আর যদি ক্রেতা উহা কর্তন করতঃ সেলাই করিয়া লয়, তারপর মালিকের অনুমতি দেওয়ায় ক্রয় বিক্রয় জায়েয হইবে না। কেননা এইক্ষেত্রে বিক্রিত বস্তুর অস্তিত্ব নাই। ইহা মুহীতে সুরখসী কিতাবর বিবরণ। যদি কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তি কোন বস্তু কাহারও জন্য খরিদ করে এবং ক্রয়কারে উহা কাহারও দিকে সম্পর্ক না করে এমন কি তাহাতে ঐ ক্রয় খোদ ক্রেতার জন্যই হইয়া যায়, তারপর ক্রেতা এবং যাহার জন্য ক্রয় করা হইয়াছে, উভয়ে ধারণা করিয়া লয় যে, ক্রয়কৃত বস্তু উহার জন্যই হইয়াছে, যাহার জন্য উহা ক্রয় করা হইয়াছে। তারপর ক্রেতা উহার উপর কব্জা করতঃ উহার ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে উহা ঐ ব্যক্তিকে সোপর্দ করিয়া দেয়, যাহার জন উহা কয় করা হইয়াছে এবং সে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়া লয়।

অতঃপর ক্রেতা ইচ্ছা করে যে, ঐ ব্যক্তির রাজী রগবত ব্যতীতই ঐ বস্তু সে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে লইয়া লয়, তবে তাহার এইরূপ ইখতিয়ার থাকিবে না। যদি এ ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং যাহার জন্য উহা ক্রয় করা হইয়াছে, সে বলে যে, ইহা আমার জন্য ক্রয় করিয়াছ, আমি তোমাকে ক্রয় করার হুকুম করিয়াছি, আর ক্রেতা বলে যে, আমি ইহা তোমার হুকুম ব্যতীত তোমার জন্য ক্রয় করিয়াছি। তবে ক্রেতার এই কওলই মো'তাবার হইবে। কেননা সে যখন বলিল যে, তোমার জন্য ক্রয় করিয়াছি। তবে ইহাই ঐ ব্যক্তির পক্ষ হইতে হুকুমের স্বীকৃতি হইয়া যায়। ইহা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তিএক গোলাম বায়ে' ফাসেদের মাধ্যেমে এক হাজার দিরহাম মূল্যে খরিদ করিল এবং তাহার উপর কব্জা করিল। তারপর বিক্রেতার নিকট একশত দীনার মূল্যে বিক্রি করিল। তবে যদি বিক্রেতা উহার উপর কব্জা করে,তাহা হইরে এই কব্জা বায়ে' ফাসেদকে ভঙ্গ করার মধ্যে গণ্য করা হইবে। যখন পর্যন্ত কব্জা না করিবে তখন পর্যন্ত বায়ে ফাসেদ ভঙ্গ হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির এক গোলাম তাহার মালিকের অনুমতি ব্যতীত একহাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করিয়া ফেলিল। ক্রেতা অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি উহাকে আবার মালিকের অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিল। তৃতীয় ক্রেতা উহাকে কবুল করিল। তবে এই উভয় বিক্রি মৌকুফ থাকিবে। যখন গোলামের মালিকের নিকট খবর পৌছিল এবং সে উভয় বিক্রির অনুমতি দিল, তবে উভয় আকদ অর্ধেক অর্ধেক হইয়া যাইবে এবং উভয় ক্রেতার প্রত্যেকের খিয়ার হাছিল হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

এইভাবে যদি একই মধ্যবর্তী ব্যক্তি দুইজনের নিকট বিক্রি করে তবে উক্তরূপ হুকুম হইবে। ইমাম কুরখী (রহঃ) বলেন যে, মধ্যবর্তী ব্যক্তির বিক্রির মাসয়ালার ঐ হুকুম তখন হইবে, যখন সে উভয় ব্যক্তির নিকট একই সাথে বিক্রি করিবে। কেননা আগে পিছে বিক্রি করিলে পরবর্তী আকদ পূর্ববর্তী আকদকে ভঙ্গ করিবে। অবশ্য কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) গোপনীয় দ্বিতীয় আকদকে প্রথম আকদের ভঙ্গকারী মনে করেন না এবং ইহাই ছহীহ।

নাওয়াদেবে ইবনে সেমা' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি অন্যে কাপড় তাহার অনুমতি ব্যতীত নিজের পুত্রের নিকট বিক্রি করিল অথচ ঐ পুত্র ছোট, যাহাকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অথবা সেই ব্যক্তি নিজের এমন কোন গোলামের নিকট বিক্রি করিল যাহাকে সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছে। চাই ঐ গোলামের উপর কর্জ থাকুক বা না থাকুক। তারপর ঐ বিক্রেতা কাপড়ের মালিকে অবহিত করিল যে, আমি তোমার কাপড় বিক্রয় করিরা ফেলিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিল না যে, কাহার নিকট বিক্রি করিয়াছে। তবে এই বিক্রি জায়েয হইবে না। তবে এক ছুরতে জায়েয হইবে, যখন সে নিজের করজদার গোলামের নিকট বিক্রয় করিবে।

www.nagorikpathagar.org

বায়ে' অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের হক বিবাহ, ইজারাহ এবং রেহান ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ বায়ে' উহাদের অপেক্ষা অগ্রগণ্য। এমন কি যদি কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তি কোন ব্যক্তির দাসী বিক্রি করে এবং অন্য এক মধ্যবর্তী ব্যক্তি ঐ দাসীকে বিবাহ করাইয়া দেয় বা উহাকে উজারাহ দেয় বা কাহার ও নিকট রেহান রাখে, তারপর দাসীর মালিক যদি একসাথে উভয়ের প্রতি অনুমতি দেয়, তবে শুধু বায়ে' জায়েয হইবে এবং তাহা ব্যতীত অন্য সব আকদ বাতিল হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি তোমার গোলাম নিজের নিকট হইতে এবং অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে গতকাল একহাজার দিরহাম মূল্যে কিনিয়াছি। তখন মালিক যদি বলে যে, আমি রাজী আছি। তবে কোন বায়ে'ই জায়েয হইবে না। আর যদি বলে যে, আমি তোমার এই গোলাম গতকাল খরিদ করিয়াছি অর্ধেক নিজের নিকট হইতে পাঁচশত দিরহাম মূল্যে এবং অধেৃক অমুক ব্যক্তি হইতে পাঁচশত দিরহাম মূল্যে, তখন মীলক যদি বলে যে, আমি অনুমতি দিলাম। তবে অমুক ব্যক্তি হইতে ক্রয়কৃত অর্ধেক গোলামের বায়ে' জায়েয হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আর মালিকের অনুমতির পূর্বে ক্রেতার বায়ে' ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকিবে। এইভাবে মধ্যবর্তী ব্যক্তিরও মালিকের অনুমতি দিবার পূর্বে ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের করজদার গোলামকে যাহোকে সে তিজারতের অনুমতি দিয়াছে, পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করে, তবে উহা পাওনাদারের অনুমতির উপর মৌকুফ থাকিবে। আর যদি মালিক এইরূপ গোলাম যাহাকে তিজারতের অনুমতি দিয়াছে, তাহার নিকট পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করে এবং মূল্যের উপর কব্জা করে এবং তাহা খোয়া যায়, তারপর পাওনাদার বায়ে'র অনুমতি দেয় তবে অনুমতি ছহীহ হইবে এবং এই মূল্যে পাওনাদারের মাল খোয়া যাইবে। আর যদি কোন কোন পাওনাদার অনুমতি দেয় এবং কোন কোন পাওনাদার গোলাম এবং ক্রেতার উপস্থিতিতে বায়ে ভঙ্গ করিয়া দেয়, তবে অনুমতি ছহীহ হইতে না এবং উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে একটি কাপড় খরিদ করিল এবং বিক্রেতা উহা আর এক ব্যক্তির নিকট দশ দিরহাম অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করিল, তারপর ক্রেতা ঐ বায়ে'র অনুমতি দিয়া দিল। তবে এই অনুমতি দ্বারা বায়ে' জায়েয হইবে না। ইহা হাবী কিতাবে উল্লেখ আছে। এক দাসী দুই ব্যক্তির মধ্যে এজমালি। উহার এক শরীক অন্য শরীকের অনুমতি ব্যতীত দাসীকে বিক্রি করিয়া ফেলিল এবং ক্রেতা উহার উপর কব্জা করিয়া লইল এবং উহাকে আযাদ করিয়া দিল। তারপর দ্বিতীয় শরীক দাসীর বিক্রির অনুমতি দিল। তবে দাসীর মধ্যে তাহার বিক্রি জায়েয হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ। নাওয়াদেরে ইবনে সেমা' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি দুই শরীকের মধ্যে এক শরীক অবিভক্ত অর্ধেক গৃহ বিক্রি করে, তবে ইহা দ্বারা তাহার অংশ বিক্রি হইবে। আর যদি কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তি দুই শরীকের গৃহের অর্ধেক বিক্রি করে, তবে তাহা উভয়ের অংশের সাথে যুক্ত হইবে। তারপর যদি এক শরীক উহার অনুমতি দেয়, তবে তখন ঐ বিক্রি তাহার অধাংশ প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

পঁচিশতম পরিচ্ছেদ
একালার মাসায়েল

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, একলা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের হকের মধ্যে ভঙ্গকৃত এবং ঐ দুইজন ব্যতীত অন্যের হকে নতুন ক্রয়-বিক্রয়স্বরূপ হইয়া যায়। কিন্তু যেই ছুরতে উহা ভঙ্গকৃত বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়না, তখন উহা নতুন ক্রয়-বিক্রয়রূপে গণ্য হয় না। যেমন, কোন ক্রয়কৃত দাসী বাচ্চা প্রসব করিল। তবে ক্রয়-বিক্রয় বতিল হইবে। কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি কোন দাসী একহাজার দেরহাম মূল্যে বিক্রি করা হয়, তারপর একহাজার দিরহামের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের একালা করা হয় তবে একালা ছহীহ হইবে।

আর যদি দেরহাজার দেরহামের উপর একালা করা হয়, তবে একহাজারদেরহামের উপর একালা ছহীহ হইবে এবং বাকী পাঁচশত দেরহামের উল্লেখ করা অনর্থক হইবে। আর যদি উভয় ব্যক্তি পাঁচশত দেরহামের উপর একালা করে, তারপর যদি বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকে এবং উহাতে কোনরূপ আয়েব না আসে, তবে এই একালা একহাজার দেরহামের উপরছহীহ ইহয়া যাইবে এবং পাঁচশত দেহামের উল্লেখ করা অনর্থক হইবে। তবে বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হইবে যে, একহাজার দেরহাম ক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর যদি উহাতে কোন আয়েব আসে তবে পাঁচশত দেরহামের উপর একালা ছহীহ হইবে এবং এই কম হওয়া লোকসানের পরিপূরকস্বরূপ হইবে। আরয দি একলা অন্য জাতীয়রে বিনিময়ে হয়, তবে সাধাণ কিতাবসমূহে বণিৃত আছে যে, ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এই একালা প্রথম মুল্যেল উপর ছহীহ হইয়া যাইবে এবং অন্য জাতীয়ের কথা উল্লেখ করা অনর্থক হইবে। আর যদি বিক্রত বস্তর মধ্যে অতিরিক্তা পয়দা হইয়া যয়, তারপর উভয়ে একালা করে, তবে যদি কজার পূর্বে হয়, তবে একালা ছহীহ হইবে। চাই উক্ত অতিরিক্ততা সংযুক্ত প্রকারে হউক বা অসংযুক্ত প্রকারের। তবে যদিএই অতিরিক্ততা অসংযুক্ত প্রকারের হয় এবং ইহা কব্জা করার পরে হয়,তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট একালা বাতিল হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কেহ বলে যে, তুমি আমার সহিত একালা করিয়া লও এবং আমি তোমাকে মূল্য আদায় করিতে এক বৎসরের সময় দিয়া দেই অথবা বলে যে, আমার সহিত একালা করিয়া লও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ দেরহাম ছাড়িয়া দেই। তবে একালা ছহীহ হইবে কিন্তু মূল্য আদায়ের সময় বাড়াইয়া বা মূল্য কমাইয়া দেওয়া ছহীহ হইবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, ইহাও ছহীহ হইবে। আসল কথা এই যে, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট যদি একালা এমন দুইটি বাক্যের দ্বারা হয়, যাহার একটি অতীত কালের এবং অন্যটি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের,তবে একালা ছহীহ হইয়া যায়। যেমন একব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার দ্বারা একালা করাইয়া লও এবং অন্য ব্যক্তি বলে যে, আমি একারা করিয়াছি তবে তাঁহার নিকট ছহীহ হইবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ– বলেন যে,ইহাতে একালা ছহীহ হয় না। যদি দুইটি তীত কালজ্ঞাপক কথার দ্বারা একালা করা হয়, তখনই কেবল তাহার নিকট একালা ছহীহ হয়। ফতোয়ার মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওলকেই পছন্দনীয় বলা হইয়াছে। ইহা অজীযে কারদারী কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি কোন বস্তু বিক্রয় করিল। তারপর ক্রেতাকে বলিল, তুমি আমার সহিত ক্রয়-বিক্রয়ের একালা করিয়া লও। ক্রেতা বলিল যে, আমি তোমার সাথে একালা করিয়াছি। তবে জাহের রেওয়ায়েতে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট ইহা একালা হইবে না যখন পর্যন্ত না সে এইকথা বলে যে, আমি কবুল করিলাম। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি ক্রেতা বলে যে, আমি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়িয়া দিয়াছি এবং বিক্রেতা বলে যে, আমি রাজী আছি অথবা আমি অনুমতি দিয়অছি, তবে ইহা একালা হইবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। বিক্রেতা বলিল যে, ক্রয়-বিক্রয় আমাকে ফেরত দিয়া দাও। ক্রেতা বলিল যে, ফেরত দিলাম। তবে এই একালা ছহীহ হইবে না, যখন পর্যন্ত না বিক্রেতা এইকথা বলে যে, আমি কবুল করিলাম এবং ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা অজীযে কারদারী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট একালা তলব করে এবং ক্রেতা বলে যে, মূল্য দাও এবং বিক্রেতা কবুল করে, তবে ইহা বিক্রেতার এই কথার অনুরূপ যে, তুমি আমার সাথে একালা করিয়া লও। ইহা খোলাছাহ কিতবে বর্ণিত আছে। যদি দালাল বিক্রেতার মোটামুটি নির্দেশ অনুযায়ী কোন বস্তু বিক্রয় করার পর মূল্য লইয়া বিক্রেতার নিকট আে এবং বিক্রেতা বরে যে, আমি এই মূল্যে মাল দিব না। তারপর দালাল ক্রেতাকে সংবাদ দেয় এবং সে বরে যে, আমরিও এই বস্তুচাহি নাএব তাহাতে ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ হইবে না। ইহা কানিয়াহ কতিাবে বণিৃত আছে। ক্রেতা খাদ্যবস্তুর উপর

কব্জা করিয়া লইল এবং কিছু পরিমাণ মূল্য সোপর্দ করিল। তারপর কিছুদিন পর বলিল যে, মূল্য বেশী হইয়া গিয়াছে। তখন বিক্রেতা তাহার প্রদত্ত কিছু মূল্য ফেরত দিল। তবে যাহারা বলে যে, এক তরফের তাআতী দ্বারা বায়ে' আকদ হইয়া যায়, তাহাদের কথা অনুসারে ইহা একালা হইবে এবং ইহাই ছহীহ। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি আগে রেশম খরিদ করিল, তারপর বিক্রেতাকে বলিল যে, ইহা আমার কোন কাজে আসিবে না। তুমিই নিয়া যাও এবং আমাকে মূল্য ফেরত দাও। বিক্রেতা অস্বীকার করিল। ক্রেতা বলিল যে, আমি তোমাকে মূল্য হইতে এই পরিমাণ ছাড়িয়া দিলাম, বাকী মূল্য আমাকে ফেরত দাও। তখন বিক্রেতা তদ্রূপ করিল, তবে ইহা একালা হইবে। বিক্রেতা ক্রেতার নিকট ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেওয়া তলব করিল এবং ক্রেতা বলিল যে, আমার মূল্য দিয়া দাও। তখন বিক্রেতা তাহাকে একটি কাবালা লিখিয়া দিল। ক্রেতা উহা নিয়া ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিল। তবে ইহা উভয় পক্ষ হইতে ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া গেল। কানিয়াহ কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট একটি কাপড় বিক্রয় করিল এবং ক্রেতা বলিল যে, আমি এই কাপড়ে ক্রয়-বিক্রয় তোমার নিকট একালা করিলাম। তুমি উহা দ্বারা জামা কাটাইয়া লও। বিক্রেতা উভয়ের মজলিস হইতে পৃথক হওয়ার পূর্বে এইরূপ করিল এবং মুখে কিছু বলিল না। তবে ইহা একালা হইয়া যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবে বর্ণিত আছে।

একালা ছহীহ হওয়ার শর্ত এই যে, একালাকারী উভয় ব্যক্তি রাজী থাকিবে এবং একই মজলিসে হইতে হইবে। আর বায়ে ছরফের একালার মধ্যে উভয় বিনিময় বস্তুর উপর পরস্পরের কব্জা হইবে এবং বিক্রিত বস্তু বায়ে' ভঙ্গ করার সব কারণের সুসাব্যস্ত হইবে। যেমনঃ খিয়ারে শর্ত অথবা খিয়ারে রুইয়াত অথবা খিয়ারে আয়েবের কারণে ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়। আর যদি বিক্রিত বস্তুর মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ততা আসিয়া যায় যে, ঐসব কারণ ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ হয়। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট একালা ছহীহ হইবে না এবং এই শর্ত থাকিবে যে, একালা করার সময় বিক্রিত বস্তু মৌজুদ থাকিবে। যদি উহা খোয়া গিয়া থাকে তবে একালা ছহীহ হইবে না। কিন্তু ঐ সময় উহার মূল্য মৌজুদ থাকা শর্ত নেহ। যদি মুঈন বসউতর অন্তর্ধানের পরে একালা করা হয়, তবে তাহা ছহীহ হইবে না। যদি আদইন বস্তু একালার সময় মৌজুদ থাকে তারপর বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার পূর্বে খোয়া যায়, তবে একালা বাতিল হইয়া যাইবে। এইভাবে যদি ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু দুইটি গোলাম হয় এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে জা করিয়া লয়, তারপর উভয় গোলাম মরিয়া যায় অতঃপর উভয় একালাকরে তবে তাহা ছহীহ হইবে না।

এইভাবে যদি এক গোরাম একালা করার সময় মরিয়া যায় এবং অন্য গোলাম মৌজুদ থাকে আর একালা ছহীহ হইয়া যায়, তারপর ফেরত দেওয়ার পূর্বে অন্য গোলামও মরিয়া যায়, তবে একালা বাতিল হইয়া যাইবে। অত্র যদি উভয় একটি মুঈন মাল অন্য মুঈন মালের বদলে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করে এবং উভয়ে কব্জা করিয়া লয়, তারপর একজনের নিকট ঐ মাল খোয়া যায়, তারপর উভয়ে একালা রিরে তাহা ছহীহ হইবে এবং খোয়া যাওয়া বস্তুর খরিদ্দারের উহার মেছাল মিলিভে, যদি উহা মেছলী বস্তু হয়। অথবা উহার মূল্য অন্যকে দিয়া নিজের মুঈন মাল ফেরত লইবে।

এইভাবে যদি উভয় ব্যক্তি একালা করে এবং ঐ উভয় মুঈন মাল ঐ সময় মৌজুদ থাকে, তারপর একালার পরে ফেরত দেওয়ার পূর্বে একটি মাল খোয়া যায় তবে একালা বাতিল হইবে না। ইহা বাদায়ে কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি উভয় মাল ফেরত দেওয়ার পূর্বে খোয়া যায় তবে একালা বাতিল হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট আঙ্গুরের বাগান বিক্রিয় করতঃ সোপর্দ করিয়া দিল এবং ক্রেতা এক বৎসর উহার ফল ভোগ করিল। তারপর ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে একালা করিল। তবে তাহা ছহীহ হইবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন আনাজের বারে' সালামে এক গোলাম দেওয়া হয় এবং আনাজের উপর কব্জা করা হয় তারপর গোলাম মরিয়া যায় অতঃপর উভয় একালা করিলে তাহা ছহীহ হইবে এবং উহাকে ঐ গোলামের মূল্য দিতে হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি ভিজা সাবান কিনিল এবং কব্জা করিয়া লইল। তারপর উহার নিকট সাবান শুকাইয়া গিয়া ওজন কমিয়া গেছে। অতঃপর উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিলে তাহা ছহীহ হইবে এবং ক্রেতাকে এই লোকাসনের মূল্য বাবাদ কিছু দিতে হইবে না। কোন বস্তু মাংস অথবা মৎস্য অথবা এমন কোন বস্তু যাহা অল্প সময়েই খারাপ হইয়া যায় তাহা খরিদ করিল। তারপর ক্রেতা মূল্য আনিবার জন্য তাহার বাড়ী চলিয়া গেল এবং বাড়ীতে তাহার বিলম্ব হইল। এদিকে বিক্রেতার আশংকা হইল যে তাহার বিক্রিত বস্তু খারাপ হইয়া যাইবে, তবে এএক্ষত্রে এস্তেহসানান বিক্রেতার জন্য জায়েয হইবে যে, সে ইহা অন্য লোকের নিকট বিক্রি করিয়া দেলে এবং অন্য ব্যক্তির জন্যও জায়েয হইবে যে, সে উহা ক্রয় করে। তারপর দেখিতে হইবে যে, যদি দ্বিতীয়াবরের বিক্রয় মূল্য প্রথমবারের বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তবে ঐ বেশী মূল্য বিক্রেতার উপর ছদকাহ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। আর যদি মূল্য কম হয় তবে এই লোকসান বিক্রেতার হবে। প্রথম ক্রেতার জিম্মায় এই লোকসান আসিবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একটি গাধা খরিদ করতঃ কব্জা করিল। তারর চারদনি পর উহা নিল এবং নিয়া আবার উহা বিক্রেতাকে ফেরত দিল। বিক্রেতা প্রকাশ্যতঃ ইহা কবুল করিল না। কিন্তু কয়েকদিন সে উহাকে নিজের কাজে ব্যবহার করিল। তারপর মূল্য ফেরত দিতে এবং একালা কবুল করিতে অস্বীকার করিল তবে তাহার এইরূপ ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি একটি দাসী বিক্রি করিল এবং ক্রেতা তাহা খরিদ করিতে অস্বীকার করিল। ঃতবে বিক্রেতার উহার সাথে অতী করা হালল হইবে ন্যাখন পর্যন্ত না এই বিতর্কিত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। কেননা ক্রেতার অস্বীকার করায় ক্রয় -বিক্রয় ভঙ্গ হইয়া যায় না। এইভাবে যদি কেহ দাসী বিক্রি করে, তারর আবার সে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেবাত্তরে ক্রেতা ক্রয় বিক্রয়ের দাবী করেএব বিক্রেতার দাসীর সাথে অতী করা হালাল মানোভাব জানিতে পারে তবে সেইক্ষত্রে বিক্রেতার দাসীর সাথে অতী করা হালাল হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি তাহার একটি দাসীর বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করিল এবং উভয়ে উভয় বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লইল তারপর ক্রেতা গোলামের অর্ধাংশ কাহারও নিকট বিক্রি করিল। অতঃপর দাসীর বিক্রয়ের একালা করিল, তবে একালা জায়েয হইবে এবং উহার উপর ওয়াজিব হইবে যে, গোলাম বিক্রেতাকে গোলামের মূল্য আদায় করিয়া দিবে। আর যদি গোলাম বিক্রি নাকরে বরং তাহার হাত কাটিয়া যায় এবং উহার বিনিময় মাল সে নিয়া নেয়, তারপর দাসীর বিক্রির একালা করে তাহা হইলেও উপরোক্ত হুকুম হইবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম খরিদ করিল এবং মূল্য দিয়া দিল, আর গোলামের উপর কব্জা করিল না। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার সাথে সাক্ষাত করিয়া বলিল যে, আমি তোমাকে গোলাম এবং উহার মূল্য হেবা করিলাম। তবে এইরূপ বলা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করাস্বরূপ এবং মূল্য হেবা করা ছহীহ হয় না । ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে।

একদল লোক কোন নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে অন্য লোকগণ ঐ নৌকার মধ্যেই কিছু বস্তু খরিদ করিল। তারপর নৌকা জলমগ্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিল। তখন সকলেই এই বিষয়ের উপর একমত হইল যে, নৌকা হইতে কিছু মাল পানির মধ্যে ফেলিয়া দেয়। তাহাতে নৌকা হাল্কা হইয়া যাইবে। তখন মাল বিক্রেতা বলিল যে, যে লোকগণ আমর নিট হইতে মাল কিনিয়াছে, যদি সে মাল ফেলিয়া দেওয়া

হয়, তবে আমি ঐ ক্রয় বিক্রয়ের একালা করিলাম। তারপর লোকগণ ঐ মাল ফেলিয়া দিল। তবে এস্তেহসানাম একালা ছহীহ হইয়া যাইবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

একব্যক্তি গোলাম খরিদ করিল তারপর দাবী করিল যে, আমি বিক্রেতাকে মূল্য আদায় করিবার পূর্বে যেই মূল্যে গোলাম খরিদ করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রেতার নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছি। আর বিক্রেতা বলিল যে, সে বিক্রয়ের একালা করিয়াছে। তবে একালা অস্বীকারের ব্যাপারে ক্রেতার কওল কসমের সাথে গ্রহণ করা যাইবে। অপর যদি ছুরত এইরূপ হয় যে, বিক্রেতা বলে যে, আমি গোলামকে ক্রেতার মূল্য আদায় হওয়ার পূর্বে যেই মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করিয়াছি এবং যদি ক্রেতা একালার দাবীকরে, তবে উভয়ের প্রত্যেককে কসম করানো যাইবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যেই ব্যক্তি কোন কিছু বিক্রি করার জন্য উকীল নিযুক্ত হয়, সে মূল্যের উপর কব্জা করার পূর্বে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট একালা করার মালিক হবে। আর ক্রয়ের উকীল সম্পর্কে শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) এবং শায়খুল ইসলাম কাওয়াহের যাহাদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকীল একালা করার মালিক হবে া। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

মুয়াক্কিলের বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের সঙ্গে একালা করা ছহীহ হইবে। ওয়ারিছি এবং অছীর একালা করা ক্ষেত্রে পরিমাপ করা ব্যতীত একালা করা জায়েয হবে। আর একালাকে শর্তের সাথে যুক্ত করিয়া দেওয়া ক্রেতা বলিল যে, যদি তুমি অধিক মূল্যের ক্রেতা পাও তবে তাহার নিকট বিক্রি করিয়া ফেল তারপর বিক্রেতা এরূপ ক্রেতা পাইয়া উহা অধিক মূল্যে বিক্রি করিয়া ফেলিল। তবে দ্বিতীয় বায়ে'র আকদ হইবে না। ইহা অজীয়ে কারদারী কিতাবে বর্ণিত আছে।

ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ফাসেদ শর্ত দ্বারা একালা বাতিল হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে। যেই ব্যক্তির কাহারও উপর মিয়াদী কর্জ আছে, যদি করজদার ইতে ঐ কর্জের বদলে কোন বস্তু করিদ করে এবং কব্জা করিয়া লয়, তারর উভয়ে একালা করিয়া লয়, তবে কর্জের মিয়াদ প্রত্যাবৃত হইবে না। আর যদি উহা আয়েবের কারণে কাজীর হুকুমে এইভাবে ফেরত দেয় যাহা সবদিক দিয়া ভঙ্গ করা স্বরূপ, হয় তবে মিয়াদ প্রত্যাবৃত হইবে। আর যদি কর্জের কোন কাফীল থাকে, তবে কেফালাত উভয় ছুরতে প্রত্যাবৃত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরা কিতাবের বিবরণ।

কেহ একটি গাভী বিক্রি করিল এবং ক্রেতাকে বলিল যে, আমি ইহা তোমার নিকট খুব সস্তায় বিক্রয় করিলাম। ক্রেতা বলিল, যদি সস্তায় বিক্রি করিয়া থাক, তবে তুমি উহা বেশী মূল্যে বিক্রয় করিয়া উপকৃত হও এবং আমর মূল্য আমাকে দিয়া দাও তারপর বিক্রেতা উহা বিক্রি করিল এবং উপকৃত হইল, উহা কব্জার পূর্বে হউক বা পরে হউক; কিন্তু যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে যে, তুমি উহা নিজের জন্য বিক্রি করিয়া লও, তবে তাহা তাহাদের ক্রয় বিক্রিয় ভঙ্গ করাতুল্য এবং সেইক্ষেত্রে যেই অধিক মূল্য বিক্রেতা দ্বিতীয় বিক্রয়ের মাধ্যমে পাইবে তাহা বিক্রেতারই হইবে।

আর যদি ক্রেতা তোমার নিজের জন্য বিক্রি করিয়া লও কথাটি না বলে, তবে সেইক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষ ইতে উকীলস্বরূপ গণ্য হইব এবং অতিরিক্ত মূল্য তখন মুয়াক্কিলের অর্থাৎ ক্রেতার হইবে। এক আওরাত তাহার নিজের বালেগ পুত্রের সহিত ইট শরীকী যমিন বিক্রি করিল এবং পুত্রও অনুমতি দিল। তারপর আওরাত বিক্রয়ের একালা করিল এবং পুত্র একালার অনুমতি দিল। তারপর দ্বিতীয়বার আওরাত পুত্রের বিনানুমতিতে উহা বিক্রি করিল। তবে এই বিক্রি জায়েয হইবে এবং উহা পুত্রের অনুমতির উপর মৌকুফ থাকিবে না। কেননা একালার কারণে বিক্রেয় বস্তু আকদকারীর অধিকারে আসিয়া যায়। মুয়াক্কিল এবং অনুমতি দাতার অধিাকারে থাকে না।

www.nagorikpathagar.org

কেহ স্বর্ণের বিনিময়ে আঙ্গুরের বাগান খরিদ করিল এবং তাহার স্থলে গম দিল। তারপর উভয় ক্রয়-বিক্রয় করিয়া দিল। তখন ক্রেতাকে হুকুম দেওয়া যাইবে যে, সে গম তলব করিবে। যদি কেহ উত্তম দিরহামের বদরে কোন বস্তু খরিদ করে এবং তাহার বদলে নিকৃষ্ট দিরহাম দিয়া দেয় এবং বিক্রেতা এই ব্যাপারে এড়াইয়া থাকে বা দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে। তারপর উভয় একালা করিয়া লয়, তবে ক্রেতা বিক্রেতা হইতে উত্তম দিরহাম ফেরত লইতে পারিবে।

ছাব্বিশতম পরিচ্ছেদ

বায়ে' মোরাবেহা, তাউলিয়াহ এবং অজিয়াহর মাসায়েল

বায়ে' মোরাবেহা হইল, প্রথম বিক্রয় মুল্যের পরিমাপের উপর কিছু লাভ লইয়া বিক্রি করা।

বায়ে' তাউলিয়া হইল, প্রথম বিক্রিয় মুল্যেল পরিমাপের উপর অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া বিক্রি করা।

বায়ে' আজিয়াহ হইল, প্রথম বিক্রয় মূল্যাপেক্ষা কিছু কম মূল্যে বিক্রি করা। ইহা সমস্তই জায়েয। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কোন বস্তু মোরাবেহা বিক্রি করে, তেবযদি মূল্য মেছলী জাতীয় হয় বা না হয়, যদি মেছলী না হয়। যেমন মুঈন বস্তু। তবে যদি ঐ বস্তু মোরাবেহাতান এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, যে ঐ মুঈন বস্তুর মালিক নয়। তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে। আর যদি এইরূপ ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, যে ঐ মুঈন বস্তুর মালিক, তবে যদি ঐ মুঈন বস্তুর বিনিময়ে হয়, যাহা তার নিকট আছে এবং যদি দশ দিরহামের মুনাফার উপর বিক্রি হয়। আর যদি উহা দশ দিরহামের অতিরিক্ত মুনাফার উপর বিক্রি হয় তবে জায়েয হইবে না; কিন্তু ঐ ছুরতে জায়েয হইবে, যখন মূল্য ঐ মজলিসেই জানা যাইবে এবং ক্রেতার খিয়ার হাছিল হইবে। তবে যদি সে ক্রয়-বিক্রয় ইখতিয়ার করে তাহা হইলে এস্তেহসানান তাহার জিম্মায় এগার দেরহাম লাযে হইবে। আর এইভাবে যদি ঐ বস্তু তাউলিয়াহ বিক্রয় করে এবং ক্রেতা না জনে যে, তাহার মূল্য কত পড়িবে! তবে এই বিক্রয় জায়ে হইব না। কিন্তু এইরূপ জায়েয হইবে, যখন উহার ক্রেতা উহা মজলিসেই জানিতে পারে এবং তাহার খিয়ার হাছিল হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি একটি কাপড় দশ দিরহাম মূল্যে খরিদ করে, তারপর উহার বদলে একটি দীনার এবং কাপড় দেয়, তবে রাসুল মাল দশ হইবে। এমন কি যদি উহা মোরাবেহাতান বিক্রি করে, তবে অন্য ক্রেতাকে দশ দিরহাম দিতে হইবে এবং একটি কাপড় দশ দিরহামের বদরে যাহা এ শহরের মুদ্রার বিপরীত তাহা দিয়া খরিদ করে এবং তাহা এক দিরহাম মুনাফায় বিক্রি করে, তবে তাহার এইরূপ দেশ দিরহাম মিলিবে যেরূপ দেরহাম সে আদায় করিয়াছ এবং এক দিরহাম ঐ শহরের লিত মুদ্রার ন্যায় মিলিবে।

আর যদি মুনাফা'কে রা'সুল মারের দিকে সম্পর্ক করে এবং বলে যে, আমি তোমাকে নিকট ইহা দশ দিরহামের মুনাফায় বিক্রি করিতেছ। তবে মুনাফা মূল্য জাতীয় যারা হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। আর যদি ক্রেতা উৎকৃষ্ট দিরহামের স্থলে নিকৃষ্ট দিরহাম আদায় করে এবং বিক্রেতা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, তবে তাহার উহা জায়েয হইবে যে, উৎকৃষ্ট দিরহামের হিসাবে মুনাফা লইয়া মোরাবেহাতান বিক্রি করে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ। আর যদি সে মূল্যের বদলে কোন বস্তু দেয় অথবা রেহান রাখে এবং উহা খোয়া যায় তবে দেরহামের উপর মুনাফা লইয়া মোরাবেহাতান বিক্রি করিবে। ইহা মুহীত সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

কেহ কোন বস্তু মোরাবেহাতান বিক্রি করিল এবং উহাকে খবর দিল যে, আমর রা'সুল মাল একশত দীনার তারপর ক্রেতা উহার মূল্য আদায় করিতে চাহিল। তখন সে বলিল যে, আমি উহা শামী দীনারের বদলে ক্রয় করিয়াছি। অথচ

www.nagorikpathagar.org

এই ক্রয়-বিক্রয় বাগদাদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, উহার বাগদাদের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রা মিলিবে না। যদি সেই এই কথার উপর সাক্ষী পেশ করে যে, আমি ইহা শমী দীনার দ্বারা ক্রয় করিয়াছি, তবে তাহার সাক্ষ্য কবুল হইবে এবং ক্রেতার খিয়ার হাছিল হইবে। ইহা মুহীত কিতবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু কাহাকেও হেবা করিয়া দেয় তারপর হেবা ফেরত নিয়া নেয়, তবে তাহা মোরাবেহাতান বিক্রি করা জায়েয হইবে।

আর যদি ঐ বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন থবা সংখ্যায় তারতম্র হয় যে, কোনটা বড় এবং কোনটা ছোট। তবে যদি মোরাবেহাতান কিছু বন্টন ব্যতীত বিক্রি করে তবে জায়েয হইবে। আর যদি মুঈন করতঃ বিক্রি করে এবং যদি মূল্য একসাথে হয় তবে জায়েয হইবে না। আর যদি প্রত্যেকটি মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ঐ মূল্যের উপর মোরাবেহাতান বিক্রি করা হয় যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে তাহা জায়েয হইবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

যদি এক জাতীয় দুইটি কাপড়ের বায়ে' সালেমের মধ্যে দশ দিরহাম দেয় এবংউভয়ের শ্রেণী, রকম এবং গুণাগুণ আর গজের পরিমাণ সমান উল্লেখ করা হয় এবং যথা সময় উভয় বসউতর উপর কজা করিয়া লওয়া হয়, তারপর উভয় বসউর পাঁচ দিরহামের মুনাফা'ও উপর বিক্রি করিতে চাহে, তবে তাহা মাকরূহ হবে। কিন্তু ছাহেবাই (রহঃ) বলেন যে, মাকরূহ হইবে না। ইহা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন কাপড় খরিদ করা হয় এবং উহার অর্ধেক বলিয়া যায়, তবে ইহা জয়েয হবে না যে, বাকী অর্ধেক অর্ধেক মূল্যেল উপর মোরাবেহাতান বিক্রয় করে। য়দিও বাকী অর্ধেক গজের হিসাবে হয়। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন গোলাম গছবকারীর উপর কাজীর পক্ষ হইতে উহার মূল্য আদায় করার হুকুম দেওয়া যায়, যেই মূল্য ঐ গোলামের পালাইয়া যাইবার সময় ছিল। তারপর যদি ঐ গোলাম পুনরায় ফিরিয়া আসে তবে গাছেবের জন্য জায়েয হইবে যে, মোরাবেতাহান ঐ মূল্যে উহাকে বিক্রি করে। কিন্তু সে বলিবে যে, এই গোলাম ক্রয় আমার এত খরচ পড়িয়াছে। এইভাবে যদি কোন গোলাম শরাবের বিনিময়ে খরিদ করা হয় এবং উহার উপর কজা করা হয়, আর কাজী উহার উপর হুকুম করে যে, বিক্রেতাকে মূল্য আদায় করিয়া দাও। তাহা হইলেও উক্ত হুকুম হব। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরা কিতাবের বিবরণ।

যদি কে কাহাকেও একটি কাপড় কোন বস্তু বিনিময় পাওয়ার শর্তে উপর হেবা করে এবং উভয়ে আপন আপন বস্তুর উপর কজা করিয়া লয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট আপস অনুরূপ উহা মোরাবেহাতান বিক্রয় করা জায়েয হইবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট যদি বিনিময় বস্তু হেবার মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে কোন ক্ষতি হইবে না। সে তখন এইরূপ বলিবে যে, এই বস্তুর জন্য আমার এত খরচ পড়িয়াছে; কিন্তু এইরূফ বলা উচিত হইবে না যে, আমি ইহা খরিদ করিয়াছি।

কোন ব্যক্তি মীরাছ বাবত একটি গোলাম পাইল। তারপর সে উহাকে একহাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করিল। তারপর উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর উপর কজা করিয়া লওয়ার পর অথবা পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের একালা করিয়া লইল এবং উহা মোরাবেহাতান বিক্রি করিতে চাহিল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তাহা জায়েয হইবে না। ইহা হাবী কিতবে বর্ণিত আছে। যদি কেহ দুইটি কাপড় খরিদ করে এবং প্রত্যেকটির মূল্য উল্লেখ না করা হয় তবে একটি কাপড় মোরাবেহাতান বিক্রি করা জায়েয হইবে না।

আর যদি প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হইবে এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট জায়েয হইবে না। আর যদি কেহ কোন বস্তু ক্রয় করে

এবং তাহার মূল্য অতিরিক্ত হয়, তারপর ঐ বস্তু যদি মোরাবেহাতান বিক্রি করে, তবে তাহা জায়েয হইবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, যদি মূল্য এত বেশী হয় যে, সাধারণ লোক তাহা ধারণা করিতে পারেনা। তবে আমি উহা ভাল মনে করি না যে, ঐ বস্তু মোরাবেহাতান বিক্রি করে। যখন পর্যন্ত সে না বলে যে, আমি ইহা অত্যন্ত অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়াছি। যদি দুই ব্যক্তি কোন ওজনযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য বস্তু বা কোন সংখ্যাবাচক বস্তু ক্রয় করে এবং উহা পস্পরের মধ্যে বন্টন করিয়া লয়, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ মোরাবেহাতান বিক্রি করিতে পারে। তবে যদি কাপড় অথবা অনুরূপ অন্য কোন বস্তু হয় এবং তাহা পরস্পরে বন্টন করিয়া লয়, তবে তাহা কেহই নিজের অংশ মোরাবেতাহান বিক্রি করিতে পারিবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ দিরহামের বদলে দীনার খরিদ করে এবং দীনার মোরাবেহাতান বিক্রি করিতে চাহে তবে তাহা জায়েয হইবে না। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ। যদি কেহ অর্ধেক গোলাম একশত দিরহাম মূল্যে খরিদ করে তারপর বাকী অর্ধেক দুইশত দিরহাম মূল্যে খরিদ করে, তবে তাহার এই ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে যে কোন অর্ধেক মূল্যের উপর মোরাবেহাতান বিক্রি করে এবং চাহিলে সে সম্পূর্ণ গোলাম তিনশত দিরহাম মূল্যে মোরাবেহাতান বিক্রি করিতে পারে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ। কোন বস্তু ক্রয় করিয়া ঐ বস্তুর মধ্যে যদি কোন প্রকার খরচ আসে যেমন কাপড় ক্রয় করতঃ উহাতে নকশা করা হয় বা উহা রঞ্জিত করা হয়, তবে ঐ বাবাত যাহা করচ আসে তবে বস্তুর মূল্য ক্রয়ের সাথে ঐ খরচ যুক্ত করিয়া অধিক মূল্যে উহা বিক্রি করা যায়। কিন্তু যদি কোন বস্তু যেমন গোলামের ভরণ পোষণ ইত্যাদি বাবত যাহা খরচ আসে তাহা গোলাম খরিদের মূল্য মূল্যের সাথে যুক্ত করা যাইবে না। তবে যদি কোন দেশের তদ্রূপ প্রচলন থাকে তবে তাহা যুক্ত করতঃ গোলামকে অধিক মূল্যে বিক্রি করা যাইবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি কেহ আনাজ খরিদ করে উহা ওজন করিতে এবং যথাস্থানে উহা রাখিয়া দিতে কিছু খরচ আসে, তবে কয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তাহাতে যে খরচ আসিবে তাহা উহার মূল্য ক্রয় মূল্যের সাথে মিলাইয়া লইবে না। ইহা ফতুহুল কাদীর কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেহ কোন বকরী খরিদ করে এবং তাহা যবেহ করা ও চামড়া ছোলানো বাবত যে খরচ আসিবে তাহা ক্রয় মূল্যের সাথে যুক্ত করা যাইবে। এইভাবে যদি কেহ তাম্র খরিদ করে এবং তাহা দ্বারা বরতন তৈরী করিতে যে মুজরী খরচ আসিবে তাহা তাম্রের ক্রয় মূল্যের সাথে যুক্ত করা যাইবে। যদি কেহ কাষ্ঠ খরিদ করে এবং তাহা দ্বারা কোন বস্তু নির্মাণ করা হয়, তবে তাহার খরচও কাষ্ঠের ক্রয় মূল্যের সাথে যুক্ত হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কেহ গোলাম খরিদ করত ঃ তাহাকে বিবাহ করায় তবে সেই বিবাহে যেই খরচ আসিবে তাহা গোলামের ক্রয় মূল্যের সাথে যুক্ত হইবে না। যদি কেহ দাসী খরিদ করে এবং তাহাকে বিবাহ দিয়া দেয়। আর বিবাহে যেই মোহর আসিবে তাহা দাসীর ক্রয় মূল্য হইতে কম করা যাইবে না।

সাতাইশতম পরিচ্ছেদ ঃ দাবী বা হক-হুকুকের মাসায়েল

ক্রয়-বিক্রয়ের হকদার পয়দা হওয়ার পূর্বে আকদ হকদারের অনুমতির উপর মৌকুফ থাকে এবং জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী উহা ভঙ্গ হওয়া ওয়াজিব হয় না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। ক্রয়-বিক্রয় কখন ভঙ্গ হয় সেই ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে ছহীহ এই যে, যখন পর্যন্ত বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত না লওয়া হয় তখন পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ হয় না। এমন কি যদি মুস্তাহিক ব্যক্তি কাজীর হুকুম পাওয়ার পর অথবা কব্জা করার পর ক্রেতার বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত নেওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তাহা ছহীহ হইবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু একটি নয়, যেমন একটি কাপড় বা একটি গোলাম। আর কব্জা করার পূর্বে বা পরে উহার কোন অংশের কোন হকদার পয়দা হয়, তবে ক্রেতার বাকী অংশের মধ্যে খিয়ার থাকিবে। ইচ্ছা করিলে সে ঐ অংশ মোট মূল্যের অংশের বদলে নিয়া নিতে পারে অথবা ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিতে পারে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু দুইটি গোলাম অথবা দুইটি কাপড় হয় এবং উভয় কব্জা করার পূর্বে একটি বস্তুর কোন হকদার বাহির হয় অথবা একটি বস্তু কব্জা করার পর দ্বিতীয়টি হকদার পয়দা হয়, তবে ক্রেতার দ্বিতীয়টির মধ্যে খিয়ার হাছিল হইবে।

আর যদি উভয় বস্তু কব্জা করার পর কোন হকদার বাহির হয়তবে ক্রেতার দ্বিতীয়টির মধ্যে খিয়ার থাকিবে না। যদিও ছফকাহ পৃথক হয়। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য হয় এবংকব্জা করার পূর্বে উহাতে কোন অংশের কোন মুস্তাহিক থাকে তবে ক্রেতার বাকী অংশসমূহে খিয়ার থাকিবে এবং কব্জার পর উহার কোন অংশে হকদার বাহির হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আজম (রহঃ) হইতে দুইটি রেওয়ায়েত আসিয়াছে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তির নিকট তিন কফীজ গম আছে। ঐ ব্যক্তির উহার এক কফীজ গকম এক ব্যক্তির নিকট, দ্বিতীয় কফীজ গম দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট এবং তৃতীয় কফীজ গম তৃীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করতঃ প্রত্যেককে উহা মাপিয়া দিল। তারপর প্রত্যেকের মধ্য হইতে এক কফীজ গমের কোন হকদর পয়দা হইল, তবে সে হকদার ব্যক্তি তৃতীয় কফীজ গম নিয়া নিবে। ইহা জহিরিয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি একটি কাপড় খরিদ করে অথবা গচব করতঃ উহাদ্বারা জামা সেইল করে বা গম খরিদ করতঃ উহা পিষিয়া লয়, অথবা বকরী খরিদ করতঃ উহার মাংস পাা করিয়া লয়, তারপর উহার কোন হকদার বাহির হয়, তবে সেইক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্য ফেরত লইতে পারিব না এবং গাছেব ব্যক্তি মুক্ত হইবে। আর যদি মুস্তাহিক ব্যক্তি দাবী করে যে, ঐ বকরীর মস্তক আমর এবং অন্য ব্যক্তি দাবী করে যে, উহার মাংস আমার এবং তৃতীয় ব্যক্তি দাবী করে যে, উহার চামড়া আমার, তবে এইক্ষেত্রে ও ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য লইতে পারিবে না। এইভাবে যদি কেহ একটি কাপড় খরিদ করে এবং উহা সেলাই না করিয়া থাকে আর এক ব্যক্তি এইরূপ দাবী উত্থাপন করে যে, আস্তিন আমার হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দাবী উত্থাপন করে যে, কল্লি আমার হইবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি দাবী উত্থাপন করে যে, বাকী সমস্ত আমার হইবে। তাহা হইলেও ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত লইতে পারিবে না। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন বস্তু কব্জা করার পূর্বে উহার হকদার বাহির হয় এবং বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে দাবী করে যে, বিক্রেতা ঐ বস্তু উক্ত হকদারের নিকট হইতে খরিদ করতঃ কব্জা করিয়া লইয়াছে। তারর সে এই ক্রেতার নিকট বিক্রি করিয়াছ। তবে এই বিক্রেতা ও ক্রেতার সাক্ষ্য কবুল হইবে এবং যদি বিক্রেতা সাক্ষী না পায়, তবে কাজী ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দিবে। আর বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিয়া দিবে। তারপর যদি বিক্রেতা সাক্ষী পাইয়া যায়, তবে কাজীর ভঙ্গকৃত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হইবে না। হাঁ যদি দাবী ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর উপর কব্জা করার পর হয়, তবে তাহা বজ করিয়া দিবে এবং ক্রয় বিক্রয়কৃত বস্তু দ্বিতীয় ক্রেতার জিম্মায় পড়িবে। আর যদি কাজীর হুকুম ব্যতীত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেয়, এইভাবে যে, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মূল্য তলব করে এবং বিক্রেতা উহা দিয়া দেয়, তবে তাহাদের এইরূপ ভঙ্গ করার আর কোন প্রতিকার নাই। আর যদি ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত ক্রয় বিক্রয় ভঙ্গ করে তবে তাহা ভাঙবে না যখন পর্যন্ত না কাজী তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

মুন্তাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কেহ একহাজার দিরহাম মূল্যে এক গোলাম খরিদ করিল এবং উহার উপর কব্জা করার পূর্বে বা পরে বিক্রেতা গোলামের মূল্য ক্রেতাকে হেবা করিয়া দিল। তারপর গোলামের কোন হকদার বাহির

হইল। তবে ক্রেতার বিক্রেতা হইতে মূল্য লইবার কোন পথ নাই। আর যদি গোলামের মুস্তাহিক তাহাকে গোলাম দিয়া দিবার হুকমের পূর্বে ক্রয়বিক্রয়ের অনুমদি দিয়া দেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রয়-বিক্রয় ও হেবা উভয় জায়েয হইবে। আর যদি মূল্যের উপর কজা করিবার পূর্বে হয়, তারপর গোলামের হকদার বাহির হয়, তবে বিক্রেতা তাহার গোলামের মালিককে জেমনা দিবে এবং কজা করার পর হেবা জায়েয হইবে না। তবে ক্রেতাকে তাহার হক আদায় করিয়া দিবে এবং ঐ গোলামের মেহাল মালিকের হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যায়েদ আমর হইতে একটি গোলাম খরিদ করিল, তারপর উহা বকরে হেবা করিল। তারপর বকর উহা খালেদের নিকট বিক্রি করিল। তারপর খালেদের নিকট উহার হকদার পয়দা হইল। তবে যায়েদ নিজের মূল্য আমর হইতে নিতে পারিবে না, যখন পর্যন্ত না সে নিবে। আর যখন সে নিয়া নিবে, তখন সেও নিবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যায়েদ এক গোলাম খরিদ করতঃ কজা করিল, তারপর বকরকে হেবা বা ছদকাহ করিয়া দিল। তারপর খালেদ আসিয়া বকর হইতে নিজের হক ছাবেত করতঃ নিয়া নিল, তবে যায়েদ নিজের বিক্রেতা হইতে মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি যায়েদ আমরের নিকট হইতে খরিদ করে এবং বকরের নিকট বিক্রি করতঃ সোপর্দ করিয়া দেয়, তারপর বকরের নিকট হইতে হকদার আসিয়া নিয়া যায়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট দ্বিতীয় ক্রেতার মূল্য ফেরত নিবার পূর্বে প্রথম ক্রেতা নিরে বিক্রেতার নিকট হইতে নিতে পারিবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ আছে।

ক্রয়কৃত দাসী ক্রেতার নিকট বাচ্চা প্রসব করিল, যাহা ক্রেতার নহে। তারপর ঐ দাসীর সাক্ষীর মাধ্যমে কোন হকদার বাহির হইল। তবে ঐ হকের দাবীতে বাচ্চা উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। আর যদি ক্রেতা বলে যে, এই দাসী অমুক ব্যক্তির তাহা হইলে বাচ্চা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং হকদারের জন্য শুধু মূল বস্তু অর্থাৎ দাসীর হুকুম দেওয়া যাইবে। অতিরিক্ত বস্তুর অবস্থা জানিতে পারা না গেলে উহা কাজীর হুকুমে দাখিল হইবে না। যদি এই অতিরিক্তি বস্তু অন্যের কিট থাকে এবং সে অনুপস্থিত থাকে, তবে সেইক্ষেত্রেও উহা কাজীর হুকুমের অধীনে দাখিল হইবে না। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি এ গৃহে নিজের হকের পরোক্ষ দাবী করিল এবং মুদ্দাআ আলাইহি উহা অস্বীকার করিল। তারপর সে একশত দিরহামের উপর তাহার সহিত আপস করিয়া লইল। তারপর ঐ গৃহের কোন অংশের হকদার বাহির হইল। তবে এইক্ষেত্রে মুদ্দাআ আলাইহ মুদ্দায়ী অর্থাৎ দাবীদারের নিকট হইতে কিছু লইতে পারিবে না। আর যদি হকদার ব্যক্তি সম্পূর্ণ গৃহের দাবী করে, তবে সেইক্ষেত্রে একশত টাকার আপস অবশ্যই ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি দাবীদার তাহার দাবীর উপর সাক্ষী পেশ করে, তবে তাহার সে সাক্ষ্য কবুল হইবে। তবে যদি সে এইরূপ দাবী করে যে, মুদ্দাআ আলাইহি আমার হক স্বীকার করিয়াছে। তবে তাহার দাবী শুদ্ধ হইবে এবং তাহার সাক্ষ্য কবুল করা যাইবে। ইহা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি ঐ ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট অংশ যেমন এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি দাবী করে, তবে যখন পর্যন্ত তাহার নিকট ঐ পরিমাণ অংশ থাকিবে তখন পর্যন্ত সে মুদ্দায়ী হইতে কোন কিছু ফেরত লইতে পারিবে না। আর যদি তদপেক্ষা কম থাকে, তাহা হইলে হকদারের হকের হিসাব অনুযায়ী ফেরত লইবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ কোন দাসী খরিদ করে এবং কজা করিয়া লয়, তারপর দাবীদার দাবী করে যে, সে মূলগত আযাদ মহিলা বা সে অমুকের স্বত্ব অথবা আযাদকৃত অথবা মুদাব্বির অথবা উহার উম্মে অলাদ এবং সেই অমুক ব্যক্তিও তাহার তাছদীক করে, অথবা ক্রেতার নিকট কসম লয় বেং সে অস্বীকার করে, তবে বিক্রেতা হইতে নিজের মূল্য লইতে

www.nagorikpathagar.org

পারিবে নাম, আর যদি ঐ অমুক ব্যক্তি এ কথার উপর সাক্ষী পেশ করে যে, ইহা মুস্তাহিকের স্বত্ব। তবে তাহা কবুল হইবে না। আর যদি বিক্রেতার এই কথার উপর যে, উহা মুস্তাহিকের স্বত্ব, সাক্ষী পেশ করা হয়, তবে তাহা কবুল হইবে। আর যদি ক্রেতার এই কথার উপর সাক্ষী পেশ করা হয় যে, এই মহিলা মূলগত আযাদ অথবা এই কথার উপর সাক্ষী পেশ করা হয় যে, এই দাসী অমুক ব্যক্তির স্বত্ব এবং ক্রয়-বিক্রয়ের আকদের পূর্বে ইহাকে আযাদ করিয়াছে অথবা মুদাব্বির অথবা উম্মে ওয়ালাদ বানাইয়াছে। তবে তাহার সাক্ষী কবুল হবে এবং বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত লইয়া লইবে। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ।

কেহ কোন দাসী খরিদ করিল এবং উহার উপর কব্জা করিল। তারপর উহাকে অন্যের নিকট বিক্রি করিল। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি নিকট বিক্রি করিল। অতঃপর দাসী দাবী করিল যে, আমি আমি আযাদ মহিলা। তখন তৃতীয় ব্যক্তি উহাকে উহার কথার উপর বিক্রেতার নিকট ফেরত দিল এবং সে উহাকে কবুল করিয়া লইল। তারর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে ফেরত দিতে চাহিলে সে কবুল করিল না। তবে এইক্ষেত্রে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি ঐ দাসী আযাদ হওয়ার দাবী করে, তবে প্রথম ব্যক্তির কবুল না করা জায়েয হইবে। আর যদি দাসী দাবী করে যে, সে মূলগত আযাদ, তবে যদি সে বিক্রি এবং সোপর্দ করার কারে অনুগত এবং বাধ্যগত থকার কারণে চুপ করিয়া থাকে, তবে ইহা মূলতঃ আযাদীর দাবীরই অনুরূপ। আর যদি ঐ সময় তাহার আনুগত্য না থাকে এবং দাবী করে যে, সে আযাদ। তবে সেইক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির কবুল না করা তাহার জন্য জায়েয হইবে না।

কোন ব্যক্তি কে দাসী খরিদ করিল। কিন্তু ক্রয়-বিক্রি কালে সে উপস্থিত ছিল না। অতঃপর ক্রেতা তাহার উপর কব্জা করিয়া লইল এবং সে ঐ সময় দাসী হওয়ার স্বীকার করিল না। তারপর ক্রেতা উহাকে অন্যের নিকট বিক্রি করিল। কিন্তু এই ক্রয়-বিক্রয় কালেও সে উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয় ক্রেতা তাহার উপর কব্জা করিল। তারপর সে বলিল যে, আমি আযাদ। তবে কাজী উহার কওল কবুল করিবে। আর এইসব লোক একে অন্যের নিকট হইতে নিজ নিজ মূল্য ফেরত লইবে। তবে যদি প্রথম ক্রেতা বলে যেমন, দাসী তাহার দাসী হওয়া সম্পর্কে স্বীকার করিয়াছে এবং দ্বিতীয় ক্রেতা বলে যে, না সে স্বীকার করে নাই। এইক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতার নিকট যদি দাসীর স্বীকৃতির কোন দীলল না থাকে, তবে সে প্রথম ক্রেতা হইতে নিজের প্রদত্ত মূল্য লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম ক্রেতা তাহার বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত লইতে পারিবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তির নিকট একটি গোলাম ছিল। সে কাহারও নিকট উহার অর্ধেক বিক্রি করিল এবং সোপর্দ করিল না। অরপর অন্য এক ব্যক্তির নিকট অর্ধেক বিক্রি করতঃ তাহা সোপর্দ করিয়া থিল। তারপর একব্যক্তি সাক্ষীর মাধ্যমে গোলামের অর্ধেকের হকদার সাব্যস্ত হইল। তবে তাহার হক গোলামের উভয় অর্ধেকের মধ্যে ধার্য হইবে। অথচ যদি প্রথম ক্রেতা তাহার অংশ কব্জা করে এবং দ্বিতীয় ক্রেতা কব্জা না করিয়া থাকে, তবে উক্ত হকদার ব্যক্তির হক দ্বিতীয় ক্রেতার অংশে পতিত হইবে। আর যদি উভয় ক্রতা নিজ নিজ অংশ কব্জা করিয়া থাকে, তবে সেইক্ষেত্রে তাহার হক উভয় অংশের মধ্যে হইবে। কোন ব্যক্তি দুইটি গোলাম কাহারও নিকট হইতে একহাজার দিরহাম মূল্যে খরিদ করিল এবং উভয়ের উপর কব্জা করিল। তারপর একটি গোলামের করিদ্দারতাহার মূল্য তাহাকে নিয়া নিবে এবং অন্য গোলামের অর্ধেক অংশের ব্যাপারে ইমাম আজম(রহঃ) এর নিকট ক্রেতার খিয়ার হাছির হইবে। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

যদি বিক্রেতা অর্ধেক গোলাম কাহারও নিকট বিক্রয় করে এবং বাকী অর্ধেক তাহার নিকট গচ্ছিত রাখে অতভা অর্ধেক অংশ বিক্রয় করে, তারপর বাকী অর্ধেক মুর্দার অথবা রক্তের বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে সেইক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা কোন হকদারের বিবাদী হইবে না। আর যদি কেহ তাহার গোলামের অর্ধেক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রিত অর্ধেক

হইতেও কাজায়ান দিয়া দিতে হইবে। ইহা কাফি কিতাবের বিবরণ। কেহ কোন যমিন খরিদ করিল এবং উহাতে ইমারাত তৈয়ার করিল। তারপর উহার কোন হকদার পয়দা হইল। তবে যেই যমিন ঐ ইমারাতের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, হকদার তাহা বিক্রেতার নিকট হইতে নিয়া নিবার কোন রেওয়ায়েত নাই। কেহ কেহ বরিয়াছেন যে, ফেরত নিতে পারিবে না। সামসুল ইসলাম (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কোন ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করিল। তারপর বলা হইল যে, সে আযাদ এবং বিক্রেতা ইতোমধ্যে মরিয়া গেল এবং সে কিছু রাখিয়া গেল না। আর তাহার কোন ওয়ারিছ এবং অছীও নাই। কিন্তু ঐ মৃত বিক্রেতার বিক্রেতা বর্তমান ছিল। এইক্ষেত্রে হুকুম কি হইবে? তিনি বলিলেন যে, কাজী এ মৃত্যু বিক্রেতার পক্ষ হইতে একজন অছী মনোনীত করিবে। ক্রেতা উক্ত অছির নিকট হইতে ঐ মূল্য ফেরত লইয়া যাইবে। তারপর উক্ত অছী মৃত বিক্রেতার নিকট হইতে ঐ মূল্য ফেরত লইয়া লইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি কোন বস্তু খরিদ করিল এবং কোন হকদার তাহার হকের দাবীতে উহা ক্রেতার নিকট হইতে নিয়া নিল এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য লইয়া লইল। তারপর ঘটনাক্রমে উক্ত ক্রয়কৃত বস্তু ক্রেতার নিকট আসিয়া গের। তবে এইক্ষেত্রে তাহাকে এই হুকুম দেওয়া যাইবে না যে, উহা বিক্রেতার নিকট সোপর্দ কর। আর যদি ক্রেতা ঐ বস্তু খরিদ করার পর এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইহা বিক্রেতার স্বত্ব। তবে সেইক্ষেত্রে তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবে যে, ইহা বিক্রেতার নিকট সোপর্দ কর। ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি একটি দাসী খরিত করতঃ তাহার কবজায় নিয়া নিল এবং উহার মূল্য আদায় করিয়া দিল। অতঃপর সাক্ষীর মাধ্যমে উহার কোন হকদার বাহির হইল। তখন ক্রেতা চাহিল যে, সে বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত লইয়া লয়। কিন্তু বিক্রেতা বলিল যে, তুমি অবশ্যই জান যে, এই সাক্ষ্য মিথ্যা, দাসী আমারই ছিল। ক্রেতা বলিল যে, হাঁ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঐ দাসী তোমারই ছিল এবং হকদারের সাক্ষ্য মিথ্যা। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতার মূল্য পেরত লওয়ার হক বাতিল হইবে না। তবে যদি ককখনও ঐ দাসী ক্রেতার নকিট আসে, তবে তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবে যে, উহাকে বিক্রেতার নিকট সোপর্দ করিয়া দাও। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

কেহ কোন দাসী খরিদ করিল এবং উহার উপর কব্জা করিয়া লইল। তারপর তাহার নিকট হইতে উহাকে দারুল হরবের লোকগণ ক্রয় করিয়া নিল। অতঃপর আবার তাহদের নিকট হইতে উহাকে ঐ ব্যক্তি খরিদ করিল। ইহার পর সাক্ষীর মাধ্যমে দাসীর কোন হকদার বাহির হইর এবং কাজী উহাকে দিয়া দেওয়ার হুকুম দিল। তবে ক্রেতা নিজের প্রথম বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য পেলত লইতে পারিবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করিল এবং সে উহা অন্যেল নিকট বিক্রয় করিল। আবার সে উহা অন্যের নিকট বিক্রয় করিল এবং প্রত্যেকেই দাসীকে কব্জা করিল। অতঃপর হকের দাবীতে কেহ তাহাকে নিয়া গেল। তবে এইক্ষেত্রে কেহই নিজের বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত লইতে পারিবে না। যায়েদ আমরের নিকট হইতে দাসী খরিদ করিল। তারপর বকর উহার দাবী করিল। তখন যায়েদ দাসীকে তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিল। অতঃপর দাসীর কোন হকদার বাহির হইল। দাসী একদিকে ক্রেতার নিকট বাচ্চা প্রসব করিল। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রেতা এইক্ষেত্রে উভয় বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য ফেরত লইবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে ছয় মাসের বেশী সময় পর যদি সন্তান প্রসব করে, তবে দ্বিতীয় বিক্রেতার নিকট ইতে ঐ বাচ্চার মূল্য যাহা সে হকদারকে আদায় করিয়াছে তাহা ফেরত লইবে। আর যদি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে দাসী বাচ্চা প্রসব করে, তবে সে কাহারও নিকট হইতে কিছু লইতে পারিবে না।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি খরিদকৃত যমিনে হকদারের হক ছাবেত হয়, তবে বিক্রেতা ক্রেতার ঐ যমিনে ইমারাত তৈরী, বৃক্ষরোপণ কৃষিকরণ ইত্যাদি সব খরচের জেমান দবিে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি একটি গৃহ খরিদ করিল এবং উহার উপর কব্জা করিয়া লইল। তারপর উহার অর্ধেকের কে হকদার বাহিল হইল। তারপর ক্রেতা সাক্ষী পেশ করিল যে, আমি ইহার মুস্তাহিকের নিকট ইতে লইয়াছি কিন্তু সে উহার সময়ের কথা উল্লেখ করিল না, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রেতা এইক্ষেত্রে বিক্রেতার নিকট ইতে কিছু লইতে পারিবে না। আর এই ছুরতটি এইরূপ যে, কোন ব্যক্তিএকটি গৃহ খরিদ করিল, তারপর অন্য কোন ব্যক্তি উহার দাবী করিল, তারপর ক্রেতা উহা তাহার নিকট ইতেও ক্রয় করিল। তবে এইক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে কোন কিছু লইতে পারিবে না। আর যদি ক্রেতা এই কথার উপর সাক্ষী পেশ করে যে, আমি এই গৃহ দাবীদারের অর্ধেক দাবী করার পর ক্রয় করিয়াছি, তবে তাহার সাক্ষ্য কবুল ইবে এবং এইক্ষেত্রে সে বিক্রেতার নিকট ইতে অর্ধেক মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবের বিবরণ।

ইবনে সেমা' (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (হরঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে একটি সমতল যমিন খরিদ করতঃ উহাতে ইমারাত তৈয়ার করিল। তারপর ঐ যমিন কাহারও হকের দাবীতে হস্তচ্যুত হইয়া গেল এবং কাজী ক্রেতাকে তাহার ইমারাত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হুকুম দিল। ক্রেতা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহা মিটাইয়া দিল তবে এইক্ষেত্রে বিক্রেতার উপর উহার মূল্য লাযেম হইবে না। কেননা ঐভাবে মিটাইয়া দেওয়া সে নিজ হইতে করিয়াছে। হাঁ, যদি সে উহা শুধু ভাঙ্গিয়া ফেলত, তবে উহার মূল্য বাবত বিক্রেতার নিকট হইতে উহার মূল্য লইতে পারিত। কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী খরিদ করতঃ উহাতে ইমারত তৈয়ার করতঃ কোথাও চলিয়া গেল। তারপর বিক্রেতা উহা অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিল এবং দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার ইমারাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়অ নিজে ইমারাত তৈয়ার করিল। তারপর প্রথম ক্রেতাকে তাহার ইমারাতের জেমান আদায় করিবে।

আর যদি দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার ভঙ্গকৃত ইমারাতের বস্তু দ্বারা নিজের ইমারাত তৈয়ার করিয়া থাকে তবে সে প্রথম ক্রেতাকে ঐসব বস্তুর মূল্যও দিবে। কিন্তু প্রথম ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে, সে যদি দ্বিতীয় ক্রেতার ইমারাত দখল করে, তবে ক্রেতা তাহকে বাধা দিতে পারিবে না। তবে দ্বিতীয়ক্রেতা যদি ঐ ইমারাতের নিরে তর হইতেও কিছু মাল সামান লাগাইয়া থাকে তবে প্রথম ক্রেতা উহার মূল্য দিয়া দিবে কিন্তু উহা তৈয়ার করার কারীগরের মূল্য দিবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করতঃ কব্জা করিল এবং দাসী তাহার দ্বারা সন্তান প্রসব করিল। তারপর সে তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়া বিবাহ করিল। তারপর তাহার দ্বারা দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব করিল। অতঃপর দাসীর কোন হকদার বাহিল হইল। তবে ক্রেতার শুধু একটি আকর দিতে ইবে। আর এইভাবে যদি সে তাহাকে আযাদ করার পর বিবাহ না করিত বরং জিনা করিত, আর তাহাতে সে সন্তান প্রসব করিত, তারপর কোন হকদার বাহির হইত, তবে ক্রেতার হকদারকে শুধু এক আকর আদায় করিতে হইত। আর ঐ আযাদ করা আযাদ না করারূপে গণ্য ইত। এইক্ষেত্রে সন্তানের নছব ছাবেত ইবে এবং ক্রেতা উহার মূল্য আদায় করিবে। আর যেই সন্তান তাহার দাসীকে আযাদ করার পূর্বে পয়দা হইয়াছে, উহার মূল্য বিক্রেতার নিকট হইতে লইয়া লইবে এবং যেই সন্তান আযাদ করার পরে পয়দা হইয়াছে উহার মূল্য হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

আটাইশতম পরিচ্ছেদ

মূল্যের মধ্যে কম-বেশী করার মাসায়েল

যে সকল আধিক্য ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু হইতে পয়দা হয়, যেমন দাসীর বাচ্চা, আকর, জরিমানা, বৃক্ষের ফল, চতুষ্পদ জন্তুর দুধ, পশম ইত্যাদি। ইহাও ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর মধ্য শামিল অর্থাৎ ঐ বস্তুরূপেই গণ্য হইয়া থাকে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। তবে আধিক্য কব্জা করার পূর্বে তৈরী হইলে উহার জন্য মূল্যের অংশ হইবে। আর যদি কব্জা করার পরে তৈরী হয়, তবে উহা ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুরূপে গণ্য হইবে কিন্তু মূল্যের কোন অংশ হইবে না। আর যদি কব্জা করিবার পূর্বে ঐ অতিরিক্ত বস্তু যাহা ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে তৈরী হয়, তাহা বিক্রেতা মিটাইয়া দেয়, তবে মূল্য হইতে উহার অংশ সাকেত হইয়া যাইবে এবং মূল্যকে মূল বস্তুর আকদের দিনের মূল্য উহার অতিরিক্ত বস্তু মিটাইয়া দেওয়ার দিনে মূল্যের উপর বন্টন করা যাইবে। ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ক্রেতার খিয়ার হইবে এবং ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট তাহার খিযার হইবে।

আর যদি ঐ আধিক্যতা কোন বাহিরের ব্যক্তি মিটাইয়া দেয়, তবে তাহার মূল্যের জামিন হইবে এবং উহা মূলবস্তুর সহিত মিলাইয়া মূল বস্তু অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুরূপেই সাব্যস্ত করা যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। মূল্য এবং ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে উভয়ের বর্তমানে অতিরিক্ততা প্রযুক্ত করা জায়েয হইবে। চাই এই অতিরিক্ততা এক জাতীয় হউক বা অন্য জাতীয় হউক এবং আসল আকদের সাথে উহা মিলাইয়া দেওয়া যাইবে। আর যদি ক্রেতা অতিরিক্ততা প্রযুক্ত করার পর লজ্জিত হয়, তবে অস্বীকৃতির ঃকারে তাহার উপর মজবুর করা যাইবে। আর আয়েব ইত্যাদির কারণে ফেরত দেওয়ার সময় এই অতিরিক্ততা বিবেচ্য হইবে। এমন কি যদি কবুল না করিয়া মজলিস ইতে পৃথক হইয়া যায়ম তবে ক্রয়-বিক্রয বাতিল হইবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু ইজারাহ দেয় অতভা রেহান রাকে অথবা সেলাই করিয়া ফেলে বা যবেহ করে অথবা কোন বস্তু নির্মাণ করে বা যদি ক্রয়কৃত বস্তু গোলাম হয় ও তাহার হস্ত কর্তন করা হয় এবং ক্রেতা উহার জরিমানা আদায করে , তবে অতিরিক্ততা প্রযুক্ত করা ছহীহ ইবে। কিন্তু যদি সে মুরতাহিন অথবা মুস্তাজিরের নিকট বিক্রয করে বা যবেহ করিয়া কিংবা সেলাই করিয়া বিক্রয করিয়া দেয়, তবে সেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত করা ছহীহ হইবে না। আর যদি আযাদ করিয়া দেয় অথবা মুকাতিব বা মুদাব্বির করে কিংবা উম্মে ওয়ালাদ করে অথবা উহা মরিয়া যায় অথবা নিহত হয় বা হেবা করা হয়, অথবা বিক্রি করা হয় তবে এইসব ক্ষেত্রে তিরিক্ততা প্রযুক্ত করা ছহীহ হইবে না। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে কিনে, তারপর অন্যের নিকট একশত দীনার মূল্যে বিক্রি করে, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি পঞ্চাশ দীনার আরও বৃদ্ধি করে এবং আয়েবের কারণ কাজীর হুকুমে ফের দেয়, তবে মূল্য এবং অতিরিক্ততা ফেরত নিয়া নিবে। যদি দ্বিতীয় ক্রেতা কোন বস্তু যাহার মূল্য পঞ্চাশ দীনার হইতে পারে, তাহার মূল্য বাড়াইয়া দেয়। তারপর উহা প্রতম ক্রেতার কব্জার পূর্বে হালাক হইয়া যায়, তবে গোলামের এক তৃতীয়াংশের ক্রয়-বিক্রয় টুটিয়া যাইবে। আর যদি সে দুই-তৃতীয়াংশ গোলাম আযেবের কারণে কাজীর হুকুমে ফেরত দেয়, তবে প্রথম ক্রেতা নিজের বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ গোলাম ফেরত দিতে পারে। আর যদি তাহারা উভয় এক তৃতীয়াংশের মধ্যে একালা করিয়া লয়, তারপর দই তৃতীয়াংশ কাজীর হুকুমে ফেরত দেয়, তবে প্রথম ক্রেতা নিজের বিক্রেতার কিছুই ফেরত দিতে পারে না। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ। তারপর যেই ছুরতে ক্রেতার পক্ষ ইতে অতিরিক্তিতা ছহীহ হইবে, সেইখানে বাহিরের লোক হইতেও তাহা ছহীহ হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন বাহিরের লোক অতিরিক্ততা প্রযুক্ত করে বেং তাহা যদি ক্রেতার হুকুমে করে, তবে ক্রেতার উপর আদায় করা ওয়াজিব হইবে। বাহিরের লোকের উপর ওয়াজিব হইবে না। আর যদি তাহার হুকুম ব্যতীত করে, তবে তাহা মৌকুফ থাকিবে। কিন্তু যদি ক্রেতা অনুমতি দেয়, তবে তাহার জিম্মা লাযেম হইবে। আর যদি সে অনুমতি না দেয় তবে বাহিল হইয়া যাইবে। আর যদি আধিক্যতা প্রযক্ত করিবার কালে ক্রেতার পৃতি্তে জামিন হয় অথবা নিজের ব্যক্তিগত মালের দিকে সম্পর্ক করা হয়, তবে ঐ অতিরিক্ততা বাহিরের লোকের উপর লাযেম হইবে। তবে যদি উহা ক্রেতার হুকুমে হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে উহা ফেরত লইবে।

আর তাহার হুকুমেনা ফেরত লইতে পারিবে না। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি একটি দাসী একহাজার দেরহাম মূল্যে খরিত করিল, যাহার মূল্য উহাই ছিল। তারপর কব্জা করার পূর্বে সে একটি বাচ্চা প্রসব করিল। যাহার মূল্য একহাজার দেরহাম। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার জন্য একটি গোলাম বাড়াইয়া দিল। অতঃপর বাচ্চার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দুই হাজার দিরহাম হইয়া গেল। অতঃপর ক্রেতা ঐ সমস্তের উপর কব্জা করিল এবং একহাজার দেরহাম আদায় করিয়া দিল। তারপর বাচ্চার মধ্যে কোন আয়েব পাইয়া এক হাজার দিরহামের এক তৃতীয়াংশের উপর ফেরত দিবে।

আর যদি ঐ দাসীর মধ্যে কোন আয়েব পায় তবে তাহতে এক হাজার দিরহামের এক ষষ্ঠাংশের উপর ফেরত দিবে। আর যদি অতিরিক্ত বস্তুর মধ্যে কোন আয়েব পায়, তবে এক হাজার দিরহামের অর্ধেকের উপর তাহাকে ফেরত দিবে। এইভাবে যদি দাসী কোন সন্তান প্রসব না করে কিন্তু তাহার আকদের সময় তাহার চোখে যে সাদা দাগ ছিল, উহা ভাল হইয়া যায়, তারপর বিক্রেতার নিকট কোন গোলাম তাহার চক্ষু ছিদ্র করিয়া দেয়, তবে ঐ গোলামকে উহার মালিক তাহার অপরাধের কারণে বিক্রেতাকে দিয়া দেয়। তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে একটি গোলাম দেয়, যাহার মূল্য একহাজার দেরহাম। তবে এই ছুরত এবং প্রথম ছুরত একই বরাবর।

তবে যখন ক্রেতা উহার উপর কব্জা করিবে তখন মূল্য আকদের সময় দাসীর যেই মূল্য ছিল তাহার উপর এবং অতিরিক্ত স্তুর মূল্য উহার প্রযুক্ত করার দিনের মূল্যের উপর বন্টিত হইবে। তারপর যাহা দাসীর অংশে আসিবে যাহা তাহার আকদের দিন ছিল এবং প্রদত্ত গোলামের মূল্যের উপর যাহা ক্রেতার কব্জার দিন ছিল, তাহা বন্টিত ইবে। তবে যদি উহার মধ্যে কাহারও কোন আাযেব পাওয়া যায়, তবে তাহার অংশের বদলে ফেরত দিয়া দিবে। আর যদি দাসীর উভয় চক্ষু ক্রয়-বিক্রয় করাকারে নিখুঁত থাকে এবং তাহর মূল্য এক হাজার দিরহাম হয়, তারপর বিক্রেতার কিট গোলাম উহার চক্ষে কোন ত্রুটি ঘটাইয়া দেয়, যাহাতে চক্ষে সাদা দাগ অসিয়া যায়, তবে এক্ষেত্রে যদি ঐ গোলামকে উহার মালিক বিক্রেতাকে দিয়া দেয় অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতাকে একটি গোলাম অতিরিক্ত দেয়, যাহার মূল্য এক হাজার দিরহাম, তারপর যদি ঐ সমগ্রস্তর উপর ক্রেতা কব্জা করিয়া লয়, তবে প্রথম ঐ মূল্য যাহা দাসীর আকদের দিন ছিল এবং তাহার সাথে অতিরিক্ত বস্তু মিলিত হইবার পর ছিল, উহার উপর সমান অংশে বন্টিত হইবে। তারপর যাহা দাসীর অংশে আসিবে উহার উপর এবং ঐ গোলামের উপর যাহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে সমান অংশে বন্টিত হইবে। চাই গোলামের কম হউক অথবা বেশী হউক।

আর যদি দাসী চক্ষু ছিদ্র হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে কমিয়া যায় এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় কৃত বস্তুর মধ্যে একটি অশ্ব অতিরিক্ত দেয়, যাহার মূল্য এক হাজার দিরহাম। আর ক্রেতা যদি উহাতে রাজী হইয়া যায় তবেএই অতিরিক্ত দেওয়া ছহীহ ইবে। তারপর যখন ক্রেতা কব্জা করিবে তখন মূল্য দাসীর আকদের দিন যেই মূল্য ছিল এবং বাচ্চা ও গোলামের উর কব্জা করিবার দিন যে মূল্য ছিল, তাহার উপর বন্তি ইবে। তারপর দাসীর অংশ তাহাকে কব্জা

www.nagorikpathagar.org

করার পূর্বে তাহার মরিয়া যাওয়ার কারণে সাকেত করিয়া দেওয়া যাইবে এবংবাচ্চা ও গোলামের অংশ উহার উপ আর অতিরিক্ত বস্তুর উপর বন্টিত হইবে এবং অতিরিক্ত বস্তুর মূল্য উহা মোতাবার হইবে, যাহা আধিক্যতা প্রযুক্ত করার দিন ছিল। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি কেহ এক হাজার দিরহাম মূল্যে দুইটি দাসী কিনে এবং এক দাসী একটি বাচ্চা প্রসব করে এবং মরিয়া যায়, তারপর বিক্রেতা একটি গোলাম বাড়াইয়া দেয় এবং মূল্য প্রত্যেকেরই এক হাজার দিরহাম এবং বাচ্চার মূল্য এক হাজার দিরহাম বাড়িয়া যায়, তারপর ক্রেতা উহার উপর কব্জা করে, তবে প্রথম ঐ মূল্য দুই দাসীর উপর সমান অর্ধাংশে বন্টিত হইবে। তারপর যাহা দাসীর অংশে আসে তাহা তাহার উপর এবং তাহার বাচ্চার উপর তিনভাগ করতঃ বন্টিত হইবে। এক কারণে যে, উহার বাচ্চার মূল্য কব্জার দিনের মূল্যের এতেবার অনুযায়ী হইবে এবং উহার মাতার বিক্রয়ের দিনের মূল্য এবং উহার অংশ মরিয়া যাওয়ার কারণে সাকেত হইবে।

এমতাবস্থায় এক তৃতীয়াংশ মূল্য বাচ্চার হইবে। তারপর অতিরিক্ত গোলামের মূল্য বাচ্চা এবং জীবিত দাসীর মূল্যের উপর হইবে। তারপর বাচ্চার সাথে গোলামের দুই-পঞ্চমাংশ এবং জীবিত দাসীর সাথে তিন পঞ্চমাংশ মিলানো যাইবে। তারপর বাচ্চার মূল্য এক হাজার দিরহামের এক তৃতীয়াংশ উহার উপর এবং দুই-পঞ্চমাংশ অতিরিক্ততার উপর ছয় অংশ করতঃ উভয়ের মূল্যের হিসাবানুসারে বন্টন করা হইবে এবং দুই-পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত বস্তুর দাম চারিশত দিরহাম হইবে এবং বাচ্চার মূল্য দুই হাজার দিরহাম। তবে প্রত্যেক চারিশত দিরহামকে এক অংশরূপে ধার্য করা যাইবে। তাহতে দুই পঞ্চামাংশ অতিরিক্ত বস্তুর এক অংশ হইবে এবং বাআর জন্য পাঁচ অংশ হইবে।

তারপর জীবিত দাসীর মূল্য উহার উপর এবং গোলামের তিন পঞ্চমাংশের উপর আট অংশ করতঃ উভয়ের মূল্যের পরিমাণ অনুযায়ী বন্টিত হইবে এবং জীবিত দাসীর মূল্য এক হাজার দিরহাম এবং তিন-পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত বস্তুর মূল্য ছয়শত দিরহাম। তবে প্রত্যেক দুইশত দিরহামকে এক অংশ ধার্য করিলে দাসীর পাঁচ অংশ হইবে এবং তিন পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত বস্তুর তিন অংশ হইবে। ইহাতে মোট আট অংশ হইবে; সুতরাং প্রকাশ পাইল যে, যদি গোলাম কব্জার পূর্বের মরিয়া যায়, তবে তাহার বদলে কিছু হইবে না এবং ঐ দাসী অর্ধেক মূল্যে হালাক হইয়া যায় এবং অর্ধেক মূল্য জীবিতের বদলে থাকে। আর অতিরিক্ত বস্তু উহার অন্তর্ভুক্ত থাকে; এবং ইহার কারণে যদি কব্জার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু বিনষ্ট বা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তবে ক্রেতা ইখতিয়ার থাকিবে। ইহা কাফী কিতাবে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম মূল্যে দুইটি গোলাম কিনিল। যাহার একটির মূল্য এক হাজার দিরহাম এবং অন্যটির মূল্য পাঁচশত দিরহাম। তারপর প্রথমটির মূল্য এক হাজার দিরহাম হইয়া গেল। অতঃপর ক্রেতা কিছু অতিরিক্ততা প্রযুক্ত করিল। তবে ঐ অতিরিক্ততা উভয়ের উপর আকদের দিনের হিসাব অনুসরে তিন অংশ করা যাইবে এবং যদি উহাদের মধ্যে একটি গোলাম অতিরিক্ততা প্রযুক্ত করার দিন হালাক হইয়া যায়, তবে বর্তমান গোলামের পরিমাণ অনুসারে অতিরিক্ততা প্রযুক্ত করা ছহীহ হইবে। ইহাই বিশুদ্ধ মত। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

মুনতাকা কিতাবে বণিৃত আছে যে, কোন ব্যক্তি দুইটি গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে একই ছফকায় ক্রয় করিল। তারপর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় নিজ নিজ বস্তু কব্জা করিল না না করিল। তারপর ক্রেতা একশত দিরহাম একটি নির্দিষ্ট গোলামের মধ্যে বৃদ্ধি করিল। অথবা বলিল যে, উভয়ের মধ্যে একটির মূল্যে কিছু বৃদ্ধি করিতেছি বেং সে কোন গোলামকে নির্দিষ্ট করিল না। তবে তাহর এইরূপ বৃদ্ধি করা জায়েয ইবে না। আর যদি প্রত্যেকটি গোলামের

মূল্য পৃথকভাবে জানা যায় এবং কোন একটি নির্দিষ্ট গোলামের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তবে তাহা জায়েয হইবে এবং এই ছুরতে অনির্দিষ্ট মূল্য বৃদ্ধি করাও জায়েয হইবে এবং কোন মূল্যের দিকে ঐ অতিরিক্ততার সম্পর্ক করায় ক্রেতার অভিমত মো'তাবার হইবে।

মুনতাকা কিতাবের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি দুইটি গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে একই ছফকায় খরিদ করে, তারপর ক্রো একটি নির্দিষ্ট গোলামের মূল্য বৃদ্ধি করে, তবে কিয়াস অনুসারে উহা জায়েয হয় এবং মূল্য উভয় গোলামের উপার ভাগ হয়। তার অতিরিক্ত মূল্য নির্দিষ্ট গোলামের অংশে মিলাইয়া দেওয়া যায় এবং এইভাবে যদি একটি অনির্দিষ্ট গোলামের মূল্যের মধ্যে একটি দাসী বাড়াইয়া দেয়, তবে তাহা জায়েয হইবে এবং ক্রেতার খিয়ার থাকিবে যে, যাহার মূল্যের দিকে ইচ্ছা উহা মিলাইয়া দেয়। আর এইভাবে যদি অন্য কোন বস্তু বাড়াইয়া দেয়, তবে সেইক্ষত্রেও এইরূপ হুকুম হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

উনত্রিশতম পরিচ্ছেদ

বাবা-অছী এবং কাজীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের মাল বিক্রি ও তাহার জন্য খরিদ করার মাসায়েল

পিতার জন্য নিজের নাবালেগ পুত্রের নিকট কোন কিছু বিক্রি করা এবং নিজের জন্য উহার নিকট হইতে কিনা এস্তেহসানান জায়েয হইবে এবং সমস্ত হক হুকুক সন্তানের জন্য হাছিল হইবে। আর পিতা তাহার প্রতিনিধি হইবে। তারপর যখন সন্তান বালেগ হবে তখন নিজের বাবার নিকট ঐ বস্তুর মূল্য দাবী করার মালিক হইবে। তবে যদি পিতা উহা অন্য কাহারও নিকট বিক্রি করিয়া ফেলে, তারপর সন্তান বালেগ হয়, তখন সে নিজে উহা পিতার নিকট তলব করিতে পারিবে না। ইহা মুহীত কিতবে বর্ণিত আছে। মাশায়েখ (রহঃ) এবং অন্যান্য মাশায়েখদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এইরূপ আকদ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে ইজার এবং কুবল র্ত থাকে কি থাকে না? তবে শুদ্ধমত এই যে, ইহাতে শর্ত নাই। এমন কি যদি পিতা বলে যে, আমি এই বস্তু নিজের সন্তানের নিকট বিক্রয় করিলাম বাতাহার জন্য খরিদ করিলাম, তবে ইহাতেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে। অবশ্য শর্ত থাকিবে যে, পিতার বলিতে হইবে, আমি এই বস্তু নিজের সন্তানের নিকট বিক্রি করিলাম অথবা তাহার জন্য ক্রয় করিলাম।

এমতাবস্থায় পিতার তরফ হইতে ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের মেছালের বদলে জায়েয হইয়া যাইবে এবং যখন পিতা বর্তমান না থাকিবে তখন পিতার পিতা অর্থাৎ দাদা বর্তমান থাকিলে তাহার উপর এই মেছাল বর্তিতে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি পিতা নিরেজ পুত্রের যমিন তাহার মূল্যের মেছারের উপর বিক্রি করে,তবে যদি ঐ ব্যক্তির অবস্থা লোকের নিকট উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকে, তবে জায়েয হইবে। আর যদি সে অসৎ বলিয়া কুখ্যাত থাকে, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে না এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত। আর যদি পিতা সন্তানের কোন অস্থাবর মাল এইরূপ লোকের নিকট বিক্রয় করে যেই অসৎ তবে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাহা জায়েয হইবে না। তবে যদি উহাতে ঐ নাবালেগ সন্তানের কোন ভালাই বা উপকার নিহিত থাকে, তবে সেইক্ষেত্রে জায়েয হইবে এবং ইহাই বিশুদ্ধতর। যদি পিতা বালেগ মজনুন পুত্রের তরফ হইতে কোন বস্তু বিক্রয় করে যখন ঐ পুত্র পূর্ণ মুস্তিষ্কবিকৃত থাকে এবং উহার মস্তিষ্কবিকৃতি দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে, তবে পিতার এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে। আর যদি পুত্রের মস্তিষ্ক বিকৃতি দীর্ঘদিন স্থায়ী না থাকে, তবে তাহা জায়েয হইবে না।

মস্তিষ্ক বিকৃতির দীর্ঘতা উহাকে বলা যায় যাহা একমাস কাল অথবা তদপেক্ষা বেশীদিন থাকে। আর যদি তদপেক্ষা কমদিন স্থায়ী থাকে, তবে তাহা দীর্ঘ দিনের মস্তিষ্ক বিকৃতিরূপে গণ্য হইবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত

www.nagorikpathagar.org

আছে। যদি পিতা অথবা অছী অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কোন অস্থাবর বস্তু বিক্রি করে, তবে ইমাম আবুবকর মুহাম্মদ ইবনুল ফজল (রহঃ) বলেন যে, যদি কাজীর নিকট ঐ ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেওয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে উত্তম এবং উপকারী সাব্যস্ত হয়, তবে কাজী তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। ইহা কাজীখান কিতাবের বিবরণ। যদি পিতা নাবালেগ পুত্রের নিকট কোন বস্তু তাহার মূল্যের মেছালের উপর বিক্রি করে এবং কাজী অনুমতি দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় জারী হইবে। আর এইভাবে যদি বিক্রেতা কোন অছী নিযুক্ত করে, তারপর সে তাহাতে অনুমতি দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় তাহাতেও জারী হইবে। ইহা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি কাহারও দুইটি নাবালেগ পুত্র থাকে এবং সে উহাদের একটি মাল অন্যটির নিকট বিক্রয় করে,তবে তাহা জায়েয হইবে এবং যখন উহারা উভয়ে বালেগ হবে তখন ছহীহ মতানুযায়ী আপনাপন মাল ও মূল্য উভয়ে গ্রহণ করিবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন পিতা নিজের মাল তাহর নাবারেগ পুত্রের নিকট বিক্রয় করে, তবে শুধু ক্রয়-বিক্রয় দ্বারাই সে কব্জাকারী হইবে না। এমন কি যদি কব্জা করার পূর্বে ঐ মাল হালাক হইয়া যায়, তবে পিতা উহার প্রকৃত কব্জাকারী থাকে এবং সেইক্ষেত্রে উহা পিতার মালই হালাক হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর যেই মূল্য নিজের পুত্রের মাল খরিদ করা বাবত পিতার জিম্মায় লাযেম আসে পিতা তাহা হইতে মুক্ত হইবে না যখন পর্যন্ত না কাজী নাবালেগের নিকট হইতে কোন উকীল নিযুক্ত করে। ঐ উকীল পিতার নিকট হইতে মূল্য নিজের কব্জায় নিয়া পুত্রকে দিয়া দিবে। যদি পিতা কোন গৃহ নিজের পুত্রের নিকট বিক্রি করে এবং পিতা ঐ গৃহে বসবাস করে,তবে পুত্র ঐ গৃহের উপর কব্জাকারী হইবে না যখন পর্যন্ত না পিতা গৃহ খালি করিয়া দেয়এবং এইক্ষেত্রে শর্ত এই যে, কাজী নিযুক্ত আমীনের নিট গৃহ সোপর্দ করিয়া দিবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

অতঃপর যদি পিতা ঐ গৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় আসিয়া উহাতে থাকে বা ঐ গৃহে নিজের মাল সামান রাখে বা নিজের ছোট সন্তান সন্ততিকে থাকিতে দেয় অথচ সে যদি মালদার ব্যক্তি হয়, তবে এইক্ষেত্রে সে গাছেব রূপে গণ্য হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি নিরে নাবালেগ পুত্রের জন্য কাপড় অথবা খাদেম খরিদ করিল এবং নিজের মাল দ্বারা উহার মূল্য আদায় করিয়া দিল। তবে সে উহা নিজের পুত্রের নিকট হইতে নিতে পারিবে না। কিন্তু যদি সে এই কথার উপর সাক্ষী পেশ করে যে, আমি ইহা পুত্রের জন্য ক্রয় করিয়াছিলাম। আর যদি সে মূল্য আদায় না করিয়া থাকে এমন কি তদবস্থায় সে মরিয়া যায় তবে মূল্য তাহার পরিত্যক্ত বস্তু হইতে আদায় করা যাইবে এবং অন্যান্য ওয়ারিছগণ ঐ মূল্য উক্ত পুত্র হইতে নিতে পারিবে না। তবে মর্থ এই যে যদি মৃতব্যক্তি এই বিষয়ের উপর সাই না রাখিয়া যায় যে, আমি ইহা এই পুত্রের জন্য ক্রয় করিয়াছিলাম। যদি কেহ নাবালেগের জন্য কোন বস্তু খরিদ করে, তারপর মূল্যের জামিন হইয়া যায়। তারপর মূল্য আদা করিয়া দেয়,তবে কিয়াস অনুযায়ী উহা পুত্রের নিকট হইতে নিয়া নিতে পারিবে এবং এস্তেহসানান নিতে পারিবে না।

আর যদি মূল্য আদায় করিবার সময় এইরূপ বলে যে, আমি ইহা আদায় করিতেছি। পরে ইহা পুত্রের নিকট হইতে নিয়া নিব, তবে এইক্ষেত্রে সে পুত্রের নিকট ইতে নিতে পারিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি পুত্রের জন্য খাদ্যবস্তু অথবা কাপড় খরিদ করে,তবে পুত্রের নিকট হইতে উহার মূল্য লইয়া লইতে পারিবে, যদিও সে এই ব্যাপারে সাক্ষী না রাখে। কেননা এইক্ষেত্রে তাহার উপর ঐসব বস্তু পুত্রের জন্য ক্রয করা ওয়াজিব ছিল, কিন্তু গৃহ বা যমিন ইত্যাদি ক্রয করা তাহার উপর ওয়াজিব নহে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। পিতা যদি পুত্রের মাল ক্রয করে এবং সম্পূর্ণ মূল্য লওয়ার পূর্বে ক্রেতাকে উহা সোপর্দ করে তাহা হইলে সম্পূর্ণ মাল আদায় করিবার জন্য বিক্রিত মাল ফেরত আনিয়া উহা আটক করিতে পারে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ।

কোন আওরাত নিজের বাচ্চার জন্য নিজের মাল দ্বারা এই শর্তে যমিন কিনিল যে, উহার নিকট হইতে মূল্য আদায় করিবে না। তবে এস্তেহসানান ইহা জায়েয হএব এবং ঐ মহিলা এইক্ষেত্রে নিজের জন্যই ক্রেতা হইবে। তারপর ঐ যমিন উহার পক্ষ হইতে উক্ত সন্তানের জন্য ছোলেহ রেহমীরূপে অথবা হেবারূপে গণ্য হবে এবং ঐ মহিলার এই ইখতিয়ার থাকিবে না যে, সে ঐ যমিন উক্ত সন্তানকে না দিয়া নিজের জন্য রাখে। ইহা ফতোযায়ে কাজীখান কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কোন গৃহ একজন পুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে এজমালি ছিল এবং ঐ দুইজনের একটি সন্তান ছিল। তারপর আওরাত বলিল যে, আমি এই গৃহ তোমার নিকট হইতে নিজের সন্তানের জন্য উহার মাল দ্বারা ক্রয় করিলাম এবং পুরুষটি অর্থাৎ সন্তানের পিতা বলিল যে, আমি বিক্রি করিলাম তবে এইরূপ ক্রয় বিক্রয় জায়েয হইবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। আর যদি কোন গৃহ পিতা এবং এক বাহিরের লোকের মধ্যে এজমালি থাকে এবং মহিলা ঐ দুইজনকে বলে যে, আমি তোমাদের উভয়ের নিকট হইতে এই গৃহ নিজের পুত্রের জন্য তাহর মাল দ্বারা খরিদ করিলাম এবং তাহারা উভয়ে বলিল যে, আমার বিক্রয় করিলাম। তবে তাহা জায়েয হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবের বিবরণ।

হেসাম (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি পিতা নিজের নাবালেগ পুত্রের গোলাম নিজের জন্য বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে ক্রয় করে। তারপর সে গোলাম পিতার কাজে লাগাইবার পূর্বে অথবা উহার উপর কব্জা করিবার পূবে কিংবা উহাকে কোন কাজে হুকুম দিবার পূর্বেই মরিয়া যায়, তবে তাহা ঐ নাবালেগ পুত্রের মালই নস্ট হইয়া গেল। আর যদি নিজের গোলাম নিজের নাবালেগ পুতের নিকট বায়ে' ফাসেদের মাধ্যমে বিক্রি করে, তারপর পিতা তাহাকে আযাদ করিয়া দেয়, তবে তাহা জায়েয হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি পিতা পুত্রের মাল নিজের জন্য খরিদ করে, তারপর পুত্র বালেগ হয়। তখন পুত্রের তরফ হইতে ঐ মালের অধিকার পিতার উপর বর্তিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি পিতা কোন ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে যে, আমার গোলাম পুত্রের নিকট বিক্রি করিয়া দাও। তবে তাহা জায়েয হইবে না, এই শর্তে যে, পুত্র যদি এত ছোট থাকে যে, তাহার নিজের সম্পর্কে কোন উপলব্ধি জন্মে নাই। কিন্তু এই ছুরতে জায়েয হবে, যখন ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ উকীল ইতে উহার পিতা কবুল করিবে এবং ছহীহ এই যে, আকদের হক হুকুক উকীলের জন্য ছাবেত হইবে।

মাশায়েখগণ এই ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছেন যে, পিতার অধিকার প্রয়োগ ও কাজ কর্ম নিরে জন্য হইবে, না নাবালেগ পুত্রের জন্য হইবে? তবে ছহীহ মত এই যে, ইহা নাবালেগ পুত্রের তর হইতে পিতার পক্ষে প্রতিনিধিরূপে হইবে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের আকদের হক হুকুক পুত্রের তর হইতে পিতার উপর হইবে। আর যেই হক হুকুক পিতার তরপ হইতে থাকে উহা উকীলের উপর হইবে। এইভাবে যদি দুই পুত্রের মধ্য এক পুত্রের মাল অন্য পুত্রের নিকট বিক্রয়ের জন্য পিতা কোন একজন উকীল নিযুক্ত করিয়া দেয়, তবে তাহা জায়েয হইবে না। আর যদি দুইজন উকীল নিযুক্ত করা হয় এবং তাহারা পরস্পরেরমধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করে,তবে জায়েয হইবে। পিতা এক ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করিল যে, আমার পুত্রের গোলাম বিক্রয় করিয়া দাও এবং উকীল ঐ গোলাম ‍্রের পিতার নিকট বিক্রয় করিয়া দিল, তবে তাহা জায়েয হইবে। ইহা মুহীতে সুরুখসি কিতাবে বর্ণিত আছে। নওয়াদেরে ইবনে সেমা' (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি নিজের নাবালেগ পুত্রের গোলাম কাহারও নিকট একহাজার দেরহাম মূল্য বিক্রয় করিল। তারপর নিজে রুগ্নাবস্থায় বলিল যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে মূল্য উছুল পাইয়াছি। তারপর ঐ ব্যক্তি মরিয়া গেল। তবে তাহার একবার জায়েয হইবে না।

আর যদি ঐ বক্তি রুগ্নাবস্থায় এইরূপ বলে যে, আমিঅমুক ব্যক্তির নিক হইতে দুইশত দেরহাম উছুল পাইয়াছি। অতঃপর সেই ব্যক্তি মরিয়া যায়, তবে তাহার এইকথা বিশ্বাস করা যাইবে। আর যদি সে এইরূপ বলে যে, আমি

www.nagorikpathagar.org

মূল্যের উপর কব্জা করতঃ উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। তবে তাহার এই কথা সত্যরূপে গণ্য করা যাইবে না এবং ক্রেতা এই অবস্থায় মূল্যের জিম্মা হইতে মুক্ত হইবে না এবং ক্রেতার জন্য এইরূপ ইখতিয়ার থাকিবে না যে, যখন পুত্রের জন্য উহার নিকট হইতে মূল্য লওয়া হইবে তখন সে পুত্রের পিতা বা অন্য কোন লোকের মাল ইতে উহা উশুল করে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। যদি কোন বেঅকুফ পুত্রের জন্র কোন দাসী খরিদ করা হয় যে, সে উহাকে বিবাহসহ অন্যরূপ ব্যবহারে নিয়া নেয়, তবে কিয়াস অনুযায়ী ঐ দাসী পিতার উপর লাযেম হইবে এবং এস্তেহসানান এই ক্রয়-বিক্রয় বেঅকুফ পুত্রের উপর জায়েয হইবে। এইক্ষেত্রে প্রথম ছুরতই বিশুদ্ধতর। ইহা যখীরাহ কিতাবের বিবরণ।

যদি নিজের বারেগ বেঅকুফ পুত্রের জন্য এমন কোন ব্যক্তি খরিদ করা হয় যে, তাহার তরফ হইতে আযাদ হইয়া যাইবে, তবে এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় উহার উপর জারী হইবে না; বরং পিতার উপর জারী হইবে। তারপর যদি এই খরিদকৃত ব্যক্তি পিতার নিকটবর্তী লোক হয়,তবে তাহার তরপ হইতে আযাদ ইয়া যাইবে। আর যদি কোন বাহিরের লোক হয় যেমন নাবালেগ অথবা বেঅকুফের মাতা অথবা ভাই বা ভগ্নি, তবে পিতার তরফ হইতে আযাদ হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি পিতা পুত্রের স্বত্ব বিক্রি করে এবংপুত্র বরে যে, বিক্রি করিবার কালে আমি বালেগ ছিলাম, আমার অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করা হইয়াছে এবং পিতা বলে যে, তুমি নাবালেগ ছিলে, তবে এইক্ষেত্রে পুত্রের কওল গ্রহণযোগ্য হইবে। যদি কোন মহিলা মরিয়া যায় এবং সে ছোট বড় সন্তান রাখিয়া যায়,তবে উহাদের পিতা উহাদের মাতার ত্যাজ্য মালামাল হইতে কোন বস্তুবন্টন হওয়ার পূর্বে বিক্রি করে, তবে নাবালেগের অংশের বিক্রয় ছহীহ হইবে, এই শর্তে যে, বিক্রিত মালের মূল্যের তুল্য মূল্যে হইতে হইব। ইহা কানিয়াহ কিতাবে বণিৃত আছে। যদি কোন অছী ইয়াতীমের মাল নিজের জন্য খরিদ করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট জায়েষ হইবে এই শর্তে যে, যদি ইয়াতীমের তাহাতে উপকার থাকে। শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) উপকারের অর্থ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, অছীর নিজের মাল যাহার মূল্য পনের দিরহাম তাহা ইয়াতীমকে দশ দিরহাম মূল্যে দিয়া দেওয়া। আর ইয়াতীমের মালের মূল্য যদি দশ দিরহাম হয়, তবে তাহা নিজের জন্য পনের দিরহামে ক্রয় করা। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উপকারের অর্থ ইয়াতীমের জন্য কোন বস্তু অর্ধেক মূল্যে ক্রয় করা এবং ইয়াতীমের বস্তু দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করা। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। যখন অছীর জন্য এইরূপভাবে ইয়াতীমের মাল ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইবে তখন অছী কি শুধু এইরূপ বলিবে যে, আমি ক্রয় করিলাম অথবা আমি বিক্রয় করিলাম যেমন পিতা বলিয়া থাকে, না বাক্যের উভয় অংশে বলিতে হইবে? ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই মাসয়ালা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই, তবে নাতেকী (রহঃ) নিজের ওয়াকেয়াত কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অছীকে বাক্যের উভয় অংশ বলিতে হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

যদি অছী ইয়াতীমের মাল কোন বাহিরের লোকের নিকট উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করে, তবে তাহা জায়েয হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ মাল ব্যবহার বা খরচ করা তিনটি শর্তের কোন একটি পাওয়া গেলে জায়েয হইবে। একটি এই যে, মাল দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি করিবে অথবা ইয়াতীম বা নাবালেগের যদি মূল্যের হাজত হয় অথবা মৃত ব্যক্তির উপর এইরূপ কর্জ থাকে যে, ঐ মাল বিক্রি করা ছাড়া তাহা আদায় করা না যায়। ফতোয়া ইহারই উপর প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। যদি অছী কোন ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করে যে, ইয়াতীমের মাল হইতে কোন বস্তু খরিদ করিয়া দাও এবং সে নিজের মুয়াক্কিলের জন্য কিনে, তবে তাহা জায়েয হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি এইরূপ বালক যাহাকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, সে নিজের

মাল অছীর নিকট বিক্রি করে তবে তাহার এই ক্রয়-বিক্রয় করা খোদ অছীর বিক্রি করার অনুরূপ হবে। আর যদি এইরূপ বালক যাহাকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কো বাহিরের লোকের নিকট প্রকাশ্য লোকসানের সাথে বিক্রয় করে,তবে ইমাম আজম (হরঃ) এর নিকট হইতে জায়েয হইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

অছী ইয়াতীমের কোন বউ যাহা বিক্রি করার তাহার উপকার আছে তাহা বিক্রি করে। কিন্তু বিক্রি করার মধ্যে অছীর এই উদ্দেশ্য থাকে যে, উহার মূল্য সে নিজের কাজে খরচ করিবে, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বরেন যে, ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হইয়া যাইবে। তারপর যদি অছি ঐ মূল্য নিজের কাজে খরচ করে, তাহা হইলে ইয়াতীমকে সে উহার জেমান দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ। যদি অছী ইয়াতীমের জন্য অন্য ইয়াতীমের হইতে কোন বস্তু খরিদ করে, তবে তাহা জায়েয হইবে না। আর এইভাবে যদি সে উভয় ইয়াতীমকে তেজারাত করিবার অনুমতি দেয় যে, তাহারা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করুক তাহাও জায়েয হইবে না। এইভাবে যদি তাহাদের উভয়ের উভয় গোলামকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তাহাও জায়েয হইবে না। আর যদি পিতা অলী হয়, তবে তাহার দুই পুত্রকে অথবা পুত্রদ্বয়ের গোলামদেরকে অনুমতি দেয়, তবে তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে উল্লেখ আছে।

কাজী যদি নিজের মাল ইয়াতীমের নিকট বিক্রি করে অথবা ইয়াতীমের মাল নিজে খরিদ করে, তবে তাহা জায়েয হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। আর যদি কাজী ইয়াতীমের মাল হইতে কোন বস্তু অছীর নিকট হতে খরিদ করে, তবে তাহা জায়েয হইবে যদিও অছী ঐ কাজীর দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত । ইহা ফতোয়ায়ে কোবরা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কোন অছী ইয়াতীমের মাল যদি অন্য অছীর নিকট বিক্রি করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হইবে না। ইহা ফতায়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন অছী ইয়াতীমের করজদার হতে একটি গৃহ যাহার মূল্য পঞ্চাশ দীনার ছিল, বিশ দীনার মূল্যে ক্রয় করিল। তারপর যখন কর্জ সম্পূর্ণ লইয়া তখন ক্রয়-বিক্রয়ের একালা করিল, তবে এইরূপ একালা এইক্ষেত্রে জায়েয হইবে না। ইহা কানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

অছী যদি ইয়াতীমের মাল কোন মিয়াদের উপর ধার অর্থাৎ বাকী মূল্যে বিক্রয় করে, তারপর যদি ঐ মিয়াদ অতিক্রান্ত হইয়া যায় এবং আরও বহুদিন অতীত হইয়া যত দীর্ঘ দিনের মিয়াদের উপর সাধারণত ঃ ক্রয়-বিক্রয় হয় না, তবে অছীর এই বিক্রয় জায়েয হইবে না। কোন ব্যক্তি ইয়াতীমের মাল অছীর নিকট হইতে একহাজার দেরহাম মূল্যে ক্রয় করিতে চাহিল। আর একব্যক্তি একহাজার একশত দেরহাম মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল এবং প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা হইতে অধিক মালদার। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বরেন যে, এইক্ষেত্রে অছীর উচিত হইবে যে, সে ইয়াতীমের মাল ঐ প্রথম ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

যদি অছী মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি নিজে ব্যতীত অন্যের নিকট বিক্রয় করে এবং তাহার ওয়ারিছ নাবালেগ থাকে,তবে তাহার সকল বস্তুই অছীর জন্য বিক্রি করা চাই, যমিন হউক বা অন্য যে কোন বস্তু হউক জায়েয হইবে এবং চাই ঐ ওয়ারিছ উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, চাই মৃত ব্যক্তির উপর কর্জ থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু বিক্রি এইরূপ হইতে হইবে যেন তাহা উপযুক্ত মূল্যে হয়। ইমাম শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) শরহে আদাবুল কাজী কিতাবে বর্ণিত করিয়াছেন যে, এইরূপ ফতোয়া পূর্ববর্তীদের ছিল। কিন্তু পরবর্তীদের নিকট বিক্রয় করা নিম্নোক্ত শর্তত্রয়ের কোন একটি বর্তমান থাকিলে জায়েয হইবে। যেমন নাবালেগের মাল যদি দ্বিগুন মূল্য বিক্রয় করা যায় অথবা নাবালেগের যদি মূল্যের কোন বেশী প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা যদি মৃত ব্যক্তির উপর এইরূপ কর্জ থাকে, যাহা ঐ মাল বিক্রি ব্যতীত আদায় করা সম্ভব না হয়। তবে যদি সমস্ত ওয়ারিছ নাবালেগ হয় এবং উপস্থিত থাকে, আর মৃত ব্যক্তির উপর কর্জ না থাকে, তবে অছীর জন্য ত্যাজ্য বস্তুর উপর কোনরূপ তাছারুফ অর্থাৎ হস্তক্ষেপ করার ইখতিয়ার নাই।

www.nagorikpathagar.org

যেই হুকুম পিতার নিযুক্ত অছী সম্পর্কে বর্ণনা করা হইল, পিতার পিতা অর্থাৎ দাদার নিযুক্ত অছী সম্পর্কেও তদ্রূপ হুকুম হইবে। তাহা ছাড়া কাজীর নিযুক্ত অছী অথবা কাজীর অছীর নিযুক্ত অছীর হুকুমও একইরূপ হইবে অর্থাৎ ইহারা প্রত্যেকেই পিতার নিযুক্ত অছীর অনুরূপ। কিন্তু পার্থক্য শুধু একই স্থানে হইবে। উহা এই যে, কাজী যদি কোন ব্যক্তিকে কসমের অছী নিযুক্ত করে, তবে এই অছী এক বিশেষ অছী হইবে। আর পিতা যদি কাহাকেও কোন একটি ব্যাপারে অছী নিযুক্ত করে, তবে সেই অছী সর্বক্ষেত্রেই অছীর দায়িত্ব পালন করিতে পারে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। নাওয়াদেরে হেসাম কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হইত বর্ণিত আছে যে, যদি অছী ইয়াতীমের কোন গোলাম ইয়াতীমের জন্য একহাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করে এবং উহার মূল্য এক হাজার দিরহামই আছে। আর অছী যদি নিজের জন্য খিয়ারে শর্ত রাখিয়া দেয়, তারপর মুদ্দতে খিয়ারের মধ্যে গোলামের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দুই হাজার দিরহাম হইয়া যায়, তবে অছীর জন্য ঐ ক্রয়-বিক্রয় জারী জায়েয হইবে না। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত। মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ত্রিশতম পরিচ্ছেদ

করজ, করজ লওয়া এবং কোন জিনিস তৈরী করাইবার মাসায়েল

যেই সকল বস্তু মেছলী অর্থাৎ যাহার অনুরূপ বস্তু আছে, তাহার করজ জায়েয আছে। যেমন পরিমাণযোগ্য এবং ওজনযোগ্য বস্তসমূহ এবং সংখ্যাবাচক মুতাকাবির বস্তু যেমন ডিম ইত্যাদি। আর যেই বস্তু মিছলী নহে, যেমন জীবজন্তু, কাপড় এবং সংখ্যাবাচক মুতাফারিত বস্তুসমূহের মধ্য করজ জায়েয নহে। আর করজে ফাসেদের মধ্যে যদি করজকৃত বস্তুর উপর কব্জা করা হয়, তবে উহার মালিক হইয়া যায়। যেমন বায়ে ফাসেদের মধ্যে কব্জাকৃত বস্তুর মালিক হইয়া থাকে; কিন্তু কর্জে ফাসেদের মধ্যে যেই বস্তুর উপর কব্জা করা হয়, বিশেষভাবে তাহাই ফেরত দিবে। আর করজ জায়েযের মধ্যে কর্জে মকরয্ করজ গৃহ তৈরি নিকট মৌজুদ থাকে, তবে তাহাই ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হইবে না বরং কর্জদারের ইখতিয়ার থাকিবে যে, ইচ্ছা হইলে সে উহাই ফেরত দিবে অথবা উহার অনরূপ বস্তু ফেরত দিবে। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতাবে বর্ণিত আছে। যেইস্থলে করজ জায়েয হয় নাই, ঐ কর্জ হইতে ফায়েদাহ গ্রহণ করাও জায়েয নহে। কিন্তু উহার বিক্রি জায়েয আছে। ইহা এমাদিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। রুটি ওজনের হিসাবে করজ লওয়া জায়েয আছে। গণনার হিসাবে জায়েয নহে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত। ফতোয়া ইহার উপর। ইহা কাফী এবং অন্যান্য কিতাবের বিবরণ।

নাওয়াদেরে হেসামিয়া কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, গম এবং আটা ওজনের হিসাবে করজ লওয়া জরুরী নহে যদিও এমন স্থলে করজ লওয়া হয়, যেখানে এইসব বস্তু ওজন করিয়া লেনদেন করা হয়। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। আছল কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি আটা পরিমাপের মধ্যমে করজ লওয়া হয়, তবে উহা ওজনের মাধ্যমে আদায় করিবে না। তবে উভয়ের মূল্যের ব্যাপারে আপস করিয়া লইবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, আটা ওজন করিয়া করজ লওয়া এস্তেহসানান জায়েয আছে যখন উহার ওজন করা মানুষের মধ্যে প্রচলন হইয়া যায় এবং ফতোয়া ইহারই উপর। ইহা গিয়াছিয়াহ কিতবে বর্ণিত আছে। কিন্তু হান্না এবং অন্যান্য খোশবুদার যাহা পরিমাপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাহা ঐভাবে কর্জ লওয়ায় আশঙ্কার কিছু নাই। কাগজ গণনার হিসাবে করজ লওয়া জায়েয আছে। ইহা খোলাছাহ কিতাবের বিবরণ। আখরোট পরিমাপের হিসাবে এবং বেগুন গণনার হিসাবে করজ লওয়া জায়েয আছে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

ফতোয়ারে এতাবিয়ার মধ্যে ইবনে সালাম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কাঁচা এবং পাকা আঙ্গুর গণনার হিসাবে করজ লওয়া জায়েয আছে। যদি বড়-ছোট না হয়। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। গোশত কর্জ লওয়া জায়েয। যদি বড় ছোট না হয়। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। গোশত করজ লওয়া জায়েয আছে। ইহাই বিশুদ্ধতর। মুহীতে সুরুখসী কিতাবের বিবরণ। গোশত ওজনের হিসাবে করজ লওয়া জায়েয আছে। ইহা ফতোয়ায়ে ছোগরা কিতাবের বিবরণ। আমাদের শরহসমূহের আটা ইত্যাদির খামীর ওজনের হিসাবে কর্জ লওয়া জায়েয আছে। ইহা পছন্দনীয় মত। মোখতারুল ফতোয়া কিতাবের বিবরণ। জাফরান ওজনের হিসেব কর্জ লওয়া জায়েয় এবং পরিমাণের হিসাবে করজ লওয়া াজয়েয নহে। ইহা হতাহারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ। বর ওজনের হিসাবে করজ লওয়া জায়েয় আছে। যদি গরমের মৌসুমে করজ লয় এবং শীতের মৌসুমে আদায় করে , তবে করজদার জিম্মামুক্ত হইয়া যাইবে। বরফ এই জাতীয় বস্তু যে, যাহার বদলে মূল্যও লওয়া হইয়া থাকে।

যদি বরফওয়ালা বলে যে, আমি এই বৎসর তোমার নিকট হইতে বরফ লইব না, তবে আবুবকর ইবনে আসকাফ(রহঃ) বলেন যে, এইক্ষেত্রে করজমুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত হীলা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যেমন বর ওজন করিয়া করজ দাতার শস্যক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিবে। তাহাতে করজদার ব্যক্তি করজমুক্ত হইয়া যাইবে। কাজী ফখরুদ্দীন (রহঃ) বলেন যে, আমার নিট মুক্তির পন্থা এই যে, এই বিষয় কাজীর নিকট পেশ করিবে। তবে এই পরিমাণ বরফের করজ থাকে কাজী করজদাতোকে ঐ পমিাণ বরপ লইয়া লইতে বাধ্য করিবে। যেমন এই ছুরতে হইয়া থাকে যে, কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে গম করজ লইবার পর গমের মূল্য পরিবর্তীত হওয়ার কারণে করজদাতা করজ গ্রহীতা হইতে সমপরিমাণ গম গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিলে কাজী তাহাকে তাহা লইতে বাধ্য করিয়া তাকে। ইহা মোখতারুল ফতোয়া কিতাবে বণিৃত আছে। স্বর্ণ এবং রৌপ্য ওজনের হিসাবে করজ লওয়া জায়েয আছে। গণনার হিসাবে লওয়া জায়েয নহে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি এইরূপ দিরহাম হয়, যাহার এক তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং দুই-তৃতীয়াংশ পিতল এবং উহা কোন ব্যক্তি গণনার হিসাবে করজ লইল এবং মুনষের মধ্যে গণনার হিসাবেই উহার লেনদেন হইয়া থাকে। তবে ঐরূপ করজ লওয়ায় দোষের কিছু নাই। আর যদি মানুষের মধ্যে কেবল মাত্র ওজনের হিসাবে লেনদেন হয়, তবে করজ লওয়াও শুধু ওজনের হিসাবে জায়েয হইবে। আর যদি দিরহাম এইরূপ হয় যে, উহার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ রৌপ্য এবং এক -তৃতীয়াংশ পিতল, তবে সেইক্ষেত্রে উহার কর্জ লওয়া শুধু ওজনের হিাসবে জায়েয হইবে। যদিও মানুষের মধ্যে গণনার হিসাবে লেনদেন হইয়া থাকে। আর যদি দিরহামের অর্ধেক রৌপ্য এবং অন্য অর্ধেক পিতল হয়, তবে তাহা করজ লওয়াও শুধু ওজনের হিসাবে জায়েয হইবে। ইহা মুহীত কিতাবে বর্ণিত আছে। গোবরের সার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। সুতরাং উহা কর্জ লওয়াও জায়েয হইবে। তাজবীদ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি মিয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া কর্জ দেওয়া হয়, অথবা কর্জ দিবার পর মিয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়, তবে মিয়াদ বাতিল হইবে এবং কর্জকৃত বস্তু বা উহার মেছাল হাতে আসিলেই উহা আদায় করিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি করজকৃত বস্ত হালাক হইয়া যায় তাহার পর আদায় করার মুদ্দত ধার্য করা বা তাহার পূর্বে ধার্য করার মধ্যে কো পার্থক্য নাই। ইহা বিশুদ্ধ কত। ফতহুল কাদীর কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুছ ছরফের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এইরূপ করজকে মাকরূহ মনে করিতেন। যাহার মধ্যে করজদাতার কোনরূপ ফায়েদাহ লাভের অবকাশ থাকে। ইমাম কুরখী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, এই হুকুম তখন হইবে যখন ঐ ফায়েদাহ লাভের জন্য শর্ত আরোপ করা হয়। যেমন নিকৃষ্ট মানের দিরহাম করজ দিয়া যদি বলা হয়

www.nagorikpathagar.org

যে, উৎকৃষ্ট মানের দেরহাম দ্বারা ইহা পরিশোধ করিতে হইবে। তবে সেইক্ষেত্রেই কর্জদান করা মাকরূহ হবে। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও কিছু দেরহাম অথবা দীনার এইজন্য কর্জ দেয় যে, কর্জ গ্রহণকারী কর্জদাতার কোন বস্তু চড়াম-ূল্যে ক্রয় করিবে। তবে ইহা মাকরূহ হইবে। কিন্তু যদি এইরূপ শর্তকরা না হয় এবং বিনা শর্তেই কর্জ গ্রহণকারী কর্জদাতার নিকট হইতে কোন বস্তু অধিক মূল্যে ক্রয় দকরে, তবে ইমাম কুরখী (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী*** এইক্ষেত্রে কোন আশংকার কারণ নাই। তবে ইমাম খাছছাফ (রহঃ) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি ইহা পছন্দ করি না। আর শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বরেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে কর্জ দেওয়া হারাম হইবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুছ ছরফে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী লোকগণ এইরূপ কর্জ দেওয়া মাকরূহ মনে করিতেন। কিন্তু ইমাম খাছছাফ (রহঃ) কর্জ দেওয়াকে কোন অবস্তায়ই মাকরূহ বলেন নাই। তিনি শুধু একতটুকু বলিয়াছেন যে, আমি উহা পছন্দ করি না। অবশ্য ইহা মাকরূহর নিকটবর্তী, তবে উহার নিম্নস্থানীয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এইরূপ কর্জ দেওয়ায় আশংকার কিছু মনে করেন নাই। কেননা তিনি কিতাবুছ ছরপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি কর্জ গ্রহীতা কর্জদাতাকেহাদিয়া বা বখশিশ হিসাবে কিছু দেয়, তবে কোন ভয়ের কারণ নাই। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই ব্যাপারে বিসতারিত কিছু বর্ণনা করেন নাই। তিনি এই ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের কওল পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং শায়খুল ইসলাম খাওয়াহের যাহাদ (রহঃ) বরেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) পূর্ববর্তীদের যেই কওল নকল করিয়াছেন, তাহা ঐ ছুরতে প্রযোজ্য হবে, যখন কর্জ লেনদেনের মধ্যে কোন প্রকার ফায়েদাহা বা উপকারের শর্ত ধার্য করা হয় এবং তাহা বিনা মতভেদে মাকরূহরূপে গণ্য হয়। বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইবনে সালমাহ (রহঃ) এর নিকট বহু মাল দৌলত ছিল। যখন কেহ তাহার নিকট কর্জ চাহিত তখন তিনি প্রথমতঃ কর্জ তলবকারীর নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করিতে। তারপর কর্জ তলবকারীর প্রয়োজন অনুরূপ তাহার নিকট হইতে কর্জ পাইত। বহুসংখ্যাক মাশায়েখ (রহঃ) এই ব্যাপারকে মাকরূহ জানিতেন এবং বলিতেন যে, ইহা এইরূপ কর্জ যাহা কর্জদাতার ফায়েদাহ হাছিল করাইয়া দেয় বা উদ্দেশ্য সাধন করায়।

মাশায়েখগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছেন যে, যদি কর্জ এবং ক্রয়-বিক্রয় একই মজলিসে অনুষি ।টত হয়, তবে তাহা মাকরূহ হইবে। আর যদি উভয়ের মজলিস বিভিন্ন হয়, তবে কোন বয়েরর কারণ না। ইমাম শামসুল আয়েম্মা হালুয়ারী (রহঃ) ইমাম খাছছাফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সালমাহ (রহঃ) এর কওলের উপর ফতোয়া দিতেন। মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কর্জ গ্রহীতার হাদিয়া লওয়ার মধ্যে কোন ভয় নাই। আর যদি এইরূপ জানা যায় যে, কর্জ গ্রহণ করার কারণে হাদিয়া দিতেছে,তবে সেইক্ষেত্রে হাদিয়াকবুর না করা অত্যুত্তম। আর যদি এইরূপ জানা যায় যে, ঐ ব্যক্তি কর্জের জন্য হাদিয়া দিতেছে না বরং নৈকট্য অথবা বন্ধুত্বের কারণে হাদিয়া দিতেছে। তবে তাহা গ্রহণ করা হইতে বরিত থাকা চাই না। আর যদি কর্জদারের বদান্যতা এবং দানশীলতা পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধ থাকে,তবে সেক্ষেত্রেও তাহার হাদিয়া কবুর নাকরা চাই। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এইরূপ উল্লেখ আছে। আর যদি কর্জগ্রহীতা সম্পর্কে কোন কিছুই জানা না যায়, তবে সেইক্ষেত্রে তাহার হাদিয়া গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবে যখন পর্যন্ত না প্রকাশ পায় যে,সেই ব্যক্তি এই হাদিয়া কর্জের কারণে পেশ করিয়াছে না অন্য কোন কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই ব্যক্তির উপর কর্জ আছে তাহার দাওয়াত কবুল করার মধ্যে কোন ভয়ের কারণ নাই। শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বরেন যে, ইহা শরয়ী হুকুম বটে। তবে আফজাল অর্থাৎ অত্যুত্তম মত এই যে, কর্জ গ্রহীতার দাওয়াত গ্রহণ করায় বিরত থাকিবে- যখন পর্যন্ত না জানা যায় যে, সে কর্জের কারণে এই দাওয়াত করে নাই। ইমাম শামসুল আয়েম্মা (রহঃ) বলিয়াছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) যাহা বলিয়াছেন অহা

www.nagorikpathagar.org

এইরূপ ছুরতে প্রযোজ্য হইবে যে, যদি করজদার ব্যক্তি করজ লওয়ার পূর্বেও এইভাবে দাওয়াত করিয়া থাকে এবং করজদাতা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। তবে করজ গ্রহণের পরেও কজ গ্রহীতার দাওয়াত করজদাতা গ্রহণ করিবে। আর যদি দেখা যায় যে, পূর্বে সে কখনও দাওয়াত করিত না; কিন্তু করজ গ্রহণের পরে সে ঘন ঘন দাওয়াত করিতে লাগিল এবং অধিক মাত্রায় আদর আপ্যায়ন দেখা যাইতে লাগিল। তবে এইরূপ দাওয়াত কবুল করা হালাল হইবে না। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। কাহারও কোন ব্যক্তির উপর করজ ছিল এবং ঘটনাবশতঃ করজদারের নিকট হইতে করজ প্রদত্ত দিরহাম আদায় করার জন্য করজদাতার সুযোগ আসিয়া গেল। তবে সেইক্ষেত্রে করজ দাতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে ঐ কর্জের দিরহাম আদায় করিয়া লয় তবে শর্ত এই যে, যদি করজ মিয়াদী না হয়।

যদি করজ দেওয়া দীনার আদায় করার সুযোগ হাতে অসে তবে জাহের রেওয়ায়েতে অনুযায়ী উহা আদায় করিতে পারে না এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত। কর্জ গ্রহীতা যেই প্রকার দেরহাম কর্জ লইয়াছে, যদি তদপেক্ষা উত্তম দিরহাম দ্বারা তাহা পরিশোধ করিতে চায় এবং করজদাতা তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহা গ্রহণ করাইবার জন্য তাহার উপর মজবুরী করা যাইবে। পক্ষান্তরে, কর্জ গ্রহীতা যেই প্রকার দিরহাম কর্জ লইয়াছে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের দিরহাম দ্বারা উহা পরিশোধ করিতে চাহিলে কর্জদাতা যদি ঐ দিরহাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সেইক্ষেত্রে তাহাকে উহা গ্রহণ করাইতে মজবুর করা যাইবে না। হাঁ, যদি সে স্বেচ্ছায় তাহা গ্রহণ করে তবে আপত্তি নাই। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে উহা জায়েয হইবে। ইহাই বিশুদ্ধ মত। যদি করজ মিয়াদী হয় এবং করজদার ব্যক্তি মিয়াদ আসিবার পূর্বে করজ আদায় করিয়া দিতে চাহে এবং করজদাতা উহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সেইক্ষেত্রে তাহাকে উহা গ্রহণ করাইবার জন্য মজবুর করা যাইবে। যদি করজদার ব্যক্তি ওজনের হিসাবে কোন বস্তু করজ গ্রহণ করে, তারপর ওজনের হিসাবেই সে তাহা পরিশোধ করে এবং পরিশোধ করাকালে ঐ বউ যদি ওজনের কিছু বেশী হয়, তবে উহা যদি এই পরিমাণ বেশী হয়, যাহা দ্বিতীয়বার ওজন করিবার কারে হইতে পারে। তবে এই অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ করা কর্জদাতার জন্য জায়েয হইবে। কিন্তু যদি বেশীর পরিমাণ এইরূপ হয় যে, দ্বিতীয়বার ওজন করিবার কারে তদ্রূপ হয় না, তবে এই পরিমাণ বেশী বস্তু করজদাতার গ্রহণ করা জায়েয হইবে না; বরং উহা কর্জ গ্রহীতাকে ফেরত দিয়া দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

করজের বস্তু যদি ওজনীয় এবং দিরহাম হয় যাহা টুকরা করা যায় না; সেইক্ষেত্রে ওজনে বেশী হয়া গেলে উহা গ্রহণ করিতে করজদাতার কোন ভয়ের কারণ নাই। এইক্ষেত্রে অন্য একটি ব্যবস্থা আছে। তাহা এই যে, যদি করজ গ্রহীতা ঐ অতিরিক্ত বস্তু করজদাতাকে হেবা করে তবে করজদাতা তাহা হেবা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। ইহা গ্রহণ করা তাহার জন্য জায়েয হইবে। যদি কহে কাহাকেও এই শর্তে কুফা নগরীতে করজ দেয় যে, ইহা বছরা নগরীতে ফেরত দিতে হইবে, তবে তাহ জয়েয হইবে না। ইহা মাকরূহ হইবে। তবে যদি এইরূপ শর্ত না করিয়া করজ দেয়, তারপর করজদাতা বলে যে, ইহা আমাকে অন্য শহরে আদায় করিতে হইবে। অথবা করজ গ্রহীতা যদি বলে, আমি এই করজকৃত বস্তু অন্য শহরে আদায় করিব, তবে তাহা জায়েয হইবে। মুনতাকা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, কেহ কাহাকেও বলিল যে, তুমি আমাকে এই শর্তের উপর একহাজার দেরহাম করজ দাও। আমি তোমার নিকট আমার এই যমিন গচ্ছিত রাখিব এবং তুমি উহাতে কৃষি করিবে, যতদিন পর্যন্ত আমি তোমার দিরহাম পরিশোধ না করি। এইকথার উপর কর্জদাতা ঐ যমিনে কৃষি করিতে লাগিল, ইহা মাকরূহ হইবে। মুহীত কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি কাহাকেও বোখারা শহরে বোখারী দিরহাম করজ দিল। তারপর করজদার ব্যক্তি করজদাতার সাথে এমন সাক্ষাত হল যেইখানে করজ গ্রহীতা এইরূপ দিরহাম দ্বারা কর্জ পরিশোধ করিতে সক্ষম নহে। তবে ইমাম আবু

www.nagorikpathagar.org

ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এইক্ষেত্রে আন্দাজ অনুমান করতঃ বোখারা শহরের দিরহামের সাথে সমতা রক্ষা করিয়া ঐ শহরের দিরহাম দ্বারা করজ পরিশোধ করিবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও এই মতে পোষণ করিতেন। কিন্তু কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এই হুকুম তখন হইতে যখন উভয়ের মধ্যে এইরূপ শহরে সাক্ষাত হয়, যেখানে বোখারার দিরহাম প্রচলিত আছে কিন্তু পাওয়া যায় না। আর যদি তাহাদের মধ্যে এইরূপ শহরে সাক্ষাত হয় যেইখানে বোখারার দিরহাম প্রচলিত নাই, সেইখানে তথাকার দিরহাম দ্বারা করজ আদায় করিলে জায়েয হইবে না; বরং সেইক্ষেত্র বোখারায় প্রদত্ত দিরহামের আন্তর্জাতিক মূল্য সাব্যস্ত করতঃ অন্য বস্তু দ্বারা করজ আদায় করিয়া দিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

যদি কোন খৃষ্টান ব্যক্তি অন্য কোন খৃষ্টান ব্যক্তিকে শরাব করজ দেয়। তারপর করজদাতা মুসলমান হইয়া যায়, তবে শরাবের করজ রহিত হইয়া যাইবে। আর যদি করজ গ্রহীতা মুসলমান ইয়া যায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হইতে এক বর্ণনা মতে করজ রহিত হইয়া যাইবে। আর অন্য বর্ণনা মতে, ঐ ব্যক্তির উপর শরাবের মূল্যে ওয়াজিব হইবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও এই মত পোষন করিতেন। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। কোন ব্যক্তি ওজনীয় অথবা পরিমাপযোগ্য বস্তু করজ গ্রহণ করিল। তারপর বাজারে ঐ বস্তুর আমদানী স্থগিত হইয়া গেল। তবে এইক্ষেত্রে করজদাতাকে করজ পরিশোধের জন্য সময় প্রদান করিতে মজবুর করা যাইবে যখন পর্যন্ত না ঐরূপ পণ্য শস্য পাকে। ইমাম আজম (রহঃ) এইরূপ মত পোষণ করিতেন এবং ইহাই পছন্দনীয় মত এবং ফতোয়াও ইহারই উপর। মোখতারুল ফতোয়া কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তির উপর কাহারও উৎকৃষ্ট মানের দিরহামের করজ ছিল। তারপর যদি করজ গ্রহীতা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের দিরহাম দ্বারা অথবা মধ্যম মানের দিরহাম দ্বারা করজ পরিশোধ করে এবং উহা গ্রহণ করিতে করজদাতা রাজী থাকে, তবে তাহা জায়েয হইবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নিকৃষ্ট মানের দিরহাম দ্বারা করজ লেনদেন করা মাকরূহ হব। তবে যদি লেনদেন হইয়া যায় তাহা হইরে করজ গ্রহীতার উপর ঐরূপ দিরহাম দ্বারাই করজ শোধ করা ওয়াজিব হইবে।

যদি নিকৃষ্ট মানের দিরহামের প্রচলন দেশে বন্ধ হইয়া যায়, তবে সেইক্ষেত্রে ঐরূপ দিরহামের করজ গ্রহণকারী উহার মূল্য দ্বারা করজ শোধ করিবে। কোন ব্যক্তি কাহার ও নিকট হইতে এইরূপ শহরে কিছু খাদ্যদ্রব্য করজ লইল যেইখানে ঐরূপ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য খুবই কম। তারপর করজ গ্রহতা অন্য কোন শহরে করজদাতার সাথে সাক্ষত করিল, যেখানে ঐরূপ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অধিক। তারপর করজ গ্রহীতা করজদাতার নিকট এই ব্যাপারে তাহার হক তলব করিল এবং তাহাকে পাকড়াও করিল, তবে তাহার এইভাবে পাকড়াও করার ইখতিয়ার থাকিবে না। এইক্ষেত্রে করজ গ্রহীতাকে হুকুম দেওয়ার যাইবে যে, তুমি করজদাতাকে ঐ শহরে গিয়া করজকৃত খাদ্যদ্রব্য আদায় করিয়া দাও যেই শহরে তুমি উহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি কাহাকেও এক হাজার দিরহাম করজ দিল এবং করজ গ্রহীতা ব্যক্তি কব্জা করিয়া লইল। অতঃপর করজ গ্রহীতা করজদাতাকে বলিল যে, তুমি আমকে যেই দিরহাম দিয়াছ তাহা দীনারের বদলে বিক্রি কর। তখন যদি কর্জদাতা কাহারও নিকট দীনারের বদরে মূল্য ধার্য করিয়া উহা বিক্রি করে এবং সেই মূল্য দ্বারা করজ গ্রহীতা করজ পরিশোধ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে ইহা জায়েয হইবে।

অতঃপর করজ গ্রহীতা তাহার করজের দিরহাম যদি নিকৃষ্টমানের দেখিতে পায়, তবে তাহা ফেরত দিত পারিবে না এবং দিরহামের আয়েবজনিত লোকসানের মূল্যও আদায় করিতে পারিবে না। যদি করজদারের উপর দীনার অথবা পয়সার করজ থাকে এবং সে উহা দিরহামের বদলে কিনে, তারপর ঐ করর্জে বস্তুগুলি নিকৃষ্টমানের দেখিতে পায়, তবে এইক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত হুকুম হইবে যাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

খোলাছাহ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কব্জা করার পূর্বে কর্জকৃত মালের মধ্যে তাছারুফ করা ছহীহ হইবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। কোন ব্যবসায়ী গোলাম, মুকাতিব, পুত্র এবং বেঅকুফের কর্জ লেনদেন জায়েয হইবে না। যদি কেহ পুত্র অথবা বেঅকুফের কর্জ দেয় এবং সে উহা খোয়াইয়া ফেলে, তবে তাহার উপর জেমান হইবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল এইরূপ। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ৯রহঃ) বলেন যে, যাহা সে খোয়াইয়া ফেলে তাহার জামিন হইবে এবং ইহাই ছহীহ মত।

যদি কেহ এইরূপ গোলাম কর্জ দেয় যাহাকে ব্যবহার করা ইতে মালিক বাধা দেয় এবং সে উহাকে খোয়াইয়া ফেলে, তবে তাহার নিকট হইতে বদলা আদায় করা যাইবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, তৎক্ষণাত তাহার নিকট হইতে বদলা আদায় করা যাইবে। যেমন গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। যদি কর্জদাতা নিজের বস্তু কাহ-রও নিকট দেখিতে পায়,তবে সেই তাহার হকদার হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলে যে, তুমি আমার জন্য অমুকের নিকট হইতে দশ দেরহাম কর্জ লও এবং সে কর্জ লইয়া কব্জা করিয়া লয় আর বলে যে, আমি ঐ দেরহাম হুকুমদাতাকে দিয়া দিয়াছি, তবে এই মাল উক্ত উকীল ব্যক্তির উপরই কর্জ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বাহকের নিকট নিজে চিঠি লিখিয়া কাহারও নিকট প্রেরণ করে যে, তুমি আমাকে এই পরিমাণ দেরহাম পাঠাইয়া দাও, তোমার এইদেরহাম আমার উপর কর্জস্বরূপ থাকিবে। চিঠি পাইয়া যদি সেই ব্যক্তির নিকট দেরহাম পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে আবু সোলায়মান (রহঃ) আবু ইউসুফ (রহঃ) হইত বর্ণনা করিয়াছেন যে, এইক্ষেত্রে উহা হুকুমদাতার মাল হইবে না যখন পর্যন্ত না উহা তাহার নিকট পৌছে। যদি কোন ব্যক্তি কাহারুও নিকট এই বলিয়া নিরেজ দূত পাঠায় যে, আমাদে দশ দেরহাম কর্জ পাঠাইয়া দাওর প্রাপক বলে যে, আচ্ছা এবং সে ঐ দূতের নিকট দেরহাম পাঠাইয়া দেয়, তবে যদি ঐ ব্যক্তিএকরার করে যে, আমার দূত ঐ দেরহামের উপর কব্জা করিয়াছে, তবে সেই ব্যক্তি ঐ দেরহামের জামিন ইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কেহ কহাকেও এইজন্য প্রেরণ করে যে, অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে একহাজার দিরহাম করজ আন এবং সেই ব্যক্তি উহাকে কর্জ দিয়া দেয়। আর কর্জের বউ উহার নিকট হালাক হইয়া যায়। তবে যদি ঐ প্রেরিত ব্যক্তি এইরূপ বলে যে, অমুক প্রেরকে কর্জ দেওয়া হইয়াছে, তবে সেইক্ষেত্রে প্রেরকের দেরহাম হালাক হইবে এবং তাহারই উহার জেমান দিতে হইব। আর যদি প্রেরিত ব্যক্তি এইরূপ বলে যে, তুমি আমাকে কর্জ দিয়াছ অমুক প্রেরখ ব্যক্তির জন্য, তবে সেইক্ষেত্রে খোয়া যাওয়া দিরহামের জেমান ঐ প্রেরিত ব্যক্তির উপর বর্তিবে। এইক্ষেত্রে উল্লেখ এই যে, কর্জ দেওয়ার ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করা জায়েয আছে এবং কর্জ নেওয়ার ব্যাপারে জায়েয নাই এবং কর্জ লওয়ার ক্ষেত্রে দূত প্রেরণ করা হুকুমদাতার জন্য জায়েয আছে। আর যদি কর্জ লওয়ার উকীল দূতের অনুরূপ বাক্য বরে, তেবএই কর্জহুকুমদাতার জিম্মায় হইয়া যাইবে। আর যদি উকীলের ন্যায় বলে এইভাবে যে, সে নিজের দিকে কর্জেরসম্পর্ক করে, তবে সে নিরে জন্যই কর্জ গ্রহণকারী হইয়া যায় এবং যাহা সে কর্জ লয় তাহা তাহারই হইয়া যায়। এইক্ষেত্রে তাহার ইখতিয়ার থাকে যে, নিজের মুয়াক্কিলকে সে কর্জের বস্তু না দেয়।

আর যদি মুয়াক্কিল কোন বস্তু তাহাকে এইজন্য দেয় যে, উহা রেহান রাখিয়া দেয়, তবে উকীল নিজের কর্জের বদলে রেহানদাতা হইয়া যাইবে এবং ঐ রেহানের জামিন ইবে না। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি দশ রেহাম কর্জ তলব করিল এবঙ নিজের গোলামকে পাঠাইয়া দিল যে, উহা কর্জদাতার নিকট হইতে নিয়া আস। তারপর কর্জদাতা বলিরল যে, আমি ঐ দেরহাম উক্ত গোলামকে দিয়াছি। গোলাম তাহা একরার করিল এবং বলিল যে, উহা আমি আমার নিজের মালিককে দিয়া দিয়াছি। মালিক গোলামের দশ দিরহামের কব্জা করা অস্বীকার করিল। তবে এইক্ষেত্রে মালিকের কওল গ্রহণযোগ্য হইবে এবং তাহার উপর কিছু লাযেম আসিবে না এবং

করজদাতা এইক্ষেত্রে গোলাম হইতেও কিছু লইতে পারিবে না। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবের বিবরণ। কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে এক কুর গম কর্জ লইল এবংকরজ দাতাকে বলিল যে, উহা আমার যমিনে বপন করিয়া দাও। তবে এই কথায় তাহার কর্জ ছহীহ হইয়া যাইবে এবং কর্জ গ্রহণকারীর মালিকানায় ঐ গম পৌছিয়া যাওয়ার সে উক্ত গমের উপর কব্জাকারী হইয়া যাইবে। ইহা তাওারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কিছু দিরহাম করজ লইল। তারপর করজদাতা ঐ ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিলে সে বলিল যে, এই দিরহাম তুমি দরিয়ায় নিক্ষে পকর। তাহার কথা মত কাজ করিলে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কজ্ গ্রহণকারীর উপর কিছু লাযেম হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে কিতাবের বিবরণ। যদি এইরূপ শর্তের উপরে কেহ কাহাকেও করজ দেয় যে, অমুক ব্যক্তিজামিন থাকিবে, তবে কর্জ দেওয়ার ক্ষেত্রে এইরূপ জামিন করা জায়েয হইবে। চাই অমুক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক এবং সে এইরূপ জামিন ইতে রাজী থাকুক বা না থাকুক। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি একরার করিয়া বলিলযে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে একহাজার নিকৃষ্টমানের অথাব মধ্যমমানের দেরহাম কর্জ লইয়া খরচ করিয়াছি। আর কর্জদাতা বলিল যে, উহা উৎকৃষ্টমানের দেরহাম ছিল। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এইক্ষেত্রে কর্জ গ্রহণকারীর কওল গ্রহনযোগ্য হইবে, যদি সে নিকৃষ্টমান অথবা মধ্যম মান কথাটি একই সাথে মিলাইয়া বলে। আর যদি থামিয়া বরে, তবে তাহার কওল গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

এক ব্যক্তির এক কুর নির্দিষ্ট গম খরিদ করিল। তারপর সে বিক্রেতাকে বলিল যে, আমাকে এক কফীজ গম কর্জ দাও এবং উহা আমার ক্রয়কৃত গমের সাথে মিলাইয়া দাও। বিক্রেতা বা কর্জদাতা তদ্রূপই করিল অর্থাৎ সে বিক্রিকৃত গমের সাথ কর্জ প্রদত্ত গম অথবা কর্জ প্রদত্ত গমের সাথে বিক্রিকৃত গম মিলাইয়া দিল। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বরেন যে, ইহাতে ঐ ক্রয়কারী বা কর্জ গ্রহণকারী তাহার উভয় পন্থায় গ্রহীতা গমের উপর কব্জাকারী হইয়া যাইবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হইতেও এইরূপই বর্ণিত আছে। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যেই বস্তুর কর্জ গ্রহণ করা জায়েয আছে, উহার ধার গ্রহনও জায়েয আছে এবং যেই বস্তুর কর্জ গ্রহণ করা জায়েয নাই তাহার ধার গ্রহনও জায়েয নাই। ইহা মুহীতে সুরুখসী কিতবে বর্ণিত আছে। কাহারও উপর কোন ব্যক্তির একহাজার দেরহাম কর্জ আছে। তারপর করজদার কজ্দাতাকে কিছু দীনার দিয়া বলিল যে, ইহা বিক্রি করতঃ উহা হইতে নিজের হক নিয়া নাও সে তাহা নিয়া নিল এবং উহা তাহার নিকট খোলা গেল, কিন্তু তখনও সে ঐ দীনার বিক্রি করে নাই। তবে এইক্ষেত্রে করজদার ব্যক্তির মাল যাইবে। আর যদি সেই ব্যক্তি দীনার বিক্রি করিয়া দিরহামের উপর কব্জা করিয়া লয়, তারপর উহা খোয়া যায় যে, তবে সেইক্ষেত্রে তাহার নিজের মাল যাইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখান কিতাবের বিবরণ।

একত্রিশতম পরিচ্ছেদ
মাকরূহ এবং ফাসেদ বিক্রির মাসায়েল

উল্লেখ্য যে, যেই আতিয়ার ব্যাপারে অনুমতি আসিয়াছে তাহা আতিয়াহস্বরূপ ক্রয়-বিক্রয় নহে। উহার তারীফ এই যে, কোন ব্যক্তি নিজের বাগের একটি খুরমা গাছ কাহাকেও হেবা করিল। তারপর প্রত্যহ ঐ ব্যক্তির বাগনে আসা যাওয়া করার এবং তাহার সন্তান সন্ততির আনা গোনার ফলে বাগানের মালিকের অস্বস্তি দেখা দিল। তবে তাহার মনে ইহাও ভাল মনে হল না যে, সে তাহার হেবা প্রত্যাহার করতঃ ওয়াদার খেলাফ করে; সুতরাং সে এ ব্যক্তিকে বৃক্ষের ফল তাহার নিজের পাড়িয়া নেওয়ার বদরে গাছের ফলের আন্দাজ করিয়া ঐ পরিমাণ ফল তাহাকে দিতে লাগিল। এইরূপ

করা জায়েয আছে। ইহা মবসূত কিতাবের বিবরণ। যেই আতিয়ার ব্যাপারে শরীয়তে নিষেধ আসিয়াছে, তদসম্পর্কিত বর্ণনার মধ্যে মাশায়েখগণ মতভেদ করিয়াছেন। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, উহাতে ছুরত এইরূপ ঃ যেমন কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি কাহারও নিকট গিয়া দশ দিরহাম করজ চাহিল এবং করজদাতা তাহাকে করজ দিতে আগ্রহ করিল না; বরং বলিল যে, করজ দেওয়া আমার উপর সম্ভব নহে। তবে যদি তুমি এই কাপড়খানা নিতে চাহ তবে বার দিরহামে ক্রয় করিয়া নিতে পার। বাজারে ইহার মূল্য বিশ দিরহাম আছে। করজ গ্রহণকারী যদি তাহাতে রাজী হইয়া যায় এবং করজদাতা তাহার নিকট উহা বার দিরহাম মূল্য বিক্রি করে, তারপর করজ গ্রহীতা উহা বাজারে নিয়া দশ দেরহাম মূল্যে বিক্রি করে এবং এই কারবারে ঐ কাপড়ের মালিকের দুই দিরহাম মুনাফা হাছিল হয়। আর ঐ করজদার ব্যক্তির দশ দিরহাম হাছিল হয়।

আর কোন কোন মাশায়েখ বলে যে, উহার অর্থ এইরূপ যে, উভয় ব্যক্তি কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে মধ্যে রাখিবে, তারপর করজদাতা নিজের কাপড় করজ গ্রহণকারীর নিকট বার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করত ঃ তাহাকে সোপর্দ করিয়া দিবে। অতঃপর করজ গ্রহীতা উহা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দশ দিরহাম মূল্যে বিক্রি করতঃ তাহাকে সোপর্দ করিয়া দিবে। তারপর তৃতীয় ব্যক্তি এ কাপড় কাপড়ের মালিকের নিকট দশ দিরহাম মূল্যে বিক্রিয় করতঃ তাহাকে সোপর্দ করিয়া দিবে এবং দশ দেরহাম তাহার নিকট হইতে লইয়া লইবে। আর ঐ দশ দিরহাম কর্জ তলবকারীকে দিয়া দিবে। তাহাতে করজ তলবকারীর দশ দিরহাম মিলিবে এবং কাপড়ের মালিকের তাহার উপর বার দিরহাম করজ হইয়া যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এইরূপ আতিয়াহ জায়েয আছে এবং এইরূপ আমলকারীর ছওয়াব মিলিবে। ইহা মোখতারুল ফতোয়া কিতাবে উল্লেখ আছে। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় যাহা আমাদের যমানার লোকগণ সুদ লওয়ার হীলা বাহির কতরঃ উহা জারী করিয়া উহার নাম বায়'উল ওফা রাখিয়াছে। ইহা মূলতঃ রেহান হইয়া থাকে এবং ঐ ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তু ক্রেতার নিকট এইরূপ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে বা ঐ বৃক্ষ নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে সে উহার জামিন হইয়া থাকে। ইচ্ছা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। সাইয়্যেদ আবু শুজা সমরকন্দী (রহঃ) ইহারই উপর ফতোয়া দিয়াছেন। কাজী আলী সাগদী বোখারী (রহঃ) ও ইহার উপর ফতোয়া প্রদাণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু ইমামও ইহাদের সাথে একমত পোষণ করিয়াছেন। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

মাসয়ালার ছুরত এই যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলিল যে, আমি তোমার নিকট এই মুঈন বস্তু তোমার ঐ দায়ের বস্তুর বদলে বিক্রি করিলাম এবং এই শর্তে যে, যখন আমি করজ আদায় করিয়া দেই তখন এই বস্তু আমার হইবে অথাব বিক্রেতা এইরূপ বলে যে, আমি তোমার নিকট এই বস্তু এই পরিমাণ মূল্যে এই শর্তে বিক্রি করিলাম যে, যখন আমি তোমাকে মূল্য দিয়া দিব তখন তুমি এই বস্তু আমাকে ফেরত দিবে। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে এবং ছহীহ এই যে, যখন উভয়ের মধ্যে আকদ হয় আর যদি ঐ আকদের শব্দ বায়ে রূপে ব্যবহৃত হয় তবে উহা রেহানস্বরূপ হইবে না। তারপর দেখা যাইবে যদি তাহারা ঐ ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে কোন ত্রুটিযুক্ত শর্তের উল্লেখ করে, তবে বায়ে ফাসেদ হইবে। আর যদি তদ্রূপ শর্ত উল্লেখ না করা হয় বরং বায়ে শর্তুল ওফা অথবা বায়ে জায়েয উচ্চারণ করা হইলেও উহা বায়ে ফাসেদ হবে। আর যদি বায়ে'র অর্থাৎ আজুবী বায়ে'স্বরূপ হয় তাহা হইলেও উহা বায়ে' ফাসেদ হবে। আর যদি বায়ে'র মধ্যে কোনরূপ শর্ত না করা হয় তারপর ওয়াদা হিসাবে শর্তকে উল্লেখ করা হয় তবে তাহা বায়ে জায়েয হবে এবং ওয়াদা পুরা করা লায়েম হইবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

নাফিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, শায়েখ (রহঃ) এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, একব্যক্তি নিজের গৃহ নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে কাহারও নিকট বায়ে'ওফার মাধ্যমে বিক্রি করিল। তারপর উভয়ে নিজ নিজ বস্তু কব্জা করিয়া লইল।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে ঐ গৃহ বিশুদ্ধ ইজারার শর্তের সাথে ইজারাহ লইল এবং উহার উপর কব্জা করিয়া লইল এবং এই অবস্থায় কিছুদিন অতীত হইয়া গেল। এইক্ষেত্রে উহার উপর ঐ গৃহের উজরত আদায় করা লাযেম হইবে কিনা? শায়খ (রহঃ) জবাবে বলিয়াছেন যে, লাযেম হইবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি নিজের আঙ্গুরের বাগান বায়ে' ওফার মাধ্যমে কাহারও নিকট বিক্রয় করিল। তারপর উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর উপর কব্জা করিয়া লইল। অতঃপর ক্রেতা তাহার ও নিকট উহা অকাট্য বিক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রয় করত ঃ সোপর্দ করিয়া দিল এবং সে গায়েব হইয়া গেল। তবে এইক্ষেত্রে প্রথম বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে দ্বিতীয় ক্রেতার সাথে দরবার করতঃ নিজের বাগান ফেরত লইয়া লয়। আর যদি প্রথম বিক্রেতা এবং উভয় ক্রেতা মরিয়া যায় এবং তাহদের প্রত্যেকের ওয়ারিছ বর্তমান থাকে তবে বিক্রেতার ওয়ারিছদের ইখতিয়ার থাকিবে যে, দ্বিতীয় ক্রেতার ওয়ারিছদের নিকট হইতে উহা ছাড়াইয়া লয়। আর দ্বিতীয় ক্রেতার ওয়ারিছ ঐ মূল্য যাহা দ্বিতীয় ক্রেতা আদায় করিয়াছ উহার বিক্রেতার ত্যাজ্য বস্তু হইতে তাহার ওয়ারিছদের কব্জা হইতে নিয়া নিতে পারে।

প্রথম ক্রেতার ওয়ারিছ উহা বিক্রেতার ওয়ারিছদের নিকট হইতে নিয়া গিয়া নিজের মুরাছের করজের বদলে আটক করিতে পারে যখন পর্যন্ত না বিক্রেতার ওয়ারিছ উহার করজ আদায় করে। ইহা জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে বর্ণিত আছে। ফতোয়ায়ে আবুল ফজল কিতাবে উল্লেখ আছে যে, একটি আঙ্গুরের বাগান একটি পুরুষ এবং একটি মহিলার কব্জায় আছে। ঐ আওরাত তাহার নিজের অংশ পুরুষটির নিকট এই শর্তে বিক্রি করিল যে, যখন এ আওরাত মূল্য নিবে তখন পুরুষটি উহার অংশ তাহাকে ফেরত দিবে। তারপর পুরুষটি নিজের অংশ বিক্রি করিল। তবে এইক্ষেত্রে মহিলার উহাতে হক্কে শোফা' থাকিবে কিনা? শায়েখ (রহঃ) ল যে, যদি এই ক্রয়-বিক্রি বায়ে'ওফা হয়, তবে উহাতে মহিলার হক্কে শোফা' থাকিবে , চাই ঐ আওলাদের অংশ তাহার নিজের কব্জায় থাকুক অথবা, ঐ পুরুষের কব্জায় থাকুক। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, বায়ে' ওফা এবং বায়ে' মোআমেলাহ একই বস্তু। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। তালজিয়াহ একরূপ আকদের নাম যাহা কোন কারণবশতঃ হইয়া থাকে। উহার ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর মালিক হয় না বরং যেন এমনি উহা তাহাকে দিয়া দেওয়া হয়। ইহার তিনটি ছুরত আছে।একটি হইল তালজিয়াহ নফসে বায়ে'র মধ্যে হয়। যেমন বিক্রেতা কোন ব্যক্তিকে বরে যে, নাম প্রকাশ করিবে যে, আমার গৃহ তোমার নিকট বিক্রি করিয়া দিয়াছি। মূলত ঃ ইহা ক্রয় বিক্রয় হইবে না এবঙ বিক্রেতা এি বিক্রয়ের উপর সাক্ষী করিয়া রাখে, তারপর প্রকাশ্যে সে বিক্রি করে। এইরূপ বিক্রি করা বাতিল হইবে। দ্বিতীয় ছুরত হইল, তালজিয়াহ মূল্য অথবা ক্রয়-বিক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে হয়। যেমন গোপনে ক্রেতা বিক্রেতা এই কথার উপর একমত হইয়া যায় যে, বস্তুর মুল্য এক হাজার দিরহাম। প্রকাশ্যে উহা দুই হাজার দিরহাম ধার্য করা হয়। তবে এইক্ষেত্রে এই বস্তুর মূল্য তাহাই হইবে যাহা গোপনে উভয়ের মধ্যে ধার্য হইয়াছে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেনে য, মূল্য তাহা হইবে যাহা প্রকাশ্যে প্রকাশ করা হয়। আর তৃতীয় ছুরত হইল যে, গোপনে উভয়ে একমত হইয়া যায় যে, বস্তুর মূল্য এক হাজার দিরহাম কিন্তু প্রকাশ্যে তাহারা একশত দীনার মূল্যে ক্রয় বিক্রির কথা প্রচার করে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বরেন যে, কিয়াস অনুসারে এইরূপ আকদ বাতিল ইয়া যাইবে এবং এস্তেহসানান একশত দীনার মূল্যে বিক্রি ছহীহ ইবে। ইহা হাবী কিতাবের বিবরণ।

অধ্যায়
বিচারকের আদবের মাসায়েল
প্রথম পরিচ্ছেদ
আদব ও কাজার অর্থ এবং উহার প্রকার ও শর্ত

উল্লেখ্য যে, মানুষের সাথে ব্যবহার, আচরণ এবং কাজ কারবারে নিজেকে উত্তম চরিত্র এবং সুন্দর স্বভাব প্রকৃতি দ্বারা ভূসিত করার নাম আদব। শরীয়তের দৃষ্টিতে কাজীর জন্য উত্তম কাজ হইল, ন্যায়-নিষ্ঠার প্রসার করা, জুলুম অনাচার দূর করা , হক ও সত্যের সীমাতিক্রম না করা, হদুদে শরীয়ত হেফাজাত করা এবং সুন্নত তরীকার উপর চলার অভ্যাস করা। কাজা শব্দের আভিধানিক অর্থ এলযাম, আখবার, ফারাগ এবং তাকদীর যে অর্থ প্রকাশ করে, আর শরীয়তের পারিভাষিখ অর্থে কাজা ঐ কওলকে বলে, যাহা বেলায়েতে আম্মাহ অর্থাৎ সাধারণ বেলায়েতের হক হইতে উদ্ভূত হয়। উহা ইখতিয়ার করা লাযেম হইয়া থাকে। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। আসর কথা এই যে, কাজী হইল ফরজিয়্যায়ে মাহকামা এবং সুন্নতে মাকজিয়্রাহ যাহা ছাহাবায় কিরামএবং তাবেয়ীনদের কৃত এবং সলফে ছালেহীন উহার উপরে চলিয়াছেন। তবে উহার ফরজিয়ত হইল ফরজে কেফায়া। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ

কাজার প্রকারভেদ

কাজা পাঁচ প্রকার। একটি এই যে, যাহা ইখতিয়ার করা ওয়াজিব। তাহা হইল, কোন খাছ ব্যক্তির উহার জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাওয়া। দ্বিতীয়টি মুস্তাহাব। উহা হইল, উহার অন্য লোকও আছে কিন্তু এই ব্যক্তি তদপেক্ষা উত্তম। তৃতীয় হইল, মুখাইয়্যির। ইহা এই যে, এই ব্যক্তি এবং অন্য ব্যক্তি উভয়ে ইহার জন্য যোগ্য বরং দুরস্তীর মধ্যে সমান। তবে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে যে, চাহিলে কুবল করে, চাহিল কবূল না করে। চতুর্থ মাকরূহ। উহা এ যে, এই ব্যক্তি উহার যোগ্য কিন্তু অন্য ব্যক্তি তদপেক্ষা যোগ্যতর। পঞ্চমটি হারাম। ইহা এই যে, নিজে নিজেকে এই কাজের জন্য অক্ষম ও দুবর্ল মনে করে এব অনুপযুক্ত বাবে। এইরূপে যে, সে নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানে যে, তাহার নফস প্রবৃত্তির পায়রবীকরে, যদিও অন্য লোক তাহা অবগত নয়। তবে এইরূপ লোকের জন্য কাজা কবুল করা হারাম হইবে। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে। কাজীর বেলায়েত হয় না, যখন পযৃন্ত না তাহার মধ্যে আওছাফে (গুণাবলী) শাহাদাত না আসে। ইহা হেদায়া কিতাবের বিবরণ।

অর্থাৎ, সে মুসলমান হইবে মুকাল্লাফ হইবে, আযাদ হইবে চক্ষুষ্মান হইবে, হদ্দে কজফমুক্ত হইবে, বোবা গোঙ্গা, বধির না হইতে ইবে। বিশুদ্ধতর এই যে, এই অবস্থায় কাজীর বেলায়েত জায়েয হইবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবে বর্ণিত আছে। কাজীর মুজতাহেদীনদের শামিল হইতে হইবে। বিশুদ্ধ মত এই যে, মুজতাহিদ উলুয়িয়াতের জন্য খশর্ত। ইহা হেদয়া কিতাবে উল্লেখ আছে। যদি কাজী অজ্ঞ হয় অর্থাৎ যদি মুজতাহিদ না হয় এবং অন্যেল ফতোয়ার উপর বিচার মীমাংষা করে,তবে তাহা জাযেয ইবে। কিন্তু জাহেল ব্যক্তিকে কাজী নিয়োগ করা উচিত নহে। আমার নিকট আদালাত অর্থাৎ ন্যায়-নিষ্ঠা কাজীর পদ গ্রহণ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত নহে। তবেউহাতে কামা-লিয়াতের জন্য উহা শর্ত। সুতরাং ফাসেদ ব্যক্তির ঐ পদ গ্রহণ করা জায়েয এবং হদুদে শরীয়তের সীমালজ্ঞন না করা পর্যন্ত তাহার কাজা জরী হইবে। তবে ফাসেদ ব্যক্তিকে কাজী পদে নিয়োগ না করা উচিত। ইহা বাদায়ে কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কোন ব্যক্তিকে কাজী করা হয়, সে আদেল ছিল, কিন্তু পরেয দি সে ফাসেদ হয়, তবে সে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য হইয়া যায়, কিন্তু সে পদচ্যুত হইয়া যায় না। সাধারণ মাশায়েখগণ এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বাদশাহর উপর

www.nagorikpathagar.org

ওয়াজিব ইবে যে, সে তাহাকে বরখাস্ত করিয়া দেয়। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য যদি বাদশাহ এইরূপ শর্ত করিয়া দেয়, যে কাজী ফেসকলিপ্ত হইলে বরখাস্ত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ সে ফাসেদ ইরে তাহার আর এ পদ থাকিবে না। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

কাজীর পদ গ্রহণ করা অদেল ও জালেম উভয় প্রকার বাদশাহর তরফ হইতে জায়েয আছে। কিন্তু জালেম বাদশাহর পক্ষ হইতে কাজীর পদ গ্রহণ করা ঐ সময় জায়েয হইবে, যখন কাজী ন্যায় বিচার করিতে পারে এবং জালেম বাদশাহ উহাকে খারাপ দৃষ্টিতে না দেকেএবং কাজীর হুকুম আহকাম জারী করার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধাবিপত্তি সৃষ্টি না করে। আর যদি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয় এবং জালেম বাদশাহ কাজীর ন্যায় বিচারকে খারাপ দৃষ্টিতে দেকে অথবা কাজীকে স্বাধীনভাবে তাহার হুকুম আহকাম জারী করিতে না দেয়, তবে সেক্ষেত্রে জালেম বাদশাহর অধীনে কাজীর পদ গ্রহণ করা উচিত নহে। কাজীর পক্ষে অন্যায় আত্যাচারে জালেম বাদশাহর অনুগত ও বাধ্যগত থাকা উচিত নহে।

মোলতাকাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যে হাকীমের তরফ হইতে কাজীর পদ গ্রহণ করা হয়, তাহার মুসলমান হওয়ার শর্ত নহে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। বাগী অর্থাৎ সরকার বিরোধী ব্যক্তির পক্ষ ইতে কাজীর পদ গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেমন নাকি আছল কিতবে খাওয়ারেজের পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, যদি বাগী ব্যক্তি কোন শহরের উপর কব্জাকারী হইয়া যায় এবং সে কাজী নিয়োগ করে, তবে তাহা গ্রহণ করা জায়েয হইবে।

তারপর যদি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ঐ শহরের উপর দখলদার হইয়া যায় এবং তাহার কাজীর সামনে পূর্বোক্ত কাজীর কোন ফায়ছালাহ সম্পর্কে মকদ্দমা উপস্থিত হয় তবে যতদূর সম্ভ উহা ন্যায়ের ভিত্রিত হইলে সেই ফায়ছালা জারী রখিবে। আর যদি বিতর্কিত ফায়ছালা হয় এবং কোন ফকীহ উহা সমর্থন করে, তবে তাহাও জারী রাখিবে। কিন্তু ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি বিদ্রোহীদের কাজী কোন ফায়ছালাহ করে তেব আদেল শাসকের কাজী তাহার ঐ ফায়ছালাহ জারী করিবে না। কিন্তুআকজিয়াহ কিতবে বর্ণিত আছে, যে উহা জারি করিবে। যেমন নাকি তিনি বলিয়াছেন যে, বাগী শাসকের কাজী ন্যায়বান শাসেরক কাজীর স্থলাভিষিক্ত। ফাসেক কাজীর সম্পর্কে বিশুদ্ধতর কওল এই যে, সে কাজীহওয়ার সমার্থ্য রাখে। ফকীহ আবুদল্লাইছ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিদ্রোহী শাসক যদি কোন শহরের কাজীপদে কাহাকেও নিয়াগ করে বেং ঐ কাজী কোন ব্যাপারে বির্তকিত ফায়ছালা করে, তারপর অন্য কোন কাজীর নিকট ব্যাপরটি পেশ করা হয়, তবে যদি ঐ ফায়ছালাহ তাহার রাায় অনুরূপ হয় তবে তাহা জারী করিবে। আর রায়ের বিপরীত হইলে বাতিল করিয়া দিবে।

ফতোয়া কিভাবে উল্লেখ আছে যে, বিদ্রোহী শাসকের পক্ষ হইতে কাজীর পদ গ্রহণ করা ছহীহ হইবে এবং বিদ্রোহী শাসকের জয়লাভের ফলেই ন্যায়নিষ্ঠা শাসকের নিযুক্ত কাজী বরখাস্ত হইয়া যায় না। যদি কোন বিদ্রোহী শাসক শহর হইতে ভাগিয়া যায়।, তবে তাহার নিযুক্ত কাজীর ফায়ছালা জারী হইবে না যখন পর্যন্ত না আদেল শাসক ঐ কাজীকে পুনর্বহাল করে। ফতোয়া কিতাব আর বর্ণিত আছে যে, জুমআর নামায এইরূপ বিদ্রোহী শাসকের পিছনে আদায় করা জায়েয হইবে, যাহার প্রতি বাদশাহী কোন ফরমান না থাকে। তবে শর্ত এই যে, যদি সে আমাল অনুরূপ কার্যক্রম চালাইয়া যায় এবং হুকুমতের অলীর অনুরূপ প্রজাদের মধ্যে হুকুম আহকাম জারী করে।

বাগী বা বিদ্রোহী শাসকের পরিচয় জানা দরকার। উল্লেখ্য যে, বিদ্রোহী ঐ ব্যক্তি যে, অন্যায়ভাবে ইমামে বরহকের বিরোধীতা ও অবাধ্যতা করে এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন সমস্ত মুসলমান কোন ব্যক্তির ইমামতের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে, তখন কোন মুসলমানের ঐ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরূপ বহিগৃত হওয়া। তবেএই বিদ্রোহী ও

অনানুগত্যতা যদি এই কারণে হয় যে, আদেল ইমাম ঐ ব্যক্তির উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করে। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ বিদ্রোহী ব্যক্তি বাগীরূপে গণ্য হইবে না বরং এক্ষেত্রে তাহার উপর ওয়াজিব হইবে যে, সে শাসকের জুলুমের প্রতিরোধ করে।

এইক্ষেত্রে সর্বসাধারণের তাহার বিপক্ষে গিয়া শাসকের সাহায্য করা উচিত ইবে নাএকননা তাহা অন্যায় ও জুলুমের সাহায্য করা ইবে এবং তাহরা উক্ত বিদ্রোহী ব্যক্তির পক্ষেও যোগদান করিবে না। কেননা তাহাতে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করিয়া দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হইতে পারে। আর যদি বিদ্রোহীদের অবাধ্যতা উল্লিখিত কারণে না হইয়া এই উদ্দেশ্যে হয় যে, সে নিজে দেশের অলী হওয়া এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষা করে। তাহা হইলে এক্ষেত্রে সে বাগীরূপে গণ্য হইবে। তখন যুদ্ধে সক্ষশ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হইবে যে, তাহারা ইমামুল মুসলিমীনকে সাাহয্য করে এবং বাগী ব্যক্তির স্বপক্ষীয়দেরকে দমন করে। কারণ এই যে, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বাগীদের উপর লানত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সুপ্ত ফেতনা ফাসাদকে যে ব্যক্তি জাগ্রত করে তাহার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যদি বিদ্রোহী লোকগণ কেবলামাত্র মখে বিদ্রোহের কথা বলে, কিন্তু বিদ্রোহের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া আত্মপ্রকাশ না করে। তবে সেক্ষেত্রে ইমামের জন্য তাহাদের মোকাবেলা করা উচিত হইবে না। বর্তমান যুগে আদেল এবং বাগী চেনা দুস্কর কেননা ইহারা সকলেই পার্থিব লালসায় লিপ্তি। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

কাজী নিযুক্ত করা ফরজ কার্য। ইহা বাদায়ে' কিতাবে উল্লেখ আছে। মুসলমানদের জন্য ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং বিশেষ ওয়াজিব। তবে যে ব্যক্তি অধিক আরেফ এবং এই কাজের জন্য বিশেষ যোগ্য এবং অধিক ধৈর্য্যশীল এবং সক্ষম, সেই ব্যক্তিই কাজীপদের জন্য সর্বাধিক উত্তম। কাজী নিয়োগকারীর উচিত যে, শুধু আল্লাহর খুশীর জন্য এই কাজ করে, এবং যে ব্যক্তি যোগ্য তাহাকে কাজার বেলায়েত সোপর্দ করে। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, য ব্যক্তি কোন দায়িত্ব এমন কাহারও উপর সমতর্পণ করে, যদি জনসাধারণের মধ্যেতদপেক্ষা উত্তম রোক থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা , তাঁহার রাসূল ও এবং মুসলিম জমাতের ক্ষতিসাধন করিল। মাশায়েখ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, উমামের উপর মুস্তাহাব এই যে, সে এমন ব্যক্তিকেকাজী নিয়োগ কিরবে, যে ব্যক্তি ধনবার এবং মর্যাদাশীল। তাহা হইলে সে অন্যের মালের প্রতি লিপ্সা করিবেনা। ইহা মুহীতে মুরুখসী কিতাবের বিবরণ।

কাজী ইমাম জাফর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, কাহারও ফতোয়া প্রদান করা উচিত নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আদেল এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদীসের আলেম হয় এবং ইজতেহাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয, সে ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করিবে। তবে যদি কেহ হুকুম বয়ান করে এবং ফতোয়া প্রদান করে তবে তাহা াজয়েয হইবে। যদিও সে তাহা দলীলসহ না জানে। কেননা সে তখন শুধু উহা হেকায়েতস্বরূপ বর্ণনা করিল। যাহা হাদীসের বর্ণনাকারীদের অনুরূপ হয়। তবে বর্ণনাকারীদের জ্ঞান, স্মরণশক্তি, আদালত এবং বুঝশক্তি থাকা শর্ত। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। উছূলীনদের রায় অনুযায়ী মুফতী ব্যক্তি শুধু মুজতাহিদ হয় এবং মুজতাহিদ ব্যতীত অন্য লোক যে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে ইমাম আজম (রহঃ) অথবা অন্যান্য কেন মুজতাহিদ ইমামের কওল হেকায়েতস্বরূপ বর্ণনা কিরবে। তাহা হইলেই মাসয়ালা জিজ্ঞাসাকারী তদনুরূপ আমল করিবে। মুজতাহিদের কওল বর্ণনা করার দুইটি ছুরত আছে। হয়তো সে যাহার নিকট হইতে শুনিয়াছে তাহাকে মুজতাহিদ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে অথবা সে যদি কোন মশহুর কিতাব হইতে ঐ মাসয়ালা পাইয়া থাকে তবে ঐ কিতাবের বরাতসমূহ মুজতাহিদ ইমামের কিতাব পর্যন্ত উল্লেখ করিবে। কেননা ইহাও খবরে মোতওয়াতের অথবা খবরে মশহুরের অনুরূপ। ইমাম বারী (রহঃ) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, আমাদের যমানায় যে সকল অপরিচিত ও অনির্ভরশীল পুস্তকসমূহ পাওয়াযায় এবং যাহা মশহুর বামোতওয়াতের নহে, উহার মাসয়ালা ও আহকামসমূহ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) অথবা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত নহ। হাঁ, তবে যদি ঐ কিতাবসমূহে কোন প্রসিদ্ধ কিতাব যেমন হেদায়া ও মবসুত ইত্যাদির বরাত উল্লেখ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে উল্লিখিত ইমামদের সাথে সম্পৃক্ত করায় দোষের কারণ নাই। ইহা বাহরুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে। ফকীহগণ এই কথায় একমত পোষণ করেন যে, মুফতী ব্যক্তির মুজতাহিদ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইহা জহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। মোলতাকাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, সাধা-রণ মুফতীদের ফতোয়া প্রদানে যদি ভুল অপেক্ষা নির্ভুল বেশী হয়, তবে তাহার ফতোয়া প্রদান করা হালল হইবে। আর যদি মুফতী ব্যক্তি মুজতাহিদ শ্রেণীভুক্ত না হয় তবে তাহার ফতোয়া প্রদান করা হালাল হইবে না। কিন্তু নকল করা বা বর্ণনা করা হিসাবে মুজতাহিদীনের কওল জনসাধারণের নিকট পেশ করিতে পারিবে। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

ফাসেক ব্যক্তি মুফতী হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, ঐরূপ লোক মুফতী হওয়ার যোগ্য নহে। আইনী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ মুতাআখখিরীন শেষোক্ত কওল গ্রহণ করিয়াছেন। মাজমা এবং উহার শরাহ কিতবে উল্লেখ আছে যে, উল্লিখিত কওলের উপরই ইয়াকীন করা চাই। এই কথায় কোন মতভেদ নাই যে, কোন মুফতীর জন্য ইসলাম এবং জ্ঞান থাকা শর্ত। আর কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, মুফতীর জন্য সতর্কতা ও বিচক্ষণতা শর্ত। তাহার জন্য গাফেল না হওয়া চাই। হাঁ, তবে মুফতীর জন্য আযাদ হওয়া অথবা পুরুষ জাতীয় হওয়া, বাকপটু হওয়া শর্ত নহে। অবশ্য গোংগা ব্যক্তির জন্যও ফতোয়া প্রদান করা জায়েব আছে, যখন তাহার ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারা যায়।

যখন কোন ব্যক্তি তাহার নিকট কোন বিষয় প্রশ্ন করে তাহার জবাবে সে শুধু তাহার মস্তক নাড়ায়। আর ঐ মস্তক নাড়ানো দ্বারা সে কি বলিতে চাহে যদি তাহা বুঝিয়া নেওয়া যায় তবে তাহার উপর আমর করা জায়েয আছে। মুফতীর জন্য প্রয়োজন যে, সে রুক্ষভাষী না হয় এবং সহৃদয়তাপূর্ণ কথাবার্তা বরে এবং মুফতী ব্যক্তিকে অবশ্যই ফকীহ এবং স্মরণশক্তি সম্পন্নিতে হইব। ব্যবহার এবং আচরণাদি নেক হইতে হইবে। মোট কথা যে, ব্যক্তি এইসব দিক দিয়া উপযুক্ত এবং ফতোয়া প্রদানের যোগ্য তাহার ফতোয়া প্রদানে ক্ষতির কিছু নাই।

হাকীমের উপর ওয়াজিব এই যে, সে মুফতীদের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ রাখিবে এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে ফতোয়া প্রদানে বিরত রাখিবে। ইহা নাহরুল ফায়েক কিতাবে উল্লেখ আছে। ফতোয়া প্রদানকালীন শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত এই যে, শর্তপ্রার্থীদের মধ্যে এনছাফের সাথে তারতীব ঠিক রাখিবে। এক্ষেত্রে মালদার আমীর উমারা এমন কি শাসক সুলতান ও যদি ফতোয়া লইতে আসে, তবে পরে আসিলে সাধারণ লোকদের উপর তাহাদের অগ্রগণ্যতা প্রদান করিবে না এবং যে ব্যক্তি প্রথম আসিবে তাহার মাসয়ালার জবাব প্রতশ দিবেএবং যে পরে আসিবে,তাহার মাসয়ালার উত্তর পরে দিবে। এক্ষেত্রে মালদার এবং ফকীহদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিবে না।

মুফতীর আদবের মধ্যে একটি এই যে, কোন লোকের লিখিত মাসয়ালা তাজীমের সহিত গ্রহণ করিবে এবং প্রশ্ন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবে। যখন মাসয়ালাটি সম্পূর্ণরূপে তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া যায় তখন তাহার জবাব লিখিবে। কোন কোন লোকের এইরূপ অভ্যাস আছে যে, লিখিত কাগজখানা অন্যের হাতে ফিকিয়া দেয়, ইহা আদবের খেলাফ। বিশেষত ঃ উহাতে আল্লার নাম লিখিতৃ থাকিতে পারে। সেইক্ষেত্রে উহার আদব করা ওয়াজিব হইয়া যায়। মুফতী যখন মাসয়ালার জবাব লিখিবে তখন তাহার উচিত যে, সর্বশেষে আল্লাহু আ'লামু কথাটি লিখিয়া দেয়।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন মাসয়ালা একেতাদী বিষয়ের উপর হয় তবে সেইক্ষেত্রে আহলে সুন্নত অল জামায়াতের এই মাসয়ালায়ে এজমা' হইয়াছে এই কথাটি লিখিয়া দেওয়া উত্তম। জাওয়াহেরে আখলাতী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহুর মু'ফিক অথাব বিল্লাহিত তাওফিক এই কথাগুলি ফতোয়ার জবাবে লিখিয়া দেওয়া ভাল। পূর্বকালে কোন কোন মুফতী মায়সালার কাগজসমূহ কোন স্ত্রীলোক অথবা বালক বালিকাদের নিকট হইতে নিজ হাতে গ্রহণ করিতেন না; বরং তাহাদের শাগরেদগণ ঐসব লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করতঃ মুফতীদের সম্মুখে রাখিয়া দিত। এই সমস্ত কাজ শুধু তা'জীমের লেহাজ করিয়া করা হইত। তবে সর্বাপেক্ষা উত্তমনিয়ম হইল, মুফতী নিজে বিনয়ের সাথে উহা নিজের হাতে গ্রহণ করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারকের পদ গ্রহণ করার মাসায়েল

ইমাম খাছছাফ (রহঃ) আদাবুল কাজী কিতাবে এই সম্পর্কে কতিপয় হাদীস পেশ করিয়াছেন যাহা দ্বারা কাজীর পদ গ্রহণ করা মাকরূহ ছাবেত হইয়াছে। আর কিছু হাদীস তিনি এইরূপ পেশ করিয়াছেন যে, যাহাতে এই পদে গ্রহণে রুখছত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন ছালেহ ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কাজীপদ গ্রহণ করার সমস্ত গুণ ও যোগ্যতা অর্থাৎ যাবতীয় শর্ত মৌজুদ থাকে তবে তাহার কাজা কবুল করা জায়েয হইবে; কিন্তু মাশায়েখগণ এই ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছেন।

কেহ কেহ ইহা মাকরূহ বলিয়াছেন। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ। কেননা হুযুরে পাক (দঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, যেই ব্যক্তি কাজার আপদে জড়িত হইয়াছে, সে যেন ছুরি বা চাকু ব্যতীতই যবেহ হইয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব (রাঃ) হইবে বর্ণিত আছে যে, তাহাকে খলীফার তরফ হইতে কাজী নিয়োগ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা কবুল না করিয়া পাগল সাজিয়া নিজের গৃহে বসিয়া রহিয়াছিলেন। তারপর জনৈক ছাহাবী তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! যদি তুমি কাজা কবুল করিতে এবং ইনসাফের সাথে বিচার মীমাংসা করিতে তবে বড়ই ভাল ছিল। তখন আবুদল্লাহ ইবেন ওয়াহহাব (রাঃ) বলিলেন ওহে! এ তোমার কিরূপ বৃদ্ধি বল! তুমি কি হুযুরে পাক (দঃ) এর এই উক্তি শ্রবণ কর নাই যে, তিনি বলিয়াছিলেন , কাজী ব্যক্তি বাদশাহর সাথে হাশর করিবে এবং আলেম ব্যক্তি নবীদের সাথে হাশর করিবে।

ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কে কাজী পদ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি ঐ পদ গ্রহণে সম্পূর্ণরূপ অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। জরেম বাদশাহ তাহাতে তাহাকে নব্বইটি কোরা মারিয়াছিল। তারপর যখন তাহার প্রাণের আশঙ্কা দেখি দিল তখন বাদশাহ তাহার সহচরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল যে, এখন কি করা যায়? তাহারা তখন তাহাকে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট ঐ পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব পাঠাইতে পরামর্শ দিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইমাম আজম (রহঃ)-কে বলিলেন, যদি আপনি এই পদটি গ্রহণ করিতেন তবে জনসাধারণের অনেক উপকার হইত। উত্তরে ইমাম আজম (রহঃ) বলিলেন , যদি তুমি আমাকে অকুল সমুদ্র পার হইতে বল তবে সেই কাজেও আমি একটি কাজটি অপেক্ষা মনে অধিক সাহস ও বল পাই। অতঃপর তিনি বলিলেন যে, তোমার কথায় আমার মনে হইতেছে, তুমি এই পদ গ্রহণ করিয়া লইয়াছ অথবা গ্রহণ করিতে রাজী আছ। এইকথা বলিয়া তিনি নিজের মস্তক অবনত করিলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি এই ঘটনার পর আর কখনওই ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাত দান করেন নাই। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কেও কাজী পদে নিয়োগ করার জন্য খলীফার তরফ হইতে আহ্বান করা হইয়াছিল এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাহাকে কয়েদ করত ঃ নির্যাতন করা হইল। অবশেষে নিরুপায় অবস্তায় তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা এতাবিয়াহ কিতবে উল্লেখ আছে। ইমাম কুরখী (রহঃ) ইমাম খাছছাফ (রহঃ) এবং ইরাকের ওলামাগণ এই অবস্তার উপরেই বলিয়াছেন যে, যখন পর্যন কাহারও উপর বাধ্যবাধকতা না আসে তখন পর্যন্ত তাহার এই পদ গ্রহণ করা উচিত নহে। আমাদের দেশীয় মাশায়েখগণ বলিয়াছেন যে, যেই ব্যক্তি ছালেহ হইবে এবং এই ব্যাপারে নির্ভয় থাকিবে যে, তাহার দ্বারা কোন জুলুম বা অন্যায় কাজ ঘটিবে না, তবে সেই ব্যক্তির পক্ষে এই পদ গ্রহণে কোন ভয়ের কারণ নাই। আর যেই ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে এইরূপ নিশ্চিত নহে, তাহার পক্ষে এই পদ গ্রহণ করা হইতে্ত দূরে থাকা উত্তম। কিন্তু ছাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনদের অনেকেই মুজবুরি ব্যতীত ও এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যেই ব্যক্তির এই পদ গ্রহণে ভয় থাকিবে, যে তাহার দ্বারা জুলু ও অবিচার সংঘটিত ইবে পারে তাহার জন্য ইহা গ্রহণ করা মাকরূহ হইবে। আর যদি মনে এইরূপ ভয় না থাকে তবে মাকরূহ ইবে না। ইহা কাফী কিতাবে লিখিত আছে। নিয়াবী কিতবে বর্ণিত আছে যে, কাজীর পদ তলব করা অথবা উহা গ্রহণের আকাঙ্খা পোষণ করা উচিত নহে। উহা তলব করার ছুরত এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি আমাকে কাজীর পদে নিয়োগ করুন অথবা এইরূপ বলা যে, যদি ইমাম আমাকে অমুক শহরের কাজী নিয়োগ করিতে চাহেন তবে আমি অবশ্যাই তাহা কবুল করিব। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, যদি লোকদের নিকট হইতে এইকথা ইমামের কানে যায় তবে সে নিশ্চয়ই পদে গ্রহণের জন্য তাহাকে আহ্বান জানাইবে। এই সমস্ত মনোভাব রাখা নিঃসন্দেহের মাকরূহ হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যেই ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে দরখাস্ত বা আবেদন করা ব্যতীত উহা কবুল করে তবে তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই। আর যেই ব্যক্তি ঐ পদ লাভের জন্য দরখাস্ত করে তবে তাহার জন্য ইহা মাকরূহ হইবে। সাধারণ মাশায়েখদের মাযহাব হইল, কাজীর পদ গ্রহণ করা রুখছতস্বরূপ এবং উহা হইতে বিরত থাকা মন্দের ভাল। সিরাজিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গ্রহণ না করাই পছন্দনীয়। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে।

কাজীর পদ অন্তর দ্বারা তলব করিবে না এবং যবানীও নহে; কিন্তু যখন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ পদের জন্র উপযুক্ত না থাকে তখন মুসরমানদের হক আদায় করিবার জন্য এ পদ গ্রহণ করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে এবং অবশ্যই সে তখন উহা কবুল করিয়া লইবে। ইহা শুমনা কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন শহরে এইরূপ কতিপয় লোক থাকে যাহারা প্রত্যেকেই কাজী পদের জন্য যোগ্য সেইক্ষেত্রে যদি তাহাদের কোন একজন এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ কর তবে সে গুনাহগার ইবে না। ইহা মুহীত কিতাবে লিখিত আছে। আর যদি তাহারা প্রত্যেকই অস্বীকৃতি জানায় এমন কি কোন অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়াগ করা হয় তবে সকন্ডে সমভাবে গুনাহলিপ্ত হইবে। ইহা এতাবিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। নিয়াবী কিতবে বর্ণিত আছে যে, কোন শহরে যদি দুইজন লোকঐ দের জন্য উপযুআকে তবে তাহাদের একজন অধিক ফকীহ এবং অন্যজন অধিক পরহেজগার, তবে পরহেজগার ব্যক্তি ফকীহ ব্যক্তি ইতে উত্তম গণ্য হইবে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি বাদশাহ কোন শহরে এমন কোন ব্যক্তিকে কাজী নিয়োগ করে যেই ব্যক্তি এই পদের জন্য উপযুক্ত নহে অথচ ঐ শহরে বহুলোক এমন আছে যে, যাহারা উক্ত পদের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত তবে এইক্ষেত্রে গুনাহ বাদশাহর হইবে। ইহা ইমাম খাছছাফ রচিত শরহে আদাবুল কাজী কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি ঘুষ প্রদান করতঃ কাজী হইয়া যায় তবে ছহীহ এই যে, সে নির্ভরযোগ্য কাজী হইবে না। তাহার হুকুম জারী হইবে না। আর যেই ব্যক্তি রেশওয়াত প্রদান

www.nagorikpathagar.org

পূর্বক অথবা সুপারিশের মাধ্যমে এই পদ লাভ করে এবং সে কোন বিতর্কিত মাসয়ালায় হুকুম প্রদান করে তারপর যদি ঐ মাসয়ালা অন্য কোন কাজীর দরবারে পেশ করা হয় তবে এ কাজী প্রদত্ত হুকুম দেয় তারপর যদি দ্বিতীয় কাজীর রায়ের অনুরূপ হয় তবে তাহা জারী করা যাইবে। আর যদি বিপরীত হয় তবে তাহা বাতির করিয়া দিবে। বিশুদ্ধতর মত এই যে, যেই ব্যক্তি সুপারিশের মাধ্যমে কাজী হয় আর যাহার আপনা হইতে ঐ পদ মিলিয়া যায়, হুকুম জারী হওয়ার ক্ষেত্রে ইহারা উভয়ের সমান হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দলীলের উপর আমল করার জন্য উৎসাহ দেওয়ার মাসায়েল

বিচারকের উচিত যে, সে আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী আমল করে এবং কোরআনের পাকের নাসেখ ও মনসুখ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত থাকে এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বা দ্ব্যর্থবোধক আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে। যদি কোন বিষয় সম্পর্কে কোরআনে পাক হইতে মাসয়ালা উদঘাটন করিতে না পারে সেইক্ষেত্রে হাদীস অনুযায়ী আমল করে। আর যদি ঐ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী হাদীস পাওয়া যায় তবে যেই হাদীস অধিকতর গ্রহণযোগ্য তাহা অবলম্বন করে। কাজীর জন্য ওয়াজিব এই যে, বিভিন্ন প্রকার হাদীসের মধ্যে মশহুর এবং মোতওয়াতের হাদীসসমূহ চিনিয়া এবং জানিয়া লয়। হাদীস বর্ণনাকারীদের মরতবা ও মর্যাদার স্তর সম্পর্কেও অবহিত থাকা চাই। কোন কোন হাদীস বর্ণনাকারী ফিকাহ এবং আদালাতে অতি প্রসিদ্ধ, যেমন চারি খোলাফায় রাশেদাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ). আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), এর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ এবং কোন কোন বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ হুযুরে পাক (সাঃ) এর সার্বক্ষণিক সাহচর্য্য এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির দিক দিয়। তাঁহার হুযুরে পাক (সাঃ) এর যবান হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিতেন, হুবহু অক্ষরে অক্ষরে তাহা স্মরণ রাখিতেন। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া রাসূলে পাক (সাঃ) এর সাহচর্য্যে ছিলেন। যিনি অধিক ফিকাহবিদ ছিলেন, কম ফিকাহবিদের তুলনায় তাঁহার রেওয়ায়েত গ্রহণ করাই অধিক উত্তম।

এইভাবে যিনি বেশী সময় হুযুরে পাক (সাঃ) এর সাহচর্য্যে থাকেন নাই, তাহার তুলনায় যিনি তাঁহার অধিক সাহচর্য্য হাছিল করিয়াছেন, তাঁহার রেওয়ায়েত গ্রহণ করা উত্তম। যদি এমন ঘটনা হয় যে, কোন বিষয়ের উপরে হুযুরে পাক (সাঃ) এর হাদীস পাওয়া যায় না, তবে সেক্ষেত্রে ইজমায়ে ছাহাবার কিরাম (রাঃ) এর উপর আমল করিবে। কেননা এজমায়ে ছাহাবাহর উপর আমল করা ওয়াজিব। যদি কোন ক্ষেত্রে ছাহাবায় কিরাম (রাঃ)-দের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তবে সেক্ষেত্রে নিজে চেষ্টা করত ঃ একের কওলের উপর অন্যের কওলকে গুরুত্ব প্রদান করিবে। তবে শর্ত এই যে, নিজের ইজতেহাদের সামর্থ থাকা চাই। কিন্তু কাজীর এইরূপ করা জায়েয হবে না যে, সে একটি তৃতীয় কওল বাহির করত ঃ প্রত্যেকের বিরোধিতা করে। তাঁহারা তাঁহদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলেন যে, ঐ দুই কওল ব্যতীত এ ব্যাপারে কোন তৃতীয় কওল নাই। কিন্তু ইমাম খাছছাফ (রহঃ) বলেন যে, কাজীর তৃতীয় কওল বাহির করার ইখতিয়া আছে। কেননা তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে মতভেদই তহার দলীল এবং এইরূপ স্থলে ইজতেহাদের অবকাশ আছে। তবে এক্ষেত্রে ছহীহ এই যে, যাহা আমরা বর্ণনা করিয়াছি।

যদি কোন ব্যাপারে ছাহাবায়ে কিরামের এজমা' থাকে আর কোন তাবেয়ী যদি তাহাতে মতভেদ করে, তবে সে যদি এইরূপ তাবেয়ী হয়, যে ছাহাবাদের যমানা পায় নাই, তবে তাহার ঐ মতভেদের কোন মূল্য নাই। যদি কোন কাজী ঐ ব্যাপারে উক্ত এজমায় ছাহাবা ইখতিয়ার না করিয়া ঐ তাবেয়ীর মত গ্রহণ করতঃ কোন হুকুম প্রদান করে, তবে বাতিল হইবে। আর যদি তাবেয়ী এই শ্রেণীর হয়, যে ছাহাবাদের যমানা পাইয়াছে সে যদি কোন ফতোয়ার ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

ছাহাবাদের ইজমা'র সাথে মতভেদ করে ও তাহার দলীল যুক্তি প্রবল হয়, তবে সেক্ষত্রে তাহা গ্রহণ করা যায়। শোরায়েহ ও শা'বী (রহঃ) প্রমুখ এই শ্রেণীর তাবেয়ী ছিলেন। কোন হুকুম যদি শুধু কোন তাবেয়ী হইতে পৌছিয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অন্য কাহারও তরফ হইতে ঐ ব্যাপারে কোন বর্ণনা না থাকে, তেব ইমাম আজম (রহঃ) হইতে এইল ছুরতেএকই বর্ণনা আছে যে, তিনি বলিয়াছেন আমি তাহার তাকলীদ করিব না এবং ইহাই জাহের মাযহাব।

ইমাম আজম (রহঃ) হইতে নাওয়াদের কিতাবে অন্য একটি রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন যদি তাহাদের মধ্যে এমন লোক না হয় যাহারা ছাহবাদের যমানায় ফতোয়া প্রদান করিতেন এবং ছাহাবাগণ তাহাদের ক্ষেত্রে ইজতেহাদ জায়ে রাখিতেন যেমন শোরায়হ, মাসরুক এবং হাসান বছরী (রহঃ) প্রমুখ। তাহা হইরে আমি তাহাদে তাকলীদ করিব। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে। আর যদি এইরূপক্ষেত্র হয় যে, ছাহাবায় কিরাম ইতে কোন রেওয়ায়েত নাই, তাবেয়ীনদের এজমা' আছে, তবে ঐ দলীল দ্বারা ফায়ছালাহ করিবে আর যদি তাবেয়ীনদের মধ্যে পরস্পরে মতভদে থাকে, তবে কাজারও কওলকে তারজীহ দিয়া দতনুয়ায়ী হুকুম দিবে। আর যদি তাহাদের তরপ হইতেও কোন রেওয়াযেত না থাকে, তেব যদি নজে মুজতাহিদ হয় তাহা হইরে এইরূপক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল মাসয়ালার হুকুমের কিয়াস করতঃ ইজতেহাদের দ্বারা ছওয়াবের নিয়তে হুকুম প্রদান করিবে। আর যদি মুজতাহিদ না হয়, তবে ফতোয়ার কিতাবে দেখিয়া তদনুরূপ হুকুম দিবে। কিন্তু কখনও কোন মাসয়ালার বিষয় না জনিয়া হুকুম দিবে না এবং অন্যের নিকট হইতে সুওয়াল করতঃ জানিয়া লওয়ায় লজ্জা করিবে না।

দুইটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখিবে। একটি বিষয় এই যে, যদি আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কোন বিষয়ে একমত পোষণ করেন, তবে কাজীর উচিত নহে যে, সে নিজের রায় অনুযায়ী তাঁহাদের খেলাফ করে। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, যদি আমাদের ইমামত্রয়ের মধ্যে মতভদে থাকে, তবে ইমাম আবুদল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন যে, ঐরূপক্ষেত্রে ইমাম আজম (রহঃ) এর মত গ্রহণ করা যাইবে। কেননা তিনি তাবেয়ী ছিলেন। ইহা মুহীতে সুরুকষী কিতাবে বর্ণিত আছে। আর যদি আবু হানীফা (রহঃ) এবং তাঁহার সহচরদের কোন রেওয়াএয়ত না পাওয়া যায় কিন্তু মুতাআখখিরীনদের রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের মতের অনুরূপ হুকুম দিবে। আর যদি মুতাআখখিরীনদের মধ্যে মতভেদ থাকে, তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন একজনকে ইখতিয়ার করিবে। আর যদি মুতাআখখিরীনদের নিকটও কোন রেওয়ায়েত না পাওয়া যায় তবে নিজের রায় দ্বারা উহার মধ্যে ইজতেহাদ করিবে। তবে শর্ত এই যে, ফিকাহর ছুরত ও কারণসমূহে ওয়াকিফ হইত হইবে। আর আহলে ফিকাহদের নিকট হইতে পরামর্শ লইতে হইবে।

শরহে তাহাবী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি কাজী নিজের রায় অনুসারে হুকুম দেয়, তারপর যদি প্রকাশ্য ইবারাতের পরিপন্থী হয়, তবে তাহার ফায়ছালা জায়েয হইবে না। আর যদি তাহা প্রকাশ্য ইবারাতের খেলাফ না হয়, বরং উহার পর উহার দ্বিতীয় রায় প্রকাশ পায়, তবে যাহা কিছু গিয়াছে তাহা বতিল করিবে না এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐ রায় অনুসারে আমল করিবে। আর ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি প্রথমবার সে ইজতেহাদ দ্বারা ফায়ছালা করে, তারপর দ্বিতীয় বারয় তদপেক্ষা উত্তম দেখা যায়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর কওলের উপর দূর কে। শায়খুল ইসলাম (রহঃ) এবং শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই এজমা' পূর্বের মতভেদ দূর করে এবং ইহাতে কোন মতভেদ আমাদের ইমামদের মধ্যে নাই। শুধু কোন কোন লামা অবশ্য আমাদের মোখালেফ যদি কেন যমানার লোক কোন হুকুমের উপর একমত পোষন করে বেং সেই যমানা অতীত হইয়া যায় এবং কাজী তাহার কওল ছাড়িয়া দিয়া অন্য রায়ের উপর হুকুম দেয় এই কারণে যে, সঠিক রায় উহার বিপরীত জানা যায়। তবে এই ছুরতে যদি ঐ

www.nagorikpathagar.org

ঐকমত্য দ্বারা পূর্বের মতভেদ পুনরায় আসে, তবে মাশায়েখগণ এক্ষেত্রে পরস্পর মতভেদ করেন। কেহ বলেন যে, কাজীর মোখালেফাত করা জায়েয হইবে না এবং কেহ কেহ বলেন যে, জায়েয হব। আর যদি ঐই ঐকমত্যের পূর্বে এখতেলাফ না থাকে তবে সর্বসম্মতরূপে কাজী মোখালেফাত করিতে পারে না। ফতোয়ায়ে এতাবিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে যেম, এক কাজী ফতোয়া তলব করিল, কিন্তু ফতোয়ার জবাব তাহার রায়ের বিপরীত দেখা গেল। তবে যদি কাজী আহলে রায় হয় তবে তাহার ঐ রায় অনুযায়ী আমল করা উচিত। আর যদি সে নিজের রায় তরক করে এবং মুফতীর রায় অনুযায়ী আমল করে তবে ছাহেবাইনের নিকট তাহা জায়েয হইবে না এবং ইমাম আজম (রহঃ)-এর নিকট উহা জারী ইয়া যাইবে।

যদি হুকম প্রদান কর্মাকালে কাজীর কোন রায় না থাকে এবং সে মুফতীর রায় অনুযায়ী ফায়ছালা করিয়া দেয় তারপর উহার খেলাপ কোন রায় প্রকাশ পায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে নিজের হুকুম ভঙ্গ করিয়া দিবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বরেন যে, হুকুম ভঙ্গ করিবে না। যেমন নাকি ঐ ছুরতে আছে যে, সি নিজে রায় দ্বারা হুকুম দিল, তারপর তাহার নিকট অন্য রায় প্রকাশ পাইল, তবে সে পূর্বের রায় ভঙ্গ করিবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে উল্লেখ আছে। যে ছুরতে কোন মোখালেফ এবারাত অথবা এজমা' না থাকে তারপর কাজী যদি মুজতাহিদ হয় তবে তাহার রায় অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হইবে। যদিও তাহা অন্য মুজতাহিদের রায়ের বিপরীত হয়। কাজীর অন্য অন্যের রায়ের তাবেদারী করা জায়েয হইবে না। কেননা যেদিকে তাহার ইজতেহাদ পৌছিয়া যায় আল্লাহ তায়ালার নিকট উহা হকরূপেই ছাবেত হয়।

যদি কাজীর রায় কেন ব্যাপারে পৌছিয়া যায় এবং তথায় কোন দ্বিতীয় মুজতাহিদ থাকে, যে ব্যক্তি কাজী অপেক্ষা অধিক ফকীহ এবং তাহার রায় কাজীর রায়ের বিপরীত। তখন কাজী যদি চিন্তা ভাবনা ব্যতীত তাহার রায়ের উপর আমল করে, কেকনা সে তাহাকে অধিক বলিয়া দজানে, তবে কিতাবুল হুদুদে উল্লেখ আছে, ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তাহার এইরূপ অবকাশ থাকিবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট অবকাশ থাকিবে না বরং শুধু নিজের রায়ের উপর আমল করিবে।

উপর আমল করিবে এবং তাহার জন্য উত্তম হইবে, যেন সে কোন ফিকাহবিদের সাথে এই ব্যাপারে পরামর্শ করিবে। যদি তাহার সাথে মতভেদ হয় তবে চিন্তাভাবনা করতঃ যেদিকে তাহার রায় যাইতে চাহে তাহার উপর আমল করিবে। আর যদি লোকগণ কোন রায়ের উপর একমত থাকে এবং কাজীর রায় তাহার বিপরীত হয় তাহা হইলেও সি নিজের রায়ের আমল করিবে। তবে তাহার এইরূপ করা উচিত হইবে যে, হুকুম প্রদান করিতেযেন তাড়াহুড়া না করে যখন পর্যন্ত না তাহরি নিকট চিন্তা ভাবনার দ্বারা হক বিষয়টি উদঘাটিত হয়; বরং যখন তাহার নিকট হক বউত উধঘাটিত হইবে তখন সে নিজের রায়ের দ্বারা উহাতে ফায়ছালা করিবে। যখন কাজীর হক প্রকাশ করার জন্য ইহাতে নিজের চেষ্টা ও সাধনা চালায় বেং তাহার মাধ্যমে ফায়ছালা করে, তবে সেক্ষেত্রে তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু যদি সে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা না করিয়াই মোটামুটিভাবে হুকুম দিয়া দেয় তবে তাহা জয়েয হইবে না, যদিও সে মুজতাহিদ হয়।

যদি কাজী মুজতাহিদ না হয়,তবে যদি সে আমাদের ইমামদের কওলসমূহ স্মরণ রাখে এবং মজবুতীর সাথে সংরক্ষণ করে তবে যাহার কওল হক মনে করে তাকলীদের মধ্যেমে উহার উপর আমল করবে। আর যদি তাহার তদ্রূপ স্মরণ শক্তি না থাকে তবে ঐ শহরে আমাদের ওলামাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ফিকাহবিদ তাহার ফতোয়ার উপর আমল করিবে। যদি শহরে হানাফী মাযহাবের ফিকাহবিদ একজনই থাকে তবে তাহারই কওল গ্রহণ করিবে। ইহার ব্যতিক্রম করিবে

www.nagorikpathagar.org

না। উল্লেখ্য যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজের আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করাকে ইজতেহাদ বলে এবং কাহারও মুজহাতিদরূপে গণ্য হওয়ার শর্ত এই যে, আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলের হাদীসসমূহের মধ্যে যাহা আদেশ নিষেধ এবং বিধি বিধান সম্পর্কিত তাহা জানিতে হইবে। উপদেশ এবং নসীহতমূলক আয়াতে কোরআনী এবং াহাদীসে রাসূলসমূহ অবগত হওয়া শর্ত নহে। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, যাহার রায়ের মধ্যে হক এবং ত্রুটি বিমুক্ততা অধিক এবং ভুলত্রুটি কম তাহার জন্য ইজতেহাদ হালাল হইবে। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

মুজতাহিদের বিশুদ্ধ সংজ্ঞা বা পরিচয় এই যে, যাহা কোন কোন মাশায়েখ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইল আল্লাহর কোরআন এবং উহার অর্থ ও ব্যাখ্যা অবগত হওয়া এর্ব হাদীসমূহের এবারাত ও অর্থসমূহ বিশেষভাবে জানা এবং কিয়াসের মধ্যে নিভুর্ল ও সঠিক প্রতিপন্ন হওয়ার সাথে সাথে মানুষের রেওয়াজ ও প্রচলন সম্পর্কে অবহিত থাকা। ইহা কাফী কিতাবের বিবরণ। যদি শহরে কিছু লোক ফিকাহবিদ থাকে, তবে তাহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহের পরামর্শ করিবে। যদি তাহাদের রায় নিজের রায়ের সাথে মিলিয়া যায়, তবে তদনুযায়ী হুকুম দিবে আর যদি মিলিয়া না যায় এবং বিভিন্নতা দেখা যায় তবে যে কওল হকের নিকটবর্তী তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ ইজতেহাদ দ্বারা আমরি করিবে। তবে শর্ত এই যে, যদি এই পরিমাণ ইজতেহাদের উপযু্য। এইক্ষেত্রে অধিক বয়স্ক লোক ইলেই সে নির্ভরশীল হয় না এবং সংখ্যা অধিক ইলে বেশী গুরুত্ব দেওয়া যায় না বরং মাত্র একটি লোকই সঠিক বস্তু উদঘাটন করিতে সমর্থ হয়। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর মত।

বুযর্গীর কারণে কাজী উত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তবে এই ব্যাপারে কিতাবুল হুদুদে উল্লেখ আছ যে, যদি কাজী ঐ ব্যক্তির রায়ের অনুরূপ ফায়াছালা করে তবে কাজীর জন্য তাহা অন্যায় হইবে না; বরং তাহার এইরূপ করার অবকাশ থাকিবে। আর কাজী ঐ ব্যক্তিকে অনুরূপ আফজাল এবং মর্তবাবিমিষ্ট মনে না করে তবে সেক্ষেত্রে কাজীর নিজের রায় পরিত্যাগ করতঃ ঐ ব্যক্তির রায় অনুযায়ী আমল করাউচিত হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাসূল (সাঃ)-এর যমানায় ছাহাবায়ে কিরামদের ইজতিহাদ করার ব্যাপারে ওলামাদের মতভেদের মাসায়েল

এই বিষয়ে মতভেদ আছে যে, হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) এর যমানায় ছাহাবায়ে কিরামদের ইজতিহাদ করা জায়েয ছিল, কি ছিল না? কেহ কেহ বলেন যে, ইজতিহাদ করা জায়েয় ছিল না। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, জায়েয ছিল। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, যে ব্যক্তি হুযুরে পাক (দঃ) এর যমানায় ছিল তাহার জন্য ইজতিহাদ করা জায়েয ছিল। আর যে ব্যক্তি তাঁহার যমানার নিকটবর্তী যমানায় ছিল তাহার জন্য জাযে ছিল না এবং ইহাই বিশুদ্ধতর। মুহীতে সুরুখসী কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। এই ব্যাপারেও মতভেদ আছে যে, যে সম্পর্কে হুযুরে পাক (দঃ) এর উপর অহী নাযেল হয় নাই। সেই ব্যাপারে তিনি ইজতেহাদ করতঃ কোন হুকুম দিতে কি না দিতেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি ইজতেহাদ করিয়া হুকুম দিতেন না বরং অহীর জন্য অপেক্ষায় থাকিতেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এইরূপক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের শরীয়তের বিধান গ্রহণ করিতেন। তারপর যদি উহার বিপরীত অহী নাযিল হইত তবে তাহা হুযুরে পাকের ইখতিয়ারকৃত বিধানের নাসেখ অর্থাৎ স্থগিতকারক হইয়া যাইত। কেননা হাদীস শরীফ দ্বারা এইভাবে কোন বিধান রহিত বা স্থগিত হইয়া যাওয়া আমাদের নিকট জায়েয আছে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচারক নিয়োগ এবং বরখাস্ত করার মাসায়েল

যদি বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে কোন খাছ শহরের বিচারক নিয়োগ করে তবে সে ঐ শহরের বাহিরের এলাকার বিচারক হইবে না যদি ফর্মান পত্রে বাহিরের এলাকার কথাও উল্লেখ না থাকে, নাওয়াদের কিতাবে এইরূপ লিখিত আছে। তবে নাওয়াদের কিতাবে এইরূপও বর্ণিত আছে যে, কাজার হুকুম জারী হওয়ার জন্য শুধু শরহ হওয়াই শর্ত নহে। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়অছেন যে, এই মতই পছন্দনীয়। তবে জায়েয রেওয়াযেত অনুযায়ী ঐ কাজীর কাজার হুকুম শুরু শহরে জারী হওয়াই শর্ত। এইরূপক্ষেত্রে শহরের কাজী তাহার াবহিরের এলাকার বেলায়েতপ্রাপ্ত হইবে না। যদি বাদশাহ কাহাকেও অমীর অথবা কাজীর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন শর্ত যুক্ত করে অথবা ভবিষ্যত কারেরসাথে সম্পর্ক করে যেমন যদি বাদশাহ বলে যে, যখন তুমি অমুক শহরে প্রবশে করিবে তখন তুমি ঐ শহরের কাজী অথবা যখন তুমি মক্কা শহরে যাইবে তখন তুমি তখাকার ইমাম বা যদি বাদশাহ এইরূপ বলে যে, তোমাকে আগামী মাসের শুরু হইতে কাজী করিলাম বা আমরি বানাইলাম, তবে এইরূপ ব্যবস্থা জায়েয় আছে। ইহা মোলতাকাত কিতাবে উল্লেখ আছে এবং ইহারই উপর এজমা হইয়াছে। খোলাছাছ কিতাবের বিবরণ।

কাজীকে বরখাস্ত করার ব্যাপারেও ঐরূপ কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করা জায়েয আছে। যদি বাদশাহ কাহাকেও একদনের জন্য কাজী নিয়োগ করে তবে তাহাও জায়েয আছে। যদি বাদশাহ এই কাজের সহিত কোন কিছুর কয়েদ লাগাইয়া দেয় তবে তাহাও জায়েয হইবে। উক্ত কয়েদের কিয়াসের উপর যদি কাজী নিজের নায়েবকে কোন খাছ মসজিরদ উপর নির্দিষ্ট করিয়া দেয় তবে ঐ নায়েব অন্য কো মসজিদে বসিয়া ঐ স্থানের কাজা বা ফায়াছালা করিতে পারিবে না। ইহা মোলতাকাত কিতাবে বণিৃত আছে। কোন ব্যক্তির জন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে ফায়ছালা করার ব্যাপারে ভবিষ্যত কালের সাথে সম্পৃক্ত করা ছহীহ হইব না এবং ফতোয়া ইহারই উপর। যদি কাজী এইরূপ বলে যে অমুক ব্যক্তির মকদ্দমার শুনানী ঐ সময় পর্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে না যখন পর্যন্ত না আমি সফর হইতে ফিরিয়া আসি তবে জায়েয হইবে না যে, তখন তখনই উহার শুনানী গ্রহণ করে এবং উহার উপর হুকুম দিয়া দেয়; বরং ঐইরূপ বলার পর সফল ইতে প্রত্যাবর্তনের পরই শুনানী গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যদি সাথে সাথে শুনানী গ্রহণ করত ঃ ফায়ছালা করা হয় তবে ফায়ছালার হুকুম জারী হইবে না। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে উল্লেখ আছে।

যদি কাজী কোন ব্যাপারে হুকুম দিয়া ফেলে তারপর বাদশাহ বলে যে, এই মকদ্দমার শুনানী পুরনরায় আলেমদের সামনে গ্রহণ কর, তবে বাদশহার এই হুকুম পঅলন করা জাকীর উপর ওয়াজবি হবে না। ইহা খোলাছাহ কিতবে লিখিত আছে যে, ইহা শর্ত নহে এবং ইহাই পছন্দনীয়। খাযানাতুল মুফতীন কতিাবে এইরূপ বর্ণিত আছে। বাদশাহযদি কাহাকেও বলে যে, আমি তোমাকে কাজী নিয়োগ করিলাম, কিন্তু কোন শহরে নিয়োগ করিল তাহা বলিল না তবে ইহাতে ঐ ব্যক্তি যেই শহরে অবস্থান করে সেই শহরেরকাজী হইবে না। তবে পছন্দনীয় মত এই যে, উক্ত বাদশাহর অধীনে যত শহর আছে সকর শহরের জন্যই ঐ ব্যক্তি কাজী নিযুক্ত হইয়া যাইবে। ইহা খোলাছাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

আর ইহাই প্রকাশ্যতর। যদি কোন শহরবাসীগণ জমা হইয়া কোন ব্যক্তিকে কাজী পদে নিয়োগ করে যে, সে তাহোদের মধ্যে কাজার ফায়ছালা করিবে, কিন্তু তাহাতে ঐ ব্যক্তি কাজী হইবে না। কিন্তু যদি শহরের সব লোক একত্র হইয়া কোন এক ব্যক্তির হাতে সুলতানাত অথবা খেলাফতের উপর শপথ বা বাইয়াত করে তবে সেই ব্যক্তি ঐ শহরের খলীফা বা সুলতান হইয়া যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি বাদশাহ কাহাকেও বরে যে, আমি তোমাকে কাজী করিলাম তবে ঐ কাজীর এই ইখতিয়ার থাকিবে না প্রকাশ্যভাবে অনুমতি দিয়া দিবে অথবা ইঙ্গিতে বা ইশারায় যদি ঐ ব্যক্তিরকে কাজীউল কুজ্জাত অথবা প্রধান কুজ্জাত বা প্রধান বিচারকের এইরূপ ক্ষমতা থাকে যে, সে তাহার অধীনে কাহাকেও কাজী নিয়োগ করিতে পারে এবং কোন নিয়োগকৃতকাজীকে বরখাস্তও করিতে পারে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। শায়খ নজমুদ্দীন সাসফী (রহঃ) একটি নিয়োগ পত্র দেখিয়া বলিয়াছিরেন যে, ইহা অশুদ্ধ কেননা উহাতে লিখিত ছিল যে, এই ব্যক্তি কাজীউল কুজ্জাতের তরফ হইতে নিযুক্ত। কিন্তু উহাতে এইকথা লিখিত ছিল না যে, কাজীউল কুজ্জাতকে বাদশাহ বা সুলতানের তরফ হইতে নায়েব নিযুক্তির অনুমতি আছে। ইহা ফুছুলে এমাদিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যদি সুলতান কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমি তোমাকে নায়েবে কাজারূপে এই শর্ত নিয়োগ করিতেছি যে, তুমি রেশওয়াত গ্রহণ করিবে না, ষরাব পান করিবে না এবং শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করিবেনা। তবে এইরূপ নিযুক্ত রকা এবং শর্তারোপ করা উভয়ই ছহীহ হইবে। তারপর যদি ঐ ব্যক্তি ঐরূপ কোন কাজ করে তবে সে আপনা ইতে কাজী পদ হইতে বরখাস্ত হইয়া যাইবে। ইহা মুহীত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আর যদি কাাহকেও কাজী পদে নিয়োগ করা হয় এবং তাহার াসথ এইরূপ একটি শর্তারোপ করা হয় যে, তুমি অমুক ব্যক্তির মকদ্দমার শুনানী গ্রহণ করিবে না। এইক্ষেত্রে যদি ঐ কাজী অমুক ব্যক্তির মকদ্দমার শুনানী গ্রহণ করে তবে তাহার পদ বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা খোলাছাহ এবং কানিয়াহ কিাতবে উল্লেখ আছে। যদি ইমাম কোন ব্যক্তিকে কাজী নিযুক্ত করে এবং তাহাকে তাহার প্রতিনিধি নিয়োগ করার অনুমতি দিয়া দেয়, তারপর কাজী কাহাকেও হুকুম করে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তুমি অমুক ব্যক্তির দাবী এবং তাহার সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনিয়া লও এবং সাক্ষীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ কর, কিন্তু তুমি নিজে কোনরূপ হুকুম পদ্রান করিও ন্যহৈরূপক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কাজীর নির্দেশানুযায়ী নজে কোনরূপ ফায়াছালা না করিয়া সমস্ত বিষয় কাজীর নিকট লিখিবে এবং কাজী হুকুম দিবে। তাহার নিজের কোনরূপ হুকুম দিবার ইখতিয়ার থাকিবে না। অতঃপর যদি ঐ মকদ্দমা খোদ কাজীর দরবারে পেশ হয় তবে কাজী শুধু তাহার নায়েবের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া হুকুম প্রদান করিবে না বরং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষ উপস্থিত করতঃ পুনর্বার তাহাদিগকে সাক্ষ প্রমাণ উপস্থি করিতে নির্দেশ দিবেএবং তদনুযায়ী উভয় পক্ষ তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণ নতুনভাবে কাজীর দরবারে পেশ করিবে। তারপর কাজী তাহার রায় অনুযায়ী হুকুম প্রদান করিবেন।

এইরূপ মাসয়ালায় অনেক কাজীই ভুল করিয়া ফেলে। যেমন কাজী কোন ব্যক্তিকে কোন মকদ্দমার সাক্ষ্য শুনার জন্য নিযুক্ত করে। অতঃপর নিযুক্ত ব্যক্তি কাজীর নিকট এইরূপ পত্র লিখে যে, সাক্ষীগণ আমার নিকট এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্যের বিবরণ পত্রে উল্লেখ করা হয় অথবা বাদী বিবাদীর একরারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। কাজী উহা পাট করতঃ পুনর্বার বাদী বিবাদীর একরার অথবা তাহাদের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পম্রাণ নিজে প্রত্যক্ষভাবে না শুনিয়াই ফায়ছালার হুকুম দিয়া দেয়।কাজীর জন্য এইরূপ বিচার করে ছহীহ হইবে না। যেহেতু সে নিজে প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছুই শুনে নাই। শুধু সে তাহার নিযুক্ত নায়েবের লিখিত পত্রের উপরই নির্ভর করিয়াছে। অবশ্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এইরূপ হুকুম দেওয়া ছহীহ হইবে, যখন ঐ নায়েবের সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে বাদী বিবাদীর একরার এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণ শুনিবার জন্য নযেবের াসথে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বাদশাহ যদি এইরূপ বলে যে, আমি অমুক শহরে যায়েদ অথবা আমরকে কাজী করিলাম। তবে অস্পষ্টতর কারণে এই নিযুক্তি ছহীহ ইবে না। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি কাজীর নায়েব নিযুক্ত করার অনুমতি না থাকে অথচ যদি সে কাহাকেও নায়েব নিযুক্ত করে তবে ঐ নায়েবের হুকুম জারি হইবে না। চাই কাজী তাহার নিজের কোন ওজরের কারণে যেমন রোগ ব্যাধির জন্য কাহাকেও নিযুক্ত করুক বা এই জাতীয় কোন কারণ ব্যতীতই নিযুক্তি

www.nagorikpathagar.org

রকুক। যদি কাজী ইমামের অনুমতিক্রমে কাজাকেও নায়েব নিযুক্ত করে তবে সে ইমামের পক্ষ হইতে কাজীরূপে গণ্য হইবে। এমন কি কাজী তাহাকে বরখাস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি ইমাম কাজীকে এইরূপ বলে যে, তোমার যাহাকে ইচ্ছা নায়েব নিযুক্ত করিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করিতে পার। এইরূপ ক্ষেত্রে কাজী নায়েবকে বরখাস্ত কিরতে পারিবে। কাজীকে যদি নায়েব নিযুক্ত করার অনুমতি না দেয়া হয়এবং কাজী যদি নায়েব নিযুক্ত করে আর উক্ত নায়েব যদি কাজীর মজলিসে তাহার সামেন কোন হুকুম প্রদান করে তবে তাহা জায়েয হইবে।

আর যদি ঐ ব্যক্তি কাজীর সমানে হুকুম না দেয় এবং কাজীর অনুপস্থিতে হুকুম দেয় এবং ঐ মুকদ্দমা কাজীর সামনে উপস্থিত হয় তারপর যদি কাজী ঐ ব্যক্তির হুকুমকে বহাল রাখে তবে তাাহ জারী ইবে। ইহাই আমাদের মাযহাব। ফতোয়ায়ে কাজীখানে এইরূপ লিখিত আছ। যদি কোন কাজী তাহার নিজের ত্রকে কাজী করিবার ইচ্ছা করে, তারপর ঐ পুত্র বালেগ হইয়া যায় তবে তাহার পিতার ইচ্ছানুযায়ী পুত্রের কাজী হওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। পক্ষান্তরে, যদি কোন কাজী তাহার গোলামকে কাজী বানাইতে চাহে তারপর যখন গোলাম আযাদ হইয়া যায় তখন সে কাজী পদে নিযুক্ত হইতে পারে। ফতোয়ায়ে নাসফী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এইরূপ একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। এক বাদশহার মৃত্যু হইল। বাদশাহর প্রজাগণ সমবেতভাবে তাহার নাবালেগ পুত্রকে বাদশাহ বানাইয়া দিল। তবে কাজী এবং খতীবদের ব্যাপারে কি অবস্থা ইবে? কেননা এই বালক বাদশাহ বেলায়েতের অধিকারী হয় নাই। অতএব কাজী খতীবদের নিযুক্তির ব্যাপার কিভাবে সমাধা হইবে?

ইহার জবাব এই যে, প্রজাগণ সমবেতভাবে কোন বয়স্ক বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর নির্ভর করিবে, যে বেলায়েতের উপযুক্ত। ঐ ব্যক্তির তরপ ইতে কাজী এবং খতীব লোকেরা নিযুক্ত ইবে। ইহা যখীরাহ কিতাবে বর্ণিত আছে। বাদশাহ যদি নিজের গোলামকে হুকুম দেয় যে, অমুক শহরে কাজী নিযুক্ত কর। তবে সে কাজীর অনুমোদনে নিযুক্ত কিরলে তাহা ছহীহ ইবে। আর যদি সে নিজের তরপ হইতে হুকুম করে তবে ছহীহ হইবে না। ইহা বাযযাযিয়াহ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। যদি খলীফা কোন শহরের অলীকে ফারসী ভাষায় এইরূপ যে, াহরকেরা মী বাএযদাত কাজা তাকলীদকুন অথবা আরবী ভাষায় বলে কাল্লিদ মান শি'তা অথবা উর্দু ভাষায় বলে যে, তোমার যাহাকে ইচ্ছা কাজী নিযুক্ত কর, তবে ইহা ছহীহ হইবে।

আর যদি বলে যে, কাসে রা কাজা তাকলীদকুন অথবা বরে যে, কালাদান আহাদান বা বরে যে, কাজী করিয়া দাও তবে তাহা ছহীহ হইবে না। যদি বাদশাহ কাহাকেও কোন শহরের আমীর করিয়া দেয় এবং তাহার উপর ঐ শহরের খাজনা আদায় করার ভার ছাড়িয়া দেয় এবং জনসাধারণের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহার উপর নির্ভর করে। একথায় ঐ শহরের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করে তবে সেই ব্যক্তির ঐ শহরের কাজী নিযুক্ত করা ও তাহাকে বরখাস্ত করার দায়িত্বও থাকিবে। ইহা মুহীত কিতাবে উল্লেখ আছে।

কোরাইশ বংশীয় লোক না পাওয়া যায় তবে আদেল ও আমানাতদার ব্যক্তি হইতে হইবে। যদি কোন নিয়োগকৃত সুলতান নাবরেগ হয় অতঃপর সে বারেগ হয়তখন তাহার সুলতান পদ বাকী থাকিবে কি থাকিবে না? এই প্রশ্নের জবাবে বিশুদ্ধতর মত এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, উহার সুলতান পদের জন্য নতুনভাবে বাইয়াতের প্রয়োজন হইবে।

বাদশাহ যদি কোন ব্যক্তিকে কোন শহরের কাী পদ সোপর্দ করে এবং ঐ শহরে যদি তখন অন্য কাজী বহাল থাকে এবং তাহাকে বাদশাহ প্রকাশ্যভাবে বরখাস্ত না করিয়া থাকে তবে প্রকাশ্যতর মত এই যে, নতুন নিযুক্ত কাজীর পদ বাতিল হইবে না। ইহা মোলতাকাত কিতাবে বর্ণিত আছে। যদি বাদশাহ কোন কাজার ব্যাপারে দুইব্যক্তির নিকট সোপর্দ করে আর যদি উহার একজনে কাজার হুকুম দেয় তবে তাহা জায়েয হইবে না। যেমন কোন কাজে দুইজন

www.nagorikpathagar.org

উকীল নিযুক্ত করিলে ঐ কাজ একজনে করিলে তাহা শুদ্ধ হয় না। তেব যদি দুইজনের এইভাবে নিয়োগ করা হয় যে, ইহাদের একজনে ফায়ছালা করিলেও চলিবে তবে সেইক্ষেত্রে জায়েয হইবে। ইহা খাযানাতুল মুফতীন কিতাবে বর্ণিত আছে।

বাদশাহর এই ইখতিয়ার থাকিবে যে, সে একজন বিচারকের বদলে তাহার স্থলে অন্য কাজী বহাল করিয়া দেয়। চাই তাহা ঐ বিচারকের প্রতি কোনরূপ শক-সন্দেহের কারণে হউক অথবা কোন কারণ ব্যতীতই হউক। ইমাম আজম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন,এক বৎসর অতীত হওয়ার পর কোন কাজীকে ঐ পদে বহাল রাখা উচিত নহে। ইহা তাতারখানিয়াহ কিতাবের বিবরণ।

যখন এক বৎসর অতীত হয় তখন সুলতান হাকীমকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে যে, তোমার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি নাই, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি তোমার ইলেম কালাম ভুলিয়া যাইবে; সুতরাং এখন তুমি গিয়া কিছুদিন ইলেমের চর্চা কর এবং কোন মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হও। তাহার পর আসিলে আবার তোমাকে এই পদে নিযুক্ত করিব। ইহা নেহায়াত কিতাবের বিবরণ। সুলতান যদি কোন কাজীকে বরখাস্ত করে তবে সে তাহার বরখাস্ত ইয়া যায় না যখন পর্যন্ত না তাহার নিকট বরখাস্ত হওয়ার খবর পৌছে। এমন কি তাহার বরখাস্ত হওয়ার পর এবং কাজীর নিকট ঐ খবর পৌছিবার পূর্বে কোন বিষয় ফায়ছালার হুকুম দেয় তবে তাহা জায়েয এবং জারী হইবে।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

কেউ কসম করল যে, অমুকের কোন কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরল যা সেই ব্যক্তির সূতা এবং অন্য ব্যক্তির সূতা এই দুইজনের সূতা দ্বারা বয়নকৃত। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, অমুক ব্যক্তির বয়নকৃত কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরল যা সেই ব্যক্তির এবং অন্য ব্যক্তি এ দুইজনের বয়নকৃত কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরল যা সেই ব্যক্তি এবং অন্য ব্যক্তি এ দুজনের বয়নকৃত, তবে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, কাপড় পরব না। তারপর যদি তাকে কেউ জবরদস্তি কাপড় পরিয়ে দেয়, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, জামা পরব না। তারপর যদি কসমকারী জামার নিয়মে নয় বরং চাদরের পরিধানের নিয়মে জামা দ্বারা শরীর ঢেকে নিয়, তবে হবে না। এভাবে যদি কেউ কসম করে যে, ইজার পরব না। তারপর যদি সে ইজারের নিয়মে কাছুটি মেরে ইজার পরে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, দুইটি জামা পরব না। যদি কেউ কসম করে যে, আল্লাহর কসম, আমি এই দুইটি জামা পরব না। তারপর সে তার একটি জামা পরে। তারপর আবার সেইটি খুলে ফেলে অন্য জামাটি পরিধান কর। তবে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, আমি অমুককে পোশাক পরাব না। তরপর সে তাকে আরিয়াত হিসেবে কিছু বস্ত্র দিল। অথবা তার মৃত্যুর পর তাকে কাফন দিল, তবে হানেছ হবে না।

কেউ বলল যে, অমুক ব্যক্তিকে কাপড় পরাব না। তারপর সে তাকে দিরহাম দিল এবং তা দ্বারা ঐ ব্যক্তি কাপড় কিনে পরল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, কাল পোশাক পরব না। তারপর সে কাল বর্ণের টুপী অথবা কাল বর্ণের মোজা পরল, তবে হানেছ হবে না। তা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কসম যে, কাল বর্ণের কোন কিছুই পরব না। তবে কাল বর্ণের টুপী বা কাল বর্ণের মোজা পরলে হানেছ হবে। ইহা খাযীনতুল মুফতীনে আছে। কেহ বলল যে, রুই (তুলা) পরব না। তারপর সে তুলার (সূতার) কাপড় পরল। তবে হানেছ হবে। আর যদি ঐরূপ কসম করে কেউ এরূপ কোবা পরে, যার বানাত সূতার নয়, কিন্তু ভিতরে রুই ভর্তি, তবে হানেছ হবে যদি কেউ কসম করে যে, কাতানের কাপড় পরব না। তারপর সে এমন কাপড় পরে যা তুলা এবং কাতান উভয়ের দ্বারা তৈরি, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি এই কাপড় দ্বারা কোবা এবং সায়াবীল তৈরি না করি। তারপর সে সেই কাপড় দ্বারা শুধু কোবা বানাল। তারপর সেই কোবার সেলাই খুলে ফেলে তা দ্বারা সারাবীল সেলাই করল। তবে হানেছ হবে। তা বাদায়ে'র মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, এই জামা পরব না। তারপর সে ঐ জামার সেলাই খুলে ফেলে সে কাপড় দ্বারা আবার জামা বানিয়ে তা পরল। তবে হানেছ হবে। ইহা নাওয়াদেরে বর্ণিত আছে। এভাবে যদি কসম করে যে, এই নৌকায় চড়ব না। তারপর সেই নৌকার সব কক্তা খুলে তা দ্বারা অন্য নৌকা বানিয়ে তাতে চড়লে সে হানেছ হবে। ইহা নাওয়াদেরে উল্লেখ আছে; কিন্তু জামে'র মধ্যে বর্ণিত আছে যে, হানেছ হবে না। কারণ হল, উহা অবিকল ঐরূপ জামা বা ঐরূপ নৌকা হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, আস্তরওয়ালা জুব্বার আস্তর খুলে ফেলে পুনরায় অন্য আস্তর লাগিয়ে পরল। তবে সে হানেছ হবে। যদি কেউ কসম করে যে, খালি যমিনের উপর বসব না। তারপর সে কাপড় পরিহিত অবস্থায় যমিনের উপর বসল। তবে হানেছ হবে; কিন্তু যদি যমিনের উপর বিছানা বা চাটাই ইত্যাদি পরিহিতা অবস্থায় যমিনের উপর বসল। তবে হানেছ হবে; কিন্তু যদি যমিনের উপর বিছানা বা চাটাই ইত্যাদি বিছিয়ে বসে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, এ বিছানা বা এই চাটাইয়ের উপর বসব না। তারপর তা বদলে ঐ একইরূপ অন্য বিছানা বা চাটাইয়ের উপর বসল। তবে তাতে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। কেউ

www.nagorikpathagar.org

কসম করল যে, এই বিছানার উপর শায়িত হব না। তারপর ঐ বিছানার বদলে একইরূপ অন্য বিছানার উপর শায়িত হল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

কেউ কসম করল যে, এই বিছানার উপর শায়িত হব না। তারপর ঐ বিছানার উপর অন্য চাদর বা ফরাশ বিছিয়ে তার উপর শয়ন করল। তবে হানেছ হবে; এবং ইহা সর্বসম্মত মত। কসম করল যে, এই আসন বা খাটের উপর ববস না। তারপর উহার উপর চাদর বিছিয়ে বসল। তবে হানেছ হবে। আর যদি ঐ খাট বা আসনের উপর অন্য খাট বা অন্য আসন পেতে তার উপর বসে, তবে হানেছ হবে না। ইহা বাদায়ে'র মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, গহনা বা যেওর ব্যবহার করব না। তারপর সে রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করল। তবে হানেছ হবে না। এবং তা জাহের রেওয়ায়েতে। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই হুকুম তখন হবে, যখন আংটি পুরুষের আংটির ছাচে তৈরি করবে। আর যদি স্ত্রীলোকের আংটির ছাচে তৈরি করা হয় এবং তাতে নগীনা বসানো হয়, তবে তা ব্যবহার করলে হানেছ হবে এবং ইহাই শুদ্ধতর মত এবং ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে। বাদশাহদের টুপী যেওরের মধ্যে গণ্য নয়; কিন্তু স্ত্রীলোকদের তাজ, কাঙ্গন এবং চুলের কাটা জেওরের মধ্য গণ্য। ইহা তামারতাশীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, হাতিয়ার পরব না। তারপর যদি কসমকারী তলোয়ার ঝুলিয়ে নেয়, তবে হানেছ হবে না। কিন্তু মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন, যদি ফারসী ভাষায় বলে যে, সালাহ না পোশাম (অর্থাৎ) হাতিয়ার পরব না। তবে উল্লিখিত বস্তুসমূহ এভাবে ব্যবহার করলে হানেছ হবে না। আর যদি লোহার জেরাহ পরে, তবে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে মারব না। তবে তার মরে যাওয়ার পর তাকে মারলে কসমকারী হানেছ হবে না। আ শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ কসম করল যে, গোলামকে মারব না। তারপর সে অন্যকে গোলামকে মারার জন্য হুজুম করল এবং সে গোলামকে মারল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। আর যদি কসমকারী বলে যে, আমার নিয়ত ছিল যে, নিজের হাতে গোলামকে মারব না, তবে কাজাযান তার কওল তাঝদীকরা যাবে এবং সে হানেছ হবে না। আর যদি কোন আযাদ ব্যক্তিকে না মারার উপর কসম করে, তারপর অন্য ব্যক্তিকে তাকে মারার জন্য হুকুম করে এবং সে তাকে মারে, তবে তাতে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। হাঁ, তবে যদি বাদশাহ বা কাজী হয় অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের হাতে মারে না। তারা অন্যকে না মারার কসম করলে এবং অন্যকে মারার হুকুম দিলে এবং সেই হুকুম তামীল হলে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, সে নিজের পুত্রকে মারবে না। তারপর সে অন্যকে মারতে হুকুম দিলে যদি সে তাকে মারে, তবে পিতা হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি যায়েদ কসম করে যে, নিজের গোলামকে একশত কোড়া কারবে এবং তার কোন নিয়ত নাই। তারপর হালকাভাবে একশত কোড়া তারল। তবে কসম সত্য হয়ে যাবে। এবং মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই হুকুম ঐ সময় হবে, যখন তার প্রহারে ক্লেশ পায়। আর যদি এরূপ মারে যে, তাতে কোন ক্লেশ না পায়, তবে কসম সত্য হবে না। আর যদি দুই শাখার পঞ্চাশ কোড়া মার এবং প্রত্যেকবারের মারে দুই শাখাই তার শরীরে আঘাত করে, তবে কসম সত্য হবে। আর যদি একশত কোড়া একত্র করে একবারে তার শরীরে আঘাত করে, তবে কসম সত্য হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, নিজ স্ত্রীকে মারব না। তারপর তাকে চিমটি কাটল অথবা দন্ত দ্বারা কামড় দিল, অথবা গলা ধাক্কা দিল বা চুল ধরে আকর্ষণ করল, যাতে তার কষ্ট হল, তবে কসমকারী নিজ কসমে হানেচ হবে। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই হুকুম ঐ সময় হবে, যখন ইহা খেল তামাসাচ্ছলে না হবে। আর যদি খেল তামাসাচ্ছলে হয়, তবে হানেছ হবে না; এবং ইহাই ছহীহ মত। আর এভাবে যদি কসমকারী নিজের মাথা দ্বারা তার মাথায় আঘাত

www.nagorikpathagar.org

করে, এমনভাবে যে তাতে রক্ত বের হয়ে যায়। তবে যদি তা খেল তামাসাস্বরূপ হয়, তা হলে হানেছ হবে না। আর ছহীহ মত এই যে, যদি রাগের সাথে এরূপ হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি তার চুল উপড়ে ফেলে, তবে তাতে মতভেদ আছে। ছহীহ মত এই যে, যদি রাগের সাথে এরূপ করে, তবে হানেছ হবে, ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে মারি, তবে তুমি তালাক। তারপর ঐ আওরাতের দাসীকে মারল। যাতে তার শরীরেও চোট গেলে গেল। তবে মাজমাউন্নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে যে, সে হানেছ হবে না। এবং ইহাই প্রকাশ্যতর।

কেউ কসম করল যে, সে স্ত্রীকে মারবে না। তারপর সে এমনভাবে কাপড় ঝাড়ল যে, তাতে তার স্ত্রীর চোখে ব্যথা পেল। তবে ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছের মধ্যে উল্লেখ আছে যে কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কেউ স্ত্রীকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে এরূপ না মারি যে, তুমি না মৃত, না জীবিতের মত হয়ে যাও, তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, এই কসম তার উপর হবে, যাকে কঠিনভাবে মারে। তারপর যদি এরূপ করে তা হলে নিজের কসমে সত্য হল। কেউ কসম করল যে, আমি আমার গোলামকে এমনভাবে কোড়া মারব যে, সে মরে যায় বা নিহত হয়ে যায়। তবে ইহাকে অতিরিক্ত মার ধরতে হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, তাকে এমনভাবে মারব যে, বেহুঁশ হয়ে যায় অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থানগুলি না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কসমকারী কসমে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখীর বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, তাকে তলোয়ার দ্বারা এভাবে আঘাত করব যে, সে মরে যায়। তবে সে নিহত না হওয়া পর্যন্ত কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে, আমি তোমাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করব; কিন্তু সে আর কোন নিয়ত করল না। তারপর সে তাকে তলোয়ারের পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করল। তবে সে কসমে সত্য হয়ে যাবে। আর যদি তার নিয়ত ধারের দিক দিয়ে আঘাত করা হয়ে থাকে, তবে সেইদিক দিয়ে আঘাত করার উপরই কসম হবে। আর যদি কোষবদ্ধ তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে এবং তলোয়ারের ধারে কোষ কেটে গিয়ে যে জখম হয়ে যায়, তবে কসমকারী কসমে সত্য হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি তোমাকে তলোয়ার দ্বারা মারব না। তারপর তাকে কোড়া বা তলোয়ার দিয়ে মারল। তারপর সে দাবী করল যে, আমি এ কোড়া ও তলোয়ার ছাড়া অন্য কোড়া ও তলোয়ারের নিয়ত করেছিলাম। তবে কাজায়ান তার কওল তাছদীক করা যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে একশত কোড়া না মারি, তবে তুমি আযাদ। তারপর তাকে একশত কোড়া মারার পূর্বেই যদি গোলাম মরে যায়, তবে সে আযাদ অবস্থায় মরে গল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলে, যদি কেউ বলে যে, অমুককে আজ পঞ্চাশ কোড়া মার এবং তার নিয়তে এক নির্দিষ্ট কোড়া ছিল। তারপর সে সেই কোড়া ছাড়া অন্য কোড়া দিয়ে তাকে পঞ্চাশটি আঘাত করল এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তবে তার কসম সত্য হল এবং তার নিয়ত বাতিল হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোড়া মারার কসম করে, তার কাপড় পাকিয়ে তা দ্বারা আঘাত করে, তবে কসমে সে সত্য হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, এই ছুরির ফলা বা এই নেজার ফলা দ্বারা মারব। তারপর ছুরির সে ফলা বা নেজার সেই ফলা বদলায়ে দোছরা ফলার দ্বারা আঘাত করে, তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি তোমাকে একমাস পর্যন্ত না মারি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে যদি তাকে এক মাসের মধ্যে কখনও না মারে,

www.nagorikpathagar.org

তবে গোলাম আযাদ হবে। আর যদি তার মধ্যে কোন সময় তাকে মারে তবে সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' কবীরে আছে। যদি কেউ স্ত্রীকে বলে যে, যদি আজ আমি তোমাকে না মারি তবে তুমি তালাক। তারপর সে তাকে মারতে চাইল। তখন স্ত্রী বলল যে, যদি তোমার অঙ্গ আমার অঙ্গে স্পর্শিত হয়, তেব আমার গোলাম আযাদ। তারপর স্বামী তাকে এক লাঠি দিয়ে মারল। তা হলে উভয়ের মধ্যে কেউই হানেছ হবে না। যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, যতবার আমি তোমাকে মারব, প্রত্যেকবার তুমি তালাক। তারপর সে তাকে নিজ হাত দ্বারা মারল এবং স্ত্রীর অঙ্গে তার অঙ্গুলিগুলি পৃথক পৃথকভাবে পতিত হল। তবে আওরাত একবারই তালাক হবে। আর যদি সে দুইহাত দ্বারা মারে, তবে দুই তালাক পড়বে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, অতঃপর আমি তোমাকে দেখামাত্র যদি তোমাকে না মারি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে গোলামকে এক মাইল দূর হতে দেখল বা ছাদের উপর এমন স্থানে দেখল, যেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে গোলামকে না মারলে কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি অমুককে দেখি, তবে তাকে মারব। দূরে দেখি বা কাছে দেখি, আর মার যখন ইচ্ছা। তবে তাকে দেখামাত্র না মারলে হানেছ হবে না। আর যদি দেখামাত্র মারার নিয়ত কর থাকে, তবে দেখামাত্র না মারলে সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমাকে দেখি, তারপর তোমাকে না মারি, তবে আমার গোলাম আযাদ। অতঃপর সে তাকে দেখল কিন্তু এমন অবস্থায় যে সে রোগাক্রান্ত থাকার কারণে তার উঠার সাধ্য নেই। তবে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, অমুককে হাজার বার মারব। তবে ইহা তাকে পুনঃ পুনঃ বেশি পরিমাণে মারার উপর বর্তিবে। আর যদি এরূপ কসম করে যে, অমুককে হাজার বার কতল করবে। তবে ইহা তাকে কঠিনভাবে এবং মুশ্চিতরূপে কতল করার উপর বর্তিবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। কেউ যদি কসম করে যে, অমুককে মারব বা অমুককে হত্যা করব। অথচ সে ব্যক্তি মারা গিয়েছে। তবে যদি কসমকারী তার মৃত্যুর কথা না জানে, তা হলে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না। আর যদি সে তার মৃত্যুর কথা জেনে থাকে, তবে তার কসম জারী হবে এবং ঐ সময় সে হানেছ হবে। ইহা সর্বসমর্থিত মত বেং ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে।

একব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল যে, যদি তুমি আমাকে মার এবং আমি তোমাকে না মারি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে কসম এই কথার উপর হবে যে, কসমকারী মাহলুফ আলাইহ আগে মারবে। আর যদি তার পরে মারবার নিয়ত করে, তবে অন্যের মারবার পরই তার মারবার উপর কসম হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ অপরকে বলে যে, আমারযে গোলামকে তুমি মার হে অমুক! সে আযাদ। তারপর সে সব গোলামকে মারল। তবে তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউই আযাদ হবে না। আর যদি বলে যে, আমার যে গোলাম তোমাকে মারবে হে অমুক! তবে সে আযাদ। তারপর সব গোলামেই তাকে মার। তবে সকলেই আযাদ হবে। যদি কেহ বলে যে, যাকে তুমি মারবে আমার গোলামের মধ্যে, সে আযাদ। তারপর সে ব্যক্তি সব গোলামকে মারল, তবে ছাহেবাইন (রহঃ) এর নিকট সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট একজন ছাড়া সকলে আযাদ হবে। ইহা জামে' কবীরে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ বলে যে, যদি কেউ এই গোলামকে মারে। তবে তার স্ত্রী তালাক অর্থাৎ যদি খোদ কসমকরী মারে, তবে তার স্ত্রী তালাক হবে। আর যদি অন্য কেউ মারে, তবুও তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

যায়েদ আমরকে মারার ইচ্ছা করল। তখন খালেদ তাকে বলল, যদি তুমি তাকে মার, তবে আমার গোলাম আযাদ। তখন সে মারা হতে বিরত রইল। তারপর সে তাকে মারল। তবে খালেদ হানেছ হবে না। আর এই কসম তখন

-৫৪(খ)

www.nagorikpathagar.org

মারার উপর অর্পিত হবে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি অমুককে হত্যা করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অথচ অমুক ব্যক্তি মরে গিয়েছে এবং কসমকারী তা জানে। তবে তার কসম জারী হবে এবং সে হানেছ হবে; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না। একব্যক্তি কসম করল যে, তোমাকে কালই মেরে ফেলব। অথচ সে ব্যক্তি আজই মরে গেল। তবে হানেছ হবে না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, যদি আমি অমুককে মারি বা তাকে স্পর্শ করি তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর কসমকারী অন্য কোন ব্যক্তির কথা নিয়ত করল, কিন্তু তার হাতের ভুলে সে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত না লাগে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথা নিয়ত করল; কিন্তু তার হাতের ভুলে সে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত না লেগে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উপর গিয়ে আঘাত করল; কিন্তু তার হাতের ভুলে সে অন্য ব্যক্তির উপর আঘাত না লাগে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উপরইগয়ে আঘাত পড়ল এবং সে-ই নিহত হল। অথবা ভুলবশতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে স্পর্শ না করে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকেই স্পর্শ করল। তবে সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে জুমুআর দিন হত্যা করি, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর কসমের পরে সে তাকে বৃহস্পতিবার দিন এমনভাবে আঘাত করল যে, সে জুমুআর দিন মরে গেল। তবে সে নিজ কসমে হানেছ হবে। আর যদি সে তাকে জুমুআর দিন এভাবে মারল যে, তাতে সেদিন না মরে শনিবার দিন মরে যেত, তবে সে হানেছ হত না।

যদি কেউ কসম করে, অমুককে কুফায় হত্যা করব না। তারপর তাকে কুফার শহরতলীতে মারল এবং সে কুফায় প্রাণত্যাগ করল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে মসজিদের মধ্যে তিরস্কার করি, তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর কসমকারী মসজিদের মধ্যে ছিল এবং মাহলুফ আলাইহে মসজিদের বাইরে ছিল। এমতাবস্থায় কসমকারী মাহলুফ আলাইকে তিরস্কার করল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কসমকারী মসজিদের বাইরে থাকে এবং মাহলুফ আলাইহি মসজিদের মধ্যে ছিল। এমতাবস্থায় কসমকারী মাহলুফ আলাইহিকে তিরস্কার করল। তবে কসমকারী হানেছ হবে। আর যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কসমকারী মসজিদের বাইরে থাকে এবং মাহলুফ আলাইহি মসজিদের মধ্যে থাকে এবং দতবস্থায় কসমকারী মাহলুফ আলাইহিকে তিরস্কার করে, তবে সে হানেছ হবে না। ইহা শরহে জামে' কবীরের মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকেও বলে যে, যদি আমি তোমাকে মসজিদের মধ্যে হত্যা করি বা মসজিদের মধ্যে জখম করি বা মসজিদের মধ্যে মারি, তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি কসমকারী মসজিদের মধ্যে থেকে মসজিদের বাইরে দাঁড়ানো মাহলুফ আলাইহিকে হত্যা করে বা জখম করে বা মারে, তবে সে হানেছ হবে না। তবে যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কসমকারী মসজিদের বাইরে থাকে এবং মাহলুফ আলাইহি মসজিদের ভিতরে থাকে, এরূপ ঘটনা হয়, তবে কসমকারী হানেছ হবে।

যদি কেউ কাউকেও বলে যে, যদি তুমি এই মাথার জখমে মারা যাও তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর সে ব্যক্তি ঐ জখম এবং অন্য কোন কারণে মারা গেল।তবে সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে থাপ্পর মারব না। তারপর সে অন্য কাউকেও থাপ্পর মারল। কিন্তু তা তার উপরে না লেগে মাহলুফ আলাইহির উপরে লেগে গেল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। যদি কেউ কাউকেও বলে যে, যদি আমি তোমার দিকে তীর নিক্ষেপ করি মসজিদের মধ্যে, তবে আমার গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। তবে কসমকারীর মসজিদে থাকাই মো'তাবার হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি আমি নিক্ষেপ করি মসজিদের মধ্যে, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তবে মাহলুফ আলাইহির মসজিদে থাকা মো'তাবার হবে। ইহা যখীরাহর বিবরণ। যদি কেউ কসম করে যে,

www.nagorikpathagar.org

যদি আমি কাল অমুককে বিবস্ত্র ও উপবাস অবস্থায় কয়েদ না রাখি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর কালকের দিন তাকে বিবস্ত্র এবং উপবাস অবস্থায় বন্দি করে রাখল। তারপর অন্য কোন ব্যক্তি এসে তাকে খানা খাওয়াল। তবে সে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরা এবং খোলাছার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, অমুককে শাস্তি প্রদান করব না। তারপর তাকে জেলখানায় রাখল। তবে হানেছ হবে না। কারণ হল, জেলখানায় রাখা লঘু শাস্তি মাত্র। সুতরাং ইহা কসমের শাস্তির মধ্যে দাখেল নয়।

একব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে দুঃখ বা কষ্ট না দেই, তবে তুমি তিন তালাক। তারপর কসমকারী স্ত্রীর নিকট হতে কয়েক মাস গায়েব রইল এবং তাকে কোন খোরপোষ দিল না বরং সে আর একটি বিবাহ করল। তখন আওরাতকে তার নিজের লোকেরা বলল, তোমাকে তোমার স্বামী খুবই দুঃখ - কষ্ট দেয়নি কি? সে বলল, না, আমাকে সে কোন দুঃখ - কষ্ট দেইনি। তবে স্ত্রীর কথাই কবুল হবে এবং স্বামী হানেছ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যদি কেউ স্ত্রীকে বলে, যে তুমি তালাক অথবা আল্লাহর কসম আমি আজ আমার খাদেমকে মারব। তারপর সে সেদিন খাদেমকে মারল। তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হল এবং তালাক পড়বে না। আর যদি ঐদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং সে খাদেমকে না মারে, তবে কসমে হানেছ হবে। তখন তার উপর ইখতিয়ার থাকবে যে, চাই সে স্ত্রীর উপর তালাক বর্তায় বা চাই নিজের উপর কসম আবশ্যক করে নেয়।

কেউ কাউকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে কষ্ট দেই বা তিরস্কার করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে তাকে বলল যে, আল্লাহ তোমাকে বরকত না দেক। তবে তার গোলাম মুক্ত হবে না। কেননা একথা তিরস্কার করা বা কষ্ট দেওয়ার মধ্যে গণ্য নয়। আর যদি বলে যে, তুমি নও, তোমার বংশধর নয়, এবং তোমার অর্থও না। তবে কসমকারীর গোলাম স্বাধীন হবে। কেননা একথা কষ্ট দেয়া এবং তিরস্কার করা রূপে বিবেচিত। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। একব্যক্তি কসম করল যে, নিজের স্ত্রীকে কোন কথা দ্বারা কষ্ট দিবে না। তারপর সে তাকে বলল, আল্লাহ জানে তুমি কি করেছ। তবে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেহ কসম করল যে, অমুক ব্যক্তির অপবাদ করবে না। তারপর সে তাকে বলল যে, হে ছিনালের বেটা! তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে; এবং ফতোয়ার জন্য এ মতই উত্তম। কেননা আমাদের দেশে এই যমানায় ঐ কথাকে অপবাদের মধ্যে বিবেচিত করা হয়। যদি কেউ কসম করে যে, কাউকেও তিরস্কার করবে না বা কাউকেও অপবাদ দিবে না। তারপর সে কোন ব্যক্তিকে তিরস্কার করল বা কাউকেও অপবাদ দিল। তবে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।
যদি যায়েদ কসম করে যে, আমি আমর হতে উত্তম। অথচ যায়েদ চোর অথবা শরাবখোর এবং আমর মানুষের কাছে পরহেজগার এবং আলেম হিসেবে পরিচিত। তবে কাজায়ান কসমকারী হানেছ হবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে।
এক ব্যক্তির ঘোড়া সারাইখানা হতে নিখোঁজ হয়ে গেল। তারপর সে বলল, যদি আমার এ ঘোড়া কেউ নিয়ে যায়, তবে আল্লাহর কসম, আমি এখানে থাকব না। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলছেন যে, কসমকারী হতে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার নিয়ত কি? তারপর যদি সে সরাইখানা অথবা হুজরা অথবা শহরে না থাকার উপর কসমের নিয়ত করে থাকে, তবে তার কসম তার নিয়তের উপর হবে। আর যদি সে কোন নিয়ত না করে, তবে তার ঐ সরাইখানায় না থাকার উপর কসম হবে।

এক মহিলার একটি পুত্র আছে। সে কোন বেগানা লোকের সঙ্গে থাকে। ঐ মহিলার স্বামী তাকে বলল, যদি তোমার পুত্র অমুক এসে আমাদের সাথে না থাকে, তবে যদি তুমি আমার ঘর হতে সামান্য মালও তাকে দাও, তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলার পুত্র এসে তাদের কাছে এক বছর থাকল। পরে গায়েব হয়ে গেল। তারপর মহিলা বলল, আমি আমার পুত্রকে তোমার মাল হতে আবার কিছু দিয়েছি এবং তুমি তোমার কসমে হানেছ হয়ে গিয়েছ। তার পর

www.nagorikpathagar.org

যদি স্বামী তার কথা মিথ্যা বলে, তবে স্বামীর কথা কবুল হবে। আর যদি স্বামী তার কথার তাছদীক করে, তবে যদি মহিলা তার পুত্রের তাদের কাছে এসে থাকার পূর্বে পুত্রকে কিছু দিয়ে থাকে অর্থাৎ স্বামীর কসমের পরে, তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যায়েদ কসম করল যে, আমরের মাল চুরি করব না। তারপর যায়েদ রাতে আমরের ঘরে ঢুকে জবরদস্তি তার মাল নিয়ে গেল। তবে যায়েদ হানেছ হবে। আর যদি কসম করে যে, আমরের মাল জোর করে নিব না বা চুরি করে নিব না। তারপর যায়েদ পথের মধ্যে আমরের মাল রাহাজানি করে নেয়। তবে গছবের কসমে সে হানেছ হবে কিন্তু চুরির কসমে হানেছ হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি অমুকের নিকট হতে আমার পাওনা আদায় করে নিব। অথবা আমি অমুকের নিকট হতে আমার হক কব্জা করব। তারপর সে তা নিজে নিয়ে নিল বা তার উকীলে নিয়ে নিল, তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হল। যদি তালেব কসম করে যে, আমি অবশ্যই মাল আদায় করে নিব; এব কোন সময় নির্দিষ্ট করল না। তারপর সে মাতলুবকে নিজের হক হতে মুক্ত করে দিল অথবা নিজের মাল তাকে হেবা করে দিল। তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়, তবে তারপর সেই সময়ের পূর্বে মাতলুবকে মাল হতে মুক্ত করে দিলে কসম ছাকেত হয়ে যাবে। এবং কসমকারী হানেছ হবে না। যদি যায়েদ কসম করে যে, আমি যা আমরের নিকট পাব, তা কবজা করব না। তারপর যায়েদ খালেদকে, যে খালেদের কাছে কোন কিছুর পাওনাদার নয়, তাতে আমরের উপর হাওলা করে দেয় এবং সে আমার হতে যায়েদের পাওনা আদায় করি নেয়, তবে যায়েদ হানেছ হয়ে যাবে। যদি কেউ কসম করে যে, নিজ করজদার হতে দূরে যাব না, তার নিকট হতে আমার পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত। তারপর করজদার তার নিকট হতে ভেগে গেল। অথচ কসমকারী তার নিকট হতে দূরে যায়নি। তবে সে হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম কর যে, আমি করজদারের নিকট হতে করজ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে যাব না। তারপর তারা পরস্পর উপরে নীচে বসল এবং পাওনাদার করজদার তাকে নজরে রাখল যে সে নাগালের বাইরে যেতে না পারে। আর যদি তাদের মাঝখানে কোন সোতরাহ অথবা মসজিদের কোন স্তম্ভ আড়ালকারী হয়, তবে তাতে তাকে জুদা হয়েছে বলা যায় না। আর এভাবে যদি উভয়ের মধ্যে একজন মসজিদের ভিতরে থাকে এবং অন্যজন বাইরে থাকে এবং মসজিদের দরজা খোলা থাকে, যাতে পাওনাদার করজাদারকে দেখতে পারে, তা হলেও তাকে জুদা হয়েছে বলা যাবে না; কিন্তু যদি একজন মসজিদের ভিতরে থাকে এবং অন্যজন বাইরে এবং পরস্পরের মধ্যে মসজিদের দেয়াল আড়াল হয় যে, একে অপরকে দেখা যায় না, তবে ইহা জুদায়ী বলা যায়। আর যদি মসজিদের দরজা বন্ধ থাকে এবং দরজার চাবি কসমকারীর হাতে থাকে এবং সে মসজিদের বাইরে দরজার কাছে বসা থাকে, তা হলেও জুদায়ী বলা যাবে। ইহা মুনতাকায় বর্ণিত আছে। আর যদি তালেব ঘুমিয়ে পড়ে অথবা অন্য কোনরূপে মাতলুব হতে বেখেয়াল হয়ে যায় অথবা কেউ তাকে কথায় মশগুল রাখে, এই অবসরে মাতলুব ভেগে যায়, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর যদি ঘুমিয়ে না পড়ে, কোনরূপ বেখেয়ালও না হয়; কিন্তু মাতলুব হাটতে থাকে এবং তালেব তার সঙ্গে না যায় এবং বারণ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বারণ না করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি কাছে থাকতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে মাতলু ভেগে যায়, তবে তালেব নিজের কসমে হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, পাওনাদারের পাওনা মাসের প্রথমাংশে আদায় করে দিবে। তারপর মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে আদায় করে দেয়, তবে সে কসমে হানেছ হবে না। আর যদি কেউ কসম করে যে মাসের শুরুতে

www.nagorikpathagar.org

আদায় করে দিবে। তবে যেদিন মাসের প্রথম চাঁদ দেখা যাবে, সেদিন সারারাত এবং তারপর সারাদিনের মধ্যে আদায় করে দিলে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, তার হক জোহরের নামাযের ওয়াক্তে আদায় করে দিবে। তবে ইহা আদায়ের জন্য জোহরের নামাযের পূরা ওয়াক্তই ধরা হবে। যদি কেউ কসম করে যে, তার হক মাসের শুরুতে আদায় করে দিব। তারপর সে তা ঐ সময়ের পূর্বেই দিয়ে দিল অথবা পাওনাদার তাকে মুক্তি করে দিল অথবা পাওনাদার মরে গেল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কসম ছাকেত হয়ে যাবে। আর যদি মাতলুব মরে যায়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে হানেছ হবে না। করজদার কসম করল যে, তোমার করজ আদায় না করে এ শহর হতে যাব না। তারপর সে তা আদায় না করে করজদার চলে গেল। তবে সে হানেছ হবে; কিন্তু যদি ইহা হতে কম পরিমাণও দিয়ে যায়, তবে হানেছ হবে না। ইহা অজীয়ে কারদারীতে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, আল্লাহর কসম আমি যা তোমার নিকট পাই, আজ তা কব্জা করব না। তারপর কসমকারী মতলুবের দাসীকে ঐ মালের উপর ঐদিন বিয়ে করল এবং তার সাথে দুখুল করল। তবে সে হানেছ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ তার একশত দিরহামওয়ালা করজাদারকে বলে যে, আল্লাহর কসম, যদি আমি আজ তোমার নিকট হতে আংশিক পাওনা নিয়ে নিই, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম আদায় করল এবং বাকি পাওনা নিল না, এমন কি সূর্য অস্তমিত হল তবে হানেছ হবে না। যেমন সে তার নিকট হতে পুরা একশত দিরহাম আদায় করল হানেছ হত না। তবে যদি দিনের প্রথম ভাগে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম নিত এবং শেষভাগে বাকি পঞ্চাশ দিরহাম নিতে তবে হানেছ হত।

যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম মুক্ত, যদি তোমার নিকট হতে আজ আমার একশত দিরহামের কোন দিরহাম নিই। তারপর সে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম নিয়ে নিল। তবে নিবার সময়েই সে হানেছ হবে। যদি সেদিন সে কিছু না নিত, তবে হানেছ হত না। আর যদি কেউ কসম করার বয়ান না করে, অর্থাৎ কসমকে মতলক রাখে, এভাবে যে, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি তোমার নিকট হতে একশত দিরহাম করজের আংশিক পরিমাণ নিই। তারপর সে তার নিকট হতে পঞ্চাশ দিরহাম আদায় করে নেয়, তবে তা নিবার সাথে সাথে সে হানেছ হবে। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমার নিট হতে করজের একশত দিরহাম হতে কিছু কিছু করে নিই। তারপর করজদার তার জন্য পঞ্চাশ দিরহাম ওজন করে তাকে দেয়। তারপর সেই মজলিসেই তার জন্য বাকি পঞ্চাশ দেরহামও ওজন করে তাকে দেয়। তবে এস্তেহসানান হানেছ হবে না, যদি সে প্রথম পঞ্চাশ দিরহাম দিবার পর দ্বিতীয় পঞ্চাশ দিরহাম ওজনের কাজ ব্যাপৃত থাকে। আর যদি সে সেকাজে মগ্ন না হয়ে মাঝে অন্য কাজে মশুল হয়, তবে সে হানেছ হবে এবং ইহাই এস্তেহসানান আমাদের আলিমত্রয়ের অভিমত।

যদি কেউ বলে যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকট যা পাওনা আছি, তা তোমার নিকট হতে একবারে ছাড়া নিব না। তারপর করজদার তার জন্য এক এক দিরহাম করে ওজন করল এবং প্রত্যেক দিরহাম ওজন করে তা তাকে দিতে থাকল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। তবে যদি করজদার ঐ মজলিসে দিরহাম ওজনের কাজ বন্ধ রেখে অন্য কাজে মশগুল হয়, তবে কসমকারী নিজ কসমে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা শরহে জামে' কবীরে উল্লেখ আছে। যদি কেউ বলে যে, তোমার নিকট যে মাল আমার পাওনা আছে, তা হতে কিছু কিছু আদায় করলে তা মিসকীনদের উপর ছদকাহস্বরূপ। তারপর সে তার করজদারের নিকট পাওনা দশ দিরহাম হতে নয় দিরহাম আদায় করে তা কাউকেও হেবা করে দিল। বাকি এক দিরহাম সে কব্জা করল, তবে ঐ দিরহাম ছদকাহ করে দেয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। কেহ বলল, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ কব্জা না করি, তবে তা

মিসকীনদের ছদকাহ। তারপর সে ঐ দিরহামের বদলে করজদারের নিকট হতে সে অন্য কোন মাল কব্জা কর। তবে কসমকারী তার কসমে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ বলে যে, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ আদায়ের নিয়মানুযায়ী আদায় না করি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে ঐ দিরহামের বদলে অন্য কোন মাল বা দীনার কব্জা করে নেয়, তবে নিজের কসমে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে।

কেউ বলল, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা মাল ওজন করে না নিই, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর সে তার কোন মাল নিজের কথার খেলাফ করে ওজন না করে নিয়ে নিল। অথচ সে মাল ওজন করা যায়, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হল। অর্থাৎ সে কসমে সত্যবাদী হল না। যদি কেউ বলে যে, আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ আদায়ের নিয়মে আদায় না করি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর মতলুব তালেব হতে এক দেরহাম কর্জ নিল এবং তা করজ দ্বারা আদায় করল। তারপর দ্বিতীয়বার তার নিকট হতে কর্জ নিল এবংতা আদায় করে দিল। এভাবে বরাবর একই দিরহাম করে কর্জ নিয়ে তা আদায় করতে থাকল। এমনি করে তার সমস্ত দেরহাম ঐ এক দেরহাম কর্জ করে আদায় করায় সম্পূর্ণ দেরহাম আদায় হয়ে গেল। তবে তলেব হানেছ হবে। আর যদি কেহ কসম করে যে, যাদেয়ের নিকট আমার যে মাল পাওনা আছে তা ওজন করে নিব। তারপর যায়েদ তাকেঐ মাল ওজন ব্যতীত দিয়ে দিল; এবং কসমকারী তা এভাবে নিয়ে নিল। তবে কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি পাওনাদারের উকীল মাল ওজন করে নেয়, তবে পাওনাদার কসমে হানেছ হবে না অর্থাৎ সে তার কসমে সত্যবাদী হবে।

যদি করজদার কসম করে যে, আমার নিকট তার যে পাওনা মাল আছে, তা আমি তাকে ওজন করে দিব ।তারপর করজদারের উকীল ঐ মাল ওজন করে দিয়ে দিল, তবে করজদার নিজের কসমে সত্যবাদী থাকল। এভাবে যদি তালেব এবং মতলুব উভয় কসম করে, অর্থাৎ তালেব কসম করে যে, আমি মাল ওজন করে নিব; এবং মালুব কসম করে যে, আমি মাল ওজন করে দিব। তারপর উকীল তাদের উভয়ের কসম অনুযায়ী মাল ওজন করল, তারপর তা লেনদেন হল। তবে তালেব এবং মাতলুব উভয়ে তাদের কসমে সত্যবাদী হল। কেননা কারও পক্ষ হতে নিযুক্ত উকীলের কাজ আর নিজের কাজ একই কথা। এভাবে প্রত্যেক যদি কসম করার পূর্বে উকীল নিয়োগ করে এবং প্রত্যেকের উকীল আপন আপন মুয়াক্কিলের কসম অনুযায়ী কাজ করে, তবে তাতে তালেব মাতলুব উভয়ের কসম পুরণ হয়ে যায়।

যদি পাওনাদার কাউকেও উকীল করে দেয় যে, যায়েদের নিকট হতে আমার কার্জের মাল গ্রহণ কর। তারপর সে কসম করল যে, ইহা গ্রহণ করব না। অতঃপর কসমের পরে উকীল ঐ মাল গ্রহণ করল, তবে তালেবের নিজের কসমে হানেছ হওয়াই সংগত; অথচ কাউকেও উকীল করা একটি স্থায়ী এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অতএব কসমের পরে যদিও গ্রহণ করার জন্য উকীল করা হয়েছে, তবুও উকীলের কাজ নিজের কাজেরই অনুরূপ সুতরাং যদিও উকীল সে মাল গ্রহণ করেছে তবুও সে হানেছ হবে। ইহা মুহীতের মধ্য উল্লেখ আছে। করজদার নিজের পাওনাদারকে বলল যে, আল্লাহর কসম, তোমার পাওনা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আদায় করে দিব কিন্তু সে তা আদায় করল না, এমনকি বৃহস্পতিবার দিনের সকাল হয়ে গেল, তবে করজদার নিজের কসমে হানেছ হবে। কেননা সে বৃহস্পতিবারকে সীমা নির্ধারণ করেছিল এবং সীমা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখেল নয়। তবে যখন বল াহয় যে, আল্লাহর কসম, তোমার করজ বৃহস্পতিবার দিন পর্যন্ত আদায় করে দিব। তবে যখন পর্যন্ত বৃহস্পতিবার দিবা ভাগে সূর্য অস্তমিত না হয়; তখন পর্যন্ত করজদার হানেছ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি পাওনাদার কসম করে যে, নিজের করজদার হতে তার কর্জ গ্রহণ করবে না। তারপর পাওনাদার ঐ করজদার হতে ঐদিনই কোন বস্তু ঐ কর্জের বিনিময়ে কিনে এবং ঐদিনই খরিদকৃত মাল গ্রহণ করে, তবে সে হানেছ হবে। আর যদি খরিদকৃত মাল তৎপরবর্তী দিন গ্রহণ করে, তবে হানেছ হবে না। আর যদি কসমের পরে ঐদিন করজদার হতে কোন বস্তু বায়ে' ফাসেদের পন্থায় কিনে এবং তার উপর ঐদিনই গ্রহণ করে নেয়, তবে যদি তার মূল্য করজতুল্য অথবা তার চাইতে বেশি হয়, তা হলে হানেছ হবে, নুতবা হবে না।

আর যদি ঐদিন করজদারের কোন বস্তু নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং যদি নষ্টকৃত বস্তু অনুরূপ সাপেক্ষ হয়, অর্থাৎ তার মুল্য তার অনুরূপ বস্তুর দ্বারা দেয়া হয়, মুদ্রা দ্বারা দেয়া না হয়। তবে সে হানেছ হবে না। আর যদি ঐ বস্তু অনুরূপ সাপেক্ষ না হয়ে বরং মূল্যসাপেক্ষে হয়, তবে যদি এর মুল্য করজতুল্য অথবা তার চাইতে বেশি হয়, তবে হানেছ হবে; কিন্তু শর্ত এই যে, প্রথম গছব করে তারপর যদি তা নষ্ট করা হয়। আর যদি গছব করা ছাড়া নষ্ট করা হয়, যেমন বস্তুটিকে জ্বালিয়ে দেয়া হল, তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

করজদার নিজ পাওনাদারকে বলল যে, আমি তোমার মাল আগামী কাল যদি আদায় না করি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর পাওনাদার নিখোজ হয়ে গেল, তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, তার কর্জ কাজীর নিকট দিয়ে দিবে। দিয়ে দিলে হানেছ হবে না এবং কর্জ হতেও মুক্ত হয়ে যাবে। আর তাই উত্তম অভিমত। আর যদি তা অন্য স্থানে হয়, যেখানে কাজী অনুপস্থিত আছে; কিন্তু সে কর্জের মাল কবুল করেনি, তবে যদি ঐ মাল তার সামনে এমনভাবে রেখে দেয়া হয় যে, তা গ্রহণ করা উচিত, তা হলে যদি পাওনাদারের হাত ঐ মাল পর্যন্ত পৌছতে পারে, তবে হানেছ হবে না এবং করজদার কর্জ হতেও মুক্ত হবে। আর যদি গাছেব এভাবে মাগছুর মাল ফিরিয়ে দেওয়ার কসম করে এবং যার মাল গছব করেছে, সে তা গ্রহণ করতে কবুল না করে; কিন্তু গাছেব ফিরিয়ে দেয়, তবে সে কসমে হানেছ হবে না; এবং সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইহা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ আছে। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ইবনে সেমা' বলেছেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি নিজ করজদারকে বলল, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকট হতে দূরে যাব না, যখন পর্যন্ত না তুমি আমার মাল দিয়ে দাও, আজকের দিন। আর তার নিয়ত এ যে, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না, আমার পাওনা না দেয়া পর্যন্ত। তারপর সেই দিন চলে গেল এবং সে তার সঙ্গ ছাড়ল না এবং করজদার কর্জও আদায় করল না। তবে কসমকারী হানেছ হবে না। আর যদি ঐদিন চলে যাওয়ার পর সে করজদারের সঙ্গ ত্যাগ করে তবে সে হানেছ হবে। এভাবে যদি পাওনাদার করজদারকে বলে যে, আমি তোমার বাদশাহর নিকট পৌছানো ছাড়া, আজকের দিন। অথবা বাদশাহ তোমাকে আমার নিকট হতে না ছাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত। তারপর সেদিন চলে গেল এবং পাওনাদার করজদারের সঙ্গে ছাড়ল না এবং বাদশাহর নিকট নিয়ে গেল না এবং বাদশাহ তাকে কসমকারীর নিকট হতে ছাড়িয়ে দিল না। তা হলেও হুকুম এ হবে যে, তার পর পাওনাদার যখনই করজদারের সঙ্গ ত্যাগ করবে, তখনই সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি সঙ্গ ত্যাগ না করে, তবে হানেছ হবে না।

যদি যায়েদ কসম করে যে, আমরের নিকট আমার পাওনা চাইব না। তারপর সে আমরের হাত ধরল; কিন্তু তার নিকট পাওনা চাইল না। তবে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি পাওনাদার কসম করে যে, যদি আমি তোমার নিকট হতে কাল আমার পাওনা মাল আদায় না করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। পক্ষান্তরে করজদারও কসম করে যে, কালকের দিন আমি তাকে মাল দিব না। তারপর পাওনাদার জবরদস্তি মাল নিয়ে নিল। তবে কেউ কসমে হানেছ হবে না। আর যদি পাওনাদারের পক্ষে মাল আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে করজদারকে কাজীর নিকট নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

যাবে। এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। কেউ নিজ করজদারের নিকট হতে কসম করাল যে, সে তার হক অমুক দিন অবশ্য আদায় করে দিব এবং তার হাতে হাত দিবে আর তার অনুমতি ছাড়া কোথাও চলে যাবে না। তারপর নির্দিষ্ট তারিখে কসমকারী এসে পাওনাদারের সব পাওনা আদায় করিয়ে দিল। কিন্তু হাতে হাত দিল না এবং তার অনুমতি ছাড়া চলে গেল। তবে কসমকারী করজদার কসমে হানেছ হবে না।

কেউ কসম করল যে, আমি আমার মাল তোমার নিকট রাখব না এবং সে তাকে কাজী নিকট নিয়ে গেল। তারপর কাজী করজদারকে বন্দি করল এবং তার নিক কসম করিয়ে নিল। তবে কসমকারী নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। আর এভাবে যদি তাকে কাজীর নিকট নিয়ে না যায় এবং রাত আসা পর্যন্ত তার স্থান ত্যাগ করে, তা হলেও সে কসমে সত্যবাদী হবে। এর সুরুখসীর মধ্যে আছে যদি করজদার কসম করে যে, অমুক দিন তার করজ আদায় করে দিব। তারপর সে ঐদিন আসার পুর্বেই তা আদায় করিয়ে দিল অথবা পাওনাদার তা তাকে হেবা করে দিল। অথবা এমনিই দায়মুক্ত করে দিল। তারপর সে সেদিন আসল। অথচ তার উপর করজের দায় নেইনি। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এরবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট সে কসমে সত্যবাদী হল। আর যদি সেদিন আসার পূর্বে পাওনাদার মরে যায় এবং করজদার পাওনাদারের অছী বা ওয়ারিছের নিকট কর্জ আদায় করে দেয়, তা হলেও করজদার কসমে সত্যবাদী হবে। আর আদায় না করলে সে হানেছ হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে আছে, যদি কেউ তার স্ত্রীর নিকট কসম করে যে, যদি আমি প্রত্যেক দিন তোমাকে এক দিরহাম না দেই, তবে তুমি তালাক। তবে সে কোনদিন সূর্যাস্ত যাওয়ার সময়ে দেয় এবং কোন দিন এশার ওয়াক্তে দেয়; কিন্তু দিরহাম না দেওয়া অবস্থায় কোন রাতই যায় না। কবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

যায়েদ কসম করল যে, আমরের নিকট তার পাওনা মালের ব্যাপারে আমরকে ইখতিয়ার দিবে না। তারপর সে একমাস পর্যন্ত আমরের নিকট মাল চাইল না। তবে তাতে সে কসমে হানেছ হবে না। কেননা সে আমরকে ইখতিয়ার দেয়নি। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরায় বর্ণিত আছে। ফতোয়ায়ে নছফীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, পাওনাদার নিজ করজদারের নিকট হতে কসম নিল যে, সে তার নিকট হতে গা ঢাকা দিবে না; কিন্তু এজন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা হল না। তারপর যখন পাওনাদার করজদারকে তলব করল এবং করজদারের কাছে সে সংবাদ পৌছল; কিন্তু সে বাহির হল না। তবে করজদার কসমে হানেছ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে গোপনে বাজারে যায়, তবে তাতে হানছ হবে না। আর যদি পাওনাদার তাকে তলব করে; কিন্তু করজদারের নিকট সে সংবাদ না পৌছে আর সে করণে সে বের না হয়, তবে সে হানেছ হবে না। আর যদি পাওনাদার দুই ব্যক্তি হয় এবং তারা উভয়ে করজদারের নিকট হতে ঐভাবে কসম করিয়ে নে, তারপর করজদার তাদের একজনের কর্জ আদায় করে দেয়, তবে তার উপর একজনেরসাথে কসমের হুকুম বাকি থাকবে। ইহা খোলাছার বিবরণ।

করজদার নিজ পাওনাদারের নিকট কসম করল যে, যদি আমি ঈদের দিন তোমার পাওনা আদায় না করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন । তারপর ঈদের দিন আসল; কিন্তু স্থানীয় শহরের কাজী তার নিকট মৌজুদ দলীল প্রমানের ভিত্তিতে ঐ দিনকে সাব্যস্ত করল না এবং ঈদের নামায পড়ল না; কিন্তু অন্য শহরের কাজী ঐ দিনকেই ঈদের দিন বলে হুকুম দিয়। তবে ইহা অন্য শহরওয়ালাদের জন্যও আবশ্যক হবে; যদি দুই শহরের দূরত্ব খুব বেশি না হয়। যেমন নাকি রমজানের রোযা রাখার হুকুম আছে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেহ এরূপ কসম করে যে, উহাকে প্রত্যেক মাসে এক দিরহাম করে দিব; কিন্তু সে কোনরূপ নিয়ত করেনি। আর সে কোন মাসের প্রথম দিকে কসম করেছে, তবে তাকে সেই মাসেও দিরহাম দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

কসমের আরো কতিপয় মাসায়েল

যদি কেউ কসম করে যে, আমার গোলাম স্বাধীন, যদি আমি মালিক হই, তবে একশত দিরহামের নয় । অথচ সে একশত হতে কম দিরহামের মালিক ছিল । তবে সে কসমে হানেছ হবে না। এভাবে যদি সে কেবল একশত দিরহামেরই মালিক হয়, তা হলেও হানেছ হবে না এবং তার গোলাম মুক্ত হবে না। আর যদি সে একশত হতে বেশি দিরহামের মালিক হয়, তবে হানেছ হবে। আর যদি তার মিলকিয়াতে একশত দিরহাম না থাকে কিন্তু তার মিলকিয়াতে দীনার থাকে, যা একশত দিরহাম অপেক্ষা বেশি, তবে কসমকারী হানেছ হবে। এভাবে যদি তার নিকট ব্যবসায়ের গোলাম থাকে, অথবা তিজারতের মাল বা এমন সংখ্যায় পশু থাকে যাতে যাকাত ওয়াজিব হয়, তবে হানেছ হবে - চাই পুরা নেছাব হোক বা না হোক।

আর যদি তার মিলকিয়াতে খেদমতের গোলাম থাকে বা এরূপ মাল থাকে, যার যাকাত দিতে হয় এই শ্রেণীর নয় বা এমন মাল থাকে যা ব্যবসায়ের মাল নয়, তা হলেও হানেছ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। একব্যক্তি মরে গেল এবং সে ওয়ারিছ রেখে গেল। ঐ মাইয়্যেতের এক ব্যক্তির উপর কর্জ পাওনা আছে। তারপর উক্ত ওয়ারিছ ঐ করজদারের নিকট আসল এবং তার সাথে বিবাদ শুরু করল। তখন করজদার কসম করল যে, ঐ ব্যক্তির আমার নিকট কোন কিছু পাওনা নাই। তবে যদি করজদার ঐ ব্যক্তির মৃত্যু খবর না জানত, তবে সম্ভবতঃ করজদার হানেছ হত না। আর যদি সে তা জেনে থাকে, তবে সে হানেছ হবে, এবং তাই উত্তম মত। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে।

আছল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কসম করে যে, আমার কোন মাল নাই। অথচ তার কোন ধনী বা গরীব ব্যক্তির নিকট ধারের মাল পাওনা আছে। তবে সে হানেছ হবে না। এভাবে যদি কারও মাল গছব করে নিয়ে তা নষ্ট করিয়ে ফেলে এবং যে তা নষ্ট করে ফেলেছে, সে তা স্বীকার করে অথবা সে াল মৌজুদ আছে; কিন্তু গছবকারী অস্বীকার করে, তা হলেও কসমকারী হানেছ হবে না। আর যদি গছবকৃত মাল অবিকল মৌজুদ থাকে এবং গাছেব স্বীকাও করে যে, আমি অমুকের মাল গছব করে এনেছি। তবে তাতে মাশায়েখগণ মতবেদ করেছেন। যদি কেউ কসম করে যে, যায়েদ যে হকের দাবী করে তাতে তার সাথে আপস করব না। তারপর সে কাউকেও উকীল করল। উকীল যায়েদের সাথে ঐ ব্যাপারে আপস করে ফেলল। তবে কসমকারী হানেছ হবে না।

যদি কেউ কসম করে যে, এরূপ কাজ করব না। তবে সে কাজ সর্বদার জন্য তরক করবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কসম করে যে, নিশ্চয় এরূপ করব। তবে একবার করলেই তার কসম পূরা হয়ে যাবে-চাই ইহা সে জবরদস্তিতে করুক বা খুশীর সাথে করুক। চাই ভুলে করুক না স্মরণ অবস্থায় করুক। চাই ইহা নিজের জন্য করুক বা অন্যের পক্ষ হতে উকীল হিসেবে করুক। আর যদি সে তা না করে, তবে তাকে হানেছ হওয়ার হুকুম দেয়া যাবে না।-যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ হতে ঐ কাজ করার সম্ভাবনা থাকে। আর তার সুরত এই যে, সে ঐ কাজ করা ছাড়া মরে গেলে, তার উপর ওয়াজিব হবে যে, সে আর কাফফারা আদায় করার অছিয়ত করে। অথবা আর এক সুরত এই যে, ঐ কাজ করার পাত্র বা ক্ষেত্র ফওত হয়ে গেলে, যেমন কসম করল যে, যায়েদকে মারব অথবা ঐ ধরনের রুটি কেউ খেয়ে ফেলল। তবে হানেছ হবে। আর ইহা ঐ সময়ে, যখন কসম মতলক হবে। আর যদি মোকাইয়্যাদ হয়, যেমন ঐ রুটি আজ খাব, তবে সময় অতিক্রান্ত হবার আগে কাজের ক্ষেত্র ফওত হয়ে গেলে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কসম ছাকেত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) তাতে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

একব্যক্তি কসম করল যে, হারাম করব না। তারপর সে ফাসেদ বিয়ে করলে হানেছ হবে না। এভাবে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে করলেও হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, কিছু অছিয়ত করব না। তারপর মরজুল মওতের মধ্যে সে হেবা করল। তবে হানেছ হবে না। আর এভাবে যদি নিজের মরজে মওতের মধ্যে নিজের পিতাকে কিনল যে, সে তার তরফ হতে স্বাধীন হয়ে যাবে। তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। যদি কেউ কসম করে যে, আজ তাকে একশত দিরহাম হেবা করবে। তারপর তাকে এমন একশত দিরহাম হেবা করল যে, যা হেবাকারীর অন্য কারও নিকট করজ স্বরূফ আছে। আর হেবাকারী তাকে তা উসুল করবার উকীল বানিয়ে দিল। তবে সে নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। আর হেবাকারী মাওহুব লাহুর তা কব্জা করার আগে মরে গেলে মাওহুব লাহ্ তা কব্জা করতে পারবে না। কারণ এই যে তা তখন হেবাকারীর ওয়ারিছদের মীরাছ হয়ে যাবে। তা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

কেউ কসম করল যে, যায়েদ যে কাজের হুকুম করবে এবং যে কাজ নিষেধ করবে, তাতে তার অনুবর্তী হব। তারপর এর পরে যায়েদ তাকে তার স্ত্রীর সাথে জেমা করতে মানা করল; কিন্তু সে স্ত্রীর সাথে জেমা করল। তবে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, তার খেদমত করব না; কিন্তু যদি সে তাকে তার বদলাস্বরূপ জামা দান করে, তবে হানেছ হবে না। আর যদি বদলা ছাড়া হয়, তবে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, আমার উপরও ঐরূপ। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে যে, তার সমস্ত মাল প্রথম ব্যক্তির মাল অপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক বা সমান হোক, সবই ছদকাহ করে দেয়। তবে যদি তার নিয়ত এই যে, প্রথম ব্যক্তির মালের সমান ছদকাহ। তবে কসম ঐ পরিমাণের উপর হবে।

যদি কেউ কসম করে যে, আমি এই লোককে চিনি না অথচ সে তাকে চেহারার মাধ্যমে চিনে, কিন্তু নাম দ্বারা চিনে না অর্থাৎ নাম জানা নাই, তবে তাতে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, এই কাজ করব না, যতদিন পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি এ শহরে থাকে। তারপর সে ব্যক্তি শহর হতে চলে গেল, তখন সে সেই কাজ করল। তারপর সে ব্যক্তি আবার ঐ শহরে ফিরে আসল এবং কসমকারী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার সেই কাজ করল, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কেহ কসম করে যে, জুমুআর দিন কোন কাজ করব না এবং সেই ব্যক্তি কাছে কাপড় ছিল যে সেই কাপড় দ্বারা সে জামা বানাবে। অতএব সে সেই কাপড় নিয়ে দর্জির কাছে গেল এবং দর্জিকে বলল যে, এর দ্বারা জামা বানিয়ে দাও। তবে এতে সে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে।

মাজমাউন নাওয়াযিলে বর্ণিত আছে যে, যায়েদ আমরের নিকট কোন বস্তু হেবা পাঠাল। তখন আমর বলল যে, যদি আমি তোমাকে হাদিয়ার বদলে আমার এই কোবাটি তোমাকে না দেই, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর কিছু দিন চলে গেল, আমর যায়েদকে দশটি দিরহাম দিয়ে যায়েদের সাথে আপস করে নিল। তবে এতে আমর হানেছ হয়ে গেল; কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত কোবাটি থাকবে এবং আমর জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সে হানেছ হবে না। যেমন নাকি আমর যদি যে কোন সময় কোবাটি যায়েদকে দিয়ে দেয়, তবে আমার তার কসমে সত্যবাদী হয়ে যাবে। ইহা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি কেউ কসম করে যে, এই কলম দ্বারা লিখব না। তারপর কলমটি ভেঙ্গে ফেলে। পুনরায় কলমটি সেরে নিয়ে তা দ্বারা লিখতে শুরু করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না।

এভাবে যদি কেউ কসম করে যে, এই কাচি দ্বারা কিছু কাটবে না। তারপর সে চাকুটি ভেঙ্গে ফেলে পুনরায় তা বানিয়ে নিয়ে তা দ্বারা কাটার কার্য শুরু করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা হাদীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

কেউ কসম করল যে, অমুক মহিলার চেহারা দেখব না। তারপর নেকাবের সাথে তার চেহারার দিকে নজর করল তবে সে কসমে হানেছ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চেহারার অর্ধেকের বেশি খোলা থাকে। ইহা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন। কেউ কসম করল যে, অমুকের চেহারা দেখব না। তারপর তার চেহারা মিহিন পর্দা অথবা চশমার নিচ হতে দেখল। তবে এতে সে নিজের কসমে হানেছ হবে; কিন্তু সে যদি আয়নার উপর নজর করে তার চেহারা দেখে, তবে সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে দেখি এবং তাকে না মারি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে তাকে প্রায় এক মাইল অথবা তারও বেশি দূর হতে দেখল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এতে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। কেননা, এরূপ দেখা তার নিয়ত অনুযায়ী দেখা নয়। একব্যক্তি অন্যকে বলল যে, যদি আমার তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং আমি তোমাকে সালাম না করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তবে তার উচিত তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তাকে সালাম করে। আর যদি এরূপ না করে, তবে সে কসমে হানেছ হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি বলে যে, যদি আমি তোমার ঘোড়া তোমার নিকট হতে ধার চাই আর তুমি তা না দাও, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তবে সেই ছুরতেও তার উচিত যে সে ঘোড়া দিতে এনকার না করে। কেননা যদি এনকার করে, তবে কসমকারী হানেছ হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

মুনতাকায় বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ কসম করে যে, অমুকের দিকে ফিরে তাকাব না। তারপর সে তার হাত অথবা পা অথবা মাতার দিকে তাকাল, তবে ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলে যে, যদি হাত এবং পা-এর দিকে তাকায়, তবে তাতে তার দিকে তাকান হবে না এবং তার তাকানো দ্বারা অর্থ হল তার মুখ, চেহারা অথবা মাথার দিকে তাকানো। আর যদি শুধু তার মাথার উপরের দিকে তাকায় এবং তাতে তাকে নাও চিনতে পারে, তবুও তার দিকে তাকানো অর্থাৎ তাকে দেখা ছাবেদ হয়ে যায়। আর যদি তাকে মাথা হতে পা পর্যন্ত কাফনের মত কোন কাপড় দ্বারা লেপ্টানো অবস্থায় দেখে এবং তার মাথা ও শরীরের পার্থক্য পৃথক পৃথকভাবে কিছুটা প্রকাশ পায় এবং কাপড় ও এরূপ পাতলা যে, তার মত ছুরত প্রকাশ পায়, তা হলে এর উপর দিয়ে দেখা প্রকৃত দেখারই অনুরূপ হবে আর যদি ঐ কাপড়ের ভিতর হতে তার চেহারা বা ছুরতের কোন কিছুই প্রকাশ না পায়, তবে তার উপর দিয়ে দেখা প্রকৃত দেখা নয়। যদি কেউ কারও পিঠ দেখে, তবে তাকেই দেখা হয়। যদি ছিনা এবং পেট দেখে তাতেও দেখা হয়। আর যদি তার ছিনা এবং পেটের বেশির ভাগ অংশ দেখে তাতেও তাকে দেখা হয়। আর যদি কম অংশ দেখা হয়, তবে তাকে দেখা হয় না। অর্থাৎ ছিনা বা পেটের অর্ধাংশের কম দেখলে তাকে দেখা হবে না।

কেউ কোন মহিলা সম্পর্কে কসম করল যে, আমি তাকে দেখব না। তারপর উক্ত মহিলাকে নেকাব পরিহিত বসা অবস্থায় অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে। তবে তাতে তাকে দেখা হয়ে যায়। হাঁ, তবে যদি তার নিয়ত এরূপ থাকে যে, তার চেহারা দেখবি না। তবে দিয়ানাতান তার কওল তাছদীক করা যাবে। কিন্তু কাজায়ান তাছদীক হবে না। যদি কেউ বলে যে, যদি আমি অমুককে দেখি, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর তাকে মৃত অথবা কাফন পরিহিত অবস্থায় দেখে অথচ তার মুখ ঢাকা থাকে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলে যে, কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে। কেননা, দেখা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায়ই সমান। যেহেতু জীবিত দেখলেও বলা হয় যে, তাকে দেখেছে এবং মৃতকে দেখলেও বলা হয় যে, তাকে দেখেছে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যায়েদ আমরকে বলল যে, যদি আমি খালেদকে দেখি আর তা তোমাকে না জানাই, তবে আমার গোলাম মুক্ত। তারপর খালেদকে সে আমরের সাথে দেখল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট যায়েদ

www.nagorikpathagar.org

হানেছ হবে না এবং তার গোলামও মুক্ত হবে না। আর যদি যায়েদ বলে যে, যদি আমি খালেদকে দেখি এবং তাকে তোমার নিকট না নিয়ে আসি, তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর যদি সে উক্তরূপ খালেদকে আমরের সাথে দেখে, তবে সে কসমে হানেছ হবে না; এবং তার গোলামও আযাদ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। হেশাম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেহ বলে, আল্লাহর কসম অমুকের মৃত্যুতে এবং জিন্দেগীতে কখনই আমি তার নিকট উপস্থিত হব না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, জীবনে উপস্থিত না হওয়ার অর্থ এই হবে যে, সে তার বিপদে বা খুশীতে কোন অবস্থায় তার নিকট যাবে না এবং মৃত্যুতে না যাওার অর্থ এই হবে যে, তার জানাযা ও কাফন-দাফনে শরীক হবে না। ইহা ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থায় তার নিকট গমনাগমন করলে কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে না। যদি যায়েদ বলে যে, সে বেগানা মহিলার সাথে খেলওয়াতে করা হারাম কাজ নয় বরং মাকরূহ। ইহা জহিরিয়হর বিবরণ।

ফাওয়ায়েদে শামসুল ইসলাম কিতাবে বর্ণিত আছে, একব্যক্তি নিজের কাপড় ধোপার নিকট দিল। তারপর ধোপা তা অস্বীকার করল। তখন সে ব্যক্তি কসম করল যে, যদি আমি আমার কাপড় তোমাকে না দিয়ে থাকি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। অথচ সে ব্যক্তি নিজের কাপড় তার পুত্রের কাছে অথবা কোন শাগরিদের কাছে দিয়েছিল। তবে যদি তার পুত্র অথবা শাগরিদ তার কোন গৃহবাসী হয়, তবে সে ব্যক্তি নিজের কসমে হানেছ হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি তার কথার নিয়ত এরূপ থাকে যে, সে নিজেই ধোপার কাছে দিয়েছে, তবে সে কসমে হানছে হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। একব্যক্তি আরবী ভাষায় কসম করল যে, আমি অমুককে এই পুলের উপর দিয়ে যেতে বলি নাই। তারপর সে তাকে সত্যই পুলের উপর দিয়ে যেতে মানা করল। তবে সে কসমে হনেছ হবে না। যদি সে মানা না করত তা হলে সে নিজের কসমে হানেছ হয়ে যেত। একব্যক্তি নিজ পুত্রকে বলল যে, যদি আমি তোমাকে বলি যে, যদি তুমি অমুকের সাথে কাজ কর, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি পুত্র বালেগ হয় এবং তাকে বারণ করতে পিতা অসমর্থ হয়, তখন সে তাকে তার সাধ্যানুযায়ী পুত্রকে শুদু মুখে বারণ করে, তবে তাতেই সে নিজের কসমে সত্যবাদী হবে। আর যদি পুত্র চোট হয়, তবে কসমে সত্যবাদী হওয়ার জন্য শর্ত হল এই যে, তখন কথা ও কাজ উভয়ের দ্বারাই পুত্রকে বারণ করতে হবে।

একব্যক্তি নিজের শ্বশুরের কজাকৃত যমীনের দাবী করল এবং কসম করল যে, যদি আমি এই যমিনের দাবী ছেড়ে দেই এবং ইহা আমার শ্বশুরের নিকট হতে আদায় না করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তবে মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি প্রত্যেক মাসে সে একবার ইহা নিয়ে দরবার করে এবং যে কোন মাসে এই দরবার পুরাপুরি বর্জন না করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। যদি কেহ কসম কর যে, আল্লাহর কসম আমি তাকে এই মহল্লা হতে চলে যেতে দিব না; কিন্তু সে ব্যক্তি মহল্লা হতে চলে গেল এবং কসমকারী সে ঘটনা জানতে পারল না, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর যদি কসমকারী ব্যক্তিকে চলে যেতে দেখে এবং সে তা দেখেও তাকে যেতে বারণ না করে, তা হলে সে নিজের কসমে হানেচ হবে। আর যদি সে ঐ ব্যক্তিকে বাদা দিতে যায়; কিন্তু তাকে ধরে রাখতে সমর্থ না হয়, এমনকি সে মহল্লা হতে বের হয়ে যায়, তবে কসমকরী নিজের কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

যদি কেউ কসম করে যে, ইহা যদি সমস্তই গম হয়, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর দেখা গেল যে, ইহা গম এবং যব। তবে সে কসমে হানেছ হবে না এবং ইহা ছাহেবানের অভিমত। আর যদি কেউ বলে যে, ইহা সমস্তই গম ছাড়া অন্য বস্তু। আর যদি দেখা যায় যে, তা সত্য নয়। তবে কসমকারী কসমে হানেছ হবে। আর যদি তা সমস্তই গম

www.nagorikpathagar.org

হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হানেছ হবে না; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, উভয় অবস্থায়ই হানেছ হবে না। ইহা ইজাহর বিবরণ। মুনতাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে যদি কেউ বলে, যদি আমি আমার সফরকে দীর্ঘ না করি, তবে অমুক দাসী স্বাধীন। তবে যদি তার নিয়ত তিনদিন অথবা তার বেশি দিনের হয়, তবে তার কসম তার নিয়ত অনুরূপ হবে। আর যদি কোন নিয়ত না করে, তবে এ কসম অন্ততঃ এক মাসের সফরের উপরে হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

শায়েখ আবু নছর দাবুসীর নিকট প্রশ্ন করা হল যে, যদি কেউ কসম করে, কিন্তু ইহা ভুলে যায় যে, সে রোযা রাখার কথা বলেছিল, না কী স্ত্রী তালাক দিবার কথা বলেছিল। তিনি বললেন যে, তার কসম তালাকের উপর হবে- যদি তার কোনক্রমেই কসমের বিষয় স্মরণ না হয়। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার খেদমতে রত কোন খাদেম সম্পর্কে কসম করে যে, আমি তার খেদমত চাই না। তবে উক্ত খাদেম যদি তার দাস হয়, তা হলে কতিপয় ছুরত হবে। এক ছুরত এই যে, যেমন সে বলল তুমি আমার খেদমত কর, তবে সে হানেছ হবে। দ্বিতীয় ছুরত এই যে, কসমের পরে তার নির্দেশ ছাড়া খাদেম খেদমত করল; এবং কসমকারী তাকে খেদমত করতে দিল, বারণ করল না তবে এই ছুরতেও সে হানেছ হবে। তৃতীয় ছুরত এই যে খাদেম তার হুকুম ছাড়া খেদমত করল এবং ইহার পূর্ব হতেই সে হুকুম ছাড়া খেদমত করে আসছিল, তবে এই ছুরতেরও কসমকারী হানেছ হবে। চতুর্থ ছুরত এই যে, কসমের পরে খাদেম মালিকের হুকুম ছাড়া খেদমত করল এবং কসমের পূর্বে সে তার মোটেও খেদমত করত না, তবে এই ছুরতেও সে হানেছ হবে।

কেউ যদি কসম করে যে, যায়েদের খাদেম আমার খেদমত করবে না। তারপর কসমকারী এবং যায়েদ উভয়ে একসাথে এক দস্তরখানে খেতে বসল এবং উক্ত খাদেম তাদের খানা পিনা সরবরাহ করল। এতে কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হয়ে যাবে। উল্লেখ থাকে যে, গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মকে খেদমতে বলা হয়; এবং বাইরের কাজ-কর্ম যথা বেচা-কিনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজকে তেজারত বলা হয় এবং তা খেদমতের মধ্যে শামিল নয়। আরও উল্লেখ থাকে যে, খাদেম শব্দটি গোলাম এবং দাসী উভয়ের উর প্রযোজ্য হয়। সে বড় বড় হউক বা ছোট হোক। খেদমত করবার উপযুক্ত হলেই হল। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে আছে। তবে আমাদের প্রচলন অনুসারে গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্রে সাথে জরুরীহাট-বাজার করাও খেদমতের মধ্যে শামিল। একব্যক্তি কসম করল যে, আমি অমুকের কৃষক হব না। যথা সে সে সয় ঐ ব্যক্তির কৃষকের কাজে রত অথবা যদি বলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির জোতদার হব না অথচ সে সময় ঐ ব্যক্তির যমিন তার নিকট আছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি নিজের কসমে হানেছ হয়ে যাবে। কেননা, কৃষক হওয়া এবং জোতদার হওয়া তার মধ্যে কসম করার কালেই পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কসম করল যে, আমি এই ঘরে থাকব না। তারপর সে সেই ঘর হতে বের হতে চাইল; কিন্তু চাবি খুঁজে পেল না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে চাবির তালাসে রত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর চাবির তালাস বন্ধ করে সে চুপ করে বসে থাকলে নিজের কসমে হানেছ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

শায়েখ সামছুদ্দিন (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কেউ নিজের হাতিয়াসমূহের দ্বারা কাজ না করার কসম করে অর্থাৎ যদি কেউ এরূপ বলে যে, যদি আমি এই হাতিয়ার স্পর্শ করি, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তারপর সে সেই হাতিয়ার ধরল। কিন্তু তার দ্বারা কাজ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধু এমনিই ধরল। এতে সে হানেছ হবে, কি হবে না? শায়েখ নাজমুদ্দীন জবাবে বললেন, না, হানেছ হবে না, ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি ফারসী ভাষায় কসম করল যে, 'আগার মান কাসত কুনাম দবিদাহ যনে মান কালেকাসত' অর্থাৎ যদি আমি এই গ্রামে কৃষি

www.nagorikpathagar.org

কাজ করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি সে সেই গ্রামে খরবুজা অথবা কার্পাস চাষ করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হয়ে যাবে। আর যদি সে অন্য কারও ফসলের যমিনে পানি দেয় অথবা নিড়ানো কোপানোর কাছ করে বা ফসল কাটে তা হলে হানেছ হবে না। আর যদি নিজের যমিন অন্য কাকে বর্গাচাষ করতে দেয় বা কারও দ্বারা মজুরীর উপরে নিজের যমিন চাষ করায় এবং সে সেভাবে চাষ করে, তবে তাতেও কসমকারী নিজের কসমে হানেছ হবে না; কিন্তু শর্ত এই যে, যদি কসমকারী সদা-সর্বদা নিজে যমিন চাষ করে থাকে। আর যদি সে নিজে কখনও এই কাজ না করে আর এমন অবস্থায় সে ঐরূপ কসম করে, তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি তার নিজের গোলাম বা মজদুর তার জন্য কৃষি কাজ করে এবং যদি সে পূর্ব হতেই তাদের দ্বারা এরূপ করিয়ে থাকে, তবে সে নিজের কসমে হানছ হবে। অবশ্য যদি সে এরূপ নিয়ত করে থাকে যে, নিজের হাতে সে কৃষি কাজ করবে না। তার হলে উক্তরূপ অবস্থাও সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ এরূপ কসম করে যে, যদি আমার এই কৃষি কাজ নিজের কোন কাজে আসে তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে নিজের ফসল বিক্রয় করে দেয় অথবা কাউকেও কর্জস্বরূপ দেয় বা কাউকেও হেবা করে, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। আর যদি কেউ সেই ফসল নষ্ট করে দেয় এবং সে তার নিকট হতে তার মুল্য আদায় করে নিজের খোর-আপোষের কাজে লাগায়, তবে সে কসমে হানেছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, আমি স্বর্ণ বা রৌপ্য স্পর্শ করবা ন। তারপর সে কোন রেমাহরকৃত স্বর্ণ বা রৌপ্য যেমন মুদ্রা প্রভৃতি স্পর্শ করল। তবে তাতে সে হানেছ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে আছে।

কেউ কসম করল যে, আমি কাষ্ঠ স্পর্শ করব না; কিন্তু সে বৃক্ষের তাজা শাখা-প্রশাখা স্পর্শ করল । তবে এতে সে হানেছ হবে না। কেউ কসম করল যে, চুল ধরব না; কিন্তু সে চুলের মধ্যে হতে উকুন ধরে আনল, এতে সে কসমে হানেছ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, পম স্পর্শ করব না; কিন্তু সে পশমের কম্বল স্পর্শ করল। এতেও কসমকারী হানেছ হবে না। ইহা খায়ীনাতুল মুফতীনের মধ্যে আছে। কেউ কসম করল যে, খালি যমিনের উপর চলব না। তারপর সে পায়ে জুতা অথবা মোজা ব্যবহার করে যমিনের উপর হাঁটল। তবে কসমে সে হানেছ হবে। আর যদি যমিনের উপর চাটাই বা বিছানা পেতে তার উপর হাঁটে, তবে সে হানেছ হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে।

যদি কেউ না'ল সম্পর্কে কসম করে যে, এই না'ল পরব না। তারপর তার তাসমা' কেটে ফেলে অন্য তাসমা' লাগিয়ে পরে, তবে সে কসমে হানেছ হবে। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের মাথার দিকে ইশারা করে বলে যে, যদি কেউ এই মাথা স্পর্শ করে, তবে আমার দাসী স্বাধীন। তারপর যদি সে নিজে স্পর্শ করে, তবে হানেছ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি কেউ কসম করে যে, আজ আমি চুলস্পর্শ করব না। তারপর সে নিজে নিজের মাথা স্পর্শ করে, তবে সে হানেছ হবে না; কিন্তু যদি অন্যের মাথা স্পর্শ করে, তবে হানেছ হবে। ইহা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কসম করে যে, তাকে শোফা' সোপর্দ করব না অর্থাৎ দিব না। তারপর সে চুপ থাকলে এবং ইহা নিয়ে কোন দরকার করল না। তবে শোফা বাতিল হয়ে যাবে এবং সে নিজের কসমে হানেছ হবে না। আর যদি শোফা' দিবার জন্য কাউকেও উকীল করে, তবে হানেছ হবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে; যদি কোন তাঁতি কসম করে যে, যদি এক বৎসরের মধ্যে কারও জন্য কাপড় বয়ন করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি সে ঐ সময়ের মধ্যে কাউকেও কাপড় তৈরি করে দিবার জন্য তার নিকট হতে সূতা গ্রহণ করে। তারপর এক বছর পরে সে তাকে কাপড় বয়ন করে দেয়, তবে সে হানছ হবে না। ইহা খোলাছার মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

যদি কেউ কসম করে যে, যদি আমি এই বাড়ীতে কোন ইমারত তৈরি করি, তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর যদি সে তার এবং তার প্রতিবেশীর বাড়ীর মধ্যকার ভগ্ন দেয়াল তৈরি বা মেরামত করে এবং সে এই নিয়ত করে যে, প্রতিবেশীর ঘর তৈরি করছি, তবে সে নিজের কসমে হানেছ হবে। ইহা খযীনাতুল মুফতীনে আছে। শয়খুল ইসলামকে (রহঃ) জিজ্ঞাসা করা হল, যদি আমি কালকের দিন অমুকের ঘর নষ্ট করে না দেয়, তবে আমার গোলাম স্বাধীন। অতঃপর সে কসমকারী বন্দি হয়ে গেল এবং এভাবে ইসলাম (রহঃ) বলেন যে, এই মাসয়ালায় মাশায়েখদের মতভেদ আছে। তবে ফতোয়ার জন্য উত্তম এই যে, সেই ব্যক্তির কসমের জন্য হানেছ হয়ে যাবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে।

হদ কায়িম করার মাসায়েল

শরীয়তে হদ এমন একটি নির্দিষ্ট সাজা, যা মহান আল্লাহর হকের জন্য হয়ে থাকে। তবে কেছাছকে হদ বলা যাবে না। কেননা, তা মহান আল্লাহর হক নয় বরং বান্দার হকের ব্যাপার আর তাযীরকেও হদ বলা যাবে না। কেননা, ইহা নির্দিষ্ট নয়। ইহা হেদায়াহর বিবরণ।

হদের রোকন হল এই যে, ইমামুল মুসলিমীন তা কায়েম করবে অথবা নায়েবে ইমাম কায়েম করবে।

আর হদের শর্ত এই যে, যার উপরে হদ কায়েম করা হবে, তার সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন এবং শারীরিক সুস্থতাসম্পন্ন হওয়া চাই এবং অবস্থা এমন হতে হবে যে, তার দ্বারা মানুষ শিক্ষা লাভ করে এবং মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। অতএব, পাগল, নেশাগ্রস্ত, রোগাগ্রস্ত এবং জীর্ণ-শীর্ণ ও শারীরিক কৃশতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর হদ কায়েম করা যায় না- যখন পর্যন্ত না সে সুস্থ ও আরোগ্য হয়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

হদের হুকুম এই যে, যা দ্বারা আল্লাহর বান্দাগণ গুরুতর ক্ষত ও লোকসানের শিকার হয় তা হতে বেঁচে থাকবে এবং দারুল ইসলাম ফেতনা-ফাসাদ হতে নিরাপদ থাকবে। তারপর গুণাহ হতে পবিত্র হয়ে যাওয়ার কথা, আসলে ইহা হদের হুকুম নয়। কেননা, গুণাহ হতে পবিত্র হওয়া তাওবাহর দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। হদ কায়েম করার দ্বারা গুণাহ হতে পবিত্র হয় না। এই কারণেই কাফিরদের উপর হদ কায়েম করা হয় অথচ তারা গুণাহ হতে পাক হয় না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে।

ব্যবিচারের মাসায়েল

জিনা একে বলা হয় যে, পুরুষ তার কাম বাসনা এমন মহিলার সম্মুখ দ্বারে পূর্ণ করে যে, ছহীহ বা ফাসেদ উভয় রকম বিবাহজনিত অধিকার এবং উভয় রকমের শক-শোবাহ হতে বিমুক্ত থাকে, অথবা মহিলার নিজের প্রতি পুরুষকে এই কাজের জন্য সুযোগ দান করে। ইহা নেহায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। পাগল, নাবালেগ এবং অজ্ঞানের প্রতি জিনার হুকুম হবে না। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। এভাবে যদি পুরুষ নিজের পুত্র অথবা মোকাতেবের দাসী অথবা নিজের গোলামের দাসীর সাথে অথবা যুদ্ধের গনীমতের দাসীর সাথে দারুল ইসলামে আসার পর মুজাহিদগণ অতী করে, তবে জিনা হবে না। কেননা, ইহা এক প্রকার অধিকৃত শর্তস্বরূপ। এভাবে যদি এমন মহিলার সাথে অতি করা হয়, যাকে সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করা হয়েছে অর্থাৎ দাসী নিজ মালিকের অনুমতি নেয়নি অথবা পুরুষ এমন দাসীর সাথে অতী করে, যাকে ঐ পুরুষ তার আযাদ স্ত্রীর উপর বিয়ে করেছে। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রের অতী জিনার মধ্যে গণ্য হবে।কেননা, এই অবস্থাসমূহ প্রায় বিয়েরই অনুরূপ। এভাবে যদি পুত্র নিজের পিতার দাসীর সাথে এই খেয়ালে অতী করে যে, ইহা আমার জন্য হালাল, তবে ইহাও জিনা হবে না। ইহা নেহায়ার বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

জিনার রোকন হল, নারী পুরুষ পরস্পরের যৌনাঙ্গ পরস্পরের যৌনাঙ্গের সাথে মিলানো এবং পুরুষের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো।

জিনা প্রকাশ্যত ঃ হাকীমের নিকট এভাবে ছাবেত হবে যে চাজিন সাক্ষী সে জিনা করেছে বলে সাক্ষ্য দিবে। অতী করেছে বা জেমা করেছে বললে হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যখন চারজন সাক্ষী কারও উপর একই মজলিসে জিনার সাক্ষ্য দিবে, তখন কাজী তাদের কাজে জিজ্ঞাসা করবে যে জিনা কি বস্তু ও কোথায় জিনা করেছে? তারপর যদি তারা এরূপ বয়ান করে, যা প্রকৃতই জিনা। আর যদি তারা বলে যে, সে এভাবে প্রবেশ করেছে, যেভাবে সুরমাদানিতে কাঠি প্রবেশ করায়। তারপর কাজী জিজ্ঞাসা করবে যে, জিনার অবস্থা কিরূপ? তারপর যখন তারা জিনার অবস্থা বয়ান করবে, তখন তাদের কাছে সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করবে। তারপর যখন তারা সময়ের কথা এরূপ বলবে যে, তাতে সময় খুব বেশি বুঝা যায় না। তারপর কাজী যে মহিলার সাথে জিনা করেছে, তাকে নিষ্ঠার কথা পরিজ্ঞাত। তারপর মাশহুদ আলাইহি (যাহ উপর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে) তার নিকট এহছানের (শরয়ী বিয়ের মাধ্যমে যাওজিয়াত হাছিল হওয়া) বিষয় জিজ্ঞাসা করবে। অর্থাৎ সে বিবাহিত কিনা জানতে চাবে। তারপর যদি সে বলে যে, আমি মোহছেন। অথবা যদি বলে যে, আমি মোহছেন নই; কিন্তু সাক্ষীগণ যদি তাকে মোহছেন বলে সাক্ষ্য দেয়, তবে হাকীম তার নিকট মোহছেনের পরিচয় জিজ্ঞাস করবে। তখন সে যদি যথাযথভাবে বয়ান করে, তবে তার উপর রজম করা অর্থাৎ ছঙ্গেছার করা ওয়াজিব হবে। আর যদি মাশহুদ আলাইহি বলে যে, আমি মোহছেন নই এবং সাক্ষীগণও তাকে মোহছেন বলে সাক্ষ্য না দেয়, তবে তাকে দোররাহ মারা যাবে। আর যদি সাক্ষীগণের সততা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে ওয়াকিফ না থাকে, তবে তা কাজীর নিকট প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কাজী মাশহুদ আলাইহিকে বন্দি রাখবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির উপর জিনার সাক্ষ্য দেয়, তারপর তাদের কাছে জিনার অবস্থা ও পরিচয় সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করা হয়, তাতে তারা বলে যে, আমরা যা বলেছি তোমার নিকট এর চাইতে বেশি কিছু বলব না। তবে তাদের সাক্ষ্য কবুল হবে না; কিন্তু তাদের উপর হদও ওয়াজিব হবে না। কেননা তারা সাক্ষীর জন্য যে সংখ্যার প্রয়োজন, সে সংখ্যা তাদের রয়েছে। এভাবে সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ হওয়া তাদের প্রতি হদ ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক। যেমন নাকি যদি চার মহিলা মাশহুদ আলাইহির উপর সাক্ষ্য দিলে তাদের উপর হদে কজফ (জিনার অপবাদ প্রদান জনিত হদ) মারা যায় না। আর এভাবে যদি কোন কোন সাক্ষী অবস্থা এবং পরিচয় বয়ান করলে এবং কেউ কেউ বয়ান না করলে মবুদে মাশহুদ আলাইহির উপর হদ কায়েম করা যাবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কজফ লাযেম হবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

জিনার প্রমাণ পুরুষের স্বীকৃতি দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি সে কাজী ছাড়া অন্য কোন লোকের সামনে জিনার কথা স্বীকার করে, যার হদ কায়েম করার ইখতিয়ার নাই। তবে সে স্বীকারের কোন মূল্য হবে না-যদিও সে চারবার স্বীকার করে। অতএব তার এরূপ স্বীকারের উপর সাক্ষ্য কবুল হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। আর স্বীকৃতি অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং বাহ্যতঃ সে মিথ্যাবাদী বলে প্রচারিত না হতে হবে। গোঙ্গা ব্যক্তিকে স্বীকৃতির উপর হদ মারা যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। যদি পুরুষ স্বীকার করে যে, আমি গোঙ্গি মহিলার সাথে জিনা করেছি অথবা মহিলা স্বীকার করে যে, আমি গোঙ্গা পুরুষের সাথে জিনা করেছি, তবে উভয়ের মধ্যে কারও উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ইহা জরুরী যে, উভয়ের মধ্যে কেউই অন্যের উপর মিথ্যারোপ না করে। যেমন যদি পুরুষ জিনার একরার করে এবং যে

www.nagorikpathagar.org

মহিলার সাথে সে জিনা করেছে বলে, সে মহিলা তা অস্বীকার করে, অথবা মহিলা একরার করে এবং পুরুষ অস্বীকার করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) নিকট উভয়ের মধ্যে কারও উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের মধ্যে আছে। একরার হুঁশ অবস্থায় হওয়া অত্যাবশ্যক। এমনকি যদি কেউ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় একরার করে, তবে তাকে হদ মারা যাবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। আর এক্ষেত্রে জবরদস্তি স্বীকৃতির গুরুত্ব নষ্টকারী এবং মহিলার ব্যাপারে সন্দেহ উৎপাদনকারী। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে বর্ণিত আছে। একরারের ছুরত এরূপ যে, একরারকারী আকেল বালেগ, নিজের উপরে নিজে চারবার চার মজলিসে জিনা করার কথা একরার করবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে।

কারও কারও মতে কাজীর মজলিসসমূহই একরারের যোগ্য। তবে প্রথম মতই শুদ্ধতর। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে; এবং ইহাই ছহীহ। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। জিনার একরারকারীর জন্য বিভিন্ন মজলিস হওয়া আমাদের নিকট শর্ত; সুতরাং যদি সে এক মজলিসে চারবার একরার করে, তবে তা মাত্র একবার একরারের তুল্য। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারার মধ্যে আছ। যদি সে প্রতিদিন একবার বা প্রতি মাসে একবার করে একরার করে এবং এভাবে মোট চারবার একরার পাওয়া যায়, তবে তাকে হদের সাজা দেয়া যাবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। বিভিন্ন মজলিসে একরারের ছুরত এই হবে যে, সে যখন একরার করবে কাজী তা রদ করবে এবং সে চলে যাবে, এমনকি কাজীর নজর হতে দূরে যাবে। তারপর আবার এসে একরার করবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। কাজী বা ইমামুল মুসলিমীনের উচিত, একরারকারীকে একরার করার জন্য ধমকি দিবে এবং নিজের বিরক্তি প্রকাশ করবে; এবং তাকে দূরে এক পাশে সরিয়ে দিতে বলবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

অতঃপর যখন তার চারবার একরার হয়ে যাবে, তখন তার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করা যাবে। যদি দেখা যায় যে, সে সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন এবং তার অবস্থা এরূপ যে, তার একরার সিদ্ধ। তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে জিনা কি বস্তু এবং কিভাবে হয় আর তুমি কারও সাথে জিনা করেছ এবং কোথায় করেছ? কেননা এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। তারপর জিজ্ঞাসা করবে যে, কবে জিনা করেছে? কেউ কেউ বলেছেন যে, কবে জিনা করেছে তা জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা সময়ের দীর্ঘতা সাক্ষ্যের জন্য প্রতিবন্ধক; কিন্তু একরারের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তবে শুদ্ধতর মত হল, সময়ের কথাও জিজ্ঞাসা করবে। কারণ এরূপও হতে পারে যে, সে নাবালেগ থাকা অবস্থায় জিনা করেছে তারপর যখন তা জিজ্ঞাসা করা হয় এবং প্রকাশ পায় যে, সে জিনা করেছে।

তারপর জিজ্ঞাসা করবে যে, সে কি মোহছেন? যদি বলে যে, মোহছেন, তবে জিজ্ঞাসা করবে যে, এহছান কাকে বলে? তারপর যদি সে তাও যথাযথভাবে বলে দেয়, যে তার রজমের হুকুম দিবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি একরারকারী বলে যে, আমি মোহছেন নই এবং সাক্ষীগণ বলে যে, মোহছেন। তবে ইমাম তাকে রজম করবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। একরার করার কালে তাকে তালকীন করা মনদুব। অর্থাৎ একরারকারীকে কাজী বলবে যে, হয়ত তুমি সে মহিলাকে চুম্বন করেছিলে, অথবা হয়ত তাকে স্পর্শ করেছিলে। অথবা হয়ত কোন সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তার সাথে অতী করেছিলে। আছল কিভাবে আছে যে, বলবে, হয়ত তুমি তাকে বিয়ে করে নিয়েছিলে অথবা সন্দেহ স্থলে তার সাথে অতী করেছিলে। মোটকথা, এই উদ্দেশ্যে তালকীন করবে, যাতে কোনক্রমে সে হদ হতে বেঁচে যেতে না পারে। ইহা বাহরুর রায়েকে আছে।

আর যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির উপরে জিনার সাক্ষ্য দেয়, তারপর সে একরার করে নেয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট তাকে হদ মারা যাবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট হদ মারা যাবে না। এবং ইহাই

www.nagorikpathagar.org

শুদ্ধতর মত। ইহা কাফীর মধ্যে আছে; এবং ইহা ঐ সময় হবে, যখন সে কাজার পরে একবার করে। আর যদি পূর্বে একরার করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। চারজন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর জিনার সাক্ষ্য দিল। তারপর সে ব্যক্তি তাদের সাক্ষ্যের পরে একরার করল, পুনরায় এনকার করল এবং সে চারবার করে নাই, তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। আর যদি কোন ব্যক্তির উপর চারজন সাক্ষী জিনার সাক্ষ্য দেয়, আর তা ছাবেতের জন্য তার উপর হুকুম করা হয়, তারপর সে চারবার একরার করে, তবে তার উপর হদ কায়েম করা যাবে। ইহা হাদীসে কুদসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি সে তা ফিরিয়ে নেয়, তবে ফিরিয়ে নিলে শুদ্ধ হবে। ইহা ইমাম তাহাবী ইখতিয়ার করেছেন। ইহা গিয়াসিয়াহর মধ্যে আছে। আর যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের পর সে জিনার একরার করে, তবে এই সাক্ষ্যের মধ্যে শর্তের অভাবজনিত কারণ থাকলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির একরারের কারণে উপরে হদ্দে কজফের সাজা প্রয়োগ করা যাবে না।

যদি একরারকারী হদ কায়েম করার আগে বা হদ কায়েম হতে থাকার মাঝে নিজ একরার হতে ফিরে যায়, তবে তবে তার ফিরে যাওয়া কবুল করা যাবে এবং তার পথ ছেড়ে দেয়া যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর এই একরার ফিরিয়ে নিয়ে চাই পুরুষের পক্ষ হতে বা স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে হোক একই কথা। উভয়ের পক্ষ হতেই ইহা কবুল করা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। আর এভাবে যদি কাজীর সামনে সাক্ষ্য ও একরার দ্বারা জিনা প্রকাশ পায় তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি জিনার একরারের উপর বহাল থাকে; কিন্তু মোহছেন হওয়ার স্বীকৃতি রুজু করে, তবে তার রুজু কবুল করা যাবে না এবং তাকে ছংগেছার করা যাবে না বরং দোররাহ স্বীকৃতি রুজু করে, তবে তার রুজু কবুল করা যাবে এবং তাকে ছংগেছার করা যাবে না বরং দোররাহ মারা যাবে। ইহা ইজাহর মধ্যে আছে। যদি সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা কারও জিনা ছাবেত হয়ে যায়, অথচ মোহছেন হতে পারে বা নাও হতে পারে। তারপর যখন তার উপর হদ কায়েম শুরু হয়ে যায়, তখন কিছু হদ কায়েম হবার পর সে ভেগে যায় এবং সাথে সাথে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের হাতে আবার সে ধৃত হয়ে আবার ফিরে আসে, তখন বাকী হদও তার উপর কায়েম করা হবে। ইহা মবসুতে বর্ণিত আছ। আর যদি সাাথ সাথে ধরা না পড়ে কয়েদিন পর ধরা পড়ে আসে, তবে বাকি হদ ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা এতাবিয়াহর বিবরণ।

জিনার একরারের ক্ষেত্রে যিম্মী এবং গোলামের হুকুমও স্বাধীন মুসলমানের অনুরূপ। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি গোলাম নিজে জিনার একরার করে, তবে একরারের স্থলে তার মালিকের উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। আর যদি লোকগণ গোলামের উপর জিনার সাক্ষ্য দেয়, তবে সে ক্ষেত্রে গোলামের মালিকের উপস্থিত থাকা শর্ত। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনে উল্লেখ আছে। নপুংসুক ব্যক্তি নিজে জিনার একরার করে, বা সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয়, তবে তার উপর হদ জারী হবে। খোজাদেরও এই একই হুকুম। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। অন্ধ ব্যক্তি জিনার একরার করলে তার উপর হদ জারী হবে। আর যদি মহিলা একরার করে যে, আমি পাগল বা (ছোট) বালকের সাথে জেমা করেছি, তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। আর যদি পুরুষ একরার করে যে, আমি পাগলিনী বা এমন নাবালেগা মেয়ের সাথে জিনা করেছি, যে জিনার উপযুক্ত নয়। তবে তার উপর হদ জারী হবে। ইহা ইজাহর মধ্যে আছে। যদি পুরুষ একরার করে যে, সে এমন মেয়ের সাথে জিনা করেছে যাকে সে চিনে না। তবে তার হদ জারী হবে।

www.nagorikpathagar.org

মদ পানের হদের আরো কিছু কথা

মদ পানজনিত বেহুঁশী চিনবার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যেমন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন যে, শরাবের বেহুঁশী এমন যে, শরাবখোর আসমান-যমিন পার্থক্য করতে পারে না; এবং কে পুরুষ, কে স্ত্রীলোক তা চিনতে পারে না; এবং ছাহেবাইন বলেন যে, শরাবের অচৈতন্নতা এমন যে, শরাবখোরের কথাবার্তা অসংগল্প হয়ে পড়ে। অধিকাংশ কথাবার্তা অর্থহীন হয়, এই অবস্থা শরাব পানের নেশার বেহুঁশী। আর ফতোয়া ছাহেবাইনের এই কওলের উপরই যদি কাজীর নিকট সাক্ষীগণ কোন ব্যক্তির উপর শরাব পানের সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজী তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, শরাব বা মদ কি জিনিস? তারপর জিজ্ঞেস করবে যে, সে তা কিভাবে পান করল? এ কারণে যে, হয়ত তাকে মজবুর হয়ে বা জবরদস্তির খারণে পান করতে হয়েছে। তারপর জিজ্ঞাসা করবে যে, কবে পান করেছে। কেননা দীর্ঘ সময়জনিত অবস্থাও থাকতে পারে। তারপর জিজ্ঞেস করবে সে, কোথায় বসে পান করেছে? কেননা দীর্ঘ সময়জনিত অবস্থাও থাকতে পারে। তারপর জিজ্ঞাসা করবে সে, কোথায় বসে পান কছে? এই কারণে যে, হতে পারে, সে দারুল হরবে পান করেছে। যদি সাক্ষীগণ এসব ব্যাপারে যথাযথভাবে বয়ান করে, তবে কাজ উক্ত মাশহুদ আলাইহিকে বন্দি করে রাখবে। এজন্য যে, সে সাক্ষীদের আদালত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে নিবে। আর হাকীম প্রকাশ্য আদালতের উপর হুকুম দিবে না। যে সাক্ষীগণ কোন শরাবখোরের উপরে সাক্ষ্য দেয় তাদের আকেল, বালেগ এবং নাতেক হতে হবে ।

কোন বালক, পাগল এবং বন্দি ব্যক্তির উপর শরাবখোরীর হদ কায়েম হবে না। খানিয়া কিতাবে লিখিত আছে যে, কোন গোংগা ব্যক্তির উপরও শরাব পানের হদ কায়েম করা যাবে না, চাই সাক্ষীগণ তার উপর সাক্ষী দেক, চাই সে নিজে একরার করুক অথবা সে ইশারার দ্বারা বুঝিয়ে দেক, যে ইশারা তার অন্যান্য কাজে একরার বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। অন্ধ ব্যক্তিকে শরাব পানের হদ মারা যাবে, ইহা বারুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি দারুল ইসলামে কোন মুসলমান শরাব পান করে এবং বলে যে, ইহা আমি হারাম বলে জানতাম না, তবে তাকে হদ মারা যাবে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তির উপর শরাব পানের সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং সেবলে যে, আমি ইহা দুধ মনে করে পান করেছিলাম, অথবা বলে যে, উহা শরাব তা আমি বুঝতে পারিনি, তবে তার কথা কবুল হবে না। আর যদি বলে যে, আমি ইহা নবীজ মনে করেছিলাম, তবে তার একথা গ্রহণ করা হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

শরাব পান দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য অথবা পানকারীর নিজের একরার দ্বারাই ছাবেত হয়ে যায় এবং এতে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য কবুল হয় না। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্নিত আছে। যে ব্যক্তি নেশার অবস্থায় থাকে এবং সাক্ষীগণ তার উপর শরাব পান করার সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তার উপর হদ কায়েম করা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হুঁশের মধ্যে আসে এবং নেশা দুর হয়ে যায়। তারপর যখন সে সুস্থ হয় অর্থাৎ হুঁশে ফিরে আসে, তখন তার উপর হদ কায়েম করা যাবে– চাই শরাবের দুর্গন্ধ তার মুখ হতে দূর হোক বা না হোক। কোন মুসলমান যদি শরাব বমি করে ফেলে, তবে তাকে হদ মারা যাবে না। কেননা হতে পারে, তাকে জবরদস্তি করে শরাব পান করান হয়েছে। কোন মুসলমানের মুখ হতে শরাবের দুর্গন্ধ পাওয়া গেলে তাকে হদ মারা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষীগণ তার শরাব পানের সাক্ষ্য প্রদান করে। যদি দুইজন সাক্ষীর মধ্যে একজনে বলে যে, সে শরাব পান করেছে, আর অন্যজনে বলে যে, সে শরাব বমি করেছে, তবে তার উপর হদ কায়েম করা যাবে না।

আর এভাবে যদি উভয় সাক্ষী তার শরাব পানের উপর সাক্ষ্য প্রদান করে এবং দুর্গন্ধ তার মুখ হতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাক্ষীদ্বয় শরাব পানের সময়ের ব্যাপারে মতভেদ করে, তবে তার উপর হদ কায়েম যাবে না। আর এভাবে যদি

www.nagorikpathagar.org

একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে শরাব পান করেছে, আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে শরাব পানের একরার করেছে, তা হলেও তাকে হদ মারা যাবে না। আর এভাবে যদি একজনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে শরাবের নেশায় আচ্ছন্ন আছে, আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে কোন ব স্তুর নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন আছে– তা হলেও তাকে হদ মারা যাবে না। আঙ্গুর ভিজানো পানি, যদি তার মধ্য হতে ভাঁপ উঠতে শুরু না করে; কিন্তু পান করলে নেশা হয়; যদি কেউ তা পান করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তার উপর হদ কায়েম হবে না। ইহা তাঁর নিকট আঙ্গুরের শীরার অনুরূপ। আর যে সকল পানীয় দ্রব্য বিভিন্ন ফলফলাদি এবং গম, জব এবং আলু বোখারা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় এবং তার স্বাদ মিষ্টি ও উপাদেয় থাকে, তা পান করলে জায়েয হবে। যে ব্যক্তি নবীজ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়, তাকে হদ মারা যাবে; কিন্তু বেহুঁশ ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত হদ মারা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যায় যে ইহা সে নিজে পান করেছে, না তাকে অন্য কেউ পান করিয়েছে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যে ব্যক্তি অন্য বস্তুর সাথে মিশানো অর্ধেক অথবা– এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ শরাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়, তাকে হদ মারা যাবে। যদি কেউ নবীজ, মধু, অথবা অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশিয়ে পান করতঃ নেশাগ্রস্ত হয়, তবে তাকে হদ মারা যাবে না।

যদি কেউ শরাবকে পানি অথবা দুধ অথবা তেল অথবা অন্য কোন তরল বস্তুর সাথে মিশ্রিত করে; এবং তাতে শরাবের পরিমাণ কম হয়, তথাপি ইহা পান করা হালাল হবে না; কিন্তু ইহা পান করলে যদি নেশাগ্রস্ত না হয়, তবে পানকারীকে হদ মারা যাবে না। শরাব পানের হদ আশি দোররাহ, যদিও বা মাত্র এক ফোটা পান করা হয়। ইহা কানযের মধ্যে বর্ণিত আছে। শরাবখোরীর সাজায় কোড়া মরার হুকুম জিনার সাজায় কোড়া মরার হুকুমের অনুরূপ, অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারা যাবে; কিন্তু চেহারা, চক্ষু, মস্তক, স্ত্রীলোকের ফুরুজ এবং পুরুষের আলায়ে তানাছুলে কোড়া মারবে না। মশহুর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যাকে হদ মারা যাবে, তার কেবল মাত্র লজ্জাস্থান ছাড়া সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র করে নেয়া যাবে।

যদি মদখোর গোলাম হয়, তবে তার উপর চল্লিশ দোররাহ মারা যাবে। আর যে ব্যক্তি শরাব পান করার একরার করে পুনরায় তা প্রত্যাহার করে, তে তাকে হদ মারা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যিম্মীর উপর শরাব পানে হদ কায়েম হবে না। ইমামুল মুসলিমীনের নিকট যদি কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সে শরাব পান করেছে। আর যদি দুইজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য দেয় এবং সে বলে যে, তাকে জবরদস্তি পান করানো হয়েছে, তবে তার ওজর মকবুল হবে না; বরং তার উপর হদ কায়েম করা যাবে এই ব্যক্তির মধ্যে এবং যার উপর জিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে; এবং সে দাবী করেছে যে, আমি বিয়ে করে নিয়েছিলাম, সেই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ হল, যার উপর জিনার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, সে মোজেবে হদের কারণকে এনকার করেছে। এজন্য অতী জিনা হতে আলাদা হয়ে গেছে। আর যার উপর শরাব পানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তার জবরদস্তির ওজর হদ কায়েম না হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। আসলে হদ কায়েম হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও উক্ত ওজরে হদ ছাকেত হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, যদি জবরদস্তি করা হয়েছে তা ছাবেত হয়, অতএব জবরদস্তি ছাড়া শরাব পান করেছে যদি সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তবে তার ওজর ছাবেত হবে না।

উল্লেখ থাকে যে শরীয়তে কজফ করা অর্থাৎ (কলঙ্কজনক অপবাদ দেওয়া) কারও উপর জিনার দুর্ণাম আরোপ করাকে বলা হয়। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন মোহছেন পুরুষ অথবা মোহছেনাহ মহিলাকে স্পষ্টভাবে জিনার অপবাদ দেয়, অর্থাৎ এরূপ বলে যে, তুমি জিনা করেছ, অথবা বলে যে, তুমি জিনাকার। তবে যদি উক্ত মাকজুফ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিচার দাবী করে, তা হলে কাজী অপবাদকারী ব্যক্তিকে আশি দোররাহ মারবে–যদি সে স্বাধীন হয়। আর যদি গোলাম হয়, তবে চল্লিশ দোররাহ মারবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। তার পরিধেয় কাপড় শরীর

www.nagorikpathagar.org

হতে খুলবে না। ইহা ছাড়া অন্যান্য কাপড় খুলে ফেলবে এবং কোড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারবে, যেভাবে জিনার হদে মারা যায়।

কজফ কাজেফের একরার বা দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা ছাবেত হয়ে যায়। ইহা শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে। পুরুষের সাথে মহিলা সাক্ষ্য দিলে কজফ ছাবেত হবে না। যদি এক কাজী অন্য কাজীর নিকট কজফ ছাবেত হওয়ার কথা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়, তবে তাতে ইহা অন্য কাজীর নিকট ছাবেত হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে। কাজেফ একবার কজফে একরার করে আবার তা প্রত্যাহার করলে এই প্রত্যাহার কবুল হবে না। ইহা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। কাজেফের উপর হদ্দে কজফ তখনই হয়, যখন মাকজুফ ব্যক্তি মোহছেন হয়। মোহছেন হওয়ার পাঁচটি শর্ত আছে। অর্থাৎ আযাদ, আকেল, বালেগ, মুসলমান, পবিত্র হতে হবে। যেমন সারা জীবনে কোন মহিলার সাথে জিনা অথবা অতী করে নি অথবা নেকাহে ফাসেদ করেনি। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে; সুতরাং তার এহছান প্রত্যেক হারাম অতী দ্বারা, যা অনধিকার সত্ত্বেও অসিদ্ধ পন্থায় হয়েছে, তা দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে– চাই মহিলা ছোট হোক বা বড় হোক। চাই এরূপ দাসী হোক, যাকে দাবীতে নিয়ে নেওয়া অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দতওয়ালী হোক অথবা বায়েনাহপ্রাপ্তা হোক অথবা কোন দাসীর সাথে অতী করে পরে তাকে খরিদ করার দাবী করা হোক বা তাকে বিয়ে করার দাবী করা হোক। অথবা নিজের এবং অন্যের এজমালি দাসীর সাথে অতী করা হোক, অথবা এরূপ দাসীর সাথে অতী করা হোক বা এরূপ মহিলার সাথে অতী করা হোক, যাদেরকে অতী করাতেই মজবুর করা হয়েছে। অথবা এরূপ মহিলার সাথে অতী করা হোক, যাকে বাসর রাতে তার ঘরে তার স্ত্রীর স্থলে পাঠানো হয়েছে। অথবা সে নিজে কুফরের অবস্থায় অথবা দারুল হরবে অথবা পাগল অবস্থায় অতী করে থাকুক অথাব এরূপ দাসীর সাথে অতী করুক, যে চিরদিনের জন্য রিদায়াতের কারণে তার উপর হারাম হয়ে গিয়েছে।

যদি কেউ এরূপ দাসী খরিদ করে, যার সাথে তার পিতা অতী করেছে অথবা নিজে যার মাতার সাথে অতী করেছে। তারপর সে ঐ দাসীর সাথে অতী করে, তারপর কেউ তার উপর কফজ করে, তবে সর্বসম্মতভাবে কাজেফের উপর হদ হবে না। যদি কেউ এরূপ দাসী কিনে, যার মাতাকে অথবা কন্যাকে যৌনাসক্তি নিয়ে স্পর্শ করেছে, অথবা তার মাতা বা কন্যার ফুরুজকে যৌনাসক্তি নিয়ে দেখেছে, অথবা তার পিতা বা পুত্র এর উরু কামভাবসহ দেখেছে। তারপর যদি দাসীর খরিদ্দার ঐ দাসীর সাথে অতী করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, তার ইহছান দুর হবে না এবং তার কাজেফকে হদ মারা যাবে এবং ছাহেবাইন বলেন যে, তার এহছান দুর হবে এবং তার কাজেফকে হদ মারা যাবে না। আর এভাবে যদি এরূপ ছিফতের মহিলাকে বিয়ে করে হার সাথে অতী করে, তবে তাতেও এরূপ মতভেদ আছে। আর যদি কেউ এরূপ লোকের কজফ করে যে তার মাতার সাথে অতী করেছে, অথবা নিজের স্ত্রী, যার সাথে হায়েজের অবস্থায় অতী করেছে, অথাব তার সাথে হেজার করেছে অথবা ফরজ রোযার অবস্থায় ছিল এবং সে তার রোযার কথা জানিত অথবা দাসী, যে কিতাবাতের অবস্থায় ছিল, তবে ঐ ব্যক্তির কাজেফকে হদ্দে কজফের সাজা দেওয়া যাবে। মুন্তাকায় বর্ণিত আছে যে, কারও চারজন বিবাহিতা স্ত্রী বর্তমান আছে। তার পর পঞ্চমজনকে বিয়ে করে তার সাথেও অতী করল। তবে কাজেফকে হদ্দে কজফ মারা যাবে না। যদি মুসলমান নিজ মোরতাদ দাসীর সাথে অতী করে, তবে তার এহছান দূর হবে না এবং তার কাজেফকে হদ মারা যাবে। মুন্তাকার মধ্যে আরও বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ নিজের এরূপ দাসীর সাথে অতী করে, যে নিজের কোন স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে আছে, তবে আমাদের নিকট তার এহছান দুর হবে না। ইহা মুহিতের মধ্যে আছে। যদি নিজ আযাদ স্ত্রীর উপর এক দাসী বিবাহ করে, থবা দুই ভগ্নিকে একই আকদে বিয়ে করে, অথবা এক আওরাত এবং সেই মহিলার ফুপীকে

www.nagorikpathagar.org

এক আকদে বিয়ে করে এবং এরূপ ফাসেদ আকদের দ্বারা যে অতী করে নেয়, তারপর জানা যায় যে, ঐ আওরাত মোছাহেরাত তথা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণের দিক দিয়ে তার জন্য হারাম ছিল। তা হলেও উক্তরূপ হুকুম হবে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা মবসুতের বিবরণ।

এক ব্যক্তি নিজ পুত্রের দাসীর সাথে অতী করল, যাতে সে হামেলা হয়ে গেল অথবা হল না। তবে তার এহছান দুর হবে না। যেমন নাকি তার কাজেফকে হদ্দে কজফ মারা যাবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, যে সকর অতীকারীর যিম্মা হতে হদ দুর করা হয় এবং তার উপর মোহর ধার্য হয়ে যায় এবং তার তরফ হতে বাচ্চার নছব ছাবেত হয়, এরূপ অতীকারীদের এহছান ছাকেত হয় না। যেমন নাকি তাদের কাজেফকে হদ মারা যাবে। এভাবে যদি কারও দাসীকে তার মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করে এবং তার সাথে দুখুল করে, তবে এরূপ ব্যক্তির কাজেফকে হদ মারা যাবে। ইহা জহিরিয়াহ্র মধ্যে আছে। যদি কোন আওরাতকে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করে নেয় অথাব এরূপ আওরাকে বিবাহ করে, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, তার স্বামী রয়েছে। অথবা সে তার স্বামীর ইদ্দত পালন রত। অথবা কোন যিরেহেম মাহরামাহর সাথে নে শুনে বিবাহ করে তার সাতে অতী করে, তবে এই প্রকার লোকের কাজেফের উপর কোন হদ ওয়াজিব হবে না। আর যদি এই দুটির মধ্যে কোন একটি ছুরত অজানাবশতঃ হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, কাজেফকে হদ মারা যাবে। ইগা জাওহারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে আছে। কোন যিম্মী যদি এইরূপ মহিলাকে বিয়ে করে, যাকে তার ধর্মে বিবাহ করা সিদ্ধ ছিল। যেমন নাকি নিজের কোন যি-রেহেম মাহরামাহ মহিলাকে বিয়ে করল। তারপর সে মুসলমান হয়ে গেল। তার পর তাকে কোন ব্যক্তি কজফ করল, তবে যদি যিম্মী মুসলমান হওয়ার পর ঐ মহিলার সাথে অতী করে, তবে তার কাজেফের উপর হদ হবে না। আর যদি সে কুফর অবস্থায় দুখুল করে থাকে তা হরেও ছাহেবাইনের নিকট উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে এর কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে।

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ দুই দাসীর মালিক হয়, যারা পরস্পর ছগী ভগ্নি, সে উভয় দাসীর সাথে অতী করে নেয়। তবে তার কাজেফকে হদ্দে কজফের সাজা দেয়া যাবে। মবসুতের মধ্যে আছে। যদি এরূপ মহিলাকে কজফ করে, যাকে জিনার কারণে পূর্বে হদ মারা হয়েছে, তবে তার কাজেফের উপর হদ হবে না। আর যদি এরুপ আরাত হয় যে, তার সাথে জিনার আলামত করা হয়েছে। উহা এই যে, কাজী তার এবং স্বামীর মধ্যে লেয়ান করিয়ে এর বাঁচ্চার নছব এর স্বামীর দিক হতে বিচ্ছিন্ন করে তার সাথে জুড়ে দিয়েছে। অথবা এরূপ মহিলা যে, তার সাথে এক বাচ্চা আছে; কিন্তু তার পিতার পরিচয় নাই, তবে এরূপ মহিলার কাজেফের উপর কোন হদ নেই। আর যদি তার বাচ্চাকে কজফ করে, তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। আর যদি মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে সন্তান ব্যতীত লেয়ান হয় বা সন্তানসহ হয়; কিন্তু সন্তানের নছব তার স্বামী নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করা হয় নি; কিন্তু স্বামী তারপর নিজেকে তাকযীব করে এবং বাচ্চার নছব এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তারপর যদি কোন ব্যক্তি এরূপ মহিলাকে কজফ করে, তবে তার কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, হে জানিয়াহ! তারপর সে বলে যে, না; বরং তুমি। তবে মহিলাকে হদ্দে কফজ মারা যাবে এবং উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো যাবে না। আর যদি কোন বেগানা মহিলাকে বলে যে, হে জানিয়াহ! তারপর সে বলে যে, আমি তোমার সাথে জিনা করেছি, তবে পুরুষকে হদ মারা যাবে না, মহিলাকে হদ মারা যাবে। আর যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে বলে যে, হে জানিয়াহ! তখন স্ত্রী বলে যে, আমি তোমার সাথে জিনা করেছি, তবে পুরুষের উপর হদ হবে না এবং লেয়ানও নয়, আর মহিলার উপরও হদ হবে না। আর যদি মহিলা প্রথম বলে যে, আমি তোমার

www.nagorikpathagar.org

সাথে জিনা করেছি, তখন পুরুষ তার কজফ করে, তা হলেও ঐ দুইজনের কারও উপর হদ হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন বেগানাহ মহিলাকে বলে যে, তোমার স্বামী তোমাকে বিয়ে করার আগে তোমার সাথে জিনা করেছে, তবে সে কাজেফ হবে। আর যদি বলে যে, তোমার সাথে নিজ অঙ্গুলির দ্বারা জিনা করেছে। তবে তার উপর হদ্দে কজফ হবে না। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে।

যদি যায়েদ আমরকে বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি জিনাকার এবং খালেদ বলে যে, আমিও সাক্ষী আছি, তবে খালেদের উপর হদ ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, যদি এরূপ বলে যে, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি, যে সাক্ষ্য তুমি দিয়াছ, তবে খালেদের উপর হদ হবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যায়েদ আমর এবং খালেদকে বলল যে, তোমার দুইজনের মধ্যে একজন জিনাকার। তারপর যদি আমর এবং খালেদের মধ্যে খাছ করে কোন একজনের কথা যায়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কে এই? আর যায়েদ বলে যে, না। তবে যায়েদের উপর হদ হবে না। যদি যায়েদ আমরকে বলে যে, হে জিনাকার! তখন খালেদ বলে যে, তুমি সত্য বলেছ। তবে যায়েদের উপর হদ হবে। কেননা সে প্রথম বলেছে এই কারণে। আর খালেদ তার তাছদীক করেছে মাত্র। তার উপর হদ হবে না। যদি খালেদ এরূপ বলে যে, তুমি সত্য বলেছ। সে এরূপই, যেমন তুমি বলেছ। তবে খালেদকে হদ্দে কজফ মারা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কাউকে বলা হয় যে, হে চরিত্রহীন লম্পট বা কোন মহিলাকে বলে যে, হে অমুকের সেবিকা বা নষ্টা মহিলা! তবে এতে হদ ওয়াজিব হবে না।

যদি এভাবে কেউ বলে যে, নিষিদ্ধভাবে অমুকে তোমার সাথে জিনা করেছে অথবা বলে যে, অমুকে তোমার সাথে কুকাজ করেছে। অথবা বলে যে, অমুকে বলে যে, তুমি জানিয়াহ বা তুমি জিনা করেছ বা বলে যে, তুমি অন্য লোক অপেক্ষা বেশি জিনাকার বা তুমি আমার চাইতে বেশি জিনাকার, বা তুমি অন্য জিনাকারদের অপেক্ষা বেশি জিনাকার বা তুমি গায়রে ফুরুজের জিনাকার বা তোমার উরু বা পা জিনাকারী বা হে লুতী! বা হে কওমে লুতের কার্যকারী! অথবা বলে যে, অমুক তোমার সাথে জবরদস্তি জিনা করেছে বা বলে যে, তোমার সাথে তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় বা মজনুন অবস্থায় জিনা করেছে। তবে এই সমস্ত কথায় হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে না। বালক এবং মজনুনের উপর হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে না; কিন্তু যে মজনুন কখনও সুস্থ হয় এবং কখনও মজনুন হয় তার উপর হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে। মজযুব ব্যক্তির উপরও হদ্দে কজফ ওয়াজিব হবে না। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ।

যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে জিনাকারীর সন্তান! অথচ তার মাতা মোহছেনাহ! তবে এরূপ উক্তিকারীকে হদ মারা যাবে। কারণ এই যে, তার মাতাকে জিনার কজফ করেছে। ইহা তামারতাশীর বিবরণ। যদি কোন পুরুষকে কেউ বলে যে, হে জিনাকারিণী! তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না এবং ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর অভিমত। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে এবং ইহা ইস্তেহসানান, ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন মহিলাকে পুংবাচক শব্দযোগে বলে যে, হে জিনাকার! তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। কেউ কাউকে বলল যে, 'জানাত ফিল জাবাল' তারপর সে বলল যে, আমার কথার মুরাদ হল ছাউদে জাবাল; কিন্তু সে ইহা ক্রোধান্বিত অবস্থায় বলেছিল, তবে তার সে কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট কাফেজকে হদ মারা যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। আর যদি সে তার কথা দ্বারা পাহাড়ে আরোহণ করা মুরাদ না নিয়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি কেউ কাউকে বলে 'জানাত আলাল জাবাল' তবে সর্বসম্মতভাবে হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা মুজমিরাতের মধ্যে আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি 'জানাত আলাল জাবাল' ক্রোধের অবস্থায় বলে, তবে কেউ কেউ বলেন যে, হদ ওয়াজিব হবে না আর কারও কারও মতে ওয়াজিব। ইহা ফতহুল কাদীরের মধ্যে আছে যদি কেউ 'ইয়া জানী' বলে দাবী করে যে, আম কিছুর উপর আরোহণ করার মুরাদ নিয়েছি। তবে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাকে হদ মারা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন মতভেদেরর কথা বর্ণিত নাই। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ইব্রাহীম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার দাসীকে ডাকল। তখন এক আযাদ মহিলা তার ডাকের জবাব দিল। তখন সে ব্যক্তি বলল, ওহে ছিনাল! অথচ সে তাকে না দেখে বলল। তার পর সে ব্যক্তি ওজর পেশ করল যে, আমি তাকে নিজের দাসী মনে করেছিলাম। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তাকে হদ মারা যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, তুমি জিনা করেছ এবং অমুকেও তোমার সাথে, তবে সে ব্যক্তি দুই ব্যক্তির উপর কজফকারী হবে। আর যদ সে বলে যে, আমার মুরাদ এই ছিল যে, অমুক ব্যক্তি হয়ত তোমার সঙ্গে ছিল। তবে তার একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, তুমি একজনের সঙ্গে ঐ দুই মহিলার সাথে জিনা করেছ। তবে কাজেফ একসাথে দুইজনের কজফ করল। তাকে হদ মারা যাবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। একব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলল যে, তুমি গিয়ে অমুককে বলবে যে, হে জিনাকার! তারপর সেই দূত যদি সেই ব্যক্তিকে গিয়ে বলে যে, অমুকে তোমাকে বলেছে যে, হে জিনাকার! তবে কারও উপর হদ হবে না। না প্রেরকের উপর, না দূতের উপর। আর যদি দুত গিয়ে এরূপ বলে যে, হে জিনাকার! তবে দূতের উপর হদ মারা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন আরবী লোককে বলে যে, হে আজমী! অথবা বলে যে, তুমি আরবী নও। তবে তাকে হদ্দে কজফ মারা যাবে না। ইহা কাফীর বিবরণ।

এক ব্যক্তি কাউকে বলল যে, তুমি অমুকের বংশধর নও অর্থাৎ ঐ বংশের কোন বিখ্যাত লোকের নাম নিয়ে এরূপ বলল, তবে তার উপর হদ হবে না। একব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বলল যে, 'লাস্তা আনতা লি আবীকা' অর্থাৎ তুমি নিজের পিতার নও। তবে তাকে হদ মারা যাবে না। কেউ নিজ গোলাম কে বলল, তুমি তোমার পিতার নও। তবে তার উপর হদ মারা যাবে না। যদি কেউ কাউকেও বলে যে, তুমি তোমার মাতার নও। তবে সে কাজেফ হবে না। এভাবে যদি বলে যে, তমি তোমার পিতার নও। তা হলেও কাজেফ হবে না। যদি কেউ বলে যে, তমি তোমার পিতার নও। অথচ তার মাতা আযাদ এবং পিতা কারও গোলাম। তবে এর হদ হবে। আর যদি তার পিতা আযাদ হয় এবং মাতা দাসী হয়, তবে তাকে হদ মারা যবে না; কিন্তু তা'যীর দেওয়া যাবে। আর যদি কাউকেও বলে যে, তুমি নিজের পিতার নও। অথবা বলে যে, তুমি অমুকের পুত্র নও; এবং ইহা ক্রোধের অবস্থায় বলে, তবে তাকে হদ্দে কজফ মারা যাবে। ইহা কানযের বিবরণ।

যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি অমুকের পুত্র নও এবং অমুকের দ্বারা তার দাদার নাম উল্লেখ করল। তবে তাকে হদ মারা যাবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। কেউ কাউকে তার পিতার স্থলে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করল ক্রোধান্বিত অবস্থায় ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায়। তবে তাকে হদ মারা যাবে না। আর ক্রোধান্বিত অবস্থায় করলে হদ মারা যাবে। আর যদি তার দাদার সাথে সম্পর্কিত করে, তবে তাকে হদ মারা যাবে না। কারণ এই যে, দাদাও এক হিসাবে পিতার মত। এভাবে যদি চাচা অথবা মামুর দিকে সম্পর্ক করে বা তার মাতার স্বামী অর্থাৎ সতালো পিতার দিকে সম্পর্কিত করে, তা হলেও উক্ত হুকুম হবে। কারণ হল, এসব লোকদেরকেও হুকুমী পিতা বলা যায়। ইহা তামারতাশীর মধ্যে আছে। আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি অমুকের জন্য নও, তবে ইহা কজফ হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি নিজের পিতার নও অথবা তোমাকে তোমার পিতা জন্মদান করেনি। তবে ইহা তার মাতার

www.nagorikpathagar.org

কজফ। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, তোমার দাদা জিনাকার, তবে কাজেফের উপর হদ হবে না। যদি কেউ বলে যে, হে জিনাকারের ভাই! তবে তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে কজফ হবে। তবে তার ভাই যদি একজন হয়, তবে তার জন্য অভিযোগ করার হক হাছিল হবে। যদি যায়েদ আমরকে বলে যে, হে জিনাকারের ভাই! আর আমর বলে যে, না; বরং তুমি। তবে আমরকে হদ মারা যাবে এবং যায়েদের সঙ্গে আমরের ভাইয়ের ব্যাপারে কজফের অভিযোগ হবে।

যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে দুই জিনাকারিণীর পুত্র! তবে যদি তার মাতার ছগী হাকীকী মাতা মুসলমান হয়, তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে- চাই তার দূরবর্তী মাতা অর্থাৎ নানী মুসলমান হোক বা না হোক। আর যদি নানী মুসলমান হয় এবং মাতা কাফের হয়, তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে না আর যদি কেউ বলে যে, আয় হাজার জিনাকরিণীর পুত্র! তবে কাজেফকে হদ মারা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বর্ণিত আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে জিনাকার ও জিনাকরিণীর পুত্র! তবে ইহা তার মাতা ও পিতা উভয়ের কজফ। তবে কেউ কাউকে বলে যে, হে জিনাকার ও জিনাকারীনীর পুত্র! তবে ইহা তার মাতা ও পিতা উভয়ের কজফ। তবে যদি তারা উভয় জীবিত থাকে, তবে তাদের হদ্দে কজফের দাবীর ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি তারা মরে গিয়ে থাকে, তবে এই ইখতিয়ার তার থাকবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি এক বেগানাহ মহিলাকে বলল যে, তুমি উট, অথবা গাধার সঙ্গে জিনা করেছ। তবে তার উপর হদ হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি জিনা করেছে উটনী, গাভী, জামা বা দিরহামের সাথে। তবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে। যদি কেউ কোন পুরুষকে বলে যে, তুমিজিনা করেছ গাভী, উটনী বা এর মত অন্য জন্তুর সাথে। তবে তার উপর হদ ওয়াজি হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি জিনা করেছে জামার সাথে বা ঘরের সাথে। তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ কোন স্বাধীন মহিলা অথবা পুরুষকে বলে যে, তুমি তোমার জন্মের আগে জিনা করেছ। তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ । যদি কেউ কোন এমন মহিলাকে কজফ করে, যে খৃষ্টান থাকাকালে জিনা করেছে, তবে কাজেফের উপর হদ মারা যাবে না। এভাবে যদি কোন আযাদকৃত মহিলাকে বলে যে, তুমি দাসী থাকা অবস্থায় জিনা করেছে, তবে কাজেফের উপর হদ কায়েম করা হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে । যদি কেউ কাউকে বলে যে, নাপিতের পুত্র, ধোপার পুত্র বা জেলের পুত্র! অথচ তারা কেউ তাদের পুত্র নয় তবে কাজেফের উপর হদ কায়েম করা হবে না। যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমার পুত্র! তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ বলে যে, হে আমার গোলাম বা হে আমার আযাদকৃত গোলাম! তবে তার উপর হদ কায়েম করা ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে এহুদী বা হে খৃষ্টান বা হে মজুসী বা হে ইহুদীর পুত্র! তবে সে ব্যক্তির উপর হদ হবে না। তবে তাকে তা'যীর দেওয়া যাবে। ইহা মবসুত্বের মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, হে তাঁতীর পুত্র! তবে তাতেও তার উপর হদ হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। যদি কেউ বলে যে, তুমি আরবের লোক নও বা তুমি দরজির পুত্র। অথচ তার পিতা দরজি নয়। তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেঁউ বলে যে, তুমি আদম সন্তান নও বা তুমি মানুষ নও বা তুমি পুরুষ নও। তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেউ বলে যে, তুমি আদম সন্তান নও বা তুমি মানুষ নও বা তুমি পুরুষ নও। তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেউ বলে যে, তুমি হালাল নও। তবে ইহা কফজ হবে। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে আছে। যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে গোলামের পুত্র! অথচ তার পিতা গোলাম নয়। তবে ইহা কজফ হবে না।

বর্ণিত আছে যে, কোন মৃত ব্যক্তি নেককার ছিল, সে কোনদিন শরাব পান করেনি, জিনাও করেনি। কিন্তু একব্যক্তি তার কথা বলল যে সবকিছু করেছে অথবা বলল যে, সে সবকিছু করেছে, তবে ইহা কজফ হবে না। যদি কেউ নিজ

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীকে বলে যে, হে বদকারিণী। তবে হদ ওয়াজিব হবে, আর যদি কেউ কাউকে বলে যে, হে ছিয়াহা বা হে গোয়াবা বা হে জালাব অথবা এই ধরনের কোনকিছু তবে হদ ওয়াজিব হবে। কেননা এই শব্দগুলো আরব দেশে জিনার অর্থ প্রকাশ করে।

যদি কেউ কাউকে কাজফ করে এবং বলে যে, হে জিনাকারিণীর পুত্র তারপর কাজেফ দাবী করে যে, এর মাতা দাসী অথবা খৃস্টান ছিল। আর মাকজুফ বলে যে, আমার মাতা স্বাধীন মুসলমান। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে এবং মাকজুফের উপর সাক্ষী পেশ করা ওয়াজিব হবে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তিকে কজফ করে এবং সে দাবী করে যে, মাকজুফ ব্যক্তি গোলাম। তবে কাফের কথা কবুল হবে এবং মাকজুফের প্রতি সাক্ষ্য পেশ করা ওয়াজিব হবে। যদি কাজেফ বলে যে, আমি গোলাম এবং আমার উপর গোলামের হদ ওয়াজিব হবে। আর মাকজুফ বলে যে, তুমি আযাদ। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে। এভাবে যদি কোন ব্যক্তিকে কজফ করে এবং সে দাবী করে যে, মাকজুফ ব্যক্তি গোলাম। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে এবং মাকজুফের প্রতি সাক্ষ্য পেশ করা ওয়াজিব হবে। যদি কাজেফ বলে যে, আমি গোলাম এবং আমার উপর গোলামের হদ ওয়াজিব হবে। আর মাকজুফ বলে যে, তুমি আযাদ। তবে কাজেফের কথা কবুল হবে। ইহা ইজাহর মধ্যে আছে। যদি কেউ নিজের পুত্র, মাতা, পিতা বা ভগ্নি দের কারও দাসীর সাথে অতী করে, তারপর দাবী করে যে, এর মালিক একে আমার কাছে বিক্রয় করেছে। অথচ তার নিকট এই বিক্রয়ের সাক্ষ্য নেই। তাই আমর যায়েদ দ্বারা কসম করাতে চাই যে, সে বলুক ওয়াল্লাহে আমি তোমার কজফ করিনি। তবে আমাদের নিকট কাজী এরূপ কসম করাবে না। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কারও উপর সে কফজ করেছে বলে দাবী করে, তারপর যদ কাজেফ তা স্বীকার করে , অথবা তার ঐ কাজের উপর সাক্ষী পেশ হয়, তবে কাজেফকে বলা যাবে যে, তুমি যা করেছ, তা প্রমাণ কর যে, তা সত্য। যদি সে ছাবেত করে দেয় তবে তো ভাল, নতুবা তার উপর হদ কায়েম করা যাবে। আর যদি তাকে কিছু হদ মারার পর সে নিজের কথার সত্যতার সাক্ষী পেশ করে, তবে তার সাক্ষীদের ছেমাআত হবে। যখন তাদের ছেমাআত হয়ে যাবে তবে যে কোড়া এখনও মারা বাকি আছে, উহা ছাকেত হয়ে যাবে । হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কারও উপর দাবী করে যে, সে আমাকে কজফ করেছে, তারপর সাক্ষী পেশ করে এবং সাক্ষীগণ বলে যে, সে একে কজফ করেছ তবে কাজী ঐ সাক্ষীর কাছে জিজ্ঞেস করবে যে, কজফ কি জিনিস এবং ইহা কিভাবে করা হয়? তখন যদি সাক্ষী বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে ঐ ব্যক্ত তাকে বলেছে যে, হে জিনাকার! তখন উভয়ের সাক্ষী কবুল হবে এবং কাজেফকে হদ মারা যাবে । তবে শর্ত এই যে, উভয় সাক্ষী আদেল হওয়া চাই।

যদি কাজী সাক্ষীদের আদালত না জানে, তবে কাজেফকে কয়েদ করে রাখবে– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সাক্ষীদের আদালত জেনে নিতে পারে। আদালত হল, এই সমস্ত কার্যাবলী হতে বিরত থাকে, যেগুলোকে মানুষ দ্বীনের মধ্যে খারাপ এবং হারাম জানে। তারপর যদি কেউ বলে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে বলেছে যে, হে জিনাকার! এবং ইহা জুমার দিন বলেছে, আর এক ব্যক্তি বলল যে, সে বৃহস্পতিবার বলেছে, তবে ইমাম আজম (রহ) বলেন যে, হদ ওয়াজিব হবে এবং ছাহেবাইন বলেন যে, ওয়াজিব হবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। তবে ইমা আজম (রহঃ) এর অভিমত বেশি উত্তম। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি দুইজন সাক্ষী কারও উপর কারও কজফ করার সাক্ষ্য দেয় কিন্তু কজফের স্থঅন সম্পর্কে মতভেদ করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, হদ ওাজিব হবে এবং ছাহেবাইন বলেন যে, ওয়াজিব হবে না। যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে বৃহস্পতিবার দিন কজফ করেছে। আর অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, কাজেফ একরার করেছে যে, সে তাকে বৃহস্পতিবার দিন কজফ করেছে, তবে সর্বসম্মতভাবে কাজেফের উপর হদ ওয়াজিব হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি সাক্ষীদের মধ্যে কোন ভাষায় কজফ করা হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ হয়, যেমন কেউ বলিল যে, আবী ভাষায় কজফ করেছে, কে বলল যে, ফারসী ভাষায় কজফ করেছে, কেউ বলল যে, উর্দু ভাষায় করেছে, তবে সাক্ষ্য বাতিল হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে । একদল লোক বলল, আমরা যায়েদকে দেখেছি, সে এক মহিলার সাথে ফুরুজ ব্যতীত অন্য স্থানে জিনা করেছে, তবে তাদের মধ্যে কারও উপর হদ ওয়াজিব হবে এবং যায়েদের উপরও নয়। আর যদি দলটি এরূপ বলত যে, আমরা যায়েদকে দেখেছি, অমুক মহিলার সাথে জিনা করছিল। তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলত যে, ফুরুজ ব্যতীত অন্য স্থানে। তবে ঐ লোকদের উপর হদ ওয়াজিব হত। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে অআছে। যদি কেউ কারও উপর সেকজফ করেছে বলে দাবী করে এবং এ ব্যাপাে একজন সাক্ষী হাজির করে, তবে কাজেফকে কাজী হদ মারবেন । আর যদি সাক্ষী ফাসেক হয়, তবে কাজেফকে কয়েদও করবে না; কিন্তু এস্তেহসানান তাকে দুইদিন অথবা তিনদিনের জন্য কয়েদ করে রাখবে। আর যদি মোদ্দায়ী (দাবীকারী) বলে যে, অন্যজন সাক্ষী শহরের বাইরে তবে কয়েদ করবে না। তবে এই হুকুম ঐ সময়ে হবে, যখন সে বলবে যে, অন্য সাক্ষী শহরের বাইরে তবে কয়েদ করবে না। তবে এই হুকুম ঐ সময়ে হবে, যখন সে বলবে যে, অন্য সাক্ষী শহরের বাইরে এত দূরে আছে যে, তাকে তিনদিনের মধ্যে উপস্থিত করা যাবে না। আর যদি এই পরিমাণ দূরে থাকে যে, তিনদিনের মধ্যে তাকে হাজির করতে পারবে বলে, তবে কাজেফকে কয়েদ রাখবে। কাজেফ যদি দাবী করে যে, আমি যার কজফ করেছি, সে জিনাকার। আমার নিকট সাক্ষী আছে। তবে তাকে সাক্ষী হাজির করার জন্য সময় দেওয়া যাবে। তারপর যি সে সাক্ষী হাজির করে, তবে তো ভাল, নতুবা তাকে হদ্দে কজফ মারা যাবে। আর যদি সাক্ষী আনতে পাঠাবার মত লোক না থাকে, তবে নিজে কোতওয়ালের তত্ত্বাবধানে রওয়ানা করে যাবে। কোতওয়াল তাকে নিজ হেফাজতে রাখবে। তারপর যদি সে সাক্ষী না পায়, তবে তাকে হদ মারা যাবে। আর যদি সে সাক্ষী হাজির করতে পারে, তবে তার কথা কবুল হবে। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কারও কজফ করে, তারপর কাজেফ চারজন ফাসেক সাক্ষী হাজির করে যে, মাকজুফ সত্যই ঐ রূপ, যেরূপ আমি বলেছি। তবে তার উপর হতে হদ দূর হয়ে যাবে এবং মাকজুফ ও সাক্ষীদের উপর হতেও হদ দূর হবে। ইহা জাহিরিয়ার মধ্যে আছে। যার উপর কজফ করা হয়, যদি সে জীবিত থাকে, তবে ঐ সম্পর্কে অভিযোগ করার হক শুধু তারই থাকবে– চাই সে উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক, আর যদি মাকজুফ ব্যক্তি তোমালেবার পরে বা আগে বা কাজেফের উপর কিছু কায়েম করার পর মরে যায়, তবে কাজেফের উপর হতে হদ বাতিল হবে; এবং যে হদ বাকী রয়েছে, তাও বাতিল হবে– যদিও মাত্র একটি কোড়া বাকী থাকে।

আর যদি মাকজুফ ব্যক্তি, যে অনুপস্থিত ছিল, সে যদি হাজির হয় এবং কাজেফকে কাজীর নিকট নিয়ে যায়, তারপর কাফেজকে কিছু হদ মারা হয়, তারপর আবার গায়েব হয়ে যায়, তবে হদ কায়েম করা যাবে না। হাঁ, যদি সে উপস্থিত থাকে, তবে পুরা হদ কায়েম করা যাবে, কেননা তোমালেবাহ পুরা হদের জন্য শর্ত। ইহা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন মৃত মোহছেন ব্যক্তির কজফ করে, তবে তার পিতা-মাতা বা তাদের যতদূর উপরে যাক অথবা সন্তান-সন্তুতি বা তাদের যতদূর নীচে যাক, যেমন পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদি তাদের হদ্দে কজফ তলব করার ইখতিয়ার থাকবে এই তোমালেবার ব্যাপারে তার এগানাগণকে তার ওয়াজিরছ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই; বরং চাই তারা কাফের হোক, কাতেল হোক অর্থাৎ যাই হোক না কেন, হদ্দে কজফের দাবী করার অধিকার থাকবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে। এই তোমালেবাহর মধ্যে পুত্রের পুত্র এবং কন্যার পুত্র জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী একই সমান। এটি ফতোয়ায়ে কাজীখামের মধ্যে আছে; কিন্তু মাতা অথবা মাতার পিতার ইহা

www.nagorikpathagar.org

তোমালেবাহর ইখতিয়ার নাই। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। এভাবে ভ্রাতা, ভগ্নি, চাচা, ফুপী, মামু এবং খালাদের হদ্দে কজফ দাবী করার ইখতিয়া নাই। সন্তান-সন্ততিদের হদ্দে কজফের দাবী করার ইখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পিতা, দাদা ইত্যাদি বর্তমান থাকে। ইহা ইজার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ নিজের পিতা, মাতা, ভাই, অথাব চাচাকে কজফ করে, তবে কাজেফকে হদ মারা যাবে। কোন ব্যক্তি নিজ পুত্রকে বলল যে, হে জিনাকারিণীর পুত্র! আর তার মাতা মরে গিয়ে থাকে এবং সেই মহিলার অন্য স্বামী হতে এক পুত্র থাকে, আর সে হদ্দে কজফ দাবী করে, তবে কাজেফকে হদ মারা যাবে। এভাবে যদি মৃত মাকজুফের দুই পুত্র থাকে, এক পুত্র কাজেফের কথা তাছদীক করে, তবে দ্বিতীয় পুত্রের হদ্দে কাজেফ দাবী করার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি মাকজুফের একই পুত্র থাকে এবং সে কজফের ব্যাপারে কাজেফের তাছদীক করে। তারপর ইচ্ছা করে যে, সে হদ্দে কাজেফ দাবী করবে, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' ছগীরে বর্ণনা কেরছেন যে, এক ব্যক্তির এক গোলাম আছে এবং সেই গোলামের মা স্বাধীন মুসলমান ছিল এবং সে মরে গেছে। তারপর মালিখ গোলামের মাকে কজফ করল, তবে গোলামের নিজ মালিক হতে হদ্দে কাজেফ দাবী করার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি দুই ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ করে এবং একজন বলে যে, আমিতো জিনাকার ন এবং আমার মাও জিনাকরিণী নয়। তবে এই ছুরতে হদ হবে না। যদি কেউ বলে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলেছে, সে জিনাকারিণীর পুত্র, তখন এক ব্যক্তি বলল যে, ঐরূপ কথা তো আমি বলেছি, তবে প্রথম উক্তিকারীর উপর হদ কায়েম হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কুবরীর মধ্যে আছে। যদি কেউ কোন চাকরকে বলে যে, হে জিনাকার আর চাকর বলে, আমি নই; বরং তুমি, তবে চাকরকে হদ মারা যাবে– কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিকে হদ মারা যাবে না। আর যদি উভয় ব্যক্তি স্বাধীন হয়, তবে তেমন ছুরতে উভয় ব্যক্তিকে হদ মারা যাবে। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ। যদি কোন বেগানাহ পুরুষ কোন বেগানাহ মহিলাকে কজফ করে, যে মহিলা মোহছেনাহ, তবে কাজেফের উপর হদ কায়েম করা যাবে তারপর যদি ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কজফ করে তবে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরও হদ কায়েম করা যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ইবনে সেমা' ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, চার ব্যক্তি কারও উপর সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুকের কন্যা অমুকের সাথে জিনা করেছে। যার নাম উল্লেখ করা হল, সে সুপরিচিতা মহিলা। তার নামও নছব ঠিকমত বর্ণনা করল। জিনার কথাও বলল। জিনা কাকে বলে তাও যথাযথভাবে বলল; কিন্তু মহিলা অনুপস্থিত ছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিকে রজম করা হল। তারপর এক ব্যক্তি উক্ত অনুপস্থিত মহিলাকে কজফ করল। তখন ঐ মহিলা তার হদ্দে কাজফের দাবী এমনকাজীর নিকট পেশ করল, যে উল্লিখিত ব্যক্তির রজমের হুকুম দিয়েছি, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে কিয়াসান কাজেফকে হদ মারা যাবে না। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

যদি কেউ কয়েকবার কজফ করে অথবা কয়েকবার জিনা করে অথবা কয়েকবার শরাব পান করে, তারপর সে একবার হদপ্রাপ্ত হয়, তবেতো প্রত্যেকবারের জন্য হয়ে যাবে। ইহা কাফীর বিবরণ। যদি এক দলের প্রত্যেককে একই বাক্য দ্বারা কজফ করে বা পৃথক পৃথক বাক্য দ্বারা কজফ করে অথবা ভিন্ন ভিন্ন দিন কজফ করে, তারপর তারা প্রত্যেকে তার উপর হদ্দে কজফ দাবী করে, তবে প্রত্যেকের জন্য তার উপর একবারই হদ মারা যাবে। এভাবে যদি তারে কে দাবী করে, আর কেউ কেউ না করে, তবে তাকে হদ মারা যাবে এবং ইহা সবের প হতেই হদ হয়ে যাবে। যদি উহাদের মধ্যে হতে একজন হাজির হয়ে হদ দাবী করে, তবে কাজেফের উপর একই হদ হবে। তারপর যারা হদ দাবী করেনি, পরে যদি আবার তারা এসে হদ দাবী করে, তবে তাদের হদ্দে কজফ বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার

www.nagorikpathagar.org

কাফেজকে হদ মারা যাবে না। যদি একবার কাউকেও কজফ করে হদের সাজা পাবোর পর আবার কাউকেও কজফ করে, তবে এক কজফের জন্য আবার হদ মারা যাবে। এক্ষেত্রে মূলকথা হল, একবারকার হদ তার পূর্বেকার হদকে বাতিল করে দেয়; কিন্তু পরবর্তী হদকে বাতিল করতে পারে না।

যদি কাউকেও জিনাকারী বা শরাবখোরীর জন্য কিছু হদ মারা হয়, তারপর সে ভেগে গিয়ে আবার জিনা করে বা শরাব পান করে, তবে তাকে পুনরায় নূতনভাবে শুরু হতে হদ মারা হবে। আর যদি এই কজফের ছুরতে হয়, তবে দেখতে হবে, যদি প্রথম মাকজুফ উপস্থিত থাকে, তবে তার জন্য হদ পুরা করা যাবে আর দ্বিতীয় মাকজুফের জন্য কোন সাজা দেওয়া যাবে না। আর যদি কেবল দ্বিতীয় মাকজুফ উপস্থিত থাকে, তবে কাজেফকে দ্বিতীয় কজফের জন্য শুরু হতে হদ মারা যাবে এব ংপ্রথম কজফের বাকী হদ বাতিল হয়ে যাবে। যদি একই ব্যক্তির উপর বিভিন্ন প্রকারের হদ জমা হয়, যেন সে কজফ করেছে, জিনা করেছে, চুরি করেছে এবং শরাব পান করেছে, তবে এর উপর সব হদ কায়েম করা যাবে। তবে একের পর এক নহে। কেননা হালাক হয়ে যেতে পারে। এজন্য অপেক্ষা করে হদ মারবে। তবে অধিক বিলম্ব করবে না। কেননা উহা বান্দার হক। যত তাড়াতাড়ি আদয় করা যায়, ততই উত্তম। তারপর বিভিন্ন হদের মধ্যে কোন হদ আগে ও কোনহদ পরে মারবে, তা ইমামুল মুসলিমনের ইখতিয়ার। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে।

যদি কেউ বলে যে, তোমরা সকলেই জিনাকার একজন ছাড়া। তবে তাকে হদ মারা যাবে এজন্য যে, তার এই এস্তেছনাসূচক কজফের বাক্য মূলতঃ মোজে হদ হয়েছে; সুতরাং প্রত্যেকেরই কাজেফের উপর হদ্দে কজফ দাবী করার অধিকার আছে– যতক্ষণ পর্যন্ত না কাজেফ মুস্তাছনা মিনহা কে নির্দিষ্ট না করে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে আছে। এক গোলাম এক স্বাধীন ব্যক্তিকে কজফ করল। তারপর তাকে স্বাধীন করা হল। তারপ সে আবার অন্য এক ব্যক্তিকে কজফ করল। তারপর তারা উভয়ে একত্রে হদের দাবী করল, তবে তাকে আশি দোররাহ মারা যাবে। যদি আগে প্রথম মাকজুফ আসে এবং তারা জন্য চল্লিশ দোররাহ মারা হয়, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাবী করে, তবে তার জন্য আশি দোররাহ পুরা করা যাবে। অর্থাৎ আরও চল্লিশ দোররাহ মারা যাবে। আর যদি পূর্বে দ্বিতীয় মাকজুফ আগে আসে, যাকে চাকর মুক্ত হয়ে কজফ করেছে, তবে সেক্ষেত্রেও কাজেফকে মোট আশি দোররাহ মারা যাবে ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কোন মুসলমান হদ্দে কজফের সাজাপ্রাপ্ত হয়, তবে সে চিরদিনের তরে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অযোগ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ কখনও কোন ব্যাপারেই তার সাক্ষ্য কবুল হবে না। যদিও সে তাওবাহ করুক। ইহা শহরে তাহাবীর বিবরণ।

যদি কোন কাফের ব্যক্তি হদ্দে কজফের সাজাপ্রাপ্ত হয়, তবে তার সাক্ষ্য যিম্মীদের উপর জায়েয হবে। তারপর যদি কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার সাক্ষ্য যিম্মী কাফের বা মুসলান সকলের উপরই কবুল হবে। আর যদি মুসলমান হওয়ার পর তাকে হদ্দে কজফ মারা হয়, তবে তার সাক্ষ্য কবুল হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখান করা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ কাফের অবস্থায় কজফ করে এবং মুসলমান অবস্থায় হদের সাজা ভোগ করে, তবে চিরদিনের জন্য তার সাক্ষ্য বাতিল হবে। যদি গোলামকে হদ্দে কজফ মারা হয়, তারপর তাকে স্বাধীন করা হয়, তারপর সে তাওবাহ করে, তথাপি তার সাক্ষ্য জীবনের তরে কবুল হবে না। আর যদি দাস গোলামী জীবনে কজফ করে এবং স্বাধীন হওয়ার পরে তাকে হদ মারা হয়, তবে তাকে গোলামদের হদই মারা যাবে। অর্থাৎ চল্লিশ দোররাহ মারা হবে। ইহা শরহে তাহাবীর মদ্যে আছে। আর যদি কোন মুসরমানকে কিছু হদ মারা হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ কোড়া মারার পূর্বেই সে ভেগে যায়, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার সাক্ষ্য কবুল হবে– যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে পুরা হদ মারা যাবে।

www.nagorikpathagar.org

মবসুতে বর্ণিত আছে যে, আমাদের নিকট শুদ্ধ মাযহাব হল, যার উপর পূরা হদ্দে কজফ জারী করা হয়, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে তার কজফে সত্য কথা বলেছে। তবে তার সাক্ষ্য কবুল হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি মাকজুফ কাজেফের উপর হদ জারী হওয়ার আগে জিনা করে, বা কোন গায়রে মামলুকের সাথে হারাম অতী করে, তবে তার কাজেফের উপর হতে হদ ছাকেত হয়ে যাবে। আর এভাবে যদি মাকজুফ মোরতাদ হয়ে যায়, তা হলেও তার কাজেফের উপর হতে হদ ছাকেত হয়ে যায়। তারপর যদি আবার সে মুসলমান হয়, তবে কাজেফের উপর হদ আর প্রত্যাবর্তন করবে না।

কাজেফের উপর হতে হদ্দে কজফ এভাবে দূর হয়ে থাকে– যদি মাকজুফ তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে অথবা তার কজফের উপরে চারজন সাক্ষী কায়েম করে– চাই সে নিজে হদের সাজা ভোগ করার আগে কায়েম করুক বা হদ মারতে শুরু করার পরে অর্থাৎ হদ মারার মধ্যে করুক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের ফতোয়া। জিনার কজফ করার ক্ষেত্রে কাজেফের পক্ষ হতে চারজন সাক্ষীর কম কায়েম করলে তা কবুল হবে না। তারপর যদি সে চারজন সাক্ষী কায়েম করে এবংতারা দীর্ঘদিন পূর্বের জিনার সাক্ষ্য দেয়। তবে কাজেফের যিম্মা হতে এস্তেহসানান হদ দূর করা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি জিনার উপরে তিনজন সাক্ষী কায়েম করে যারা মাকজুফের জিনার উপর সাক্ষ্য দেয় আর কাজেফ বলে যে চতুর্থ সাক্ষী আমি নিজে। তবে তার এ কথায় ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না; বরং তার সাথে বাকী সাক্ষীত্রয়ের উপরও হদ্দে কজফ কায়েম করা হবে।

আর যদি দুইজন পুরুষ অথবা দুইজন মহিলা এবং একজন পুরুষ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, এই মাকজুফ নিজের জিনা স্বীকার করেছে, তবে কাজেফ এবং বাকী সাক্ষীত্রয় প্রত্যেকের উপর হতে হদ দুর করা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি মোকাতেব এই পরিমাণ মাল রেখে মরে যায় যে, উহা কেতাবাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট, তারপর তার কেতাবাতের মাল আদায় করে তার মুক্তির হুকুম দেওয়া হয়, আর তার বাকী পরিত্যক্ত স্বাধীন ওয়ারিছদের মধ্যে বন্টন করা হয়। তারপর সেই মৃত মোকাতেবের উপর কেউ কজফ করে, তবে তার উপর হদ জারী করা যাবে। ইহা মুহীতের বর্ণনা। যদি কোন হরবী ব্যক্তি আমান নিয়ে আমাদের দেশে আসে এবং সে কোন মুসলমান ব্যক্তির উপর কজফ করে, তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে। ছাহেবাইনের কওল ইহা। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। হদ্দের কজফ এবং জিনার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হদ্দে কজফ দীর্ঘদিনজনিত পুরানা ঘটনায় ছাকেত হয় না। পক্ষান্তরে হদ্দে জিনা এবং শরাবখোরীর হদ উক্ত অবস্থায় ছাকেত হয়ে যায়। আর হদ্দে কজফ মোতাবেলাহ অর্থাৎ মাকজুফের দাবী ছাড়া কায়েম করা যায় না এবং হদ্দে কফজের উপর সাক্ষীও তখন কবুল হয়, যখন প্রথম দাবী ছাবেত হয়ে যায়। আর হদ্দে কজফ ছাবেত হয়ে যাওয়ার পর মাফ করে দেওয়া বা মুক্তি প্রদান করা ছাবেত হয় না আর এভাবে যদি কাজীর দরবারে অভিযোগ আসার আগে মাফ করে, তা হলেও ছাবেত হয় না। আর এভাবে যদি কিছু পরিমাণ মাল দ্বারা আপোষ করে নেয় হয় তবে তাও বাতিল। ঐ মাল ফিরিয়ে দিবে আর তাকজুফের পুনরায় হদ্দে কজফ দাবী করার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা আমাদের মাযহাব। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

হদ্দে কজফ কাজী নিজের জানার উপরেই কায়েম করতে পারে। যদি সে নিজে কাজী পদে থাকাকালে জানতে পারে। এভাবে যদি কেউ কাজীর সামনে কাউকেও কজফ করে, তবে তাকে হদ্দে কজফ মারবে। আর যদি সে কাজী পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে জেনে থাকে, তারপর কাজী নিযুক্ত হয়, তবে এরূপ জানার উপরে তার হদ মারার ইখতিয়ার নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিকট এ বিষয়ের উপরে সাক্ষী হজির হয়। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ। যদি মাকজুফ ব্যক্তি নিজ হতে হদের দাবী ছেড়ে দেয়, তবে তা উত্তম। আর এভাবে কাজীর জন্যও উত্তম হবে, যদি তার নিকট

www.nagorikpathagar.org

এই সম্পর্কিত অভিযোগ আসে, তবে তা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে দাবীদারকে বলা যে, তুমি তাকে মাফ করে দাও। ইহা ইজাহের বিবরণ। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত অনুযায়ী অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে হদ ছাবেত করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা জায়েয হবে। তবে হদ জারী করাবার জন্য এবং পুরা করিয়ে নিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করা জায়েয হবে না

চুরির হদের আরো কিছু মাসায়েল

চুরির মালের নেছাব কমপক্ষে দশ দিরহাম। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি চোর এমন মাল চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম নয়, তবে তার হাত কাটা আবশ্যক হবে। যদি চোর এরূপ মুদ্রা চুরি করে, যার মূল্য নেছাব অপেক্ষা কম, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। আর যদি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এতে হাত কাটা যাবে না। ইহাই শুদ্ধতর অভিমত। ইহা এতবিয়ার মধ্যে আছে। চোর যদি মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন মাল চুরি করে, তার মূল্য শহরে লোকের দ্বারা আন্দাজ করা হবে। তবে শর্ত এই যে, উক্ত মালের মূল্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। তারা যদি মালের মূল্য দশ দিরহামের কম বলে, তবে হাত কাটা যাবে না। উল্লেখ থাকে যে, এরূপ মূল্য নির্ণয় করতে কমপক্ষে দুইজন লোকের দরকার হবে। একজনের মূল্য নির্ণয়ে হবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি চোর দশটি লোকের মাল এক ঘর হতে এক দিরহাম করে মোট দশ দিরহাম চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদ চোর দুই পৃথক ঘর হতে পুরা নেছাব পরিমাণ মাল চুরি করে, যেমন নাকি এক ঘর হতে পাঁচ দিরহাম এবং অন্য ঘর হতে পাঁচ দিরহাম, তবে তাতে হাত কাটা যাবে না। তবে উল্লেখ থাকে যে, একটি বৃহৎ ঘরের ভিন্ন ভিন্ন ছোট ছোট কক্ষগুলো একই ঘরে বিবেচিত হবে, এরূপ বিভিন্ন কক্ষ হতে দুই এক দিরহাম করে মোট দশ দিরহাম চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি চোর পুরা নেছাব পরিমাণ দিরহাম একই সাথে ঘর হতে বের করে, আর যদি একবার কিছু পরিমাণ বের করে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে, তারপর আবার ঘরে প্রবেশ করে কিছু পরিমাণ বের করে, তবে হাত কাটা যাবে না।

যদি কয়েকজনে মিলে চুরি করে এবং চোরদের মধ্যে কেউ থাকে, তবে কারও হাত কাটা যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কারও দশ দিরহাম চুরি করে, তারপর যার মাল চুরি করেছে, সে মারা যায় এবং তার দশজন ওয়ারিছ থাকে, তবে তাদের ইখতিয়ার হবে যে, ঐ চুরির বাবত চোরের হাত কেটে দেয়। আর যদি ওয়ারিছদের মধ্যে কেউ কেউ অনুপস্থিত থাকে, তবে তারে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত চোরের হাত কাটা যাবে না। যদি যায়েদ আমরকে উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি আমার যে কোন রকম হদ আদায় করার উকীল নিযুক্ত হলে। তারপর আমর খালেদকে আটক করল, সে যায়েদের দশ দিরহাম চুরি করার কথা স্বীকার করেছে, তার নিকট হতে যায়েদের চুরিকৃত উক্ত দশ দিরহাম আদায় করার অথবা খালেদের হাত কাটিয়ে দেওয়ার ইখতিয়ার আছে। আমর যদি খালেদের হাত না কেটে তার নিকট হতে মাল চায়, তারপর যদি খোদ যায়েদ এসে খালেদের হাত কেটে দিতে চায়, তথাপি চোরের হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতেসুরুখসীর বিবরণ।

চুরির বাবত হাত কাটার ব্যাপারে গোলাম এবং স্বাধীন একই সমান। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। চুরি দুই বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয়। এক প্রকার সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা, দ্বিতীয় প্রকার খোদ চোরের একরার দ্বারা। তবে যদি চুরি চোরের একরার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তা হলে কাজী তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, চুরি কি জিনিস? তখন যদি সে চুরির অবস্থা, পরিচয় ইত্যাদি সঠিকভাবে বর্ণনা করে, তা হলে কাজী তার নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে, কি বস্তু চুরি করেছ? ইহা জিজ্ঞেস করার কারণ এই যে, চুরিকৃত বস্তু যদ কোন মাল না হয়, তবে চোরের হাত কাটা দরকার হবে না। যদি

চোর মালের রকম বর্ণনা করে, তবে কাজী তার নিকট মালের পরিমাণ জিজ্ঞেস করবে। আর ইহা ঐ সময় হবে, যখন চোরের চুরিকৃত মাল বিচার মজলিসে হাজির না থাকবে। যদি মজলিসে হাজির থাকে, তা হলে তার নিকট মালের পরিমাণের কথা এবং তার রকম ইত্যাদির বিষয় জিজ্ঞেস করার দরকার করবে না; বরং কাজী লক্ষ্য করে দেখবে যে, উক্ত মাল চুরির জন্য চোরের হাত কাটা যায় কিনা, যদি যায়, তবে কাজী চোরের হাত কাটার হুকুম দিয়ে দিবে। নতুবা দিবে না। তারপর কাজী চোরের নিকট জিজ্ঞেস করবে, তুমি এই মাল কিভাবে চুরি করলে? তা ছাড়া তার নিকট স্থল এবং ঘরের কথাও জিজ্ঞাসা করবে; কিন্তু সময়ের কথা জিজ্ঞেস করবে না। তারপর তার কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে, কার মাল চুরি করেছে? চোর দি তারও উত্তর সঠিকভাবে দেয়, তখন কাজী চোরের হাত কাটার হুকুম দিবে। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট চুরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য চোরের একবার একরার করাই যথেষ্ট। ইমামুল মুসলিমীনের জন্য মুস্তাহাব হল, চোরকে তালকীন করা, যেন সে একরার না করে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। তার পর যদি চোর একরার হতে ফিরে যায়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহাই শুদ্ধতম; কিন্তু তার উপর মালের মুল্য ওয়াজিব হবে। ইহা শরহে মোখাছারের বিবরণ। যদি চোর একরার করে যে, অমি তার একশত দিরহাম চুরি করেছি, তারপর বল যে, না, আমার ভুল হয়েছে আমি অন্য ব্যক্তির একশত দিরহাম চুরি করেছি, এমতক্ষেত্রে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ একরার করে যে, আমি এই দিরহাম চুরি করেছি এবং ইহা জানি না যে, এই দিরহাম কার অথবা বলে যে, আমি এর মালিককে চিনি না তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা যখীরাহর বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' ছগীরে বর্ণনা করেছেন যে, দুই ব্যক্তি একরার করল যে, আমরা একশত দিরহাম চুরি করেছি, তার পর তাদের একজন বলল, এই মাল আমার, তবে তাদের কারও হাত কাটা যাবে না। চাই তাদের একজন এই কথা কাজীর হুকুম দিবার আগে বলুক বা হাত কাটার পূর্বে হুকুমের পরে বলুক। যদি দুই ব্যক্তির এজন একরার করে যে, আমি এবং অমুকে অমুক ব্যক্তির এই কাপড় চুরি করেছি, যা আমাদের উভয়ের হাতে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিতাবুল আছলে এই মাসয়ালা সম্পর্কে দুইটি ছুরত উল্লেখ করেছেন, তার একটি এই যে, প্রথম ব্যক্তি চুরির একরার করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ একরার তাছদীক করল, তবে এই ছুরতে সর্বসম্মতভাবে উভয়ের হাত কাটা যাবে। আর দ্বিতীয়টি এই যে, প্রথম ব্যক্তি একরার করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ একরার তাকযীব করল। এর আবার দুটি ছুরত আছে। তার প্রথম ছুরত এই যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল যে, আমি চুরি করি নাই এবং আমি জানি না, কেমন কাপড়। এই ছুরতে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, একরারকারীর হাত কাটা যাবে এবং যে একরার করল না, সর্বসম্মতবাবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির একরারের তাছদীক করে। তারপর তা প্রত্যাহার করে, তবে সর্বসম্মতভাবে একরারকারীর হাত কাটা ছাকেত হয়ে যাবে ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি উভয়ের মধ্যে একজনে বলে যে, আমরা এই কাপড় অমুক হতে চুরি করেছি, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, তুমি মিথ্যা বলেছ, আমরা চুরি করিনি; কিন্তু এ কাপড় অমুকের, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট একরারকারীর হাত কাটা যাবে এবং মোনকেরকারীর হাত কাটা যাবে না। যদি কেউ কারও উপর চুরির দাবী করে এবং সে ব্যক্তি এনকার করে, তবে তার দ্বারা কসম করানো যাবে। তবে যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তা হলে ঐ ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না; কিন্তু সে মালের জামিন হবে। আর যদি সে ব্যক্তি একরার করে এবং পরে একরার প্রত্যাহার করে এবং এনার করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না; কিন্তু মালে জামিন হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি যায়েদ চুরির একরার করে, তবে আমর বলে যে, না; বরং আমি চুরি করেছি, সে চুরি করে নাই, তবে যার মাল চুরি হয়েছে, সে যার কথা বলে, তার হাত কাটা যাবে। যদি সে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথা বলে, তারপর আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলে, তবে প্রথম ব্যক্তির উপর হাত কাটা বা মালের জামিন হওয়া কোনটাই ওয়াজিব হবে না। কেননা দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা বলার অর্থ প্রথম ব্যক্তির একরারকে মিথ্যারোপ করা ইহা এতাবিয়ার মধ্যে অআছে। আর যার মাল চুরি হয়েছে, সে যদি প্রথম ব্যক্তির একরারকে তাছদীক করার পর বলে যে, উহা প্রথম ব্যক্তি চুরি করেনি; বরং ইহা দ্বিতীয় ব্যক্তি চুরি করেছে। তবে উভয়ের মধ্যে কারও হাত কাটা যাবে না এবং প্রথম ব্যক্তির উপর মালের জামানতও ওয়াজি হবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি মালে জামিন হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

আর যদি প্রথম ব্যক্তির তাছদীক করে, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তির একরার করে, তারপর তারও তাছদীক করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি মালের জামিন হবে। আর যদি কেউ নিজে মাল চুরি করেছে বলে, কিন্তু মালে মালিক গছবের কথা বলে, বা তাহর উলটা ঘটনা হয়, অর্থাৎ চোর নিজে গছবের কথা বলে এবং মালের মালিক চুরির কথা বলে, তবে হাত কাটা যাবে না; কিন্তু মালে জামিন হবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি মালের মালিক বলে যে না, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে; বরং তুমি আমার নিকট হতে গছব করে নিয়াছ। তবে মালের হুকুম দেওয় যাবে না।

যদি কেউ একরার করে যে আমি এই বালকের সঙ্গে চুরি করেছি অথবা ঐ গোংগার সাথে চুরি করেছি, তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতে সুরখসীর বিবরণ। যদি চার ব্যক্তি চুরির একরার করে, তারপর দুই ব্যক্তি একরার প্রত্যাহার করে, তবে হাত কাটা যাবে না। আর যদি এভাবে দুই ব্যক্তি একরার করে, তারপর এক ব্যক্তি একরার প্রত্যাহার করে, তা হলেও এই হুকুম হবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি চোর বলে যে, আমি ইহা অমুক হতে চুরি করেছি এবং উহা ঐ ব্যক্তির কাছে আমানতস্বরূপ রেখেছি, যার হাতে উহা এখন আছে, অথবা বলে যে উহা হেবা করে দিয়েছি। অথবা বলে যে, সে আমার নিকট হতে উহা গছব করে নিয়াছে, অর কব্জাকারী তা অস্বীকার করে, তবে তার হাত কাটা যাবে; কিন্তু মাল কব্জাকারীর উপর তার কথা তাছদীক হবে না। আ এতাবিয়ার মধ্যে আছে। যদি যায়েদ একরার করে যে, আমি এবং আমর খালেদের হাজার দিরহাম চুরি করেছি। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর শেষ অভিমত অনুযায়ী একরারকারীর হাত কাটা যাবে; এবং ছাহেবাইনও এই কথা বলেছেন, আরও বলেছেন যে, একরারকারীর হাত কাটতে তার শরীরের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

নাওয়াদেরে বাশার (রহঃ) এর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যদি যায়েদ একরার করে যে, আম চুরি করেছি নয় দিরহাম, না; বরং দশ দিরহাম। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কওলে কিয়াস অনুযায়ী তার হাত কাটা লাযেম হবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি বলল যে, আমি অমুকের মাল হতে কেশত দিরহাম চুরি করি নাই বরং দশ দীনার। তবে দীনারে জন্যই তার হাত টাকা যাবে এবং সে দীনারে জামিন হবে। এর কারণ এই যে, একরারকারী দুই রকম পরিমাণের কথাই একরারে উল্লেখ করেছে। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অভিমত।

আর যদি সে বলে যে, আমি একশত দিরহাম চুরি করেছি, না; বরং দুইশত দিরহাম। তবে তার হাত কাটা যাবে এবং সে জামিন হবে না। এই কারণে যে, সে মাত্র দুইশত দিরহামের একরার করেছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি সে বলে যে, আমি চুরি করেছে দুইশত দিরহাম, না; বরং একশত দিরহাম। তবে তার হাত

www.nagorikpathagar.org

কাটা যাবে না। তবে সে দুইশত দিরহারেম জামিন হবে। কারণ এই যে প্রথম দুইশত দিরহাম চুরির একরার করে আবার তা প্রত্যাহার করেছে। অতএব জামিন ওয়াজিব হবে এবং হাত কাটা ওয়াজিব হবে না। আর তার একশত দিরহাম চুরির একরার ছহীহ হবে না। আর যদি একশত দিরহামের উপর ফিরে আসায় মাছরুক মিনহু অর্থাৎ যার মাল চুরি হয়েছে, সে যদি তার কথার তাছদীক করে তবে জেমান এর উপর ওয়াজিব হবে না।

আর যদি বলে যে, আমিএকশত দিরহাম চুরি করেছি, না; বরং দুইশত দিরহাম। তবে তার হাত কাটা যাবে এবং সে জামিন হবে না। এই কারণে যে, সে তাম্র দুইশত দিরহামের একরার করেছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি সে বলে যে, আমি চুরি করেছি দুইশত দিরহাম, না; বরং একশত দিরহাম। তবে তার হাত কাটা যাবে না। তবে সে দুইশত দিরহামের জামিন হবে। কারণ এই যে, প্রথম দুইশত দিরহাম চুরির একরার করে আবার তা প্রত্যাহার করেছে। অতএব জেমান ওয়াজিব হবে এবং হাত কাটা ওয়াজিব হবে না। আর তার একশত দিরহাম চুরির একরার ছহীহ হবে না। কেননা মোকের লাহু এর দাবী করেনি। আর যদি একশত দিরহামের উপর ফিরে আসায় মাছরুক মিনহু যদি তার কথার তাছদীক করে, তবে জেমানও এর উপর ওয়াজিব হবে না। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি বলে যে, আমি ওর দশ দিরহাম চুরি করেছি, না; বরং ওর নয় দিরহাম। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, তার প্রথম কথার জন্য দশ দিরহাম জেমান দিতে হবে। এবং দ্বিতীয় কথার জন্য হাত কাটার হুকম দেওয়া যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, দ্বিতীয় কথার জন্য তার হাত কাটা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দ্বিতীয়বারের পরিমাণ সম্পর্কে আরও একবার একরার করে। পরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) অভিমতের দিকে রুজু করেছেন। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে, যদি কেউ একরার করে যে, আমি তার দশ দিরহাম চুরি করেছি না; বরং আমি তার ইহা চুরি করেছি। তবে তার এই দুই কথার জন্য সে দশ দিরহামের জামিন হবে এবং তার হাত কাটা যাবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ বলে যে, আমি তার এই কাপড় চুরি করেছি এবং তার মূল্য একশত দিরহাম। তার পর বলে যে, না, বরং আমি এই অন্য কাপড় চুরি করেছি। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) নিকট প্রথম কথার জন্য হাত কাটা যাবে না এবং দ্বিতীয় কথার জন্য হাত কাটা যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

যদি কোন বালক বা বালিকা চুরির একরার করে, তবে তা ছহীহ হবে না। আর বালক যদি এরূপ হয় যার স্বপ্নদোষ হয়েছে এবং তার জেমায় মহিলা গর্ভবতী হয় এবং বালিকা হায়েজাহ হয়েছে বা হামেলা হয়েছে, তারপর বলে যে, এই মাল আমার নিজের অথবা বলে যে, আমি তার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম বা বলে যে, ইহা আমার তার নিকট ঋণের বাবত পাওনা আদায় করেছি, তবে তার যিম্মা হতে হাত কাটা দূর করা যাবে। যদি এভাবে সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা তার চুরি সাব্যস্ত হয় এবং তারপর সে এরূপ বলে, তবে সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। যদি কাজী কারও চুররি কারণে তার হাত কাটার হুকুম দিয়ে দেয়, চাই সাক্ষ্যের মাধ্যমে হোক বা একরারের মাধ্যমে। তারপর যার মাল চুরি হয়েছে, সে যদি বলে যে, ইহা আমার মাল নয়, ইহা এর মাল। সে আমার মাল চুরি করে নি। ইহা আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। অথবা বলে যে আমার সাক্ষীগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে অথবা বলে যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যা একরার করেছে ইত্যাদি, তবে ঐ ব্যক্তির যিম্মা হতে হাত াকটা ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যি কেউ জবরদস্তির কারণে চুরির একরার করে, তবে তার একরার বাতিল। তবে কোন কোন মুতায়াখখিরীন উহা ছহীহ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

যার উপর চুরির দাবী করা হয় এবং সে চুরির এনকার করে, তবে ফকীহ আবু বকর আ'মাশ হতে বর্ণিত আছে যে, এই অবস্থায় ইমামের মন যেদিকে বেশি ঝুঁকবে, সেদিকে রায় প্রদান করবেন। যদি তাঁর মনের ধারণা প্রবল হয় যে, এ ব্যক্তি চোর, তবে তাকে চোরের সাজা দান করবেন; এবং ইমামুল মুসলিমীনের জন্য এরূপ করা জায়েয আছে। আমাদের মাশায়েখদের কাছে ইমামুল মুসলিমীনের জন্য চোরকে তা'যীর দেওয়ার ইখতিয়ার আছে। যেমন নাকি তিনি যদি চোরের সাথে একে চলতে দেখেন, তবে তিনি এইরূপ করতে পারেন। ইহা যখীরার বিবরণ।

যদি যায়েদ আমরের উপরে চুরির দাবী করে, তবে মোদ্দায়ী অর্থাৎ যায়েদের উপর সাক্ষী হাজির করা আবশ্যক হবে এবং আমার অর্থাৎ মোদ্দাআ আলাইহির উপর কসম বর্তিবে। চোরকে মারা বা প্রহার করা শরীয়তের পরিপন্থী। এর ফতোয়া শরীয়ত মোতাবেক হওয়া চাই। যায়েদ আমরের উপরে চুরির দাবী করল; এবং তাকে কাজীর দরবারে হাজির করা হল, আর দরখাস্ত করা হল যে, কাজী তাকে সাজা দান করুক, যেন সে চুরি স্বীকার করে, তারপর তাকে কাজী কয়েকবার প্রহার করতঃ কয়েকখানায় ফেরত পাঠাল। এতে আমর পুনরায় সাজা পাওয়ার ভয়ে জেলখানার ছাদে উঠে নিচে লাফিয়ে পড়ল, আর তাতে সে মারা গেল। পরে চুরি আমর ছাড়া খালেদ দ্বারা হয়েছে বলে প্রকাশ পেল, তবে আমরের ওয়ারিছদের ইখতিয়ার হবে যে, যায়েদ হতে মৃত ব্যক্তির দিয়ত, তা ছাড়া এ ব্যাপারে আমরের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তা সব আদায় করে নিবে। কারণ হল, যা কিছু হয়েছে তা সব যায়েদেরই কারণে হয়েছে। যায়েদ এরূপ ঘটনা সৃষ্টির জন্য জালেম সাব্যস্ত হয়েছে। হয়ে ফতোয়ায়ে কোবরার বিবরণ।

যদি কেউ চুরির একার করে, তারপর ভেগে যায়, তবে কখনও তার পিছনে ধাওয়া করবে না। না সাথে সাথে, না কিছু পরে; কিন্তু যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দ্বারা চুরি প্রমাণিত হয়, তারপর চোর পালিয়ে যায়, তবে সাথে সাথে তার পিছে ধাওয়া করা যাবে এবং তার হাতও কাটা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ বলে যে, 'আন ছারিকুন হাযাছ ছাওবা' অর্থাৎ সে কাফ অক্ষরে তানভীন দিয়েছে এবং বায়ে মোয়াহহাদাকে জবর দিয়েছে, তবে হাত কাটা যাবে না। আর যদি সে ছারেকুন হাযাছ্ছাওরে বলে অর্থাৎ ইজাফতের সাথে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যায়েদের গোলামের হাতে দশটি দিরহাম আছে, সে একরার করল যে, ইহা আর হতে চুরি করেছি। তবে যদি সে এরূপ গোলাম হয় যে, তার তিজারত করার হুকুম আছে অথবা সে মোতাবেক হয়, আর সে চুরিকৃত দিরহাম হয়তো নষ্ট করে ফেলেছে; বা তার হাতে মওজুদ আছে। যদি সে চুরির একরার করে, তবে তা তার হাত কাটার জন্য এবং জেমানত হওয়ার জন্য উভয় ক্ষেত্রে ছহীহ হবে। আর যদি চুরিকৃত মাল মওজুদ থাকে, তবে তা ফিরিয়ে দেয়া যাবে। আর যদি গোলাম বন্দী হয় অর্থাৎ কোন কিছু করতে অক্ষম হয়, এমতাক্ষেত্রে যদি সে এমন চুরির একরার করে যা সে নষ্ট করে ফেলেছে, তবে তার একরার হাত কাটার ক্ষেত্রে ছহীহ হবে। আর যদি সে এমন চুরির একরার করে যে, চরিকৃত মাল অবিকল তার হাতে মওজুদ আছে। তারপর যদি মালিক তার কথা যদি মালিক মালের ব্যাপারে গোলামের কথা তাকযীব করে যে, এই মাল আমার, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল অনুযায়ী এই ছুরতেও গোলামের একরার তার হাত কাটা ও মালের জামিন হওয়া উভয় ক্ষেত্রে ছহীহ হবে। অতএব গোলামের হাত কাটা যাবে, এবং ঐ মাল তার মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে ইহা যখীরার বিবরণ।

যদি চুরির প্রমাণ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, তবে তার শর্ত হল, দুইজন আদেল পুরুষ সাক্ষী হতে হবে; এবং এক্ষেত্রে শুধু মহিলার সাক্ষী মালে ক্ষেত্রে আমাদের নিকট কবুল হবে; কিন্তু হাত কাটার ক্ষেত্রে হবে না। এভাবে যদি সাক্ষীর উপর সাক্ষী হয়, তবে তাও আমাদের নিকট মালের ক্ষেত্রে কবুল হবে এবং হাত কাটার ক্ষেত্রে কবুল হবে

www.nagorikpathagar.org

না। যখন দুইজন আদেল পুরুষ চুরির সাক্ষ্য দেয়, তখন কাজী মালও হাত টাকা উভয় ক্ষেত্রে ইহা কবুল করবে। তারপর উভয় সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করবে যে, চুরিকৃত মাল কি জিনিস? তারপর এর রকম ও পরিমাণ জিজ্ঞাসা করবে। যদি মাল কাজীর দরবারে উপস্থিত না থাকে। আর যদি মার উপস্থিত থাকে, তবে মালের রকম ও পরিমাণ জিজ্ঞাসা করতে হবে না; কিন্তু কাজী চুরিকৃত মাল লক্ষ্য করে দেখবে।

তারপর চোর এবং সাক্ষী উভয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে, চুরি কিভাবে করেছে এবং সাক্ষীদের নিকট গৃহ বা স্থান এবং সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করবে আর চুরিকৃত মালের মালিকের নিকটও জিজ্ঞাসা করবে, তারপর যখন তারা সবকিছু যথাযথভাবে বর্ণনা করবে এবং কাজী সাক্ষীদের আদালত সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তবে হাত কাটার হুকুম দিবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সাক্ষীদের অবস্থা জেনে নিতে পারে এবং সাক্ষীদের আদালত প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত চোরকে আটক করে রাখবে। তার পর চোর আটক থাকা অবস্থায় যদি সাক্ষীদের আদালত প্রকাশ পায়, আর যদি চুরিকৃত মালের মালিক উপস্থিত হয়, তবে কাজী চোরের উপর হাত কাটার হুকুম দিবে। আর যদি মালের মালিক অনুপস্থিত থাকে, তবে চোরের হাত কাটার হুকুম দিবে না। আর যদি মালের মালিক সেখান হতে গায়েব হয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই ছুরত সম্পর্কে কিতাবে কিছু বর্ণনা করেন নাই; এবং আমাদের মাশায়েখগণ এই মাসয়ালার মধ্যে মতভেদ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে ইমাম আজম আবূ হানিফা (রহঃ) এর দুইটি মতের প্রথম মত অনুযায়ী চোরের হাত কাটা যাবে। আর দ্বিতীয় মতানুযায়ী হাত কাটা যাবে না। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম আজম (রহঃ) এর প্রথশ ও শেষ উভয় মতানুযায়ী হাত কাটা যাবে না। আর যদি দুজন সাক্ষী চুরির উপর সাক্ষ্য দেয় তারপর সাক্ষীদ্বয়ের আদালত প্রকাশ পাওয়ার পর উভয়ে গায়েব হয়ে যায়। অথবা মরে যায় অথব এখনও কাজী বিচারের হুকুম প্রদান করেনি। অথবা করে থাকলেও তা জারী হয়নি, তবে এই উভয় ছুরতে ইমাম আজম (রহঃ) এর প্রকাশ্য অভিমত অনুযায়ী কাজী কোন হুকুম দিবে না; এবং তা জারীর করা যাবে না; এবং শেষে মতানুযায়ী হুকুম দিয়ে তা জারী করে দিবে।

যদি উভয় সাক্ষী ফাসেক অথবা মোরতাদ অথবা অন্ধ হয়ে যায়, অথবা উভয়ের জ্ঞান লোপ পায়, তবে যদি এরূপ ঘটনা কাজীর হুকুমের আগে সংঘটিত হয়, তবে তা কাজীর হুকুম দিবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। আর যদি এই ঘটনা কাজীর হুকুম দেওয়ার পরে এবং জারী হওয়ার আগে সংঘটিত হয়, তবে হুকুম জারী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। আর যদি দুইজন সাক্ষী দুই ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক এবং অমুক দুইজনে অমুক ব্যক্তির মাল চুরি করেছে এবং উভয় সাক্ষী চুরির মালের কথা বর্ণনা করে, অর যে দুই ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দান করে, তার মধ্যে একজন গায়েব থাকে; এবং তাকে পাওয়া না যায়, তবে ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) শেষ মতানুযায়ী এবং ছাহেবাইনের কওল মতে হুকুম এই হবে যে, যে ব্যক্তি হাজির থাকে তার হাত কেটে দেওয়া যাবে। আর যে গায়েব থাকে যখন সে হাজির হবে এবং মালের মালিক তাকে কাজীর দরবারে নিয়ে যাবে, তখন কাজী তাকে হুকুম দিবে যে, পুনরায় সাক্ষী হাজির কর। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি ইমামুল মুসলিমীন কোন চোরের হাত কেটে দেওয়ার হুকুম দিয়ে দেন, তার পর চুরিকৃত মালে মালিক তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে এই ক্ষমা করা বাতিল হবে। ইহা ইজহার মধ্যে আছে। যদি দুইজন কাফের একজন কাফের ও একজন মুসলমানের উপর চুরির সাক্ষ্য দেয়, তবে যেমন মুসলমানের হাত কাটা যাবে না, তেমন কাফেরেরও হাত কাটা যাবে না। যদি দুইজন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, সে একটি গাভী চুরি করেছে আর সাক্ষীদ্বয়

www.nagorikpathagar.org

গাভীর রং সম্বন্ধে দুই রকম বলে, একজনে বলে, উহা সাদা আর অন্যজনে বলে উহা কাল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, সাক্ষ্য কবুল হবে এবং ছাবেহাইন এতে দ্বিমত পোষণ করেন।

ইমাম কুরখী (রহঃ) বলেন যে, এই মতভেদ এমন দুইটি রংয়ের ক্ষেত্রে যা পরস্পরের মধ্যে একটি অপরটি প্রায় অনুরূপ। যেমন লাল এবং হলদে। আর যে, দুই রংয়ের মধ্যে পরস্পরে মিল নাই, যেমন সাদা ও কাল, তবে তেমন সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে কবুল হবে না। শুদ্ধমত এই যে, সর্বক্ষেত্রেই মতভেদ আছে। যদি দুইজনের মধ্যে একজনে সাক্ষ্য দেয় যে, যে বলদ চুরি করেছে, আর অন্যজনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে গাভী চুরি করেছে। তবে সর্বসম্মতভাবে এরূপ সাক্ষ্য কবুল হবে না। যদি দুইজনে সাক্ষ্য দেয় যে, কাপড় চুরি করেছে, তবে একজনে বলে যে, কাপড় লাল ছিল আর অন্যজনে বলে যে, কাপড় সাদা ছিল, তবে নোছখায় আবি সোলায়মানের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, এর মধ্যেও মতভেদ আছে এবং নোছাখায়ে আবু হাফছের মধ্যে আছে যে, সর্বসম্মতভাবে এই সাক্ষ্য কবুল হবে না। যার উপর চুরির সাক্ষ্য দেয়া হয়, সে যদি বলে যে, এ আমার মাল। আমি ইহা তার নিকট রাখিতে দিয়েছিলাম। এখন সে তা অস্বীকার করেছে, অথবা বলে যে, আমি এর নিকট হতে ইহা খরিদ করেছিলাম অথবা বলে যে, সে একার করেছে যে, ইহা আমার মাল। তবে এ সকল ছুরতে চোরের যিম্মা হতে হদ ছাকেত হয়ে যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

যদি দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, এই মাল ঐ যায়েদ চুরি করেছে এবং অন্য সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, এই মাল ঐ আমর চুরি করেছে। অর যার মাল চুরি হয়েছে সে দাবী করে যে, যায়েদ চুরি করেছে। তবে যায়েদের হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি সাক্ষীগণ এক মাযুন গোলামের উপর দশ দিরহাম বা তার বেশি মাল চুরির সাক্ষ্য দেয় এবং গোলাম তার এনকার করে, তবে তার মালিক উপস্থিত থাকলে সব ইমামের নিকট সর্বসম্মতভাবে গোলামের হাত কাটা যাবে। আর চুরিকৃত মালের হুকুম এই হবে যে, যদি গোলাম মাল নষ্ট করে ফেলে, তবে তার জেমানত হবে না। আর যদি উহা যথারূপে মৌজুদ থাকে, তবে মালের মালিককে ফিরিয়ে দেয়া যাবে। আর যদি গোলামের মালিক অনুপস্থিত থাকে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট গোলামের হাত কাটা যাবে না এব ংগোলাম চুরিকৃত মালের জামিন হবে। আর যদি সাক্ষীগণ দশ দিরহামের কম মাল চুরির সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজী উক্ত মালের হুকুম দিবে, হাত কাটার হুকুম দিবে না। চাই গোলামের মালিক উপস্থিত থাকুক, চাই না থাকুক।

আর যদি সাক্ষীগণ গোলামের দশ দিরহাম চুরির একরারের সাক্ষ্য দেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট কাজী এর উপর কোন হুকুম দিবে না। না হাত কাটার, না মালের। আর যদি সাক্ষীগণ মাহজুর গোলামের চুরির একরারে সাক্ষ্য দেয়, তবে কাজী এরূপ সাক্ষ্য কোনরূপেই কবুল করবে না। চাই মালিক উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। এমন কি গোলামের হাত কাটা যাবে না এবং মালের জন্য মালিক গোলামকে বিক্রয়ের জন্য ধৃত হবে না; কিন্তু গোলাম মুক্ত হওয়ার পর মালের জন্য ধৃত হবে। ইহা যখীরার মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ কারও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তথায় রক্ষিত ধন-সম্পদ নিয়ে ঘরের বাইরে আনে তবে ধনের মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে তাকে কতল করে ফেলে। নাওয়াদের ইবনে সেমা'র মধ্যে আছে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি চোর সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকে এবং মালিক দেখে চীৎকার শুরু করে, তারপর যদি চোর ভেগে যায় তবে তো ভাল। নতুবা মালিকের জন্য জায়েয আছে যে, সে চোরকে কতল করে ফেলে। নাওয়াদের ইবনে রুস্তমের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি চোর ঘরে সিঁধ কাটতে থাকে, তবে ইমাম আবু

হানীফার (রহঃ) মতে মালিকের জন্য চোরকে কতল করা জায়েয আছে– চাই সে ঘরের বিতরে হোক বা বাইরে হোক। যদি মালিক এভাবে চোরকে কতল করে ,তবে তার উপর কেছাছ ও দিয়ত কিছুই দরকার হবে না।

ফতোয়ায়ে আহলে সমরকন্দীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, চোর কারও দেওয়ালে সিঁধ কাটতে শুরু করেছে কিন্তু সিঁধের ছিদ্র এখনও হয়নি মালিক তাকে দেখে উপর হতে এক পাথর ফিঁকে মারে এবং চোর তাতে মরে যায়, তবে মালিকের উপর সাহায্য হিসেবে এর দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং কতলের কাফফারাহ আবশ্যক হবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। ফতোয়ায়ে আবুল্লাইছের মধ্যে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অন্যের দেওয়ালের উপর চুরির নিয়তে উঠল। দেওয়ালের উর চাদর ছিল, মালিকের ভয় হল যে, সে যদি চীৎকার শুরু করে, তবে চোর হয়ত ঐ চাদর নিয়ে ভেগে যাবে। তবে যদি চাদর অন্ততঃ দশ দিরহাম মূল্যের হয়, তা হলে তার উপরে ফিঁরে মারার ব্যাপারে হুকুম হল, উক্ত চাদর দশ দিরহাম বা তার বেশি মূল্যের হলে মারা জায়েয হবে। ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেন যে, আমাদের আছহাবগণ ঐ পরিমাণের শর্তারোপ করেন নাই এবং মোটামুটি বলেছেন যে, তাকে তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করার ইখতিয়ার আছে। ইহা জামে' ছগীরের বিবরণ।

কেউ কারও ঘরের রাত্রে প্রবেশ করে মাল সামান ঘর হতে বের আনল এবং তা নিয়ে রওয়ানা করল। তখন মালের মালিক তার কিছু নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তবে মালিকের এর কোন কিছু জামানত হবে না। মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইহা এরূপ অবস্থায় হবে যে, যখন তাকে হত্য করা ছাড়া আর কোনভাবে মাল আটক করার উপায় থাকবে না, তখন চোরকে হত্যা করা জায়েয হবে এবং এই ছুরতে এর বদলে হত্যাকারীর উপর কোন কিছুর জেমান ওয়াজিব হবে না। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে, যদি কারও নিকট কিছু রুটি থাকে এবং অন্য কেউ তা ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে রুটির মালিকের জন্য জাযে হবে যে, তলোয়ার নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, যখন সে ক্ষুধার তাড়নায় বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করে। এভাবে যদি তার পানীয় পানি হয় এবং তারও এই অবস্থা হয়, তবে ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কোন সুপরিচিত কুখ্যাত চোরকে এই অবস্থায় সম্মুখে পায় যে, সে চুরিতে লিপ্ত নয়; বরং নিজের অন্য কোন কাজে মগ্ন। তবে তাকে হত্যা করা জায়েয হবে না। অবশ্য তাকে ধরে ইমামুল মুসলিমীনের নিকট নিয়ে যাবে। তিনি তাকে আটক করাবেন, তাওবাহ ও শায়েস্তা করাবেন। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ চোরকে মাল নিয়ে যেতে দেখে চীৎকার করে ও তাতে চোর মাল ফেলে রেখে ভেগে যেতে থাকে, তখন তার পিছনে ধাবিত হয়ে তাকে ধরে প্রহার করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, তবে যদি তার কিছু মাল নিয়ে ভেগে থাকে, তবে সেই অবস্থায় তার পিছনে ছুটে তাকে ধরে ছড়ি বা লাঠির দ্বারা প্রহার করা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ মাল ফেলে রেখে যায়। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

চোরের উপর চুরির দাবীদারের জন্য মুস্তাহাব হল, সে বলবে যে, সে এই মাল নিয়েছে, চুরি করেছে বলবে না। সাক্ষীদের জন্যও মুস্তাহাব এই যে, সে মাল চুরি করেছে না বলে মাল নিয়েছে বলেবে। অথবা এরূপ বলবে যে, এই মাল তলবকারীর বা দাবীদারের, যাতে চোরের যিম্মা হতে হাত কাটার হদ ছাকেত হয়ে যায়। এক ব্যক্তিরও উপর দাবী করল যে সে আমার এই মাল চুরি করেছে, চোর বলল, যে, হ্যাঁ নিয়েছি। তবে সে মালের জামিন হবে। তার হাত কাটা যাবে না। যদও পরে সে উহা চুরি করে নেওয়ার একরার করে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে। একব্যক্তি আরেক ব্যক্তির উপর চুরির দাবী করল এবং মুদ্দাআ আলাইহি তা এনকার করল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) বলেন যে, তার দ্বারা কসম করানো যাবে। তারপর যদি সে কসম করতে এনকার করে, তবে তার উপর মালের হুকুম দেওয়া যাবে হাত কাটা হুকুম দেওয়া যাবে না। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। এভাবে যদি একরার হতে ফিরে যায়, তা

www.nagorikpathagar.org

হলেও এরূপ হুকুম হবে। এভাবে যদি সাক্ষীর ছুতেও এরূপ হয়, তা হরেও এরূপ হুকুম হবে যে, মালের জামিন হবে, হাত কাটা যাবে না। ইহা এতাবিয়ার বিবরণ।

হাত কাটা না কাটার আরো কিছু মাসায়েল

দারুল ইসলামে কোন কোন এমন জিনিস আছে, যা চুরি করলে চোরে হাত কাটা যাবে না। যেমন লাকড়ি, ঘাস, খড়কুটা, সাধারণ পাথর এবং মৎস্য ইত্যাদি। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে; কিন্তু সবুজ নগীনা, ইয়াকুত, জবরযদ ইত্যাদি পাথর চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ইহা কাফীর বিবরণ। মোটকথা, সর্বরকম মণিমুক্তা এবং মূল্যবান পাথরের ক্ষেত্রে হাত কাটা যাবে। ইহা গিয়াসিয়ার বিবরণ। আর স্বর্ণ, রৌপ্য, মোতি, ফিরোজাহ প্রভৃতি বস্তুগুলোর ব্যাপরে হিশাম (রহঃ) হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি ঐ বস্তুগুলো এমন অবস্থায় চুরি করে যে, ইহা কোন মোবাহ বস্তুর সাথে যথা মাটি সাথে মিলানো থাকে বা কোন পাথরের সাথে মিশ্রিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে হাত কাটা আবশ্যক হবে না; কিন্তু জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বাবস্থায় হাত কাটা যাবে। আর যে কাষ্ঠসমূহের চুরিতে হাত কাটা যায় না, সেই কাঠের তক্তার দ্বারা কোন খাট, পালং, চেয়ার, টেবিল বানালে তা চুরি করায় হাত কাটা যাবে। খড়, কুটা, ঘাস, নল প্রভৃতি চুরি করলে যেমন হাত কাটা যায় না, ইহা দ্বারা চাটাই, বিছানা বা অন্য কিছু বানালে এবং তা চুরি করলও হাত কাটা যাবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

হ্যাঁ, তবে ঐ জিনিসগুলো বানাতে যদি অধিক পরিশ্রম করে এতে নকশা এবং কারুকার্য করে বস্তু অকালে বিনষ্ট হয়ে যায় যেমন গুদ্ধ, গোশত বা কাচা- পাকা ফল ইত্যাদি। তা চুরি করলে হাত কাটা যায় না। ইহা হেদায়ার বিবরণ। যে সকল বস্তু অকালে বিনষ্ট হয়ে যায় যেমন দুগ্ধ, গোশত বা কাচা-পাকা ফল ইত্যাদি। তা চুরি করলে হাত কাটা যায় না। ইহা হেদায়ার বিবরণ। তবে সে সকল ফল যা মানুষের কাছে রক্ষিত থাকে, যেমন আখরোট, বাদাম ইত্যাদি। তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি ইহা হেফাজতে রাখা হয়। আর যে সকল ক্ষেতি বা ফল কাটা বা পাড়া হয়নি বরং ইহা গাছে রয়েছে, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না; কিন্তু যদি তা পড়ে বা কেটে কোন দরজা বন্ধ ঘরে রাখা হয়, তারপর তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর গোশত চুরি করলে যে হাত কাটা যাবে না, সেক্ষেত্রে গোশত চাই লবণ মাখানো হোক বা লবণ ছাড়া হোক উভয়ের একই হুকুম। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যে কোন রকম শস্য বীজ, তেল, ঘি, চর্বি, আতর প্রভৃতি চুরি করলে হাত কাটা যাবে এভাবে তুলা, রেমশ অথবা পশম চুরি করলে হাত কাটা যাবে। গম, যব, আটা বা ছাতু, মনাক্কা, যাইতুন ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে এভাবে পরনের পোশাক, চাদর, ফরাশ এবং লৌহ, পিতল, তাম্র, দস্তা ইত্যাদির তৈজস বরতন এবং কাঠের তক্তা যা অন্য জিনিস বানাতে প্রয়োজন হয়, তা ছাড়া কাগজ, ছুরি-চাকু, কাঁচি দা, কুঠার, কাস্তে, কোদাল, খোন্তা ইত্যাদি ও দাবাগতকৃত চামড়া চুরি করলে হাত কাটা যাবে। পাথর চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে আছে এবং শ্বেত পাথর, লাল পাথর চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। পাথরের তৈরি হাড়ি-পাতিল চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ। সিংগা চুরি করলে হাত টাকা যাবে না। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত। যদি বৃক্ষ কোন বাগান হতে মূলসহ উঠিয়ে নেওয়া হয়, যদিও তা দশ দিরহাম মূল্যের হয়, তবে তাতে হাত কাটা যাবে। ইহা শরহে মাজমাউল বাহারইনে বিবরণ।

কোন আদেল তাজেরের মাল নিজেদের মধ্যের কোন অবাধ্য বা বিদ্রোহী ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে। ইহা তাতারখানিয়াহর বিবরণ। চিনি চুরি করলে সর্বসম্মতভাবে হাত কাটা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। ইমাম

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, হাতীর দাঁত দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন বস্তু তৈরি করা হয়, উহা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, হাতীর দাঁত দ্বারা কোন বস্তু তৈরি করা হোক বা না হোক, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কারণ হল, ইহা কোন মালের মধ্যে বিবেচিত নয়। তবে যদি হাতীর দাঁত দ্বারা এমন কোন জিনিস তৈরি করা হয়, যাতে বহু পরিশ্রম করা হয়েছে ও নক্‌শা, কারুকার্য করা হয়েছে, তবে তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে যদি কোন চতুষ্পদ জন্তু যবেহকৃত হয়, আর কেউ তার চামড়া চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। হ্যাঁ তবে ঐ চামড়ার তৈরি কোন বিছানা বা জায়নামায ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে। কোন খানাভর্তি বরতন বা হাড়ি-পাতিল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইহা এতায়িার মধ্যে আছে। যদি কোন যিম্মীর শরাব বা শূকর চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। কুকুর এবং চিতা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। মুরগী, হাঁস এবং কবুতর চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইহা তামারতাশীর মধ্যে আছে। কোন হালাল পানীয় দ্রব্য চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তানপুরা, শারিন্দা চুরি করলে হাত কটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

তবলা, একতারা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। তবে এই হুকুম তখন হবে, যখন তলবা -বেহুলা গান-বাজনার মধ্যে ব্যবহৃত হয়, আর যদি ইহা মুজাহিদ অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধাদের তবলা হয়, তা চুরি করলে মাশায়েখ (রহঃ) মতভেদ করেছেন যে, হাত কাটা যাবে, যখন এর মূল্য দশ দিরহাম হবে; কিন্তু ছদরে শহীদ বলেন যে, হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। কোরআন মজীদ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না– যদিও তা স্বর্ণ খচিত বস্তু দ্বারা বাঁধাই করা হয়। ফিকাহের কিতাব, অভিধান পুস্তক, নহু-ছরফ বা কবিতা কাব্যের পুস্তক চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওহহাজের বিবরণ। যদি কেউ বাঁধাই করা সাদা কাগজের বই বা খাতা যাতে কিছু লিখা হয় নাই, চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে, যদি তার মূল্যে নেছাব পুরা হয়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ। হিসাব কিতাবের দপ্তর চুরি করলে হাত কাটা যাবে স্বর্ণ রৌপ্যের মূর্তি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ছবি বা মূর্তি অঙ্কিত মুদ্রা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। কেননা ইহা ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাখা হয় না। ইহা জাওহারাতুন্নাইয়ারার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন গোলাম এমন বড় হয় যে, সে নিজেকে চিনতে বুঝতে পারে। তবে তাকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না– যদিও সে ঘুমন্ত, পাগল বা আজমী হয়। কারণ হল এতে চুরি হয় না। আর যদি গোলাম এরূপ হয় যে, নিজের ভাল-মন্দ তমীজ করার বয়স হয়নি, তবে তাকে চুরি করলে হাত কাটা যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। মুন্তাকায় বর্ণিত আছে, যদি গোলাম ছোট হয়, যার কানে পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোতি আছে, তা চুরি করলে হাত টাকা যাবে ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি যায়েদের আতরের নিকট কর্জ যদি এই প্রকার হয় যে, উহা তখন তখন পরিশোধ করা উচিত ছিল, তবে এই ছুরতে যায়েদের ঐ চুরির কারণে হাত কাটা যাবে না। আর যদি কর্জশোধের কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা থাকে, তবে এমতক্ষেত্রে চুরির কারণে হাত কাটা যাবে; কিন্তু এস্তেহসানান হাত কাটা যাবে না– চাই সে কর্জ পরিমাণ মা চুরি করুক বা তদপেক্ষা কিছু বেশি চুরি করে থাকুক। আর যায়েদ যদি বলে যে, আমিইহা নিজের হকের বদলে ঋণস্বরূপ নিয়েছি বা নিজের হক আদায় করার জন্য ইহা নিয়েছি। তবে সর্বসম্মতভাবে তার যিম্মা হতে হদ দূর হয়ে যাবে।

আর যদি যায়েদ নিজের হকের তুলনা উত্তম প্রকারের দিরহাম বা নিকৃষ্ট প্রকারের দিরহাম নিয়ে নেয়, তবে তার হাত কাটা হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। আর যদি সে নিজের পাওনা মালের প্রকারের বিপরীত কোন প্রকারের মাল হয়, তবে ছহীহ এই যে, তার হাত কাটা যাবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ। যদি রৌপ্যর গহনা চুরি করে অথচ তার নিকট কর্জ দিরহাম পাওনা আছে, অথবা স্বর্ণের গহনা চুরি করে, অথচ তার উপর দীনার পাওনা

www.nagorikpathagar.org

আছে, তবে হাত কাটা যাবে। আর যদি মাল ব াগহনা চোরে নষ্ট করে ফেলে এবং তার উপর এর মূল্য ওয়াজিব হয় আর তার মূল্য কর্জের মূল্যের পরিমাণতুল্য হয়, তা হলেও হাত কাটা যাবে।

যদি মোকাতেব বা গোলাম নিজের মালিকের করজদারের কিছু মাল চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে। হ্যাঁ, তবে যদি মালিক তাকে নিজের মাল আদায় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে থাকে, তবে তেম ছুরতে হাত কাটা ওয়াজিব হবে না যদি কেউ নিজের পিতার করজদার অথবা বয়স্ক পুত্র অথবা মোকাতেবের করজদারের মাল চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে। আর যদি নিজের ছোট পুত্রের করজদারের মাল চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা গায়তুল বয়ানের মধ্যে আছে। যদি কারও মাযুন গোলাম তার করজদার হতে কিছু চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে। ইহা ইজাহের মধ্যে আছে।

যদি চুরি এমন দুটি জিনিসের হয়, যার একটি এমন যে, উহা চুরির কারণে হাত কাটা যায়, আর একটি এমন যে, তার চুরির কারণে হাত কাটা যায় না, তবে দেখিতে হবে যে, কোন জিনিস চুরির মকসুদ ছিল, যদি মকসুদ এমন জিনিস চুরি করা ছিল, যার চুরিতে হাত কাটা যায় এবং নেছাব পরিমাণ ছিল, তবে তার চুরিতে হাত কাটা যাবে। আর যদি মকসুদ এমন জিনিস চুরি করা থাকে, যার চুরিতে হাত কাটা যায় না, তবে ঐ জিনিস চুরির ফলে হাত কাটা যাবে না, যদিও তার সাথে এমন জিনিস থাকে, যা চুরির কারণে হাত কাটা যায় এবং তা পুরা নেছাব পরিমাণ হয়। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। মোটকথা চুরির উদ্দেশ্যে প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে চোর কোন জিনিসটি চুরি করার নিয়ত করেছিল? ইহার উপর নির্ভর করেই হুকুম দিতে হবে। যদি কেউ রৌপ্যের বরতন চুরি করে, যার মূল্য একশত দিরহাম। আর ঐ বরতনে নবীজ অথবা খানাভর্তি ছিল বা দুধ ভর্তি ছিল, তাও নিয়ে গিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা যাবে না। এই ছুরতে ঐ খানা বা দুধকে মকসুদ ধার্য করা হবে, যা বরতন ভর্তি ছিল। যদি কোন স্বাধীন বালককে চুরি করা হয়, তবে হাত কাটা যাবে না, যদিও ঐ বালকের সাথে অলঙ্কার থাকে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, হাত কাটা যাবে, যিদ বালকের সাথে নেছাব পরিমাণ জেওর থাকে। আর এই মতভেদ এমন বালকের ক্ষেত্রে, যে চলত পারে না। অর্থাৎ নিজে স্বং সম্পূর্ণ নয়। আর যদি চলতে, বলতে পারে তবে সর্বসম্মতভাবে তার চুরিতে হাত কাটা যাবে না– যদিও তার সাথে অনেক বেশিও জেওর থাকে।

মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে, যদি কেউ একটি কুকুর চুরি করে, যার গলায় একশত দিরহামের একটি মালা ঝুলানো। তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি একটি গাধা চুরি করা হয়, যার মূল্য নয় দিরহাম আর তার সাথে এক দিরহাম মূল্যের একটি রেকাব থাকে, তবে চোরের হাত কাটা যাবে। যদি কেউ মধু রক্ষিত মটকা চুরি করে এবং মধুর মূল্য একদেরহাম ও মটকার মূল্য নয় দেরহাম হয়, তবে হাত কাটা যাবে। শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) স্বীয় শরার মধ্যে লিখেছেন যে, যদি কেউ সুরক্ষিত স্থানের শরাব পান করে ফেলে ও তার বরতন বাইরে নিয়ে আসে এবং ঐ বরতন এমন যে, তা চুরির কারণে হাত কাটা যায়, তবে চোরের হাত কাটা যাবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। পানি রাখার কলসী যদি কেউ চুরি করে আর তাতে পানি থাকে এবং কলসীর মূল্য দশ দিরহাম হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি কলসীর পানি পান করে খালি কলসী ঘরের বাইরে আনে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা এতাবিয়ার মধ্যে আছে।

কুদুরী কিতাবে বর্ণিত আছে, যদি কেউ মিন্দীল চুরি করে, যার মধ্যে দিরহামের থলে থাকে, তার হাত কাটা যাবে। মিন্দীলের অর্থ হল, যার মধ্যে সাধারণতঃ দিরহাম বেঁধে রাখ হয়। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ এমন জামা চুরি

www.nagorikpathagar.org

করে, যার মূল্য দশ দিরহাম নয় এবং তার পকেটের মধ্যে দশ দিরহাম আছে। যদি কেউ এমন জামা চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম বেঁধে রাখা হয়। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ এমন জামা চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম নয়। এবং তার পকেটের মধ্যে দশ দিরহাম আছে। অথচ চোর তা জানে না, তবে তার হাত কাটা যাবে না। তবে যদি চোর তা জেনে চুরি করে, তা হলে হাত টাকা যাবে। যদি কেউ বেগ বা ঝুড়ি চুরি করে, যার মধ্যে মাল রয়েছে। তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি কেউ কারও মাল দাগাবাজি করে বা লুণ্ঠন করে বা অতর্কিতে ছিনিয়ে নিয়ে ভেগে যায়, তবে হাত কাটা যাবেনা। কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর কওল। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি কে কবরের মধ্য হতে দিরহাম বা দীনার বা অন্য কোন বস্তু কাফন ছাড়া চুরি করে, তবে সর্বসম্মত মতে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে।

যদি কারও কবর তালাবদ্ধ ঘরের মধ্যে হয়, তবে আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) মতভেদ করেছেন। শুদ্ধতর মত এই যে, হাত কাটা যাবে না– চাই সে কবর হতে কাফন চুরি করুক। বা অন্য কোন মাল ঐ ঘর হতে চুরি করুক আর যদি কাফেলার মধ্য হতে কেউ তাবু হতে কাফন চুরি করে, তবে শুদ্ধতর মত হল যে, হাত কাটা যাবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যদি কোন খরিদ্দার কোন বস্তু বিক্রেতার নিকট হতে বিক্রেতার ইখতিয়ারের শর্তে খরিদ করে, তারপর খিয়ারের মধ্যে বিক্রেতার নিকট হতে চুরি করে নেয়, তবে তার উর হাত কাটা লাযেম হবে না। যদি কেউ অন্যের জন্য কোন বস্তুর অছিয়্যত করে, তার পর অছিয়্যতকারীর মৃত্যুর পূর্বে সে তার নিকট হতে চরি করে নেয়, তবে তার হাত টাকা যাবে। আর যদি অছিয়্যতকারীর মৃত্যুর পর নিজের কবুলের আগে চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি কেউ গনিমতের মাল বা বাইতুল মাল হতে কোন কিছু চুরি করে, তবে তার হাত টাকা যাবে না। চাই আযাদ হোক বা গোলাম হোক। ইহা নেহায়র মধ্যে আছে। আর এই কম মাল চুরি করায়ও হাত টাকা যাবে না, যে মালের মধ্যে চোরের কোন অংশ আছে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। যদি চোরের হাত কোন মাল চুরি করার কারণে কাটা হয় এবং ঐ মাল মালের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তারপর চোর পুরায় ইহা চুরি করে, তবে এস্তেহাসনান আমাদের নিকট হাত কাটা যাবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

আর এভাবে যদি চোরের নিকট হতে অন্য কেউ চুরিকৃত মাল ্রি করে নেয়, তবে প্রথম চোর এবং মালিক উভয়ের কারও ইখতিয়ার হবে না যে, দ্বিতীয় চোরের হাত কাটে। ইহা মুহীতের মধ্যে অআছে। মূলকথা আমাদের নিকট এই যে, যখন পর্যন্ত মালের মধ্যে চুরির কারণে কোন পরিবর্তন না আসে বরং এক অবস্থায় তাকে পুনরায় চুরি করে, তবে আমাদের নিকট দুইবার তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি এর পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যেমন কেউ তুলা চুরি করল এবং চোরের হাত কেটে তা মালিককে ফেরত দেওয়া হল, তার পর যখন তা দ্বারা সূতা কাটা হল, তখন ঐ সূতা দ্বিতীয়বার চোরে চুরি করল। অথবা প্রথম সূতা ছিল, তার দ্বারা কাপড় তৈরি হল, তবে সর্বসম্মতভাবে হাত কাটা যাবে। ইহা শরহে তাহাবীর বিবরণ।

যদি কেউ একশত দিরহাম চুরি করে এবংতজ্জন্য চোরের হাত কেটে দেওয়া হয় এবং ঐ দিরহাম মালের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তার পর আবার ঐ দিরহামই সে চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি তা সে আরও একশত দিরহামের সাথে চুরি করে, তবে তার পা কাটা যাবে। চাই ইহা ঐ দিরহামের মিলিত অবস্থায় থাকুক বা পৃথক থাকুক। ইহা জহিরিয়ার মধ্যে আছে। আর যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য চরি করে এবং চোরের হাত সে জন্য কাটা হয় এবং ঐ মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তারপর মালিক তা দ্বারা বরতন বানায়, অথবা প্রথম বরতন ছিল, পরে তা দ্বারা মুহরাঙ্কিত মুদ্রা বানায়। তারপর চোর আবার উহা চুরি করে, তবে ইমাম আজম (রহ) এর নিকট হাত

www.nagorikpathagar.org

কাটা যাবে না এবং ছাহেবাইন বলেন যে যে, হাত কাটা যাবে । ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। কেফায়াতুল বায়হাকীর মধ্যে বর্ণিত আছে, কেউ এক কাপড় চুরি করল এবং তা সেলাই করে ফিরিয়ে দিল। তারপর তাতে লোকসান প্রকাশ পেল। তারপর আবার চোর সেই লোকসানী কাপড় চুরি করল। তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

যদি কেউ গাভী চুরি করে ও তার অপরাধে তার হাত কাটা হয় এবং গাভী এর মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মালিকের নিকট তার একটি বাচ্চা হয়, তারপর চোর আবার সেই বাচ্চা চুরি করে, তবে তার হাত টাকা যাবে। যদি কোন এবটি মালে আইন কেউ চুরি করে ও চোরের হাত কাটা হয় এবং উক্ত মালে আইন এর মালিককে ফেরত দেওয়া হয়, তারপর মালিক তা কারও নিকট বিক্রয় করে, তারপর আবার তা খরিদ করে নেয়, তারপর আবা ঐ চোর ঐ মাল চুরি করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এই মাসয়ালা কোন কিতাবে উল্লেখ করেনি। মাশায়েখ (রহঃ) এই মাসয়ালায় মতভেদ করেছেন। যেমন নাকি আমাদের ইরাকী মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, চোরের হাত কাটা যাবে না, আর মাওরাউন্নাহারের মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে,হাত কাটা যাবে। ইহা জহিরিয়ার বিবরণ।

এভাবে যদি মালিক ঐ বস্তু চোরের নিকট বিক্রি করে দেয়, তারপর আবার তার নিকট হতে খরিদ করে নেয়, তারপর আবার চোর ঐ মালটি চুরি করে, তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। কেউ নিজের মালে যাকাত বের করল এবং গরীবদেরকে দেওয়ার জন্য পৃথক করে রেখে দিল। তারপর কোন গরীব লোকে চুরি করে, তা হলে উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। কেউ নিজের মালের যাকাত বের করল এবং গরীবদেরকে দেওয়ার জন্য পৃথক করে রেখে দিল। তারপর কোন গরীব লোকে চুরি করে নিল। তাতে তার হাত কাটা যাবে। এজন্য যে, উহা তখনও মালিকের অধিকারে ছিল। ইহাই উত্তম তম। ইহা গিয়াসিয়ার মধ্যে আছে। কেউ কোন আমানতপ্রাপ্ত হরবীর মাল চুরি করল, তবে তার হাত কাটা যাবে না এবং এই হুকুম আমাদের দলীলে এস্তেহসানান অনুযায়ী হবে।

হাত কাটার নিয়ম কানুনের মাসায়েল

চোরের হাতে কব্জির নিকট কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয় এবং সেখানে যাইতুনের তেল দিয়ে রক্ত বন্ধ করে দিতে হয়। এভাবে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা চোরের উপর আবশ্যক হবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। আর যদি চোর দ্বিতীয়বার চুরি করে, তবে তার বাম পা কাটা যাবে। আর যদি সে তৃতীয়বার চুরি করে, তবে তার বাকী হাত বা পা কাটা যাবে না; কিন্তু সে আজীবন বন্দি থাকবে– যতদিন পর্যন্ত না তাওবাহ করে এবং এই হুকুম এস্তেহসানান হবে এবং তাকে তা'যীরও দেওয়া যাবে ইহা মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন।ইমামুল মুসলিমীনের জন্য জায়েয আছে যে, হুকুমতের বিচারে তাকে হত্যা করে ফেলে । কারণ এই যে, সে দুনিয়ার জন্য ফেতনা ফাসাদস্বরূপ। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে আছে। যদি চোরের বাম হাত কাটা থাকলে এবং ডান পা কাটা থাকবে, তবে চুরির সাজায় তার ডানহাত এবং বামপা কাটা যাবে না। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর যদি চোরের ডানহাত কব্জিহীন বা অঙ্গুলি কম বা নাকেছ থাকে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার হাত কাটা যাবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি চোরের একই বাহুতে দুইখানা হাত হয়, তবে কেউ কেউ বলেন যে, তার দুইখানা হাতই কাটা যাবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, তার আসল হাতখানা কাটা যাবে, যদি তা চিনিতে পারা যায়। আর যদি তা কাটতে কোন অসুবিধা না হয়। আর যদি অসুবিধা হয়, তবে দুইখানা হাতই কাটবে এবং এই উত্তম মত। যদি একখানা হাতের মধ্যে আর একখানা হাত হয়, তবে যে হাতখানার মধ্যে অন্যখানা সেই হাতখানাই কাটবে। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারার বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কারও ডান পা এরূপ যে, তার অঙ্গুলিগুলো কর্তিত। তবে সে পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারে, তবে হাত কাটা যাবে না। ইহা মবসুত্তের মধ্যে আছে। যার উপর চুরির কারণে কর্তন ওয়াজিব হয়েছে এবং এখনও তার হাত কাটা হয় নি, এমনি সময়ে কেউ তার ডান হাত কেটে ফেলল, তবে যদি চুরির অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বেই এইরূপ হয়, তবে হাত কর্তনকারীর উপর ইচ্ছাপূর্বক কাটার ছুরতে কেছাছ হবে। আর চোরের চুরির জন্য বাম পা কাটা যাবে। আর যদি অভিযোগ উত্থাপনের পর এবং কাজীর হুকুমের আগে এরূপ হয়, তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। তবে পার্থক্য এই হবে যে, চোরের চুরি করায় বাম পা কাটা যাবে না। আর যদি কাজীর হুকুমের পরে এইরূপ হয়, তবে কর্তনকারীর উপর জেমানত ওয়াজিব হবে।

যদি হাকীম জল্লাদকে বলে যে, চুরির অপরাধে এই ব্যক্তির ডানহাত কেটে যাও। তারপর জল্লাদ ইচ্ছাপূর্বক তার বামহাত কেটে দিল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) নিকট জল্লাদের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না; কিন্তু তা'দীবান তাকে কিছু সাজা দেওয়া যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। আর যদি ভুলবশত ঃ জল্লাদ বামহাত কেটে ফেলে, তবে সর্বসম্মতভাবে সে জামিন হবে না– চাই জল্লাদ ইজেতহাদী ভুল করে, যেমন কোরআন মজীদে মতলক হাত কাটার কথা উল্লেখ আছে। চাই ডানহাত হোক বা বামহাত; সুতরাং সে বামহাত কেটে দেয়। বা চাই সে ডান হাত ঠিক করে নিতে ভুল করায় বামহাত কেটে দেয়। ইহাই ছহীহ মত।

আর যদি হাকীম এইরূপ বলে যে, উহার হাত কেটে দাও এবং সে বামহাত কটে দেয়, তবে সর্বসম্মত মতে জল্লাদ জামিন হবে না।আর যদি চোর চোর নিজের বামহাত এগিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই আমার ডানহাত। তার পর জল্লাদ কেটে দেয়, তবে জামিন হইবে না– যদিও জল্লাদ জানে যে, ইহা চোরে বামহাত এবং এই হুকুম সর্বসম্মত। ইহা ফতহুল কাদীরে আছে। আর যদি জল্লাদ ব্যতী অন্য কেউ তার বামহাত কেটে দেয়, তথাপি জামিন হবে না এবং ইহাই শুদ্ধ মত। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। আর যদি চোরের হাত কাটার হুকুম হয়ে যায়, তারপর কেউ তার ডানহাত ইমামুল মুসলিমীনের বিনানুমতিতে কেটে দেয়, তবে তার উপর কোন কিছু হবে না; কিন্তু ইমাম তার এই কাজের জন্য তাকে ধমকিয়ে দিয়ে। ইহা মবসুতের মধ্যে বর্ণিত আছে।

আর জল্লাদ যদি ডান পাও কেট দেয়, তবে জল্লাদ ঐ পায়ের দিয়তের জামিন হবে; চোর চোরাই মালের জামিন হবে। আর জল্লাদ যদি চোরের বাম পা কেটে দেয়, তবে জল্লাদ ঐ পায়ের দিয়তের জামিন হবে এবং চোরের ডান ডাত কাটা যাবে। আর যদি জল্লাদ ইহার উভয় হাত কেটে দেয়, তবে তার ডানহাত চুরির জন্য কাটা সাব্যস্ত হবে এবংবামহাত কাটার জন্য জল্লাদ জামিন হবে এবংউহা দিয়ত চোরকে আদায় করে দিবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। আর যদি উভয় হাত এবং উভয় পা কেটে দেয়, তবে চোরের জন্য জল্লাদ এর বামহাত এবং আয়ের জামিন হবে। আ যদি চোরের ডানহাত না থাকে, তবে হার বাম পা কাটা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে এতাবিয়ার মধ্যে আছে।

আর যদি চুরিরর সাক্ষ্যে চোরের উপর হাত কাটার সাজার হুকুম হয় এবং চোর ভাগিয়ে যায়, অথবা এখনও হুকুম হয় নি, চোর ভেগে যায়, তারপর অনেক দিন পর সে গ্রেফতার হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর যদি কোতয়াল বা প্রহরী উহার পিছনে ছুটে সাথে সাথে উহাকে ধরে ফেলে, তবে তার হাত কাটা যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি চোর দুইজনের মাল চুরি করে, তবে তাদের একজনের অনুপস্থিতিতে তার হাত কাটা যাবে না। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে আছে। যদি চুরি অত্যধিক ঠাণ্ডা বা বেশি গরমের সময় প্রমাণিত হয়, এমন অবস্থায় যে, তখন হাত কাটলে তার মৃত্যুর আশংকা থাকে, তবে তাকে কয়েদ করে রাখবে। তারপর যখন ঠাণ্ডা বা গরম কমে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে, তখন আর বিলম্ব না করে হাত কেটে দিবে। আর যদি উল্লিখিত কারণে চোরকে কয়েদ করে

www.nagorikpathagar.org

রাখা হয় এবং ঠাণ্ডা বা গরমী কমিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সে কয়েদখানায় মরে যায়, তবে চোরের পরিত্যক্ত মাল দ্বারা চোরাই মালের জেমান আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে এবং চোরের হাত কাটা যাবে না। আর চোরা মালে রমালিক উপস্থিত হয়ে মাল তলব করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, চোরের হাত কেটে দেয়া হবে। তবে শুদ্ধমত হল জাহের রেওয়ায়েত।

আমাদের নিকট সাক্ষ্যের মাধ্যমে চুরি সাব্যস্ত হওয়া বা চোরে একরার দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া উভয়ের হুকুম একই বরাবর। এতে কোন পার্থক্য নেই। আর এভাবে যদি হাত কাটার সময়ে চোর গায়েব হয়ে যায়, তথাপি আমাদের নিকট এই একই হুকুম। ইহা হোদয়ার মধ্যে আছে। যদি আমানতদারের মাল চুরি হয়ে যায় অথবা গাছেবের নিকট হতে গছবকৃত মাল চুরি হয়ে যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের ইখতিয়ার থাকবে যে, তারা চোরের হাত কেটে দিবে এবং প্রত্যেক এরূপ ব্যক্তি যাদের কাছে অন্যের মাল হেফাজাতের জন্য থাকে, তারা চোরের হাত কেটে দেওয়ার ইখতিয়ার রাখবে; এবং চুরির হদও জারী করা যাবে। যখন তাদের নিকট হতে চুরি হওয়ার কালে চোরাই মালের প্রকৃত মালিক অভিযোগ দায়ের করবে। ইহা কাফীর বিবরণ।

যদি কোন মালে মাসরুকার চুরির জন্য চোরের হাত কাটা হয়ে থাকে, তারপর অন্য চোর ঐ চোরের উক্ত চোরাই মাল চুরি করে নেয়, তবে প্রথম চোরের বা মালের প্রকৃত মালিকের কারও– ই এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, দ্বিতীয় চোরের হাত কেটে দেয়। তবে এক রেওয়ায়াতে অনুযায়ী প্রথম চোরের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, মাল ঐ চোরের নিকট হতে ফিরিয়ে নেয়। যদি দ্বিতীয় চোর প্রথশ চোরের হাত কাটার আগে অথবা কোন সন্দেহজনিত কারণে প্রথম চোরের যিম্মা হতে চুরির হদ দূর হয়ে যাওয়ার পর চুরি করে, তবে প্রথমচোরের অভিযোগ উত্থাপনে দ্বিতীয় চোরের হাত কাটা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। নাওয়াদেরে হেশামের মধ্যে বর্ণিত আছে, হেমাশ (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, একব্যক্তি কারও হাজার দিরহাম চুরি করল। তারপর আর এক ব্যক্তি ঐ চোরের নিকট হতে হাজার দিরহাম গছব করে নিল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন, প্রথম চোরের হাত কাটার সাজা দূর করা যাবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি কোন চোর কারও মাল চুরি করার পর তার বিরুদ্ধে হাকীমের নিকট মামলা দায়ের হওয়ার আগে চোরা মাল সে মালের মালিককে ফেরত দেয়, তবে চোরকে হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে না। আর যদি সাক্ষ্য শুনার এবং হুকুম হয়ে যাওয়ার পর ফেরত দেয়, তবে হাত কাটা যাবে। আর কাজীর হুকুমের আগে ফেরত দিলে এস্তেহসানান হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে। আর চোর যদি মালের মালিকের সন্তান অথবা কোন যি-রেহেমের কাছে চোরাই মাল ফেরত দেয়, আর যদি সে মালের মালিকের পরিজনদের মধ্যে কেউ না হয়, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে। আর যদি পরিজনদের কোন লোক হয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে না।

আর এভাবে যদি মালিকের স্ত্রী বা গোলামের কাছে ফেরত দেয়, যে মালিকের কাছে মাসিক বা বাৎসরিক কোন নির্দ্ধারিত বেতনে চাকুরি করে, তা হলেও পূর্বোক্তরূপ হুকুম হবে। আর যদি পিতা বা মাতা বা দাদা বা দাদীর নিকট ফেরত দেয়, অথচ তারা মালের মালিকের পরিবারভুক্ত লোক নয়, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে না। আর যদি তার পরিবারভুক্ত কারও নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে যদি তার মোকাতেবের নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে না।

আর এভাবে যদি মালিকের স্ত্রী বা গোলামের কাছে ফেরত দেয়, যে মালিকের কাছে মাসিক বা বাৎসরিক কোন নির্দ্ধারিত বেতনে চাকুরী করে, তা হলেও পূর্বোক্তরূপ হুকুম হবে। আর যদি পিতা বা মাতা বা দাদা বা দাদীর নিকট

www.nagorikpathagar.org

ফেরত দেয়, অথচ তারা মালের মালিকের পরিবারভুক্ত লোক নয়, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে না। আর যদি তার পরিবারভুক্ত কারও নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে। যদি তার মোকাতেবের নিকট ফেরত দেয়, তবে ঐ সাজা দেওয়া যাবে না। কেননা, মোকাতের গোলাম বৈ কি। যদি কেউ কোন মোকাতেবের মাল চুরি করে এবংউহ মোকাতেবের মালিকের কাছে ফেরত দেয়, তবে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। আর যদি পরিবারভুক্ত কারও মাল কেউ চুরি করে এবং এমন লোকের কাছে ফেরত দেয়, যার পরিবারভুক্ত লোকের মধ্যে সে অন্যতম। তবে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে। ইহ কাফীর মধ্যে আছে। যদি কারও চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তির হুকুম হয়ে যায়, তারপর মালিক ঐ মাল উহাকে হেবা বরে সোপর্দ করে দেয় অথবা তার কাছে বিক্রয় করে দেয়, তবে চোরের হাত কাটা যাবে না। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি চোরের নিকট হতে এই মাল কেউ গছব করে নেয় এবং মালিক গাছের হতে জেমান ইখতিয়ার করে নেয়, তব চোরে হাত কাটার সাজা ছাবেত হয়ে যাবে। ইহা এতাবিয়াহর মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কোন গোলাম দশ দিরহাম চুরির একরার করে, তবে যদি সে মাযুন গোলাম হয়, তবে তার একরার ছহীহ হবে এবং তার হাত কাটা যাবে। আর এই মাল মালের মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে। যদি মাল মৌজুদ থাকে আর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে উক্ত গোলামের উপর জেমান ওয়াজেব হবে না– চা তার মালিক তার একরার তাছদীক রুকক বা তাকযীব করুক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

আর যদি মাহজুর গোলাম হয় এবং মাল ঐরূপই মৌজুদ থাকে, তবে যদি তার মালিক উহার একরার তাছদীক করে, তবে তার হাত কাটা যাবে এবং মালের মালিককে চোরাই মাল ফেরত দেওয়া যাবে। আর যদি মালিক তার একরার তাকযীব করে এবং বলে যে, এই মাল আমার, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট হাত কাটা যাবে এবং উক্ত মাল মালের মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে আর যদি ঐ মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে মালের জামিন হবে।

আর যদি গোলাম মাহজুর হয়, তবে যদি মালিক গোলামের একরারের তাছদীক করে, তবে চোরাইমাল মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে, যদি মাল যথাযথভাবে কায়েম থাকে। আর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার উপর জেমান হবে না; না যখন তখন, না আযাদ হওয়ার পর। ইহা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে আছে। যদি গোলাম দশ দিরহামের কম চুরির একরার করে, তবে তার উপর হাত কাটা সাজা হবে না। তারপর মালের বাবত দেখা যাবে যে, যদি এই গোলাম মাযুন হয়, তবে তার একরার হবে এবং মাল উক্ত মালের মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে। আর যদি মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে মালের জামিন হবে। চাই গোলাম বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

আর যদি গোলাম মাহজুর হয়, তবে যদি তার মালিক উহা একরার তাছদীক করে, তবে উপরোক্ত হুকুম জারি হবে। আর যদি তাকযীব করে, তবে এই মাল মালিকের হবে। আর গোলামকে দেখা যাবে, যদি সে একরার করা কালে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে আযাদ হওয়ার পর একরারী মালের জামিন হবে। আ যদি ছগীর হয়, তবে জামিন হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। আর যদি চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া হয় এবং চোরাই মাল অবিকলভাবে তার কাছে মৌজুদ থাকে, তবে ঐ মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়া যাবে কেননা উক্ত মাল নিজের মালিকের অধিকারে বাকী আছে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে।

আর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে উক্ত চোর সেই মালের জামিন হবে না। আর এভাবে যদি সে মাল নষ্ট করে ফেলে, তথাপি মশহুর মতানুযায়ী উক্ত হুকুম হবে যে, জামিন হবে না। এইজন্য যে, আমাদের নিকট হাত কাটার সাজা এবং মালের জেমান একত্রে জমা হয় না ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে এবং ইহা ঐ সময় হবে,

www.nagorikpathagar.org

যখন হাত কাটার সাজা হয়ে গেছে। আর যদি সে হাত কাটার সাজা দিবার আগে মাল নষ্ট করে দেয় বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে মালিক যদি বলে যে, আমি হাত কাটার সাজা ইখতিয়ার করিতেছি, তবে চোরকে হাত কাটার সাজা দেওয়া যাবে এবং তার উপর মালের জেমান হবে না। ইহা আমাদের নিকট, এবং ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি চোরের ডানহাত কেটে দেওয়া হয়, তারপর চোর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মৌজুদ চোরাই মাল নষ্ট করে দেয়, তবে মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে মাল নষ্টকারী ব্যক্তির নিকট হতে মালের মূল্য আদায় করে। আর যদি চোর ঐ মাল অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমানত রাখে এবং তথায় সে মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তি জামিন হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ।

যদি চোর চোরাই মাল অন্য কাউকে বিক্রয় বা হেবা দ্বারা এর মালিক করে দেয়, আর এই কাজ যদি চোরের হাত কাটা যাবার আগে বা পরে অনুষ্ঠিত হয়, তবে এভাবে মালিক করে দেয়া বাতিল হবে এবং চোরাই মাল মালের প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া যাবে এবং খরিদ্দার নিজের মূল্য চোরের নিকট হতে ফেরত নিবে। আর ঐ মাল যদি খরিদ্দার বা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে নষ্ট হয়ে যায়, তবে খরিদ্দার বা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বা চোর কারও উপর এর জেমান হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আর যদি খরিদ্দার বা হেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা নষ্ট করে ফেলে, তবে মালিকের ইখতিয়ার হবে, সে উহা যে নষ্ট করেছে, তার নিকট হতে মূল্য আদয় করবে। তারপর সে উহার মূল্য মালিককে ফেরত দিবে। সে ঐ মূল্য চোরের নিকট হতে নিয়ে নিবে। তবে সে চোরের নিকট হতে ঐ মালের মূল্য আদায় করতে পারবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি কোন ব্যক্তি চোরের নিকট হতে চোরাই মাল গছব করে নেয় এবং চোরের হাত কাটা যাবার র উহা গাছেবের কাছে নষ্ট হয়ে যায়, তবে চোরের উপর উহার জেমান হবে না এবং মালিকের জন্যও জেমান হবে না। ইহা ইজাহের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি এক ব্যক্তি কয়েকবার চুরি করে এবং তাকে একইবার হদ্দের সাজা দেওয়া হয়, তবে সেই সাজা প্রতিবারের জন্যই হয়ে যাবে যদি কেউ কতিপয় লোকের মাল চুরি করে এবং তাদের মধ্যে দুই একজন উপস্থিত হয়ে অভিযোগ পেশ করে এবং বাকী লোক অনুপস্থিত থাকে, তবে যারা উপস্থিত হয়, তাদের অভিযোগে কাজী চোরের হাত কেটে দেয়, তারপর বাকী লোকগণ উপস্থিত হয়, তবে যদি চোরের নিকট চোরাই মাল নষ্ট হয়ে যায় বা সে নিজে নষ্ট করে দেয়, সর্ববস্থায় ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট বাকী লোকদের জন্য চোর মালের জামিন হবে না। ছাহেবাইন বলেন যে, বাকীদের মালের মূল্যের জামিন হবে। আর যে ব্যক্তি অভিযোগ পেশ কালে হাজির থাকে, এর মালের সর্বসম্মতভাবে জামিন হবে না।

আর যদি চোরাই মাল কায়েম থাকে, তবে ইমাম তাদেরকে তাদের মাল ফেরত দিবে, আর এই ফিরিয়ে দেয়া হাত কাটার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি একই ব্যক্তি কয়েকবারের প্রত্যেকবারই চুরির নেছাব পরিমাণ মাল চুরি করে, আর কোন কোনবার তাহার এই নেছাব পরিমাণ মাল চুরির ব্যাপারে অভিযোগ পেশ হয়, এমন কি চুরি প্রমাণিত হয়ে তার হাত কাটা যায়, তবে বাকী নেছাবের ব্যাপারে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট চোর জামিন হবে না। ছাহেবাইন ইহাতে মতভেদ করেছেন ইহা গায়াতুল বয়ানে উল্লেখ আছে। যদি কেউ চুরির একরার করে এবং যার মাল চুরি করেছে, সে অনুপস্থিত থাকে, কাজী নিজ এজতেহাদ অনুযায়ী তার হাত কেটে দেয়, তবে মালের মালিকের জন্য চোর কোন কিছু জামিন হবে না। যদি সে পরে উপস্থিত হয়ে তার একরারের তাছদীক করে। ইহা মবসুতের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

ছিনতাই কারীর শাস্তির হুকুমের মাসায়েল

যদি কোন শক্তিশালী দল বা একই ব্যক্তি রাস্তায় বে হয় এবং লুটপাটের নিয়ম করে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত কারও মাল লুট করেনি বা কাউকেও হত্যা করেনি এমনি অবস্থায় যদি গ্রেফতার হয়ে যায়, তবে ইমাম তাকে কয়েকখানায় আটকে রাখবে- যতদিন পর্যন্ত না সে তাওবা করে; কিন্তু প্রথম তাকে তা'যীর দেওয়া যাবে আর যদি সে কোন নির্দোষ নিরাপরাধ ব্যক্তির মাল নিয়ে নেয়, অর্থাৎ যদি সে বা তারা কোন মুসলমান বা যিম্মীর মাল নিয়ে নেয় এবং মাল এই পরিমাণ যে, ঐ জামায়াত বা দলের মদ্যে বন্টন করলে প্রত্যেকে দশ দিরহাম বা তার কিছু বেশি পরিমাণ পায়, তবে ইমাম ঐ লোকদের হাত এবং উল্টা দিক দিয়ে কেটে দিবে। আর যদি কোন আমানপ্রাপ্ত হরবী ব্যক্তির উপর রাহাজানি করে, তবে লুটেরাদের উপর হদ জারী করবে না। আর যদি তারা লোক হত্যা করে, মাল না নেয়, তবে ইমামুল মুসলিমনী তাদেরকে শরয়ী হদের সাজা অনুসারে হত্যা করবে। এমন কি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেও তার কোন গুরুত্ব দিবে না ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।

আর যদি লুটেরাগণ মাল লুট করে এবং হত্যা করে, তবে ইমামের ইখতিয়ার থাকবে যে, সে তাদের ডান হাত বা পা কেটে দিয়ে তারপর তাদেরকে হত্যাও করে ফেলে। ইচ্ছা হয় শূলি দিয়ে দেয়, বা ইচ্ছা হয় হাত পা কেটে না দিয়ে শুধু হত্যা করে ফেলে। আর যদি শূলি দিতে চায়, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী জীবিত শূলে চড়িয়ে নেজাহ দ্বারা পেট ছিদ্র করে হত্যা করবে। ইমাম তাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, জীবিত শূলি দিবে না বরং হত্যা করে তারপর শূলে চড়াবে। তবে প্রথম ছুরতই শুদ্ধতর মত এবং ইহা ইমাম কুরখীর অভিমত। তার শুদ্ধতম এই যে, তিনদিন পর্যন্ত ঐ মতলাশ শূলির উপর একইভাবে রেখে দিবে তারপর তার আত্মীয়গণ নামিয়ে লাশ দান করবে ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

এভাবে তাকে হত্যা করা পর তার উপর আর কোন কিছুর জেমান থাকবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। এমন কি সে যেমন হত্যা এবং যখম ঘটিয়েছে, তারও কোন জেমান থাকবে না। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। আর যদি সে কোন মাল না নিয়ে থাকে বা কাউকেও হত্যা না করে থাকে, তবে যদি কাউকেও জখম করে থাকে, তবে তার কেছাছ আদায় করা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর যদি সে মাল নিয়ে থাকে এবং যখম করে থাকে, তবে তার ডান হাত এবং বাম পা কেটে দেওয়া যাবে এবং জখমের হুকুম বাতিল হবে, জখম চাই সে ইচ্ছাপূর্বক করুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলবশতঃ হোক। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছ। আর যদি লুটেরা ব্যক্তি তাওবাহ করে নেয়, তারপর সে ধৃত হয়, অথচ সে পথচারীকে হত্যা করেছে, তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ এগানাদের ইখতিয়ার থাকবে, তারা ইচ্ছা হলে তাকে কতল করতে পারে, ইচ্ছা হলে ক্ষমাও করতে পারে। আর সে যে মাল নিয়েছে, তা নষ্ট হয়ে যাক বা সে নষ্ট করে ফেলুক; তার উপর ইহার জেমান ওয়াজিব হবে। ইহা হেদায়ার বিবরণ।

যদি লুটেরা তাওবা করার আগে ধরা পড়ে এবং সে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ও জখম করে থাকে; কিন্তু সে যেসব মাল লুট করেছে তা নেছাব পরিমাণ নয়, তবে কেছাছের ব্যাপারে চাই জানের কেছাছ হোক বা জখমের কেছাছ হোক, নিহত বা আহতদের ওয়ারিছ এগানাদের ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা লুটেরা শুধু মাল লুটিয়ে নেয়, অন্য কোন কিছু না করে, তারপর সে ধরা পরার আগে তাওবাহ করে আসে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে যে, যা কিছু সে নিয়াছে সব ফিরে দিবে। আর যদি সে মাল নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার জেমান দিয়ে দিবে। ইহা সিরাজিয়ার মধ্যে আছে। যদি কেউ রাহাজানি করে ধন-মাল নিয়ে ঐ কাজ বর্জন করতঃ অনেক দিন ধরে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে বসবাস করে, তবে ইমামুল মুসলিমীন এস্তেহসানান তার উপর হদ জারী করবে না। ইহা মবসূতের মধ্যে আছে। আর যদি

www.nagorikpathagar.org

লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কেউ নাবালেগ বা পাগল থাকে লুণ্ঠনকৃতদের কেউ যি-রেহেম থাকে, তবে অন্যদের যিম্মা হতেও হদ ছাকেত হয়ে যাবে ইহা কাফী মধ্যে আছে। ইহা ছাড়া যদি তাদের মধ্যে কেউ গোংগা ব্যক্তি থাকে, তা হলেও এই হুকুম হবে ইহা মুহীতের মধ্যে আছে।

যদি লুটেরাগণ এমন কোন বড় কাফেলা লুণ্ঠন করে, যাতে মুসলমান এবং আমানপ্রাপ্ত হরবী এই উভয় প্রকার লোক থাকে, তবে লুণ্ঠনকারীদের উপর হদ জারী কর করা যাবে। তবে যদি কতল ও লুণ্ঠন শুধু হরবীদের উপর সংঘটিত হয়, তবে এইরূপ ছুরতে লুণ্ঠনকারীদের উপর হদ ওয়াজিব হইবে না, যেমন নাকি কোন মুসলমান বা যিম্মী ছাড়া শুধু হরব কাফেলার উপর লুণ্ঠনকরলে হদ ওয়াজিব হয় না। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে। আর যদি কোন কাফেলার লোকেরা নিজেরা একে অপরের মাল লুণ্ঠন করে, তবে হদ ওয়াজিব হবে না। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। ইব্রাহীম (রহঃ) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, লুণ্ঠনকারীগণ এক কাফেরা লুণ্ঠন করল এবং এক ব্যক্তিকে কতল করল, তারপর তারা প্রত্যাবর্তন করল, তবে যদি সেখানে নিহত ব্যক্তি কোন এগানা ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এবং সে লুণ্ঠনকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে কাফেলার লোকদেরও এর পিছনে পিছনে যাওয়া জায়েয হবে না। আর যদি লুণ্ঠকারীগণ কোন ব্যক্তি মাল নিয়ে যায়, তবে কাফেলার লোকদের এর পশ্চাদ্ধাবন করা জায়েয হবে, যদিও মালে মালিক তাদের পিছু ধাওয়া না করে।

আর যদি ঐ মাল নষ্ট করে ফেলে, তবে কাফেলার লোকদের লুণ্ঠকারীদের পিছু ধাওয়া করা জায়েয হবে না। এজন্য যে, ঐ মাল লূন্টকারীদের যিম্মায় এখন কর্জস্বরূপ হয়ে গেছে। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর যদি তাদের মধ্যে কোন গোলাম থাকে, তবে সে অন্যান্য আযাদেরই অনুরূপ হবে এবং মহিলা থাকলে তারও হুকুম একই হবে। ইহা জাহের রেওয়ায়েত। ইহ মবসুতের মধ্যে আছে। যদি লুণ্ঠকারীদের মধ্যে পুরুষের সাথে মহিলাও শরীক থাকে, তবে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী উহাদের উপর হাত কাটার সাজা ওয়াজিব হবে না। আর যদি লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কোন মহিলা থাকে এবং সে-ই মানুষ হত্যা করে ও মাল নিয়ে নেয় এবং পুরুষেরা ইহা না করে, তবে মহিলাকে হত্যা করা যাবে না বরং পুরুষকে হত্যা করা যাবে এবং ইহাই উত্তম। আর যদি দশজন মহিলা লুণ্ঠন করে ও মানুষ হত্যা করে, তবে তাদের সকলকে হত্যা করা যাবে এবং তারা মালেরও জামিন হবে। ইহা সিরাজিয়ার বিবরণ। যদি লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠনের একরার করে, তবে একবার একরার দ্বারাই লুণ্ঠন প্রমাণিত হবে; কিন্তু ছোট চুরির মত ইহাতেও একরারকারীদেও একরার প্রত্যাহার করা কবুল হবে এবং তাতে হদ ছাকেত হয়ে যাবে; কিন্তু তাদের নিকট হতে মালের জেমান আদায় করা যাবে। তবে শর্ত এই যে, যদি তারা একরার করার কালে মাল নিবার কথাও স্বীকার করে থাকে।

এখনও তার উপর লুণ্ঠন প্রমাণিত হয় নাই ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি গিয়ে কোন লুণ্ঠকারীকে হত্যা করে ফেলে, তারপর লুণ্ঠনকারীদের লুণ্ঠনের সাক্ষী কায়েম হয়, তবে উক্ত কাতেলের উপর হত্যার কেছাছ আবশ্যক হবে। আর যদি ঐ কাতেল উক্ত নিহত ব্যক্তির এগানা হয়, যাকে লুণ্ঠকারীরা হত্যা করেছে, তবে ঐ কাতেলের উপর কোনকিছু আবশ্যক হবে না। ইহা মবসুতের বিবরণ।

এভাবে যদি চোরগণ কোন কওমের মাল নিয়ে যায় এবং ঐ কওমের লোকগণ অন্য কোন কওমের কাছে সাহায্য চায়, তখন দ্বিতীয় কওমের লোকগণ চোরদের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়, আর যদি চোরাই মালের মালিক তাদের সাথে থাকে, তবে তাদের উক্ত চোরদের সাথে লড়াই করা জায়েয হবে। এভাবে যদি চোরগণ গায়েব হয়ে যায় এবং সাহায্যের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগকারী লোক যদি চোরদের ঠিকানা জানে এবং তাদের চোরদের সাথে মোকাবেলা করা

জায়েয হবে। আর যদি তারা চোরের ঠিকানা না জানে এবং ঐভাবে মাল উদ্ধার করতঃ মালের মালিককে উহা ফিরিয়ে দিবার সামর্থ না রাখে, তবে তাদের চোরদের সাথে মোকাবেলা করা জায়েয হবে না। আর যদি মালের মালিকেরা লুণ্ঠকারীদের সাথে মোকাবেলা করে তাদেরকে কতল করে, তবে তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা তারা নিজেদের মালের জন্য হত্যা করেছে। আর যদি লুণ্ঠনকারীরা তাদের সম্মুখ হতে ভেগে এমন জায়গায় যায় যেখানে তাদেরকে থাকতে দিলে তারা আর লুণ্ঠন করতে পারবে না; কিন্তু তারা এমতাবস্থায় যদি সেখানেই গিয়ে লুণ্ঠনকারীদেরকে হত্যা করে ফেলে, তবে তাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা এই হত্যা তাদের মাল রক্ষার জন্য হবে না। আর যদি লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভেগেএমন স্থানে যায় যে, সেখানে থেকে তার পক্ষে আর লুণ্ঠন করা সম্ভব হবে না, তারপর লোকগণ যদি তার পিছু ধাওয়া করে সেখানে পৌঁছে তাকে হত্যা করে, তবে তাদের উপর ঐ লোকের দিয়ত ওয়াজিব হবে। কারণ এই যে, এই হত্যা তাদেরকে মাল লুণ্ঠনের ভয়ে নয়। উল্লেখ থাকে যে, মানুষের নিজের মালের জন্য যে ব্যক্তি লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাকে হত্যা করা জায়েয হবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

জিহাদের আরো কিছু মাসায়েল

জিহাদ জায়েয হওয়ার দুইটি বা তিনটি শর্ত আছে। প্রথম শর্ত হল, শত্রুদের যে খাঁটি দ্বীনের দিকে আহ্বান করা হয়, যদি সে তা কবুল করতে অস্বীকার করে এবং দুশমনকে আমাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা দেওয়া না হয়ে থাকে এবং আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সন্ধি বা আপস চুক্তিও না থাকে। আর দ্বিতীয় শর্ত হল, জিহাদকারী বা মুজাহিদ যদি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি-ক্ষমতা এবং শান-শওকত বৃদ্ধির জন্য জিহাদ অত্যন্ত অনুকূল এবং প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে এবং জিহাদে জয়লাভেরও দৃঢ় আশা ও সম্ভাবনা থাকে। আর যদি জিহাদের ফলে ইসলাম এবং মুসলমানের শক্তি ও শওকত অর্জনের আশা না থাকে, তবে সে মুজাহিদদের জন্য জিহাদ করা বৈধ হবে না। জিহাদের হুকুম এই যে, যখন মুসলমান জিহাদ করবে, তখনই তার যিম্মা হতে অজুরে জিহাদ ছাকেত হবে এবং অখেরাতে তার বিবাট ছওয়াব ও সৌভাগ্য অর্জিত হবে। যেভাবে অন্যান্য ইবাদতসমূহের হয়ে থাকে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, নফীরের পূর্বে জিহাদ করা নফল এবং নফীরের পরে ফরজে আইন অর্থাৎ প্রত্যেকের উপরই ফরজ হয়ে যাবে। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, তোমাদের জান-মাল, আওলাদ-ফরজন্দ সব বিনাশ করার লক্ষ্যে শত্রু এসে পড়েছে। যখন এরূপ খবর পৌছে যায়, তখন ঐ শহরে যে সকল মুসলমান জিহাদ করতে সক্ষম, তাদের সককের উপর তখন জিহাদে নামা ওয়াজিব হবে; কিন্তু উক্তরূপ খবর পৌছার পূর্ব পর্যন্ত তাদের জিহাদের জন্য না নামার অবকাশ ছিল। তার পর ঐভাবে আম নফীর পৌছার পর সমগ্র মুসলমানের উপর জিহাদে নামা ফরজে আইন হবে না; বরং ফরজে আইন হবে শুধু তাদের উপর যারা শত্রুদের অধিক নিকটবর্তী এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম। তারা ছাড়া অন্য কারও উপর, যারা শত্রু হতে দূরে অবস্থানকারী তাদের জিহাদ ঐ সময়ে ফরজে কেফায়া। এমনকি তাদের জন্য জিহাদ তরকের অবকাশ আছে। তারপর যখন তাদের সামনে প্রয়োজন উপস্থিত হবে যেমন যদি শত্রু যাদের নিকটবর্তী তারা যদি জিহাদে সক্ষম না হয় বা তাদের মধ্যে অলসতা দেখা যায়, তবে সেই দুর্বল এবং আলস্যপরায়ণ মুসলমানদের যারা নিকটবর্তী মুসলমান, তখন তাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তারা তখন জিহাদে নামবে। আর যদি তারাও অক্ষম হয়, তখন যারা তাদের নিকটবর্তী, তাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হবে। তারপর উল্লেখ থাকে যে, শত্রুর খবরদাতা চাই আদেল হোক, চাই ফাসেক হোক, তার এই খবর মকবুল হবে। আর যদি এই খবর হুকুমতের কোন ঘোষক জানিয়ে দেয়, তবে তার খবরও কবুল হবে- ছাই সে ন্যায়পরায়ন হোক বা ফাসেক। আবুল হাসান কুরখী (রহঃ) স্বীয় মোখতাছারের মধ্যে লিখেছেন যে, যদি মুসলমানের কোন দল শত্রুর মোকাবেলায় নামে এবং তাদের সাথে মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বা তাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়, তবে তাদের সন্নিকটবর্তী মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হবে যে, তারা দলে দলে বিপদাপন্ন মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে। এক্ষেত্রেও যারা বেশি নিকটবর্তী প্রথম তাদের উপর, তারপর যারা নিকটবর্তী দ্বিতীয়বারে তাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে। তারা ছাড়া, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং বাহনাদি দিয়ে সাহায্য করাও ওয়াজিব হবে, যেন যুদ্ধ স্থায়ী রাখা যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ।

উল্লেখ থাকে যে, আরবের মুশরেকদের কাছে ইসলাম ছাড়া জিযিয়া কবুল করা যাবে না। আর আরব ছাড়া অন্য দেশের কাফেরদের হতে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে বরং জিযিয়া দিতে চায়, তবে তারা কবুল করা যাবে। আরবের মুশরিক যে ইসলাম গ্রহণ না করে এবং গায়রে আরবের মুশরেক যে ইসলাম গ্রহণ না করে এবং জিযিয়াও দিতে চায় না, তাদের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব, যদিও তারা মুসলমানদের উপর প্রথম হামলা না করে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

নাবালেগ, গোলাম, মহিলা, অন্ধ এদের উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যখন কোন ব্যক্তি জিহাদে নামতে চায় এবং তারা পিতা ও মাতা জীবিত থাকে, তবে তাদের অনুমতি নিয়ে নামা চাই, তবে যদি নফীর হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন শত্রুর খবর দ্বারা যুদ্ধে শরীক হওয়া ফরজ হয়ে যায় এবং পিতা-মাতা উভয় বর্তমান থাকে এবং তাদের একজনে অনুমতি দেয়, আর অন্যজনে না দেয়, তবে তার হকের খাতিরে যুদ্ধে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে যদি মাতা-পিতা দুইজনের একজনে পুত্রের যুদ্ধে যাওয়া অপছন্দ করে, তবে তার যুদ্ধে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে যদি মাতা-পিতা দুইজনের একজনে পুত্রের যুদ্ধে যাওয়া অপছন্দ করে, তবে তার যুদ্ধে যাওয়া মোবাহ হবে না। চাই এই অবস্থা হোক যে তার জীবন নাশের ভয় হয়, যেমন তারা উভয় অভাবগ্রস্ত, তাদের খোরপোষ তারই যিম্মায় ন্যস্ত অথবা জীবন নাশের ভয় হয়, যেমন তারা উভয় অভাবগ্রস্ত, তাদের খোরপোষ তারাই যিম্মায় ন্যস্ত অথবা জীবন নাশের ভয় নয় আর এই সমস্ত ঐ সময়ে যখন তার মাতা-পিতা উভয় মুসলমান হবে। আর যদি তারা কাফের হয়, অথবা উভয়ের মধ্যে একজন কাফের এবং উভয়ে তার জিহাদে যাওয়া অপছন্দ করে অথবা যে কাফের সে অপছন্দ করে, তবে তার উপর আবশ্যক এই যে, সে মনে মনে চিন্তা করবে। যদি চিন্তার ফলে তারা মনে একথা উদয় হয় যে, তারা আমার যুদ্ধে যাওয়া এজন্য অপছন্দ করছেন যে, আমি নিহত হয়ে গেলে তারা শোকাভিভূত হয়ে পড়বেন, মনের আঘাত সামলাতে পারবেন না, তবে সে যুদ্ধে যাবে না।

আর যদি চিন্তার ফলে তার মনে একথা জাগে যে, তারা আমার যুদ্ধে যাওয়া এজন্য অপছন্দ করছেন যে, তারা ভাবছেন আমি যুদ্ধে গিয়ে তাদের দ্বীন ও মাযহাবের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, ইহা তাদের মন গ্রহণ করতে পারছে না। এমতক্ষেত্রে তার জন্য ইখতিয়ার হবে যে, তাদের অনুমতি ছাড়া সে যুদ্ধে যাবে, আর যদি চিন্তা-ভাবনার দ্বারা তার মনে কোন কিছু উদয় না হয় বরং মনে সন্দেহ থাকে, কোন দিকই কোন দিকের উপর প্রবল না হয়, তবে এই ছুরতের কথা কিতাবে উল্লেখ নাই।

কিন্তু মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এমতাবস্থায় তার যুদ্ধে না যাওয়াই উচিত, আর যদি উভয়ে তার যুদ্ধে যাওয়া এজন্য পছন্দ না করেন যে, সে তাদের দ্বীনের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তার প্রাণনাশ হওয়ার আশংকাও তাদের মনে থাকে, তবে সে যুদ্ধে যাবে না। আর যদি তার মা-বাবা জীবিত থাকে ও তারা তাকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দেয় এবং তার দাদা, নানা ও দাদী, নানী বর্তমান থাকে, তারা তার যুদ্ধে যাওয়া অপছন্দ করে, তবে সে তাদের এই অপছন্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না বরং যুদ্ধে চলে যাবে। আর যদি তার মা-বাবা মরে গিয়ে থাকে এবং দাদা ও নানী জীবিত থাকে, তবে তাদের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যেতে পারবে না। আর যদি তার ছগা দাদা এবং ছগা নানা আর ছগী দাদী এবং নানী বর্তমান থাকে, তবে অনুমতি ইখতিয়ার ছগী নানীর এবং ছগা দাদার থাকবে। আর এইকথা তখন হবে, যখন সে জিহাদে যেতে চাইবে।

আর যদি সে ইচ্ছা করে যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমান নিয়ে শত্রুর দেশে যাবে, তাতে যদি মা-বাব নারাজ হয়; কিন্তু শত্রুদের শাসক এমন হয় যে, তার পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তি নির্ভয় থাকে এবং লোক এমন বংশীয় যারা ওয়দা পূরণে বিখ্যাত এবং সে দেশে ব্যবসা করতে গেলে লাভের সম্ভাবনাও বেশি আছে, তবে তার জন্য পিতা-মাতার অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে যাওয়া দোষণীয় হবে না। আর যদি শত্রু রাজ্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে মুসলিম সেনাদের কোন সৈন্যের সাথে যেতে চায়, তবে তার মা-বাবা বা তাদের একজন ইহা অপছন্দ করে। আর যদি উক্ত সৈন্য সক্ষম-সবল এবং বয়স্ক হয়, যাতে শত্রুর পক্ষ হতে কোনরূপ ভয় না থাকার কথাই মনে প্রবল হয়, তা হলে তার সে দেশে ব্যবসায় চলে যাওয়ায় দোষের কিছু নাই। আর যদি মনের ধারণা অনুযায়ী ভয়ের বিষয় প্রবল হয়, তবে সে দেশে যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে যদি ছোট-খাট যুদ্ধ হয় বা কলহ -কোন্দলের ক্ষেত্র হয়, তা হলেও পিতামার অনুমতি ছাড়া সেখানে যাবে না। কেননা এই সমস্ত ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশি।

এতক্ষণ আমি যা বললাম তার মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমূখদের বিষয়, এদের ছাড়া অন্যান্য যি-রেহেম, যথা পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নি, ফুফী, মামু, খালা প্রমুখগণ যদি তার জিহাদে গমন করা অপছন্দ করে এবং ইহা তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তাদের তার অভাবে প্রাণের আশংকা দেখা দিতে পারে। যেমন তাদের কাছে জীবিকার কোন কিছু নাই এবং তারা নাবালেগ বালক-বালিকা অথবা বৃদ্ধা মহিলা, ইহাদের সকলেরই খোর-পোষের যিম্মা ঐ ব্যক্তির উপর। তবে এমতাবস্থায় তাদের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যাবে না। আর যদি তার অভাবে তাদের ঐভাবে জীবন নষ্টের আশংকা না থাকে, যেমন তাদের খোরপোষের যিম্মা ঐ ব্যক্তির উপর নয়। অর্থাৎ তাদের কাছে মাল আছে বা মাল না থাকলেও তাদের কাছে বালেগ সুস্থ অন্য পুরুষ আছে, এমতাবস্থায় তারা তাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি না দিলেও সে জিহাদে চলে যেতে পারে।

আর যদি ঐ ব্যক্তির স্ত্রী থাকে এবং তার ঐ ব্যক্তির অভাবে প্রাণহানীর ভয় থাকে, তবে তার অনুমতি ছাড়া সে যুদ্ধে যাবে না। আর যদি সেরূপ কোন ভয় না থাকে, তবে তার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে চলে যাবে– যদিও ইহা যেতে মানা করে এবং তার অন্তর যদি পুত্র বিচ্ছেদের কষ্ট সহ্য করতে না পারে, আর তাকে বিদায় দেওয়ার বেদনা মনকে বিশেষ ভারাক্রান্ত করে, তবে তার পুত্রকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করার ইখতিয়ার তার আছে এবং তাতে সে গুনাহগারও হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, আমার নিকট ইহা ভাল মনে হয় না যে, মুসলমান মহিলা পুরুদের সাথে গিয়ে জিহাদ করে, তবে যদি মুসলমান পুরুষগণ এমন অবস্থায় পড়ে যে, তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত দরকার, তবে এমতক্ষেত্রে মুসলমান মহিলাদের পুরুষের সাহায্যে লিপ্ত হওয়ায় দোষের কিছু নাই; এবং এই অবস্থায় মহিলাদের জন্য জায়েয হবে যে, সে পিতা ও স্বামীর অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে যায় এবং এমতাবস্থায় পিতা ও স্বামীর তাকে নিষেধ করার কোন অধিকার নাই, নিষেধ করলে পাপী হবে।

এভাবে যদি মুসলমান সৈন্য তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, আর মুসলমান মহিলাদের দূর হতে তীরান্দাজী করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, আর মুসলমান মহিলাদের দূর হতে তীরান্দাজী করে তাদের সাহায্য করা সম্ভব হয়, তবে তারা তাই করবে। ইহাতে দোষের কিছু নেই। ইহা ছাড়া পুরুষ মুজাহিদগণের খাদ্য তৈরি করা, পানি পান করানো এবং জখমী সৈনিকদের ওষধ লাগানো প্রভৃতি কাজেও মুসলিম মহিলাগণ সাহায্য করতে পারে; কিন্তু এতে যুবতী মহিলারা যাবে না; বরং বয়োবৃদ্ধা, সুস্থ নারীগণ গিয়ে এই সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময় তারা তুলা, পশম পভৃতির মোটা পোশাক পড়ে মুজাহিদগণের সাথে যাবে। জিহাদের ব্যাপারে বালক এবং করীবুল বুলগের প্রতি হুকুম এই যে, যদি তারা যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তবে বালেগ পুরুষদের মতো জিহাদে শরীক হবে। তবে যদি নফীরে আম অর্থাৎ শত্রুর আগমন বার্তা ঘোষণা করা না হয়, তা হলে উহারা পিতামাতার আদেশ ছাড়া জিহাদে শরীক হবে না। আর পিতা যদি তাকে অনুমতি দেয়, তবে তাদের গুনাহগার হবে না যেমন বালেগ পুত্রকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিলে পিতা পাপী হয় না– যদিও সে জানে যেন, যুদ্ধের ময়দানে প্রায়শঃ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

আর যদি করজদার ব্যক্তি যুদ্ধে যেতে চায়, অথচ পাওনাদার ব্যক্তি উপস্থিত নাই,তবে যদি করজদারের এই পরিমাণ মাল মওজুদ থাকে যে, এর দ্বারা পাওনাদারের পাওনা আদায় করা যায়, তবে সে জিহাদে গেলে কোন দোষ হবে না। জিহাদে যাবার সময় সে কাউকেও অছিয়ত করে যাবে যে, যদি আমার উর কোন বিপদ ঘটে, তবে আমার এই

www.nagorikpathagar.org

পরিত্যক্ত মাল দ্বারা অমুক ব্যক্তিকে আমার করজ আদায় করে দিবে। আর যদি তার নিকট এই পরিমাণ মাল না থাকে যে, তার দ্বারা সম্পূর্ণ করজ আদায় করা যায়, তবে তার পক্ষে যুদ্ধে না যাওয়াই উত্তম। তা সত্ত্বেও যদি সে ব্যক্তি পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যায়, তবে তা মাকরূহ হবে। আর যদি পাওনাদার তাকে জিহাদে যেতে অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যায়, তবে তা মাকরূহ হবে। আর যদি পাওন্াদার তাকে জিহাদে যেতে অনুমতি দেয়; কিন্তু কর্জ হতে মুক্ত না করে, তবুও করজদারের জন্য মুস্তাহাব হল নিজকে কর্জমুক্ত করতে চেষ্টা করা, আর যদি করজ থাকা অবস্থায় সে জিহাদে যায়, তবুও দোষের কিছু নাই। আর যদি কোন মিয়াদী কর্জ হয় এবং করজদার স্পষ্টতঃ জানে যে, মিয়াদ আসার আগেই সে ফিরে আসবে, তা হলেও উপরোক্ত হুকুম হবে। ইহা যখীরার মধ্যে আছে। যদি যায়েদ নিজ পাওনাদার আমরকে ধরিয়ে দিয়ে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করে, যায়েদ যদি আমরের কাছে এই পরিমাণ পাওনা থাকে যে, তা দ্বারা যায়েদের কাছে পাওনাদারের পাওনা শোধ হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে যায়েদের জিহাদে যাওয়ায় কোন দোষ হবে না। আর যদি শোধ না হয়, তবে তার জন্য মুস্তাহাব হল, পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া জিহাদে না যাওয়া। যদি যায়েদ তার পাওনাদার কাউকেও ধরিয়ে না দেয়; কিন্তু তার তরফ হতে কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়াই তার পাওনাদারের নিকট নিজে জামিন নিয়ে নেয় যে, সে ঐ পাওনাদারের পাওনা আদায় করে দিবে এবং পাওনাদারও তা কবুল করে নেয়, তবে এরূপ ছুরতে করজদারের জন্য জায়েয হবে যে, সে পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া জিহাদে চলে যায়। যদি করজদার খুব বেশি গরীব হয়, কর্জ আদায় করার তার কোন উপায় না থাকে, শুধু এক পথ আছে, যদি সে সেনাদের সাথে দারুল হরবে তিজারত করতে গেলে কোন উপায় হতে পারে, তবে এমতাবস্থায় সে তথায় লে যাবে এবং পাওনাদারের নিকট হতে অনুমতি নিয়ে নিবে আর করজদার পাওনাদারকে বলে যে, আমি যুদ্ধের জন্য যাচ্ছি, হয়ত আমি গনীমত এবং অন্যান্য বাবত কিছু অংশ পাব। ইহা দ্বারা আমি করজ আদায় করে দিব, তবে ইহা পছন্দনীয় রীতি নয় যে, সে ব্যক্তি পাওনাদারের নিকট অনুমতি না নিয়ে যায়। এই সমস্ত যা বর্ণনা করলাম, তা ঐ সময়ে হবে, যখন নফীরে আম না হয় আর যখন নফীরে আম হয়, তখন কোন দোষ হবে না যে, পাওনাদারের অনুমতি ছাড়া করজাদার জিহাদে চলে যায়। মোটকথা, যদি এমন ঘটনা দেখা দেয় যে, মুসলমানদের সামনে ভীতির কারণ সৃষ্টি হয়েছে, তবে অবশ্যই জিহাদে নামবে। আর যদি তেমন ঘটনা দৃঢ় না হয়, তবে জায়েয নয় যে, মুজাহিদ যুদ্ধে চলে যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ। কোন শহরে যদি কোন বড় আলেম থাকে, যার চেয়ে কোন বড় ফকীহ সেখানে নাই, তবে তার জিহাদে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না। কেননা তার প্রাণহানি ঘটলে সেখানের লোকদের বহু ক্ষতির কারণ ঘটে। যদি কারও নিকট অন্যের মাল আমানত থাকে, কিন্তু মালের মালিক উপস্থিত নাই। তবে সেক্ষেত্রে কোন নির্ভরযোগ্য লোককে অছিয়ত করে যাবে যে, এই মালের মালিক আসলে তাকে ইহা দিয়ে দিবে। তারপর সে ইখতিয়ার হাছেল করবে যে, তখন সে ইচ্ছা হলে জিহাদে যেতে পারে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। গোলামের জন্য তার মালিকের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়– যতক্ষণ পর্যন্ত না নফীরে আম ঘোষণা করা হয়। যদি রোম বা রোমের মত কোন বৃহৎ শত্রুদেশের পক্ষ হতে মুসলমানদের প্রতি হামলা সম্পর্কিত নফীরে আম পৌছে যায়, তখন সমস্ত মুসলমানের প্রত্তি যুদ্ধে যোগদান করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যারা যুদ্ধ করতে কোন বিশেষ ওজর থাকে, তবে সে কথা ভিন্ন। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ। যদি শুনা যায়, মুশরেকগণ মুসলমানের রাজ্যে প্রবেশ করে ধন-সম্পদ এবং নাবালেগ শিশু-সন্তান ও মহিলাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেছে, অথচ মুসলমানদের মুশরেকদের সাথে মোকাবেলা করারও শক্তি আছে, তবে তাদের প্রতি ওয়াজিব হবে মুশরেকদের পশ্চাদ্ধাবন করে যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরেক বাহিনী দারুল ইসলামে থাকে, তাদের নিকট হতে সমস্ত কিছু উদ্ধার না করা পর্যন্ত তাদের পিছনে লেগে থাকবে। আর যদি মুশরেকগণ দারুল হরবে ঢুকে পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করলে তা দোষণীয় হবে না।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি এমতক্ষেত্রেও মুসলিম বাহিনী দারুল হরবে ঢুকে তাদের সাথে মোকাবেলায় রত হয়, তবে তা মুসলমানদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি তারা এমতাবস্থায় মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন না করে বরং তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেয়, তবে শরয়ান অবশ্য ইহা মুসলমানদের জন্য ইখতিয়ার হবে। এক্ষেত্রে যিম্মীদের সন্তান, মহিলা এবং ধন-দৌলত, মুসলমানদের সন্তান, মহিলা এবং ধন-দৌলতেরই হুকুম রাখে। যদি মুশরেকগণ মুশরেকগণ মুসলমানদের লোকজন এবং ধন-দৌলত নিয়ে গিয়ে তাদের দেশে সুরক্ষিত দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, তবে আর মুসলিমগণ তাদের তাদের দেশে প্রবেশ করবে না বরং নিজ দেশে সীমান্তেই অবস্থায় করবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ইমাম আজম (রহঃ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বসে থাকা মাকরূহ হবে। আর যদি তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তবে সে কথা ভিন্ন তবে এমন ক্ষেত্রে একে অপরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে মালদারগণ গরীবদেরকে মালী সাহায্য দিয়ে মুসলমানদের সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। এ সময় ইমাম মুসলমানদের প্রতি ঐরূপ হুকুম জারী করে দিবে।

যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উভয়ের দ্বারা জিহাদ করতে সক্ষম, সে উভয় বস্তু দ্বারা জিহাদ করবে, আর যে নিজে জানের দিক দিয়ে জিহাদে অসমর্থ, কিন্তু তার মালের অভাব নেই, সে নিজের বদলে অন্যকে, যে জানী যুদ্ধে সক্ষম তাকে প্রয়োজনীয় মাল দ্বারা সাহায্য করবে। ইহা তার ওয়াজিব বৈ কি। যে ব্যক্তি নিজে যুদ্ধ কররতে প্রস্তুত ও সক্ষম কিন্তু আদৌ মাল নাই, ইমাম তাকে বাইতুল মাল হতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে যুদ্ধে পাঠাবে। যে ব্যক্তি বাইতুল মাল হতে মাল পাবে, তার জন্য অন্য কারও মাল গ্রহণ করা উচিত হবে না; কিন্তু যদি বাইতুল মালে সম্পদের অভাব থাকে বা অভাব না থাকলেও ইমাম তাকে বাইতুল মাল হতে সামগ্রী না দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তার অন্যের নিকট হতে মাল গ্রহণ করে জিহাদে শামিল হওয়া কর্তব্য হবে। ইহা যখীরার বিবরণ।

অন্যের পক্ষ হতে জিহাদ করা যায় কি?

যদি যায়েদ আমরকে জিহাদে যাওয়ার খরচ বাবত সম্পদ দেয় এবং বলে দেয় যে, তুমি এই সম্পদের বাবত আমার পক্ষ হতে জিহাদ করবে, তবে আমরের এই ইখতিয়ার হবে না যে, সে ঐ মাল জিহাদের কাজ ছাড়া ব্যক্তিগত কোন কাজে ব্যয় করে। এমন কি, সে নিজের কর্জ আদায় বা নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোষ ইত্যাদি কাজেও ব্যয় করতে পারবে না। অবশ্য যদি যায়েদ এরূপ বলে যে, তুমি তোমার নিজের যে কোন কাজে এই সম্পদ খরচ করে যুদ্ধে যাও, তবে সে সম্পদ সে নিজের ঐসব ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করতে পারবে না। ইহা হাকীম শায়খুল ইসলাম শরহে কবীরে বর্ণনা করেছেন। শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী শরহে ছগীরে বর্ণনা করেছেন যে, শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বলেছেন, আমরের জন্য উভয় ছুরতে অধিকার আছে যে, সে ঐ সম্পদ হতে কিছু অংশ নিজের সন্তান-সন্ততির খোরপোষের জন্য রেখে যায়। কারণ এই যে, এই ব্যবস্থা ছাড়া তার জিহাদে যাওয়াই অসম্ভব। আর এই সময়ে এই কাজও তার জিহাদেরই আনুষঙ্গিক কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যায়েদ আমরকে তার পক্ষ হতে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য কিছু সম্পদ দিল। তারপর আমরের হঠাৎ কোন রোগ-ব্যাধি বা এমন কোন ওজর এসে পড়ল যে, তার কারণে সে জিহাদে যেতে পারল না। তখন সে চাইল যে, যায়েদের নিকট হতে যে পরিমাণ মাল নিয়েছে তদপেক্ষা কিছু কম মাল দিয়ে অন্য কাউকেও জিহাদে পাঠিয়ে দেয়। তবে এতে তেমন দোষের কিছু হবে না। আর তার নিকট যে মাল উদ্বৃত্ত থাকবে, সে যদি এরূপ নিয়ত করে যে, ঐ মাল সে নিজের কাজে না লাগিয়ে বাইতুলমালে দিয়ে দিবে, তবে ইহা কোন খারাপ কাজ নয়। আর যদি আমর উক্ত মাল বাঁচিয়ে রেখে নিজের কাজে খরচ করার নিয়ত করে, তবে দেখতে হবে যে, যায়েদ তাকে কি বলেছে। যদি সে বলে

www.nagorikpathagar.org

থাকে যে, এই মাল দ্বারা আমার পক্ষ হতে জিহাদ করবে, তবে আমরের এই ইখতিয়ার হবে না যে, সে ঐ মালের কিছু সন্তান-সন্তুতির জন্য খরচ করবে। আর যদি যায়েদ এরূপ বলে থাকে যে, এই সম্পদ তোমার। তুমি ইহা দ্বারা জিহাদ কর। তবে এক্ষেত্রে আমর ঐ সম্পদের কিছু অংশ তার ব্যক্তিগত যে কোন কাজে খরচ করতে পারবে।

যদি কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানের সাথে এরূপ শর্তের উপর তাকে যুদ্ধকালীন খরচ বাবত মাল দেয় যে, তুমি অমুক হরবী কাফেরকে হত্যা করবে অথবা এরূপ শর্ত করে যে, যদি অমুক কাফেরকে হত্যা কর, তবে তোমাকে এই পরিমাণ মাল দিব । ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, এরূপ শর্ত করলে যদি সে ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শর্তকারীর জন্য ঐ মাল আদায় করে দেওয়া আবশ্যক। তবে কাজী বিচারে ঐ মাল তার নিকট হতে আদায় করতে কোনরূপ জবরদস্তি করা যাবে না। কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা শুধু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এরই কওল। ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট এরূপ শর্ত করা জায়েয নয় আর কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, ইহা সকলেরই মতে জায়েয আছে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যদি মুসলিম সেনাপতি কোন মুসলিম মুজাহিদ বা যিম্মী সেনাকে বলে যে, যদি তুমি ঐ আরোহী ব্যক্তিকে হত্যা করতে পার, তবে তোমাকে একশত দিরহাম দেওয়া হবে। তারপর যদি তাকে হত্যা করে তবে হত্যাকারীর কিছুই মিলবে না। আর যদি কেউ হরবী কাফেরকে হত্যা করে, তারপর আমীরে মুসলিমীন বলে যে, যে ইহাকে হত্যা করেছে, তাকে দশ দিরহামপুরস্কার দেওয়া হবে, তবে তা দেওয়া জায়েয হবে। কাফেরদের মাথা কেটে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা মাকরূহ। ইহা মুজমিরাতের মধ্যে আছে। যদি ইমাম কোন মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করে, তবে সে তাদের মধ্যে একজন আমীর মনোনয়ন করে দিবে এবং সে ব্যক্তির যোগ্য নেককার এবং যুদ্ধের যাবতীয় যাবতীয় বিষয়-ব্যাপারে উপযুক্ত হতে হবে। তাকে পরহেজগার, অধীনস্থ সৈন্যদের উপর রহমদিল, দাতা এবং বাহাদুর হতে হবে। এরূপ কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সিপাহছালার নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীর মঙ্গল অমঙ্গল ও কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে তাকে সর্বরকম উপদেশ দান করবে। উল্লিখিত শর্তানুযায়ী নেতৃত্বের উপযোগী সৈন্যদের মধ্যে যে ব্যক্তিই হোক না কেন, ইমামুল মুসলিমীন তাকেই আমীরুল মুজাহিদীন নিযুক্ত করবে– চাই সে কোরাইশ হোক বা আরবের অন্য কোন কবিলার লোক হোক, আযমী হোক বা কোন নীচ বংশীয় হোক, তাতে কোন পার্থক্য করবে না। ইহা মুহীতের বিবরণ। আর ইহা জায়েয আছে যে, যদি ইমামুল মুসলিমীন যুদ্ধের কলা-কৌশল এবং হুনর-হেকমতের দিক দিয়ে কোন ফাসেক ব্যক্তিকে অধিকতর উপযুক্ত দেখতে পায় তবে তাকেই আমীরুল মুজাহিদীন নির্বাচন করবে। ইহা এতাবিয়ার বিবরণ।

সেনাধ্যক্ষের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যখন আমীরুল মুজাহিদীন নিজ অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে যে হুকুম করবে, তাদের উপর সে হুকুম পালন করা ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, তবে যদি সে কোন গুনাহের কাজ করতে বলে, তবে তা পালন করবে না। এ মাসয়ালায় তিনটি ছুরত আছে। এক ছুরত এই যে, সৈন্যগণ একথা জানে যে, আমীর যা নির্দেশ করেছে, তাতে তাদের ফায়দাহ আছে, যেমন আমীর হুকুম করল যে এখনই জিহাদ শুরু করো না এবং সৈন্যগণ ইহা জানতে পারল যে, এই মুহূর্তে জিহাদ শুরু না করায় তাদের উপকার আছে, এই কারণে যে, যদি তারা এই মুহূর্তে জিহাদ শুরু করে, তবে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে পারবে না। আর তারা এও জানে যে, তাদের পিছনে আরও মুসলিম সৈন্য আছে। কিছু পরে যখন তারা এসে ঐ সৈন্যদের সাথে মিলিত হবে, তখন তাদের শক্তি বাড়বে, অতএব এখন যুদ্ধ শুরু না করা মুসলিম বাহিনীর জন্য কল্যাণকর। কাজেই এই ছুরতে মুসলিম সেনাগণ অবশ্যই সেনাপতির নির্দেশ পালন করবে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ছুরত এই যে, সাধারণ সৈনিকগণ জানে যে, আমীর তাদেরকে যে হুকুম দিচ্ছে, তা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ এবং অকল্যাণকর। যেমন তারা দেখছে যে, এই মুহূর্তে শত্রুবাহিনী তাদের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না– কিন্তু শীঘ্রই তাদের সাহায্যার্থে আরও সৈন্য এসে পড়বে, তখন তাদের সাথে মোকাবেলা করা মুসলিম বাহিনীর জন্য কঠিন হয়ে পড়বে; বরং তখন মুসলিম বাহিনী বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এই অবস্থায় সাধারণ সেনাগণ যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে তারা আমীরুল মুজাহিদীনের নির্দেশ অমান্য করতে পারবে।

তৃতীয় ছুরত এই যে, সেনাপতির নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে মুসলিম বাহিনীর উপকার হবে, কি অপকার হবে, সে ব্যাপারে সাধারণ সেনাদের মনে যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি আমীরুল মুজাহিদীনের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব হবে।

সেনাবাহিনীর মধ্যে পরস্পরে যদি মতভেদ দেখা দেয়, যেমন কেউ কেউ বলে যে, এই ব্যাপারে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর কেউ কেউ বলে যে, এই ব্যাপারে আমাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত। আর এই দুই রকমের ধারণায় কোনটাই কোনটার উপরে প্রবল নয়; বরং একই অবস্থা। উভয় দিকেই যেমন নিশ্চিত ভরসা আছে, পক্ষান্তরে সন্দেহও বর্তমান আছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমীর যে নির্দেশ দেয়, সাধারণ সেনাদের প্রতি সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা ওয়াজিব। যদি আমীর সৈন্যদেরকে কোন নির্দেশ দেয়, আর তাদের কেউ সে নির্দেশ অমান্য করে, তবে তাকে প্রথমবারেই সাজা দিবে না; বরং উপদেশ ও প্রবোধ দান করবে, যাতে সে পুনরায় এরূপ না করে। তারপর আবার যদি সে এরূপ কাজ করে, তবে এবার তাকে শাস্তি প্রদান করবে; কিন্তু যদি সে কোন ওজর পেশ করে, তবে তাকে ছেড়ে দিবে, অবশ্য তার দ্বারা আল্লাহর নামে কসম করান হবে, সে কসম করে বলবে যে, আমি আর কখনও সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করব না।

যদি সেনাপতি সেনাবাহিনীর ব্যূহ রচনা করার ক্ষেত্রে কতিপয় খাছ লোককে ডানভাগের জন্য এবং কতিপয় খাছ লোককে বাম ভাগের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। তারপর শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগের উপর তীব্র হামলা করে এবং তারা সুদৃঢ়ভাবে মোকাবেলায় লিপ্ত হয়, এমতাবস্থায় যদি মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগ পরাজিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন আমীর কর্তৃক ডানভাগে ও বামভাগে নিযুক্ত সেই বিশেষ ব্যক্তিদের নিজেদের স্থান ত্যাগ করে মধ্যভাগের সাহায্যে চলে আসায় কোন অপরাধ হবে না। তবে ইহা ঐ সময় হতে পারে, যখন তাদের নিজ নিজ স্থান বিপদাপন্ন হওয়ার ভয় না থাকে, যদি তদ্রূপ অবস্থা ঘটার ভয় থাকে, তবে তারা মধ্যভাগের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবে না। আর যদি আমীর তাদেরকে নির্দেশ দেয় যে, কেউ নিজের স্থান ছেড়ে অন্যত্র যাবে না এবং নিষেধ করে দেয় যে, কেউ কারও সাহায্যের জন্য জায়গা বদল করবে না, তবে তারা মধ্যভাগের সাহায্যের জন্য যাবে না যদিও তারা চলে গেলে তাদের নিজেদের স্থানে কোন ভয়ের কারণ না থাকে।

যদি সেনাপতি সৈন্যদেরকে নিষেধ করে যে, তোমরা তোমাদের বাহনের জন্য খাবার আনতে কেউ বাইরে যাবে না। তবে তাদের এ নির্দেশ পালন করা একান্ত উচিত– যদিও তারা বাইরে শত্রু সৈন্যের ছলনা ও প্রতারণার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম থাকে বা না থাকে, উভয় একই সমান। অতঃপর যখন ইমাম সৈন্যদের ও তাদের বাহনের জন্য বাইরে হতে কাবার আনবার প্রয়োজন মনে করবে, তখন সৈন্যদের মধ্যে হতে একটি দলকে উহা আনার জন্য প্রেরণ করবে এবং তাদের মধ্যে একজন আমীর নিযুক্ত করে দিবে। এরা সমস্ত সৈন্য ও বাহনের জন্য রসদ নিয়ে আসবে। যদি আমীর রসদ আনতে কোন লোক না পাঠায় অথচ সেন্য ও বাহনের রসদের অভাব দেখা দেয়, যাতে তাদের উপবাসের কষ্টভোগ করতে হতে পারে, তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই যে, একদল সৈন্য বাহির হতে

www.nagorikpathagar.org

রসদ সংগ্রহ করে আনার জন্য রওয়ানা হয়ে যায়–যদিও এতে আমীরুল মুজাহিদীনের আদেশ অমান্য করা হয়। যদি আমীর এরূপ নির্দেশ দেয় যে, অমুক আমীরের অধীনে সকল ব্যক্তির রসদ আনতে যেতে হবে, তবে সৈন্যদের আমীরের আরোপিত এই শর্তের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং তার আদেশ অনুযায়ী সেই পতাকাধারীর অধীনেই সকলকে যেতে হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। হারাম মাসসমূহ যথা রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মহররম মাসে জিহাদ করা জায়েয।

মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা কাফিরদের অর্ধেক পরিমাণ হলেও তাদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে ভেগে যাওয়া জায়েয হবে না। এই হুকুম তখন হবে, যখন তাদের সাথে হাতিয়ার থাকবে। আর যদি হাতিয়ার না থাকে, তবে যার সাথে হাতিয়ার না থাকবে, সে এমন কাফেরের সম্মুখ হতে সরে যাবে, যার কাছে হাতিয়ার আছে। এইভাবে যার কাছে তীর নাই, সে যে কাফেরের কাছে তীর রয়েছে, তার নিকট হতে দূরে সরে যাবে। এইভাবে যদি একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে তিনজন দুশমন মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়, তবে সে তাদের সম্মুখ হতে সরে যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যখন মুসলমানের সংখ্যা বার হাজার বা ততোধিক হবে, তখন তাদের কাফেরদের মোকাবেলা হতে ভেগে যাওয়া হালাল হবে না। যদিও কাফিরদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি হয়। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন মুসলিম বাহিনীর সকলেরই একই কালেমা হয়। আর যদি কালেমা বিভিন্ন হয়, তবে দুজনের মোকাবেলায় একজন উপযুক্ত ধরা হবে। তবে এখন আমাদের যমানায় শক্তি সামর্থের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এমন স্থান হতে ভেগে যায়, যেখানে শত্রুগণ দুর্গের মধ্যে থেকে কামান ব্যবহার করতঃ ক্ষতি সাধন করে অথবা তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করে ক্লেশ দান করে, তবে তার ভেগে যাওয়ার দোষের কিছু নেই। ইহা মুহীতের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, ইমামুল মুসলিমীনের জন্য একজন অথবা দুইজন অথবা তিনজন করে প্রেরণ করায় দোষের কিছু নাই। তবে শর্ত এই যে, শত্রুপেক্ষর হামলা প্রতিহত করতে যদি সক্ষম হয়। ইহা যখীরার বিবরণ।

অন্যান্য মাসায়েল

যখন ইমামুল মুসলিমনী দারুল হরবে বাহিনী প্রেরণের ইচ্ছা করে, তখন সমস্ত বাহিনীকে এক জায়গায় সমবেত করবে। যাতে তাদের সংখ্যা, বাহনের সংখ্যা এবং পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা সঠিকভাবে জেনে নিতে পারে। বাহিনীর সমস্ত সেনাদের নামধাম পরিচয়াদি সবকিছু লিখে রাখবে। ইহা শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে। যখন মুসলমানগণ দারুল হরবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করবে, তখন প্রথম কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। যদি তারা তা কবুল করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বিরত থাকবে আর যদি তারা এনকার করে, তবে তাদেরকে জিযিয়া আদায় করতে প্রস্তাব দিবে। অর্থাৎ তাদের বলবে যে, আচ্ছা, তোমরা তোমাদের ধর্মেই থাক, কিন্তু নাতি স্বীকারপূর্বক আমাদেরকে জিযিয়া দিতে থাক। তারপর যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তি করবে যে, এখন হতে আমরা তোমাদের বিপদ আপদে তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর তোমরাও আমাদের বিপদ আপদে আমাদেরকে সাহায্য করবে। ইহা কানযের মধ্যে আছে; কিন্তু জিযিয়ার প্রস্তাব ঐ লোকদেরকে দেওয়া যাবে, যাদের সম্পর্কে এই প্রস্তাব দেওয়া যায়; কিন্তু যারা এর উপযুক্ত নয়, তাদের কাছে জিযিয়ার প্রস্তাব দিবে না। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

উল্লেখ থাকে যে, কাফের কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী এই যে, তাদের নিকট হতে জিযিয়া নেয়া জায়েয নয়; এবং তাদেরকে যিম্মী বানিয়ে নেওয়াও জায়েয় নয়। ইহারা আরবের এরূপ মুশরেক যে, কোন আসমানী কিতাবেরই অনুসারী নয়। অতএব যখন মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হবে, তখন ইহাদের পুরুষগণ হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর তাদের মহিলা ও বাচ্চাগণ গনীমতরূপে বিবেচিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

আর দ্বিতীয় শ্রেণী এই যে, সর্বসম্মতভাবে তাদের নিকট হতে জিযিয়া নিয়ে জায়েয হবে এবং তারা হল, ইহুদী ও নাছারা। চাই তারা আরবের অধিবাসী হোক বা অন্য কোথারও। এভাবে মজুসীদের নিকট হতেও সর্ববাদী মতে জিযিয়া নিয়ে জায়েয হবে। চাই তারা আরবের হোক বা অন্য কোথারও।

আর তৃতীয় শ্রেণী হল, ঐরূপ মুশরেক যাদের নিকট হতে জিযিয়া আদায় করার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইহারা আরব, আহলে কিতাব এবং মজুসী কওম ভিন্ন অন্য শ্রেণীর মুশরেক। আমাদের নিকট ইহাদের নিকট হতে জিযিয়া আদায় করা জায়েয আছে। যাদের কাছে দাওয়াতে ইসলাম পৌছানো হয়নি, তাদের নিকট ইসলামের আহ্বান না জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। এভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যদি তাদেরকে হত্যা করা হয়, তবে হত্যাকারীগণ গুনাহগার হবে; কিন্তু তাদের জান ও মালের যে ক্ষতি করা হবে, তাদের জেমান দেওয়া হবে না। এভাবে তাদের মহিলা ও বাচ্চাদের বাবতও জেমান দিতে হবে না। যাদের প্রতি পূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌছে গিয়ে, তাগিদ হিসেবে পুনরায় তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা মুস্তাহাব হবে; কিন্তু ওয়াজিব নয়। ইহা হেদায়ার বিবরণ। উল্লেখ থাকে যে, তাদের জন্য দ্বিতীয়বার ইসলামের প্রতি দাওয়াত করা দুইটি শর্তের উপর মুস্তাহাব। একটি এই যে, দ্বিতীয়বার দাওয়াত করতে গেলে মুসলমানের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না থাকা চাই। যদি ক্ষতির আশংকা থাকে, যেমন জানা গেল যে, দুশমনগণ সময় ও সুযোগ লাভ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে; এবং নিজেদের দুর্গ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা মজবুত করে নিবে। তবে দ্বিতীয়বার দাওয়াতে ইসলামের জন্য দুশমনকে সময় ও সুযোগ দান করা মুস্তাহাব হবে না। দ্বিতীয়টি এই যে, যদি দ্বিতীবার দাওয়াতে ইসলাম দ্বারা তাদের ইসলাম গ্রহণ করার আশা ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু যদি তাদের ইসলাম গ্রহণ করার সম্ভাবনা ও আশা না থাকে, তা হলে এরূপ অহেতুক কার্যে মশগুল হবে না। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর এতে কোন দোষ নাই যে, রাতে বা দিতে কাফেরদের মধ্যে লোক পাঠিয়ে তাদের অবস্থা জেনে নিবে। তবে ইহা এরূপ স্থানে করা চাই, যেখানে পূর্বেই দাওয়াতে ইসলাম পৌছে গিয়েছে। অতঃপর যখন কাফেরগণ ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান উভয় বিষয়ই প্রত্যাখ্যান করবে, তখন মুসলমানগণ আল্লাহর নিকট শক্তি ও সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে কাফেরদেরকে বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবে। ইহা শরহে মোখতারে বর্ণিত আছে। মুসলমানদের জন্য তখন জায়েয হবে যে, তাদের দুর্গের সন্নিকটে কামান স্থাপন করবে এবং তাদের চারপাশে লাগাবে। তাদের উপর পানির ঢল বইয়ে দিবে তাদের বাগ-বাগিচার বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলবে, তাদের যমিনের ফসল নষ্ট করে ফেলবে ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে এবং এতেও কোন ক্ষতির কারণ নাই যে, তাদের দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিবে; এবং উহা পানি বইয়ে ডুবিয়ে ও ভাসিয়ে দিবে। তাদের ইমারাতসমূহ ভেঙ্গে ফেলবে। শায়েখ হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, ইহা ঐ সময় করবে, যখন জানা যাবে যে, দুর্গের মধ্যে কোন মুসলমান নাই। যখন পর্যন্ত তা জানা যাবে না, তখন পর্যন্ত দুর্গ জ্বালিয়ে পোড়িয়ে দেওয়া অথবা পানিতে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না; কিন্তু আমাদের কথা হল যে, যদি আমরা এই কাজ নিষেধ করি, তবে মুসলিম বাহিনীর কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা কঠিন হবে। আর এরূপ দুর্গতো খুব কমই থাকে যে, তাতে কিছু না কিছু বিপক্ষীয় বন্দী মওজুদ থাকে না। সুতরাং মুসলিম বাহিনী যতদূর সম্ভব মুসলমানদেরকে নিরাপদ রেখে শত্রুর ক্ষতি সাধন করবে। ইহা মবসুতের বিবরণ।

মুশরিকদেরকে তীর দ্বারা ঘায়েল করা যেতে পারে। যদি মুশরিকরা মুসলমান কয়েদী, মুসলমান ব্যবসায়ী এবং মুসলমানদের বাচ্চা ও মহিলাদেরকে তীরের সামনে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে, তবে প্রয়োজনের তাকিদে মুসলিম বাহিনী তীর নিক্ষেপে বিরত হবে না। অবশ্য মুসলমানদের যে কোনরূপ হামলার ক্ষেত্রে দুশমন ধ্বংসের নিয়ত থাকবে তবে এই যুদ্ধে মুসলমান কয়েদী, ব্যবসায়ী, বাচ্চা যারা ক্ষতির স্বীকার হবে, তাদের দিয়াত বা কেছাছের জামিন

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম মুজাহিদগণ হবে না এবং তাদের উপর কতলের কাফফারাও লাযেম হবে না। যখন মুসলিম বাহিনী খুব বেশি মজবুত এবং বৃহৎ হয়, মনে ভয়-ভীতি ও বিপদের ভয় কম থাকে, বরং মনে স্বস্তি থাকে এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠা না থাকে, তা হলে যুদ্ধের ময়দানে মহিলা এবং কোরআন মাজীদ সঙ্গে নেওয়ায় দোষের কিছু নেই।

আর যদি মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা কম থাকে অস্ত্র-শস্ত্রে দিক দিয়েও বাহিনী দুর্বল থাকে, যে কারণে মুসলিম মুজাদিগণের মনে নিরাপত্তার ভাব অনুপস্থিত থাকে। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য মহিলা ও পবিত্র কোরআন সঙ্গে নেওয়া মাকরূহ হবে। আর যদি কোন মুসলমান আমনপ্রাপ্ত হয়ে দারুল হরবে যায়, তবে নিজেদের ওয়াদাহ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিখ্যাত ও সুপরিচিত হয়। ইহা হেদায়ার বিবরণ। যখন বাহিনী বড় হয়, ভয়-ভীতির কারণ কম থাকে, তখন মুজাহিদদের বিভিন্ন রকম তদবীর এবং খিদমতের জন্য বয়ঃবৃদ্ধা মহিলা সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু যুবতী মহিলাদের ঘরে থাকাই নিরাপদ। আর সর্বোত্তম ব্যবস্থা হল, ফেতনা-ফাসাদ হতে বেঁচে থাকার জন্য কোনক্রমেই তাদের মুজাহিদগণের সঙ্গে না যাওয়া। যদি মোজামেয়াতের প্রয়োজনে একান্তই মহিলা সঙ্গে নিতে হয়, তবে দাসীগণকে নিবে– স্বাধীন মহিলাগণকে নয়। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

একদল পরহেজগার লোক যদি জিহাদে যেতে চায়, আর তাদের সাথে যদি একদল ফাসেক লোকও যায় এবং তাদের সাথে যদি বাদ্য-বাজনা থাকে, তবে সম্ভব হলে উক্ত ফাসেক দলকে সঙ্গে না নিয়ে শুধু পরহেজগার লোকই যুদ্ধে যাবে। অর্থাৎ পরহেজগারদের দলই যদি যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে ফাসেকগণকে সঙ্গে নিবে না। আর যদি ফাসেকগণ ছাড়া শুধু পরহেজগারদের পক্ষে দুশমনের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব না হয়, তবে তাদেরকে সঙ্গে নিবে। ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে অন্যরূপ গল্প-গুজব, বেহুদা বাক্য ইত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত হবে না। শত্রুদের সাথে যুদ্ধে রীতি-নীতি ভঙ্গমূলক কোন আচরণ করবে না। শত্রুদের নাক ও কান, লিঙ্গ ইত্যাদি কর্তন করবে না। ইহা হেদায়ার বিবরণ।

বিপক্ষীয় মহিলাও বাচ্চাদেরকে হত্যা করবে না। এভাবে পাগল, বৃদ্ধ, অন্ধ, লেংগা-লুলাদেরকেও হত্যা করা হতে বিরত থাকবে। তবে এই হুকুম তখন হবে, যখন এই সমস্ত লোকের দুশমনদের কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতায় কোন ভূমিকা থাকবে না। আর যদি মহিলা শত্রু পক্ষের খোদ বাদশাহ হয়, তবে তাকে হত্যা করবে। যদি শত্রুদের বাদশাহ কোন নাবালেগ বালক হয় এবং তাকে শত্রুবাহিনী সঙ্গে নিয়ে আসে, তবে তাকে হত্যা করবে না। ইহা জাওহারাতুননাইয়ারার মধ্যে আছে। আর যদি কোন সম্পদশালিনী মহিলা তার ধন-দৌলতের মাধ্যমে শত্রুবাহিনীকে যুদ্ধে উৎসাহ যোগায়, তবে তাকে হত্যা করবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করে, তাদেরকে হত্যা করবে। বালক এবং পাগল যদি প্রত্যক্ষভাবে মোকাবেলায় লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। এদেরকে ছাড়া বাকী যারা, তাদেরকে কয়েদ করার পরেও হত্যা করায় কোন ক্ষতি নাই যাদের একদিকের একহাত এবং অন্যদিকের এক পা কর্তিত, তাদেরকে হত্যা করবে না, তবে শর্ত এই যে, যদি তারা নিজেদের মাল দ্বারা শত্রুবাহিনীর যুদ্ধে সাহায্য না করে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

অন্ধ, লেংড়া, লুলা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর উৎসাহ যোগানো ও প্রেরণা দানমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তাদেরকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। যদি কেউ এসব লোক হত্যা করে, তবে তার উপর কোন কিছু লাযেম হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যার বামহাত কাটা অথবা দুই পায়ের মধ্যে এক পা কাটা, সে যদি যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাকে হত্যা করা যাবে; এবং মুক ও বধিরকেও কতল করা যাবে। বালক এবং জ্ঞানলুপ্ত লোক যদি শত্রুসেনার উৎসাহ বর্ধন করে, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আর যদি তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী

www.nagorikpathagar.org

হয়ে আসে, তবে এদেরকে হত্যা করবে না, যদিও এরা কোন মুসলমানকে হত্যা করে থাকে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

কারও কোন যি-মোহরেম মুশরিককে তার প্রথম হত্যা করায় ক্ষতির কিছু নেই তবে মাতা-পিতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর ক্ষেত্রে এরূপ করবে না, তবে এই হুকুম তখন হবে, যখন তাকে ঐরূপ কাজ করার জন্য মজবুর না করে। আর যদি পিতা তাকে এরূপ কাজে মজবুর করে, যেমন পুত্রকে পিতা ভাগিয়ে যাওয়ার সুযোগ না দেয়, তখন পিতাকে হত্যা করায় কোন দোষ হবে না। যুদ্ধের ময়দানে পুত্র যদি পিতার উপর সুযোগ লাভ করে, তবে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে ফেলা উচিত নয়। আর তাকে ফিরিয়ে যেতেও সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, কেননা তাতে সে পুনরায় নূতনভাবে শক্তি সামর্থ সুদৃঢ় করে উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এজন্য পুত্রের উচিত হবে তার সাথে যুদ্ধ করতে করতে তাকে কোন ক্ষুদ্র পরিসর ও তার পক্ষে প্রতিকূল স্থানে নিয়ে যাবে। যেন অন্য কোনমুসলিম সেনা এসে সহজেই তাকে হত্যা করতে পারে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

শত্রু পক্ষের কোন পুরোহিত যতক্ষণ তাদের গীজা বা মন্দিরে অন্যদের হতে পৃথকভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ তাকে হত্য করবে না। তবে যদি সে অন্য লোকদের সাথে মিলিত-মিশ্রিত থাকে, তখন তাকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যে সকল লোক হত্যা করতে নিধে করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার সুযোগ ও সামর্থ থাকলে তাদেরকে নিয়ে আসবে। এদেরকে দারুল হরবে রেখে আসা ঠিক হবে না- চাই তারা মহিলা, বাচ্চা, অন্ধ, আতুড় লেংড়া-লুলা,পাগল, হাত-পা কাটা যাই হোক না কেন।

কুফুরীর প্রকারভেদ

কুদুরী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফের দুই প্রকার। এক প্রকার এরূপ, যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না। আর এক প্রকার, যারা আল্লাহকে স্বীকার করে; কিন্তু আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ স্বীকার করে না। যেমন তারা দেব-দেবীর উপাসনা করে। তবে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না, তারা যখন আল্লাহকে স্বীকার করে নেয়, তখন তাদেরকে মুসলমান বলা যায়। আর যারা তাওহীদ স্বীকার করে না তারা যখন তাওহীদ স্বীকার করে নেয়, তখন তাদেরকে মুসলমান বলা যায়। আর একটি শ্রেণী আছে, যারা তাওহীদ স্বীকার করে; কিন্তু রিসালাত স্বীকার করে না। তবে তারা যখন রিসালাত স্বীকার করে নেয়, তখন তাদেরকে মুসলমান বলা যায়। ইহা মুহীতের বিবরণ। মূর্তিপূজক বা যিম্মী, যারা আল্লাহর তাওহীদ স্বীকার করে না, তারা শুধু আল্লাহ বললেই মুসলমান বলা হবে। তবে আমি মুসলামান, একথা বলার পরে যদি সে বলে যে, আমার একথা বলার অর্থ ছিল, আমি ঠিক পথে আছি। তা হলে তাকে মুসলমান বলা যাবে না। আর ইহুদী ও নাছারাগণ যদি বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তবে তারা মুসলমান হবে না– যখন পর্যন্ত না তারা বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, বর্তমান যুগে যে সকল খৃষ্টান ও ইহুদী আছে, তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা বলেও যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তা হলেও তাদের মুসলমান স্বীকার করা যাবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেদের দ্বীনের উপর বেজারী ও নারাজী প্রকাশ করে এবং একথা বলে যে, আমি দ্বীন ইসলামের মধ্যে দাখিল হলাম। এজন্যই যখন কোন ইহুদী বা খৃষ্টান বলবে যে, আমি মুসলমান বা ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখনই তাকে মুসলমান বলা যাবে না। কারণ তারা বলে যে, মুসলমান সেই ব্যক্তিই, যে সত্যের উপর আছে এবং হকের পথে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। আমরাও সেই হকের উপরই আছি। কাজেই যদি তাদের কেউ বলে যে, আমি মুসলমান,

www.nagorikpathagar.org

তবে তার নিকট জিজ্ঞেস করা যাবে যে, তোমরা যে দ্বীনের মধ্যে আছ, সেই দ্বীন সম্পর্কে কি মনোভাব রাখছ? তখন যদি সে বলে যে, আমি দ্বীনের নাছরানিয়াত বা দ্বীনে ইহুদিয়াত ছেড়ে দিয়েছি এবং দ্বীন ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়েছি, তখন তাকে মুসলমান বলা যাবে।

আর যদি সে তার উপরোক্ত কথা পরে আবার প্রত্যাহার করে, অর্থাৎ ইসলাম হতে ফিরে যায়, তবে তাকে হত্যা করা জায়েয হবে। আর যদি তার কথার অর্থ তার নিকট জিজ্ঞেস না করা হয়, তারপর দেখা যায় যে, মুসলমানদের সাথে জামাতে নামায আদায় করছে, তবে তখন তাকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া যাবে না। যদি কোন ইহুদী বা নাছারা বলে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং আমি ইহুদিয়াত বা নাছরানিয়াতের উপর বেজার আছি; কিন্তু একথা বলল না যে, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তবে তাকে মুসলান বলা যাবে না। যদি সে ঐ অবস্থায় মরে যায়, তবে তার উপর নামাযে জানাযাহ পড়া যাবে না। তবে যদি সে উক্ত কথার সাথে একথাও বলে যে, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি' তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, যদি কোন ইহুদী বা নাছারাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর রিসালাত মান কিনা? তার উত্তরে যদি সে বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে।

কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেন যে, যদি কোন ইহুদী বা নাছারাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল কি না? তখন সে যদি বলে যে, হ্যাঁ, তবে সে মুসলমান বলে বলা যাবে না। এক নাছারাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, দ্বীন ইসলাম হক কিনা? সে বলল যে, হ্যাঁ। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, দ্বীনে নাছরানিয়াত বাতিল কিনা? সে বলল, যে, হ্যাঁ। কোন কোন মুফতী এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন যে, সে মুসলমান হল না। আর কেউ ফতোয়া দিয়াছেন যে, সে মুসলমান হয়েছে।

এভাবে যদি কোন ইহুদী বা নাছারা বলে যে, আমি দীনে হানীফার উপরে আছি। তবে সে মুসলমান হল না ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, যদি কোন ইহুদী বলে যে, আমি ইসলামে দাখিল হয়েছি, তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে। যদিও সে একথা বলল না যে, আমি দ্বীনে ইহুদিয়তের উপর বেজার আছি। যদি কোন মজুসী বলে যে, আমি ইসলামে চলতে অভ্যস্ত নই। (যেমন ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে এই অভ্যাস রয়েছে)। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

যদি কোন আহলে কিতাব বা আহলে শিরক আমাদের জামাতের সাথে নামায পড়ে, আমাদের নিকট তাকে মুসলমান বলা যাবে আর যদি সে একাকী নামায পড়ে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তাকে মুসমান বলা যাবে না; কিন্তু ছাবোইনের রায় অনুযায়ী তাকে মুসলমান বলে হুকুম দেওয়া যাবে। আমাদের কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, মূলতঃ ইহা কোন মতভেদ নয়। কেননা ইমাম আজম (রহঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কথার তাবীল হল, যদি সে বিনা আযান-ইকামতে একাকী নামায পড়ে, তবে মুসলমান নয়। আর ছাহেবাইন হতে মনকুল হয়েছে, যার তাবীল এই যে, যে ব্যক্তি আযান ইকামতের সাথে একাকী নামায পড়ে, তাকে মুসলমান বলা যাবে; সুতরাং ইমামদের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা যাচ্ছে না; বরং উভয় পক্ষের কথা একইরূপ হয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যদি কেউ কোন যিম্মীকে বলে যে, ইসলাম গ্রহণ কর। আর সে বলে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তবে সে মুসলমান হয়ে যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি কোন মুসলমান কোন মুশরিককে হত্যা করার জন্য হামলা করে, তারপর যখন তাকে কাবু করে ফেলে, তখন মুশরিক বলে 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তবে মুশরিক যদি এরূপ কওমের

লোক হয়, যারা কখন এই কালেমা উচ্চারণ করে না, তবে মুসলমান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে, তাকে হত্যা করা হতে বিরত থাকা। তারপর যদি তাকে সে আমীরুল মুসলিমীনের নিকট নিয়ে যায়, তবে সে তথায় জনৈক আযাদ মুসলমানরূপে বিবেচিত হবে। তবে শর্ত এই যে, যদি সে ব্যক্তি মুসলমান কর্তৃক মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে এ কালেমা পাঠ করে। আর যদি সে ঐরূপ অবস্থায় পৌঁছে ঐ কালেমা পড়ে, তবে তার কোন গুরুত্ব নাই; বরং ইহা মূল্যহীন; কিন্তু তাকে হত্যা করা যাবে না। তারপর যদি ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি যা বলেছিলাম, তাতে আমার ইসলাম গ্রহণের নিয়ত ছিল না; বরং আমি দ্বীনে ইহুদিয়তে দাখিল হওয়ার নিয়ত করেছিলাম , অথবা বলে যে, আমি নিজের নিরাপত্তার জন্য ঐকথা বলেছিলাম, যাতে তুমি আমাকে হত্যা না কর। তবে তার এসব কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। আর যদি ঘটনা এরূপ হয় যে, যখন সে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করল ও মুসলমান হল, তাকে ছেড়ে দিল। এই সুযোগে সে ভেগে প্রাণ বাঁচাল। তারপর আবার সে জিহাদ করতে আসল।

তারপর যদি পুনরায় ঐ মুসলিম ব্যক্তি তাকে কাবু করে ফেলে এবং সে আবার কালেমা তাইয়্যিব পাঠ করে, তবে যদি দেখা যায় যে, নিকটে তার কওমের লোক আছে, ঐ ব্যক্তি গিয়ে তাদের সাথে মিলিয়ে যেতে পারে, তবে ঐ অবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেললে কোন দোষ হবে না। আর যদি দেখা যায় যে, তার কওমের লোকেরা পেরেশান এবং বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তবে তদবস্থায় তাকে হত্যা করা জায়েয হবে; কিন্তু তার কৃত কার্যের জন্য তাকে নছিহত করবে। আর যদি ঐ মুশরিক এমন কওমের লোক হয়, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে, কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আল্লাহর রাসূল হওয়া স্বীকার করে না, তবে তাকে হত্যা করায় দোষের কিছু নাই, যদিও সে ঐ কালেম (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) পাঠ করে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পাঠ করলে মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব হবে তাকে হত্যা করা হতে বিরত থাকা। যদি কোন ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহন করা জন্য মজবুর করা হয়, আর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এস্তেহসানান তার ইসলাম ছহীহ হবে।
নাওয়াদেরে রুস্তমের মধ্যে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নেশার মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে, তার ইসলাম কবুল করা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কোন মূর্তিপূজক বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। তবে সে মুসলমান হবে। আর এভাবে যদি বলে যে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীনের উপর আছি অথবা আমি দ্বীনে হানাফিয়ার উপরে আছি অথবা ইসলামের উপর আছি, তবে তাকে মুসলিম বলে হুকুম দেয়া যাবে। সে মারা গেলে তার উপর নামাযে জানাযাহ পড়া যাবে যদি কোন কাফের অন্য কোন কাফেরকে ইসলামের শিক্ষা দেয়, তবে সে মুসলমান হবে না। এভাবে যদি কোরআন শিখায় বা কোরআন পাঠ করায়, তবে মুসলমান হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

গনীমতের মাসায়েল

উল্লেখ থাকে যে, 'গনীমত' ঐ মালকে বলা হয়, যা মুসলমানগণ কাফেরদের নিকট হতে শক্তি ও বিজয়ের মাধ্যমে নিয়ে নেয়, অতচ তখনও যুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থা জারী থাকে। আর 'ফাই' বলা হয় ঐ মালকে যা কাফেরদের নিকট হতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া আদায় করা হয়। যেমন খেরাজ এবং জিযিয়া ইত্যাদি। মুজাহিদগণ গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বাদে বাকীটার মালিক হয়; কিন্তু ফাই মালের তারা কোন অংশ পায় না। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। আর যে মাল কাফেরদের নিকট হতে হাদিয়া, হেবা বা অতর্কিতে আত্মসাতের পন্থায় উপার্জিত হয়, তা শুধু উপার্জনকারীরই হয়ে থাকে। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ।
ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি আহলে হরবের কোন শহরের কাফের অধিবাসীগণ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা যুদ্ধে পরাজয় বরণের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারা সকলে স্বাধীন মুসলমানরূপে বিবেচিত

www.nagorikpathagar.org

হবে। এমতাবস্থায় তাদের উপর বা তাদের মহিলা, সন্তান-সন্তুতি বা ধন-দৌলত, মাল-সামানের উপর মুসলমানদের কোন অধিকার বর্তিবে না। তাদের যমিনের উপর মুসলমানদের যমিনের ন্যায় ওশর ধার্য হবে, খাজানা ধার্য করা যাবে না অর্থাৎ যমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ আদায় করা যাবে। এভাবে যদি মুসলমানদের জিহাদে জয়যুক্ত হওয়ার পূর্বেই তারা জিযিয়া প্রদানে রাজী হয়ে যিম্মী হয়ে যায়, তবে তাদের উপরও উপরোক্ত হুকুম হবে, তবে পার্থক্য কেবল এতটুকু হবে যে, তাদের যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হবে; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিধান অনুসারে জিযিয়া ধার্য করা যাবে আর যদি মুসলমানগণ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর কাফেরগণ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ইমামুল মুসলিমনে তাদের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে সে তাদেরকে ও তাদের মাল-সামান মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারে এবং এই ছুরতে প্রথম তাদের মাল-সামান হতে এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে তা ইয়াতীম, মিসকীন এবং ইবনে সাবীল ইত্যাদি দুরবস্থাপন্নদের জন্য রেখে দিবে। তারপর চার-পঞ্চমাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করবে, যেভাবে গনীমতের মাল বণ্টিত হয়। আর তাদের যমিনের উপর ওশর ধার্য করবে।

আর যদি ইমামুল মুসলিমীন তাদের উপর এহসান করতে চায়, তাও করতে পারে, যেমন তারে নিজেদেরকে তাদের বাল-বাচ্চা, মহিলা এবং মাল-সামান সকল কিছু ফিরিয়ে দিবে, তাদের যমিনের উপর ওশর অথবা খেরাজ ধার্য করবে আর যদি তাদের উপর মুসলমানগণ বিজয়ী হবার পরও তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে ইমামের ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে তাদেরকে দাস হিসেবে বিবেচিত করবে এবং তাদের মাল-সামান সব মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। যদি এভাবে বণ্টন করতে চায়, তবে সমস্ত কিছুর মধ্য হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করে যেখানে বণ্টন করতে চায়, করবে এবং বাকী অংশ মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করে দিবে এবং যমিনের উপর ওশর ধার্য করে দিবে আর ইচ্ছা হলে পুরুষদিগকে হত্যা করে মহিলা এবং বাচ্চা ও মাল-সামান পূর্বোল্লিখিতরূপে উল্লিখিত লোকের মধ্যে তাকসীম করে দিবে আর ইচ্ছা হলে তাদের জানও তাদের বাচ্চাদের সাথে রক্ষা করবে এবং তাদের কাছেই তাদের বাচ্চা ও আওরাতদেরকে সোপর্দ করে দিবে এবং শরীয়তের বিধান অনুসারে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করে দিবে। আর তাদের যমিনের উপর খেরাজ নির্দিষ্ট করে দিবে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে।

আর যদি বিজিত আহলে হরবদের এরূপ এহসান করা হয় যে, তাদের জান ও যমিন তাদেরকে সোপর্দ করা হয় এবং মহিলা, বাচ্চা ও বাকী অস্থাবর মাল-সামান মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে ইহা জায়েয হবে; কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ হবে। তবে যদি তাদেরকে এই পরিমাণ ছেড়ে দেয় যে, তাদের দ্বারা জিরাত ক্ষেতি করতে পারে, তবে সেই ছুরতে মাকরূহ হবে না। আর যদি এভাবে এহসান করে যে, তাদের জান, যমিন এবং মহিলা ও বাল-বাচ্চা তাদেরকে সোপর্দ করা হয় এবং বাকী মাল-সামান সমস্ত মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে ইহা জায়েয হবে; কিন্তু মাকরূহ হবে; কিন্তু তাদেরকে জিরাত করার মত মাল যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে মাকরূহ হবে না। আর যদি শুধু তাদের জান বাঁচিয়ে রাখা হয়, কিন্তু যমিনসহ মহিলা, বাচ্চা এবং অন্যান্য মাল সমস্ত গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না।

যদি যিম্মী লোকেরা নিজেদের ওয়াদাহ ভঙ্গ করে নিজেদের দেশে শক্তিশালী ও জয়যুক্ত হয়ে যায় বা মুসলমানদের রাজ্যের কোন এলাকা দখল করে নেয়, তবে তা সর্বসম্মতভাবে দারুল হরবে পরিণত হয়। তারপর যদি মুসলমানগণ আবার তাদের উপর বিজয় অর্জন করে এবং ইমামুল মুসলিমীনের তাদের ব্যাপারে ইখতিয়ার হাছিল হয়ে যায়, তবে ইমাম ইচ্ছা হলে তাদের উপর এহসান করতে পারে যে, তাদের জান-মাল, বাচ্চা-মহিলা এবং যমিন তাদেরকে সোপর্দ করে এবং তাদের যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করে দেয় বা ইচ্ছা হলে ওশর ধার্য করে বা ইচ্ছা করলে দ্বিগুণ ওশর ধার্য করে, যেভাবে হযরত ওমর (রাঃ) বনি তাগলিবের উপর ধার্য করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি ইমাম উহাদের পুরুষদেরকে হত্যা এবং তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে বণ্টন করে দেয় এবং যমিন বেলা-ওয়ারিছরূপে রেখে দেয় এবং তাতে মুসলমানগণকে এনে বসিয়ে দেয়, তবে ইহা জায়েয হবে । আর যদি মুলমানদের মধ্যে কোন কওম মোরতাদ হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের দেশে বা মুসলমানদের কোন এলাকার উপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং ঐ দেশে সর্বসম্মতভাবে দারুল হরব হয়ে যায়, তারপর যদি আবার মুলমানগণ তাদের উপর জয়যুক্ত হয়, তবে তাদের পুরুষদের হতে তলোয়ার অথবা ইসলাম ছাড়া আর কিছু কবুল করা যাবে না যেমন নাকি যদি তারা ইসলামকে এনকার করে, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে এবং তাদের মহিলা ও বাচ্চাগ মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাবে আর যমিন বণ্টন করা হবে না। তবে যদি ইমাম ইহার মধ্যে মুসলমানদের ফায়েদাহ দেখতে পায়, তবে তাও করতে পারে। আর ইচ্ছা হলে ঐ যমিনে যিম্মীদেরকে এনেও বসিয়ে দিতে পারে। এরূপ করা হলেঐ দেশের মালিক যিম্মীগণ হবে এবং বংশ পরম্পরায় উহারাই এর মালিক থাকবে এবং মুসলমান হুকুমতকে খেরাজ অর্থাৎ কর দিতে থাকবে।

যে সকল লোক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হবে, তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে তাদের হত্যা করে দিবে। ইচ্ছা হলে দাস বানাবে। তবে আরবের মুশরেক অথবা যারা ইসলাম হতে মোরতাদ হবে, তাদের হয়ত ইসলাম গ্রহণ অথবা তলোয়ারের ফয়ছালা, ইহা ছাড়া তাদের ক্ষেত্রে অন্য কিছু কবুল করা যাবে না। এদেরকে যিম্মী করা যাবে না। আর ঐ বন্দীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমান হবে, তাদের ক্ষেত্রে অন্য কোনকিছু ইখতিয়ার থাকবে না। আর ইচ্ছা হলে তাদেরকে দাস বানাতে পারবে। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে। তাদেরকে দারুল হরবে ফিরিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

উল্লেখ থাকে যে, যদি আহলে হরবের হাতে মুসলমানদের কেউ কয়েদ থাকে, তবে তাদের কয়েদকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের নিকট হতে নিজেদের কয়েদীদের ফিরিয়ে আনবে। ইমাম আজম (রহঃ) এ নিকট ইহা জায়েয নয়। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর ছহীহ অভিমত এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানদের হাতে যে সকল কাফের মহিলা এবং বাচ্চা কয়েদ আছে, তাদের বদলে কাফেরদের নিকট হতে মুলমান কয়েদীগণকে ছাড়িয়ে আনলে দোষের কিছু নেই এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এরও অভিমত এরূপ। ইমাম আজম (রহঃ) এই মাসয়ালায় দুইটি বর্ণনা আছে। তবে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত উক্তরূপ। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আয়েম্মায় মাশায়েখদের কওলও এই প্রকার। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

উল্লেখ থাকে যে, যদি আহলে হরবের হাতে মুসলমানদের কেউ আটক থাকে, তবে তাদের কয়েদীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাদের নিকট হতে নিজেদের কয়েদীদেরকে ফিরিয়ে আনবে। ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট ইহা জায়েয নয় ইহা কাফীর মধ্যে আছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর ছহীহ কওল এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী মুসলমানদের হাতে যে সকল কাফের মহিলা এবং বাচ্চা আটক আছে, তাদের বদলে কাফেরদের নিকট হতে মুসলমান কয়েদীগণকে ছড়িয়ে আনলে দোষের কিছু নাই এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এরও কওল এরূপ। ইমাম আজম (রহঃ) এর এই মাসয়ালায় দুইটি বর্ণনা আছে। তবে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত উক্তরূপ। ইহা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। আয়েম্মায় মাশায়েখদের কওলও এই প্রকার। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ। উল্লেখ থাকে যে, বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে মুজাহিদীনের রাজী থাকা শর্ত। যদি তারা ইহা অস্বীকার করে, তবে ইমামের বন্দী বিনিময় করার ইখতিয়ার থাকবে না। হাঁ, তবে তবে মালে থাকবে। আর যদি বণ্টিত হয়ে গিয়ে থাকে, তখন আর মুজাহিদীনের রেজামন্দী ব্যতীত বিনিময় করার ইমামের জন্য ইখতিয়ার থাকবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি কোন কাফের কয়েদী মুসলমানদের হাতে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের সাথে বন্দী বিনিময় করা জায়েয হবে না। তবে যদি তারা বিনিময়ে খুশী থাকে, তা হতে তাদেরকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করে কাফেরদের নিকট হতে মুসলমান কয়েদীগণকে ছড়িয়ে আনবে। যদি মুসলমানগণ কাফেরদের ঘোড়া, উষ্ট্র বা যুদ্ধাস্ত্রসমূহ হস্তগত করে, তারপর কাফেরগণ এরূপ দরখাস্ত করে যে, তোমরা মাল নিয়ে আমাদের ঐ জিনিসগুলো ফেরত দাও। তবে তাদের এই দরখাস্ত কবুল করা যাবে না। যদি কাফেরগণ এরূপ দরখাস্ত করে যে, তোমরা আমাদের কয়েদকৃত লোকটিকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও, আর তার বদলে আমাদের এই (মুশরিক) লোকটিক নিয়ে নাও বা এই দুইটি লোকটিকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও, আর তার বদলে আমাদের এই (মুশরেক) লোকটিকে নিয়ে নাও বা এই দুইটি লোক নিয়ে নাও, তবে মুসলমানদের তাতে রাজী হওয়া জায়েয হবে না। আর যে মুসলমান দরুল হরবে আটক হয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে আনার বদলে দিরহাম বা যে সকল বস্তুতে কাফেরদের যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধি না পায় যেমন কাপড়-চোপড়, তা দেওয়া জায়েয হবে; কিন্তু যাতে তাদের যুদ্ধের শক্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন ঘোড়া, যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, তবে তা দেওয়া জায়েয হবে না।

যদি কোন স্বাধীন মুসলমান বা যিম্মী ব্যক্তি দারুল হরবে কাফেরদের হাতে আটক থাকে, সে দরুল হরবে আগত কোন আমানপ্রাপ্ত মুসলমান বা যিম্মীর নিকট বলে যে, আমাকে তোমরা ফিদইয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। অথবা মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাও। তারা তার কথা মত তাকে তাদের নিকট হতে কিনে নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, তবে সে তথায় এসে হবে যাবে। এর উপরে কারও কোন অধিকার থাকবে না; বরং তার ব্যাপারে যে মাল খরচ করা হয়েছে, সে তার জেমান হবে।

গনীমত বণ্টন করার নিয়ম

উট, গাধা বা খচ্চরওয়ালারাও পদাতিকের সমান অংশ পাবে। ইহা গায়াতুল বয়ানের মধ্যে আছে। যে ব্যক্তি ঘোড়-সওয়ার অবস্থায় দারুল হরবে প্রবেশ করেছে, তারপর তার ঘোড়া মারা গিয়েছে, সে সওয়ারীর অংশ পদাতিকের দ্বিগুণ অংশই লাভ করবে। ঘোড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। যেমন আরবী, আজমী, পারসী প্রভৃতি সকল ঘোড়ার জন্যই সমান অংশ হবে। শরহে তাহাবীর মধ্যে আছে যে, এক ঘোড়-সওয়ারের যদি কয়েকটি ঘোড়া থাকে, তবে একটি ঘোড়ার অংশই সে লাভ করবে। যদি কেউ ঘোড়া গছব করে নিয়ে জিহাদে শরীক হয় এবং সেই ঘোড়া নিয়ে সে গনীমত নিতে গেলে সে নিষিদ্ধ পন্থায় তার অংশ পাবে। তার উচিত, ঐ অংশ তার ছদকাহ করে দেওয়া। যদি কেউ পায়দল দারুল হরবে প্রবেশ করে, তারপর সে ঘোড়া কিনে বা কেয়ারা নিয়ে বা ধার করে ঘোড়-সওয়ার রূপে যুদ্ধ করে, তবে পদাতিকের সমান এক অংশই গনীমত লাভ করবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

মূলকথা হল, দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে যাওয়া ও প্রবেশ করার অবস্থারই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হাঁ, তবে কেউ যদি ঘোড়-সওয়ার অবস্থায় দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে প্রবেশ করার পর ঘোড়া বিক্রয় করে ফেলে বা কাউকেও কেরায়া দেয় বা ধার দেয় এবং নিজে পায়দল অবস্থায় যুদ্ধ করে, তবে সে পদাতিক মুজাহিদের সমানই অংশ পাবে। তার ঘোড়-সওয়ারের অংশ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি অশ্বারোহী অবস্থায় যুদ্ধ করে তারপর ঘোড়া বিক্রি করে দেয়, তবে তার অশ্বারোহীর অংশই মিলবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। যদি কেউ তার ঘোড়া যুদ্ধের সময়ে গাছব করে নিয়ে যায় এবং তাকে তার মূল্য দিয়ে দেয়, তবে গনীতের অংশে তার উপর পায়দলের হুকুমই হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

যদি কারও ঘোড়া থাকে এবং সে ঘোড়ায় চড়ে দারুল হরবে যায়, তবে ঘোড়া অত্যন্ত বৃদ্ধ বা বাচ্চা হওয়ার কারণ তাতে চড়ে যুদ্ধ করা না যায়, তবে তার পদাতিকের অংশ মিলবে না। তবে যদি তারা যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তাদেরকে ইমামুল মুসলিমীন বখশিশ হিসেবে কিছু গনীতের অংশ দিতে পারে, যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কর্মে শরীক হয়। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। যদি বালক, মাতুহ এবং যিম্মী জিহাদে শরীক হয়, তবে তাদেরকেও কিছু গনীমতের অংশ দেওয়া যাবে। তবে তা একজন মুজাহিদের সমান নয়। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। এই সমস্ত অংশ যা বখশিশ হিসেবে দেওয়া যাবে তা গনীমতে এক-পঞ্চমাংশ বের করার আগেই দিয়ে নিবে। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যদি ইমাম গনীমত বন্টন করে দেয় এবং গনীমত দাস-দাসী এবং অন্যান্য মাল-সামানও হয়, তারপর ইমাম কাকেও হাতিয়ার দেয়, কাউকেও জানোয়ার দেয়, কাউকেও চাকর-বাকর দেয় এবং কাউকেও নগদ টাকা -পয়সা দেয়, তবে তা জায়েয হবে। চাই তা গনীমত প্রাপকদের মনমত হোক বা বা হোক। আর চাই ইহা দারুল হরবে বন্টিত হোক বা দারুল ইসলামে বণ্টিত হোক।

যদি মুসলমাগণ গনীমত লাভ করে কিন্তু তা সংরক্ষণ ও হেফাজত করার পুর্বে আবার তা দুশমনগণ হস্তগত করে ফেলে, তারপর যদি আবার মুসলমানদের অন্য এক দল সৈন্য এসে ইহা পুনরুদ্ধার করে, তবে এই গনীমত এই দ্বিতীয় সৈন্যদলেরই হবে, এতে প্রথম দলের কোন অংশ থাকবে না– যাদের হাত হতে কাফেরগণ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তবে যদি ইহা প্রথম দল দারুল ইসলামে নিয়ে গিয়ে হেফাজত করার পর দারুল ইসলাম হতে তা এভাবে নিয়ে যায় এবং তা দ্বিতীয় দলে দ্বারা পুনরুদ্ধার ঘটলেও প্রথম দলের জন্যই প্রাপ্য হবে। যদি ইমাম গনীমত বন্টন হওয়ার আগেই এর কিছু মাল কোন সৈন্যের নিকট আমানত রাখে কিন্তু তা প্রকাশ না করে, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটে, তবে এর জন্য কোন জেমান হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

ইমমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন,. একজন কিংবা একাধিক মুসলমান অথবা যিম্মী যদি ইমামের অনুমতি ছাড়া দারুল হরবে প্রবেশ করে ও সেখানে কিছু গনীমত লাভ করে, আর তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে ইহা শুধু তাদের হবে। এর মধ্যে হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করতে পারবে না। আর যদি ইমাম এরূপ প্রবেশকারীকে অনুমতি দেয়, তবে যা কিছু তারা অর্জন করবে তা হতে এক-পঞ্চমাংশ ইমাম বের করে নিবে এবং বাকী অংশ তাদের হবে। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। যদি ইমাম গনীমত বন্টন করে যথারীতি প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করে যে, অতঃপর গনীমতের কিছু সামান্য মাল অধিক সংখ্যক সেনাদের মাঝে বন্টনে অসুবিধা হেতু রেখে দেয়, এজন্য যে, তা গরীব মিককীনদেরকে দান করবে অথবা কখনও মুসলমানদের কোন বিশেষ হাজত হয়ে পড়লে তখন তা কাজে লাগাবে, এই উদ্দেশ্যে ইমাম ইহা বাইতুল মালে রাখে, তবে ইমামের এরূপ অধিকার রয়েছে।

অতিরিক্তের মাসায়েল

তানফীলের অর্থ এই যে, যুদ্ধাভিযান কালে আমীরে লশকরের লশকরদেরকে এরূপ বলে দেয়া যে, দুশমনের মাল যে যা লাভ করবে, তা তার হবে। শরীয়তের বিধান অনুসারে তানফীল করা মুস্তাহাব; কিন্তু গনীমত প্রাপকগণ সম্পদ অর্জন করে হাতে আনার পর এভাবে তানফীল করা নাজায়েয। তানফীল শুধু সেই মালেই জায়েয হবে, যা দুশমনের নিকট হতে এখনও মুজাহিদীনের হাতে আসে না। তানফীল শুধু সেই সম্পদেই জায়েয হবে, যা দুশমনদের নিকট হতেএখনও মুজাহিদীনের হাতে আসেনি। যেমন নাকি যদি ইমাম বলে যে, যে ব্যক্তি যা পাবে, তা হবে। তার কেউ দারুল হরবে কোন মাল পেল, তবে তা খাছ তারই হবে। এর মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ বের করা হবে না ও এর মধ্যে কেউ শরীকও হবে না।

www.nagorikpathagar.org

যদি সে ব্যক্তি দারুল হরবে মরে যায়, তবে কিছু সে পেয়েছে তা তারই পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা মীরাছ হবে। অর্থাৎ তার ওয়ারিছগণ যারা দারুল ইসলামে আছে, তারই এর মালিক হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। ইমামের এরূপ করা উচিত নয় য, যে মাল অর্জিত হবে সেই সমস্ত মালের তানফীল করে। এভাবে যে, সে বলবে, যা কিছু তুমি অর্জন করবে তা সবই তোমার। যদি ইমাম সৈন্যদের সাথে নিজেও দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং মূল বাহিনী হতে একটি ছোট দল নির্বাচন করে কাউকেও তার আমীর নিযুক্ত করতঃ কোথাও পাঠায় এবং তাদেরকে বলে দেয় যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে, তা তোমাদের হবে। তবে তা জায়েয ।

আর যদি দারুল ইসলাম হতে এভাবে সারিয়াহ বা কোন ছোট যুদ্ধের জন্য ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠায় এবং তাদেরকে বলে দেয় যে, যা কি ছু তোমরা পাবে, ইহা তোমাদের হবে, তবে তা উচিত হবে না। কেননা দরুল ইলামে যে গনীমত আসবে তার তানফীল করা যায় না। হাঁ, তবে পন্চমাংশ বের করার পর করা যাবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। গনীমত হাছিল হওয়ার পর ও বন্টন হওয়ার আগে এরূপ কোন কোন মুজাহিদের জন্য যারা যুদ্ধের ময়দানে খুব বেশি পরিশ্রম করেছে ও ক্লেশ সহ্য করেছে, ইমাম নিজের ইজতিহাদ দ্বারা তানফীল করলে যদি এরূপ ইমামের কাছে অভিযোগ পেশ হয় যে, ইমাম গনীমত হাছিল হওয়ার পর তানফীল জায়েয রাখে না, তবে এই দ্বিতীয় ইমামের জন্য ইখতিয়ার হবে না যে, প্রথম ইমামের কৃত তানফীল বাতিল করে দেয়।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, কাতেল শুধু তার হত্যার জন্য মাকতুলের মালের প্রাপক হতে পারে না– যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমাম অগ্রেই বলে দেয় যে, যে মুজাহিদ কোন কাফেরকে খুন করবে, সেই নিহত ব্যক্তির মাল-সামান ঐ হত্যাকারীর হবে। ইহা আমাদের সব ওলামাদেরই মাযহাব। আর যদি পঞ্চমাংশ বের করার পর এভাবে তানফীল করে, যেমন ইমাম সারিয়ায় ছোট সৈন্যদল পাঠাবার সময় বলে দেয় যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে যা থাকবে তার তিন অংশ বা চার অংশ তোমাদের জন্য। তারপর বাকী অংশেও তোমরা মুজাহিদ হিসেবে অন্য মুজাহিদীনের সাথে অংশীদার হবে। তবে ইহা মতলকান জায়েয। এছাড়া এভাবে তানফীল করাও জায়েয হবে যে, ইমাম বলবে, যা কিছু তোমরা হাচিল করবে, তার মধ্য হতে তোমাদের জন্য তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ থাকবে। তারপর বাকী যা থাকবে, তোমরা তাতেও অন্য সৈন্যদের সাথে শরীক হবে। ইহা জায়েয হবে। যদিও এই ছুরতে এক-পঞ্চমাংশ যা গরীবের হক তা বাতিল হয়ে যায় ।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন যে, কাতেল শুধু তার হত্যার জন্য মাকতুলের মালের প্রাপক হতে পারে না-যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমাম অগ্রেই বলে দেয় যে,যে মুহাহিদ কোন কাফেরকে হত্যা করবে, সেই নিহত ব্যক্তির মাল-সামান ঐ হত্যাকারীর হবে। ইহা আমাদের সব ওলামাদেরই মাযহাব। আর যদি পঞ্চমাংশ বের করার পর এভাবে তানফীল করে, যেমন ইমাম সারিয়ায় ছোট সৈন্যদল পাঠাবার সময় বলে দেয়, যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ গিয়ে যা থাকবে তার তিন অংশ বা চার অংশ তোমাদের জন্য। তারপর বাকী অংশেও তোমরা মুজাহিদ হিসেবে অন্য মুজাহিদীনের সাথে অংশীদার হবে। তবে ইহা মতলকান জায়েয। এছাড়া এভাবে তানফীল করাও জায়েয হবে যে, ইমাম বলবে, যা কিছু তোমরা হাছিল করবে, এর মধ্য হতে তোমাদের জন্য তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ থাকবে। তারপর বাকী যা থাকবে, তোমরা তাতেও অন্য সৈন্যদের সাথে শরীক হবে। ইহা জায়েয। যদিও এই ছুরতে এক-পঞ্চমাংশ যা গরীবের হক তা বাতিল হয়ে যায় ।

ইমাম মুহাম্মদ বলেন যে, যদি ইমাম ঐ সৈন্যগণকে এরূপ বলে যে, যা কিছু তোমরা অর্জন করবে এর মধ্য হতে এক-পঞ্চমাংশ বাদে বাকী সমস্ত অংশে তোমরা সকল সৈন্যের সাথে সমান দাবীদার। তবে তানফীল বাতিল হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যদি ইমাম এরূপ বলে যে, যে ব্যক্তি যে কাফেরকে হত্যা

www.nagorikpathagar.org

করবে, তার মাল-আসবাব তার হত্যাকারীর হবে। তারপর এক মুহাহিদ তাকে আহত করল এবং দ্বিতীয় মুজাহিদ তাকে হত্যা করল, তবে প্রথম মুজাহিদ যদি তাকে এরূপ জখম করে যে, ঐ ব্যক্তি আর বাঁচতে না, তবে তার মাল-আসবাব প্রথম মুজাহিদের হবে। আর যদি প্রথম মুজাহিদকৃত জখম এরূপ হয় যে, দ্বিতীয় মুজাহিদ তাকে হত্যা না করল সে বেঁচে থাকত, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ঐ নিহত কাফেরের মাল-সামান দ্বিতীয় মুজাহিদ পাবে। যদি ইমাম বলে যে, এক-পঞ্চমাংশ বাদ যাবার পর যে মুজাহিদ যে কাফেরকে মারবে, সে তার মাল-সামান পাবে, তবে ঠিক তদ্রূপই হুকুম দেওয়া যাবে। অর্থাৎ মাকতুল ব্যক্তির মাল-সামানের এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পর বাকী সবকিছু কাতেল পাবে। অর্থাৎ মাকতুল ব্যক্তির মাল-সামানের এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়া র পর বাকী সবকিছু কাতেল পাবে। আর যদি মতলকান তানফীল করা হয়, যেমন ইমাম যদি এরূপ বলে যে, যে ব্যক্তি যে কাফেরকে হত্যা করবে, তার মাল সব তার কাতেলের হবে। তবে এই ছুরতে উহা হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করে রাখা যাবে না। আমাদের ওলামাগণ এই মতেরই সমর্থক।

যদি সেনাপতি দারুল দুশমনের মোকাবেলায় সৈন্য মোতায়েন করার সময় এরূপ বলে যে, যে ব্যক্তি যে দুশমনেকে কত্তল করবে, তার মাল তার কাতেলের হবে। তারপর যদি আমীরে লশকর কোন কাফেরকে খুন করে, তথাপি সেনাপতি কিছু পাবে না। আর যদি আমীর বলে যে, যাকে আমি হত্যা করব, তার মাল আমার হবে। তারপর সে কাকেও হত্যা না করে, এমন কি বলে যে, তোমাদের যে কেউ কোন কাফেরকে হত্যা কাফেরের মস্তক নিয়ে আসবে, তার জন্য গনীমত হতে পাঁচশত দিরহাম মিলবে। তবে এই হুকুম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মস্তকের উপর হবে। বালকদের মস্তকের উপর হবে না। যেমন যদি কেউ কোন প্রাপ্তবয়স্ক কাফেরের মস্ত নিয়ে আসে, তবে সে পাঁচশত দিরহামের মোস্তাহেক হবে। নতুবা হবে না; কিন্তু যদি কাফেরগণ যুদ্ধে হেরে ভেগে যায়, যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, তখন যদি আমীর কাউকেও আরবী ভাষায় বলে যে, 'মান জায়া বি রা'সিন লাহু কাযা' অর্থাৎ যে কেউ মস্তক নিয়ে আসবে, তার জন্য পাঁচশত দিরহাম। তবে এই হুকুম কয়েদীদের সম্পর্কে হবে, পুরুষ সৈন্যদের মস্তক কেটে আনার জন্য হবে না।

যদি যায়েদ কোন কাফেরের মস্তক নিয়ে এসে বলে যে, আমি একে কতল করে মাথা নিয়ে এসেছি। আর আমর বলে যে, আমি ইহাকে কতকল করেছি; কিন্তু যায়েদ আমার নিকট হতে মস্তকটি নিয়ে গিয়ে এখন বলছে যে, সেই একে হত্যা করেছে। এই ছুরতে যে ব্যক্তি মস্তক নিয়ে আসবে, সে-ই পাঁচশত দিরহামের দাবীদার হবে আর তার কওল কসমের দ্বারা মকবুল হবে। আর অন্য ব্যক্তির নিজের দাবী প্রমাণ করতে সাক্ষীর দরকার হবে। যদি সে মুসলমান সাক্ষী পেশ করে যে, সে-ই হত্যা করেছে, তবে তার জন্যই পাঁচশত দিরহামের হুকুম দেওয়া হবে।

যদি কেউ একটি মাথা নিয়ে আসে এবং কোন মুসলমান বলে যে, ইহা কোনমৃত দুশমনের মাথা। সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে তার মাথা কেটে এনেছে; কিন্তু সে ব্যক্তি মাথা নিয়ে এসেছে সে বলে যে, আমি তাকে হত্যা করেছি, তবে তার কথাই কবুল হবে, যে মাথা নিয়ে এসেছে। তবে তার দ্বারা কসম করাতেই হবে; এবং ইহা ঐ সময় হবে, যখন নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, ইহা কোন জীবিত মুশরিকের মাথা। আর যদি এর মুসলমান ও মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারা না যায়, তবে আলামত দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে। যদি তাতে ইহা মুশরিকের মাথা বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে যে মাথা নিয়ে এসেছে, সে পাঁচশত দিরহামের মোস্তাহেক হবে। আর যদি এর মধ্যে মুসলমানের আলামত পরিলক্ষিত হয়, যেমন যদি তার দাঁড়ি লাল খেজাব দ্বারা রঞ্জিত থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি পাঁচশত দিরহামের মোস্তাহেক হবে না। আর এভাবে কোন লক্ষণাদি দেখিয়ে যদি সন্দেহ দূর না হয়, কোন

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান, কি কোন মুশরিকের মাথা তা বুঝতে পারা না যায়, তবে যে ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সে দিরহামের মোস্তাহেক হবে না।

যদি আমীর মুসলমান সৈন্যদেরকে বলে যে, তোমরা কাফেরদের দুর্গে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি স্বর্ণ পাবে, সে স্বর্ণ তার হবে; যে রৌপ্য পাবে, সে রৌপ্য তার হবে। তার পর একব্যক্তি রৌপ্য বা স্বর্ণের হুলিয়াযুক্ত তলোয়ার পেল। তবে ঐ হুলিয়া তার হবে এবং তলোয়ার গনীমতে শামিল হবে। তারপর যদি ঐ হুলিয়া তলোয়ার হতে বিচ্ছিন্ন করলে তলোয়ারের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে হুলিয়ার যা মূল্য হতে পারে তা তাকে দিয়ে দিবে। অথবা তাকে ইখতিয়ার দেওয়া যাবে, যদি সে তলোয়ারের মূল্য দিয়ে হুলিয়াসহ তলোয়ার নিয়ে যায়, তাও পারবে। যদি আমীর এবং মুজাহিদ কেউই মূল্য নিতে রাজী না হয়, তবে হুলিয়াসহ তলোয়ার বিক্রি করলে হুলিয়ার যে মূল্য হতে পারে তা মুহাজিদকে দিয়ে তলোয়ারের যে মূল্য হতে পারে, তা আমীর নিয়ে গনীমতের মধ্যে শামিল করে নিবে।

যদি আমীর কোন দুশমনকে দুর্গ প্রাচীরের উপর দেখতে পায় যে, সে তথায় বসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তখন আমীর মুজাহিদগণকে বলে যে, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে ছাদে চড়ে তাকে গ্রেফতার করে আনবে, ঐ দুশমন তারই হয়ে যাবে এবং তাকে পাঁচশত দিরহামও দেওয়া হবে। তখন কেউ ছাদে চড়ে তাকে ধরে আনলে সে পুরা তানফীলই পেয়ে যাবে। আর যদি সে দুশমন প্রাচীরের উপর হতে লাফিয়ে দুর্গের বহির্ভাগে পড়ে, তারপর তাকে কোন মুজাহিদ গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলে, তবে তার কিছু মিলবে না । আর যদি কেউ তীর নিক্ষেপ করে তাকে প্রাচীরের উপর হতে নীচে ফেলে দেয়, তবে সে নফলের মোস্তাহেক হবে। আর যদি কেউ প্রাচীরের উপর উঠে তাকে ধরতে উদ্যোগী হয়, আর সে দুশমন সেখান হতে দুর্গাভ্যন্তর ভাগে পড়ে যায় এবং তাকে সেখানে কতল করা হয়, তবে সে কাতেল নফলের উপযুক্ত হবে।

যে হরবী ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে আমানপ্রাপ্ত সে যদি ইমামের অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তার গনীমতে কোন অংশ হবে না। যদি কোন ব্যক্তি দারুল হরবে মুসলমান হয় এবং সে হিজরত করে দারুল ইসলামে না আসে, তারপর কোন হরবী তার নিকট হতে হাতিয়ার গছব করে তার সাথে যুদ্ধলিপ্ত হয় এবং কোন মুসলান তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে এরূপ কতলে কাতেল ঐ মাকতুলের মালের যোগ্য হবে না। আর যদি কোন মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হরবে যায় এবং কোন মুশরেক তার হাতিয়ার গছব করে সেই হাতিয়ার দ্বারা মুসলমান সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে, তখন কোন মুজাহিদ তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে সে তার মাল-সামনের উপযুক্ত হবে। যদি কোন মুসলমান কোন মুশরিককে তাদের নিজেদের কাতারে থাকা অবস্থায় তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করে এবং মুশরিকরা তার মাল-সামানসমূহ হস্তগত করে, তারপর মুশরিকরা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং ঐ ব্যক্তির মাল-সামান গনীমতের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তা গনীমতের মধ্যে শামিল হবে এবং তা কাতেল পাবে না।

কাফেরদের বিজয় লাভ করার মাসায়েল

তুরস্কের কাফেররা যদি রোমের কাফেরদের উপর জয়যুক্ত হয় এবং সেখানের মোজাহিদদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায় ও মাল-দৌলত লুণ্ঠন করে নেয় এবং এভাবে তারা এর মালিক হয়ে যায়, তারপর যদি মুসলমানগণ তুরস্কের উপর জয়লাভ করে, তবে তারা যা রোম হতে নিয়ে গিয়েছে, তার মধ্য হতেও মুসলমানদের যা অর্জিত হয়, তা মুসলমানদের জন্য হালাল হবে, যদিও মুসলমানদের রোমীয়দের সাথে আপস চুক্তি থাকে। যদি দুটি দল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে এবং একদল যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়, তবে মুসলমানদের জন্য জায়েয হবে যে, বিজয়ী পক্ষের নিকট হতে তাদের লুণ্ঠিত মাল ক্রয় করে নেয়। যদি দুটি দল নিজেদের দেশে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করে, তবে যে মুসলমান

www.nagorikpathagar.org

আমান নিয়ে সেখানে গিয়েছে, তার জন্য বিজয়ী দলের নিকট হতে বিপক্ষের মাল যা লুণ্ঠিত হয়েছে, খরিদ করা মুসমলামনদের জন্য জায়েয হবে। চাই মানুষ হোক বা অন্যান্য মাল হোক।

ইবনে সেমা' ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন মুসলমান একটি গোলাম বিক্রি করে, কিন্তু খরিদ্দারকে তখনও সোপর্দ করে না দেয়, এমন সময় কোন দুশমন তাকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর বিক্রেতা মরে যায়, তারপর কোন মুসলমান তাকে খরিদ করে নেয়, তবে মৃত বিক্রেতার ওয়ারিছদের ইখতিয়ার হবে যে, ইচ্ছা হলে সে মূল্য দিয়ে তাকে বিক্রেতা ওয়ারিছ হতে নিয়ে নেয়; কিন্তু যদি প্রথম খরিদ্দারের তাতে হক না থাকত, তবে বিক্রেতার ওয়ারিছের মুসলমান খরিদ্দারের নিকট হতে তাকে নিয়ে নেয়ার ইখতিয়ার থাকত না। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যে গোলামকে দুশমন গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং কোন ব্যবসায়ী তার নিকট হতে একে খরিদ করে নেয় এবং দারুল হরব হতে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে পুরানা মালিক তাকে তাজেরের নিকট হতে মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারে। আর যদি ব্যবসায়ী একে বায়ে' ফাসেদের পন্থায় হরব হতে কিনে থাকে, তবে ঐ গোলামের মূল্যের বদলে নিতে পারে। আর যদি হরবী কোন মুসলমানকে ঐ গোলামকে হেবা করে দেয়, তা হলেও পুরানা মালিক একে মূল্যের বদলে নিতে পারে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কোন আহলে হরব কোন গোলামকে কয়েদ করে নিয়ে যায় এবং এক ব্যক্তি তাকে তার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম দিয়ে কিনে নেয়, তারপর আবার কোন হরবী তাকে কয়েদ করে দারুল হরবে নিয়ে যায়। তারপর আবার অন্য একব্যক্তি তার নিকট হতে তাকে একহাজার দিরহাম দিয়ে কিনে নেয়, তবে প্রথম মালিকের এই ইখতিয়ার হবে না যে, দ্বিতীয় খরিদ্দার হতে সে তাকে নিয়ে যাবে; কিন্তু প্রথম খরিদ্দারের ইখতিয়ার হবে, ইচ্ছা হলে সে তার মূল্য তাকে নিয়ে যেতে পারে। তারপর প্রথম মালিক দুই হাজার দিরহাম দিয়ে ঐ খরিদ্দারের নিকট হতে নিয়ে নিতে পারে। আর যদি সেই ব্যক্তি, যারা নিকট হতে দ্বিতীয়বার গোলামকে কয়েদ করে নেয়া হয়েছিল, অনুপস্থিত থাকে, তবে প্রথম মালিকের উহাকে নিবার ইখতিয়ার থাকবে না। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। আর যদি প্রথম খরিদ্দার তাকে নিতে অস্বীকার করে, তবে প্রথম মালিক উহাকে দ্বিতীয় খরিদ্দারের নিকট হতে নিতে পারবে না। ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

আর যদি প্রথম খরিদ্দার তাকে দ্বিতীয় খরিদ্দার হতে খরিদ করে নেয় তবে পুরানা মালিকের তার নিকট হতে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। এই কারণে যে, প্রথম খরিদ্দারের অধিকার প্রত্যাবর্তনজনিত কারণে পুরানা মালিকের হক ছাবেত হয়েছিল; কিন্তু এই ছুরতে প্রথম খরিদ্দারের অধিকার ছাবেত হয়নি; বরং খরিদ করার কারণে তার নতুন অধিকার হাছিল হয়েছে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কেউ দুশমন হতে কয়েদকৃত গোলাম কিনে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তারপর তার পুরানা মালিক উপস্থিত না হয়, এমন কি খরিদ্দার তাকে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে ফেলে। তারপর তার পুরানা মালিক হাজির হয়, তবে তার ইখতিয়ার হবে যে, সে দ্বিতীয় খরিদ্দারকে মূল্য দিয়ে তাকে নিয়ে নেয়। প্রথম খরিদ্দারের নিকট তার মোতালেবাহ করার কোন পথ নেই। সে প্রথম খরিদ্দারের নিকট হতে কেবল তখনই নিতে পারে, যখন তার উক্ত গোলাম তার অধিকারে থাকে; এবং কোন ঘটনাও না ঘটে, যার কারণে তাকে পুরানা মালিকের অধিকারে দিয়ে দেওয়ায় কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, যদি পুরানো মালিক চায় যে, দ্বিতীয় বিক্রয়কে ভেঙ্গে দিয়ে প্রথম খরিদ্দারকে মূল্য দিয়ে গোলামকে নিয়ে নেয়, যে মূল্য সে দুশমনকে দিয়েছে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর নিকট তার এ ইখতিয়ার হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন যে, যদি হরবী হতে ক্রয়কারী গোলামকে ইজারা দিয়ে থাকে বা রেহেন দিয়ে থকে এবং তাকে পুরানা মালিক নিতে চায়, তবে তার ইখতিয়ার হবে যে, সে তার ইজারার আকদ ভেঙ্গে দেয়; কিন্তু রেহেমের আকদ ভেঙ্গে দিবার ইখতিয়ার হবে না। যদি প্রথম খরিদ্দার ঐ গোলাম কাউকেও হেবা দিয়ে দেয়, তবে পুরানা মালিক ঐ হেবার আকদ ভাঙ্গতে পারবে না; কিন্তু মাওহুব লাহুকে ঐ গোলামের মূল্য দিয়ে তার নিকট হতে তাকে নিতে পারে। আর এভাবে যদি ঐ গোলাম জেনায়েত করে এবং প্রথম খরিদ্দার আওলিয়ায়ে জেনায়েতকে ঐ গোলামকে দিয়ে দেয়, তবে অলিয়ে জেনায়েত হতেও পুরানা মালিক তাকে গোলামের মূল্য দিয়ে তাকে নিতে পারে। আর এভাবে যদি প্রথমখরিদ্দার ইচ্ছাপূর্বক জেনায়েত করে, তারপর অলীয়ে জেনায়েতের সাথে উক্ত গোলামকে দেওয়ার শর্তে ছোলেহ করে নেয়, তা হলেও পুরানা মালিক ঐ ছোলেহকে ভাঙ্গতে পারে না; বরং গোলামের মূল্য দিয়ে উহাকে অলীয়ে জেনায়েত হতে নিতে পারে। যদি কোন হরবী কোন মুসলমানকে ঐরূপ গোলাম হেবা করে দেয়, তারপর কেউ গোলামের এক চোখ কানা করে দেয় এবং ঐ মুসলমান ঐ গোলামকে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে তার নিকট হতে গোলামের মূল্য নিয়ে নেয়, তবে পুরানা মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে ঐ চোখ কানাকারী ব্যক্তিকে কানা চোখ গোলামের হিসাবে মূল্য দিয়ে তার নিকট হতে গোলামকে নিয়ে নেয়। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর কওল। ছাহেবাইন বলেন যে, উভয় চক্ষু ভাল থাকা অবস্থায় গোলামের যে মূল্য ছিল, সেই মূল্য দিয়ে নিতে পারে; এবং তা ঐ মূল্য যা মাওহুব লাহুকে দেওয়া হয়েছিল।

আর যদি গোলামের স্থলে দাসী হয় এবং দাসীর বাচ্চা পয়দা হয় আর সেই বাচ্চাকে কেউ কতল করে ফেলে, এমন কি মাওহুব লাহু কাতেলের নিকট হতে তার মূল্য নিয়ে নেয়, তারপর পুরানা মালিক আসলে তার বাচ্চার মূল্য নেওয়ার কোন পথ নেই; কিন্তু দাসীকে উচিত ঐ মাওহুব লাহুব কব্জার দিন যে মূল্য ছিল, সেই মূল্য দিয়ে নিয়ে নেয় বা ছেড়ে দেয়। আর যদি বাচ্চার মা মরে যায় বা কতল হয়ে যায় এবং বাচ্চা বর্তমান থাকে, তবে পুরানা মালিক উহার অংশের বদলে বাচ্চাকে নিতে পারে। অর্থাৎ মূল্য বাচ্চা এবং তার মাতার উপর এভাবে বণ্টন করা যাবে যে, হেবা এবং করজার দিন যে মূল্য ছিল তামার সেই মূল্য এ'তেবার করা যাবে। আর বাচ্চার সেই মূল্য এ'তেবার করা যাবে, মালিক তাকে নিতে চাইবার দিন যা হবে। তারপর এই বণ্টনে বাচ্চার মূল্যের অংশের মোকাবেলায় যে মুল্যাংশ আসবে তার বিনিময়ে নিতে পারবে।

আর যদি দারুল ইসলামে কেউ কারও নিকট হতে নগদ একহাজার দিরহাম মূল্য দেওয়ার ধার্যে এক গোলাম খরিদ করে এবং খনও তাকে কব্জা না করে থাকে, এমনি সময়ে কোন দুশমন তাকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর কেউ হাকে পাঁচশত দিরহাম মূল্যে খরিদ করে নেয়, তবে বিক্রেতা তাকে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে নিয়ে নিতে পারে। তারপর বিক্রেতা উহাকে নিবার পরে খরিদ্দার বিক্রেতার নিকট হতে উভয় মূল্য এক হাজার পাঁচশত দিরহামের বদলে নিয়ে নিতে পারে।

তাপর বিক্রেতা যদি দিতে অস্বীকার করে, তবে খরিদ্দারের ইখতিয়ার হবে যে, সে ইচ্ছা করলে ক্রয়কারীর নিকট হতে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে নিয়ে নেয়, আর যদি বিক্রেতা উহাকে এহাজার দিরহাম বাকী মূল্যে বিক্রয় করে, তবে খরিদ্দার উহাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবীদার হবে। আর যদি বিক্রেতা অস্বীকার করে, তবে তাকে বলা যাবে যে পাঁচশত দিরহামের ব দলে নিয়ে নেও। তোমাকেই সোপর্দ করা যাবে। যদিকোন দুশমন কোন গোলামকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর কেউ তার নিকট হতে উহাকে হাজার দিরহাম দিয়ে কিনে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তারপর আবার তাকে দুশমন কয়েদ করে নিয়ে যায়। তারপর তার একব্যক্তি তার নিকটহতে উহাকে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে কিনে নেয়, তারপর পুরানা মালিক এবং প্রথম খরিদ্দার উভয়ে কাজীর দরবারে অভিযোগ পেশ করে, কাজীর প্রথম

www.nagorikpathagar.org

খরিদ্দারের ঘটনা জানা থাকুক বা না থাকুক, সে পুরানা মালিকে খরিদ্দারের নিকট হতে উহাকে নিবার হুকুম দেয়, তবে এই হুকুম জারী হবে না। তখন ঐ গোলামকে দ্বিতীয় খরিদ্দারকে ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দেওয়া যাবে এবং প্রথম খরিদ্দার তাকে তার নিকট হতে নিবে।

তারপর পুরানা মালিক তার নিকট হতে উভয় মূল্য দিয়ে গোলাম কিনতে পারে। আর যদি পুরানা মালিক দ্বিতীয় খরিদ্দার হতে কাজীর হুকুম ছাড়া তাকে নিয়ে নেয় বা খরিদ করে নেয়, তারপর প্রথম খরিদ্দার উপস্থিত হয়, তবে তাকে একহাজার দিরহাম দিয়ে নিতে পারে। তারপর আবার পুরানা মালিক উভয় মূল্য দিয়ে তাকে নিতে পারে। আর এভাবে যদি দ্বিতীয় খরিদ্দার গোলামকে পুরানা মালিকের কাছে হেবা করে দেয়, তবে প্রথম খরিদ্দার তার নিকট হতে তাকে নিতে পারে; কিন্তু মূল্য দিয়ে নিতে পারে। কারণ এই যে, এই ছুরতে সে বাইরের লোকের মত হয়ে যায়। তারপর পুরানা মালিক তার নিকট হতে গোলামকে এই মূল্য এবং আরও দুই বারের মূল্য দিয়ে নিতে পারে।

আর যদি মোরতাহেনের নিকট হতে গোলামে মারহুনকে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে কেউ এক হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করে নেয় এবং রাহেন ও মোরতাহেন উভয়ে উপস্থিত হয়, তবে গোলামকে নিবার হক মোরতাহেনের হবে। যদি সে মূল্য দিয়ে নেয়, তবে সে এহসানকারী হবে। যদি কোন গোলামকে কোন কাফের কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর মুসলমানদের জয়লাভের পর গনীমত বণ্টনে ঐ গোলামকে আদায় করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি সে গোলাম না হয়ে কোন দাসী হয় এবং ঐ ব্যক্তি তাকে কারও সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং স্বামী হতে সন্তান পয়দা হয়, তবে পুরানা মালিকের হাজির হয়ে এই ইখতিয়ার হবে যে, ঐ দাসী ও তার বাচ্চাকে নিয়ে নেয়; কিন্তু বিয়ে ভেঙ্গে দিবার ইখতিয়ার হবে না। আর যার অংশে ঐ দাসী পড়েছিল তার নিকট হতে আকর নেয়া হয় অথবা কেউ যদি দাসীর উপর জেনায়েত করে ও তার জরিমানা আদায় করা হয়, তবে পুরানা মালিকের দাসীর সাথে উক্ত আকর এবং জরিমানা নিবার কোন পথ নেই। মবসুতের বিবরণ।

যদি কোন দুশমন কোন মুসলমানের নিকট হতে দশখানা কাপড় ছিনিয়ে দারুল হরবে নিয়ে যায় তারপর কোন মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হরবে যায় এবং কোন মালের বিনিময়ে বাকীতে ঐ কাপড় উক্ত দুশমন হতে কিনে নেয় এবং ঐ মাল আদায়ের মুদ্দত উল্লেখ করে দেয়। তারপর দুশমন ঐ ব্যক্তিকে উক্ত দশখানা কাপড় দিয়ে দেয়। অতঃপর ঐ মুসলমান ব্যক্তি উক্ত কাপড় নিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে। তবে কাপড়ের পুরানা মালিকের ইখতিয়ার হবে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে মূল্য দিয়ে ঐ কাপড় নিয়ে নেয়। যদি কোন ব্যবসায়ী কোন হরবীর নিকট হতে শরাব বা শূকরের বদলে ইবরীক খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে পুরানা মালিক ঐ শুখর বা শরাবের মূল্য দিয়ে ইবরীক নিয়ে নিতে পারে।

যদি কোন গোলামকে কোন রবী কয়েদ করে নিয়ে যায় আর কোন মুসলমান তাকে তার নিকট হতে হাজার বা হাজারের কম দিরহাম এবং এক রতন শরাব দিয়ে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তবে দেখতে হবে যে, তার মূল্য যদি হাজার দিরহাম বা হাজার দিরহামের কম হয়, তবে পুরানা মালিক তাকে হাজার দিরহাম দিয়ে নিতে পারে। আর যদি হাজার দিরহাম অপেক্ষা বেশি হয়, তবে পুরা মূল্য দিয়ে নিতে পারে; কিন্তু যে শরাব দিবার কথা কথা বলা হয়েছে, উহার কারণে হাজার দিরহামের বেশি-কমি করা যাবে না। যদি কোন মুসলমান ঐ ব্যক্তির নিকট হতে উক্ত গোলাম একহাজার দিরহাম এবং মৃত জানোয়ার অথবা রক্তের বদলে খরিদ করে, তবে পুরানা মালিক উহাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে নিতে পারে। রক্ত বা মৃত জানোয়ারের কারণে হাজারের উপরে কিছু বৃদ্ধি করা যাবে না– যদিও গোলামের মূল্য একহাজার দিরহামের বেশি হয়।

www.nagorikpathagar.org

যদি যায়েদ আমরের একটি গোলাম গছব করে এবং হরবীগণ তার নিকট হতে একে দারুল হরবে নিয়ে যায়, তারপর মুসলমানগণ দারুল হরব বিজয় করে গনীমত হাছিল করে অতঃপর আমর উক্ত গোলামকে গনীমতের মধ্যে দেখতে পায় এবং তখনও গনীমত বন্টন না হয়ে থাকে, তবে সে ঐ গেলামকে নিয়ে যেতে পারে। তখন গাছেবের উপর জেমান হবে না। আর যদি গনীমত বন্টনের পর ঐ গোলামকে কোন মুজাহিদের নিকট দেখা যায়, যার অংশে গোলাম বণ্টিত হতে গোলামকে নিতে চাইবে, সেদিনে তার যে মুল্য হয় সে, মূল্য উক্ত মুজাহিদকে দিয়ে তার নিকট হতে একে নিয়ে যাবে। আর ইচ্ছা হলে তার নিকট হতেনা নিয়ে গাছেবের নিকট হতে যেদিন সে গোলাম গছব করেছিল, সেদিনে তার যে মূল্য ছিল তা নিয়ে নেয়। তারপর পুরানা মালিক অর্থাৎ আমর যদি মুজাহিদের নিকট হতে নিবার দিন গোলামের যে মুল্য ছিল তা দিয়ে গোলামকে নিয়ে নেয়, তবে গাছেবের নিকট হতেও মূল্য নিতে পারে না; বরং ঐ মূল্য এবং গাছেবের গছব করার দিনের গোলামের মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটা কম হবে, সেটা নিবে। যেমন ঐ গোলামের মুল্য তার গছবের দিন ছিল একহাজার দিরহাম এবং উক্ত মুজাহিদের নিকট হতে উহাকে নিবার দিন এর মূল্য হয় তার গছবের দিন ছিল একহাজার দিরহাম এবং উক্ত মুজাহিদের নিকট হতে একে নিবার দিন এর মূল্য হয় দুই হাজার দিরহাম। তবে যদি পুরানা মালিক দুই হাজার দিরহাম দিয়ে তার নিকট হতে একে নিয়ে নেয়, তবে সে গাছের হতে সেই মূল্যই নিবে যা তার গছব করার দিন ছিল । আর যদি গছব করার দিনের মূল্য একহাজার দিরহাম হয় তারপর মূল্য কমে গিয়ে মুজাহিদ হতে গোলামকে নিবার দিন উহার মূল্য পাঁচশত দিরহাম হয় এবং সে সেই পাঁচশত দিরহাম দিয়েই নিয়ে থাকে তবে সে গাছেবের নিকট হতেও সেই পাঁচশত দিরহাম হয় এবং সে সেই পাঁচশত দিরহাম দিয়েই নিয়ে থাকে তবে সে গাছেবের নিকট হতেও সেই পাঁচশত দিরহামই নিয়ে যাবে।

এই সকল ঐ ছুরতে হবে যখন পুরানা মালিক গোলামকে মুজাহিদের নিকট হতে নেওয়ার ইখতিয়ার করবে। আর যদি সে মুজাহিদ হতে না নেয় বরং গাছেব হতে তার গছব করার দিন গোলামের যে মুল ছিল, তাই নেয়ার ইচ্ছা করে, তবে যখন গাছেব মূল্য দিয়ে দেয়, তখনহ গাছেবের জন্য পুরানা মালিকের অনুরূপ হুকুম হবে অর্থাৎ গাছেবই গোলামের মালিক হবে। আর যদি গনীমত বণ্টিত হবার পর গোলামকে কোন মুজাহিদের নিকট দেখতে পাওয়া যায়, তবে তাকে এর মূল্য দিয়ে তার নিকট হতে একে নিতে পারে। আর যদি মুসলমান তাকে গনীমত হিসেবে না পায় বরং কোন মুসলমান দারুল হরেব আমানপ্রাপ্ত হিসেবে প্রবেশ করে তাকে তথা হতে কিনে আনে, তবে যদি পুরানা মালিক তখনও গাছের হতে এর মূল্য না নিয়ে থাকে, তবে তার দুই প্রকার ইখতিয়ার থাকবে, যেমন চাই খরিদ্দারকে এর মূল্য দিয়ে তার নিকট হতে নিয়ে নিবে বা চাই তার নিকট হতে না নিয়ে গাছেব হতে গছবের দিনের মূল্য নিয়ে নিবে। তবে এর পরে পুরানা মালিকের গোলামকে নিবার আর কোনপথ থাকবে না। তখন গাছেব পুরানা মালিকের জায়গায় এসে যাবে এবং তার ইখতিয়ার হবে, চাই সে খরিদ্দারের নিকট হতে মূল্য দিয়ে গোলামকে নিবে অথবা ছেড়ে দিবে।

উপহারের আরো কিছু মাসায়েল

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, দুশমনদের বাদশাহ মুসলিমবাহিনীর আমীর বা মুসলিম সেনাদের সাথে উপস্থিত ইমামুল মুসলিমীনের নিকট যে হাদিয়া পাঠায় তা কবুল করায় দোষের কিছু নেই এই হাদিয়ার মাল মুসলমানদের জন্য তোফতস্বরূপ । এভাবে যদি কোন দুশমন বাদশাহ কোন প্রভাবশালী মুসলিম নেতার নিকট হাদিয়া পাঠায় তবে তারও একইরূপ হুকুম হবে। আর যদি এই হাদিয়া কোন বুযর্গ মুসলমান, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যার কোন প্রভাব প্রতিপত্তি নেই, তার নিকট পাঠানো হয়, তবে ইহা শুধু তারই ব্যক্তিগত মাল বলে বিবেচিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন সৈনিকদল দারুল হরব প্রবেশ করে এবং আহলে হরব কোন সৈনিক বা আমীরে সৈনিককে হাদিয়া পাঠায়, তবে তা গনীমতে গণ্য হবে। তবে যদি এরূপ তানফীল করা হয়ে থাকে যে, যে কেউ যাকে যে হাদিয়া পাঠাবে, তা তারই হবে, তবে হুকুমও তদ্রূপই হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, এভাবে খলীফা যদি তার কোন আমেলকে কোথাও কোন কার্যোপলক্ষে প্রেরণ করে, আর তাকে যদি তথায় হাদিয়া প্রদান করা হয়, তবে খলীফার উচিত, আমেল হতে ঐ হাদিয়ার মাল নিয়ে মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা করে দেয়া। তবে শর্ত এই যে, যদি হাদিয়া দাতা স্বেচ্ছায় ও নিজ খুশীতে উহা দিয়ে থাকে। আর যদি মনের অনিচ্ছায় বা অখুশীতে কোনরূপ মজবুর হয়ে তা দিয়ে থাকে, তবে খলীফার উচিত হবে, তা হাদিয়া দাতাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া।

যদি কোন মুসলিম সৈন্য দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি তার মাধ্যমে হরবী বাদশাহকে কিছু হাদিয়া পাঠায়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। তারপর যদি হরবী বাদশাহও আবার কিছু হাদিয়া পাঠায়,তবে দেখবে যে, হরবী বাদশাহ যে হাদিয়া পাঠিয়েছে, তার মূল্য মুসলিম সেনাপতির পাঠানো হাদিয়ার মুল্যের সমান,না কম, না কিছু বেশি, না অনেক বেশি। যদি সমান বা কম বা কিছু বেশি হয়, তবে ঐ হাদিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমীরে লশকরেরই হবে আর যদি উহার মূল্য আমীরে লশকরের পাঠানো হাদিয়ার তুলনায় অনেক বেশি হয়, তবে যে পরিমাণ বেশি হবে, সেই পরিমাণ মাল গনীমতরূপে গণ্য হবে; সুতরাং উহা পৃথক করে বাকী মাল আমীরুল মুজাহিদীনের জন্য দিয়ে দেওয়া হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

ওশর এবং খেরাজের আরো কিছু মাসায়েল

যদি যমিন হতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল অর্থাৎ খেরাজ আদায় করা হয়, তবে তাকে খেরাজী যমিনে বলে। আর যমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ নেয়া হলে তাকে ওশরী যমিন বলা হয়। রাষ্ট্রীয় কর দেওয়ার দিক দিয়ে যমিন এই দুভাবে বিভক্ত। যথা খেরাজী ও ওশরী। আরবের যমিন সবই ওশরী, তেহামা, হেজায, মক্কা, ইয়ামেন, তায়েফ, আম্মান এবংবাহরাইনের যমিন ওশরী। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, আরবের যমিন গারবী হতে মক্কা, আদন হতে আকছা এবংসওয়াদে ইরাকের যমিনও ওশরী। তবে এর মধ্যে যে সমস্ত যমিনে আজমী নদীসমূহ হতে পানি সিঞ্চন করতে হয়, তা খেরাজী।

যে সকল দেশ ছোলেহের মাধ্যমেজয় করা হয়েছে এবং তথাকার লোকেরা খেরাজ কবুল করে নিয়েছে, সেই দেশের যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হবে। আর যে সকল দেশ জিহাদের মাধ্যমে দখল করা হয়, আর ইমাম ঐ দেশের যমনি মুজাহিদীনের মধ্যে বন্টন করে দেয়, তবে ঐ যমিনের কর বাবত তাদের উপর হতে ওশর আদায় করা হবে। যে দেশের লোকেরা অপনা হতে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে বা খুশীতে নিজেরাই মুসলমান হয়ে যায়, তবে তথাকার যমিন ওশরী হবে। আর আরব দেশের কোন ভূখণ্ড যদি মুসলমানগণ শক্তি সামর্থ্য দ্বারা অধিকার করে, তার তথাকার লোকগণ মূর্তিপূজক ছিল; কিন্তু মুসলমানগণ ঐ দেশ জয় করার পর তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং ইমাম ঐ দেশকে তাদের হাতেই দিয়ে দেয়, তবে তথাকার যমিন ওশরীই থাকবে।এভাবে আজমের কোন ভূখণ্ড যদি মুসলিশ ইমাম শক্তির দ্বারা দখল করে নেয়, তারপর যদি ইমাম তথাকার লোকদের প্রতি এহসান করে তাদেরকে আযাদ করতঃ তথাকাার যমিন গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করে যমিনের উপর ওশর ধার্য করে দেয় বা যদি ইমাম তথাকার অধিবাসীর উপর এহসান করে যমিন তাদেরকেই দিয়ে দেয় এবং উহা ওশরী করে দেয়, যা ইচ্ছা করার অধিবাসীর উপর ইহসান করে যমিন তাদেরকেই দিয়ে দেয় এবং উহা ওশরী করে দেয়, যা ইচ্ছা করার ইমামের ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) নিজ নাওয়াদেরে এবং ইমাম কুরখী নিজ কিতাবের মধ্যে এরূপই লিখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

খেরাজী যমিন হতে খেরাজের পানি বন্ধ হয়ে গেলে ওশরী পানি হতে সিঞ্চন করা শুরু হলে খেরাজী যমিনও ওশরী হয়ে যাবে । ইহা মুহীতের বিবরণ। যদি কেউ কোন অনাবাদী, চাষে অযোগ্য যমিনকে আবাদ ও চাষের যোগ্য করে নেয়, তবে ঐ যমিন যদি খেরাজী যমিনের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে খেরাজীই হবে এবং ওশরী যমিনের অন্তর্ভুক্ত থাকলে ওশরীই হবে। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন আবাদকারী মুসলমান হবে, আর যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি হয়, তবে ঐ যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হবে– যদিও উহা ওশরী যমিনভুক্ত হয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। খেরাজ দুই রকমের আছে। এক এই যে, যমিনের উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া। যেমন উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ। ইহাকে বলা হয় খেরাজে মোকাসামাহ। আর দ্বিতীয় এই যে, যমিনের উপর একটা নির্দিষ্ট কর ধার্য করা, তাকে ফসল যাহা হোক না কেন। একে বলা হয় খেরাজে অজীফা।

জেনে রাখবে, খেরাজী যমিনের খেরাজ বছরে কেবল একবারই মাত্র দিতে হবে। চাই জিরাত বছরের মাত্র একবারই করা হোক বা বেশিবার করা হোক। পক্ষান্তরে ওশরী যমিনের নিয়ম হল, বছরে যতবার জিরাত করবে, ততবারই উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ দিতে হবে। খেরাজ ধার্য করার নিয়ম হল, কোন যমিনে কত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হতে পারে এবং কি পরিমাণ ফসলে উপর কি পরিমাণ খেরাজ ধার্য করতে হয়। যদি আন্দাজ অপেক্ষা যমিনে ফসল অনেক কম হয় তবে খেরাজও সেই অনুপাতে কমিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে যমিনে যদি আন্দাজ অপেক্ষা ফসল বেশি হয়, তথাপ অজীফা বদল করে অন্য কিছু করে, যেমন আগে কিছু পরিমাণনগদ মুদ্রা ধার্য ছিল, একন তা বদল করে অন্য মাল বা ফসল দ্বারা আদায় করবে, ইহা জায়েয হবে না। যদি যমিন ওয়াকফকৃত হয়, তবে তার উপরও অন্যান্য ওশরী বা খেরাজী যমিনের মত খাজনা ধার্য হবে। ইহা অজীয়ে কারদারীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি কোন খেরাজী যমিন, যার খাজনা নির্ধারিত, কোন গাছের গছব করে, তারপর গাছেব তা অস্বীকার করে এবং মালিকের নিকটও কোন সাক্ষী না থাকে, তারপর দেখা যাবে, যদি গাছেব উহাতে জিরাত না করে, তবে কারও উপর ঐ যমিনের খেরাজ গাছেবের উপর হবে। আর যদি গাছেব তার গছব করার কথা একরার করে বা মালিকের নিকট সাক্ষী থকে এবং জিরাত করায় যমিনের কোন লোকসান না হয়, তবে যমিনের খাজনা মালিকের উপর হবে। আর যদি গাছেব তার গছব করার ক থা একরার করে বা মালিকের নিকট সাক্ষী থাকে এবং জিরাত করায় যমিনের কোন লোকসান না হয়, তবে যমিনের খাজনা মালিকের উপর হবে।

আর যদি জিরাত করায় যমিনের লোকসান হয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট এর খাজনা যমিনের মালিকের উপর হবে। চাই লোকসান বেশি হোক বা কম হোক। যদি কেউ নিজের খেরাজী যমিন কাউকেও ইজারাহ দেয়, বা দার হিসেবে দেয়, তবে তার খেরাজ যমিনের মালিকের উপর হবে। যেমন মোজারেবাতের ছুরতে হয়ে থাকে ; কিন্তু যদি উক্ত খেরাজী যমিন চার দেওয়াল বিশিষ্ট আঙ্গুরের বাগান বা খেজুরের বাগান হয় এবং বাগিচার বৃক্ষসমূহ অত্যন্ত ঘন সন্নিবিশিষ্ট এমন যে, তার মধ্যে কোনরূপ জিরাত করা যায় না। তবে এই ছুরতে উপরোক্ত হুকুম হবে না। আর যদি নিজের ওশরী যমিন ইজারায় দেয় অথবা ধার দেয়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট উহার ওশর মালিকের দিতে হবে। আর ছাহেবাইনের মতে ইজারাহ গ্রহণকারীর উপর বর্তিবে।

আর যদি কেউ নিজ ওশরী যমিন কাউকেও ধার দেয় এবং ধার গ্রহীতা উহাতে জিরাত করে, তবে তাতে ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট দুইটি বর্ণনা আছে। এক রেওয়ায়েত এই যে, ওশর মালিকের উপর হবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনা এই যে, ওশর ধার গ্রহীতার উপর হবে যদি কেউ জিরাতের যোগ্য যমিনকে ইজারাহ লাগায়, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট উহার খেরাজ ইজারাদার বা ধার গ্রহণকারীর উপর হবে। যদি কেউ ওশরী যমিন গছব করে তাতে জিরাত করে এবং জিরাত করায় যমিনের লোকসান না হয়, তবে যমিনের মালিকের উপর উহার

www.nagorikpathagar.org

ওশর ওয়াজিব হবে না। আর যদ লোকসানহয়, তবে যমিনের মালিকের উপর ওশর ওয়াজিব হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ আছে। যদি কেউ নিজের খেরাজী যমিন কারও নিকট বিক্রয় করে এবং যমিনে জিরাত করতে পারবে, তবে উক্ত যমিন ক্রেতার উপর ঐ বছরের খেরাজ ওয়াজিব হবে। চাই সে জিরাত করুক বা না করুক। আর যদি বছরের এই পরিমাণ সময় থাকে যে, তাতে জিরাত করা যায় না, তবে ঐ বছরের খেরাজ যমিন বিক্রেতার উপর হবে।

এই মাসয়ালায় কিছু কথোপকথন আছে। যেমন জিরাতের মধ্যে শুধু গম এবং জওর এ'তেবার করা হবে। অন্য কোন জিরাতের নয়। আর বছরের মধ্যে জিরাত করতে পারার অর্থ এই ধরা হবে যে, জিরাত করার পরে উহা পাকিয়ে যমিন হতে কেটে আনা পর্যন্ত সময় নয় বরং ঐ সময়ের তিনভাগের দুভাগ পর্যন্ত সময় থাকলেই হল। মোটকথা, তিনমাস সময় থাকতে যমিন ক্রয় করলেই ক্রেতার উপর খেরাজ ধার্য হবে। নতুবা বিক্রেতা খেরাজ আদায় করবে। ইহা ফতোয়ায়ে কোবরার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কেউ এভাবে খেরাজী যমিন ক্রয় করে এমন সময় না পায় যে, জিরাত করতে পারে; কিন্তু বাদশাহ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতার নিকট হতে খেরাজ আদায় করে নিয়ে যায়, তবে তার এই ইখতিয়ার হবে না। যে, সে বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করে নেয়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

এক ব্যক্তি খেরাজী যমিন কারও কাছে বিক্রি করল। ক্রেতা আবার আর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করল, সেই ক্রেতা আবার অন্য একজনের নিকট বিক্রি করল। এভাবে সারা বছরে উক্ত যমিন কারও নিকট এক মাসের বেশি থাকল না। ফলে কারও পক্ষে জিরাত করা সম্ভব হল না; সুতরাং এমতাবস্থায় কারও নিকট হতে খেরাজ আদায় করা যাবে না। তখন শেষ ক্রেতাকে দেখতে হবে, যদি তার নিকট যমিন তিন মাস থাকে, তবে তার নিকট হতে খেরাজ আদায় করা যাবে। কেউ এরূপ খেরাজী যমিন বিক্রয় করল, যাতে ফসল আছে এবং সে ফসল এখনও পাকার নিকটবর্তী হয়নি, তবে যদি যমিন ঐ ফসলসহ বিক্রি ককে থাকে, তবে খরিদ্দারের উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে। আর যদি জিরাতের বীজ শক্ত হয়ে থাকার নিকটবর্তী হয়ে থাকে এবং তার পর যমিন বিক্রি করা হয়, তবে ফকীহ আবুল্লাইছ (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা ঐ অবস্থারই অনুরূপ, যে অবস্থায় যমিন ফসলশূন্য খালি থাকে এবং তার সাথে কাটা শস্য বিক্রয় করে। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন খেরাজ আদায়কারী বছর শেষে খেরাজ আদায় করে আর যদি বছরের প্রথম দিকে খেরাজ আদায় করে, তবে ইহা শুধু জুলুম বৈ কি! এ সময় না খরিদ্দারের উপর খেরাজ ওয়াজিব হয়, না বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হয়।

যদি কারও খেরাজী যমিনের মধ্যে ছোট একটি জনপদ থাকে, যার মধ্যে শুধু ঘর-দরজা আছে। মালিক উহা ভাড়ায় খাটায় বা এমনি ফেলে রাখে, তবে ঐ জনপদ বাবত তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি কারও দেশের মুসলমানদের কোন শহরে হুকুমত কর্তৃক চিহ্নিত কোন বাড়ী থাকে, সে ব্যক্তি উহার কিছু অংশে বাগানবানিয়ে নেয় বা খোরমা গাছ লাগিয়ে নেয় এবং তা তার বাড়ী হতে পৃথক করে দেয়, তবে তার বাড়ীই বাগান বানিয়ে নেয়, আর যদি ঐ যমিন ওশরী হয়, তবে ওশর এবং খেরাজী হলে খেরাজ তার উপর ওয়াজিব হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

একব্যক্তি খেরাজী যমিন খরিদ করল এবং তাতে বাড়ী বানিয়ে নিয়ে। তবে তার উপর খেরাজ ওয়াজিব হবে, যদিও সে যমিনে আর জিরাত করার মত অবস্থা নেই। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যে কৃষকের উৎকৃষ্ট দুই রকমের সফল করাই সুযোগ আছে, যমিনও তদ্রূপ। সেই কৃষক যদি উৎকৃষ্ট ফসলের চাষ ছেড়ে দিয়ে নিকৃষ্ট ফসলের চাষ করে, অথচ তার কোন ওজর অসুবিধাও নাই, তবে তাকে উৎকৃষ্ট ফসলের উপযোগী খেরাজই দিতে হবে। যেমন কারও

www.nagorikpathagar.org

নিকট জাফরান চাষের উপযোগী যমিন আছে; কিন্তু সে তাতে জাফরানের চাষ না করে যদি কোন তরকারীর চাষ করে, তবে তার উপর জাফরানের খেরাজ ওয়াজিব হবে। অথবা কারও যদি চার দেওয়াল বিশিষ্ট আঙ্গুরের বাগান থাকে, আর সে তা কেটে ছাফ করে যদি সে যমিনে তরকারী বা শাকসব্জীর চাষ করে, তবে তার উপর আঙ্গুরের বাগানের খেরাজই ওয়াজিব হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। যার যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করা হয়েছে, যদি সে অতঃপর মুসলমান হয়ে যায়, তবে তার নিকট হতে পূর্বানুরূপই খেরাজ নেয়া হবে।

যদি কোন মুসলমান কোন যিম্মীর নিকট হতে খেরাজী যমিন খরিদ করে এবং সেই মুসলমান হতে খেরাজই আদায় করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। ইহা হেদায়াহর মধ্যে আছে। একই যমিনে ওশর ও খেরাজ উভয় একত্রিত করা যাবে না। চাই যমিন ওশরী হো বা খরাজী হোক। যদি কেউ তেজারতের উদ্দেশ্যে ওশরী বা খেরাজী যমিন খরিদ করে, তবে উক্ত যমিননের জন্য ওশর বা খেরাজ ওয়াজিব হবে, ঐ যমিনের উপর তেজারতের যাকাত লাযেমহবেনা। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি ওশরী যমিন খরিদ করে তবে তার নিকট হতে খেরাজ আদায় করা যাবে। ইহা যাদের মধ্যে আছে। যদি যমিনের কৃষির উপরে কোন আসমানী দুর্যোগ আসার কারণে তা নষ্ট হয়ে যায় যা প্রতিরোধের কোন উপায় নেই, তবে সেক্ষেত্রে খেরাজ হবে না। আর যদি এমন কোন দুর্যোগ ঘটে যাতে কৃষি নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তা প্রতিরোধ করা যায়, তবে যদি তা না করে, তবে সেক্ষেত্রে খেরাজ আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। খেরাজী যমিনের ফসল কাটার আগে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তবে খেরাজ ছাকেত হবে। আর কাটার পরে নষ্ট হলে ছাকেত হবে না। একইভাবে ওশরী যমিনের ফসল কাটার আগে নষ্ট হয়ে গেলে ওশর ছাকেত হয়ে যাবে। আর কাটার পরে নষ্ট হলে যা কিছু যমিনের মালিকের অংশে ছিল, উহা তার যিম্মা হতে ছাকেত হবে, আর কৃষকের যিম্মায় যা ছিল, তার অংশের ওশর মালিকের যিম্মায় বাকী থাকবে।

যে ব্যক্তি যমিনের ওশর বা খেরাজ আদায় না করে মরে যাবে, তার পরিত্যক্ত মাল হতে উহা আদায় করে নেয়া হবে কোন যমিরেন মালিকের জন্য যমিনের ওশর বা খেরাজ আদায় না করে উহার উৎপন্ন ফসল ভোগ করা হালাল হবে না। বাদশাহর জন্য এই ইখতিয়ার আছে যে যমিনের ওশর বা খেরাজ আদায় করার জন্য যমিনের ফসল যমিনের মালিকের নিকট হতে ক্রোক করে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উহা আদায় করে দেয়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) নাওয়াদেরে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ যমিনের দুই এক বছরের ওশর বা খেরাজ যা খুশী অগ্রিম দিয়ে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। মুন্তাকার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এইভাবে যদি কেউ কেউ বছরের ওশর বা খেরাজ অগ্রিম আদায় করে দেয়, তার পর বন্যার পানিতে সেই বছরের সফল সব নষ্ট হয়ে যায়, তবে ইমাম তার আদায়কৃত কেরাজ বা ওশর যমিনের মালিককে ফিরে দিবে তবে শর্ত এই যে, যদি তা তার নিকট মৌজুদ থাকে। আর যদি পূর্বেই উহা এবং অন্যান্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়, তবে আর উহা ফিরিয়ে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে না।

জিযিয়ার আরো কিছু মাসায়েল

জিযিয়া দুই প্রকার। এক হল, যা ছোলেহ এবং রাজী– রগবত সূত্রে নির্ধারিত করা হয়। ইহার পরিমাণ তাই থাকবে, যার উপর উভয় পক্ষ একমত হয়ে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইহা কাফীর মধ্যে উল্লেখ আছে। ঐ পরিমাণ হতে বেশিও করা যাবে না। এবং কমও যাবে না। ইহা নাহরুল ফায়েকের বিবরণ।

আর দ্বিতীয় প্রকার জিযিয়া হল, ইমামুল মুসলিমীন কাফেরদের উপর জয়লাভ করে তাদের প্রতি এহসান হিসাবে নিজের মতানুসারে যে কর ধার্য করেন, তা। ইহা কাফীর বিবরণ। এই জিযিয়া শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত, চাই ইহা তারা চাক বা এনকার করুক, চাই রাজী হোক বা চাই নারাজ হোক। ধনীদের প্রত্যেকের উপরে বছরে আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যেকের উপরে বছরের চব্বিশ দিরহাম এবং গরীবদের প্রত্যেকের উপরে বছরে বার

www.nagorikpathagar.org

দিরহাম করে জিযিয়া ধার্য করা যাবে। ইহা ফতহুল কাদীর, হেদায়া এবং কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে। ওলামায়ে কিরাম ধনী, মধ্যমাবস্থাপন্ন এবং গরীবের পরিচয় এবং নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রত্যেক শহরের প্রচলন এবং সাব্যস্তানুসারে ধনী, মধ্যম এবং গরীব নির্ধারিত হবে। মোটকথা, যে দেশের লোক যাকে ধনী বা মধ্যমাবস্থাসম্পন্ন বা গরীব বলবে, সে তাই সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুরখী বলেন যে, গরীব সেই ব্যক্তি, যে দুইশত দিরহামের মালিক আর মধ্যম শ্রেণীর লোক সেই ব্যক্তি, যে দুইশত দিরহামের উপর হতে দশ হাজার দিরহাম পর্যন্তের মালিক। আর ধনী সেই ব্যক্তি, যে দশ হাজার দিরহামের বেশীর মালিক। শায়েখ কাজী হাসান ইবনে মনছুর (রহঃ) বলেন যে, এক্ষেত্রে কুরখী (রহঃ) এর কওলই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইহা ফতোয়ায়ে কাজী খানের মধ্যে আছে। আর জিযিয়ার জন্য মো'তামেল হওয়া শর্ত। মো'তামেল বলা হয় তাকে, যে ব্যক্তি সুস্থ ও নিরোগ অর্থাৎ বছরের অধিকাংশ সময় যে সুস্থ থাকে ও কাজকর্ম করতে পারে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। ইজাহের মধ্যে আছে যে, যে যিম্মী সারা বছর বিমার থাকে, কাজকর্ম করতে পারে না, যদিও সে একেবারে গরীব নয়, তবে তার জিযিয়া ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি অর্ধেক বছর বা তার বেশি সময় রোগাক্রান্ত থাকে, তবে তারও এই হুকুম। আর যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ ও কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজকর্ম করা ছেড়ে দেয়, তবে তার হুকুম মো'তামেলের অনুরূপ, অর্থাৎ তার জিযিয়া দিতে হবে। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে।

জিযিয়া আমাদের নিকট বছরের প্রথম হতে ওয়াজিব হয় এবং জিযিয়া আহলে কিতাবে উপরও ধার্য হবে হবে। চাই তারা আরব বা আজম যথারই হোক না কেন বা আজমের মূর্তিপূজক বা মজুসীই হোক না কেন, তাদের উপরও জিযিয়া ধার্য হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। জিযিয়া আদায় করার সময় হল, বছরের শেষে আগামী বছর শুরু হবার পূর্বক্ষণ। ইমা আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, প্রতি দুইমাস বাদে বাদে কিস্তিতে কিস্তিতে জিযিয়া আদায় করা যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক মাসে মাসে জিযিয়া আদায় করবে; কিন্তু শুদ্ধতর হল প্রথম কওল। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। ছামেরী সম্প্রদায় ইহুদীদের মধ্যে শামিল এবং ফিরিঙ্গি ও আরমেনী সম্প্রদায় নাছারাদের মধ্যে শামিল। যদি মুসলিম সৈন্যগণ আজমী আহলে কিতাব, মজুসী এবং মূর্তিপূজকদের উপর ছোলেহ সন্ধি বা জিযিয়া ধার্য করা ছাড়া অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়, তবে সেখানকার পুরুষ মহিলা এবং বাল-বাচ্চা সবই মোফতস্বরূপ। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

ছাবায়ী সম্প্রদায়ের নিকট হতে ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে জিযিয়া নেয়া যাবে। ছাহেবাইন বলেছেন, এদের নিকট হতে জিযিয়া আদায় করা যাবে না। তারপর মুবীজাহ সম্পর্কে মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, দেখা যাবে যে, যদি তারা কোন নতুন আত্মপ্রকাশকারী সম্প্রদায় হয়, তবে তারা মোরতাদ। তাদের নিকট হতে জিযিয়া নেয়া যাবে না বরং তারা কতলের যোগ্য। আর যদি তারা কোন পুরাতন সম্প্রদায় হয়, তবে তাদের নিকট হতে জিযিয়া নেয়া যাবে। আর যিনদীকদের নিকট হতেও জিযিয়া নেয় যাবে। আরবের মূর্তিপূজকের উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে না এবং মোরতাদদের নিকট হতেও জিযিয়া নেয়া যাবে না। তারা হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা কতল হবে। উল্লেখ থাকে যে, মহিলা, বাচ্চা এবং অন্ধের উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। অতিশয় বৃদ্ধ এবং গায়রে মো'তামেলে উপরও জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। পাগল এবং দিগ-দিশাশূন্য লোকদের উপরও জিযিয়া ধার্য হবে না। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। ইহা শরহে মোখতারের মধ্যে আছে। মাতুহ অর্থাৎ অপ্রকৃতিস্থ লোকদের উপরও জিযিয়া আরোপিত হবে না।

যাদের হাত-পা কর্তিত, তাদের উপরও জিযিয়া ওয়াজিব হবে না। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। মামলুক, মোকাতেব, মোদাব্বের এবং উম্মে ওয়ালাদের উপও জিযিয়া ধার্য হবে না এবং তাদের মালিকেরাও তাদের পক্ষ হতে

www.nagorikpathagar.org

আদায় করবে না। এভাবে রাহেব অর্থাৎ ধর্মযাজকদের উপও জিযিয়া হবে না– যারা সাধারণ লোকদের সাথে সম্পর্কহীন জীবন যাপন করে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। হাদীসে কুদসীর মধ্যে আছে, যিম্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদরে জিযিয়া রহিত হয়ে যায়। মুসলমানের আযাদকৃত নাছারা গোলামের উপর জিযিয়া ধার্য হবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। কোন কোরায়শী কাফের গোলাম আযাদ করে দিলে তার উপর জিযিয়া ধার্য হবে এবং তার নিকট হতে ঐ বছরের জিযিয়াও আদায় করা যাবে, যদি সে মালদার হয়।

যদি বছরের প্রথম দিকে কোন গোলাম আযাদ করা হয়, অথচ তার নিকট তার নিকট মাল থাকে, তবে যদি অন্যান্য লোকদের উপর জিযিয়া ধার্য করার আগে তাকে আযাদ করা হয়, তা হলে তার উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে আর যি তারে উপর জিযিয়া ধার্য করার পর তাকে আযাদ করা হয়, তবে তার উপর ঐ বছরের জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। যদি কোন হরবী যিম্মীদে র উপর জিযিয়া ধার্য করার আগে যিম্মী হয়, তবে তার উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে এবং বছরের জিযিয়াও তার নিকট হতে আদায় করা হবে। আর যদি যিম্মীদের উপর যিযিয়া ধার্য করার পর সে যিম্মী হয়, তবে ঐ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার উপর জিযিয়া ওয়াজিব নয়, যদি সে সুস্থ হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বছর অতীত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর জিযিয়া ধার্য করা যাবে না। চাই যিম্মীদের উপর জিযিয়া ধার্য করার আগেই সে সুস্থ হোক না কেন। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে। যদি ইমামের জিযিয়া ধার্য করার আগে রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য হয়ে যায়, তবে এই ব্যক্তির উপরও জিযিয়া ধার্য হবে। আর যদি ধার্য করার পরে আরোগ্য হয়, তবে তার উপর ঐ বছরের জিযিয়া ধার্য হবে না।

যদি কোন যিম্মী দুই বছরের জিযিয়া আগাম দিয়ে দেয়, তারপর ইসলাম গ্রহন করে, তবে এবং বছরে কর ফেরত দেয়া যাবে; কিন্তু প্রথম বছরের কর ফেরত দেওয়া যাবে না, যদি সে সেই বছর শুরু হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে বা মরে যায়। ইহা শরহে মোখতারে উল্লেখ আছে। আর এই মাসয়ালা সেই ইমামের কওলের ভিত্তিতে, যে ইমাম বলেন যে, ব ছর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সেইবছরের জিযিয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। জামে' ছগীরে ইহা বর্ণিত রয়েছে। ফতোয়াও এর উপর। ইহা ফতোয়াও এর উপর। ইহা ফতোয়য়ে কোবরার মধ্যে আছে। যদি কেউ ধারাবাহিক কয়েক বছর যিম্মী হিসাবে থাকে, কিন্তু তার নিকট হতে জিযিয়া আদায় করা না হয়, এমন কি সে মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাদের নিকট হতে জিযিয়া তলব করা যাবে না। আর যদি মুসলমান না হয়; বরং কুফরের করা যাবে না; এবং বর্তমান সনের জিযিয়া তলব করা যাবে– যতদিনে না ঐ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে আছে।

যদি কোন যিম্মী তার জিযিয়ার মাল তার গোলাম বা কোন প্রতিনিধি মারফত পাঠিয়ে দেয়, তবে এরূপ প্রশ্রয় তাকে দেওয়া যাবে না। ইহাই সর্বাধিক উত্তম রেওয়ায়েত; বরং যিম্মীকে কঠোরভাবে বলে দেওয়া যাবে যে, জিযিয়া স্বয়ং নিজে হাজির হয়ে আদায়কারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় পেশ করবে এবং আদায়কারী উপবিষ্টাবস্থায় তা গ্রহণ করবে। এক বর্ণনায় আছে যে যিম্মীকে ধরে দুই একটি ধাক্কা দিয়ে বলবে যে, আয় যিম্মী! দে তোর জিযিয়া দেয়। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে আছে আর জিযিয়া লেন- দেনের সময়ে আদায়কারীর হাত উপরে এবং দাতার হাত নীচের থাকবে ইহা তাতারখানিয়ার বিবরণ।

যদি যিম্মীগণ দেশের মধ্যে তাদের কোন নূতন মন্দির বা উপাসনালয় বানাতে চায় বা মজুসীরা কোন অগ্নি মণ্ডপ বানিয়ে নিতে চায় এবং তা কোন মুসলমান শহরে বা মুসলমান শহরের সীমান্ত এলাকায় বানাতে চায়, তবে সকলের সম্মিলিত মতেই তা নিষেধ করা যাবে আর যদি তা শহরের কোন নিকটবর্তী স্থানে বা কোন গ্রামে বানাতে চায়, তবে তাতে মতভেদ রয়েছে এবং মতভেদমূলক বর্ণনার ভিত্তিতে মাশায়েখগণও ইহাতে মতভেদ করেছেন। যেমন নাকি

মাশায়েখে বলখীগণ বলেছেন যে, এরূপ স্থানে বানাতেও নিষেধ করা যাবে তবে যে সকল গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী যিম্মী, সেখানে বানাতে মানা করা যাবে না। আর বোখারার মাশায়েখ, যাদের মধ্যে আবুবকর মুহাম্মদ ইবনসুল ফজল (রহঃ) ও রয়েছেন, তারা বলেন যে, মানা করা যাবে না এবং শামসুল আয়েম্মা সুরুখসী (রহঃ) বলেন যে, আমার নিকট শুদ্ধতর মত এই যে, তাদেকে এই শহরের কোন নিকটবর্তী স্থানে বানাতেও নিষেধ করা যাবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

আর আরবের যমিনে শহর বা গ্রাম সর্বস্থলেই ইহা বানাতে নিষেধ করা যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। একইভাবে তাদেরকে ছুমআ বানাতে দেওয়াও জায়েয হবে না। চুমআ বলা হয় এই জাতীয় উপাসালয়কে যার মধ্যে উহাদের যে কোন একজন লোক একই সময় উহাদের নিজেরে রীতিতে উপাসনা করে থাকে। হ্যাঁ, তবে যদি উহারা নিজেদের বাড়ীর মধ্যে পৃক ঘর উপাসনার জন্য বা বড় ঘরের মধ্যে কোন পৃথক উপাসনা কক্ষ নির্মাণ করে, তবে তা নিষেধ করা যাবে না। ইহা গায়াতুল বয়ানের বিবরণ।

আমাদের মাশায়েখণগণ বলেন যে, শহরের কাছে বা গ্রামের মধ্যে যে সকর পুরানা মন্দির বা গীর্জা আছে, তা নষ্ট করা যাবে না তারপর যা শহরের মধ্যে আছে, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, শহরের মধ্যকা পুরানা মন্দির, গীর্জা নষ্ট করা যাবে না। তবে কিতাবুল ওশর ও খেরাজের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের শহরে পুরোনা মন্দির, গীর্জা নষ্ট করা যাবে না। তবে কিতাবুল ওশর ও খেরাজের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের শহরে পুরানা মন্দির, গীর্জা বা উপাসনালয় ভেঙ্গে দিয়ে থাকে, তবে তাদের জন্য এই অধিকার থাকবে যে, উ যথাস্থানে যেরূপ ছিল ঠিক তদ্রূপই সেই স্থানে নির্মাণ করে নেয় আর যদি তারা বলে যে, আমরা উহা জায়গা পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় নির্মাণ করব, তবে তাদেরকে এই অধিকার দেওয়া যাবে না এবং পুর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকাওে নির্মাণ করতে দেওয়া যাবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের ফতোয়া।

উল্লেখ থাকে যে, পুরানা মন্দির গীর্জার অর্থ এই যে, মুসলমানগণ যখন উক্ত শহর কাফেরদের নিকট হতে ছোলেহ সূত্রে অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছিল, তার পূর্বেই উহা নির্মিত হয়েছিল। এতে এমন কোন শর্ত নেই যে, ছাহাবায়ে কেরাম বা তাবে-তাবেয়ীনদের যমানা হতেই উহা থাকতে হবে। উহা গায়াতুল বয়ানের বিবরণ। আর যদি তাদের কোন মন্দির কোন গ্রামে থাকে এবং ঐ মন্দির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উহার চার পাশে বহু ইমারত অট্টালিকা বানিয়ে নেয়, তবে কিতাবুল ওশরের বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া যাবে যে, এগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং অন্যান্য ওলামাগণের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদেরকে এরূপ হুকুম দেওয়া যাবে না। এভাবে যদি তাদের কোন মন্দির বা গীর্জা শহরের নিকটবর্তী কোন স্থানে বর্তমান থাকে, তার পর তারা এর চার পাশে ইমারাত নির্মাণ শুরু করে এবং তারা বৃদ্ধি করতে করতে তা শহরের সাথে মিলে ফেলে অর্থাৎ যেন উহা শহরেরই ইট মহল্লা বলে মনে হতে থাকে, তা হলে মন্দির বা গীর্জা ভাঙ্গার নির্দেশ দেওয়া যাবে এবং এই মতই শুদ্ধ। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি আহলে হরব এরূপ দরখাস্ত করে যে, আমরা মুসলমাদের সাথে এরূপ শর্তে তাদের যিম্মা স্বীকার করে নিতে পারি যে, যদি আমরা আমাদের দেশে কোন গ্রামে বা শহরে নতুন মন্দির বা গীর্জা নির্মাণ করি, তবে তা করতে এবং প্রকাশ্যভাবে শরাব ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা যাবে না। তবে মুসলমানদের এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের সাথে ছোলেহ করা উচত হবে না। আর যদি এরূপ শর্তে ছোলেহ করে নেয়, তবে তাদের সেই ছোলেহ ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকবে। ইহা যখীরাহর বিবরণ।

যদি আহলে হরবের কোন কওম মুসলমানদের সাথে এই শর্তে ছোলেহ করে যে, আমরা আমাদের জান ও মাল হেফাজতের জন্য মুসলমানদের যিম্মা স্বীকার করে নিলাম। শর্ত এই যে, আমাদের ঘর বাড়ী গ্রাম মহল্লা এবং শহরে

মন্দির গীর্জা এবং উপাসনালসমূহ যা বর্তমান আছে এবং ঐ স্থানসমূহে শরাব ও শূকর প্রকাশ্যে বেচাকেনা হয় এবং মা ও ভগ্নির সাথে বিয়ে হয়। মৃত জন্তু প্রকাশ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়, আমাদের সেই সমস্ত ছোট বা বড় গ্রাম অথবা শহর যা মুসলমানদের হয়ে যাবে, তাতে জুমার নামায কায়েম করা যাবে এবং হুদুদে শরয়ী জারী করা যাবে তবে মুসলমান ছোলেহের পরে তাদেরকে পূর্বোল্লিখিত কাজগুলো প্রকাশ্যে করতে নিষেধ করবে; এবং যিম্মীদের এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, তারা সেখানে কোন নতুন মন্দির বা গীর্জা নির্মাণ করে। আর তারা প্রকাশ্যে শরাব ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না। মৃত জন্তুও বেচাকেনা করতে পারবে না এবং তারা মা ও ভগ্নিকে প্রকাশ্যে বিবাহও করতে পারবে না। আর ঐ দেশ মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পূর্বে সেখানে যে সমস্ত মন্দির, গীর্জা বা উপাসনালয় কায়েম ছিল সেগুলো সেভাবেই থাকবে। যদি তার কোনটি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, তবে পূর্বে তা যেখানে যেরূপ ছিল ঠিক সেখানে সেরূপভাবে নির্মাণ করতে পারবে। যদি তারা বলে যে, আমরা স্থান পরিবর্তন করে শহরের অন্য কোন স্থানে নির্মাণ করব, তবে তাদেরকে সেই অধিকার দেওয়া যাবে না।

যদি ইমাম আহলে হরবের কোন কওমের উপর জয়যুক্ত হয়, তারপর সে ভাল মনে করে যে, তাদের উপর এবং তাদেরকে যমিনের উপর খেরাজ ধার্য করে দেয়, যমিন এবং ঐ দেশকে গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন না করে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে বন্টন না করে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের সাথে করেছিলেন, তবে ইহা জায়েয হবে। এরূপ করা হলে এদের মন্দির এবং গীর্জা বানাতে নিষেধ করা যাবে না। শরাব ও শূকর প্রকাশ্যে বেচা-কেনা করতে এবং উল্লিখিত কুকাজগুলোও প্রকাশ্যে করতে মানা করা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহাহাজে বর্ণিত আছে। আর যদি ইমাম মুশরিকদের কোন শহর শক্তি ও সামর্থের মাধ্যমে জয় করে নেয় এবং তথাকার লোকদের সাথে এরূপ শর্তে ছোলেহ করে নেয় যে, তাদেরকে যিম্মী বানাবে। অথচ ঐ দেশে পুরানা মন্দির, গীর্জা উপসনালসমূহ বর্তমান আছে। অতঃপর তাদের এরূপ শহর ও গ্রামের মধ্যে কোন শহর বা গ্রাম এরূপ হয়ে যায় যে, তাতে জুমার নামায আদায় করা হয় এবং হুদুদে শরয়ী জারী হওয়া শুরু হয়ে যায়, তবে ইমাম যিম্মীদেরকে তাদের মন্দির ও গীর্জায় তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী উপাসনা করতে নিষেধ করে দিবে এবং তাদেরকে নির্দেশ দিবে যে, ঐ গৃহগুলোকে তোমরা তোমাদে র বাসগৃহে রূপান্তর কর; কিন্তু ইমামের জন্য ইহা উচিত হবে না যে, ঐ গৃহগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে।

যদি আহলে হরবের কোন কওম যিম্মী হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে এই শর্তে ছোলেহ করে যে, তারা যিম্মী হওয়ার পর তাদের গ্রামে বা শহরে কোন মন্দির বা গীর্জা নির্মাণ করবে না। তার পর তাদের পূর্বে তৈরীকৃত মন্দির বা গীর্জার কোন শহর যদি মুসলমানের হয়ে যায়, তবে মুসলমানদের জন্য ইহা জায়েয হবে না যে, ঐ সমস্ত মন্দির বা গীর্জা ভেঙ্গে ফেলে। আর এই হুকুম হল ওলামায়ে আম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী; কিন্তু কিতাবুল ওশর ও খেরাজের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইহা মুসলমানদের ভাঙ্গার ইখতিয়ার থাকবে। আর এভাবে যদি যিম্মীদের শহরের মধ্যে কোন শহর মুসলমানরে জন্য এমন শহর হয়ে যায়, যেখানে জুমার নামায আদায় হয়, হুদুদে শরয়ী জারী হতে থাকে, তার পর মুসলমানগণ ঐ শহর ছেড়ে দিয়ে অন্য শহরে চলে যায়। আর এই শহরে হয়ত বা মাত্র দুই চারজন মুসলমান থেকে যায়। তারপর যিম্মীগন আবার সেখানে নতুনভাবে কিছু মন্দির ও গীর্জা নির্মাণ করে, তার পর আবার মুসলমানগণ বিশেষ কোন কারণবশতঃ সেই শহরে ফির আসে এবং তথায় আবার নামাযে জুমুআ ও ঈদ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়, হুদুদে শরয়ী জারী হতে থাকে, তবে যিম্মীগণ যে নতুন মন্দির-গীর্জা বানিয়েছে, তা ভাঙ্গা যাবে না। শায়খ রেকোনুল ইসলাম (রহঃ) বলেন যে, এভাবে মুসলমানগণ কোন শহর ছেড়ে যাওয়ার পর যদি যিম্মীগণ সেখানে মন্দির-গর্জা বানায়, তারপর আর মুসলমানগণ কোন কারণবশতঃ সেখানে ফিরে আসে এবং ইহা পুরাপুরি মুসলমানের

www.nagorikpathagar.org

শহের পরিণত হয়ে যায়, এমন কি নামাযে জুমুআ ঈদ ইত্যাদি আদায় হতে থাকে, হুদুদে শরয়ী জারী হয়, তা হলেও যিম্মীদের উক্ত মন্দির-গীর্জা ভাঙ্গা যাবে না।

মুসলমানগণ যদি ইচ্ছা করে যে, যিম্মীদেরকে তাদের মন্দির গীর্জায় উপাসনা করতে মানা করবে, আর যিম্মীগণ যদি বলে যে, আমরা তোমাদের ইমামের সাথে ছোলেহ সূত্রে তোমাদের যিম্মা স্বীকার করে নিয়েছি। সুতরাং তোমাদের আমাদের মন্দিরে- গীর্জায় উপাসনা করতে বারণ করা সিদ্ধ হবে না। আর যদি মুসলমানগণ বলে যে, না, আমরা তোমাদের দেশকে তলোয়ারের জোরে দখল করেছি, তারপর আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও অনুগ্রহবশতঃ তোমাদেরকে যিম্মী করেছি; সুতরাং তোমাদেরকে মন্দির ও গীর্জায় উপাসনা করতে নিষেধ করা আমাদের জন্য সিদ্ধ। তারপর যদি এই মকদ্দমা বর্তমান ইমামুল মুসলিমীনের দরবারে পেশ করা হয়, তবে ঘটনা এই যে, বহুদিন পূর্বে ঐ দেশ মুসলমানদের অধীনে এসেছে, কেউই একথা সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, এই দেশ মুসলমান সন্ধিসূত্রে করায়ত্ত করেছিল, না যুদ্ধ করে জয় করেছিল। এমতাবস্থায় ইমাম সমকালীন ফকীহদের কাছে সমস্যার সমাধান জেনে নিয়ে তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর যদিও তারা কোন সমাধান দিতে না পারে, তবে ইমাম ঐ দেশকে মুসলমানগণ সন্ধিসূত্রে দখল করেছিল বলেই সাব্যস্ত করবে এবং যিম্মীদের কওলই কবুল করে নিবে আর তাদের দ্বারা কসম করিয়ে নিবে।

যদি মুসলমান এবং যিম্মীদের তরফ হতে পরস্পর বিরোধী দুইরকম সাক্ষী পেশ করা হয়, তবে সাক্ষীদেও কোন গুরত্ব দেওয়া হবে না। কেননা স্বাভাবিক কারণেই যে পক্ষীয় লোকগণ নিজেদের স্বার্থে সেই পক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্যদান করবে। তবু এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত শহর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে বলে যারা সাক্ষ্য দিবে, তাদের সাক্ষ্য বিপক্ষের সাক্ষ্যের তুলনায় উত্তম বলে বিবেচিত হবে। তবে ইমাম দেখবে যে, উভয় পক্ষে সাক্ষীদের মধ্যে চরিত্র ও সততা প্রভৃতির দিক দিয়ে কে বেশি নির্ভরশীল, এরূপ যে বিবেচিত হবে চাই মুসলমান হোক, চাই যিম্মী হোক, সে যেরূপ সাক্ষ্য দিবে, তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে ইমাম মকদ্দমার ফায়ছালা করবে। কোন যিম্মীকে এই অধিকার দেওয়া ঠিক হবে না যে, সে বেদ্বীন অর্থাৎ কাফের মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে মুসলমানদের কার্যকলাপ, আচরণ এবং লেবাস-পোশাক প্রভৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের অনুরূপ চলবে। এমন কি যিম্মীদেরকে নেহায়েত জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত অশ্বারোহণ করতেও নিষেধ করা যাবে। ইহা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ আছে।

যিম্মীদেরকে চাদর এবং দিস্তার ব্যবহার করতে নিষেধ করা যাবে। কেননা ইহা মুসলমান ওলামাদের সম্মানজনক লেবাস। যদি কোন যিম্মী কোন মুসলমানের কাছে এদের উপাসনালয়ের পথ দেখিয়ে দিতে বলে, তবে তা দেখিয়ে দিবে না। কেননা, উহা গুনাহের কাজের স্থান; সুতরাং সে কাজ করতে যে কোনরূপ সাহায্য বা সহযোগিতা করাও গুনাহের কাজ। যদি কোন মুসলমানদের পিতামাতা যিম্মী হয়, তাদের ঐ পিতামাতাকে কখনও তাদের মন্দিরে পৌছিয়ে দিয়ে আসা চাই না অবশ্য তাদেরকে মন্দির হতে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে তাদের হাত ধরেও নিয়ে আসবে ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের বিবরণ।

মুসলমানগণ কখনও যিম্মীদেরকে প্রথম সালাম করবে না। তবে যদি তারা মুসলমানগণকে সালাম করে, তখন তারা জবাব দিবে; কিন্তু জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' এতটুকুই বলবে, এর বেশি কিছু নয়। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। নাছারাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া যাবে না যে, তারা গীর্জায় বুলন্দ আওয়াজে ঢোল-বাদ্য বাজায় এবং বড় জামাত করে প্রকাশ্যে তাদের নামায পড়ে। অবশ্য ঘরে তাদেরকে একাকী নামায পড়তে মানা করা যাবে না। আর ইহুদী নাছারারা যদি তাদের তৌরাত, ইঞ্জীল, যাবুর উচ্চ আওয়াজে পাঠ করে এবং তাতে শিরকমূলক কিছু না থাকে,

www.nagorikpathagar.org

তবে নিষেধ করা যাবে না আর তদ্রূপ কোন কিছু থাকলে নিষেধ করা যাবে। যদি মুসলমানের শহর হতে অনেক দূরে তারা গীর্জা হতে ছাবিল বের করে বা উচ্চশব্দে বাজনা কাজায়, তবে তাতে দোষের কিছু নাই। তানজীসের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যিম্মীগণ মুসলমানদের কোন গ্রামে বা শহরের যদি এমন কতকগুলো কাজ করে, যেগুলো সম্পর্কে সন্ধিপত্রে যদিও উল্লেখ নাই কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই জঘন্য, তবে তাদেরকে সে কাজগুলো করা হতে নিষেধ করা যাবে– যেমন ব্যবিচার, অশ্লীল গান-বাজনা, নৃত্য, জুয়া ইত্যাদি।

মোরতাদ কাকে বলে

মোরতাদ বলা হয় সেই লোকদেরকে, যারা দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে । ইহা নাহরুল ফায়েকের মধ্যে আছে। মোরতাদের হুকুম হল, ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের যবান হতে কুফরী কালাম বলতে শুরু করা। আর এভাবে মোরতাদ হওয়ার বিশুদ্ধতার শর্ত হল, আকেল হওয়া। অতএব কোন পাগল বা উন্মাদ ব্যক্তির মোরতাদ হওয়া শুদ্ধ নয়। এরূপ নাবালেগের মোরতাদ হওয়াও শুদ্ধ নয়, যার আকল হয়নি। আর যে ব্যক্তি কখনও পাগল হয় এবং কখনও সুস্থ হয়, তার ক্ষেত্রে দেখা যাবে, যদি সে সুস্থ থাকার সময় এরতেদাদ করে অর্থাৎ ইসলাম হতে ফিরে যায়, তবে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি পাগল থাকাকালে করে, তবে তা অশুদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি নেশার ঘোরে এমন আচ্ছন্ন যে, তার হুঁশ-জ্ঞান লুপ্ত, তবে তার এরতেদাদও অশুদ্ধ। পূর্ণ বালেগ হওয়া মোরতাদ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। শরীর ও মন সুস্থ, স্বাভাবিক ও নিরোগ হওয়াও এরতেদাদ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। যে ব্যক্তি কোনরূপ জবরদস্তি বা মজবুরীর কারণে মোরতাদ হবে, তা শুদ্ধ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যে বালক ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, যে জানে যে ইসলাম দোযখ হতে নাজাতের উপায়, আর পাক নাপাক, হারাম-হালাল যে তমিজ করতে পারে, মিঠা ও তিতাকে যে পরখ করতে পারে, তার এরতেদাদ শুদ্ধ। ফতোয়ায়ে কাজীখান এবং হেদায়ায় উক্তরূপ বর্ণনার পরে বলা হয়েছে যে, ইহার জন্য অন্ততঃ সাত বছর বয়স হওয়া চাই। ইহা নাহরুল ফায়েকে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি অর্ধচেতন অবস্থাপ্রাপ্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ যার জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায়, তার এরতেদাদও শুদ্ধ নয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে আছে। যখন কোন ব্যক্তি এভাবে ইসলাম হতে ফিরে যায়, তখন তার নিকট ইসলাম পেশ করা যাবে। ঐ ব্যক্তির মনে কোন ব্যক্তি এভাবে ইসলাম হতে ফিরে যায়, তখন তার নিকট ইসলাম পেশ করা যাবে। ঐ ব্যক্তির মনে কোন বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ উদয় হলে যদি সে তা প্রকাশ করে, তবে পরিষ্কারভাবে তা দূর করে দেয়া চাই। আমাদের মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে কোন মোরতাদকে তিনদিন পর্যন্ত কয়েদ করে রাখা যাবে। যদি ইহার মধ্যে সে আবার মুসলমান হয়ে যায়, তবে ভাল কথা, আর না হলে তাকে কতল করা যাবে। এই হুকুমে গোলাম ও আযাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে উল্লেখ আছে।

মোরতাদ ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার নিয়ম হল, সে কালেমায় শাহাদাত মনে মুখে পাঠ করবে। আর ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোন ধর্মের উপরে সে নিজের বেজারি ও নারাজী প্রকাশ করবে বা সে যে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল সে ধর্মের প্রতি বেজারি ও নারাজী প্রকাশ করলেও চলবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। নাতেকী (রহঃ) হাসান (রহঃ) এর কিতাবুল এরতেদাদ হতে আজনাসের মধ্যে নকল করেছেন যে, যদি মোরতাদ তাওবাহ করে ইসলামে ফিরে আসে, তারপর আবার কাফের হয়, এভাবে পরপর তিনবার করে এবং প্রত্যেকবার ইমামের নিকট ওজর পেশ করে এবং সময় প্রার্থনা করে, তবে ইমাম তা তৃতীয়বার তিনদিনের সময় দিবে, তাপর চতুর্থবার যদি সে কুফরের দিকে ফিরে যায় এবং তারপর আবার ইমামের নিকট সময় প্রার্থনা করে, তবে আর ইমাম তাকে সময় দিবে না; সুতরাং যদি সে মুসলমান হয়, তবে তো ভাল, নতুবা তাকে হত্যা করবে।

www.nagorikpathagar.org

শায়েখ কুরখী (রহঃ) স্বীয় মোখতাছারে বর্ণনা করেছেন , যদি ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বারের পরেও ইসলাম হতে ফিরে যায় এবং তাকে ইমামের নিকট নেওয়া হয়, তা হলেও আবার তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে। যদি সে তাওবাহ না করে, তবে তাকে কতল করে ফেলবে। আর কোন সময় দিবে না, যদি তাওবাহ করে, তবে তাকে ক্লেশকর প্রহার করবে, তবে লক্ষ্য রাখবে যেন উহা শরয়ী হুদুদের পর্যায় না পৌঁছে। তারপর তাকে কয়েদ করে রাখবে। কয়েদখানা হতে বের করবে না। যেন তার চেহারায় তাওবার নিদর্শন ফুটে উঠে। আর তার প্রকাশ্য লক্ষণ দ্বারা অনুভূত হয় যে, এবার কাজে মধ্যে এখলাছ এসেছে। এরূপ অবস্থা প্রকাশ পাবার পর তাকে মুক্ত করে দিবে। শায়খ আবু ল হাসান কুরখী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের সকল ইমামের কওল এই যে মোরতাদকে সর্বদা তাওবা করতে বলা যাবে। ইহা গায়াতুল বয়ানে উল্লেখ আছে। যদি মোরতাদের কাছে ইসলাম পেশ করার আগে কেউ তাকে কতল করে ফেলে বা তার কোন অঙ্গ কর্তন করে, তবে তা মাকরূহ তানযীহী হবে। ইহা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। মাকরূহ তানযীহী হওয়া দ্বারাই বুঝা যাচ্ছে যে, ঐরূপ কতলকারী বা অঙ্গ কর্তনকারীর উপর কোন কিছুর জেমান বর্তিবে না। তবে ইমামের নির্দেশ ব্যতীত যদ এরূপ কাজ করে, তা হলে ইমাম তাকে অবশ্যই তাদীব দিবে। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে।

যদি কোন বালক মোরতাদ হয় অথচ সে বুঝমান। তবে তার মোরতাদ হওয়া ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট শুদ্ধ হবে। তার উপর ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জবরদস্তি করা যাবে; কিন্তু তাকে কতল করা যাবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। আর বালক যদি করীবুল বুলুগ হয়, তবে তার হুকুমও ঐরূপ হবে ইহা মুহীতে সুরুখসীর বিবরণ।

মোরতাদ মহিলাকে কতল করা যাবে না, তাকে আটক করে রাখা হবে এবং তিনদিন পরপর তাকে প্রহার করা যাবে, যেন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু যদি কেউ তাকে কতল করে ফেলে, তবে তার উপর কিছুই হবে না। কোন দাসী-বাদী মোরতাদ হলে তার ইসলাম গ্রহণের জন্য জবরদস্তির দায়িত্ব তার মনিবের উপর ন্যস্ত হবে। কেননা মনিব তার নিজের বাড়ীতে তাকে কয়েকদণ্ড করে রাখতে পাবে এবং মাঝে মাঝে প্রয়োজনে প্রহারও করতে পারবে। তাছাড়া মনিব তার নিকট হতে খেদমতও গ্রহণ করতে পারবে। মোটকথা দাসীকে তা মালিকের যিম্মায় দিয়ে দিবে, চাই সে তার প্রয়োজন অনুভব করুক বা না করুক এবং তার দ্বারা সে খেদমতাদি গ্রহণ করুক বানা করুক। ইহা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ আছে। তবে উল্লেখ্য যে, মনিব তার সাথে অতী করবে া। বালিকা মোরতাদের যদি বুদ্ধিমতি হয়, তবে তার হুকুম বয়ঃপ্রাপ্তা মহিলার অনুরূপ হবে। ইহা নাহরুল ফায়েকের মধ্যে আছে। আযাদ মোরতাদ আওরাত যতদিন দারুল ইসলামে থাকবে, কয়েদ করে তাকে দাসী বানাবে না। আর যদি সে দররুল হরবে চলে যায় এবং তথা হতে গ্রেফতার করে আনা হয়, তবে তাকে দাসী বানাবে। ইমাম আজম (রহঃ) হতে নাওয়াদেরে এরূপও বর্ণিত আছে যে, আযাদ মোরতাদ মহিলাকে দারুল ইসলামে থাকা অবস্থাও দাসী বানানো যাবে।

কোন কোন মাশায়েখ (রহঃ) বলেছেন যে, এই বর্ণনায় ভিত্তিতে যদি এরূপ মোরতাদ দাসী ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়া যায়, যাদের স্বামী বর্তমান আছে, তবে দোষের কিছু নয়। তখন উচিত হবে, তার স্বামী তাকে ইমাম দ্বারা দাসী বানিয়ে নিবে অথবা ইমাম ঐ মোরতাদ দাসীকে তার স্বামীর নিকট হেবা করে দিবে। ফলে সে তার মালিক হয়ে যাবে এবং এমতাবস্থায় তাকে আটক করতে ও প্রহার করতে পারবে। ইহা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে। বাশার বিন অলীদ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যদি মোরতাদ নিজের মোরতাদ হওয়ার কথা অস্বীকার করে যে, আমি মোরতাদ হই নাই; বরং সে তাওহীদ এবং রেসালাতের একরার করে, তবে এই আমর তার পক্ষ হতে তাওবাহ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

www.nagorikpathagar.org

মোরতাদ ব্যক্তির মোরতাদ হওয়ার কারণে তার মাল হতে তার মিলিকিয়াত দূর হয়ে যায়; কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলে আবার তা ফিরে আসে। আর যদি সে মরে যায় বা মোরতাদ অবস্থায় তাকে কতল করা হয়, তবে তার ইসলামে থাকা অবস্থায় যা সে কামাই করেছে, তার কর্জ থাকলে সেই কর্জ পরিশোধ করে উদ্বৃত্ত মালের তার ওয়ারিছগণ মীরাছ পাবে। আর যা সে মোরতাদ অবস্থায় কামাই করেছে, তার কর্জ থাকলে তা পরিশোধ করে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা মোফত হবে। ইহা ইমাম আজম (রহঃ) এর অভিমত। ছাহেবাইন বলেছেন যে, মোরতাদের মিলকিয়াত তাদে মাল হতে দূর হয় না।

যে ব্যক্তি মোরতাদের ওয়ারিছ হবে তাদের ব্যাপারে ইমাম আজম (রহঃ) হতে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। যেমন নাকি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ইমাম আজম হতে বর্ণনা করেছেন যে, মোরতাদের মৃত্যু অথবা কতলের ক্ষেত্রে অথবা তাকে দারুল হরবে বলে যাওয়ার হুকুম দওয়ার ক্ষেত্রে তার ওয়ারিছ মীরাছ লাভ করবে এবং ইহাই শুদ্ধতর মত। আর ঐ ক্ষেত্রসমূহে তার মৃত্যু, কতল বা দরুল হরবে চলে যাওয়ার হুকুমের সময় পর্যন্ত তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ইদ্দতের মধ্যে থাকে, তবে সে ওয়ারিছ হবে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি মোরতাদ এরতেদাদের অবস্থায় দারুল হরবে চলে যায়, তবে তার মামলুক, মোদাব্বের, উম্মে ওয়ালাদ সকলেই আদায় হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত মিআদী কর্জ তখনই আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর সে ইসলামে থাকা অবস্থায় যে মাল কামাই করেছে, তা তার মুসলমান ওয়ারিছদেরকে দেওয়া যাবে। এতে আমাদের ওলামাত্রয় একমত পোষণ করেছেন এবং ইসলামের অবস্থায় সে যে অছিয়ত করেছে, তা বাতিল হবে– চাই সে অছিয়ত নেক হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। এর মধ্যে কোনরূপ মতভেদও নাই। ইহা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

যযি কেউ নিজের মোরতাদ গোলাম বা মোরতাদাহ দাসী বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি মোরতাদ তাওবাহ করে দারুল ইসলামে ফিরে আসে, আর কাজী তখনও তাকে দারুল হরবে যাওয়ার হুকুম দেয়নি। অর্থাৎ এরূপ হুকুম দিবার আগেই সে তথায় গিয়ে আবার তাওবাহ করে ফিরে আসে তবে যা কিছু মাল সে ওয়ারিছদের কাছে পাবে, তা নিয়ে নিবে। আর যা ওয়ারিছগণ হস্তান্তর করে ফেলছে, তা আর সে বক্তি পাবেনা। আর ওয়ারিছদের উপর ক্ষতিপূরণও লাযেম হবে না। ইহা গায়াতুল বয়ানে বর্ণিত আছে। যদি মোরতাদ তার নাছরানী দাসীর সাথে অতী করে, যে ইসলামে অবস্থায় তার অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর তার মোরতাদ হওয়ার সময় হতে ছয়মাসের বেশি সময়ের পর সে দাসী সন্তান প্রসব করে এবং উক্ত মোরতাদ তার নছব দাবী করে, তবে এই দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং উক্ত বাচ্চা আযাদ হয়ে যাবে এবং সে তার সন্তান হবে। ইহা হোদয়ার মধ্যে আছে।

তারপর যদি মোরতাদ মরে যায় অথবা কতল হয়ে যায়, তবে তার সন্তান তার ওয়ারিছ হবে না। আর যদি দাসী নাছরানী না হয়ে মুসলমান হয়, তবে এই সন্তান তার ওয়ারিছ হবে– চাই উক্ত মোরতাদ মরে যাক বা কতল হয়ে যাক বা দারুল হরবে চলে যাক । যদি কোন মোরতাদ নিজের মাল-সামান নিয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর মুলমান জয়লাভ করে ঐ মাল নিয়ে নেয়, তবে তা মোফত হয়ে যাবে। অতঃপর তার ওয়ারিছগণ ঐ মালের আর কোন অংশ পাবে না যদি মোরতাদ ব্যক্তি দারুল হরবে চলে যায় এবং দারুল ইসলামে তার এক গোলাম থেকে যায়, তখন গোলাম ঐ ব্যক্তির পুত্রের হয়ে যাবে। তারপর পুত্র তাকে যদি মোকাতেব করে নেয়, তারপর ঐ ব্যক্তি তাওবাহ করে আবার মুসলমান অবস্থায় ফিরে আসে, তবে উক্ত গোলামের কিতাবাত বহালই থাকবে এবং মালে কিতাবাত এবং বেলায়েত ঐ ব্যক্তির হবে। হয়ে কাযীর মধ্যে আছে। ইহা ঐ সময়ে হবে, যখন তখনও পর্যন্ত উক্ত মোকাতেব মাল

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে আযাদ হয়নি। আর যদি মোকাতেব মাল আদায় করে আযাদ হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি ফিরে আসে, তবে আযাদ হয়ে যাওয়া মোকাতেবের বেলায়েত পুত্রের হবে। ইহা নেহায়ার মধ্যে আছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) জামে' ছগীরে বর্ণনা করেছেন, যদি মোরতাদ ভুলবশতঃ কতল করতঃ দারুল হরবে চলে যায়,. বা মরে যায় অথবা এরতোদের অবস্থায় কতল হয়ে যায় বা দরুল ইসলামে জীবিত বর্তমান থাকে, সর্বাবস্থায় সর্ববাদী মতে মাকতুলের দিয়ত তার মাল হতে আদায় করা হবে। তবে তার মাল কামাই যদি শুধু ইসলামের অবস্থায় বা শুধু ইরতেদাদের অবস্থায় হয়ে থাকে, তবে তা দ্বারাই পূর্ণ দিয়ত আদায় করা যাবে। আর যদি উক্ত উভয় অবস্থার কামাই হয়ে থাকে,তবে ছাহেবাইনের কওল অনুযায়ী উভয় কামাই হতে দিয়ত দেওয়া যাবে। আর ইমাম আজম (রহঃ) এর প্রকাশ্য কওল অনুযায়ী তার ইসলামের অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া যাবে। তারপর যদি কিছু অপূর্ণ থাকে, তবে তা এরতেদাদের অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে পুরণ করতে হবে। ইহা মুহীতের মধ্যে আছে। আর ইহা তখন হবে, যখন উক্ত মোরতাদ মুসলমান হওয়ার পূর্বে কতল হবে বা মরে যাবে আর যদি সে মোরতাদ হওয়ার পরে পুনরায় মুলমান হওয়ার পর মারা যায় বা জীবিত থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে দিয়ত তার উভয় সময় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া যাবে। ইহা তাবিয়ীনের বিবরণ।

আর যদি মোরতাদ কিছু মাল গছব করে থাকে বা কোন বস্তু নষ্ট করে থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে এর জেমান ঐ ব্যক্তির মাল হতে দেওয়া যাবে। আর এই হুকুম তখন হবে, যখন তার গছব করা বা মাল নষ্ট করে দেওয়া সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হবে। আর যদি শুধু তার একরার দ্বারা ছাবেত হয়, তবে ছাহেবাইনের নিকট এই ক্ষতিপুরণের মাল তার উভয় অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া হবে। আর ইমাম আজম (রহঃ) এর নিকট তার ইত্তেদাদের অবস্থায় কামাইকৃত মাল হতে দেওয়া যাবে। এরূপ শায়খুল ইসলাম (রহঃ) বর্ননা করেছেন। যদি মোকাতেব মোরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং সে কিছু মাল কামাই করে, তারপর সে ঐ মালসহ গ্রেফতার হয়ে যায়, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তারপর তাকে কতল করা হয়, তবে তার মাল দ্বারা তার মনিবকে মালে কিতাবাব আদায় করে দেওয়া যাবে। আর যা বাকী থাকবে, তা তার ওয়ারিছগণকে দেওয়া যাবে। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আর যদি এরূপ হয় যে, উক্ত মোকাতেবের যে মাল থাকে, তা তার মালে কিতাবাত আদায় করতে যথেষ্ট না হয়, তবে যা কিছু থাকে, তাই মনিবের হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে।

এক গোলাম নিজ মনিবসহ মোরতাদ হয়ে উভয় দারুল হরবে চলে যায়। তারপর মনিব সেখানে মরে যায় এবং গোলাম কয়েদ হয়ে দারুল হরব হতে দারু ইসলামে আসে, তবে সে মোফত হয়ে যাবে। তারপর যদি সে মুসলমান না হয়, তবে তাকে কতল করা যাবে। আর যদি গোলাম মোরতাদ হয়ে মনিবের মাল নিয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর মালসহ গ্রেফতার হয়ে আসে, তবে সেতোফত হবে না বরং তার মনিবকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে যদি মুসলমানের একটি দল মোরতাদ হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করে কোন শহরে জয়যুক্ত হয় এবং সে শহর যদি দারুল হরবে হয়, উহাদের সাথে উহাদের বাচ্চা ও আওরাতও থাকে, তারপর আবার মুসলমানগণ তাদের উপরে বিজয়ী হয়, তবে তাদের পুরুষদেরকে কতল করা যাবে এবং মহিলা ও বাচ্চাগণকে দাস-দাসী বানানো যাবে। ইহা মবসুতের মধ্যে আছে। যদি স্বামী স্ত্রী উভয় মোরতাদ হয়ে দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর আওরাত তথায় হামেলা হয় এবং তাদের বাচ্চা পয়দা হয়, এই বাচ্চা বালেগ হয়ে তারও বাচ্চা পয়দা হয়, তারপর মুসলমান তাদের উপর জয়যুক্ত হলে উক্ত উভয় বাচ্চা মোফত হবে; কিন্তু তাদের মধ্যে প্রথম বাচ্চার উপর ইসলাম গ্রহণের জন্য মজবুর করা যাবে এবং দ্বিতীয় বাচ্চার উপর মজবুর করা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

আর যদি উক্ত মহিলা দারুল ইসলামে হামেলা হয়, তা হলেও একইরূপ হুকুম হবে। ইহা কাফীর মধ্যে আছে। আর নাওয়াদেরে বর্ণিত আছে, যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয় মোরতাদ হয়ে নিজেদের ছোট বাচ্চাসহ দারুল ইসলাম হতে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর ঐ বাচ্চা বালেগ হওয়ার পর তারও বাচ্চা হয়, তারপর মুসলমানগণ জয়লাভ করতঃ উহাকে কয়েদ করে, তবে ইমাম আজম (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর নিকট উহাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মজুবর করা যাবে ইহা মুহীতের বিবরণ।

বিদ্রোহীদের বিবরণ

যারা দলবদ্ধভাবে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে আদেল এবং সত্যনিষ্ঠ হুকুমতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং বলে যে, আমরাই হক পথে আছি। এই কথার ভিত্তিতে তারা দেশের বেলায়েতেরও দাবীদার হয়; কিন্তু যেসব চোর-ডাকাত বা লুণ্ঠকারী কোন শহরে বা নগরে তাদের আধিপত্য অর্জন করে নেয়, তাদেরকে বাগী বলা যায় না। ইহা খাযীনাতুল মুফতীনের বিবরণ। যদি কোন কওম মুসলমানদের বশ্যতা অস্বীকারপূর্বক দেশের কোন শহর বা নগরী নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়, তবে ইমাম প্রথম তাদেরকে মুসলিম কওমের সাথে পুনর্মিলন এবং বিরোধিতা পরিহারের পথে ফিরিয়ে আসতে বলবে। আর তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা দূর করে দিবে এবং তাদের তাওবাহ করতে নির্দেশ দিবে। ইহা কাফীর বিবরণ ; কিন্তু উল্লেখ্য যে, তাদেরকে এভাবে আহ্বান করা ইমামের জন্য ওয়াজিব নয়। ইমাম যখন শুনবে যে, এরূপ কোনদল অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তখন ইমামের কর্তব্য, তাদেরকে আটক করে কয়েদখানায় আটক রাখা, এই উদ্দেশ্যে, যেন তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে তাওবাহ করতঃ পুনরায় ইসলামী জামাতের সাথে শামিল হয়ে যায়। ইহা হেদায়ার মধ্যে আছে। আদেল ও সত্যনিষ্ঠ ইমামের জন্য অবশ্য জায়েয আছে, এরূপ খবর কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধাভিযান করা এবং তাদেরকে হত্যা করা। তবে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকলে পশ্চাদ্ধাবন করে হত্যা করা উচিত নয়। হাঁ, তবে যদি তারা পালিয়ে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা আবশ্যক হবে। ইহা মুহীতের বিবরণ। বাগীদের মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে দাস-দাসী বানানো যাবে না। আর তাদের যে মাল-সামান হস্তগত হবে, এর উপরও অধিকার বর্তিবে না। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রে যদিও অধিকার বর্তিবে না কিন্তু উহা তাদের ফিরিয়েও দেওয়া যাবে না। তারপর যখন তারা সোজা পথে ফিরে আসবে, তখন তাদের মাল-সামান ও অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

যদি সুলতানের অন্যায় শাসন এবং জুলুমের কারণে কোন কওম ঐরূপ বিদ্রোহী হয়, তবে অবশ্যই সুলতান তার জুলুম এবং অন্যায় শাসন ত্যাগ করবে। যদি তা না করে, তবে জনসধারণেও উচিত হবে বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করা। সুলতানের পক্ষাবলম্বন করা অন্যায় হবে। যদি কোন বিদ্রোহী ব্যক্তির গোলাম তার মনিবের সাথে মিলে ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে গ্রেফতার হলে তাকে হত্যা করা যাবে। আর যদি সে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় বরং তার মনিবের খেদমত করতে তার সঙ্গে আসে, তবে তাকে কতল না করে বন্দী করে রাখবে-যতদিন পর্যন্ত না বিদ্রোহীদের বিরোধিতা শেষ হয়। বাগীদের আওরাতগণও যদি যুদ্ধে শরীক হয়, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। ইহা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। যদি ইমামের কোন যি-রেহেম ব্যক্তি বাইয়াত করে যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাকে কতল নাস করে বন্দী করে রাখবে-যতদিন পর্যন্ত না বিদ্রোহীদের বিরোধিতা শেষ হয়। বাগীদের আওরাতগণও যদি যুদ্ধে শরীক হয়; তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। তা তাতারখানিয়ার মধ্যে আছে। যদি ইমামের কোন যি-রেহেম ব্যক্তি বাগাওয়াত করে যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাকে নিজে হত্যা না করে তার সওয়ারী হত্যা করে ফেলবে। তারপরও তার কার্যক্রম আপত্তিকর হলে অন্য কোন মুজাহিদ তাকে হত্যা করবে।

www.nagorikpathagar.org

নামাযের আরো কিছু মাসয়ালা

কারও সন্দেহ হল যে, নামায পড়েছে কিনা! তবে ওয়াক্ত থাকলে পুনরায় পড়বে, আর ওয়াক্ত না থাকলে কিছু করতে হবে না। এটা মুহীতের বিবরণ। যদি ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ হয় যে, এটা প্রথম রাকাত না দ্বিতীয় রাকাত, তবে পুরা না করে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করবে। পুনঃ খাড়া হয়ে দুই রাকাত পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে, তারপর তাশাহহুদ পড়ে সিজদাহে সাহু আদায় করবে। যদি সিজদাহর মধ্যে সন্দেহ হয় যে, এটা প্রথম রাকাত না দ্বিতীয় রাকাত? তবে ঐভাবে নামায পড়বে, সে প্রথম রাকাতের সিজদায় হোক বা দ্বিতীয় রাকাতের। কেননা যদি প্রথম রাকাতের সিজদায় হয়, তবে ঐভাবে পড়তে থাকা ওয়াজিব আর যদি দ্বিতীয় রাকাতের সিজদায় হয়, তবে এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব। যখন দ্বিতীয় সিজদাহ হতে মাথা তুলে নিবে, তখন তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করবে। পরে দাঁড়িয়ে আরও এক রাকাত পড়বে। যদি ফজর নামাযের সিজদাহর মধ্যে সন্দেহ হয় যে, দুই রাকাত পড়েছে, না তিন রাকাত পড়েছে? যদি প্রথম সিজদায় থাকে, তবে নামায ঠিক করে নেওয়া সম্ভব আছে। যদি সে দুই রাকাত পড়ে থাকে, তবে এটা দ্বিতীয় রাকাত, সুতরাং এটা পূর্ণ করা তার পক্ষে আবশ্যক। এমতাবস্থায় তার নামায হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাত হয়, তবে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতানুযায়ী তার নামায বাতিল হবে না। কেননা যখন তার প্রথম সিজদায় স্মরণ হয়েছে, তখন তার সিজদাহ যেন সিজদাহ হয়নি। যেমন পঞ্চম রাকাতের প্রথম সিজদায় অজু ভঙ্গ হলে অজু নাই হয়ে যায়। এই মাসয়ালাকে মাসয়ালা জাহ বলা হয়।

যদি সন্দেহ দ্বিতীয় সিজদায় হয়, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি বেতের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ হয় যে, এটা দ্বিতীয় রাকাত, না তৃতীয় রাকাত তবে ঐ রাকাতে কুনুত পড়ে শেষ করে বৈঠক করবে। পড়ে দাঁড়িয়ে এক রাকাত পড়বে এবং এতেও কুনুত পড়বে, এটাই উত্তম। সন্দেহের প্রত্যেক স্থানে সিজদাহে সাহু করা ওয়াজিব। যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, সে মুসাফির, না মুকীম, তবে চার রাকাত পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করবে। এটা তাতারকানিয়ায় বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি ইমামতী করছিল, দুই রাকাত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতের সিজদাহ করে সন্দেহ হল যে, এটা কি প্রথম রাকাত না দ্বিতীয় রাকাত অথবা তৃতীয় না চতুর্থ রাকাত? তখন নিজের মুক্তাদীদিগের প্রতি লক্ষ্য করবে। যদি তারা দাঁড়িয়ে যায়, তবে দাঁড়িয়ে যাবে আর বসে গেলে বসে পড়বে। এটার উপর বিশ্বাস করায় কোন দোষ নেই এটাতে সিজদাহে সাহুর দরকার হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি ইমামের সন্দেহ হয় এবং দুজন বিশ্বাসযোগ্য লোকে খবর দেয়, তবে তাদের কথা গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি একা নামায পড়ছিল অথবা ইমাম হিসেবে নামায পড়াতেছিল, যখন সালাম ফিরাল তখন কোন নির্ভরশীল লোকে বলল যে, তুমি জোহরের তিন রাকাত পড়েছ, তখন যদি নামাযীর দৃঢ়বিশ্বাস থাকে যে, চার রাকাত পড়েছে, তবে খবরদাতার কথার কোন মূল্য হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নামাযীর খবরদাতার বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তথাপি নামায পুনরায় আদায় করবে। এটা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে। যদি খবরদাতা বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে তার কথা বিশ্বাস করবে না। এটা মুহীতের বিবরণ।

তিলাওয়াতে সিজদাহ কয়টি

পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের সিজদাহ মোট চৌদ্দটি, এটা হেদায়ার বিবরণ। সূরা আল-আরাফের শেষে, সূরা আর-রা'দের মধ্যে, সূরা আন-নহলের মধ্যে, সূরা বনি ইসরাইলের মধ্যে, সূরা মারইয়ামের মধ্যে, সূরা হজ্জের মধ্যে, সূরা ফোরকানের মধ্যে, সূরা নমলের মধ্যে, সূরা আলিফ লাম তানযীলের মধ্যে, সূরা হামীম সিজদাহের মধ্যে, সূরা

www.nagorikpathagar.org

ইযাসসামাউন শাক্কাতের মধ্যে এবং সূরা ইকরা বিসমির মধ্যে। এই সমস্ত স্থান পাঠকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের উপরই সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব। কুরআন শরীফ শুনার ইচ্ছা করুক আর না করুক। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ সিজদাহর আয়াত শুধু ঠোঁট নাড়িয়ে পড়ে। তবে তার উপর সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যখন সে শুদ্ধ অক্ষর উচ্চারণ করে শব্দ করবে, যা সে শুনবে এবং যে ব্যক্তি তার নিকটে থাকবে, সেও শুনবে, তখন সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং তার শেষ অক্ষর না পড়ে, তবে তার সিজদাহ করতে হবে না। যদি শুধু ঐ অক্ষর পড়ে, যার উপর সিজদাহ করতে হয়, মুখতাছারুল বাহরাইনের মধ্যে আছে যে, যদি 'ওয়াসজুদ' পড়ে এবং চুপ থাকে, ওয়াক্তারিব পড়ল না, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কোন ব্যক্তি সিজদাহর পূর্ণ আয়াত একদল লোক হতে এভাবে শ্রবণ করে থাকে যে, এক এক অক্ষর এক এক ব্যক্তি হতে শুনেছে, তবে তার উপর সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব নয়। কেননা সে কোন তিলাওযাতকারী হতে শুনে নাই। এটা কাজীখানের ফতোয়া। সিজদাহ ওয়াজিব হওয়ার মূল নিয়ম হল এই যে, যার মধ্যে নামায ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ততা আছে, চাই আদায়ের পদ্ধতিতে হোক অথবা কাজার পদ্ধতিতে। তার মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদাহ ওয়াজিব হওযার উপযুক্ততা বিদ্যমান আছে। যদি উক্ত শর্ত না পাওয়া যায়, তবে তার উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এটা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে।

এমন কি যদি তিলাওয়াতকারী কাফির হয়, অথবা পাগল হয় অথবা বালক হয় অথবা এমন স্ত্রীলোক, যে হায়েজ বা নেফাসের মধ্যে আছে, অথবা সে দশদিনের কমে হায়েজ অথবা চল্লিশদিনের কমে নেফাস হতে পবিত্র হয়ে তিলাওয়াত করছে। তবে তিলাওয়াতের সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এমনভাবে শ্রোতার উপরও ওয়াজিব হবে না। যদি তাদের নিকট হতে কোন মুসলমান আকেল ও বালেগ শুনে, তবে তার উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি অজুহীন অবস্থায় অথবা নাপাক অবস্থায় সিজদাহর আয়াত পড়ে অথবা শুনে, তবে তাদের উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে। রোগীরও উক্ত হুকুম হবে। যদি কোন জানোয়ার হতে সিজদাহর আয়াত শুনে, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এটাই উত্তম অভিমত। যদি নিদ্রিত ব্যক্তি হতে শুনে, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি কেউ গোম্বুজের মধ্যে বসে চীৎকার করে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং এটার প্রতিশব্দ কেউ শুনে, তবে তার সিজদাহ ওযাজিব হবে না। এটা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ আছে।

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে যদি খবর দেওয়া হয় যে, সে ঘুমের মধ্যে সিজদাহর আয়াত পড়েছে, তবে তার উপর সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সিজদাহর আয়াত পড়ে, তবে তার উপর এবং তার শ্রোতার উপর সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোক যদি নামাযের মধ্যে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং সিজদাহ করে না , তার হায়েজ ফরজ হল, তবে তার জিম্মা হতে সিজদাহ রহিত হয়ে গেল। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নফল নামাযে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং সিজদাহ করে তবে তার নামায বাতিল হয়ে যায়, নামায কাজা করা ওয়াজিব হবে, কিন্তু সিজদাহ পুনঃ করা ওয়াজিব হবে না। এভাবে যদি কোন মুসলমান সিজদাহর আয়াত পড়ে মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুসলমান হয়, তবে তার উপর ঐ সিজদাহ ওয়াজিব হয় না। এটা কাজীখানের ফতোয়া ।

সিজদাহর আয়াত ফার্সীতে পড়লে পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে। চাই শ্রবণকারী বুঝতে পারুক, কি না পারুক। এটা তখন, যখন শ্রোতাকে খবর দেওয়া হয় যে, সিজদাহর আয়াত পড়া হয়েছে ও ছাহেব-াইনের মতানুযায়ী যদি শ্রবণকারী জানে যে, কুরআন পাঠ করছে, তবে সিজদাহ ওয়াজিব হবে, নতুবা হবে না। এটা খোলাছায় বর্ণিত হয়েছে। আরবীতে কোরআন পড়লে সব অবস্থায় সিজদাহ ওযাজিব হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে। বধির ব্যক্তি সিজদাহর আয়াত পড়লে এবং নিজে সে না শুনলে তার উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে।

বানান করে সিজদাহর আয়াত পড়লে সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। এটা সিরাজিয়ায় বর্ণিত আছে। ইমাম সিজদাহর আয়াত পড়লে সিজদাহ করবে। মুক্তাদীও সাথে সাথে সিজদাহ করবে, সে শুনে থাকুক বা না থাকুক, প্রকাশ্য কিরাত হোক বা নিঃশব্দ কিরাত হোক। কিন্তু মুস্তাহাব হল, নিঃশব্দ কিরাতে সিজদাহর আয়াত পড়বে না। যদি ইমামের নিকট হতে অন্য কোন সিজদাহর আয়াত শুনে, যে ইমামের সাথে নামাযে নেই এবং পরেও নামাযে শরীক হয়নি, তবে তার সিজদাহ করতে হবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি এক ইমাম হতে সিজদাহর আয়াত শুনেছে, তার সিজদাহ করার পূর্বে নামাযে শরীক হয়ে গেছে, তবে তার সাথে সিজদাহ করবে, যদি ইমামের সিজদাহ করার পর নামাযে শরীক হয়, তবে সিজদাহ করবে না। যদি দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হয়, তবে নামায শেষ করে সিজদাহ করবে। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন মুক্তাদী সিজদাহর আয়াত পড়ে, তবে ইমাম এবং অন্য মুক্তাদীর উপর সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। নামাযের মধ্যে বা পরে কখনই না। যদি নামায পড়ায় রত ব্যক্তি বাইরের কোন লোকের মুখে সিজদাহর আয়াত শুনে। তবে নামায হতে বের হওয়ার পর সিজদাহ করবে। নামাযের মধ্যে সিজদাহ করলে যথেষ্ট হবে না এবং তার নামায বাতিলও হবে না। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। সিজদাহর আয়াত নামাযে পড়লে যদি তা সূরার মধ্যখানে হয়, তবে উত্তম হল, সাথে সাথে সিজদাহ করে পুনঃ দাঁড়িয়ে গিয়ে সূরা পাঠ শেষ করতঃ রুকু করবে। যদি সিজদাহ না করে এবং সেই রুকুর মধ্যে সিজদাহর নিয়ত করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী জায়েয হবে। এটাই আমরা পছন্দ করে নিয়েছি। যদি রুকু এবং সিজদাহ না করে তাকে, সূরা শেষ করার পর রুকু করে এবং ঐ রুকুর মধ্যে সিজদাহ করার নিয়ত করে, তবে যথেষ্ট হবে না এবং তার তিলাওয়াতের সিজদাহ রহিত হবে না, যখন পর্যন্ত সে নামাযে থাকবে, তার সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ার পর তিন আয়াত পড়ে, তবে আর তখনই সিজদাহ করতে হবে না। রুকু সিজদাহর পরিবর্তে হতে পারে না। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, যখন পর্যন্ত তিন আয়াত অপেক্ষা বেশি না পড়ে, এই হুকুম রদ হয়ে যাবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি সিজদাহর আয়াত সূরার শেষে থাকে তবে উত্তম হল যে, এটার পরিবর্তে রুকু করবে। যদি সিজদাহ করে এবং রুকু না করে তবে জরুরী মনে করে সিজদাহ হতে মাথা তুলবার পর সামান্য আরও কিছু সূরা পড়বে। যদি সিজদাহ হতে মাথা তুলবার পর আরও কিছু সূরা না পড়ে এবং রুকু করে, তবে জায়েয হবে। যদি রুকু বা সিজদাহ কিছুই না করে নামাযে চলতে থাকে, তবে রুকু দ্বারা সিজদায় তিলাওয়াত আদায় হবে না। যখন পর্যন্ত নামাযে থাকবে, সিজদাহ আদায় করা তার পক্ষে ওয়াজিব হবে। যদি সিজদাহর আয়াত সূরার শেষে হয় এবং এটার পর দুই বা তিন আয়াত থাকে, তবে তার ইচ্ছানুযায়ী সিজদাহর রুকু করে নিতে পারে অথবা সিজদাহও করতে পারে, যদি এটার রুকু করে, তবে সূরা খতম করে রুকু করলে জায়েয হবে। যদি এটার সিজদাহ করে তবে পুনঃ দাঁড়িয়ে সূরা শেষ করবে এবং পুনঃ রুকু করবে। যদি এটার সাথে অন্য সূরা মিলায়, তবে উত্তম হয়। যদি ইমাম সালাম ফিরানোর পর সিজদাহ করে, তবে আবার বৈঠক করবে। বৈঠক না করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। এ কথায় সকলেই একমত যে, তিলাওয়াতের সিজদাহ নামাযের সিজদাহ হতে আদায় হয়ে যায়—যদিও তিলাওয়াতের সিজদাহর নিয়ত না করে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। নামাযী যদি তার তিলাওয়াতের সিজদাহর স্থান হতে ভুলে যায় এবং রুকু বা সিজদায় অথবা বৈঠকের মধ্যে মনে হয়, তবে তখনই আদায় করে নিবে। তারপর যে রোকনে ছিল, সেই রোকনে এসে যাবে। ঐ রোকন আবার আদায় করা উত্তম। আদায় না করলে তার নামায জায়েয হবে। এটা জহিরিয়ার বিবরণ।

www.nagorikpathagar.org

ইমাম তিলাওয়াতে সিজদাহর জন্য তাকবীর বলল এবং যারা মসজিদের ছেহেনে ছিল, তারা মনে করল যে, রুকুর জন্য তাকবীর বলেছে, অতএব তারা রুকু করল এবং ইমাম যখন তাকবীর বলে সিজদাহ হতে মাথা উঠাল, তখন তারা রুকু হতে মাথা উঠাল, তারা অন্য বেশি কিছু করল না, তবে তাদের নামায বাতিল হবে না। যদি নামাযের বাইরে সিজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনে, তবে মুস্তাহাব হল যে, তিলাওয়াতকারী সামনে এগিয়ে যাবে, অন্য লোক তার পিছনে কাতার বেঁধে সিজদাহ করবে। আবুবকর উল্লেখ করেছেন যে, এই সিজদাহর মধ্যে স্ত্রীলোক পুরুষের ইমাম হতে পারে।

এই সিজদাহর মধ্যে উভয় দিকের হুকুম আছে, যেমন তিলাওয়াতকারী নিজে পড়ে এবং শুনেও। তবে উভয়ের জন্য এক সিজদাহ করলে যথেষ্ট হবে। কয়েক সিজদাহর জন্য এক সিজদাহ যথেষ্ট হবার শর্ত হল, একই আয়াত এবং একই মজলিসে হতে হবে। অতএব মজলিস আলাদা হলে এবং আয়াত একই হলে অথবা মজলিস একই হলে এবং আয়াত আলাদা হলে কয়েক সিজদাহর জন্য এক সিজদাহ যথেষ্ট হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। শ্রবণকারীর মজলিস যদি বদল হয় এবং তিলাওয়াতকারীর পরিবর্তন না হয়, তবে শ্রবণকারীর সিজদাহ পুনঃ করতে হবে। যদি তিরাওয়াতকারীর মজলিস বদল হয় এবং শ্রবণকারীর বদল না হয়, তবে তিলাওয়াতকারীর পুনঃ সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। অধিকাংশে মাশায়েখের মতে পুনঃ সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। অনেক সময় পর্যন্ত এক অবস্থায় বসে থাকলে অথবা এক লোকমা খেলে অথবা একবার পান করলে অথবা দাঁড়ায়ে গেলে অথবা এক পা দুই পা হাঁটলে অথবা ঘরের বা মসজিদের এককোণ হতে অন্য কোণে গেলে মজলিস পরিবর্তন হয় না। সওয়ারীর জানোয়ার চললে যদি আরোহী নামাযে না হয়, তবে মজলিস বদল হয়। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

যদি তাসবীহ বা তাহলীল বা কিরাতে মশগুল থাকে, তবে মজলিস বদল হয় না। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ে জানোয়ারের উপর চড়ে, আবার এটা চলার পূর্বে অবতরন করে, তবে মজলিস বদল হয় না। যদি সিজদাহর আয়াত পড়ে সিজদাহ করে পড়ে অনেক কিরাত পাঠ করে, পুনঃ ঐ আয়াত পড়ে তবে দ্বিতীয়বার সিজদাহ ওয়াজিব হবে না। কাপড়ের তানা করায, কোন বস্তু লাফ ঝাঁপ দিয়ে পা দ্বারা চূর্ণ করায় এবং যমিন চাষ করায় মজলিস বদল হয়। তখন পুনঃ সিজদাহ করা ওয়াজিব হবে। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। গাছের এক শাখা হতে অন্য শাখায় গেলে ওয়াজিব হবে। এটা মুজমিরাতের বিবরণ।

যদি চলা অবস্থায় সিজদাহর আয়াত পড়ে, তবে যতবার পড়বে, ততবার সিজদাহ করতে হবে। এইভাবে যদি বড় নদী বা বড় খালের মধ্যে সাঁতার কাটে, তবে ঐরূপ হুকুম হবে। যদি এমন কোন কূপে বা পুষ্করিণীতে যার সীমা জানা আছে, তথাপি শুদ্ধ মতে সিজদাহ ওয়াজিব হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যে কাজ দ্বারা মজলিসের নাম বদল হয়, তাতে মজলিসও বদল হয়। যে সিজদাহ নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয়েছিল, তা বাইরে আদায় করলে চলবে না। এটা সিরাজিয়াহ এবং কাফীতে বর্ণিত হয়েছে। এটা ছাড়লে গুনাহগার হবে। এই হুকম তখন হবে, যকন সিজদাহ করার পূর্বে নামায বাতিল করবে না। যদি তা করে, তবে নামাযের বাইরে আদায় করবে। সিজদাহর আয়াত কোন এক রাকাতে পড়ল, তারপর অজু ভঙ্গ হল, অজু করতে গেল, এসে অন্য কারও হতে ঐ সিজদাহর আয়াত শুনল, তবে তার দুই সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি সিজদাহর আয়াত নামাযে পড়ে, পরে পরেই অজু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অজু করে এসে তার উপর ভিত্তি করে এবং পুনঃ ঐ আয়াত পাঠ করে, তবে দ্বিতীয়বার সিজদাহ ওয়াজিব হয না। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি মোবাহ ওয়াক্তে সিজদাহর আয়াত পড়ে এবং মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদাহ করে, তবে জায়েয হবে না। মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদাহর আয়াত পড়ে ঐ ওয়াক্তেই সিজদাহ করলে তা জায়েয হবে। যানবাহন হতে নেমে সিজদাহর আয়াত পড়ল পরে কোন ভয়ের কারণে বাহনে চড়ে চলে গেল এবং ঐ অবস্থায় সিজদাহ করল,

www.nagorikpathagar.org

এটা ভীতির অবস্থায় জায়েয আছে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ভীতিহীন অবস্থায় জায়েয নেই। তাহরীমা ছাড়া সিজদায় তিলাওয়াতের জন্য ঐ শর্ত, যা নামাযের সিজদায় আছে। যে সমস্ত কারণে নামায বাতিল হয়, ঐ সমস্ত কারণে সিজদাহও বাতিল হয়। তারতম্য কেবল এতটুকু যে, নামাযে সজোরে হাসলে অজু ভঙ্গ হয়, কিন্তু সিজদায় তিলাওয়াতে তা হয় না। স্ত্রীলোক সামনে এলে সিজদাহ ভঙ্গ হয় না। সুন্নাত এই যে, প্রথমে এবং শেষে তাকবীর বলবে। সিজদাহর ইচ্ছা করলে আল্লাহ আকবার বলবে, কিন্তু হাত উঠাবে না এবং সিজদাহ করবে। পুনঃ তাকবীর বলে মাথা উঠাবে। তাশাহহুদ এবং সালাম ফিরান ওয়াজিব নয়। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। সিজদাহর মধ্যে অন্যূন তিনবার তাসবীহ পড়বে। তিনবারের চেয়ে কম নয়। এটা কাজীখানের ফতোয়া। সিজদাহর মধ্যে কিছু না পড়লেও জায়েয হবে। মুস্তাহাব এই যে, সিজদাহর ইচ্ছা করলে দাড়িয়ে যাবে, তারপর সিজদাহ করবে। সিজদাহ করার পর দাঁড়াবে, তারপর বসবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। পুনঃ সিজদাহ করার ইচ্ছা করলে তার নিয়ত মনে মনে করবে এবং মুখে তাকবীর বলবে এবং বলবে যে, আল্লাহর জন্য সিজদাহ করছি। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। সিজদাহ সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব নয়। অতএব অন্য সময়ে আদায় করলে কাজা হবে না, আদায় হবে। এটা তাতারখানিয়ার বিবরণ।

এই হুকুম সেই সিজদাহর যা নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয়নি। যে সিজদাহ নামাযের মধ্যে ওয়াজিব হয়, তাতে যদি বিলম্ব করে এমন কি অনেক সময় কিরাত পড়ে, তবে কাজা হয়ে যাবে এবং পাপী হবে। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। যদি তিলাওয়াতকারীর নিকট এমন লোক থাকে যে, তাদের সিজদাহ করার অভ্যাস আছে, তাদের উপর সিজদাহ করা ক্লেশকর হয় না। তবে শব্দ করে পড়বে। আর যদি তারা অজুহীন তাকে অথবা শুনে সিজদাহ করবে না অথবা তাদের সিজদাহ করা কষ্টকর হবে, তবে নিঃশব্দে পড়বে। চাই তারা নামাযে থাকুক বা নামাযের বাইরে থাকুক। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। সূরা পাঠ করবে এবং তার সিজদাহর আয়াত পাঠ করবে না, এরূপ করা মাকরূহ হবে। যদি শুধু সিজদাহর আয়াত নামাযের বাইরে পড়ে, তবে মাকরূহ হবে না। মুস্তাহাব হল, এটার সাথে এক দুই আয়াত আরও পড়বে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

এই প্রসঙ্গে শোকরের সিজদাহর মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে শোকরের সিজদাহ আদায় করা মাকরূহ। এটাতে কোন ছওয়াব নেই। এটা না করাই ভাল। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে এটা একরূপ ইবাদাত, যাতে ছওয়াব হয়। তাঁদের নিকট এটার নিয়ম হল, যদি কোন ব্যক্তির উপর কোন নেয়ামত প্রকাশ পায় অথবা আল্লাহ তাকে কোন সুসন্তান দান করেন অথবা কোন মাল দান করেন অথবা কোন হারান বস্তু যদি ফিরিয়ে পায় অথবা তার কোন বিপদ দূর হয়ে যায় অথবা কোন রোগমুক্তি পায় অথবা কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েছিল, ফিরে আসে, তার জন্য মুস্তাহাব হল, আল্লাহর ওয়াস্তে কিবলামুখী হয়ে শোকরের সিজদাহ করবে। এটার মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাসবীহ পড়বে। পরে দ্বিতীয় তাকবীর বলে মাথা উঠাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

হুজ্জাতে বর্ণিত আছে যে, লোকদিগকে শোকরের সিজদাহ হতে বারণ করবে না, কারণ এটাতে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং ইবাদাতও হয়। এটার উপরই ফতোয়া দেয়া হয়। নামাযের পর যখন নফল পড়া মাকরূহ, তখন সিজদাহ করাও মাকরূহ। এটা কানিয়ার বিবরণ।

দাঁড়াতে অক্ষম রোগী বসে নামায আদায় করবে এবং রুকু সিজদাহ করবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। অক্ষমের অর্থ দাঁড়াতে ক্ষতি হয়, এটাই শুদ্ধ মত। দাঁড়ানোতে রোগ বাড়ার আশংকা থাকলে অথবা আরোগ্য লাভে দেরি হলে

www.nagorikpathagar.org

অথবা মাথায় যন্ত্রণার ভয় থাকলে তখনও অক্ষমের মধ্যে বিবেচিত হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। সামান্য কষ্টের জন্য দাঁড়ানো জায়েয নেই। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে। যদি অল্প সময় দাঁড়াতে পারে, দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতে পারে, কিরাতের জন্য দাঁড়াতে পারে না অথবা সামান্য কিরাত পড়তে পারে, সব পড়তে পারে না, তবে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে যতটুকু পারে কিরাত পড়বে, পরে অক্ষম হলে বসে যাবে। শামসুল আয়েম্মা বলেন যে, এটাই সঠিক মাযহাব। এটা ত্যাগ করলে আমার ভয় হয় যে, নামায নাজায়েয হয় না কি। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। রোগী যদি ঘরে দাঁড়িয়ে হয়ে নামায পড়তে পারে আর বাইরে যেয়ে না পারে, তবে ঘরে থেকেই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এটার উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

রোগী বসে নামায কিভাবে পড়বে? এতদসম্পর্কে শুদ্ধ মত হল, যেভাবে সে শান্তি পায়, সেভাবে সে বসে পড়বে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজ এবং আইনী শরহে হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। দেওয়াল বা মানুষের সাথে ভর দিয়ে বসতে পারলে সেভাবে বসেই নামায পড়া ওয়াজিব হবে। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। তার পক্ষে শুয়ে নামায পড়া জায়েয হবে না। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ। যদি বসতে পারে কিন্তু রুকু সিজদাহ করতে না পারে, তবে বসে ইশারায় নামায পড়বে এবং সিজদায় রুকু হতে একটু বেশি মাথা নীচু করবে। এটা কাজীখানের বিবরণ।

রুকু সিজদাহ একই রকম করলে নামায জায়েয হবে না। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি রুকু করতে না পারে এবং দাঁড়াতে পারে, তবে মুস্তাহাব এই যে, বসে ইশারায় নামায পড়বে। যদি দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায পড়ে, তবে আ-মাদের নিকটে জায়েয হবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। ইশারায় নামায আদায়কারী সাহু সিজদাহ ইশারায় করবে। এটা মুহীতের বর্ণনা। ইশারায় নামায আদায়কারীর জন্য কোন কাঠ বা তাক জাগাইয়া দেওয়া মাকরূহ হবে। এরূপ করে দিলেও তার মাথা রুকুর চাইতে সিজদায় বেশি ঝুঁকতে পারলে জায়েয হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি রুকু সিজদাহর জন্য মাথা মোটেও ঝুঁকাতে না পারে, তবে তার জন্য কাঠ কপালে লাগিয়ে দিলে নামায জায়েয হবে না। কাঠ বা তাক মাটিতে পড়ে থাকলে এবং তার উপর সিজদাহ করতে পারলে নামায হয়ে যাবে। পেশানীতে জখম থাকলেও তজ্জন্য সিজদাহ করতে না পারলে সে ইশারায় নামায পড়বে না বরং নাকের উপর সিজদাহ করে নামায পড়বে। বসতে না পারলে কিবলার দিকে পা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারা করে রুকু সিজদাহ করবে। মাথার নীচে একটি বালিশ রেখে দেওয়া ভাল, তবে রুকু সিজদাহ করতে সুবিধা হবে। কাত হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে মুখ করে ইশারায় নামায পড়লে হয়ে যাবে। তবে প্রথম অবস্থাই উত্তম।

ডানকাতে শুতে না পারলে বামকাতে শুয়ে মুখ কিবলার দিকে করবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। সুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়লে বসে নামায পড়বে, রুকু সিজদাহ করবে। রুকু সিজদাহও করতে না পারলে ইশারায় নামায পড়বে। বসতেও না পারলে শুয়ে পড়বে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি বসে রুকু সিজদাহ করে নামায পড়ে থাকে, পরে নামাযের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়, সে বাকি নামায দাঁড়িয়ে পড়বে। কিছু নামায ইশারায় পড়ে পরে রুকু সিজদাহ করতে সক্ষম হলে প্রথম হতে নামায পুনঃ পড়বে।

যদি নামায শুরু করার পর এবং রুকু সিজদাহ করার পূর্বে তার মুক্তি হয়, তবে ঐ নামায শেষ করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে। রোগী মাথার ইশারায়ও নামায পড়তে না পারলে তার জিম্মা হতে নামায রহিত হয়ে যায়। চক্ষু এবং ভ্রূ দিয়ে ইশারা করার কোন অর্থ হয় না। অতঃপর ঐ ব্যক্তির রোগ ভাল হয়ে গেলে ঐ নামাযসমূহ কাজা করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, যদি এই অবস্তায় তার উপর একদিন একরাত হতে বেশী সময় অতিবাহিত হয়, তবে কাজা করা ওয়াজিব নয়। কম সময় গেলে কাজা ওয়াজিব হবে। যেমন বেহুঁশ

www.nagorikpathagar.org

অবস্থায় হুকুম রয়েছে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। ঐ রোগে মরে গেলেও ঐ নামায ওয়াজিব হবে না এবং ফিদইয়া আদায় করাও আবশ্যক হবে না। চার রাকাতবিশিষ্ট নামায বসে পড়লে এবং চতুর্থ রাকাতে বসে তাশাহহুদ পড়ার আগে সে কিরাত পড়লে এবং রুকু করলে খাড়ার মতো হয়ে গেল, ঐভাবে পড়ে শেষ করবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সিজদাহ হতে উঠে দাঁড়াবার নিয়ত করলে এবং কিরাত না পড়লে কিন্তু তা মনে হলে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। এটা কাজীখানের ফতোয়া। রোগী বসে নামায পড়ল, যখন চতুর্থ রাকাতের শেষের সিজদাহ হতে মাথা উঠাল, তখন তার ধারণা হল যে, তৃতীয় রাকাতে আছে। পুনঃ কিরাত পড়ল এবং ইশারায় রুকু সিজদাহ করল, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাতে থাকে এটা দ্বিতীয় রাকাত মনে করে এবং কিরাত পাঠ শুরু করে দেয়, পরে বুঝতে পারে যে, তৃতীয় রাকাত পড়ছে, তবে তাশাহহুদ পাঠ শুরু করবে না; বরং ঐভাবে কিরাত পড়তে থাকবে এবং নামাযের শেষে সিজদাহে সাহু আদায় করবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

রোগী যদি সুস্থ ব্যক্তির মতো কিরাত, তাসবীহ এবং তাশাহহুদ পড়তে না পারে, তবে ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। সুস্থ এবং রোগীর মধ্যে শুধু ঐ সকল বিষয়ে পার্থক্য, যার মধ্যে রোগী অপারগ এবং যে সকল বিষয়ে রোগী শক্তি রাখে, তা সুস্থ ব্যক্তির মতো করবে। রোগী কিবলার দিক জানে, কিন্তু সেদিকে মুখ করতে শক্তি রাখে না এবং সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দিবার মত লোকও নেই, তখন ঐভাবেই নামায পড়বে। যদি মুখ ফিরিয়ে দিবার মত লোক পাওয়া যায়, তবে তাকে ফিরিয়ে দিতে বলবে। যদি না বলে এবং সেদিকেই নামায পড়ে, তবে নামায জায়েয হবে না। যদি নাপাক বিছানায় থাকে, পাক বিছানা পাওয়া যায় না বা যায় কিন্তু এমন কোন লোক নেই যে, বিছানা বদলিয়ে দেয়, তবে নাপাক বিছানায় নামায পড়বে। যদি বিছানা বদলে দিবার মত লোক থাকে, তবে তাকে বদলে দিতে বলবে। না বলে ঐ বিছানায় নামায পড়লে জায়েয হবে না।

যদি রোগীর নীচে নাপাক বিছানা তাকে এবং অবস্থা যদি এমন হয় যে, বদলো দিলে সাথে সাথে নাপাক হয়ে যায়, তবে ঐ বিছানায় নামায পড়বে অথবা বিছানা বদলে দিলে রোগীর কষ্ট হলে তা বদলাবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। রোগী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত বেহুঁশ থাকলে এটা কাজা করতে হবে। এর চাইতে বেশি থাকলে তার কাজা করবে না। যে বেহুঁশ ব্যক্তি সবসময় বেহুঁশ থাকে, তার জন্য ঐ হুকুম। আর যদি কোন এক নির্দিষ্ট সময় হুঁশ হয় এবং নামাযের ওয়াক্ত পরিমাণ হুঁশ তাকে, যেমন ফজরের ওয়াক্তে সুস্থ হয়, অল্প সময় ভাল তাকে, তারপর আবার ঐ রোগ এসে যায় এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তবে ঐ সময়কে সুস্থের সময় ধরতে হবে। যদি ঐ সুস্থের পূর্বে একদিন এক রাতের কম হয, তবে ঐ হুকুম বাতিল হবে। যদি হুঁশ হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় না তাকে; বরং কখনও কখনও হঠাৎ হুঁশ হয় এবং সুস্থ লোকের মতো কতাবার্তা বলে, আবার বেহুঁশ হয়ে যায়, তবে ঐ হুঁশের কোন মূল্য নাই। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

কোন জীব-জন্তু বা মানুষের ভয়ে একদিন এবং একরাতের বেশি বেহুঁশ থাকলে সকলের মতে কাজা রহিত হয়ে যায়। শরাব পানে একদিন একরাতের বেশি বেহুঁশ থাকলে নামায রহিত হবে না, বরং কাজা করতে হবে। যদি বাং অথবা অন্য কোন ঔষধ পান করে একদিন এবং রাতের চাইতে বেশি সময় পর্যন্ত জ্ঞানশূন্য থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নামায রহিত হবে না। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি একদিন একরাত অপেক্ষা বেশি নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে, তবে নামায কাজা করবে। কোন লোক আছে যে, রোযা রাখলে বসে নামায পড়ে এবং রোযা না রাখলে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তার উচিত রোযা রেখে নামায পড়া।

www.nagorikpathagar.org

যদি রোগী জেনে হোক বা না জেনে হোক এই খেয়ালে ওয়াক্তের পূর্বে নামায পড়েছে যে, পুনঃ রোগের দরুন সে নামায পড়তে পারবে না, তবে ঐ নামায যথেষ্ট হবে না। এই রকম যদি কিরাত ছাড়া বা অজু ছাড়া নামায পড়ে, তবে তা জায়েয হবে না। রোগী যদি কারও গোলাম হয়, যে অজু করতে সক্ষম নয়, তবে মুনিব অজু করিয়ে দিবে। যদি কারও স্ত্রী হয়, তবে ঐ লোকের উপর স্ত্রীকে অজু করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হবে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, নামাযের কোন নির্দিষ্ট রোকন অজু ভঙ্গের কারণে আদায় করতে পারে না, তবে এ রোকন তার জিম্মা হতে ছুটে যাবে।

যদি কারও কোন জখম থাকার কারণে সিজদাহ করার সময় জখম হতে রক্ত বের হয়। এটা ছাড়া সে কিয়াম, কিরাত এবং রুকুতে সক্ষম আছে। তার উচিত বসে ইশারায় নামায আদায় করা। যদি রুকু করে নামায পড়ে এবং বসে ইশারায় সিজদাহ করে, তবে জায়েয হবে। তবে প্রথম অবস্থা উত্তম। এটা মুহীতের বিবরণ। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তার পেশাব নির্গত হতে থাকে অথবা কিরাত পড়তে পারে না, বসে পড়লে এইসব কোন দোষই দেখা দেয় না, তার উচিত বসে নামায পড়া।

যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে শত্রুর ভয় তাকে অথবা এমন তাঁবুর মধ্যে আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়া যায় না, বাইরে গিয়ে কাদা ও বৃষ্টির জন্য নামায পড়া যায় না, তবে তার বসে নামায পড়া উচিত। রোগীর যদি নামায ছুটে যায় এবং সুস্থ অবস্থায় কাজা করে, তবে সুস্থ ব্যক্তির মতো আদায় করবে। যে অবস্থায় ফৌত হয়ে গিয়েছে সেই অবস্থায় আদায় করলে জায়েয হবে না। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি রোগের অবস্থায় নামায কাজা করে, সুস্থাবস্থায় নামাযের কাজা যেভাবে আদায় করতে পারা যায়, সেই অবস্থায়ই আদায় করবে। যদি নামাযী এমন কোন লোক নিকটে বসিয়ে নেয় যে, রুকু সিজদায় ভুল করলে তা বাতিয়ে দিবে, যদি এই ব্যবস্থা ছাড়া নামায শুরু করে পড়তে না পারে তবে জায়েয হবে। এটা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। রোগীর জন্য মুস্তাহাব হল, জোহর নামাযের জন্য এমন পরিমাণ দেরি করবে, যেন জুমুআর নামায হতে ইমাম ফারেগ হতে পারে। যদি এমন পরিমাণ দেরি না করে, তবে মাকরূহ হবে।

কসর নামায

সফরে যেসব আহকাম বদল হয়ে যায়, তা হল নামায কছর পড়া, রোযা না রাখা ইত্যাদি। মোজা মোসেহ করার মুদ্দত তিনদিন হওয়া। দুই ঈদ এবং জুমুআ ও কোরবানীর ওয়াজিব হওয়া রহিত হয়ে যাওয়া। আযাদ স্ত্রীলোকের মোহরম ছাড়া বের হওয়া হারাম হয়ে যায়। উক্ত দূরত্ব মধ্যম নিয়মে চলার বিধান হবে। এটা সিরাজিয়ায় উল্লেখ আছে। এটা উটের উপর অথবা হেঁটে চলার চলন ধরতে হবে এবং বৎসরের ছোট দিনসমূহের পরিমাণ ধরতে হবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

এই মাসয়ালার মধ্যে মাইলের হিসাব ধরার উপযোগী নয়। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। স্থলপথের চলন নদীপথের চলনের মধ্যে এবং নদীপথের চলন স্থলপথের চলনের মধ্যে ধরা যাবে না; বরং প্রত্যেক স্থানে ঐ চলন ধর্তব্য হবে যা তার সময়োপযোগী হবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে। যে রাস্তা দিয়ে যাবে, সেই রাস্তার হিসেবে মুদ্দত ধরতে হবে। যেমন যদি কোন শহরে যাবার নিয়তে করে থাকে, ঐ শহরে যাবার দুপথ আছে। একটা হল যাতে তিনদিন লাগে এবং অন্যটি হল কম সময় লাগে। যদি দূরের রাস্তা যায়, তবে আমাদের নিকট মুসাফির হবে। এটা কাজীখানের বিবরণ। যদি নিকটের রাস্তা দিয়ে চলে, তবে পুরা নামায পড়তে হবে। এটা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি এমন দুইপথ থাকে যে, একটি জলপথ ও একটি স্থলপথ। জলপথ দিয়ে যেতে তিনদিন লাগে ও স্থলপথ দিয়ে যেতে দুইদিন লাগে। যদি জলপথ দিয়ে যায়, তবে নামায কছর পড়বে। আর যদি স্থলপথ দিয়ে যায়, তবে কছর করবে না। এটার বিপরীত হলে ঐ রকম হুকুম হবে। যদি দূরত্ব তিনদিনের থাকে এবং কোন ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে খুব তেজে চরে দুইদিনে অথবা কম সময়ে পৌঁছে যায়, তবে কছর করতে হবে।

চার রাকাত নামাযে মুসাফিরের উপর দুই রাকাত ফরজ। কছর করা আমাদের নিকট ওয়াজিব। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি চার রাকাত পড়ে এবং দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করে থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। শেষের দুই রাকাত নফল হয়ে যাবে। কিন্তু সে অন্যায় করল, কারণ সে সালাম ফিরাতে দেরি করল। যদি দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক না করে, তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

এই রকম প্রথম দুই রাকাতে অথবা এক রাকাতে কিরাত না পড়লে আমাদের নিকট নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। সফরের হুকুম প্রত্যেক মুসাফিরের উপর প্রযোজ্য, চাই সে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সফর করুক, চাই পাপ কাজের উদ্দেশ্যে করুক, সকলই সমান। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। এভাবে সওয়ারী এবং পায়দলে চলার জন্যও একই হুকুম। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। সুন্নাত নামাযে কছর করতে হবে না। কোন কোন ফকীহ মুসাফিরের জন্য সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া জায়েয বলেছেন। উত্তম এই যে, ভয়-ভীতির অবস্থায় সুন্নাত পড়বে না। নিরাপদ ও নিশ্চিন্তের অবস্থায় সুন্নাত আদায় করবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট নিজের শহর হতে বের হয়ে গেলে এবং নিজ শহরের ঘর দরজা চোখের আড়ালে গেলেই কছর শুরু করবে। এটা মুহীতের বিবরণ। শুদ্ধ মত হল, শহরের লোকালয় হতে বের হয়ে গেলে কছর পড়বে। শহরের সাথে গ্রাম মিলিত থাকলে তা হতেও বের হয়ে যাওয়া ধরতে হবে। শহরের সীমান্তে সে গ্রাম মিলানো থাকে তা হতে বের হওয়ার পূর্বে কছর পড়তে পারে। এটা মুহীতের বিবরণ।

এভাবে যখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন নিজের লোকালয়ে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কছর পড়বে। নিজের শহর হতে বের না হয়ে শুধু নিয়ত করলে মুসাফির হবে না কিন্তু শুধু নিয়ত করলেই হয়ে যায় বলে মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যেদিক দিয়ে শহর হতে বের হবে, সেই দিকই ধরতে হবে। যদি একদিক দিয়ে শহর হতে বের হয় এবং অন্যদিক দিয়ে শহর সমান থাকে, তবে কছর পড়বে। এটা তাবিয়্যীনে বর্ণিত আছে। যদি এমন দিক দিয়ে বের হয়, যেদিকের কোন মহল্লা এখন শহর হতে পৃথক হলেও আগে শহরের সাথে সংলগ্ন ছিল, তবে ঐ মহল্লা হতে বের না হওয়া পর্যন্ত কছর পড়বে না।

মুসাফির তিন মঞ্জিল সফর করার নিয়ত করলেই তার রোখছতের হুকুম হবে। ঐ পরিমাণ নিয়ত করা পর্যন্ত দুনিয়া ঘুরে আসলেও সফরের রোখছতের হুকুম হবে না। যেমন কেউ যদি পলায়নরত অথবা কর্জদার ব্যক্তির পিছনে অনুসরণ করে চলতে থাকে, এটার মধ্যে তিনদিনের নিয়ত নেই, তবে সফরের রোখছত পাবে না। এই নিয়তের মধ্যে শুধু ধারণা করাই যথেষ্ট, দৃঢ়বিশ্বাসের দরকার হয় না। অর্থাৎ যদি মোটামুটি ধারণা তাকে যে, তিনদিনের সফর করবে, তবে কছর পড়বে। এটা তাবিয়্যীনের বিবরণ।

এটাও লক্ষ্য রাখার বিষয় বটে যে, সে সফরের উপযুক্ত কিনা। যদি একটি বালক ও একজন খৃষ্টান সফর করে এবং দুইদিন চলার পর বালক বালেগ হয়ে যায় এবং খৃষ্টান মুসলমান হয়ে যায়, তবে বালক পূর্ণ নামায পড়বে এবং খৃষ্টান যে মুসলমান হয়েছে কছর পড়বে। এটা যাহেদীতে বর্ণিত আছে। যখন পর্যন্ত কোন গ্রামে বা শহরে পনেরদিন বা তার বেশি থাকার নিযত না করে ততদিন কছর পড়বে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। তিনদিন চলার পর এই হুকুম হবে।

www.nagorikpathagar.org

তিনদিন না চলে ফিরে আসার নিয়ত করলে মুকীম হয়ে যাবে।

ইকামাতের নিয়ত পাঁচটি শর্ত দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা ঃ

(১) চলা বন্ধ করে দেওয়া। ইকামতের নিয়ত করে চলতে থাকলে নিয়ত শুদ্ধ হয় না।(২) যে স্থানে থাকবার নিয়ত করে, সেস্থান থাকার উপযুক্ত হওয়া। যেমন, ময়দানে অথবা সাগরে অথবা দ্বীপে থাকার নিয়ত করলে তা শুদ্ধ হবে না।(৩) একইস্থানে থাকার নিয়ত করা।(৪) একাধারে পনেরদিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করা।(৫) তার মত স্থায়ী হওয়া।

শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, যদি মুসলিম সৈন্য কোন জায়গায় থাকার ইচ্ছা করে এবং তাদের সাথে শামিয়ানা এবং ছোট বড় তাঁবু আছে এবং পথে কোন ময়দানে নেমে তাঁবু স্থাপন করে এবং তথায় পনেরদিন থাকার নিয়ত করে, তবে মুকীম হবে না। কেননা তারা সবকিছু নিয়ে চলার আসবাবপত্র রাখে। ঐস্থান বাস করার স্থান নয়। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। যাযাবর লোক যারা তাঁবু প্রভৃতিতে থাকে, তাদের মুকীম হওয়ার নিয়ত করার মধ্যে ফোকাহাদের মতভেদ আছে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর দুইটি রেওয়ায়েতের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মুকীম হবে না এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুকীম হবে। এটার উপরই ফতোয়া দেয়া হয়, এটা গিয়াসিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

পনের দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করলে কছর পড়বে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি কোন শহরে বৎসর ভরে এই নিয়তে থাকে যে, কাজ শেষ হলেই চলে যাবে; কিন্তু পনেরদিন থাকার নিয়ত করেনি, তবে নামায কছর করবে। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। হজ্জে যাওয়ার লোক বাগদাদে পৌঁছে সেখানে থাকার নিযত করল না, কিন্তু এই ইচ্ছা করল যে, কাফেলা ছাড়া যাবে না। যখন কাফেলা যাবে, তখন যাবে। কিন্তু একথা জানা আছে যে, কাফেলা আজ হতে পনের দিনের মধ্যে অথবা পনের দিন হতে বেশি দিনের মধ্যে আসতে পারে, তবে নামায পূর্ণ চার রাকাত আদায় করবে, কছর পড়বে না।

কেউ দুইস্থানে পনের দিন থাকার নিয়ত করলে যেমন মক্কা এবং মিনা, কুফা এবং হিরা, তবে সে মুকীম হবে না। যদি একস্থান অন্যস্থানের অধীনস্থ হয়, এমন কি সেখানের লোকের উপর জুমুআ ফরজ হয় না, তবে মুকীম হবে। যদি দুই মহল্লায় পনেরদিন থাকার জন্য এমনভাবে নিয়ত করে যে, দিনে এক মহল্লায় থাকবে এবং রাত্রে অন্য মহল্লায় থাকবে, তখন রাত্রির মহল্লায় ঢুকবার সময়ে মুকীম হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। দিনে থাকার মহল্লায় ঢুকার সময়ে মুকীম হয়নি, এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

হজ্জ গমনকারী লোকেরা যদি যিলহজ্জের প্রথম দশম দিনে মক্কায় প্রবেশ করে এবং তথায় অর্ধমাস থাকার নিয়ত করে, তবে শুদ্ধ হবে না, কেননা হাজ্জের মধ্যে আরাফাতে অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যথায় হজ্জের শর্ত পূরণ হবে না। যদি দারুল হরবে কোন শহরে অথবা দারুল ইসলামে এমন জায়গা শত্রুবাহিনী অবরোধ করে, যেখানে কোন শহর নাই এবং পনেরদিন থাকার নিয়ত করে, তথাপি নামায কছর করবে, কেননা এমন স্থানে থাকতেও পারে, ভেগেও যেতে পারে, ঘরে বাস করলেও নিয়তের বিশ্বাস নেই। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। এজন্য আমাদের আয়েম্মাদের মতে কোন ব্যবসায়ী কোন আবশ্যকে কোন শহরে প্রবেশ এবং পনেরদিন থাকার নিয়ত করলেও সে মুকীম হবে না। কারণ তার অবস্থা হল আবশ্যক পুরা হওয়া মাত্র সে চলে যাবে। আবশ্যক পুরা হওযার পর সে থাকবে না। কাজেই তার নিয়ত মজবুত নয়। যে ব্যক্তি দারুল হরবে আমান চেয়ে প্রবেশ করেছে এবং থাকার স্থানে ইকামতের নিয়ত করেছে, তার নিয়ত শুদ্ধ হবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি হরবীদের মধ্য হতে কেউ দারুল হরবে মুসলমান হয় এবং হরবীদের মধ্যে তা প্রকাশ পাওয়ায় তারা তাকে হত্যা করার জন্য তালাস করে, তখন সে তাদের ভয়ে তিনদিনের জন্য সফরের নিয়ত করে ভেগে যায়, তবে সে মুসাফির হবে-যদিও সে কোনখানে একমাস বা তদপেক্ষা বেশি দিন পালিয়ে থাকে। কেননা সে এখন তাদের সাথে বিবাদকারী হয়ে গিয়েছে। এরূপ হুকুম হবে সেই ব্যক্তির জন্যও যে আমান চেয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করেছে ও তারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। যদি তাদের মধ্য হতে কেউ দারুল হরবের কোন শহরের মুকীম ছিল এবং যখন তথাকার লোক তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, তাই সে এ শহরে কোন জায়গায় লুকিয়ে রইল,তবে নামায পুরা পড়বে, কেননা সে ঐ শহর হতে বের না হওয়া পর্যন্ত সেখানে মুকীম ছিল, মুসাফির নয়।

এভাবে যদি দারুল হরবের কোন শহরের লোক মুসলমান হয়ে যায় এবং হরববাসীরা তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয় এবং যারা মুসলমান হয়ে যায়, তারা নিজেদের শহরে সাধারণ অবস্থায় পূর্ণ নামায পড়বে। যদি হরববাসীরা তাদের উপর জয়লাভ করে এবং মুসলমান দল আর এক মঞ্জিল চলার ইচ্ছা করে সেখান হতে বের হয়ে যায়, তথাপি তারা পুরা নামায পড়বে। যদি তিনদিনের সফরের নিয়ত করে বের হয়, তবে নামায কছর করবে। যদি পুনঃ নিজেদের শহরে ফিরে আসে এবং মুশরিকগণ সেখানে না তাকে, তবে নামায পূর্ণ পড়বে। যদি মুশরিকগণ তাদের শহরের উপর জয়ী থাকে এবং সেখানে মুকীম থাকে এবং মুসলমানগণ শহরে আসে, মুশরিকরা শহর খালি করে দেয়, মুসলমানগণ ঘর দরজা করে বসবাস শুরু করে, সেখান হতে বের হওয়ার নিয়ত না থাকে, তবে ঐ শহর দারুল ইসলাম হয়ে যায়, তার মধ্যে পুরা নামায পড়বে। যদি সেখানে ঘর বানাবার ইচ্ছা না তাকে, সেখানে একমাস থেকে দারুল ইসলামে আসার ইচ্ছা রাখে, তবে নামায কছর করবে।

অতএব শহরে নেতার ইকামতের নিয়তে সেনাদল ময়দানে মুকীম হয়ে যায়। এটা কাফীতে বর্ণিত আছে্ল নিয়ম হল, যে ব্যক্তি ইকামত নিজের নিয়তে করতে পারে, সে নিজের নিয়তে মুকীম হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি ইকামত নিজের ইচ্ছায় করে না, সে নিজের নিয়তে মুকীম হয় না। এমন কি স্ত্রী নিজের স্বামীর সাথে, গোলাম নিজের মালিকের সাথে, শাগরিদ তার ওস্তাদের সাথে, চাকর নিজের প্রভুর সাথে এবং সৈন্য নিজের সেনাপতির সাথে সফর করলে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিজের নিয়তে মুকীম হবে না। স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর অধীন তখন, যখন তার মহরে মুআজ্জল আদায় করে দেওয়া হয়। আদায় না করা হলে সহবাস করার পূর্বে অধীন হয় না। সৈন্য নিজের নেতার অধীন তখন হয, যখন তার খোরাক নেতার নিকট হতে পায়।

সৈন্য নিজের খরচে খাবার খেলে তার নিজের নিয়তের উপরে নির্ভর করে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি নিজের কর্জের জন্য বন্দী হয় এবং পাওনাদারের জিম্মায় তাকে, তখন পাওনাদারের নিয়তের উপর নির্ভর করে। এটা তখন, যখন করজ পরিশোধ করতে না পারে। আদায় করতে পারলে করজদারের নিয়তের উপর নির্ভর করবে। করজ আদায় না করার নিয়ত করলে সে মুফলিসের মতো হয়ে যাবে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি কোন গোলামের সফরের মধ্যে দুজন মালিক হয়, তার একজন ইকামতের নিয়ত করেছে আর একজন ইকামতের নিয়ত করেনি, তবে গোলাম মুকীমের খিদমতে থাকার সময় পূর্ণ নামায পড়বে এবং মুসাফিরের খিদমতে থাকার সময় নামায কছর করবে। যদি জানে খিদমত করা নির্দিষ্ট নেই, তবে আসল হিসোবে চার রাকাত পড়বে। দুই রাকাতের পর সন্দেহ দূর করার জন্য নিশ্চয়ই বসবে।

অধীনস্থের নিজের আসল অবস্থা জানা না থাকলে কেউ কেউ বলেন যে, সে মুকীম হয়ে যায় এবং কেউ কেউ বলেন যে, সে মুকীম হয় না। কেননা জানার পূর্বে হুকুম কর্তব্য হয়ে যাওয়ার মধ্যে ক্ষতি আছে। এটা শরীয়ত-নিষিদ্ধ।

www.nagorikpathagar.org

গোলাম মালিকের সাথে সফরে যাবার সময় মালিককে জিজ্ঞাসা করা উচিত। সে না বললে পুরা নামায পড়বে। কয়েকদিন চার রাকাত পড়ার পর মালিক জানাল যে, সফর শুরু করার দিন হতেই সে মুসাফির। তবে শুদ্ধমত এই যে, গোলাম তা পুনরায় আদায় করবে না, যদিও সে দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করে না থাকে। যদি গোলাম নিজের মালিকের ইমামতী করে এবং এ জামাতে আরও মুসাফির থাকে এবং এক রাকাতের পর মালিক ইকামতের নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত তার গোলাম সম্বন্ধে শুদ্ধ আছে। জামাতের অন্যান্যদের উপর ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

অতএব গোলাম দুই রাকাত পড়বে এবং মুসাফিরদের মধ্য হতে কাউকেও সালাম ফিরানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দিবে। তারপর গোলাম ও মালিক দাঁড়িয়ে নিজেদের বাকি নামায আদায় করে নিবে এবং প্রত্যেকেই চার রাকাত করে পড়বে। কেউ কেউ বলেন যে, মালিক নিজের নিয়ত গোলামকে এভাবে জানাবে যে, গোলামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পিরে দুই আঙ্গুল উঁচু করে ইশারা করবে। তারপর চার আঙ্গুল উঁচু করে তা দিয়ে ইশারা করবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

যদি কেউ কোন নামাযের প্রথম ওয়াক্তে মুসাফির থাকে ও কছরের সাথে তা আদায় করে, পরে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে সে ইকামতের নিয়ত করে নেয়, তবে নামাযের ফরজ পরিবর্তন হবে না। যদি নামায এখন পর্যন্ত না পড়ে থাকে, এমন কি নামাযের শেষ ওয়াক্তে ইকামতের নিয়ত করে নেয়, তবে তার ফরজ চার রাকাত হবে–যদিও এমন পরিমাণ ওয়াক্ত নেই যে, এর মধ্যে চার রাকাত পড়া যায়। যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর ইকামতের নিয়ত করে, তবে সফরের নামায কাজা করবে। কেউ জোহরের নামায পড়ে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে সফর আরম্ভ করল, আছরের নামায ওয়াক্ত মত পড়ল, তারপর সূর্যাস্ত যাবার পূর্বে সফর ত্যাগ করল। অতঃপর মনে হল যে, সে বিনা অজুতে জোহর এবং আছর পড়েছে। তবে জোহরের দুই রাকাত এবং আছরের চার রাকাত পড়বে। যদি জোহর এবং আছরের নামায মুকীম অবস্থায় পড়ে থাকত, সূর্য ডুবার আগে সফর করত, তারপর মনে হত যে, সে জোহর ও আছর বিনা অজুতে পড়েছে, তবে জোহরের চার রাকাত এবং আছরের দুই রাকাত কাজা করতে হত।

কোন মুসাফির অন্য মুসাফিরদের ইমাম হল এবং ইমামের অজু ভেঙ্গে গেল, সে অন্য কোন মুসাফিরকে প্রতিনিধি বানিয়ে ইকামতের নিয়ত করল, তবে মুক্তাদীর ফরজ বদল হবে না। ইমাম ইকামতের নিয়ত অজু ভঙ্গের পর মসজিদ হতে বের হবার আগে করলে তার এবং মুক্তাদীদের চার রাকাত পড়তে হবে। এটা জহিরিয়ায় উল্লেখ আছে। কোন মুসাফির কোন মুসাফিরের পিছনে ইক্তেদা করল। পরে ইমামের অজু ভঙ্গ হল এবং সে কোন মুকীমকে প্রতিনিধি করে দিল, তবে মুক্তাদীগণকে পুরা নামায আদায় করতে হবে না। এটা মুহীতে সুরুখশীতে বর্ণিত আছে। মুসাফির মুকীমের পিছনে ইক্তেদা করলে চার রাকাত পুরা করবে। নামায বাতিল করে ফেললে দুই রাকাত পড়বে। নফলের নিয়তে ইক্তেদা করে তারপর নামায বাতিল করে দিলে চার রাকাত পড়তে হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

ইমাম মুসাফির হলে এবং মুক্তাদী মুকীম হলে ইমাম দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে এবং মুক্তাদী নিজের নামায পুরা করবে। এটা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। তারা সকলে মাসবুকের মতো একা একা হয়ে যাবে। কিন্তু শুদ্ধ মতে তারা কিরাত পড়বে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ইমামের জন্য মুস্তাহাব হল, মুক্তাদীগণকে তাদের নামায পুরা করে নিতে বলে দিবে ও নিজের মুসাফির হওয়ার কথাও বলবে। এটা হেদায়ার বিবরণ।

বাদশাহ সফর করলে কছর করবে। এটা যখীরাহর মধ্যে উল্লেখ আছে। জুমুআর দিন যাওয়ালের আগে এবং পরে সফরের জন্য বের হওয়া মাকরূহ হবে না। যদি সে জানে যে, আমি নিজের শহর হতে জুমুআর ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর বের হব, তবে জুমুআর জন্য উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব এবং জুমুআ আদায় করার আগে বের হওয়া মাকরূহ হবে।

www.nagorikpathagar.org

এটা মুহীতে সুরখসীতে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোক তিনদিন বা এর বেশীদিনের জন্য মোহরিম লোক ছাড়া সফর করবে না, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং অজ্ঞান ব্যক্তি মোহরিম হতে পারবে না। বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেনি, এমন বৃদ্ধ মোহরিম হবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। মুসাফির নিজের শহরে প্রবেশ করলে নিয়ত ছাড়াই মুকীম হয়ে যাবে। নামায পুরা করতে হবে। চাই সে তথায় ইচ্ছায় আসুক বা প্রয়োজনে আসুক।

মাশায়েখে কিরামগণের মতে নিজের ঠিকানা তিন প্রকার। যেমন ঃ

প্রথম ঃ নিজের জন্মভূমি বা যেস্থানে তার আওলাদ-ফরজন্দ থাকে।

দ্বিতীয় ঃ সফর বা ভ্রমণ ভূমি, তার নাম, থাকার ঠিকানা। তা এমন স্থান, যেখানে সে পনেরদিন থাকার নিয়ত করে।

তৃতীয় ঃ ছোকনা। ছোকনা বলে এরূপ ঠিকানাকে, যেখানে মুসাফির পনেরদিনের কম থাকার নিয়ত করে।

আমাদের মাশায়েখদের খাঁটি মত হল এই যে, ঠিকানা দুই প্রকার। এক ঃ প্রকৃত ঠিকানা, দ্বিতীয়ঃ থাকার ঠিকানা। আসল ঠিকানা আসল ঠিকানা দ্বারা বদল হয়ে থাকে–যখন প্রথম স্থান হতে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। যদি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে না যায় এবং অন্য শহরে অন্য স্ত্রী বিবাহ করে, তবে প্রথম ঠিকানা বাতিল হবে না এবং উভয়স্থানে পুরা নামায পড়বে।

যদি নিজের আসল ঠিকানা হতে নিজের পরিবার-পরিজন এবং আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র যায় এবং প্রথম ঠিকানায় তার বাড়ী-ঘর জায়গা-যমিন থাকে, তবে প্রথম স্থানে তার ঠিকানা বহাল থাকবে। প্রকৃত ঠিকানার জন্য সফর করা শর্ত নয়। কেননা সকলের নিকট এটা আসল। ওয়াতনে ইকামত বা থাকার ঠিকানা নির্দিষ্ট করার জন্য সফর করা শর্ত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, ওয়াতনে ইকামত তিনদিন সফর করার পর নির্দিষ্ট হয়ে তাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনদিনের আগেও নির্দিষ্ট হয়ে যায়, যদিও ঐ স্থানে তার পরিবর-পরিজন এবং তার তিনদিনের দূরত্ব না হয়, তাই প্রকাশ্য বর্ণনায় আছে। যদি মুসাফিরের চোর-ডাকাতের ভয় থাকে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবের আগমনের আশা না তাকে, তবে তার নামায পড়তে দেরি করা জায়েয আছে। কেননা সে মাজুর ব্যক্তি। এটা ফতোয়ায়ে গারায়েবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যানবাহনে নামায আদায় করার বিবরণ

যেদিকে বাহন যাবে, সেদিকেই ইশারা করবে। বাহনের যেদিক সম্মুখে থাকে, তার বিপরীত দিকে নামায পড়া জায়েয হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে শহরের মধ্যে জানোয়ারের উপর চড়ে নামায পড়া নাজায়েয। শহর হতে বের হলে মুসাফির এবং মুকীম একই রকম হবে। যদি কেউ নিজের মাঠে যায়, কিন্তু সে মুসাফির নয়, তার জন্য নফল নামায জানোয়ারের উপর পড়া জায়েয আছে। এটা মুহীতের বিবরণ।

শহর হতে বের হওয়ার সীমা সম্বন্ধে অবশ্য মতের তারতম্য রয়েছে। শুদ্ধ মত হল এই যে, মুসাফিরের জন্য কছর পড়ার সীমা যে পর্যন্ত, এই মাসয়ালায়ও সীমার হুকুম তাই হবে। বাহনের উপর নামায পড়ার নিয়ম হল, ইশারা করে নামায পড়বে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে এবং হুজ্জাতের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, জীন অথবা পালানের উপর বসে নামায আদায় করবে, রুকু-সিজদাহ করবে, কিরাত পাঠ করবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে।

সিজদায় রুকু অপেক্ষা বেশি ঝুঁকবে, কিন্তু কোন বস্তুর উপর নিজের মাথা রাখবে না, চাই জানোয়ার চলুক বা না চলুক। নিজের কাছে রক্ষিত কোন বস্তুর উপর অথবা জীনের উপর সিজদাহ করলে জায়েয হবে না। যে কোন জানোয়ারের উপর ইচ্ছা ইশারার নামায পড়তে পারে। নামায কিবলার দিকে ফিরে পড়ুক অথবা কিবলার দিকে পিছন দিয়ে পড়ুক সবই সমান।

www.nagorikpathagar.org

আলাদা আলাদা নামায পড়বে। জামাতে পড়লে ইমামের নামায জায়েয হবে, মুক্তাদীর নামায বাতিল হয়ে যাবে। এটা খোলাছার বিবরণ। যদি জানোয়ার আপনা হতে চলে, তবে তাড়া করা নাজায়েয। আর তা না চললে লাঠি দিয়ে তাড়া করলে বা ভয় দেখালে নামায বাতিল হয় না। কারণ এটা সামান্য আমল। এটা যখীরায় বর্ণিত আছে। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নফলের হুকুমের মধ্যে হবে; সুতরাং জানোয়ারের উপর তা পড়া জায়েয আছে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ। যদি নফল নামায শহরের বাইরে পড়তে শুরু করা হয়, কিন্তু নামায শেষ না হতে যদি তা আবার শহরে প্রবেশ করে, তবে অধিকাংশ ইমামের মতে জানোয়ারের উপর হতে নেমে নামায পূর্ণ করবে।

নফল নামায যমিনে শুরু করে জানোয়ারের উপর শেষ করলে নাজায়েয হবে। জানোয়ারের উপর শুরু করে যমিনের উপর শেষ করলে জায়েয হবে। দুই ব্যক্তি একই সোয়ারির আরোহী। নফল নামাযে একে অন্যের ইক্তেদা করেছে, এটা জায়েয। এভাবে ফরজে করলেও জায়েয হবে। চাই তারা একদিকে থাকুক বা দুইদিকে থাকুক। দুইজনের মধ্যে এমন কোন আড়াল নেই, যাতে ইক্তেদা নিষিদ্ধ হতে পারে। যদি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা জানোয়ারের উপর সওযার থাকে, তবে মুক্তাদীর নামায জায়েয হবে না, কেননা উভয় জানোয়ারের মধ্যে পথ রয়ে গিয়েছে এবং এটা ইক্তেদা শুদ্ধ হওয়াকে বারণ করে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে লিখিত আছে।

ফরজ নামায জানোয়ারের উপর আদায় করা নাজায়েয। কিন্তু ওজরবশতঃ জায়েয আছে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। এভাবে বেতেরের নামায, মানতের নামায এবং যে নামায আরম্ভ করে বাতিল করেছে এবং জানাযার নামাযও। যে সিজদায় তিলাওয়াত যমিনে বসে ওয়াজিব হয়েছে, তা বাহনের আদায় করা উপর নাজায়েয। ওজরবশতঃ জায়েয আছে। এটা আইনীতে উল্লেক আছে। ওজরের মধ্যে হলে যেমন জানোয়ার হতে অবতরণ করলে প্রাণের ভয় বা কাপড়ের ভয় বা জানোয়ারের ভয় বা চোরের ভয় বা হিংস্র জন্তু বা শত্রুর ভয় আছে অথবা জানোয়ার এমন বদ স্বভাবের হয় যে, এটার উপর হতে নামলে অন্যের সাহায্য ছাড়া পুনরায় আরোহন করা যাবে না অথবা এমন বৃদ্ধ অবস্থায় যে, নিজে চড়তে পারে না, অন্য কেউ চড়িয়ে দিবার মত নেই, অথবা সমস্ত যমিনে কাদা আছে, কোন স্থান শুকনা নেই। এটা তখন, যখন কাদায় নামলে ডুবে যাবে। যদি ঐ রকম না হয, অর্থাৎ ভিজা হয়, তবে নেমে নামায আদায় করবে। এটা খোলছায় বর্ণিত আছে।

মাজুর ব্যক্তি জানোয়ার থামিয়ে পড়তে পারলে থামিয়ে ইশারায় নামায আদায় করবে, না থামিয়ে নিলে নামায জায়েয হবে না। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। জানোয়ারের শরীরে যদি নাপাকী থাকে, তবে কোন ক্ষতি হবে না। কেউ কেউ বলেন, যদি জীনের উপর অথবা রেকাবের উপর নাপাকী তাকে, তবে নামায নাজায়েয হবে।

নৌকায় নামায পড়তে হলে, মুস্তাহাব হল, ফরজ মামায সম্ভব হলে নৌকা হতে বের হয়ে পড়বে। এটা মুহিতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। নৌকা চলতে থাকলে ও দাঁড়িয়ে নামায পড়ার শক্তি থাকলে তদবস্থায় বসে নামায পড়লে আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মাকরূহের সাথে জায়েয হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নাজায়েয হবে। যদি নৌকা বাঁধা থাকে, চলমান অবস্থায় না তাকে, তবে তার মধ্যে বসে নামায পড়া সকলের মতে নাজায়েয। এটা তাহযীবের বিবরণ।

বাঁধা নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে জায়েয হবে। যদি যমিনে নৌকা স্থিরিকৃত না হয় এবং তা হতে বের হওয়া সম্ভব থাকে, তবে তার মধ্যে নামায পড়া নাজায়েয । এটা মুহীতে সুরুখসীতে আছে। যদি নদীর মধ্যে স্থিরিকৃত থাকে এবং হেলে-দোলে, যদি বায়ু এটাকে নাড়ায়, তবে চলন্ত নৌকার হুকুম হবে। কিন্তু সামান্য হেলাইলে স্থিরিকৃতের ন্যায় হুকুম হবে। এটা তামারতাশীতে উল্লেক আছে। যদি নৌকায় দাড়িয়ে নামায পড়লে মাথায় ব্যথা

www.nagorikpathagar.org

পাওয়া যায়, তবে বসে নামায পড়া সকলের নিকট জায়েয হবে। এটা খোলাছার মধ্যে উল্লেখ আছে। নৌকায় নামায আরম্ভ করার সময় কিবলার দিকে মুখ করে নেওয়া কর্তব্য। নৌকার মুখ ঘুরে গেলে নামাযীর মুখও ঘুরিয়ে কিবলার দিকে করে নিবে। মুখ ঘুরার শক্তি থাকা সত্ত্বেও না ঘুরালে নামায জায়েয হবে না। নৌকায় রুকু সিজদাহ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইশারায় নামায পড়লে তা জায়েয হবে না। নৌকায় ইকামতের নিয়ত করলে মুকীম হবে না। নৌকার মালিক এবং মাঝির জন্যও এই একই হুকুম। কিন্তু নৌকা যদি তার শহর বা গ্রামের নিকট হয় তবে মূল হুকুম অনুযায়ী মুকীম হয়ে যাবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

মুকীম ইকামতের অবস্থায় নদীর তীরে নৌকায় নামায পড়তে থাকে এবং ঝড় তুফান নৌকা ছুটিয়ে বের করে নেয়া যায় এবং সে নৌকার ভিতরে নামাযরত থাকে আর ঐ সময় সফরের নিয়ত করে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সম্পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে।

এতাবিয়ার ভিতরে বর্ণিত আছে যে, মুসাফির যদি শহরের বাইরে নৌকায় নামায আরম্ভ করে আর ঐ অবস্থায় নৌকা চলতে চলতে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে পূর্ণ চার রাকাত নামায পড়বে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত রয়েছে। এক নৌকার মধ্যে থাকা পর্যন্ত অন্য নৌকার নামাযীর সাথে ইক্তেদা করতে পারবে না। অবশ্য উভয় নৌকা মিলানো থাকলে ইক্তেদা জায়েয আছে। এটা খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তি যমিনে দাঁড়ানো আছে, সে যদি নৌকার ইমামের সাথে ইক্তেদা করে, তবে তাদের মাঝখানে কোন খাল বা রাস্তা থাকলে ইক্তেদা জায়েয হবে না। অন্যথায় ইক্তেদা করা জায়েয। নৌকার মধ্যে দাঁড়ানো ইমামের পিছনে নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে কেউ ইক্তেদা করলে তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমামের আগে গেলে জায়েয হবে না। যদি কেউ নামাযের মধ্যে নৌকা বাঁধে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা আমলে কাছীরের মধ্যে গণ হয়ে যায়।

জুমুআর নামাযের আরো কিছু মাসায়েল

জুমুআর নামায আদায় করা ফরজে আইন। জুমুআর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য নামাযীর মধ্যে কতকগুলি শর্ত বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যেমন : সুস্থ, স্বাধীন এবং মুকীম হতে হবে। এটা কাফীর ভিতরে বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোক, গোলাম, মুসাফির এবং রোগীর উপরে জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। খোড়া ব্যক্তির উপরে সম্মিলিত মতে জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। অন্ধ ব্যক্তির উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। অতি বৃদ্ধ বা রোগীর উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। যদি খুব বেশি বৃষ্টি হয় অথবা কোন ব্যক্তি অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে লুকিয়ে থাকে, তবে তার উপর হতে জুমুআ রহিত হয়ে যায়। এটা ফতহুল কাদীরের বিবরণ।

গোলামকে জুমুআ বা দুই ঈদের নামাযে যেতে বারণ করা না করা মালিকের ইচ্ছা। মুকাতেবের উপর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব। যে গোলাম কিছু অংশ আজাদ হয়েছে, বাকি অংশ আজাদের জন্যও চেষ্টা করছে, তার উপরও জুমুআ ওয়াজিব হবে। মাজুর গোলাম এবং যে গোলাম প্রত্যহ কিছু আদায় করে, তার উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। যে গোলাম জামে মসজিদের দরজার উপর স্বীয় মালিকের জানোয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকে, তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত এই যে, যদি জানোয়ার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তবে জুমুআ পড়বে। এটা আইনীতে বর্ণিত আছে।

নিজের গোলামকে জুমুআয় যেতে বারণ করা বা না করা মালিকের ইচ্ছাধীন। কেউ কেউ বলেন যে, শহরের মধ্যে নিষেধ করা অনুচিত।

জুমুআর নামায আদায় হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যা নামাযীর ব্যাপারে নয়, বাইরের বিষয়। যেমন :

(১) প্রথমশর্ত : শহর হওয়া প্রয়োজন। শহর ঐ স্থানকে বলে, যেখানে মুফতী এবং কাজী থাকে। তারা ন্যায়বিচার

কায়েম করে এবং ইসলামের হুকুম আহকাম জারী করে। লোকসংখ্যা মিনা শহরের অনুরূপ হয়। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। শহরে যেমন জুমুআ আদায় করা জায়েয আছে, সেরূপ শহর-সীমান্তের স্থানসমূহেও জুমুআ জায়েয আছে। শহর সীমান্ত বা শহরের কিনারা অর্থ শহরের উপকার ও সুবিধার্থে যেসব জনপদ শহরের সংলগ্ন আছে।

গ্রামের অধিবাসী যখন শহরে প্রবেশ করে এবং জুমুআর দিন সেখানে থাকার নিয়ত করে,তবে তার উপরও জুমুআ পড়া আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা সে দিনের জন্য তার উপরও শহরবাসীদের হুকুম প্রযোজ্য হয়। আর যদি এরূপ নিয়ত করে যে, সে জুমুআর নামাযের ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে চলে যাবে, তবে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু জুমুআ পড়ে নিলে সে তার ফল পাবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখান, তানজীস এবং মুহীতে বর্ণিত হয়েছে।

পল্লী, গ্রাম ও বন-জঙ্গলের অধিবাসীদের জন্য–যাদের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়, তারা জুমুআর দিন আযান-ইকামত ও জামাতের সাথে জোহরের নামায আদায় করবে আর মুসাফিরগণ শহরে বসে আলাদা আলাদাভাবে জোহর পড়বে। যে সকল শহরবাসী জুমুআর নামায ফৌত করে ফেলবে, তারাও এরূপ আলাদাভাবে জোহর পড়বে। কয়েদী এবং রোগীদেরও হুকুম এই। কেননা এদের জামাতের সাথে নামায পড়া মাকরূহ হবে। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে।

(২) দ্বিতীয় শর্ত : বাদশাহ বা শাসক থাকা প্রয়োজন, সে আদেল হোক বা জালেম। অথবা বাদশাহর প্রতিনিধি থাকা। বাদশাহ বা বাদশাহর প্রতিনিধির হুকুম ছাড়া জুমুআ কায়েম করা জায়েয নয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। জুমুআর দিন উপস্থিত ইমামের হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তির খুৎবাহ পাঠ করা জায়েয নয়। অবশ্য ইমাম হুকুম করলে জায়েয হবে। এটা কাজীখানের ফতোয়া।

আমীর রোগগ্রস্ত হওয়ায় তার কোতওয়াল নামায পড়ালে জায়েয হবে না। তবে তার হুকুম নিয়ে পড়ালে জায়েয হবে। গোলাম কোন জিলায় শাসনকর্তা হয়ে গেলে যদি জুমুআ পড়ায় তবে জায়েয হবে। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে। জুমুআর নামায এমন ব্যক্তির পিছনে পড়া জায়েয আছে, যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা প্রশাসক হয়েছে, খলীফার পক্ষ হতে কোন নির্দেশ না-ই থাকুক, যদি স্বভাব-প্রকৃতি তার আমীরের অনুরূপ হয় এবং জনসাধারণের উপর তার ফরমান চালু থাকে, তবে তার পিছনে জুমুআর আদায় করা জায়েয হবে।

স্ত্রীলোক বাদশাহ বা প্রশাসক হলে জুমুআ কায়েম করার জন্য তার হুকুম করা জায়েয আছে। নিজে জুমুআ পড়ান জায়েয নেই। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। কোতওয়াল, কাজী এবং নেতার নামে, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে জুমুআ কায়েম করাবে না। কেননা তার অধিকার এটা নেই। তবে এ কাজ তার জিম্মায় থাকলে জায়েয আছে।

কোন শহরের অলী মরে গেলে ঐ মৃতের প্রতিনিধি অথবা কাজী নামায পড়ালে জায়েয হবে। যদি সেখানে এদের মধ্যে কেউ না থাকে এবং সকলে মিলে একজনকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে জায়েয হবে। এটা সিরাজিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি ইমাম হতে হুকুম নিতে না পেরে সকলে মিলে এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে এবং সে নামায পড়ায় তবে জায়েয হবে।

খলীফা মরে যাওয়ায় তার তরফ হতে অলী বা আমীর মুসলমানদের শৃংখলা রক্ষার্থে নির্দিষ্ট করা ছিল, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত না করা হবে, সে নিজের কর্তৃত্বের উপর বহাল থাকবে এবং জুমুআ পড়াবে। আমীরের খুৎবাহর জন্য আদেশ দেওয়ায় জুমুআর জন্যও আদেশ দেওয়া হয়। আর যদি আমীর কাউকে এরূপ হুকুম করে যে, খুৎবাহ পড়, নামায পড়িও না, তবে তার পড়ানো জায়েয হবে।

(৩) তৃতীয় শর্ত হল : জোহরের ওয়াক্ত হওয়া। জুমুআর নামাযের মধ্যে জোহরের ওয়াক্ত চলে গেলে জুমুআর নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর ওয়াক্ত চলে যায়, তথাপি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে

www.nagorikpathagar.org

এটা বাতিল হয়ে যাবে। জুমুআ আদায়কারীর পক্ষে এর উপর জোহরের নামায ভিত্তি করা জায়েয হবে না। কেননা দুই নামায ভিন্ন প্রকারের। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। মুক্তাদী যদি জুমুআর নামাযের মধ্যে নিদ্রা যায় এবং ওয়াক্ত চলে যায়, পরে জাগ্রত হয়, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যায়। যদি ইমাম ফারেগ হওয়ার পর জাগ্রত হয় এবং ওয়াক্ত তখনও বাকি থাকে, তবে জুমুআ পুরা করে নিবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

(৪) চতুর্থ শর্ত হল : জুমুআর ফরজ নামাযের আগে খুৎবাহ পাঠ করা। বিনা খুৎবাহর মধ্যে ফরজও আছে এবং সুন্নাতও রয়েছে। খুৎবাহর মধ্যে ফরজ দুটি : একটি হল ওয়াক্ত এবং এটা যাওয়ালের পর এবং নামাযের পূর্বে। অতএব খুৎবাহ যাওয়ালের আগে এবং নামাযের পর পড়লে জায়েয হবে না। এটা আইনীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ফরজটি হল আল্লাহর জন্য 'আলহামদু লিল্লাহ অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা সুবহানাল্লাহি' পড়া যথেষ্ট হবে। এটা তখন হবে, যখন খুৎবাহর নিয়তে পড়া হবে। কিন্তু হাঁচির জবাবে বা কোন কিছু দেখিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললে হবে না। খুৎবাহ একা পড়লে বা স্ত্রীলোকদের সামনে পড়লে জায়েয হবে না। এটা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি একজন বা দুজন মানুষের সম্মুখে পড়ে এবং তিনজনের সাথে নামায পড়ে তবে জায়েয হবে। যদি খুৎবাহ পাঠ করে আর সব লোক ঘুমিয়ে যায় অথবা সবলোক বধির হয়, তবে জায়েয হবে।

খুৎবার সুন্নাত কতটি

খুৎবায় মোট পনেরটি সুন্নাত আছে। প্রথম : খুৎবাহ পাঠকারীর পাক পবিত্র হওয়া আবশ্যক। অজুহীন অথবা নাপাকী ব্যক্তির খুৎবাহ পাঠ করা মাকরূহ। দ্বিতীয় : খুৎবাহ দাঁড়িয়ে পড়বে। বসে অথবা শায়িতাবস্থায় খুৎবাহ পড়লে, জায়েয হবে না। এটা কাজীখানের ফতোয়া। তৃতীয় : জামাতের লোকদের দিকে ফিরে পড়বে। চতুর্থ : খুৎবাহ পাঠ শুরুর আগে মনে মনে আউজুবিল্লাহ পড়ে নিবে। পঞ্চম : জামাতের লোককে খুৎবাহ শ্রবণ করান। ষষ্ঠ : আলহামদু শব্দ বলে পাঠ শুরু করা। সপ্তম : আল্লাহ পাকের এ প্রকার প্রশংসা করা, যা তার জন্য উপযুক্ত হয়। অষ্টম : শাহাদাত পাঠ করা। নবম : হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। দশম : ওয়াজ নছিহত পেশ করা। একাদশ : পবিত্র কোরআন পাঠ করা। এটা পাঠ না করা বিশেষ গুণাহর কাজ। তাই কমপক্ষে তিন আয়াত পড়তেই হবে। দ্বাদশ : আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। দ্বিতীয় খুৎবায় হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর উপর পুনঃ দুরূদ শরীফ পাঠ করা। ত্রয়োদশ : মুমিন মুসলমান নর ও নারীর জন্য দোয়া করা। চতুর্দশ : খুৎবাহ অত্যাধিক দীর্ঘ না করে সংক্ষিপ্ত করা। যেমন তেওয়ালে মুফাছ্ছালের কোন-সূরার অনুরূপ হয়। পঞ্চদশ : উভয় খুৎবাহর মাঝে কিছু সময় বসা। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

উভয় খুৎবাহর মধ্যে বসার সময়ের পরিমাণ তিনটি আয়াত পড়তে যে সময় লাগে এতটুকু সময় পর্যন্ত বসা। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। খুৎবাহ পাঠ শুরুর আগে একটু বসে নেওয়া সুন্নাত। এটা আইনীর মধ্যে উল্লেখ আছে। জুমুআর খতীব বা ইমামের জন্য শর্ত এই যে, তার যেন জুমুআর ইমামতী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং সুন্নাত এই যে, ইমাম যেন হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ পাঠ করে। খুৎবায় আওয়াজ উচ্চ ও স্পষ্ট কর প্রয়োজন ।

দ্বিতীয় খুৎবাহ 'নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু' দ্বারা আরম্ভ করবে। ঐ খুৎবাহ প্রথম খুৎবাহ হতে কম আওয়াজে পড়বে। এ খুৎবায় খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর দুই চাচার কথা উল্লেখ করবে। এ রীতি ও অভ্যাসই বরাবর চলে আসছে।

খতীবের জন্য খুৎবাহর মধ্যে অন্যকথা বলা মাকরূহ, কিন্তু সৎকর্মের জন্য আদেশ প্রদান করা জায়েয আছে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। খতীব ছাড়া অন্য কারও জুমুআর নামায পড়ানো উচিত নয়। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত

www.nagorikpathagar.org

আছে। যদি খতীবের খুৎবাহ পাঠ করার পর অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে খুৎবাহর মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তাদের একজনকে প্রতিনিধি বানাবে। যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের কাকেও প্রতিনিধি বানালে জায়েয হবে না। নামায শুরু করার পর "অজু ভেঙ্গে গেলে যে কোন একজনকে খলীফা বানান জায়েয আছে। এটা তাহযীবে বর্ণিত আছে। যখন ইমাম খুৎবাহ পাঠের জন্য বের হবে, তখন কেউ কোন নামায পড়বে না এবং কোন কথাও বলবে না। খুৎবাহ শুনার সময়ে দূরে বসা ব্যক্তিও নিকটে বসা ব্যক্তির মতো নীরব থাকবে, যা নামাযের মধ্যে হারাম, খুৎবাহর মধ্যেও হারাম। এমনকি, যখন ইমাম খুৎবাহ পড়বে তখন কেউ আহার করবে না।

খতীবের দিকে মুখ করে থাকা মুস্তাহাব। জামাতের সকলেই প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত খুৎবাহ শুনা ওয়াজিব। ইমামের নিকটে থাকা দূরে থাকা হতে উত্তম। তবে ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবে না। জামাতীদের উচিত খুৎবাহ আরম্ভ করার পূর্বে মিহরাবের দিকে অগ্রসর হয়ে বসা। তা হলে পরে আসা লোকদের বসতে আর জায়গায় অভাব হবে না। যদি প্রথম এরূপ না করে, তবে পূর্বে আসা লোকেরা বিনা কারণেই নিজেদের স্থান ছেড়ে দিল। পরে আসা ব্যক্তির সেস্থানে বসার অধিকার আছে।

(৫) পঞ্চম শর্ত হল : জুমুআর নামাযে জামাত হওয়া। ইমাম ছাড়া কমপক্ষে তিনজন মুক্তাদী হওয়া চাই। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে।

খুৎবাহর সময়ে জামাতের সকলেরই হাজির থাকা শর্ত নয়। ইমাম জুমুআর খুৎবাহ পড়ার পর খুৎবাহ শ্রবণকারী সমস্ত লোক চলে গেলে এবং অন্য লোক এসে যোগদান করলে তাদেরকে নিয়ে জুমুআর জামাত করলে জায়েয হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

(৬) ষষ্ঠ শর্ত হল : মসজিদে সর্বসাধারণের প্রবশাধিকার থাকতে হবে। এটা এরূপ যে, মসজিদের দরজা খোলা থাকবে এবং সকল লোকের প্রবেশ করার অনুমতি থাকবে। যদি কতক লোক প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতঃ নামায পড়ে, তবে জায়েয হবে না। যদি বাদশাহ নিজের ঘরে নিজের লোক নিয়ে নামায পড়তে যায় এবং দরজা খুলে দিয়ে সকলকে প্রবেশের অনুমতি দান করে, তবে নামায জায়েয হবে। চাই অন্য লোক আসুক কি না আসুক। এটা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। মুসাফির, গোলাম এবং রোগীর জন্য জুমুআর ইমাম হওয়া জায়েয আছে। এটা কুদুরীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

ঈদের নামাযের আরো কিছু মাসায়েল

দুই ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব। এটাই বিশুদ্ধ মত। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ঈদুল ফিতরের নামাযে পুরুষের জন্য মুস্তাহাব হল এই যে, মিসওয়াক করে গোসল করবে এবং উত্তম পোশাক পরে নামাযে যাবে। পোশাক পুরাতন হোক বা নূতন। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। আংটি পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, ভোরে উঠে ঈদের ময়দানে যাওয়া, রোযার ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বেই আদায় করা, ফজরের নামায নিজ মহল্লার মসজিদে আদায় করা, পায়ে হেঁটে এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা এই কাজগুলি মুস্তাহাব। এটি কানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

জুমুআ এবং দুই ঈদের নামাযে যানবাহন আরোহণ করে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। শক্তি সামর্থ থাকলে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। ঈদুল ফিতরের নামাযে যাবার পূর্বে কয়েকটি খেজুর অথবা মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে নিবে। নামাযের পূর্বে কিছু পানাহার না করলে কোনরূপ পাপ হবে না। অবশ্য সমস্ত দিনে কিছু না খেলে গুনাহগার হবে। ঈদুল আজহার নামাযের পূর্বে কিছু আহার করা মাকরূহ হওয়া সম্বন্ধে দুই রকম বর্ণনা আছে। ঐদিন সর্বপ্রথম কোরবানীর গোশত আহার করা মুস্তাহাব। এটা আইনীর মধ্যে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের নামায আদায়ের জন্য জামে মসজিদে সংকুলান হওয়া সত্ত্বেও ঈদগাহে বা মাঠে যাওয়া সুন্নাত। এটাই সমস্ত মাশায়েখে কিরামের অভিমত। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। ঈদের নামায দুই তিন জায়গায়ও পড়া জায়েয আছে। ঈদের দিন ঈদগাহে মিম্বর নিয়ে যাবে না। ঈদগাহে মিম্বর বানানোর মধ্যে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে এটা মাকরূহ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মাকরূহ নয়। ঈদগাহে শান্ত এবং ধীরস্থিরভাবে যাবে। যে সকল বস্তু দেখা জায়েয নেই, সেগুলির দিকে তাকাবে না। ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহে গমনাগমনের পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলে জায়নামাযে গিয়ে তাকবীর পাঠ শেষ করবে। ঈদুল ফিতরের দিন চুপে চুপে তাকবীর বলবে। যাদের উপর জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব তাদের উপর ঈদের নামাযও ওয়াজিব। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

খুৎবাহ ছাড়া জুমুআর যা শর্ত, ঈদের জন্যও ঠিক তাই শর্ত। খুৎবাহ ঈদের নামাযের পরে পড়া সুন্নাত। খুৎবাহ ছাড়াও ঈদের নামায আদায় করা জায়েয আছে। আর তা নামাযের আগে পড়াও জায়েয আছে। তবে মাকরূহ হয। যদি খুৎবাহ আগে পড়ে, তবে নামায পুনঃ পড়তে হয় না। এটা কাজীখানের ফতোয়া। ঈদের নামায পড়ে এসে ঘরে চার রাকাত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সূর্য সাদা হলে শুরু হয এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকে। এটা সিরাজিয়াহ এবং তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। ঈদুল ফিতরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া ভাল এবং ঈদুল আজহার নামায দেরি করে পড়া উত্তম। এটা খোলাছায় উল্লেখ আছে।

ইমাম দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রথম তাকবীর বলে ছানা পড়ে তিনবার তাকবীর বলবে। তারপর উচ্চশব্দে কিরাত পড়বে, তারপর রুকু সিজদাহ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রথমে কিরাত পড়ে তারপর তিনবার তাকবীর বলবে। অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। ঈদের নামাযে এরূপ অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলতে হয়। তিনবার প্রথম রাকাতে বলতে হয় এবং তিনবার দ্বিতীয় রাকাতে। উভয় রাকাতে কিরাত পড়তে হয় এবং অতিরিক্ত তাকবীরসমূহে কান পর্যন্ত হাত তুলতে হয়। এক তাকবীর হতে অন্য তাকবীরে যেতে তিন তাসবীহ পরিমাণ থামতে হয়। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ বলার সময়ে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত তুলে আবার ছেড়ে দিতে হয়। নামায শেষে দুইটি খুৎবাহ পাঠ করতে হয়। দুই খুৎবাহর মধ্যস্থলে একটু সময় ইমামের বসতে হয়। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। প্রথম খুৎবাহ পাঠ শুরু করার সময় ইমাম মিম্বরে উঠে বসবে না। খুৎবাহর মধ্যে তাকবীর, তাসবীহ এবং হুযুরে পাক (সাঃ)-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। প্রথম খুৎবায় নয়বার তাকবীর পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় খুৎবায় সাতবার তাকবীর পাঠ করবে। এটা যাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। খুৎবাহর মধ্যে লোকদিগকে ছদকায়ে ফিতের এবং তার হুকুম আহকাম সম্বন্ধে বর্ণনা করবে।

ঈদুল আজহার খুৎবাহর মধ্যে ইমাম তাকবীর ও তাসবীহ পড়বে এবং ওয়াজ পেশ করবে। কোরবানী এবং যবেহ করার হুকুম আহকাম বাতলাবে। এটা তাতারখানিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীরসমূহ শিক্ষাদান করবে। এটা যাহেদীর বর্ণিত আছে।

যখন ইমাম খুৎবাহর মধ্যে তাকবীর বলবে, তখন জামাতের লোকগণও তার সাথে সাথে তাকবীর বলবে। যখন ইমাম দুরূদ পড়বে, তখন শ্রোতাগণও তার সাথে মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়বে। (শ্রোতাদের) চুপ থাকা সুন্নাত। যদি ইমাম ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরে হাত না উঠায়, তবে মুক্তাদীগণ হাত তুলবে। কেননা এই সামান্য বিষয়ে ইমামের অনুসরণ না করলে কোন ক্ষতি হয় না।

www.nagorikpathagar.org

ঈদের নামাযে ইমাম যখন রকুতে চলে যায়, মুক্তাদী ঐ সময়ে উপস্থিত হলে সে দাঁড়িয়ে নামায শুরুর তাকবীর বলবে। যদি এভাবে তাকবীর বলে রুকু পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাকবীর বলবে, আর যদি রুকু না পাওয়া যায়, তবে রুকুতে চলে যাবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে মুক্তাদী তাকবীর বলতে রত হয়ে যাবে। যখন ঈদের নামাযের তাকবীর রুকুর মধ্যে বলতে হবে, তখন হাত তুলা দরকার হবে না। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি এই ব্যক্তি পুরা তাকবীর না বলতে পারে, ইতোমধ্যে ইমাম রুকু হতে মাতা উত্তোলন করে, তবে সেও মাথা তুলবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে। বাকি তাকবীর তার বলতে হবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি ইমামকে দাঁড়ানোর সময়ে পায় তবে তাকবীর বলবে না, কেননা ঐ প্রথম রাকাত তাকবীরসহ শেষে আদায় করবে। লাহেক ইমামের মাযহাব অনুযায়ী তাকবীর বলবে। কেননা সে ইমামের পিছনে আছে। কিন্তু মাসবুক ব্যক্তি নিজের নামাযে ইমামের মুক্তাদী নয়। এটা কাফীরর বিবরণ।

যদি ঈদের নামাযে কেউ ঐ সময় শরীক হয়, যখন ইমাম তাশাহহুদ পড়ে ফেলেছে, কিন্তু এখনও সালাম ফিরায় নাই। তবে দাঁড়িয়ে নিজের নামায পড়বে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ঈদের নামাযে রুকুর তাকবীর ওয়াজিব। কেননা সাধারণতঃ এটাও ঈদের তাকবীর এবং ঈদের তাকবীর ওয়াজিব ।

নামায আরম্ভ করার তাকবীরের মধ্যে ঠিক আল্লাহু আকবার শব্দ বলাই ওয়াজিব। এমন কি যদি কেউ ঈদের নামাযে আল্লাহু আজম অথবা আল্লাহু আজাল্লু বলে, তবে সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হবে। অন্য নামাযে এই হুকুম নেই।

যদি ইমাম ঈদের তাকবীর বলতে ভুলে গিয়ে কিরাত শুরু করে, তবে কিরাতের পর তাকবীর বলবে, অথবা রুকু হতে মাথা উঠাবার পূর্বে বলবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি কোন কারণবশতঃ ঈদুল ফিতরের নামায নির্দিষ্ট দিন আদায় না করে, যেমন মেঘের কারণে চাঁদ দেখা যায় নাই এবং দ্বিতীয় দিন দুপুরের পর ইমাম জানতে পারল যে, চাঁদ উঠেছিল। অথবা দুপুরের আগে যে সময় জেনেছে, সে সময় লোক জমা হতে পারে না অথবা ঈদের নামায যে সময় পড়েছে, ঐ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, পরে বুঝতে পারল যে, ঐ সময় দুপুরের পর নামায পড়া হয়েছে, তবে দ্বিতীয় দিন নামায পড়ে নিবে। দ্বিতীয় দিন যদি ইমাম জামাতের সাথে ঈদের নামায পড়ে নেয় এবং কতক লোকে নামায না পায়, তবে তারা আর ঐ নামায পড়বে না-চাই ওয়াক্ত চলে গিয়ে থাকুক অথবা না গিয়ে থাকুক। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

ঈদুল আজহার নামাযে যদি ঈদের দিন কোন ওজর হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন পড়তে পারে। এটার পরে আর পড়বে না। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। ঈদুল আজহার মধ্যে ওজর হলে কারাহাত দূর করার জন্য এমনকি ওজর ছাড়াও যদি তৃতীয় দিন পর্যন্ত দেরি করে, তবে নামায জায়েয হবে। কিন্তু এটা অপছন্দনীয় হয়, তবে ঈদুল ফিতরের মধ্যে দ্বিতীয় দিন নামায শুধু ওজরের কারণে জায়েয আছে। ওজর ছাড়া দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত দেরি করা নাজায়েয ।

যদি ঈদুল ফিতরের দিন ইমাম নামায পড়িয়ে দেয় এবং নামায শেষ করার পরে জানতে পারে যে, বিনা ওজুতে নামায পড়াচ্ছে এবং ওয়াক্ত এখনও বাকি আছে, তবে নামায পুনঃ আদায় করবে। যদি যাওয়ালের পর জানতে পারে, তবে দ্বিতীয় দিন নামায পুনঃ আদায় করবে। যদি দ্বিতীয় দিন যাওয়ালের পর জ্ঞাত হয়, তবে ঐ নামায আর পড়বে না। ঈদুল আজহার মধ্যে যদি ঐ রকম হয় এবং যাওয়ালের পর জানতে পারে এবং লোকগণ কোরবানী করে ফেলে, তবে ঐ কোরবানী জায়েয হবে। দ্বিতীয় দিন নামায পড়ব। যদি দ্বিতীয় দিন জানতে পারে, তবে যাওয়ালের পূর্বে জানলে ঐদিনই নামায পড়ে নিবে আর পরে জানলে তৃতীয় দিন নামায পড়বে। কিন্তু যদি তৃতীয় দিন যাওয়ালের পর জানতে

www.nagorikpathagar.org

পারে, তবে আর ঈদুল আজহার নামায পড়বে না। যদি ঈদের নামাযের সময়ে জানাযার লাশ হাজির হয়, তবে ঈদের নামায আগে পড়ে নিয়ে খুৎবাহ পাঠের আগে জানায়ার নামায পড়বে। তারপর খুৎবাহ পড়বে। এটা কানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

সূর্যগ্রহণের নামায সুন্নাত

সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করা সুন্নাত। সম্মিলিত মতে হুকুম আছে যে, এই নামায জামাতের সাথে আদায় করবে। তবে তা আদায় করার পদ্ধতিতে মতভেদ আছে। আমাদের মাযহাবের ওলামাগণ বলেন যে, দুই রাকাত নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে অন্যান্য নামাযের মতো একটি রুকু এবং দুইটি করে সিজদাহ করবে আর ইচ্ছানুযায়ী কিরাত পড়বে। এটা মুহীতের মধ্যে বর্ণিত আছে। উত্তম এই যে, উভয় রাকাতে লম্বা কিরাত তিলাওয়াত করবে।
নামায শেষ করার পর সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে লিখিত আছে। কিরাত লম্বা করা কিংবা ছোট করা অথবা দোয়া লম্বা করা কিংবা খাট করা উভয়ই জায়েয আছে। যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযে ইমামতী করে, সেই ব্যক্তিই এই নামায পড়াবে। যদি জুমুআ বা ঈদাইনের নামায পড়ার প্রধান ইমাম উপস্থিত না থাকে, তবে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে নিজ নিজ মসজিদে নামায পড়বে। এটা শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যদি বড় ইমামের তরফ হতে মহল্লার মসজিদের ইমামের প্রতি অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে তার ইমামতীতে ঐ নামায জামাতের সাথে আদায় করবে।
আমাদের মাযহাবের ইমাম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে সূর্যগ্রহণের নামাযের কিরাত উচ্চঃস্বরে পড়বে না। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। এটাই শুদ্ধ মত। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত হয়েছে। এই নামাযে খুৎবাহ পড়তে হবে না। এটা ঈদগাহে অথবা জামে মসজিদে আদায় করবে। অন্য কোন স্থানে পড়লেও তা আদায় হবে। তবে প্রথমোক্ত স্থানদ্বয়ে আদায় করাই উত্তম। যদি প্রত্যেকে আলাদা আদা ভাবে নিজ নিজ ঘরে এটা আদায় করে তাও জায়েয হবে। আর যদি সবলোক একত্রিত হয়ে নামায না পড়ে শুধু দোয়া করে, তবে তাও জায়েয হবে। এটা খাযানাতুল মুফতীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। দোয়া করার জন্য ইমামকে মিম্বরে আরোহণ করতে হবে না। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।
যদি সূর্যগ্রহণের সময়ে নামায না পড়া হয়, তবে গ্রহণ ছেড়ে যাবার পরে আর নামায পড়ার দরকার নেই। হাঁ, তবে যদি গ্রহণ কিছু ছেড়ে গিয়ে থাকে এবং কিছু এখনও বাকি থাকে, তবে নামায পড়া আরম্ভ করবে। যদি সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের উপর মেঘের আগমন ঘটে, তা হলেও নামায পড়বে। যদি গ্রহণ অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, তবে দোয়া করা বন্ধ করে দিবে এবং সকলে মাগরিবের নামায আদায়ে রত হয়ে যাবে।
সূর্যগ্রহণের নামায পড়ার সময় জানাযা উপস্থিত হলে প্রথম জানাযা নামায পড়বে। তারপর সূর্যগ্রহণের নামায পড়বে না।

চন্দ্রগ্রহণের নামায

চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেলে তখনও দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এই নামায জামাতের সাথে আদায় করবে না, বরং প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে আদায় করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে।
এভাবে যদি কখনও কোন ভীতিব্যঞ্জক অবস্থার উদ্ভব হয়, যেমন ভয়াবহ ঝড় বাদল অথবা তুষার ঝড়, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত, বরফ ও শিলা পতন শুরু হয়ে যায় অথবা আসমান লাল রং ধারণ করে কিংবা দিবাভাগে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়, অথবা দেশে ভয়াবহ মহামারীর আবির্ভাব ঘটে অথবা আসমান হতে নক্ষত্র ছুটে পড়তে শুরু করে, অথবা

www.nagorikpathagar.org

রাত্রিবেলায় ভীতিব্যঞ্জক তীব্র আলোকরশ্মির উদ্ভব হয় অথবা শত্রুর দ্বারা মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় কিংবা এই ধরনের অন্য যে কোন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তাতেও এভাবে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে লিখিত রয়েছে এবং বাদায়ের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, এই সমস্ত অবস্থা দেখা দিলে সবাই আলাদ আলাদাভাবে নিজ নিজ ঘরে বসে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

ইস্তিসকার নামায

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, এস্তেস্কার মধ্যে নামায পড়া সুন্নাত। এটা হেদায়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই নামাযের মধ্যে খুৎবাহ পড়তে হয় না, কিন্তু এটাতে দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা আছে। যদি আলাদা আলাদা নামায আদায় করে, তবে কোন অসুবিধা নেই। এটা যখীরায় বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এটার মধ্যে চাদর ঝুলিয়ে নেওয়ার কোন বিধান নেই। এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ইমাম নামাযের জন্য বের হয়ে দুই রাকাত নামায পড়িয়ে দিবে এবং এটার উভয় রাকাতে উচ্চশব্দে কিরাত পড়বে। এটা মুফমিরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তম হল, এই নামাযের প্রথম রাকাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' এই সূরা দুইটি পাঠ করবে। এই নামাযে ইমাম দুইটি খুৎবাহ পড়বে এবং যমিনের উপর লোকের দিকে ফিরে বসবে। মিম্বরে বসবে না। উভয় খুৎবাহর মাঝখানে ইমাম একবার বসে যাবে। ইমাম ইচ্ছা করলে এবং খুৎবাহ পড়তে পারে। ইমাম আল্লাহকে ডাকবে এবং তাসবীহ-তাহলীল পড়বে। মুসলমান নর ও নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিজের লাঠিতে ভর দিয়ে যখন কিছু খুৎবাহ পাঠ করা হবে, তখন নিজের চাদর ঝুলিয়ে দিবে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। চাদর ঝুলানোর পদ্ধতি হল, যদি তা চতুষ্কোণবিশিষ্ট সমান সমান হয়, তবে তার নীচের দিক উপরে এবং উপরের দিক নীচে করবে। আর যদি তা গোলাকারবিশিষ্ট হয়, তবে তার ডানদিক বামে এবং বামদিক ডানে করবে। কিন্তু ইমাম ছাড়া সমবেত লোকদের অন্য কেউ চাদর ঝুলাবে না। এটা কাফী, মুহীত এবং সিরাজুল ওয়াহহাজের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

তোহফার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম খুৎবাহ পাঠ শেষ করবে, তখন লোকদের দিকে পিছন করে কিবলার দিকে মুখ করবে। পুনঃ চাদর ঝুলাবে। তারপর খাড়া হয়ে এস্তেস্কার দোয়া তাসবীহ পাঠে রত হবে। জামাতের লোকগণ খুৎবাহ পাঠ ও দোয়া করার সময়ে কিবলার দিকে মুখ করে নীরবে বসে থাকবে। ইমাম দোয়া করতে থাকবে এবং লোকগণ সকলেই মনে মনে তাওবা করতে থাকবে আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ইমাম উভয় হাত আসমানের দিকে উঠালে বেশি ভাল হয়। যদি হাত না তুলে তবে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। এভাবে জামাতের লোকগণও সকলে উপরের দিকে হাত তুলবে। কেননা দোয়ার ভিতরে হাত উত্তোলন করা সুন্নাত। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। খুৎবাহর সময়ে সকলে চুপ করে তা শুনতে থাকবে। ইমাম একাধারে তিনদিন পর্যন্ত এস্তেস্কার নামায পড়াবে। এস্তেস্কার নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

মাঠে মিম্বর নিয়ে যাবে না। নামায পড়তে সকলে পায়ে হেঁটে যাবে। পুরাতন কাপড় পরে যাবে। আল্লাহর নিকট আযীযী এবং নম্রতা সহকারে অনুনয়-বিনয় এবং কাকুতি-মিনতির সাথে মাথা অবনত করে গমন করবে। প্রত্যেকদিন যাবার আগে কিছু ছদকাহ খয়রাত করে নিবে। এটা জহিরিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

মুসলমানদের সাথে কোন জিম্মি লোকের যাওয়া চাই না। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। তবে জিম্মি ব্যক্তি যদি নিজে কোন কিছু বেচাকিনার জন্য বা নিজেদের ইবাদাতখানার উদ্দেশ্যে অথবা নিজস্ব কোন কাজের জন্য যায় তবে তাকে নিষেধ করবে না।

www.nagorikpathagar.org

এস্তেস্কা তখন হয়, যখন কুয়া, পুষ্করিণী অথবা খাল-বিল, নদী-নালায় পানি না থাকে যে, নিজেরা পান করবে কিংবা জীব-জানোয়ারকে পান করাবে এবং শস্যক্ষেত ইত্যাদিতে সেচন করবে।

যখন দেশের নদী-নালা, কুয়া, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে পানি থাকবে তখন এস্তেস্কার নামাযের জন্য বের হবে না। কেননা ছালাতুল এস্তেস্কা বা এস্তেস্কার নামাযের জন্য শুধু তখনই বের হতে হয়, যখন পানির অত্যন্ত অভাব ও অনটন দেখা দেয়। এটা মুহীতের বিবরণ।

সালাতুল খাওফের আরো বিবরণ

ভয়ানক শত্রু-ভীতির অবস্থা এই যে, শত্রু এত নিকটবর্তী হয়েছে যে, তারা চোখের সামনে এসে গিয়েছে। নামাযে আরম্ভ করলেই তারা আক্রমণ করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারার মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি কিছু সময় পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে তাদেরকে শত্রু বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তবে ভীতির নামায আদায় করবে। তারপরে ধারণা সত্যে পরিণত হলে অর্থাৎ তারা বাস্তবিকই শত্রু হলে ভয়ের নামায জায়েয হবে এবং মিথ্যায় পর্যবসিত হলে নামায নাজায়েয হবে। কিন্তু তাদের ধারণার ভুল যদি সেই সময় ধরা পড়ে, যখন একদল নিজেদের পালার নামায পড়ে বের হয়েছে কিন্তু এখনও কাতার হতে বের হয়নি, তবে এটার উপর ভিত্তি করা জায়েয আছে। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

আর যদি প্রত্যেকেই উক্ত ইমামের পিছনে নামায পড়ার জন্য ঝগড়া করে, তবে সৈন্যদলকে দুইদলে বিভক্ত করে একদলকে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দিবে এবং অন্যদলকে নিয়ে এক রাকাত নামায পড়বে। তারপর এক রাকাত আদায়কারী দল নিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়াবে এবং শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়ানো দল এসে ইমামের সাথে এক রাকাত নামায আদায় করবে। ইমাম তাদের এসে পৌঁছা পর্যন্ত থেমে থাকবে। তাদের সাথে এক রাকাত আদায় করে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু তার পিছনে জামাতের লোকেরা সালাম না ফিরিয়ে উঠে শত্রুর সামনে চলে যাবে। এ সময় প্রথম দল নিজেদের নামাযের স্থানে আসবে এবং তাদের বাকি এক রাকাত নামায কিরাত ছাড়া আদায় করবে। যখন এক রাকাত পড়া হবে তখন তাশাহহুদ পরিমাণ বসে সালাম ফিরিয়ে উঠে শত্রুর সামনে চলে যাবে। পুনঃ দ্বিতীয় দল নিজেদের নামাযের স্থানে এসে কিরাতের সাথে তাদের বাকি এক রাকাত নামায আদায় করবে।

যদি ইমাম এবং মুক্তাদী উভয় মুকীম হয় এবং নামায চার রাকাত বিশিষ্ট হয়। তবে একদল শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ইমাম দ্বিতীয় দল নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করবে। তারপর এইদল উঠে শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে। আর অন্যদল যারা শত্রুর মোকাবেলায় ছিল, তারা নামাযের স্থানে আসবে। ইমাম বসে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

তারা আসলে ইমাম তাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং ঐদলসহ শত্রুর সামনে চলে যাবে। তারপর পুনঃ শত্রুর সম্মুখে দাঁড়ানো দল নিজেদের নামাযের স্থানে এসে কিরাতের সাথে তাদের বাকি দুই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরাবে।

যদি ইমাম মুকীম হয় এবং মুক্তাদী মুসাফির হয় অথবা কিছুসংখ্যক লোক মুসাফির হয়, তবে ঐরূপ হবে, যেরূপ হুকুম সবলোক মুকীম হলে হয়, যদি ইমাম মুসাফির হয এবং জামাতের সবলোক মুকীম হয়, তবে একদলের সাথে এক রাকাত পড়বে, তারপর শত্রুর সামনে চলে যাবে। তারপর অন্যদলের সাথে এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর প্রথমদল আসবে এবং তিন রাকাত নামায কিরাত ছাড়া আদায় করবে। কেননা তারা প্রথম হতে নামাযে শরীক ছিল। তারপর যখন তাদের নামায পুরা হল, তখন তারা শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

এই সময় অন্যদল শত্রুর সামন হতে নামাযের স্থানে আসবে এবং নিজেদের বাকি তিন রাকাত নামায আদায় করবে। তারা তার প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে। কেননা তারা মাসবুক। শেষের দুই রাকাতে তারা শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং মুক্তাদী কিছু মুকীম এবং কিছু মুসাফির হয়, তবে ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাকাত পড়বে। তারপর ঐদল শত্রুর সামনে চলে যাবে এবং শত্রুর সামন হতে অন্যদল আসবে। ইমাম তাদের নিয়ে এক রাকাত পড়বে। অতএব ইমামের পিছনে যারা মুসাফির ছিল তাদের শুধু এক রাকাত বাকি থাকল। তারপর তারা শত্রুর সামনে চলে যাবে এবং প্রথম দল নামাযের স্থানে আসবে। এদের মধ্যে যে মুসাফির সে এক রাকাত কিরাত ছাড়া পড়বে। কেননা সে প্রথম হতে নামায পেয়েছে এবং যে মুকীম, সে তিন রাকাত কিরাত ছাড়া আদায় করবে।

এভাবে প্রথম দল নামায পূর্ণ করে শত্রুর সামনে চলে যাবে। দ্বিতীয় দল নিজেদের নামাযের স্থানে আসবে। যে এট-াদের মধ্যে মুসাফির সে এক রাকাত নামায কিরাতের সাথে পড়বে। কেননা মাসবুক এবং যে মুকীম সে তিন রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। শত্রু চাই কিবলার দিকে হোক বা অন্যদিকে, এটার মধ্যে কোন তারতম্য নেই। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

যদি প্রথম দরের সাথে এক রাকাত পড়া হয় ও তারা চলে যায়, পুনঃ দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়া হয় ও তারা চলে যায়, আবার দ্বিতীয় দরের সাথে এক রাকাত পড়া হয় ও তারা চলে যায়, একন সকলের নামাযই বাতিল হয়ে যায়। মূলকথা হল এই যে, নামায হতে এমন সময় ফিরে যাওয়া, যে সময় ফিরে যাওয়ার সময় নয়, তাতে নামায বাতিল হয়ে যায়। যথাসময়ে নামায ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয় না।

যদি ইমাম জোহরের দুই রাকাত প্রথম দলের সাথে পড়ে এবং তারা সকলে চলে যায়, কিন্তু একব্যক্তি বাকি থেকে গেল, ইমাম দ্বিতীয় দলের সাথে নামায পড়ল, তারপর সে চলে গেল, তার নামায পুরা হয়ে গেল। কেননা যদিও সে দ্বিতীয় দলের সাথে মিশে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্য হতে হয়নি। নিজের নামায হতে ফারেগ হয়েছে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি মাগরিবের নামাযে প্রথম দলের সাথে দুই রাকাত পড়ে, দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়ে, তারপর তারা চলে যায়, তারপর দ্বিতীয় দলের সাথে দুই রাকাত পড়ল, তবে সকলের নামায বাতিল হয়ে গেল। যদি প্রথম দলের সাথে এক রাকাত পড়ে এবং তারা চলে যায় এবং দ্বিতীয় দলের সাথে এক রাকাত পড়ে এবং তারা চলে যায, আবার প্রথম দলের সাথে তৃতীয় রাকাত পড়ে, তবে প্রথম দলের নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় দলের নামায শুধু হবে এবং তারা নিজেদের দুই রাকাত পড়ে নিবে। এক রাকাত কিরাত ছাড়া এবং অন্য রাকাত কিরাতসহ পড়বে।

যদি মাগরিবের নামাযে তিনদলে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকাত পড়ে, তবে প্রথম দলের নামায বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলের নামায বাতিল হবে না। দ্বিতীয় দল দুই রাকাত পড়ে নিবে। দ্বিতীয় রাকাত কিরাত ছাড়া পড়বে এবং তৃতীয় দল দুই রাকাত কিরাতের সাথে কাজা করে নিবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত রয়েছে। ভীতিব্যঞ্জক অবস্থা, শত্রু এবং হিংস্র জন্তু হতে সমানভাবে ভয় পেতে পারে। ভয়ে যদিও নামায কছর হয় না, কিন্তু চলা জায়েয আছে।

নামাযের মধ্যে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। যদি করে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যুদ্ধ নামাযের মধ্যকার কাজ নয়। এভাবে যদি ফেরার সময়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়, তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। দরিয়ায় ভ্রমণ করতে করতে এবং পায়দল চলতে চলতে নামায পড়বে না। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি শত্রু হতে ভেগে পায়ে

www.nagorikpathagar.org

হেঁটে চলতে থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়, কিন্তু নামাযের জন্য থামতে পারে না, এমতাবস্থায় আমাদের নিকট চলমান অবস্থায় নামায পড়বে না। বরং নামাযের জন্য বিলম্ব করবে। যদি ভয়ের নামায সাহু সিজদাহ হয়, তবে দুই সিজদাহ করতে হবে। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি ভয়ানক ভয়ের কারণ থাকে, তবে বাহনের উপর আলাদা আলাদাভাবে নামায পড়ে নিবে এবং রুকু সিজদাহ ইশারায় করবে। যদি কিবলার দিকে মুখ করা সম্ভব না হয়, তবে যেদিকে সম্ভব হয়, সেদিকে করে নিবে। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

ভয়ানক ভয়ের অর্থ শত্রু কর্তৃক বাহন হতে নামতে ভাধাপ্রাপ্ত হওয়া। শত্রু যদি যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে, তবে বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় নামায পড়বে না।

যদি ইমাম এবং মুক্তাদী উভয় জানোয়ারের উপর সওয়ার থাকে, তবে ইক্তেদা করা শুদ্ধ হবে। যদি ইশারা করে নামায পড়ে, তবে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে ওজর দূর হয়ে গেলে পুনঃ ঐ নামায পড়া ওয়াজিব হবে না। পায়দল চলা ব্যক্তি যদি শত্রু পিছনে পিছনে ধাবিত হয়, তবে জানোয়ারের উপর নামায পড়বে। এটা মুহীতের বিবরণ।

যদি নামায পড়ার মধ্যে শত্রু চলে যায়, তবে ভয়ের নামায পুরা করা জায়েয হবে না। যে পরিমাণ নামায বাকি থাকবে, তা শান্তভাবে যথারীতি আদায় করবে। শত্রু চলে যাবার পর যদি কিবলার দিক হতে মুখ ফিরায়। তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি শত্রু চলে যাওয়ার আগে নামাযের জন্য মুখ ফিরিয়ে থাকে, তারপর শত্রু চলে গেলে তার উপরই নামাযের ভিত্তি করবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) যিয়াদাতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম ভীতির নামায পড়ল। সকলেই মুকীম ছিল, ইমাম এক দলের সাথে দুই রাকাত পড়ল, সবলোক চরে গেল, কিন্তু একব্যক্তি গেল না। তার নামায বাতিল হবে না। কিন্তু এরকম করা তার জন্য ভাল নয়। যদি ইমামের সাথে তৃতীয় রাকাত পড়ে, তবে সে বুঝতে পারল যে, এরকম করা ভাল নয়। তৃতীয় রাকাতের পর অথবা চতুর্থ রাকাতে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার আগে চলে গেল, তবে তার নামায শুদ্ধ হল। যদি ইমাম তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর সালামের আগে চলে যায়, তবে তার নামায পুরা হয়ে গেল।

যদি ইমাম জামাতের সাথে নামায শুরু করে থাকে এবং জামাতীরা সকলে মুসাফির ছিল। যখন এক রাকাত নামায পড়া হয়ে গেল, তখন শত্রু এসে সামনে দাঁড়াল। অমনি নামাযীদের মধ্যে হতে একদল উঠে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেল এবং একদল ইমামের সাথে থেকে নামায পুরা করে নিল। তাদের নামায পুরা হয়ে যাওয়া তো প্রকাশ্য কথা ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যে দল নামায ছেড়ে দিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাদের নামাযও এজন্য হল যে, স্থান অনুযায়ী আবশ্যকের তাগিদে তাদের চলে যাওয়া শুদ্ধ হয়েছিল।

যদি ইমাম জোহরের নামায আরম্ভ করে দেয় এবং জামাতীরা সকলে মুকীম থাকে, এই অবস্থায় শত্রু এসে সম্মুখে দাঁড়ায়, ইতোমধ্যে ইমাম দুই রাকাত নামায আদায় করে ফেলে এবং নামাযীদের মধ্য হতে একদল লোক নামায ছেড়ে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়, তবে তাদের নামায বাতিল হবে না। যদি তারা এক রাকাত নামায পড়ার পর নামায ছেড়ে শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যেত, তবে তাদের নামায বাতিল হয়ে যেত।

ভয়ের নামায জুমুআ এবং ঈদাইনের মধ্যেও জায়েয আছে। এটা সিরাজিয়াহর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

যদি ঈদের দিন ইমাম শহরে শত্রুর কবলে পড়ে যায় এবং ঈদের নামায ভীতির নামাযের পদ্ধতিতে আদায় করতে চায়, তবে জামাতের সমস্ত লোককে দুই দলে বিভক্ত করবে এবং প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকাত করে নামায আদায় করবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম দল প্রথম রাকাতে ইমামের অনুসরণ করবে এবং দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের অনুসরণ করবে–যদিও উভয় দলের মাযহাব ঈদের নামাযে ইমামের খেলাফ হয়। যদি ইমামের মাযহাব ভুল হয়–ছাহাবায়ে কিরামের কারও মতের অনুরূপ না হয়, তবে তার অনুসরণ করা যাবে না।

জানাযার নামাযের অতিরিক্ত বিবরণ

মৃত্যু-যন্ত্রণার এবং অস্থিরতার লক্ষণ হল, তার পদদ্বয় দুর্বল হয়ে আসবে, দাঁড়ানো শক্তি থাকবে না, নাক বাঁকা হয়ে যাবে। কপাটিদ্বয় ভেঙ্গে পড়বে। চামড়া শিথিল হয়ে যাবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

এছাড়া ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডলের রং ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে এবং এটা কঠিন বলে মনে হবে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। এই সময় তাকে কালেমায়ে শাহাদাত তালকীন দিবে। গরগরার আগে অর্থাৎ কফ শ্লেষ্মার শব্দ শুরু হবার পূর্বে খিচুনী শুরু হয়ে গেলে তার নিকট বসে উচ্চ শব্দে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। কিন্তু ঐ সময় তা তাকে পড়তে বলা যাবে ন। কেননা সে তখন বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করতে পারে। তার মুখে কালেমা পড়াবার জন্য তাকে কোনরূপ চাপ দিবে না। যদি একবার কালেমা উচ্চারণ করে তবে আর তাকে বলাবার জন্য চেষ্টা করবে না। কিন্তু যদি সে কোনরূপ অন্য কিছু বলে ফেলে, তবে পুনরায় তার মুখ হতে কালেমা উচ্চারণ করাবার জন্য চেষ্টা করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তালকীন দেওয়া মুস্তাহাব। আমাদের মাযহাবে মৃত্যুর পর জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তালকীন নেই। এটা শরহে হেদায়া এবং মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। আমরা উভয় অবস্থায় তালকীন প্রথা পালন করে থাকি। তা মৃত্যুর সময়ে এবং মৃত্যুর পর দাফনের সময়ে। এ

তালকীন দাতা এমন লোক হওয়া চাই যে, যার উপর লোক এরূপ দোষারোপ করতে ন পারে যে, সে লোকটি মৃত্যুতে খুশী হয় এবং তালকীন দাতা যেন মৃত্যুপথযাত্রীর উপর নেক ধারণা পোষণ করে। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। ফকীহগণ বলেছেন যে, যদি কেউ মৃত্যুকষ্ট শুরু হয়ে যাবার সময় কোনরূপ কুফরী কালাম উচ্চারণ করে ফেলে, তবে তাকে কাফির বেঈমান বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না এবং একজন মুসলমান মৃতের মতো তার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুসময়ে নেককার এবং পুণ্যবান লোক নিকটে উপস্থিত থাকা উত্তম। তার নিকট বসে সুরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। এটা শরহে মুনিয়াতুল মুছল্লীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে–যা আমীরুল হজ্জ কর্তৃক লিখিত হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে খোশবু রাখা দরকার। এটা যাহেদীর মধ্যে বর্ণিত আছে। মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক এবং নাপাকী ব্যক্তির উপস্থিত থাকায় কোন দোষ নেই। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

যখন লোকটির প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে, তখন তার দাড়ি বেঁধে দিবে এবং চক্ষুদ্বয় মুদিত করে দিবে। এসব এমন ব্যক্তি করবে যে মৃতের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, পরম স্নেহের পাত্র এবং একান্ত হিতাকাঙ্খী। যতদূর সম্ভব আছানির সাথে ও আলতোভাবে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। একখানা চওড়া পট্টি দ্বারা মৃতের দাড়ি বেঁধে দিবে এবং মাথার উপর নিয়ে তার গিরা দিবে।

চক্ষু বন্ধনকারী ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করে দিবার সময় মনে মনে এই দোয়াটি পাঠ করবে;–"বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইয়াসসির আলাইহি আমরাহু ওয়া ছাহহিল আলাইহি মা বা'দাহু ওয়া আসয়িদহু বিলিক্বায়িকা ওয়াজ্‌আল মা খারাজা ইলাইহি খাইরাম মিম্মা খারাজা আনহু।" এটা তাবিয়ীনে উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

চক্ষু বন্ধ করে দিয়ে তার বাঁধনের গিরা ঢিলা করে দিবে। দুবাহু বাজুর দিকে এনে বিছিয়ে দিবে। তার পর তার হাতের আঙ্গুলগুলি হাতের তালুর দিকে মোড়িয়ে দিয়ে সোজা করে দিবে। উভয় পিন্ডলি রানের দিকে মোড়িয়ে সোজা করে দিবে।

মুস্তাহাব হর এই যে, যে কাপড় পরিধানে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে সেই কাপড় খুলে ফেলে অন্য কাপড় পরিয়ে দিবে। সমস্ত শরীর একখানা বড় চাদর দিয়ে ঢেকে দিবে। কোন উঁচু জায়গায় তখতি বা খাটের উপর মৃতকে রাখবে যে মাটির উষ্ণতায় মৃতের দেহের গন্ধের পরিবর্তন না ঘটে। মৃতের পেটের উপর কোন লৌহখণ্ড বা মাটির চাকা রেখে দিবে, তাতে তার পেট ফুলে উঠবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণিত আছে। মুস্তাহাব এই যে, মৃতের প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধবের কাছে তার মৃত্যুর খবর পৌঁছিয়ে দিবে–যেন তারা এসে তার কাফন-দাফনে এবং জানাযা ও দোয়ায় শরীক হয়ে প্রতিবেশী ও বন্ধুর হক আদায় করতে পারে। এছাড়া তারা তার অন্যান্য হক-হুকুক এবং দাবী-দাওয়া আদায় করবে।

মাইয়্যিতকে গোসল দেওয়ার বিবরণ

মৃতকে গোসল করান জীবিতদের উপর সুন্নাত এবং ইজমায়ে উম্মতের নিকট ওয়াজিব। এটা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। কিছু লোক এই কাজ সমাধা করলে অন্য লোকের জিম্মা হতে ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। এটা কাফীতে উল্লেখ আছে। একবারই মাত্র গোসল করান ওয়াজিব। বার বার করান সুন্নাত। এমনকি যদি একবার গোসল দ্বারা যথেষ্ট মনে করে, অথবা প্রবাহিত পানির মধ্যে একবার ডুবিয়ে আনে, তবে জায়েয হবে। এটা বাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত আছে।

যখন মাইয়্যিতকে গোসল করানোর ইচ্ছা করবে, তখন তার পরনের কাপড় সরিয়ে নিবে। এটাই আমাদের মাযহাব। এটা জাহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। একখানা কাঠের তক্তার উপর মৃতকে শুইয়ে রাখবে। মাইয়্যিতকে রাখার আগে সুগন্ধি দিয়ে তক্তাখানা ধুয়ে নিবে। লাশ তক্তার উপর রাখার নিয়ম হল এই যে, তাকে এমনভাবে লম্বা করে চিত অবস্থায় রাখবে, যেমন রোগের অবস্থায় ইশারায় নামায পড়ার জন্য চিত করে শোয়ায়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এমনভাবে রাখবে যেমনভাবে কবরে চিত করে শোয়ায়ে রাখা হয়। তবে শুদ্ধ মত হর, যেভাবে সহজ হয়, সেভাবে রাখবে। যেখানে মাইয়্যিতকে গোসল দিবে, সেখানে পরদা টানিয়ো নেয়া মুস্তাহাব। গোসলদাতা এবং তার সহকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মাইয়্যিতকে দেখতে পারবে না। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত আছে। তার নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে নিবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। জাহের মাযহাব অনুযায়ী খাছ গুপ্তাঙ্গ ঢেকে নিবে। রান ঢাকবার প্রয়োজন হবে না। এটা খোলাছায় বর্ণিত আছে এবং এটাই শুদ্ধ মত। এটা হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট ইস্তেঞ্জাও করাবে। ইস্তে ।করাবার পদ্ধতি হল, ধৌতকারী ব্যক্তি উভয় হাতে কাপড় পেঁচিয়ে নিবে, তারপর নাজাসাতের স্থান ধুয়ে দিবে এজন্য যে, যেমন সতর দেখা হারাম, তেমনি তা স্পর্শ করাও হারাম।

পুরুষ গোসলের সময় পুরুষের রানও দেখবে না এবং স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের রান দেখবে না। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। তারপর নামাযের ওজুর মতো অজু করাবে। কিন্তু যদি মৃত বাচ্চা হয়, যে নামায পড়ত না, তাকে অজু করাতে হবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। মুখ ধোয়ানো হতে শুরু করবে, হাত ধোয়ানো হতে শুরু করবে না। এটা মুহিতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ডানদিক হতে অজু করাতে শুরু করবে। কেননা সে জীবিতাবস্থায় ডানদিক হতে অজু করতে শুরু করত। কুলি করাবে না এবং নাকেও পানি দিবে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে

কোন কোন আলেম বলেছেন যে, গোসলদাতা হাতের আঙ্গুলে ভিজা চিকন কাপড় পেঁচিয়ে তা মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তা দিয়ে দাঁত, ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি ও জিহ্বা তালু প্রভৃতি মুছে পরিষ্কার করে আনবে। আর তা নাসিকার ছিদ্রদ্বয়ে পৌঁছিয়ে নাসিকাভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করবে। এটা জহিরিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। শামসুল আয়েম্মা হালুয়ায়ী (রহঃ) বলেন যে, এই যমানার লোকগণ অনুরূপ আমল করে থাকে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

মাথা মাসেহ করান সম্বন্ধে ওলামাদের মতভেদ রয়েছে। তবে শুদ্ধ মত হল এই যে, তার মাথা মাসেহ করা যাবে। পা ধুতে বিলম্ব করবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। গরম পানি দিয়ে গোসল করানো আমাদের নিকট উত্তম। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। পানি বরই পাতা অথবা উসনান পাতার সাথে গরম করবে। যদি ঐ পাতা না পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ পানিই যথেষ্ট। এটা হেদায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। দাড়ি নীল ফুলের পানি অথবা শাবান গোলা পানির দ্বারা ধুবে। যদি মাইয়্যিতের মাথায় চুল তাকে, তবে তার জীবিত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে অনুরূপ আমল করবে। অর্থাৎ তার চুল দাড়ি সাবান বা অন্য কিছু দিয়ে ধুবে (মাইয়্যিত ব্যক্তি জীবিতকালে যা যে বস্তু দ্বারা ধৌত করত)। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি এসব কিছু না পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে দিবে। এটা শরহে তাবীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

অতঃপর তাকে বামদিকে কাত করে বরই পাতার জোশ করা পনি দিয়ে শরীরের ডানদিক ধুয়ে দিবে। পানি এমনভাবে ঢালবে, যেন ধারণা হয়, তার শরীরের সর্বস্থানে পৌঁছেছে, যা তক্তার সাথেও মিলানো আছে। তারপর ডানদিকে কাত করিয়ে শরীরের বামদিক ঐভাবে ধুয়ে দিবে। এটার কারণ এই যে, শরীরের ডানদিকে হতে গোসল করানো শুরু করা সুন্নাত। তারপর কোন বস্তুর সাথে ঠেস দেওয়াইয়া বসিয়ে আস্তে আস্তে নরমভাবে পেটের উপর চাপ দিতে থাকবে, যাতে কাপড় খারাপ হয়ে না যায়, যদি গুহ্যদ্বার দিয়ে কিছু বের হয়, তবে তা ধুয়ে ফেলবে। তাকে গোসল এবং অজু পুনঃ করাতে হবে না। তারপর তোয়ালে বা গামছা দিয়ে এমনভাবে মুছে দিবে যেন কাফন পরালে তা ভিজে না যায়। মাথার চুল এবং দাড়ি চিরুনী দিয়ে আঁচড়াবে না। চুল বা নখ কাটবে না। গোঁফ কাটবে না, নাভির নীচের পশম মুন্ডাবে না। ঐ সমস্ত যেভাবে থাকবে, সেভাবে রেখেই দাফন করবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

মৃতের লাশ পানিতে পাওয়া গেলেও তার গোসল দিতে হবে। কারণ গোসল দেওয়াবার হুকুম হল, জীবিত মানুষের উপর। কাজেই মাইয়্যিতের পানিতে পড়ায় জীবিত মানুষের প্রতি গোসল করানোর নির্দেশ পালন আদায় হয় না। কিন্তু পানি হতে উঠাবার সময় যদি গোসল দেওয়ার নিয়তে লাশ হেলিয়া দুলিয়া উঠায়, তবে পুনরায় গোসল করানোর দরকার হবে না। এটা তানজীস এবং মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি লাশ ফুলে যায়, স্পর্শ করা যায় না, তবে পানি বহিয়ে দিয়ে গোসলের কাজ সারবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। স্ত্রীলোকের গোসলের হুকুমও পুরুষের অনুরূপ। তাদের মাথার চুল দুভাগে বিভক্ত করে বুকের উপর এনে রাখবে। যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে তার কোনরূপ আওয়াজ বা নড়াচড়া মালুম হবে, যাতে তাকে জীবিত বলে অন-মান করা যায়, তার একটি নাম রাখবে, গোসল করাবে, জানাযা পড়বে। আর যদি বাচ্চা জীবিত ভূমিষ্ঠ না হয়, তবে তাকে এক কাপড়ে পেচিয়ে দিবে। তার উপর জানাযা পড়তে হবে না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাকে গোসল করাবে। এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে। দাই বা সন্তানের মাতা যদি উক্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ সময়ে জীবিত ছিল বলে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর জানাযার নামায পড়বে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি গর্ভপাত হয় এবং বাচ্চার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ পূর্ণ না হয়, তবে সম্মিলিত মতে তার জানাযা পড়বে না। উত্তম এই হবে যে, তাকে গোসল করাবে এবং কাপড়ে পেচিয়ে দাফন করে দিবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি মৃত লাশের মাথার সাথে অর্ধেকের বেশির ভাগ শরীর পাওয়া যায়, তবে তাকে গোসল করাবে, কাফন পরাবে এবং তার জানাযার নামায পড়বে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যখন অর্ধেকের বেশির ভাগ শরীরের উপর জানাযার নামায পড়া হয়েছে গিয়েছে, অতঃপর তার শরীরের বাকি অংশ পাওয়া গেলে তার উপর আর জানাযার নামায পড়া লাগবে না। এটা ইজাহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মাথাহীন অর্ধেক শরীর পাওয়া যায় অথবা অর্ধেক শরীর লম্বাভাবে চিরা থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে না এবং তার উপর নামায পড়াবে না। এটা এক কাপড়ে পেচিয়ে দাফন করে দিবে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি এমন কোন লাশ হয় যে, তা কোন মুসলমানের লাশ, না কি কাফিরের লাশ, তা জানা যায় না, তবে তার উপর যদি মুসলমান হওয়ার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়, অথবা যদি তাকে কোন মুসলমানের দেশে পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে, আর যদি ঐরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া না যায় এবং তাকে কোন মুসলমানের দেশেও না পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে না। যদি মুসলমান এবং কাফিরের মৃতলাশ মিশানো অবস্থায় পাওয়া যায় অথবা মুসলমান ও কাফিদের নিহত লাশ পাওয়া যায়, তবে কাকেও যদি কোন চিহ্ন দ্বারা মুসলমানের লাশ বলে সনাক্ত করা যায়, তবে তার উপর জানাযার নামায পড়বে। মুসলমানের চিহ্ন হল খাতনা এবং দাড়ির খেজাব ইত্যাদি।

আর যদি কোন চিহ্ন না পাওয়া যায় এবং ঐ মিশানো লাশের মধ্যে মুসলমানের লাশের সংখ্যা বেশি বলে নিশ্চিতরূপে জানা থাকে, তবে সকরের উপরই জানাযার নামায পড়বে। নামায এবং দোয়ার মধ্যে মুসলমানের জন্য নিয়ত করবে এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করবে।

আর যদি কাফিরের লাশের সংখ্যা বেশি হয় তবে কারও উপর জানাযার নামায পড়বে না। কিন্তু গোসল করাবে এবং কাফন পরাবে। কিন্তু মুসলমান পুরুষের মতো গোসল ও কাফন দিবে না এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন না করে কাফিদের কবরস্থানে দাফন করবে।

আর যদি উভয় প্রকার লাশ সমান সমান হয়, তথাপি তাদের কারও উপর নামায পড়বে না। দাফন সম্বন্ধে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। কারও কারও মতে কাফির মুশরিকদের কবরস্থানে দাফন করবে। আর কারও মতে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের জন্য একটি আলাদা কবরস্থান করে দিবে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কোন কাফিরের বাচ্চা তার পিতামাতার সাথে কয়েদ হয়ে আসে এবং পরে মরে যায়, তবে তাকে গোসল করাবে না। কিন্তু সে যদি বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং ইসলাম স্বীকার করে থাকে অথবা তার পিতামাতার মধ্যে কেউ মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল করাবে। যদি শুধু বাচ্চা কয়েদ হয়ে আসে, তবে তাকে গোসল করাবে এবং তার উপর নামায পড়বে। এটা যাহেদীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি নৌকায় মরে যায়, তবে তাকে গোসল করাবে এবং কাপন পরাবে। এটা মুজমিরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তার উপর জানাযার নামাযও পড়বে এবং তার শরীরের সাথে কোন ভারী বস্তু বেঁধে তাকে নদীর পানিতে ফেলে দিবে। এটা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

যে ব্যক্তিকে রাজদ্রোহ বা ডাকাতী করার কারণে হত্যা করা হয়েছে, তাকে গোসল দিবে না। তার উপর নামাযও পড়বে না। যে ব্যক্তি গলা টিপে মানুষ হত্যা করে, তাকে গোসল কাবে না, তার উপর জানাযার নামাযও পড়বে না। যারা নাফরমানির দরুন নিহত হয়, তাদেরকে আমাদের মাশায়েখগণ বিদ্রোহীর ন্যায় অভিমত দিয়েছেন। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যারা রাত্রে শহরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লুট-তরাজ করে, তারা ডাকাতের হুকুমের মধ্যে শামিল হবে।

www.nagorikpathagar.org

মৃতের গোসলদাতা পবিত্র হওয়া চাই। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে। যদি গোসলদাতা হায়েজওয়ালী অথবা জুনুব ব্যক্তি অথবা কাফির হয়, তবে তাদের গোসল করান জায়েয হবে, কিন্তু এটা মাকরূহ হবে। যদি অজুহীন হয়, তবে সম্মিলিত মতে মাকরূহ হবে না। এটা কানিয়াহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যারা মৃত ব্যক্তির বেশী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাদের পক্ষে লাশ গোসল করান মুস্তাহাব। যদি তারা গোসল করাতে না জানে, তবে বিশ্বাসী, আস্থাভাজন ও পরহেজগার ব্যক্তি গোসল করাবে।

কাফনের বিবরণ

মাইয়্যিতকে কাফন পরিধান করানো ফরজে কেফায়া। এটা ফতহুল কাদীরের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষের জন্য তিনখানা কাপড় পরানো সুন্নাত। যেমন ঃ (ক) ইজার (খ) কামিজ এবং (গ) লেফাফা বা চাদর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দুখানা কাফন পরিয়েও দাফনকার্য সমাধা করা যায়। সে দুখানা হল (ক) ইজার ও (খ) লেফাফা। আর ওজরের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায়, সেই পরিমাণই আবশ্যক।

ইজার হবে মাথা হতে পা পর্যন্ত, কামিজ হবে গলা হতে পা পর্যন্ত এবং লেফাফা হবে মাথা হতে পা পর্যন্ত। (তবে এর আকার হবে ইজার হতে কিছু বড়) এটা হেদায়ার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। কাফনের মধ্যে বুকে পট্টি, কল্লি এবং আস্তিন লাগাবে না, পাগড়ীর কোন দরকার নেই।

স্ত্রীলোকদের জন্য পাঁচখানা কাফন সুন্নাত। যেমন ঃ (ক) ইজার (খ) কামিজ (গ) ওড়না (ঘ) ছিনাবন্দ এবং (ঙ) লেফাফা বা চাদর। এটা কানযের মধ্যে বর্ণিত আছে।

ওজরের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ইজার, ওড়না এবং লেফাফা এই তিন কাফন ব্যবহার করা জায়েয হবে। এটা কানযে উল্লেখ আছে। ছিনাবন্দ বুক হতে নাভী পর্যন্ত চওড়া হওয়া চাই। এটা আইনী, শরহে কানয এবং তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত আছে। ছিনাবন্দের ক্ষেত্রে উত্তম হল যে, এটা বক্ষদেশ হতে রান পর্যন্ত চওড়া হবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়াইরাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

বালেগের নিকটবর্তী বালকের জন্য কাফনের হুকুম, বালেগ পুরুষের অনুরূপ হবে এবং বালেগার নিকটবর্তী বালিকার জন্য কাফনের হুকুম বালেগা স্ত্রীলোকের অনুরূপ হবে। কাফনের সংখ্যা ছোট বালকের জন্য একখানা, ছোট বালিকার জন্য দুখানা ব্যবহার করতে হবে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্দেহ দূরীকরণার্থে খুনচাকে ঐরূপ কাফন দিতে হবে, যা মহিলাকে দিতে হয়।

পুরুষের কাফনে রেশমী কাপড় এবং কুসুমী ও জাফরানী রংগের কাপড় ব্যবহার করা হতে বিরত থাকবে। পুরুষকে এমন কাপড়ের কাফন দেওয়া আবশ্যক যে, সে জীবিতাবস্থায় যে ধরনের কাপড় পরে দুই ঈদের নামায পড়ত। স্ত্রীলোককে এই ধরনের কাপড়ের কাফন দেওয়া দরকার, যেই ধরনের কাপড় পড়ে সে বাপের বাড়ি যাতায়াত করত।

স্ত্রীলোককে রেশমী কাপড় এবং কুসুমী ও জাফরানী রংগের কাপড়ের কাফন দেওয়া যেতে পারে। এটাতে তেমন ক্ষতির কারণ নেই। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা দেওয়া মাকরূহ হবে। উত্তম হর এই যে, পুরুষ স্ত্রী উভয়েরই কাফনের কাপড়ের রং সাদা হবে।

পুরাতন কাপড় এবং নূতন কাপড় কাফনের জন্য একই প্রকার। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। পুরুষের জন্য জীবিতাবস্থায় যে কাপড় পরা জায়েয আছে, তা কাফনে দেওয়া জায়েয আছে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। মাইয়্যিতের পরিত্যক্ত মালের পরিমাণ বেশি হলে এবং ওয়ারিছের সংখ্যা কম হলে

www.nagorikpathagar.org

মৃতব্যক্তিকে উত্তম কাফন দেওয়া সুন্নাত। আর যদি এটার বিপরীত হয়, তবে আবশ্যক সমাধা হওয়া পরিমাণ দেওয়াই ভাল। যদি ওয়ারিছদের মধ্যে কাপন নিয়ে মতভেদ হয়, যেমন কেউ বলে যে, দুই কাফন দিতে হবে, কেউ বলে যে, তিন কাফন দিতে হবে। তবে তিন কাফনই দেওয়া উচিত। কেননা এটা সুন্নাত। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারায় বর্ণিত আছে।

কাফন পরিধান করানোর নিয়ম হল এই যে, পুরুষের জন্য প্রথম লেফাফা বিছাবে। তারপর ইজার বিছাবে। তারপর কামিজ রাখবে, তার উপরে লাশ রেখে কাফন পরাবে। মাইয়্যিতের মাথায় দাড়িতে এবং সমস্ত শরীরে খোশবু লাগিয়ে দিবে। পেশানী, নাক, দুহাত, দুহাঁটু এবং দু পায়ের উপর কর্পূর লাগিয়ে দিবে। অতঃপর কামিজ পরাবে, তারপর ইজার বামদিক হতে লেপটইবে। এর পরে লেফাফাও ঐভাবে লেপটায়ে দিবে। যদি কাফন খুলে যাবার আশংকা থাকে, তবে তা কোন কিছু দিয়ে বেঁধে দিবে।

স্ত্রীলোকের কাফন দিবার নিয়ম হল এই যে, প্রথমে ছিনাবন্ধ বিছাবে। তারপর লেফাফা বিছাবে। তার উপর ইজার বিছাবে। তার উপর কামিজ রাখবে। শিয়রে ওড়না দিবে, তার উপর লাশ শোয়ায়ে দিয়ে কামিজ পরিধান করাবে। মাথার চুল দুই জুলফিতে ভাগ করে ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে বুকের উপর এনে রাখবে এবং তার উপর ওড়না দিয়ে দিবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে। তারপর ইজার বামদিকে হতে লেপটাবে। তারপর ডানদিক হতে লেপটাবে। তারপর লেফাফাও ঐভাবে পেচাবে। অতঃপর ছিনাবন্দ পেচিয়ে দিবে। এটা মুহীতে বর্ণিত আছে।

মৃতকে কাফন পরাবার আগে কাফন খোশবু দ্বারা তিন অথবা পাঁচ অথবা সাতবার সুঘ্রাণযুক্ত করে নিবে। এটা আই-নীতে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত লাশকে তিনবার খোশবুর ধোয়া দিবে, প্রথম, রূহ বের হওয়ার সময়ে, দ্বিতীয়, গোসল করানোর সময়ে এবং তৃতীয়, কাফন পরাবার সময়ে। এর পরে আর খোশবুর ধোয়া দিবে না। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে মোহরেম এবং গায়রে মোহরেম একই হুকুম। মাইয়্যিতের লাশে সুগন্ধি লাগিয়ে তার মুখ ও মাথা ঢেকে দিবে। দাসীকে ঐরূপ সুগন্ধি য় দিবে, যেরূপ আযাদ মহিলাকে দেওয়া হয়।

চারজন লোক জানাযার খাট বহন করা সুন্নাত। এটা শরহে বেকায়ার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন জানাযার খাট উঠাবে, তখন তার চারটি পায়া ধরে উঠাবে। এটাই সুন্নাত। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। জানাযা উঠানোর মধ্যে দুইটি বিষয় আছে। তার একটি হল মূল সুন্নাত এবং অপরটি হল অতিরিক্ত সুন্নাত।

মুল সুন্নাত এই যে, এটার চার পায়া এভাবে পালা করে ধরবে যে, প্রত্যেক দিক হতে দশ কদম চলবে। এই সুন্নাত সকল ব্যক্তি আদায় করতে পারে।

অতিরিক্ত সুন্নাত এই যে, খাট বহনকারী প্রথম মাথার দিকের ডান পায়া ধরবে এবং ডান কাঁধের উপর উঠিয়ে নিবে। তারপর পায়ের দিকের ডান পায়া ডান কাঁধের উপর রাখবে। তারপর মাথার দিকে বাম পায়া বসে কাঁধের উপর রাখবে। তারপর পায়ের দিকের বাম পায়া বাম কাঁধের উপর রাখবে।

তাবুত দুই তক্তায় এভাবে উঠানো যে, এটা দুজনের একজনে মাথার দিকে এবং অন্যজনে পায়ের দিকে ধরে উঠাবে, এটা মাকরূহ হবে। কিন্তু জরুরতের ক্ষেত্রে জায়েয হবে। যেমন স্থানের সংকীর্ণতা বা অন্য কোন বিশেষ ওজর থাকা, এটা জায়েয হওয়ার কারণ। তাবুত হাতে ধরে রাখা বা কাঁধের উপর রাখায় কোন দোষ নেই। তবে অর্ধেক কাঁধে এবং অর্ধেক হাতে রাখা মাকরূহ হবে। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা যাকে কেবলমাত্র স্তন্যদান বন্ধ করা হয়েছে, অথবা তার চেয়ে সামান্য বেশি বয়স্ক শিশুর লাশ কোলে করে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। পালা করে লোকে তাকে হাতে করেও নিতে পারে। যদি বাহনারোহী লোকে তাকে হাতে করে নেয়, তাও জায়েয আছে। বয়স একটু বেশি হলে তাকে তাবুতের উপর রেখে নিবে। মাইয়্যিতের

www.nagorikpathagar.org

লাশ নিয়ে যাবার সময় তাড়াতাড়ি চলবে। তবে একেবারে দৌড়াবার মত চলবে না। এমনভাবে তাড়াতাড়ি চলবে যে শবদেহ খাটের উপর নড়াচড়া না করে।

যারা শবদেহের সাথে যাবে, তারা শবদেহের পিছনে পিছনে চলবে। সামনে চলা যদিও জায়েয আছে, তবে প্রয়োজন হলে একটু বেশি আগে আগে যাবে। শবদেহের বরাবর ডানে-বামে চলবে না। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। লাশের মাথার দিক আগে দিয়ে চলবে। যদি জানাযা কোন প্রতিবেশীর অথবা আত্মীয়-এগানার মধ্যে কোন নেককার লোকের হয়, তবে তার সাথে গমন করা নফল নামায পড়ার চাইতে বেশি উত্তম। যানবাহনে চড়ে জানাযার আগে আগে যাওয়া মাকরূহ। এটা কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য সওয়ার অবস্থায় শবদেহের সাথে সাথে যাওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে পায়দল যাওয়াই উত্তম।

জানাযার সাথে যাওয়ার সময় অথবা মাইয়্যিতের ঘরে আওয়াজ করে কান্নাকাটি অথবা বিলাপ করা নাজায়েয। নীরবে রোদন করায় কোন দোষ নেই, তবে ধৈর্যধারণ করাই সর্বোত্তম। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। জানাযার সাথে মশাল বা মোমবাতি জ্বালিয়ে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

মহিলাদেরর জানাযার সাথে যাওয়া উচিত নয়। জানাযার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি জানাযার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে দাঁড়াতে পারে। লোকজন ঈদগাহে থাকা অবস্থায় জানাযা আসলে তা যমিনে রাখার আগে দাঁড়িয়ে যাবে না। এটা কাজীখানে বর্ণিত হয়েছে। যারা জানাযার সাথে যাবে, তারা নীরব নিস্তব্ধভাবে চলবে। যিকির এবং কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে আওয়াজ করা মাকরূহ। এটা শরহে তাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর যিকির করলে মনে মনে করবে। জানাযার নামায আদায় করা ফরজে কেফায়া। এই নামায কতক লোকে আদায় করলে তা এক ব্যক্তি হোক অথবা বেশি লোক হোক অথবা পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক হোক, এটাতে অন্য লোকেরা ঐ নামাযের ফরজিয়াতের জিম্মা হতে মুক্ত হয়ে যায়, যদি কেউ ঐ নমায আদায় না করে, তবে সকলেই ফরজ ত্যাগ করার দায়ে গুনাহগার হবে। এ

জানাযার নামায শুধু ইমামের নামায দ্বারা আদায় হয়ে যায়। কেননা জানাযা নামাযে জামাতের শর্ত নেই। এটা নেহায়ার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নামাযের শর্ত হল এই যে, মৃত ব্যক্তির মুসলমান হতে হবে। লাশ গোসল করানো সম্ভব হলে গোসল করাবে। যদি গোসল করানো সম্ভব না হয় যেমন গোসল না করিয়ে তাকে দাফন করে ফেলেছে, এখন কবর খনন ছাড়া লাশ বের করার উপায় নেই। এই অবস্থায় জরুরতের ক্ষেত্রে তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে।

যদি গোসল করানো ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া হয় এবং ঐভাবেই তার লাশ দাফন করা হয়, তবে তার কবরের উপর দ্বিতীয়বার জানাযার নামায আদায় করবে। কেননা প্রথমবারের নামায বাতিল হয়ে গিয়েছে। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত লাশ রাখার জায়গা পবিত্র হওয়াও শর্ত নয়। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

যদি দারুল হরবে কোন বালক মুসলমান সেনাদের হস্তগত হয় এবং সেখানে মরে যায়, তবে সেনাগণ গ্রহণকারী হিসেবে তার উপর তাদের জানাযা নামায পড়তে হবে। এটা মুহীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও মাল আত্মসাৎ করে এবং তার বদলে তাকে হত্যা করা হয়, তার উপর জানাযার নামায পড়বে না।

যদি কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তার উপর জানাযা নামায পড়বে এবং এটাই শুদ্ধমত। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তিকে যে কোন কঠিন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কোন অস্ত্র দ্বারা

www.nagorikpathagar.org

অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হত্যা করা হয় যেমন ফাঁসি কিংবা রজমের মাধ্যমে তবে তাকে গোসল দিবে এবং তার উপরে নামায পড়বে। তার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করবে যেমন কোন মুসলমানের সাথে করা হয়। এটা যখীরাহর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

যাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়, তার সম্বন্ধে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর তরফ হতে দুইটি রেওয়ায়েত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তার উপর নামায পড়বে না। এটা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মধ্যে লিখিত রয়েছে।

মৃত ব্যক্তির উপর নামায পড়াবার জন্য বাদশাহ উপস্থিত থাকলে তিনিই তার অধিকারী। তিনি যদি উপস্থিত না থাকেন তবে নামাযের হকদার কাজী। তারপর হকদার মৃতের অলী। অলী হওয়ার মধ্যে যে ব্যক্তি আছাবাতের দিক দিয়ে নিকটতম, সে-ই হকদার। কিন্তু পিতার হুকুম এটার বিপরীত, কেননা পিতা পুত্রের অগ্রবর্তী হবে। এটা খাযানাতুল মুফতীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে পুত্র অগ্রগণ্য হবে। এটাই শুদ্ধ রায়। এই রায় সকলেই গ্রহণ করেছেন। এটা তাবিয়ীনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

স্ত্রীলোক এবং নাবালেগ সন্তানদের মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়াবার ব্যাপারে কোন দাবী নাই। নিকটতম আত্মীয় ইচ্ছা করলে কোন দূরবর্তী আত্মীয়কে আগে বাড়ায়ে দিতে পারে, নিকটতম আত্মীয় যদি দূরে থাকে এবং তার আসতে নামায শেষ হয়ে যাতে পারে, তবে সেইক্ষেত্রে দূরবর্তী আত্মীয় নামায পড়াবার হকদার হবে। নিকটতম আত্মীয় যদি নিজে হাজির না হয়ে পত্র দ্বারা অন্য কাউকে নামায পড়তে নির্দিষ্ট করে দেয়, তকে দূরবর্তী আত্মীয়ের পক্ষে তাকে নামায পড়াতে বাধা দিবার অধিকার আছে। শহরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তির মত ধরে নিতে হবে। সে যাকে ইচ্ছা আগে বাড়িয়ে দিবার অধিকার রাখে দূরবর্তী আত্মীয়ের পক্ষে এটাতে নিষেধ করার অধিকার নাই।

যদি দুজন অলী অধিকারের দিক দিয়ে সমান সমান হয়, তবে যার বয়স বেশি সে-ই নামায পড়াবার দাবীদার হবে। এই দুজনের মধ্যে কারও এই অধিকার নাই যে, তাদের শরীকদার ছাড়া অন্য কাকেও আগে বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য শরীকদারের মত নিয়ে এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। যদি ঐ দুজনে ভিন্ন ভিন্ন দুইজনকে নির্দিষ্ট করে, তবে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, তার মনোনীত ব্যক্তি নামায পড়াবার অধিকার লাভ করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

মৃতব্যক্তি যদি এরূপ অছিয়ত করে যেয়ে থাকে যে, অমুকে আমার জানাযা নামায পড়াবে, তবে তার এই অছিয়ত বাতিল হবে। এটার উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। কোন গোলাম মারা যাবার পর তার মুনিব, পিতা এবং পুত্রের মধ্যে জানাযার ইমামতীর ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বাঁধল। তার পিতা এবং পুত্র আযাদ বটে। তবে তার মুনিবই জানাযা পড়াবার বেশি হকদার। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে এবং এটার উপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার উপর স্বামীর কোন বেলায়েত থাকবে না। কারণ মৃত্যুর কারণে তা ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এটা জামে ছগীরে বর্ণিত হয়েছে। তবে মহিলার যদি কোন অলী না থাকে, তবে তখন স্বামী তার হকদার হবে। তারপর পাড়া-প্রতিবেশী দূরবর্তী লোকদের হতে বেশি হকদার হবে। এটা তাবিয়ীনের বিবরণ।

যদি কোন স্ত্রীলোক মারা যায়, তার স্বামী বর্তমান আছে এবং ঐ স্বামী হতে তার আকেল বালেগ পুত্র আছে, তখন পুত্র অলী হবে, স্বামী অলী হবে না। কিন্তু পুত্রের জন্য পিতার অগ্রবর্তী হওয়া মাকরূহ, কাজেই পুত্রের উচিত পিতাকে

www.nagorikpathagar.org

অগ্রবর্তী করা। যদি পুত্র ঐ স্বামীর ঔরসজাত না হয়, তবে তার অগ্রবর্তী হওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। কেননা প্রকৃত অলী সে-ই। মাতার স্বামীর তাজীম করা তার জন্য ওয়াজিব নয়। এটা মাদায়ে'র মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

মাইয়্যিতের উপর শুধু একবার নামায পড়বে, কারণ জানাযার মধ্যে কোন নফল নেই। এটা ইজাহের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। যদি সর্বপ্রধান ইমাম অথবা বাদশাহ অথবা অলী অথবা কাজী অথবা কবিলার নেতা নামায পড়ায়, তবে অলীর পুনঃ নামায পড়াবার আবশ্যক নাই। কেননা তারা তার চাইতে অগ্রণীয় ব্যক্তি। যদি তাদের ছাড়া অন্য কেউ পড়ায়, তবে তার পুনঃ নামায পড়াবার অধিকার থাকে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি অলী নামায পড়ায়, তবে তার পর আর কারও নামায পড়ানোর ইখতিয়ার থাকবে না। এটা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। কেউ জানাযার নামায পড়াল, অলীও তার পিছনে ছিল। কিন্তু অলী এটাতে নারাজ ছিল। যদি অলী ইমামের অনুসরণ করে থাকে, তবে নামায জায়েয হবে। পুনঃ অলী ঐ নামায পড়াতে পারবে না। যদি জানাযার ইমাম বিনা অজুতে থাকে, তবে নামায পুনঃ আদায় করবে। যদি ইমামের অজু থাকে, মুক্তাদীর না থাকে, তবে ইমামের নামায শুদ্ধ হবে। পুনঃ আদায় করবে না। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি অলী রোগী হয় এবং বসে জানাযার নামায পড়ায়, আর মুক্তাদীগণ পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে নামায শুদ্ধ হবে না।

দাফন করার বিবরণ

মুরদাহ দাফন করা ফরজে কেফায়া। এটা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। লহদ কবর করা সুন্নাত। শক কবর করা সুন্নাত নয়। লহদ কবর হল, কবর পূর্ণভাবে খনন করে পশ্চিম দিকে গর্ত করে দিবে। সেই গর্তে লাশ রাখবে। এটা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লিখিত হয়েছে। এটা ছাদ দেওয়া একটা কামরার ন্যায় বানায়ে দিবে। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যমিন নরম হলে শক কবর করায় কোন দোষ নেই। এটা কাজীখানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শক কবর বলা হয় এরূপ কবরকে যা কবরের মধ্যে একটি খালের মতো খনন করে তার উভয় পার্শ্বে কোন কিছু দিয়ে মজবুত করে তার মধ্যে লাশ রাখা হয় এবং তার উপরে ছাদ বানায়ে দেওয়া হয়। এটা মে'রাজুদ্দেরায়ার মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে।

কবরের গভীরতা মধ্যমাকৃতির মানুষের ছিনা বরাবর হওয়া দরকার। তবে গভীরতা যত বেশি হয়, ততই উত্তম। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কবর একটি মানুষ বরাবর দীর্ঘ হবে এবং তার অর্ধ পরিমাণ চওড়া হবে। এটা মুজমিরাতের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

আবুবকর মুহাম্মদ ইবনে ফজল হতে বর্ণিত আছে যে, আমাদের দেশে মাটি নরম হওয়ার দরুন লাশ বাক্সভর্তি করে কবর দেওয়া জায়েয আছে। যেখানে পানি প্রবাহ হয়, এমন স্থানে লাশ কবরস্থ করা মাকরূহ। এটা ফতহুল কাদীরে বর্ণনা করা হয়েছে। কবরের মধ্যে মানুষ বেজোড় সংখ্যায় অথবা জোড় সংখ্যায় অবতরণ করা একই কথা। তবে তাদের নেককার, আমানতদার এবং শক্তি সামর্থবান হওয়া আবশ্যক। এটা তাতারখানিয়াহর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। স্ত্রীলোক কবরে রাখার জন্য মোহরিম নিকটবর্তী আত্মীয় হওয়া উচিত। যদি তেমন কেউ না থাকে, তবে অন্য লোকের রাখায় কোন দোষ নেই। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। কোন মহিলার কবরে বতরণ করা চাই না। মুরদাহকে কিবলার দিক দিয়ে কবরে নামাবে। মুরদাহকে এনে কবরের পার্শ্বে কিবলার দিকে রাখবে। লাশ উঠিয়ে কবরে রাখার সময়ে তাদের মুখ কিবলার দিকে রাখবে। এটা ফতহুল কাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

লাশ কবরে রাখার সময়ে "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি" উচ্চারণ করবে। লাশ কবরে ডানদিকে কিবল-ামুখি করে শুইয়ে রাখবে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ননা করা হয়েছে। কাফনে গিরা দেওয়া থাকলে তা খুলে দিবে।

www.nagorikpathagar.org

কাঁচা ইট দিবে এবং চাটাই বিছায়ে দিবে। পাকা ইট বা কাঠ দিবে না। স্ত্রীলোকের কবরের উপর পরদা করে নিবে। তারপর মাটি বিছিয়ে দিবে। তা হাত দিয়ে হোক বা অন্য কোন হাতিয়ার দিয়ে হোক যেভাবে সম্ভব, সব রকম দেওয়া যেতে পারে। কবর হতে যে পরিমাণ মাটি বের হয়েছে, তার চেয়ে বেশি দেওয়া মাকরূহ। এটা আইনীর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। উপস্থিত লোকদের জন্য মুস্তাহাব হল, নিজের দুহাত দ্বারা তিন চাকা মাটির কবরে দিবে এবং মুরদাহর মাথার দিক দিয়ে দিবে। প্রথমবার "মিনহা খালাক্নাকুম" উচ্চারণ করবে। দ্বিতীয়বার "ওয়া ফীহা নঈদুকুম" উচ্চারণ করবে এবং তৃতীয়বার উচ্চারণ করবে, "ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।" এটা জাওহারাতুন নাইয়্যারায় বর্ণিত রয়েছে।

মুরদাহ রাত্রে দাফন করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু দিবাভাগে কাজ সহজ হয়ে থাকে, কবর উটের চুটের মতো এক বিঘত উঁচু করে বানাবে। তা চার কোণবিশিষ্ট বানাবে না, আঁকা-বাঁকাও করবে না।

কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া কোন দোষের কিছু নয়। কবরের উপর কোন দালান কোঠা নির্মাণ করা, বসা, শয়ন করা, নর্তন-কুর্দন করা বা তার উপর পায়খানা প্রস্রাব করা, অথবা মুরদাহকে সকলের নিকট পরিচিত করার খেয়ালে কোন নিদর্শন বা চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া যেমন পরিচয় লিখে লটকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ মাকরূহ। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। কোন কবর নষ্ট হয়ে গেলে তা সমান করে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এটাই শুদ্ধমত এবং এটার উপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে যদি কেউ নিজের জন্য কবর খনন করে রাখে, তাতে কোন দোষ নেই, বরং ছওয়াবের ভাগি হবে। এটা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।
কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য কবর খনন করে রাখল, লোকেরা এটার মধ্যে অন্য মুরদাহ দাফন করতে ইচ্ছা করল, তবে কবরস্থান যদি প্রশস্ত থাকে তা হলে তা মাকরূহ হবে, আর যদি কবরস্থান সংকীর্ণ হয় তবে জায়েয হবে। তবে কবর খননকারী খনন করতে যা খরচ করেছে, তা তাকে দিয়ে দিতে হবে। এটা মুজমিরাতে বর্ণিত হয়েছে। যে কোন মুরদাহকে নেককার লোকদের কবরস্থানে দাফন করা উত্তম। মুস্তাহাব রীতি হল এই যে, মৃত ব্যক্তির দাফনকার্য সমাধা করার পর কবরের নিকটে এই পরিমাণ সময় অবস্থান করবে, যে সময়ের মধ্যে একটি উষ্ট্র যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করা যায়। ঐ সময় কবরের নিকট বসে কোরআন পড়বে এবং মুরদাহর জন্য দোয়া করবে। এটা জাওহারাতুন নাইয়্যারায় বর্ণিত হয়েছে।
কবরের নিকটে কোরআন পাক তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নেই, বরং মুরদাহর এটাতে উপকার হয়। এটা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। কবরের উপর মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা মাকরূহ। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে উল্লিখিত আছে। যে কাজগুলি সুন্নাত নয়ে, তা কবরের নিকট করা মাকরূহ। সুন্নাতের মধ্যে কবর যিয়ারত করা এবং নিকেট দাঁড়িয়ে দোয়া করা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।
একাধিক ব্যক্তিকে এক কবরে দাফন করবে না। কিন্তু বিশেষ আবশ্যকের ক্ষেত্রে এরূপ করা জায়েয হবে। যদি এরূপ করতে হয়, তবে কবরের মধ্যে পুরুষ কিবলার দিকে রাখবে, তারপর বালক রাখবে, তারপর খুনছা রাখবে, তারপর রাখবে স্ত্রীলোকদেরকে। এদের পরস্পরের মধ্যে কিছু মাটি দিয়ে আড় সৃষ্টি করে দিবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।
দুজন পুরুষকে এক কবরে দাফন করতে হলে যে ব্যক্তি উত্তম, নেককার, তাকে সামনে রাখবে। যখন মুরদাহ গলে মাটিতে পরিণত হবে, তখন ঐ কবরে অন্যকে দাফন করা অথবা তার উপরে ক্ষেত করা অথবা ঘর দরজা তৈরী করা জায়েয হবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী অথবা নিহত ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হল, যেস্থানে মারা যায়, সেই স্থানের লোকের কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করবে, যদি দাফন করার আগে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে কোন দোষ নাই। এটা খোলাছায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দাফন করার পর মুরদাহকে কবর হতে বের করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি জোর-জবরদস্তীমূলক কোন যমিনে দাফন করা হয় অথবা হক্কে শোফাজনিত কোন সমস্যা থাকে, তখন মুরদাহকে কবর হতে বের করে অন্যস্থানে দাফন করা জায়েয হবে। এটা কাজীখানের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি অন্যের যমিনে যমিনের মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন মুরদাহ দাফন করা হয়, তবে উক্ত মালিকের যা ইচ্ছা করতে পারবে, সে ইচ্ছা করলে মুরদাহকে বের করার হুকুম দিতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে যমিন সমানও করে দিতে পারে। তার উপর ক্ষেত করতেও পারে। এটা তানজীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি মুরদাহকে কিবলার দিকে মুখ করে শোয়ান না হয়ে থাকে অথবা বামদিকে হাত করে শোয়ান হয়ে থাকে অথবা পায়ের দিকে মুখ করে শোয়ান না হয়ে থাকে অথবা বামদিকে হাত করে শোয়ান হয়ে থাকে অথবা পায়ের দিকে মাথা এবং মাথার দিকে পা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই অবস্থায় মাটি দেওয়া হয়, তবে আর তাকে বের করবে না। কিন্তু যদি কবরে মাটি দেওয়া না হয়ে থাকে, তবে বের করে সুন্নাত অনুযায়ী রাখবে।

যদি কবরে কোন মাল থেকে যেয়ে থাকে, মাটি দিবার পর স্মরণ হয়েছে, তবে কবর খুদে তা বের করবে। এটা কাজীখানে বর্ণিত আছে। ফকীহগণ বলেছেন, যদি কমপক্ষে এক দিরহাম পরিমাণ মাল হয়, তবে কবর খুদবে।• কবরস্থান হতে কাঠ বা ঘাস কাটা মাকরূহ। তবে তা শুকনা হলে কাটায় কোন দোষ নেই। এটা কাজীখানে লিখিত রয়েছে। আমাদের মাযহাবে কবরস্থানে জুতা পরে চলা মাকরূহ নয়।

শাহাদাতের মাসায়েল

যদি কোন ব্যক্তি নিজের জান ও মাল হেফাজাত করণার্থে অথবা কোন মুসলমান কিংবা জিম্মিকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, তবে সে শহীদ হবে। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি কোন মুসলমান কোন নৌকায় থাকে এবং শত্রু ঐ নৌকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার দরুন সে জ্বলে পুড়ে মারা যায় এবং ঐ আগুন অন্য নৌকায়ও পৌঁছে মুসলমানদেরকে জ্বালিয়ে দেয়, তবে তারা শহীদ হবে।

শহীদের হুকুম এই যে, তাকে গোসল করাবে না। তার জানাযা নামায আদায় করবে এবং তার পরিহিত রক্তমাখা কাপড়সহ-ই তাকে দাফন করবে। এটা কাফীর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। যদি শহীদের কাপড়ে নাজাসাত লাগে, তবে তা ধুয়ে দিবে। এটাই তাবিয়ীনের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। শহীদের সাথে পরিহিত কাপড় ছাড়া অতিরিক্ত কোন বস্তু থাকলে তার যেসব বস্তু তার কাপড়ের মধ্যে বিবেচিত নয়, তা তার শরীর হতে বের করে নিবে। যদি তার কাফন সামান্য হয়, তবে বাড়িয়ে তা পূর্ণ করে দিবে। আর যদি সুন্নাত কাফন হতে বেশি থাকে, তবে তা কমিয়ে দিবে। এটা কাফীর মধ্যে বর্ণিত আছে।

শহীদের অঙ্গে খোশবু ঐভাবে লাগাবে যেভাবে অন্যান্য মাইয়্যিতের অঙ্গে লাগান হয়। এটা বাহরুর রায়েকের উল্লিখিত রয়েছে। শহীদ ব্যক্তি যদি নাপাক হয় অথবা বালক হয়, অথবা পাগল হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তাকে গোসল করাবে। এটা তাবিয়ীনে বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে যদি হায়েজওয়ালী অথবা নেফাসওয়ালী স্ত্রীলোক নিহত হয়ে যায় এবং সে পবিত্র হয়ে গিয়ে থাকে এবং তার রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তাকেও গোসল করাবে। যদি রক্ত বন্ধ না হয়ে তাকে, যা দেখে বুঝা যায়, যদি হায়েজের উপযুক্ত হয় তবে তাকেও শুদ্ধতর মতানুযায়ী গোসল করাবে। এটা কাফীর মধ্যে মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু যদি একদিন অথবা দুইদিন রক্ত দেখা গিয়েছিল, তারপরই সে নিহত হয়েছে, তবে সম্মিলিত মতে তাকে গোসল করাবে না।

যেই ব্যক্তি কিছু সময় জীবিত থাকার দরুন শাহাদাত বরণ করতে পারেনি, তাকে গোসল দিতে হবে। তবে ঘোড়ায় যাতে পদদলিত না করে এজন্য যাকে জীবিত উঠিয়ে আনা হয়েছে। তার ক্ষেত্রে এই হুকুম হবে না। যদি কোন শহরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, কিন্তু এত তেজী ও ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মারা গিয়েছে যে, সে বুঝতে পারে নাই যে, কোন জালিমের হাতে মারা গিয়েছে, তবে তাকে গোসল করাতে হবে। এটা আইনীর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। আর যদি সে (মৃত্যুর পূর্বে) নিজের স্থান হতে দাঁড়াতে পারে বা ঐস্থান হতে অন্যস্থানে যেতে পারে, তবে তারও হুকুম এইরূপ হবে। এটা খোলাছাহর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোন মুশরিকের ঘোড়া ছুটে গিয়ে কোন মুসলমানকে পায়ে পিষে মেরে ফেলে–যদিও ঘোড়ার পিঠে কোন সওয়ার না থাকে, অথবা কোন মুসরমান কোন মুশরিককে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন মুসরমানের দেহে বিদ্ধ হয়, অথবা কোন মুসলমানের ঘোড়া মুশরিকের ঘোড়া কর্তৃক তাড়িত হয়ে মুসলমান আরোহীকে ভূপাতিত করে, অথবা কোন মুসলমান পালিয়ে যেতে থাকে কিন্তু কোন মুশরিক তাকে তাড়িয়ে নিয়ে অগ্নিকুণ্ড কিংবা গভীর গর্তে পড়তে বাধ্য করে, অথবা মুসলমান নিজের চতুষ্পার্শ্বে কাটা বিছিয়ে রাখে এবং সে তারই উপর দিয়ে চালাবার সময় প্রাণত্যাগ করে, এই সমস্ত অবস্থায় গোসল দিতে হবে। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বিরোধিতা করেছেন।

যদি যুদ্ধের সময় মুসলমানের ঘোড়া হোচট খেয়ে তার মুসলমান আরোহীকে ফেলে দেয় ও মেরে ফেলে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে তাকে গোসল দিতে হবে। যদি মুসলমানের ঘোড়া মুশরিকদের পতাকা দেখে ভাগতে শুরু করে কিন্তু মুশরিকগণ কর্তৃক সে তাড়িত হচ্ছে না। এই পলায়নরত ঘোড়া নিজের মুসলিম সওয়ারকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট তাকে গোসল করাতে হবে। যদি কোন মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যেতে থাকে এবং অন্য কোন মুসলমানের ঘোড়াকে তার মালিক সামনে অথবা পিছনে হাঁকায়ে দূরে সরায়ে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি ঐ ঘোড়া উক্ত পলায়নপর মুসলমানকে পায়ে দলে মারে, তবে তাকে গোসল করাতে হবে।

এভাবে যদি কোন মুসলমান কোন প্রাচীর গাত্র ছিদ্র করায় উক্ত প্রাচীর তার উপরে ধসে পড়ে ও তাতে সে মারা যায়, তবে তাকে গোসল করাতে হবে। কিন্তু হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বিরোধিতা করেছেন। এটা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই হুকুম তখন হবে যখন মুসলমানগণ শত্রুর উপর আক্রমণ করে ও নিজের ঘোড়া হতে ভূপাতিত হয়।

যদি উভয় পক্ষ সশস্ত্র অবস্থায় পরস্পর মোকাবিলা হয়, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না হয়ে থাকে, এমনি অবস্থায় যদি কাকেও মৃত পাওয়া যায়, তবে তাকে গোসল করাবে। কিন্তু যদি জানা যায় যে, তাকে জুলুম করে লৌহ অস্ত্র দ্বারা মারা হয়েছে, তবে তাকে গোসল করাবে না।

যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মৃত পাওয়া যায়, কিন্তু তার উপর কোন হত্যার নিশানা না থাকে যেমন জখম অথবা গলা দাবানোর চিহ্ন অথবা আঘাতের লক্ষণ অথবা রক্ত বের হওয়া ইত্যাদি কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলে সে শহীদ হবে না। এরকম যদি রক্ত এমন কোন পথে নির্গত হয়, যা কোন আভ্যন্তরীণ রোগের কারণে হতে পারে, যেমন নাক অথবা লিঙ্গ এবং মলদ্বার অথবা মাথার দিক দিয়ে রক্ত বের হয়ে মুখ দিয়ে বের হয়, তবে সেও শহীদ হবে না।

www.nagorikpathagar.org

সিজদাহ্র অতিরিক্ত আলোচনা

সিজদাহ যদি নিজের জায়গা মত আদায় করা হয়, তবে তা নিয়ত ছাড়া আদায় হয়ে যায়। আর যখন তা নিজের স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তখন তা নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না। সিজদাহ্র উপরে নিজের স্থানচ্যুত হওয়ার হুকুম ঐ সময়ে প্রদত্ত হয়, যখন ঐ সিজদাহ এবং তার স্থানের মধ্যে এক রাকাত পরিমাণ সময়ের দূরত্ব হয়ে যায়।

আর একটি হল এই যে, যদি সন্দেহ হয় যে, রাকাত ছুটে গেল না সিজদাহ ছুটে গেল, তবে উভয়কেই আদায় করবে। তাতে যাই ছুটে যাক না কেন তা আদায় হয়ে যাবে। সিজদাহ রাকাতের আগে আদায় করবে। যদি রাকাতকে সিজদাহ্র আগে আদায় করা হয়, তবে নামায হবে না।

আর একটি হল এই যে, এই বিষয়ের চিন্তা করবে যে, যে পরিমাণ সিজদাহ ছুটে গিয়েছিল এবং যে পরিমাণ আদায় হয়েছে এটার মধ্যে কোনটির সংখ্যা কম। সেই হতে গণনা করবে। কেননা কম দিয়ে গণনা করা সহজ হয়। এটা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে।

কোন ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল। নামাযের শেষে অথবা সালামের পূর্বে অথবা সালামের পরে তার স্মরণ হল যে, তার একটি সিজদাহ ছুটে গিয়েছে। তবে তার উপর ঐ সিজদাহটি করে নেওয়া ওয়াজিব হবে। পুনঃ সে তাশাহহুদ পবে এবং সালাম ফিরাবে, তারপর সিজদাহে সাহু করবে। পরে যদি তার মনে হয় যে, প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদাহ ছুটে গিয়েছিল, তবে সে কাজার নিয়ত করবে। যদি মনে না হয় যে, সিজদাহটি প্রথম রাকাতের, না দ্বিতীয় রাকাতের এবং চিন্তা করেও ঠিক করতে না পারে, তথাপি উক্ত হুকুম হবে যদি সিজদাহটি দ্বিতীয় রাকাতের বলে ধা-রণা হয়, তবে কাজা করবে। যদি তার মনে হয় যে, দুই সিজদাহ ছুটে গিয়েছে এবং তা দুই রাকাতের দুই সিজদাহ তবে তার জন্য দুই সিজদাহ আদায় করা ওয়াজিব হবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর সিজদাহে সাহু আদায় করবে। যদি মনে হয় যে, উক্ত দুই সিজদাহ প্রথম রাকাত হতে ছুটে গিয়েছে, তবে তার এক রাকাত পড়া ওয়াজিব হবে। যদি এটাও জানা না থাকে যে, কিভাবে ছুটেছে, তবে দুই সিজদাহ করবে এবং প্রথম রাকাতের দুই সিজদাহ কাজা করবে ও এক রাকাত পড়বে।

যদি মনে হয় যে, তিন সিজদাহ ছুটে গিয়েছে তবে এক সিজদাহ করবে ও এক রাকাত পড়বে। তারপর তাশাহহুদ পড়বে। সিজদাহ্র মধ্যে কাজার নিয়ত করবে না। যদি মনে হয় যে, চার রাকাত ছুটে গিয়েছে, তবে দুই সিজদাহ করবে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী প্রথম রুকু হতে শুরু করবে। অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী দ্বিতীয় রুকু হতে শুরু করবে এবং আর এক রাকাত বেশি পড়বে। এটা খোলাছাহ্র মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যদি মাগরিবের নামাযে এক সিজদাহ ছুটে যায়, তবে ঐ সিজদাহ করে নিবে এবং নিজের উপর যা ওয়াজিব তার নিয়ত করবে। তারপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং সিজদাহে সাহু করবে। যদি মাগরিবের নামাযে দুই সিজদাহ ছুটে যায় এবং এটা জানা যায় নাই যে, এক রাকাত হতে ছুটে গিয়েছে অথবা দুই রাকাত হতে ছুটে গিয়েছে, তবে সন্দেহের উপর আমল করে দুই সিজদাহ করবে এবং ঐ উভয়ের মধ্যে নিজের ওয়াজিব নিয়ত করবে অথবা কাজার নিয়ত করবে। এটার পর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে।

www.nagorikpathagar.org

মাসবুক এবং লাহেকের আরো কিছু বর্ণনা

যখন নিজের বাকি নামায কাজা করবার জন্য খাড়া হবে, তখন ছানা ও তায়াব্বুয পড়বে। এটি কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম সশব্দে কিরাত না পড়লে তখনই ছাড়া পড়ে নিবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। ইমামকে রুকু বা সিজদাহর মধ্যে পেল, চিন্তা করে দেখবে, যদি মনে করে যে, ছানা পাঠ করে ইমামকে রুকু বা সিজদাহর মধ্যে পাবে, তবে ছানা পরে নিবে। কিন্তু ইমামকে বৈঠক অবস্থায় পেলে ছানা পড়বে না। বরং নামায শুরুর তাকবীর বলবে এবং আল্লাহু আকবার বলে বসে যাবে। আর একটি এই যে, প্রথমে ইমামের সাথে নামায পড়বে। তারপর যে নামায ছুটে গেছে, এর কাজা করবে। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। নিজের ছুটে যাওয়া নামায প্রথমে পড়ে তারপর ইমামের সাথে নামাযে শামিল হলে কারও কারও মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

জামে ফতোয়ায়ে বর্ণিত আছে যে, মুতায়াখখিরীনদের কারও কারও মতে নামায জায়েয হবে। এর ওপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। এটি মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রকাশ্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী নামায ফাসেদ হবে। আর একটি এই যে, তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের সালামের আগে খাড়া হবে না। কিন্তু কয়েক অবস্থায় ইমামের সালামের আগে খাড়া হওয়া জায়েয আছে। যথা : মাসবুক মোজার উপর মাসেহ করে থাকলে এবং এর সময়সীমা চলে যাওয়ার ভয় হলে অথবা মাজুর থাকলে এবং ওয়াক্ত চলে যাবার ভয় থাকলে অথবা মাসবুকের জুমুআর মধ্যে আছরের ওয়াক্ত প্রবিষ্ট হয়ে যাবার ভয় হলে অথবা দুই ঈদের নামাযের মধ্যে জোহরের ওয়াক্ত প্রবিষ্ট হয়ে যাবার ভয় হলে অথবা ফজরের নামাযে সূর্য উদিত হবার ভয় হলে অথবা তার অজু ভঙ্গের ভয় থাকলে, জায়েয আছে যে, ইমাম নামায শেষ করার অথবা সাহু সিজদাহ দিবার অপেক্ষা করবে না। কিন্তু যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ায় নামায ফাসেদ হওয়ার ভয় না থাকে তবে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। এভাবে যদি মাসবুকের ভয় হয় যে, ইমামের সালামের অপেক্ষা করলে মানুষ তার সম্মুখ দিয়ে চলতে থাকবে, তবে ইমাম নামায শেষ করবার পূর্বেই নিজের নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। এটি অজীয়ে কারদারীর মধ্যে বর্ণিত আছে। এ সমস্ত অবস্থা ছাড়া সে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে খাড়া হলে নামায শুদ্ধ হবে, কিন্তু মাকরূহ তাহরীমী হবে। ফতহুল কাদীর এবং বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে যে, তাশাহহুদ পরিমাণ আগে খাড়া হলে নামায জায়েয হবে না। মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সালামের আগেই নামায শেষ করলে ও সালামের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করলে কারও কারও মতে নামায ফাসেদ হবে এবং কারও কারও মতে ফাসেদ হবে না। এর ওপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়।

আর একটি এই যে, উভয় সালামের পরও মাসবুক নিজের নামায পড়ার জন্য খাড়া হবে না বরং ইমাম ফারেগ হবার জন্য অপেক্ষা করবে। ঐ নামাযের পর সুন্নাত নামায থাকলে ইমাম সুন্নতের জন্য খাড়া হয়ে যাবে। আর সুন্নত না থাকলে মেহরাব হতে ফিরে যাবে অথবা নিজের স্থান হতে সরে যাবে। অথবা এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করবে যে, যদি তার ওপর সাহু-সিজদাহ থাকত, তবে সে আদায় করে নিত।

আর একটি এই যে, শেষ তাশাহহুদে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। তাশাহহুদ পড়া শেষ হয়ে গেলে তার ওপর দোয়া পড়ব না– এই মাসয়ালার মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, সে কি করবে? ইবনে সুজা হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পুনঃ পুনঃ পাঠ করবে। শুদ্ধ মত হল যে, মাসবুক তাশাহহুদ এমনভাবে ধীরে ধীরে পড়বে যেন, ইমামের সালাম পর্যন্ত পৌছে যায়।

আর একটি এই যে, ভুলবশতঃ ইমামের সাথে বা ইমামের আগে সালাম ফিরালে তার ওপর সাহু-সিজদাহ ওয়াজিব হবে। ইমামের আগে সালাম ফিরালে সাহু-সিজদাহ ওয়াজিব হবে। যদি ইমামের সাথে জানিয়াই সালাম ফিরিয়ে

www.nagorikpathagar.org

থাকে যে, তাকেও ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হবে। তবে ঐ সালাম ইচ্ছাসূত্রে হয়েছে। যদি ইমামের সাথে সালাম ভুল করে ফিরিয়ে থাকে এবং ধারণা করেছে যে, এতে নামায ফাসেদ হয়েছে এবং পুনরায় তাকবীর বলে নামায প্রথম হতে আরম্ভ করার নিয়ত করেছিল, তবে নামায হতে বের হবে না। আর একটি এই যে, মাসবুক নিজে যে নামায পড়ে, ইহা তার পক্ষে কিরাত সম্বন্ধে তার প্রথম নামায মনে করতে হবে এবং তাশাহহুদ সম্বন্ধে তার শেষ নামায মনে করতে হবে। এমন কি যদি এক রাকাত মাগরিবের নামায পেয়ে থাকে, তবে দুই রাকাত কাজা পড়বে এবং এর মধ্যে বৈঠক দিবে। অতএব তার তিন বৈঠক হয়ে যাবে। এ দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে, এ দুই রাকাতের মধ্যে এক রাকাতে কিরাত ছেড়ে দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে এক রাকাত পায়, তবে তার উচিত এক রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়ে বৈঠক দিবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। তারপর এক রাকাত উক্তরূপেই কাজা পড়বে, কিন্তু তাশাহহুদ পড়বে না। তৃতীয় রাকাতে সে ইচ্ছাধীন, তবে কিরাত পাঠ করা উত্তম।

ইমামের সাথে দুই রাকাত পেলে দুই রাকাত কিরাতের কাজা করবে। এক রাকাতে কিরাত ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় দুই রাকাতে তা কাজা করতেছে এবং মাসবুক এতে শরীক আছে, তবে যখন নিজের নামায কাজা করবে, তখন তার মধ্যে কিরাত পড়বে। এমনকি কিরাত ছেড়ে দিলে নামায ফাসেদ হযে যাবে।

আর একটি এই যে, মাসবুক নিজের নামায পড়ার মধ্যে পৃথকভাবে নামায পড়ার হুকুমের মধ্যে শামিল থাকবে। কিন্তু চার মাসায়ালার মধ্যে পৃথকভাবের হুকুমের মধ্যে হবে না। প্রথম হলে যে, তার কারও সাথে ইক্তেদা জায়েয নাই এবং তারও সাথে কেউ ইক্তিদা করতে পারবে না। মাসবকু অন্য মাসবুকের ইক্তেদা করলে ইমামের নামায ফাসেদ হবে না। মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হবে, কিরাত পড়ুক বা না পড়ুক। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

যদি দুই মাসবুকের মধ্য হতে একজনে ভুলে গেল–তার কত পরিমাণ নামায পড়তে হবে, কিন্তু দ্বিতীয়জনকে দেখে কাজা করল, কিন্তু তার ইক্তিদা করল না, তবে নামায শুদ্ধ হবে।

খোলাছার মধ্যে বর্ণিত আছে যে, যদি ইমামের সাহু-সিজদাহর ধারণা হয়ে থাকে এবং সে সাহু-সিজদাহ করল এবং মাসবুক তার অনুসরণ করল, তারপর জ্ঞাত হল যে, তার ওপর সাহু-সিজদাহ ছিল না, তবে এই সম্বন্ধে দুই রেওয়ায়েত আছে। প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত হল যে, মাসবুকের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, কেননা সে পৃথক হওযার স্থানে ইমামের ইক্তেদা করেছে। ফকীহ আবু লাইছ বলেছেন যে, আমাদের যমানায় ফাসেদ হবে না– যদি জ্ঞাত না হয়। তবে ফোকাহাদের বর্ণনানুযায়ী মাসবুকের নামায ফসেদ হবে না।

যদি ইমাম পঞ্চম রাকাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং মাসবকু অনুসরণ করে থাকে, তবে যদি চতুর্থ রাকাতে বৈঠক করে থাকে, তা হলে মাসবুকের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি না বসে থাকে, তবে ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চম রাকাতের সিজদাহ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফাসেদ হবে না। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় হল যে, মাসবুক যদি প্রথম হতে নামায মুরু করার নিয়ত করে তাকবীর বলে, তবে তার নামায প্রথম হতে শুরু হয়ে যাবে। পিছনের নামায বাদ পড়ে যাবে। কিন্তু সে যদি একা হয় তবে পিছনের নামায বাদ পড়বে না। তৃতীয় হল যে, যদি মাসবুক নিজের নামায কাজা করার জন্য খাড়া হয় এবং ইমামের ওপর দু'টি সাহু-সিজদাহ থাকে, মাসবুক দাখেল হবার পূর্বে ইমাম সাহু সিজদাহ করে, তবে মাসবুকের উচিত যখন ইমাম রাকাতের সিজদাহ না করে, তবে ফিরে ইমামের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাবে।

যদি ফিরে না আসে এবং সিজদাহ করে নেয়, তবে ঐভাবে পড়তে থাকবে এবং শেষে সাহু-সিজদাহ আদায় করে নিবে। কিন্তু একাকীর জন্য এ অবস্থা হবে না, কেননা তার ওপর ভুলের সিজদাহ আসবে না। চুতর্থ হল এই যে,

www.nagorikpathagar.org

আয়েম্মাদের সম্মিলিত মতে এই হুকুম আছে যে, মাসবুক তাশরীকের তাকবীর বলবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে একাকীর জন্য তাশরীকের তাকবীর ওয়াজিব নয়। আর একটি হল এই যে, সাহু-সিজদাহর মধ্যে ইমামের অনুসরণ করবে। সালাম, তাকবীর এবং লাব্বাইকের মধ্যে অনুসরণ করবে না। যদি সালামের এবং লাব্বাইকের মধ্যে অনুসরণ করে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি তাকবীরের মধ্যে অনুসরণ করে এবং সে নিজেকে মাসবুক বলে জানে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। ইহা জহিরিয়াহর মধ্যে বর্ণিত আছে। তাকবীর দ্বারা তাশরীকের তাকবীর ধরা হয়েছে।

আর একটি হল এই যে, যদি ইমামের সিজদায় তিলাওয়াতের কথা স্মরণ আসে এবং ইহা কাজা করার জন্য ফিরে যায়, তবে যদি মাসবকু নিজের রাকাতের সিজদাহ না করে থাকে, তবে ইহা ছেড়ে দিয়ে ইমামের অনুসরণ করবে এবং তার সাথে সাহু-সিজদাহ করবে এবং পরে নিজের নামায কাজা করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যদি ঐ মুক্তাদী ফিরে না আসে, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি নিজের নামাযের রাকাতের সিজদাহ করার পর ইমামের অনুসরণ করে, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এটি হল এক রেওয়ায়েত। যদি অনুসরণ না করে, তা হলেও মূল রেওয়ায়েত অনুযায়ী নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

ইমাম সিজদায় তিলাওয়াতের দিকে ফিরে না গেলে মাসবুকের নামায সকল অবস্থায় পূর্ণ হয়ে যাবে। যে পরিমাণ তার জিম্মায় থাকে, তা সবই আদায় করবে। এটি তাতারখানিয়াহ কিতাবে বর্ণিত আছে। ইমামের নামাযের সিজদাহ স্মরণ হওয়ায় সে ঐ সিজদাহর দিকে ফিরে গেলে মাসবুক তার অনুবর্তী হবে। অনুবর্তী না হলে তার নামায ফাসেদ হবে এবং যে সময়ে মাসবুক নিজের নামাযের রাকাতের সিজদাহ করেছে, সেই সময়ে সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, সে ফিরে আসুক কিনা আসুক। মূল নিয়ম হল এই যে, যদি মাসবুক পৃথক হবার সময়ে ইক্তেদা করে এবং ইক্তেদার স্থানে পৃথক হয়ে যায়, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে।

লাহেক হল, যে প্রথমেই ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়েছিল, কিন্তু বাকি নামায ছুটে গেছে। সে নিদ্রা বা অজু ভঙ্গের কারণে অথবা ভীরের কারণে ইমামের সাথে নামায শেষ না করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ের নামাযের প্রথম দলকেও লাহেক বলা হয়। লাহেক শুধু ইমামের পিছনে আছে, তাই কিরাত পড়বে না এবং সাহু-সিজদাহ করবে না। ইমাম সাহু-সিজদাহ করলে লাহেক নিজের বাকি নামায আদায় করার আগে ইমামর অনুসরণ করবে না, কিন্তু মাসবুকের হুকুম এর বিপরীত। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে। লাহেক অজু করে ফিরে আসার পর তার উচিত যে, সে প্রথমেই ঐ নামায কাজা করবে, যা ইমাম তার আগে পড়েছে। ইমামের খাড়া হওয়ার পরিমাণ সময় কিরাত ছাড়া খাড়া থাকবে এবং রুকু ও সিজদাহ করবে। ইমাম হতে কম বা বেশি হলে কোন ক্ষতি নেই। ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে।

কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে তাকবীর বলে নিদ্রা গেল এবং ইমাম এক রাকাত পড়ে ফেলল। তখন ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হল। তবে যদিও ইমাম দ্বিতীয় রাকাতে থাকে, তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রথম রাকাত পড়তে হবে। ইহা যখরায় লিখিত আছে। যদি প্রথম রাকাত পড়তে মশগুল না হয় বরং প্রথমে ইমামের অনুসরণ করে থাকে, ইমামের সালাম ফিরানোর পরে নিজের বাকি নামায কাজা করে, তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তার নামায জায়েয হয়ে যাবে।

লাহেক মুসাফির ছিল এবং ইমামের সাথে যে নামায পড়তে গিয়ে কিছু ছুটে গেছে, ইহা কাজা করতেছিল, এমতাবস্থায় সে ইকামতের নিয়ত করে নিল অথবা মুসাফিরের অজু ভঙ্গ হল এবং সে নিজেই শহরে প্রবেশ করল।

www.nagorikpathagar.org

তবে সফরের নামায পূর্ণ করবে, এই হুকুম ঐ সময় হবে, যে সময়ের মধ্যে ইমাম নামায শেষ করে নিয়েছে। যদি ইমাম এখন পর্যন্ত নামায শেষ না করে থাকে, তবে সকলের সম্মিলিত মতে চার রাকাতই পড়বে। ইমাম যদি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে প্রথম ভুলে ছেড়ে দেয় এবং তার পিছনে লাহেক ছিল। যেমন কিছু সময় নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হল। অথবা তার অজু ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং অজু করার জন্য চলে গেল, তারপর আসল, এই সময়ের মধ্যে ইমাম কয়েক রাকাত পড়ে নিল, তবে বৈঠক ইমামের ছুটে গেছিল। আমাদের নিকট এর মধ্যে সেও বসবে না। ইমামজাফরের নিকট বসবে। মাসবুকের হুকুম এর বিপরীত।

মাসবুকের হুকুম লাহেকের হুকুমের বিপরীত

মাসবুকের হুকুম নিজের নামায কাজা করার মধ্যে ছয়টি ক্ষেত্রে লাহেকের হুকুমের বিপরীত। স্ত্রীলোকরা বরাবর হয়ে খাড়া হওয়ার এবং কিরাতের মধ্যে সাহু-সিজদায়, প্রথম বৈঠকের মধ্যে যদি ইমাম ছেড়ে দেয়, সালামের স্থানে যদি ইমাম হেসে দেয়, যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং ইকামতের নিয়ত করে নেয় এবং মাসবুক নিজের নামাযের মধ্যে রাকাতের সিজদাহ করে নেয়। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। আর মাসবুক দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের সাথে শরীক হয়ে নিদ্রা গেল এবং তৃতীয় রাকাতের মধ্যে ঘুমাচ্ছিল। তারপর হুঁশ হল, তবে প্রথমে ঐ নামায কাজা করবে, যার মধ্যে সে ঘুমাচ্ছিল, এর মধ্যে কিরাত পড়বে না এবং ইমামের অনুসরণ করার জন্য বৈঠকে বসবে। তারপর খাড়া হয়ে এক রাকাত কিরাতের সাথে পড়বে, তারপর বসবে এবং নামায শেষ করবে। যদি দুই রাকাত ঘুমায়ে থাকে এবং এক রাকাতের মধ্যে তার সন্দেহ হয় যে, ইমামের সাথে মিলেছিল কিনা, তবে যে রাকাতে সন্দেহ হয়, তা নামাযের শেষে কাজা করবে, ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

নামাযের ভিতর অজু ভেঙ্গে গেলে করণীয়

নামাযের মধ্যে যার অজু ভেঙ্গে যাবে, সে অজু করে ঐস্থান হতেই নামায শুরু করবে। স্ত্রীলোক এবং পুরুষের নামাযের একই হুকুম। যে রোকনের মধ্যে অজু ভেঙ্গে যায়, তা ধর্তব্য নয়। ইহা পুনরায় আদায় করতে হবে, ইহা হেদায়া এবং কাফীতে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রথম হতে নামায পড়া উত্তম। কোন কোন মাশায়েখের মতে সকলের জন্য এ হুকুম। কারও কারও মতে ইহা একাকী নামাযের জন্য। ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য হুকুম হল, যদি অন্য জামাত পায় তবে প্রথম হতে নামায পড়া তাদের জন্য উত্তম। যদি অন্য জামাত না পায়, তবে ঐ নামাযের ওপর ভিত্তি করাই উত্তম। তা হলে জামাতের ফযীলত বাকি থাকবে। ফতোয়ার মধ্যে একেই শুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে। ভিত্তি জায়েয হওয়ার জন্য অনেক শর্ত আছে। তার একটি এ যে, অজু ভঙ্গ হলে অজু করা ওয়াজিব বলে কারণ হবে। এমন না হয় যে, ঘটনাক্রমে হয়েছে। বান্দার এর মধ্যে বা এর কারণের মধ্যে কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ।

অতএব নামাযী যদি নামাযের মধ্যে পেশাব বা পায়খানা অথবা বদবায়ু ইচ্ছা করে করে তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এর ওপর অবশিষ্ট নামায ভিত্তি করবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না করে থাকে, তবে গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ ঘটলে ঐ একই হুকুম হবে। যদি অজু করা ওয়াজিব হয়, তবে ইহা যদি কোন মানুষের কারণে হয়, তবে ঐ হুকুমই হবে। এখানে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বিরোধিতা করেছেন। যদি তার ইচ্ছা ছাড়া মুখ ভরে বমি আসে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবে না, অজু করে ভিত্তি করতে পারবে। যদি ইচ্ছা করে বমি করে, তবে ভিত্তি করতে পারবে না। যদি নামাযীর নিজের কার্য ছাড়া অন্য কোন কারণে অজু ভঙ্গ হয়, যেমন তার কোন গুলী লেগেছে অথবা কোন লোকে কোন পাথর কিংবা ঢিলা মেরেছে এবং মাথা ফেটে গেছে অথবা কোন লোকে তার যখম স্পর্শ করেছে

www.nagorikpathagar.org

এবং এর মধ্য হতে রক্ত বের হতে শুরু করেছে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী ভিত্তি করা জায়েয হবে না। যদি ছাদ হতে কোন ঢিল বা কাঠের খণ্ড পড়ে তার মাথা ফেটে যায়, তবে যদি কারও চলে যাওয়ার কারণে ইহা পড়ে থাকে তবে প্রথম হতে নামায আদায় করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এর বিরোধিতা করেছেন। যদি কারও চলে যাওয়ার কারণ না পড়ে থাকে, তবে কোন মাশায়েখ বলেছেন যে, কোনরূপ মতভেদ ছাড়া ভিত্তি করবে এবং কেউ কেউ বলেছেন, এর মধ্যে মতভেদ আছে এবং ইহাই শুদ্ধমত। এভাবে যদি কোন গাছের নীচে ছিল এবং ইহা হতে কোন ফল পড়ল ও যখম হল, তখনও উক্ত হুকুম হবে। যদি তার পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়, অথবা সিজদাহ করার সময়ে ললাটে কাঁটা বিঁধে যায় এবং ইচ্ছা ছাড়া ইহা হতে রক্ত বের হতে শুরু করে, তবে এর ওপর ভিত্তি করবে না। এরূপ হুকুম হবে ঐ সময়ে যে সময়ে ভোমরা তাকে হুল ফুটাল এবং ইহা হতে রক্ত বের হতে লাগল। যদি হাঁচি দেওয়ায় অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, অথবা গলা খাকড়ানিতে বদবায়ু বের হয়ে যায়। তবে কারও কারও মতে ভিত্তি করবে না, ইহাই শুদ্ধ এবং জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি স্ত্রীলোকের পাট্টা অথবা নেকড়া তার নিজের কার্য ছাড়া বের হয়ে পড়ে এবং ভিজা হয়, তবে প্রত্যেকের বর্ণনানুযায়ী সে ভিত্তি করবে। যদি তার নাড়াচাড়া দেয়ায় পড়ে যায়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সে ভিত্তি করবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ভিত্তি করবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি কারও ফোড়া হতে রক্ত বের হয়, তবে তা ধুয়ে অজু করে ভিত্তি করবে। যদি চাপ দিলে চাপের দরুন রক্ত বের হয়, অথবা তার হাঁটুতে ফোড়া ছিল, সিজদাহর মধ্যে যখন সে হাঁটুর ওপর ভর দিয়েছে, তখন যখমের মুখ খুলে গেছে। তবে ইহা ইজ্জাসূত্রে অজু ভঙ্গের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, এ অবস্থায় নিজের নামাযের ওপর ভিত্তি করতে পারবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে বেহুঁশ হযে যায় অথবা পাগল হয়ে যায়, অথবা সজোরে হাসে, তবে অজু করে প্রথম হতে নামায পড়বে। এরকম হুকুম হবে যদি নামাযের মধ্যে নিদ্রা যায় এবং স্বপ্নদোষ হয়ে যায়, তবে ভিত্তি করবে না। যদি কোন স্ত্রীলোকের লজ্জার স্থান দেখায় বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে ভিত্তি করবে না। যদি নামাযীর কাপড়ে পেশাবের ছিটা দিরহাম পরিমাণে চেয়ে বেশি জায়গায় পড়ে এবং তা ধুইয়ে নেয় তবে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভিত্তি করবে না।

আর একটি এ যে, অজু ভঙ্গ হলেই নামায হতে ফিরে যাবে। এমন কি যদি এক রোকন অজু ভঙ্গ অবস্থায় আদায় করে অথবা ঐ জায়গায় এ পরিমাণ সময় দাঁড়ায়, যে সময়ে এক রোকন আদায় করা যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি যাওয়ার মধ্যে কিরাত পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি আসার সময় পড়ে তবে ফাসেদ হবে না। কেউ কেউ এর বিপরীত হুকুম দিয়েছেন। শুদ্ধমত এ যে, উভয় অবস্থায়ই নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। তাসবীহ ও তাহলীল শুদ্ধ বর্ণনা মতে ভিত্তি করা নিষেধ নয়। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি ইমামের রুকুর মধ্যে অজু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে মাথা উঠিয়ে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, অথবা সিজদাহর মধ্যে অজু ভঙ্গ হয়েছে এবং মাথা উঠিয়ে 'আল্লাহ আকবার' বলেছে এবং বলার মধ্যে নামাযের রোকন আদায়ের নিয়ত করেছে, তবে সকলের নামায ফাসেদ হবে। যদি রোকন আদায়ের নিয়ত না করে থাকে, তবে তার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে দুই রেওয়ায়েত আছে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। ইমামের সিজদাহর মধ্যে অজু ভঙ্গ হয়েছে এবং সে আল্লাহু আকবার বলা অবস্থায় মাথা উঠাল, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি তাকবীর ব্যতীত মাথা উঠায় তবে নামায ফাসেদ হবে না এবং অন্যকে প্রতিনিধি করে দিবে। যদি নিদ্রিত অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয় এবং কিছুক্ষণ পরে হুঁশ হয়, তবে ঐ সময়ে ভিত্তি করবে। যদি কিছুক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় কাটায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা মে'রাজুদদেরায়ার মধ্যে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

আর একটি এ যে, অজু ভঙ্গের পর এমন কোন কাজ করবে না যে, যদি অজু ভঙ্গ না হত তবে নামাযের নিষেধকারী হত। শুধু এতটুকু কাজ করতে পারবে, যা ঐ সময়ে একান্ত আবশ্যক অথবা আবশ্যকীয় কাজের কোন অংশ অথবা তার পরিপূরক বা শেষ অংশ। যদি কারও অজু ভঙ্গ হয় অথবা সে কথা বলে অথবা ইচ্ছাক্রমে অজু ভঙ্গ করেছে অথবা সজোরে হাসছে অথবা কিছু খেয়েছে এবং পান করেছে অথবা এর ন্যায় কোন কাজ করেছে, তবে ভিত্তি করা জায়েয হবে না। এ রকম হুকুম হবে ঐ অবস্থায়, যে সময়ে নামাযে পাগল হয়ে যাবে অথবা বেহুঁশ হয়ে যাবে অথবা জুনুব হয়ে যাবে। ইহা বাদায়ে' কিতাবে বর্ণিত আছে। অথবা কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান দেখার দরুন বীর্যপাত হল, ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন কূপ বা পাত্র হতে পানি লওয়া হয় এবং আবশ্যক হওয়ায় অজু করে লয় তবে জায়েয হবে। যদি এস্তেঞ্জা করে থাকে এবং সতরের স্থান খুলে গিয়ে থাকে। তবে ভিত্তি বাতিল হয়ে যাবে। মুছল্লির অজু ভঙ্গ হওয়ায় অজু করার জন্য বাইরে গেল, তার সতর অজুর মধ্যে খুলে গেল অথবা সে নিজেই খুলল, যদি ইহা খোলা ছাড়া অজু করা সম্ভব না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। যদি স্ত্রীলোকের বাহু খুলে যায়, তবে তার নামায হয়ে যাবে, ইহাই শুদ্ধ মত। মুছল্লির অজু ভঙ্গ হল এবং অজু করার জন্য নিজের ঘরে গেল, দরজা বন্ধ ছিল, ইহা খুলল এবং অজু করল, এখন যদি চোরের ভয় থাকে, তবে দরজা বন্ধ করবে, নতুবা বন্ধ করবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি পাত্র পানি ভরে দু'হাত দিয়ে উঠিয়ে নেয় তবে ভিত্তি জায়েয আছে। যদি এমন কোন নাজাসাত লেগে যায়, যাতে নামায জায়েয হয় না, তা ধুলে ঐ নাজাসাত যদি অজু ভঙ্গের কারণে হয়, তবে ভিত্তি করতে পারে নতুবা নয়– যদিও উভয় নাজাসাত একই জায়গায় লাগে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি তার কাপড়ে নাজাসাত লেগে যায় এবং ঐ কাপড় বের করা সম্ভব হয় এবং অন্য কাপড় পেয়ে থাকে, ঐ সময় ঐ কাপড় বের করে দিল, তবে জায়েয আছে। যদি ঐ কাপড় বের করা সম্ভব না হয় এবং অন্য কাপড় পাওয়া না যায়, তবে ঐ কাপড় দিয়ে নামাযের কোন অংশ আদায় করে, তবে সকলের মতানুযায়ী নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

যদি ঐ কাপড় দিয়ে নামাযের কোন রোকন আদায় না করে বরং কিছু সময় অপেক্ষা করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি সেই সময় বের করে লওয়া সম্ভব হয়। যেমন অন্য কাপড় পাওয়া যায় কিন্তু সে ঐ কাপড় বের করে দিল না এবং ঐ কাপড় দিয়ে নামাযের কোন অংশ আদায়ও করলে না তবে ঐ মাসয়ালায় আমাদের আয়েম্মাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি মুছল্লির অজু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অজু করতে গিয়ে পুনঃ ইচ্ছা করে অজু ভঙ্গের কারণ ঘটায়, তবে তার জন্য ভিত্তি জায়েয নেই। এটি কাজীখানের ফতোয়া ।

আর একটি হল, আসমানী কারণে অজু হওয়ার পর অন্য কোন আগের কারণে অজু ভঙ্গ না হয়। যদি কোন ব্যক্তি মোজার ওপর মাসেহ করে নামায পড়তে থাকে কিন্তু তার অজু ভঙ্গ হওয়ায় সে অজু করতে যায়, অজুর মধ্যে মাসেহের মুহূর্ত শেষ হয়ে যায়, তবে প্রথম হতে নামায পড়বে। যেমন কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়তে থাকে এবং অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। আবার তায়াম্মুমের জন্য গিয়ে পানি পায় তবে ভিত্তি করবে না। এভাবে হুকুম হবে মুস্তাহাজা স্ত্রীলোকের– যখন তার নামাযের মধ্যে অজু ভঙ্গ হবে এবং ইহা দূর করবার জন্য যাবে। পট্টির ওপর মাসেহকারীর হুকুমের ন্যায় হবে। যদি সেই সময় জখম ভাল হয়ে যায় অথবা কোন জখম হতে রক্ত বইতে থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়, তবে ভিত্তি জায়েয হবে না।

আর একটি এই যে, যদি সে মুক্তাদী হয় এবং ইমাম এখন পর্যন্ত নামায শেষ করেননি, ইমাম এবং তার মধ্যে এমন বাধা পড়ে গেছে যে, তার অজুর স্থান হতে ইক্তেদা করা নাজায়েয । তবে ইমামের নিকট পুনঃ আসবে। যদি ইমাম

www.nagorikpathagar.org

নামায হতে বের হয়ে গিয়ে থাকে, তবে পুনরায় আসবে না। যদি ফেরে আসে তবে তার নামায ফাসেদ হবে। ফাসেদ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যদি সে নিজের স্থানে বসে ইক্তিদা করতে পারে, ইক্তিদা করার কোন নিষেধকারী না থাকে, তবে ঐ স্থান হতে ইক্তিদা করে নিবে। ইমামের নিকট আসবে না।

প্রতিনিধি নির্বাচন করা

ইমামের অজু ভেঙ্গে গেলে তার উচিত যে, সে যেন কাকেও প্রতিনিধি বানিয়ে দেয়। যে সকল অবস্থায় ভিত্তি করা জায়েয নেই, সেসব অবস্থায় প্রতিনিধি করাও নাজায়েয। যে ইমামের অজু ভঙ্গ হবে, যে ব্যক্তি প্রথম হতে তার ইমাম হবার যোগ্যতা রাখে, সে তার প্রতিনিধি হবারও ক্ষমতা রাখে এবং যে ব্যক্তি প্রথম হতে তার ইমাম হবার ক্ষমতা রাখে না, সে তার প্রতিনিধি হবারও যোগ্যতা রাখে না। প্রতিনিধি করার নিয়ম হল, কিছু ঝুঁকে পিছনে সরবে এবং নাকের ওপর হাত রাখবে তবে অন্য লোকের সন্দেহ হবে যে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, প্রথম কাতার হতে ইশারা করে কাকেও প্রতিনিধি বানাবে। মুখে বলবে না। খোলা মাঠ হলে যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার হতে বের না হবে এবং মসজিদে হলে মসজিদ হতে যখন পর্যন্ত বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিনিধি করার অধিকার থাকবে। যদি ইমামের অজু ভঙ্গ হয় এবং সে কাকেও প্রতিনিধি করে, যে মসজিদের বাইরে ছিল, কিন্তু সে পর্যন্ত কাতার মসজিদের কাতারের সাথে মিলিত ছিল, তবে তার প্রতিনিধি করা শুদ্ধ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে সমস্ত মুক্তাদীর নমায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং ইমামের নামায ফাসেদ হওয়া সম্বন্ধে দুই রেওয়ায়েত আছে। শুদ্ধ মত হল, ফাসেদ হবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানে বর্ণিত আছে। উত্তম হল ইমাম মাসবুককে প্রতিনিধি বানাবে না। যদি ইমাম মাসবুককে প্রতিনিধি করে, তবে তার উচিত ইহা গ্রহণ না করা, যদি গ্রহণ করে, তবে জায়েয হবে।

যদি মাসবকু এগিয়ে যায়, তবে ইমাম যেখান হতে ছেড়ে দিয়েছে, সেখান হতে নামায শুরু করবে। যখন সালামের নিকট যাবে, তখন কোন এমন ব্যক্তিকে এগিয়ে দিবে,যে পূর্ণ নামায পেয়েছে। সে জামাতের সাথে সালাম ফিরাবে। যদি মাসবকু প্রতিনিধি ইমামের নামায শেষ হবার সময় সজোরে হাসে অথবা ইচ্ছা করে অজু ভঙ্গ করে অথবা কথা বলে অথবা মসজিদ হতে বের হয়ে যায়, তবে তার প্রথম ইমামের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। মুক্তাদীদের নামায পূর্ণ হবে এবং প্রথম ইমাম যদি নামায হতে ফারেগ হয়ে থাকে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। যদি ফারেগ না হয়ে থাকে, তবে ফাসেদ হবে।

যদি ইমামের রুকু ছুটে গিয়ে থাকে, তবে প্রতিনিধিকে এভাবে ইশারা দ্বারা তা বাতায়ে দিবে যে, নিজের হাত হাঁটুর ওপর রাখবে। সিজদাহ ছুটে গলে পেশানীর ওপর হাত রাখবে, কিরাত ছুটে গেলে মুখের ওপর হাত রাখবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। কোন এক রাকাত বাকি থাকলে এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে। দুই রাকাত বাকি থাকলে দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে। সিজদায় তেলাওয়াত বাকি থাকলে পেশানি এবং জিহ্বার ওপর আঙ্গুল রাখবে। সাহু-সিজদাহ বাকি থাকলে বক্ষের ওপর হাত রাখবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। ইহা ঐ সময় করবে, যে সময় প্রতিনিধি জানা না থাকবে। যদি জানা থাকে, তবে কিছু আবশ্যক নেই।

কোন ব্যক্তি চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযে ইমামের ইক্তেদা করল। ইমামের অজু ভঙ্গ হয়ে গেল। সে ঐ ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু মুক্তাদীর জানা নেই যে, ইমাম কি পরিমাণ নামায পড়েছে এবং কি পরিমাণ বাকি আছে। তবে মুক্তাদীর উচিত যে, সে চার রাকাত পড়বে এবং সন্দেহ দূর করার জন্য প্রত্যেক রাকাতে বসবে। ইহা ফতোয়ায়ে কাজীখানের মাসবুকের পাঠে বর্ণিত আছে। যদি লাহেককে প্রতিনিধি করে তবে তার উচিত হবে জামাতকে ইশারা করা এবং নিজের নামায আদায় করে নেওয়া, পরে জামাতের নামায শেষ করিয়ে দিবে। যদি ঐ রকম না করে এবং

ইমামের নামায পড়তে থাকে, যখন সালামের স্থানে পৌঁছবে তখন অন্যকে সালাম ফিরাবার জন্য প্রতিনিধি করে দিবে। ইহা আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জায়েয হবে।

যে ইমামের অজু ভঙ্গ হয়েছে, তার ইমামতী এ সময় পর্যন্ত কায়েম থাকবে যে পর্যন্ত মসজিদ হতে বের না হবে অথবা অন্য কাকেও প্রতিনিধি না করে দিবে এবং ঐ প্রতিনিধি এসে তার স্থানে খাড়া হবে এবং ইমামতীর নিয়ত করে নিবে অথবা দলের অন্য কাকেও প্রতিনিধি করে দিবে। এ সমস্ত কাজের মধ্যে যদি একটিও বাকি থাকে, ইমাম মসজিদের পাশে অজু করে এবং জামাত তার অপেক্ষা করতে থাকে এবং ইমাম নিজের স্থানে আসে এবং তাদের সাথে নামায শেষ করে, তবে জায়েয হবে। যদি ইমাম কাকেও প্রতিনিধি না করে এবং মুক্তাদীরাও কাকেও প্রতিনিধি বানাল না, ইমাম মসজিদ হতে বের হয়ে গেল তখন দলের নামায ফাসেদ হয়ে গেল এবং ইমাম অজু করে ভিত্তি করে নিবে,কেননা সে নিজের জন্য একাকীর হুকুমের মধ্যে হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি কারও হুকুম ছাড় নিজেইএগিয়ে গিয়ে ইমাম মসজিদ হতে বের হয় যাবার আগে ইমামের স্থানে দাঁড়ায়, তবে জায়েয হবে।

নামায ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

নামায ভঙ্গকারী বিষয় দুই প্রকার আছে। যেমন : কথা ও কাজ।

যদি নামাযের মধ্যে ভুলবশতঃ অথবা জানা অবস্থায় ত্রুটি করে অথবা ইচ্ছাক্রমে সামান্য হোক অথবা বেশি হোক কোন কথা বলে, চাই তা নিজের নামায শুদ্ধ করার জন্য বলা হোক, যেমন ইমাম বসার স্থানে খাড়া হয়ে গেল। মুক্তাদী বলল, বসে যান, অথবা ইমাম খাড়া হবার স্থানে বসে গেল, মুক্তাদী বলল, খাড়া হয়ে যান অথবা ঐ কথা নামাযের শুদ্ধ হবার জন্য নয়, যেমন লোকগণ পরস্পর কথাবার্তা বলে, সেরূপ কথাবার্তা। এ সমস্ত অবস্থায় আমাদের মাযহাব মতে নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় প্রথম হতে পড়তে হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। এ অবস্থা এ সময় হবে, যে সময়ে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পূর্বে কথা বলে। এটি কাজীখানের ফতোয়া।

কথার শব্দ অপরে শুনা অথবা আস্তে হলে নিজে শুনা, উভয় অবস্থায় নামায বাতিল হবে। যদি নিজেও না শুনে, কিন্তু অক্ষর পূর্ণ বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। নামাযের মধ্যে যদি নিদ্রিত অবস্থায় কথা বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি ইচ্ছা করে সালাম না ফিরায় এবং তার ধারণা ছিল যে, নামায শেষ হয়ে গেছে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি নামাযও ভুলে গিয়ে থাকে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি কাকেও সালাম করে, তবে সকল অবস্থায় নামায ফাসেদ হবে। মাসবুক যদি ইহা জেনে সালাম ফিরায় যে, ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হয়, তবে ইচ্ছাপূর্বক সালাম হয়েছে। এমতাবস্থায় এর ওপর ভিত্তি নাজায়েয । ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে, কাজীখানেও উল্লেখ আছে।

মাসবুক যদি ইমামের সাথে ভুলে সালাম ফিরায় তবে নামায ফাসেদ হবে না। কেননা ভুল করে সালাম করলে নামাযের তাহরীমা হতে বের করে না। ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি ইশার নামায পড়ছিল, দু'রাকাত পড়ে তারাবীহ মনে করে সালাম ফিরিয়ে দিল অথবা জোহরের নামায পড়ছিল, দু'রাকাত পড়ে জুমুআ মনে করে সালাম ফিরাল অথবা মুকীম দু'রাকাত পড়ে মুসাফির মনে করে সালাম ফিরাল। এমতাবস্থায় প্রথম হতে নামায পড়বে। যদি দু'রাকাতের পর এ ধারণা করে সালাম ফিরায় যে, ইহা চতুর্থ রাকাত, তবে সে ঐভাবে নামায আদায় করবে এবং সাহু সিজদাহ করবে। এসব মাসয়ালার মূল নিয়ম হল এই যে, সালামের মধ্যে যে ভুল হয়, তা যদি মূল নামাযের মধ্যে হয়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং যদি নামাযের আনুষঙ্গিক ব্যাপারে হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি ভুলবশতঃ কাকেও সালাম করার ইচ্ছা করে এবং সালাম করার সময় স্মরণ হয় যে, নামাযের মধ্যে সালাম করা নাজায়েয, অতএব চুপ হয়ে যায়, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

সালামের নিয়তে মুসাফাহা করলেও নামায ফাসেদ হবে। কেননা মূলতঃ ইহাও কালাম। ইশারায়ও সালামের জওয়াব দিবে না। ইশারায় সালামের জওয়াব দিলে অথবা নামাযীর কাছে কিছু চাইলে সে হাত দিয়ে বা মাথা দিয়ে হা বা না ইশারা করল নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত। কিন্তু মাকরূহ হবে। কোন ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং নামাযী ব্যক্তি এর জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলল, তবে নামায ফাসেদ হবে। নামাযীর নিজের হাঁচি আসলে এবং সে নিজেই নিজেকে খেতাব করে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। কেউ নামাযের মধ্যে হাঁচি দিলে, অন্য ব্যক্তি হাঁচির জওয়াব দিলে তার উত্তরে নামাযী ব্যক্তি আমীন বললে নামায ফাসেদ হবে। এটি মুনিয়া এবং মুহীতে বর্ণিত আছে। যদি কোরআন পড়ে অথবা আল্লাহর যিকির করে এবং ইহা দ্বারা কোন মানুষকে হুকুম করা বা নিষেধ করা নিয়ত করে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে।

যদি কোন ব্যক্তি নামাযের ক্ষতি করে, তাকে হুঁশিয়ার করার নিয়ত করে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাহযীবে উল্লেখ আছে। যদি ইমামের কিছু ভুল হয় এবং মুক্তাদী সুবহানাল্লাহ বলে, তবে কোন ক্ষতি হবে না। কেননা এর উদ্দেশ্য সংশোদন করা। ইমাম যখন বৈঠক দিয়ে তৃতীয় রাকাতের দিকে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন সুবহানাল্লাহ বলবে না। কারণ দাঁড়ানোর দিক হতে বসার দিকে আসা জায়েয নেই। তাই সুবাহানাল্লাহ বলায় কোন ফয়েদাহ নেই। নিজের ইমাম ছাড়া কাকে লোকমা দিলে তার নামায ফাসেদ হবে। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়ে তিলাওয়াতের জন্য হলে ফাসেদ হবে না। এটি মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। একবার লোকমা দিলে নামায ফাসেদ হবে। একাধিকবার দেওয়ার দরকার করে না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। নামাযী ছাড়া নামাযীকে অন্য কেউ লোকমা দিলে একা নামাযী তা গ্রহণ করলে নামায ফাসেদ হবে। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। নিজের ইমামকে লোকমা দিলে নামায ফাসেদ হবে না। শুদ্ধ মত এই যে, লোকমাদাতার নামায কোন অবস্থাতেই বাতিল হবে না এবং ইমাম যদি লোকমা কবুল করে, তবে তার নামাযও ফাসেদ হবে না।

মুক্তাদী সাথে সাথে লোকমা দিবে না। কোন কারণও থাকতে পারে, ইমামের সেই সময়ে স্মরণে এসে যেতে পারে। অতএব মুক্তাদীর আবশ্যক ছাড়া ইমামের পিছনে কিরাত হয়ে গেল। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ইমামেরও উচিত যেন মুক্তাদীকে লোকমা দেওয়ার আবশ্যকে না ফেলে। কেননা ঐ অবস্থায় মনে হয়, তা যেন সে মুক্তাদীর ওপর কিরাতের আবশ্যক ফেলে। মুক্তাদীর কিরাত মাকরূহ; বরং এই পরিমাণ পড়ে লওয়া হয়েছে, যাদ্বারা নামায জায়েয আছে। তবে রুকু করবে এবং অন্য আয়াতের দিকে যাবে না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। ইমাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তাকে এমন ব্যক্তি লোকমা দিয়েছে, যে নামাযের মধ্যে শরীক নয় এবং ঐ সময়েই ইমামের স্মরণ হল। অতএব ইমাম যদি তার লোকমা শেষ হবার আগেই পড়তে শুরু করে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু লোকমা শেষ হবার পর পড়লে নামায ফাসেদ হবে। কারণ তার স্মরণ হওয়া লোকমার ওপর নির্ভরশীল হল।

যদি কোন বালেগের নিকটবর্তী বালক লোকমা দেয়, তার লোকমার ঐ হুকুম হবে, যা বালেগের হুকুম হয়। যদি মুক্তাদী এরূপ কোন ব্যক্তি হতে শুনে থাকে, যে নামাযে নেই এবং শুনে নিজেই ইমামকে লোকমা দেয়, তবে নিশ্চয় সকলের নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বাইর হতে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ইহা বাহরুর রায়েকে এবং কানিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে কোন খুশীর খবর শুনে তার উত্তরে আলহামদু পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি জওয়াবের ইচ্ছা না করে থাকে, অথবা নিজে নামাযের মধ্যে থাকার খবর দেয়ার ইচ্ছা করে থাকে, তবে সকল ইমামের মতে নামায ফাসেদ হবে না।

যদি কোন আশ্চর্যজনক খবর শুনে সুবহানাল্লাহ অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবার বলে, তবে জওয়াবের নিয়ত না করলে নামায ফাসেদ হবে না। জওয়াবের নিয়ত করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

(রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে। কেউ কেউ বলেন ফাসেদ হবে না। কেননা ইহা এমন কথা নয়, যা মানুষে মানুষে পরস্পর বলাবলি করে। যদি চন্দ্র দেখে বলে, রাব্বী ওয়া রাব্বাকা আল্লাহু, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী নামায ফাসেদ হবে। যদি জ্বর অথবা অন্য কোন রোগের জন্য কোরআনের কিছু অংশ পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে। রোগী যদি দাঁড়াবার সময়ে, ঝুঁকবার সময়ে কেউ বা ব্যথার কারণে বিসমিল্লাহ বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি জাওয়াবে 'ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদ অথবা আল্লাহু আকবার বলে এবং জওয়াবের ইচ্ছা না করে থাকে, তবে নামায ফাসেদ হবে না।

জওয়াবের ইচ্ছা করে থাকলে নামায ফাসেদ হবে। হুযুরে পাক (সাঃ)-এর ওপর দুরূদ শরীফ পড়লে এবং অন্যের জওয়াবে না হলে নামায ফাসেদ হবে না। হুজুরে পাক (সাঃ)-এর নাম শুনে তার জওয়াবে দুরূদ পড়লে নামায ফাসেদ হবে। যদি কোন ব্যক্তি 'মা কানা মুহাম্মদুন আবা আহাদিম মিররিজালিকুম' পড়ে এবং অন্য ব্যক্তি নামাযের মধ্যে শুনে দুরূদ পড়ে তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি এমন আয়াত পাঠ করে যার মধ্যে শয়তান উল্লেখ আছে, অন্য ব্যক্তি তা শুনে 'লা'নাতুল্লাহি' পড়ে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। যদি কোন ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলে যে, তোমার বাঞ্ছিত কো আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য সূরা ফাতেহা পড় এবং মাসবুক সূরা ফাতিহা পাঠ করল, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

যদি এমন কোন কবিতা পাঠ করে, যা পুরাপুরি কোরআনে আছে ও ইহা দ্বারা কবিতা পাঠের নিয়ত করে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ কোন কবিতা বা কোন খুৎবাহ নিজের মনে রচনা করে কিন্তু যবানে উচ্চারণ না করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু ইহা দোষণীয় কাজ হবে। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। ফতোয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি নামাযের মধ্যে চিন্তা করে কোন হাদীস অথবা কবিতা অথবা খুৎবাহ অথবা কোন মাসয়ালা বের করে, তবে নামায মাকরূহ হবে, ফাসেদ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। যদি নামাযের মধ্যে 'নাআম' শব্দ মুখ হতে বের হয়, তবে তা যদি তার অভ্যাস অনুযায়ী বের হয়ে থাকে, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না। কেননা ইহা শেষ পর্যন্ত কোরআনের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

যদি ফার্সিতে 'আরে' শব্দ বলে তবে তার হুকুমও ঐ রকম হবে, যা নামাযের বেলায় ছিল। যদি অভ্যাস অনুযায়ী হয়ে থাকে, তবে নামায বাতিল হবে। আর যদি অভ্যাস না থাকে, তবে বাতিল হবে না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে এমন দোয়া করা হয় যার প্রশ্ন বান্দাদের কাছে করা অসম্ভব, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি এমন দোয়া করা হয়, যা মানুষের করা অসম্ভম নয়, তবে ফাসেদ হবে। যদি 'আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা' পড়ে তবে নামায ফাসেদ হবে না। কেননা ইহা কোরআনে আছে। যদি 'আল্লাহুম্মা লি ওয়ালি আখী' বলে তবে নামায ফাসেদ হবে। কিন্তু শুদ্ধ রায় হল, নামায ফাসেদ হবে না। কারণ ইহা কোরআনে রয়েছে। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে বর্ণিত আছে। যদি হজ্জব্রত পালনকারী নামাযের মধ্যে লাব্বাইকা বলে, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি ইমাম আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' বলে, তবে তার নামায বাতিল হবে না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে আযানের কালাম আযানের নিয়তে উচ্চারণ করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে নামায বাতিল হবে। নামাযের মধ্যে আযান শুনে জওয়াব দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নতুবা বাতিল হবে না। কোন নিয়ত ছাড়া আযানের শব্দ উচ্চারণ করলেও নামায ফাসেদ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। নামাযীর অন্তরে শয়তান দাগা দিলে এবং 'লা হাওলা ওয়ালা' পড়লে আর এ দাগা আখেরাত সম্পর্কিত হলে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু দুনিয়া সম্পর্কিত হলে বাতিল হবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি নামাযের শেষে তাশাহহুদ ভুলে গিয়ে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তারপর মনে হওয়ায় তাশাহহুদ পড়তে শুরু করে, কিছু পড়ে শেষ করার আগে সালাম ফিরায়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায বাতিল হবে। কেননা প্রথম বৈঠক তাশাহহুদের দিকে যাওয়ায় বাতিল হয়ে গিয়েছে। অতএব যখন তাশাহহুদ পূর্ণ হওয়ার আগে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন নামায ফাসেদ হয়ে গেছে। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা হয়নি। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে না। কেননা প্রথম বৈঠকে তার তাশাহহুদর দিকে যাওয়ায় পুরা বাতিল হয়নি। শুধু তার তাশাহহুদের পঠিত অংশ পরিমাণ বাতিল হবে অথবা কিছুই বাতিল হবে না, কেননা তাশাহহুদ পাঠের জায়গা বৈঠক, ইহা বাতিল করার কোন দরকার নেই। এর ওপরেই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। এজন্য মাশায়েখগণের মধ্যে এ মাসয়ালায় মতভেদ আছে, যার মধ্যে ইমামদের নিকট হতে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐ মাসয়ালা হল এই যে, আলহামদু এবং অন্য সূরা পড়তে ভুলে রুকু করলে। রুকুর মধ্যে স্মরণ হওয়ায় কিরাত পড়তে পুনরায় দাঁড়াল। পরে লজ্জিতাবস্থায় সিজদায় চলে যায় কিন্তু পুনঃ রুকু করলে না। এমতাবস্থায় কারও কারও মতে নামায বাতিল হয়ে যাবে, কেননা তার কিরাতের জন্য খাড়া হওয়ার কারণে রুকু বাতিল হয়ে গেল। তারপর পুনঃ রুকু না করার কারণে তার নামায বাতিল হল। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত রুকু বাতিল হবে না, অথবা কিছুই বাতিল হবে না। কেননা রুকু বাতিল হওয়া কিরাতের কারণে ছিল। কিন্তু যখন সে কিরাত পড়ল না, তখন সে কিছু করল না। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

নামাযের মধ্যে উচ্চঃস্বরে আহ, আহ বা উহ, উহ শব্দ করলে অথবা শব্দ করে কাঁদলে ও তা দ্বারা অক্ষর সৃষ্টি হলে এবং তা বেহেশত অথবা দোযখের উল্লেখের জন্য হয়ে থাকলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। আর কোন ব্যথা অথবা মুছীবতের কারণে হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নিজের গুনাহের আধিক্যের খেয়াল করে আহ শব্দ করলে নামায ফাসেদ হবে না। নামাযের মধ্যে শুধু অশ্রুপাত করে কাঁদলে শব্দ না হলে নামায ফাসেদ হবে না। যদি উখ উখ বলে এবং শুনা না যায়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু মাকরূহ হবে। কেননা এতে বাক্য হয়নি। নিজের সিজদাহর স্থানে ফুঁক দিয়ে ধুলা পরিষ্কার করলে এবং তা শ্বাস গ্রহণের মতো হলে এবং আওয়াজ শুনা না গেলে নামায বাতিল হবে না।

কিন্তু ইচ্ছা করে এরূপ করা মাকরূহ। আওয়াজ শুনার মত হলে এবং ইহা দ্বারা অক্ষরসমূহ সৃষ্টি হলে তা দ্বারা বাক্যের মত হবে এবং নামায বাতিল হয়ে যাবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। জানোয়ারকে সর বলে অথবা কুকুরকে ছো বলে সরায়ে দিলে নামায ফাসাদ হবে। যদি এভাবে তাড়ায় যাতে বর্ণমালা সৃষ্টি না হয়, তবে নামায ফাসাদ হবে না। বিনা ওজরে গলা খাকরালে এবং তা দ্বারা সৃষ্টি হলে নামায ফাসাদ হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। এ দ্বারা অক্ষর সৃষ্টি না হলে সকল ইমামের মতে নামায বাতিল হবে না। কিন্তু এতে মাকরূহ হবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। যদি ওজরে গলা খাকরায় যে, না খাকরিয়ে উপায় ছিল না, তবে নামায ফাসাদ হবে না। এভাবে যদি কোন রোগী আহ আহ বা উহ উহ শব্দ করে, কারণ শক্তির অভাবে সে এরূপ না করে পারে না, তবে তারও ঐরূপ হুকুম হবে। ঐ সময় উহা হাঁচি বা ঢেকুরের ন্যায় ধরতে হবে। যদি নিজের আওয়াজ ঠিক করার জন্য বা গলার স্বর সুন্দর করার জন্য গলা খাকরায় তবে শুদ্ধ বর্ণনা মতে নামায ফাসাদ হবে না। এভাবে যদি ইমামের ভুল হয় এবং মুক্তাদী ইহা সংশোধনের জন্য গলা খাকরায় তবে নামায ফাসাদ হবে না।

কোরআন শরীফ দেখে পড়লে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসাদ হবে। ছাহেবাইনের মতে ফাসাদ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে কোরআন লওয়া, এর পাতা উল্টান ও দেখা আমলে কাছীর বলে গণ্য

এবং ইহা ব্যতীত নামায আদায় হতে পারে। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, যদি কোরআন তার সম্মুখে রেহাল এর ওপর রেখে না উল্টিয়ে এবং পাতা না বদলায়ে বা মেহরাবের মধ্যে রেখে লয় এবং ইহা হতে পাঠ করে তবে নামায ফাসাদ হবে না। দ্বিতীয় দলীল, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এ যে, কোরআন হতে শিক্ষা লওয়া নামাযের ভিতরের কাজ নয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোরআন লওয়া হোক বা না হোক সকল অবস্থায় নামায বাতিল হবে।

যদি কোরআন স্মরণ থাকে এবং লিখিত কোরআন হতে না উল্টিয়ে পড়ে, তবে নামায ফাসাদ হবে না। কেননা কোরআন উল্টান না এবং ইহা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা হল না। মোখতাছার এবং জামে' ছগীরের মধ্যে আছে যে, কোরআন হতে দেখে সামান্য পড়া এবং অনেক পড়ার মধ্যে পার্থক্য নেই। কোন কোন মাশায়েখ বলেন যে, এক আয়াত পরিমাণ পড়লে নামায ফাসেদ হবে, নতুবা ফাসেদ হবে না। কেউ কেউ বলেন যে, সূরা ফাতিহা পরিমাণ পড়লে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহার কম পড়লে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। যদি নামাযের মধ্যে লিখিত কোরআনের কোন আয়াতের ওপর নজর পড়ে এবং ইহা বুঝে ফেলে, তবে মতভেদ ছাড়া নামায জায়েয হবে। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। জামে' ছগীরে বর্ণিত আছে যে, যদি নামাযের মধ্যে কারও ফিকাহ কিতাবের ওপর নজর পড়ে এবং বুঝে ফেলে, তবে সকলের মতে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

যদি মেহরাবের মধ্যে কোরআনের এক টুকরা লিখা পড়ে থাকে এবং মুছল্লি ইহা দেখে চিন্তা করে বুঝে ফেল, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে না। ইহাই আমাদের মাশায়েখগণ অবলম্বন করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে। ইহা যখীরায় বর্ণিত আছে। শুদ্ধ রায় হল, তার নামায সর্বসম্মতিক্রমে ফাসেদ হবে না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি কেউ ইচ্ছা করে বুঝে অথবা ইচ্ছা না করে বুঝে, তাতে কোন কিছু পার্থক্য নেই। যদি নামাযের মধ্যে ইঞ্জীল অথবা তাওরাত অথবা জাবুরের মধ্য হতে কিছু পড়ে সে কোরআন ভালরূপে পড়তে পারুক আর না পারুক, নামায বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার হল, ঐ কার্যসমূহ সম্বন্ধে বর্ণনা, যদ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তা হল, আমলে কাছীর অর্থাৎ বাহ্যিক কোন কাজ বেশি পরিমাণে করলে নামায ফাসেদ হয়ে যায়। সামান্য কাজ দ্বারা নামায ফাসেদ হয় না। ই

বেশি কাজ ও সামান্য কাজের মধ্যে পার্থক্য করার মধ্যে তিন প্রকার বর্ণনা রয়েছে। প্রথম হল : যে কাজ করতে উভয় হাতের দরকার হয় তাকে বেশি কাজ বলে, যদিও এক হাত দিয়ে করে। যেমন পাগড়ী বাঁধা, জামা পরিধান করা, পায়জামা পরিধান করা, কামান হতে তীর নিক্ষেপ করা। যে কাজ করতে একহাত আবশ্যক হয়, ইহাকে সামান্য কাজ বলে, যদিও উভয় হাত দিয়ে করে। যেমন টুপী নামান, পায়জামা খোলা, জামা রাখা এবং লাগাম রাখা। যে কাজ একহাত দিয়ে করা যায়, তা পুনঃ পুনঃ না হওয়া চাই। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় বর্ণনা হল নামাযী নিজের মতে যা সামান্য মনে করে, তাই সামান্য এবং যা অধিক মনে করে, তাই অধিক বলে ধরতে হবে। এ বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বর্ণনার প্রায় অনুরূপ।

তৃতীয় বর্ণনা হল : যদি দূর হতে কোন দর্শনকারী ইহা দেখে মনে করে যে, এ ব্যক্তি নামাযের মধ্যে নেই। তবে তাই অধিক কাজ গণ্য হবে। ইহা দ্বারা নামায ফাসেদ হবে। আর সন্দেহ হলে ফাসেদ হবে না। ইহাই শুদ্ধ মত। ইহা মুহ-ীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। ইহা অধিকাংশ ফকীহগণের দ্বারা গৃহীত। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি তরবারি গলায় দেয় বা খুলে ফেলে তবে নামায ফাসেদ হবে না। এরূপ যদি নিজের চাদর উঠিয়ে দেয় অথবা হালকা বস্তু উঠিয়ে নেয়, যা একহাত দিয়ে লওয়া হয় অথবা কোন বান্দা অথবা কোন কাপড় নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, তবে তাতে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

www.nagorikpathagar.org

যদি এমন কোন বস্তু উঠিয়ে নেয়, যা উঠাতে কষ্ট হয় এবং সময় লাগে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা জহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। যদি জেনে বা ভুলে কিছু খায় অথবা পান করে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি মুছল্লির দাঁতের মধ্যে কিছু খাদ্য লেগে থাকে এবং ইহা বের হওয়ায় গিলে ফেলে, আর যদি একটি বুটের সমান হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে। যদি বুটের চেয়ে কম হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। যদি দাঁতের মধ্য হতে রক্ত বের হয় এবং ইহা গেলে ফেলে, ইহাতে যদি থুক বেশির বাগ থাকে, তবে নামায ফাসাদ হবে না। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। যদি কেউ নামায আরম্ভ করার পূর্বে কিছু খায় বা পান করে, তারপর নামায শুরু করে এবং তার মুখের মধ্যে কিছু খাদ্য বা পানীয় অবশিষ্ট থাকে এবং সে ইহা খেয়ে ফেলে বা পান করে নেয়, তবে তার নামায ফাসেদ হবে না।

এরূপভাবে যদি কোন বস্তু দাঁতের মধ্যে থেকে যায় এবং নামাযের মধ্যে ইহা গেলে ফেলে, তবে যদিও বুট পরিমাণ হয় তথাপি নামায ফাসেদ হবে না। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি দাঁতের মধ্য হতে রক্ত বের হয় এবং গিলে ফেলে, তবে যদি মুখ পরিপূর্ণ না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা কাজীখানে এবং খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি মুছল্লি বাইর হতে একতিল পরিমাণ কিছু নিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি কোন মিষ্টান্ন খায় বা গিলে ফেলে তারপরে নামাযে খাড়া হয়, কিন্তু এর মিষ্টান্ন মুখে ছিল এবং ইহাও গিলে ফেলে, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি মিশ্রি অথবা চিনি মুখে রাখল, ইহা নামাযের মধ্যে চিবাল বা চিবাল না, কিন্তু নামায পড়ার সময়ে ইহার মিষ্টি গলে গলার মধ্যে যেতে লাগল, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে।

যদি সুপারী চিবায়, কিন্তু টুকরা হয় না, যদি অনেক চিবায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা ইহা অধিক কাজের মধ্যে বিবেচিত হয়ে যায়। যদি এর মধ্যে কিছু ভেঙ্গে গলার মধ্যে যায় তবে যদি সামান্য হয়, তথাপি নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি এর মধ্যে কিছু ভেঙ্গে গলার মধ্যে যায় তবে যদি সামান্য হয়, তথাপি নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি ইহা না চিবায় এবং থুকের সাথে গলার মধ্যে চলে যায় তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি কোন বরফের টুকরা মুখে দিয়ে গিলে ফেলে, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি নামাযের মধ্যে চেরাগের বাতি উঠায়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা কাজীখানের বিবরণ। যদি নামাযের মধ্যে চেরাগের বাতি রাখে, তবে নামায ফাসেদ হয় না। কেননা ইহা সামান্য কাজ। যদি মুখ ভরে বমি করে, তবে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, কিন্তু নামায ফাসেদ হয় না। যদি মুখ ভরে বমি না করে তবে অজু ভঙ্গ হয় না এবং নামাযও ভঙ্গ হয় না। যদি মুখ ভরে বমি করে গিলে ফেলে, কিন্তু ইচ্ছা করলে ইহা ফেলে দিতে পারত, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি মুখ ভরে বমি না করে থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে। ইমাম মুহাম্মাদের মতে সন্দেহ দূর হয়। মুখ ভরে বমি হলে নামায ফাসেদ হবে। যদি নামাযের মধ্যে কিবলার দিকে চলে, তবে যদি লাহেক না হয় এবং মসজিদ হতে বের না হয়, তবে নামায ফাসেদ হবে না। যদি কিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দেয়, তবে নামায ফাসাদ হয়ে যাবে।

নামাযের মধ্যে রুকু অথবা সিজদাহ বেশি করে ফেললে নামায ফাসেদ হবে না। এ রকমভাবে দুই সিজদাহ হতে বেশি করলে নামায ফাসেদ হবে না। যদি নামায শেষ করার পূর্বে এক রাকাত বেশি পড়ে, তবে নামায ফাসেদ হবে। যখন ইমাম রুকু করে এক সিজদাহ বেশি করল, তখন একব্যক্তি এসে তার সাথে নামাযে শরীক হল, সে রুকু করে দুই সিজদাহ আদায় করলে তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা সে পূর্ণ এক রাকাত পড়ল। অর্থাৎ রুকু এবং

www.nagorikpathagar.org

সিজদাহ করল, এতে নামায ফাসেদ হয়ে গেল। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি জোহরের নামায পড়ছিল এবং নূতন তাকবীর বলে আছর না নফল নামায শুরু করে দিল, তবে তার প্রথম নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ অন্য নামায শুরু করা হয়েছে এবং তা নফল নামায। যদি নফলের নিয়ত করে থাকে, অথবা আছরের নামায ছাহেবে তারতীবে আরম্ভ করেছিল, যদি ছাহেবে তারতীব না হয়, তথাপি তার নামায বাতিল হবে। যদি একা নামায শুরু করে এবং তার সাথে অন্য একব্যক্তি ইক্তেদা করে, ইমাম তার কারণে দ্বিতীয়বার নামায শুরু করে, তবে দ্বিতীয়বার শুরু করা ধর্তব্য হবে না। প্রথম বার শুরু করাই ধরতে হবে। কিন্তু ইক্তেদাকারী স্ত্রীলোক হলে দ্বিতীয়বার শুরু করা শুদ্ধ হবে।

যদি জোহরের নামায আরম্ভ করে, পরে তাকবীর বলে কোন ইমামের সাথে জোহরের নামাযের ইক্তেদা করে, তবে প্রথম নামায বাতিল হয়ে যাবে। যদি ঘরে বসে জোহরের নামায পড়ে, পরে ঐ নামাযই জামাতের সাথে আদায় করে, তবে প্রথম নামায বাতিল হবে না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। জোহরের নামায চার রাকাত পড়ে সালাম ফিরালে মনে পড়ল যে, এক সিজদাহ ভুলে গেছে। তারপর খাড়া হয়ে প্রথম হতে নিয়ত করে নামায আরম্ভ করল এবং চার রাকাত পড়ে সালাম ফিরাল তবে তার জোহরের নামায ফাসাদ হয়ে গেল। কেননা দু'বার জোহরের মধ্যে দাখিল হওয়ার নিয়ত তার অযথা হয়েছে। যখন সে এক রাকাত আবার পড়ল, তখন ফরদজ নামায হবার পূর্বে নফল নামায মিলিয়ে ফেলল। কোন ব্যক্তি মাগরিবের দু'রাকাত পড়ে বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে ধারণা হল যে, তার নামায শেষ হয়ে গেছে এবং সালাম ফিরিয়ে খাড়া হয়ে গেল এবং তাকবীর বলে সুন্নাতের মধ্যে দাখিল হবার নিয়ত করল, তবে সে সুন্নাতের সিজদাহ করে থাকুক কিনা থাকুক, মাগরিবের নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা সে ফরজ হতে বের হবার পূর্বে নফলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যদি মাগরিবের দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে তার স্মরণ হয় যে, নামায শেষ হয়নি এবং ভাবল যে, নামায ফাসেদ হয়ে গেছে, পুনঃ খাড়া হয়ে দ্বিতীয়বার তাকবীর বলে তিন রাকাত পড়ল, তবে যদি এক রাকাতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ বসে, তবে মাগরিবের প্রথম নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। নতুবা শুদ্ধ হবে না।

মাগরিবের নামায আরম্ভ করে এক রাকাত পড়ে তার ধারণা হল যে, সে আরম্ভকালীন তাকবীর বলেনি, পুনঃ নামায প্রথম হতে শুরু করল এবং তিন রাকাত পড়ল, তবে তার নামায জায়েয হবে। যদি দুই রাকাত পড়ে ধারণা হয় যে, আরম্ভের তাকবীর বলা হয়নি, অতএব প্রথম হতে আরম্ভ করে তিন রাকাত পড়ল, তবে তার নামায জায়েয হবে না। এ অবস্থা তখন, যখন সে নামায আরম্ভ করে এক রাকাতের পর বৈঠক করেনি, কেননা ইহা দ্বারা সে শেষ বৈঠক ত্যাগ করেছে– ফরজ শেষ হবার আগে নফলে চলে গেছে।

নামাযের মাকরূহসমূহ

কাপড় রুকুর মধ্যে শরীরে পেঁচিয়ে না যায়, এ উদ্দেশ্যে গুছিয়ে নিলে দোষ নাই, যদি নামায হতে বের হওয়ার পর অথবা আগে পেশানী হতে মাটি বা ধুলা মুছে, যদি ক্ষতির কারণে বা নামাযে লোকসান হওয়ার কারণে হয়, তাতে দোষ নেই। কোন ক্ষতির কারণ না থাকলে মোছা মাকরূহ। তাশাহহুদ এবং সালামের আগে মোছা মাকরূহ নয়। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। না মোছা উত্তম। নামাযের মধ্যে নিজের পেশানী হতে ঘর্ম মোছায় কোন দোষ নেই। হুযুরে পাক (সাঃ) হতে প্রমাণ আছে যে, তিনি নামাযের মধ্যে পেশানী হতে ঘাম মুছতেন এবং যখন সিজদাহ হতে খাড়া হতেন, তখন কাপড় ডানে কিংবা বামে ঝাড়তেন। যে কাজ মুফীদ নয়, তা নামাযের মধ্যে করা মাকরূহ। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে নাকে আর্দ্রতা আসলে তার ফোটা যমিনে পড়ার চেয়ে মুছে ফেলা উত্তম। আয়াত এবং সুবহানাল্লাহ হাতে গণনা করা মাকরূহ। ছাহেবাইনের নিকট কোন দোষ হয় না। কেউ কেউ বলেন যে,

ইহা ফরজ নামাযের মধ্যে, নফলের মধ্যে নয়। কেউ কেউ বলেন যে, মতভেদ শুধু নফলের মধ্যে, ফরজের মধ্যে সকলের নিকট মাকরূহ। কারও গণনার দরকার হলে ইশারা করে গণনা করবে, প্রকাশ্যে নয়। মাজবুর ব্যক্তি ছাহেবাইনের বর্ণনার ওপর আমল করবে। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে ইশারা করলে মাকরূহ হবে না।

নামাযের বাইরে তাসবীহ গণনা করায় মতভেদ আছে। মুস্তাছফীর মধ্যে আছে যে, শুদ্ধ মত অনুযায়ী মাকরূহ নেহ। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। সূরাসমূহ গণনা করা মাকরূহ। কেননা ইহা নামাযের মধ্যের কাজ নয়। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কঙ্কর সরানো মাকরুহ। এর কারণে সিজদাহর অসুবিধা হলে একবার অথবা দুবার দূর করা মাকরূহ নয়। ইহা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল দেওয়া এবং মটকানো মাকরুহ। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। নামাযের বাইরে আঙ্গুল মটকানো অনেকেই মাকরূহ বলেন। ইহা যাহেদীতে উল্লেখ আছে। নিজের চুলের জোড়া মাতার ওপর বাঁধা মাকরূহ। এর পদ্ধতি হল এ যে, নিজের চুলগুলি মাথার ওপর একত্রিত করে কোন কিছু দিয়ে বাঁধা, যেন খুলে না যায়। নামাযের মধ্যে নিজের পাঁজরে হাত রাখা মাকরূহ। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে।

নামাযের বাইরেও পাঁজরের ওপর হাত রাখা দূষণীয়, ডানে বামে এভাবে দেখা যাতে মুখ কিবলার দিক হতে ফিরে যায়, ইহাও মাকরুহ। শুধু আড় চোখে দেখলে কোন দোষ নেই। ইহা কাজীখানের বিবরণ। আকাশের দিকে তাকানো মাকরূহ। তাশাহহুদের মধ্যে এবং দুই সিজদাহর মাঝে নিতম্বের ওপর বসা মাকরূহ। ইহা কাজীখানের বিবরণ। নিতম্বের ওপর বসার অর্থ নিজের চোতর মাটিতে বিছিয়ে হাঁটু খাড়া রেখে বসা। ইহা হেদায়া বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এড়ির ওপর বসা, কেউ কেউ বলেন যে, হাঁটু বুকের সাথে মিলিয়ে দু'হাতে মাটিতে ভর দিয়ে বা- ইহা কুকুরের মতো বসার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এ সমস্ত অবস্থায় বসা মাকরূহ। হাত দিয়ে সালামের জওয়াব দেওয়া এবং ওজর ছাড়া চারজানু হয়ে বাস মাকরূহ। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। উভয় বাহু মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া। রুকু হতে মাথা উঠাবার সময়ে হাত জাগান এবং কাপড় ঝুলায়ে রাখা মাকরূহ। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে।

কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া অর্থ নিজের মাথার অথবা দুই কাঁধের ওপর ফেলে দুদিক দিয়ে ঝুলায়ে রাখা। কাবা কাঁধের ওপর ফেলে দুদিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া এবং হাতার মধ্যে হাত প্রবেশ না করান। ইহাকেও কাপড় ঝুলিয়ে রাখার মধ্যে ধরা হয়েছে। উঁচু পশমী টুপী মাথায় দিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু যুদ্ধের মাঠে পরিধান করা মাকরূহ নয়। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে।

আস্তিন কনুই পর্যন্ত উঠিয়ে রেখে নামায পড়া মাকরূহ, ইহা কাজীখানের ফতোয়া। শরীরে এমনভাবে কাপড় পরিধান করা, যেমন মাথা হতে পা পর্যন্ত ঝুলির মতো হয়ে যায়, কোনদিকই এমন থাকে না যে, হাত বের করবে, এরূপ করা মাকরূহ। অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে। নামাযে নাক-মুখ ঢেকে নেয়া, হাই তোলা মাকরূহ। হাই যথাসাধ্য ফিরাতে চেষ্টা করবে। যদি উঠিয়ে যায়, তবে নিজের হাত বা আস্তিন মুখের ওপর রেখে দিবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। হাই তোলার সময়ে মুখ বন্ধ না করা মাকরূহ। হাত মুখে রাখলে হাতের পিঠ মুখের দিকে রাখবে। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। খাড়া অবস্থায় হাই আসলে ডানহাত রাখবে এবং বসা অবস্থায় আসলে বাম হাত রাখবে।

অলস্য বা আড়মোড়া দেওয়া, চক্ষু বন্ধ রাখা নামাযের মধ্যে মাকরূহ। পেশাব বা পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। উক্ত প্রাকৃতিক বেগ নামাযের ক্ষতি করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। বদবায়ুর জন্যও ঐরূপ হুকুম। ঐরূপ

www.nagorikpathagar.org

বেগ নিয়ে নামায পড়তে থাকলে জায়েয আছে তবে কাজটি অপছন্দনীয়। যদি ওয়াক্ত এরূপ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে যে, অজু করতে গেলে ওয়াক্ত চলে যাবে, তবে ঐভাবে নামায পড়ে নিবে। কেননা কাজা করা অপেক্ষা কারাহাতের সাথে আদায় করা উত্তম। নামাযের মধ্যে আস্তিন অথবা পাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করা মাকরূহ। অবশ্য তেমন বেশী না করা হলে নামায ফাসাদ হয় না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক কাশি দেওয়া, গলা খাকরান মাকরূহ। ঐরূপ করতে বাধ্য হলে মাকরূহ হয় না।

নামাযের মধ্যে থুথু ফেলা, রুকু এবং সিজদাহর মধ্যে বিরাম না করা অথবা রুকু ও সিজদাহ এমনভাবে করা যে, পিঠ সোজা হয় না, তবে মাকরূহ হবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। এই উঠা ও বসার মধ্যে বিরাম না নেওয়া মাকরূহ। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। একাকী নামাযীর জন্য জামাতের কাতারের মধ্যে খাড়া হওয়া মাকরূহ। কেননা উঠা ও বসায় তাদের বিপরীত করা হবে। জামাতের কাতারে জায়গা থাকলে মুক্তাদীর পিছনে খাড়া হওয়া মাকরূহ। জায়গা না থাকলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মুক্তাদীর পিছনে খাড়া হওয়া মাকরূহ নয়। যদি কাতারের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে নিজের দিকে টেনে নেয় এবং খাড়া হয়ে যায়, তবে উত্তম। ঐ ব্যক্তির এ মাসয়ালা জানা থাকলে নিজের নামায ফাসেদ করবে না। মুছল্লির নিকট কবর থাকলে মাকরূহ হয় না। কেননা যদি নামাযী এবং কবরের মধ্যে এ পরিমাণ দূরত্ব থাকে যে ঐ পরিমাণ দূরত্ব হতে মুছল্লির সম্মুখ দিয়ে কোন লোক চলে গেলে নামায মাকরূহ হয় না তবে নামাযের মধ্যে মাকরূহ হবে না। এভাবে এখানেও মাকরূহ হবে না।

নামাযের মধ্যে সামনে অথবা ওপরে অথবা ডানে বা বামে অথবা নামাযীর কাপড়ে ছবি থাকলে নামায মাকরূহ হবে। ছবিবিশিষ্ট ফরাশের ওপর নামায পড়লে তদসম্বন্ধে দুরূপ বর্ণনা আছে। শুদ্ধ বর্ণনা হল, ছবির ওপর সিজদাহ না করলে মাকরূহ হবে না। ইহা তখন, যখন ছবিগুলি বড় বড় হবে, প্রকাশ্যভাবে দেখা যাবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি এমন ছোট ছোট হয় যে, খেয়ালের সাথে দৃষ্টি না কলে দেখা যায় না। তবে মাকরূহ হবে না। যদি ছবির মাথা কাটা থাকে, তবে কোন অবস্থায়ই দূষণীয় নয়। মাথা কাটা এভাবে হয় যে, ইহার মাথায় এমনভাবে ছাপ মারা হয়েছে যে, মাথার চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। সবচাইতে বেশি মাকরূহ ছবি নামাযীর সম্মুখে থাকা, তারপর মাথার ওপরে থাকা। সম্মুখে রাখা কোন বালিশে ছবি থাকলে মাকরূহ হবে। যদি ঐ বালিম মাটিতে ফেলান থাকে, তবে মাকরূহ হবে না। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। জড়বস্তুর ছবি মাকরূহ হয় না। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে।

ফরজ নামাযে এক সূরা বার বার পাঠ করা মাকরূহ। নফলের মধ্যে দোষ নাই। ইহা কাজীখানের বিবরণ। এক আয়াত বার বার এক নফলের মধ্যে পড়লে দোষ নেই। তবে নফলের ইচ্ছা করে পড়লে মাকরূহ হবে। ওজর অবস্থায় ও ভুলে পড়লে দোষ নেই। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। জুমআর নামাযে সিজদাহবিশিষ্ট সূরা পড়া মাকরূহ। এরকম ঐ সমস্ত নামাযে পড়াও মাকরূহ হবে, যাতে সূরা কিরাত শব্দ করে পড়া হয় না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। সিজদায় যাবার সময়ে হাঁটুর আগে হাত রাখা, সিজদাহ হতে উঠার সময় হাতের আগে হাঁটু উঠান মাকরূহ হবে। অবশ্য ওজর থাকল মাকরূহ হয় না। মুক্তাদীর জন্য রুকু অথবা সিজদাহর মধ্যে ইমামের আগে যাওয়া মাকরূহ। ইমামের আগে সিজদাহ হতে মাথা উঠান মাকরূহ।

বিসমিল্লাহ এবং আমীন শব্দ করে বলা এবং কিরাত রুকুর ভিতরে শেষ করা এবং যা অবস্থা পরিবর্তনের সময় পড়তে হয়, ইহা অবস্থা পরিবর্তন করা শেষ করে পড়া এবং ফরজ নামাযে বিনা ওজরে লাঠিতে ভর দেয়া মাকরূহ। বাচ্চা নিয়ে নামায পড়া জায়েয আছে, তবে মাকরূহ হয়। যদি দেখা-শুনার জন্য কোন লোক না থাকে, খবর নিবার জ্য কেউ না থাকে এবং সে কাঁদে, তবে মাকরূহ হয় না। নামাযের মধ্যে জামা অথবা টুপী খোলা অথবা পরিধান করা

www.nagorikpathagar.org

অথবা মোজা সামান্য কাজ দ্বারা খোলা মাকরূহ হবে। যদি নিজের পাগড়ী কাঁধ হতে উঠিয়ে অথবা মাটি হতে উঠিয়ে মাথায় রাখে, তবে নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু মাকরূহ হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজের বিবরণ। পাগড়ীর ওপর সিজদাহ করা মাকরূহ হবে এবং মাকরূহ ঐ সময় হবে, যখন মাটির কাঠিন্যতা অনুভব করতে বাধা না হয়। যদি কাঠিন্যতা অনুভব করতে বাধা হয়, তখন নামাযই জায়েয হবে না।

নিজের মুখমণ্ডলে ধূলি না লাগাবার জন্য নিজের আস্তিন বিছিয়ে সিজদাহ করা মাকরূহ হবে। কাপড়ে এবং পাগড়ীতে মাটি না লাগাবার জন্য বিছালে মাকরূহ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকের বিবরণ। মাটির ওপর নামায পড়লে এবং মাটির অধিক গরম হতে বাঁচার জন্য সম্মুখে কাপড় বিছিয়ে নিলে, তবে মাকরূহ হবে না। যদি কেউ রহমের আয়াত পাঠ করে রহমত তলব করে, আর দোযখের আয়াত পড়ে দোযখ হতে আশ্রয় এবং মাগফেরাত চায় তবে ফরজ নামাযে এরূপ করা মাকরূহ হবে। ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের জন্য মাকরূহ হবে। ইহা মুনিয়ায় বর্ণিত আছে। কোন সময়ে ডানে ও কোন সময়ে বামে ঝুঁকে যাওয়া মাকরূহ হবে।

নামাযের মধ্যে কখনও ডান পায়ে জোর দেওয়া এবং কখনও বাম পায়ে জোর দেওয়া মাকরূহ হবে। অবশ্য ওজর থাকলে মাকরূহ হবে না। এ ভাবে একপায়ে খাড়া হওয়াও মাকরূহ হবে। খাড়া হবার সময়ে পা আগে বাড়ান মাকরূহ। বসার সময়ে ডান অঙ্গের ওপর এবং ওঠার সময়ে বাম অঙ্গের ওপর জোর দেওয়া মুস্তাহাব। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। নামাযের মধ্যে সুগন্ধি বস্তুর ঘ্রাণ লওয়া মাকরূহ। রুকু, সিজদাহ ও অন্যান্য সময়ে নিজের হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিক হতে ফিরিয়ে রাখা মাকরূহ। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমামের জন্য একা মেহরাবে খাড়া হওয়া মাকরূহ। মেহরাবের বাইরে খাড়া হলে বেং সিজদাহ মেহরাবের মধ্যে পড়লে মাকরূহ হবে না। ইমামের পিছনের স্থান সংকীর্ণ হলে মেহরাবের মধ্যে খাড়া হওয়া মাকরূহ হবে না।

যদি ইমাম উঁচ তাকের ওপর খাড়া হয় অথবা মুক্তাদীরা তাকের ওপর থাকে এবং ইমাম একা নীচে থাকে, তবে প্রকাশ্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী মাকরূহ হবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। কিছুসংখ্যক মুক্তাদী ইমামের সাথে থাকলে মাকরূহ হবে না। ইহা ঐ তাকের হুকুম, যার উচ্চতা মানুষ পরিমাণ। এর চেয়ে কম উচ্চতায় কোন ক্ষতি হবে না। ইহা তাহাবীতে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, তাক আনুমানিক একগজ উঁচু হওয়া দরকার। ইহা সোতরার ওপর কিয়াস করে বলা হয়েছে। কা'বাগৃহের ছাদের ওপর নামায পড়া মাকরূহ হবে। কেননা এর তাজীমের খেলাফ হয়, কোন ব্যক্তির জন্য মসজিদে নামাযের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে লওয়া মাকরূহ। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তির সম্মুখের দিকে নামায পড়া মাকরূহ। ইহা মা'দানে উল্লেখ আছে। মাঝখানে একটি লোক থাকল ও তার পিঠ নামাযীর দিকে থাকলে মাকরূহ হবে না। নামাযীর দিকে মুখ ফিরান মাকরূহ। চাই প্রথম কাতার হউক কিংবা শেষ কাতারে থাকুক।

বেতের নামায ফরজ, সুন্নাত না ওয়াজীব

বেতেরের নামায সম্বন্ধে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে তিনটি বর্ণনা আছে। এক বর্ণনায় এটি ফরজ বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বর্ণনায় সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়েছে। তৃতীয় বর্ণনায় তিনি একে ওয়াজিব বলে মন্তব্য করেছেন। এ তৃতীয় বর্ণনাটিই তাঁর শেষ মত। ইহাই বিশুদ্ধ। যদি বেতের ইশার অধীন সুন্নাত হত, তবে শেষ রাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ হত। যেমন ইশার সুন্নাত আদায় করতে ঐ পর্যন্ত দেরি করা মাকরূহ। যার দাঁড়াবার সামর্থ্য আছে, তার বসে বেতের পড়া এবং বিনা ওজরে সওয়ারীর ওপর বসে বেতের পড়া নাজায়েয। যদি ভুলবশতঃ বা জেনে বেতের ছেড়ে দেয়, তবে অনেকদিন হয়ে গেলেও কাজা করা ওয়াজিব। নিয়ত ছাড়া বেতের নামায পড়া

www.nagorikpathagar.org

নাজায়েয। বেতের কাজা পড়লে দোয়া কুনুত পড়তে হবে। বেতের নামায তিন রাকাত পড়তে হবে। এর মধ্যে সালাম ফিরিয়ে রাকাত পৃথক করবে না। শুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজিব। তৃতীয় রাকাতে যখন কিরাত পড়ে শেষ করবে, তখন তাকবীরে তাহরীমা বলে কান পর্যন্ত দুইহাত উঠাবে এবং সমস্ত বৎসর রুকুর আগে কুনুত পড়বে এবং কুনুতের মধ্যে খাড়া থাকার পরিমাণ হল, সূরা ইনশাক্কাত পরিমাণ করবে। এটি মুহীতে উল্লেখ আছে। কুনুতের মধ্যে বেঁধে রাখবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম ও জামাতের পক্ষে কুনুত চুপে চুপে পড়া আবশ্যক। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছ। যে ব্যক্তি একা বেতের পড়বে, সেও চুপে চুপে পড়বে। কুনুতের দোয়া নির্দিষ্ট নাই। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। কিন্তু উত্তম হল, এ দোয়া পড়বে, "আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ...." যে ব্যক্তি কুনুত ভালভাবে পড়তে পারবে না, সে "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ...." শেষ পর্যন্ত পড়বে। যদি কুনূত পড়তে ভুলে যায় এবং রুকুর মধ্যে স্মরণ হয়, তবে রুকুর মধ্যে কুনুত পড়বে না। পুনঃ খাড়াও হবে না। যদি পুনঃ খাড়া হয় এবং কুনুত পড়ে, রুকু না করে তবে নামায ফাসেদ হবে না। ইহা বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে। কিন্তু রুকু হতে মাথা উঠাবার পর স্মরণ হল যে, কুনুত ভুলে গিয়েছে তবে সম্মিলিত মতে হুকুম হল যে, যা ভুলে গেছে তা পড়ে নিবে। যদি আলহামদুর পর কুনূত পড়ে রুকু করে, সূরা ত্যাগ করে, পরে রুকুর মধ্যে স্মরণ হয়, তবে মাথা উঠিয়ে সূরা পড়বে এবং কুনূত ও রুকু পুনঃ আদায় করবে এবং সাহু সিজদাও করবে। যদি আলহামদু ছেড়ে দিয়ে থাকে, তবে আলহামদুর সাথে সূরা এবং কুনুত পুনঃ আদায় করবে। রুকুও দ্বিতীয়বার করবে। যদি রুকু দ্বিতীয়বার না করে, তবে নামায জায়েয হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ।

ইমামের যদি রুকুর মধ্যে স্মরণ হয় যে, সে কুনূত পড়ে নাই, তবে তাকে পুনঃ দাঁড়াবার দিকে না যাওয়া চাই। যদি দাঁড়ায়ে কুনূত পড়ে নেয়, তবে রুকু পুনঃ করা উচিত নয়। যদি সে রুকুও পুনঃ আরম্ভ করে, জামাতের লোকেরা তার প্রথম রুকু অনুসরণ করেনি, দ্বিতীয় রুকুতে অনুসরণ করছে অথবা প্রথম রুকুতে অনুসরণ করছে দ্বিতীয় রুকুতে অনুসরণ করেনি, তবে তাদের নামায ফাসেদ হবে না। কুনূতের মধ্যে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম মুক্তাদীর কুনূত শেষ হবার পূর্বে রুকু করলে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম কুনূত না পড়ে রুকু করলে এবং মুক্তাদীরা এখন পর্যন্ত কুনুত না পড়ে থাকলে রুকু চলে যাওয়ার ভয় হয়, তবে রুকু করবে। ভয় না থাকলে কুনুত পড়বে এবং রুকু করবে। যদি বেতেরের মধ্যে সন্দেহ হয় যে, সে প্রথম রাকাতে আছে অথবা দ্বিতীয় রাকাতে কিংবা তৃতীয় রাকাতে আছে, তবে যে রাকাতে আছে, সেই রাকাতেই কুনূত পড়বে। পরে বসবে, আবার খাড়া হয়ে দু রাকাত দুই বৈঠকে আদায় করবে এবং উভয় রাকাতেই সন্দেহ দূর করার জন্য কুনুত পড়বে। দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী কোন রাকাতে কুনূত পড়বে না। প্রথম বর্ণনা শুদ্ধতর, কেনান কুনুত পড়া ওয়াজিব। যে বস্তু ওয়াজিব হওয়া ও বিদয়াত হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, তা সন্দেহ দূরীকরণার্থে আদায় করা উচিত। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। মাসবুকের ইমামের সাথে কুনূত পড়া উচিত। এভাবে ইমামের সাথে কুনূত পড়ে নিলে পরে নিজের কাজা নামায আদায়ের সময় আর কুনূত পড়বে না।

তৃতীয় রাকাতের রুকুতে শরীক হলে এবং ইমামের সাথে কুনুত না পড়ে থাকলে নিজের বাকি নামাযে কুনুত পড়বে না। বেতের ছাড়া অন্য নামায কুনুত পড়বে না। যদি বেতের এমন কোন ব্যক্তির পিছনে পড়ে, যে রুকুর পর খাড়া হওয়ার মধ্যে কুনুত পড়ে এবং মুক্তাদীরা ঐ মাযহাবভুক্ত নয়, তবে তার অনুসরণ করবে। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম ফজরের নামাযে কুনুত পড়ল মুক্তাদী তার সাথে চুপ থাকবে, ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

নফল নামায

ফজরের ফরজ নামাযের আগে এবং জোহর, মাগরিব ও ইশার ফরজ নামাযের পরে দুই রাকাত করে সুন্নাত আছে। জোহর এবং জুমুআর ফরজের পরে চার রাকাত করে সুন্নাত আছে। আমাদের মাযহাবে চার রাকাত এক সালামে পড়তে হয়। দুই সালামে পড়লে সুন্নাতের মধ্যে বিবেচিত হবে না। সর্বাপেক্ষা বেশি তাকীদ এসেছে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের ওপর, তারপর জোহরের ফরজের পরের সুন্নাত, তারপর ইশার ফরজের পরের দুরাকাত সুন্নাত এবং জোহরের ফরজের আগের চার রাকাত সুন্নাতের ওপর। আলিমের কাছে লোকের যখন ফতোয়ার জন্য ভীর থাকে, তখন আলিমের সকল সুন্নাত তরক করা জায়েয আছে। কেননা লোকের জন্য তার ফতোয়ার জন্য ভীড় থাকে, তখন আলিমের সকল সুন্নাত তরক করা জায়েয আছে। কেননা লোকের জন্য তার ফতোয়ার আবশ্যক আছে। কিন্তু ফজরের সুন্নাত তরক করতে পারবে না। কারও ফজরের সুন্নাত পড়ে ধারণা হল যে, এখনও রাত বাকি আছে, পরে প্রকাশ পেল যে, ফজর হয়ে গেছে। তবে মুতায়াখখিরীন ওলামাদের নিকট ফজরের সুন্নাত আদদায় হয়ে গেছে। খাড়া হয়ে পড়তে সামর্থবান ব্যক্তির বসে ফজরের সুন্নাত নামায পড়া জায়েয হবে না। এ জন্য ফকিহগণের মতে ফজরের সুন্নাত নামায ওয়াজিবের নিকটবর্তী।

ফজরের সুন্নাত ওজর ছাড়া সওয়ারীর ওপর পড়া জায়েয নয়। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। সুন্নাত এ যে, ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকাতে সুরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইখলাছ পড়বে। ঐ সুন্নাত প্রথম ওয়াক্তে ঘরে পড়বে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে সুন্নাত পড়া নাজায়েয। তবে যদি সুন্নাত আরম্ভ করতেই ফজর উদিত হলে জায়েয হবে। উদয়ের মধ্যে সন্দেহ হলে জায়েয হবে না। ফজর উদিত হবার পর দুবার সুন্নাত পড়লে শেষে আদায়কৃত নামাযকেই সুন্নাত ধরতে হবে। কেননা ইহা ফরজ নামাযের নিকটবর্তী। সুন্নাত ফরজের সাথে মিলানো থাকা চাই। সুন্নাত নিজের ওয়াক্ত হতে বলে গেলে এর কাজা করতে হবে না। কিন্তু ফজরের সুন্নাত এর ফরজের সাথে চলে গেলে সূর্য উদয়ের পর যাওয়ালের পূর্বে কাজা করবে। তারপর কাজা করার অবশ্যক নাই। যদি ফরজ ছাড়া কাজা হয়, তবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে কাজা করবে।

জোহরের চার রাকাত সুন্নাত ছুটে গেলে যেমন ইমামের সাথে জামাতে শরীক হওয়ায় সুন্নাত নামায পড়া বাকি থেকে গেলে সমস্ত ফকীহদের মতে ফরজ ফারেগ হবার পর ওয়াক্তের মধ্যে ইহা পড়ে নিবে। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জোহরের পরে দুই রাকাত সুন্নাতের পরে পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে উক্ত চার রাকাত দুই রাকাতরে আগে পড়বে এবং এর ওপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। কেউ কেউ বলেন যে, যদি একা একা নামায পড়ে, তবে ফজর এবং জোহরের সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ায় কোন দোষ.নেই। কেউ কেউ বলেন যে, কোন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া জায়েয নেই, যদি কেউ ছেড়ে দেয় এবং সুন্নাতের মর্যাদা না বুঝে, তবে কাফের হবে। কেননা সে সুন্নাতকে হালকা মনে করে ছেড়ে দিয়েছে। যদি সে সুন্নাতের মর্যাদা বুঝে থাকে তবে গুনাহগার হবে। যদি জোহরের চার রাকাত নামাযের মধ্যে বৈঠক না দিয়ে আদায করে, তবে জায়েয হবে।

চাশতের নামায পড়া মুস্তাহাব। কমপক্ষে দুই রাকাত এবং বেশির পক্ষে বার রাকাত পড়বে। এর ওয়াক্ত সূর্য উচ্চে উঠার পর হতে যাওয়াল পর্যন্ত। তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাহিয়্যাতুল অজু, ইস্তেকারাহ এবং হাজতের নামায দুই রাকাত করে মুস্তাহাব। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া মুস্তাহাব। হযরে পাক (সাঃ)-এর তাহাজ্জুদ আট রাকাত ছিল,

www.nagorikpathagar.org

কমপক্ষ দুই রাকাত। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে। নির্দিষ্ট না করে নফল নামায প্রত্যেক ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। দিনের নফল নামায এক সালামে চার রাকাতের বেশি পড়া এবং রাতের নফল নামায এক সালমে আট রাকাতের বেশি পড়া মাকরূহ। উত্তম হল, চার রাকাত করে পড়া, কেননা এর মধ্যে বেশি সময়ে তাহরিমার মধ্যে থাকা হয়। অতএব এর মধ্যে কষ্টও বেশি হবে এবং ফজীলতও বেশি মিলবে। কেউ এক সালামে চার রাকাত পড়ার মানত করে দুই সালামে চার রাকাত পড়লে মানত আদায় হবে। কেউ দু সালামে চার রাকাত পড়ার মানত করে উহা এক সালামে আদায় করলে মানত আদায় হবে।

সুন্নাত এবং নফল নামায নিজের ঘরে পড়া উত্তম। কেননা হুযরে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, পুরুষের (সুন্নাত) নামায ঘরেই উত্তম। কিন্তু ফরজ নামায মসজিদে পড়া উত্তম। যদি ইমাম মসজিদের মধ্যে জামাত পড়তে থাকে, তবে মসজিদের দরজার নিকট সুন্নাত পড়বে। মসজিদের বারান্দা থাকলে মসজিদের মধ্যে জামাত চলাকালে সুন্নাত বারান্দায় পড়বে। আর বারান্দায় জমাত হতে থাকলে মসজিদের ভিতরে সুন্নাত পড়বে। মসজিদ একই হলে খাম্বার আড়ালে পড়তে পারে। ফরজ নামাযের জামাতের কাতারের সাথে মেলে সুন্নাত পড়া শক্তভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। এসব অবস্থা, যখন ইমাম জামাত পড়তে থাকবে। ইমাম জামাত শুরু করার আগে মসজিদের যথায় বসে ইচ্ছা পড়তে পারে। যে সুন্নাত ফরজের বাদেই পড়তে হয়, তা ফরজ পড়ার স্থানে বসেই পড়বে। মুস্তাহাব এ যে, এক পা পিছিয়ে যাবে, ইমাম নিজের স্থান হতে অবশ্যই সরে যাবে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। জোহরের আগে এবং জুমুআর আগে ও পরে যে চার রাকাত সুন্নাত পড়তে হয়, এর মধ্যে প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়বে না। ইহা যাহেদীতে বর্ণিত আছে।

নফল নামাযের চার রাকাতের মধ্যে প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়বে এবং তৃতীয় রাকাতে ছানা পড়বে। ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত এবং জোহরের চার রাকাত সুন্নাত পড়ে ক্রয়-বিক্রয় করলে অথবা পানাহার করলে সুন্নাত পুনঃ পড়তে হবে। কিন্তু এক লোকমা আহার বা একবার পান করলে সুন্নাত বাতিল হবে না। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। ফরজের পর কথা বললে কোন কোন ফকীহের মতে সুন্নাত বাতিল হয়ে যায়। আর কারও কারও মতে বাতিল হয় না, কিন্তু ছওয়াব কমে যায়।

নফলের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা মিলাতে হয়। যদি এক বা দুই রাকাতে কিরাত ছেড়ে দেয়, তবে ঐ দুই রাকাত বাতিল হয়ে যায়। ইহা মুজমিরাতে বর্ণিত আছে। যদি কোন রাকাতর উল্লেখ না করে শুধু নফল নামাযের নিয়ত করে তবে দুই রাকাতের বেশি পড়া প্রয়োজন নয়। চার রাকাতের নিয়ত করলে তার মধ্যে মতভেদ আছে। চার রাকাত নফলের নিয়ত করে যখন নামায আরম্ভ করে, তখন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে তার দুই রাকাত নামায আরম্ভ হয়।

যে ব্যক্তি চার রাকাত নফল পড়ল এবং ইচ্ছা করে মধ্যের বৈঠক ছেড়ে দিল, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তার নামায ফাসেদ হবে না। কিয়াস অনুযায়ী ফাসেদ হয় এবং তাই হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত। যদি তিন রাকাত নফল পড়ে এবং দুই রাকাতের বৈঠক না দেয়, তবে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি ছয় রাকাত অথবা আট রাকাত এবং বৈঠকে পড়ে, তবে তাতে মাশায়েখদের মতভেদ আছে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হবে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ফাসেদ হবে না। যদি কোন নফল নামাযের প্রথম বৈঠক না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে বসার দিকে ফিরে যাবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে বসতে যাবে না। শেষে সাহু সিজদাহ করবে।

www.nagorikpathagar.org

যদি অজু ছাড়া অথবা নাপাক কাপড়ে নফল নামায শুরু করে দেয়, তবে নামাযে দাখেলই হল না। অতএব যখন আরম্ভ শুদ্ধ হল না, কাজা আবশ্যক করবে না। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। খাড়া হয়ে নামায পড়তে সামর্থ্যবান ব্যক্তির বসে নফল নামায পড়া জায়েয আছে। ইহা শরহে মাজমাউল বাহারে বর্ণিত আছে। নফল নামায দাঁড়ায়ে পড়তে শুরু করে পরে ওজর ছাড়াই বসে পড়তে ইচ্ছা করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে। ইহা মুহীতে উল্লেখ আছে। দাঁড়ায়ে নফল নামায শুরু করে পরে ক্লান্ত হযে লাঠি অথবা দেয়ালের ওপর ভর দেয়ায় কোন দোষ হবে না। ওজর ব্যতীত নফল নামায ইশারায় পড়া নাজায়েয।

যদি নফল নামায শুরু করে ছেড়ে দেয়, এমনভাবে যে, তাহরীমা হতে বের হয়ে যায়। যেমন অজু ভঙ্গ হয়ে গেছে। তবে অন্য দুই রাকাত এর ওপর ভিত্তি করা জায়েয হবে না। যদি এভাবে ফাসেদ করে থাকে যে, তাহরীমা হতে বের হয়নি। যেমন কিরাত পড়া ছেড়ে দিয়েছে, তবে অন্য দু রাকাত এর ওপর ভিত্তি করা জায়েয আছে।

যদি ফরজ অথবা নফল নামায বসে পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়ার শক্তি রাখে না, তবে কিরাত পড়ার সময়ে দুহাত দুই হাঁটুর বামে রাখতে পারে অথবা চারজানু বসতে পারে। কিন্তু তাশাহহুদের বসাই উত্তম। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যদি নফল নামায সামান্য বসে বাদবাকী দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে সকলের মতেই জায়েয হবে।

যদি চার রাকাতের নিয়ত না করে এবং দু রকাতের পর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং তার স্মরণ এসে যায় যে, বসা হয়নি, তবে সকলের নিকট হুকুম এ যে, বসার দিকে চলে যাবে। না বসলে নফল নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। চার রাকাতের নিয়ত করে প্রথম দু রাকাতের পর বসে সালাম ফিরিয়ে নিলে অথবা কথা বললে তার ওপর কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তার দুরাকাত কাজা করতে হবে, যদি চার রাকাত নফলের নিয়ত করে। যদি কোন রাকাতে কিরাত না পড়ে থাকে, অথবা শেষের দুরাকাতের এক রাকাতের মধ্যে শুধু কিরাত পড়ে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে তার প্রথম দুরাকাত কাজা করতে হবে। যদি প্রথম দুরাকাতের এক রাকাতে কিরাত পড়ে থাকে, আর কোন রাকাতে কিরাত না পড়ে, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে চার রাকাতের কাজা করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে প্রথম দুরাকাত কাজা করতে হবে।

কোন ব্যক্তি জোহরের নামায পড়তেছিল, অন্য এক ব্যক্তি বলল, আমি এর পিছনে নামায পড়ার মানত করেছি, পরে মনে হল যে, জোহরের নামায সে পড়েনি। তাই তার সাথে জোহরের নিয়ত করে দাখেল হয়ে গেল, তবে তার জোহরের নামায হয়ে যাবে বেং কোন কাজা করতে হবে ন। কোনো ব্যক্তি চার রাকাত নফল নামায পড়ে পঞ্চম রাকাতে খাড়া হয়ে গেল, অন্য এক ব্যক্তি এসে পঞ্চম রাকাতে তার ইক্তেদা করল, ইমাম পরে নামায ফাসেদ করে দিল, তবে মুক্তাদী ছয় রাকাতের কাজা করবে।

যদি কোন ব্যক্তি দুরাকাত পড়ে থাকে, এ সময় এক ব্যক্তি তার পিছনে ইক্তেদা করল। পরে মুক্তাদীর তাকবীর ছুটে গেল এবং অজু করতে চলে গেল। এর পর ইমাম তিন রাকাত পড়ল এবং মুক্তাদী কথা বলে ফেলল। ইমাম ছয় রাকাত পড়ে নামায শেষ কলে ফেলল, তখন মুক্তাদীর চার রাকাতের কাজা করবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

তারাবীহ নামায

পাঁচ তারাবীহ হতে পারে, প্রত্যেক তারাবীহ চার রাকাত দুই সালামে হবে। যদি জামাতের সাথে পাঁচ তারাবীহর বেশি করে, তবে মাকরূহ হবে। শুদ্ধ মতে তারাবীহ নামাযের ওয়াক্ত হল ইশার পরে বেতেরের আগে, ফজর উদিত হওয়া

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত। যদি প্রকাশ পায় যে, ইশা বিনা অজুতে পড়েছিল এবং তারাবীহ ও বেতের অজুর সাথে পড়ল, তবে ইশার সাথে তারাবীহ নামায পুনঃ পড়তে হবে। বেতের পুনঃ পড়তে হবে না। কেননা তারাবীহ ইশার অধীন। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মত। বেতের ইশার অধীন নয়। ইশার নামায বেতের আগে পড়া তারতীবের জন্য ওয়াজিব। ভুলে গেলে তারতীব বাতিল হয়ে যায়। যদি ভুল করে বেতের ইশার আগে পড়ে, তবে শুদ্ধ হবে না। কেননা ইশার নামায আদায় করার পর তারাবীহ নামাযের ওয়াক্ত হয়। অতএব ইশার আগে পড়া নামাযের কোন মূল্য হবে না। ছাহেবাইনের মতে তারাবীহর মতো বেতেরও ইশার অধীন। অতএব ইশার নামায আদায় করার পর এর ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ভুলেও ইশার আগে বেতের পড়লে তারাবীহর মতো ছাহেবাইনের মতে ইহা পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব হবে। সারমর্ম হল, বেতের পুনঃ আদায় করার মধ্যে মতভেদ আছে এবং তারাবীহ ও ইশার সুন্নাতের মধ্যে যদি ওয়াক্ত বাকি থাকে, তবে সকলেই একমত আছে। দুই তারাবীহের মধ্যে এক তারাবী পরিমাণ বসা, এ রকমভাবে পাঁচ তারাবীহের মধ্যে বেতেরে বসা মুস্তাহাব।

যদি ইমাম মনে করে যে, পাঁচ তারাবীহ এবং বেতেরের মধ্যে বসলে জামাতের লোকের কষ্ট হবে, তবে বসবে না। ইহা সিরাজিয়ায় উল্লেখ আছে। বসার মধ্যে লোকের ইচ্ছা তাসবীহ পড়ুক, কিনা পড়ুক। মক্কার লোক সাতবার তাওয়াফ করে নেয় এবং দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়। মদীনার লোক অন্য চার রাকাত পড়ে নেয়। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। পাঁচ সালামের বাদে আরাম লওয়া মাকরূহ। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। তারাবীহ নামায রাতের তিন ভাগের একভাগ অথবা অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরি করা মুস্তাহাব। অর্ধ রাতের পর আদায় করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত হল, মাকরূহ হবে না। তারাবীহর নামায হুজুরে পাক (সাঃ)-এর সুন্নাত। কেউ কেউ বলেন, যে, ইহা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সুন্নাত। প্রথমোক্ত মতই শুদ্ধ।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই জন্য তারাবীহ সুন্নাত। ইহা যাহেদীতে বর্ণিত আছে। আমাদের নিকট মূলতঃ তারাবীহ সুন্নাত। কারও কারও মতে ইহা মুস্তাহাব। তারাবীহর জামাত সুন্নাতে কেফায়া। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। তারাবীহ জামাত ছাড়া পড়লে এবং স্ত্রীলোকগণ পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের ঘরে বসে পড়লে তারাবীহ আদায় হয়ে যাবে। ইহা মেরাজুদ্দেরায়ায় বর্ণিত আছে। মসজিদের সখল মুছল্লি তারাবীহর জামাত ছেড়ে একাকি ঘরে বসে পড়লে সে ফযীলত ছেড়ে দিল। এতে কোনরূপ গুনাহ বা সুন্নাত ছেড়ে দেয়া হবে না। যদি কোন ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হয় যে, লোকগণ তার ইক্তিদা করে এবং সে আসলে জামাত বড় হয়, না আসলে জামাত ছোট হয়, তবে তার জামাত ছাড়া উচিত নয়। নিজের ঘরে তারাবীহ জামাত করে পড়ার ব্যাপারে মাশায়েখদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। শুদ্ধ মত এই যে, ঘরে জামাত করে পড়লেও ফযীলত আছে এবং মসজিদে অন্য প্রকার ফযীলত আছে। অতএব ঘরে জামাতের সাথে তারাবীহ আদায় করলে ফযীলত পাবে, কিন্তু অন্য ফযীলত ছুটে যাবে। শুদ্ধ রায় হল যে, তারাবীহ মসজিদে জামাতের সাথে পড়া উত্তম। ফরজ নামেরও এরূপ হুকুম। ফকীহ এবং কারী হলে উত্তম এ যে, নিজে কিরাত পড়ে তারাবীহ পড়বে। অন্যের ইক্তিদা করবে না,। নিজ মহল্লার মসজিদের ইমামের কিরাতে ভুল থাকলে ঐ মসজিদ ছেড়ে অন্য জায়গায় তারাবীহের জামাত তালাস করায় কোন ক্ষতি নেই। এ হুকুম তখন হবে, যখন অন্য মসজিদের ইমাম কিরাত শুদ্ধ এবং সুন্দর করে পড়বে। ইহা দ্বারা একটি বিষয় প্রকাশ পায় যে, যদি নিজ মহল্লার মসজিদে তারাবীহতে কোরআন খতম না হয়, তবে অন্য মসজিদে কোরআন খতম তালাশ করা যায়। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। জামাতী লোকদের তারাবীহ জামাতে সুন্দর লিহানের ইমাম নিয়োগ না করে শুধু পাঠকারীকে ইমাম নিয়োগ করবে। কেননা ইমামের সুন্দর আওয়াজ ও ইলহানের সাথে কিরাত পাঠ নামাযে হুযুরে কলব এবং একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়।

www.nagorikpathagar.org

বেতেরের নামায জামাতের সাথে শুধু রমজান মাসে পড়বে। এতেই সব মুসলিম একমত। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। রমজানে বেতের নামায ঘরে পড়া অপেক্ষা জামাতের সাথে পড়া উত্তম। কারও করও মতে বেতের নামায ঘরে একাকী পড়া ভাল। ইহাই পছন্দনীয় মত। কোন ব্যক্তিকে ঘরে তারাবীহর নামায জামাতে পড়বার জন্য বেতরের বিনিময়ে নিয়োগ করা মাকরূহ। কেননা ইমাম বেতন দিয়ে ঠিক করা জায়েয নেই। একই মসজিদে দুবার তারাবীহ জামাত করা মাকরূহ। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। কোন ইমামের দুই মসজিদে পূর্ণ তারাবীহর জামাত পড়ানো নাজায়েয।

মুক্তাদীর দুই মসজিদে তারাবীহর জামাত পড়লে কোন দোষ নেই। তবে দ্বিতীয় মসজিদে বেতের পড়বে না। যদি কোন মসজিদে তারাবীহর জামাত শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে লোকগণ তারাবীহ পড়তে চাইলে পৃথক পৃথকভাবে পড়বে। যদি কেউ নিজের ঘরে ইশা, তারাবীহ, বেতের নামায পড়ে নেয়, তারপর অন্য লোকের তারাবীহর জামাতে তার ইমামতী করা মাকরূহ। কিন্তু জামাতী লোকদের মাকরূহ হবে না। যদি প্রথমে নিয়ত না করে থাকে, নামায শুরু করার পর অন্য লোক তার পিছনে তারাবীহের ইক্তিদা করে, তবে কারও জন্য মাকরূহ হবে না। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

একজন ইমামেরই পুরা তারাবীহ পড়া উত্তম। দুই ইমামে পড়ালে প্রত্যেক ইমামেরই তারাবীহ পূর্ণ করা উত্তম। যখন দুই ইমামের পিছনে তারাবীহ জায়েয আছে, তখন ইহাও জায়েয যে, ফরজ এক ব্যক্তি পড়াবে এবং তারাবীহ অন্য ব্যক্তি পড়াবে। হযরত ওমর (রাঃ) ফরজ এবং বেতেরে ইমামতী করতেন এবং উবাই ইবনে কা'ব তারাবীহর নামায ইমামতী করতেন। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজের বিবরণ। বুদ্ধিসম্পন্ন বালকের তারাবীহ নামায এবং বিশেষত্বহীন নফল নামাযের ইমামতী করা কোন কোন ইমামের মতে জায়েয আছে। কিন্তু অধিকাংশের মতে জায়েয নেই। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। তারাবীহ ছুটে গেলে তার কাজা করতে হবে না। ইহাই শুদ্ধ মত।

যদি স্মরণ হয় যে, গত রাতে দু'রাকাত ফাসেদ হয়ে গেছে, তবে তা তারাবীহর নিয়তে কাজা করলে মাকরূহ হবে। দু'রাকাত ছুটে যাবার কথা বেতের পড়ার পর মনে হলে, মুহাম্মদ ইবনে ফজলের মতে তা জামাতে পড়বে না। ছদরে শোহাদা বলেন যে, ইহা জামাতের সাথে আদায় করবে। এটি সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজের বিবরণ। ইহা সালাম ফিরিয়ে ফেলার পর যদি জামাতের কেউ কেউ বলে যে, তিন রাকাত পড়া হয়েছে, কেউ কেউ বলে যে দু'রাকাত পড়া হয়েছে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-রে মতে ইমাম নিজ রায় অনুযায়ী কাজা করবে। যদি ইমামের কোন কথার বিশ্বাস না থাকে, তবে ইমাম তাদের কথা গ্রহণ করবে, যাদিগের কথা সত্য বলে মনে করবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ। যদি সালামের গণনায় সন্দেহ হয়, তবে সেখানে মাশায়েখদের মতভেদ আছে যে, পুনঃ আদায় করবে, কি করবে না, জামাতের সাথে করবে, কি একা একা করবে। শুদ্ধ মত হল, পৃথক পৃথকভাবে পুনঃ আদায় করবে। ইহা মুহীতের বিবরণ।

কোন ব্যক্তির ইশার নামায একাকী পড়ে তারাবীহর নামায জামাতের সাথে পড়া জায়েয আছে। কিন্তু সকল লোকের ইশার জামাত ছেড়ে; তারাবীহর নামায জামাতের সাথে পড়া জায়েয নেই। যদি কেউ সামান্য তারাবীহ এক ইমামের সাথে পড়ে থাকে, অথবা কিছু তারাবীহ ইমামের সাথে পড়েছে, তবে তার বেতের ঐ ইমামের সাথে পড়া জায়েয আছে। ইহা কানিয়ায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তির এক তারাবীহ বা দুই তারাবীহ ছুটে গেছে, যদি তা পড়তে লিপ্ত হয়, তবে বেতের নামায চলে যাবে, তখন সে বেতের জামাতের সাথে পড়ে নিবে, পরে ঐ ছুটে যাওয়া তারাবীহের প্রত্যেক দু'রাকাতে নিয়তের দরকার নেই। কেননা এর সমস্ত নিয়ত এক নামাযের মতো। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

তারাবীহের মধ্যে একবার কোরআন খতম করা সুন্নাত। মুক্তাদীদের আলেস্যের দুরুন ইহা ছেড়ে দিবে না। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। তাশাহহুদের পরের দোয়া জামাতীদের জন্য ক্লেশকর হলে ইহা ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু দুরূদ ছাড়বে না। ইহা নেহায়ায় বর্ণিত আছে। দুবার কোরআন খতম করার মধ্যে ফযীলত আছে। তিনবার খতম করা অতি উত্তম। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। তারাবীহ উভয় কিরাত সমান সমান পড়বে। কম-বেশি হলে ক্ষতির কারণ নেই। প্রথম রাকাতের ওপর বৃদ্ধি করলে কোন দোষ নেই। ইহা কাজীখানের ফতোয়া। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে উভয় রাকাতেই সমান কিরাত পড়া মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা বেশি কিরাত পড়বে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। কিরাত পাঠ ও আরকান আদায়ে খুব বেশি তাড়াতাড়ি করা মাকরূহ।

আমাদের যমানায় এমনভাবে কিরাত পড়বে, যাতে জামাতের লোকেরা নিজেদের আলস্যের কারণ বেজার না হয়ে পড়ে, কেননা জামাতে লোক বেশি হওয়া কিরাত বেশি পড়া অপেক্ষা উত্তম। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে। আমাদের যমানায় আলেমগণ প্রদত্ত ফতোয়া এ যে, প্রত্যেক রাকাতে এক বড় আয়াত অথবা তিন ছোট আয়াত পড়বে। তাতে মুক্তাদীগণ অসন্তুষ্ট হবে না এবং মসজিদ খালি থাকবে না। ইহা যাহেদীতে বর্ণিত আছে। কোরআন খতমের ইচ্ছা করলে ২৭ শে রাতে করবে। কোরআন খতমে তাড়াতাড়ি করে ২১ শে রাতে বা তার আগে খতম করা মাকরূহ হবে। মাশায়েখে কিরামগণ সমস্ত কোরআনকে পাঁচশত চল্লিশ রুকু বিশিষ্ট করে দিয়েছেন এবং কোরআনের মধ্যে এর চিহ্ন করে দিয়েছেন– যেন কোরআনে পাক ২৭শে রাতের খতম হয়ে যায়।

অন্যান্য দেশে কোরআনের মধ্যে দশ দশ আয়াতে চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বেং একে রুকু করে দেওয়া হয়েছে। ইহা দ্বারা তারাবীহর প্রত্যেক রাকাতে সুন্নাত পরিমাণ আয়াত পড়া যাবে। যদি উনিশ বা একুশের রাতে শেষ হয়ে যায়, তবে বাকি দিনগুলিতে তারাবীহ ছেড়ে দিবে না। কেননা তারাবীহ সুন্নাত। ইহা ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজের বিবরণ। তারাবীহর নামাযে কিরাত ভুল হলে এবং কোন সূরা বা আয়াত বাদ দিয়ে তার পরের সূরা বা আয়াত পড়া হলে মুস্তাহাব হল, বাদকৃত সূরা বা আয়াত পড়ে পুনঃ ঐ পঠিত বস্তু দ্বিতীয়বার পড়বে। তবে তারতীব ঠিক থাকবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ। যদি দু'রাকাতের মধ্যে কিছু আয়াত পড়া হয়ে থাকে, পরে দু'রাকাত ফাসেদ হয়ে যায়, তবে ঐ দু'রাকাতের কিরাত গণনা করা যাবে না এবং ঐ দু'রাকাতের কিরাত আবার পড়বে। তা হলে শুদ্ধ খতম নামাযের মধ্যে আদায় হবে। কারও কারও মত ঐ কিরাতও গণনা করতে হভে। ইহা জাওহারাতুন নাইয়ারাহর মধ্যে বর্ণিত আছে।

কোন কোন স্থানে লোকগন খতম ছেড়ে দিয়েছে, কেননা দিনের বেলা কাজের দরুন শ্রান্তি এসে গেছে। এদাদের মধ্যে কেহ কেহ তারাবীহর প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখলাছ পাঠ করা পছন্দ করে নিয়েছে এবং কেউ কেউ সূরা ফীল হতে কোরআনের শেষ পছন্দ করে নিয়েছে। এ দুই রীতির শেষোক্ত রীতি উত্তম। কেননা রাকাতের গণনার মধ্যে ভুল হতে পারে না এবং ইহা স্মরণ রাখতে মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় না। ইহা তানজীসে বর্ণিত আছে। ওজর ব্যতীত তারাবীহর নামায বসে পড়া মুস্তাহাব নয়। ইহা জায়েয হওয়ার মধ্যে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে জায়েয আছে। কিন্তু খাড়া হয়ে পড়ার অর্ধেক ছওয়াব পাবে। যদি ইমাম ওজরে বা বিনান ওজরে বসে তারাবীহ পড়ে এবং মুক্তাদীগণ দাঁড়ায়ে পড়ে, তবে নামায শুদ্ধ হবে। বসার ব্যক্তির পিছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের ইক্তিদা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ আছে যে, জামাতীদের পক্ষে মুস্তাহাব কি? কারও কারও মতে বসে পড়াই মুস্তাহাব। তাতে ইমামের কাজে প্রতিকূলতা থাকে না।

www.nagorikpathagar.org

চার রাকাত এক সালামে পড়লে এবং দু'রাকাতের পর বৈঠক না দিলে আসানির জন্য নামায ফাসেদ হবে না। দু'রাকাতের পরে বৈঠক দিলে এবং তাশাহহুদ পরিমাণ বসে উঠলে অধিকাংশের মতে দুই সালামে আদায় হবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি তারাবীহ দশ সালামে পড়ে এবং প্রত্যেক সালামে তিন রাকাত পড়ে এবং দু'রাকাতের পর বৈঠক না দেয় তবে তার তারাবীহ কাজা করতে হবে, অন্য কিছু করতে হবে না। এটি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ঐ ব্যক্তির কথানুযায়ী, যে তারাবীহর মধ্যে এরূপ জায়েয রাখে না, তার কাজা করতে হবে। ইমাম সাহেবের মতে তৃতীয় রাকাতের দরুন কোন কিছু কাজা করতে হবে না। চাই সে ভুলে পড়ে থাকুক বা ইচ্ছা করে পড়ে থাকুক। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ভুলে পড়ে থাকলে ঐ হুকুম হবে। ইচ্ছা করে পড়ে থাকলে ঐ তৃতীয় এক রাকাতের জন্য দু'রাকাত করে দশ রাকাতে বিশ রাকাত কাজা করতে হবে। অতএব তারাবীহর সাথে আও বিশ রাকাত পড়তে হবে। যে ব্যক্তির মতে তারাবীহর মধ্যে এরূপ হতে পারে, সে অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে যদি ভুলে পড়ে থাকে, তবে কিছুই করতে হবে না। যদি ইচ্ছা করে পড়ে থাকে, তবে বিশ রাকাত কাজা করতে হবে। ইহা কাজীখানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

যদি তারাবীহর নামায ছয় অথবা আট অথবা দশ রাকাত এক সালামে পড়ে এবং দু'রাকাতের পর বসে, তবে অধিকাংশের মতে প্রত্যেক দু'রাকাত এক তাসলীমা হয়ে যাবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ।

যদি সমস্ত তারাবীহ এক সালামে পড়ে এবং প্রত্যেক দু'রাকাতের পর বসে থাকে, তবে সব তারাবীহ আদায় হয়ে যাবে। যদি দু'রাকাতে না বসে থাকে, শুধু শেষ রাকাতের পর বসে, তবে শুদ্ধ মতানুযায়ী এক তাসলীমা আদায় হবে। ইহা সিরাজুল ওয়াহহাজে বর্ণিত আছে। তারাবীহর মধ্যে মুক্তাদী বসে থাকা এবং যখন ইমাম রুকুতে যায়, তখন উঠে খাড়া হয়ে ইমামের সাথে রুকুতে যাওয়া মাকরূহ হবে। অত্যধিক ঘুমের চাপ নিয়ে তারাবীহ পড়া মাকরূহ। তারাবীহ পড়ার সময়ে খুব হুঁশিয়ার থাকা চাই। কেননা ঘুমের অবস্থায় নামায পড়লে নামাযের মধ্যে অবহেলা এসে যায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। কিরাতের মধ্যে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ইহা কাজীখানের ফতোয়া।

কোন ব্যক্তি তারাবীহর নামায ইমামের সাথে পড়তে শুরু করল। যখন ইমাম বৈঠকে গেল, সে ঘুমিয়ে পড়ল, সময়ের মধ্যে ইমাম সালাম ফিরিয়ে দ্বিতীয় দু'রাকাত পড়ল এবং তাশাহহুদ পড়তে বসল। এ সময় ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হল। যদি তার ইমামের অবস্থা জানা থাকে, তবে সালাম ফিরিয়ে পুনঃ দ্বিতীয়বার নিয়ত করে ইমামের তাশাহহুদে শরীক হয়ে যাবে এবং ইমাম যখন সালাম ফিরাবে, তখন খাড়া হয়ে ঐ দু'রাকাত তাড়াতাড়ি পড়ে নিবে এবং সালাম ফিরিয়ে পুনঃ ইমামের সাথে তৃতীয় দু'রাকাতে শরীক হয়ে যাবে। এটি খোলাছায় বর্ণিত আছে।

ফরজ নামাযে অংশগ্রহণ করা

ফজর অথবা মাগরিবের নামাযের এক রাকাত পড়া হলে জামাত শুরু হয়ে গেলে তদবস্থায় ঐ রাকাত ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরীক হবে। যদি দ্বিতীয় রাকাতে থাকে এবং এখন পর্যন্ত সিজদাহ না করে থাকে, তবে তাও ছেড়ে দিবে। আর দ্বিতীয় রাকাতের সিজদাহ করা হয়ে গেলে ছেড়ে দিবে না; বরং রাকাত পূর্ণ করে নিবে। কেননা ফজরের নামাযের পর নফল পড়া মাকরূহ এবং মাগরিবের মধ্যে বেজোড় রাকাত নফল নাজায়েয। অথবা চার রাকাত পড়লে ইমামের বিরোধিতা করা হবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। ঐ সমস্ত বিদয়াত। ইমামের সাথে শরীক হলে চার রাকাত পড়বে। কেননা সুন্নাতের অনুসরণ করা ইমামের অনুসরণ করা অপেক্ষা বেশি পালনীয়। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। এরূপ কাজ অপছন্দনীয়। ইহা মুহীতে সুরুখসীর মধ্যে উল্লেখ আছে। ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং তার চার রাকাত কাজা করতে হবে। কারণ ইক্তেদা করার কারণে তার পক্ষে আদায়

www.nagorikpathagar.org

করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। যদি ঐরূপ নফল আদায়কারী ব্যক্তি এমন ইমামের পিছনে ইক্তেদা করে, যে তৃতীয় কিরাত পড়ল না, তবে যদি মুক্তাদী কিরাত পড়ে নেয়, তবে তার নামায জায়েয হবে। যদি ইমাম চতুর্থ রাকাতকে তৃতীয় রাকাত মনে করে খাড়া হয়ে যায়, মুক্তাদীও ঐ রাকাতে ইমামের অনুসরণ করে, তবে মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হয়ে যাবে– ইমাম তৃতীয় রাকাতে বৈঠক দিয়ে থাকুক আর না থাকুক। যদিও ইমামের নামায নফল হয়ে গেছে, কিন্তু প্রথম ফরজ ছিল, পরে ফরজ হতে নফলের দিকে চলে গেছে, সে যেন দুই নামায এক তাহরীমায় পড়ল। এ অবস্থায় মুক্তাদীর এক নামায অজু ভঙ্গের ওজর ছাড়া দুই ইমামের পিছনে হবে। এজন্য জায়েয হবে না।

কেউ নফল নামায শুরু কবার পর জামাত আরম্ভ হয়ে গেল, সিজদাহ করে থাকুক, কি না থাকুক, উত্তম এ যে, নামায ভঙ্গ করবে না। এরূপ হুকুম তখন হবে, যখন মানতের নামায অথবা কাজা আরম্ভ করবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। কেউ জোহরের নামায এক রাকাত পড়ছে, এমন সময় জামাত শুরু হয়েছে। তখন আরও এক রাকাত পড়ে জামাতে শরীক হয়ে যাবে। যদি প্রথম রাকাতে সিজদাহ না করে থাকে, তবে উহা ভঙ্গ করে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে।

যদি ভিন্ন স্থানে জামাত শুরু হয়, যেমন কেউ নিজের ঘরে নামায পড়ছে এমন সময়ে মসজিদে জামাত শুরু হয়েছে, অথবা মসজিদে নামায পড়ছে এমন সময়ে অন্য মসজিদে জামাত শুরু হয়েছে, তবে কোন অবস্থায়ই নামায ভাঙ্গবে না। জোহরের নামাযের তিন রাকাত পড়া হলে যদি জামাত শুরু হয়ে যায়, তবে নিজের নামায পূর্ণ করবে, তারপর নফলের নিয়তে ইমামের সাথে ইক্তেদা করবে। তৃতীয় রাকাতের সিজদাহ না করে থাকলে নামায ভঙ্গ করবে। এটি তার ইচ্ছাধীন থাকবে। সে বসে সালাম ফিরাবে অথবা সালাম না ফিরিয়ে ঐভাবে খাড়া অবস্থায় তাকবীর বলে ইমামের সাথে নামায শুরু করবে। খাড়া অবস্থায় সালাম ফিরাবে না। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, ঐভাবে খাড়া অবস্থায় একদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায ভঙ্গ করে দিবে। ইহাই শুদ্ধ মত। কেননা বৈঠক নামায শেষ হওয়ার জন্য শর্ত ছিল এবং ইহা হল নামায ভঙ্গ করা, নামায শেষ করা নয়। কেননা জোহরের নামায দু'রাকাতে শেষ হয় না। এক সালাম করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে।

এ একই হুকুম ইশা এবং আছরের নামাযের মধ্যে, যখন এর জামাত আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু আছরের নামায শেষ করার পর নফলের নিয়তে জামাতের মধ্যে শরীক হবে না। যে ব্যক্তি জোহরের এক রাকাত ইমামের সাথে পেল, তার সমস্ত নামায ইমামের সাথে জামাতে পড়া হল না। কিন্তু সে সকল ফোকাহাদের মতে জামাতের ফজীলত পাবে। যদি তিন রাকাত ইমামের সাথে পায়, তবে সকলেরই মতে তার সমস্ত নামায জামাতে পড়া হল। ইহা সিরাজুল ওয়াহ্হাজে বর্ণিত হয়েছে। যদি জোহর অথবা জুমুআর সুন্নাত পড়তে থাকে, তখন জোহরের জামাত অথবা জুমআর খুৎবাহ শুরু হয়, তবে দু'রাকাত পড়ে নামায ছেড়ে দিবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত। কেউ কেউ বলেন যে, নামায পূর্ণ করে দিবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি ইমামকে ফজরের নামায পড়তে পেল এবং সে ফজরের সুন্নাত পড়েনি। যদি সে মনে করে যে, এক রাকাত ফৌত হয়ে যাবে, দ্বিতীয় রাকাত পাবে, তবে মসজিদের দরজার কাছে কোন জায়গায় সুন্নাত পড়ে নিবে এবং পরে জামাতে দাখেল হয়ে যাবে। যদি উভয় রাকাত ফৌত হবার আশংকা থাকে, তবে সুন্নাত পড়বে না, বরং ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। ইহা ছাড়া অন্য সুন্নাতে হুকুম হল, যদি ইমাম রুকুক করার পূর্বে শেষ করতে পারে, তবে মসজিদের বাইরে পড়ে নিবে। যদি রাকাত ফৌত হবার আশংকা থাকে, তবে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। ইহা তাবিয়ীনে বর্ণিত আছে।

www.nagorikpathagar.org

যদি ইমামকে রুকুর মধ্যে পায়, কিন্তু ধারণা করতে পারে না যে, সে কোন রুকুতে আছে, প্রথম রুকুতে, না দ্বিতীয় রুকুতে আছে। তখন সুন্নাত ছেড়ে দিবে এবং ইমামের সাথে শরীক হবে। ইহা খোলাছায় বর্ণিত আছে। যদি কোন মসজিদে দাখেল হয় এবং ঐখানে আযান হয়েছে, তবে নামায না পড়ে ঐ স্থান ত্যাগ করা মাকরূহ হবে। কিন্তু সে যদি অন্য কোন মসজিদের ইমাম বা মুয়াযযিন হয় এবং সে না গেলে জামাত হবে না, তবে তার চলে যাওয়ায় কোন
১০০৬ দোষ নেই। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এখন পর্যন্ত নামায পড়েনি। যদি একবার পড়ে থাকে তবে ইশা এবং জোহরের নামাযে যখন পর্যন্ত মুয়াযযিন ইকামত না বলে, মসজিদ হতে বাইরে চলে যাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। মুয়াযযিন ইকামত শুরু করে দলে তখন মসজিদ হতে বাইরে যাবে না। নফল নামাযের নিয়তে ঐ নামায পড়বে। আছর, মাগরিব এবং জোহরের নামাযে বাইরে চলে যাবে। যদি থেকে যায় এবং নামায না পড়ে, তবে মাকরূহ হবে। ইহা মুহীতে সুরুখসীতে বর্ণিত আছে।

যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পায় বেং সে তাকবীর বলে খাড়া হয়ে যায়, ইতোমধ্যে ইমাম রুকু হতে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তবে তার সে রাকাত পাওয়া হয় না। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। এতটুকু সময়ের মধ্যে সে রুকুর মধ্যে শরীক হতে পারুক কি না পারুক উভয় অবস্থায় একই হুকুম। এভাবে যদি তাকবীর বলে বিলম্ব না করে ঝুঁকে যায়, কিন্তু এর পূর্বে ইমাম মাথা উঠিয়ে নেয়, তথাপি সে সেই রাকাত পেল না। কেউ বলেন যে, যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ইমাম রুকুতে আছে, আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন যে, সে যেন সেখানেই তাকবীর বলে রুকু করে, পরে সরে কাতারে মিলিত হয়, তবে রুকু ফৌত হবে না। আমাদের মাযহাবে একাধারে তিন পা চললে নামায বাতিল হয়ে যায়, অধিকাংশের মত হল যে, সে যেন তাকবীর না বলে, তা হলে নামাযে চলতে হবে না।

কোন ব্যক্তি ইমামকে খাড়া অবস্থায় পেয়েছে এবং তাকবীর বলেছে এবং ইমামের সাথে রুকু করেনি, এমনকি ইমাম রুকু করে ফেলল, পরে সে রুকু করল, তবে তার ঐ রাকাত পাওয়া হয়ে গেল। এ কথায় ফকীহগণের সম্মিলিত মত এ যে, যদি কেউ রুকু হতে খাড়া অবস্থায় ইমামের ইক্তেদা করে, তবে তার ঐ রাকাত পাওয়া হয় না। ইহা রাহরুর রায়েকের ফতোয়া।

যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পাবে, সে খাড়া হয়ে তাহরীমা বাঁধবে এবং তাকবীর বলবে এবং যখন বেশির ভাগ ধারণা হবে যে ইমামকে রুকুতে পাবে, তখন রুকুর তাসীবহ পড়বে। যদি ঈদের নামায হয়, তবে এর তাবীরও খাড়া হয়ে বলে নিবে। যদি রুকু ফৌত হবার ভয় হয়, তবে তাকবীর বলবে না, রুকুতে চলে যাবে। রুকুর মধ্যে ঈদের তাকবীর বলবে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুর মধ্যে পাবে, তার দুই তাকবীরের দরকার নাই। এক তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলে জায়েয হবে। নিয়ত করা তার এমনিই হয়ে যাবে। ইহা ফতহুল কাদীরে বর্ণিত আছে।

যদি রুকু সিজদাহ ইমামের পর পরই করে, তবে নামায জায়েয হবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি ইমামকে রুকু এবং সিজদাহর শেষে পেয়ে থাকে, তথাপি নামায জায়েয হবে। যদি ওয়াক্তের সময় থাকে, তবে ফরজের আগে যত পরিমাণ ইচ্ছা নফল পড়তে পারে। এতে কোন দোষ নেই। যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, তবে নফল ত্যাগ করে দিবে। কেউ কেউ বলেন যে, ফজর এবং জোহরের সুন্নাত ছাড়া অন্য নফলের হুকুমও উক্তরূপ। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, সুন্নাতের জন্য উক্ত হুকুম। ইহা হেদায়ায় বর্ণিত আছে। উত্তম এ যে, ফজর এবং জোহরের সুন্নাত কোন অবস্থায়ই ছাড়া যাবে না, সে জামাতে ফরজ পড়ে থাকুক, আর না থাকুক। কিন্তু যদি ফজরের ওয়াক্তে চলে যেতে থাকে, তবে সুন্নাত ছেড়ে দিবে।

www.nagorikpathagar.org

কাজা নামায

নামায যে ওয়াক্তে ফরজ হয়েছে, ঐ ওয়াক্ত চলে গেছে, কিন্তু আদায় করা হয়নি। ইহা কাজা করা ওয়াজিব। যে নামায জানা থাকা সত্ত্বেও ছুটে গেছে অথবা ভুলে ছুটে গেছে, অথবা নিদ্রার কারণে চলে গেছে অথবা অনেক নামায চলে গেছে অথবা কম চলে গেছে, এতে কোন পার্থক্য নেই। পাগলের জন্য পাগলামি অবস্থায় যা ছুটে যায়, তা কাজা করা ওয়াজিব নয়। অথবা, সুস্থ অবস্থায় যে নামায ছুটে গেছে, ইহা পাগলামির অবস্থায় কাজা করা ওয়াজিব নয়। ধর্মত্যাগীর উপর ধর্মত্যাগ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাযের কাজা করা ওয়াজিব নয়। যদি কোন ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান হয়ে থাকে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে নামায না পড়ে থাকে, এজন্য যে, নামায ফরজ হওয়া তার জন্য ছিল না, তবে তার ঐ নামায কাজা করতে হবে না। যে ব্যক্তি বেহুঁশ ছিল বা তার এমন রোগ ছিল যে, সে ইশারায়ও নামায পড়তে সমর্থ ছিল না, তবে তার এ অবস্থায় যে নামায ছুটে গেছে, তা যদি একদিন এক রাতের চাইতে বেশি নামায হয়, তবে তার ঐ নামায কাজা করতে হবে না।

কাজার হুকুম হল এ যে, যে রকমভাবে ফরজ হয়ে ছুটে গেছে, ঠিক সেভাবে আদায় করতে হবে। কিন্তু ওজর ও জরুরী অবস্থার জন্য এ হুকুমের ব্যতিক্রম হতে পারে যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামায কাজা হয়েছে, সে সফর অবস্থায় ঐ চার রাকাতই কাজা করবে। যদি সফরের মধ্যে কাজা হয়ে থাকে, তবে মুকীম অবস্থায় ঐ রাকাতই কাজা করবে।

কোন ব্যক্তি নামায পড়ে ধর্ম ত্যাগ করল, তারপর ঐ নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে আবার মুসলমান হল। তার উপর ঐ নামায পুনঃ আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। কোন বালক ইশার নামায পড়ে শুয়ে পড়ল এবং স্বপ্নদোষ হল, ফজর উদয় হওয়ার আগেই বুঝতে পারল, তবে ইশার নামায কাজা করতে হবে। বালিকাদের হুকুম এর বিপরীত। যদি কোন বালিকা ফজর উদয় হবার পূর্বে হায়েজ হয়ে বালেগা হয়, তবে ইশার কাজা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি ওয়াজিব হবার ওয়াক্তে হায়েজ এসে যায়, তবে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়। যখন ওয়াজিব হবার ওয়াক্তে হায়েজ এসেছে, তখন হায়েজ উত্তমরূপে নিষিদ্ধকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি নিজের বয়স হিসাব করে বালেগা হয়, তবে তার ইশা কাজা করতে হবে। যদি বালক ফজর উদয় হওয়ার আগে স্বপ্নদোষ সম্বন্ধে অবগত না হয়ে থাকে, তথাপিও ইশার কাজা করা ওয়াজিব হবে। ইহা কাজীখানের বিবরণ।

কাজা নামায জামাতের সাথে আদায় করলে উচ্চঃস্বরে পড়বার বিষয়গুলি উচ্চঃস্বরেই পড়বে এবং চুপে চুপে পড়বার বিষয়গুলি চুপে চুপেই পড়বে। আর একা একা কাজা নামায পড়লে সশব্দে পড়ার বিষয়গুলি সশব্দে পড়াই উত্তম, চুপে চুপে পড়াও জায়েয আছে। আর চুপে চুপে পড়া বিষয়গুলি চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব। ইহা জাহিরিয়ায় বর্ণিত আছে। ওয়াক্তের নামায এবং কাজা নামাযের মধ্যে তারতীব আছে। এরূপভাবে কয়েক ওয়াক্ত কাজা নামাযের মধ্যেও তারতীব ওয়াজিব। ইহা কাফীতে বর্ণিত আছে। ওয়াক্তের নামায কাজা নামাযের আগে আদায় করা জায়েয নেই। এ রকম ফরজ এবং বেতেরের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব। ইহা শরহে বেকায়ায় বর্ণিত আছে। যদি ফজরের নামায পড়ে স্মরণ হয় যে, বেতের পড়া হয়নি। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ফজর নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যদি নফল নামাযের মধ্যে কোন ফরজ বা ওয়াজিব নামায কাজা হওয়ার কতা মনে পড়ে, তবে নফল ফাসেদ হবে না। কেননা তারতীব ফরজসমূহের মধ্যে ওয়াজিব হওয়া কিয়াসের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য যা ফরজ নয়, এর মধ্যে তা নেওয়া হয়নি। ইহা মুহীতে সুরুখসীরে মধ্যে বর্ণিত আছে।

বালক যখন বালেগ হয় এবং ওয়াক্তের মধ্যে নামায পড়ে তখন সে ছাহেবে তারতীব হয়ে যায়। যেমন স্ত্রীলোক যখন বালেগা হয় এবং শুদ্ধ রক্ত দেখে, তবে একবার হায়েজ হওয়া দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। ইহা তাতারখানিয়ায় বর্ণিত

www.nagorikpathagar.org

আছে। নামাযের মধ্যে আমাদের মতে কোন ক্ষেত্রে পরস্পর তারতীব ফরজ নয়। ইহা মুহীতে বর্ণিত আছে। এমন কি, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রথম হতে শরীক হল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল অথবা তার অজু ভঙ্গ হল এবং ইমাম নামাযে অগ্রসর হয়ে গেল, তারপর জাগ্রত হল অথবা অজু করে এসে নামাযে শরীক হল, তবে তার ওয়াজিব হবে যে, যে নামায ছুটে গেছে, তা প্রথম আদায় করবে এবং পরে ইমামের অনুসরণ করবে। যদি ইমামকে নামাযে পায় এবং প্রথমে ইমামের অনুসরণ করে, তারপর ইমাম সালাম ফিরানোর পর প্রথমের নামায কাজা করে, তবে আমাদের তিন ইমামের নিকট নামায জায়েয হবে। এভাবে জুমুআর নামাযে যদি মানুষের ভীড়ের কারণে প্রথম রাকাত না পায়, দ্বিতীয় রাকাত পায়, তবে দ্বিতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের আগে আদায় হয়ে যায়, পরে ইমামের সালাম ফিরানোর পর প্রথম রাকাত কাজা করে, তবে আমাদের নিকট জায়েয হবে। ইহা শরহে তাহাবীতে বর্ণিত আছে।

অজ্ঞাত কারণে তারতীব ভুলে গেলে তারতীব রহিত হয়ে যায়। ইহা মুজমিরাতে উল্লেখ আছে। ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর কোন ভুলের নামায স্মরণে আসলে ওয়াক্তের নামায জায়েয হয়ে যাবে। ইহা কাজীখানে বর্ণিত আছে। যদি জোহরের নামায কেউ অজু আছে ধারণায় পড়লে থাকে, এর পর অজু করে আছরের নামায আদায় করে, তারপর প্রকাশ পেল যে, সে জোহরের নামা বিনা অজুতে পড়েছে, তবে শুধু জোহরের নামায পুনঃ পড়বে। কেননা সে জোহরের নামাযের ব্যাপারে ভ্রান্ত লোকের মতো হবে। কিন্তু আরফার দিন এর বিপরীত হুকুম হবে আরফার দিন যদি জোহরের নামায অজু আছে ধারণায় পড়ে থাকে এবং অজু করে আছরের নামায পড়ে, তারপর প্রকাশ পায় যে, জোহরের নামায অজু ছাড়া পড়া হয়েছে, তবে উভয় নামায পুনঃ পড়তে হবে। কেননা আছরের নামায সেখানে জোহরের অধীন। ইহা মহীতে সুরুখসীতে উল্লেখ আছে।

যদি জুমআর নামায আদায়কারীর স্মরণে আসে যে, সে ফজর পড়ে নাই, তবে যদি এরূপ অবস্থা হয় যে ঐ নামায ভঙ্গ করে ফজর পড়তে শুরু করে, তবে জুমুআ ফৌত হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াক্ত ফৌত হবে না, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জুমুআ ভঙ্গ করে ফজরের নামায পড়বে। তারপর জোহরের নামায পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে প্রথমে জুমআ শেষ করবে। আর ফজর কাজা করে জুমআর জামাত পাবার মত পরিস্থিতি হলে সম্মিলিত মতে প্রথমে ফজরের নামায পড়বে। যদি তা না হয়। তবে সম্মিলিত মতে প্রথমে জুমআর নামায আদায় করবে। তারপর ফজরের নামায কাজা পড়বে।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

ফতোয়ায়ে আলমগীরী

ইসলামী আইন শাস্ত্র

সকল খণ্ড একত্রে

সোলেমানিয়া বুক হাউস
বাংলাবাজার - ঢাকা